শ্রীমদ্ভাগবত।

দ্বাদশ স্কন্ধ সম্পূর্ণ।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

প্রণীত।

ভটপল্লী-নিবাসী

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০১ সাল।
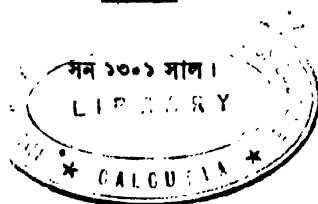
শ্রীমদ্ভাগবত।

সূচীপত্র।

প্রথম স্কন্ধ।

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

তৃতীয় স্কন্ধ।

চতুর্থ স্কন্ধ।

পঞ্চম স্কন্ধ।

ষষ্ঠ স্কন্ধ।

সপ্তম স্কন্ধ।

অষ্টম স্কন্ধ।

নবম স্কন্ধ।

দশম স্কন্ধ।

একাদশ স্কন্ধ।

দ্বাদশ স্কন্ধ।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রথম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ।

পরাশর-নন্দন ভগবান্ ব্যাস, বহুবিধ পুরাণ প্রণয়ন এবং অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য দেবর্ষি নারদ, তাঁহাকে ভগবদ্‌গুণ-বর্ণনে পরিপূর্ণ পরম পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে পরম সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যানার্থ কহিতেছেন,—"যিনি সমস্ত সৃষ্টপদার্থে সদ্রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন বলিয়া তৎসমুদায়ের সত্তা স্বীকৃত হইতেছে; 'আকাশ-কুসুম' 'বন্ধ্যার সন্তান' ইত্যাদি অবস্তুতে তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ না থাকাতে তাহাদের সত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে না; যিনি জগতের জন্মাদির আদি কারণ; যাঁহা হইতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংস হইতেছে; যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান-সম্পন্ন; যে বেদে পণ্ডিতদিগেরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়,—আদিকবি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৃদয়াকাশে যিনি সেই বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি বস্তুতঃ অসত্য, কিন্তু যেরূপ মরীচিকাদিতে তেজ এবং কাচাদিতে জলভ্রম হওয়াতে সেগুলি সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ উক্ত ত্রিবিধগুণ অসত্য হইলেও যাঁহার সত্যতা হেতু সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, অথবা তেজোদাদিতে জলভ্রম যেমন বাস্তবিক অলীক, সেইরূপ যাঁহা ব্যতীত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—গুণত্রয়ের কার্য্যভূত দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতরূপ ত্রিবিধ সৃষ্ট পদার্থমাত্রই অসত্য; উপাধিভেদে যিনি নানারূপে প্রতীয়মান হন বলিয়া লোকে যাঁহার স্বরূপাবধারণে ভ্রমে পতিত হয়; কিন্তু যিনি স্বীয় তেজঃ-প্রভাবেই সেই ভ্রম নাশ করিয়া থাকেন; সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।" মহামুনি বেদব্যাস-প্রণীত এই পরম মনোরম ভাগবতগ্রন্থে মহাত্মা সাধুব্যক্তিগণের অনুষ্ঠেয় ফলাভিসন্ধিরূপ কাপট্যাদিশূন্য মাৎসর্য্য-বিহীন পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। যাহা দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—তাপত্রয় বিনষ্ট হয়, পরম সুখপ্রদ পরমার্থ-স্বরূপ সেই বস্তুও ইহা দ্বারা জানিতে পারা যায়। অন্যান্য শাস্ত্র দ্বারা অচিরে ও অনায়াসে ঈশ্বর নিরূপণ করিতে পারা যায় না, সুতরাং তৎসমুদায় শাস্ত্রে কি প্রয়োজন? সুকৃতিশালী মানবগণ কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও দেবতা-বিষয়ক সকল শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই পরম পবিত্র ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরকে হৃদয় মধ্যে নিশ্চয় করিতে সক্ষম হইবেন। হে রসবিশেষ-ভাবনা-চতুর রসিক ভাবুকবৃন্দ! দেবর্ষি নারদ, সর্ব্ব-পুরুষার্থ-সাধন বেদরূপ কল্পপাদপের পরমানন্দ-রসপূর্ণ এই ভাগবত-ফল বৈকুণ্ঠধাম হইতে আনিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন; আমি তাহা শুকমুখে অর্পণ করি, অধুনা তাহা তদীয় মুখ হইতে পৃথিবীতলে পতিত হইল। যতক্ষণ না মোক্ষলাভ হয়, ততক্ষণ তোমরা এই অমৃতময় ফল মুহুর্ম্মুহুঃ সেবন করিতে থাক।১—৩।

ঋষি-প্রশ্ন।

পুরাকালে শৌনকাদি ঋষিগণ, বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে হরিলোক-লাভ-কামনায় সহস্র-বর্ষব্যাপী সত্রনামক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা প্রাতঃকালে তাঁহারা নিত্য-নৈমিত্তিক হোম সম্পন্ন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে উগ্রশ্রবা মহাত্মা সূত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষিরা তাঁহাকে দেখিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন এবং যথাযোগ্য-সৎকার-সহকারে উপযুক্ত আসনে উপবেশিত করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অনঘ! তুমি যে মহাভারতাদি ইতিহাস, সমগ্র পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি কেবল অধ্যয়ন করিয়াছ, এমত নহে; তৎসমুদায়ের যথাযথ ব্যাখ্যাও করিয়াছ। বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বেদব্যাস ও সগুণ-নির্গুণ-ব্রহ্মবেত্তা অন্যান্য মুনিগণ, যে সমস্ত শাস্ত্র অবগত আছেন, তাঁহাদের অনুগ্রহে তৎসমস্তই তোমার বিদিত হইয়াছে; কেননা, গুরুগণ, প্রিয় শিষ্যাদিগকে পরম গুহ্য বিষয়ও শিক্ষা দিয়া থাকেন। হে সূত! সেই সমস্ত শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া, যাহাকে মানবগণের নিশ্চয়-মঙ্গল-সাধন বলিয়া স্থির করিয়াছ, এক্ষণে তাহাই আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর।৪—৯। হে সাধো! এই কলিযুগে প্রায় সকল লোকেই অল্পায়ুঃ ও অলস; প্রায় সকলেরই বুদ্ধি নিতান্ত হীনতেজঃ; সকলেই বিঘ্নসমূহে ব্যাকুল ও রোগাদি দ্বারা নিপীড়িত; সুতরাং তাহারা যে, বহুশাস্ত্র-শ্রবণাদি দ্বারা নিজ নিজ মঙ্গল-সাধন করিবে, সে বিষয়ের সম্ভাবনা নাই; আর অনেক শাস্ত্র কেবল শ্রবণ করিলেই বা তদ্দ্বারা কিরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে? আরও দেখ, শাস্ত্রও বহুতর; তৎসমুদায়ে ভূরি ভূরি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে; তৎসমস্ত কর্ম্ম নির্ণয় ও অনুষ্ঠান করা বড় সহজ নহে; অতএব জীবকুলের হিতসাধনার্থ তুমি বুদ্ধি-সহকারে সকল শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া সংক্ষেপে বর্ণন কর; তাহা হইলে সকলের চিত্ত প্রসন্ন হইবে।১০।১১। হে সূত! সত্য বটে, ভক্তকুলের পালনকর্ত্তা ভগবান্ হরি, জীবগণের পালন ও মঙ্গল-সাধনার্থ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, কিন্তু কোন্ বিশেষ কার্য্য-সাধনার্থ তিনি, বসুদেবপত্নী-

দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই তুমি অবগত আছ। ঐ বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমরা নিরন্তর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন কর। 'মোহবশে বিবশ মানব, বিঘোর সাংসারারণ্যে পতিত হইয়া, যাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ মোক্ষ লাভ করে; স্বয়ং ভয় যাঁহা হইতে ভীত; যাঁহার চরণ-যুগলে শরণ গ্রহণ করাতে শমভাজন মুনিগণ এতদূর পবিত্র হইয়াছেন যে, তাঁহাদের সংস্পর্শমাত্র লোকে পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে; ত্রিলোক-পাবনী সুর-তরঙ্গিণী যাঁহার চরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিতেছেন;—পুণ্যশ্লোক পবিত্রচেতা মানবগণ সেই ভগবানের কর্ম্ম সকল সতত কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়া- থাকেন; শুদ্ধিলাভাভিলাষী কোন্ ব্যক্তি, কলি-কলুষ-নাশক তাঁহার যশঃকীর্ত্তন শ্রবণ না করিবে? আহা! ভগবান্ লীলাচ্ছলে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে সমস্ত মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, নারদাদি মুনিগণ সর্ব্বক্ষণ তাহা গান করিয়া থাকেন; তুমি এক্ষণে তৎসমস্ত উদার কার্য্য কীর্ত্তন কর;—আমরা শ্রদ্ধা-সহকারে তাহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি। হে সুধীশ্রেষ্ঠ সূত! ভগবান্ লীলাক্রমে আত্মমায়ায় স্বেচ্ছানুসারেই যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের নিকট তৎসমস্তই বর্ণন কর। আহা! ভগবানের পুণ্যপ্রদ চরিত্র শ্রবণে আমাদিগের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর ঔৎসুক্যই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার যশঃকীর্ত্তন শ্রবণে সাধু-ব্যক্তিরা ক্রমশঃই অধিক রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভগবান্ কেশব, মানবরূপ ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে রামের সহিত গোবর্দ্ধন-ধারণাদি যে সকল অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ১২—২০। হে সূত! সম্মুখে দারুণ কলিকাল উপস্থিত দেখিয়া আমরা এই বৈষ্ণবক্ষেত্রে দীর্ঘ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বসিয়া আছি; এক্ষণে আমাদের প্রচুর অবকাশ আছে; সুতরাং স্বচ্ছন্দে তোমার সমস্ত কথা শুনিতে পারিব। আমরা, তেজোবীর্য্যাপহারী এই দুস্তর কলিরূপ মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার বাসনায় অপেক্ষা করিতেছি; এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে তোমাকে কর্ণধাররূপে প্রাপ্ত হইলাম। সূত! এই সঙ্গে তোমাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি;—ধর্ম্মের বর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মণ্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে স্বরূপ গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন; অতএব ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন? ২১—২৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভগবদ্গুণ-বর্ণন।

লোমহর্ষণ-নন্দন উগ্রশ্রবা সূত, ঋষিগণের পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—যিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একাকী প্রব্রজ্যায় গমন করিলে পর, তাঁহার পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব তদ্বিরহে কাতর হইয়া 'হা পুত্র! হা পুত্র!' রবে বারংবার আহ্বানপূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন; স্বীয় যোগবলে সর্ব্বভূতেরই অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে সক্ষম থাকাতে যিনি বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া পিতার বাক্যে উত্তর দিয়াছিলেন; সেই ব্যাসতনয় শুকদেব গোস্বামীকে নমস্কার। যে পুরাণ অসাধারণ-প্রভাব-সম্পন্ন, যাহা নিখিল বেদার্থের সারভাগ-স্বরূপ, সংসাররূপ ঘোর অন্ধকারে যাহা অদ্বিতীয় অধ্যাত্ম-প্রকাশক প্রদীপ-স্বরূপ; যিনি করুণা করিয়া সংসারী লোকের নিকট সেই গুহ্য পুরাণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সেই ব্যাসনন্দনের চরণে শরণ লইলাম। নারায়ণ, নর, নরোত্তম, সরস্বতী ও ব্যাসদেবের চরণে নমস্কার। ১—৪। ঋষিগণ! তোমরা আমাকে সর্ব্বলোকের হিতকর হরি-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে, আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইলাম। ইহ-সংসারে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রশ্ন আর কি হইতে পারে? কারণ, ইহাতে আত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকে। স্বর্গাদি-প্রাপ্তির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম অপেক্ষা স্বার্থ-শূন্য ভগবদ্ভক্তিই পুরুষের পরম ধর্ম্ম। নারায়ণে ভক্তি হইলে শীঘ্রই বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সে জ্ঞানে শুষ্ক ও নিরর্থক তর্কাদি প্রবেশ করিতে পারে না। হে মুনিবৃন্দ! লোকে যাহা ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ, তদ্দ্বারা যদি হরি-কথা-শ্রবণে ভক্তি উৎপাদিত না হয়, তবে তাহা নিষ্ফল। সে ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও কেবল বৃথা শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। মুক্তি-লাভের নিমিত্ত যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, অর্থ তাহার যোগ্য উদ্দেশ্য নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন, কাম, অর্থের যথার্থ ফল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সুখকেই বা কিরূপে বিষয়ভোগের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? কেননা, মানব যত দিন জীবিত থাকে, তত দিনই বিষয়ভোগ ঘটিয়া উঠে। সেইরূপ আবার স্বর্গাদি-লাভের নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান জীবনের প্রয়োজন নহে; তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেকে ধর্ম্মকেই তত্ত্ব বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা, অনন্ত অবিনশ্বর জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন; বেদব্যবসায়িগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভের উপাসকেরা পরমাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তেরা ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ৫—১১। শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদান্ত-শ্রবণপূর্ব্বক বৈরাগ্য-সম্বলিত ভক্তি লাভ করিয়া তদ্দ্বারা সেই পরমাত্মাকে আপনাতেই দেখিতে পান। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-ঋষিগণ! লোকে বর্ণাশ্রমের বিভাগানুসারে যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, তদ্দ্বারা হরির তুষ্টি লাভ করিতে পারিলেই, তাহা সার্থক। এই সকল কারণে ভক্তের পালনকর্ত্তা ভগবান্‌কে এক মনে শ্রবণ করা, কীর্ত্তন করা, ধ্যান করা ও পূজা করা উচিত। ১২—১৪। মুনিবৃন্দ! পণ্ডিতেরা যে ভগবানের ধ্যানরূপ অসি দ্বারা কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন, তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে কাহার না আগ্রহ হইবে? তীর্থ-নিষেবণ প্রভৃতি পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্যেরা ভগবানের সেবা করিয়া থাকে; তাহাতেই ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা হইলেই ক্রমে ক্রমে শ্রবণের ইচ্ছা হইতে থাকে; ইচ্ছা হইলেই অভিরুচি জন্মে। ভাগবতী কথায় রতি হইলেই সকল অশুভ বিদূরিত হয়; কেননা, যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করেন,—সাধু-ব্যক্তির সখা হরি, তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ হইয়া তাঁহাদের কামাদি-বাসনারূপ বাহ্য ও আন্তরিক সমস্ত অমঙ্গল দূর করেন। নিত্য ভাগবত-সেবা দ্বারা সেই সকল অমঙ্গল নষ্ট হইলে, পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে। তখন রজঃ ও তমোগুণজন্য কাম-লোভাদি চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং অন্তঃকরণ, সত্ত্বগুণে অলঙ্কৃত হইয়া প্রসন্ন হইয়া থাকে। ১৫—১৯। ভগবদ্ভক্তির সহযোগে মন এইরূপে প্রসন্ন হইলে, সংসারপাশ হইতে মনুষ্য মুক্ত হইয়া থাকেন; তখন তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মে এবং জ্ঞানোৎপত্তির পরক্ষণেই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়। তখন তাঁহার অহংজ্ঞান নাশ পাইয়া থাকে; সকল সংশয়ই দূরীভূত হয় এবং যে সকল কর্ম্মের ফলোদয় আরম্ভ হয় নাই, তৎসমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কারণে পণ্ডিতেরা, পরমানন্দ-সহকারে ভগবান্ বাসুদেবে নিত্য ভক্তি করিয়া

থাকেন। একমাত্র পরম পুরুষ ব্রহ্ম,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক প্রাকৃতিক গুণত্রয়-সহযোগে হরি, বিরিঞ্চি ও হররূপে ব্যক্ত হন বটে, কিন্তু সত্ত্বময় হরি হইতেই মনুষ্যের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পার্থিব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও প্রকাশ-রহিত কাষ্ঠ হইতে ধূম শ্রেষ্ঠ, কেননা, তাহার চলন-ক্ষমতা আছে; ঐ ধূম অপেক্ষা ত্রয়ীময় অগ্নি শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহা বেদোক্ত কার্য্যের সাধন; সেইরূপ তমঃ হইতে রজঃ এবং রজঃ হইতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ; কেননা, তাহা ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দেয়। সুতরাং বিরিঞ্চি ও হর—উভয় হইতেই সত্ত্বগুণময় হরি প্রধান। পুরাকালে মুনিগণ, এই সকল কারণেই ভগবান্‌কে শুদ্ধ-সত্ত্বরূপে ধ্যান ও পূজা করিতেন। এক্ষণে যাঁহারা তাঁহা-দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের দ্বারাও সংসারের মঙ্গল সাধিত হইবে। শান্তস্বভাব যে সকল সাধু ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা,—পিতৃ ও লোকপালদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের অংশই ভজনা করিয়া থাকেন; কিন্তু কদাপি কাহারও দ্বেষ করেন না। আর যাঁহারা নিজে রজঃ ও তমোগুণাবলম্বী, তাঁহারাই—শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও সন্তান-লাভের নিমিত্ত রজস্তমঃ-প্রকৃতি পিতৃ ও ভূতপতিদিগের উপাসনা করেন। কি বেদ, কি যজ্ঞ, কি যোগ, কি ক্রিয়া, কি জ্ঞান, কি তপস্যা, কি ধর্ম্ম,—ভগবান্ বাসুদেব এই সকলেরই তাৎপর্য্য। বাসুদেব ভিন্ন আর গতি নাই। ২০—২৯। ভগবান্ স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও কার্য্য-কারণাত্মিকা নিজ গুণময়ী মায়ায় প্রথমতঃ এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। পশ্চাৎ সেই সমস্ত গুণ, যখন আকা-শাদিরূপে প্রকাশিত হইল, তখন তৎসমুদায়কে যেন আপনার গুণ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া সকলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার সে অভিমান নাই; কারণ, তিনি বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। যেমন একমাত্র অগ্নি আপনার অভিব্যঞ্জক কাষ্ঠাদি-ভেদে নানারূপে পরিদৃশ্যমান হয়, সেইরূপ বিশ্বাত্মা পরমপুরুষ পরমেশ্বর একাকীই নানা ভূত আশ্রয় করিয়া নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ভগবান্, নিজগুণ-নির্ম্মিত সূক্ষ্মভূত-চতুষ্টয় আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় ও মনোরূপ গুণময় ভাব দ্বারা ইচ্ছাক্রমে উপযুক্ত বিষয়-ভোগ করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণময় লোককর্ত্তা হরি, লীলা-ক্রমে দেব, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া লোক-সমূহের অন্তঃকরণে নানা ভাবের আবির্ভাব করিয়া দেন। ৩০—৩৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

ভগবানের অবতার কথন।

সূত কহিলেন, মুনিগণ! ভগবান্ লোক-সৃষ্টির মানসে থমতঃ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা বিনির্ম্মিত অর্থাৎ রূপস্বরূপ পঞ্চমহাভূত ও একাদশ-ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ-অংশ-শিষ্ট বিরাট্-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ, পাদ্মনামক ল্পে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিহ্রদ ইতে এক পদ্ম উদ্ভূত হয়। সেই পদ্মগর্ভে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি হ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারই অবয়ব-সংস্থান দ্বারা এই লোকাদি জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ ৎ রজস্তমঃপ্রভৃতি দ্বারা অস্পৃষ্ট যে নিরতিশয় সত্ত্ব, তাহাই হার যথার্থ রূপ। যোগিগণ, প্রভূত জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন রিয়া বলিয়া থাকেন,—পুরুষরূপ ভগবানের অসংখ্য অদ্ভুত হস্ত, , মস্তক, কর্ণ ও নাসিকা। তিনি মৌলি ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত। ঐ বিরাট্‌মূর্ত্তি, অন্যান্য যাবতীয় অবতারের অক্ষয় বীজস্বরূপ। ইহা অব্যয়; কদাপি ইহার ধ্বংস নাই। ইহা সকল অবতারের নিদান, অর্থাৎ চরমে সকল অবতারই এই অবতারে বিলীন হইয়া থাকেন। ইহাঁরই অংশ দ্বারা দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদিরূপ নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। ১—৫। যিনি প্রথমতঃ পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ কৌমার নামক সৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন। লোকনাথ ভগবান্, এই বিশ্বের উৎপত্তির নিমিত্ত দ্বিতীয় বার বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। দেবর্ষি নারদ, তাঁহার তৃতীয় অবতার। এই অবতারে বিভু, বৈষ্ণব-তন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। সেই বৈষ্ণব-তন্ত্র দ্বারা মনুষ্য কর্ম্মভোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। ভগবান্ চতুর্থ অব-তারে ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে নর-নারায়ণরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক আত্ম-সংযম করিয়া উৎকট তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; এবং পঞ্চমে সিদ্ধেশ্বর কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া আসুরিনামক বিপ্রের নিকট কালবশে নষ্টপ্রায়, নিখিল তত্ত্বের নির্ণায়ক সাংখ্যদর্শন বর্ণন করিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় তাঁহার ষষ্ঠ অবতার; এই অবতারে অত্রির প্রার্থনানুসারে তদীয় পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি বিশ্ব-কর্ত্তা অলর্ক ও প্রহ্লাদাদির নিকট আত্মবিদ্যা উপদেশ দেন। সপ্তমে রুচির ঔরসে আকূতীর গর্ভে যজ্ঞ নামে অবতীর্ণ হন। এই অবতারে যাম নামে দেবগণ তাঁহার পুত্র হইলে, তিনি ইন্দ্র হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করেন; এবং অষ্টমে মেরুদেবীর গর্ভে ও অগ্নীধ্রপুত্রের ঔরসে ঋষভ নামে অব-তীর্ণ হইয়া পণ্ডিতদিগকে সর্ব্বাশ্রম-নমস্কৃত পরমহংসের পথ দেখাইয়া দেন। ৬—১৩। হে বিপ্রবৃন্দ! পৃথু নামে নারা-য়ণের অতি রমণীয় নবম অবতার। এই অবতারে তিনি ঋষি-দিগের প্রার্থনা-অনুসারে রাজদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবী হইতে নানাবিধ রত্ন এবং ওষধি দোহন করিয়াছিলেন; এইজন্য এই অবতার সকলের কমনীয়। অনন্তর চাক্ষুষ নামক মন্বন্তরে পৃথিবী জলমগ্না হইলে ভগবান্ মৎস্য নামক দশম অবতার গ্রহণপূর্ব্বক মহীরূপ নৌকায় বৈবস্বত মনুকে আরোপণ করিয়া রক্ষা করেন। পুরাকালে যখন সুর ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্ সেই সময় কূর্ম্মরূপ একাদশ অবতার গ্রহণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করেন। দ্বাদশে ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতভাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক জলধিগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশে মোহিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক অসুরদিগকে স্বীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া সুরবৃন্দকে অমৃত পান করান। চতুর্দ্দশে তিনি নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হন। রজ্জুনির্ম্মাতা রজ্জু-নির্ম্মাণার্থ যেমন এরকা নামক তৃণ বিদীর্ণ করে, হরি, বল-দর্পিত দৈত্যেন্দ্র হিরণ্য-কশিপুকে ঊরুদেশে রাখিয়া নখ দ্বারা সেই-রূপ বিদারণ করিয়াছিলেন। ১৪—১৮। পঞ্চদশে বামনরূপে অবতীর্ণ হন এবং বলির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ত্রিলোক-অধিকারের অভিসন্ধিতে ঐ রাজার নিকট ছলপূর্ব্বক ত্রিপাদপরি-মিত ভূমি প্রার্থনা করেন। ষোড়শে পরশুরাম রূপ গ্রহণ করিয়া ক্রোধ বশতঃ ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে এক-বিংশতিবার নিঃশেষে সংহার করিয়াছিলেন। সপ্তদশে পরাশর-ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন এবং মানবগণের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি সাতিশয় সঙ্কুচিত দেখিয়া বেদরূপ পাদপের শাখা বিস্তার করেন। অষ্টাদশে দশরথ-তনয় মহারাজ রামচন্দ্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সাগর-বন্ধন প্রভৃতি অলৌকিক বীরকার্য্য সম্পাদন করেন। অবশেষে ঊনবিংশে পৃথিবীর ভার নাশ করিতে অভিলাষী হইয়া রাম-কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ

বে। এক্ষণে কলিযুগের সঞ্চার হইয়াছে। অসুরদিগের মোহ নিমিত্ত ভগবান্ এই যুগে গয়াপ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। শেষে কলির অন্তকালে রাজগণ দস্যুর ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নারায়ণ বিষ্ণুযশা নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে অবতীর্ণ হইয়া কল্কিরূপ ধারণ করিবেন। ১৯—২৫। মুনিগণ! সত্ত্বগুণের নিধিস্বরূপ ভগবানের অবতার অসংখ্য;— তাহা আর কত বলিব? যেমন কোন এক অক্ষয় জলাশয় হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সত্ত্বনিধি একমাত্র পরমেশ্বর হইতে বিবিধ অবতারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রজাপতি, দেবতা, ঋষি, মনু ও মানব,— সকলেই হরির অংশ। পূর্ব্বোক্ত অবতারদিগের মধ্যে কেহ ভগবানের অংশ, কেহ বা বিভূতি; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব্বশক্তির হেতু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ। ইন্দ্রশত্রু দৈত্যগণ মর্ত্তালোকে জয়লাভ করিয়া উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলে, হরি উক্ত প্রকারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে ভক্ত ব্যক্তি যথোচিত পবিত্র হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে ভগবানের সেই অতি দুর্জ্ঞেয় অবতার সকলের নাম উচ্চারণ করেন, তিনি দুঃখ-সমূহরূপ সংসার হইতেই মুক্ত হইতে পারেন। জীব বাস্তবিক নিরাকার, জ্ঞান মাত্রই তাঁহার স্বরূপ; স্বীয় মায়াগুণেই তিনি এই সকল স্থূলরূপ ধারণ করেন। দেখ, মেঘজাল বায়ুর উপরে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু বুদ্ধিহীন লোকে তাহাকে আকাশস্থ বলিয়া আকাশেই তাহার আরোপ করে; এবং ধূসরতা পার্থিব ধূলিতেই বিদ্যমান, কিন্তু ঐ ধূলি বায়ুবেগে উদ্ধূত হইলে লোকে পবনকে ধূসর বলিয়া থাকে; সেইরূপ মনুষ্য, অজ্ঞানতা বশতঃ অদৃশ্য আত্মার শরীরাদি কল্পনা করে।২৬—৩১। হে দ্বিজেন্দ্রবর্গ! বুদ্ধিহীন মানব মোহ বশতঃ জীবের কেবল যে, এই স্থূলরূপ মাত্র কল্পনা করে, এমত নহে; পরন্তু লিঙ্গদেহও আরোপ করিয়া থাকে। ঐ দেহ অব্যক্ত,—উহার কোনরূপ আকার নাই। ঐ অব্যক্ত দেহ দেখিতে অথবা শুনিতে পাওয়া যায় না বলিয়া উহার সত্তা অস্বীকার করা যাইতে পারে না; কেননা, তাহাই জীবের উপাধি, অর্থাৎ তাহা লইয়াই জীব বলিয়া কল্পনা করা যাইতেছে। তবে স্থূলদেহ দ্বারাও জীবোপাধি স্বীকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ না মানিলে জীবের পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করা যায় না; সেইজন্য সূক্ষ্মদেহ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। সৎ ও অসৎ স্বরূপ এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ, অবিদ্যা বশতঃ আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে; জীব পরমা বিদ্যা লাভ করিয়া যখন এই মায়াজনিত স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারে, তখনই সেই জীব আপনাকে জ্ঞানময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে সক্ষম হয়। আত্মা, সংসার-চক্রচালিনী মায়া দ্বারা যত দিন আচ্ছন্ন থাকেন, তত দিন অবিদ্যার নাশ হয় না; কিন্তু সেই অবিদ্যা যখন জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তখন স্থূল-সূক্ষ্মরূপ উপাধিভ্রম নষ্ট করিয়া আপনিই ক্ষয় পাইয়া থাকে,—তখনই ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তি হয় এবং জীব পরমানন্দ স্বরূপে নিজ মহিমায় বিরাজ করিতে থাকেন। অন্তর্যামী ভগবান্,—কর্ম্ম ও জন্ম-রহিত; কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, অবিদ্যা-সংসর্গে জীবের ন্যায় তিনি অতি দুর্জ্ঞেয় জন্ম লাভ এবং কর্ম্ম করিয়া থাকেন; তথাপি জীব হইতে তাঁহার অনেক বিশেষ আছে। তিনি অবলীলাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও নাশ করিতেছেন, অন্তর্যামিরূপে সকল ভূতের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং ইচ্ছা-অনুসারে ইন্দ্রিয়-সুখের কেবল আঘ্রাণ লইতেছেন; কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত নহেন, কারণ তিনি স্বাধীন ও ষড়িন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। ৩২—৩৬। কুবুদ্ধি মনুষ্য, তর্কাদি দ্বারা তাঁহার লীলার আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না। পরমাত্মা নটের ন্যায়, তিনি মন ও বাক্য দ্বারাই রূপকল্পনা এবং নাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অজ্ঞ মানব কিরূপে তাঁহার মহিমা বুঝিতে সমর্থ হইবে? তবে যে ব্যক্তি সেই দুরন্ত-বীর্য্য পরাৎপর চক্রপাণি পরমেশ্বরের পরম রমণীয় পাদ-পদ্ম-সৌরভ নিরন্তর ভক্তি-সহকারে সেবন করেন, তিনি ভক্ত বলিয়া ভগবানের তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারেন। ঋষিগণ! আপনারা ধন্য; কারণ, সর্ব্বলোকেশ্বর বাসুদেবে আপনাদের ঐকান্তিক ভক্তি জন্মিয়াছে। নারায়ণে এরূপ ভক্তি করিলে জীবকে আর ভয়ানক জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মুনিগণ! ব্যাসদেব, যাবতীয় পুরাণ ও ইতিহাসের সার-সংগ্রহপূর্ব্বক নিখিল-বেদতুল্য, মহৎ স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ এই ভাগবত গ্রন্থ লোকের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত রচনা করেন এবং প্রথমে স্বীয় পুত্র ধীরশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। ইহাতে পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ নারায়ণের পুণ্য-চরিত সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশনে জীবন পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্গে বেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলে, শুকদেব তাঁহার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কলিযুগের সঞ্চার হইবামাত্রই শ্রীকৃষ্ণ,—ধর্ম্ম ও জ্ঞান লইয়া নিজ ধামে প্রস্থান করিলে, লোক সকল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে; সেই অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্তই এক্ষণে এই ভাগবত-সূর্য্য উদিত হইল। তাপসবৃন্দ! যখন অমেয়-তেজঃ-সম্পন্ন শুকদেব, রাজা পরীক্ষিতের নিকট ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময় আমি তাঁহার অনুগ্রহে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া অবহিত মনে সমস্ত শুনিয়াছিলাম; অতএব আমি যেমন যেমন শুনিয়াছিলাম, নিজ বুদ্ধি অনুসারে তৎসমস্ত অবিকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৭—৪৫॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদের আগমন।

সূতের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, সেই দীর্ঘকাল-ব্যাপি-যজ্ঞে দীক্ষিত ঋষিদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুলপতি ঋগ্বেদী শৌনক সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,— হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সূত! ভগবান্ শুকদেব যে পবিত্র ভাগবতী কথা কহিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন কর। কোন্ যুগে ভাগবতী কথা প্রবৃত্ত হয়? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোন্ স্থানে এবং কি কারণে এই ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন? কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার প্রবর্ত্তক? তাঁহার পুত্র শুকদেব পরমযোগী, ব্রহ্মদর্শী ও ভেদজ্ঞান-বিহীন। তাঁহার বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই ধাবিত হয় না। তিনি মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন নহেন, সেইজন্য অন্যে তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য মূঢ় বলিয়া বোধ করে। শুনিয়াছি, যে সময়ে তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া উলঙ্গবেশে বনগমন করেন, তৎকালে পথিপার্শ্বস্থ কোন সরোবরে কতকগুলি অপ্সরা ক্রীড়া করিতেছিল; নগ্ন শুকদেবকে দেখিয়া তাহারা কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই, কিন্তু যখন ব্যাসদেব পুত্রের অনুসরণক্রমে পরক্ষণেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সুরকামিনীরা উত্থানপূর্ব্বক আস্তে ব্যস্তে নিজ নিজ বসন পরিধান করিল। মহর্ষি তাহাতে বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ বিচিত্র আচরণের কারণ কি? তোমরা শুককে উলঙ্গ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইলে না, কিন্তু আমাকে বসনাবৃত দেখিয়াও লজ্জিত হইলে?" তাহারা উত্তর

করিল, "ঋষে! আপনার স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া ভেদজ্ঞান আছে, কিন্তু আপনার পুত্র শুকের তাহা নাই।" ১—৫। সূত! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যিনি এরূপ মূক ও জড়ের ন্যায় উন্মত্তভাবে পর্য্যটন করেন, তিনি কিরূপে প্রথমতঃ কুরুজাঙ্গল প্রদেশে এবং পশ্চাৎ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন? পুরবাসীরা তাঁহাকে কি প্রকারে চিনিতে পারিল? পাণ্ডুপুত্র পরীক্ষিতের সহিত কিরূপেই বা তাঁহার কথোপকথন হইল? শুকদেব মধ্যে মধ্যে পদার্পণ দ্বারা গৃহস্থের আশ্রম পবিত্র করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কোন স্থানেই অধিকক্ষণ অবস্থিতি করেন না। যে সময়ের মধ্যে একটী গাভী দোহন করা যায়, মহাভাগ শুক তাহার অধিক কাল কোথাও অবস্থিতি করেন না; অতএব তিনি যে ভাগবত-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। সূত! যে অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিতের নিকট তিনি এই পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহারও জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন কর। পাণ্ডুবংশের যশোবর্দ্ধন সেই মহীপতি কি কারণে রাজ্যসম্পত্তি উপেক্ষা করিয়া ভাগীরথীতীরে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন? বিপক্ষ নরপতিগণ আপনাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত নানা ধন লইয়া আগমন করিয়া তাঁহার পাদযুগলে প্রণত হইত; কিন্তু তিনি কি জন্য যৌবনকালেই প্রাণের সহিত সেই রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? কোন রাজাই ত এরূপ করিতে পারেন না। যশোলিপ্সু ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিরা আপনার নিমিত্ত জীবন ধারণ করেন না; কেবল লোকের ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলসিদ্ধির জন্যই জীবিত থাকেন। কিন্তু পরীক্ষিৎ ভক্ত হইয়াও কি কারণে সংসার-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অসংখ্য লোকের আশ্রয়স্বরূপ স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? সূত! তুমি সেই সমুদায় বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকটে বর্ণন কর। বোধ করি, বেদ ভিন্ন আর সমস্ত তুমিই পরিদর্শন করিয়াছ। ৬—১৩। শৌনকের বাক্য শুনিয়া সূত কহিলেন, যুগপরিবর্ত্তের নিয়মক্রমে দ্বাপর নামক তৃতীয় যুগ উপস্থিত হইলে মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব হরির অংশে ও পরাশরের ঔরসে বসুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই ভূত-ভবিষ্যদ্বেত্তা পরাশর-নন্দন একদা সূর্য্যোদয়ের পর সরস্বতী-নদী-জলে স্নানাহ্নিকাদি সমাপন পূর্ব্বক পবিত্রচিত্তে নির্জ্জনে বদরিকাশ্রমে একাগ্রমনে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে পৃথিবীর তদানীন্তন অবস্থা তাঁহার মনোদর্পণে প্রতিভাত হইল। তিনি দিব্য জ্ঞানে দেখিতে পাইলেন, কালের অতি দুর্জ্ঞেয় ও অলক্ষ্য বেগবলে ভূমণ্ডলে যুগপরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন যুগধর্ম্ম পরস্পর মিশ্রিত হইয়াছে; তজ্জন্য এই ভৌতিক শরীরেরও শক্তি হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যের আর তাদৃশ ঈশ্বরশ্রদ্ধা নাই; তাহাদের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে—বুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগের পরমায়ুও অল্প হইয়া আসিয়াছে; ভাগ্যও হীনবল হইয়াছে। তখন তাঁহার মনোমধ্যে এই চিন্তার উদয় হইল,—"কি করিলে সর্ব্ব বর্ণের মঙ্গল হয়?" ১৪—১৮। অশেষ-জ্ঞান-সম্পন্ন ভগবান্ ব্যাস অবশেষে স্থির করিলেন; বৈদিক কর্ম্ম ঋত্বিক্-চতুষ্টয় দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে লোকের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিতে পারে। তদনুসারে তিনি এক বেদ চারি অংশে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদের উদ্ধার হইল। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম-বেদরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বেদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে পৈল মুনি ঋক্, জৈমিনি সাম, বৈশম্পায়ন যজুঃ এবং অভিচার-কর্ম্মে রত সুমন্তু অথর্ব্ব-বেদ অধ্যয়ন করিয়া তত্তদ্বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। আমার পিতা রোমহর্ষণ, ইতিহাস ও পুরাণ শিক্ষা করেন। ঐ সকল ঋষিরা আপন আপন বেদ নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া নিজ নিজ শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। সেই সকল শিষ্যেরাও স্ব স্ব শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া যান। এইরূপে এক এক বেদ, অশেষ-শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ১৯—২৪। মন্দবুদ্ধি মনুষ্যেরা এক্ষণে সেই সকল শাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। দীনবৎসল ভগবান্ বেদব্যাস এই কারণেই বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন। 'নিন্দিত দ্বিজ, শূদ্র ও স্ত্রী-জাতির বেদশ্রবণে অধিকার নাই' এই বিবেচনায় মহর্ষি বেদব্যাস তাহাদিগেরও হিতসাধনার্থ কৃপা করিয়া মহাভারত প্রণয়ন করিলেন; কিন্তু দ্বিজগণ! সর্ব্ব প্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্ত এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও মুনিবর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন অপ্রসন্ন মনে সরস্বতীর পবিত্র তটে উপবেশন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমি ব্রত ধারণ করিয়া বেদ, গুরু ও অগ্নিকে যথাযথ পূজা করিয়াছি; কদাপি তাঁহাদিগের আজ্ঞাও লঙ্ঘন করি নাই এবং ভারত-রচনাচ্ছলে সমুদায় বেদার্থই কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহা হইতে স্ত্রীজাতি এবং শূদ্র প্রভৃতি অপকৃষ্ট বর্ণও ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে পারে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! আমার জীবাত্মা সেই সচ্চিদানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও ব্রহ্মতেজে অসম্পন্ন অসত্তের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে! ভারতাদিতে ভাগবত ধর্ম্ম, বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিয়া পরমহংসদিগের তুষ্টিসাধন করিতে পারি নাই; সেই জন্যই কি এইরূপ হইতেছে?" মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সরস্বতী-তীরে আশ্রমে বসিয়া এইরূপ দুঃখ করিতেছেন, এমত সময়ে দেবপূজিত নারদ সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরম ভাগবতকে সমাগত দেখিয়া বেদব্যাস তখনই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিহিত বিধানে তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। ২৫—৩৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্যাস-নারদ-সংবাদ।

সূত কহিলেন, মুনিবৃন্দ! অনন্তর মহাযশা দেবর্ষি নারদ, সুখে উপবেশন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া সমীপোপবিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ পরাশর-নন্দন! তোমার শারীরিক ও মানসিক কুশল ত? ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমুদায় ত উত্তমরূপে জানিতে পারিয়াছ? তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠানের ত কোন ক্রটী হয় নাই? বোধ হয়, সে সকলই সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হইয়াছে; কারণ, তুমি সর্ব্বধর্ম্মপূরিত অতি অদ্ভুত মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছ, নিত্য ব্রহ্মের মীমাংসা করিয়াছ এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছ; তথাপি অকৃতার্থ ব্যক্তির ন্যায় শোক করিতেছ কেন?" ১—৪। নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব কহিলেন, "দেবর্ষে! আপনি যাহা যাহা অনুমান করিলেন, সে সকলই যথার্থ বটে, কিন্তু কিছুতেই আমার শারীরিক ও মানসিক আত্মা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণও বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন; আপনার বুদ্ধিরও ইয়ত্তা নাই, অতএব আপনাকেই সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি সমগ্র রহস্যই জ্ঞাত আছেন; কারণ, যে কার্য্য-কারণ নিয়ন্তা নির্লিপ্ত পুরুষ নিজ গুণে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন, আপনি সেই পুরাণ-পুরুষ ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। সূর্য্যের ন্যায় ত্রিলোক পর্য্যটন করিয়া আপনি সকলই নয়ন-গোচর করিতেছেন এবং বায়ুর ন্যায় অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তি অবগত হইতেছেন; অতএব আমাকে সমুদায় নিশ্চয় করিয়া বলুন। আমি যোগবলে পরব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রত ও অধ্যয়ন দ্বারা বেদ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইলেও আমার আত্মা তুষ্ট

হইতেছেনা কেন?" নারদ কহিলেন, "ব্যাস! তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশ সবিস্তারে বর্ণন কর নাই। ভারতাদিতে তুমি,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছ; কিন্তু বাসুদেবের মহিমা সেরূপ সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন কর নাই। ভগবানের যশোবর্ণনা বিনা কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার পরিতোষ হয় না।৫—৯। অতি মনোরম পদবিন্যাস থাকিলেও যে বাক্যের কোন স্থানেই হরির যশঃকীর্ত্তন নাই, সে কেবল কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য সকাম ও নীচাশয় ব্যক্তিরই অনুরাগ আকর্ষণ করে! যেরূপ রাজহংসগণ, বায়স-সেবিত অপরিষ্কৃত গর্ত্তাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছোদক মানস সরোবরেই বিহার করে, সেইরূপ সত্ত্বগুণাবলম্বী পরমহংস সকল ঐ কুৎসিত বাক্যে অনাদর করিয়া নির্ম্মল ব্রহ্মেই পরমানন্দে বিহার করিয়া-থাকেন। যে গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকেই অনন্তকীর্ত্তি ভগবানের নামকীর্ত্তন থাকে, সেইরূপ গ্রন্থই লোকসমূহের পাপনাশ করিতে সমর্থ; কারণ, সাধুব্যক্তিরা সর্ব্বদা ঐ পবিত্র নাম শ্রবণ, উচ্চারণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অধিক কি, হরিভক্তির সহিত মিশ্রিত না হইলে উপাধিভ্রম-শূন্য অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও শোভা পায় না; সুতরাং দুঃখরূপ কাম্য ও অকাম্য কর্ম্ম পরমেশ্বরে অর্পিত না হইলে কিরূপে শোভা পাইতে পারে? বেদব্যাস! তুমি যথার্থদর্শী, নির্ম্মল-যশস্বী, সত্যরত ও শমদমাদি-ব্রত-সম্পন্ন; এক্ষণে লোকের বন্ধন-মোচনের নিমিত্ত তুমি সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাসুদেবের চরিত্র যোগবলে স্মরণ করিয়া বর্ণন কর। তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার বুদ্ধি বর্ণনীয় রূপ ও নামসমূহে বিব্রত হইয়া, বায়ুবলে ঘূর্ণমান নৌকার ন্যায়, কোন স্থানেই স্থির হইতে পারিবে না। ১০—১৪। তুমি ভারতাদিতে স্বভাবতঃ কাম্যকর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদিগকে নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মাদি ধর্ম্মার্থে উপদেশ দিয়া অন্যায় করিয়াছ; কারণ, তাহারা উহাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীর নিবারণ মানিবে না, বেদবিহিত নিষেধও গ্রাহ্য করিবে না। প্রবৃত্তি-সাধন কাম্য-কর্ম্মের নিন্দা করিলাম বলিয়া হরিগুণ-বর্ণনকেও নিরর্থক জ্ঞান করিও না; কারণ, কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি নিখিল কর্ম্মের নিবৃত্তি দ্বারা অনন্ত সর্ব্বব্যাপী বিভু পরমেশ্বরের নির্ব্বিকল্প সুখময় স্বরূপ জানিতে পারেন; কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য; অতএব তুমি,—সত্ত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত, দেহাভিমানী জনগণকে ভগবৎ-লীলা দর্শন করাও। মানব, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরির পাদপদ্ম-যুগল সেবন করিতে করিতে যদি মৃত্যুগ্রস্ত বা অন্য কোন কারণে সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলেও তাহার ধর্ম্মচ্যুতি জন্য কোন অমঙ্গল হয় না। হরিকে ভক্তি না করিয়া কেবল স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা উদ্দেশ্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে? জীব,—ব্রহ্মলোক ও স্থাবর-লোক ভ্রমণ করিয়াও যাহা লাভ করিতে পারে না, বিবেকী সেই বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্তই যত্ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মের ফল স্বরূপ বিষয়সুখ দুঃখের ন্যায় কালবশে আপনিই উপস্থিত হয়; তজ্জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হয় না। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ নিকৃষ্ট যোনিতে উৎপন্ন হইলেও কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় আর সংসারে প্রবেশ করেন না; কারণ, হরিপাদ-পদ্মের মকরন্দরস এক বার আস্বাদন করিয়া তিনি আর ভুলিতে পারেন না,—নিরন্তর সেই সুখই স্মরণ করিতে থাকেন। ঈশ্বর হইতে এই বিশ্বের প্রভেদ নাই, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্ব হইতে ভিন্ন; কারণ, ঈশ্বর হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ হইয়া থাকে। তুমি নিজে সে সমস্তই অবগত আছ; তথাপি তোমাকে অল্পমাত্র উপদেশ দিলাম। বিভো! জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি জন্মরহিত হরির অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ; অতএব তাঁহারই পরাক্রম বিশেষরূপে বর্ণন কর। বিবেকবান্ ব্যক্তিরা পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের গুণবর্ণনকেই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দানের নিত্যফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১৫—২২। ব্যাস! পূর্ব্বজন্মে আমি কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের এক দাসীর গর্ভে উদ্ভূত হইয়াছিলাম। বর্ষাগমে ঋষিগণ যখন চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া সকলে একত্র বাস করিয়াছিলেন, সেই সময় মাতা আমাকে তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত করেন। আমি বালসুলভ লোভ, চাপল্য ও ক্রীড়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত তাঁহাদিগের সেবায় দিন-যাপন করিতাম। অধিক কথা কহিতাম না। সুতরাং পক্ষপাতশূন্য হইলেও তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং অন্য অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। একদিন আমি তাঁহাদিগের আদেশক্রমে ভিক্ষাপাত্রলগ্ন উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছিলাম। সেই দিন আমার পাপ দূরীভূত হইল এবং উত্তরোত্তর চিত্তশুদ্ধি ও তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে অভিরুচি হইতে লাগিল। ঋষিগণ প্রতিদিনই মনোহর হরিগুণ গান করিতেন; আমি তাঁহাদিগের কৃপায় তৎসমস্তই শুনিতে পাইতাম। সেই পবিত্র ভগবৎকথা শ্রদ্ধা-সহকারে শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ আমার নারায়ণে অনুরাগ জন্মিল; তখনই আমার সর্ব্ববিষয়-সঞ্চারিণী বুদ্ধি উদিত হইল, সুতরাং তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিলাম, আমি প্রপঞ্চাতীত সাক্ষাৎ ব্রহ্ম; নিজ অবিদ্যাবশেই আপনাকে শরীরী বলিয়া বোধ করিতেছি। বর্ষা ও শরৎকাল উপস্থিত হইলে, মহাত্মা মুনিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ত্রিসন্ধ্যা হরির নির্ম্মল যশোগান করিতেন। সেই গান শুনিতে শুনিতে আমার দৃঢ়া ভক্তি জন্মিল; তাহাতেই রজঃ ও তমোগুণ নাশ পাইল; আমি,—পাপশূন্য, ভক্তিসম্পন্ন, বিনয়ী ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মুনিগণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলাম। ২৩—২৯। অনন্তর বর্ষাপগমে দীনবৎসল তাপসবৃন্দ দূরদেশে গমন করিতে উদ্যত হইয়া, সদয়-হৃদয়ে আমাকে অতি গোপনীয় দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান প্রদান করিলেন। ভগবান্ অচ্যুত স্বয়ং ঐ জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমি সেই জ্ঞান-বলেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ বাসুদেবের মায়া জানিতে পারিয়াছি। ভগবানের মায়া বুঝিতে পারিলেই জীব সাক্ষাৎ ভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মন্! সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের মহৌষধ। যে দ্রব্য হইতে যে রোগ উৎপন্ন হয়, কেবল সেই দ্রব্য সেবন করিলেই তাহার শান্তি হয় না; কিন্তু যদি তাহা উপযুক্ত ঔষধে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ উপকার দর্শে। এইরূপ যাবতীয় কাম্য-কর্ম্ম সংসার-প্রাপ্তির কারণ হইলেও যদি নারায়ণে অর্পিত হয়, তাহা হইলে আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে। ৩০—৩৪। এই কর্ম্মভূমিতে ভক্তিযোগ ও জ্ঞান—উভয়ই ভগবৎ-তুষ্টির নিমিত্ত আচরিত কর্ম্মের অধীন অর্থাৎ ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মে এবং ভক্তি হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সাধুদিগের আচারও ইহার অনুবর্ত্তী; কারণ, কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কালে সকল ব্যক্তিই এইরূপে বাসুদেবের গুণ ও নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। 'আমি,—ভগবান্ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণরূপী বাসুদেবকে নমস্কার করিয়া মনে মনে চিন্তা করি,' এই বলিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য-মূর্ত্তি-রহিত যজ্ঞ-পুরুষের পূজা করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। ব্যাস! আমি ভগবানের এই উপদেশ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে হরি আমাকে জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্য এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদান করিয়াছেন। তুমিও, বিপুল-যশঃশালী সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের যশঃকীর্ত্তন কর; পণ্ডিতগণ কেবল তাহাই জানিতে ইচ্ছা করেন। তদ্ব্যতীত বারংবার দুঃসহ দুঃখ-পীড়িত জীবগণের নিস্তারের আর পথ দেখিতে পাই না।" ৩৫—৪০।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদের পূর্ব্ব-জন্ম কীর্ত্তন।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! সত্যবতী-নন্দন ভগবান্ বেদব্যাস, নারদের জন্ম ও কর্ম্ম-বৃত্তান্ত এইরূপে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেবর্ষে! আপনার বিজ্ঞানোপদেষ্টা ভিক্ষুক তপস্বিগণ দূর-দেশে প্রস্থান করিলে আপনি বাল্যাবস্থায় কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? উত্তরোত্তর কিরূপেই বা কালহরণ করিয়াছিলেন? এবং সময় উপস্থিত হইলে কি প্রকারেই বা ঘৃণ্য দাসী-পুত্ররূপ শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন? কালে সকলই লয় পায়; কিন্তু আপনি কিরূপে পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিতেছেন? কল্পান্তকাল কি কারণে আপনার স্মৃতিশক্তি ধ্বংস করিতে পারে নাই?" ১—৪। নারদ কহিলেন, "ব্যাস! আমার বিজ্ঞানোপদেশক বিপ্রগণ বর্ষাপগমে দূরদেশে গমন করিলে পর, আমি বাল্যাবস্থায় যাহা করিয়াছিলাম, বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি মাতার একমাত্র পুত্র ছিলাম। জননী একে স্ত্রী-জাতিত্ব-নিবন্ধন স্বভাবতই অক্ষম ও হীনবুদ্ধি, তাহাতে আবার অন্যের দাসী ছিলেন। তিনি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই দেখিয়া, আমাকে যারপর নাই স্নেহ করিতেন। কিসে আমার মঙ্গল হয়, ইহাই তাঁহার সর্ব্বদা কামনা; কিন্তু তিনি পরাধীনা, সুতরাং নিজের শক্তি ছিল না বলিয়া কিছুই করিতে পারিতেন না। কুহকের নির্দেশ-বর্ত্তিনী কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকার ন্যায় পরবশ ব্যক্তির কোন ক্ষমতাই থাকে না। আমার বয়ঃক্রম তখন পঞ্চবর্ষ মাত্র; দিক্, দেশ, কাল কিছুই জানিতাম না; সুতরাং সেই ব্রাহ্মণকুলেই বাস করিতাম। কত দিনে জননীর স্নেহ হইতে পরিত্রাণ পাইব, এই চিন্তাই অনুদিন মনোমধ্যে জাগরূক ছিল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। এক দিন নিশাকালে গোদোহনার্থ মাতা গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিয়া দৈবক্রমে পথিমধ্যে এক সর্পের গাত্রে পদক্ষেপ করেন। পদ কেবল ভুজঙ্গের গাত্রে সংলগ্ন হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু সেই কালপ্রেরিত সর্প তৎক্ষণাৎ আমার দুঃখিনী জননীকে দংশন করিল। অমনি মৃত্যু হইল। কিন্তু আমি তাহাতে অণুমাত্রও দুঃখিত হইলাম না; বরং মনে করিলাম, ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ এই ছলে আমার প্রতি কৃপাপ্রকাশ করিলেন। ব্যাস! মাতা এইরূপে পরলোক গমন করিলে আমি বিপ্র-নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া উত্তর-মুখে যাত্রা করিলাম। ৫—১০। যাইতে যাইতে কত কত সমৃদ্ধ জনপদ, নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ অতিক্রম করিলাম; কত স্বর্ণ ও রজতাদির আকর, কৃষক-নিবাস এবং গিরি-তটস্থিত গ্রাম সকল দর্শন করিলাম। কোন স্থানে দেখিলাম, বিবিধ বর্ণের ধাতু-রাগে রঞ্জিত হইয়া গিরিকুল মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে; তাহাদের শিখরদেশে গজভগ্ন খর্ব্বশাখ পাদপ সকল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইতেছে। কোথাও বা স্বচ্ছসলিলা সরসী বিবিধ জলজজালে অলঙ্কৃত হইয়া প্রসন্নভাবে হাস্য করিতেছে। তাহার নির্ম্মল সলিলে সুরগণ ক্রীড়া করিতেছেন; তীরে বিহঙ্গকুল নানাবিধ রবে গান করিতেছে এবং ভ্রমরগণ ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। আমি সেই সমস্ত মনোহর দৃশ্য অতিক্রম করিয়া এক অতি বিস্তীর্ণ ভীষণ অটবী দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, তাহার চতুর্দ্দিকে নল, বেণু, বংশ ও শরস্তম্ব এরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই; ভয়ানক ভুজঙ্গ ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ সর্ব্বত্রই ক্রীড়া করিতেছে। যাহা হউক, অবশেষে অতি কষ্টে আমি সেই কাননমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলাম। বহু দেশ ভ্রমণজন্য আমার ইন্দ্রিয় সকল শ্রান্ত ও শরীর অবসন্ন হইয়াছিল; ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় একান্ত কাতরও ছিলাম; সুতরাং প্রথমতঃ নদীতে স্নান ও জলপানপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিয়া পরে এক অশ্বত্থের মূলে উপবেশন করিলাম। ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম, পরমাত্মা হৃদয়ে বাস করেন; এক্ষণে দেখিলাম, চতুর্দ্দিক স্থির ও নিস্তব্ধ, কোথাও জন-মানবের সমাগম নাই; সুতরাং অবসর পাইয়া তাঁহাকেই বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ১১—১৬। ভক্তি-বিহ্বলচিত্তে ভগবানের চরণ-কমল চিন্তা করিতে করিতেই উৎকণ্ঠা বশতঃ অশ্রুবারিতে আমার নয়ন-যুগল পরিপূর্ণ হইল। ইত্যবসরে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নারায়ণ ধীরে ধীরে আসিয়া আমার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেন। তখন দুর্নিবহ প্রেমভরে আমার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল; আমি অনির্ব্বচনীয় সুখ ও পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করিতে পারিলাম না। কিন্তু সেই একান্ত-বাঞ্ছিত সর্ব্বতাপাপহারী ভগবৎ-রূপ, নিমেষ পরেই তিরোহিত হইল; চিত্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল; আমি উৎকণ্ঠিতের ন্যায় সহসা গাত্রোত্থান করিলাম এবং মনঃসংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার সেই মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! দৃষ্টি-সত্ত্বেও পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন বাক্যমনের অগোচর ভগবান্ অতি গম্ভীর স্নিগ্ধ বাক্যে আমাকে যেন সান্ত্বনা করিয়াই কহিতে লাগিলেন, 'অনঘ! ইহ জন্মে আর আমি তোমাকে দেখা দিব না। যে অসিদ্ধ যোগীদিগের কামাদি অদ্যাবধি দগ্ধ হয় নাই, তাহারা আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। তবে তুমি আমাতে সাতিশয় অনুরক্ত বলিয়া তোমাকে একবারমাত্র দর্শন দিলাম। আমাতে অনুরক্ত সাধুগণ ক্রমে ক্রমে সকল কামই পরিত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল সাধুদিগের সেবা করিয়া তোমার বুদ্ধি আমাতেই দৃঢ়রূপে বদ্ধ কর, তাহা হইলেই এই নিন্দনীয় লোক পরিত্যাগ করিয়া আমার পার্ষদ হইতে পারিবে। বুদ্ধি একবার আমাতে বদ্ধ হইলে আর তাহার বিচ্ছেদ হইবে না। যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করেন, সৃষ্টিনাশ হইলেও আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরও তাঁহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে।' ১৭—২৫। আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী সেই বেদ-প্রসিদ্ধ অশরীরী ভগবান্ হরি এই বলিয়াই বিরত হইলেন। আমি অনুগৃহীত হইয়া অবনত-মস্তকে নমস্কার করিলাম। মুনে! সেই অবধি লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক সেই অনন্ত পুরুষের দুর্ব্বোধ নাম গান এবং চরিত্র স্মরণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম এবং মৎসরশূন্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। ব্রহ্মন্! এইরূপে নির্লিপ্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আমি কৃষ্ণচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছিলাম, এমন সময় আমার মৃত্যুকাল তড়িন্মালার ন্যায় সহসা আবির্ভূত হইল। আমি পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে ভগবানের পার্ষদযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হইলাম। তখন এই ভৌতিক শরীর, আরব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তির ন্যায় পতিত হইল। অনন্তর কল্পাবসানে হরি এই বিশ্ব সংহার করিয়া সমুদ্র-জলে শয়ন করিলে, আমি নিশ্বাসের সহিত তাঁহার শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। এইরূপে সহস্র যুগ অতীত হইল; তখন ভগবান্ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে, মরীচি অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদিগের সহিত আমি ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলাম। ২৬—৩১। তদবধি আমি চিরকালই অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া মহাবিষ্ণুর প্রসাদে ত্রিলোকের অন্তর ও বাহ্য সর্ব্ব স্থানেই ভ্রমণ করিয়া থাকি, আমার কোন স্থানেই যাইতে বাধা নাই; স্বররূপ ব্রহ্মে বিভূষিত এই দেবদত্ত বীণায় মূর্চ্ছনা পূর্ব্বক হরিগুণ গান করিয়া আমি সর্ব্বত্রই বিচরণ করি। হরি সেই গান শ্রবণ করিয়া যেন আহূতের ন্যায় আসিয়া

শীঘ্র আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। ব্যাস! বিষয়ভোগেচ্ছায় পুনঃপুনঃ নিপীড়িত অশক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হরি-কথা-কীর্তনই ভবসিন্ধু-পারের তরণী স্বরূপ। যে ব্যক্তি কামলোভাদিতে আসক্ত, যোগপথ অবলম্বন করিয়া সে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না; কিন্তু হরির সেবা করিলেই আত্মা প্রসন্ন হয়। অনঘ! তুমি আমার অতিগূঢ় জন্মকর্ম্ম-বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি তোমার তুষ্টির নিমিত্ত তৎসমস্তই বর্ণন করিলাম।" সূত কহিলেন, দেবর্ষি ভগবান্ নারদ, বাসবী-নন্দন ব্যাসদেবকে পূর্ব্বোক্ত বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বীণাবাদন করিতে করিতে যথেচ্ছ স্থানে গমন করিলেন। অহো! ঐ দেবর্ষিই ধন্য! তিনি বীণা দ্বারা নারায়ণের গুণগানপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া, মোহপীড়িত ত্রিলোককে আনন্দিত করিতেছেন। ৩২—৩৯।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

অশ্বত্থামার দণ্ড-কথা।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার অভিপ্রায়-সাধনের নিমিত্ত কি করিয়াছিলেন? সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে বদরীবৃক্ষ-সমূহে সমাকীর্ণ শম্যাপ্রাস নামে এক পবিত্র আশ্রম ছিল। মহর্ষি বেদব্যাস এক দিন সেই আশ্রমে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করিয়া সমাধি দ্বারা ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর ভক্তিযোগ হেতু নির্ম্মল হইয়া, মন নিশ্চল হইলে পর তিনি সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরাধীনা মায়াকেও দেখিতে পাইলেন। যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীব স্বয়ং গুণাতীত হইলেও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জ্ঞান করে এবং গুণকৃত কর্ত্তৃত্বাদি-অভিমানে অভিমানী হয়, তৎকালে তাহাও মুনির দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল; আরও শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিযোগ দ্বারা সকল অনর্থই দূরীভূত হয়, তিনি তাহাও দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি অজ্ঞানান্ধ মানবদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত এই ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ভাগবত শ্রবণ করিলে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক-মোহ-নাশিনী ভক্তি জন্মে। মুনিগণ! ব্যাসদেব ভাগবত প্রণয়নপূর্ব্বক যথাক্রমে ইহার শ্লোক সকল শোধন করিয়া প্রথমতঃ বিষয়াভিলাষশূন্য স্ব-পুত্র শুকদেবকে পাঠ করাইলেন। ১—৮। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! শুকদেবের বিষয়-বাসনা ছিল না, সুতরাং তিনি সকল বিষয়েই উপেক্ষা করিতেন এবং নিরন্তর ঈশ্বর-চিন্তনরূপ পরমানন্দেই বিহ্বল হইয়া থাকিতেন; তথাপি তিনি কি কারণে অতি বিস্তীর্ণ ভাগবত-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? সূত উত্তর করিলেন, বিপ্রেন্দ্র! ঈশ্বর-চিন্তন-জন্য পরমানন্দে নিমগ্ন ও বন্ধনমুক্ত মুনিগণ, কোন কামনা না থাকিলেও, কেবল গুণে মোহিত হইয়াই হরিকে ভজনা করিয়া থাকেন। হরির গুণের মহিমাই এইরূপ যে, মুক্ত ও অমুক্ত সকলেই তাঁহার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন। বৈষ্ণবপ্রিয় শুকদেব কেবল সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়াই অতি বিস্তীর্ণ ভাগবত-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মুনিগণ! এক্ষণে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গক্রমে আপনাদিগের নিকট রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যুবৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৯—১২। কুরু-পাণ্ডবীয় মহাযুদ্ধে উভয়-পক্ষীয় বীরগণ স্বর্গারোহণ করিলে, ভীমসেন গদাপ্রহারে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করেন। তৎকালে অশ্বত্থামা, প্রভু দুর্য্যোধনের তুষ্টিসাধন করিতে বাসনা করিয়া নিশাযোগে পাণ্ডুপুত্রদিগের শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং দ্রৌপদীর নিদ্রাভিভূত পঞ্চ শিশুর শিরশ্ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট আনিয়া দিলেন: কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। কৃষ্ণা স্বীয় পুত্রগণের নিধনজন্য শোকে কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! আমি গাণ্ডীবমুক্ত শর দ্বারা আততায়ী নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামার মস্তক ছিন্ন করিয়া শীঘ্রই আনিয়া দিতেছি, তুমি তাহার সেই মস্তকোপরি আরোহণপূর্ব্বক স্নান করিও; তাহা হইলেই বোধ হয়, তোমার পুত্রশোক নিবারণ হইবে।" ধনঞ্জয়, প্রিয়াকে এইরূপ মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কবচধারণ ও ধনুর্গ্রহণ করিলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া গুরুপুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। শিশুঘাতী অশ্বত্থামা দূর হইতে অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, মহাদেবের ভয়ে ব্রহ্মার ন্যায়, প্রাণপণে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিল না, তাঁহার রথবাহী অশ্বগণও ক্লান্ত হইয়া পড়িল; তখন আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রহ্মাস্ত্রকেই ত্রাণ-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিলেন। ১৩—১৯। দ্রোণপুত্র ব্রহ্মাস্ত্রের সংহার জানিতেন না; তথাপি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া সমাহিত-চিত্তে তাহাই পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্রই আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া প্রচণ্ড তেজ দ্বারা দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়া, ব্যাকুলচিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে ভক্তের ভয়ভঞ্জন! সংসাররূপ ভীষণ অগ্নি দ্বারা দগ্ধপ্রায় মনুষ্যদিগকে তুমিই উদ্ধার কর। তুমি আদি পুরুষ; তুমিই সাক্ষাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর। তুমি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক এবং তুমিই এই বিশ্বের বিকার-রহিত আদি কারণ। তুমিই চিচ্ছক্তি দ্বারা মায়াকে নিরাস করিয়া পরমানন্দরূপে অবস্থিত। তুমি মায়াশূন্য হইলেও মায়াবশে মুগ্ধচিত্ত মনুষ্যদিগকে আপনার প্রভাবেই ধর্ম্মাদিফল বিধান কর। তুমি কেবল পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্তই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হও নাই,—ইহাতে সাধুদিগের প্রতি তোমার কৃপাও প্রকাশ পাইতেছে; কারণ, বন্ধুবর্গ ও ভক্তগণ তোমার এই অবতার চিন্তা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারিবে। দেবদেব! এক্ষণে বল দেখি, দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া এই ভয়ঙ্কর তেজোরাশি কোথা হইতে আসিতেছে? ইহা কি প্রকারেই বা উদ্ভূত হইল?" ২০—২৬। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "সখে! ইহা ব্রহ্মাস্ত্র; দ্রোণপুত্র প্রাণ-ভয়ে ইহা পরিত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু সে নিজে ইহার সংহার জানে না। ব্রহ্মাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র দ্বারাই ব্রহ্মাস্ত্র নিবারিত হইতে পারে না। তুমি অস্ত্রজ্ঞ; অতএব ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই ইহাকে নিরস্ত কর।" সূত কহিলেন, পরন্তপ পার্থ, কৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং আচমনপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র-নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। দেখিতে দেখিতেই দুই অস্ত্র একত্রিত হইল; তখন উভয়েরই পরিবর্দ্ধিত তেজ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল; বোধ হইল, যেন প্রলয়কালে সূর্য্য ও অগ্নি পরস্পর মিলিত হইয়া নভোমণ্ডলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমবেত ভীষণ অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়া লোক সকল প্রলয়কাল উপস্থিত ভাবিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তখন সব্যসাচী ধনঞ্জয় হস্তিনাশ আশঙ্কা করিয়া বাসুদেবের আজ্ঞাক্রমে উভয় অস্ত্রই সংহার করিলেন এবং সেই নিষ্ঠুর-কর্ম্মা গৌতমী-নন্দন অশ্বত্থামাকে যজ্ঞীয়-পশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া স্বীয় শিবিরাভিমুখে

অশ্বত্থামার শিরোমণি-কর্ত্তন।

প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে কমল-লোচন বসুদেব-তনয় তাঁহাকে কোপভরে বলিতে লাগিলেন, "পার্থ! এই অধম ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করা উচিত নহে; মূঢ় রজনীযোগে নিদ্রাভিভূত নিরপরাধ বালকদিগকে হত্যা করিয়াছে। কথিত আছে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি,—কখন মদমত্ত, বাতাদি রোগ হেতু উন্মত্ত, অসাবধান, শরণাগত বা রথহীন শত্রুকে বধ করেন না। অপিচ বালক, স্ত্রীলোক, জড় ও ভীত ব্যক্তিও সর্ব্বদা অবধ্য। নির্লজ্জ ক্রূর ব্যক্তি যদি অন্যের প্রাণ দ্বারা আপনার প্রাণ পোষণ করে, তাহার প্রাণবধে দোষ নাই; কারণ,প্রাণবধই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত,—তাহাতে তাহার পাপ-ক্ষয় হইয়া থাকে; নতুবা সেই পাপী নিরয়গামী হয়। আর তুমি পাঞ্চালীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছ যে, তাঁহার পুত্রহন্তার মস্তক আনিয়া দিবে: এ কথা আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি; অতএব এই আত-তায়ী পুত্রঘাতীকে সংহার কর। বীর! নরাধম ইহাতে যে, কেবল আমাদিগের অনিষ্ট করিয়াছে, এমত নহে, নিজ প্রভু দুর্য্যোধনেরও মহান্ অপকার করিয়াছে।" ২৭—৩৯। কৃষ্ণ, ধর্ম্ম প্রদর্শন পূর্ব্বক উক্ত প্রকারে বারংবার প্রবৃত্তি দিলেও অর্জ্জুন, পুত্রঘাতী অশ্বথামার প্রাণবিনাশ করিলেন না; তাঁহাকে লইয়া স্বীয় শিবিরে প্রত্যা-গমন পূর্ব্বক পুত্রশোক-সন্তপ্তা পাঞ্চালীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। সুশোভনা দ্রৌপদী গুরুপুত্রকে পশুর ন্যায় সেইরূপ রজ্জুবদ্ধ, নিজ কার্য্য জন্য লজ্জায় অবনত-মস্তক এবং অপমান-সহকারে আনীত দেখিয়া সদয়-হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন এবং তাঁহার রজ্জুবন্ধন দেখিতে না পারিয়া ভর্ত্তাকে কহিলেন, "নাথ! এই ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করুন; ইনি আমাদিগের গুরু। যাঁহার নিকট আপনি গূঢ়মন্ত্র, এবং বাণত্যাগ ও বাণসংহারের কৌশলের সহিত ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ দ্রোণ এই পুত্ররূপে সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার শরীরার্দ্ধ ধর্ম্মপত্নী কৃপীও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন; সাধ্বী বীরপুত্র প্রসব করিয়াছেন বলিয়া স্বামীর সহগমন করেন নাই। ৪০—৪৫। মহাত্মন্! গুরু-কুলের অপকার করা আপনাদিগের উচিত নহে; প্রত্যুত তাঁহার পূজা ও বন্দনা করাই উচিত। নাথ! গৌতম-নন্দিনী পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া যেন আমার ন্যায় অশ্রুত্যাগ না করেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ-কুলের অপমান করেন, তাহা হইলে, তিনি সপরিবারে নিরন্তর বিষম শোকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকেন।" ৪৬—৪৮। সূত কহিলেন, মুনিবৃন্দ! ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভগবান্ বাসুদেব, সাত্যকি, অর্জ্জুন ও অপরাপর যে কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই রাজ্ঞীর সেই ধর্ম্মানুগত, ন্যায়সঙ্গত, সদয়, সত্য, পক্ষপাতশূন্য ও মহৎ বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমের ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হইল না; তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এই পাপাত্মাকে বধ করিলেই ইহার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়। দুরাত্মা, নিদ্রাভিভূত শিশুদিগকে বিনাদোষে, বিনা কারণে বিনাশ করিয়াছে; মূঢ় তাহাতে প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই এবং আপনারও কোন অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারে নাই।" ভীম ও দ্রৌপ-দীর ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব, চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করি-লেন এবং উভয়কে নিবারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সখে! ব্রাহ্মণ অবধ্য; কিন্তু আততায়ী বধ্য। আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে এই দুই প্রকার ব্যবস্থাই করিয়াছি। তুমি এই দুই প্রকার আজ্ঞাই পালন কর; তাহা হইলে প্রিয়াকে সান্ত্বনা করিবার সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা সম্পাদিত হইবে, অথচ ভীমসেনের, আমার ও পাঞ্চালীর সন্তোষ সাধিত হইবে।" ৪৯—৫৪। সূত কহিলেন, 'বধ ও প্রাণরক্ষা উভয়ই কখন কোন রূপে এক ব্যক্তিতে সম্ভব হইতে পারে না' ইহা ভাবিয়া

অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র-নিক্ষেপ।
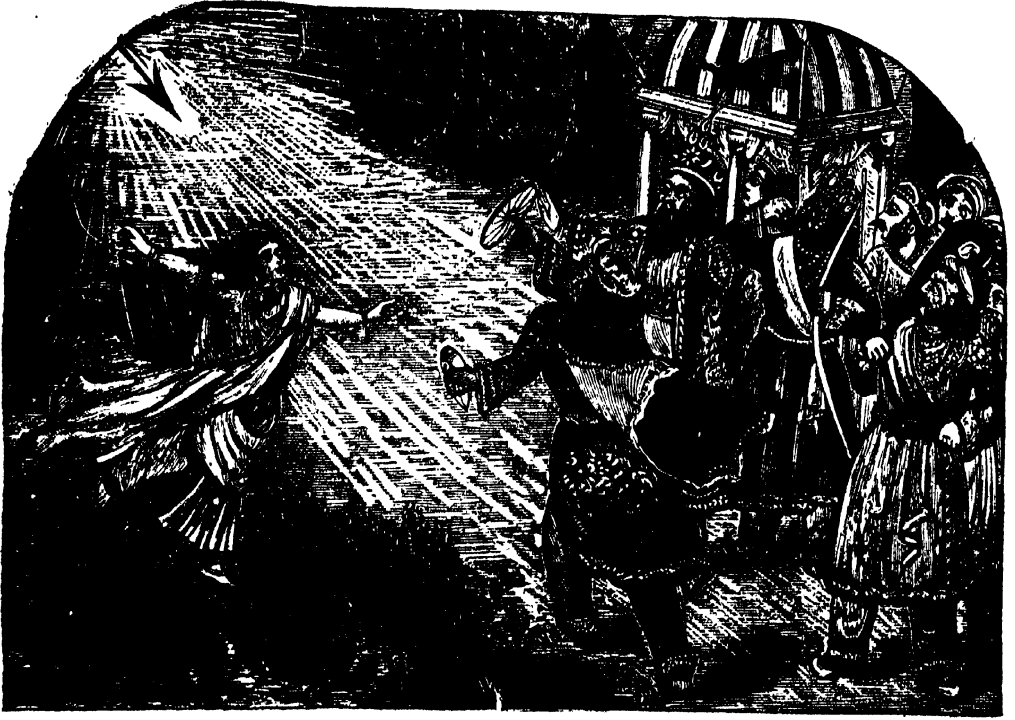
অর্জ্জুন কৃষ্ণের অভিপ্রায়-অনুসারে খড়্গ দ্বারা কেশের সহিত অশ্বত্থামার মস্তকজাত মণি ছেদন করিয়া লইলেন। দ্রোণতনয় একেই শিশুহত্যা করিয়া লজ্জার বিষণ্ন ছিলেন, তাহাতে আবার মণিহীন হইয়া নিস্তেজ ও প্রভাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ধনঞ্জয় এই রূপে নিগ্রহ করিয়া তাঁহার বন্ধনমোচনপূর্ব্বক অবশেষে তাঁহাকে শিবির হইতে দূর করিয়া দিলেন। এই কার্য্য দ্বারাই কৃষ্ণের সমুদায় বাক্য পালন করা হইল; কারণ, শিরোমুণ্ডন, ধনাপহরণ এবং দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিলেই ব্রাহ্মণদিগের দণ্ড বিহিত হয়; তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের শারীরিক বধ দণ্ড নাই। অনন্তর পাণ্ডুপুত্রেরা দ্রৌপদীর সহিত শোকে আকুল হইয়া মৃত পুত্রদিগের দাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ৫৫—৫৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

কুন্তী-স্তব।

সূত কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ মৃত জ্ঞাতিদিগকে জলদান করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মহিলাদিগকে অগ্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। সেই সুরতরঙ্গিণী-সলিলে সকলে স্নান করিয়া রোদন করিতে করিতে উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং হরিপাদপদ্ম-সম্ভূতা ত্রিলোক-পাবনী জাহ্নবীর সলিলে পুনঃপুনঃ অবগাহন করিলেন। ঐ সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত বিমনা হইয়া বসিয়া ছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, পুত্র-শোকার্ত্তা গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদী দারুণ শোকে নিরতিশয় কাতর হইয়া অবিরল অশ্রুবারি মোচন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সকলকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "আপনারা সকলেই শোক ত্যাগ করুন, নিরর্থক বিলাপ করিবেন না; সময় উপস্থিত হইলে প্রাণী মাত্রই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে; কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না।" হে মুনিবৃন্দ! দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধূর্ত্তেরা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অপহরণ এবং কৃষ্ণার কেশাকর্ষণ প্রভৃতি নানা প্রকার অধর্ম্মাচরণ করিয়া অল্পায়ুঃ হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাহাদিগের প্রাণনাশ হইল, যুধিষ্ঠিরের রাজশ্রীর পুনরুদ্ধার হইল এবং সেই সমস্ত পাপিগণের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল। অতঃপর ভগবান্ বাসুদেব, রাজা যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁহাকে দীক্ষিত ও কৃতার্থ করিলেন। তাহাতে ইন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডবরাজের যশোবিভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইল। ১—৬। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে সম্ভাষণ করিয়া সাত্যকি এবং উদ্ধবের সহিত দ্বারকায় গমন করিতে উদ্যত হইলেন। কৃষ্ণ প্রস্থান করিবেন শুনিয়া দ্বৈপায়ন প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সদাচার-অনুসারে মহাত্মা বাসুদেবও তাঁহাদিগের প্রতিপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, পুত্রবধূ উত্তরা ভয়বিহ্বল ভাবে বেগে আগমন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "হে মহাযোগিন্ দেবদেব জগন্নাথ! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর; তুমি ভিন্ন সংসারে ভয়হীন ব্যক্তি আর কাহাকেও দেখিতে পাই না; মনুষ্যমাত্রই মৃত্যুর অধীন। প্রভো! জ্বলন্ত লৌহদণ্ডের ন্যায় এক শর আমার অভিমুখে আসিতেছে। আমি প্রাণত্যাগ করি, তাহাতে খেদ নাই; কিন্তু নাথ! ইহা দ্বারা আমার গর্ভস্থ সন্তানের যেন কোন অনিষ্ট না হয়।" ৭—১০। সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, উত্তরার বাক্য শ্রবণে বুঝিতে পারিলেন, অশ্বত্থামা পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিবার নিমিত্ত

ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে। মুনিবর! ইতিমধ্যে পাণ্ডবেরা সেই প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রকে নানা মুখে আপনাদিগের দিকে আসিতে দেখিয়া সকলেই স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র অন্য অস্ত্র দ্বারা নিবারিত হইবার নহে, সুতরাং বাসুদেব আপন অস্ত্র সুদর্শন দ্বারা উহাকে সংহার করিয়া আশ্রিত পাণ্ডুপুত্রদিগকে আসন্ন মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। অন্তর্যামী যোগেশ্বর সকলেরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, অতএব বিরাট-নন্দিনী উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া কুরুবংশ-রক্ষার নিমিত্ত নিজ মায়া দ্বারা গর্ভ আচ্ছাদন করিলেন। হে ভৃগুকুল-তিলক শৌনক! অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র অব্যর্থ ও অপ্রতি-বিধেয় হইলেও এক্ষণে বিষ্ণুতেজের সহিত মিলিত হইয়া নিরস্ত হইল। এ কথা আশ্চর্য্য ভাবিয়া অবজ্ঞা করিও না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল আশ্চর্য্যের স্বরূপ; তিনি নিজ মায়া দ্বারা এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন;—তাঁহার ইচ্ছায় কি না হইতে পারে? ১১—১৬। দেবকী-নন্দন হৃষীকেশ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাণ্ডুপুত্রদিগকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া দ্বারকায় গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন কুন্তী,—পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত একত্রিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, "কৃষ্ণ! তুমি বয়ঃকনিষ্ঠ নহ; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি স্বয়ং ঈশ্বর;—প্রকৃতির অগোচর আদি-পুরুষ। প্রকৃতি তোমারই বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করিতেছে। তুমি সকল ভূতেরই অভ্যন্তর ও বহির্দ্দেশে পূর্ণরূপে বিরাজমান রহিয়াছ; তথাপি কেহই তোমাকে দেখিতে পায় না; কারণ, মায়ারূপিণী যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছ। হে ভগবন্! ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান তোমার নিকট তুচ্ছ পদার্থ; তোমার পরিচ্ছেদ নাই। কোন ব্যক্তির দৃষ্টিদোষ জন্মিলে সে যেমন নাট্যধর নটকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ জীব, দেহাভিমানে অভিমানী হইয়া তোমার নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না! তোমার এমনই মহত্ত্ব যে, জ্ঞানপর শুদ্ধচিত্ত রাগ-দ্বেষহীন বিবেকী মুনিগণও তোমাকে দেখিতে পান না; সুতরাং আমরা স্ত্রীজাতি হইয়া কিরূপে তোমায় জানিতে পারিব? জানিতে না পারিলে কেমন করিয়াই বা ভক্তি করিব? অতএব হে কৃষ্ণ! হে বাসুদেব! হে দেবকী-নন্দন! হে নন্দগোপ-কুমার! হে গোবিন্দ! হে পদ্মনাভ! হে কমল-মালিন্! হে পঙ্কজ-নয়ন! ভক্তি বা জ্ঞান, কোন উপায়েই তোমাকে জানিতে পারা যায় না। আমরা সে উপায়ে তোমাকে জানিতে চাহি না; কেবল তোমার গুণে বশীভূত হইয়া তোমার কমল-চিহ্নিত চরণ-যুগলে নমস্কার করি। ১৭—২২। হৃষীকেশ! তুমি শোকসন্তপ্তা দেবকীকে নৃশংস কংসরাজের দীর্ঘকালব্যাপী কারাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলে; পঞ্চ পুত্রের সহিত আমাকেও নানা বিপদ হইতে বারংবার উদ্ধার করিয়াছ; কিন্তু তোমার জননী অপেক্ষা আমাতে তোমার অধিক স্নেহ দেখিয়াছি; কেননা, তাঁহার অনেক সহায় থাকাতেও তাঁহাকে দীর্ঘকাল কারা-যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, পুত্রশোকানলে বারংবার দগ্ধ হইতে হইয়াছিল; তাঁহাকে তুমি বিলম্বে মোচন করিয়াছ; কিন্তু কৃষ্ণ! আমার অন্য আশ্রয় নাই, আমি বারংবার বহু বিপদে পড়িয়াছি; তুমি শীঘ্র শীঘ্র সেই সমস্ত বিপদ হইতে আমাকে ও আমার পুত্রদিগকে উদ্ধার করিয়া তোমার প্রগাঢ় স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ। কৃষ্ণ! আমার পুত্রেরা,—বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহদাহ, হিড়িম্ব প্রভৃতি রাক্ষসের হস্ত হইতে তোমার অনুগ্রহেই রক্ষা পাইয়াছে; তুমি পাশক্রীড়া, বনবাস ও যুদ্ধস্থলে মহারথীদিগের অস্ত্রভয়স্বরূপ বিপদ-সমূহে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। সম্প্রতি তুমি অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নি হইতেও আমাদিগকে রক্ষা করিলে। জগদ্গুরো! প্রার্থনা করি, যেন আমাদিগের নিয়তই বিপদ ঘটে; কারণ তাহা হইলেই আমরা তোমার দর্শন পাইব। তোমার দর্শন পাইলে জীবকে আর জনন-মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। ভগবন্! বুঝিলাম—সম্পদে মঙ্গল নাই; কারণ, কৌলীন্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যাবত্তা ও সৌভাগ্য-মদে মত্ত হইয়া মানব তোমার নামোচ্চারণ করিতেও পারে না। হরি! তুমি অকিঞ্চনের ধন;—যাহার কিছুই নাই, তুমি তাহাকেই দর্শন দাও। অতএব হে মুক্তিপ্রদ! তোমাকে নমস্কার করি। হে ভক্তবৎসল! ভক্তই তোমার সর্ব্বস্ব; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি কোন বিষয়েই তোমার অভিলাষ নাই। তুমি আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট। রোগাদি-রহিত হইয়া তুমি নিরন্তর শান্তি সম্ভোগ করিতেছ। একমাত্র তুমিই কৈবল্যদানে সক্ষম; অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ২৩—২৭। তোমাকে সামান্য দেবকীর পুত্র বলিয়া আমার জ্ঞান নাই। তোমাকে সর্ব্বনিয়ন্তা আদি ও অন্তরহিত কালস্বরূপ বোধ করি। তুমি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছ; মানবগণ তোমাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া আপনারাই পরস্পরে কলহ করে। বাস্তবিক তোমাতে কলহের কারণ বৈষম্য মাত্রও নাই। হে ভগবন্! তুমি যে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগের অনুকরণ কর, কোন ব্যক্তিই তাহা জানিতে পারে না। তোমার কেহ প্রিয়ও নাই, অপ্রিয়ও নাই; অতএব তোমার অনুগ্রহ-নিগ্রহ আছে, এমত জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বিশ্বাত্মন্! তোমার জন্ম নাই; তথাপি তুমি তির্য্যক্‌যোনিতে বরাহাদিরূপে, মানবমধ্যে রামাদিরূপে, ঋষিমধ্যে নর-নারায়ণাদিরূপে এবং জলজন্তু মধ্যে মৎস্যাদিরূপে জন্মিতেছ। তোমার কর্ম্ম নাই; কিন্তু দেখিতেছি, তুমি বিশ্বাদি সৃষ্টি করিতেছ। প্রভো! এ সকল তবে কি? ইহা সাতিশয় আশ্চর্য্য-জনক। কৃষ্ণ! তোমাকে দেখিলে ভয়েরও ভয় হয়; কিন্তু তুমি দধি-ভাণ্ড ভগ্ন করিলে পর তোমার মাতা যশোদা তোমাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত যখন রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিল, তখন তুমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চঞ্চলচিত্তে অধোবদন হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলে;—তোমার নয়ন-রঞ্জন মনোহর অঞ্জন ধৌত করিয়া অক্ষিযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। মাধব! তোমার সেই বিচিত্র অবস্থা স্মরণ করিলেই আমার বুদ্ধিভ্রম জন্মে; ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। জগৎ তোমার মায়ায় মুগ্ধ; অতএব বুঝিতে না পারিয়া অনেকে তোমার অবতারের উদ্দেশ্য অনেক প্রকার উল্লেখ করেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যেমন মলয়গিরির যশোবিস্তারের নিমিত্ত চন্দনতরু উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের পবিত্র কীর্ত্তি-কলাপ জগতে প্রচার করিবার জন্য তুমি প্রিয়তম যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ২৮—৩২। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে সুতপাঃ ও পৃশ্নিরূপে বসুদেব ও দেবকী তোমাকে পুত্ররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সেই কারণে তুমি এই পৃথিবীর মঙ্গল-সাধন ও দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়া কৃষ্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অন্যের নিকট শুনিতে পাই যে, সাগর-সলিলে তরণীর ন্যায় পৃথিবীকে অতিভারে মগ্নপ্রায় দেখিয়া ব্রহ্মা ধরণীর ভারহরণের নিমিত্ত তোমাকে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন। আবার অনেকে বলিয়া থাকেন, জীব অবিদ্যাবশে বিষয়াভিলাষী হইয়া কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সংসারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; তুমি সেই যন্ত্রণা দূর করিবার নিমিত্তই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ কার্য্য করিতেছ। যাঁহারা তোমার চরিত্র শ্রবণ করেন, গান করেন, নিরন্তর উচ্চারণ করেন, চিন্তা করেন, অথবা অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন, তাঁহারা অবিলম্বেই তোমার চরণ-কমল লাভ করিয়া জন্ম-মৃত্যু

হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ভগবন্! 'আত্মীয়ের প্রার্থনা সম্পন্ন করিলাম' ভাবিয়া এক্ষণে আমাদিগকে পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। আমরা তোমার আত্মীয় ও অনুজীবী; বিশেষতঃ অধুনা যাবতীয় রাজার মনোদুঃখ উৎপাদন করাতে এক্ষণে তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন আমাদিগের আর অন্য গতি নাই,—সান্ত্বনার অন্য সামগ্রী নাই। ৩৩—৩৭। যদুবংশীয়েরা ও আমার পুত্রগণ, বীর ও সমর্থ বলিয়া ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত জীবিতও রহিয়াছে সত্য; কিন্তু তোমাকে না দেখিলে তাহাদিগের শক্তি, বল ও সমৃদ্ধি সমুদায় তিরোহিত হইবে; তখন আমরা অতি তুচ্ছ ও হীন বলিয়া অবজ্ঞাত হইব। গদাধর! আমাদিগের দেশ তোমার ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশাদি দ্বারা অঙ্কিত চরণের চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া এক্ষণে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে; অতএব তুমি প্রস্থান করিলেই ইহা একেবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। তুমি এখানে বিরাজ করিতেছ বলিয়া নগর সকল এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী হইতেছে; ওষধি ও লতাসমূহ কালে সুপক্ব ফল প্রসব করিতেছে এবং বন, পর্ব্বত ও সাগরের মহতী বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু তোমাকে চিরকাল এখানে থাকিতে বলিতে পারি না; কারণ যদুবংশীয়েরা আমার আত্মীয়। তাহারা অদর্শন জন্য মনঃপীড়ায় কাতর হইবে, তাহাও আমার প্রার্থনীয় নহে। আবার তুমি প্রস্থান করিলেও আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবে না। অতএব কৃষ্ণ! তুমি আমাকে এই উভয় সঙ্কট হইতে মুক্ত কর,—যদুবংশীয় ও পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার যে স্নেহ আছে, তুমি তাহা খণ্ডন কর; তাহা হইলেই আমার চিত্ত কেবল তোমাতেই নিবিষ্ট থাকিবে এবং মতি, সাগরোদ্দেশে ধাবমান গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায়, সকল বিঘ্ন ও বাধা অতিক্রম করিয়া তোমার প্রতিই ধাবিত হইবে। হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুন-সারথে! হে বৃষ্ণিপ্রবীর! হে যোগেশ্বর! হে জগদ্‌গুরো! হে ভগবন্! তোমাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! যে সকল ক্ষত্রিয়েরা জগতের অনিষ্ট করে, তুমি তাহাদিগের সকলকেই সংহার কর; কিন্তু তোমার প্রভাব কিছুতেই ক্ষয় পায় না। কামধেনুর ঐশ্বর্য্য তোমার করতল-গত। দেব ও দ্বিজের দুঃখ মোচন করিবার নিমিত্তই তুমি অবতার গ্রহণ কর।" ৩৮—৪৩। সূত কহিলেন, কুন্তী এইরূপ মধুর বাক্যে ভগবানের নিখিল মহিমার স্তব করিলে পর, তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। সেই হাস্যই মায়া। তাহাতে যেন সকলেই মোহিত হইল। অনন্তর যাদব নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তীকে অভিলষিত-সিদ্ধিবিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় কুন্তী ও উত্তরা প্রভৃতি অপরাপর মহিলাদিগের নিকট বিদায় হইয়া অবশেষে দ্বারকা-গমনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির সাতিশয় স্নেহ বশতঃ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "এই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি কর।" মুনিবৃন্দ! ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্য যুধিষ্ঠিরের সমভিব্যাহারে মহাসমারোহপূর্ব্বক ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, জ্ঞাতিবন্ধুর বিনাশ প্রযুক্ত নিদারুণ শোকে ব্যাকুল হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, ভীষ্মই রাজাকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা করিবেন। সেই হেতু বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ, নানা ইতিহাস উদ্ধার করিয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেও ধর্ম্মনন্দনকে সুস্থ করিতে সমর্থ হইলেন না। এমন কি, স্বয়ং কৃষ্ণের বাক্যও বিফল হইল। মহীপতি যুধিষ্ঠির, বন্ধুহত্যা চিন্তা করিয়া অজ্ঞানবশে মোহ ও স্নেহে অভিভূত হইলেন এবং দুঃখভরে বলিতে লাগিলেন, "হায়, আমি কি মূঢ়! কি দুরাত্মা! যে শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সংহার করিলাম, তাহা যে, শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষ্য হইবে, তাহা আমার জ্ঞান নাই। কি ঘৃণার কথা; আমি,—যুদ্ধস্থলে বালক, ব্রাহ্মণ, আত্মীয়, বন্ধু, পিতৃব্য, ভ্রাতা ও গুরুকে বধ করিয়াছি! অযুত বৎসর নরকভোগ করিলেও আমার সে পাপক্ষয় হইবে না। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ধর্ম্মযুদ্ধে অরাতি সংহার করিলে প্রজাপালক রাজার পাপ নাই; কিন্তু এ বাক্যে আমার কিছুতেই প্রবোধ হইতেছে না। আরও কথিত আছে যে, রাজা প্রজাপীড়ক হইলে অপরে তাঁহাকে বধ করিতে পারে; কিন্তু দুর্য্যোধন ত পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করিতেন,—তাঁহার কোন দোষই ছিল না; আমি কেবল রাজ্যলোভেই তাঁহাকে বধ করিয়াছি। কাহারও পুত্র, কাহারও স্বামী, কাহারও বন্ধু বধ করিয়া আমি প্রকারান্তরে স্ত্রীহিংসাও করিয়াছি। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আমি কোন কার্য্য দ্বারাই সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না। যেমন পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক ক্ষালন করা যায় না এবং সুরার কণামাত্রে অপবিত্র হইয়া কোন সামগ্রী প্রভূত সুরায় পবিত্র হইতে পারে না; সেইরূপ যজ্ঞাদি দ্বারা প্রাণিহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব।" ৪৪—৫২।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ।

সূত কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির প্রাণিবধ হেতু অধর্ম্ম-আশঙ্কায় আকুল হইলেন এবং শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট বিবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তদীয় ভ্রাতৃগণ, ব্যাস ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের সমভিব্যাহারে উত্তম-তুরঙ্গ-যুক্ত কনক-ভূষিত রথে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সখা অর্জ্জুনের সহিত এক রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের সহগামী হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, গুহ্যকগণে পরিবৃত কুবেরের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও অনুচরবর্গ-সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং তথায় স্বর্গচ্যুত অমরের ন্যায় ভূমিপতিত ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই নমস্কার করিলেন। ১—৪। গঙ্গাকুমারকে দর্শন করিবার মানসে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণও তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মন্! অনন্তর পর্ব্বত, ধৌম্য, নারদ, ভরদ্বাজ, সশিষ্য পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কাক্ষীবান্, গৌতম, অত্রি, কৌশিক, সুদর্শন, শুকদেব, কশ্যপ এবং বৃহস্পতি প্রভৃতি অন্যান্য অনেকানেক তপস্বিগণ স্ব স্ব শিষ্য সমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম, দেশ কাল বিবেচনায় বিলক্ষণ সুপণ্ডিত ছিলেন, অদ্য মহর্ষিদিগকে একত্র সমবেত দেখিয়া যথাবিধানে সকলেরই পূজা করিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বিলক্ষণ জানিতেন। ভগবান্ তাঁহার হৃদয়েই অবস্থিতি করিতেছিলেন; তথাপি এক্ষণে নিজ মায়াবশে শরীর ধারণ করিয়া তিনি সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, দেখিয়া দেবব্রত ভীষ্ম তাঁহারও অর্চ্চনা করিলেন। ৫—১০। পাণ্ডুপুত্রগণ স্নেহ ও বিনয়ভরে অবনত হইয়া নিকটে বসিয়া ছিলেন। গঙ্গানন্দন তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দরদরিত অশ্রুধারায় পরিপ্লুত হইয়া তাঁহার নয়ন-যুগল অন্ধ হইয়া উঠিল। তখন তিনি প্রেমভরে কহিতে লাগিলেন, "হায় কি লজ্জার বিষয়! কি অন্যায় উদ্যম!! পাণ্ডুপুত্রগণ! তোমরা,—ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম এবং নারায়ণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ; তথাপি কি কারণে সংসারভোগ কষ্টকর ভাবিয়া

জীবনধারণে অনিচ্ছা করিতেছ? যখন মহারথ পাণ্ডু পরলোক গমন করেন, তখন তোমরা অতি শিশু; সেই হেতু আমার পুত্রবধূ কুন্তী তোমাদিগের জন্য নিয়ত অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। হায়! তোমরা সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও অশেষ কষ্টে নিপীড়িত হইলে; ইহাতে তোমাদের দোষ নাই; কালই তোমাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে। কাল এই সংসার পালন করিতেছে। জলদদল যেমন অনিলের অধীন, লোক সেইরূপ কালেরই বশবর্ত্তী। অহো! কালের কি দুর্ব্বার প্রভাব! কি অঘটন-ঘটনা ক্ষমতা! ধর্ম্মপুত্র যাহাদিগের রাজা এবং অসীম বলশালী গদাপাণি বৃকোদর, যোদ্ধৃ-শিরোমণি অর্জ্জুন, শরাসন-শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব ও শ্রীকৃষ্ণ যাহাদিগের সহায়, তাহাদিগকে পদে পদে বিপদে পতিত হইতে হইল! ১১—১৫। রাজন্ যুধিষ্ঠির! এই বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ যে কি উদ্দেশ্যে কার্য্য করেন, কোন ব্যক্তিই তাহা বুঝিতে পারে না; পণ্ডিতেরাও সে বিষয়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব ভরতশ্রেষ্ঠ! এ সমস্তই দৈবাধীন, ইহা জানিয়া দৈবের অনুবর্ত্তী হও। হে নাথ! প্রভো! বিনীতভাবে অনাথ প্রজাদিগকে পালন কর। এই যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছ, ইনি সাক্ষাৎ আদিপুরুষ নারায়ণ;—স্বীয় মায়াবলে লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া আপনাকে যদুনন্দন বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন; ইনিই দৈব; অতএব ইঁহারই অনুবর্ত্তন করিও। ইঁহার প্রভাব অতি দুর্জ্ঞেয়; শিব, নারদ ও কপিল ভিন্ন আর কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই। বৎস! তুমি যাঁহাকে মাতুলপুত্র, প্রিয়পাত্র, হিতসাধক ও উপকারক বলিয়া জ্ঞান করিতেছ; যিনি প্রণয় বশতঃ তোমাদিগের দূত, মন্ত্রী ও সারথি হইয়াছিলেন; তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তুমি নিরন্তর তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। নীচের ন্যায় তোমাদিগের সারথি হইয়াছিলেন বলিয়া তুমি কৃষ্ণকে অন্য জ্ঞান করিও না। তিনি সর্ব্বময় ও সমদর্শী; সুতরাং সকলকেই সমান জ্ঞান করেন। তাঁহার রাগ নাই, দ্বেষ নাই, অহঙ্কার নাই, পক্ষপাত নাই। অতএব তিনি উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিবেচনায় কার্য্যের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা বিচার করিয়া দেখেন না। ভগবান্ বাস্তবিক সমদর্শী হইলেও ভক্তের প্রতি তাঁহার কতদূর পক্ষপাত দেখ! শ্রীকৃষ্ণ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া সাক্ষাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। ১৬—২২। যোগিগণ যাঁহাতে মনোনিবেশ এবং যাঁহার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সকল বাসনা ও কর্ম্মভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; আমার একান্ত প্রার্থনা, যতক্ষণ না আমি কলেবর ত্যাগ করি, ততক্ষণ সেই দেবদেব চতুর্ভুজ এই স্থানে অবস্থিতি করুন। অন্য ব্যক্তি যাহা কেবল হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, আমি, সেই কমলপলাশ-নয়ন-যুগলে সুশোভিত সুপ্রসন্ন-বদনে মোহন হাস্য স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করি।" সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! যুধিষ্ঠির, শরশয্যাশায়ী পিতামহের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় তৃপ্ত হইলেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনে! গঙ্গানন্দন, রাজার সেই প্রার্থনা অনুসারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও অন্যান্য বিবিধ ধর্ম্ম, বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম, দ্বাদশ্যাদি নিয়মরূপ ভগবদ্ধর্ম্ম, উদাহরণের সহিত কীর্ত্তন করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর প্রতি ধর্ম্মের যে পৃথক্ পৃথক্ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারও উপদেশ দিলেন। ভীষ্ম পরম যোগী, মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন; উত্তরায়ণে প্রাণত্যাগ করিতে তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল, সেই জন্য এত দিন শরশয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের নিকট পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ ধর্ম্মকথা বলিতে বলিতেই তাঁহার সেই বাঞ্ছিত সময় উত্তরায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি জিহ্বা সংযত করিয়া বিষয়-সঙ্গ হইতে মনকে আকর্ষণপূর্ব্বক পীতাম্বরধারী চতুর্ভুজ আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে তাহা নিয়োগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার নয়নযুগল নিমীলিত হইল না। এইরূপ বিশুদ্ধ চিত্তসংযম হেতু সমুদয় অশুভই বিনষ্ট হইয়া গেল; শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষে তাঁহার অস্ত্রবেদনাজন্য যন্ত্রণারও নিবৃত্তি হইল; সুতরাং ইন্দ্রিয় সকলের ভ্রান্তিও উপশান্ত হইল। তখন গঙ্গানন্দন তনুত্যাগ করিবার নিমিত্ত ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। ২৩—৩১। ভীষ্ম কহিলেন, "বিবিধ ধর্ম্মাদিরূপ উপায় দ্বারা চিত্ত-সংযম-রূপা যে নিষ্কামা মতি সাধন করিয়াছি, তাহা এই ভক্তবৎসল ভগবানে অর্পণ করিলাম। ইনি নিরন্তর স্ব-স্বরূপ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া আছেন। ইনি ক্রীড়াচ্ছলে ইচ্ছা বশতঃ কখন কখন প্রকৃতি আশ্রয় করেন। সেই প্রকৃতি হইতেই সংসারের সৃষ্টি হয়। ইনি, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের সখা; ইঁহার তমালের ন্যায় নীলবর্ণ কলেবর ত্রিভুবন বিমোহিত করিতেছে; তাহাতে পীত বাস, বালার্ক-সদৃশ কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ করিয়াছে! মুখকমল চূর্ণ-কুন্তলে পর্য্যাকুল হইয়া প্রসন্নভাবে বিকসিত হইয়াছে। আমার আর কোন কামনা নাই, কেবল এই প্রার্থনা করি যে, ভক্তবৎসল ভগবানের প্রতিই আমার অচলা মতি হউক। আহা! রণক্ষেত্রে এই শ্রীকৃষ্ণের নিবিড় কেশকলাপ তুরগ-খুরোদ্ধূত ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছিল! শ্রমজন্য ঘর্ম্মকণায় ইঁহার কমলানন সিক্ত হইয়াছিল! আমার শাণিতশর-জাল ইঁহার গাত্র বিদ্ধ করিয়া দেহলগ্ন বর্ম্মের সহিত মিলিত হইলে কি সমুজ্জ্বল শোভাই না উৎপন্ন হইয়াছিল; এক্ষণে বাসনা করি, ইঁহাতেই আমার মন আসক্ত থাকুক। সখা অর্জ্জুনের প্রতি ইঁহার কি অসাধারণ পক্ষপাত! যুদ্ধস্থলে তিনি যখন ইঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'সখে! উভয়-পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর; আমি ক্ষণকাল যোদ্ধৃদিগকে অবলোকন করি' তখন ইনি উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিতিপূর্ব্বক শত্রুপক্ষীয় বীরদিগকে দর্শন করিয়া সকলেরই বল হরণ করিয়াছিলেন; ইঁহারই চরণে আমার মন আসক্ত হউক। দূরস্থিত বিপক্ষ-পক্ষীয় সেনার অগ্রভাগে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া অর্জ্জুন স্বজন-বধভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করিলে, ইনি আত্মবিদ্যা দ্বারা তাঁহার কুমতি অর্থাৎ 'আমি হন্তা' এবম্প্রকার বুদ্ধি নষ্ট করিয়াছিলেন; ইঁহাতেই আমার রতি হউক। ৩২—৩৬। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, ইনি পাণ্ডবদিগের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—'আমি তোমাদিগের সাহায্যমাত্র করিব; স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিব না' কিন্তু আমার বাসনা ছিল, ইঁহাকে অস্ত্র ধারণ করাইব; সুতরাং ভক্ত-বৎসল ভগবান্ আর আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না। যাহাতে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এই ভাবিয়া ইনি রথ হইতে সলম্ফে অবতরণপূর্ব্বক চক্রহস্তে আমার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। উত্তরীয় বসন অঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং মেদিনী পদভরে কাঁপিতে লাগিল; আমি শত শত শাণিতশরে হরির তমালনীল কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিলাম; অবিরল রুধির-ধারায় নীলতনু অভিষিক্ত হইল। অর্জ্জুন বারংবার ইঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুকুন্দ মুরারি কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না; দ্বিরদের প্রতি কেশরীর ন্যায় আমার বধের নিমিত্ত মদভিমুখে ধাবিত হইলেন। এক্ষণে বাসনা করি, এই ভগবানই অদ্য আমার গতি হউন। অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান স্বীয় সখা অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহ বশতঃ তাঁহার সারথ্যরূপ নীচকার্য্য স্বীকার করিয়া অশ্বের রশ্মিধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ইঁহার কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছিল! এক্ষণে এই অন্তিমকালে ইঁহাতেই আমার অচলা রতি হউক। ইঁহার এমনই অনির্ব্বচনীয় মহিমা যে, যুদ্ধস্থলে বীরগণ ইঁহাকে দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ করিয়া

পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নন্দনন্দন, সুললিত গতিবিলাস, রমণীয় হাস্য ও প্রণয়দৃষ্টি দ্বারা গোপাঙ্গনাদিগের মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহারা সেই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ইহাঁর গোবর্দ্ধন-ধারণাদি অলৌকিক ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া ইহাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব ক্ষাত্রধর্ম্মে রত যোদ্ধাদিগের কথা কি? এই পরম-করুণাময় ভগবানে আমার রতি হউক। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সভাস্থলে রাজবর্গ এবং মুনিগণ ইহাঁর রূপ ও অলৌকিক মহিমা দর্শনে বিস্মিত হইয়া ইহাঁর পূজা করিয়াছিলেন। অহো! আমার কি সৌভাগ্য! এই সেই ভূতভাবন জগন্ময় বিষ্ণু প্রকাশ্যরূপ ধারণ করিয়া মৃত্যুকালে আমার নেত্রপথে বিরাজ করিতেছেন! আমি কৃতার্থ হইলাম। এই জগদাত্মা বাসুদেবের জন্ম নাই। ইনি প্রাণীদিগকে স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং অধিষ্ঠানভেদে যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অনেক প্রকারে প্রকাশ পান, ইনিও সেইরূপ নানারূপে প্রতিভাত হইতেছেন। আমি এক্ষণে ইহাঁকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইলাম। ইহাঁর আশ্রয়ে আমার মোহ এবং ভেদজ্ঞান নষ্ট হইল।" ৩১—৪২। সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভীষ্ম,—মন, বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মসংযোগ করিয়া উপরতি প্রাপ্ত হইলেন। প্রাণত্যাগকালে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত না হইয়া অন্তরেই বিলীন হইল। পিতামহ উপাধিশূন্য ব্রহ্মে মিলিত হইলেন দেখিয়া, অভ্যাগত ব্যক্তিগণ, দিবাবসানে বিহগকুলের ন্যায়, নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন দেবতা ও মনুষ্যগণ দুন্দুভি-শব্দ করিতে লাগিলেন; রাজাদিগের মধ্যে সাধুব্যক্তিরা ধন্যবাদ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির, পরলোকগত ভীষ্মের দাহাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ক্ষণকাল শোক প্রকাশ করিলেন। মুনিগণ ঐ ব্যাপার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের গুহ্য নামাবলি উচ্চারণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছিলেন; এক্ষণে সকলেই হৃদয়ে ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে স্ব স্ব আশ্রমে চলিয়া গেলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। কৃষ্ণও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে ধর্ম্মনন্দন সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজধর্ম্ম অনুসারে পিতৃ-পিতামহের রাজ্য-শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৩—৪৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৯॥

দশম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! ঐ সকল ব্যক্তি ধনের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত নায়াদদিগকে বিনাশ করিয়া শোক হেতু ভোগসুখে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন?" সূত কহিলেন, মুনীন্দ্র! ভূতভাবন ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ, পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়া রোষ-দাবাগ্নি-দগ্ধ কুরুবংশের পুনর্ব্বার অঙ্কুর রোপণ এবং যুধিষ্ঠিরকে নিজ রাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক সাতিশয় প্রীত হইলেন। 'নিখিল জগৎ ঈশ্বরের অধীন; কেহ স্বাধীন হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না' রাজা যুধিষ্ঠির,—ভীষ্ম ও অচ্যুতের মুখে এই পরম বিজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ভ্রম নিরস্ত হইল। তিনি আর আপনাকে স্বাধীন কর্ত্তা ভাবিয়া জ্ঞাতিনাশজন্য দুঃখভরে বিষয় ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। এক্ষণে কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া অনুজদিগের সহিত, ইন্দ্রের ন্যায়, সসাগরা ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। অজাতশত্রু ধর্ম্মনন্দন, রাজা হইলে পর মেঘ যথেষ্ট বর্ষণ করিতে লাগিল; পৃথিবী যাবতীয় অভীষ্ট বস্তু প্রসব করিতে আরম্ভ করিল; গাভীগণ দুগ্ধধারায় গোষ্ঠভূমি অভিষিক্ত করিতে লাগিল; সমুদ্র ও নদী সকল যথাকালে পৃথিবীকে আর্দ্র করিল; পর্ব্বত-সমূহ লতাজালে আচ্ছন্ন হইল এবং বনস্পতি, বিবিধ বৃক্ষরাজি ও ওষধিসকল বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি ঋতুতেই অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিতে লাগিল। প্রজাদিগের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তিন প্রকার পরিতাপই বিদূরিত হইল। ১—৬। শ্রীকৃষ্ণ,—বান্ধব-বর্গের শোক-শান্তি এবং ভগিনী সুভদ্রার অনুরোধ হেতু কতিপয় মাস হস্তিনায় অবস্থিতি করিলেন এবং অবশেষে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রস্থান করিবার জন্য রথে আরূঢ় হইলেন। তখন কেহ আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন, কেহ বা অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ধৌম্য, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপ, নকুল, সহদেব, ভীম, বৈশ্যা-গর্ভ-সম্ভূত ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসু এবং সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা ও সত্যবতী প্রভৃতি স্ত্রীগণ, শার্ঙ্গপাণি নারায়ণের বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পণ্ডিত ব্যক্তি, সাধুদিগের নিকট হরির মনোহর যশোগান শ্রবণপূর্ব্বক পুত্র, কন্যা ও বিষয়াদির ভোগ-লালসা পরিহার করিয়া আর তাঁহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না; অতএব পাণ্ডবেরা বহুকাল অবধি দর্শন, আলিঙ্গন, আলাপ ও একত্র শয়ন-ভোজন দ্বারা সেই হরিতে একান্ত আসক্ত হইয়া এক্ষণে কিরূপেই বা তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন? কেমন করিয়াই বা তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিবেন? বাসুদেব প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, দেখিয়া তদ্গতচিত্তে সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যিনি যে স্থানে অবস্থিত ছিলেন, তিনি নিশ্চল হইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল পূজোপহার আনয়ন করিবার নিমিত্তই কেহ কেহ স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিল। ৭—১৩। দেবকী-নন্দন অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর কুলকামিনীদিগের কমল-নয়ন অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল; কিন্তু পাছে তাঁহার কোন অমঙ্গল হয়, এই ভাবিয়া তাহারা বারিধারা চক্ষেই সংবরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, বীণা, পণব, গোমুখ, ধুধুরী, আনক, ঘণ্টা, দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কুরুকামিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন এবং প্রেম, লজ্জা ও প্রফুল্লতা সহকারে নয়নভঙ্গী করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি কুসুম-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন, প্রিয়সখার মস্তকোপরি রত্ন-দণ্ড-বিশিষ্ট মুক্তা-জাল-বিভূষিত শ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন; উদ্ধব ও সাত্যকি, দুইটী বিচিত্র চামর হস্তে করিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ, বিকীর্য্যমাণ পুষ্পভারে ভূষিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ "সুখী হও" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ ও আনন্দময় হইলেও এক্ষণে মানবরূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ব্রাহ্মণদিগের উক্ত শুভ আশীর্ব্বাদ তাঁহার পক্ষে যোগ্য ও অযোগ্য উভয় প্রকারই হইল। ১৪—১৯। কুরু-মহিলারা তদ্গতচিত্তে কৃষ্ণবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন; শুনিয়া বোধ হইল, যেন শ্রুতি সকল মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইতেছেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "সখি! ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; যিনি গুণবিভাগের পূর্ব্বে এবং উপাধিভূত অবিদ্যা ধ্বংস জন্য জীবের লয়রূপ প্রলয়কালে একাকী প্রপঞ্চ-রহিত আপনাতেই অবস্থিত হইয়া-

ছিলেন এবং তাহার পর জীবের নাম ও রূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আপনার কাল-শক্তি-প্রেরিত জীবমোহিনী সৃষ্টিকামা প্রকৃতির সংসর্গ করিয়াছিলেন, সেই পুরাণপুরুষ ঐ গমন করিতেছেন। উনিই কর্ম্মের বিধি দিবার নিমিত্ত বেদ সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয় ভক্তিরত যোগিগণ অন্তরে শ্বাস রোধ করিয়া, তপস্যা দ্বারা নির্ম্মল-বুদ্ধি বলে যাঁহার স্বরূপ জানিতে সক্ষম হন; আমাদিগের ন্যায় অধম ব্যক্তির ভাগ্যে তাঁহার চরণদর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব উহাঁকে দূরস্থ হইতে দেওয়া উচিত নহে,—উহাঁর সঙ্গে সঙ্গে গমন করাই কর্ত্তব্য। সখি! বেদ ও অন্যান্য নিগূঢ়-তত্ত্ব-বিষয়ক শাস্ত্রে যিনি ঈশ্বর ও জগন্ময় বলিয়া কীর্ত্তিত হন; যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও নাশ করেন, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হন না, তিনি ঐ যাইতেছেন। ২০—২৪। রাজগণ যখন তমোগুণে আচ্ছন্ন ও বুদ্ধিশূন্য হইয়া অধর্ম্মপূর্ব্বক আপনাদিগকে পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই উনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্য, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, যথার্থ-বাদিতা, ভক্তবাৎসল্য এবং অদ্ভুত কার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। আদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীপতি যে যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাই ধন্য। বৃন্দাবনেরই বা কি সৌভাগ্য! দেবকী-নন্দনের পবিত্র পদরেণুস্পর্শে সেই স্থান পবিত্রীকৃত হইয়াছে। দ্বারকারও মাহাত্ম্যের সীমা নাই,—পৃথিবী উহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পবিত্র হইল; অমরাবতীও উহার নিকট লজ্জা পায়; কারণ, সেই দ্বারকাধামে প্রজাপুঞ্জ আত্মপতি শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য দর্শন করে; সুতরাং তাহাদিগের আর তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার ভাবনা থাকে না; কিন্তু অমরাবতীর অধিবাসিগণ কি এত সহজে ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারে? সখি। ব্রজাঙ্গনারা পূর্ব্বজন্মে কত কত পুণ্যতীর্থে অবগাহন, কত কত ব্রতেরই বা অনুষ্ঠান করিয়া যদুনন্দনকে অর্চ্চনা করিয়াছিল! কারণ, উহাঁর পবিত্র করস্পর্শ তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তাহারা একাগ্রচিত্তে উহাঁর অধরামৃতও পান করিয়া থাকে। রণস্থলে বলশালী শিশুপাল প্রভৃতি বীরদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক বীর্য্যরূপ শুল্ক দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ,—প্রদ্যুম্ন-জননী রুক্মিণী, সাম্ব-প্রসূতি জাম্ববতী, আম্বমাতা নাগ্নজিতী ও সত্যভামা প্রভৃতি এবং ভৌমের বধ করিয়া অপরাপর সহস্র মহিলারও পাণিগ্রহণ করেন। সখি! তাঁহারাই পরাধীন অপবিত্র নারীজন্ম শোভিত করিয়াছেন; কারণ, ঐ পদ্মপলাশ-লোচন বাসুদেব তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখন গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করেন না; এমন কি, পারিজাতাদি অভিলষিত বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। ২৫—৩০। শ্রীকৃষ্ণ গমন করিতে করিতে কুরুকামিনীগণের পূর্ব্বোক্ত প্রশংসার বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাহাতেই সেই বাক্যের অভিনন্দন করা হইল। পথে তাঁহার কোন বিপদ্ না ঘটে, এই ভাবিয়া অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার সমভিব্যাহারে চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিলেন। বাসুদেব বিরহাতুর কৌরবদিগকে বহুদূর আসিতে দেখিয়া স্নিগ্ধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সকলকে ফিরাইয়া দিলেন; এবং প্রিয় সহচরগণ সমভিব্যাহারে স্বীয় নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেন, যামুন, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, সারস্বত, মরু ও ধন্বভোম প্রদেশ সকল একে একে অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। এই সকল দেশের প্রজাগণ নানাবিধ উপহার লইয়া তাঁহার পূজা করিতে আসিল। সেই দীর্ঘ যাত্রাকালে হরি সমস্ত দিনই রথারোহণে ভ্রমণ করিতেন; কেবল জলাশয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনার্থ সন্ধ্যাকালে রথ হইতে অবতীর্ণ হইতেন। কিন্তু ভার্গব! তাহাতেও তাঁহার অশ্বগণ বিশেষ ক্লান্ত হইত না। যদুপতি এইরূপে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সৌবীর এবং আভীর দেশের মধ্যবর্ত্তী আনর্ত্ত-নামক দ্বারকা প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। ৩১—৩৬।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী-প্রবেশ।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণ অতি সমৃদ্ধিশালী আনর্ত্ত নামক নিজ জনপদে উপনীত হইয়া শঙ্খশ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য-শব্দ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া প্রজাদিগের বিষাদ দূর হইল। ধবল পাঞ্চজন্য, দেবকী-নন্দনের শ্রীকর-কমলে স্থিত হইয়া বদন দ্বারা বাদ্যমান হওয়াতে তাঁহার অধরের রক্তিম রাগ তদুপরি পতিত হইল; দেখিয়া বোধ হইল, যেন রক্তচঞ্চু কলহংস প্রস্ফুটিত পদ্মগর্ভে বসিয়া কলরব করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খনিনাদ শ্রবণ করিয়া জগতের ভয়কারণ ভয়েরও ভয় হয়; কিন্তু প্রজাগণ তাহাতে আনন্দিত হইয়া স্বামি-দর্শনার্থ আগ্রহ-সহকারে আগমন করিতে লাগিল। বাসুদেব সাক্ষাৎ পূর্ণাবতার, সুতরাং তিনি আপনার স্বরূপ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট,—তাঁহার অন্য লাভের কামনা নাই; তথাপি সূর্য্যকে দীপদানের ন্যায়, পুরবাসিগণ তাঁহাকে নানা উপহার প্রদান করিল। ১—৪। বালকেরা যেরূপ পিতার সহিত বাক্যালাপ করে, সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়া সকলেই হর্ষগদ্গদ স্বরে সেই দীনবন্ধু রক্ষাকর্ত্তাকে বলিতে লাগিল, "নাথ! আমরা তোমার চরণ-কমলে প্রণাম করি; ব্রহ্মা, সনকাদি ঋষিগণ এবং স্বয়ং সুরেন্দ্রও তোমার পদারবিন্দ বন্দনা করেন। এই সংসারে যে ব্যক্তি নিজ মঙ্গলাভিলাষী, তোমার চরণ ভিন্ন তাহার আর অন্য গতি নাই; কারণ, ব্রহ্মাদির প্রভু হইয়াও কাল তোমার পাদপঙ্কজের নিকট কোন ক্ষমতাই প্রকাশ করিতে পারে না; অতএব আমরা তোমার ঐ পদপঙ্কজে প্রণাম করি। হে বিশ্বভাবন! তুমিই আমাদিগের বন্ধু, পতি, পিতা, গুরু ও পরম দেবতা; তুমিই আমাদিগের উদ্ভবের কারণ; আমরা তোমার আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি; অতএব তুমিই আমাদিগকে উদ্ধার কর। তুমি আমাদিগের রাজা; এবং তোমার যে সর্ব্বসৌভাগ্যে সম্পৃক্ত সুপ্রসন্ন প্রেমময় হাস্যবদন দেবতারাও দর্শন করিতে পান না, আমরা তাহা সর্ব্বদাই দেখিতেছি; প্রভো! ইহা অপেক্ষা আমাদিগের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? হে কমল-লোচন! তুমি সুহৃদ্গণের সাক্ষাৎ-মানসে হস্তিনাপুরে বা মথুরায় গমন করিলে তোমার অদর্শনজন্য আমাদিগের এক মুহূর্ত্ত, কোটি বৎসর বলিয়া বোধ হইয়াছিল;—সূর্য্যালোকের অভাব বশতঃ চক্ষু যেমন অন্ধ হইয়া থাকে, তোমার অদর্শনে তৎকালে আমাদিগেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তুমি হাস্যমুখে যাহার দিকে একবারমাত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, তাহার সমুদায় সন্তাপই দূর হয়; অতএব নাথ! আমরা তোমার সেই সুন্দর প্রফুল্ল বদন না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি?" ৬—১০। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, পৌরজনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের প্রতি কৃপা-কটাক্ষরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে করিতে স্বীয় রাজধানী দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। ভোগবতী যেমন নাগগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, তদ্রূপ দ্বারকাও এত দিন কৃষ্ণতুল্য বলশালী মধু, দশার্হ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ভুজবলে রক্ষিত হইতেছিল। দ্বারকার শোভা [illegible]

পাদপরাজি, ছয় ঋতুর কুসুম-ভূষণে এককালে ভূষিত রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব লতামণ্ডপ, উদ্যান, উপবন ও রমণীয় সরোবর সমূহ অনুপম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। অধুনা শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন শুনিয়া পুরবাসিগণ তাহার দ্বিগুণ শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। পুরদ্বার এবং গৃহদ্বারে তোরণরাজি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার অগ্রভাগে গরুড়াদি নানাচিহ্নে চিহ্নিত ধ্বজ ও জয়-পতাকা উড়িতেছিল; সূর্য্যকিরণ সেই সমস্ত শোভনীয় দ্রব্যে প্রতিহত হইয়া নগরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। মহাপথ, পথ, বিপণি ও অঙ্গণাদি সুচারুরূপে সম্মার্জ্জিত এবং গন্ধজলে সমস্ত ভূমি অভিষিক্ত হইয়াছিল। ফল, পুষ্প, অক্ষত ও দূর্ব্বাঙ্কুর, সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ ছিল। প্রত্যেক গৃহদ্বারেই দধি, অক্ষত, ফল, ইক্ষুদণ্ড, ধূপ, দীপ ও পূজোপহার শোভা বিস্তার করিতেছিল। ১১—১৬। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া, বাসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও সাম্ব যার-পর নাই আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শয়ন, কেহ আসন, কেহ বা ভোজন পরিত্যাগ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং মঙ্গলাচরণের জন্য এক প্রধান হস্তী ও কুসুম-ভারধারী ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে লইয়া দ্রুতবেগে শ্রীহরির অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। শঙ্খ, তূর্য্য ও মন্ত্রপাঠশব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। শত শত বারাঙ্গনা, কৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় ব্যাকুল হইয়া যানারোহণে আসিতে লাগিল। তাহাদের মনোহর মুখকমল, পবন-ভরে মৃদু মৃদু আন্দোলিত কেশপাশে আবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল; তাহাতে আবার কর্ণবিলম্বী কুন্তলজাল গণ্ডস্থলে দুলিতে লাগিল। নট—অভিনয়, নর্ত্তক—নৃত্য, গায়ক—মনোহর গান, পৌরাণিক—পুরাণপাঠ, মাগধ—বংশকীর্ত্তন এবং বন্দিগণ—পুণ্যযশা বাসুদেব-তনয়ের অদ্ভুত চরিত্র ও যশোগান করিতে লাগিল। ১৭—২১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পুরবাসী, বন্ধু ও অনুজীবীদিগকে আসিতে দেখিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রত্যেকের যথোচিত সম্মাননা করিলেন। কাহাকেও মস্তক অবনতি পূর্ব্বক নমস্কার, কাহাকে বা বাক্য দ্বারা বন্দনা, কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহারও করস্পর্শ, কাহারও প্রতি সহাস্য কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন; তাহাতে চণ্ডাল অবধি পূজনীয় ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেরই যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা হইল। অনন্তর গুরুজন ও প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পত্নীদিগের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে তিনি বন্দী ও অন্যান্য জনসমূহের সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। যদুপতি রাজমার্গ দিয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিলে, কুলকামিনীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে আহ্লাদিত-চিত্তে প্রাসাদশিখরে অধিরূঢ় হইল। যদিও তাহারা অহরহঃ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিত, তথাপি তাহাদিগের নয়ন পরিতৃপ্ত হয় নাই; আহা! কৃষ্ণ-দর্শনে তৃপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? তাঁহার বক্ষঃস্থল সাক্ষাৎ কমলার নিকেতন; তাঁহার মুখমণ্ডল, নয়নের সৌন্দর্য্য পান করিবার পাত্রস্বরূপ; তাঁহার বাহুযুগল, লোকপালদিগের আশ্রয়ভূত এবং চরণযুগল, ভক্তগণের অবলম্বন-স্বরূপ; সুতরাং তাহারা তাঁহাকে যতই নিরীক্ষণ করিত, ততই তাহাদিগের দর্শন-লালসা বৃদ্ধি পাইত; কোনরূপে তৃপ্ত হইতে পারিত না। ২২—২৭। নীরদকান্তি পীতবাসা দেবকী-নন্দন, মাল্যদাম ধারণ করিয়া রাজপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজিত হইল; দুই জন দুই পার্শ্বে চামর ব্যজন করিতে লাগিল; প্রাসাদ-শিখর হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন দিনকর-কিরণাঙ্কিত নবীন নীরদখণ্ড চন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ও তারকাজালে বেষ্টিত হইয়া যাইতেছে; বক্ষঃস্থলে ইন্দ্রধনু বক্র হইয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং চপলা স্থিরভাবে তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার আলয়ে প্রবেশ করিয়া স্বীয় জননী দেবকী ও অপর সপ্তদশ বিমাতাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহারা আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। স্নেহ বশতঃ তৎকালে তাঁহাদিগের স্তন হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল অনন্তর সর্ব্বকামপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মনোহর পুরে প্রবেশ করিলেন সেই স্থানে ষোড়শ সহস্র প্রাসাদে তাঁহার ষোড়শ সহস্র মহিষী বাস করিতেন। মহিলাগণ এতদিন হাস্য, পরগৃহে গমন, সমাজ-দর্শন, উৎসবদর্শন, ক্রীড়া ও শরীর-সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে স্বামীকে বিদেশ হইতে প্রত্যাগত দেখিয়া আনন্দিত মনে সকলেই সহসা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং লজ্জাবনতমুখে তাঁহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্বামী আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই মন দ্বারা আলিঙ্গন দিলেন; ক্রমে পতি দৃষ্টিপথে পতিত হইলে চক্ষু দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং এক্ষণে নিকটে আসিতে দেখিয়া পুত্র দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশালিনী, এতক্ষণ লজ্জা বশতঃ যদিও অশ্রুবারি সংবরণ করিয়াছিলেন; তথাপি চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ আর তাহা ধারণ করিতে পারিলেন না; চক্ষু হইতে জলধারা অল্পে অল্পে বহিতে লাগিল। পত্নীগণ নির্জ্জনে একত্র উপবিষ্ট হইয়া স্বামীর চরণযুগল সর্ব্বদাই অবলোকন করিতেন; তথাপি প্রতিক্ষণেই তাহা তাঁহাদের মনে নূতন বলিয়া বোধ হইত। কোন্ রমণীই বা উহা বারংবার দর্শন করিতে অভিলাষ না করে? কমলা স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইয়াও উহা কখন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ২৮—৩৪। যে সকল নরপতি, বসুন্ধরার ভাররূপে জন্মিয়া স্ব স্ব অক্ষৌহিণী-পরিমিত সেনা দ্বারা দিকে দিকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, হরি নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরস্পর কলহে প্রবর্ত্তিত করিলেন। বায়ু যেমন বেণু সকলের পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করে এবং তদ্দ্বারা তাহারা দগ্ধ হইলে নিজে উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ সেই সমস্ত ভূপতিদিগের বধ সাধন করিয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং নির্ব্বৃতচিত্তে উত্তম উত্তম মহিলাদিগের সহিত সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার রমণীগণের মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ-দৃষ্টিনিক্ষেপ নিরীক্ষণ করিয়া মহাদেবও মুগ্ধ হইয়া হস্তস্থ পিণাক ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা নানাবিধ বিভ্রম ও কপট-বিলাসাদি প্রকাশ করিয়া কোন মতেই নন্দসুতের মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সঙ্গ-রহিত; অবোধ মানব আপন সাদৃশ্যবশেই তাঁহাকে কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করে। তাহাই ভগবানের ঈশ্বরত্ব। যেমন বুদ্ধি, আত্মাকে আশ্রয় করিয়াও তজ্জাত পরমানন্দ অনুভব করিতে পারে না, ভগবান্ সেইরূপ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার গুণের সহিত লিপ্ত হন না। মহিষীরাও তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা স্ত্রীজাতি; সুতরাং তদনুরূপ বুদ্ধি অনুসারে সর্ব্বেশ্বর স্বামীকে স্ত্রৈণ ও একান্ত অনুগত বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। ৩৫—৪০।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত।

শৌনক কহিলেন, সূত! অশ্বত্থামা ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিয়া উত্তরার গর্ভ প্রায় নষ্ট করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ উহা পুনর্জ্জীবিত করেন।

সেই গর্ভে মহাবুদ্ধি, মহাত্মা পরীক্ষিৎ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা তিনি নিধন প্রাপ্ত হন? মরণান্তেই বা কিরূপ গতি লাভ করেন? আমরা শ্রদ্ধা-সহকারে এই সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যদি বলিতে মন হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া বল। শুকদেব পরীক্ষিৎকে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই জন্ত তাঁহার চরিত্র-শ্রবণে অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। সুত কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিত্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই চিন্তা করিতেন, সেই কারণে যাবতীয় বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া স্বীয় পিতার ন্যায় ধর্ম্মপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। প্রজা সকল তাঁহার শাসনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। রাজার ঐশ্বর্য্য, যজ্ঞ, যজ্ঞোপার্জ্জিত সদ্গতি, স্ত্রী, ভ্রাতা ও সসাগরা বসুন্ধরার আধিপত্য বিষয়ে স্বর্গে দেবতারাও প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দেববাঞ্ছিত অতুল ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মপুত্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিল না, তিনি এক মনে হরির চরণ-কমল চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভার্গব! ক্ষুধিত ব্যক্তির মন যেমন অন্ন ভিন্ন কখন মাল্য-চন্দনাদি অন্য বিষয়ে ধাবিত হয় না; রাজা যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যে কিছুমাত্র প্রীতি হইল না। ১—৬। হে ভৃগু-মণি! মহাবীর পরীক্ষিৎ গর্ভবাসে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র-সম্ভূত অনলে দগ্ধ হইয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত একটী পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পরিধানে বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবসন; তাঁহার সুদীর্ঘ ভুজচতুষ্টয় জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত; কর্ণে তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ দিব্য কুণ্ডল ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল; ক্রোধ বশতঃ চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; জ্বলন্ত উল্কাদণ্ডের ন্যায় গদা ভীমবেগে ঘূর্ণিত হইতেছিল। দিবাকর যেমন স্বীয় কিরণজাল দ্বারা অন্ধকার নাশ করেন; তদ্রূপ সেই অপূর্ব্ব দিব্য পুরুষ, হস্তস্থ সেই গদা দ্বারা অস্ত্রতেজঃ নিবারণ করিলেন। অভিমন্যু-তনয় সেই দিব্য পুরুষকে নিকটে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি কে?' তখনই অচিন্ত্যস্বরূপ ধর্ম্মপালক ভগবান্ দেখিতে দেখিতেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। ৭—১১। অনন্তর শুভগ্রহ সকল অন্যান্য অনুকূল গ্রহদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে পর লগ্ন যখন ক্রমশই সমধিক গুণসূচক হইয়া উঠিল, তখন দ্বিতীয় পাণ্ডুর ন্যায় তেজঃসম্পন্ন পাণ্ডুবংশধর পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হইলেন। পৌত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া দানকালজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে ধৌম্য এবং কৃপাদি কুলপুরোহিতের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া প্রথমতঃ সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করাইলেন; পরে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ, গো, ভূমি, গ্রাম, হস্তী এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী দান করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন, "হে পৌরবশ্রেষ্ঠ! কুরুবংশ-পরম্পরার এই বিশুদ্ধ সন্তান, দুর্নিবার দৈববশে প্রায় নষ্টই হইয়াছিল; কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু তোমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া ইহাঁকে রক্ষা করিলেন। তোমরা তাঁহার প্রসাদেই ইহাঁকে লাভ করিলে; সেই হেতু ইহার নাম 'বিষ্ণুরাত' অর্থাৎ বিষ্ণুদত্ত রহিল। মহাভাগ! এই বালক উত্তরকালে যে, সর্ব্বগুণে ভূষিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" ১২—১৭। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্রগণ! এই বালক সাধুবাদ ও সৎকর্ম্ম বিষয়ে কি মদীয় যশস্বী পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তির অনুকরণ করিতে পারিবে?" ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন, "পার্থ! এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু এবং দ্বিজাতিদিগের হিতসাধক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, দশরথ-নন্দন রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাপালন করিবে। উশীনর-তনয় শিবিসদৃশ দাতা ও শরণাগত ব্যক্তিদিগের রক্ষাকর্ত্তা হইবে। ভরতের ন্যায় ইহার কীর্ত্তিবিতা দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইবে। শিশু,—কুন্তী-নন্দন ও কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য ধনুর্দ্ধারী, অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, সমুদ্র-সদৃশ দুর্লঙ্ঘ্য, সিংহতুল্য পরাক্রমশালী, হিমালয়ের ন্যায় সাধুজনের সুখসেব্য, পৃথিবীসদৃশ ক্ষমাশীল, মাতা-পিতার ন্যায় সহিষ্ণু, ব্রহ্মার তুল্য সমদর্শী, মহাদেব-সদৃশ সুখারাধ্য এবং রমাপতি নারায়ণতুল্য সর্ব্ব প্রাণীর আশ্রয়-স্বরূপ হইবে। ১৮—২৩। গুণের মাহাত্ম্য-বিষয়ে এই বালক, শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিবে; উদারতায় রন্তিদেব এবং ধার্ম্মিকতায় যযাতির সমকক্ষ হইবে; বলির ন্যায় ধৈর্য্যশালী এবং প্রহ্লাদের তুল্য হরিভক্ত হইবে। ইহা দ্বারা অশেষ অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইবে। ইহা হইতে রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইবেন। অপর, তোমার এই পৌত্র বয়োবৃদ্ধদিগের উপাসনা করিবে; আচার ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির শাসন এবং ধর্ম্ম ও পৃথিবীর মঙ্গলের নিমিত্ত কলির দণ্ড করিবে; অবশেষে বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের অভিশাপ-নিবন্ধন তক্ষক-দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়া হরির পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! বিষ্ণুরাত মৃত্যুকালে বেদব্যাস-তনয় শুকের নিকট আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানোপদেশ শুনিতে শুনিতেই সুরধুনীর পবিত্র সলিলে তনুত্যাগ করিয়া অনায়াসে অভয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে।" ২৪—২৮। জন্মফল-গণনায় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ রাজাকে এইরূপ জ্ঞাপিত করিয়া যথোচিত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রস্থিত হইলেন। অভিমন্যু-তনয় গর্ভস্থ-দশায় যে পুরুষকে দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে ভূমিষ্ঠ হইয়া মনুষ্য দেখিলেই তাঁহাকে স্মরণ করত ভাবনা করিতেন, "ইনিই কি সেই পুরুষ?" এই কারণে তাঁহার নাম 'পরীক্ষিৎ' হয়। তিনি পিতাদিগের ভরণ-পোষণবলে শুক্লপক্ষীয় কলাসংযোগে চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পরীক্ষিৎ স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন; সুতরাং বাল্যকালেই ধার্ম্মিক হইয়া সকলেরই আনন্দোৎপাদন করিলেন। ২৯—৩২। রাজা যুধিষ্ঠির,—কর ও দণ্ড, এই দুই প্রকারেই প্রজাদিগের নিকট হইতে ধন আহরণ করিতেন; এক্ষণে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অভিলাষী হইয়া দেখিলেন, রাজস্ব হইতে সে মহৎ ব্যয় নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাতে তিনি অশেষ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ, তদীয় ভ্রাতৃদিগকে উত্তর প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। সেই স্থানে এক কালীন মরুত্ত-যজ্ঞ-সময়ে প্রভূত কনকপাত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ সেই সকল হেমপাত্র আনয়ন করিয়া যজ্ঞিয় সমস্ত সামগ্রীর আয়োজন করিলেন। তখন অভিলাষসিদ্ধি হেতু আনন্দিত হইয়া বন্ধু-বধভীত ধর্ম্মনন্দন ক্রমে ক্রমে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন। বাসুদেব নিমন্ত্রণ পাইয়া আগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা রাজার যজ্ঞ সমাপন করাইলেন এবং প্রিয় বন্ধুদিগের অনুরোধে কতিপয় মাস হস্তিনায় অবস্থিতি করিয়া অবশেষে স্বদেশ গমনোদ্যত হইলেন এবং দ্রৌপদী ও রাজার অনুমতি গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যদুগণ-সমভিব্যাহারে দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। ৩৩—৩৯।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের সংসার-ত্যাগ।

সুত কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিদুর তীর্থ-যাত্রাক্রমে মৈত্রেয়ের নিকট উপদেশ পাইয়া আত্মার গতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তীর্থ দর্শন করিয়া তিনি হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলে ভ্রাতৃদিগের

সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, সঞ্জয়, কৃপ, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও অন্যান্য জ্ঞাতি স্ত্রী সকল এবং পাণ্ডুর বন্ধুগণ যেন মূর্চ্ছায় অবসন্ন ছিলেন; এক্ষণে তাঁহাকে প্রত্যাগত হইতে শুনিয়া সকলেই যেন পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন, নমস্কার ও অভিবাদন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহামতি বিদুর শ্রান্তি দূর করিয়া আহারান্তে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে বিগতক্লম দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির যথোচিত পূজা-সহকারে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি আমাদিগকে আর স্মরণ আছে? বিহঙ্গমগণ পক্ষদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া যেমন শাবকদিগকে রক্ষা করে, আপনি সেইরূপ পক্ষপাত বশতঃ আমাদিগকে এবং আমাদিগের জননীকে বিষ-প্রয়োগ, জতুগৃহদাহ প্রভৃতি নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি প্রধান প্রধান তীর্থ ও দেশ দর্শন করিয়া সমস্ত পৃথিবীই পর্য্যটন করিয়া আসিলেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বিদেশে কি প্রকারে আহারদ্রব্য আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন? বিভো! কোন্ কোন্ তীর্থই বা দর্শন করিয়াছেন? ভবাদৃশ কৃষ্ণভক্ত মনুষ্যগণই তীর্থের ন্যায় পবিত্র। গদাধর যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা কেবল তীর্থের পবিত্রতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তই তথায় গমন করিয়া থাকেন; নতুবা তীর্থ-দর্শনে তাঁহাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। তাত! আমাদিগের পরম বন্ধু কৃষ্ণাধীন যদুবংশীয়েরা তাঁহাদিগের রাজধানীতে কুশলে আছেন ত? আপনার সহিত তাঁহাদিগের কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?" ১—১১। যুধিষ্ঠিরের এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া বিদুর সকলেরই যথাবৃত্ত উত্তর করিলেন; কিন্তু হঠাৎ উপস্থিত অশুভ সংবাদ শ্রবণে পাণ্ডবেরা পাছে মর্ম্মান্তিক বেদনা পান, এই ভয়ে তিনি যদুকুলের ধ্বংস-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলেন না। মহামতি বিদুর অবশেষে দেবতার ন্যায় মহাসমাদর-সহকারে বন্ধুদিগের মধ্যে কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। সেই কালে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে নানাবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিতেন; তৎশ্রবণে অন্ধরাজ পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেন। সকল লোকেই বিদুরকে শূদ্র বলিয়া জানিত; কিন্তু তিনি বাস্তবিক শূদ্র নহেন। সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম, মাণ্ডব্যের শাপে বিদুররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সেই শাপ ভোগ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে বিবস্বান্ স্বয়ং দণ্ডধারণ করিয়া তদীয় রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। পৌত্রের মুখ-কমল অবলোকন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ স্থির করিলেন, এত দিনে বংশরক্ষা হইল। তখন তাঁহারা পরম আনন্দের সহিত সংসারে আসক্ত হইলেন। ১২—১৫। তাঁহাদিগকে এইরূপে বিষয়রসে মত্ত ও আগ্রহ-সহকারে সাংসারিক কার্য্যে নিরত দেখিয়া দুরপনেয় কাল অজ্ঞাতসারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদুর তাহা জানিতে পারিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! আর কি দেখিতেছেন; সম্মুখে মহান্ ভয় উপস্থিত; আপনি গৃহ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হউন। হে প্রভো! ঐ দেখুন, অপ্রতিবিধেয় কাল উপস্থিত হইয়াছেন। কালের প্রতীকার করিতে ইঁহার শক্তি আছে বলিয়া, যদি কাহাকেও স্থির করিয়া থাকেন, তবে তাহা ভ্রমমাত্র; কাল তাঁহারও কাল। কাল, যে ব্যক্তিকে গ্রাস করে, সামান্য ধনের কথা দূরে থাকুক, প্রিয়তম পুত্র-কন্যাদিকেও তাঁহার পরিত্যাগ করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ১৬—২০। মহারাজ! আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছেন; বয়সও অধিক হইয়া পড়িয়াছে, জরা আপনার শরীর আক্রমণ করিয়া জীর্ণ করিয়াছে এবং আপনি পরগৃহে বাস করিয়া আছেন। পূর্ব্ব হইতেই আপনি জন্মান্ধ; তাহাতে আবার সম্প্রতি বধির হইয়াছেন। আপনার বুদ্ধিও ক্ষয় পাইয়াছে! দন্ত সকল গলিত এবং অগ্নি মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। শ্লেষ্মা দ্বারা সমস্ত শরীর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; তথাপি আপনার বিষয়ানুরাগ দূর হইতেছে না! অহো! মনুষ্যের জীবিতাশা কি বলবতী! ভ্রাতঃ! যে ভীমসেন আপনার পুত্র বিনাশ করিয়াছে, আপনি সেই আশার মোহে ভুলিয়া কুকুরের ন্যায় তাহারই ত্যক্ত পিণ্ড ভোজন করিতেছেন। যাহাদিগকে অনলে দগ্ধ করিতে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন; যাহাদিগকে আহারের নিমিত্ত বিষ দিয়াছিলেন; যাহাদিগের ধর্ম্মপত্নীর অশেষ অপমান করিয়াছিলেন; মহারাজ! এক্ষণে তাহাদিগের অন্নেই জীবন পুষ্ট করিতেছেন; সে জীবনে আপনার ফল কি? হায়! যে জীবনের নিমিত্ত এতাদৃশ হীনতা স্বীকার করিতেছেন, তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না; পরিত্যক্ত পুরাতন বসনের ন্যায় জরায় জীর্ণ হইয়া অবশ্যই ইহা কালবশে নষ্ট হইবে। ২১—২৫। শরীর ক্ষীণ ও যশোধর্ম্মাদি-অর্জ্জনে অশক্ত হইয়া পড়িলে, যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগ ও অভিমান-শূন্য হইয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞাতসারে বনে প্রস্থান করেন, লোকে তাঁহাকে 'ধীর' বলে। যে মনস্বী ব্যক্তি স্বীয় আকস্মিক বুদ্ধি-প্রাখর্য্য বা অন্যের উপদেশে সংসার-লালসা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে হরিকে চিন্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনিই 'নরোত্তম'। আপনি পূর্ব্বে নরোত্তম হইতে পারেন নাই; অতএব এক্ষণে ধীরই হউন; আত্মীয়-দিগকে না জানাইয়া আপনি অপ্রকাশ্যে এই স্থান হইতে উত্তরাভি-মুখে অগ্রসর হউন। রাজন্! ইহার পর মানবের ধৈর্য্যাদি সদ্-গুণের ধ্বংসকর্ত্তা কাল অবিলম্বেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন।" ২৬—২৮। মহামতি বিদুর এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধ-দানপূর্ব্বক বন্ধন হইতে মোক্ষ-প্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দিলে, জ্ঞানচক্ষু অন্ধরাজ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জ্ঞান লাভ করিয়া দৃঢ়তর স্নেহপাশ ছেদ করি-লেন এবং অবিলম্বে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যুদ্ধে যেমন তীব্র প্রহার বীরদিগের অনুগমন করে, সুবল-তনয়া পতিব্রতা সাধুশীলা গান্ধারী, পতিকে সন্ন্যাসীদিগের আনন্দের আশ্রয়-স্বরূপ হিমাচলে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সেইরূপ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রত্যহ তাঁহাদিগের চরণ-বন্দনা করিতে যাইতেন। সেই দিন সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন এবং তিল, গো, ভূমি ও রত্নদান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া পিতৃব্যদ্বয় ও গান্ধারীকে নমস্কার করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তথায় তাঁহাদিগের তিন জনকেই দেখিতে পাইলেন না; কেবল সঞ্জয় একাকী বসিয়া আছেন। তাহাতে ধর্ম্মনন্দন উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গবল্গণ-তনয়! আমার নেত্র-হীন বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত কোথায় গিয়াছেন? পুত্রশোক-সন্তপ্তা অম্বা গান্ধারীই বা কোথায়? আমাদিগের সুহৃৎ খুল্লতাত বিদুরকেও অদ্য দেখিতেছি না কেন? আমি নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; তাঁহার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছি, এক্ষণে পাছে তাঁহারও কোন অনিষ্ট করি, ইহা ভাবিয়া কি তিনি সন্দেহ ও ভয়ে ব্যাকুল হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছেন? পিতা পাণ্ডু পর-লোক গমন করিলে পর আমাদিগের দুই পিতৃব্যই আমাদিগকে বালকদের ন্যায় সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা দুইজনেই কোথায় গেলেন?" ২৯—৩৪। সূত কহিলেন, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে না

দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন ; সেই হেতু যুধিষ্ঠিরকে আপাততঃ কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর তিনি হস্ত দ্বারা চক্ষের জলধারা মার্জ্জনা করিয়া বুদ্ধি-সাহায্যে মনকে স্থির করিলেন ; এবং প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের পাদযুগল স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, "হে বংশধর! তোমার দুই পিতৃব্য এবং গান্ধারী যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, আমি তাহা জ্ঞাত নহি। এইমাত্র বলিতে পারি, মহাত্মারা আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন।" যুধিষ্ঠির ও সঞ্জয় এইরূপে শোক-প্রকাশপূর্ব্বক কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ, তুম্বুরু-সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্রই ধর্ম্মরাজ গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন ; পশ্চাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আমার দুই পিতৃব্য এবং পুত্র-শোকাতুরা দুঃখিনী অম্বা গান্ধারী কোথায় গিয়াছেন, আমি জানিতে পারিতেছি না। তাঁহাদিগকে না দেখিয়া আমি অপার শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ; এক্ষণে আপনি আমার কর্ণধার হইয়া ইহা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন এবং তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, বলিয়া দিউন।" ৩৫—৪০। দেবর্ষি নারদ উত্তর করিলেন, "রাজন্! সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের অধীন ; অতএব তুমি শোক করিও না। ইন্দ্রাদি লোকপালবর্গ সকলেই সেই স্বেচ্ছাধীন পরমেশ্বরের পূজোপহার বহন করিতেছেন। যেমন ক্রীড়াকারী ব্যক্তির ইচ্ছায় ক্রীড়ার সাধনভূত কাষ্ঠময় মেষাদির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়, জগদীশ্বর সেইরূপ আপন ইচ্ছাতেই মানবদিগকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিতেছেন। অপর, লোকতঃ বিবেচনা করিলেও এ বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নহে ; কারণ, মনুষ্যকে জীবরূপে অবিনশ্বর, দেহরূপে নশ্বর এবং অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নশ্বর বা অবিনশ্বর উভয় বলিয়াই ভাবিতে পার ; কিন্তু ইহার যে-কোন ভাব অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিলেও আর বিযুক্ত ব্যক্তির নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না। মোহজন্য স্নেহ ব্যতিরেকে শোকের আর অন্য কারণ দেখিতে পাই না ; অতএব, 'আমার আশ্রয় না পাইয়া আমার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন? তাঁহাদিগকে কত কষ্টই বা সহ্য করিতে হইবে?' এই সকল ভাবিয়া তুমি যে বিকল হইতেছ, তাহা তোমার উচিত নহে। তুমি জড়তা দূর করিয়া দাও। ৪০—৪৫। এই পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ,—কাল, ধর্ম্ম ও উপাদানভূত গুণের অধীন ; তাহারা পরস্পর বিযুক্ত হইলেই ইহার ধ্বংস হইবে। অন্যে এ দেহ কি প্রকারে রক্ষা করিবে? মহারাজ! যে ব্যক্তিকে অজগর সর্পে গ্রাস করে, সে কখনই অন্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণিমাত্রেই ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট জীবনোপায় সর্ব্বত্র অনায়াসেই পাইয়া থাকে। মনুষ্য পশুদিগকে আহার করে এবং পশুগণ তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। অধিক কি, সকল প্রাণীই আপন হইতে ক্ষুদ্রতর প্রাণীকে ভক্ষণ করে ; সুতরাং পৃথিবীর জীব সকল পরস্পর পরস্পরের জীবনোপায়। অতএব পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীর আহারের নিমিত্ত তোমার চিন্তা করিবার আবশ্যকতা কি? আরও দেখ, এই মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতি স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত বিশ্বই সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ ; পরমেশ্বর ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। ঈশ্বরও একমাত্র,—নানা নহেন। তিনিই ভোক্তা এবং তিনিই আন্তরিক ও বাহ্য ভোগ্য বস্তু। অতএব এই পরিদৃশ্যমান স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ কেবল ভ্রমমাত্র। কেবল মায়াবশে তিনি নানারূপে পরিদৃশ্যমান হন। মহারাজ! সেই ভূতভাবন কালরূপ ভগবান্ এক্ষণে অসুর-বিনাশের নিমিত্ত দ্বারকাতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দেবতাদিগের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এক্ষণে কেবল অবশিষ্ট যদু-কুল-ধ্বংস প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাহা সম্পন্ন হইলেই তিনি স্বধাম প্রাপ্ত হইবেন ঈশ্বর যে পর্য্যন্ত ইহলোকে আছেন, তোমরাও সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। ৪৬—৫০। রাজা ধৃতরাষ্ট্র,—ভ্রাতা ও মহিষীর সহিত হিমালয়ের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ ঋষিদিগের আশ্রমে গমন করিয়াছেন সুরধুনী গঙ্গা সপ্ত-ঋষির প্রীতিসাধনার্থ সেই স্থানে আপনাকে সপ্ত ধারায় বিভক্ত করিয়াছেন ; এই জন্য সেই স্থান সপ্তস্রোতঃ-তীর্থ নামে অভিহিত। রাজা,—সেই তীর্থে স্নান, বিধিবৎ অগ্নিতে হোম ও জলমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ যোগ করিয়া শান্তচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার আর পুত্রাদির চিন্তা নাই। তিনি আসন ও শ্বাসরোধ অভ্যাস এবং বিষয়-সঙ্গ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে আকর্ষণ করিয়া আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গে সিদ্ধ হইয়াছেন। হরিচিন্তন হেতু তাঁহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপিণী মলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং তিনি ধ্যান ও ধারণা নামক উভয় যোগাঙ্গেই সম্পন্ন হইয়াছেন। আত্মা অহঙ্কারাস্পদ স্থূল-দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া এক্ষণে তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে ; অতএব তিনি উহাকে বুদ্ধির সহিত এক করিয়া ভাবনা করিতেছেন এবং বুদ্ধিকেও দৃশ্য অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল দ্রষ্টা রূপেই চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যেরূপ উপাধিভূত ঘটাদি ভগ্ন হইলে পর, তদবচ্ছিন্ন অল্প-আকাশ বৃহৎ-আকাশে মিশ্রিত হয়, সেইরূপ সেই দ্রষ্টাও অবশেষে পরম ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন ;—মহারাজ! তোমার পিতৃব্য ইহাও জানিতে পারিয়াছেন। অতএব তাঁহার সমাধিও সিদ্ধ হইয়াছে। যোগ হইতে চিত্ত-ভ্রংশের নাম ব্যুত্থান। তোমার পিতৃব্যের তাহা হইবার শঙ্কাও নাই ; কারণ, তিনি মায়া-গুণের চরম-ফলস্বরূপ বাসনা পরিত্যাগ এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযম করিয়াছেন ; সেই জন্য বিষয়-ভোগ করিতে আর তাঁহার অভিলাষ নাই ; এক্ষণে কেবল স্থাণুর ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন। ৫১—৫৬। তাঁহার সমুদায় কর্ম্মই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব তুমি তাঁহাকে আনিতে গিয়া আর তাঁহার বিঘ্নস্বরূপ হইও না। তিনি অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার সেই মৃত দেহও ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। গার্হপত্যাদি অগ্নির সহিত যোগাগ্নি দ্বারা পতির দেহ দগ্ধ হইলে পতিব্রতা গান্ধারীও তাঁহার অনুগমন করিবেন। হে কুরুনন্দন! বিদুরকে আনিবার নিমিত্তও তোমার যাইবার আবশ্যকতা নাই ; কারণ, তিনি ভ্রাতার সেই অদ্ভুত মৃত্যু ও সদ্গতি নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষ-বিষাদে অভিভূত হইবেন এবং সেই জন্য তীর্থসেবার্থ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবেন।" দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া বীণাহস্তে স্বর্গে আরোহণ করিলেন ; রাজা যুধিষ্ঠিরও তাঁহার বাক্য চিন্তা করিয়া হৃদ্গত শোক দূর করিতে সক্ষম হইলেন। ৫৭—৬০।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! অর্জ্জুন,—শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য বন্ধুগণের অবস্থা ও বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সপ্ত মাস অতীত হইল, তথাপি তিনি হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন না। এদিকে নিয়ত নানা দুর্নিমিত্ত, রাজা যুধিষ্ঠিরের নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। কালের গতি অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। এক ঋতুর ফল-পুষ্পাদি অপর ঋতুতে উদ্ভূত হইতে

লাগিল; প্রজাকুল—ক্রোধ, লোভ ও মিথ্যার বশবর্ত্তী হইয়া পাপাচরণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের ব্যবহারও কপটতায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল; পিতা-মাতার সহিত পুত্রের, বন্ধুর সহিত বন্ধুর, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার এবং পতির সহিত পত্নীর পরস্পর কলহ হইতে লাগিল। রাজা এই সকল ঘোর অমঙ্গল এবং মনুষ্যদিগের লোভাদি অধর্ম্মে প্রবলা প্রবৃত্তি দেখিয়া স্বীয় কনিষ্ঠ ভীমসেনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! কৃষ্ণ ও অন্যান্য বন্ধুগণ কেমন আছেন, কি করিতেছেন; এই সকল জানিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন দ্বারকায় গিয়াছে; কিন্তু অদ্য সপ্ত মাস অতীত হইল, তথাপি গৃহে প্রত্যাগত হইল না। ইহার কারণও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ এক্ষণে আপনার লীলাসাধন কলেবর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ভীমসেন! সত্যই কি এক্ষণে সেই কাল উপস্থিত হইল? কৃষ্ণ আমাদিগের যাবতীয় পুরুষার্থের হেতু। আমরা তাঁহার অনুগ্রহেই সম্পত্তি, রাজ্য, পত্নী, প্রাণ, কুল, সন্ততি ও শত্রুবিজয় লাভ করিতে পারিয়াছি এবং যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিব। ভ্রাতঃ! বোধ হইতেছে, নারদের কথাই সত্য হইল। ঐ দেখ, ভৌম, দিব্য ও দৈহিক উৎপাত সকল উপস্থিত হইতেছে। উহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে,—আমাদিগের ভয় অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এই যে আমার বক্ষঃ, চক্ষুঃ, বাহুযুগ ও হৃদয় পুনঃপুনঃ কম্পিত হইতেছে, তাহাতেই জানিতেছি, শীঘ্রই আমাদিগের অমঙ্গল ঘটিবে। ১—১১। দেখ, সূর্য্য উদিত হইবামাত্র উল্কামুখী শিবা সকল তাঁহার দিকে চাহিয়া অনল উদ্গারপূর্ব্বক বিকট রবে চীৎকার করিতেছে। কুক্কুরগণ অণুমাত্রও ভীত না হইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া শব্দপ্রদান পূর্ব্বক ডাকিতেছে। কয়েক দিন অবধি গবাদি শুভ পশু সকল আমাকে বামে রাখিয়া গমন করিতেছে। গর্দ্দভ প্রভৃতি অশুভ শ্বাপদগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। আমার অশ্বগণ নিরন্তর রোদন করিতেছে। দেখ, ঐ কপোতটাকে আমার যেন মৃত্যুদূত বলিয়া বোধ হইতেছে! ঐ পেচক ও উহার প্রতিদ্বন্দ্বী কাকের কুৎসিত রবে আমার হৃদয় শিহরিত হইতেছে! বোধ হইতেছে, যেন উহারা বিশ্বকে শূন্য করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে! দিঙ্মণ্ডল, ধূসরবর্ণ পরিধির ন্যায় দেখা যাইতেছে! মেদিনী, পর্ব্বতের সহিত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। বিনা মেঘে ভীষণ গর্জ্জন সহকারে বজ্রপাত হইতেছে। উঃ! দেখ, বায়ু কি খরস্পর্শ; যেন উহা অগ্নিকণা বহন করিতেছে এবং ধূলিরাশি উদ্ধত করিয়া সকল দিক্‌কে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে। জলদদল শোণিত-বর্ষণ করিতেছে। অতএব সর্ব্বপ্রকারেই ভয় দেখিতেছি। ঐ দেখ, তপনের আর তাদৃশ প্রভা নাই। আকাশে গ্রহগণ পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রুদ্রের অনুচর সকল, অন্যান্য প্রাণীদিগের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ যেন প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ১২—১৭। নদ, নদী ও সরোবর ক্ষুব্ধ হইয়াছে। প্রাণিমাত্রেই বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। কি আশ্চর্য্য! ঘৃতসংযোগেও অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে না। জানি না, কালে ইহা অপেক্ষা কি ভয়ানক ব্যাপারই উপস্থিত হইবে! ভাই! চাহিয়া দেখ, বৎস সকল স্তন্যপানে বিরত; মাতৃগণও দুগ্ধদানে নিবৃত্ত; ধাত্রী সকল নিরন্তর রোদন করিতেছে। বৃষভেরা গোষ্ঠে আর আনন্দে ভ্রমণ করিতেছে না। দেব-প্রতিমা সকল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কম্পিত হইতেছেন। বোধ হইতেছে, যেন উঁহারা রোদন করিতেছেন! যেন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়াইতেছেন! এই সমস্ত জনপদ, গ্রাম, নগর, উদ্যান, আকর ও আশ্রম, শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। জানি না, আমাদিগের কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। বোধ হইতেছে, পৃথিবীর সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে;—ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত ভগবানের চরণ-কমল বুঝি আর ইহাতে নাই।" ১৮—২১। ব্রহ্মন্! যুধিষ্ঠির এই সকল অরিষ্ট দর্শন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কপিধ্বজ অর্জ্জুন যদুপুরী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। রাজা দেখিলেন, ধনঞ্জয় অধোবদনে রোদন করিতেছেন; তাঁহার নীলোৎপল-সদৃশ নয়ন-যুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল। তাঁহার হৃদয় কম্পমান এবং সর্ব্বাঙ্গ কান্তিহীন। রাজা পূর্ব্বে কখনই তাঁহার এরূপ কাতর-ভাব দেখেন নাই; সুতরাং নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সব্যসাচী বিশ্রাম করিলে পর তাঁহাকে বন্ধুদিগের সমক্ষে বসাইয়া সাশঙ্কমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্জ্জুন! আমাদিগের বান্ধব মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা সকলে কেমন আছেন? মহামান্য মাতামহ শূরের ত মঙ্গল? মাতুল বসুদেব ও তাঁহার কনিষ্ঠ ত কুশলে আছেন? দেবকী প্রভৃতি আমাদিগের সপ্ত মাতুলানী, পরস্পর ভগিনী হন; তাঁহারা আপন-আপন পুত্রবধূর সহিত ত ভাল আছেন? রাজা উগ্রসেনের পুত্র অতি অসৎ, অতএব তাহার কথা জিজ্ঞাসা করি না; তিনি নিজে ও তাঁহার কনিষ্ঠ জীবিত আছেন ত? কৃতবর্ম্মা, জয়ন্ত, গদ, সারণ, শত্রুজিৎ প্রভৃতি কৃষ্ণের ভ্রাতৃগণ এবং ভক্তের প্রভু ভগবান্ বলরামের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে মহারথ প্রদ্যুম্ন ত কুশলে আছেন? যে অনিরুদ্ধ যুদ্ধস্থলে সাতিশয় আশ্চর্য্যজনক বেশ ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি ত সর্ব্বমঙ্গলের আলয় হইয়া আনন্দে কাল যাপন করিতেছেন? ২২—৩০। অর্জ্জুন! চারুদেষ্ণ, সুষেণ, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রধান প্রধান পুত্রদিগের ত মঙ্গল? ঋষভপ্রভৃতি সকলে নিজ নিজ তনয়ের সহিত ত কুশলে আছেন? শ্রুতদেব, উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং সুনন্দ নন্দ-প্রমুখ ভক্ত-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকল রাম-কৃষ্ণের বাহুবল আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকেন; তাঁহাদিগের সকলেরই সহিত আমাদিগের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে; তাঁহাদের মঙ্গল ত? ভাই! তাঁহারা কি আমাদিগকে মনে করেন? ব্রাহ্মণদিগের হিতকারী ভক্তবৎসল ভগবান্ গোবিন্দ সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া আপন পুরস্থিত সুধর্ম্মা নাম্নী সভায় ত সুখে অবস্থিতি করিতেছেন? সেই অনন্ত আদ্য পুরুষ,—লোকের মঙ্গল, পালন ও উদ্ধারের নিমিত্ত অনন্ত দেবের অবতার বলভদ্র সমভিব্যাহারে যদুকুল-স্বরূপ সাগরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদুবংশীয়েরা তাঁহারই বাহুবল দ্বারা রক্ষিত আপনাদিগের পুরীতে থাকিয়া ত্রিলোকের পূজিত হইয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরের ন্যায় পরমানন্দে বিহার করিতেছেন। সত্যভামা প্রভৃতি তাঁহার ষোড়শ সহস্র মহিষীগণ তপস্যাদি কার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া নিরন্তর স্বামীর পাদপদ্মই সেবন করিয়া থাকেন। যদুপতি যুদ্ধে দেবগণকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে দেবভোগ্য পারিজাতাদি আনিয়া দেন; অতএব তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই ইন্দ্রাণীর ন্যায় স্বর্গসুখ ভোগ করেন। যদুবংশীয় বীরগণ মাধবের বাহুবল-প্রভাবে প্রতিপালিত হইয়া বলপূর্ব্বক আনীত দেবোচিত সুধর্ম্মা নাম্নী সভার মধ্যে নির্ভয়-হৃদয়ে অনায়াসেই পদক্ষেপ করেন। ভ্রাতঃ! সেই মুকুন্দ মুরারি গোবিন্দ ত কুশলে আছেন? ৩১—৩৮। তাত! তোমার নিজের ত কোন রোগাদি অমঙ্গল ঘটে নাই? তোমাকে এরূপ তেজোভ্রষ্ট দেখিতেছি কেন? বহুকাল বন্ধুদিগের ভবনে বাস করিয়াছিলে বলিয়া কি তাঁহাদিগের নিকট যথোচিত সম্মান পাও নাই? তাঁহারা কি তোমায় অবমাননা করিয়াছেন? কেহ কি তোমায়

প্রেমশূন্য অমঙ্গল পরুষ বাক্যে তাড়না করিয়াছে? কোন অর্থী তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে, তুমি কি তাহাকে অভাব বশতঃ 'দিব' বলিতে সমর্থ হও নাই অথবা 'দিব' বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক প্রথমে তাহার আশা বৃদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে তাহা দান কর নাই? তুমি শরণাগত-রক্ষক; কোন ব্রাহ্মণ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যোগী, কি স্ত্রী, কি অপর কোন প্রাণী—কেহ তোমার শরণাগত হইলে পর তুমি কি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ? তুমি কি কোন অগম্যা নারীতে গমন করিয়াছ? অথবা কোন গম্যা স্ত্রীর বসন মলিন দেখিয়া তাহাকে কি পরিত্যাগ করিয়াছ? পথে তোমার সমান বা তোমার নিকৃষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট কি পরাজিত হইয়াছ? ভোজন করাইবার যথার্থ পাত্র বৃদ্ধ বা বালককে পরিত্যাগ করিয়া কি তুমি স্বয়ং ভোজন করিয়াছ? ভাল, কোন অকর্ত্তব্য গর্হিত কার্য্য ত কর নাই? তুমি ত প্রাণের সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহিত হও নাই? বৎস! অবশ্যই কোন একটা ঘোর অমঙ্গল হইয়া থাকিবে; নতুবা এরূপ মনঃপীড়া হইবে কেন? যাহা হউক, তোমার মনোবেদনার কারণ বল।" ৪১—৪৪।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ।

সূত বলিলেন, বিপ্রেন্দ্র! অর্জ্জুন, কৃষ্ণের বিরহ জন্য একে অতিশয় কৃশ হইয়াছিলেন; তাহাতে আবার এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে নানা আশঙ্কার সঞ্চার অনুমান করিয়া তাঁহার তালু ও হৃদয় শুষ্ক হইল এবং মনঃসরোজের প্রভা দূরে পলায়ন করিল। তিনি মনে মনে সেই বিভুকেই চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। অবশেষে অতি কষ্টে বিগলিত অশ্রু মোচন এবং চক্ষুর অভ্যন্তর-বাহিনী বারিধারা চক্ষেই ধারণ করিলেন। কৃষ্ণকে না দেখিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সুতরাং তিনি একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মাধবের হিতৈষিতা, উপকারিতা ও বন্ধুতা মনে করিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! বন্ধুরূপী হরি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। আর্য্য! আমার যে তেজোদর্শনে দেবতারাও বিস্মিত হইতেন; তিনি সেই তেজোহরণ করিয়াছেন। ১—৫। যেরূপ পিত্রাদি প্রিয় ব্যক্তি সকল প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইলে, তাঁহাদিগকে প্রেত বলা যায়; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্ষণকালের নিমিত্তও বিচ্ছেদ হইলে লোকের আর তাদৃশ শ্রী থাকে না। তাঁহারই বলে দ্রুপদ রাজার ভবনে আমি ধনুঃগ্রহণ মাত্রেই স্বয়ংবরে সমাগত কামোন্মত্ত নৃপতিদিগের বল-হরণ, মৎস্যভেদ ও দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমার সহায় ছিলেন বলিয়াই আমি সেন্দ্র অমরগণকে জয় করিয়া সেই বাসবের খাণ্ডব-বন অগ্নিকে আহারের নিমিত্ত অর্পণ করি। তাঁহার সাহায্যেই খাণ্ডবদাহ হইতে অদ্ভুত শিল্পী ময়কে রক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা আপনার রাজসূয় যজ্ঞসময়ে মায়াময় অপূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণ করাই। মহারাজ! অযুত-নাগতুল্য-বলসম্পন্ন আপনার অনুজ ভীমসেন, তাঁহারই তেজ দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ, সকল নরপতিরই মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিল। আপনার স্মরণ থাকিবে, যখন আপনি রাজসূয় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন, তখন জরাসন্ধ মহাভৈরবের যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া পৃথিবীর সকল রাজাকেই স্বীয় নগরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বৃকোদর তাহাকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিলে, অবশেষে তাঁহারা উপঢৌকন লইয়া আপনার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজন্! দুঃশাসন প্রভৃতি ধূর্ত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার পত্নীর রাজসূয়-যজ্ঞাভিষেক-জন্য অতি পবিত্র রমণীয় কবরী উন্মোচন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল; সাধ্বী যাজ্ঞসেনী সেই অবমাননায় রোদন করিয়া গলদশ্রু-ধারায় কৃষ্ণের পদযুগল অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ভীমসেন অবশেষে সেই কৃষ্ণেরই তেজ দ্বারা তাহাদিগের পত্নীদিগকে বিধবা করিয়া সকলের কবরী মোচন করেন। ৬—১০। বনবাসকালে উগ্রতেজা দুর্ব্বাসা মুনি আমাদিগের শত্রু দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, আমরা তাঁহার অভিসম্পাত-ভয়রূপ মহাবিপদে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। মাধব সেই সঙ্কটকালে আসিয়া রন্ধন-পাত্র-লগ্ন শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া আমাদিগকে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা, শিষ্যগণসমভিব্যাহারে স্নানার্থ সরোবরে গমন করিলে হৃষীকেশ শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন, তাহাতে ঋষি ও তাঁহার শিষ্যগণ ত্রিলোক পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া সেই স্থান হইতেই প্রস্থান করেন। আর্য্য! আমি সেই যদুনন্দনেরই তেজে যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া গিরিশ ও গিরিজাকে বিস্ময়াবিষ্ট করি। ভগবান্ মহেশ তাহাতেই প্রসন্ন হইয়া আমাকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন। অন্যান্য লোকপালদিগের নিকটও সেই রূপেই বিবিধ দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই আমি এই শরীরে মহেন্দ্রের ভবনে গমন করিয়া তাঁহার অর্দ্ধাসনে উপবেশন করি। মহারাজ! যখন আমি স্বর্গে থাকিয়া গাণ্ডীব-হস্তে ক্রীড়া করিতাম, তখন আমার বাহুদ্বয় সেই মাধবের প্রভাবেই প্রভাবশালী হইয়াছিল; সেই কারণে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নিবাতকবচাদি-শত্রুবিনাশের নিমিত্ত এই বাহুবল আশ্রয় করিয়াছিলেন। মহারাজ! সেই সখা এক্ষণে স্বীয় মহিমায় অবস্থিতি করিয়া আমায় বঞ্চনা করিয়াছেন। প্রভো! আমি তাঁহাকে সহায় করিয়াই একাকী রথারোহণে ভীষ্মাদিরূপ-ভীষণ-গ্রাহগণে পরিপূর্ণ দুস্তর কুরু-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম; উত্তর গোগৃহে শত্রুগণ গোধন হরণ করিলে তাঁহারই প্রভাবে আমি তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া সে সমুদায় প্রত্যাহরণ এবং সম্মোহন অস্ত্রে মোহিত করিয়া সকলের মস্তক হইতে তেজের আলম্বভূত মুকুট মণি, উষ্ণীষ ও অন্যান্য প্রভূত ধন গ্রহণ করিয়াছিলাম। বিভো! কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে তিনিই সারথিরূপে আমার অগ্রে থাকিয়া ভীষ্ম কর্ণ, দ্রোণ ও শল্যরাজের অসংখ্য ক্ষত্রিয়-পুরিত সৈন্যদিগের উৎসাহ, তেজ, বল ও অস্ত্রকৌশল দৃষ্টিমাত্রেই হরণ করিয়াছিলেন। ১১—১৫। মহারাজ! পুরাকালে অসুরগণ যেমন প্রহ্লাদের কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, সেইরূপ আমি, সেই ভক্তবৎসল নারায়ণের বাহুযুগল আশ্রয় করিয়া দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মা, শল্য, জয়দ্রথ ও বাহ্লীকের অমোঘবীর্য্য অস্ত্র সকল ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। হায়, আমার কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটিয়াছিল! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা মোক্ষের নিমিত্ত যে আত্মেশ্বর ভগবানের চরণ-কমল ভজনা করেন, আমি সেই পরম দেবকে সারথ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম! জয়দ্রথ-বধ-সময়ে আমার রথবাহী তুরঙ্গগণ শ্রান্ত হইলে যখন আমি রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শর দ্বারা পৃথিবী ভেদ করিয়া তাহাদিগকে জল পান করাই, তখন শত্রুগণ বাণনিক্ষেপে অনায়াসে আমার প্রাণসংহার করিতে পারিত; কিন্তু সেই ভগবানের প্রভাবে তাহারা অন্যমনস্ক হওয়াতে আমাকে প্রহার করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজন্! মাধব,—উদারতা ও গাম্ভীর্য্য-সূচক হাস্য করিয়া আমার সহিত যে পরিহাস এবং 'হে সখে!' 'হে পার্থ!' 'হে অর্জ্জুন!' 'হে কুরুনন্দন!' বলিয়া যে মধুর সম্ভাষণ করিতেন, সে সকলই আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে। যখনই সেই সমস্ত

কথা মনে পড়িতেছে, তখনই প্রাণ অধীর হইতেছে। অসামান্য-সখ্য নিবন্ধন আমরা উভয়ে প্রায়ই একত্র শয়ন, উপবেশন, ভোজন, ভ্রমণ ও স্ব স্ব গুণ খ্যাপন করিতাম। যদি দৈবাৎ কোন কার্য্যের বা বাক্যের অন্যথা ঘটিত, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে 'অহে, তুমি কি সত্যবাদী' বলিয়া তিরস্কার করিতাম; কিন্তু যেমন মিত্র—মিত্রের এবং পিতা—পুত্রের দোষ মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ নিজ মহত্বগুণে আমার দুর্ব্বুদ্ধি জন্য সে সমস্ত অপরাধই ক্ষমা করিয়াছেন।—প্রভো! আপনি যাহা আশঙ্কা করিতেছেন, তাহাই ঘটিয়াছে,—সেই পুরুষোত্তম প্রিয় সখা এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমার দেহে আর হৃদয় নাই। আমি তাঁহার ষোড়শ সহস্র পত্নীকে রক্ষা করিয়া আনিতেছিলাম। পথিমধ্যে কতকগুলি নীচ গোপ আসিয়া অবলার ন্যায় আমাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া গিয়াছে। ১৬—২০। আমার সেই ধনুঃ, সেই বাণ, সেই রথ, সেই অশ্ব—সকলই রহিয়াছে, আমিও সেই রথীই আছি। পূর্ব্বে নৃপতিগণ এই সকলের নিকটই আসিয়া মস্তক অবনত করিত। কিন্তু ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ক্ষণকালের মধ্যেই তৎসমুদায় একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। যেমন বিধিবৎ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকও ভস্মে হোম করিলে কোন কার্য্য হয় না; যেমন অতি প্রসন্ন কুহক-কারের নিকট কোন সামগ্রী পাইলেও তাহাতে লাভ দর্শে না; যেমন ঊষর-ভূমিতে বীজ বপন করিলে ফল উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আমি এক্ষণে নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াছি। রাজন্! আপনি যে প্রিয় সুহৃদ্ যদুবংশীয়দিগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তাঁহারা বিপ্রশাপ বশতঃ মদ্যপানে হতজ্ঞান হইয়া পরস্পর যেন পরস্পরকে আত্মীয় বলিয়া চিনিতে না পারিয়াই এরকা-মুষ্টিপ্রহার দ্বারা আপনা-আপনি নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল চারি বা পঞ্চ জনমাত্র অবশিষ্ট আছেন। ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছাই এই যে, জীবগণ আপনা-আপনিই পরস্পর পরস্পরকে পালন ও বিনাশ করিবে। রাজন্! সলিল-গর্ভচারী বৃহৎকায় মৎস্য প্রভৃতি যেমন ক্ষুদ্রতর মৎস্যাদিকে ভক্ষণ করে, তেমনি বলবানেরা আপন অপেক্ষা দুর্ব্বল জীবগণকে বিনাশ করিয়া থাকে; এই নিয়ম অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ, বলিষ্ঠ যাদবদিগের দ্বারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ-বল ও সমবল যাদবগণকে পরস্পর বিনাশ করাইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন। মহারাজ! ইহার পর আর আমার বলিবার শক্তি নাই। গোবিন্দের দেশ-কালোচিত অর্থ-যুক্ত ও হৃদয়-সন্তাপ-হারী বাক্য সকল স্মরণ করিয়া আমার মনঃ বিকল হইতেছে।" ২১—২৭। সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই রূপে অর্জ্জুন প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি ক্রমে শোক-রহিত হইয়া বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিল। ধনঞ্জয় সংগ্রাম-সময়ে বাসুদেবের নিকট যে জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা এতদিন কাল, কর্ম্ম ও ভোগাভিনিবেশ নিবন্ধন আচ্ছন্ন হইয়া ছিল; কিন্তু এক্ষণে ভগবানের চরণ-চিন্তনজন্য ভক্তি দ্বিগুণিত বেগে উদ্রিক্ত হওয়াতে তাঁহার কামাদি নষ্ট হইল; সুতরাং তিনি সেই জ্ঞান পুনর্ব্বার লাভ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া বোধ হওয়াতে তাঁহার অবিদ্যা দূর হইল; অবিদ্যার নাশে সত্বাদি গুণও ক্ষয় পাইল। সেই জন্য গুণের কার্য্যভূত সূক্ষ্ম-শরীর-বিষয়ক জ্ঞানও তিরোহিত হইল; চরমে স্থূল-দেহ বলিয়াও বোধ থাকিল না। অতএব দ্বৈত-ভ্রম-শূন্য হইয়া তিনি শোক পরিত্যাগ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভগবানের পথ অবলোকন এবং যদুকুলের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বর্গগমনে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। কুন্তীও ধনঞ্জয়ের মুখে যদুবংশের নাশ এবং ভগবানের গতি শ্রবণ করিয়া একান্ত ভক্তির সহিত সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সংসার হইতে বিরতা হইলেন, অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগ করিলেন। ভগবন্! আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যান্য যাদবদিগের হইতে ভগবানের অনেক ভেদ আছে। এক্ষণে তাঁহার কার্য্য শুনিয়াও সেই বিষয় বিচার করুন। যেরূপ এক কণ্টক দ্বারা অপর কণ্টককে উদ্ধার করা যায়, সেইরূপ জন্মরহিত পরমেশ্বর, প্রথমতঃ যাদব-শরীর দ্বারা ভূ-ভার হরণ করিয়া পশ্চাৎ সেই শরীরও পরিত্যাগ করিলেন। ২৮—৩৪। তিনি নটবৎ অবস্থিত হইয়া মৎস্যাদি-রূপ ধারণ ও পরিত্যাগ করিতেছেন। ভগবান্ মুকুন্দ যে দিন দেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন অবিবেকীদিগের অমঙ্গলকারী কলির পূর্ণ প্রভুত্ব জগতে প্রবর্ত্তিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির পরম পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং লোভ, মিথ্যা, কৌটিল্য ও হিংসাদি অধর্ম্ম-চক্রকে চলিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন,—আপনার রাজ্যে, নগরে, গৃহে ও দেহে কলির সঞ্চার হইয়াছে; অতএব অবিলম্বেই মহাপ্রস্থান করিবার নিমিত্ত তদুপযোগী বসন পরিধান করিলেন। অনন্তর সম্রাট, আপনার ন্যায় গুণশালী পৌত্রকে সাগরাম্বরা ধরার আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া হস্তিনা-পুরের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন; মথুরায় অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে শূরসেনের অধিপতি করিয়া দিলেন এবং অবশেষে প্রজাপতি ও দেবতা সম্বন্ধীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় আত্মাতে সমর্পণ করিলেন। সেই সময়েই তিনি তথায় দুকূল ও বলয় প্রভৃতি রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মমতা, অহঙ্কার ও অশেষ বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। ৩৫—৪০। ইন্দ্রিয়দিগকে মনে; মনকে প্রাণে; প্রাণকে অপানে; মূত্র-পুরীষাদি পরিত্যাগরূপ কার্য্যের সহিত অপানকে মৃত্যুতে অর্থাৎ মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে; মৃত্যুকে পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ দেহে; দেহকে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব নামক গুণত্রয়ে; গুণত্রয়কে সকলের আরোপের হেতুভূত অবিদ্যায়; অবিদ্যাকে জীবাত্মায় এবং আত্মাকে সাক্ষিরূপ কূটস্থ অব্যয় ব্রহ্মে লীন করিলেন। চীর পরিধান, আহার পরিত্যাগ এবং মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কেশকলাপ মুক্ত রহিল। এইরূপে তাঁহার আকৃতি জড় বা উন্মত্ত অথবা পিশাচবৎ পরিদৃশ্যমান হইল। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কাহারও অপেক্ষা করিলেন না; একাকী গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং হৃদয়ে পরম ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষেরা আয়ুঃশেষে সকলে সেই দিকেই গমন করিয়াছিলেন। সে পথ অবলম্বন করিলে আর প্রত্যাবৃত্তি হয় না। অধর্ম্ম-বন্ধু কলিকে পৃথিবীর প্রজাদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারা স্থিরচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিলেন। ৪১—৪৫। তাঁহারা ধর্ম্মাদি সকল বিষয় উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন; অতএব বৈকুণ্ঠনাথের পাদপদ্মকেই আত্মার আত্যন্তিক শরণরূপে স্থির করিয়া তাহাই ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান করিতে করিতেই তাঁহাদিগের ভক্তি বৃদ্ধি পাইল, বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়া উঠিল; সুতরাং নারায়ণের যে পাদযুগল নিষ্পাপ ব্যক্তিদিগের নিবাস-স্থান, তাঁহারা তাহাতেই শুদ্ধ আত্মা দ্বারা পরম গতি লাভ করিলেন; বিষয়াসক্ত অসাধু ব্যক্তিরা তাহা কখনই পাইতে পারে না। এ দিকে বিদুরও তীর্থ-পর্য্যটন করিতে করিতে প্রভাসতীর্থে উপনীত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লইবার নিমিত্ত আগত পিতৃদিগের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দ্রৌপদী দেখিলেন, তাঁহার স্বামিগণ পরস্পর কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া একে একে সকলেই প্রস্থান করিলেন; তখন তিনি ভগবান্ বাসুদেবে একমনঃ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। ভগবানের প্রিয়-পাত্র পাণ্ডুপুত্রদিগের

পরম-স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ এই সংপ্রয়াণ-বিবরণ অতি পবিত্র; যাঁহারা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহারা হরিভক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধ হইতে পারেন। ৪৬—৫১।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

পৃথিবী ও ধর্ম্মের কথোপকথন।

সূত কহিলেন, হে বিপ্র শৌনক! অনন্তর মহাভাগবত পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শ অনুসারে রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্রাদি জন্মিলে ধার্ম্মিক ব্যক্তি যেরূপ জাতকর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতদিগের উপদেশ গ্রহণ করেন, রাজা সেইরূপ বিপ্রগণের অনুমতি লইয়া সকল রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি, রাজা উত্তরের ইরাবতী নাম্নী দুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন। ক্রমে সেই উত্তর-কুমারীর গর্ভে জনমেজয় প্রভৃতি চারি সন্তান উৎপন্ন হইল। নরনাথ পরীক্ষিৎ কৃপাচার্য্যকে গুরু করিয়া গঙ্গা-তীরে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রভূত দক্ষিণা দান করিলেন। তাঁহার সেই যজ্ঞে দেবগণ মানবদিগের নয়ন-গোচর হইয়াছিলেন। মহীপতি পরীক্ষিৎ একদা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, এক স্থানে কলি শূদ্ররূপী হইয়া রাজচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক গোমিথুনের দেহে পদাঘাত করিতেছে। রাজা তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আপনার বীর্য্য দ্বারা তাহার দণ্ডবিধান করিলেন। ১—৪। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়-কালে কি নিমিত্ত বধ না করিয়া কলিকে কেবল দণ্ডিত করিলেন? যে, রাজার বেশ ধারণ করিয়া গোমিথুনের অঙ্গে পদাঘাত করিতেছিল, সে ত নিকৃষ্ট শূদ্র; তবে তাহাকে একেবারে বধ করিলেন না কেন? মহাভাগ! যদি এই বিষয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের, অথবা তাঁহার পাদারবিন্দের মকরন্দলেহী সাধুদিগের কথার কোন সংস্রব থাকে, তাহা হইলে, উল্লেখ কর; অন্যথা হইলে বলিবার আবশ্যকতা নাই; কারণ, অসৎ আলাপে কেবল পরমায়ুর ক্ষয় ভিন্ন অন্য কোন ফলই দর্শে না। যে যম, অল্পায়ুঃ অথচ মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগের মৃত্যুস্বরূপ, এই যজ্ঞে পশুবধ-কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকেই আমরা আহ্বান করিয়াছি। ভগবান্ অন্তক যে পর্য্যন্ত এই স্থলে অবস্থিতি করিবেন, সে পর্য্যন্ত কেহই কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে না। পরমর্ষিগণ এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। এক্ষণে মনুষ্যলোকে উদ্বেগমাত্র নাই, সুতরাং সকলের হরিলীলারূপ অমৃত পান করা কর্ত্তব্য। অলস ও মন্দবুদ্ধি মনুষ্যদিগের পরমায়ুঃ বৃথা কার্য্যে নষ্ট হইতেছে; রাত্রিকাল নিদ্রায় এবং দিবাভাগ সামান্য কার্য্যে অতিবাহিত হয়। ৫—১০। সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! যুদ্ধকুশল রাজা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে অবস্থিতি কালে শুনিলেন, কলি তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দারুণ ক্রোধ ও যুদ্ধকৌতুক বশতঃ কিঞ্চিৎ হৃষ্টও হইয়া তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত শরাসন গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বেই শ্যামবর্ণ-তুরঙ্গযুক্ত, সিংহধ্বজ-শোভিত মনোহর রথ সজ্জীকৃত হইল। রাজা তাহাতেই আরোহণ পূর্ব্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি-সঙ্কুল সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থে বহির্গত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি এক এক করিয়া ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, উত্তর-কুরু ও কিংপুরুষ-বর্ষ জয় করিয়া তত্তদ্দেশের রাজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিলেন। সেই সেই দেশের প্রজাবৃন্দ কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-বর্ণনের সহিত তাঁহার মহামতি পূর্ব্বপুরুষদিগের যশঃ; অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নি হইতে তাঁহার আপনার পরিত্রাণ এবং যাদব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ ও কৃষ্ণভক্তির বিষয় গান করিতে লাগিল। অভিমন্যু-তনয় সেই সকল গাথা শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। হর্ষভরে তাঁহার নয়ন-যুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দে প্রজাদিগকে মহামূল্য বসন এবং মণিময় হার পুরস্কার দিলেন। ১১—১৬। ত্রিলোকী যে বিষ্ণুর চরণ-কমলে প্রণত; তিনি প্রিয়পাণ্ডবদিগের সারথ্য, দৌত্য, সভারক্ষা, দ্বারপালের ন্যায় অসি হস্তে করিয়া নিশিযোগে দ্বাররক্ষা, আজ্ঞা-প্রতিপালন, স্তব ও প্রণাম করিয়াছিলেন;—গায়কদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই বিষ্ণুর চরণারবিন্দে রাজার পরম ভক্তি জন্মিল। ব্রহ্মন্! পরীক্ষিৎ এইরূপে প্রতিদিন পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার ব্যবহার-বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, অবিলম্বেই যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা শ্রবণ করুন। সেই সময়ে একদা বৃষরূপী ধর্ম্ম এক পদে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, পৃথিবী একটী গাভীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিবৎসা গাভীর ন্যায় হতপ্রভা ও অশ্রুমুখী হইয়া রোদন করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! শারীরিক ভাল আছ ত? তোমার মলিন প্রভা ও বিবর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কোন মহতী মনঃপীড়ায় নিপীড়িত হইতেছ। মাতঃ! কোন দূরস্থ আত্মীয়ের জন্য কি শোক করিতেছ? আমার তিন পদ ভগ্ন দেখিয়া কি তোমার দুঃখ হইতেছে? অতঃপর তোমাকে শূদ্র রাজা ভোগ করিবে, তাহাই ভাবিয়া কি কাতর হইতেছ? অধুনা লোকে আর যাগ যজ্ঞ করে না, সুতরাং দেবতাদিগের যজ্ঞাংশ লোপ হইল,—এই ভাবিয়া কি তাঁহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছ? কাল-প্রভাবে ইন্দ্র আর যথাকালে বর্ষণ না করাতে প্রজাদিগের ক্লেশ হইতেছে; সেই জন্যই কি তোমার দুঃখ হইয়াছে? এক্ষণে স্বামী, স্ত্রীদিগকে এবং পিতৃগণ সন্তানদিগকে রক্ষা করেন না; প্রত্যুত রাক্ষসের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া থাকেন; জননি! সেই কারণেই কি খিন্ন হইতেছ? এখন বাগ্দেবী সদাচার-বিহীন ব্রহ্মকুল আশ্রয় করিয়াছেন এবং উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণ সকল দ্বিজদ্বেষী ক্ষত্রিয়দিগের ভৃত্য হইতেছেন; তাহাতেই কি তোমার ক্লেশবোধ হইয়াছে? ১৭—২২। ক্ষত্রিয়গণ কলির প্রভাবে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে; সেই জন্যই কি কাতর হইয়াছ? ঐ সকল অজ্ঞান রাজাদিগের হইতেই ভবিষ্যতে রাজ্যের উচ্ছেদ হইবে; সেই হেতু কি দুঃখ করিতেছ? প্রজাগণ নিষেধ না মানিয়া যেখানে সেখানে নিজ নিজ বাসনা অনুসারে ভোজন, পান, শয়ন, অবস্থিতি ও স্ত্রী-সংসর্গ করিতেছে; তাহাতেই কি বিষন্ন হইয়াছ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভূরি-ভার-হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা মোক্ষ-সুখাপেক্ষাও অধিক ফলদায়ক; সেই হরি এক্ষণে তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন; তুমি কি তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য মনে করিয়া শোক করিতেছ? বসুন্ধরে! তুমি যে শোকজন্য এতাদৃশ বিশীর্ণ হইয়াছ, আমাকে তাহার কারণ বল। পূর্ব্বে তোমার যে সৌভাগ্যে দেবতারাও স্পৃহা করিতেন, বলবান্ কাল কি এক্ষণে তাহা অপহরণ করিয়াছে?" ২৩—২৫। পৃথিবী কহিলেন, "ধর্ম্ম! তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, নিজে তুমি সে সকলই জান; তথাপি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে তুমি যাঁহার প্রভাবে পূর্ণ চারি পদে অবস্থিত হইয়া লোকের সুখ-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে, এবং সত্য, শৌচ, দয়া, দান, ক্ষমা, সন্তোষ, সরলতা, শম, ইন্দ্রিয়-দমন, স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন, তপস্যা, সমদৃষ্টিতা, তিতিক্ষা, লাভে উপেক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চা, আত্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, আত্মদমন, বীরতা, ইন্দ্রিয়-বল, বল, কর্ত্তব্য-বিবেচনা, স্বাধীনতা, কার্য্যনৈপুণ্য, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য

মৃদুচিত্ততা, বুদ্ধি-প্রতিভা, বিনয়, সৎস্বভাব, মনের পটুতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দক্ষতা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্ষিপ্রকারিতা, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, পূজ্যতা, নিরহঙ্কারতা, ব্রাহ্মণদিগের হিতৈষিতা, শরণাগত প্রভৃতি মহত্ত্বাভিলাষী সাধুদিগের বাঞ্ছিত গুণসমূহ যাঁহাতে অক্ষয় হইয়া অবস্থিতি করিত, সেই নিখিল-গুণ-নিকেতন শ্রীনিবাস লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি পাপের হেতুভূত কলির কুটিল দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, হায়! আমি সেই জন্যই শোক করিতেছি। ২৬—৩১। হে অমরোত্তম! আমার, তোমার এবং দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সাধু, চতুর্ব্বর্ণ ও আশ্রম সকলের ভবিষ্যৎ অবস্থা ভাবিয়াও আমার খেদ হইতেছে। হে দেবোত্তম! শ্রীকৃষ্ণের বিরহ কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। দেখ, ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা মুহূর্ত্তের জন্য যাঁহার কটাক্ষলাভের নিমিত্ত বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই কমলালয়া কমলা আপনার নিবাসভূত পদ্মবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত অনুরাগের সহিত তাঁহার চরণ-সৌন্দর্য্য সেবা করেন। তাঁহার ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত চরণচিহ্ন যখন আমার অঙ্গের আভরণ ছিল, তখন আমার শোভায় ত্রিলোক পরাস্ত হইয়াছিল। ভগবানের সেই সম্পত্তি লাভ করিয়া আমার গর্ব্বের সীমা ছিল না। বোধ হয়, সেই জন্যই উহা নষ্ট হইল এবং তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। দৈত্যকুলোদ্ভূত রাজাদিগের শত শত অক্ষৌহিণী আমার অসহ্য-ভারস্বরূপ হইয়াছিল; ভগবান্ সেই ভারহরণের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া মনোহর শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম! তখন তোমারও পদ ভগ্ন হওয়াতে তুমিও দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিলে; কিন্তু তিনি আত্মপৌরুষ দ্বারা পূর্ণপদ করিয়া তোমাকে সুস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন্ কামিনীই বা সেই পুরুষোত্তমের বিরহ সহ্য করিতে পারে? সত্যভামা প্রভৃতি দুর্জ্জয় মানিনীরাও কৃষ্ণের প্রেম-রঞ্জিত কটাক্ষ ও মধুর হাস্য দর্শন এবং মোহন বাক্য শ্রবণ করিয়াই চঞ্চল হইয়া পড়িতেন। তখন আর তাঁহাদিগের সে মানস্তব্ধ ভাব থাকিত না। তাঁহারা তৎক্ষণমাত্রেই মান ও গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া অচ্যুতের চরণে শরণ লইতেন। বনমালী যখন স্বীয় চরণ-কমলের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নে আমার বক্ষঃস্থল চিহ্নিত করিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন নবোদ্গত দূর্ব্বাদি-চ্ছলে আমার অঙ্গে রোমোদ্গম হইত। আহা! মধুসূদনের চরণোদ্ধূত ধূলি-পটলে আমার কত শোভাই হইত!” পৃথিবী ও ধর্ম্ম পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাদিগের নিকট দিয়া পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীর তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩২—৩৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক কলি-নিগ্রহ।

সূত কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! রাজা পরীক্ষিৎ সরস্বতীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—এক শূদ্র, রাজবেশধারণ পূর্ব্বক দণ্ড-হস্তে এক অনাথ গোমিথুনকে তাড়না করিতেছে। ঐ মিথুনের মধ্যে বৃষভটী মৃণালের ন্যায় ধবলবর্ণ। শূদ্রের গুরুতর প্রহারে ব্যথিত হইয়া সে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করিতেছিল এবং নিতান্ত দীনভাবে এক পদে দাঁড়াইয়া কম্পিত হইতেছিল। গাভীটী যেন ধর্ম্মদোহনকারিণী; শূদ্রের পাদপ্রহারে অতিশয় কাতর হইয়া মৃতবৎসার ন্যায় রোদন করিতেছিল এবং নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া তৃণ ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় রথ হইতে এই সমস্ত দর্শনপূর্ব্বক স্বর্ণময় পরিকর বন্ধন এবং কার্ম্মুকে শর-যোজন করিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে সেই শূদ্র-রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কে? তোর এতদূর স্পর্দ্ধা যে, আমার শরণাগত প্রজাদিগকে বল প্রকাশ করিয়া বিনাশ করিতেছিস্! তুই নটের ন্যায় রাজবেশ ধারণ করিয়াছিস্; কিন্তু তোর্ কর্ম্ম দেখিয়া তোকে শূদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। কৃষ্ণ ও গাণ্ডীবধম্বা অর্জ্জুন এক্ষণে প্রস্থান করিয়াছেন দেখিয়া কি তুই নির্জ্জনে নিরপরাধ প্রাণিবধ করিতে সাহসী হইয়াছিস্? ইহাতে তোর্ যে গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তজ্জন্য তোর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।”১—৬। অনন্তর তিনি বৃষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তুমিই বা কে? তুমি কি কোন দেবতা, বৃষরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে দুঃখিত করিবার নিমিত্ত এক পদে ভ্রমণ করিতেছ? তোমার তিনটী চরণ কিরূপে নষ্ট হইল? কৌরবগণ ভূমণ্ডলে প্রজাদিগকে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে পরম সুখে প্রতিপালন করেন। তুমি ভিন্ন তাঁহাদিগের রাজ্য মধ্যে আর কাহাকেও অশ্রু পরিত্যাগ করিতে দেখি নাই। হে সুরভি-নন্দন! রোদন করিও না। এই অধম শূদ্র হইতেও তোমার আর কিছুমাত্র ভয় নাই।” তাহার পর রাজা, অশ্রুমুখী গাভীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “মাতঃ! তুমিও রোদন করিও না। আমি খলদিগের শাস্তিদাতা; অতএব আমি থাকিতে তোমার মঙ্গলই হইবে। সাধ্বি! যে রাজার রাজ্যে অসৎ ব্যক্তিরা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করে, তাঁহার যশ, পরমায়ু, সৌভাগ্য ও পরলোক সকলই নষ্ট হয়। পীড়িত ব্যক্তির পীড়া দূর করাই রাজার পরম ধর্ম্ম; অতএব আমি এই প্রাণি-হিংসক অধমের প্রাণবধ করিব।” ৭—১১। পুনর্ব্বার বৃষকে কহিলেন, “হে সুরভি-নন্দন! তুমি চতুষ্পদ; তোমার অপর তিনটী পদ কে ছেদন করিয়াছে? কৃষ্ণের বশবর্ত্তী কৌরব রাজাদিগের রাজ্যে তোমার ন্যায় কেহ কখনও দুঃখী হয় নাই। তোমরা নিরপরাধ ও সাধু; অতএব যে তোমাকে এইরূপ অঙ্গহীন করিয়া পাণ্ডবদিগের যশ-চন্দ্রমা দূষিত করিয়াছে, শীঘ্র তাহার নামোল্লেখ কর। তাহা হইলে তোমাদের মঙ্গল হইবে। যে ব্যক্তি, নির্ভয়চিত্তে এই ভূমণ্ডলমধ্যে নিরপরাধী প্রাণীদিগকে বিনাশ করে, সে সাক্ষাৎ অমর হইলেও আমি তাহার অঙ্গ-শোভিত বাহুদণ্ড উৎপাটন করিব। স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালন এবং নিরর্থক ধর্ম্মত্যাগী অসাধু মনুষ্যগণকে শাসন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম।” ১২—১৬। ধর্ম্ম কহিলেন, “হে মহারাজ! যে পাণ্ডবদিগের অসীমগুণে বশীভূত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৌত্যপ্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপে আর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে অভয় প্রদান করা আপনার সমুচিত হইয়াছে। কিন্তু হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রাণীদিগের এই সকল ভয় যে, কোন্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বিবদমান ব্যক্তিদিগের পরস্পর বিসংবাদী বাক্যে আমাদিগের বুদ্ধি বিমোহিত হইয়াছে। কুতর্ক-প্রাবৃত নাস্তিকেরা কহে, ‘আত্মা আপনিই আপনাকে সুখ দুঃখ ভোগ করান।’ দৈবজ্ঞেরা বলেন, ‘গ্রহাদিরূপ দেবতাই সুখদুঃখ-দানের কর্ত্তা।’ মীমাংসকদিগের মত, ‘কর্ম্ম ভিন্ন আর কেহই জীবকে সুখী বা দুঃখী করিতে পারেন না।’ কেহ বা বলিয়া থাকেন, ‘আমরা স্বভাব হইতেই সুখদুঃখ ভোগ করি।’ ঈশ্বর-বাদী কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, ‘বাক্য-মনের অগোচর পরমেশ্বর হইতে সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়।’ রাজর্ষে! আপনি বুদ্ধিমান্; অতএব স্বীয় মনীষা দ্বারাই এই সকল মতের সত্যাসত্য বিচার করিয়া দেখুন।” হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনক! রাজা পরীক্ষিৎ ধর্ম্মের ঐ কথা শ্রবণপূর্ব্বক বিশেষ মনোযোগ-সহকারে চিন্তা

কলি-নিগ্রহ।

করিয়া অজ্ঞানশূন্য হইলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্ম বলিয়া চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, ঘাতককে বিশেষরূপে জানিয়াও তাহার নাম প্রকাশ করিবে না; কারণ যে ব্যক্তি ঘাতককে জানাইয়া দেয়, সেও তাহারই ন্যায় দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে। তুমি স্বীয় ঘাতককে অনির্দ্ধারিতরূপে বলাতে ধর্ম্মবাক্যই বলিতেছ; অতএব বোধ হইতেছে, তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; বৃষের রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছ। আরও জগতের সমুদায় কার্য্যই ঈশ্বরের মায়ায় হইতেছে; অতএব মনুষ্য,—বাক্য বা মনের দ্বারা 'কে ঘাতক এবং কে বধ্য' ইহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না,—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যুক্তি প্রকাশ করিতেছ না। সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারি পদ ছিল; বিস্ময়, বিষয়সঙ্গ ও গর্ব্ব দ্বারা তাহার তিনটী ভগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে সত্যরূপ তোমার একমাত্র পদ অবশিষ্ট আছে। তুমি তাহাই আশ্রয় করিয়া কোন মতে অবস্থিতি করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিয়াছ। কিন্তু দুরন্ত কলি ক্রমশঃ অধর্ম্মে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তোমার সে পদটীও ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। বুঝিলাম, এই গাভী সাক্ষাৎ পৃথিবী। ভগবান্ ইহাঁর ভূরি ভার হরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পর বিপ্রদ্বেষী ভূপালবেশী শূদ্রগণ ইহাঁকে ভোগ করিবে। সাধ্বী সেই হেতু হতভাগিনীর ন্যায় নিরন্তর বিলাপ করিতেছেন"। ১৭—২৭। রাজা পরীক্ষিৎ— ধর্ম্ম ও পৃথিবীকে এই প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া অধর্ম্মের কারণ-ভূত কলির প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিলেন। কলি তাঁহাকে বধোদ্যত দেখিয়া প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদযুগল স্পর্শ করিল। দীনবৎসল রাজা পরীক্ষিৎ তাহাকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া শরণাগত বোধে বিনাশ করিলেন না, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "কলে! আমরা কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের খ্যাতি রক্ষা করি। তুমি করপুটে অভয় প্রার্থনা করিতেছ, অতএব আর তোমাকে বধ করিব না; কিন্তু তুমি আমার রাজ্যমধ্যে কুত্রাপি থাকিতে পারিবে না, কারণ তুমি অধর্ম্মের পরম বন্ধু। তুমি রাজদেহে বর্ত্তমান হইলে রাজ্যে লোভ, মিথ্যা, চৌর্য্য, দুর্জ্জনতা, স্বধর্ম-ত্যাগ, অলক্ষ্মী, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়; হে অধর্ম্মবন্ধো! ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ; এখানে ধর্ম্ম ও সত্যের আচরণ করিয়া বসতি করিতে হয়; যজ্ঞের বিস্তারবিৎ যাজ্ঞিকেরা

যজ্ঞেশ্বর হরির উদ্দেশে এখানে যজ্ঞ করিতেছেন, অতএব তুমি এ স্থানে বসতি করিতে পারিবে না। এই পরম পবিত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে যাগমূর্ত্তি ভগবান্ হরি যজ্ঞে পূজিত হইয়া যাজ্ঞিকদিগের মঙ্গল-বিধান ও তাহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। বায়ুর ন্যায় সেই পরমাত্মা স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই অন্তর ও বাহিরে অবস্থিতি করিতেছেন।" ২৮—৩৪। সূত কহিলেন, শৌনক! কলি, রাজা পরীক্ষিৎকে অসিহস্তে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় বধোদ্যত দেখিয়া এতক্ষণ ভয়ে কাঁপিতেছিল। এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা শুনিয়া কহিল, "হে সার্ব্বভৌম! আপনি আমাকে এই স্থানে বসতি করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু কোথায় যে বাস করিব, আমি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি ত ধনুর্ব্বাণ-হস্তে সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করেন; অতএব হে ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ! আপনি নিজেই আমাকে এমত কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন, যেখানে থাকিয়া আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া নিয়ত বাস করিব।" সূত কহিলেন, কলি এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, যে স্থানে দ্যূত, মদ্যপান, স্ত্রী ও প্রাণিহত্যারূপ চারি অধর্ম্ম দেদীপ্যমান, তুমি সেই স্থানে গিয়া বসতি কর।" কলি আরও কতিপয় স্থান প্রার্থনা করিল। তখন রাজা তাহাকে মিথ্যা, গর্ব্ব, কাম, হিংসা ও বৈর দান করিলেন। অধর্ম্ম-তনুজ কলি, অভিমন্যু-তনয়ের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বসতি করিল। অতএব মোক্ষার্থী ব্যক্তি, বিশেষতঃ লোকনাথ এবং সকলের গুরুস্বরূপ ধার্ম্মিক রাজার ঐ সকল সেবন করা একান্ত অকর্ত্তব্য। ৩৫—৪১। হে ব্রহ্মন্! রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে কলির নিগ্রহ করিয়া বৃষরূপী ধর্ম্মের তপ, শৌচ ও দয়ানামক তিনটী ভগ্ন পদই পুনরায় যোজনা করিয়া দিলেন এবং পৃথিবীকেও আরাম দিয়া সংবর্দ্ধিত করিলেন। পিতামহ যুধিষ্ঠির বন-গমন কালে যে রাজোচিত সিংহাসন দান করিয়া যান, মহাভাগ রাজ-চক্রবর্ত্তী, প্রথিতযশা পরীক্ষিৎ সম্প্রতি তাহাতেই উপবেশন পূর্ব্বক কৌরবেন্দ্রদিগের শ্রী দ্বারা দীপ্তিশালী হইয়া হস্তিনাপুরে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি এই প্রকার সুনিয়মে পৃথিবী পালন করিতেছিলেন বলিয়াই আপনারা যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছেন। ৪২—৪৫।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! মাতৃগর্ভে অবস্থিতিকালে পরীক্ষিৎ, অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্ভুত-কীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে প্রাণে বিনষ্ট হন নাই। ভগবানের প্রতি তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে আসক্ত ছিলেন, সেই জন্য ব্রহ্মশাপে প্রাণনাশক তক্ষক আবির্ভূত হইলেও তিনি কিছুমাত্র হতবুদ্ধি হন নাই। তিনি শুকের শিষ্য হইয়া হরির তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন; সেই কারণে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাসলিলে কলেবর পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা নিরন্তর পবিত্র-কীর্ত্তি ভগবানের কথামৃত পান এবং তাঁহার চরণ-কমল চিন্তা করিয়া থাকেন,—অন্তকালেও তাঁহাদিগের বুদ্ধির ভ্রম জন্মে না; সুতরাং ভগবদ্ভক্ত পরীক্ষিতের যে, এইরূপ সৎপ্রবৃত্তি হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। ভগবান্ যে দিন এবং যে ক্ষণে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন, অধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান-ভূত কলি সেই দিন এবং সেই ক্ষণেই এখানে প্রবেশ করিয়াছে বটে; কিন্তু যতদিন অভিমন্যু-নন্দন একচ্ছত্র হইয়া পৃথিবী শাসন করিলেন, কলি ততদিন পূর্ণরূপে সর্ব্বস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই। ১—৬। সম্রাট্ ভ্রমরের ন্যায় কেবল সারই গ্রহণ করিতেন। তিনি দেখিলেন যে, কলিযুগে পুণ্যকর্ম্ম সকল যেমন সঙ্কল্প মাত্রেই সফল হয়, পাপকর্ম্ম তদ্রূপ হয় না এবং যদিচ কলি বৃকের ন্যায় সতত সাবধান হইয়া ফিরিতেছে; সুযোগ পাইলেই অসাবধানী ব্যক্তি ও শিশুদিগকে আক্রমণ করিবে, কিন্তু তাহাতে তত বিশেষ অনিষ্ট হইবে না; সুতরাং কলি অনিষ্ট প্রবর্ত্তক হইলেও রাজা তাহাকে সংহার করিলেন না। মুনীন্দ্রবর্গ! আপনারা আমাকে পরীক্ষিতের পবিত্র বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আমি, মঙ্গল-নিদান শ্রীকৃষ্ণ-চরিতের সহিত তাহা এই বর্ণন করিলাম। অধিক কি বলিব? ভগবানের গুণ ও কর্ম্মবিষয়ে যে যে কথা আছে, মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিদিগের তৎসমস্তই শ্রবণ করা উচিত। ৭—১০। মুনিগণ কহিলেন, সূত! তোমার অনন্ত বৎসর পরমায়ু হউক। তুমি শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ যশ কীর্ত্তন করিতেছ, শুনিয়া আমাদিগের মৃত্যুভয় নিরাকৃত হইতেছে। আমরা এক্ষণে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু তাহার ফল ফলিবে কি না, নিশ্চয় বলিতে পারি না; কারণ, ইহাতে অনেক বিঘ্ন আছে। অপর, ধূমে আমাদের সকলেই বিবর্ণ হইয়াছেন; তুমি এরূপ সময়ে আমাদিগকে গোবিন্দ-পদারবিন্দের মকরন্দ পান করাইয়া সুস্থ করিলে! যাঁহারা বিষ্ণুর ভক্ত, আমরা তাঁহাদিগের সহবাসের লেশমাত্র পাইলেও মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করি; মনুষ্যদিগের অভীষ্ট রাজ্যাদির ত কথাই নাই। পবিত্রকীর্ত্তি ব্যক্তিদিগের আশ্রয়-ভূত ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া কোন রসজ্ঞ ব্যক্তিরই স্পৃহা একবারে বিরত হইতে পারে না। শিব এবং ব্রহ্মার প্রভৃতি যোগেশ্বরেরাও সেই প্রাকৃত-গুণ-শূন্য পুরুষের মঙ্গলোৎপাদক গুণরাশির সংখ্যা করিতে পারেন নাই। হে বিদ্বন্! ইহার মধ্যে তুমিই ভগবানের প্রধান সেবক; অতএব সেই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদিগের আশ্রয়ভূত হরির উদার ও বিশুদ্ধ চরিত্র আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। আমরা শুনিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি। মহাভাগবত মহাবুদ্ধি পরীক্ষিৎ শুকের নিকট যে জ্ঞান-লাভ করিয়া ভগবানের মোক্ষপদে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তুমি বর্ণন কর। পরম-রমণীয় ভাগবত শাস্ত্র পরীক্ষিতের নিকট কথিত হইয়াছিল। ইহাতে অতি অদ্ভুত অদ্ভুত যোগের বিষয় বর্ণিত আছে, ইহা অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে পরিপূর্ণ; অতএব ভগবদ্ভক্তদিগের প্রিয়তর। তুমি আমাদিগের নিকট ইহা বর্ণন কর। ১১—১৭। সূত কহিলেন, অহো কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কি আনন্দের বিষয়! আমরা বিলোমজ বর্ণসঙ্কর; কিন্তু জ্ঞান-বৃদ্ধ ঋষিগণ অদ্য আমাদের আদর করিতেছেন, সুতরাং আমাদিগের জন্ম সফল হইল। দুষ্কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা মনে মনে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, মহত্তম ব্যক্তি-দিগের সহিত আলাপ করিলেও তাঁহাদিগের সে দুঃখ অপনীত হয়। ভগবান্ হরি, মহত্তম ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয়। তাঁহার শক্তি অনন্ত; তিনি নিজে অনন্ত। লোকেও, মহৎ বস্তু মাত্রেই তাঁহার গুণের সম্বন্ধ দেখিয়া তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া বর্ণন করে। তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে মনুষ্যের আর নীচ-কুল-জন্য দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বে শিব ও ব্রহ্মা, লক্ষ্মীকে বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি সম্মত হন নাই। কিন্তু নারায়ণ এক বার যাচ্ঞা না করিলেও কমলা আপন ইচ্ছায় আসিয়া তাঁহার চরণরেণু সেবন করিতেছেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, অন্য কাহারও তাঁহার অধিক বা তাঁহার সমান গুণ নাই।

আরও দেখুন, কমলযোনি যে বারি অর্ঘ্য-স্বরূপে শঙ্করকে অর্পণ করেন, যাহা স্পর্শ করিয়া সমস্ত জগৎ ও সাক্ষাৎ শিবও পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সেই জগন্ময় বিষ্ণুরই চরণ-নখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে; অতএব তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও 'ভগবান' বলা যায় না। সাধু ব্যক্তি হঠাৎ বদ্ধ-মূল দেহাদি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই অনুরক্ত হইয়া থাকেন এবং পরমহংস নামক আশ্রমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। অহিংসা ও উপশম, ঐ আশ্রমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আপনারা আমাকে যে পরীক্ষিৎ-উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমি যত দূর জানি, বলিতেছি। পক্ষিগণ যে পর্য্যন্ত সমর্থ হয়, আকাশে সেই পর্য্যন্তই যেমন উড়িয়া থাকে, সেইরূপ পণ্ডিতেরা যত দূর জানেন, বিষ্ণুলীলা-কলাপ ততদূরই বর্ণন করিতে পারেন। ১৮—২৩। রাজা পরীক্ষিৎ একদা শরাসনে শর যোজনা করিয়া একাকী কতকগুলা মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে শ্রান্ত, ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর জলাশয়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি প্রসিদ্ধ শমীক মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মুনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শান্ত ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি,—ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি স্থানত্রয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব শ্রেষ্ঠপদ কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; মুনীন্দ্র শমীক আপনাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহার হস্ত-পদাদির সমুদায় ক্রিয়াই বিরত হইয়াছে। তাঁহার দেহ, বিকীর্ণ জটাভার ও মৃগচর্ম্মে আচ্ছন্ন। এদিকে তৃষ্ণায় রাজার তালু শুষ্ক হইতেছিল; অতএব তিনি সেই ঋষির নিকটেই জল প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি শমীক ধ্যানস্থ ছিলেন, সেই জন্য রাজার আগমনই জানিতে পারিলেন না; সুতরাং কিরূপে তাঁহার আতিথ্য করিবেন? কিন্তু রাজা মোহ বশতঃ মনে করিলেন, "আমি অতিথিরূপে আশ্রমে উপস্থিত, ইনি আমাকে তৃণাসন বা স্থান দিলেন না এবং অর্ঘ্য দেওয়া দূরে থাকুক, একবার মধুর-বাক্যে অভ্যর্থনাও করিলেন না। বোধ হয়, তপস্যাদর্পে আমাকে অবজ্ঞা করিলেন।" ২৪—২৮। রাজা আবার ভাবিলেন, "ইনি কি যথার্থই ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন? অথবা 'অভ্যাগত অধম ক্ষত্রিয় আশ্রম হইতে ফিরিয়া গেলে কি ক্ষতি হইবে?' এই ভাবিয়া আমায় অগ্রাহ্য করিতেছেন?" ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হওয়াতে রাজার দ্বেষ ও ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, অবশেষে যাইবার সময় ধনুষ্কোটি দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলন পূর্ব্বক মুনির গলদেশে রাখিয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। শমীকের শৃঙ্গী নামে এক তেজস্বী বালক সন্তান ছিলেন। তিনি অন্যান্য বালকদিগের সহিত অন্য এক স্থানে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তথায় তাঁহার জনৈক সহচর গিয়া বলিল, "রাজা পরীক্ষিৎ তোমার পিতার গলদেশে মৃতসর্প অর্পণ করিয়া তাঁহার ঘোরতর অপমান করিয়াছেন।" বালক শৃঙ্গী নিদারুণ কোপানলে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং সাক্ষেপ-বচনে কহিতে লাগিলেন, "অহো! প্রজার রক্ষক-স্বরূপ রাজাদিগের অধর্ম্ম দেখ! অন্ন দ্বারা প্রতিপালিত ভৃত্য যদি প্রভুর অপকার করে, তাহা হইলে কাক ও দ্বার-রক্ষক কুকুর হইতে তাহার প্রভেদ কি? ব্রাহ্মণেরা অধম ক্ষত্রিয়দিকে গৃহ-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; অতএব তাহারা কিরূপে তাঁহাদিগের দ্বারে থাকিয়া তাঁহাদিগের পাত্রেই ভক্ষণ করিতে সাহসী হয়? কুপথগামী ব্যক্তিদিগের শাস্তিদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন বলিয়াই বুঝি রাজা মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে? ভাল, আমি তাহাকে শাসন করিতেছি। তোমরা আমার তেজ দেখ।" ২৯—৩৫। বয়স্যদিগকে এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার লোচন-যুগল আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কৌশিকী নদীর জলে আচমন করিয়া এই অভিশাপ দিলেন;—"যে কুলাঙ্গার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া আমার পিতার অপমান করিয়াছে, আমার আজ্ঞাক্রমে মহাসর্প তক্ষক তাহাকে সপ্তম দিনে দংশন করিবে।" ঋষি-তনয় এই বলিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পিতার গলে মৃতসর্প দেখিয়া দুঃখভরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মন্! অঙ্গিরার বংশসম্ভূত মহর্ষি শমীক, পুত্রের বিলাপ-শব্দ শ্রবণ করিয়া অল্পে অল্পে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন এবং প্রথমেই গলদেশে এক মৃতসর্প দেখিয়া উহাকে ভূমিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক শৃঙ্গীকে কহিলেন, "পুত্র! তুমি কিজন্য রোদন করিতেছ? কেহ কি তোমার কোন অপকার করিয়াছে?" বালক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ৩৬—৪০। রাজা পরীক্ষিৎ শাপের অযোগ্য পাত্র; তাঁহাকে শাপ দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া ঋষি তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন না; বরং বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "অহো! কি কষ্টের বিষয়! পুত্র! তুমি মহৎ পাপে লিপ্ত হইয়াছ! অল্প অপরাধের নিমিত্ত গুরুতর দণ্ড দিয়াছ! তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ক হয় নাই। তুমি জান না যে, রাজা নরদেব; সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য। তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যের সমান বিবেচনা করা লোকের উচিত হয় না। প্রজা সকল তাঁহার অমিত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পালিত হইয়াই অকুতোভয়ে সুখভোগ করিতেছে। রাজরূপী নারায়ণ পৃথিবীতে না থাকিলে লোকে চৌর্য্য বৃদ্ধি পায়; সুতরাং রক্ষকাভাবে তাহারা জলদ-সমূহের ন্যায় ক্ষণ পরেই নাশ পাইয়া থাকে। হায়! অদ্য লোকপাল রাজা বিনষ্ট হইলেন; এখন দস্যু ও চৌরগণ প্রজাকুলের ধনধান্য অকুতোভয়ে অপহরণ করিবে! অহো! আমরাই এই অনিষ্টের মূল। ইহা হইতে যে পাপ জন্মিবে, তাহা আমাদিগকেই স্পর্শ করিবে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র সম্বন্ধ ছিল না। আহা! এখন পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবে; একজন অন্যের প্রতি পরুষ-বাক্য প্রয়োগ করিবে এবং পরস্পর পরস্পরের পশু, স্ত্রী ও অর্থ অপহরণ করিতে থাকিবে। দস্যুদিগের সংখ্যা অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে। মনুষ্যদিগের সদাচার এবং বেদোক্ত বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহারা,—কুক্কুর ও বানরের ন্যায় কেবল অর্থ ও কামেরই বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে; অতএব কেবল বর্ণসঙ্করই বৃদ্ধি পাইবে। ৪১—৪৫। রাজ-চক্রবর্ত্তী পরীক্ষিৎ ধর্ম্ম-সহকারে প্রজা পালন করিতেছেন। তিনি মহাযশস্বী, পরম ভাগবত। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন। তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়াই আমার অপমান করিয়া ফেলিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে শাপ দেওয়া আমাদিগের উচিত হয় নাই। হে দেবদেব জগন্নাথ! আপনি সর্ব্বাত্মা; আমার এই অপক্কবুদ্ধি বালক-সন্তান, নিরপরাধ ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়াছে; অতএব আপনি ক্ষমা করুন। রাজা যদি প্রতিশাপ দেন, তাহা হইলে শৃঙ্গীর এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? রাজা পরম ভাগবত। যাঁহারা ভগবানের ভক্ত, তাঁহাদিগকে যদি কেহ নিন্দা, বঞ্চনা বা অবজ্ঞা করে, অথবা তাড়ন করে, তাহা হইলে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা তাহাদিগের প্রত্যপকার করিতে ইচ্ছা করেন না।" শমীক মুনি 'পুত্র অন্যায় করিয়াছে' ভাবিয়াই অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; কিন্তু রাজা তাঁহার অপমান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি অণুমাত্রও কোপ প্রকাশ বা তাঁহার অনিষ্টচিন্তা করিলেন না। সাধুদিগের আচারও প্রায় এইরূপ। তাঁহারা অন্যের দ্বারা সুখ লাভ করিলে সন্তুষ্ট হন না, দুঃখ পাইলেও কষ্টবোধ করেন না; কারণ অগুণাত্মক সুখ-দুঃখে তাঁহাদিগের স্পৃহা নাই। ৪৬—৫০।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের আগমন।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! অনন্তর মহীপতি পরীক্ষিৎ আত্মকৃত সেই দুষ্কর্ম চিন্তা করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমি কি দুর্বৃত্ত! আমি নিরপরাধ ঋষির অপমান করিলাম!! আমি কি মূঢ়! তাঁহার প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজঃ বুঝিতে পারিলাম না!! যাহা হউক, তদ্দারা আমি ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করিয়াছি; অতএব অচিরে নিশ্চয় আমার মহাবিপদ ঘটিবে। আমি প্রার্থনা করি, আমার পুত্রদিগকে ত্যাগ করিয়া অবিলম্বেই উহা সাক্ষাৎ আমাকেই আক্রমণ করুক। স্বয়ং দণ্ড-ভোগ করিলে আমি আর কখন এরূপ কার্য্য করিব না। আমি নিতান্ত পাপী; অদ্যই আমার রাজ্য, সৈন্য ও অক্ষয় ভাণ্ডার ব্রহ্ম-কোপানলে দগ্ধ হউক। তাহা হইলে গো, ব্রাহ্মণ এবং দেবতার প্রতি আর আমার এরূপ পাপবুদ্ধি ঘটিবে না।" পরীক্ষিৎ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শমীকের এক শিষ্য আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, "রাজন্! মুনিকুমার শৃঙ্গীর বাক্যে তক্ষক মৃত্যুরূপী হইয়া অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আপনাকে সংহার করিবে।" রাজা তাহা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন, "আমি এতদিন বিষয়সুখে মত্ত ছিলাম, এখন আমার সংসারের প্রতি অবশ্য বৈরাগ্য জন্মিবে।" সেই জন্য তিনি তক্ষকের বিষানলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই পরি-ত্যাগ করিয়া তিনি এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিলেন এবং অনশনে প্রাণপরিত্যাগ করিবার বাসনায় সুরধুনীর তীরে উপবেশন করিলেন। ১—৫। কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া গঙ্গাতীর সেবা না করেন? যে নদী তুলসী-শোভিত বিষ্ণুর চরণ-রেণু-সংযোগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বারি বহন করিয়া লোকপাল-সমেত সমস্ত জগৎকে অন্তরে ও বহির্ভাগে পবিত্র করিছেন; মৃত্যু আসন্ন জানিয়া কোন্ ব্যক্তি সেই পূত তর-ঙ্গিণীর সেবা না করিবে? সেই পাণ্ডব-তনয় এইরূপে গঙ্গা-তীরে প্রায়োপবেশন করিতেই স্থিরসঙ্কল্প হইয়া অনন্যমনে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া মুনিদিগের ব্রত ধারণ করিলেন। অত্রি, বসিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিসুত বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গোতম, পিপ্পিলদা, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, কুম্ভযোনি, দ্বৈপায়ন, ভগবান্ নারদ এবং অরুণ প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ স্ব স্ব শিষ্য-সমভিব্যাহারে রাজ-দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। তীর্থগমনচ্ছলে সাধু ব্যক্তিরা প্রায়ই তীর্থ সকলকে এইরূপে পবিত্র করিয়া থাকেন। রাজা সেই সমস্ত গোত্রপতি মুনিগণকে একত্র সমাগত দেখিয়া যথাবিধি পূজা ও বন্দনা করিলেন। পরে তাঁহারা শ্রান্তিদূর করিয়া পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবেশন করিলে, রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের সমক্ষে উপবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার নমস্কারপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুনিবৃন্দ! আমি প্রায়োপবেশন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা উচিত কি অনুচিত?" তাঁহারা সকলেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "অহো কি ভাগ্য! ব্রাহ্মণেরা আমার ন্যায় দুষ্কর্মশীল রাজকুলে আসিয়া পাদ-প্রক্ষালনও করেন না, কিন্তু তাঁহারা অদ্য আমার আচরণ অনুমোদন করিলেন; অতএব রাজ-কুমারদিগের মধ্যে আমিই মহাধন্য। আমি পাপাত্মা ও সাংসারিক-কার্য্যে একান্ত আসক্ত ছিলাম; মনে হয়, সেই জন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবদেব নারায়ণ আমার প্রতি কৃপা করিয়া আপনিই বিপ্রশাপ-রূপ রূপ ধারণ করিয়াছেন; কারণ, বিষয়ে একান্ত অনুরাগ থাকিলেও শাপ-ভয়ে অবশ্যই আমার বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে। হে বিপ্রগণ! আপনারা এবং এই দেবী সুরধুনীও এক্ষণে জানুন,—আমার চিত্ত অন্যান্য সমুদায় বিষয় ত্যাগ করিয়া এতদিনে কেবল হরিচরণেই রত হইল। আপনারা হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকুন; ঋষিকুমারের আজ্ঞায় তক্ষক আসিয়া আমাকে স্বচ্ছন্দে দংশন করুক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমি সকল ব্রাহ্মণের চরণে নমস্কার করি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেই অনন্ত পুরুষে আমার আসক্তি পুনঃপুনঃ বর্দ্ধিত হয়। ইহার পর যে যে জন্ম লাভ করিব, সে সকলেই যেন হরিপদাশ্রয়ী সাধুদিগের সহিত আমার সমাগম হয়।" শান্তবুদ্ধি রাজা পরীক্ষিৎ, স্বীয় পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং অধ্যবসায়ের সহিত গঙ্গার দক্ষিণ-কূলে কুশাগ্র বিস্তার করিয়া উত্তর-মুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে এইরূপে প্রায়োপবেশন করিতে দেখিয়া স্বর্গে দেবতা সকল সানন্দ-চিত্তে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মুহুর্ম্মুহুঃ দুন্দুভির শব্দ হইতে লাগিল। ৬—১৮। যে সকল মহর্ষি আগমন করিয়াছিলেন, প্রজাদিগের উপকার করাই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম এবং ইচ্ছা করিলে তাহা করিতেও পারিতেন। এক্ষণে তাঁহারা পবিত্রযশা হরির মনোহর গুণ বর্ণনপূর্ব্বক পরীক্ষিতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! আপনারা যে এরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি; আপনারা কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবদিগের বংশে উদ্ভূত হইয়াছেন। পাণ্ডবের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হইবার অভিলাষে তৎক্ষণমাত্রেই চিরসেবিত রাজ্য ও রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।—হে মুনিগণ! যতদিন পর্য্যন্ত এই ভগবদ্ভক্ত রাজা কলেবর পরিত্যাগ করিয়া মায়া ও শোকশূন্য শ্রেষ্ঠগতি লাভ না করেন, আইস, ততদিন আমরা এইস্থানে অবস্থিতি করি।" পরীক্ষিৎ ঋষিদিগের এই পক্ষপাতশূন্য অমৃতময় গম্ভীর অর্থ-সম্পন্ন সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন এবং হরি-কথামৃত পান করিতে অভিলাষী হইয়া কহিলেন, "সত্যলোক-বাসী মূর্ত্তিমান্ বেদের ন্যায় আপনারা সকলে আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদিক্ হইতে এখানে সমাগত হইয়াছেন; কারণ, পরের উপকার করা আপনাদিগের লৌকিক ও পারত্রিক,—উভয়বিধ কার্য্যেরই উদ্দেশ্য। নিজের নিমিত্ত আপনারা কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না। ১৯—২৩। বিপ্রগণ! এক্ষণে আপনাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; সকল অবস্থায়, বিশেষতঃ মৃত্যুদশায় পতিত হইয়া, মনুষ্য কোন্ কোন্ কার্য্যকে বিশুদ্ধ ভাবিয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবে? আপনারা বিচার করিয়া আমাকে ইহার প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।" রাজার এই প্রশ্নের উত্তর-দানার্থ ঋষিদিগের মধ্যে কেহ কহিলেন, "যাগ"; কেহ বলিলেন, "যজ্ঞ"; কেহ "তপস্যা" কেহ বা "যোগ"; আবার কেহ বা "দান"কেই বিশুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এইরূপ মতভেদ প্রযুক্ত তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। এমন সময়ে ব্যাস-নন্দন শুক যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহে কোন আশ্রমেরই চিহ্ন ছিল না। তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াই নিরন্তর সন্তুষ্ট ছিলেন। মনুষ্যগণ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তিনি সেই "অবধূতের" পরিত্যক্ত বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ক্ষিপ্ত ভাবিয়া বালকেরা বেষ্টনপূর্ব্বক কৌতুক করিতেছে। যাঁহার আকৃতি দেখিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজ অনুমান করা যাইত না। তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষমাত্র।

তাঁহার হস্ত, পদ, উরু,বাহু, স্কন্ধ, কপোল ও গাত্র অতি-সুকোমল, লোচন-দীর্ঘ ও মনোহর; নাসিকা উন্নত; কর্ণ-যুগল অতিশয় খর্ব্ব বা দীর্ঘ নহে; বদন রমণীয়,ভ্রূযুগলে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে; কর্ণের গঠন শঙ্খের ন্যায় মনোহর। তাঁহার কণ্ঠ নিম্ন অস্থিময় মাংসে আবৃত; বক্ষঃস্থল বিশাল ও উন্নত; নাভি আবর্ত্তের ন্যায় অতি গভীর; উদর নিম্ন-বাহিনী রোমরেখায় সুশোভিত;—বেশ দিগম্বর কুঞ্চিত কেশ-কলাপ মস্তকের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; বাহুদ্বয় আজানু-লম্বিত; শরীর হইতে অমরোত্তম হরির ন্যায় আভা নির্গত হইতেছে। কলেবর শ্যামবর্ণ; পূর্ণ যৌবনের শোভা এবং মনোহর ঈষৎ হাস্য দ্বারা তিনি যেন কামিনীদিগের মন কাড়িয়া লইতেছেন। যদিও তাঁহার নিজ তেজ প্রকাশ পায় নাই, তথাপি তাঁহার এই সকল চিহ্ন দেখিয়া ঋষিরা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং দর্শনমাত্রেই আসন হইতে উত্থিত হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎ সেই অতিথিকে আগত দেখিয়া স্বীয় মস্তক দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তাহা দেখিয়া যে সকল অবোধ মহিলা ও বালকগণ ক্ষিপ্ত-ভ্রমে তাঁহার অনুগমন করিতেছিল, তাহারা সকলেই ফিরিয়া গেল। তখন শুক, পূজা গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ২৪—২৯। তিনি তেজে সকল অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন; অতএব ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া শুক্রাদিগ্রহ,অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র ও অন্যান্য তারকাপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবদ্ভক্ত রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন এবং পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া করপুটে মিষ্ট বাক্যে কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমরা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য সাধুদিগের উপাস্য হইলাম; কারণ, আপনি অতিথি হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করিলেন। প্রভো! আপনাদিগকে স্মরণ করিলে গৃহীদিগের আশ্রম শুদ্ধ হয়, সুতরাং দর্শন, স্পর্শন ও পাদধৌতাদির কথা আর কি বলিব? হে মহাযোগিন্! বিষ্ণুর দর্শনে অসুরগণ যেমন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আপনাকে দেখিবামাত্রই মনুষ্যের মহাপাতকও ধ্বংস হইয়া যায়। ৩০—৩৪। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনিই কি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রিয় পিতৃস্বসার সন্তানগণের প্রীতির নিমিত্ত অদ্য আমার প্রতিও বন্ধুতা প্রকাশ করিলেন? তাহা না হইলে এমন মরণ সময়ে আমি কিরূপে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি? আপনি সিদ্ধ পুরুষ;—আপনার গতি জানা যায় না। আপনি সেই ভগবানের কৃপাতেই আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে এই প্রবৃত্তি দিতেছেন যে, আমি আপনাকে অভীষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করি। আপনি যোগিগণের পরমগুরু; অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—মুমূর্ষু—বিশেষতঃ মুমুক্ষু মনুষ্য কি কার্য্য করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে? কোন্ কার্য্যই বা তাহাদিগের কর্ত্তব্য? প্রভো! মনুষ্যদিগের কি শ্রবণ, জপ, অনুষ্ঠান, স্মরণ এবং ভজনা করা উচিত? কোন্ কার্য্যই বা তাহাদিগের অকর্ত্তব্য,আপনি তাহার উপদেশ দিন। ব্রহ্মন্! আপনার দর্শন অতি দুর্লভ; আমি নিশ্চয় জানি, যে সময়ের মধ্যে একটী গাভী দোহন করিতে পারা যায়, আপনি ততক্ষণও গৃহীদিগের আশ্রমে অবস্থিতি করেন না। সূত কহিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ স্নিগ্ধবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্বধর্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৫—৪০।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

প্রথমস্কন্ধ সমাপ্ত॥ ১ ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

মহাপুরুষ-সংস্থান-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! যাঁহাদিগের নাম শ্রবণ ও গুণ কীর্ত্তন করিতে হয়, যাঁহাদিগকে ধ্যান ও পূজা করা কর্ত্তব্য; তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান, আপনি তাঁহার বিষয়েই প্রশ্ন করিলেন। এই প্রশ্ন মোক্ষের কারণ এবং মুক্ত ব্যক্তিদিগেরও আদৃত। রাজন্! আত্ম-জ্ঞানহীন গৃহীদিগের সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় আছে। তাহারা গৃহ-কার্য্যে আসক্ত থাকিয়া তদ্গত পঞ্চ সূনাতেই অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার প্রাণিহিংসামাত্রেই তৎপর; কখন আত্মতত্ত্বের আলোচনা করে না। তাহাদিগের আয়ুর রাত্রিভাগ নিদ্রা বা রতিক্রীড়ায় এবং দিবাভাগ অর্থ-চিন্তা বা পরিবার-পোষণে অতিবাহিত হয়। তাহারা স্বর্গগত স্ব স্ব পিত্রাদির উদাহরণ দ্বারা প্রত্যহ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে যে, দেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ সকলই নশ্বর; তথাপি সেই সকলে আসক্ত হইয়া তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। হে ভরত-কুলমণি! এই কারণেই সর্ব্বাত্মা, ভগবান্, ঈশ্বর হরিকে স্মরণ এবং তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা মোক্ষার্থী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১—৫। স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা-সহকারে আত্ম ও অনাত্ম-জ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ-যোগ দ্বারা যে হরি-স্মরণ, তাহাই এই নশ্বর মনুষ্যজন্মের লাভ;—অন্তিমে চিন্তামণির চরণ-স্মরণই পরম লাভ। রাজন্! যে সকল মুনি শাস্ত্রোক্ত বিধি বা নিষেধ মানেন না এবং যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারাও হরির গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি যে পুরাণ বলিব, তাহার নাম ভাগবত। উহা নিখিল বেদের তুল্য। দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে পিতা ব্যাসের নিকট আমি উহা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সত্য বটে, আমি নির্গুণ ব্রহ্মেই নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি; কিন্তু ঐ পুরাণে পবিত্র-কীর্ত্তি ভগবানের লীলা বর্ণিত আছে বলিয়াই উহা আমার মন আকর্ষণ করিয়াছিল। রাজর্ষে! সেই জন্যই আমি উহা পাঠ করিয়াছিলাম। আপনি বিষ্ণুর ভক্ত, অতএব আপনার নিকট আমি সেই পরম পবিত্র ভাগবত-পুরাণ কীর্ত্তন করিব। শ্রদ্ধা-সহকারে তাহা শ্রবণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণে সকলেরই নিষ্কাম ভক্তি জন্মে। ৬—১০। রাজন্! এই মুক্তিপ্রদ হরিনামানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কি কামী, কি বিরাগী, কি যোগী,—সকলেই অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে। যে বিষয়াসক্ত ব্যক্তি বহু বর্ষ জীবিত থাকে, সেই দীর্ঘজীবনের মধ্যে সে যদি মুহূর্ত্তের জন্য না ভাবে যে, ঐ সকল বর্ষ বৃথা অতিবাহিত হইতেছে; তবে সে সমুদায় বর্ষই বৃথা। কিন্তু যদি মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করিয়া সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে ঐ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা হইলে সেই এক মুহূর্ত্তই শ্রেষ্ঠ; কেননা, তাহাতে মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত যত্ন করা যাইতে পারে। মহারাজ! পূর্ব্বকালে খট্টাঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ পরমায়ু মুহূর্ত্তকালমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিতে পারিয়া, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বত্যাগী হইয়া, হরির চরণে শরণ লইয়াছিলেন। কৌরব-নন্দন! আপনারও পরমায়ুর সপ্ত-দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে; অতএব যে সকল কার্য্য দ্বারা সদ্গতি লাভ করা যায় ইহার মধ্যে আপনি সে সমুদয়ই সম্পন্ন করুন। অন্তকাল উপ-

স্থিত হইলে, জীব মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-রূপ অস্ত্র দ্বারা স্নেহ-মমতা ছেদ করিবে। ১১—১৫। ধীর ব্যক্তি গৃহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণ্য-তীর্থ-জলে স্নান করিবেন এবং নির্জ্জনে বিধিবৎ পবিত্র আসন রচনা করিয়া তাঁহাতে উপবেশনপূর্ব্বক অকারাদি বর্ণত্রয়ে গ্রথিত পবিত্র ওঁকার মনে মনে অভ্যাস করিতে থাকিবেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহার নিশ্বাস রোধ করিয়া মনকে দমন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর তিনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে পথ-প্রদর্শিকা করিয়া, মন দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিবেন; মন বিষয়-বাসনা দ্বারা আকৃষ্ট হইলে পর তাহাকে বুদ্ধি-পূর্ব্বক ঈশ্বর-বিষয়ে ধারণ করিবেন,—ভগবানের সমগ্র রূপই ধ্যান এবং তাঁহার এক এক অবয়বও চিন্তা করিবেন; অনন্তর মনকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া সমাধিতে স্থাপনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইবেন; তাহার পর আর তাঁহাকে কিছুই চিন্তা করিতে হইবে না। যাহাতে মন শান্ত ভাব অবলম্বন করে, তাহারই নাম শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ। মন যদি পুনর্ব্বার রজ দ্বারা বিচলিত এবং তম দ্বারা মোহিত হয়, তাহা হইলে ধীর ব্যক্তি ধারণা দ্বারাই তাহাকে দমন করিবে। ধারণাই কেবল রজস্তমঃ-সম্ভূত মল নাশ করিতে সক্ষম। ঐ ধারণা সিদ্ধ হইলেই, সূক্ষ্মদর্শী যোগী-দিগের ভক্তি-স্বরূপ যোগ অবিলম্বেই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ বিষয়েই মনের প্রীতি জন্মে। ১৬—২১। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! ধারণা কিরূপে করা বিধেয়? কিসেই বা তাহা প্রতিষ্ঠিত? কিরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই বা উহা অবিলম্বে জীবের মনোমল দূর করিতে পারে? শুক কহিলেন, রাজন্! আসন, প্রাণায়াম, বিষয়াসঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়-জয় করিয়া বুদ্ধি-সহকারে ভগবানের স্থূল-রূপে মনকে ধারণ করিতে হয়। তাঁহার বিরাট্ দেহ অতি স্থূল বস্তু হইতেও স্থূলতর। ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান;—এই তিন প্রকার কার্য্যই ঐ দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে। উহা ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব,—এই সপ্ত আবরণে আবৃত। উহার মধ্যে যে বিরাট্ পুরুষ বাস করিতেছেন, তিনিই ধারণার বিষয়। ২২—২৫। ঐ বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, সহস্রশীর্ষা পুরুষের পাদমূল পাতাল; চরণের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ রসাতল; দুই গুল্ফদেশ মহাতল; দুই জঙ্ঘা তলাতল; দুই জানু সুতল; উরুদ্বয়ের অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগ বিতল ও অতল; জঘনদেশ মহীতল; নাভি-সরোবর নভস্তল; বক্ষ স্বর্লোক; গ্রীবা মহর্লোক; বদন জনলোক; ললাট তপোলোক এবং মস্তক সকল সত্যলোক। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু; দিক্ সকল তাঁহার কর্ণকুহর; শব্দ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়; অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তাঁহার নাসা-স্থল; গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়; প্রদীপ্ত অগ্নি তাঁহার চক্ষুর্গোলক; সূর্য্য তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়; রাত্রি ও দিন তাঁহার চক্ষুর পক্ষ্মদ্বয়; ব্রহ্মপদ তাঁহার ভ্রূভঙ্গী; জল তাঁহার তালু; রস তাঁহার রসনেন্দ্রিয়; বেদ সকল তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র; যম তাঁহার দন্তপংক্তি; পুত্রাদি স্নেহলেশ তাঁহার দন্ত; নরমোহিনী মায়া তাঁহার হাস্য এবং অপরাপর অসংখ্য সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ। ব্রীড়া তাঁহার উত্তর-ওষ্ঠ; লোভ তাঁহার অধর; ধর্ম্ম তাঁহার স্তন; অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠদেশ; প্রজাপতি তাঁহার মেঢ্র; মিত্রাবরুণ তাঁহার দুই শৃঙ্গ; সিন্ধুসমূহ তাঁহার কুক্ষি এবং পর্ব্বতকুল তাঁহার অস্থি। ২৬—৩২। রাজন্! নদী সকল সেই বিশ্বমূর্ত্তি পুরুষের নাড়ি; তরুরাজি তাঁহার রোম; অপারবীর্য্য বায়ু তাঁহার গতি এবং প্রাণীদিগের সংহার তাঁহার ক্রীড়া। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! জলদ-দল সেই বিভু ঈশ্বরের কেশ; সন্ধ্যা তাঁহার বসন; প্রকৃতি তাঁহার হৃদয় এবং প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা তাঁহার সকল বিকারের আশ্রয়ভূত মন। রাজন্! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, বিজ্ঞান-শক্তিই সেই বর্বাত্মার মহত্তত্ত্ব; রুদ্র তাঁহার অহঙ্কার-তত্ত্ব; অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও হস্তী তাঁহার নখ এবং অন্যান্য যাবতীয় মৃগ ও পশু তাঁহার কটি-দেশ। বিহঙ্গ সকল তাঁহার বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্য; স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার বুদ্ধি; পুরুষ তাঁহার আশ্রয়; গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, বিদ্যাধর ও চারণগণ তাঁহার ষড়্‌জাদি স্বরস্মৃতি এবং অসুরসেনা তাঁহার বীর্য্য। ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ; ক্ষত্রিয় তাঁহার ভুজ; বৈশ্য তাঁহার উরু; কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র তাঁহার পদ। তিনি বসু, রুদ্র প্রভৃতি নামধারী দেবগণে পরিবৃত। ঘৃতসাধ্য যাগ-যজ্ঞাদি প্রয়োগ তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য। মহারাজ! বিরাটমূর্ত্তির অবয়ব-সংস্থান আপনার নিকট এই উল্লেখ করিলাম। মুমুক্ষু ব্যক্তিরাই এই স্থূলতর দেহে মনোধারণ করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন সংসারে আর কোন বস্তুই নাই। নৃপ! যেরূপ জীব স্বপ্নে বহু দেহ কল্পনা করিয়া সেই সেই দেহগত ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুদায় অনুভব করে; সেইরূপ সেই সর্ব্বাত্মা বিরাটপুরুষ, সকলের বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা সকল বিষয় অনুভব করেন। যোগিগণ সেই সত্যস্বরূপ আনন্দ-নিধান বিরাট্‌পুরুষেই মনোধারণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন,—কদাপি অন্যত্র আসক্ত হন না; কেননা, তাহা হইলেই সংসারে পতিত হইতে হয়। ৩৩—৩৯।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৭৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যোগিপুরুষের ক্রমোৎকর্ষের বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে প্রলয়-সময়ে ব্রহ্মা পূর্ব্ব-সৃষ্টি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; পরে এইরূপ ধারণা দ্বারা হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনর্ব্বার তাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হন। অনন্তর স্থিরবুদ্ধি ও অমোঘদৃষ্টি হইয়া সেই বলেই পুনর্ব্বার এই বিশ্ব পূর্ব্বের ন্যায় অবিকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উপাসনা-কালে যাহার বৈরাগ্য হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই শুদ্ধাত্মধারণায় অধিকারী; এই জন্য কর্ম্মফলের নিন্দা, বৈরাগ্য-সম্পাদনার্থ—বিহিত হইল। শব্দ-ব্রহ্ম বেদের পন্থাই এই যে, নিরর্থক স্বর্গাদি নাম সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিকে তত্তৎ-চিন্তায় নিযুক্ত করিয়া ব্যাকুলিত করিয়া দেয়। কিন্তু যেরূপ জীব সুখেচ্ছায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে কেবল সুখ দর্শন করে,—ভোগ করিতে পায় না; সেইরূপ মনুষ্য মায়াময় স্বর্গাদি লাভ করিয়াও যথার্থ সুখভোগ করিতে পারে না; অতএব নাম-মাত্র ভোগ্য বিষয়ে যত্ন করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যাব-মাত্র ভোগ্য বিষয় দ্বারা দেহ ধারণ করা যাইতে পারে, পণ্ডিত ব্যক্তি তাবন্মাত্রেই বিষয় ভোগ করেন,—কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না; কেননা, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, তাহাতে সুখ নাই। আর যদি অন্য প্রকারে সেই দেহ-ধারণ-রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে, কেবল পরিশ্রম মাত্র জানিয়া, তাঁহারা বিষয়-ভোগে চেষ্টাও করেন না। ভূমি থাকিতে শয্যায় আয়াস পাইবার প্রয়োজন কি? স্বতঃসিদ্ধ বাহুদ্বয় থাকিতে উপাধানের আবশ্যকতা কি? অঞ্জলি থাকিতে, বিবিধ ভোজন-পাত্রের জন্যই বা কেন ব্যস্ত হইতে হইবে? দিক্ এবং বল্কলাদি থাকিতেই বা পট্ট-বস্ত্রাদির নিমিত্ত প্রয়াস কেন? পথে কি চীরখণ্ড পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষ সকল পরের ভোগের নিমিত্তই ফল প্রসব করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলে, তাহারা কি ভিক্ষাদান করে না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়াছে? গিরির গুহা সকল কি কেহ রোধ করিয়াছে? হরি কি ভক্ত ব্যক্তিদিগকে আর রক্ষা করেন না? তবে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি কারণে

ধনমদে অন্ধপ্রায় ধনিকদিগের উপাসনা করেন? ১—৫। হরি, অন্তঃকরণে আপনিই সিদ্ধ রহিয়াছেন। তিনি আত্মা; অতএব অত্যন্ত প্রিয়। তিনি সত্য-স্বরূপ, অন্যান্য অনাত্ম-পদার্থের ন্যায় মিথ্যা নহেন। উপাস্যের যত গুণ আবশ্যক, তিনি তৎসমুদায়েই সুসম্পন্ন। তিনি অনন্ত; অতএব জীব তাঁহার প্রতি চিত্তধারণা দ্বারা নির্বৃত হইয়া তাঁহাকেই ভজনা করিবে। তাঁহাকে ভজনা করিলে সংসারের হেতুভূতা অবিদ্যারও উপরতি হয়। জীবগণ সংসাররূপ বৈতরণীতে পতিত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মজন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে; ইহা দেখিয়া পশুতুল্য কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ ভিন্ন, কোন্ ব্যক্তিই বা হরির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিন্দনীয় বিষয়-চিন্তায় কাল হরণ করে? স্ব স্ব দেহের মধ্যবর্ত্তী হৃদয়দেশে যে এক প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষ বাস করিতেছেন; কেহ কেহ ধারণা দ্বারা তাঁহাকেই চিন্তা করেন। তাঁহার চারি ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে; তাঁহার বদন সুপ্রসন্ন এবং লোচন পদ্মপলাশবৎ আয়ত; তাঁহার বসন কদম্ব-কিঞ্জল্কের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ; তাঁহার বাহু দীপ্তিমান্ মহারত্নে খচিত এবং হিরণ্ময় অঙ্গদে সুশোভিত; তাঁহার কিরীট ও কুণ্ডল উৎকৃষ্ট মণি-প্রভায় দেদীপ্যমান; তাঁহার দুইটী পদ-পল্লব যোগিগণ স্ব স্ব হৃদয়-পঙ্কজের কর্ণিকারূপ আলয়ে রাখিয়া সতত চিন্তা করেন; তাঁহার হৃদয় শ্রীরূপ চিহ্নে চিহ্নিত এবং স্কন্ধদেশ কৌস্তুভরত্নে বিরাজিত; তাঁহার গলদেশে স্থিরশোভা বনমালা লম্বিত; তাঁহার অঙ্গ সকল মেখলা, অঙ্গুরীয, নূপুর, কঙ্কণ প্রভৃতি মহামূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; তাঁহার বদন সুচিক্কণ নির্ম্মল আকুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশে ও মনোহর হাস্যে সাতিশয় মনোরম এবং তাঁহার উদার হাস্যসময়ে শোভমান ভ্রূভঙ্গী-চালনায় সাতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে; অতএব যতক্ষণ মন ধারণা দ্বারা স্থির-ভাবে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ সেই চিন্তামণি ঈশ্বরকেই চিন্তা করিবে। ৬—১২। গদাধরের পাদাদি অবধি হাস্য পর্য্যন্ত যাবতীয় অঙ্গ এক এক করিয়া ধারণাপূর্ব্বক ধ্যান করিতে হইবে। পাদগুল্ফাদি যে যে অবয়ব অযত্নতঃ প্রকাশ পায়; সেই সকল এক এক করিয়া অতিক্রমপূর্ব্বক উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অঙ্গসমূহ চিন্তা করিবে। তাহাতেই বুদ্ধি নিশ্চল ও পবিত্র হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি হইতেও শ্রেষ্ঠতম এই বিশ্বের সাক্ষীস্বরূপ পুরুষে ভক্তি না জন্মে, ততদিন আবশ্যক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ একমনে তাঁহার স্থূলতর রূপ চিন্তা করিতে হইবে। রাজন্! যোগী অবশেষে যখন ঐ প্রকারে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন মনোমধ্যে পবিত্র স্থান বা কাল কামনা না করিয়া কেবল নিশ্চল-চিত্তে স্থির ভাবে সুখকর আসনে উপবিষ্ট হইবেন এবং মন দ্বারা প্রাণ জয় করিয়া প্রাণায়াম করিবেন। নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা মনকে দমন করিয়া পশ্চাৎ বুদ্ধিকে বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টাতে, সেই দ্রষ্টাকে বিশুদ্ধ আত্মায় এবং আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিয়া শান্তি-লাভ করিবেন এবং সমুদায় কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। ১৩—১৬। সেই আত্মার সহিত একীভূত অবস্থায় দেবতাদিগেরও প্রভু কাল, কোন প্রভুতা প্রকাশ করিতে সক্ষম হন না। তাঁহার অনুগত দেবতাদিগের ত কথাই নাই। তাঁহাদিগের কোন ক্ষমতা যদি না থাকিল, তবে তাঁহাদিগের অধীন প্রাণিগণ কি করিতে পারিবে,—আর সেই অবস্থায় জগৎকারণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—কিছুই থাকে না এবং প্রকৃতি অহঙ্কার-তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি জগৎকারণ আর তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। ঐ যোগী, আত্মা ভিন্ন সকল বস্তুকেই 'ইহা আত্মা নহে' 'ইহা আত্মা নহে' এইরূপ ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়া, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রতিক্ষণে হৃদয় দ্বারা পূজনীয় শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম চিন্তা করেন; তাঁহার অন্য বিষয়ে আসক্ত থাকে না। অতএব সেই বিষ্ণুর পদই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঐ যোগী এইরূপে বিশ্বকে ব্রহ্মময় ভাবিতে পারিলেই বিজ্ঞান-বলে তাঁহার বিষয়-বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। অনন্তর আপনার পাদমূলের দ্বারা গুহ্যদেশ রোধপূর্ব্বক ক্লেশ জয় করিয়া প্রাণবায়ুকে নাভি প্রভৃতি ছয় উর্দ্ধ স্থানে নীত করিবেন। প্রথমতঃ তিনি নাভি-দেশ-স্থিত মণিপূরক-চক্র হইতে প্রাণকে হৃদয়স্থ অনাহত-চক্রে লইয়া যাইবেন; পশ্চাৎ উদান-বায়ুর গতি-ক্রমে তাহাকে তথা হইতে বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ কণ্ঠদেশের অধোভাগস্থ বিশুদ্ধ-চক্রে প্রেরণ করিবেন; অনন্তর জিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনার তালুদেশে ক্রমে ক্রমে উত্তোলন করিতে থাকিবেন; অবশেষে শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখরূপ তাহার সাতটী নির্গম-মার্গ রোধ করিয়া তাহাকে তালু হইতে ভ্রূযুগের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞা-চক্রে স্থাপন করিবেন। অনন্তর তিনি যদি একবারে অভিলাষশূন্য হন, তাহা হইলে অর্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্র সেই স্থানে রাখিয়া পরব্রহ্মকে লাভ করত প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নীত করিবেন। পরক্ষণেই প্রাণ, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহ এবং ইন্দ্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিবে। ১৭—২০। আর, যদি তিনি ব্রহ্মপদ, খেচরদিগের বিহার-স্থান, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, অথবা নিখিল গুণের সমবায়-ভূত ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় এবং মনের সহিত প্রাণবায়ুকে বহিষ্কৃত করিয়া লইবেন। উপাসনা-তৎপর ভগবদ্ধর্ম্ম-নিষ্ঠ অষ্টাঙ্গ-যোগযুক্ত এবং সমাধিশালী যোগীদিগের বায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, অতএব তাঁহারা ত্রিলোকের অন্তর ও বাহিরে ভ্রমণ করিতে পারেন। কর্ম্মীরা কেবল কর্ম্মফলে সেরূপ গতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। যে সকল কর্ম্মী যাগযজ্ঞাদি করেন, দেহাবসানে তাঁহারা আকাশপথ অবলম্বন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্নানাড়ীর সহযোগে প্রথমতঃ অগ্ন্যভিমানিনী দেবতার নিকট উপস্থিত হন। রাজন্! সেই স্থানে তাঁহাদের মল ধৌত হয়। তখন তাঁহারা সেই স্থান হইতে উর্দ্ধস্থ হরি-সম্বন্ধীয় শিশুমারাকার জ্যোতিশ্চক্র প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ঐ চক্রস্থিত আদিত্যাদি ধ্রুবান্ত পদ সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনন্তর বিশ্বের নাভিস্বরূপ সেই বিষ্ণুচক্র অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল লিঙ্গশরীর ধারণপূর্ব্বক একাকীই লোক-নমস্কৃত ব্রহ্ম-বেত্তাদিগের স্থান মহর্লোকে গমন করেন। সেই স্থানে কল্পজীবী ভৃগু প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিহার করিতেছেন। ২১—২৫। অবশেষে কল্পান্ত কাল উপস্থিত হইলে বিশ্ব সংসার যখন অনন্ত পুরুষের মুখাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তখন ঐ স্থানও উষ্ণ প্রাপ্ত হইলে, সেই মুনিগণ তাহার উপরিস্থিত দ্বিপরার্দ্ধ-কল্পস্থায়ী-ব্রহ্মপদে গমন করেন। তথায় সিদ্ধেশ্বরদিগের অসংখ্য বিমান সকল অবস্থিত আছে। সে স্থানে চিত্তহেতু দুঃখব্যতীত শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ বা ভয়,—আর কিছুই নাই। সেই স্থান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাণিগণ ভগবানের ধ্যান না জানাতে জনন-মরণরূপ দারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছে। সেই হেতু তাহাদিগের প্রতি দয়া বশতঃ মন ব্যথিত হয়; ইহাই সেই একমাত্র দুঃখ। মুনিগণ তাহার পর লিঙ্গশরীর দ্বারা পৃথিবী-রূপ প্রাপ্ত হন। তখন 'কিরূপে' যাইব এরূপ শঙ্কা তাঁহার আর থাকে না। অনন্তর সেই রূপেই পৃথিবীর পরবর্ত্তী জলরূপ এবং পরে অনলরূপ প্রাপ্ত হন। অবশেষে সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপেই বায়ুরূপ লাভ করেন। তাহার আরও চরমে, ঐ বায়ুরূপে 'পরমাত্ম-মূর্ত্তি' আকাশরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। অনন্তর ঐ যোগী ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ, রসনা দ্বারা রস, চক্ষুঃ দ্বারা রূপ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রাপ্ত হন। অবশেষে তিনি স্থূলভূত, সূক্ষ্মভূত, এবং ইন্দ্রিয়দিগের লয়স্থানভূত,—মনোময় ও দেবময় অহঙ্কারতত্ত্ব লাভ করেন; তাহার পর যাইতে যাইতে সেই অহঙ্কারতত্ত্বের সহিতই মহত্তত্ত্ব লাভ করিয়া পরে গুণগণের লয়স্থানভূতা প্রকৃতিতে

অবস্থিত হন। ২৬—৩০। তখন আনন্দ-স্বরূপে পরিণত হওয়াতে তাঁহার উপাধিজ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায়; সুতরাং তিনি পরমানন্দময় অবিকারী আত্মাকে প্রাপ্ত হন। রাজন্! যে মুনি এই ভগবৎ-সম্বন্ধিনী গতি প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। নৃপ! তুমি আমাকে যে দুই সনাতন মার্গ অর্থাৎ সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বেদে এই প্রকারেই কথিত আছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে ঐ দুই গতির বিবরণ বলিয়াছিলেন। সংসারে প্রবিষ্ট মনুষ্যদিগের ইহার অপেক্ষা আর মঙ্গলদায়ক গতি নাই; কারণ, ইহা হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি জন্মে। কিসে হরিভক্তি জন্মে, ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে তিনবার বেদ সমালোচন করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহা স্থির করিয়াছিলেন। পরিদৃশ্যমান বুদ্ধ্যাদিরূপ লক্ষণ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতেছে যে, দ্রষ্টাস্বরূপ ভগবান্, অন্তর্যামিরূপে সকল ভূতেই অবস্থিত রহিয়াছেন। অতএব রাজন্! মঙ্গলাভিলাষী মনুষ্য একমনে সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্ব সময়ে হরির গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে। যাঁহারা, সাধুদিগের আত্মস্বরূপে প্রকাশমান ভগবানের কথামৃত শ্রবণপুটে দ্বারা পান করেন; অতি দূষিত হইলেও, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় পবিত্র হইয়া উঠে; সুতরাং তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম প্রাপ্ত হন। ৩১—৩৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

অভীষ্ট-ফল-লাভের উপায়-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! মনুষ্যদিগের মধ্যে মনীষী,—বিশেষতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের যে কি কর্ত্তব্য, তুমি আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে; এক্ষণে শাস্ত্রে উহা যেরূপ বিহিত আছে, আমি অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিলাম। মহারাজ! লোকে ভিন্ন ভিন্ন কামনায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে;—যাঁহার ব্রহ্মতেজ কামনা, তিনি বেদপতি ব্রহ্মার উপাসনা করেন। এইরূপ ইন্দ্রিয়গণের পটুতাভিলাষী ব্যক্তি, ইন্দ্রের; প্রজাকামী, দক্ষাদি প্রজাপতির; সৌভাগ্যেচ্ছু, দুর্গাদেবীর; তেজঃপ্রার্থী, অগ্নির; ধনাভিলাষী, বসুর; বীর্য্যকাম, রুদ্রের; ভক্ষ্যাভিলাষী, অদিতির; স্বর্গকামী দ্বাদশ আদিত্যের; রাজ্য-প্রয়াসী বিশ্বদেবদিগের; দেশীয় প্রজাদিগের স্বাধীনতা-লিপ্সু সাধ্যগণের; আয়ুকামী, অশ্বিনীতনয়-দ্বয়ের; পুষ্টিপ্রার্থী, পৃথিবীর; পদভ্রংশ-নিবারণার্থী অন্তরীক্ষের; রূপলাভেচ্ছু, গন্ধর্ব্বদিগের; স্ত্রী-লিপ্সু উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরোগণের; সকলের আধিপত্য-প্রয়াসী পরমাত্মার; যশস্কামী যজ্ঞনামা বিষ্ণুর; ধনসঞ্চয়ার্থী বরুণের; বিদ্যাভিলাষী, গিরিশের; দাম্পত্য-প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, উমার; ধর্ম্মপ্রার্থী, নর্ম্মিয়নের, সন্ততির বৃদ্ধি-প্রার্থী, পিতৃগণের; বিঘ্নের নাশার্থী যক্ষগণের; বললোভী, দেবগণের; রাজকার্য্য-প্রয়াসী, মনুদিগের; শত্রুর উচ্ছেদাভিলাষী, রাক্ষসের; ভোগেচ্ছু, সোমের এবং বৈরাগ্য-কামী, ব্যক্তি পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। ১—৯। কিন্তু যিনি নিষ্কাম, অথবা যিনি পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য সমুদায়ই কামনা করেন, কিংবা যে উদারবুদ্ধি ব্যক্তি মুক্তিপ্রার্থী; তাঁহারা সকলেই একান্ত ভক্তি-সহযোগে পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনায় আসক্ত হইবেন। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করেন; উপাসনায় সময় ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত মিলন বশতঃ যদি তাঁহদের ভগবানে অচলা ভক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাই তাঁহাদিগের পরমপুরুষার্থ-লাভ; অন্যথা সকলই বিফল। মহারাজ! হরিকথা শ্রবণ করিলে যে জ্ঞান জন্মে, তদ্দ্বারা গুণের তরঙ্গ-স্বরূপ রাগাদি দূর হয়, আত্মা প্রসন্ন হন এবং বিষয়ে বিরক্তি জন্মে। এই কারণেই উহা সাক্ষাৎ মুক্তিপথ বা ভক্তিযোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব যিনি অন্য কোন কথা শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি যে এই হরি-কথা শ্রবণ করিতে অনুরাগী হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ।১০—১২। শৌনক মুনি, সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিদ্বন্ সূত! ব্যাসনন্দন শুকের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাকে পুনর্ব্বার কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন? আমাদিগের তাহা শুনিতে অভিলাষ হইয়াছে; অতএব তাহা কীর্ত্তন করা তোমার উচিত। সাধুদিগের সভায় চরমফল-স্বরূপ হরি-কথা লক্ষ্য করিয়া অবশ্য নানা কথা হইয়াছিল। পাণ্ডব-নন্দন মহারথ রাজা পরীক্ষিৎও সাতিশয় ভগবদ্ভক্ত; হরি-পূজাই তাঁহার বাল্যকালের ক্রীড়া ছিল। ব্যাসনন্দন ভগবান্ শুকও কৃষ্ণপরায়ণ। অতএব তাঁহাদিগের ন্যায় সাধুগণের সমাগমে তথায় ভগবানের গুণবিষয়ে অবশ্যই উদার কথা হইয়াছিল। হে সূত! এই সূর্য্য প্রত্যহ উদিত ও অস্তমিত হইয়া মনুষ্যদিগের পরমায়ু বৃথা হরণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি হরির গুণ-কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারই পরমায়ু কেবল সফল হয়। পাদপদিগেরও কি জীবন নাই? ভস্ত্রাও কি নিশ্বাস-প্রশ্বাসবৎ বায়ু ত্যাগ করে না? গ্রামবাসী অপরাপর পশুরাও কি আহার বা স্ত্রীসঙ্গ করে না? কিন্তু হরি যাঁহার কর্ণপথে কখন প্রবেশ করেন নাই, সে ব্যক্তি পশুর তুল্য। কুক্কুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ হইতে তাহার প্রভেদ নাই। ১৩—১৯। যে মনুষ্য কখন হরি-কথা শ্রবণ করে না, তাহার শ্রোত্রদ্বয় কেবল বিবরমাত্র। সূত! যে ব্যক্তির জিহ্বা হরিগুণ-গানে বিরত, তাহার জিহ্বা ভেকের জিহ্বার ন্যায় নিন্দনীয়। যে মস্তক মুকুন্দের পদারবিন্দে প্রণত না হয়, সে মস্তক পট্টবস্ত্র বা কিরীটে সুশোভিত হইলেও দেহের বৃথা ভারমাত্র। যে বাহুযুগল হরির চরণে কুসুমার্পণ না করে, সে হস্ত কাঞ্চনময় বলয়ে বিভূষিত হইলেও মৃত ব্যক্তির বাহুর ন্যায় নিষ্ফল। যে চক্ষু হরির রূপ দর্শন না করে, সে ময়ূর-পুচ্ছ-নেত্রের ন্যায় অনর্থক সুদৃশ্যমাত্র। যে চরণযুগল হরিক্ষেত্রে গমন না করে, সে চরণ বৃক্ষমূলের তুল্য। যে মনুষ্য ভগবদ্ভক্তদিগের চরণ-রেণু ধারণ না করে, সে জীবিত থাকিয়াও শবের সমান। আর যে ব্যক্তি হরির পাদ-লগ্ন তুলসীর আঘ্রাণ না লয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও সে শব-স্বরূপ। অহো! হরির নাম শুনিয়া যে হৃদয়ে ভক্তিবিকার জন্মে না এবং বিকার জন্মিলেও যদি নয়নে অশ্রু এবং অঙ্গে রোমোদ্গম না হয়, তবে সে হৃদয় পাষাণ-তুল্য কঠিন। সূত! তুমি ভগবানের প্রধান ভক্ত। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমাদিগের মনের অভিমত; অতএব আত্মবিদ্যায় পারদর্শী ব্যাসনন্দন শুকদেব. উত্তমরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎকে যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের নিকট তাহা বর্ণন কর। ২০—২৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শুকদেবের মঙ্গলাচরণ।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! উত্তরানন্দন রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের এই আত্মজ্ঞান-সাধন বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থির করিলেন যে; কৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও সেবা করিতে হয় না। তখন শ্রীবিষ্ণুতেই তিনি আসক্ত হইলেন। দেহ, স্ত্রী, পুত্র, আলয়, গজাদি পশু, ধন ও

বন্ধুবর্গ,—এই সকলের প্রতি এতকাল তাঁহার যে মায়া বদ্ধ ছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইল এবং মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া ধর্ম, অর্থ ও কাম-মূলক সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি পরম প্রণয়ী হইলেন। আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, নারায়ণের প্রভাব-শ্রবণ-মানসে তিনি শুকদেবকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব আপনি যে এই হরি-কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার অজ্ঞানরাশি নাশ হইতেছে। ১—৫। ভগবান্ যেরূপে নিজ মায়া দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করিতেছেন, তাহা অধীশ্বরদিগেরও দুর্জ্ঞেয়। সেই অনন্ত-শক্তিমান্ পুরুষ কি প্রকারে কোন্ কোন্ শক্তি অবলম্বন করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে আপনি আপনাকেই এক ও বিবিধরূপে ক্রীড়া করাইতেছেন,—ব্রহ্মন্! আপনি তাহা বর্ণন করুন। হে যোগিবর! পণ্ডিত ব্যক্তিরাও অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবানের কর্ম্মের উদ্দেশ্য স্থির করিতে পারেন না। সেই এক ভগবান্ কি পুরুষরূপমাত্রে একেবারে, অথবা ব্রহ্মাদি অবতার দ্বারা ক্রমে ক্রমে, প্রকৃতির গুণ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন? আমি এক্ষণে আপনার নিকট এই সকল জানিতে প্রার্থনা করি। এই সকল বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে; অতএব আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি বিচার দ্বারা শব্দব্রহ্মে এবং অনুভব দ্বারা পরব্রহ্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ৬—১০। সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! শুকদেব, হরি-কথা বিষয়ে পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন শ্রবণপূর্ব্বক হৃষীকেশকে স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন;—যে পুরুষ ক্রীড়াচ্ছলে এই প্রপঞ্চের উদ্ভবের কারণ-ভূত রজঃ-আদি শক্তিত্রয় ধারণ করিয়াছিলেন; যাঁহার মহিমার ইয়ত্তা নাই; যিনি সকলের উৎকৃষ্ট; যিনি জীবের অন্তর্যামী এবং যাঁহার পন্থা অতি দুর্জ্ঞেয়; আমি সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করি। তিনি সাধুদিগের দুঃখভঞ্জন; পাপীদিগের ধ্বংসের কারণ। তিনি সম্পূর্ণ সত্ত্বমূর্ত্তি এবং তিনিই পারমহংস্য আশ্রমে অবস্থিত সাধুদিগের অন্বেষণীয় আত্মতত্ত্ব দান করেন; আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। যিনি ভক্তদিগের পালনকর্ত্তা; কুযোগীরা যাঁহাকে লাভ করিতে পারে না এবং যিনি অদ্বিতীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে বিহার করিতেছেন, তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। যাঁহার নাম কীর্ত্তন; যাঁহাকে স্মরণ; যাঁহাকে দর্শন; যাঁহাকে বন্দনা; যাঁহার গুণ শ্রবণ ও যাঁহাকে পূজা করিলে সত্তই মনুষ্যের পাপ নষ্ট হয় এবং যাঁহার যশঃ শ্রবণ করিলে লোকে পুণ্য লাভ করে, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। ১১—১৫। যাঁহার চরণসেবা করিয়া বিবেকী ব্যক্তিরা ইহলোক ও পরলোকের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মগতি লাভ করিয়া থাকেন, সেই পুণ্যশ্লোককে নমস্কার, নমস্কার। কি তপস্বী, কি যোগী, কি দাতা, কি যশস্বী, কি মন্ত্রজ্ঞ, কি সদাচারী—কোন ব্যক্তিই যাঁহাতে স্ব স্ব তপস্যাদি সমর্পণ না করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, আমি সেই পবিত্রকীর্ত্তিকে বারংবার নমস্কার করি। কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস ও অন্যান্য পাপিষ্ঠ-জাতিরা ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের আশ্রয় পাইলে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব আমি সেই প্রভুকে নমস্কার করি। যিনি আত্মস্বরূপে ধীর ব্যক্তিদিগের উপাস্য; যিনি অধীশ্বর, বেদময়, ধর্ম্মময় ও তপোময়; ভক্তগণ বিস্ময়ের সহিত অকপট-মনে যাঁহার মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন; সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যে ভগবান্ লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞের পতি, সৃষ্টির পতি, বুদ্ধির পতি, লোকের পতি ও পৃথিবীর পতি এবং যিনি অন্ধক-বৃষ্ণিবংশীয় ভক্তদিগের পতি ও গতি; তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৬—২০। যাঁহার চরণ-চিন্তনরূপ সমাধি দ্বারা বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে জ্ঞানী জন আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে যাঁহাকে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কল্পের প্রারম্ভে ব্রহ্মার অন্তঃকরণে সৃষ্টিবিষয়িণী স্মৃতিশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার আজ্ঞায় শিক্ষাদি-লক্ষণা সরস্বতী সেই কমলযোনির মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞানদশ্রেষ্ঠ ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যে বিভু, মহাভূত দ্বারা এই দেহরূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া অন্তর্যামীরূপে তাহার মধ্যে শয়ান রহিয়াছেন এবং যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতরূপ ষোড়শ কলার প্রকাশক হইয়া সেই সকল গুণ পালন করিতেছেন, তিনি আমার বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল অলঙ্কৃত করুন। ভক্ত ব্যক্তিরা যাঁহার মুখকমলের জ্ঞানময় মকরন্দ-আসব পান করিয়াছিল, সেই বাসুদেব-স্বরূপ ব্যাসদেবকেও নমস্কার করি। অনন্তর মহাত্মা শুক, মহীপতি পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বে নারদ, বেদগর্ভ ব্রহ্মাকে এই জ্ঞানই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, হরির নিকট হইতে তাহা যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেইরূপই বলিয়াছিলেন। ২১—২৫।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

সৃষ্টি-বর্ণন।

দেবর্ষি নারদ স্তুতিপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন,—হে দেবদেব! হে ভূতভাবন! হে অনাদে! আপনাকে নমস্কার করি। যাহা হইতে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারা যায়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহাই উপদেশ করুন। হে প্রভো! এই বিশ্ব যেরূপে প্রকাশ পাইতেছে; যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে; যাঁহার অধীন; যৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট; যাঁহাতে লীন হয় এবং যৎস্বরূপ; আপনি নিশ্চয় করিয়া আমার নিকট তাহা যথাবৎ বর্ণন করুন। এ সমস্তই আপনি বিদিত আছেন; কারণ আপনি—ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান এ সমুদায়েরই কর্ত্তা; সুতরাং হস্তস্থিত আমলকীফলের ন্যায় আপনি জ্ঞান দ্বারা এই অখিল বিশ্বকে নিশ্চয় করিয়াছেন। কে আপনাকে বিজ্ঞান দান করিয়াছে? আপনি কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন? কাহার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছেন? আপনার স্বরূপই বা কি? আমি জানি, আপনি স্বতন্ত্র হইয়াই আপনার মায়া দ্বারা ভূত-সমষ্টি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বয়ং বিকৃত না হইয়া ঊর্ণনাভের ন্যায় অক্লেশে ঐ সকলকে আত্মাতেই পালন করিতেছেন। ১—৫। এই ভূমণ্ডলে কোন্ বস্তু উত্তম, বা অধম, বা মধ্যম কিংবা সমান? মনুষ্যাদি নাম ও দ্বিপদাদি আকার এবং শ্বেত-কৃষ্ণাদি গুণ দ্বারা সূচিত যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ আপনি ভিন্ন অন্য কাহা হইতে সৃষ্ট হইতেছে বলিয়াই আমার জ্ঞান ছিল না; কিন্তু আপনাকে সুদুষ্কর তপস্যা আচরণ করিতে দেখিয়া আমার বুদ্ধি বিমোহিত হইতেছে, ভাবিতেছি বুঝি, আপনি ভিন্ন আর এক জন ঈশ্বর আছেন। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে সর্ব্বেশ্বর! এক্ষণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম;—যাহাতে আমি বুঝিতে পারি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এরূপ আজ্ঞা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন;—বৎস! তোমার এই সন্দেহ প্রশংসনীয়; এই প্রশ্নচ্ছলে তুমি আমার প্রতি কৃপাও প্রকাশ করিলে; কারণ, ইহাতে আমি ভগবানের বিক্রম প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পুত্র! তুমি আমাকে যে ঈশ্বর

বলিয়াছ, এ কথা অসত্য নহে; কারণ আমার ঐ প্রকার প্রভাব আছে; কিন্তু আমা হইতে যে একজন শ্রেষ্ঠতর ঈশ্বর আছেন, বোধ হয় তুমি তাহা জান না; সেই জন্যই এরূপ বলিতেছ। ৬—১০।০ যেরূপ সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্র—গ্রহ-নক্ষত্রাদি প্রকাশ্য পদার্থ সকলকেই প্রকাশ করে, সেইরূপ আমিও স্বপ্রকাশমান বিশ্বকেই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ করিতেছি। যে বাসুদেবের দুর্জ্জয় মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তোমরা আমাকে জগতের কর্ত্তা বলিতেছ, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। মায়া তাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থিতি করিতে সঙ্কুচিত হয়। আমাদিগের ন্যায় মন্দবুদ্ধিরাই উহাতে মুগ্ধ হইয়া "আমি" "আমার" বলিয়া, আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে; বস্তুতঃ কি দ্রব্য, কি কর্ম্ম, কি স্বভাব, কি জীব, বাসুদেব হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহে। কি বেদ, কি স্বর্গাদি পুণ্যলোক, কি যজ্ঞ, নারায়ণ এই সকলেরই কারণ। দেবতারা নারায়ণের অঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। যোগবল, তপস্যাবল, জ্ঞান বা যোগাদির ফলবল, নারায়ণ সকলেরই কারণ। তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন,—এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার সৃষ্টি। কিন্তু সেই সর্ব্বাত্মা নিজে দ্রষ্টা ও সাক্ষীস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার কটাক্ষ-ক্ষেপমাত্রে আজ্ঞা পাইয়া আমি তাঁহারই সৃষ্ট সকলকে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতেছি। ১১—১৭। সত্য বটে তিনি নির্গুণ; কিন্তু সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিমিত্ত মায়া-র সঙ্গে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক গুণত্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াশ্রয় অর্থাৎ পঞ্চভূত, দেবতা এবং ইন্দ্রিয়ের কারণীভূত গুণত্রয়,—কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে সেই নিত্য-মুক্ত মায়া-শূন্য পুরুষকেও মায়ার বিষয় করিয়া বদ্ধ করে। নারদ! সেই অধোক্ষজ পুরুষই আমার এবং অন্যান্য সকলেরই ঈশ্বর। তাঁহার ভক্তেরাই কেবল জীবের উপাধিসত্ত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা তাঁহার গতি নির্ণয় করিতে পারেন। সেই মায়েশ্বর বিবিধ রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া আত্ম-মায়া দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছিলেন। ১৮—২১। সেই পরমেশ্বর কালে অধিষ্ঠিত হইলে ঐ কাল হইতে গুণের বিভাগ জন্মে, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম এই গুণত্রয়ের সমতাভাব দূর হয়, তাহাতেই সৃষ্টির নিমিত্ত উন্মুখতা জন্মে। স্বভাব হইতে রূপান্তরের উৎপত্তি হয় এবং কর্ম্ম হইতে মহত্তত্ত্ব জন্মে; রজঃসত্ত্বোপবৃংহিত সেই মহত্তত্ত্ব হইতে দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক তমোগুণময় আর এক তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। তাহাকে অহঙ্কারতত্ত্ব বলে। সেই অহঙ্কারতত্ত্ব বিকার-প্রাপ্ত হইয়া আবার- সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিনভাগে বিভক্ত হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতার, রাজসিক-অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের এবং তামস-অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-ভূতের উৎপত্তি। তামস অহঙ্কারতত্ত্ব তামসভাবে বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। শব্দ আকাশের সূক্ষ্মরূপ ও অসাধারণ ধর্ম্ম বা গুণস্বরূপ। শব্দ দৃশ্য ও দ্রষ্টা, এই উভয়েরই বোধক; কেননা, কোন ব্যক্তি কোন ভিত্তির অন্তরালে থাকিয়া যদি "ঐ হস্তী" "ঐ হস্তী" বলিয়া শব্দ করে, তাহা হইলে শ্রোতা ঐ শব্দে ঐ হস্তিদ্রষ্টাকে এবং দৃশ্যমান হস্তীকে বুঝিতে পারে। আকাশ বিকৃত হইলে তাহা হইতে বায়ু জন্মে; স্পর্শ বায়ুর গুণ। কারণতারূপে আকাশের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া বায়ু আকাশ-ধর্ম্ম শব্দও ধারণ করিয়া থাকে। ঐ বায়ু হইতে দেহ-ধারণ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতা জন্মে। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও স্বভাব-বলে বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে তেজ জন্মে; রূপ তেজের স্বাভাবিক গুণ। কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু তেজে আকাশধর্ম্ম শব্দ এবং বায়ুধর্ম্ম স্পর্শও অনুভূত হইয়া থাকে। ২২—২৭। তেজ বিকৃত হইলে, তাহা হইতে জল উৎপন্ন হয়; রস জলের স্বাভাবিক গুণ। কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু জলে বায়ুর ধর্ম্ম স্পর্শ, তেজের ধর্ম্ম রূপ এবং আকাশের ধর্ম্ম শব্দ অনুভূত হয়। জল বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে পৃথিবী জন্মে; গন্ধ পৃথিবীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ক্ষিতিতে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই সকলের কারণত্ব সম্বন্ধ থাকাতে ইহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রসেরও আশ্রয়। সাত্ত্বিক-অহঙ্কার-তত্ত্ব বিকৃত হইলে, তাহা হইতে মন এবং চন্দ্র, দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা এই দশ দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। রাজস-অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তি প্রাণ এবং শ্রোত্র, ত্বক্, ঘ্রাণ, চক্ষু, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, মেঢ্র,—এই সকল জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই সকল ভূত, ইন্দ্রিয়, মন ও গুণ, পরস্পর মিলিত না হওয়াতে, শরীর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনন্তর ভগবানের শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহারা ভাবাভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সমষ্টি ও ব্যষ্টিময় উভয়বিধ শরীরকে সৃষ্টি করে। ২৮—৩৩। এই ব্রহ্মাণ্ড সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জলে শয়ান হইয়া থাকিলে পর চৈতন্যদাতা পরমাত্মা অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও স্বভাব অবলম্বন করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়াছেন। সেই পুরুষই সহস্র পাদ, সহস্র চক্ষু, সহস্র বদন ও সহস্র মস্তক ধারণপূর্ব্বক সেই অণ্ড ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন। বৎস! পণ্ডিতেরা কল্পনা করেন, ঐ পুরুষের অবয়ব দ্বারাই লোক সমস্ত অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্ট হয়। যথা;—তাঁহার কটিদেশ প্রভৃতি সপ্ত পশ্চার্দ্ধ দ্বারা অধঃসপ্ত লোক এবং জঘনাদি ঊর্দ্ধ সপ্ত অঙ্গ দ্বারা ঊর্দ্ধ সপ্ত লোক সৃষ্ট হইয়াছে। আর তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সেই মহাত্মার পাদযুগল হইতে ভূর্লোক, নাভি হইতে ভুবর্লোক, হৃদয় হইতে স্বর্লোক এবং বক্ষ হইতে মহর্লোক উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার গ্রীবায় জনলোক, ওষ্ঠদ্বয়ে তপোলোক, মস্তকে ব্রহ্মলোক, কটিদেশে অতল, উরুদ্বয়ে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল, গুল্‌ফদ্বয়ে মহাতল, চরণ-যুগলের অগ্রভাগে রসাতল এবং পাদতলে পাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই পুরুষ এই প্রকারেই লোকময় হইয়া আছেন। আর তাঁহার পাদদ্বয়ে ভূর্লোক, নাভিতে ভুবর্লোক, এবং মস্তকে স্বর্লোক কল্পিত হইয়াছে। ৩৪—৪২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পুরুষের বিভূতি-বর্ণন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস নারদ! সেই বৈরাজ-পুরুষ হরির বিভূতির কথা কি বলিব? তাঁহার মুখ,—আমাদিগের বাগিন্দ্রিয়, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং অগ্নির উৎপত্তি-স্থান। এইরূপ তাঁহার ত্বক্‌প্রভৃতি সপ্ত ধাতু—বেদের; জিহ্বা হব্য, কব্য, অন্ন ও সর্ব্বরসের; দুই নাসারন্ধ্র আমাদিগের প্রাণ ও বায়ুর; ঘ্রাণেন্দ্রিয় অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, অন্তরীক্ষ ও সামান্যাসামান্য গন্ধের; চক্ষু রূপ ও তেজের; চক্ষুর্গোলক স্বর্গ ও সূর্য্যের; কর্ণদ্বয় দিক্ ও তীর্থ সকলের; শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশ ও শব্দের; গাত্র যাবতীয় সামগ্রীর সারভাগ ও সৌভাগ্যের; ত্বক্ স্পর্শ, বায়ু ও যজ্ঞের; রোমরাজি, যজ্ঞের সম্পূর্ণ-সাধন-ভূত বৃক্ষগণের; কেশরাশি মেঘের; শ্মশ্রু বিদ্যুতের; নখ শিলা ও লৌহের; বাহু পালনকর্ত্তা লোকপালদিগের; এবং পদক্ষেপ ভূর্লোক, ভুবর্লো

স্বর্লোকের আশ্রয় ; আর তাঁহার চরণ ক্ষেম, শরণ, নিখিল কাম ও যাবতীয় বরের উৎপত্তি-স্থান। ১—৭। অপিচ তাঁহার শিশ্ন,—জল, শুক্র, সৃষ্টি, মেঘ ও প্রজাপতির এবং উপস্থেন্দ্রিয়,—সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত সম্ভোগজন্য তাপহানির আস্পদ। নারদ! তাঁহার গুহ্যেন্দ্রিয় যম, মিত্র ও পুরীষ-ত্যাগের স্থান এবং তাঁহার গুহ্যদেশ হিংসা, অলক্ষ্মী, মৃত্যু ও নরকের উৎপত্তি স্থান। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ পরাভব, অধর্ম্ম ও অজ্ঞানের ; তাঁহার নাড়ী সকল নদীদিগের ; তাঁহার অস্থিসমূহ পর্ব্বতগণের ; তাঁহার উদর অন্নাদি প্রধান প্রধান রস, সাগর ও ভূত সকলের এবং তাঁহার হৃদয় আমাদিগের সূক্ষ্ম শরীরের আস্পদ-স্বরূপ। সেই পরমাত্মার চিত্ত,—ধর্ম্মের, তোমার, আমার, পুত্র সনকাদির, শ্রীরুদ্রের, বিজ্ঞানের ও সত্ত্বের পরম পদ। ৮—১২। আমি, তুমি, রুদ্র, সনক ও মরীচি আদি অগ্রজ মুনিগণ, সুর, অসুর, নর, নাগ, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ, ভূতগণ, উরগ, পশু, পিতৃগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, বৃক্ষ, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, ধূমকেতু, মেঘ এবং অন্যান্য জল, স্থল বা আকাশবাসী যে সমস্ত জীব জন্তু আছে, তৎসমুদায়ই সেই পুরুষের স্বরূপ। তিনিই ভূত, তিনিই বর্ত্তমান এবং তিনিই ভবিষ্যৎ। তিনি নিজে দশাঙ্গুলিপরিমিত হইলেও এই বিশ্ব আচ্ছাদন করিয়া আছেন। যেরূপ সূর্য্য স্বীয় মণ্ডল প্রকাশ করিয়া তদন্তঃস্থিত বস্তুকেও প্রকাশ করে, সেইরূপ সেই পরম পুরুষ বিরাট্-দেহ প্রকাশ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে এই বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছেন। ১৩—১৭। তিনি অমৃত ও অভয়ের অধীশ্বর ; কারণ, তিনি মৃত্যুর কারণভূত কর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপই অপার মহিমা। ভূরাদি লোক তাঁহার অংশ ; অতএব শ্রুতি আছে, নিখিল লোক তাঁহার পদে অর্থাৎ তদীয় অংশভূত লোকে অবস্থিত। তিনি, ত্রিলোকের মস্তক-স্বরূপ মহর্লোকের ঊর্দ্ধবর্ত্তী লোকত্রয়ে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় নিক্ষেপ করিয়াছেন। নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগকে পুত্রাদিরূপে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ; অতএব ইহাঁদিগের তিন আশ্রম, তাঁহার তিন পাদ এবং ঐ তিনটী আশ্রম, ত্রিলোকের বহির্ভাগে অবস্থিত। কিন্তু গৃহিগণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত আচরণ করেন না ; এজন্য তাঁহাদিগের আশ্রম ত্রিলোকের অন্তর্ব্বর্ত্তী। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বতঃসঞ্চারী বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ভোগ এবং মুক্তিলাভের সাধনভূত উভয় পথে বিচরণ করিয়া থাকেন ; অতএব অবিদ্যা ও বিদ্যা—উভয়ই তাঁহাকে আশ্রয় করে। তাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড এবং ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণাত্মক বিরাট্-দেহ উদ্ভূত হইয়াছে ; কিন্তু যেরূপ সূর্য্য, কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে কেবল তাপমাত্র দান করিয়া তাহাকে অতিক্রমণ করেন, সেইরূপ বিরাট্ পুরুষও, ঐ বিশ্ব এবং বিরাট্ দেহ—উভয় হইতেই পৃথক্। ১৮—২২। আমি সেই মহাত্মার নাভিপঙ্কজ-গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যজ্ঞ-সাধন সামগ্রী সকল তাঁহার অঙ্গ হইতে ভিন্ন বলিয়া আমার জ্ঞান ছিল না। পশু, বনস্পতি, কুশ, যজ্ঞ-ভূমি, বসন্তাদি কাল, যবাদি ওষধি, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহসামগ্রী, মধুরাদি রস, সুবর্ণাদি ধাতু, মৃত্তিকা, জল, ঋক্, যজুঃ, সাম, হোত্রাদি কর্ম্ম, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের নামসমূহ, স্বাহা প্রভৃতি মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতাদিগের অনুক্রম, কল্প, সঙ্কল্প, গতি, মতি, প্রায়শ্চিত্ত ও আচরিত কার্য্যের ভগবানে সমর্পণ,—এই সকল যজ্ঞসাধন সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্ থাকিতেও আমি তাহার অঙ্গ দ্বারাই সমস্ত আহরণ করিয়াছিলাম। এইরূপে তাঁহার অঙ্গ হইতে যজ্ঞসামগ্রী আহরণ করিয়া আমি পশ্চাৎ সেই যজ্ঞ দ্বারাই যজ্ঞরূপী পরম পুরুষ পরমেশ্বরের যজ্ঞ করিয়াছিলাম। ২৩—২৮। অবশেষে তোমার ভ্রাতৃগণ এই নয় প্রজাপতি, মনুগণ, অপরাপর ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবতাগণ, দৈত্যগণ ও মনুষ্যগণ স্ব স্ব অবসর-ক্রমে ব্রতধারণ করিয়া ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রাদিরূপে প্রকাশমান অথচ অব্যক্তআত্মস্বরূপে প্রকাশমান পুরুষের যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৎস! এই বিশ্ব সেই ভগবান্ নারায়ণে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি নির্গুণ ; কিন্তু সৃষ্টির সময় মায়ার সংসর্গে মহৎ গুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিদেশানুসারেই আমি সৃষ্টি করিতেছি। মহাদেবও তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই সংহারকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন। ভগবান্ এই প্রকারেই তিন শক্তি অবলম্বন করিয়া আছেন। বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহা তোমাকে এই বলিলাম। কার্য্যকারণময় যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। ২৯—৩৩। নারদ! আমি ভক্তিসহকারে হরিকে অন্তঃকরণে ধ্যান করিয়া থাকি ; সেই জন্যই আমার বাক্য ও আমার মনের গতিও কখন মিথ্যা হয় না এবং আমার ইন্দ্রিয়বর্গ কখন কুপথে গমন করে না। আমি বেদময় ও তপোময়। প্রজাপতিরাও আমাকে তাঁহাদিগের অধীশ্বর বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। আমি একান্ত-মনে যোগ অবলম্বন করিয়াও রহিয়াছি ; তথাপি যাঁহা হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, তাঁহাকে জানিতে পারিলাম না। আকাশ যেরূপ স্বয়ং নিজের অন্ত প্রাপ্ত হয় না ; সেইরূপ ভগবান্ আপনিই স্বীয় মায়ার অবধি নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না ; অন্য দেবতার ত কথাই নাই ; অতএব আমি তাঁহার চরণে নমস্কার করি। জীব তাঁহার চরণে শরণ লইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। নিখিল মঙ্গলের নিধানভূত তাঁহার সেই চরণ স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ। যখন রুদ্র, তোমরা ও আমি—তাঁহার স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারি নাই, তখন অন্য দেবতারা কিরূপে পারিবেন? আমরা তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে বলিতেছি, এই বিশ্ব তাঁহার মায়া দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। আমরা তাঁহার কর্ম্ম ও অবতার কীর্ত্তন করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সক্ষম হই না ; অতএব সেই ভগবান্কে আমি নমস্কার করি। ৩৪—৩৮। সেই জন্মরহিত আদিপুরুষ, কল্পে কল্পে আপনিই আপনা দ্বারা আপনাকে আপনাতে সৃজন ও পালন করিতেছেন। তিনি, বিশুদ্ধ সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ ; সকলের অন্তর্য্যামী, সন্দেহ-রহিত ও নির্গুণ ; তজ্জন্য তাঁহাতে গুণক্ষোভ-জনিত কোন চাপল্য নাই। তিনি সত্য, পরিপূর্ণ, জন্ম-নাশ-রহিত, নির্গুণ এবং নিত্য অদ্বৈত। মুনিদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন নির্ম্মল হইলেই তাঁহারা তাঁহাকে এরূপে জানিতে পারেন। কিন্তু কুতর্ক দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেই তাঁহার ঐ রূপ তিরোহিত হয়। নারদ! যে পুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, তিনিই ভগবানের প্রথম অবতার। তদ্ভিন্ন অদৃষ্ট, স্বভাব, কার্য্য ও কারণরূপা প্রকৃতি, মন, মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টিভূত বিরাট্-শরীর, বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম, আমি, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতিগণ, অন্যান্য দেবর্ষিগণ, স্বর্লোক-পাল ; খলোকপাল, মনুষ্য-লোকপাল, পাতালাদি-পাল, গন্ধর্ব্বপতি, বিদ্যাধরপতি, চারণপতি, যক্ষপতি, উরগপতি, নাগপতি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, পিতৃশ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর, দানবেন্দ্র, প্রেতপতি, পিশাচপতি, ভূতনাথ, কুষ্মাণ্ডাধিপতি, যাদোনাথ, মৃগরাজ, পক্ষিরাজ এবং লোকে যে কিছু ঐশ্বর্য্যশালী, তেজঃশালী, ইন্দ্রিয়-শক্তি-সম্পন্ন, মনঃশক্তি-সম্পন্ন, বলবান্, ক্ষমাবান্, শোভাশালী, সম্পত্তি-সম্পন্ন, লজ্জাশালী, বুদ্ধিমান্, অদ্ভুতবর্ণশালী, রূপসম্পন্ন ও বিরূপাকৃতি, সে সকলই সেই পরতত্ত্ব অর্থাৎ পরম পুরুষ ভগবানের বিভূতি বা অবতার। নারদ! সেই নানারূপী পুরুষের অন্যান্য যে সকল লীলাবতার আছে,

তাহা শ্রবণ করিলে কর্ণের মলিনত্ব নষ্ট হয়। আমি, সেই সকল অতিসুন্দর অবতার কীর্ত্তন করিতেছি; তুমি কর্ণপুট দ্বারা পান কর। ৩৯—৪৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

ভগবানের লীলাবতার-বর্ণন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! সেই অনন্তপুরুষ পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বযজ্ঞময় বরাহদেহ ধারণ করিয়া সাগরগর্ভে আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দংষ্ট্রা দ্বারা বিদারিত করেন। তিনি, প্রজাপতি রুচির ঔরসে এবং আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া দক্ষিণার গর্ভে সুযম প্রভৃতি অমরশ্রেষ্ঠদিগকে উৎপাদন করেন। অনন্তর তৎকর্ত্তৃক ত্রিলোকের মহতী পীড়া নষ্ট হইলে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহাকে 'হরি' নামে অভিহিত করেন। দ্বিজ! তিনি কর্দ্দম প্রজাপতির গৃহে দেবহূতির গর্ভে নয়টী ভগিনীর সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় জননীকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মালিন্যের হেতুভূত গুণসঙ্গরূপ পঙ্ক এই জন্মেই ধৌত হইয়া যায়; সুতরাং তিনি মুক্তিলাভ করেন। বৎস! অত্রি, সেই ভগবানকে পুত্ররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, 'আমি আমাকেই দান করিলাম,' সেই জন্য তাঁহার নাম 'দত্ত' হইল। যদু ও হৈহয় প্রভৃতি সকলে তাঁহার চরণ-পঙ্কজের পরাগরেণু দ্বারা দেহ পবিত্র করিয়া ভোগ এবং মুক্তি-রূপা যোগসমৃদ্ধি লাভ করেন। আমি বিবিধ লোক সৃষ্টি করিবার জন্য পূর্ব্বে যে 'সন' অর্থাৎ অখণ্ডিত তপস্যা করি, ভগবান্ তাহা হইতে সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন,—এই চারি 'সন' রূপে উৎপন্ন হন এবং পূর্ব্বকল্পের প্রলয়কালে যে আত্ম-তত্ত্ব নষ্ট হয়, তিনি তাহাই ঐ সকল ঋষিদিগকে উপদেশ করেন। ঋষিগণ তাঁহার নিকট শ্রবণমাত্রই সেই আত্মজ্ঞান হৃদয়ে দর্শন করিয়াছিলেন। ১—৫। অনন্তর ভগবান্, দক্ষের দুহিতা ও ধর্ম্মের ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে অসাধারণ-প্রভাব-সম্পন্ন নর-নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হন। তখন অনঙ্গের সেনাস্বরূপ অপ্সরোগণ তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে আগমন করে; কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদেরই প্রতিরূপ উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গীয় বারনারীগণ তাঁহার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে, তখন তাহারা চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইল; আর তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। রুদ্রাদি কৃতি-কুশলেরা কন্দর্পকে ক্রোধদৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু ক্রোধকে দগ্ধ করিতে পারেন না; ক্রোধই তাঁহাদিগকে অসহ্য-রূপে দগ্ধ করিতে থাকে। কিন্তু সেই ক্রোধ হরির নির্ম্মল অন্তঃ-করণে প্রবেশ করিতে ভীত হয়, অতএব কাম আর কিরূপে তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিবে? অনন্তর ধ্রুবাবতারে হরি, রাজা উত্তান-পাদের সমক্ষে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বাল্যকালেই তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনে গমন করিয়াছিলেন এবং পিতার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ধ্রুবলোক দান করেন। উপরে ভৃগু প্রভৃতি মুনি এবং নিম্নে সপ্ত দেবর্ষিগণ সেই ধ্রুবলোকের স্তব করিয়া থাকেন। বেণ রাজা উৎপথগামী হওয়াতে ব্রহ্মশাপরূপ বজ্রে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও পৌরুষ দগ্ধ হয়; তিনি নরকে গমন করেন। নারায়ণ ঋষিদিগের প্রার্থনায় তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করত 'পুত্র' শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই অবতারে তিনি পৃথিবী হইতে অশেষ রত্নও দোহন করিয়াছিলেন। নারায়ণ, অগ্নিপুত্র নাভির ভার্য্যা সুদেবীর গর্ভে ঋষভরূপে অবতীর্ণ হন এবং ঋষিগণ যাহাকে পারমহংস্য পদ বলিয়া থাকেন; স্বস্থ, শান্তেন্দ্রিয়, বিষয়াসক্তিহীন, সুতরাং জড়ের ন্যায় হইয়া তিনি তাহাই চিন্তা করিয়াছিলেন। ৬—১০। অনন্তর হয়গ্রীব অবতারে এই ভগবানই অশ্ব-মস্তক ধারণ করিয়া আমার যজ্ঞে অবতীর্ণ হন এবং স্বর্ণবর্ণ, বেদময়, যজ্ঞময় ও নিখিল দেবময় হইয়া প্রকাশ পান। এই অবতারে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে মনোহর বেদবাক্য সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। বৈবস্বত মনু, যুগের অবসানকালে তাঁহাকে পৃথিবীময়, সুতরাং জীবসমূহের আশ্রয়ভূত মৎস্যরূপে দর্শন করেন। তখন প্রলয় উপস্থিত দেখিয়া ভয়ে আমার মুখ হইতে যে বেদবাণী ভ্রষ্ট হয়, মৎস্য সেই বেদবাণী লইয়া সলিলগর্ভে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। দেব ও দানব অমৃত-লাভের নিমিত্ত ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, সেই আদিদেব কূর্ম্মরূপে স্বপৃষ্ঠে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। তখন সেই পর্ব্বতের পরিভ্রমণ জন্য তাঁহার পৃষ্ঠ-কণ্ডুর ঘর্ষণ হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইয়াছিল। দেবতা-দিগের ভয়ভঞ্জন ভগবান্ অবশেষে নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া, গদা-হস্তে ধাবমান দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে নিমেষমাত্রেই নখ দ্বারা বিদারণ করিয়াছিলেন। এই অবতারে তাঁহার মুখ, ঘূর্ণমান ভ্রূকুটী ও দংষ্ট্রা দ্বারা বিকৃত হওয়াতে অতি ভীষণ হইয়াছিল। বৎস! জল মধ্যে এক বলশালী কুম্ভীর আসিয়া এক গজযূথ-পতির পাদদেশ ধারণ করাতে গজরাজ তাহাতে ব্যথিত হইয়া 'হে কমল-কর! হে আদিপুরুষ! হে অখিল-লোকনাথ! হে পবিত্র-নামন্! হে পাবনকীর্ত্তে!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। তখন চক্রধারী হরি তাহাকে শরণাগত জানিয়া কৃপাবশে গরুড়-বাহনে উপস্থিত হন এবং চক্রাঘাতে সেই কুম্ভীরকে বধ করিয়া শুণ্ডধারণপূর্ব্বক হস্তীকে উদ্ধার করেন। ১১—১৬। বামনাবতারে ঈশ্বর অদি-তির অন্যান্য পুত্রদিগের কনিষ্ঠ হইলেও গুণে সকলেরই জ্যেষ্ঠ ছিলেন; কারণ তিনি পদ দ্বারা এই ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া-ছিলেন। এই অবতারে তিনি বলির যজ্ঞে ত্রিপাদচ্ছলে পৃথিবী গ্রহণ করেন। ভগবান্ সকলেরই প্রভু বটেন; কিন্তু ধর্ম্ম-পথে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তিদিগকে বিনা যাচ্ঞায় ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করা উচিত নহে বলিয়াই তিনি দৈত্যেন্দ্রের নিকট যাচ্ঞা করেন। নারদ! যে বলি, মহাপুরুষের পাদ-প্রক্ষালনজল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং শুক্রাচার্য্য বারণ করিলেও যিনি নিজ প্রতিজ্ঞা অন্যথা না করিয়া বামন-মূর্ত্তি ভগবানের তৃতীয় চরণ পূরণ করিবার নিমিত্ত মনে মনে স্বীয় দেহ পর্য্যন্তও তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য কি পুরুষার্থ হইতে পারে?—কখনই নহে। এইজন্যই ভগবান্ তাহা হরণ করিয়াছিলেন। নারদ! নারায়ণের প্রতি তোমার ভক্তি সাতিশয় বৃদ্ধি পাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া হংসাবতারে তোমাকে যোগ এবং আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। বাসুদেবের শরণাগত না হইলে, কেহই ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ভগবান্ ত্রিলোকের উপরিস্থিত সত্যলোকে আপনার মনোহারিণী কীর্ত্তি বিস্তারপূর্ব্বক মন্বন্তররূপে অবতীর্ণ হন এবং স্বীয় তেজোরূপ সুদর্শন চক্র দ্বারা দুষ্ট নৃপতিবর্গের দণ্ড বিধান করেন। কীর্ত্তি-স্বরূপ ভগবান্ লোকে ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় নাম দ্বারাই বিষম ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগনাশ করিয়াছিলেন। সেই জীবনদাতা এই অবতারেই দৈত্যাপহৃত যজ্ঞের ভাগ পুনর্ব্বার লাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন। ১৭—২১। ক্ষত্রিয়েরা বেদমার্গ ছাড়িয়া ব্রাহ্মণদিগের হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হইল যেন, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নরক কামনা করিতেছে; বিধাতা যেন জগৎকে বিনষ্ট করিবার জন্যই

তাহাদিগকে এতাদৃশ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সেইজন্ত ভগবান্ ভূঃসহবীর্য্য পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সুতীক্ষ্ণ পরশু দ্বারা একবিংশতি বার পৃথিবীর সেই কণ্টক দূর করিয়াছিলেন। সেই মায়েশ্বর, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া চারি অংশে ইক্ষাকুবংশে জন্ম লইয়া পিতার আজ্ঞাক্রমে স্ত্রী ও ভ্রাতার সহিত বনে গমন করেন। তথায় রাবণ তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বে মহাদেব যেরূপ ত্রিপুর দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র সেইরূপ শত্রুপুরী লঙ্কা দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, সাগর ভয়ে কম্পমান হইয়া তাঁহাকে পথ প্রদান করেন। দুর্ব্বৃত্ত রাবণ তাঁহার প্রিয়তমা বনিতা সীতাকে হরণ করাতে ক্রোধে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাতে সাগরচর মকর, উরগ, ও নক্রসমূহ দগ্ধ হইতে থাকে; তাহা দেখিয়া সমুদ্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে পথ প্রদান করিলেন। রাবণের বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের দন্ত চূর্ণীকৃত ও দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে দিক্ সকল শুভ্রবর্ণ হওয়াতে রাবণ আপনাকে দিগ্বিজয়ী মনে করিয়া গর্ব্ব বশতঃ হাস্ত করিয়াছিল; রাম, যুদ্ধস্থলে নিজ ও পরসৈন্তের মধ্যে বিচরণকারী সেই দারাপহারকের সেই হাস্ত শরাসনের টঙ্কার দ্বারাই প্রাণের সহিত হরণ করিলেন। ২২—২৫। অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ, অসুরাবতার রাজাদিগের সেনা দ্বারা বিমর্দ্দিত পৃথিবীর ক্লেশ-হরণের নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশস্বরূপে রাম-কৃষ্ণরূপ ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মহিমাব্যঞ্জক নানা কার্য্য করিলেন। দেখ, বাল্যকালে পূতনার জীবন-হরণ, তিন মাস বয়ঃক্রমকালে পদাঘাতে শকট-ভঞ্জন এবং জানু দ্বারা চলিতে চলিতে মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া গগনস্পর্শী যমলার্জ্জুন বৃক্ষের উন্মূলন, এ সকল কার্য্য ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কে করিতে পারে? গোষ্ঠে গাভী ও গোপালগণ যমুনার বিষ-মিশ্রিত বারি পান করিয়া বিচেতন হইলে কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জীবিত করেন এবং সেই নদীজলের বিশুদ্ধি-সম্পাদনের নিমিত্ত তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া বিকট-বিষ-প্রভাব-সম্পন্ন লোলজিহ্ব কালিয় সর্পকে দমন করেন। এই সকল কার্য্য অন্য কোন ব্যক্তিতেই বা সম্ভব হইতে পারে? কালিয়-দমনের রাত্রিতে ব্রজবালকেরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রাগত হইলে নিদাঘ-কালীন পরিশুষ্ক অটবী দাবাগ্নি-প্রভাবে জ্বলিয়া উঠে; তাহাতে বালকদিগের প্রাণ নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন হওয়াতে অচিন্ত্য-বীর্য্য শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। এই কার্য্যটীও অলৌকিক। তাঁহার জননী যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য যত রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমুদায়েই তাঁহাকে বন্ধন করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর গোপী তাঁহার বিজৃম্ভিত বদন-বিবরে চতুর্দ্দশ ভুবন নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন; ইহাও লৌকিক নহে। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তিতে ইহা সম্ভব হইতে পারে? ২৬—৩০। তিনি বরুণের পাশভয় হইতে নন্দকে মুক্ত করেন। ময়পুত্র ব্যোম ব্রজবালকদিগকে হরণ করিয়া, এক বিলমধ্যে গোপন করিয়া রাখিলে, হরি তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে মুক্ত করিলেন; এবং যে সকল গোপ কেবল দিবাভাগে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত এবং নিশাকালে নিদ্রায় অভিভূত থাকিত, তাহাদিগকে বৈকুণ্ঠে স্থান দান করিয়াছেন। ইহাও অতি আশ্চর্য্য ও অলৌকিক। তাঁহার সপ্ত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গোপগণ ইন্দ্র-যজ্ঞের অনিষ্ট করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র, সপ্ত দিন বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি দয়াবশে গোবর্দ্ধন গিরি অনায়াসে ধারণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যও লৌকিক নহে। তিনি রাসলীলায় অভিলাষী হইয়া শুক্ল জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সুদীর্ঘ আলাপ-সহকারে অতি সুললিত সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হন। তজ্জন্য গোপীরা মদন-বাধায় ব্যথিত হইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, কুবেরানুচর শঙ্খচূড় তাহাদিগকে হরণ করিয়াছিল। কৃষ্ণ সেই কারণে তাহার শিরশ্ছেদন করেন। ইহাও অলৌকিক কার্য্য। বলরাম প্রভৃতি সেই কৃষ্ণের কপট-নাম মাত্র। অতএব প্রলম্ব, খর, বক, কেশী, অরিষ্ট, মল্ল, কুবলয়াপীড, যবন, কপি, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, নরক, বল্বল, দন্তবক্র, সপ্তোক্ষ, শম্বর, বিদূরথ ও রুক্মী প্রভৃতি এবং কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয় প্রভৃতি অন্যান্য যে কেহ ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অতিশয় দর্প করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া, বৈকুণ্ঠে গমন করিল। এই কার্য্যও অলৌকিক। ৩১—৩৫। অহো! যুগে যুগে কালবশে মনুষ্যদিগের বুদ্ধি সঙ্কুচিত এবং পরমায়ু অল্প হইয়া আসিতেছে দেখিয়া হরি ভাবিয়াছিলেন, "সংস্কৃত বেদের পার গমন করা তাহাদিগের দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে"; তাহাতে সেই ভগবান্ই সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে উৎপন্ন হইয়া বেদতরুর শাখা বিভাগ করেন। দেবদ্বেষী অসুরগণ উত্তমরূপে বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া, ময়দানবকর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত দুর্লক্ষ্যবেগ পুরী দ্বারা লোকদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান্ সেই অসুরদিগের বুদ্ধির ভ্রমসাধন ও লোভ উৎপাদনার্থ বুদ্ধাবতার হইয়া পাষণ্ড-বেশে তাহাদিগকে নানা উপধর্ম্মের উপদেশ দেন। কলিযুগের শেষকালে যখন সাধুদিগের আলয়েও আর হরিকথা হইবে না; যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নাস্তিক হইয়া উঠিবে; যখন শূদ্রেরা রাজ্য শাসন করিবে এবং যখন স্বাহা, স্বধা ও বষট্কার-বাণী আর শুনা যাইবে না; ভগবান্ তখনই কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির শাসন করিবেন। বৎস! সৃষ্টিকালে অস্মদাচরিত তপস্যা, আমি স্বয়ং ও নয় জন প্রজাপতি; স্থিতিকালে ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনু, দেবেশ ও অবনীশগণ এবং সংহারকালে অধর্ম্ম, হর ও ক্রোধবশ উরগ প্রভৃতি দেবতাগণ—সকলেই সেই বিপুল-শক্তিধারী ভগবানের মায়া ও বিভূতি। নারদ! কেহই বিষ্ণুর বিভূতি গণনা করিতে পারে না। যিনি পৃথিবীর পরমাণু গণনা করিয়াছেন, তিনিও কি তাহা গণনা করিতে পারেন? বিষ্ণু এক সময় স্বীয় প্রতিঘাত-শূন্য চরণ-বেগে গুণত্রয়ের ঐক্যরূপ অধিষ্ঠান কম্পিত করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন; তাহাতে সত্যলোকও কম্পিত হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি উহাকে ধারণ করিয়াছিলেন। তোমার অগ্রজ এই সকল মুনি এবং আমি সেই মায়াবল-সম্পন্ন পুরুষের অন্ত জানিতে সক্ষম হই নাই। যাঁহারা পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি প্রকারে জানিতে পারিবেন? আদিদেব অনন্ত, সহস্র-মুখে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াও আজি পর্য্যন্ত অন্ত পান নাই। যাঁহাদিগের প্রতি ভগবানের করুণা আছে, তাঁহারা অকপটে ও একাগ্রমনে তাঁহার চরণে শরণ লইলে অতি দুস্তর দেবমায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। কুক্কুর ও শৃগালগণের আহার-ভূত এই অনিত্য দেহে 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া তাঁহাদিগের আর অভিমান থাকে না। ৩৬—৪২। আমি, সনকাদি তোমরা, ভগবান্ ভব, দৈত্যবর প্রহ্লাদ, মনুপত্নী, স্বয়ং মনু, মনুর পুত্রদ্বয় ও কন্যাগণ, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহ, গাধি, অম্বরীষ, সগর, গয়, যযাতি, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অংশু, রন্তিদেব, দেবব্রত, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ এবং বিভীষণ, হনুমান্, শুক, অর্জ্জুন, আর্ষ্টিষেণ, বিদুর ও শ্রুতদেব প্রভৃতি অন্যান্য মহাত্মাগণ তাঁহার যোগমায়া জ্ঞাত আছেন। অধিক

কি,—স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর ও অন্যান্য পাপজীবী ও অসভ্য-জাতিরাও সেই আশ্চর্য্য-বিক্রমের ভক্ত হইলে এবং সাধুচরিত্র শিক্ষা করিলে, দেবমায়া বঝিতে এবং তাহা হইতে মুক্তিও পাইতে পারেন; অতএব যাঁহারা অনন্যমনে ভগবানের রূপ ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা জানিতে ও তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। ৪৩—৪৬। মুনিগণ যাঁহাকে সততপ্রশান্ত, নিত্য-সুখময়, শোকশূন্য, ভয়রহিত, জ্ঞানস্বরূপ, নির্ম্মল, বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধহীন ও পরমার্থতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহাকে কোন শব্দ দ্বারা জানিতে পারা যায় না; যাঁহার উৎপত্তি প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফল নাই এবং মায়া যাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়; তিনিই ভগবানের স্বরূপ। যেরূপ দরিদ্র ধনক সমৃদ্ধিলাভ করিয়া খনন-সাধন খনিত্র পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যত্নশীল যোগীরা সেই ভগবানে মনকে নিশ্চয়রূপে ধারণ করিতে পারিলে, ভেদভ্রম-নিরাসক জ্ঞানকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন। আর সেই ভাগবানই সর্ব্বফলপ্রদ; কারণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মনুষ্যগণ যে সকল শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; প্রসিদ্ধি আছে, ইনি সে সকলেরই প্রবর্ত্তক। উপাদান-বিনাশে দেহ বিনষ্ট হইলেও যেরূপ সেই দেহমধ্যবর্ত্তী আকাশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মরূপ সেই পুরুষও ঐ দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হন না; কারণ, তাঁহার জন্ম নাই। তাত! আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট সেই ভগবানের স্বরূপ এই বর্ণন করিলাম। কার্য্য ও কারণ স্বরূপ সমুদায় বস্তুই সেই কারণরূপী নারায়ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাকে ভগবান্ যে এই সমস্ত বলিয়াছিলেন, ইহারই নাম ভাগবত। এই ভাগবত তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সংগ্রহস্বরূপ। তুমি ইহাকে বিস্তার করিয়া বর্ণন কর। যেরূপে সর্ব্বাত্মা অখিলাধার ভগবান্ হরিতে মনুষ্যদিগের ভক্তি জন্মিতে পারে, তুমি বিচার করিয়া সেইরূপে এই ভাগবত বর্ণন কর। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের মায়া বর্ণন করেন; যিনি তাহাতে আনন্দিত হন এবং যিনি শ্রদ্ধার সহিত তাহা নিত্য শ্রবণ করেন,—তাঁহাদিগের আত্মা মায়ামুগ্ধ হন না। ৪৭—৫৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ভাগবত-বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে তত্ত্বজ্ঞ-শিরোমণে! দেবদর্শন নারদ, গুণাতীত ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা পাইয়া যে যে ব্যক্তির নিকট যে যে প্রকার অদ্ভুতবীর্য্য হরির তত্ত্ব কহিয়াছিলেন, তাহা জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। হে মহাভাগ! আপনি হরি-কথা কহিতে থাকুন; শুনিতে শুনিতে আমি বিষয়-সঙ্গরহিত মনকে সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারিব। যে ব্যক্তি ভগবানের চরিত্র শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন, অথবা যিনি তাহা গান করেন, ভগবান্ অবিলম্বেই তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন শরৎকাল সমাগত হইলে সলিলের মালিন্য দূর হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ কর্ণবিবর দ্বারা সাধুদিগের হৃদয়-কমলে প্রবেশ করিয়া, তাহার সমস্ত মলিনত্বই পরিষ্কার করিয়া দেন। ১—৫। পথিক যেরূপ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না; আত্মা ধৌত হইলে পর, পুরুষ,—সেইরূপ কৃষ্ণের পাদমূল ত্যাগ করিতে অভিলাষী হয় না। ব্রহ্মন্! ভূতের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই; তথাপি যে ভূতের দ্বারা তাঁহার এই দেহের উৎপত্তি হইয়াছে, সে কি তাঁহার আপনার ইচ্ছা, অথবা কোন কার্য্যের ফল? আপনি সে সমুদায় জ্ঞাত আছেন। যে পুরুষের নাভি হইতে লোকসৃষ্টির নিদানভূত পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছিল; আপনি বলিলেন, লৌকিক পুরুষ যেরূপ আপন পরিমাণোপযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধারণ করেন, সেইরূপ তিনিও স্বপরিমাণোপযুক্ত অবয়ব ধারণ করিয়া আছেন। ভূত-নিয়ন্তা ব্রহ্মা যাঁহার অনুগ্রহে ভূত সৃষ্টি করিতেছেন এবং যাঁহার নাভিতে উৎপন্ন হইয়া, যাঁহার কৃপায় যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, সেই মায়েশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসকর্ত্তা সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আপনার মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ স্বরূপ অবলম্বন করিয়া, যে স্থানে শয়ন করিয়া আছেন, উহা আমার নিকট উল্লেখ করা আপনার কর্ত্তব্য। ৬—১০। আপনি বলিলেন, এই পুরুষের অবয়ব দ্বারাই লোকপাল লোক সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার আপনার মুখেই শুনিলাম, লোকপাল ও লোক সকল দ্বারা ইঁহার অবয়ব-সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কি? মহাকল্প এবং অবান্তর কল্পের পরিমাণ কি? ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানশব্দ-বাচ্য কালেরই বা কিরূপে পরিমাণ করিতে হয়? স্থূল দেহাভিমানী মনুষ্যের, পিতৃগণের ও দেবাদির পরমায়ুর যত পরিমাণ; যে কারণে কালের গতি কখন মহতী, কখন বা অল্পীয়সী দেখিতে পাওয়া যায়; ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মলব্ধ স্থানসমূহের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ এবং গুণত্রয়ের পরিণামস্বরূপ দেবাদিরূপ লাভ করিতে অভিলাষী জীবদিগের মধ্যে যে, যে অবস্থায় যে প্রকারে কর্ম্মসমষ্টি প্রাপ্ত হয়; আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। পৃথিবী, পাতাল, দিক্, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র ও দ্বীপ এবং এই সকল স্থানবাসী প্রাণীদিগের যে প্রকারে সৃষ্টি হইয়াছে, বাহ্য ও অভ্যন্তর ভাগে ব্রহ্মাণ্ডের যত পরিমাণ; মহত্তের যেরূপ চরিত্র এবং তাঁহাদের বর্ণ ও আশ্রম যে যে প্রকারে নির্দ্ধারণ করা যায়; যুগসংখ্যা; যুগের পরিমাণ; যুগে যুগে যেরূপ ধর্ম্ম,—তৎ সমস্তই কীর্ত্তন করুন। হরির অত্যাশ্চর্য্য অবতার এবং কার্য্যই বা কি কি? মানবদিগের সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম কি? বর্ণ ও আশ্রম-মতে তাহা-দিগের যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহাই বা কিরূপ? ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী, রাজর্ষি ও বিপন্ন ব্যক্তিদিগেরই বা কি ধর্ম্ম? ১১—১৮। প্রকৃতি প্রভৃতির সংখ্যা কত? তাহাদিগের স্বরূপ ও লক্ষণই বা কি? দেবপূজার প্রকার কি? অষ্টাঙ্গযোগের বিধিই বা কিরূপ? যোগেশ্বরদিগের ঐশ্বর্য্যের গতি কি? কিরূপে যোগীদিগের সূক্ষ্ম শরীর লয় পায়? বেদ, উপবেদ, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণের গতিই বা কিরূপ? সর্ব্বভূতের অবান্তর প্রলয় কিরূপে হয়? স্থিতি ও মহাপ্রলয়ই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে? অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কাম্য কর্ম্ম ও ধর্ম্মার্থকামের বিধি কিরূপ? লীনোপাধি জীবদিগের কিরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে? নাস্তিকই বা কি প্রকারে উদ্ভূত হয়? আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ কিরূপে হইয়া থাকে? তিনি আপনার স্বরূপেই বা কি ভাবে অবস্থিতি করেন? স্বেচ্ছাধীন ভগবান্, মায়া দ্বারা কিরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন? কি প্রকারেই বা সেই মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি প্রলয়কালে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিতি করেন? ভগবন্! আমি এই সমস্ত বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আমূলতঃ তৎসমুদায় যথাবৎ কীর্ত্তন করুন। ১৯—২৪। আত্মভূ ব্রহ্মার ন্যায় আপনি এই সকল বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ। অন্য মুনিগণ, পূর্ব্ববর্ত্তী মুনিদিগের বর্ণিত বিষয়ই কহিয়া থাকেন। মহামুনে! উপবাস ও ব্রহ্মশাপ প্রযুক্ত ভয় হেতু আমার প্রাণ চঞ্চল হয় নাই। কারণ আমি আপনার বাক্যরূপ সাগর হইতে নিঃসৃত হরিকথারূপ অমৃত পান করিতেছি। সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! যোগিশ্রেষ্ঠ শুকদেব সভাস্থলে

ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিতের—নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মার নিকট বিষ্ণু যে বেদতুল্য ভাগবত পুরাণ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহাই কহিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ অন্যান্য যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন; তিনি একে একে সে সকলেরই উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৫—২৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

শুকদেবের ভাগবতারম্ভ।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! যেরূপ স্বপ্নে দৃশ্যমান দেহাদির সহিত স্বপ্নদ্রষ্টার সম্বন্ধ অসম্ভব, সেইরূপ পরমপুরুষ বিষ্ণুর মায়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে দেহাদির সহিত আত্মার প্রকৃত সম্বন্ধ হইতে পারে না। আত্মা, বহুরূপিণী মায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া, বহুরূপ বলিয়া প্রতিভাত হন এবং মায়াগুণে দেহাদিতে 'আমি', 'আমার' বলিয়া অভিমান করেন। আর যখন তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট স্বীয় মহিমায় অবস্থিত থাকিয়া বিহার করেন, তখনই 'আমি', 'আমার'; এই দুই অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ভগবান্ অকপট তপস্যায় সেবিত হইয়া স্বীয় জ্ঞানময় স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে যাহা বলিয়াছিলেন; তত্ত্বজ্ঞান-লাভার্থ জীবগণের তাহা অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। জগতের পরম গুরু আদি-দেব ব্রহ্মা, আপনার অবলম্বনস্থান পদ্মে উপবেশন করিয়া সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে জ্ঞানে নিশ্চয়ই এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে পারিবেন এবং যাহাতে সৃষ্টির প্রকার জানা যাইবে, তিনি কোন মতেই তাহা লাভ করিতে সক্ষম হইলেন না; তখন চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে দুই অক্ষরে গ্রথিত একটী শব্দ বারি-মধ্য হইতে তাঁহার সন্নিকটেই দুইবার উচ্চারিত হইল। ঐ দুই বর্ণের মধ্যে প্রথমটী স্পর্শবর্ণের ষোড়শ (ত) এবং দ্বিতীয়টী একবিংশ (প)। নৃপ! ঐ বাক্যর "তপ" শব্দটীকে পণ্ডিতেরা নির্দ্ধনের অর্থাৎ সাংসারিক-সম্পত্তিশূন্য তপস্বিগণের ধন কহিয়া থাকেন। কমলযোনি ঐ শব্দটী শ্রবণ করিয়া "কে উহা উচ্চারণ করিল" দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তপস্যাকেই আপনার হিতসাধন বিবেচনা করিয়া পদ্মাসনে আসীন হইলেন এবং তাহাতেই মনোযোগী হইলেন। বোধ হইল যেন, কেহ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সাক্ষাৎ উপদেশ দান করিলেন। ১—৭। তপস্বিশ্রেষ্ঠ অমোঘদর্শি ব্রহ্মা শ্বাস এবং জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমনপূর্ব্বক একমনা হইয়া সহস্র বৎসর অখিললোক-প্রকাশিকা দিব্য তপস্যা করিলেন। নারায়ণ সেই তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠ-নামক নিজধাম দেখাইলেন। বৈকুণ্ঠে ক্লেশ নাই, ভয় নাই। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই তাহার প্রশংসা করিতেছেন। তথায় সত্ত্বগুণ,—রজঃ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রিত হয় না। লোভাদির কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মায়াও সেস্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না। তথায় হরির যে সকল পার্ষদ আছেন, তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব! তাঁহাদিগের বর্ণ—শ্যাম ও উজ্জ্বল; চক্ষু—কমলের ন্যায় আয়ত; বসন—পীতবর্ণ; কান্তি—সাতিশয় মনোহারিণী এবং অঙ্গ—সুকোমল। তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ এবং উত্তম প্রভাশালী মণিময় পদকাদি আভরণে অলঙ্কৃত; তাঁহাদিগের তেজের সীমা নাই; সুরাসুরগণ তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রভা,—প্রবাল, বৈদূর্য্য ও মৃণালের আভার ন্যায়; তাঁহারা,—দীপ্তিমান্ কুণ্ডল, মৌলি ও মালা ধারণ করিয়া আছেন। বৈকুণ্ঠ, মহাত্মাদিগের দীপ্তিমতী বিমানশ্রেণী দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত এবং উৎকৃষ্ট দিব্যাঙ্গনাগণের কান্তি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া বিদ্যুদ্দাম-বেষ্টিত নিবিড়-নীরদ-মণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ৮—১২। তথায় লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ বিভূতি দ্বারা নানা প্রকারে বিশুদ্ধকীর্ত্তি ভগবানের চরণপূজা করিতেছেন এবং বসন্তানুচর ভ্রমরগণের সঙ্গীত শ্রবণে দুলিতে দুলিতে স্বয়ং মাধবের গুণগানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিখিল ভক্তের পতি, লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞের পতি ও জগতের পতি ঈশ্বর তথায় আসীন রহিয়াছেন। সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদগণ চতুর্দ্দিকে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। দর্শনমাত্রেই বোধ হইতেছে, তিনি ভৃত্যদিগকে প্রসাদ দান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, তাঁহার নয়নযুগল—মদের ন্যায় মত্ততা বর্ষণ করিতেছে; বদন—সুপ্রসন্ন-হাস্য ও অরুণ-নয়নে শোভিত হইতেছে। তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পরিধানে পীত-বসন, চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে। লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিতেছেন। সেই পরম পুরুষ,—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব—এই চতুঃশক্তি; একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ শক্তি; পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপ পঞ্চশক্তি এবং আপনার স্বাভাবিক ও যোগীদিগের আগন্তুক ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত হইয়া এক উৎকৃষ্ট আসনে সমাসীন রহিয়াছেন; কিন্তু আপনার স্বরূপেই ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তিনিই পরমেশ্বর। ভগবানের ঐ রূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে প্লাবিত হইল। তাঁহার অঙ্গে লোমাঞ্চ হইল এবং নয়ন-যুগল হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন বিশ্বস্রষ্টা তাঁহার চরণ-কমলে নমস্কার করিলেন। জ্ঞানমার্গ অবলম্বন না করিলে কেহই সেই পাদপদ্ম কোনরূপেই লাভ করিতে পারে না। ১৩—১৭। প্রণয়-ভাজন, উপদেশ দিবার যোগ্যপাত্র, প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উপস্থিত, প্রীতিযুক্ত, বিনয়াবনত ব্রহ্মাকে প্রীতিপাত্র বিষ্ণু হস্তধারণ-পূর্ব্বক প্রসন্নমনে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "হে বেদগর্ভ! সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় বহুকাল তপস্যা করিয়া আমাকে সাতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছ। কপট যোগীরা কখনই আমার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব তোমার মঙ্গল হউক; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমিই বরদানের কর্ত্তা। ব্রহ্মন্! লোকে মঙ্গল-রূপ ফল লাভের নিমিত্ত যে পরিশ্রম স্বীকার করে, আমার দর্শন-লাভই তাহার চরম সীমা। তুমি যে আমার বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিলে, সে আমারই মনোবাসনার প্রভাবে জানিবে। কারণ, তুমি নির্জ্জনে 'তপ' 'তপ' রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। ঐ আকাশবাণী কোথা হইতে উদ্ভূত হয়, জান? সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তুমি কার্য্যচিন্তায় বিমূঢ় হইলে, আমি তোমাকে ঐ বাক্য দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলাম। হে অনঘ! তপস্যা সাক্ষাৎ আমার হৃদয় এবং আমি তপস্যার আত্মা। আমি তপোবলেই এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও পুনর্ব্বার সংহার করি। অতএব সুদুষ্কর তপস্যা আমার বীর্য্যস্বরূপ।" ১৮—২৩। ব্রহ্মা কহিলেন, "প্রভো! আপনি ভগবান্ ও সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতা; সুতরাং সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছেন। অতএব আপনি স্বীয় অপ্রতিহত প্রজ্ঞাবলে আপন উদ্দেশ্য জানিতে পারিতেছেন। কিন্তু আমি উহা জানিবার নিমিত্ত তপস্যা দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি; নাথ! যাহাতে আমি, রূপবিহীন—আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ অবগত হইতে পারি; সেই প্রার্থিত বিষয়ে

আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন। আপনার সম্বন্ধ কোন মতেই অন্যথা হয় না। যেরূপ ঊর্ণনাভ ঊর্ণা দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি নিজেই ব্রহ্মাদি রূপ ধারণ করিয়া, এই বিশ্বকে সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন; আমি যে-বুদ্ধি দ্বারা উহা জানিতে পারি, মাধব! আমাকে তাহাই দান করুন। আপনার নিকট উপদেশ পাইলে আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইব। আপনার অনুগ্রহ হইলে প্রজা-সৃষ্টিকালে অহঙ্কারাদি আমায় বদ্ধ করিতে পারিবে না। ঈশ্বর! সখা যেরূপ সখার সহিত ব্যবহার করেন, আপনি করস্পর্শনাদি দ্বারা আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিলেন। অতএব যখন আমি স্থির-চিত্তে প্রজা সৃষ্টি করিয়া আপনার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন যেন 'আমিও অজ', এই ভাবিয়া আমার গর্ব্ব না জন্মে। ভগবন্! ঐ গর্ব্বই উৎকট মদ।" ২৪—২৯। ভগবান্ কহিলেন, "ব্রহ্মন্! মদ্বিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তি অতি গুহ্য; তথাপি সাধনের সহিত সেই সমুদায় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার যেরূপ স্বরূপ, সত্ত্ব, রূপ, গুণ এবং কর্ম্ম; তুমি আমার অনুগ্রহে সে সমুদায়ই উত্তমরূপে জানিতে পারিবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আমিই ছিলাম। তৎকালে কি সূক্ষ্ম পদার্থ, কি স্থূল পদার্থ, কি তাহাদিগের কারণভূত প্রধানতত্ত্ব, কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি রহিয়াছি। এই যে সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চ দেখিতেছ, ইহাও আমি। অবশেষে এই বিশ্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি। ফলতঃ আমি অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয়; অতএব পূর্ণস্বরূপ। যথার্থ অর্থশূন্য হইলেও 'দুই চন্দ্র' প্রভৃতির ন্যায় যাহা প্রতীত হয়, এবং প্রকৃত পদার্থ হইয়াও রাহুর ন্যায় যাহা প্রতীত হয় না, ব্রহ্মন্! তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেরূপ মহাভূতসমূহ, ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্টও হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিও তাহাদিগের অভ্যন্তরে অবস্থিত রহিয়াছি; আবার না-ও রহিয়াছি। অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলেই বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা। যে ব্যক্তি আত্মার তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী, তিনি ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন। তুমি একমনে আমার এই মতের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলে কল্পে কল্পে বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াও কখন তোমার 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাদি গর্ব্ব উপস্থিত হইবে না।" ৩০—৩৬। শুকদেব কহিলেন, রাজন্! জন্ম-রহিত হরি, লোকাধিপতি ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া দেখিতে দেখিতেই স্বীয় রূপ সংহার করিলেন। তখন সর্ব্বভূতময় কমলযোনি, অন্তর্হিত-স্বরূপ সেই হরির উদ্দেশে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অবিকল এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। হে রাজন্! তাহার পরই কমল-যোনি ব্রহ্মা এক সময় প্রজাদিগের মঙ্গল-সাধনরূপ আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিয়ম ধারণ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়তম পুত্র নারদ, মায়েশ্বর বিষ্ণুর মায়া জানিবার নিমিত্ত শীলতা, বিনয় ও জিতেন্দ্রিয়তা-সহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। রাজন্ ভগবদ্ভক্ত দেবর্ষি এইরূপ সেবা করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ৩৭—৪১। পিতা প্রসন্ন হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, নারদ, সেই লোক-পিতামহকে যে সমস্ত প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অদ্য তুমি আমাকে সেই সমস্ত বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছ। তাহাতে ভগবান্ অচ্যুত পূর্ব্বে চারিটী শ্লোক দ্বারা সংক্ষেপে যে ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ভূতনাথ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া, পুত্র নারদের নিকট সেই ভাগবত বর্ণন করিলেন। রাজন্! ঐ চারিটী শ্লোক দশ-লক্ষণ-বিশিষ্ট ছিল। রাজন্! অমিততেজা মহর্ষি ব্যাসদেব যখন সরস্বতীর তীরে বসিয়া পরম-ব্রহ্ম ধ্যান করিতেছিলেন, নারদ সেই সময়ে তাঁহাকে ঐ ভাগবত বলিয়াছিলেন। বৈরাজ পুরুষ হইতে এই বিশ্ব যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি আমাকে তাহা এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি সে সকলেরই সম্পূর্ণ প্রত্যুত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। ৪২—৪৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

দশ-লক্ষণ-কথন।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! এই ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়, এই দশটী বিষয় দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দশম (আশ্রয়) পদার্থটীর তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত মহাত্মা ব্যক্তিরা কোথাও শ্রুতি দ্বারা, কোথাও সাক্ষাৎ, কোথাও বা তাৎপর্য্য দ্বারা অন্য নয়টীর স্বরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন। গুণত্রয়ের পরিণাম হেতু কর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি, শব্দতন্মাত্রাদি, শব্দাদি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের বিরাটরূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম "সর্গ"। ব্রহ্মার সৃষ্টির নাম "বিসর্গ"। ভগবানের সৃষ্ট বস্তু সকল আপন আপন মর্য্যাদারক্ষা দ্বারা যে উৎকর্ষ লাভ করে, তাহারই নাম "স্থান"। আপন ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নাম "পোষণ"। অনুগৃহীত সাধুদিগের ধর্ম্মের নাম "মন্বন্তর" এবং কর্ম্মের বাসনার নামই "ঊতি"। ভগবানের অবতার-কথন এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী পুরুষদিগের পবিত্র কথার নাম "ঈশানুকথা"। উহা বিবিধ উপাখ্যানে পরিপুষ্ট। ১—৫। হরি, যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে পর স্বীয় শক্তির সহিত জীবের যে লয় হইয়া থাকে, তাহার নাম "নিরোধ"। আত্মা, অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে নিজ স্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাহারই নাম "মুক্তি"। রাজন্! যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় হয়; যাঁহা হইতে ইহা প্রকাশ পায় এবং যিনি পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাঁহার নাম "আশ্রয়"। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, তাঁহাকেই আধিদৈবিক বলিয়া জানিবেন। ঐ উভয় ভিন্ন আধিভৌতিক দেহও পুরুষ নামে কথিত। আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয়ের মধ্যে একের অভাব হইলে যখন আমরা অন্যটীকে দেখিতে পাই না; তখন যে আত্মা সাক্ষিভাবে ঐ ত্রিতয়কেই দর্শন করেন, তাঁহারই নাম "আশ্রয়"। তাঁহার আর অন্য আশ্রয় নাই। বিরাট্-পুরুষ অণ্ডভেদ করিয়া নির্গত হইয়া আপনার অবলম্বন-স্থানের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, আপনার বিশুদ্ধি-অনুসারে বিশুদ্ধ জল সৃষ্টি করিলেন। সেই পুরুষের একটী নাম নর। জল সেই নর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া উহাকে "নার" বলা যায়। পুরুষ সেই নার অর্থাৎ জলকে আপনার অয়ন (অবলম্বন-স্থান) করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার নাম "নারায়ণ"। দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব—তাঁহার অনুগ্রহেই নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেছে। তিনি উপেক্ষা করিলে এই সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। ৬—১২। রাজন্! একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, যোগশয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক নানারূপ হইতে ইচ্ছা করিয়া গর্ভরূপ গৃহকে অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। পুরুষ বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, তাঁহার দেহ-মধ্যবর্ত্তী আকাশ হইতে ওজঃ, সহঃ ও বল উদ্ভূত হইল। সেই ক্রিয়া-শক্তিময় সূক্ষ্ম রূপ হইতে সূত্র নামক মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন হইল। প্রভুরূপী প্রাণ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলে, ভৃত্যতুল্য ইন্দ্রিয়গণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং ইহার নিবৃত্তি হইলেই

নসৃত্ত হয়। ঐ প্রাণের সঞ্চালনে বিভু অর্থাৎ বিরাট্ জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মে। এইরূপ তিনি পান ও ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার মুখাগ্র বিভক্ত হইল। অনন্তর মুখ হইতে তালু, জিহ্বা ও নানা রস উৎপন্ন হইল। জিহ্বা দ্বারা সেই সমস্ত রসের গ্রহণ হইয়া থাকে। ১৩—১৮। অনন্তর বিরাট্-পুরুষ কথা কহিতে অভিলাষী হইলে তাঁহার সেই মুখ হইতেই বাক্য ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। পুরুষের জল-শয়নকালে ইন্দ্রিয় এবং অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা—উভয়েই বহুকাল রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ, প্রাণবায়ু অত্যন্ত বিচলিত হইলে পর, তাঁহার ই নাসারন্ধ্র উৎপন্ন হইল। অনন্তর তাঁহার গন্ধ লইতে ইচ্ছা হইলে নাসিকা হইতে গন্ধ ও তাহার দেবতা বায়ুর উদ্ভব হইল। রাজন্! প্রথমত সমস্ত জগৎ নিরালোক (প্রকাশ-শূন্য) হইয়া সেই বিরাট্-পুরুষে অবস্থিত ছিল। অনন্তর তিনি স্বীয় মূর্ত্তি এবং অন্যান্য বস্তুসমূহ দর্শন করিতে অভিলাষ করিলে তাঁহার দুই চক্ষু, তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা জ্যোতি অর্থাৎ আদিত্য ও দর্শনেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। তাহাতেই তিনি রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বেদবাক্য দ্বারা সেই বিরাট-পুরুষের উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি উহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই অভিলাষবশেই তাঁহার দুই কর্ণবিবর, শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা দিক্‌সমূহের উদ্ভব হইল। তাহাতেই তিনি শব্দ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বস্তুসমূহের মৃদুতা, কাঠিন্য, লঘুতা, গুরুত্ব, উষ্ণতা ও শৈত্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলে তাহার ত্বক্, ত্বগিন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা উৎপন্ন হইলেন; বায়ু সেই ত্বকের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে অবস্থিতি করিয়া স্পর্শ গ্রহণ করিতেছেন। পুরুষ নানা কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহার দুই হস্ত, হস্তেন্দ্রিয়, বল এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ইন্দ্রের উৎপত্তি হইল। আদান দুই হস্তের কার্য্য। এইরূপে তিনি গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার পাদদ্বয় উৎপন্ন হইল। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু স্বয়ং ই পাদদ্বয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। মনুষ্যেরা সেই গতিনাম্নী শক্তি দ্বারা যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন। ১৯—২৫। ভগবান্,—পুত্র, সম্ভোগ ও স্বর্গাদি বাসনা করিলে তাঁহার উপস্থ, উপস্থেন্দ্রিয় এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রজাপতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রীসম্ভোগ-জন্য, ঐ ইন্দ্রিয় এবং তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতার অধীন। এইরূপ তিনি ভুক্ত অন্নাদির অসারভাগ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার গুহ্য, গুহ্যেন্দ্রিয় পায়ু এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মিত্র উৎপন্ন হইলেন। মলত্যাগ ঐ উভয়ের কার্য্য। ভগবান্ যখন দেহ হইতে দেহান্তর সম্যক্‌রূপে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন তাঁহার নাভির, অপান ও মৃত্যু উৎপন্ন হইল। নাভিদেশে প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর বিশ্লেষ হইলেই মৃত্যু হয়। এইরূপে পুরুষ—রস, অন্ন ও পান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহার কুক্ষি, অন্ত্র ও নাড়ীর উৎপত্তি হইল। নদী—অন্ত্রের এবং সমুদ্র—নাড়ীর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। তুষ্টি পুষ্টি—অন্ত্র এবং নাড়ীর অধীন। পুরুষ নিজমায়া চিন্তা করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহার হৃদয়, মন, সঙ্কল্প ও অভিলাষ উৎপন্ন হইল। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ২৬—৩০। অনন্তর ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা ও অস্থি-সংজ্ঞক সপ্তধাতু,—ক্ষিতি, জল ও তেজ হইতে সৃষ্টি হইল। প্রাণবায়ু,—আকাশ, জল ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সকল বিষয়াভিমুখ-স্বভাব এবং শব্দাদি বিষয়গণ, ভূতাদি (অহঙ্কার) হইতে সমুদ্ভূত এবং বিষয়রূপে প্রতীয়মান; বস্তুতঃ কিন্তু উত্তম নহে; কারণ, সর্ব্ব বিকারের আত্মাস্বরূপ; কিন্তু বুদ্ধি বিজ্ঞান-রূপিণী। রাজন্! আমি ভগবানের স্থূল রূপ তোমার নিকট এই বর্ণনা করিলাম। উহা বহির্ভাগে প্রকৃতি লইয়া ক্ষিতি-আদি অষ্ট আবরণে আবৃত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার এক সূক্ষ্মতম শরীরও আছে। উহা অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষণ, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়শূন্য, নিত্য এবং বাক্যমনের অগোচর। ৩১—৩৪। রাজন্ আমি তোমার নিকট ভগবানের উভয় রূপই বর্ণনা করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই উভয়কেই স্বীকার করেন না; কেননা, উভয়ই মায়াসৃষ্ট। ভগবান্ ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া বাচ্য-বাচকরূপে নাম, রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি বাস্তবিক পরম পুরুষ ও অকর্ম্মা বটেন; কিন্তু মায়াবশে সকর্ম্মা হইয়া থাকেন। তিনি,—প্রজাপতি, মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সর, নাগ, সর্প, কিংপুরুষ, নর, মাতৃগণ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও সরীসৃপ সৃষ্টি করিয়াছেন। আর স্থাবর ও জঙ্গম রূপ দুই প্রকার ভূত; জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ-নামক চতুর্ব্বিধ ভূত এবং জলচর, খেচর ও ভূচর—এই সকলই সেই ভগবান্ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ৩৫—৪০। রাজন্! কর্ম্মমাত্রেরই উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার গতি। তদনুসারে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ হইতে ক্রমান্বয়ে দেবতা, মনুষ্য ও নারকীর উৎপত্তি হয়। মহারাজ! ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে আবার প্রত্যেকটী উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; কারণ, একটী—অন্য দুইটী গুণে মিশ্রিত। সেই ভগবানই আবার মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরূপে বিষয় সকল ভোগ ও এই বিশ্ব পালন করিতেছেন। আবার সময় উপস্থিত হইলে তিনিই কালাগ্নি-রুদ্ররূপে, বায়ু যেরূপ মেঘশ্রেণীকে সংহার করে, তদ্রূপ আপনার এই সমুদায় সৃষ্ট বস্তুই সংহার করিবেন। মহারাজ! আমি, ভগবৎশ্রেষ্ঠ ভগবানকে এই ভাবে তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে এই ভাবেই দর্শন করা পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের উচিত নহে; কেননা, এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব-প্রতিপাদন—শ্রুতিরও তাৎপর্য্য নহে। কেবল কর্ত্তৃত্ব-প্রতিষেধের নিমিত্তই তাঁহার ঐ রূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। কারণ, উহা কেবল মায়াবশেই প্রকাশ পায়। ৪১—৪৬। রাজন্! আমি তোমার নিকট উদাহরণচ্ছলে ব্রহ্মার মহাকল্প ও অবান্তর-কল্প সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। মহাকল্পে প্রাকৃত এবং অবান্তর-কল্পে বৈকৃত স্থাবরাদি-সৃষ্টি—এই বিধি অন্যান্য যাবতীয় মহাকল্পাদিতেই সমান। মহারাজ! কালের স্থূল এবং সূক্ষ্ম পরিমাণ এবং কল্পের লক্ষণ ও বিভাগ, ইহার পর ব্যাখ্যা করিব। এক্ষণে পাদ্মকল্প ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। শৌনক বলিলেন, সূত! তুমি বলিয়াছিলে, ভাগবতশ্রেষ্ঠ বিদুর, দুস্ত্যজ বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছিলেন; এবং মৈত্রেয়ের সহিত অধ্যাত্ম-জ্ঞান-বিষয়ে তাঁহার কথোপকথন হইয়াছিল। মৈত্রেয় কত্তাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অন্যান্য যে সকল তত্ত্ব কহিয়াছিলেন, তুমি তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। বিদুর, বন্ধুত্যাগের নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যেরূপে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করেন, সৌম্য! তুমি আমাদিগের নিকট তাহাও বর্ণন কর। সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! রাজা পরীক্ষিৎ এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পর মহামুনি শুক যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ রাজার প্রশ্ন অনুসারেই সেই সমস্তই আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারাও তদ্রূপে শ্রবণ করুন। ৪৭—৫২।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

উদ্ধব-বিদুর-সংবাদ।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! অখিলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবদিগের দৌত্যকার্য্য-কালে পৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধনের গৃহত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং অনাহূত হইয়াও পাণ্ডবগৃহে আপন ভাবিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদুর, সেই সর্ব্ব-সম্পত্তিপূর্ণ নিকেতন ত্যাগ করিয়া, বনপ্রবেশানন্তর, মৈত্রেয় মুনিকে এই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করেন। রাজা কহিলেন, হে প্রভো! ভগবান্ মৈত্রেয় মুনির সহিত বিদুরের কোথায় সমাগম হয় এবং কোন্ সময়েই বা তাঁহাদের কথোপকথন হয়—ইহা বর্ণন করুন। বিদুর নির্ম্মলস্বভাব; তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়কে তখন যে প্রশ্ন করেন, তাহা সাধুগণের অনুমোদন দ্বারা গৌরবান্বিত, সুতরাং তাহাতে অতি গুরুতর বিষয় প্রকাশ পাইতে পারিবে। সূত কহিলেন, ঋষিশ্রেষ্ঠ সুবহুজ্ঞ শুকদেব, পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! শ্রবণ কর। ১—৫। শুকদেব কহিতে আরম্ভ করিলেন;—রাজন্! বিদুর যখন ভাবিলেন, বিনষ্টচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় অসাধু পুত্রগণকে অধর্ম্মের দ্বারা প্রতিপালন করত, পিতৃহীন কনিষ্ঠ-ভ্রাতার পুত্রগণকে জতুগৃহে দাহ করিবার অনুমতি দিয়াছেন;—বিদুর যখন দেখিলেন, কুরুদেবদেবী পুত্রবধূ দ্রৌপদী সভামধ্যে আনীত হইয়াছেন, তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে জলধারা নিপতিত হইয়া, পয়োধরস্থ কুঙ্কুম সকল ধৌত করিতেছে, দুঃশাসন-কর্ত্তৃক তাঁহার কেশকলাপ আকর্ষিত হইতেছে—অথচ পুত্রগণের এই নিন্দিত-কর্ম্ম ধৃতরাষ্ট্র রাজা নিবারণ করিতেছেন না;—বিদুর যখন দেখিলেন, দ্যূতক্রীড়ায় অধর্ম্ম দ্বারাপরাজিত, সত্য পথাশ্রিত, সাধু, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির, বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে আপনার রাজ্যভাগ প্রার্থনা করিলেন, অথচ ধৃতরাষ্ট্র মোহ বশতঃ তাঁহাকে তদীয় ভাগ দিলেন না;—বিদুর যখন দেখিলেন, জগদ্গুরু কৃষ্ণ, পার্থকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দুর্য্যোধন-সভায় গমনপূর্ব্বক যে যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা ভীষ্ম প্রভৃতির কর্ণে অমৃতস্রাবী হইয়াছিল; কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণকথা, ক্ষীণ-পুণ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত অনাদর করিলেন;—অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিগণের মধ্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনাপূর্ব্বক মন্ত্রণার নিমিত্ত আহ্বান করিলে, তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যেষ্ঠের প্রশ্নে এইরূপ মন্ত্রণা কহিয়াছিলেন,—(মন্ত্রবিশারদেরা অদ্যাপি তাহাকে বিদুরবাক্য বলিয়া আদর করিয়া থাকেন) "হে মহারাজ! আপনার কৃত দুর্ব্বিষহ অপরাধ, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির সহ্য করিতেছেন; তাঁহাকে আপনি রাজ্যভাগ প্রদান করুন; দেখুন, আপনার ঐ অপরাধ স্মরণ করিয়া ভীমরূপ সর্প ভ্রাতৃগণের সহিত ক্রোধে শ্বাসত্যাগচ্ছলে গর্জ্জন করিতেছেন,—আর সেই ভীমকে আপনি অতিশয় ভয় করিয়া থাকেন। মহারাজ! আপনার শত পুত্র আছে বলিয়া আপনি গর্ব্ব করিবেন না; কারণ, যিনি ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ও দেবগণের সহিত সতত বর্ত্তমান, যিনি যদুকুল-শ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক সদা পূজিত, যিনি এক্ষণে নিজপুরী দ্বারকাতেই অবস্থিতি করিতেছেন এবং যিনি সমগ্র সম্রাটবৃন্দকে অশেষরূপে জয় করিয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। মহারাজ! 'দুর্য্যোধন রাজ্যভাগ দিতে স্বীকৃত হইবে না,' যদি এ কথা আপনি বলেন, তবে ইহার উত্তরে আমি বলি, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মূর্ত্তিমান্ দোষস্বরূপ; ঐ অমঙ্গলটাকে কুলের মঙ্গলের নিমিত্ত শীঘ্র আপনি পরিত্যাগ করুন; সে আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করে; আর আপনিও হতলক্ষ্মী, কারণ, আপনিও শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ হইয়া অপত্যজ্ঞানে দুর্য্যোধনকে পোষণ করিতেছেন; কিন্তু ও ত আপনার প্রকৃতপক্ষে অপত্য নহে, অপিচ পতনের হেতুস্বরূপ"—সৎস্পৃহণীয়-স্বভাব বিদুর যখন দেখিলেন;—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে উক্তরূপ সুমন্ত্রণা দিলেও দুর্য্যোধন ক্রোধে কম্পিতাধর হইয়া, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত একত্রে মিলিয়া তাঁহাকে এইরূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—"এই খলস্বভাব কুটিল দাসীপুত্র বিদুরকে এখানে কে ডাকিয়াছে? এ ব্যক্তি যাঁহার অন্নে পুষ্ট হইতেছে, তাঁহারই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শত্রুর শুভকার্য্যে নিযুক্ত আছে। এ ব্যক্তি শ্মশানস্বরূপ অমঙ্গল; ইহার ধনাদি গ্রহণ করিয়া এখনি গৃহ হইতে দূর করিয়া দাও;—বিদুর যখন এইরূপ দেখিলেন এবং ভাবিলেন, তখন তিনি কর্ণদ্বয়ে বাণবৎ প্রবিষ্ট পরুষ-বাক্য দ্বারা তাড়িতমর্ম্মা হইয়াও, ভগবানের মায়াকে বিচিত্র বুঝিয়া, ব্যথাশূন্য-হৃদয়ে ভ্রাতার গৃহদ্বারে ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া, দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেই স্বয়ং গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ৬—১৬। অনন্তর কৌরব-পুণ্যলব্ধ বিদুর হস্তিনাপুর হইতে বহির্গত হইয়া যে সকল স্থানে ভগবানের ব্রহ্মরুদ্রাদি নানা মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছে, পুণ্য-সঞ্চয়-বাসনায় তথায় তথায় গমন করিলেন। যে সকল পুর, উপবন, পর্ব্বত, ও কুঞ্জ পরম পবিত্র; যে যে নদী ও সরোবর পঙ্কহীন নির্ম্মল-জলযুক্ত এবং যে যে তীর্থ ও ক্ষেত্র ভগবানের মূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত, সেই সেই স্থানে বিদুর একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পৃথিবী-ভ্রমণকালে তিনি হরিতোষণ-ব্রত সকল আচরণ করেন; তখন তাঁহার জীবনোপায়—পবিত্র এবং অসঙ্কীর্ণ ছিল। তিনি প্রতি তীর্থেই স্নান করিতেন, ভূতলে শয়ন করিতেন, দেহে সংস্কারী ছিল না, বল্কল পরিধান করিতেন; আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। এইরূপ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি যখন প্রভাসতীর্থে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন কৃষ্ণের সাহায্যে যুধিষ্ঠির এই ক্ষিতিকে একচক্রা এবং একচ্ছত্রা করিয়া শাসন আরম্ভ করিয়াছেন। বাঁশে বাঁশে সংঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন অগ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধাহেতু সুহৃদ কুরু-পাণ্ডবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন—শ্রবণ করিয়া বিদুর তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে সরস্বতী-নদীতীরে গমন করিলেন। ১৭—২১। তথায় ত্রিত, উশনা, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সুদাস, গো, গুহ ও শ্রাদ্ধদেব,—ইহাঁদের এই একাদশ তীর্থ স্নান-দানাদিব দ্বারা সেবা করেন। যে মন্দির—দেবতা এবং ঋষিগণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, যে মন্দিরের শিখরদেশ চক্র এবং স্বর্ণকুম্ভাদি দ্বারা চিহ্নিত;—এইরূপ মন্দিরময় বিষ্ণুক্ষেত্র এবং অন্যান্য তীর্থ সকলও বিদুর সেবা করিলেন। সেই সকল তীর্থ এবং ক্ষেত্র দেখিলে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ হয়। তদনন্তর সমৃদ্ধ সুরাষ্ট্রদেশ, সৌবীরদেশ, মৎস্যদেশ ও কুরুজাঙ্গলদেশ অতিক্রম করিয়া বিদুর যমুনাতীরে উপনীত হইলেন; তথায় তাঁহার ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই উদ্ধব বাসুদেবের অনুচর, প্রশান্তমূর্ত্তি, নীতিশাস্ত্রে বৃহস্পতির পূর্ব্বশিষ্য। বিদুর তাঁহাকে প্রণয়-সহকারে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাল্য যাদবগণের এবং কুরু-পাণ্ডব প্রভৃতি জ্ঞাতিগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ, পুরাণপুরুষ সেই কৃষ্ণ-বলরাম পৃথিবীর কুশল-বিধান করিয়া, অবসর প্রাপ্ত হইয়া, এখন বসুদেবগৃহে মঙ্গলে আছেন ত? যিনি কুরুকুলের পরম সুহৃদ; যিনি ভগিনীগণকে পিতৃবৎ অভিলষিত অর্থদান এবং ভগিনীপতিগণকে সন্তোষ দান করেন; সেই পূজনীয় বসুদেব সুখে

আছেন ত? যিনি পূর্ব্বজন্মে কন্দর্প ছিলেন এবং রুক্মিণী, ব্রাহ্মণগণের আরাধনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করেন, সেই যদুকুলের সেনাপতি মহাবীর প্রদ্যুম্ন ভাল আছেন ত? যিনি স্বরাজ্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে অবস্থিতি করিতেন এবং যিনি এখন পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে স্ব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন; সেই সাত্বত-বৃষ্ণি-ভোজ-দশার্হদিগের অধিপতি উগ্রসেন সুখে আছেন ত? পূর্ব্বজন্মে যিনি ভগবতী অম্বিকার গর্ভে কার্ত্তিকেয়রূপে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি ইহজন্মে ব্রতসম্পন্না জাম্ববতীর উদরে উৎপন্ন হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ-নন্দন রথিশ্রেষ্ঠ সেই সাম্ব সুখে আছেন ত? যিনি অর্জ্জুনের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যার রহস্য শিক্ষা করিয়াছেন, এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া যোগীদের দুর্জ্ঞেয় কৃষ্ণের রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই সাত্যকি কুশলে আছেন ত? যিনি জ্ঞানী, নিষ্পাপ, এবং ভগবানের শরণাপন্ন; যিনি প্রেম দ্বারা অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণাঙ্কিত পথের ধূলির উপরে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই শ্বফল্কপুত্র অক্রূর সুখে আছেন ত? ঋক্-যজুঃ-সামবেদ নিজগর্ভে যেরূপ যজ্ঞবিস্তাররূপ অর্থকে প্রকাশরূপে ধারণ করেন, সেই প্রকার যে দেবকী, শ্রীকৃষ্ণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; সেই কৃষ্ণ-মাতা দেবকী, দেবমাতা অদিতির ন্যায়, কুশলে আছেন ত? বেদ যাঁহাকে শব্দের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যিনি মনের প্রবর্ত্তক, যিনি চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণের মধ্যে মনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, ভক্তগণের কামনাপূরক, সেই ভগবান্ অনিরুদ্ধ সুখে আছেন ত? যাঁহারা, আত্মার দেবতা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কুশল ত? হৃদীক, সত্যভামার পুত্র চারুদেষ্ণ এবং গদ প্রভৃতি সকলে সুখে আছেন ত?। ২২—৩৫ জয়পরম্পরালব্ধ সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী দেখিয়া দুর্য্যোধন যাঁহার সভাতে অতিশয় সন্তাপিত হইয়াছিল, সেই ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির স্বীয় বাহুদ্বয়-সদৃশ অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন ত? যিনি রণভূমে গমন করিয়া গদার বিচিত্র পথে বিচরণ করেন, যাঁহার চরণ-ভার রণভূমি সহ্য করিতে পারে না,—সর্পসদৃশ-রোষপরবশ সেই ভীম, কৃতাপরাধ কুরুদের প্রতি তাঁহার চিরচিন্তিত বিষস্বরূপ ক্রোধ ত্যাগ করিয়াছেন ত? মায়া দ্বারা কিরাতরূপী মহাদেব যাঁহার শর-সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া পরিতোষ লাভ করেন, রথযূথপতিগণের মধ্যে যিনি কীর্ত্তিধারী, সেই গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন শত্রুবিনাশপূর্ব্বক সুখে আছেন ত? পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক পক্ষ্মাবলী দ্বারা চক্ষের ন্যায় যাঁহারা রক্ষিত, এবং গরুড় যেমন ইন্দ্রমুখ হইতে সুধা আহরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যাঁহারা, শত্রু দুর্য্যোধন হইতে রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়াছেন,—সেই মাদ্রীতনয় নকুল-সহদেব সুখে আছেন ত? ধনুর্মাত্র সহায় করিয়া যিনি চারিদিক জয় করিয়াছেন, সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ স্বামী পাণ্ডু ব্যতীত কুন্তীর প্রাণধারণই আশ্চর্য্য! কেবল সন্তান-লালন-পালনের জন্য তিনি জীবিতা আছেন। অহো! তবে কুন্তীর আর কুশল কি জিজ্ঞাসা করিব? হে সৌম্য উদ্ধব! ধৃতরাষ্ট্র, মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর অহিতাচরণ করিয়াছেন; আমি তাঁহার সুহৃদ্ ও জীবিত ভ্রাতা; কিন্তু দুষ্ট-পুত্রের বশীভূত হইয়া তিনি আমাকে নিজ গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন,—সেই অধোগামী ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমার শোক হইতেছে। ৩৬—৪১। হে সখে! আমি অত্যন্ত দুঃখ এবং বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ মনে করিও না। যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য-লীলার অনুকরণ করিয়া আপন ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদনপূর্ব্বক মানবচিত্তে ভ্রম জন্মাইতেছেন, আমি তাঁহার প্রসাদে তদীয় মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছি এবং তাঁহারই অনুগ্রহে অন্যের অলক্ষিত ভাবে এই ক্ষিতিতলে গতবিস্ময় ও দুঃখরহিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। হে উদ্ধব! হরির এ কিরূপ লীলা?—যে লীলা দ্বারা ভক্ত পাণ্ডবগণের বনবাস-গমন এবং কুরু-সভায় নিজের বন্ধন-উদ্যমাদি পরাভব ঘটিল; শ্রীহরি এ অপরাধ উপেক্ষা করিলেন কেন?—তৎক্ষণাৎ প্রতিফল প্রদান করিলেন না কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই;—সে সকল নৃপতি ধন, জন ও বিদ্যা এই তিন মদের দ্বারা মত্ত এবং উৎপথগামী হইয়া সেনা দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পৃথিবীকে চালিত করিতেছে তাহাদের সকলকে এককালে বিনাশ করিয়া, যুধিষ্ঠিরাদি শরণাগত জনের দুঃখ-হরণ-বাসনা সত্ত্বেও, তিনি কুরুদের অপরাধ তখন উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যদি অপরাধ-কালেই প্রতিফল দিতেন, তবে তখন দুর্য্যোধনাদির সহিত অন্যান্য দুষ্টের বধ হইত না। হে উদ্ধব! জন্মরহিত ভগবানের জন্ম, উৎপথগামীদের বিনাশ-জন্য;—কর্ম্মরহিত ভগবানের কর্ম্ম, জীব সকলের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য। হে সখে! এ তত্ত্ব যথার্থ বলিয়া জানিও; ভগবানের উপাসনা দ্বারা যাঁহারা গুণাতীত হইয়াছেন, তাঁহারা যখন জন্মগ্রহণে এবং কর্ম্মকরণে অভিলাষী নহেন, তখন স্বয়ং ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন জন্ম এবং কর্ম্ম কেন স্বীকার করিবেন? হে সখে! শরণাগত অখিল-লোকপালের এবং নিজ শাসনে অবস্থিত ভক্তজনের প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত জন্মরহিত হইয়াও ভগবান্ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্য মায়াবিনোদ ভগবানের কথা কীর্ত্তন করিলে সংসার হইতে নিস্তার হইবে।" ৪২—৫৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উদ্ধবকর্ত্তৃক ভগবানের বাল্য-চরিত্র-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! বিদুর, ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবকে এইরূপ প্রিয়বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, উদ্ধব উৎকণ্ঠা বশতঃ হৃদয়ে ঈশ্বর-স্মরণ হেতু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। যে উদ্ধব পাঁচ বৎসর বয়সে, বাল্যলীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পুতুল গড়িয়া কল্পিত উপহারের দ্বারা পূজা করিতেন,—সে সময়ে জননী প্রাতঃকালীন ভোজন করিতে ডাকিলেও ভোজনে ইচ্ছা করিতেন না,—সেই উদ্ধব কৃষ্ণসেবা দ্বারা কালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আজ কৃষ্ণ-পাদদ্বয় স্মরণ করত, বিদুরের প্রশ্নে কেমন করিয়া উত্তর দান করিবেন? তখন উদ্ধব কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সুধায় নিমগ্ন এবং তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা সুখী হইয়া নিষ্পন্দ ও নীরব রহিলেন। পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল, নিমীলিত নয়নদ্বয় হইতে শোকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল,—তিনি ভগবৎস্নেহ-প্রবাহে আপ্লুত হইলেন। তখন বিদুর তাঁহাকে কৃতার্থ ও অতি ভাগ্যবান্‌রূপে দেখিতে পাইলেন। অহো! কি প্রেমমাহাত্ম্য! উদ্ধব ক্রমশঃ ভগবৎ-লোক হইতে আত্মলোকে পুনরাগত হইলেন এবং চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জন পূর্ব্বক, যদুকুল-সংহারাদি শ্রীকৃষ্ণ-চাতুর্য্য স্মরণ করিয়া সবিস্ময়ে শ্রীতমনে বিদুরকে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্ত গমন করিয়াছেন। আমাদের গৃহ সকল কালরূপ মহাসর্প-কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া গতশ্রী হইয়াছে। হে বিদুর! তোমাকে বন্ধুদিগের কুশল আর কি বলিব? অহো! এই নরলোক অতিশয় ভাগ্যহীন; কিন্তু যদুগণ সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যহীন; কারণ, যদুগণ কৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও তাঁহাকে 'হরি' বলিয়া জানিতে পারে নাই। মৎস্যগণ, সমুদ্রস্থ চন্দ্রকে কোন কমনীয় জলচর মনে করিয়া থাকে, অমৃতময় বলিয়া চিনিতে পারে না। হে সখে বিদুর! যদুগণ ভাগ্যহীন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে

চিনিতে পারেন নাই, নচেৎ তাঁহাদের জ্ঞানের অভাব ছিল না;—তাঁহারা লোকের চিত্তভাব জানিতে পারিতেন এবং অতিশয় নিপুণ ছিলেন। কি আশ্চর্য্য! যদুগণ কৃষ্ণের সহিত এক স্থানেই বাস করিতেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণী সকলের ঈশ্বর না বুঝিয়া যদুশ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিতেন। যাদবগণ মায়ায় মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে 'আমাদের বন্ধু' এই কথা বলিতেন এবং শত্রুভাবাপন্ন শিশুপালাদি কৃষ্ণকে নিন্দা করিত; কিন্তু সেই সকল ব্যক্তির ঐ ঐ বাক্যে হরি-নিক্ষিপ্ত-চিত্ত মাদৃশ জনের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হয় না। হে মহাত্মন্! যে সকল মনুষ্য তপস্যা করে নাই, সুতরাং যাহাদের চক্ষু তৃপ্তি লাভ করে নাই, তাহাদিগকে নিজ মূর্ত্তি দেখাইয়া, লোক-লোচনস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। ১—১১। ভগবানের সেই মূর্ত্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক। তিনি সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া যোগমায়ার বল প্রদর্শন করেন; সেই মূর্ত্তি সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ ও মর্ত্ত্যলীলার যোগ্য। স্বয়ং ভগবানও সেই নিজ মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হন; অধিক কি, সেই মূর্ত্তির অঙ্গ সকল এরূপ সুন্দর ছিল যে; তাহা ভূষণ সকলকেও ভূষিত করিত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে চক্ষুর পরমানন্দকর শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ, ত্রিভুবনস্থ প্রাণিমাত্রেই দর্শন করিয়া এই জ্ঞান করিয়াছিল যে, বিধাতার নির্ম্মাণ-বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, এই মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে তৎসমুদয়ই অদ্য পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। হে বিদুর! একদা ব্রজস্ত্রীগণ, তদীয় সানুরাগ হাস্য পরিহাস ও লীলাবলোকন দ্বারা মানিনী হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে যখন তিনি গমন করেন, তখন তাঁহাদের নয়নের সহিত অন্তঃকরণও তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্য সমাপ্ত না হইলেও তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মূর্ত্তি কেন ঐ প্রকারে দেখান, তাহার কারণ এই যে, এই সংসারে যত শান্ত ও অশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই তাঁহার রূপ; কিন্তু যখন অশান্ত মূর্ত্তি সকল শান্ত মূর্ত্তিদিগকে নিপীড়িত করে, তখন ভগবানের অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হয়। তিনি তাহাদের ক্লেশ দেখিতে পারেন না এবং যদিও আপনি অজ, তথাপি যেমন কাষ্ঠে নিত্য-সিদ্ধ অগ্নি আবির্ভূত হয়, সেইরূপ নিত্য-সিদ্ধ ভগবান্ স্বয়ং মহাভূতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও যে বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; অনন্তবীর্য্য হইয়াও কংসভয়ে ভীতের ন্যায় ব্রজে গমনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে যে স্বয়ং বাস করিয়া থাকেন এবং কাল-যবনাদির ভয়ে মথুরা পুরী হইতে যে পলায়ন করেন, এ সকল ভাবিয়া আমারও অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই চরিত্র আমার মনে পড়িলে, চিত্ত যারপর নাই খেদান্বিত হইয়া উঠে। তিনি, জনক-জননীর উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের পাদ-বন্দনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিয়াছেন 'হে মাতঃ! আমরা কংসভয়ে ভীত হইয়া আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন।' হে মতিমন্! তাঁহার এরূপ চরিত্র দেখিয়া তাঁহাকে অনীশ্বর বলিতে পারি না; ভ্রূকুটী-বিভঙ্গরূপ কৃতান্ত দ্বারা যিনি ভূমির ভার হরণ করিয়াছেন, তাঁহার চরণ-কমলের রেণু সেবন করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে ভুলিতে পারে? ১২—১৮। আপনার নিকট আমাকে তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে হইবে না; আপনারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল তাঁহার কত দ্বেষ করিয়াছিল, তথাপি তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া যোগিজন-বাঞ্ছিত পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে; অতএব তাঁহার বিরহ কে সহ্য করিতে পারিবে' আর কেবল শিশুপালই যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এমত নহে; অন্যান্য যে সকল নরবীর যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া স্ব স্ব নেত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নয়নাভিরাম মুখারবিন্দের মকরন্দ পান করিয়াছিল, তাহারাও তাঁহার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং পরমানন্দ-স্বরূপ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহার সমান অথবা তাঁহা অপেক্ষা অধিক কে ছিল? লোকপালগণও তাঁহার অগ্রে আসিয়া কর অথবা পূজোপহার সমর্পণপূর্ব্বক স্ব স্ব কিরীট-সংঘট্টধ্বনি দ্বারা তদীয় পাদপীঠে স্তব করিতেন। হে বিদুর! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঐরূপ হইলেও উগ্রসেনের নিকট যে সেই কিঙ্করত্ব করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে মাদৃশ ভৃত্যজনেরও অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হয়। হায়! এ কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে, উগ্রসেন রাজাসনে অধ্যাসীন থাকিত, আর শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া 'মহারাজ অবধারণ করুন' এই বলিয়া নিবেদন করিতেন! যাহা হউক, তাঁহার দয়ালুতা অত্যাশ্চর্য্য; দুষ্ট পূতনা তাঁহার প্রাণ-নাশের বাসনা করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় বিষলিপ্ত স্তন পান করাইয়াছিল, তাহাতেও সে ধাত্রীসদৃশী গতি লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ, কেবল তাহার ভক্তবেশ দেখিয়া, তাহাকে সদ্গতি প্রদান করেন; অতএব তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইয়া সেবা করা যাইতে পারে? আমি অসুরদিগকে পরম ভাগবত বলিয়া মানি, তাহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ উপযুক্তই বটে; কেননা, তাহাদের চিত্ত ক্রোধাবেগ-রূপ মার্গ দ্বারা ভগবানের প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং তাহারা রণভূমে অন্তিমকালে গরুড়বাহন চক্রপাণি ভগবান্‌কে স্বচক্ষে দেখিয়া থাকে। ১৯—২৪। হে বিদুর! ভগবান্, ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীর সুখ-বিধান-কামনায়, ভোজরাজ কংসের কারাগারে, বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, কংসভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহাকে নন্দের ব্রজপুরে রাখিয়া আসেন। তিনিও কংসাদির অলক্ষিতরূপে তথায় বলদেবের সহিত একাদশ বৎসর ব্যাপিয়া গূঢ়বীর্য্য হইয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি, বৎসপাল গোপ-বালকদিগের সহিত বৎস-চারণ করিয়া বেড়াইতেন এবং বিহগকুল-কূজিত যমুনা-তীরস্থ উপবনে ক্রীড়া করিতেন। ব্রজবাসীদিগের দর্শনীয় কৌমারলীলা দেখাইতে দেখাইতে তিনি কখন কখন যেন রোদন এবং কখন কখন বা যেন হাস্য করিতেন; কখন বা নানা শোভা-সম্পত্তির আগার শুভ্র-গো-বৃষ-যুক্ত নানা-বর্ণ-গোধন-চারণ করিতে করিতে বংশীধ্বনি করিয়া অনুগত গোপ-বালকদিগকে ক্রীড়া করাইতেন। ২৫—২৯। আহা! তৎকালে সেই গোপালক 'গোপাল'কে দেখিয়া মুগ্ধ বাল-সিংহের ন্যায় বোধ হইত! সেই সময়ে ভোজরাজ কংস তাঁহার প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে যে সকল মায়াবী কামরূপী অসুরদিগকে প্রেরণ করে; বালক যেমন ক্রীড়ার্থ তৃণাদি-নির্ম্মিত সিংহাদি বিনাশ করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তেমনই অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছিলেন। কালিয়-সর্পের বিষ-দূষিত যমুনার জল পান করিয়া গোপ এবং গো সকল প্রাণত্যাগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ সর্পশ্রেষ্ঠকে শাসন করিয়া যমুনার জল নির্ব্বিষ করেন এবং সেই সকল গো ও গোপদিগকে মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ঐ যমুনার বিশুদ্ধ জল পান করান। তিনি, গোপরাজ নন্দের অতি-সমৃদ্ধ বিত্তের সদ্ব্যয় এবং ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে ইচ্ছুক হইয়া গোপরাজকে গোপূজা স্বরূপ যজ্ঞ দ্বারা যাগ করাইয়াছিলেন। খর্ব্বিত গর্ব্ব ইন্দ্রও ক্রোধে অধীর হইয়া ঘোরতর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন; তাহাতে ব্রজপুর মহা ভয়বিহ্বল হয়। হে ভদ্র! তদ্দর্শনে দয়াময় ভগবান্ অনুগ্রহপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে লীলাতপত্ররূপে অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়াছিলেন; তাহাতেই ব্রজপুরী রক্ষা পায়। শরৎকালের শশিকরে যামিনী-মুখ উজ্জ্বল হইলে, শ্রীকৃষ্ণ

মধুর-পদ গান করিতে করিতে শ্রীমণ্ডলীর মণ্ডন-স্বরূপ হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন।" ৩০—৩৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের কংসবধ ও পিতামাতার উদ্ধার।

উদ্ধব কহিলেন, "হে বিদুর! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলদেবের সহিত মধুপুরীতে আগমন করিয়া জনক-জননীর সুখসাধনার্থ রিপুযূথনাথ কংসকে রাজমঞ্চ হইতে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে সে পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলে পতিত হইলে, তিনি, পিতা-মাতার আনন্দ-বিধানার্থ তাহার মৃতদেহকে ভূমির উপর টানিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি সান্দীপনি মুনির নিকট একবার মাত্র উপদিষ্ট হইয়া ষড়ঙ্গাদি সহিত সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করেন এবং পঞ্চজন নামক দৈত্যের উদর-বিবর বিদীর্ণ করিয়া, গুরুর মৃতপুত্র আনয়ন করিয়া গুরুকে বর বা দক্ষিণাস্বরূপে সেই পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ভীষ্মক-রাজকন্যা রুক্মিণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া বহুনৃপতি তাঁহার পাণি-গ্রহণার্থ আসিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রাজগণের মস্তকে পাদ নিক্ষেপ করত গরুড় যেমন সুধা হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেই সব নৃপতির সমক্ষেই গান্ধর্ব্ববৃত্তি দ্বারা সমাগম-বাসনায়, স্বীয় অংশ-স্বরূপা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। তিনি, অবিদ্ধ-নাসিক সাতটী বৃষকে দমন করিয়া স্বয়ংবরে নাগ্নজিতী নাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ঐ কন্যালাভের বাসনায় অন্যান্য অনেক নৃপতি আসিয়াছিল; কিন্তু তিনি দুর্দ্দান্ত বৃষগুলির দমন করাতেই তাহাদের মানভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহারা শস্ত্রধারণপূর্ব্বক আত্ম-রক্ষা করিলেও তিনি স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন। শ্রীকৃষ্ণ অদিতির কুণ্ডল-প্রদানার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন; তখন আপনি স্বতন্ত্র হইলেও, স্ত্রীপরতন্ত্রের ন্যায় হইয়া, প্রেয়সী সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তথা হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করেন। বধূর ক্রীড়া-মৃগ-স্বরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র ইহাতে স্ত্রী-বাক্যে উত্তেজিত হইয়া পারিজাত-প্রত্যানয়নার্থ গোবিন্দের সহিত যুদ্ধ করিতে ধাবমান হন। ১—৫। হে বিদুর! ভূমি-পুত্র নরকাসুর স্বীয় শরীর দ্বারা আকাশ গ্রাস করিতে গিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্রে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মাতা ধরিত্রী, পুত্রের তদবস্থা দেখিয়া বহুবিধ বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ, ভূমির প্রতি সদয় হইয়া, নরকাসুরের তনয় ভগদত্তকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া, ঐ নরকাসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। দুর্দ্দান্ত অসুর যে সমস্ত রাজকন্যা হরণ করিয়া আনিয়া সেই অন্তঃপুরে রাখিয়াছিল, তাঁহারা, বিপন্ন-বান্ধব সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হর্ষ, লজ্জা ও অনুরাগ-পূরিত অবলোকনে তাঁহাকে পতি-রূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। হে বিদুর! ঐ সকল রাজকন্যা ভিন্ন ভিন্ন আগারে অবস্থিত থাকিলেও ভগবান্ হরি আত্মমায়া দ্বারা প্রত্যেকেরই অনুরূপ হইয়া, বিবাহোচিত-বিধিপূর্ব্বক তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করেন। পরে তিনি প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার বিবিধ-প্রকার বিস্তার করিবার বাসনায় ঐ সকল স্ত্রীর প্রত্যেকে আত্মতুল্য-সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন দশ দশটী অপত্য উৎপাদন করেন। কালযবন, জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতি নৃপতিগণের সৈন্য দ্বারা মথুরাপুরী অবরুদ্ধ হইলে, ভগবান্—মুচুকুন্দ, ভীমাদিকে নিমিত্তমাত্র করিয়া, স্বয়ং একাই তাহাদিগের বধ সাধনপূর্ব্বক স্বীয় পুরুষদিগের প্রভাব ও কীর্ত্তি বিস্তার করেন। শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্বল এবং দন্তবক্রাদি অন্যান্য অসুরগণও তাঁহার হস্তে নিহত হয়; তদ্ব্যতীত আর কতকগুলা দৈত্য বলদেব-প্রদ্যুম্নাদি কর্ত্তৃক পাতিত হইয়াছিল। ৬—১১ হে বিদুর! তোমার ভ্রাতৃপুত্রদিগের উভয় পক্ষে যে সমস্ত রাজা নিহত হয়, ভগবান্ তাহাদিগকেও বধ করান। ঐ সকল নৃপতির সংখ্যা অল্প নহে; তাহারা যখন কুরুক্ষেত্রে গমন করিত, তখন তাহাদের সেনাসমূহের পদভরে সমস্ত পৃথিবী টলমল করিত। কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির কুমন্ত্রণাচক্রে পড়িয়া সুযোধন,—শ্রীহীন ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়াছিল। সেই দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া অনুচর-বর্গের সহিত ভূতলশায়ী হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাহার ঐ দুর্দ্দশা দেখিয়া, সন্তুষ্ট হন নাই। বরং তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া কহিয়াছিলেন, 'দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম এই মহৎ কদনের মূল স্বরূপ হইয়া এই যে অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী-সমন্বিত ভূভার হরণ করিলেন, তাহাতে ভার আর কত অল্প হইবে! কিন্তু আমার অংশস্বরূপ প্রদ্যুম্নাদির অধীনস্থ যাদব-সৈন্য-সমূহের ভার অতিশয় দুর্ব্বিষহ। ঐ যদুগণ যখন মধুপানে সর্ব্বতোভাবে উন্মত্ত এবং তাম্র-লোচন হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সেই বিবাদই তাহাদের বধের কারণ হইয়া উঠিবে; নতুবা তাহাদের বিনাশের অন্য কোন উপায় নাই। তাহারা পরস্পর একাত্মা হইলেও, আমি যখন অন্তর্দ্ধান করিতে উদ্যত হইব, তখন তাহারা আপনারাই পরস্পর বিবাদ করিয়া অন্তর্হিত হইবে।' হে বিদুর! ভগবান্ ঐরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিজ রাজ্যে স্থাপন করেন এবং সাধুদিগের পথ-প্রদর্শন করিয়া সুহৃদ্গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ১২—১৬। হে সাধু! অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরা যে পুরুবংশধর গর্ভ ধারণ করেন, তাহা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাহা পুনরায় রক্ষা করেন। তিনি, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণানুগত হইয়া ভীমাদি অনুজ-বর্গের সহিত রাজ্যপালনপূর্ব্বক পরমানন্দে সুখে কালাতিপাত করেন। সেই সময় বিশ্বাত্মা ভগবানও দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সাংখ্য অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের বিচার করিয়া, লোক ও বেদধর্ম্মের পথানুসারে, অনাসক্তভাবে বিষয় সকল ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুস্নিগ্ধ হাস্যাবলোকন, অমৃত-তুল্য কথা, পবিত্র-চরিত্র এবং শ্রীর নিকেতন স্বরূপ আত্মা দ্বারা তিনি এই মর্ত্ত্যলোক ও অমরলোক এবং যদুগণের প্রীতিসম্পাদন করিয়া বিহার করিতেন। যে সকল কামিনী, যামিনীযোগে তাঁহার নিকট আসিতে অবসর প্রাপ্ত হইত, তিনি তাহাদের প্রতি তৎকালে সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতেন। হে বিদুর! সেই শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রকারে বহু বৎসর ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ছিলেন; পরে গৃহধর্ম্মে এবং কাম-ভোগাদিতে তাঁহার ঔদাস্য জন্মিল। কামাদি, শ্রীকৃষ্ণের অধীন ছিল; যখন তিনিই তাহাতে উদাসীন হইলেন, তখন অন্যান্য যে সকল পুরুষ দৈবাধীন এবং যাহাদের কামাদিও দৈববশ, তাহাদের কি তাহাতে প্রীতি, হওয়া উচিত? যদি যোগ দ্বারা কামাদি হইত, তাহা হইলেও তাহাতে, শ্রীকৃষ্ণের না হইয়া, অপরের প্রীতি হইতে পারিত না; যেহেতু যোগও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুগত। ১৭—২৩। বিষয়-ভোগে ভগবানের ঔদাসীন্য জন্মিলে কোন দিন যদু ও ভোজ-বংশের কুমারেরা দ্বারকাপুরীতে ক্রীড়া করিতে করিতে মুনিগণের কোপোৎপাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়-অভিজ্ঞ সেই ক্রুদ্ধ মুনি সকলও তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তদনন্তর কতিপয় মাস পরেই বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি সকলেই দেব-মায়ায় বিমোহিত হইয়া, রথারোহণ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে প্রভাস-

তীর্থে গমন করিলেন এবং তথায় স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক সেই তীর্থোদকে দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন; পরে ব্রাহ্মণদিগকে বহুসংখ্যক বহুগুণযুক্ত পয়স্বিনী গাভী, স্বর্ণ, রজত, শয্যা, বস্ত্র, অজিন, কম্বল, হস্তী, অশ্ব, রথ, কন্যা, জীবিকা-নির্ব্বাহের পর্য্যাপ্ত ভূমি, বহু রসযুক্ত অন্ন এবং চরু প্রভৃতি দ্রব্য-সামগ্রী ব্রাহ্মণদিগকে দান এবং তৎকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া, মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহারা যেন গো-বিপ্র-গত-প্রাণ।" ২৪—২৮।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

মৈত্রেয়ের নিকট বিদুরের গমন।

উদ্ধব কহিলেন, "তদনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাত সেই বৃষ্ণি ও ভোজগণ আহার সমাপন করিয়া, পৈষ্টী মদ্যপান করিল। তাহারা সুরাদোষে ভ্রষ্টজ্ঞান হইয়া কটূক্তি-প্রয়োগে পরস্পর পরস্পরের মর্ম্মে আঘাত করিতে লাগিল। যেমন বেণু সকল পরস্পর-সংঘর্ষণে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সুরাপান-দোষে বিকৃত-চিত্ত হওয়াতে সূর্য্যাস্ত সময়ে তাহাদের পরস্পর-সংঘর্ষণে তাহাদের সংহারের উপক্রম হইল। ভগবান্ আত্ম-মায়ায় সেই গতি অবলোকন করিয়া, সরস্বতী-জলে আচমন করিয়া, একটা বৃক্ষমূলে গিয়া উপবেশন করিলেন। শরণাগত জনের দুঃখহারী ভগবান্ আপনার কুল-সংহারে অভিলাষী হইলে, একদা দ্বারকায় আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, 'উদ্ধব! তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর।' আমি কিন্তু তাঁহার কুলসংহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম এবং তাঁহার পাদবিশ্লেষণ-সহনে অক্ষম হইয়া, তাঁহার অনুগামী হইলাম। ১—৫। তাঁহার অন্বেষণে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম, আমার সেই প্রিয়-প্রভু শ্রীনিকেতন অনাশ্রয় ভগবান্, সরস্বতীর আশ্রয় করিয়া একা বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীর—উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণ; প্রশান্ত লোচনদ্বয়—অরুণবর্ণ এবং তিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। আমি তাঁহার ভুজচতুষ্টয় ও পীতবর্ণ কৌষেয় বসন দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। তিনি একটী কোমল অশ্বত্থ-বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া স্বীয় বাম-উরুর উপরে দক্ষিণ-চরণ সংস্থাপনপূর্ব্বক আসীন ছিলেন। তৎকালে তিনি বিষয়সুখে বিমুখ হইয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহাকে কিন্তু আনন্দ পূর্ণ দেখিলাম। হে বিদুর! সেই মহাভাগবত বেদব্যাসের সুহৃদ্ এবং সখা পরাশর-শিষ্য মৈত্রেয় মুনি পৃথিবী-ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগবানের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ভক্তি ও আনন্দে অবনত-মস্তক হইয়া শ্রবণ করিতে থাকিলে, তাঁহার সমক্ষে ভগবান্ মুকুন্দ,—অনুরাগ ও হাস্যযুক্ত অবলোকনে আমার শ্রান্তি দূর করিয়া কহিলেন, 'অহে বসু! আমি তোমার অন্তরে অবস্থিত হইয়া তোমার মনোবাঞ্ছা জানিতে পারিয়াছি। তুমি পূর্ব্ব জন্মে বসু ছিলে। বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির এবং বসুগণের যজ্ঞে আমাকে আরাধনা করিয়াছিলে; অতএব যাহা আমাতে-পরাঙ্মুখ লোকের দুষ্প্রাপ, আমাকে পাইবার জন্য আমি তোমাকে সেই সাধন প্রদান করি, হে সাধো! তবে তোমার যত জন্ম হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে এই জন্ম চরম; কেননা, তুমি এই জন্মেই আমার অনুগ্রহ লাভ করিলে। আমি নরলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি; এখন এই একান্ত প্রদেশে তুমি যে প্রগাঢ় ভক্তি-সহকারে আমাকে দর্শন করিলে, ইহাও তোমার সার্থক জন্ম। হে উদ্ধব! পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে, সৃষ্টি-আরম্ভে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমি আমার মহিমাব্যঞ্জক যে পরম জ্ঞান কহিয়াছিলাম, জ্ঞানিগণ তাহাকেই ভাগবত কহিয়া থাকেন।' ৬—১৩। হে বিদুর! সেই পরম পুরুষ, কৃপাবলোকনে অনুগ্রহ করিয়া আদরপূর্ব্বক আমাকে ঐরূপ কহিলে, স্নেহভরে আমার শরীর লোমাঞ্চিত হইল, বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল; পরে শোকাশ্রু মোচন করিতে করিতে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলাম, 'হে ঈশ্বর! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণ-কমল ভজনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে কোনটীই দুর্লভ নহে; কিন্তু আমি সে সকল প্রার্থনা করি না, আমি কেবল তোমার পাদপদ্ম সেবা করিতেই উৎসুক। প্রভো! তুমি নিষ্ক্রিয় হইয়াও যে কর্ম্ম কর, অজ হইয়াও যে জন্ম গ্রহণ কর, স্বয়ং কালরূপী হইয়াও যে শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় কর, স্বয়ং আত্মরতি হইয়াও বহু-স্ত্রী-পরিবৃত হইয়া যে গৃহাশ্রম-ধর্ম্ম আচরণ কর, এ সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগেরও বুদ্ধি—সংশয়ে খিন্ন হয়। নাথ! তুমি সদাত্মা, তোমার সৎ-আত্মা কালাদি দ্বারা খণ্ডিত হয় না এবং তোমার শক্তি সংশয়াদি-রহিত, হে দেব! তুমি সকল মন্ত্রণা করিতে পার এবং করিয়াছ; তবু আমাকে আহ্বান করিয়া মুগ্ধবৎ "কি করা কর্ত্তব্য" জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে; ইহাতে আমার মন যেন মুগ্ধ হইতেছে। ভগবন্! তুমি আত্মরহস্য-প্রকাশক যে পরম জ্ঞান ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলে, যদি তাহা আমাদের শ্রবণযোগ্য হয়, তবে বল; তাহা হইলে আমরা অনায়াসে সংসার-দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইব।' ১৪—১৮। হে বিদুর! আমি এই প্রকারে তাঁহাকে অন্তরের অভিপ্রায় নিবেদন করিলে, সেই কমলাক্ষ পরম-পুরুষ ভগবান্ স্বীয় পরম-স্থিতিতত্ত্ব আমাকে কহিয়াছিলেন। আমি তখন সেই ভগবানের চরণ আরাধনা করিলাম। সেই আরাধিত-পাদ গুরুর নিকট পরমাত্ম-জ্ঞানমার্গ লাভ করিলাম। পরে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, বিরহ-ব্যথিত-চিত্তে এস্থানে আসিতেছি। হে বিদুর! সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আনন্দিত এবং বিয়োগে কাতর হইয়া এক্ষণে আমি তাঁহার প্রিয় বদরিকাশ্রমে গমন করিতেছি। সেই স্থানে লোকানুগ্রাহক ভগবান্ নর-নারায়ণ ঋষি, কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত পরোপকারযুক্ত দুষ্কর তপস্যা আচরণ করিতেছেন।" ১৯—২২। শুকদেব কহিলেন; রাজন্! উদ্ধবের মুখ হইতে বন্ধুগণের দুঃসহ বধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিদুরের শোক উথলিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি বিবেক দ্বারা তাহার উপশম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মীয় মহাভাগবত উদ্ধব বদর্য্যাশ্রমে যাইতে উদ্যত হইলে, কৌরববর বিদুর সপ্রণয়ে তাঁহাকে কহিলেন, "অহে উদ্ধব! বিষ্ণুভক্তগণ স্বীয় অজ্ঞান ভৃত্যদিগের প্রয়োজন-সাধনার্থই বিচরণ করেন; অতএব যোগেশ্বর ঈশ্বর তোমাকে আত্ম-তত্ত্ব-প্রকাশক যে পরম জ্ঞান কহিয়াছেন, তাহা তোমার আমাদিগকে বলা উচিত। আমি তোমার সেবক, আমাকে ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ দিয়া কৃতার্থ কর।" উদ্ধব কহিলেন, "আপনি তত্ত্বোপদেশ লইবার জন্য মুনিবর মৈত্রেয়ের আরাধনা করিবেন। কেননা, ভগবান্ যখন মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করেন, তখন আপনাকে উপদেশ দিবার জন্য মৈত্রেয় ঋষিকে আমার সমক্ষেই আদেশ করিয়াছেন; অতএব আমার নিকট উপদেশ লওয়া আপনার অনুচিত।" শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে বিদুরের সহিত বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের গুণকথনরূপ অমৃত দ্বারা উদ্ধবের গুরুতর সন্তাপ দূরীকৃত হইল। তিনি সেই রাত্রি যমুনা-পুলিনে ক্ষণকালের ন্যায় যাপন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ২৩—২৭। রাজা পরীক্ষিৎ এই সময়

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! অধিরথ-যূথপের যূথপতি বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়েরা ব্রহ্মশাপে নিধন প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও মনুষ্যাকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। যদি সকলে বিনষ্ট হইলেন, তবে কেবল উদ্ধব অবশিষ্ট রহিলেন কেন? শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মশাপ উপলক্ষমাত্র, ভগবানের ইচ্ছাই সকলের মূল; তাহা ব্যর্থ হয় না। তিনি নিজ কাল-শক্তি দ্বারা সংবৃত্ত স্বীয় কুল সংহার করিয়া আত্মদেহ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত এই চিন্তা করিলেন, "আমি এই মর্ত্তালোক হইতে উপরত হইব, সম্প্রতি আমিবর উদ্ধবই মদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ নহে। উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন নহে, কারণ, বিষয় দ্বারা ইহার ক্ষোভ জন্মে না; অতএব এই উদ্ধবই মৎসংক্রান্ত জ্ঞান লোকদিগকে উপদেশ দিয়া, এই ভূতলে অবস্থিতি করুক।" হে রাজন্! এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ বেদকর্ত্তা ত্রিলোক-গুরু ভগবান্, উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে গমন করিতে আদেশ করিলেন। পরে উদ্ধব তথায় আসিয়া সমাধি দ্বারা ভগবান্ হরির পূজা করিতে লাগিলেন। ২৮—৩২। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলে দেহ ধারণপূর্ব্বক যে সকল প্রশংসনীয় কর্ম্ম করেন এবং যে প্রকারে তাঁহার দেহত্যাগ হয়, তাহা ধীর ব্যক্তিদিগের ধৈর্য্যবর্দ্ধক; কিন্তু অধীরচিত্ত পশু-তুল্য ব্যক্তির পক্ষে তাহা বড়ই কষ্টকর। কুরুশ্রেষ্ঠ! বিদুরও উদ্ধবের প্রমুখাৎ তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া এবং 'শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার বিষয় ভাবিয়াছিলেন' ইহা বুঝিয়া উদ্ধবের অন্তর্দ্ধান হেতু প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সিদ্ধিপ্রাপ্ত সেই পরম ভাগবত বিদুর কতিপয় দিবস ভ্রমণ করিয়া ভাগীরথীর তীরে মৈত্রেয় মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। ৩৩—৩৬

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

মৈত্রেয়-কর্ত্তৃক ভগবানের লীলা-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, ভগবদ্ভাবসিদ্ধ কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর, হরিদ্বার-ক্ষেত্রে আসীন অগাধজ্ঞান-সম্পন্ন মুনিবর মৈত্রেয়ের নিকট সবিনয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সৌশীল্যকারুণ্যাদি গুণে পরিতৃপ্ত হইলেন; অনন্তর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন;—"মুনে! লোক সকল এই সংসারে সুখলাভেচ্ছায় কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে সুখ অথবা দুঃখের উপশম হয় না, বরং তাহা হইতে পুনঃপুনঃ দুঃখই হইয়া থাকে, এহেন সংসারে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি নিশ্চয় করিয়া বলুন। প্রভো! পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মফলে যাহারা ভগবানে বিমুখ এবং অধর্ম্মশীল, সুতরাং তন্নিমিত্ত যাহারা দুঃখভোগ করে; আপনার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ পরোপকারী ভগবদ্ভক্তেরা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব হে সাধুশ্রেষ্ঠ! যে উপায়ে ভগবানের আরাধনা করিলে তিনি আমাদের ভক্তিপূত হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আত্ম সাক্ষাৎকার সহ অনাদি বেদ-প্রমাণক জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন, আপনি আমাদিগকে সেই উপায় শিক্ষা দিন। ভগবান্ আত্মতন্ত্র ও ত্রিগুণা মায়ার নিয়ন্তা। তিনি স্বয়ং পুরুষরূপে আপনার অবতার গ্রহণ করিয়া যে সকল কর্ম্ম করেন; স্পৃহাশূন্য হইয়া যে প্রকারে অগ্রে এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং যে প্রকারে ইহাকে সুস্থির করিয়া যেরূপে ইহার জীবিকা বিধান অর্থাৎ পালন করিয়া থাকেন, তাহাই বর্ণন করুন। ১—৫। আর তিনি যে প্রকারে এই জগৎ আপনার হৃদয়াকাশে রাখিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে যোগমায়াতে শয়ন করিয়া থাকেন; স্বয়ং যোগেশ্বরদিগের অধীশ্বর হইয়া একাকী যে প্রকারে তাহাতে অনুপ্রবেশন করিয়া ব্রহ্মাদি বহু প্রকার হন; তৎসমুদায়ও প্রকাশ করিয়া বলুন। হে মুনে! পুণ্যকীর্ত্তি-চূড়ামণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত যতই শ্রবণ করি, ততই আমাদের পিপাসা-বৃদ্ধি হয়। তিনি মৎস্যাদি অবতার-ভেদে ক্রীড়া করিয়া ব্রাহ্মণ, গো এবং দেবতাদিগের মঙ্গলার্থ যে প্রকারে যে যে কর্ম্ম করেন; লোকনাথাধিপতি, তত্তদ্ভেদ দ্বারা লোকপাল সহিত যে যে লোকালোক পর্ব্বতের বহির্ভাগ সকল কল্পনা করিয়াছেন,—যে স্থানে প্রাণিসকল স্ব স্ব জাতিভেদে তত্তৎ কর্ম্মে অধিকারী হইয়া আছে;—তৎসমুদায়ও বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। বিশ্বস্রষ্টা স্বতঃসিদ্ধ নারায়ণ যে প্রকারে জীবগণের স্বভাব, তৎকৃত কর্ম্ম, রূপ ও নাম প্রভৃতির প্রভেদ করিয়াছেন, তাহাও বর্ণন করুন। হে ভগবন্! আমি, মহর্ষি বেদব্যাসের মুখে ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদির ধর্ম্মকথা বারংবার শ্রবণ করিয়াছি; তাহাতে যে সকল তুচ্ছ-সুখাবহ কথা আছে, তাহা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছি;—আর শুনিতে অভিলাষ হয় না; কিন্তু তাহাতে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা-রূপ অমৃতরাশি উদ্গত হয়, তাহাতে আমি বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই; সেই জন্য সেই কৃষ্ণকথাময় কথা শুনিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়। ৬—১০। হে মুনে! আপনাদিগের এই সমাজে নারদাদি ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণের যে কথামৃতের গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতে কাহারই বা তৃপ্তি হইতে পারে? ঐ কথামৃত পুরুষের কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া ভবপ্রদা গৃহাসক্তিকে ছেদন করে। আপনার সখা মহর্ষি বেদব্যাসও ভগবানের গুণবর্ণন-কামনায় মহাভারত রচনা করেন। তাহাতে অর্থ-কামাদির কথা বর্ণিত থাকিলেও, গ্রাম্য-সুখানুবাদ অর্থাৎ ইতিহাস-বর্ণনীয় কামিনীর কামতার প্রভৃতি লোকচরিত্র-বর্ণনা দ্বারা বিষয়লুব্ধ মনুষ্যদিগের মতি ভগবানের কথায় আকৃষ্ট হইয়াছে। যে পুরুষ তাহাতে ভক্তিমান্ হয়, তাহার মতি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া, গ্রাম্য-সুখে তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া দেয়, তৎপরে তাহাকে হরিচরণারবিন্দের অনুসরণে আনন্দিত করাইয়া সমস্ত দুঃখ আশু বিনষ্ট করে। হে মুনে! যে সকল ব্যক্তি হরি-কথায় আনন্দ লাভ না করে, তাহারাই ভারতাখ্যানের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অনভিজ্ঞ, তাহারা শোচ্য জনগণেরও শোচনীয়; তাহাদের নিমিত্ত আমিও শোক করিতেছি। আহা! কাল তাহাদিগের আয়ুঃ বৃথা ক্ষয় করিতেছে এবং বাক্য, দেহ ও মনের ব্যাপারও বৃথা যাইতেছে। অতএব হে আর্ত্তবন্ধো! মৈত্রেয়! মধুপ যেমন পুষ্পসমূহ হইতে মধু সঞ্চয় করে, আপনি সেইরূপ নানা কথা হইতে পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের সার কথা উদ্ধার করিয়া বিশ্বের মঙ্গলার্থ আমাদের সেই কথাই কীর্ত্তন করুন। যে ঈশ্বর,—এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত পূর্ব্বে শক্তি-ত্রয় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি লোক-মধ্যে অবতাররূপ গ্রহণ করিয়া যে লোকাতীত কর্ম্ম করেন, তৎসমুদায়ও সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।" ১১—১৬। শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! সেই ভগবান্ মৈত্রেয় মুনি এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠের মঙ্গলোপায় বিদুরকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বহু সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন;—"হে বিদুর! ধন্য ধন্য! লোকের প্রতি এবং আমার প্রতিও অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি অসামান্য কীর্ত্তিমান্! অধোক্ষজ ভগবানে তোমার মন সর্ব্বদা সমর্পিত আছে। তুমি ভগবান্ বেদব্যাসের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; তুমি যে, অনন্যভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছ, তোমার পক্ষে তাহা আশ্চর্য্য নহে। তুমি পূর্ব্ব-জন্মে প্রজাসংহারক যম ছিলে; মাণ্ডব্য-মুনির শাপে বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যাস্বরূপে

গৃহীতা দাসীর গর্ভে সত্যবতীসুত ব্যাসদেবের ঔরসে তোমার জন্ম হইয়াছে। তুমি ভগবানের অনুমোদিত ভক্ত। ভগবান্ তোমাকে স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বৈকুণ্ঠ-গমনকালে ঐ জ্ঞান স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিয়া যান। যাহা হউক, এক্ষণে আমি তোমার নিকট যোগমায়াকর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ ভগবানের লীলা সকল আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করি। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়—এই সমস্তই তাঁহার লীলার বিষয়ীভূত। ১৭—২২। জীবগণের আত্মাস্বরূপ এবং সকলের প্রভু সেই পরমাত্মা সৃষ্টিকালে নানা বৃত্তিতে উপলক্ষিত হন। তাঁহার আত্মমায়া লীনা হইলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্রই ভগবৎ-রূপ ছিল;—তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না। সে সময় একমাত্র তিনি প্রকাশিত ছিলেন, সুতরাং স্বয়ং দ্রষ্টা হইলেও অন্য দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান নাই। অতএব মায়াদি শক্তি লীনা হইয়া থাকাতে দৃশ্য এবং দ্রষ্টার অভাবে আপনিও যেন নাই, এইরূপ মনে করিতেন; কিন্তু তৎকালে চিৎশক্তি দেদীপ্যমানা থাকাতে আপনি একেবারে নাই, এমত বোধ করিতে পারেন নাই। দ্রষ্টাস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্ট-দৃশ্যানুসন্ধান-রূপা সেই শক্তি,—কার্য্য ও কারণ—উভয়-স্বরূপা। হে মহাভাগ! ঐ শক্তিরই নাম মায়া। ভগবান্ সেই মায়া দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই চিচ্ছক্তি-যুক্ত পরমাত্মা,—কালশক্তি বশতঃ গুণক্ষোভযুক্ত মায়াতে স্বীয় অংশ স্বরূপ যে পুরুষ, প্রকৃতির উপরে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন,—তদ্দ্বারা বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন। তদনন্তর কাল-প্রেরিত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে মহত্তত্বের সৃষ্টি হইল। তমঃসংহর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা সেই মহত্তত্ত্ব, বীজগত অঙ্কুর যেমন বৃক্ষ প্রকাশ করে, তদ্রূপ আত্মদেহস্থ বিশ্ব প্রকাশ করিলেন। অনন্তর সেই মহত্তত্ত্ব,—গুণ, চিদাভাস, এবং কাল—এই তিনের অধীন হইয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইয়া, এই বিশ্বের সৃজন-কামনায় আপনার রূপান্তর করিলেন। ২৩—২৮। অদৃষ্ট মহত্তত্ত্ব বিকৃত হইলে অহঙ্কারতত্ত্ব উদ্ভূত হইল। সেই অহঙ্কার,—কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তা—এই তিনের আশ্রয়; যেহেতু ভূত, ইন্দ্রিয়, মন—এই তিন, অহঙ্কারেরই বিকার। ঐ অহঙ্কার তিন প্রকার;—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস, সাত্ত্বিক অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মন উদ্ভূত হইল এবং যে সকল ইন্দ্রিয়াদির আধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হইতে শব্দাদি বিষয় প্রকাশ পায়, তৎসমুদায় ঐ সাত্ত্বিক-অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু রাজস-অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। শব্দতন্মাত্রের কারণ যে তামস-অহঙ্কার, তাহা বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহ হইতে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হইল। ঐ শব্দতন্মাত্র হইতেই আকাশ হয়; তাহাই আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ শরীর। তদনন্তর কাল ও মায়ার অংশযোগে ভগবান্ আকাশের প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহাতে সেই আকাশ হইতে অনুস্থত স্পর্শতন্মাত্র রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর সৃষ্টি করে। পরে বহুবলশালী বায়ু, আকাশের সহিত বিকারগ্রস্ত হইলে, তাহা হইতে রূপতন্মাত্র সৃষ্ট হইল; অনন্তর তাহা হইতে তেজের উদ্ভব হইল। সেই তেজই সকল লোক-প্রকাশক। ২৯—৩৪। তাহার পর সেই তেজ, বায়ুর সহযোগে ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইয়া বিকৃত হইল; তাহাতে কাল ও মায়ার অংশযোগে প্রকাশমান রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইল। তাহার পর ঐ জল ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইয়া কাল ও মায়ার অংশযোগে প্রকাশমান গন্ধতন্মাত্র দ্বারা ভূমিকে সৃষ্টি করিল। হে বিদুর! আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে ভূত ক্রমে ক্রমে জন্মজ, তাহাদের সহিত স্ব স্ব কারণের ক্রমশঃ সম্বন্ধ থাকাতে, উত্তরোত্তর তাহাদের অধিক গুণ হইয়াছে অর্থাৎ আকাশের সহিত অন্য কোন ভূতের সম্বন্ধ না থাকাতে, তাহার এক শব্দমাত্র গুণ; বায়ুর সহিত আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে, তাহাতে নিজ অসাধারণ গুণ স্পর্শ এবং শব্দ—এই দুই গুণ আছে। তেজে আকাশ ও বায়ুর সম্বন্ধ থাকাতে, স্বীয় অসাধারণ গুণ রূপ, এবং স্পর্শ ও শব্দ, এই তিন গুণ ধারণ করে। জলে আকাশাদি ভূতত্রয়ের অনুপ্রবেশ থাকাতে তাহাদের স্ব স্ব গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং আপনার অসাধারণ গুণ রস, এই চারিটী আছে। ভূমিতে আকাশাদি ভূতচতুষ্টয়ের অনুপ্রবেশ জন্য তাহাতে কারণের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস; এই চারি এবং আপনার অসাধারণ গুণ গন্ধ—এই পাঁচ গুণই আছে। উক্ত মহদাদির অভিমানী দেবতা সকল বিষ্ণুর অংশ। তাহারা কাললিঙ্গ অর্থাৎ বিকার; মায়ালিঙ্গ অর্থাৎ বিক্ষেপ এবং অংশলিঙ্গ অর্থাৎ চেতনা প্রভৃতির গুণ সকল ধারণ করে, সুতরাং পরস্পর মিলিত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্ব স্ব কার্য্য স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড-রচনায় অসমর্থ হইল; সুতরাং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পরমেশ্বরের স্তব করিয়া কহিতে লাগিল, 'হে দেব! তোমার যে চরণ-কমল, শরণাপন্ন ব্যক্তিদিগের তাপোপশমনার্থ ছত্রস্বরূপ; আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! তোমার ঐ পাদপদ্মের তল আশ্রয় করিয়া যতিগণ সংসার-দুঃখ দূরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। হে ঈশ! এ সংসারে জীবগণ তোমার চরণসেবা না করিয়া জ্ঞানলাভের অভাবে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-রূপ তাপত্রয়ে অভিভূত হইয়া, কোন প্রকার সুখ লাভ করিতে পারে না। হে ভগবন্! তোমার পাদপদ্মের ছায়া আশ্রয় করিলেই আমরা জ্ঞান লাভ করিব। ভগবন্! তোমার এই চরণ-কমল তীর্থস্বরূপ। আমরা উহার আশ্রয় লইলাম। ঋষিগণ অসঙ্গমনে তোমার মুখ-কমল-নীড়স্থ বেদরূপ পক্ষী দ্বারা তোমার ঐ চরণ-কমল সতত অন্বেষণ করিয়া থাকেন। প্রভো! কলুষ-নাশিনী তরঙ্গিণী-কুলের শ্রেষ্ঠতমা গঙ্গা ঐ চরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, এ নিমিত্ত অনেকে গঙ্গার সেবা করিয়াও তোমার চরণারবিন্দ পাইয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাও তোমার ঐ পাদপদ্ম-অন্বেষণে অনধিকারী নহে; শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা তাহাদেরও চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে। শ্রদ্ধা-সহকারে হৃদয়ে তোমার সেই পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া, তাহারাও বৈরাগ্যবল-সম্পন্ন জ্ঞান দ্বারা ধীর হইয়া থাকে; অতএব আমরা তোমার পাদপীঠেরই আশ্রয় গ্রহণ করি। হে ঈশ! তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া থাক। আমরা সকলে তোমার পাদপদ্মের শরণাগত হইলাম। হে ভগবন্! তোমার সেই পাদপদ্ম স্মরণ করিলে অভয়প্রাপ্তি হয়। প্রভো! স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া যে সকল পুরুষ দেহরূপ গৃহে 'আমি' 'আমার' এবংবিধ জ্ঞানে. প্রগাঢ় আগ্রহ প্রকাশ করে; তুমি অন্তর্যামী হইয়া দেহরূপ পুরীতে বিরাজমান থাকিলেও তাহারা তোমার পাদপদ্ম পায় না। আমরা তোমার সেই চরণ-কমলে শরণ লইলাম। পরমেশ! তুমি অন্তর্যামী হইয়া সকলেরই হৃদয়ে নির্ব্বিশেষে বাস করিতেছ; তবু তোমার চরণাম্বুজ কেহ কেহ পায় না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে; যাহাদিগের ইন্দ্রিয়বৃত্তি বহির্ম্মুখ, তাহাদের অন্তরস্থ মন-দূরে অপনীত হয়, সুতরাং তাহাতে তাহারা তোমার পাদপদ্ম সেবক ভক্তবৃন্দকেও দেখিতে সক্ষম হয় না। হে দেব! তোমার কথামৃত পান করিয়া যাহাদিগের অন্তঃকরণ প্রবৃদ্ধ-ভক্তি দ্বারা পরিষ্কার হয়, তাহারা, বৈরাগ্যরূপ পরম জ্ঞান লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৫—৪৬। অন্যান্য ধীর ব্যক্তিরা জ্ঞান-

যোগে-বলবতী প্রকৃতিকে জয় করিয়া, সেই পুরুষকেই প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু অনায়াসে নহে; আর তোমার সেবা দ্বারা অনায়াসে মুক্তিপ্রাপ্তি হয়। হে আদ্য! আমরা তোমারই, যেহেতু তুমি লোক-সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, সত্বাদি তিন স্বভাবে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ, কিন্তু আমরা সকলে পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব; এইজন্য কোন প্রকারে একীভূত হইতে পারিলাম না, সুতরাং যাহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা যখন হইল না, তখন তোমার ক্রীড়োপকরণ স্বরূপ সেই ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তোমাকে সমর্পণ করিতে পারিলাম না; অতএব তুমি আমাদিগকে শক্তির সহিত স্বীয় জ্ঞান প্রদান কর। হে অজ! আমরা তত্তদবসরে তোমাকে যে প্রকারে সমস্ত ভোগ্য সমর্পণ করিতে পারি এবং যে প্রকারে আমাদের অন্ন ভোজনে সামর্থ্য হয়, আর যেখানে থাকিয়া এই সমস্ত জীব নিরাপদে তোমার এবং আমাদিগের ভোগ্য বস্তু আহরণ করিয়া, আপনাদের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই করিবার জন্য আমাদিগকে শক্তির সহিত স্বীয় জ্ঞান প্রদান কর। প্রভো! তুমি নির্ব্বিকার, অধিষ্ঠাতা এবং পুরাতন পুরুষ; তুমি আমাদিগের এবং আমাদের কার্য্যসকলের আদ্য কারণ, অতএব আমাদিগের এবং কার্য্যোপাধি জীবগণের জীবিকা কল্পনা করিয়া দেওয়াও তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। হে দেব! তুমিই ত সত্বাদি গুণের এবং জন্মাদি কর্ম্মের কারণ-স্বরূপা মায়াতে মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য্য আধান কর। অতএব হে আত্মন্! মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি আমরা যে জন্য উৎপন্ন হইলাম, তৎসম্বন্ধে কি করিতে হইবে, আমাদিগকে আজ্ঞা কর। তোমার জ্ঞান এবং তোমার শক্তি দ্বারাই আমাদের সৃষ্টি-করণে সামর্থ্য হইবে; নতুবা স্বতন্ত্রভাবে আমরা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইব না। অতএব যদি সৃষ্টিই করিতে হয়, তবে আমাদিগকে শক্তির সহিত স্বীয় জ্ঞান প্রদান কর। ৪৭—৫১।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিরাট্-মূর্ত্তি-সৃষ্টি।

মৈত্রেয় মুনি কহিলেন, "ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ মহত্তত্ত্বাদি, পরস্পর একীভূত না হওয়াতে বিশ্বসৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহারা অসমর্থ, ভগবান্ তাঁহাদের মুখে তাঁহাদের এই গতি অবগত হইলেন, সেই সময় তিনি, সংহনন-কারিণী প্রকৃতির সহিত অন্তর্য্যামিস্বরূপে একেবারে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে প্রবেশ করিলেন। এ তত্ত্বসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের ক্রিয়া অথবা জীবের অদৃষ্ট, যাহা বিলীন ছিল, তাহার বিকাশ করণানন্তর সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে একত্র সংযুক্ত করিয়া দিলেন। যখনই ঐ মহদাদি তত্ত্বগণের ক্রিয়া-শক্তি বিকশিত হইল, তখনই তাঁহারা পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রেরণায় আপনাদের অংশ দ্বারা অধিপুরুষ অর্থাৎ বিরাট্ দেহ উৎপন্ন করিল অর্থাৎ সেই বিশ্বস্রষ্টা মহদাদি তত্ত্ব সকল, আত্মপ্রবেশকারী পরমেশ্বরের সম্বন্ধ থাকাতে পরস্পর মিলিত হইয়া, স্ব স্ব অংশে ক্ষুভিত হইল, তাহাতে বিরাড়্দেহ সর্ব্বতোভাবে পরিণত হইল; তাহাতেই এই চরাচর লোক সকল অবস্থিত রহিয়াছে। ১—৫। অধিপুরুষ নামে হিরণ্ময় পুরুষ সহস্র বৎসর যাবৎ আপনার সহিত শায়িত জীবসমূহ সহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। তাহাতে উল্লিখিত মহদাদি তত্ত্ব সকলের কার্য্য-স্বরূপ গর্ভ অর্থাৎ ঐ বিরাড়্মূর্ত্তি,—দৈবশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তি-বিশিষ্ট হইয়া, এক, দশ ও তিন প্রকার বিভক্ত হইল, অর্থাৎ জ্ঞান-শক্তি দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য-স্বরূপে এক প্রকার এবং ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশ প্রকার আর আত্ম-শক্তি অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত ভেদে আপনাকে তিন প্রকার করিল। কেননা, সমস্ত সৃষ্টিই তাঁহার অংশ হইতে, সুতরাং ঐ বিরাট্-পুরুষই অশেষ প্রাণীর আত্মা এবং তিনি পরমাত্মার অংশ অর্থাৎ জীব। তিনি আদ্য-অবতার-স্বরূপ, তাঁহাতেই ভূত সকল প্রকাশ পায়। পরে ঐ বিরাট্-পুরুষ,—অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত, এই তিনের সহিত একীভূত হওয়াতে তিন প্রকার এবং প্রাণাদির স্বরূপ হওয়াতে দশ প্রকার, আর হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য-স্বরূপ হওয়াতে এক প্রকার হইলেন। পরে পরমেশ্বর, বিশ্বস্রষ্টৃ-স্বরূপ মহদাদি তত্ত্বসমূহের পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপিত বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাদের বিবিধ বৃত্তি-লাভের পূর্ব্বে স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা বিরাট্-শরীরে আলোচনা করিলেন। হে বিদুর! পরমেশ্বর ঐরূপে আলোচনা করিলে দেবতাদিগের কত প্রকার আয়তন নির্ভিন্ন হইল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৬—১১। ঐ বিরাট-পুরুষের মুখ পৃথক্রূপে উৎপন্ন হইলে লোকপাল অগ্নি, বাক্যরূপ নিজ শক্তি সমভিব্যাহারে তথায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জীব তাহাতেই শব্দোচ্চারণে সমর্থ হইয়াছেন। এইরূপে যখন সেই বিরাট্-পুরুষের তালু পৃথক্রূপে উৎপাদিত হইল, তখন লোকপাল বরুণ, স্বীয় শক্তি রসনেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার অধিদেবতা-স্বরূপ অধিষ্ঠিত হইলেন। তদধিষ্ঠাতা জীব সেই রসনা দ্বারা রস গ্রহণ করেন। তৎপরে যখন তাঁহার নাসিকা-দ্বার নির্ভিন্ন হইল, তখন অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, স্বীয় শক্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। নাসিকা-দ্বয়ের অধিষ্ঠাতা জীব তাহা দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ক্রমে যখন সেই বিরাট্-পুরুষের দুই চক্ষুর্গোলক স্বতন্ত্র-রূপে নির্ভিন্ন হইল, তখন লোকপাল আদিত্য স্বীয় অংশের সহিত অধিদেবতারূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই চক্ষু দ্বারাই জীব রূপজ্ঞান পাইয়া থাকে। অনন্তর যখন সেই বিরাট্-পুরুষের শরীরস্থ ত্বক্ সকল পৃথক্রূপে ভিন্ন হইল, তখন লোকপাল বায়ু, নিজ শক্তি সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত অধিদেবতারূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ত্বগিন্দ্রিয় হইতেই জীবের স্পর্শজ্ঞান হয়। তৎপরে, বিরাট-পুরুষের কর্ণদ্বয় পৃথক্রূপে বিভিন্ন হইল। দিক্ সকল স্বীয় অংশে তখন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত অধিদেবতা স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ শ্রবণেন্দ্রিয়ের কল্যাণে জীবমাত্রেই শব্দজ্ঞান পাইয়া থাকে। ১২—১৭। অনন্তর ঐ বিরাট্-পুরুষের চর্ম্ম পৃথক্রূপে নির্ভিন্ন হইলে, ওষধি সকল স্ব স্ব অংশ-সহ অধিদেবতা-স্বরূপে লোম দ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সকল লোম দ্বারা কণ্ডূয়া এবং স্পর্শ-সুখাদি অনুভূত হয়। তাহার পর যখন বিরাট্-পুরুষের উপস্থ পৃথক্রূপে নির্ভিন্ন হইল, তখন প্রজাপতি, স্বীয় অংশে শুক্র দ্বারা অধিদেবতা-স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই শুক্রে জীবসমূহ আনন্দ অনুভব করে। তৎপরে বিরাট-পুরুষের পায়ুস্থান পৃথক্রূপে প্রকটিত হইলে, মিত্রদেবতা, স্বীয় অংশে পায়ু-ইন্দ্রিয় সহ অধিদেবতা-স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; তদ্দ্বারা জীবের মল-ত্যাগাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তদনন্তর বিরাট্ পুরুষের হস্তদ্বয় পৃথক্রূপে প্রকটিত হইলে, স্বর্গপতি ইন্দ্র, স্বীয় অংশে ক্রয়-বিক্রয়াদি-শক্তি-সহ অধিদেবতা-স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; তাহাতেই জীব স্বীয় বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে বিরাট্-পুরুষের পদদ্বয় পৃথক্রূপে নির্ভিন্ন হইলে, লোকেশ বিষ্ণু স্বীয় অংশে গতিশক্তি দ্বারা তাহাতে প্রকটিত হইলেন। তাহাতে পুরুষের দেশান্তর গমন হয়। ১৮—২২। অনন্তর বিরাট্-পুরুষের বুদ্ধি পৃথক্রূপে উদ্ভিন্ন হইলে, বাগীশ ব্রহ্মা, স্বীয় অংশে জ্ঞানের সহিত অধিদেবতা-স্বরূপে তাহাতে প্রবেশ

করিলেন। তাহাতেই জীবের বোদ্ধব্য বিষয় অনুভূত হইয়া থাকে।) তৎপরে সেই বিরাট্-পুরুষের হৃদয় স্বতন্ত্র নির্ভিন্ন হইলে, চন্দ্রমা, স্বীয় অংশ মনের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; জীব সেই মন দ্বারা সঙ্কল্পাদি বিকার পাইয়া থাকে। তদনন্তর বিরাট-পুরুষের অহঙ্কার পৃথক্‌রূপে প্রকটিত হইলে, রুদ্র, নিজ শক্তি অহংবৃত্তির সহিত অধিষ্ঠাতৃরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে তাঁহার কর্ত্তব্য-কর্ম্মপ্রাপ্তি হয়। তৎপরে তাঁহার চিত্ত পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইলে, মহত্তত্ত্ব, অধিদেবতা-স্বরূপে আপনার অংশ চেতনার সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। জীব সেই চেতনা দ্বারা বিজ্ঞান অনুভব করিয়া থাকে। অনন্তর বিরাট্-পুরুষের মস্তক হইতে স্বর্গ উৎপন্ন হইল। পরে পদদ্বয় হইতে পৃথিবী এবং নাভিদেশ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। ঐ সকল স্থানে সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ—এই তিন গুণের পরিণামরূপে দেবতাদি-স্বরূপ প্রতীয়মান হন, অর্থাৎ দেবগণ উর্জ্জিত সত্ত্বগুণ-প্রভাবে স্বর্গে অবস্থিত হন, এবং মনুষ্যগণ ও তদীয় প্রয়োজন-সাধক পশ্বাদি, রজোগুণ-স্বভাবপ্রযুক্ত পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়াছে। সেইরূপ রুদ্র ও পার্ষদ ভূতগণ তমোগুণ হেতু দ্যাবাভূমির অভ্যন্তরস্থ অন্তরীক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। ২৩—২৮। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সেই বিরাট্-পুরুষের মুখ হইতে বেদ এবং ব্রাহ্মণ প্রসূত হইলেন। ঐ বেদই অধ্যাপনাদি দ্বারা বিপ্রগণের বৃত্তিস্বরূপ হইল। তাঁহাদের জীবিকাও তৎসঙ্গে বিহিত হইল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মুখ হইতে জন্মিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা বর্ণের প্রথম ও গুরু হইয়াছেন। ঐ বিরাট্-পুরুষের হস্ত হইতে ক্ষত্র অর্থাৎ পালনরূপা বৃত্তি এবং ঐ বৃত্তির অনুবর্ত্তী ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইল। হে বিদুর! এই কারণে বিভুর অংশস্বরূপ ক্ষত্রিয় জাতি চৌরাদির উপদ্রব হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অনন্তর ঐ বিরাট্-পুরুষের ঊরুদ্বয় হইতে লোক সকলের জীবিকার হেতু-স্বরূপ কৃষ্যাদি ব্যবসায় এবং তদনুবর্ত্তী বৈশ্যজাতিও উৎপন্ন হইল। বৎস বিদুর! এই কারণেই বৈশ্যজাতি কৃষ্যাদিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহার পর সেই বিরাট্-পুরুষের পাদদ্বয় হইতে ধর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত শূদ্রবৃত্তি শুশ্রূষা এবং তদনুবর্ত্তী শূদ্রজাতিও ঐ কার্য্যার্থ সৃষ্ট হইল। ভগবান্ শূদ্রজাতিকে দ্বিজ-শুশ্রূষা-পরায়ণ দেখিলে আনন্দিত হন। বিদুর! এই বর্ণচতুষ্টয়, জীবিকার সহিত ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্য ইহারা আত্মশুদ্ধির অভিলাষ ও শ্রদ্ধা-সহকারে আপনাদের গুরু সেই ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে। যিনি বর্ণ সকলের গুরু ও জনক; যাঁহার করুণায় তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতেছে; তাঁহারই আরাধনা তাহাদের পরম ধর্ম্ম। কিন্তু যোগমায়া-বলে কাল, কর্ম্ম, স্বভাব-সম্পন্ন তেজোময় ভগবানের এ বিরাড্রূপ উদ্ভাবিত হইয়াছে; সুতরাং কেহ তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিবার অভিলাষ করিতেও পারে না; তথাপি আমার গুরুর নিকট যেমন শুনা, আর আমার যেমন মতি, আমি তদনুরূপই তাঁহার কীর্ত্তি তোমার নিকট কীর্ত্তন করি। বিদুর! আমি এ বিষয়ে কেন প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা শ্রবণ কর;—নানা লোকের নিকট, ভগবানের গুণ-কথা ব্যতিরেকে নানা কথা কহিয়াছি, সেই জন্য আমার বাক্য মলিনীভূত হইয়াছে; এক্ষণে তদ্গুণ-বর্ণনায় তাহা পবিত্র করিব। হে বিদুর! সেই পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের গুণকীর্ত্তনই পুরুষ-বাক্যের পরম লাভ। পণ্ডিতদিগের প্রিয়তম সেই পবিত্র কথামৃতে যাহার কর্ণ অভিষিক্ত হয়, তাহারই কর্ণ সার্থক। বাস্তবিকই ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিলে, পুরুষ অবশ্যই কৈবল্য লাভ করে। বৎস! জানেই যে, কৈবল্য লাভ হয়,

যুক্তি-বলে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়াও সেই ভগবানের মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই। ভগবানের মায়া অতীব দুর্ব্বোধ, মায়াবীরা তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। যখন ভগবান্ নিজে আপনার মায়ার গতি জানিতে সক্ষম নহেন, তখন অপরের কথা কি? হে বিদুর! তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত বাক্ সকল প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা মনের সহিত অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে; ফলতঃ তিনি কেবল বাক্য ও মনের অগোচর নহেন, অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্র, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিও তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই; অতএব তিনি দুর্জ্ঞেয়। তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা বিফল; সেই ভগবান্‌কে কেবল নমস্কার করি।" ২৯—৩৯।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

বিদুরের প্রশ্ন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! মৈত্রেয় মুনি এই প্রকার কহিলে ব্যাসতনয় প্রাজ্ঞতম বিদুর প্রার্থনা-বাক্যে তাঁহার প্রীতি-বর্দ্ধনপূর্ব্বক তদুত্তরে কহিলেন; "হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ চিন্মাত্ররূপী এবং নির্ব্বিকার; তাঁহার গুণ ও ক্রিয়াসম্বন্ধ কি প্রকারে হইল? যদি বলেন, লীলা বশতই হইয়া থাকে, তাহাতেও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই বিকার-শূন্যের ক্রিয়া এবং নির্গুণের গুণ, লীলা দ্বারাই বা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? মুনে! বালকের ন্যায়ও তাঁহার লীলা, এ কথাও বলা যায় না। কারণ, বালকদের ক্রীড়ায় যে ক্রীড়া-প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার প্রবৃত্তির হেতু অভিলাষ এবং দ্রব্যান্তর অথবা বালকান্তরের প্রবর্ত্তনা থাকে;—তাহাতেই তাহাদের ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি হয়। ঈশ্বর ত স্বতঃ পূর্ণকাম, তাঁহার কোন কামনাই নাই; তবে কি প্রকারে তাঁহার অভিলাষ হইল? তিনি সর্ব্বদা অন্য হইতে নিবৃত্ত অর্থাৎ অসঙ্গ হওয়াতে অদ্বিতীয়; অতএব তাঁহার ক্রীড়েচ্ছা কি প্রকারে জন্মিল? ভগবান্ নারায়ণ, জীবের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ মোহ-উৎপাদিকা যে গুণময়ী মায়া দ্বারা এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মায়া দ্বারাই এই বিশ্বের পালন এবং বিলোমক্রমে ইহাকে সংহার করেন; কিন্তু ইহা নিতান্ত অসম্ভব; কারণ, এই জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ; এজন্য দেশ, কাল, অবস্থা হইতে, আপনা হইতে বা অন্য হইতে ইহাঁর বোধ-শক্তি বিলুপ্ত হয় না, তবে ইনি কি প্রকারে অবিদ্যা-যুক্ত হন? ফলতঃ ইনি সর্ব্বগত; এ কারণ দীপ-প্রভার ন্যায় কোন স্থানে ইহাঁর অভাব নাই। ইনি মুক্তিবৎ অবিক্রিয়; এজন্য অবস্থা-বিশেষেও অবিদ্যমান নহেন। অপর সত্যতা-প্রযুক্ত স্বপ্নের ন্যায়, স্বতঃ অবর্ত্তমান নহেন এবং দ্বিতীয়-রাহিত্য হেতু ঘটাদির ন্যায় অন্য হইতেও ইহাঁর অভাব হইতে পারে না, অতএব এই সকল দ্বারা যাহার বোধশক্তি লুপ্ত হয় না, তিনি কি প্রকারে অবিদ্যায় যুক্ত হইবেন? হে মুনে! ভগবানই জীবরূপে সকল দেহে অবস্থিত আছেন, এই জন্যই জীব সকল তাঁহার অংশ; ঐ জীবগণের সংহারই বা কি প্রকারে ঘটিতে পারে? দেখুন, পরমেশ্বর সকল ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকায় তিনিই ভোক্তা হইতে পারেন, অতএব জীব সকলের আনন্দভ্রংশ এবং কর্ম্মনিমিত্ত ক্লেশ কোথা হইতে হয়? এই অজ্ঞানরূপ দুর্গে আমার মন খিন্ন হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া আমার অন্তঃকরণের এই মহামোহ নাশ করুন।" ১—৭।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! এই প্রকারে বিদুর, মৈত্রেয়কে

তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিলে, মৈত্রেয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "হে বিদুর! বিমুক্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরের অবিদ্যা, বন্ধন ও কার্পণ্য—এই যে তর্ক-বিরোধ, ইহাই ভগবানের সেই মায়া। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির শিরশ্ছেদাদি ব্যতিরেকেও স্বপ্ন কালীন শিরশ্ছেদাদি রূপ আত্ম-বিপর্য্যয় মিথ্যা অনুভূত হয়, সেইরূপ জীবের বন্ধন ও কার্পণ্য মিথ্যা হইলেও, ঐ মায়া বশতঃ সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু বন্ধনাদি দেহধর্ম্ম জীবেরই হয়, ঈশ্বরের হয় না। যেরূপ চন্দ্রমণ্ডল জলে প্রতিবিম্বিত হইলে, জলোপাধিকৃত কম্পনাদিধর্ম্ম জলেই দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ চন্দ্রমণ্ডলে তাহা থাকে না, আকাশস্থ চন্দ্রেও তাহা দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ অনাত্ম-দেহাদির ধর্ম্ম বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও, দেহাভিমানী জীবেই তাহা প্রতীয়মান হয়; দেহাভিমান-বর্জ্জিত ঈশ্বরে তাহা দেখা যায় না। নিবৃত্তি-ধর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের করুণা হইলে, ভগবদ্ভক্তি-বলে জীবের সেই দেহাভিমান ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়; আরও দেখ, যখন ইন্দ্রিয়গণ, দ্রষ্টার অন্তর্যামি-স্বরূপ আত্মাতে বিলীন হইয়া নিদ্রিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকলের তুল্য সর্ব্বভাবে নিশ্চল থাকে, তখন সমস্ত ক্লেশের লয় হয়। ভগবান্ মুরারির গুণানুবাদে এবং গুণকীর্ত্তন-শ্রবণেও অশেষ ক্লেশের উপশম হইয়া যায়। অধিক আর কি বলিব, মনুষ্য যদি ভগবানে ভক্তিমান্ হয়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত ক্লেশ উপশমিত হয়।" ৮—১৪। মৈত্রেয় মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিদুর স্বীয় কৃতার্থতা প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন; "হে বিভো! ঈশ্বর এবং জীব—দুই জ্ঞান স্বরূপ; তাহাতে ঈশ্বরের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব এবং জীবের সংসার, এরূপ বিষম ভাব কেন হয়, আমার এইরূপই সংশয় হইয়াছিল; এক্ষণে কিন্তু আপনার যুক্তিযুক্ত বাক্যরূপ খড়্গাঘাতে তাহা ছিন্ন হইল। এক্ষণে আমার মন ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য এবং জীবের পারতন্ত্র্য, এই দুই বিষয়ে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভগবানের জীব-বিষয়িণী মায়াকেই আশ্রয় করিয়া দুর্ভগত্বাদি প্রকাশ পায়। আপনি এই যে বলিলেন, ইহা অতি উত্তম, কারণ ঐ দুর্ভগত্বাদি মনুষ্যের স্বপ্নযোগে স্বশিরশ্ছেদন-দর্শনাদির তুল্য অবস্তু-মাত্র, অতএব তাহা অমূলক। হে ব্রহ্মন্! শুনিতে পাই যে, অজ্ঞান এই বিশ্বের মূল, তাহাও ঐ মায়া ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না; অতএব সকল পদার্থই মায়ার আশ্রয়ীভূত। হে মুনে! আমার জ্ঞান নিতান্ত অল্প; সেই জন্যই পূর্ব্বে সন্দেহ হইয়াছিল; ব্রহ্মন্! এই লোকে যে ব্যক্তি অতিশয় মূঢ়; অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেহাদিতে অত্যন্ত অনুরক্ত এবং যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে পাইয়াছে, ইহাদের উভয়েরই সংশয়জন্য ক্লেশ হয় না এবং ইহারাই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে; কিন্তু যাহারা মধ্যবর্ত্তী লোক, তাহারা নানা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে; কেননা, দুঃখানুসন্ধান করাতে তাহারা সংসার-প্রপঞ্চ ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হয়; কিন্তু কিসে প্রকৃত আনন্দ হয়, তাহা জানিতে পারে না; কাজেই সংসারও পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাশয়! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম। এই অনাত্ম সংসার প্রপঞ্চ; প্রতীতি-সিদ্ধ হইলেও আপনাদিগের চরণ-সেবায়, ঐ বিশ্বাসকেও পরিত্যাগ করিতে পারিব। হে মুনে! আপনাদিগের চরণ-সেবায় সর্ব্বকাল-ব্যাপী মধুসূদন ভগবানের চরণ-কমলে প্রেমোৎসব জন্মে, তাহাতেই সংসারও বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, আমি অতি দুর্লভ জ্ঞান লাভ করিলাম; অদ্য আমি মহাত্মার সেবা করিতে পাইলাম। মহাত্মন্! মহদ্ব্যক্তিরা ভগবান্ বিষ্ণুর অথবা তদীয় লোকের বর্ত্ম-স্বরূপ। তাঁহারা সর্ব্বদা দেবদেব জনার্দ্দনের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অল্পতপা ব্যক্তি অনায়াসে তাঁহাদের সেবা করিতে পারে না। ১৫—২০। মুনে! বিভু পরমেশ্বর প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়াদির সহিত মহদাদি-তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের অংশে বিরাট্-শরীর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই বিরাট্-পুরুষের সহস্র চরণ, সহস্র উরু এবং সহস্র বাহু। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে আদ্য পুরুষ বলিয়া থাকেন। তাঁহাতেই এই সকল লোক অসঙ্কুচিত-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। হে ব্রহ্মন্! আপনিই কহিলেন, সেই বিরাট্-পুরুষের ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় ও দশবিধ প্রাণ আছে। আপনি ত্রিবিধ প্রাণও বর্ণনা করিলেন; অতএব তাঁহার বিভূতি সকল বলুন। ঐ সকল বিভূতিতেই ত পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও গোত্রজ বিচিত্রাকৃতি প্রজা সকল হইয়াছে এবং ঐ বিভূতিই ত এই জগন্ময় ব্যাপ্ত আছে। হে ব্রহ্মন্! প্রজাপতিদিগের পতি ব্রহ্মা কাহাদিগকে প্রজাপতি করিলেন; কিরূপে সৃষ্টি ও অনুসৃষ্টি হইল, যাহাদিগকে মন্বন্তরাধিপতি করিলেন, তাহা এবং ঐ সমস্ত মন্বাদিবংশ ও তদ্বংশ্যদিগের চরিত্রও বর্ণন করুন। ২১—২৫। এই পৃথিবীর উপরি এবং নিম্নে যে সকল লোক আছে, তৎসমুদায় কিরূপে সন্নিহিত হইল এবং তাহাদের পরিমাণই বা কত? এই ভূর্লোকেরই বা আকার এবং পরিমাণ কিরূপ? সেই সঙ্গে দেবতা, মনুষ্য, সরীসৃপ, পক্ষী ও উদ্ভিজ্জাদির সৃষ্টিবিভাগও অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক। পরন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি গুণাবতার কর্ত্তৃক এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ভগবানের উদার প্রভাব বর্ণন করুন। হে ব্রহ্মন্! চিহ্ন, আচার ও শম-দমাদি স্বভাব বশতঃ বর্ণ এবং আশ্রম সকলের বিভাগ; ঋষিদিগের জন্ম ও কর্ম্ম; বেদের বিভাগ; যজ্ঞের বিস্তার; যোগের পথ; নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞানের এবং তাহার উপায় স্বরূপ সাংখ্যের পথ ও ঐ সকলের তন্ত্র; পাষণ্ডদিগের বিষম প্রবৃত্তি; প্রতিলোম অর্থাৎ সূতাদি জাতি এবং জীবগণের গুণ ও কর্ম্ম নিমিত্ত যেরূপ ও যত প্রকার গতি হয়, সেই সমস্ত শ্রবণ করিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। ২৬—৩১। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের পরস্পর অবিরোধে যে সমস্ত উপায় আছে এবং কৃষি-বাণিজ্যাদি, দণ্ডনীতি ও শাস্ত্রের যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ বিধি বিহিত হইয়াছে; শ্রাদ্ধের বিধি; পিতৃলোকের সৃষ্টি; গ্রহ, নক্ষত্র, তারা এ সকলের কালচক্রে—অর্থাৎ কালের অবয়ব-স্বরূপ দিন, রাত্রি, মাস, বৎসরাদিতে—সংস্থিতির প্রকার, দান, তপস্যা, ইষ্ট (অগ্নিষ্টোমাদি যাগ), পূর্ত্ত, (বাপী, কূপ, তড়াগ) প্রভৃতি খাতাদি কর্ম্মের যে যে ফল, বানপ্রস্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম এবং পুরুষের আপৎকালীন ধর্ম্ম, আর যে কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মযোনি ভগবান্ জনার্দ্দনের প্রীতি বা প্রসন্নতা হয়, হে অনঘ! তৎসমুদায় বর্ণন করুন। হে দ্বিজোত্তম! দীন-বৎসল গুরুদিগকে জিজ্ঞাসা না করিলেও, তাঁহারা,—অনুব্রত শিষ্য এবং পুত্রদিগকে কর্ত্তব্য বিষয় উপদেশ দিয়া থাকেন। হে মুনে! আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা কহিলেন, সে সমুদায়ের লয় কত প্রকার? প্রলয়কালে পরমেশ্বর শয়ন করিলে, কাহারা তাঁহার সেবা করে এবং তাহার পর কোন্ কোন্ পদার্থই বা সুপ্ত হয়? ৩২—৩৭। জীবের তত্ত্ব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ কি? কোন্ অংশে ঐ দুয়ের ঐক্য আছে? উপনিষৎ সকলের জ্ঞান কি প্রকার? গুরু-শিষ্যের প্রয়োজন কি? হে অনঘ! পুরুষগণ আপনা-আপনি জ্ঞান বা ভক্তি অথবা বৈরাগ্য, কিছুই লাভ করিতে পারে না, এ নিমিত্ত জ্ঞানিগণ ঐ জ্ঞানের সাধন সকল কহিয়া দিয়াছেন। আমি ভগবানের কর্ম্ম সকল জানিতে ইচ্ছা করি, এই জন্যই এই সকল জিজ্ঞাসা করিলাম। আপনি আমার পরম সুহৃৎ; কৃপাপূর্ব্বক ঐ সকল বর্ণন করুন। হে নিষ্পাপ! আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে তৎসমস্তের উপদেশ দিলে কেবল আমারই উদ্ধার হইবে না; আপনারও

যথেষ্ট পুণ্য লাভ হইবে। কেননা, সমুদয় বেদ, সকল যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান—এই সকল কার্য্য,—তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জীবের প্রতি অভয়-দানের একাংশের তুল্যও হয় না।" শুকদেব কহিলেন, মহারাজ। কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর-কর্ত্তৃক সেই মুনিপ্রধান মৈত্রেয় এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবানের কথায় উৎসাহিত হইলেন এবং অতীব আনন্দ-সহকারে সহাস্য-বদনে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮—৪২।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মার বিষ্ণু-দর্শন।

মৈত্রেয় মুনি, বিদুরের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত শ্রোতা পাইয়া প্রফুল্ল হইলেন এবং অভিনন্দনপূর্ব্বক বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বিদুর। কুরুবংশ—পরম পবিত্র, সাধুদিগের সেবনীয়; যেহেতু পরম ভাগবত স্বয়ং লোকপাল তুমিও তাহাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। আহা! তোমা হইতে সর্ব্বদা ভগবানের কীর্ত্তিসমূহ ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইতেছে। যে সকল মনুষ্য, সামান্য বিষয়-সুখের নিমিত্ত মহা দুঃখে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের দুঃখ-নিবারণার্থ আমি ভাগবত পুরাণ বলিতে আরম্ভ করি; ভগবান্ এই পুরাণ স্বয়ং ঋষিগণকে কহিয়াছিলেন। হে বিদুর! কোন এক সময় সনৎকুমার প্রভৃতি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণ,—পাতালতলে অধ্যাসীন অপ্রতিহতজ্ঞান এবং অকুণ্ঠ-সত্ত্বসম্পন্ন আদ্য পুরুষ ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে এই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করেন। তৎকালে সঙ্কর্ষণদেব, ধ্যানপথ দ্বারা স্বীয় আশ্রয়-স্বরূপ পরমানন্দ অনুভব করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের অভ্যুদয়ে তিনি অন্তর্মুখীভূত নয়নাব্জ-মুকুল ঈষৎ উন্মীলিত করিলেন। মুনিগণ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-বাসনায় সত্যলোক হইতে গঙ্গার মধ্য দিয়া পাতালতলে অবতীর্ণ হন; তাহাতে তাঁহাদের শিরঃস্থ জটাসমূহ ঐ গঙ্গাজলে আর্দ্রীকৃত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই আর্দ্র জটা দ্বারা ভগবানের চরণাধার-পদ্ম স্পর্শ করিলেন। পাতালস্থ নাগরাজের কন্যাগণ তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার আশয়ে প্রেম-ভাবে নানাবিধ উপহার-প্রদান করিয়া, তাঁহারই চরণাধার-পদ্ম পূজা করিতেন। ১—৫। ঐ ঋষিগণ ভগবানের কর্ম্ম সকল অবগত ছিলেন, সেই জন্য প্রণাম করিয়া গদ্গদ-বচনে তৎসমুদায় মুহুর্মুহুঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভগবানের কিরীট-সহস্রে যে সমস্ত উত্তম উত্তম মহামূল্য রত্ন খচিত ছিল, তাঁহারা দেখিলেন, তাহার কিরণে সুবৃহৎ-ফণা-সহস্র উদ্ভাসিত হইতেছে, অতএব বিস্ময়-সহকারে প্রণাম করিয়া তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে বিদুর। তাহাতে সেই ভগবান্ সঙ্কর্ষণ-দেব নিবৃত্তি-ধর্ম্মাভিরত সনৎকুমার মুনির নিকট এই ভাগবত-পুরাণ বর্ণন করেন। তদনন্তর সেই ঋষি সনৎকুমার জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রতধারী সাংখ্যায়ন নামা ঋষিকে ইহা শ্রবণ করান। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সাংখ্যায়ন মুনি পারমহংস্য বর্গে অতিশয় প্রধান ছিলেন। তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্য-বর্ণন-বাসনে উৎসুক হন, এবং আমাদের গুরু পরাশর মুনিকে একান্ত অনুগত দেখিয়া তাঁহার নিকট ইহা বর্ণন করেন। সুরগুরু বৃহস্পতিও এই পরম পবিত্র পুরাণ তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরম দয়ালু মহর্ষি পরাশর, পুলস্ত্য মুনি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট ইহা বিবৃত করেন। হে বৎস! তুমি অতি শ্রদ্ধাশীল এবং আমার নিতান্ত অনুগত, অতএব তোমাকে আমি ইহা কহিতেছি। ৬—৯।

ছিল, তখন ভগবান্ নারায়ণ, একাকী অহিশ্রেষ্ঠ অনন্তকে শয্যা করিয়া তদুপরি শয়ন করেন; কিন্তু তিনি স্বীয় জ্ঞানশক্তিকে তিরোহিত করেন নাই, তৎকালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন। তিনি মায়াবিনোদ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপানন্দের অনুভবেই আমোদিত ছিলেন; এই জন্য তিনি তখন ক্রিয়াহীন হইয়া থাকেন। তাহা হইলেও শরীরাভ্যন্তরভূত সূক্ষ্ম অর্থাৎ দেব-নরাদি সূক্ষ্ম শরীর সকল সমর্পিত করিলেও, পুনর্ব্বার সৃষ্টির সময়ে প্রবোধনার্থ কালরূপা শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব অনল যেমন কাষ্ঠমধ্যে গূঢ়বীর্য্য হইয়া থাকে, ভগবান্ সেইরূপ বহির্ব্বিমুক্ত হইয়া স্বীয় অধিষ্ঠান-জলের মধ্যে বাস করিয়া-ছিলেন। ১০। ১১। তিনি চতুর্যুগ-সহস্র ব্যাপিয়া নিজ জ্ঞান-শক্তিসহ যোগনিদ্রায় শয়ন করিয়া, স্বীয় দেহে ঐ সমস্ত লোককে লীনবর্ণ দেখেন। প্রলয়কাল অবসান হইলে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে যাবতীয় ক্রিয়াসমূহ দর্শনপথে উদিত হইবার নিমিত্ত, আপনার কাল-শক্তিকেই তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব লোকসৃষ্টি-নিমিত্ত যে সূক্ষ্ম অর্থে তাঁহার দৃষ্টি অভিনিবিষ্ট ছিল, তাহার অন্তর্গত সেই সূক্ষ্ম অর্থ কালানুসারে রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত হইয়া জগৎ-প্রসবার্থ তদীয় নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইল। কিন্তু তাহা যেমন উদ্ভূত হইল, জীবগণের অদৃষ্ট অমনি প্রতিবোধক কাল বশতঃ পদ্মকোষাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইল। ভগবান্ বিষ্ণুই ঐ পদ্মকোষের উৎপত্তির মূল কারণ। তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই তাহা পরিপুষ্ট হইল। সূর্য্যের ন্যায় আত্মজ্যোতিতে প্রলয়কালীন মহাসাগরের জলকে উদ্দ্যোতিত করিয়া ফেলিল। এই পদ্মই লোক-স্বরূপ এবং জীবভোগ্য সমস্ত গুণই প্রকাশ করে। বিষ্ণু সূক্ষ্মশক্তি হইয়া অন্তর্যামি-স্বরূপে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; তাহাতে যখন বিষ্ণু অধি-ষ্ঠিত হইলেন, তখন তাহা হইতে বেদময় স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াই সেই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অবস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; এইজন্য যখন লোক-নিরীক্ষণার্থ চক্ষু সঞ্চালন করিয়া চতুর্দ্দিকে গ্রীবা ফিরাইলেন; তখনই তাঁহার চারি মুখ হইল। ব্রহ্মা যে পদ্মে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া সম্যক্‌রূপে সেই পদ্ম এবং লোকতত্ত্ব ও আপনাকে সাক্ষাৎ জানিতে পারিলেন না। তৎকালে যখন ঐ পদ্মের উৎপত্তি-স্থল জলরাশি প্রলয়কালের প্রবল বায়ুবেগে কম্পিত হইল, তখন ভীষণতর তরঙ্গ হইতেছিল; তাহা দেখিয়াই ব্রহ্মা পূর্ব্ব-কল্পগত সৃষ্টির বিষয় বিস্মৃত হইলেন। তিনি মোহপরতন্ত্র হইয়া এইরূপ মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলেন, 'আমি পুষ্পপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহিয়াছি, কিন্তু আমি কে? আর কোথা হইতে জলের উপরে এই অদ্বিতীয় পদ্ম জন্মিল? বোধ হয় ইহার অধোভাগে অবশ্য কিছু থাকিবে; আর যাহাতে এই পদ্ম অধিষ্ঠিত, তাহাও অবশ্য স্থিত আছে।' ১২—১৮। ব্রহ্মা এইরূপ বিতর্ক করিয়া সেই পদ্মনালের ছিদ্র-মধ্যস্থ পথ দিয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু প্রবেশ করিয়াও এবং অন্বেষণ করিয়াও পদ্মনালের আধার পাইলেন না। হে বিদুর। যে কাল বিষ্ণুর সুদর্শন চক্ররূপে দেহী মানবদিগের ভয় সঞ্চার করিয়া পরমায়ু ক্ষয় করিয়া থাকে; আপনার কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সেই কাল উপ-স্থিত হইল, অর্থাৎ এরূপ করিতে করিতে তাঁহার শত সংবৎসর পরমায়ু অতিক্রান্ত হইল, তবুও তাঁহার বহির্মুখ প্রবৃত্তি ছিল। সেই হেতু তিনি অন্বেষণীয় বস্তু পাইলেন না; তখন তিনি আর

জয় করিলেন, সংযতচিত্তে সমাধি অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যান অবলম্বনপূর্ব্বক স্থিরভাবে বসিলেন। পুরুষের আয়ুঃ-পরিমিত কাল অর্থাৎ শত সংবৎসর অতিবাহিত হইলে, তাঁহার যোগ সুসম্পন্ন এবং জ্ঞান উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বে অন্বেষণ করিয়াও যাঁহার দর্শনলাভ হয় নাই, এক্ষণে যোগাবেশে দেখিলেন, তিনি তাঁহার হৃদয়মধ্যে স্বয়ং বিরাজমান,—দেখিলেন, সলিলে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ অনন্ত-নাগের শরীর-শয্যায় একটি পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; ঐ শেষ-নাগের ফণা-শিরস্থ-রত্ন-নিচয়ের প্রভায় ঐ জলরাশি আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। ১৯—২৩। ঐ পুরুষের স্বীয় অসীম লাবণ্যে মরকত-শিলাময় পর্ব্বতের শোভা হার মানিয়াছে। সন্ধ্যাকালের মেঘ, বসনরূপে মরকত-পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করে সত্য, কিন্তু তাঁহার পীত-বসনের শোভা ঐ পর্ব্বতের সন্ধ্যাভ্র-শোভাকে মলিন করিয়াছিল। ঐ পর্ব্বত-মস্তকস্থ প্রচুর সুবর্ণে যে শোভা হয়, সেই পুরুষের কিরীটস্থ রত্ন তদপেক্ষা অধিক শোভা বিকীর্ণ করিতেছিল। সে শোভার কাছে প্রচুর স্বর্ণশিখরের শোভাও যেন খর্ব্বীকৃতা। ঐ পর্ব্বতের রত্ন জলধারা, ওষধি ও পুষ্পসমূহ—বনমালারূপে, বেণু সকল-হস্তরূপে ও বৃক্ষ সকল-চরণরূপে কল্পনা করিয়া লইলে যে শোভা হয়, সে শোভাও ঐ বিরাট্-মূর্ত্তি ভগবানের রত্ন, মুক্তা, তুলসী ও পুষ্পমালা এবং ভুজ ও চরণের শোভায় অধঃকৃত হইতেছিল। তাঁহার দেহ,—দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অপরিচ্ছিন্ন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল মধ্যে সংগৃহীত ছিল। যদিও তাহা স্বয়ং বহুবিধ অপরূপ ভূষণ ও বসনের শোভা বিস্তার করিয়া অতিশয় মনোহর দেখাইতেছিল, তথাপি বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হওয়াতে অধিকতর মনোহর বোধ হইতেছিল। যে সকল পুরুষ স্বাভীষ্ট পাইবার জন্যই বেদোক্ত মার্গে তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনার কাম্য মনোরথ-পূরক চরণ-কমল একটু দেখাইতেছিলেন। সেই চরণ-কমলের নখ-রূপ চন্দ্রকরে মনোহর অঙ্গুলিপত্র সন্নিবিষ্ট হওয়াতে, তাহারও শোভা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার লোকপীড়া-নাশক সহাস্য বদনে পদপূজক ব্যক্তিবর্গের সম্মান করিতেছিলেন। আহা! তাঁহার বদন, উদ্দীপ্ত কুণ্ডলদ্বয়ে উত্তমরূপে বিভাসিত হইয়াছিল; এবং অধর-বিম্বের বিভায় শোণ-বর্ণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল, এবং তাহাতে মনোহর নাসিকার ও সুন্দর ভ্রূদ্বয়ের শোভা চারিদিকে বিভাসিত হইতেছিল। বৎস বিদুর! তাঁহার নিতম্বদেশ—কদম্ব-কুসুমের কেশরবৎ বসন ও মেখলা দ্বারা সুশোভিত এবং বক্ষঃস্থল—শ্রীবৎস চিহ্ন ও বহুমূল্য হারে অলঙ্কৃত। ২৪—২৮। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ চন্দন-তরুরূপে বিরাজিত ছিলেন; কেননা, মহামূল্য অঙ্গদাদি ভূষণে এবং উত্তম উত্তম মণি-মাণিক্যে শাখাস্বরূপ তদীয় সহস্র ভুজদণ্ড ব্যাপ্ত ছিল। আর চন্দন-তরুর মূল যেমন অব্যক্ত, সহসা জ্ঞাত হওয়া যায় না, সেইরূপ সেই চন্দন-বৃক্ষের ন্যায় সেই পুরুষেরও মূল অর্থাৎ অধোভাগ অব্যক্ত (প্রকৃতি) ছিল। চন্দনবৃক্ষের স্কন্ধ যেরূপ সর্পে বেষ্টিত হইয়া থাকে, তাঁহারও স্কন্ধদেশ সেইরূপ অহীন্দ্র অনন্তের ফণায় বেষ্টিত হইয়া ছিল। অথবা সেই পুরুষ মহাপর্ব্বতরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। পর্ব্বত যেমন চরাচরের আশ্রয়স্থল; তাঁহার নিজ দেহেও সেইরূপ সমস্ত চরাচর জগৎ অধিষ্ঠিত ছিল। পর্ব্বতে সর্পসকল বাস করে বলিয়া তাহাকে যেমন অহিবন্ধু বলা যায়, ভগবানও তদ্রূপ অহীন্দ্র-অনন্তের বন্ধু ছিলেন। কৈলাসাদি কোন কোন প্রধান গিরি, সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইয়া আছে, তিনিও প্রলয়কালে জলধি-জলে আবৃত হন। প্রত্যেক প্রধান পর্ব্বতের শৃঙ্গাদি স্বর্ণবর্ণ; তাঁহার কিরীট-সহস্রই হিরণ্য-শৃঙ্গরূপে শোভিত ছিল। কোন কোন পর্ব্বতের স্থান-বিশেষে উৎকৃষ্ট প্রধান প্রধান রত্নাদি উদ্ভাসিত হয়, তাঁহারও বক্ষোমধ্যে কৌস্তুভ-মণি স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হইতেছিল। ব্রহ্মা এইরূপে ঐ পুরুষকে পর্ব্বতাদির মত দেখিয়া স্থির করিলেন, ইনিই ভগবান্ হরি। তাঁহার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী বনমালা বিলম্বিত ছিল। বেদরূপ মধুব্রতগণ ঐ মনোহর বনমালায় অনুরক্ত হওয়াতে, তাহার অতি মনোহর শোভা হইয়াছিল। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি স্ব স্ব ব্যাপার দ্বারাও তাঁহাকে অবলোকন করিয়া নিকটে আসিতে পারেন নাই। যে সমস্ত যুদ্ধাস্ত্রের প্রভায় ত্রিলোক ব্যাপ্ত, রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবমান, সেই সুদর্শন প্রভৃতি অস্ত্র তাঁহাকে দুরাসদ করিয়া রাখিয়াছে। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা ভগবানকে ঐরূপ দর্শন করিলেন। পরে লোক সৃষ্টি করিবার জন্য যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তখন তিনি নাভিসরোবরে পদ্ম, আত্মা, জল এবং প্রলয়-কালীন বায়ু ও আকাশ ইত্যাদি দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মা রজোগুণযুক্ত হওয়াতে প্রজাসৃষ্টির কারণস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত নাভিপদ্মাদি পঞ্চ অবলোকন করিয়া, ভগবানে এবং সৃষ্টি-বিষয়ে চিত্ত অভিনিবেশপূর্ব্বক পরম পরমেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৯—৩৩।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব।

"ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে ভগবন্! বহুকাল অর্চ্চনা করিয়া অদ্য তোমাকে জানিতে পারিলাম। আহা! দেহী ব্যক্তিদিগের কি মন্দভাগ্য; তাহারা নিশ্চয়ই তোমার তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হয় না। হে প্রভো! সেই হেতু তুমিই জানিবার যোগ্য। তোমা ব্যতিরেকে কোন বস্তুই নাই, যাহা আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা মিথ্যা। বিভো! মায়ার গুণ-ক্ষোভে তুমিই বহুরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাক। তোমার এমনই মায়া যে, তাহাতে মিথ্যা বস্তুও সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। হে ভগবন্! জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হওয়ায় তোমা হইতে তমোগুণ একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে। উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া তোমার এই যে মূর্ত্তি প্রথমতঃ প্রকটিত করিলে, ইহাই শত শত অবতারের মূল। ইহারই নাভিপদ্মরূপ নিকেতন হইতে আমি উদ্ভূত হইলাম। হে পরম! তোমার যে মূর্ত্তির প্রকাশ আবৃত হয় না এবং যাহা ভেদশূন্য, সুতরাং আনন্দ-স্বরূপ; তাহা এই প্রকটিত মূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন দেখা যায় না। বরং দেখিতেছি, ইহাই সেই রূপ, অতএব আমি তোমার এই মূর্ত্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। হে আত্মন্! তোমার এই মূর্ত্তিই উপাসনার যোগ্য, কারণ ইহাই উপাস্য মধ্যে মুখ্য এবং বিশ্বের সৃষ্টিকারী, সুতরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন। আর ইহা—ভূত সকল এবং ইন্দ্রিয়গণের কারণ। হে ত্রিলোক-মঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক, তুমি আমাদের শুভ-কামনায় ধ্যানব্যবহারে এই রূপ দেখাইলে, অতএব ইহাই তোমার সেই রূপ, সন্দেহ নাই। অতএব আমরা তোমার অনুবৃত্তি করিয়া তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি। হে ভগবন্! যে সকল নরাধম, অনীশ্বরবাদীদিগের কুতর্কে নিযুক্ত থাকে, তাহারা নারকী। তোমার সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তিকে সেই সব নারকী, মায়াময় ভাবিয়া থাকে এবং সেই জন্যই তোমাকে আদর করে না; নতুবা তোমায় নমস্কার সকলেই করে। প্রভো! প্রীতি-সহকারে যে তোমার ভজনা করে, সেই কৃতার্থ হয়। যাহারা অনিল-রূপ বায়ু-সাহায্যে তোমার পাদপদ্ম-নিঃসৃত গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, কর্ণ-বিবর দ্বারা আঘ্রাণ করেন এবং প্রকৃত ভক্তিমান্ হইয়া, তোমার চরণই সার জানিয়া তাহার শরণ লন, তাঁহারাই তোমার আপনারই

পুরুষ। হে নাথ! তুমি সততই তাঁহাদের হৃদয়-পদ্মে বিরাজমান থাক। ১—৫। হে প্রভো! লোক-সকল যাবৎ তোমার অভয় পাদপদ্মে শরণ না লয়, তাবৎ তাহাদের ধন, দেহ, পুত্র ও কলত্রাদির জন্য ভয়জন্য শোক, স্পৃহা, পরিভব ও অতিশয় লোভ হইয়া থাকে। কিন্তু হে প্রভো! তোমার পাদপদ্মে শরণাগত হইলে ঐ ভয়-শোকাদি কিছুই থাকে না। ইহাই সকল দুঃখের মূল। হে ভগবন্! তোমার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, সর্ব্বসন্তাপ দূর হয়। যে ব্যক্তি ইহাতে বিমুখ, সে বড়ই দুর্ভাগ্য ও হতবুদ্ধি। এ কি সামান্য দুঃখের বিষয়! যে সকল দীন পুরুষ সামান্য কামসুখ লাভ করিবার কামনায় লোভাভিভূত-চিত্তে নিরন্তর অমঙ্গলকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; তাহারা—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষণ এবং তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় ও দুঃসহ কামাগ্নি এবং অবিরল ক্রোধ প্রভৃতি দ্বারা পুনঃপুনঃ পীড়িত হয়। উহাদিগকে দেখিলেই আমার মনে বড়ই দুঃখ হয়। হে ভগবন্! এই সংসার অপরমার্থ, ইহাতে ঐরূপ বিষাদ করায় লাভ নাই সত্য বটে, কিন্তু ইহা ত্যাগ করা যায় কৈ? দেহাদি জড়-পদার্থকে যে আত্মা বলিয়া বুঝা যাইতেছে, এই যে আত্মার পৃথক্ত্ব, তাহা ইন্দ্রিয়ার্থরূপ ভবদীয় মায়া দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, লোক সকল যাবৎ ইহা সম্যক্ জানিতে না পারিবে, তাবৎ এই সংসার ব্যর্থ হইলেও উপরত হইবে না, কর্ম্মফলানুসারে নিরন্তর দুঃখ দিবে। যাহারা বিবেকহীন তাহাদের ঐরূপ দুর্গতি হয়। এই জন্য তোমার প্রতি তাহাদের ভক্তিমান্ হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানীর ভক্তিতে যে কোন প্রয়োজন নাই, এমন বলিতে পারা যায় না। কারণ ঋষিগণও যদি তোমায় ভক্তি না করেন, তবে তাঁহাদিগকেও সংসারক্লেশ ভোগ করিতে হয়। দিবসে তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল নানা বিষয়ে ব্যাপৃত ও শ্রান্ত থাকে; সুতরাং কোন সুখ লাভ হয় না। রাত্রিকালে নিদ্রা যান, তখন বিষয়-সুখের লেশমাত্র লাভ হয় না। স্বপ্নদর্শনে মাঝে মাঝে নানা চিন্তায় নিদ্রাভঙ্গ হয়; তাঁহাদের অর্থের নিমিত্ত উদ্যম-দুর্ভাগ্যহেতু প্রতিহত, অতএব ঋষিদিগেরও তোমার প্রতি ভক্তি করা আবশ্যক। হে নাথ! পুরুষদিগের হৃৎপদ্ম ভক্তিযোগে শোধিত হইলে তোমার নাম শ্রবণ দ্বারা তাহারা তোমার পথ দেখিতে পায়; তাহা হইলেই তুমি তাহাদের বিশুদ্ধ-হৃদয়-সরোজে গিয়া অধিষ্ঠিত হও। তোমার কৃপার কথা কি বলিব? তোমার ভক্তগণ শ্রবণ ব্যতীতও ইচ্ছামত মনোদ্বারা তোমার যে যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন, তুমি তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সেই সেই রূপই ধারণ কর। ৬—১১। প্রভো! নিষ্কাম ভক্তদিগেরই তুমি সহজ-প্রাপ্য, ফলকামী ব্যক্তিরা কোন ক্রমেই তোমার অনুগ্রহ পাইতে পারে না। অপরের কথা কি, দেবগণও যদি সকাম হইয়া বিবিধ উপচারে তোমার আরাধনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিও তুমি প্রসন্ন হও না; অথচ তুমি সর্ব্বপ্রাণীতেই দয়া বিস্তার করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়মধ্যে সুহৃৎ এবং অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করিয়া থাক। ফলতঃ অভক্ত ব্যক্তি তোমার দয়া অনায়াসে পায় না। কিন্তু হে ভগবন্! তোমাকে প্রীত করিবার জন্য লোকে যাগযজ্ঞাদি করিয়া তজ্জনিত যে ধর্ম্ম তোমাকে অর্পণ করে, সে ধর্ম্ম অক্ষয়। কামের জন্য ধর্ম্ম, কাম-প্রদানেই বিনষ্ট হয়। পুরুষ সকল,—যাগ, যজ্ঞাদি নানা ক্রিয়া, দান, উগ্র-তপস্যা ও ব্রতচর্য্যা দ্বারা তোমার যে আরাধনা করিবে, তাহাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াফল। হে ভগবন্! তোমাকেই নমস্কার করি। তোমার জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্য দ্বারা সর্ব্বদা ভেদ-ভ্রম নিরস্ত হয়। তুমি পরাৎপর এবং আনন্দময়। প্রভো! এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের জন্য মায়া-বিলাসে তুমি ক্রীড়া করিয়া থাক, অতএব তুমি ঈশ্বর; আমরা তোমাকে নমস্কার করি। প্রভো! মনুষ্যলোক মরণকালে অবশ হইয়া তোমার অবতার-সূচক পবিত্র নামাবলী স্মরণ কিংবা উচ্চারণ করিলে, বহু জন্মের পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া নিরস্তাবরণ সত্য-স্বরূপ পরম-ব্রহ্মকে পাইয়া থাকে। তুমিই সেই ব্রহ্ম, তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। হে ভগবন্! তুমি ভুবনাকার বৃক্ষ। তুমি স্বয়ং ইহার মূল; অর্থাৎ তুমি স্বয়ং প্রকৃতির অধিষ্ঠান। এই মূলস্বরূপা প্রকৃতিকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ তিন গুণে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের জন্য আমাকে, শিবকে এবং বিষ্ণুকে তিনটী পাদস্বরূপে ধারণ করিয়া, ত্রিপাদ হইয়া বৃদ্ধিশীল হইয়াছ। প্রভো! ঐ তরু ত্রিপাদ বটে, কিন্তু ইহার প্রত্যেক পাদে মরীচি প্রভৃতি মুনি এবং মনুগণ বহুশাখা প্রশাখা-রূপে অবস্থিত, অতএব হে প্রভো! ভুবনদ্রুম-স্বরূপ যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। সুতরাং হে বিভো! যাহারা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মে আসক্ত, যাহারা সাক্ষাৎভাবে তোমাকর্ত্তৃক কথিত তোমার অর্চ্চন-রূপ কর্ম্মে মনোযোগ দেয় না; সুতরাং বলবান্ কাল, তাহাদের জীবিতাশা সদ্য ছেদন করে। তুমি এই কালস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! যে স্থানের অবস্থিতি দ্বিপরার্দ্ধকাল এবং যাহাকে সমস্ত লোক নমস্কার করে; সেই সত্য লোকে অধিষ্ঠিত হইয়াও আমি যে কাল হইতে ভয় পাই, এবং তোমাকেই পাইবার জন্য বহুবিধ যোগের অনুষ্ঠান করিয়া বহুসংবৎসর তপস্যা করি, তুমি সেই কালস্বরূপ। কেবল তাহাই নহে, তুমি সেই যাগাদি-কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা, অতএব তোমাকেই নমস্কার করি। ১২—১৮। তোমাতেই বিষয়-সুখ-সম্বন্ধ-আদি নাই, তথাপি তুমি স্বীয় আনন্দ-অনুভব নিমিত্ত নিজ ইচ্ছামত তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবাদি জীব-যোনিতে শরীর গ্রহণ করিয়া নিজকৃত ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-পালন-কামনায় ক্রীড়া করিয়া থাক। এই জন্য তোমাতে উপাধি ও ধর্ম্ম ইত্যাদি সংস্পর্শ নাই বলিয়া তুমি পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার করি। পঞ্চ প্রকার বৃত্তি-বিশিষ্টা অবিদ্যা নিদ্রার কারণ। সেই অবিদ্যা তোমাকে অভি-ভূত করিতে পারে না। তথাপি তুমি প্রলয়-কালীন ভয়ানক তরঙ্গ-সঙ্কুল জলমধ্যে শেষ-শয্যায় শয়ন করিয়া, তাহার স্পর্শে সহজে নিদ্রা গিয়াছিলে। সেই সময়ে এই সমস্ত লোক তোমার উদরে ছিল। জলমধ্যে নিষ্প্রাণ অবিবেচক জনের নিদ্রা-সুখ কিরূপ হয়, তাহাই দেখান, তোমার ঐরূপে নিদ্রিত হইবার অভিপ্রায়। হে স্তবার্হ! আমি সৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা ত্রিলোকের উপকার করিবার জন্যই তোমার কৃপায় তোমার নাভি-পদ্মরূপ-সদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। প্রভো! যখন এই সমস্ত সংসার-প্রপঞ্চ প্রলয়কালে তোমার উদরস্থ ছিল, তখন তুমি নিদ্রিত ছিলে। যোগনিদ্রার শেষ হইয়াছে, এখন তোমার নয়ন উন্মীলিত হইল। তুমি অচিন্ত্য-পুরুষ; তোমার আর কি স্তব করিব, কেবল নমস্কার করি।" পদ্ম-যোনি এইরূপ স্তব সমাপন করিয়া আপনা-আপনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; "এই ভগবান্ সমগ্র জগতের সুহৃৎ, ইনি সর্ব্বময়, সকলের অন্তর্যামী, ইনি আপনার যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা এই বিশ্বকে প্রমোদিত করিতেছেন, আমাতে সেই জ্ঞান ও এই জগৎ-ঐশ্বর্য্য অর্পণ করুন, আমি যেন পূর্ব্ববৎ সৃজন করিতে পারি। তিনি প্রপন্ন-জনের প্রিয়, তিনি প্রপন্ন-ব্যক্তিদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমিও প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন, ইহা ভিন্ন আমি আর কিছু চাহি না। তিনি শরণাপন্ন ব্যক্তিকে বর প্রদান করেন। আমি তাঁহারই আজ্ঞায় তাঁহার তেজোময় এই বিশ্ব-সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তমান হইয়াছি বটে; তবুও তিনি

নিজ অংশ-স্বরূপ মায়ার সহিত যে যে কার্য্য করিবেন, আমার চিত্ত সেই সমস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হউক। আমি যেন ঐ সকল কর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া তজ্জনিত পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি। তাঁহার শক্তি অনন্ত। তিনি যখন জল-মধ্যে শায়িত ছিলেন, তখন তাঁহার নাভিরূপ হ্রদ হইতে আমি সহস্রশক্তিমান লাভ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছি, এই বিশ্ব বিস্তার করিতেছি। তাঁহারই প্রসাদে আমার নিগম-সম্বন্ধীয় বাক্যোচ্চারণ যেন লুপ্ত না হয়। সেই পুরাতন-পুরুষ ভগবান্ অতিশয় কৃপালু। তিনি প্রবৃদ্ধ প্রেম-হাস্যে আপনার নয়ন-পদ্ম বিকসিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব-হেতু এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ-বিস্তার নিমিত্ত গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সুমধুর বচনে আমার বিষাদ দূর করুন।' ১১—২৫। মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! ব্রহ্মা,—এইরূপ তপস্যা, উপাসনা, এবং সমাধি দ্বারা নিজের উৎপত্তি-স্থল ভগবান্‌কে অবলোকন করিয়া এবং যথাসাধ্য মনোবাক্যে তাঁহার স্তব করিয়া, শ্রান্ত হইয়া, ক্ষান্ত হইলেন। ভগবান্ দেখিলেন, ব্রহ্মা আপনার বিশ্বরচনা-বিষয়ক বিজ্ঞান জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং প্রলয়-সলিল দেখিয়া তাঁহার চিত্ত অতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছে। এই জন্য তিনি তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, গম্ভীর বচনে তাঁহার মোহ অপনোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন ;—'হে বেদ-গর্ভ! দুঃখিত হইও না, সৃষ্টির নিমিত্ত ভাবনা নাই। তুমি আমার নিকট যাহা চাহিতেছ, তাহা পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি। ব্রহ্মন্! তুমি পুনরায় তপস্যাচরণ করিয়া আমার উপাসনা-সম্বন্ধীয় বিদ্যা অভ্যাস কর। ইহাতেই আপনার হৃদয়ে লোক সকল স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে। তাহার পর ভক্তিমান্ হইয়া নিবিষ্ট-চিত্ত হইলেই, তুমি দেখিতে পাইবে,—তোমার আপনাতে এবং এই সকল লোকে আমি সর্ব্বব্যাপী হইয়া অধিষ্ঠিত আছি এবং ঐ সকল লোক ও জীবসমূহ আমাতে রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি। যখন লোকে এইরূপ দর্শন করে, তখন মোহ দূর হয়। অগ্নি যেমন সকল কাষ্ঠের অভ্যন্তরে থাকে, আমি সেইরূপ সর্ব্বভূতেই আছি। লোক যখন ঐরূপ দর্শন করে, তখনই তাহার অজ্ঞান দূর হয়। ২৬—৩২। যখন ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ এবং বিষয়-বিরহিত আত্মাকে অর্থাৎ 'তুমি' এই পদের প্রতিপাদ্য জীবকে আত্মস্বরূপ 'আমি' এই পদার্থের সহিত একীভূত করিয়া চিন্তা করে, তখনই মোক্ষ লাভ হয়। তুমি বহুবিধ কর্ম্ম বিস্তার করিয়া বহু বহু প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, আমি তোমার এ ইচ্ছার প্রশংসা করি। এ বিষয়ে তোমার আত্মা অক্ষুণ্ণ হইবে। তোমার প্রতি আমি অতিশয় প্রসন্ন। হে বিধাতঃ! তুমি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া আমাতে মনোনিবেশ করিয়াছ; অতএব তুমি আদ্য ঋষি। পাপ রজোগুণ কখন তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না। আমি, দেহধারী পুরুষদিগের দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তুমি আজি আমাকে জানিতে পারিলে। যেহেতু ভূত, ইন্দ্রিয় এবং দেবাদিগণ ও অহঙ্কার এ সকলের সহিত অসংযুক্ত বলিয়া আমাকে মানিতেছ। হে পদ্মযোনে! পদ্মনালের ছিদ্র-পথ দিয়া জল-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাহার মূল অন্বেষণ করিতে করিতে তোমার যখন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন তোমার হৃদয়মধ্যে আমি নিজ-রূপে বিরাজ করিয়াছিলাম। তুমি আমারই অনুগ্রহে আমার মঙ্গল-কথান্বিত সকল স্তব করিয়াছ। তোমার তপস্যার নিষ্ঠা হইয়াছিল, আপনার হৃদয়মধ্যে আমার রূপ দর্শন করিয়াছ। সে যাহা হউক, তোমার প্রতি আমি অতিশয় সন্তুষ্ট, তোমার ভাল হউক। যদিও আমি ভগবৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে নির্গুণ-স্বরূপে বর্ণন করিয়াছ। তোমার এই স্তবে আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি, এ কথা বলা বাহুল্য-মাত্র। ৩৩—৩৯। যে কেহ তোমার কৃত এই স্তোত্র দ্বারা নিত্যস্তবে আমার উপাসনা করিবে, আমি আশু-প্রসন্নচিত্তে তাহার সকল বাসনা পূর্ণ করিব ও তাহাকে সকল বর প্রদান করিব। হে ব্রহ্মন্! আমার প্রীতি-উৎপাদন করাই পুরুষ সকলের পরম মঙ্গল-জনক, তদ্ভিন্ন অন্য উত্তম ফল আর কিছুই নাই। খাতাদি-প্রতিষ্ঠা, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ এবং সমাধি; এ সকল দ্বারা পুরুষের যে ফল সিদ্ধ হয়, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, আমার সন্তোষ উৎপাদন করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে বিধাতঃ! আমিই অহঙ্কারোপাধি জীবের আত্মা, অতএব আমি অতিপ্রিয় বস্তুর মধ্যেও প্রিয়তম এবং নিরবদ্য। আমার নিমিত্তই লোক-সকলের দেহাদিতে প্রীতি জন্মিয়া থাকে; এই নিমিত্ত আমার প্রতিই তাহাদের অনুরক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রহ্মন্! যদিও তুমি কৃতার্থতা লাভ করিয়াছ, আর অন্য কোন বিষয় তোমার চাহিবারও নাই, তবুও তুমি সর্ব্ববেদময় মৎসম্ভূত আত্মা দ্বারা এই ত্রৈলোক্য এবং মদনুশায়ী প্রজা সকলকে পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার সৃজন কর। আর সৃষ্টিবিষয়ে তুমি ত নূতন নহ, পূর্ব্বে কতবার সৃষ্টি করিয়াছ। যাহাদিগকে সৃজন করিতে হইবে, তাহারা আমাতেই ত শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কেবল প্রকাশ করা বৈ ত নয়! এ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য নহে।" মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! প্রধান পুরুষেশ্বর ভগবান্ পদ্মনাভ, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার নিকট এই প্রকার সৃজ্য বস্তু প্রকাশ করিয়া, সেই নারায়ণ-স্বরূপেই তথায় তিরোহিত হইলেন।" ৪০—৪৪।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

দশবিধ সৃষ্টি।

বিদুর কহিলেন, "হে মুনিসত্তম! ভগবান্ নারায়ণ যখন অন্তর্হিত হইলেন, তখন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা,—দেহ এবং মন হইতে কত প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিলেন? এবং আপনাকে আমি পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তৎসমুদায়ও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন এবং আমাদের সন্দেহ-সমূহও ছেদন করুন।" সূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! বিদুরের এই প্রকার প্রার্থনা শুনিয়া মৈত্রেয় মুনি সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। বিদুর পূর্ব্বে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা মৈত্রেয়ের হৃদয়স্থ ছিল। বিদুরের এখনকার প্রশ্নে তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই; এক্ষণে তিনি একে একে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন, "হে বিদুর! সেই অজ ভগবান্ যে যে উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন, ব্রহ্মা তদনুসারে ঐ ভগবানে মনোনিবেশ করিয়া দিব্য পরিমাণের শত বৎসর কাল যাবৎ তপস্যা করিলেন। অনন্তর তিনি দেখিলেন, যে পদ্মে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদ্ম এবং তাহার আধার-স্বরূপ জল তৎকালে প্রভূতবীর্য্য প্রলয়বায়ু দ্বারা কম্পিত হইতেছে। তখন তিনি,—বৃদ্ধিশীল তপস্যা এবং আত্মহিত বিদ্যা দ্বারা সাতিশয় বিজ্ঞানবল পাইয়া জলের সহিত ঐ বায়ু সমুদায় পান করিলেন। ১—৬। পরে তাঁহার আসন-স্বরূপ পদ্মকে আকাশব্যাপী দেখিয়া এই চিন্তা করিলেন, 'পূর্ব্ববিলীন লোকত্রয়কে এই পদ্মের দ্বারাই পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিব।' অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ পদ্মকোষে প্রবেশ করিয়া সেই এক পদ্মকে তিনলোকরূপে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। ঐ পদ্ম অতিশয় বিশাল, তাহাই চতুর্দ্দশ-লোকস্বরূপ হইয়া চতুর্দ্দশ

প্রকার এবং তদপেক্ষাও বহুবিধ হইতে পারে। তাহাতে যে ত্রিলোক-রচনা হইবে, তাহা বিচিত্র কি। হে বিদুর। এই যে তিন লোক, ইহা প্রত্যহ স্বজ্যমান জীবগণের ভোগ্য-স্থানের রচনা-বিশেষ। সত্যলোক এবং মহঃ প্রভৃতি লোক নিষ্কামধর্ম্মের ফল, অতএব অবিনশ্বর। ইহাদের সৃষ্টি প্রত্যহ হয় না। ত্রৈলোক্য কাম্যকর্ম্মের ফল, এই জন্য কল্পে কল্পে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। ত্রৈলোক্য ব্রহ্মলোকাদির তুল্য নহে। যেহেতু ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক অথবা মহঃ প্রভৃতি লোক নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল। এই জন্য দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত এ সকলের বিনাশ হইবে না। তাহার পরেও সেই সেই স্থানে যাহারা থাকে, তাহারা প্রায়ই মুক্তি পাইয়া থাকে।” ৭—৯। মৈত্রেয় মুনির মুখ হইতে এইরূপে কালভেদ ও লোকসৃষ্টির তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, বিদুর সেই কালের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইলেন এবং মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—“মুনে। বহুরূপী বিচিত্রকর্ম্মা হরির কাল নামে যে এক রূপ আছে, সেই কাল কিরূপে কল্পিত হয়, তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপই বা কি?—এ সমস্ত আমার নিকট যথাবৎ বলুন।” ১০। মৈত্রেয় কহিলেন, “বৎস বিদুর। গুণ সকলের মহত্তত্ত্বাদি-রূপ পরিণামে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাই কাল। ঐ কাল আদ্যন্তশূন্য। ভগবান্ পরম পুরুষ, লীলা বশতঃ সেই কালকেই নিমিত্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন। এই বিশ্ব, ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াতে সংবৃত হইয়া ব্রহ্মতন্মাত্র হইয়াছিল। পরে পরমেশ্বর অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া তাহাই পুনরায় স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিশ্ব এক্ষণে যাহা, পূর্ব্বেও তাহাই ছিল, পরেও তাহাই হইবে। এই বিশ্বের সৃষ্টি নয় প্রকার। তদ্ভিন্ন প্রাকৃত এবং বৈকৃত; এই উভয়াত্মক যে সৃষ্টি আছে, তাহা দশম। প্রলয় ত্রিবিধ;—নিত্য, নৈমিত্তিক এবং প্রাকৃতিক। কালকৃত প্রলয়—নিত্য; ব্রহ্মকৃত প্রলয়—নৈমিত্তিক এবং গুণকৃত প্রলয়—প্রাকৃতিক। হে বিদুর! যে নয় প্রকার সৃষ্টির কথা বলিলাম, তাহা এই;—মহত্তের সৃষ্টি প্রথম। আত্মস্বরূপ ভগবানের সকাশ হইতে যে গুণসমূহের বৈষম্য হয়, তাহাকে মহৎ বলে। অহঙ্কার-সৃষ্টি দ্বিতীয়। যাহাতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, তাহার নাম অহঙ্কার। পঞ্চতন্মাত্ররূপ ভূত-সূক্ষ্মের উদ্ভব তৃতীয়। ইহা দ্রব্যশক্তিমান্, ইহাই মহাভূতের উৎপাদক। আর জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়-সৃষ্টি চতুর্থ। বৈকারিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ এবং মনেরই সৃষ্টি পঞ্চম সৃষ্টি। পঞ্চবৃত্তি-স্বরূপা অবিদ্যার সৃষ্টি ষষ্ঠ। ইহাতেই জীবগণের অবুদ্ধি অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ হইয়া থাকে। উল্লিখিত ছয় প্রকার সৃষ্টিকেই প্রাকৃত সৃষ্টি বলা যায়। এক্ষণে বৈকারিক সৃষ্টির কথা বলি, শ্রবণ কর। ইহা নিরুদ্বেগচিত্তে শুনিতে হয়। যে ভগবদ্বিষয়ে মতি থাকিলে সংসার নিবারণ হয়, ঐ সকল বিবরণ রজোগুণাবলম্বী সেই ভগবানের লীলামাত্র। ১১—১৮। স্থাবর-সৃষ্টি সপ্তম সৃষ্টি। ইহা অন্যান্য প্রকার সৃষ্টির প্রথমে হইয়াছিল, এজন্য ইহাকে মুখ্য সৃষ্টি বলে। ঐ স্থাবর বহুবিধ। তন্মধ্যে প্রথম বনস্পতি, দ্বিতীয় ওষধি, তৃতীয় লতা, চতুর্থ ত্বক্সার, পঞ্চম বীরুধ, ষষ্ঠ বৃক্ষ। বৎস। ঐ সকল স্থাবরের লক্ষণ এই, তাহারা আহারার্থ ঊর্দ্ধে সঞ্চরণশীল এবং তাহাদের সকলেরই অব্যক্ত-চৈতন্য আছে। তাহাদের কেবল অন্তরে স্পর্শজ্ঞান আছে। অব্যবহিত পরিণামাদি ভেদে তাহাদের বিবিধ ভেদ হইয়া থাকে। তির্য্যগ্-যোনিদিগের সৃষ্টি অষ্টম; ইহা অষ্টাবিংশতি প্রকার। ইহারা ভবিষ্যৎ-জ্ঞানশূন্য; বহুল তমোগুণ-বিশিষ্ট, দীর্ঘানুসন্ধানশূন্য, কেবল আহারাদি কার্য্যে তৎপর। তাহারা কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে। অষ্টাবিংশতি তির্য্যগ্‌যোনি এই,—গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার, শূকর, গবয়, রুরু (মৃগবিশেষ), মেষ এবং উষ্ট্র,—এই নয় প্রকার পশুর পদে দুইটী করিয়া খুর আছে। এই জন্য ইহাদিগকে দ্বিশফ কহে। আর গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর, শরভ এবং চমরী,—এই সকল পশু একশফ, কারণ ইহাদের পদে এক খানি খুর আছে। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! কোন্ কোন্ জন্তুকে পঞ্চনখ বলে, তাহাও শ্রবণ কর; ১৯—২৩। কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, শল্লক, সিংহ, বানর, হস্তী, কচ্ছপ এবং গোধা এই দ্বাদশ প্রকার জন্তু পঞ্চনখ। ইহাদের পাঁচটী করিয়া নখ আছে। আর মকরাদি জলচর এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জন্তু খেচর। অনন্তর মনুষ্যদিগের সৃষ্টি নবম। ইহা একই প্রকার। এই জীবের আহার-সঞ্চার অধো-ভাগে হয়। এই জাতীয় জীবে রজোগুণই অধিক, এজন্য ইহারা কার্য্যে তৎপর এবং দুঃখেও সুখ অনুভব করে। হে সত্তম! পূর্ব্বে যে প্রাকৃত-সৃষ্টির বর্ণনকালে যে বৈকৃত-সৃষ্টির প্রসঙ্গ করিয়াছি, তাহা উল্লিখিত তিন প্রকার জীব, তথা দেবগণ বৈকৃত-সৃষ্টি। কিন্তু সনৎকুমারাদি সৃষ্টি প্রাকৃত এবং বৈকৃত, এই উভয়াত্মক। সে সকলেরই দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব দুইই আছে। বৎস বিদুর! বৈকারিক দেবসৃষ্টিও আট প্রকার। যথা;—দেব (১), পিতৃগণ (২), অসুর (৩), গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা (৪), যক্ষ, রাক্ষস (৫), সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর (৬), ভূত, প্রেত, পিশাচ (৭), কিন্নর, কিংপুরুষ ইত্যাদি (৮)। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে দশ প্রকার সৃষ্টি করেন, তাহা এই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। অতঃপর বংশ এবং মন্বন্তর বর্ণন করি। আত্মভু ব্রহ্মা কল্পের আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া, রজোগুণাবলম্বন পূর্ব্বক আপনা দ্বারা আপনাকেই আপনি সৃষ্টি করেন। তাঁহার সঙ্কল্প অব্যর্থ।” ২৪—৩০।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

মন্বন্তরাদি-কাল-পরিমাণ।

বিদুরকে সম্বোধন করিয়া মৈত্রেয় কহিতে লাগিলেন, “হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কার্য্যস্বরূপ পৃথিব্যাদি অংশের যে চরম অংশ অর্থাৎ যাহার আর অংশ হইতে পারে না, যাহা কার্য্যাবস্থাও পায় না এবং যাহা অন্যের সহিত অসংযুক্ত অর্থাৎ সমুদায়াবস্থা অপ্রাপ্ত, এই হেতু সর্ব্বদা বর্ত্তমান অর্থাৎ কার্য্য ও সমুদায় অবস্থা অপগত হইলেও যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাই পরমাণু। যে পদার্থের অন্ত্যভাগ পরমাণু, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইলে, তাহার যে ঐক্য, তাহার নাম পরম মহৎ। যদি বল, কার্য্যে নানা বৈলক্ষণ্য এবং পরস্পর ভেদ আছে, কিরূপে তাহার ঐক্য হইবে? তাহার উত্তর এই যে, তাহাতে বিশেষ-বিবক্ষা বা ভেদবিবক্ষা নাই। এই হেতু ঐ প্রপঞ্চই পরম-মহৎপদ-বাচ্য। হে সত্তম! পরমাণু প্রভৃতির অবস্থা ব্যাপ্তি দ্বারা এই কাল যে প্রকারে সূক্ষ্ম, স্থূল ও মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাও অনুমিত হইতে পারে। ঐ কাল ভগবান্ হরির শক্তি এবং স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও, ব্যক্ত পদার্থের পরিচ্ছেদ করে; অতএব আপনি বিভু অর্থাৎ উৎপত্তি প্রভৃতি কার্য্যে দক্ষ। যে কাল, এই জগৎ-প্রপঞ্চের পরমাণু-অবস্থা ভোগ করে, সেই কাল পরমাণু (সূক্ষ্ম); আর যে কাল, তাহার সাকল্য অবস্থা ভোগ করে, তাহাকে পরম-মহৎ অর্থাৎ স্থূল কাল বলা যায়। ভেদের হেতু ইহার তাৎপর্য্য এই, সূর্য্য যে পরমাণু-স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করেন, তাহাকেই পরমাণু-কাল কহে, আর যে দ্বাদশ-রাশি-স্বরূপ সমগ্র ভুবন অতিক্রমণ করিয়া ভ্রমণ

করেন, তাহাই সংবৎসরাত্মক। তাহার নাম স্থূল কাল। ইহা দ্বারা যুগবৎসরাদিক্রমে দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত ভেদ হইয়া থাকে।) স্থূলকালের প্রভেদ এই যে, দুই পরমাণুতে এক অণু হয়, তিন অণুতে এক ত্র্যসরেণু হয়। হে বিদুর! ত্র্যসরেণুর প্রত্যক্ষ হয়। গবাক্ষ দ্বার দিয়া সূর্য্যরশ্মি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহারি মধ্যে উহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। সেই সূর্য্যরশ্মি-যোগে অতিশয় লঘুত্ব বশতঃ যাহা আকাশগামী বলিয়া বোধ হয়, তাহাই ত্র্যসরেণু।১—৫। ঐ রূপ তিন ত্র্যসরেণু যে কাল ভোগ করে, তাহার নাম ত্রুটি। শতত্রুটি পরিমিত কালকে বেধ বলে। তিন বেধে এক লব; তিন লব পরিমিত কালে এক নিমেষ; তিন নিমেষে এক ক্ষণ; পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা; পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু; পঞ্চদশ লঘুতে এক নাড়ী অর্থাৎ দণ্ড; দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত; এবং ছয় বা সাত দণ্ডে এক প্রহর হয়; এই প্রহর মানবদিগের দিন অথবা রাত্রির চতুর্থাংশ। পূর্ব্বে যে নাড়ী-পরিমিত কালের কথা কহিলাম, তাহা এইরূপে অনুমান করা গিয়া থাকে। ছয়পল পরিমাণ তাম্রময় ছিদ্রযুক্ত-পাত্রে চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি বিস্তৃত সচ্ছিদ্র শলাকা-যোগে এক প্রস্থপরিমিত জল যতক্ষণে প্রবিষ্ট এবং তাহাতে সেই পাত্র নিমগ্ন হয়, তাবৎকাল নাড়ীর পরিমাণ। পূর্ব্বে যে যাম পরিমিত কালের কথা কহিয়াছি, সেই চারি চারি যামে মনুষ্যদিগের এক দিবারাত্র হয়। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ হয়। ঐ পক্ষ, কৃষ্ণ শুক্ল ভেদে দুই প্রকার। শুক্ল ও কৃষ্ণ, এই দুই পক্ষে এক মাস। তাহাই পিতৃলোকের দিবারাত্র। দুই মাসে এক ঋতু এবং ছয় মাসে এক অয়ন। ঐ অয়নও দুই প্রকার। দুই অয়নে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র। ঐ অহোরাত্রেই মনুষ্যদিগের দ্বাদশ মাস বা এক বৎসর। ঐ প্রকার শত বৎসর মনুষ্যদিগের পরমায়ু। ৬—১২। হে বিদুর! চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র এবং অন্যান্য তারায় যে কালচক্র উপলক্ষিত হয়; তাহার অনিমিষ কালাত্মা বিভু অর্থাৎ সূর্য্য, পরমাণু হইতে সংবৎসর পর্য্যন্ত কালে দ্বাদশ-রাশ্যাত্মক ভুবনকোষ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ সংবৎসর ভেদ পাঁচ প্রকার; যথা—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর। তাহার বিবরণ বলি, যাবৎকালে সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি ভোগ হয়, তাহার নাম সংবৎসর, বৃহস্পতির দ্বাদশরাশি ভোগকাল পরিবৎসর, ত্রিশ সৌরদিনে যে সাবন মাস হয়, তাহার বার মাসে ইদাবৎসর। চন্দ্রের দ্বাদশ রাশির যে ভোগকাল তাহার নাম অনুবৎসর; এবং নক্ষত্র সংক্রান্ত মাসের বার মাসে বৎসর হয়। হে বিদুর! যে ভূতভেদ অর্থাৎ মহাভূতবিশেষ তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্য, পুরুষদের মোহনিবৃত্তিকরণার্থ অর্থাৎ আয়ুরাদি ব্যয় প্রদর্শন করিয়া বিষয়াসক্তি নিবারণ করিবার জন্য কার্য্যাঙ্কুরাদি-বিষয়ক বীজাদি শক্তিকে স্বশক্তি দ্বারা বহু প্রকারে কার্য্যাভিমুখী করিতেছেন এবং যাঁহা হইতে সকাম পুরুষদিগের গুণময় অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল বিস্তার হইতেছে; তিনি এই অন্তরীক্ষে ধাবমান আছেন, অতএব পঞ্চবৎসরের প্রবর্ত্তক তাঁহারই পূজা কর।' বিদুর এই সকল শ্রবণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ঋষিসত্তম! পিতৃ, দেব ও মনুষ্যদিগের যেরূপে স্ব স্ব মানে শতবর্ষ পরমায়ু হয়, তাহা ত শুনিলাম। যে সকল জ্ঞানিজন মহর্লোকাদিতে অবস্থিত, তাঁহাদের গতি কিরূপ, তাহাও বলুন। ধীর ব্যক্তিরা যোগসিদ্ধ-নয়নে সমগ্র বিশ্বই দেখিতে পান। আপনি ধীর, আপনি নিশ্চিতই কালরূপী ভগবানের গতি বিদিত আছেন।" ১৩—১৭। মৈত্রেয় বলিলেন, "বিদুর! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি;—এই চারি যুগ। সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশসহ ঐ চারি যুগ দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসরে নিরূপিত হয়। তাহার বিশেষ বিবরণ শুন; সত্যযুগাদির পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক সহস্র, এবং দ্বিগুণ দুই দুই শত বৎসর। ইহাতেই বুঝা যায়, সত্যযুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ চারি শত বৎসর করিয়া আট শত বৎসর। ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন সহস্র বৎসর এবং তাহার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ তিনশত বৎসর করিয়া ছয় শত বৎসর। দ্বাপরযুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ দুইশত বৎসর করিয়া চারি শত বৎসর। এই হিসাবে কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর ও তাহার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ একশত বৎসর করিয়া দুই শত বৎসর। যুগের অগ্রে সন্ধ্যা এবং অন্তে সন্ধ্যাংশ, তাহার পরিমাণ যথাক্রমে যুগসংখ্যক শত বৎসর। ঐ সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী কালকে যুগজ্ঞ পণ্ডিতেরা যুগ বলিয়া থাকেন। সেই কালেই যুগ-বিশেষের সত্যাদি ধর্ম্ম বিহিত হইয়া থাকে। হে বিদুর! সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল, তখন তাহা মনুষ্যদিগের বশতাপন্নও ছিল। পরে অন্যান্য যুগে ক্রমে ক্রমে লোকের অধর্ম্ম-দোষে তাহার এক এক পাদ কমিয়া আসে। এই ত্রিলোকের বহির্ভাগে—মহর্লোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্থানে—চতুর্যুগ-সহস্র বৎসরে এক এক দিন। রাত্রির পরিমাণও দিবসের ন্যায়। এই রাত্রিকালে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা নিদ্রিত হন। তাহার পর রাত্রি শেষ হইলে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। তাহা চতুর্দ্দশ মনু ব্যাপিয়া যাবৎ বর্ত্তমান থাকে; তাবৎ কালই ভগবান্ ব্রহ্মার দিন। ১৮—২৩। এক এক মনু কিঞ্চিদধিক এক সপ্ততি-যুগ পরিমিত কাল ভোগ করেন। তাহাই তাঁহাদের স্ব স্ব কাল। মন্বন্তর সকলে মনু এবং মনুবংশীয় পৃথ্বীপালগণ ক্রমশঃ উৎপন্ন হন, কিন্তু সপ্তর্ষি, দেবতা, ইন্দ্র এবং ইহাদেরই অনুবর্ত্তী গন্ধর্ব্বাদি সকলে সমকালেই উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি,—ইহাতে ত্রৈলোক্যের উৎপত্তি হয়। ইহাতেই পশু, পক্ষী, মনুষ্য, পিতৃগণ এবং স্ব স্ব কার্য্য-ফলানুসারে জন্ম গ্রহণ করে। মন্বন্তর সকলে সেই ভগবান্‌ই সত্ত্ব গুণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি-স্বরূপ মন্বাদি দ্বারা পুরুষাকার রূপ প্রকাশ করেন এবং এই বিশ্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। অনন্তর দিবা হইলে তিনি যৎকিঞ্চিৎ তমোগুণ অবলম্বন করিয়া আপনার সমুদায় বিক্রম প্রত্যাহৃত করেন। সেই সময়ে কাল বশতঃ ত্রিলোকস্থ জীব তাঁহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়; সুতরাং তিনি তূষ্ণীম্ভাবে থাকেন। ব্রাহ্মী নিশা উপস্থিত হইলে লোকত্রয়, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, চন্দ্র সূর্য্য একেবারে না থাকিলে যদ্রূপ হয়, সেইরূপ আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভগবানের শক্তিরূপ সঙ্কর্ষণ-মুখাগ্নি দ্বারা এই ভূগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ পীড়িত হইয়া মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন। ২৪—৩০। ঐ সময়ে কল্পান্ত কাল উপস্থিত হয়। তখন সমস্ত সমুদ্র অতিশয় ঘূর্ণীল হইয়া উঠে। উৎকট-ক্ষোভজনক প্রচণ্ড বাত্যা-প্রভাবে তরঙ্গসমূহ ভীষণবেগে বিচলিত হইয়া ত্রিভুবনকে সর্ব্বাই প্লাবিত করিয়া দেয়। ভগবান্ সেই সময়ে সেই প্রবল জলধি-জলে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, যোগ-নিদ্রায় নয়ন মুদিয়া থাকেন এবং জনলোক-নিবাসী ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেই স্থানেই থাকিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করেন। হে বিদুর! কালগতিতে উপলক্ষিত উক্ত প্রকার অহোরাত্রে যে একশত বৎসর হয়; তাহা সকল প্রাণীর পরমায়ু, কিন্তু সকলেরই ঐ শতবর্ষ পরমায়ু কালধর্ম্মে পরিক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং ব্রহ্মার যে শতবর্ষ পরমায়ুঃ তাহাও গতপ্রায় বোধ হয়। হে বিদুর! ব্রহ্মার পরমায়ু অর্দ্ধ, পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পূর্ব্বার্দ্ধ গত হইয়াছে, অপরার্দ্ধ এক্ষণে বর্ত্তমান। পূর্ব্ব-পরার্দ্ধের প্রথমে মহান্ ব্রাহ্ম নামে যে কল্প হয়,

সেই কল্পেই ব্রহ্মা উদ্ভূত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা ঐ ব্রহ্মাকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্ম-কল্পের অন্তে যে কল্প হয়, তাহা পদ্ম-কল্প। ভগবানের নাভিসরোবর হইতে লোকপদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ৩১—৩৬। দ্বিতীয় পরার্দ্ধের আদিতে কথিত এই যে কল্প, ইহা বারাহ-কল্প নামে বিখ্যাত। এই কল্পে ভগবান্ হরি শূকর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এই প্রকার কাল-দ্বারা সৃষ্ট জীবদিগের পরমায়ু পরিমিত হইয়া থাকে। এই যে দুই পরার্দ্ধ নামে কালের বিষয় বলা হইল, ইহা কার্য্যোপাধিশূন্য, অনন্ত, অনাদি, জগৎকারণ সেই ভগবানের এক নিমেষ মাত্র; কিন্তু ঐ নিমেষও তাঁহার আয়ুর্গণনায় ধর্ত্তব্য নহে। পরমাণু অবধি দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যে কাল; তাহা শক্তিমান্ বটে, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং পরিপূর্ণ-স্বরূপ, তাঁহার উপরে কালের আধিপত্য করিবার শক্তি নাই। যে সকল ব্যক্তি,—দেহ, গেহ ও ধনধান্যের অভিমানী, কাল কেবল তাহাদের উপরেই আধিপত্য করে। বৎস! অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ প্রকার বিকারে আবদ্ধ এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার অভ্যন্তর পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃত, এবং বহির্ভাগ পৃথিব্যাদি সপ্ত পদার্থে আবৃত। ঐ সপ্ত পদার্থের পরিমাণও কি অল্প? ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক। যাঁহাতে 'এইরূপ কোটি কোটি এবং রাশি রাশি ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট হইয়া, পরমাণুতুল্য দৃষ্ট হয়, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই অক্ষর এবং সকল কারণের কারণ-স্বরূপ পরম ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৎস! তিনিই পরম পুরুষ বিষ্ণুর পরম স্বরূপ।" ৩৭—৪২।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্ম-সৃষ্টি বর্ণন।

মৈত্রেয় কহিলেন, 'হে বিদুর! পরমাত্মার কালাখ্য মহিমার প্রভাব তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে বেদগর্ভ ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টির অগ্রে তমঃ অর্থাৎ স্বরূপের অপ্রকাশ, মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি, মহামোহ অর্থাৎ ভোগেচ্ছা ইত্যাকার জ্ঞান, তামিস্র অর্থাৎ ভোগেচ্ছা-প্রতিঘাতে ক্রোধ, অন্ধতামিস্র অর্থাৎ ভোগেচ্ছানাশে 'আমি মৃত হইলাম' এইরূপ বুদ্ধি ইত্যাদি অজ্ঞান-বৃত্তি সকল সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু এই সৃষ্টিকে পাপীয়সী দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন না। এই জন্য তিনি ভগবানের ধ্যানে মনকে পবিত্রীকৃত করিয়া অন্যান্য সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার; এই চারিজন মুনির সৃষ্টি হইল; কিন্তু তাঁহারা সকলেই নিষ্ক্রিয় এবং ঊর্দ্ধরেতা হইলেন। তখন ব্রহ্মা ঐ সকল মুনিকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 'হে পুত্রগণ! তোমরা প্রজা সৃজন কর।' কিন্তু মোক্ষই তাঁহাদের পরমধর্ম্ম; তাঁহারা পরম বাসুদেব-পরায়ণ, সুতরাং তাঁহাদের সৃষ্টিবিষয়ে প্রবৃত্তি হইল না। পুত্রেরা ঐরূপ তাঁহার আজ্ঞা না মানিয়া অবজ্ঞা করিলে, তাঁহার দুর্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হইল, কিন্তু তিনি তাহা মনোমধ্যেই সংবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। ১—৬। তিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রোধসংবরণ করিলেও ঐ ক্রোধ ভ্রূযুগের মধ্যস্থান হইতে নির্গত হইয়া, নীললোহিত ও কুমার রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই ভগবান্ নীললোহিতই দেবগণের পূর্ব্বজ। উৎপন্ন হইয়া তিনি এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন,—'হে ধাতঃ! হে জগদ্গুরো! আমার নাম এবং স্থান করিয়া দিন।' ভগবান্ পদ্মযোনি তাঁহার ঐ বাক্য পালন করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন এবং নম্রবচনে বলিলেন, 'বৎস! রোদন করিও না, এখনি তোমার নাম ও ধাম করিয়া দিতেছি।' তদনন্তর তিনি কহিলেন, 'হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি বালকের ন্যায় সোদ্বেগে রোদন করিলে, এই কারণে প্রজাগণ তোমাকে 'রুদ্র নাম দিয়া আহ্বান করিবে।' হে বৎস! হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ও তপস্যা; এই সকল স্থান তোমার নিমিত্ত অগ্রেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। মন্যু, মনু, মহিনস্ 'মহান্' শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব, ধৃতব্রত, এই একাদশটী তোমার নাম এবং ধী, ধৃতি, রসলোমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা ও রুদ্রাণী; এ সকল তোমার স্ত্রী। বৎস! তুমি স্ত্রীর সহিত ঐ সকল নাম এবং স্থান গ্রহণ কর। তুমি প্রজাপতি, অতএব এই সকল নাম এবং স্থানযুক্ত হইয়া প্রজা সৃষ্টি কর।' ভগবান্ নীললোহিত, স্বীয় গুরু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সত্ত্ব অর্থাৎ বল, আকৃতি অর্থাৎ নীললোহিত এবং স্বভাব অর্থাৎ তীব্রতা অনুসারে আত্মতুল্য প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭—১১। সেই রুদ্র হইতে যে সকল রুদ্র উৎপন্ন হইলেন, তাঁহারা অসংখ্য দল বাঁধিয়া জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা সেই রুদ্রসমূহ দেখিয়া ভীত হইলেন এবং রুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে দেবোত্তম! আর ঈদৃশী প্রজা-সৃষ্টি করিতে হইবে না। ইহারা সকলে প্রখর চক্ষু দ্বারা সমস্ত দিক্ ও আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। অতএব বৎস! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর সুখাবহ তপস্যা কর, তোমার মঙ্গল হউক। এই বিশ্ব পূর্ব্বে যেমন ছিল, তুমি তপোবলে পুনরায় সেইরূপ সৃষ্টি করিতে পারিবে। পুরুষ সকল তপঃপ্রভাবেই পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী ভগবান্ অধোক্ষজকে জানিতে পারে।' ১২। ১৩। মৈত্রেয় কহিলেন, "নীললোহিত রুদ্র আত্মভূকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রণাম করিলেন। পরে ভাল তাহাই হইবে বলিয়া, তিনি সম্ভাষণ করিয়া, তপস্যার জন্য বনে প্রবিষ্ট হইলেন। তার পর ভগবানের শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা লোক-সৃষ্টি-বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ;—এই দশ জন পুত্র উৎপন্ন হইলেন। নারদ ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে, দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ হইতে, বশিষ্ঠ প্রাণ হইতে, ভৃগু ত্বক্ হইতে, পুলস্ত্য কর্ণদ্বয় হইতে, অঙ্গিরা মুখ হইতে, অত্রি চক্ষু হইতে এবং মরীচি মন হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মার যে দক্ষিণ স্তনে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজমান ছিলেন, তাহা হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হইলেন। অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে জন্মিল। ঐ অধর্ম্ম হইতেই লোকের ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অনন্তর তাঁহার হৃদয় হইতে কাম, ভ্রূযুগ হইতে ক্রোধ, অধর ও ওষ্ঠ হইতে লোভ, মুখ হইতে বাক্য, মেঢ্রদেশ হইতে সিন্ধু এবং পায়ু হইতে পাপাশ্রয় নির্ঋতি উৎপন্ন হইল। আর দেবহূতির-পতি কর্দ্দম নামা মুনি তাঁহার ছায়া হইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে এই জগৎ সেই বিশ্বস্রষ্টার মন ও দেহ হইতে উৎপন্ন হইল। বাক্ নামে ব্রহ্মার একটী মনোহারিণী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মার মন হরণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া সেই কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ কন্যার তাঁহাতে অভিলাষ হয় নাই। মরীচিপ্রমুখ মুনিগণ পিতার ঐ প্রকার অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দেখিয়া তাঁহাকে সবিনয়-বচনে এইরূপ বুঝাইয়াছিলেন;—'পিতঃ! আপনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ব্যক্তি সে কার্য্য করেন নাই, পরেও কেহ করিবেন না। আপনি সকলের প্রভু, আপনি কি না-কাম-নিগ্রহে অসমর্থ হইয়া কন্যা-গমনে উদ্যত হইলেন! গুরো! আপনি তেজস্বী

সত্য, কিন্তু এরূপ চরিত্র প্রশংসনীয় নহে, আপনার ন্যায় ব্যক্তির সৎকর্ম্ম করাই উচিত। কারণ লোকে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া আপন-আপন মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে। অথবা, আমাদের এ কথায় কোন প্রয়োজন নাই, আমরা সেই ভগবানকে নমস্কার করি। যিনি আত্ম-জ্যোতি দ্বারা আত্মস্থ এই বিশ্বপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। ১৪—১৭। যখন প্রজাপতি-পতি ব্রহ্মা দেখিলেন, আপনার সম্মুখে আত্মপুত্রেরা প্রজাপতিকে ঐ প্রকার বলিতেছেন, তখন তিনি অতিশয় লজ্জিত হইয়া তাঁহাদের সমক্ষেই আপনার তাৎকালিক তনু ত্যাগ করিলেন। তাহাতে দিক্ সকল তাঁহার সেই দেহ গ্রহণ করিল। পণ্ডিতেরা তাহাকেই নীহারময় তমঃ বলিয়া থাকেন। ঐ ব্রহ্মা অন্য এক সময়ে এইরূপ চিন্তা করিলেন, "এই সকল লোক পূর্ব্বকল্পে যেরূপ সুসঙ্গত ছিল, সেই রূপে ইহাদিগকে কি প্রকারে সৃজন করিব?" যখন তিনি ঐরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চারি মুখ হইতে বেদ সকল নির্গত হইল এবং চাতুর্হোত্র অর্থাৎ হোত্রাদি কর্ম্ম, উপবেদ ও নীতিশাস্ত্রের সহিত কর্ম্মতন্ত্র, অর্থাৎ যজ্ঞবিস্তার, ধর্ম্মের চারি পদ এবং আশ্রম সকলের বৃত্তি; এই সমুদায় উৎপন্ন হইল।" বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুনে! আপনি কহিলেন, বিশ্বস্রষ্টগণের ঈশ্বর ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদাদির সৃষ্টি হইল। তিনি যে মুখ দ্বারা যাহার সৃষ্টি করিলেন, তাহাও বলুন।" মৈত্রেয় বলিলেন, "ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব; এই চারি বেদ আবির্ভূত হয়। আর তিনি হোতার কর্ম্ম যে শাস্ত্র অর্থাৎ অপ্রণীত মন্ত্রস্তোত্র, অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম ইজ্যা ও উদ্গাতার কর্ত্তব্য স্তুতিস্তোম অর্থাৎ সঙ্গীত-স্বরূপ, স্তোত্রার্থকৃত ঋক্ সমুদায়, এবং ব্রহ্মার কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি কর্ম্মও যথাক্রমে বিধান করিলেন। ১৮—২২। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং স্থাপত্যবেদ অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্ম-শাস্ত্র ইত্যাদি উপবেদ সকলও তাঁহার পূর্ব্বাদিমুখ হইতে যথাক্রমে উদ্ভূত হইল। অপর পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণ, এ সকলও তাঁহার বদন হইতে সৃষ্ট হইল। ষোড়শী ও উক্থ অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ প্রধান কর্ম্মবিশেষ, পুরীষী অর্থাৎ অগ্নিচয়ন, অগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্যাম, অতিরাত্র, বাজপেয় ও গোসব; এই সকল যজ্ঞ কর্ম্ম তাঁহার পূর্ব্বদিকের মুখ হইতে উৎপন্ন হইল। তিনি যথাক্রমে শৌচ, দান, তপস্যা এবং সত্য, ধর্ম্মের এই চারিটী পদ, এবং আশ্রম সকল বৃত্তির সহিত সৃজন করিলেন। সাবিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, প্রাজাপত্য অর্থাৎ উপনয়নাবধি গায়ত্রী, অধ্যয়ন-কারীর ত্রিরাত্র ব্রত, ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রতাচরণ-শীলের সংবৎসর মধ্যে বেদ গ্রহণ, বৃহৎ অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বার্ত্তা অর্থাৎ অনিষিদ্ধ কৃষ্যাদি বৃত্তিসঞ্চয় অর্থাৎ যাজনাদি বৃত্তি, শালীন অর্থাৎ অযাচিত বৃত্তি এবং শিলোঞ্ছ অর্থাৎ পতিত-কণিকাশন বৃত্তি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল। চারি প্রকার বানপ্রস্থ, যথা;—বৈখানস অর্থাৎ অকৃষ্ট-পচ্যবৃত্তি, বালিখিল্য অর্থাৎ নূতন অন্ন প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত অন্নত্যাগী, ঔডুম্বর অর্থাৎ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিক্ হইতে সংগৃহীত ফলাদিদ্বারা জীবিকাকারী, ফেণপ অর্থাৎ স্বয়ংপতিত ফেণাদি দ্বারা জীবিকাকারী, চারি প্রকার সন্ন্যাসী, যথা;—কুটীচক অর্থাৎ আপনার আশ্রম ধর্ম্মে প্রধান, বহূদক অর্থাৎ কর্ম্ম অপ্রধান বিবেচনা করিয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রধান, হংস অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস-নিষ্ঠ এবং নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ প্রাপ্ততত্ত্ব; এই সকল ধর্ম্মও যথোত্তর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যে যে পরবর্ত্তী তাহা তাহা প্রধান, এ সমস্তও তাঁহা হইতেই সৃষ্ট হইল। তর্কবিদ্যা বেদবিদ্যা এবং দণ্ডনীতি, তিন ব্যাহৃতি এবং প্রণব, এই সমুদায় তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইল। ২৩—২৮। সেই বিভুর লোমসমূহ হইতে গায়ত্রী, ত্বক্ হইতে ত্রিষ্টুপ্, মাংস হইতে অনুষ্টুপ্, অস্থি হইতে জগতী, মজ্জা হইতে পংক্তি এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দ সকল উৎপন্ন হইল। এইরূপে তাঁহার জীব, স্পর্শ-সংজ্ঞক বর্ণ অর্থাৎ ককারাদি পঞ্চবর্গ এবং তাঁহার দেহ স্বরবর্ণ অর্থাৎ অকারাদি বর্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইল। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল উষ্মবর্ণ অর্থাৎ শ ষ স হ, বর্ণ এবং তাঁহার বল, অন্তস্থ বর্ণ য র ল ব হইল এবং তাঁহার ক্রীড়া হইতে ষড়্জ প্রভৃতি সপ্তস্বর জন্মিল। সেই ব্রহ্মা শব্দমূর্ত্তি এবং ব্যক্ত অর্থাৎ বৈখরী-নামিকা বাক্যরূপা ভাষা ও অব্যক্ত অর্থাৎ প্রণব, এই উভয়াত্মক; অতএব ঐ প্রণব হইতে পরিপূর্ণ-স্বরূপ পরমেশ্বর নিত্যই আবির্ভূত হন। সে যাহা হউক, ঐ ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা নীহারময় তমোরূপে পরিণত হয়। তৎপরে অপর একটী মূর্ত্তি গ্রহণ করেন, তাহার পর তিনি সৃষ্টি-বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। হে কৌরব! তিনি দেখিলেন মহাবীর্য্যশালী ঋষিগণের সৃষ্টিও বিস্তৃত হইল না। অতএব তিনি সবিস্ময়ে চিন্তা করিলেন, 'অহো! একি আশ্চর্য্য! আমি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছি, তবু আমার প্রজা নিত্য বৃদ্ধি পাইতেছে না। এখন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে; এ বিষয়ে দৈবই প্রতিকূল।" ২৯—৩৩। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি যথাকর্ত্তব্য সাধন করিলেন এবং ঐ দৈবের প্রতিও দৃষ্টি রাখিলেন। যখন তিনি ঐ প্রকার ভাবিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মার ঐ মূর্ত্তি আপনা হইতে অত্যাশ্চর্য্যরূপে দ্বিখণ্ডিত হইল। তাহাতেই অদ্যাপি লোকে তাঁহার মূর্ত্তিকে কায় বলিয়া থাকে। ঐ দুই অংশ দ্বারা তিনি মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ হইলেন। তন্মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন, আর যিনি স্ত্রী, তাঁহার নাম শতরূপা হইল। ঐ স্ত্রী মহাত্মা মনুর মহিষী হইলেন। তদবধি মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সহযোগ-ধর্ম্মে প্রজা সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। হে সাধো! মনু, শতরূপা নাম্নী মহিষীতে পাঁচটী অপত্য উৎপাদন করেন। দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ; কন্যাত্রয়ের নাম—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু,—রুচির সহিত আকূতির এবং কর্দ্দম ঋষির সহিত মধ্যমা দেবহূতির বিবাহ দেন। প্রসূতি, দক্ষ প্রজাপতির হস্তে প্রদত্ত হন। ইঁহাদিগের সন্তানেই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে।" ৩৪—৩৮।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভগবান্ কর্ত্তৃক বরাহরূপে জলমগ্ন ধরিত্রীর উদ্ধার।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর, মৈত্রেয় মুনির মুখ হইতে এই সকল পবিত্রতম বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের কথায় অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনে! ব্রহ্মার প্রিয়তম পুত্র সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু, প্রিয়পত্নী প্রাপ্ত করিয়া তাহার পরে কি করিলেন? হে সত্তম! সেই আদিরাজ রাজর্ষি, ভগবান্ হরিরই আশ্রিত ছিলেন, তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র বর্ণন করুন; আমি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করিব। হে মুনে! যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজমান, তাঁহাদের গুণানুবাদ-শ্রবণই পুরুষ সকলের চিরকালের শ্রমোপার্জ্জিত শ্রুতাদির অর্থ। পণ্ডিতেরা তাহাই যথার্থ বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন।" শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রীতি-সহকারে যে বিদুরের ক্রোড়ে আপনার চরণদ্বয় প্রসারিত করিতেন, সেই বিদুর সবিনয়ে ঐরূপ কহিলে, মৈত্রেয় মুনি আনন্দোৎফুল্লচিত্তে কহিতে লাগিলেন; "বিদুর! স্বায়ম্ভুব মনু, স্বীয় ভার্য্যার সহিত

জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন; 'হে ব্রহ্মন্! আপনি এই সর্ব্বভূতের পিতা, জন্মদাতা এবং পোষণ-কর্ত্তা। যদিও আপনার অন্যাপেক্ষা নাই, তথুও আমরা আপনার সন্তান। আপনার শুশ্রূষা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। কোন্ কার্য্য দ্বারা আপনার শুশ্রূষা করিব, আজ্ঞা করুন। আমাদের শক্তি-সাধ্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম দ্বারা আপনার শুশ্রূষা হইতে পারে; তাহা বলুন। প্রভো! আপনাকে নমস্কার করি। হে ব্রহ্মন্! ঐ কর্ম্ম করিলে আমাদের ইহলোকে যশ এবং পরকালে সদ্গতি হইবে।' ১—৭। স্বায়ম্ভুব মনুর ঐরূপ কথা শুনিয়া ব্রহ্মা সস্নেহে কহিলেন; 'হে তাত! হে ক্ষিতীশ্বর! তোমাদের দুই জনের মঙ্গল হউক। তোমরা সরল-হৃদয়ে স্বয়ং 'আমাদিগকে উপদেশ দিউন' এই যে নিবেদন করিলে, ইহাতে আমি তোমাদের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। হে বীর! পুত্রদিগের পিতার প্রতি এইরূপই ভক্তি করা বিধেয়। অপ্রমত্তভাবে, নিরহঙ্কারে ও সমর্য্যাদরে পিতার আজ্ঞা-পালন ও তাঁহার পূজা করিতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি নিজের এই পত্নীতে আত্ম-তুল্য গুণ-সম্পন্ন অপত্য সকল উৎপাদন কর এবং ধর্ম্মত এই পৃথিবীর পালন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আর যজ্ঞের দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের আরাধনা কর। উত্তমরূপে প্রজাপালন করিতে পারিলে, আমার পরম শুশ্রূষা করা হইবে, আর যদি ভগবান্ তোমাকে প্রজাপালন করিতে দেখেন, তাহা হইলে হৃষীকেশও তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। বৎস! যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ জনার্দ্দন যাহাদের প্রতি তুষ্ট না হন, তাহাদের শ্রম বিফল। যে হেতু তাহারা আত্মার আদর করে না।' ৮—১২। মনু কহিলেন, 'হে ভগবন্! হে পাপনাশন! আমি আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করিব। আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রজা-সমূহ এবং আমার জন্য কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করুন অর্থাৎ 'এই স্থানে থাক' এইরূপ আজ্ঞা করুন। হে দেব! সর্ব্বভূতের বাসস্থান-স্বরূপা যে পৃথিবী ছিল, তাহা প্রলয়-কালীন জলধিজলে মগ্ন হইয়াছে। অতএব আমাদিগকে যদি স্থান দিতে ইচ্ছা করেন, তবে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ যত্ন করুন।' অনন্তর মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা মনুর ঐ কথা শুনিয়া এবং জল মধ্যে ধরণীকে নিমগ্ন দেখিয়া অনেক ক্ষণ এইরূপে চিন্তা করিলেন, 'আমি পূর্ব্বে একবার সকল জল পান করিয়াছি, আবার অকস্মাৎ কি প্রকারে ঐ জল উৎপন্ন হইল? যাহা হউক, এখন এই জল-মধ্য নিমগ্না অবনীর কি প্রকারে উদ্ধার হয়? এ কি! আমি সৃজন করিতেছিলাম, আমার নিকট হইতে এই ক্ষিতি জলপ্লাবিতা হইয়াই রসাতলে গিয়াছে। যাহা হউক, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আমরা ত সৃজনার্থ নিযুক্ত হইয়াছি। এখন এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি? আমার চিন্তার আর প্রয়োজন কি? যে ভগবানের হৃদয় হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, তিনিই যথাকর্ত্তব্য করুন।' ১৩—১৭। অহে নিষ্পাপ বিদুর! ব্রহ্মা যখন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে সহসা একটী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সূক্ষ্ম বরাহ বহির্গত হইল। সেই বরাহ, দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সম্মুখেই, আকাশস্থ হইয়া ক্ষণমাত্রে হস্তীর আকারে পরিবর্দ্ধিত হইল। তাহাতে যে কিরূপ আশ্চর্য্য-দর্শন হইল, তাহা বলা যায় না। ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, কুমার ও মনু সেই শূকররূপ দেখিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। 'শূকররূপী কোন দিব্য-প্রাণী আসিয়া আবির্ভূত হইলেন না কি, এ যে বড় আশ্চর্য্য দেখি! নাসারন্ধ্র হইতে এরূপ বরাহ বিনিঃসৃত হইল। এই বরাহ প্রথমতঃ অঙ্গুষ্ঠের শিরোমাত্র-পরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছিল, ক্ষণ-কাল মধ্যে স্থূল পাষাণ-সদৃশ হইল। ইনিই ত ভগবান্ বিষ্ণু হইবেন না? তিনিই বুঝি নিজ রূপ গোপন করিয়া আমাদের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছেন।' ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রগণের সহিত ঐরূপ বাদানুবাদ করিয়া শেষে আপনিই মীমাংসা করিতেছেন, এমত সময়ে সেই গিরীন্দ্রতুল্য ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ গর্জ্জন করিলেন। ভগবান্ হরি সেই বরাহরূপে গর্জ্জন করিতে করিতে সকল দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্রহ্মা এবং সেই সকল দ্বিজোত্তমকে সন্তুষ্ট করিলেন। সেই মায়াময় শূকরের তজ্জাত্যনুকরণধ্বনি শ্রবণ করিয়া জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক-নিবাসী মুনিগণের অনিষ্টস্বরূপ খেদ সমস্ত বিনষ্ট হইল এবং তাঁহারা ঋক্, যজুঃ, সাম, এই বেদত্রয়ের মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১৮—২৪। বেদ সকলেরও স্তুত ঐ বরাহ মূর্ত্তি ভগবান্, গজেন্দ্র-তুল্য লীলা করিতে করিতে ঐ মুনিগণ-উচ্চারিত বেদমন্ত্রকে বস্তুতঃ আপনার গুণানুবাদ অবধারণ করিয়া, দেবগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত পুনরায় গর্জ্জন করিলেন এবং পরক্ষণেই জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পৃথিবীর উদ্ধারকারী সেই বরাহরূপী ভগবান্ জলপ্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঊর্দ্ধভাগে পুচ্ছ উৎক্ষেপণ করিয়া, উল্লম্ফনপূর্ব্বক গগনচারী হইলেন এবং তাঁহার স্কন্ধস্থ কঠোর জটা সকল কাঁপিতে লাগিল এবং খুর দ্বারা মেঘ সকলে আঘাত করিলেন। তাঁহার দন্ত শুক্লবর্ণ, শরীর অতিশয় কঠিন, ত্বকের উপরে তীক্ষ্ণ রোম; তাঁহার দৃষ্টিতে চারি দিক্ আলোকময় হইয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং যজ্ঞ-মূর্ত্তি হইলেও বরাহরূপচ্ছলে পশুর ন্যায় ঘ্রাণ দ্বারা পৃথিবীর পদবী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দেহরূপ ভয়ানক হইলেও তাহা তিনি অকরাল করিয়া স্তবকারী বিপ্রগণকে ঊর্দ্ধদিকে দেখিতে দেখিতে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যখন ঐ বরাহ লম্ফ দিয়া সমুদ্র-সলিলে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার পর্ব্বতবৎ নিপাতবেগে সাগরের কুক্ষি বিদারিত হইল। তাহাতে জলনিধি কাতর হইয়া শব্দ করিলেন এবং ঊর্ম্মিরূপ হস্ত প্রসারিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, 'হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে রক্ষা করুন।' পরে ঐ যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহ ক্ষুরাগ্র অর্থাৎ আয়তাগ্র শরবৎ খুর দ্বারা, অপার জলনিধিরও পার প্রদর্শন করিয়া তাহার জল বিদারণ করিতে করিতে রসাতলে গিয়া তথায় পৃথিবীকে দেখিলেন। তিনি প্রলয়-কালে শয়নেচ্ছু হইয়া সর্ব্বজীবাধার ঐ ধরাকে আপনার জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি অক্লেশে নিজ দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া ক্ষণমধ্যে রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন।২৫—৩০। সেই সময়ে তাঁহার সম্যক্ শোভা হইয়াছিল। তাহার পর তিনি জলমধ্যে দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলেন। ঐ হিরণ্যাক্ষ গদা উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রতিরোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ভগবদ্বিক্রম অসহ; সুতরাং ভগবান্ চক্রতুল্য প্রচণ্ড ক্রোধে দীপ্ত হইয়া, সিংহ যেমন হস্তীকে বধ করে, সেইরূপ অনায়াসে তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। ক্রীড়াচ্ছলে পৃথিবী বিদারণ করিতে করিতে গৈরিক-মৃত্তিকায় যেমন গজেন্দ্রের গণ্ড ও মুণ্ড অরুণবর্ণ হয়, সেইরূপ ভগবান্ বরাহ-দেবের গণ্ড এবং তুণ্ড ঐ হিরণ্যাক্ষের রক্তরূপ পঙ্কে অঙ্কিত হইয়া লোহিত-বর্ণ ধারণ করিল। হে বিদুর! যখন বরাহ-রূপী সেই ভগবান্ হস্তীর ন্যায় লীলান্বিত হইয়া দন্তাগ্রে ধরাকে ধারণ করিয়া উৎক্ষেপণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শরীর, তমাল-সদৃশ নীলবর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে বিরিঞ্চি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া সম্মুখে আগমন-পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইলেন এবং বৈদিক সূক্ত-সদৃশ বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। 'হে অজিত! হে যজ্ঞভাবন! তোমার জয় জয়কার!! প্রভো! তোমার এই বেদময়ী তনু কম্পিত হইতেছে, তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমারই লোম-কূপে সমুদ্র সকল লীনপ্রায় হইতেছে। তুমি

স্বয়ং ভগবান্, তবে কেবল পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব! যজ্ঞময় তোমার এই মূর্ত্তি, দুষ্টাত্মা ব্যক্তির দুর্দ্দর্শ। প্রভো! তোমার এই ত্বকে গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ, রোমে যজ্ঞীয় কুশাদি, চক্ষুর্দ্বয়ে হবনীয় ঘৃত এবং চরণ-চতুষ্টয়ে চাতুর্হোত্র অর্থাৎ হোত্রাদি কর্ম্ম-চতুষ্টয় বিরাজমান। হে ঈশ! তোমার মুখাগ্রে স্রুক্ অর্থাৎ স্রুচ্, তোমার নাসিকাদ্বয়ে স্রুব, উদরে ইড়া (যজ্ঞীয় ভক্ষণ পাত্র), কর্ণরন্ধ্রে চমস (যজ্ঞপাত্র বিশেষ), মুখে প্রাশিত্র (ব্রহ্মভাগপাত্র), মুখাভ্যন্তরের ছিদ্রে সোমপাত্র নামক যজ্ঞ-পাত্র বিশেষ দেদীপ্যমান। হে ভগবন্! তুমি যে চর্ব্বণ কর, তাহাই আমাদিগের অগ্নিহোত্র। ৩১—৩৬। হে প্রভো! তোমার যে বারংবার অভিব্যক্তি, তাহাই দীক্ষা অর্থাৎ দীক্ষণীয় ইষ্টি, তোমার গ্রীবাদেশই উপসদ অর্থাৎ তিনটী ইষ্টিবিশেষ, তোমার দংষ্ট্রা—প্রায়ণীয়া অর্থাৎ দীক্ষানন্তর ইষ্টি এবং উদয়নীয়া অর্থাৎ সমাপ্তি-ইষ্টি, তোমার জিহ্বাই প্রবর্গ্য অর্থাৎ উপসদের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর নামে যজ্ঞবিশেষ, তোমার শিরোদেশ—সভ্য, (হোমরহিত অগ্নি) ও আবসথ্য (ঔপাসনাগ্নি) এবং তোমার পঞ্চ প্রাণই চিতি (যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন)। তোমার রেতঃ—সোম-যজ্ঞ, তোমার অবস্থান অথবা বাল্যাদি অবস্থা—প্রাতঃসবনাদি কর্ম্ম; তোমার ত্বক্-মাংসাদি সপ্ত ধাতু অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যাম,—এই সপ্ত যজ্ঞ-প্রভেদ, আর তোমার শরীরের সন্ধি সকল—দ্বাদশাহাদি বহু যাগসমূহ-স্বরূপ; তুমি—অসোম যজ্ঞ এবং সসোম ক্রতু,—এই উভয় স্বরূপ অনুষ্ঠানই তোমার বন্ধন। তুমি—অখিল মন্ত্র, অখিল দেবতা, সমস্ত দ্রব্য ক্রতু ও সামান্য ব্যাপার স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। হে বিভো! বৈরাগ্য অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট-কর্ম্মফল-স্পৃহা-রাহিত্য হইতে উৎপন্না যে ভক্তি, তদ্দ্বারা যে মনের নিশ্চলতা হয়, তাহাতে যে জ্ঞান সাক্ষাৎকার হয়, তুমি সেই জ্ঞানস্বরূপ। আর তুমিই জ্ঞান প্রদান করিয়া থাক, অতএব তোমাকে নমস্কার। মত্ত মাতঙ্গরাজ, সপত্র নলিনীকে দন্তাগ্রে ধারণ করিয়া জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, সেই পদ্মিনীর যেমন শোভা হয়, হে ভূ-ধর! তুমি দন্তাগ্রে ভূধর সহ পৃথিবীকে ধরিয়া থাকাতে, ইহার তেমনই শোভা হইয়াছে। পর্ব্বতশৃঙ্গে মেঘ জমিলে, পর্ব্বতরাজ যেরূপ শোভা ধারণ করে, হে ভূধরনাথ! দন্তদ্বারা ভূমণ্ডল ধারণ করাতে তোমার বেদময় শৌকর দেহেরও তেমনি শোভা হইতেছে। তুমি জগতের পিতা;—তুমি,—তোমার এই পত্নী, সুতরাং জগতের মাতা—ধরণীকে স্থাবর-জঙ্গমের বাসস্থানার্থ এইরূপে স্থাপন কর যে, তাহার উপরে থাকিয়া, তোমার সহিত ইহাঁকে নমস্কার করিয়া, পরিচর্য্যা করিতে পারি। যাজ্ঞিকেরা যেরূপ মন্ত্রপূত করিয়া অরণিতে অগ্নি আধান করেন, সেইরূপ তুমি এই ধরাতে ধারণ-শক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছে। ৩৭—৪২। প্রভো! তোমা ছাড়া আর কেই বা রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য স্পৃহা করিতে পারে? তুমি সকল বিস্ময়ের আধার। তোমারই মায়ামায় এই অত্যদ্ভুত বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব তুমি যে পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে, ইহার জন্য তোমাকে আমাদের বিস্ময় হয় না। হে ঈশ! আমরা,—জন, তপ ও সত্যলোক-নিবাসী বটে, কিন্তু তোমার বেদ-ময় দেহকম্পনে, জটাজূটাগ্র-ভাগে যে পবিত্র জলকণা উৎক্ষিপ্ত হইয়া, আমাদের অঙ্গে ছিটাইয়া পড়িতেছে, তাহাতেই আমরা পবিত্রীকৃত হইলাম। ভগবন্! তোমার কর্ম্মের পার নাই। যে তোমার কর্ম্মের পার জানিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি ভ্রষ্টমতি।

রহিয়াছে। ভগবন্! এই বিশ্বের মঙ্গল সাধন কর। ইহার তাৎপর্য্য এই, লোকে তোমাকে অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তি জানিয়া যে প্রকারে তোমার ভজনা করিতে পারে, সেইরূপ অনুগ্রহ কর।” ৪৩—৪৫। মৈত্রেয় মুনি কহিলেন, “সেই ব্রহ্মবাদী মুনিগণ এই প্রকারে স্তব করিলে, বরাহরূপী ভগবান্ নিজ খুরাক্রান্ত জলের উপর পৃথিবীকে রক্ষা করিলেন। পরে ভগবান্ হরি এইরূপে রসাতল হইতে অনায়াসে উদ্ধৃত পৃথিবীকে জলের উপর রাখিয়া অদৃশ্য হইলেন। বৎস! সেই শোক-দুঃখহর বরাহরূপী ভগবানের মায়াবিশিষ্ট চরিত্র কীর্ত্তন করা উচিত। যে কেহ ইহার মঙ্গলময় কথা শ্রবণ করে বা করায়, হরি নিজ-মনে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। সকল মঙ্গলাধার সেই ভগবান্ প্রসন্ন হইলে আর কি দুর্লভ হয়? তখন সকলই তুচ্ছ বোধ হয়, ভজনাও বিফল হইবার আশঙ্কা থাকে না। বিদুর! যাঁহারা ফলকামনা না করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের ভজনা করেন, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ তাহা বিদিত হইয়া, তাঁহাদিগকে আপনার পরম পদ স্বয়ং বিধান করিয়া থাকেন। অহো! ইহলোকে নরেতর অর্থাৎ পশু বিনা পুরুষার্থ-সারবেত্তা কোন্ ব্যক্তি পুরাবৃত্ত মধ্যে ভগবানের ভব-পাপ-বিমোচন কথামৃত কর্ণাঞ্জলি দ্বারা পান করিয়া বিরত হইয়া থাকে।” ৪৬—৪৯।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দিতির গর্ভোৎপত্তি।

শুকদেব কহিলেন, মৈত্রেয়, বরাহরূপী হরির কথা বর্ণন করিলেন; কেবল তাহা শুনিয়া ব্রতধারী বিদুর সবিশেষ তৃপ্ত হইলেন না; সুতরাং তিনি করযোড়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন; “আপনারই মুখে শুনিলাম যে, যজ্ঞমূর্ত্তি হরি বরাহরূপে পৃথিবীর উদ্ধার করেন, তিনিই আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে হত করিয়াছেন। ভগবান্ লীলাচ্ছলে দন্তাগ্রে ধরার ত উদ্ধার করিলেন; দৈত্য-রাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল কেন? ব্রহ্মন্! আমার মন তৃপ্ত হইতেছে না, আরও শুনিতে আমার কৌতূহল হইতেছে। আমি আপনার শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত, আমাকে সবিস্তরে তাঁহার জন্ম-বৃত্তান্ত বলুন।” মৈত্রেয় কহিলেন, “হে বীর! তুমি সাধু; যেহেতু তুমি হরির অবতারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ;—ইহাতে মর্ত্ত্য-বাসীর মৃত্যুপাশ ছিন্ন হয়। উত্তানপাদ রাজার পুত্র বালক-ধ্রুব, নারদ মুনির গীত হরিকথা দ্বারা মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া হরিপদ পাইয়াছিলেন। ১—৫। বিদুর! বরাহরূপী ভগবানের সহিত হিরণ্যাক্ষের সংগ্রাম-বৃত্তান্ত দেবগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা দেবগণের নিকট তাহা বর্ণন করেন। আমি তাহা শুনিয়াছি; এক্ষণে তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। দাক্ষায়ণী দিতি সন্ধ্যাকালে কামপীড়িতা হইয়া, অপত্য-কামনায় মরীচি-তনয় পতি-কশ্যপের নিকট রমণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সূর্য্যাস্তকালে অগ্নিহোত্র-শালায় যেস্থানে ঐ মুনি যজ্ঞ-পতিপুরুষ বিষ্ণুর জিহ্বাস্বরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া সমাধি-অবস্থায় ছিলেন, সেই স্থানে দিতি গিয়া কহিলেন, ‘হে বিদ্বন্! মত্তগজ যেমন কদলী বৃক্ষকে কষ্ট দেয়, কামদেব শরাসন লইয়া সবিক্রমে আপনার জন্য আমাকে সেইরূপ পীড়া দিতেছে। আমি সপত্নীদিগের সমৃদ্ধি-দর্শনে সততই দগ্ধ হই; এক্ষণে আমি পুত্রকামনা করি, অতএব আমাকে সম্যক্‌রূপে অনুগ্রহ করুন; তাহা

পতি আছে এবং যাহারা ভর্ত্তার নিকট বহুমান পাইয়া থাকে, তাহাদের খ্যাতি জগৎময় ব্যাপ্ত হয়। পতিই ত পুত্ররূপে স্ত্রীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে আমাদিগের কন্যাবৎসল পিতা দক্ষ বাৎসল্যভরে আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কোন্ বরকে বরণ করিতে বাসনা কর?" আমরা ত্রয়োদশটী ভগিনী। তিনি আমাদের প্রত্যেকের ভাব জানিতে পারিয়া সকলকেই আপনার হস্তে অর্পণ করিলেন; আমরাও সকলে আপনার অনুরক্ত। আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির নিকট আমার মত পীড়িত লোকের কামনা বিফল হইবে না; অতএব হে কমল-লোচন! আমি যে কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি, তাহা পূর্ণ করুন'। ৬—১৩। হে বিদুর! বর্দ্ধিত-কামমুগ্ধা দীনা দিতি এবংবিধ অনেক কথা বলিলে, মরীচি-তনয় মুনিবর কশ্যপ সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, 'হে ভীরু! আমি এখনই তোমার প্রার্থিত কামনা পূর্ণ করিব। প্রিয়ে! যাহা হইতে ত্রিবর্গসিদ্ধি হয়, কে তাহার কামনা পূর্ণ না করে? জলযানে যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায়, সেইরূপ গৃহিণী-বিশিষ্ট গৃহী অপর আশ্রমের দুঃখনাশক হয় এবং আত্ম-আশ্রমে দুঃখ-জলধি পার হয়। হে মানিনি! স্ত্রীপুরুষের যজ্ঞাদি-কর্ম্মে সমানাধিকার থাকাতে, যাহাকে শাস্ত্রে শ্রেয়স্কাম লোকের দেহার্দ্ধ বলিয়া থাকে এবং পুরুষ—আপনি দেখুন বা নাই দেখুন,—যাহার প্রতি সকল কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বিচরণ করিতে পারে; অধিক কি বলিব, দুর্গপতি যেমন দুর্গাশ্রয়ে দস্যুদিগকে অবহেলে জয় করে, আমরা তেমনই যাহাকে আশ্রয় লইয়া অবলীলাক্রমে অন্যান্য আশ্রমীদিগের অতি দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিতে পারি; হে গৃহেশ্বরি! তুমি সেই অশেষ উপকারকারিণী গৃহিণী। আমি প্রাণ দিয়া অথবা জন্মান্তরেও প্রত্যুপকার করিয়া, তোমাকে অনুকরণ করিতে পারিব না; গুণপ্রিয় ব্যক্তিরাও সমর্থ হইবে না। তাহা না হইলেও, পুত্রোৎপত্তি-কামনা এখনই পূর্ণ করিতে পারি, কিন্তু লোকে আমাকে নিন্দা করিবে; অতএব মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর। ১৪—২০। এই সময় রুদ্রাধিকারভুক্ত;—এ সন্ধ্যা অতি ঘোরতমা এবং ঘোরদর্শনা। এই সময় ভূতনাথের অনুচর ভূত-প্রেতাদি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। হে সাধ্বি! এই সন্ধ্যাকালে ভগবান্ রুদ্রও, বৃষে আরোহণ করিয়া এবং ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করেন। সেই ভূতভাবনের দ্যুতিমান্ জটাজাল শ্মশানের চক্রাবর্ত্ত বায়ুখিত ধূলিদ্বারা ধূম্রবর্ণ ও বিক্ষিপ্ত এবং অমল রজতময় দেহ ভস্মে আবৃত; কিন্তু তিনি,—চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ তিন নেত্র দ্বারা সকল স্থানের সকল বিষয়ই দেখিতেছেন। হে প্রিয়ে! আর তিনি তোমার দেবর। দেবরত্ব-সম্বন্ধ এই জন্য যে, শিব তোমার পিতার জামাতা, আমিও তোমার পিতার জামাতা; এই হিসাবে শিব আমার ভ্রাতা, অতএব তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। ইহলোকে তাঁহার স্বজন অথবা অপর কেহ নাই এবং কেহই তাঁহার আদৃত বা ঘৃণার্হও নাই। আমি তাঁহার সম্বন্ধীয় হইলেও, তিনি ক্ষমা করিবেন না। তাঁহার চরণ দ্বারা নির্ম্মাল্যবৎ দূরে পরিত্যক্ত ও উচ্ছিষ্ট ভোগাবশেষ মায়াময়ী বিভূতিকে—আমরা ব্রত-নিয়ম দ্বারা, তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, মহাপ্রসাদ বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকি। পণ্ডিতগণ তাঁহার অবিদ্যা-পটল ভেদ করিতে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহার বিষয়াসক্তিশূন্য আচরণ সর্ব্বদা আদরপূর্ব্বক উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং পিশাচের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি অনিবিদ্ধ-সুখভাগী বলিয়া, তাঁহাকে পিশাচ বলিয়া উপহাস করিও না। যাহারা হতভাগ্য ও অনভিজ্ঞ এবং যাহারা কুকুরের খাদ্য—এই

লোকশিক্ষারূপ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, তদীয় আচরণ দেখিয়া হাস্য করিয়া থাকে। ২১—২৬। ব্রহ্মাদি দেবগণ তৎকৃত অধিকার পালন করিতেছেন। তিনিই সকলের কারণ এবং তিনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, মায়া তাঁহারই আজ্ঞাকারী, তাঁহারই পিশাচবৎ আচরণ; অতএব এই ভগবানের চরিত্র অতর্ক্য।' মৈত্রেয় কহিলেন, "দিতি, স্বামীকর্ত্তৃক ঐ প্রকারে প্রবোধিত হইলেও তিনি বেশ্যার ন্যায় নির্লজ্জ হইয়া ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বসন ধারণ করিলেন। যেহেতু কাম বশতঃ তাঁহার ইন্দ্রিয় মথিত হইয়াছিল। ঋষিবর জানিলেন, ভার্য্যা প্রার্থিত-বিষয়ে একান্ত নির্ব্বন্ধশালিনী, তখন তিনি নিষিদ্ধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন বলিয়া দৈবরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর তিনি নির্জ্জনে গমন করিয়া প্রিয়তমার সহিত রতিক্রিয়া সাধন করিলেন। পরে মুনিবর সলিলে স্নান করিয়া প্রাণায়াম করিলেন এবং মুনিব্রত হইয়া, জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের ধ্যান করিয়া, গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! ঐ দোষাবহ কর্ম্ম করিয়া দিতি অতিশয় লজ্জিতা হইলেন। তিনি স্বামীর নিকট গিয়া অধোবদনে বলিতে লাগিলেন;—'ব্রহ্মন্! রুদ্র, ভূত সকলের পতি, আমি তাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে ঐ ভূতপতি আমার গর্ভ বিনষ্ট না করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাই করুন। আমি সেই মহাদেব রুদ্রকে নমস্কার করি। তিনি উগ্র অর্থাৎ অলভ্য এবং সকাম পুরুষের ফল-সেচনকর্ত্তা। তিনি নিষ্কাম-ব্যক্তির মঙ্গলস্বরূপ। তিনি কোন দণ্ডধর নহেন বটে, কিন্তু দুষ্টগণের প্রতি দণ্ড ধারণ করেন। তিনি সংহার সময়ে মন্যুস্বরূপ হন, তাঁহাকে নমস্কার। তিনি আমার ভগিনীপতি; আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় দয়া আছে, আমি স্ত্রীজাতি;—ব্যাধগণও স্ত্রীগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকে; তিনিও সতীর পতি; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।২৭—৩৪। "মৈত্রেয় কহিলেন, "প্রজাপতি কশ্যপ, সন্ধ্যাকালীন নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কম্পিত-কলেবরা দিতি স্বীয় সন্তানের ঐ প্রকারে কল্যাণ-কামনা করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন; "অয়ি অধীরে! তোমার চিত্ত অপবিত্র এবং এই সন্ধ্যারূপ মুহূর্ত্তের দোষ আছে; আর আমার আজ্ঞার অতিক্রম এবং রুদ্রানুচরগণের অবহেলন হইল। এই চারিটী কারণে, হে অভদ্রে! তোমার উদরে অভদ্র-স্বরূপ দুইটী অধম পুত্র জন্মিবে। তাহারা লোকপালসহ ত্রিভুবন পীড়িত করিবে। প্রথম প্রথম কেহই তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না; কিন্তু যখন তাহারা, নির্দ্দোষ দীনহীন জীবগণকে বিনাশ এবং স্ত্রীগণকে যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিয়া, মহাত্মা সকলের ক্রোধ উত্তেজিত করিবে; তখন লোকভাবন ভগবান্ বিশ্বেশ্বর কুপিত হইয়া অবতার গ্রহণপূর্ব্বক, যেমন বজ্রধর ইন্দ্র পর্ব্বত সকলকে বজ্রাঘাতে দলিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবেন।' ৩৫—৩৯। দিতি কহিলেন, 'প্রভো! আমার সন্তানদ্বয় যদি একান্তই বধার্হ হয়, তবে আমার এই প্রার্থনা, ভগবান্ যেন নিজ হস্তে তাহাদিগকে বধ করেন। এই ব্রাহ্মণ-শাপ হেতু যেন তাহার বিনাশ না হয়; কারণ ব্রহ্মদণ্ডে দগ্ধ এবং ভূত সকলের ভয়প্রদ ব্যক্তিকে নারকীরাও দয়া করে না এবং সে ব্যক্তি যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তত্রস্থ জীবগণেরও অনুগ্রহভাজন হইতে পারে না।' কশ্যপ কহিলেন, 'প্রিয়ে! তুমি নিজকৃত অপরাধ হেতু শোকার্ত্ত ও অনুতপ্ত হইতেছ এবং সদ্যই যুক্তাযুক্ত-বিচারভাগিনী হইলে; ভগবান্ হরির প্রতি তুমি যথেষ্ট ভক্তিমতী; আর তুমি,—রুদ্র এবং আমাকে যথেষ্ট আদর কর;

[illegible] দ্বারাও আলোপাধাঁর করিবে। [illegible] সুবর্ণ বর্ণহীন হইলে যেমন দহনাদি দ্বারা তাহাকে সংশোধিত করা হয়, সাধুগণ সেইরূপ [illegible] মিরি রাদি যোগ দ্বারা [illegible] সংশোধিত করিবেন। যাঁহার প্রসাদে [illegible] লাভ করে, এবং [illegible] স্বরূপ, আত্মসাক্ষী [illegible] — এ ব্যক্তির [illegible] রূপ নিষ্ঠা দ্বারা [illegible] প্রকাশ করিবেন। সে ব্যক্তি মহাভাগবত, অপরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টি, মহাপ্রভাব এবং মহৎ লোকদের মধ্যে অতিশয় মহৎ হইবে। সে প্রবৃদ্ধ-ভক্তিযোগে পরিশোধিত-চিত্তে ভগবান্ হরিকে অধিষ্ঠিত করিয়া দেহাদির অভিমান পরিত্যাগ করিবে। সে অলম্পট, সুশীল এবং ধৈর্য্যাদি গুণের আধার, [illegible] সমৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট এবং পরদুঃখে দুঃখিত হইবে। সে শত্রুশূন্য হইবে। নক্ষত্ররাজ চন্দ্র যেমন নিদাঘতাপ দূর করে, সেই ব্যক্তিও সেইরূপ জগতের তাপ হরণ করিবে। হে প্রিয়তমে! যে ভগবান্ অন্তরে ও বহির্ভাগে নির্ম্মল, যিনি পদ্মলোচন, যিনি ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করেন; আর যিনি লক্ষ্মীরূপা ললনার অলঙ্কার-স্বরূপ ও যাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল কুণ্ডলে সদা সুমণ্ডিত, সেই ভগবান্‌কে তোমার ঐ পৌত্র সর্ব্বদা দর্শন করিবে।' ৪০—৪৮। মৈত্রেয় কহিলেন, 'বিদুর! 'আপনার এক পৌত্র ভাগবত হইবে' দিতি ইহা শুনিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার পুত্র দুইটিকে বধ করিবেন শুনিয়া অর্থাৎ তাহাদের সদ্গতি হইবে ভাবিয়া, তাঁহার চিত্ত মহোৎসাহ-যুক্ত হইল। ৫১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুভক্তদ্বয়ের প্রতি ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "দিতির গর্ভে কশ্যপের যে বীর্য্য নিহিত হইল, তিনি তাহা একশত বর্ষ পর্য্যন্ত ধারণ করিলেন। ঐ বীর্য্য অন্য তেজের বিনাশকারী। 'এই বীর্য্যে যে দুই পুত্র জন্মিবে, তাহাদের দ্বারা দেবগণ নিপীড়িত হইবেন' এই কথা স্বামীর মুখে শ্রবণ করিয়া দিতি দুঃখিত ও সর্ব্বদা শঙ্কিত-মনা হইয়া রহিলেন। তাঁহার গর্ভের তেজ দ্বারা চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রকাশ রোধ হইল;— ত্রিভুবন আলোকহীন হইল। এই বিভীষিকা দেখিয়া লোকপাল সকল হতপ্রভ হইয়া পড়িলেন এবং বিধাতার নিকট গমনপূর্ব্বক উদ্বিগ্ন-চিত্তে দিক্ সকলের অন্ধকারময় হইবার কথা নিবেদন করিয়া কহিলেন, 'প্রভো! আমরা যে-অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইতেছি, ইহা কি? ইহা আপনিই জানেন; আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আপনার জ্ঞান-প্রচারে কাল কদাচ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। হে দেবদেব! আপনি জগতের ধারণকর্ত্তা এবং ইন্দ্রাদি লোকপালের শ্রেষ্ঠ; পর অথবা অপর কোন প্রাণীরই অভিপ্রায় আপনার অগোচর নাই। কেন দিতির এই ভয়ঙ্কর গর্ভ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা আপনিই জানেন। জ্ঞানই আপনার বল, আপনাকে নমস্কার। আপনি মায়া দ্বারা এই ব্রহ্মদেহ এবং রজোগুণ গ্রহণ করিয়াছেন। আপনিই এই জগতের কারণ-স্বরূপ। আপনার উৎপত্তি কোন প্রমাণেই জ্ঞাত হইতে পারি না; আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি এই ত্রিভুবন আপনাতেই [illegible] রাখিয়াছেন এবং স্বয়ং এই [illegible] প্রপঞ্চের কারণ-স্বরূপ হইয়াও স্বতন্ত্র। ইহা হইতে ভিন্ন হইয়াছেন। আপনা হইতেই এই সমস্ত জীব উৎপন্ন হয়। যে সকল ব্যক্তি [illegible]

ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণ জিত হইয়াছে, তাঁহাদের যোগসাধনও সুপক্ব হইয়াছে এবং তাঁহারা আপনার প্রসাদও লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের [illegible] পরাভব কোথায়? গো-সকল যেমন রজ্জুতে বদ্ধ [illegible] সেইরূপ এই সমস্ত প্রজা যাঁহার বেদরূপ বাক্যের [illegible] পূজোপহার আহরণ করিতেছে, আপনি সেই নিয়ামক [illegible]; আপনাকে নমস্কার। [illegible] আপনি এই সমস্ত লোকের মঙ্গল বিধান করুন। [illegible] পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। দিবারাত্রির বিভাগ [illegible] কর্ম্ম সকল বিলুপ্ত হইল। আমরা [illegible] কৃপাদৃষ্টি দ্বারা আমাদিগকে নিরীক্ষণ করুন। [illegible] বীর্য্যে দিতির যে গর্ভ হইয়াছে, তাহা [illegible] করিয়া, অগ্নির ন্যায় [illegible] হইয়া [illegible] ১—১০। মৈত্রেয় এই সকল [illegible] বর্ণন করিয়া বিদুরকে কহিলেন, "হে বিদুর! [illegible] দেবগণের প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া দিতির [illegible] হাস্য করিলেন এবং [illegible] মনোহর বাক্য দ্বারা কহিলেন, 'হে দেবগণ! তোমাদের পূর্ব্বজাত আমার মানস-পুত্র সনকাদি ঋষিগণ লোকমধ্যে [illegible] হইয়া আকাশ-পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা তাঁহারা, মহাত্মা ভগবান্ হরির সর্ব্বলোকপূজ্য বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করেন। সেই বৈকুণ্ঠধামে যে সকল পুরুষ বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই ভগবান্ বৈকুণ্ঠের তুল্য মূর্ত্তিধারী। সেই সকল ব্যক্তি নিষ্কাম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহারা [illegible] হইয়া তদীয় ধামে বিরাজ করিতেছেন। ১১—১৪। যে স্থানে বেদান্তবেদ্য সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ ধর্ম্মরূপী হইয়া স্বজনগণকে প্রীত করিতেছেন, সেই পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠধামে নিঃশ্রেয়স নামে একটী রমণীয় বন আছে। সেখানকার সকল তরুই বাঞ্ছানুরূপ সুফল প্রদান করিয়া থাকে। সেই বনের শোভা অতি মনোহর। ফলতঃ তাহা এরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ মোক্ষই বিরাজ করিতেছেন। বিমানচারী গন্ধর্ব্বগণ আপন-আপন সহধর্ম্মিণীকে লইয়া সেই রমণীয় কানন মধ্যে নিরন্তর ভগবানের চরিত্র সকল গান করিতেছেন। ভগবানের গুণগানে তাঁহাদের বড়ই অনুরাগ, অধিক কি, জলমধ্যে বিকসিত মকরন্দযুক্ত বাসন্তী-লতার মধুময় সৌগন্ধ্যে তাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল হইলেও, তাঁহারা সে সঙ্গীত পরিত্যাগ করেন না। যে বায়ুসহ ঐ সৌগন্ধ্য আসিয়া থাকে, তাঁহারা সেই সৌগন্ধ্যকে সেই বায়ুসহ দূরে নিক্ষেপ করেন। তথায় অলিকুল হরিকথা-গানের মত গুন্‌-গুন্ ধ্বনি আরম্ভ করিলে, তত্রত্য পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, ডাক, হংস, শুক, তিত্তির, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিসমূহের কোলাহল ক্ষণকাল বিরত হয়; ফলতঃ পক্ষিগণেরও হরিকথা-শ্রবণাদিতে এতদূর পরমানন্দ অনুভব হয় যে, ভ্রমর সমূহ শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেই হরিকথা গান হইতেছে মনে করিয়া তাহারা নীরব হয়। তুলসী-ভূষণ ভগবান্ তুলসীর গন্ধকে অর্চ্চনা করিতেছেন দেখিয়া, মন্দার, পারিজাত, কুন্দ, কুরব, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, উৎপল, কমল প্রভৃতি কুসুমকুল স্বয়ং সৌগন্ধ্য-বিশিষ্ট হইয়াও তাঁহার তপস্যাকেই বহুমান্য করিয়া থাকে। ১৫—১৯। ভগবদ্ভক্তদিগের অগণ্য বৈদূর্য্য, মারকত ও স্বর্ণময় বিমানে সেই বৈকুণ্ঠধাম পরিপূর্ণ। ঐ সকল বিমান ভক্তগণের কর্ম্ম দ্বারা লব্ধ নহে। ভগবানের চরণ-যুগলে প্রণতি-মাত্রে তাহারা উহা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মন হরি-চরণ-[illegible] একটী [illegible] যে [illegible]-নিতম্বা [illegible]-মঞ্জরী রমণীগণের

বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণুভক্তদ্বয়ের প্রতি ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ।

কামভাব জন্মে না। যে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য দেবগণও যত্ন করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী মনোরমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই পরম ধামের ইতস্ততঃ পদবিক্ষেপপূর্ব্বক গমন করিতেছেন। তাহাতে তাঁহার চরণস্থিত নূপুরের শ্রবণ-মোহন ধ্বনি হইতেছে এবং তিনি বাহু প্রসারণ করিয়া হস্তধৃত লীলা-কমলে বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির মন্দির স্বয়ং সম্মার্জ্জন করিতেছেন,—ইহা যেন স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ গৃহের ভিত্তিসমূহ স্ফটিকময় এবং মধ্যে মধ্যে সুবর্ণখচিত; সুতরাং তথায় ধূলির লেশমাত্র নাই। লক্ষ্মী স্বর্ণপট্টিকাময় ভিত্তিভাগে বহু প্রকারে প্রতিবিম্বিতা হইয়া লীলাকমল ঘূর্ণিত করাতে, তাঁহার বিনয় ও ভক্তি দ্বারা বোধ হয় যেন প্রকৃতই তিনি হরি-গৃহ সম্মার্জ্জন করিতেছেন। হে দেবগণ! বৈকুণ্ঠ-ধামের সরোবর সকলের জল নির্ম্মলও অমৃত-তুল্য এবং তট সকল বিদ্রুমময়। লক্ষ্মী সেই তটের নিকটবর্ত্তী উপবনে উপবিষ্ট হইয়া সখীগণের সহিত ভগবানের অর্চ্চনা করিতে করিতে সরোবরের জলে প্রতি-বিম্বিত আপনার মনোহর কুটিল কেশকলাপ এবং সুন্দর নাসিকা-যুক্ত বদন অবলোকন করিয়া মনে করেন, স্বয়ং ভগবানই বুঝি আমার মুখ-চুম্বন করিলেন। হে দেবগণ! যে সকল মনুষ্য পাপনাশন হরির সৃষ্ট্যাদি লীলানুবাদ হইতে বিমুখ হইয়া, কেবল অর্থকামাদি বিষয়ের—মতিভ্রমকারিণী কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা কখন সেই বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিতে পায় না। তাহাদের মন্দ ভাগ্যের কথা কি কহিব? অন্তরিন্দ্রিয় কুকথা তাহাদের সর্ব্বলোচন

তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে, এইজন্য আমরাও যাহার প্রশংসা করিয়া থাকি, সেই মানব জন্ম লাভ করিয়া হতভাগ্যেরা ভগবানে আরাধনা করে না। হায়! কি দুঃখের বিষয়! তাহারা বি ভগবানের মায়ায় একেবারেই মুগ্ধ! যাঁহারা নিরহঙ্কার, সুতরা আমাদের অপেক্ষাও অধিক দোষী, তাঁহারাই সেই পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সক্ষম হন। তাঁহারা হরি নিরন্তর গুণানুবাদ করাতে এরূপ সমুজ্জ্বল সুপ্রভাবিত যে, যমও তাঁহাদের নিকট যাইতে সমর্থ নহেন। তাঁহারা পরস্পর যাঁহার ভগবানের সুযশঃ-কীর্ত্তনে এরূপ অনুরাগ প্রকাশ করেন যে, ভক্তি অবনতা হয় ও বাষ্পবারি বিগলিত হয়; এবং শরীরও পুলকে পূর্ণ হয়; এই জন্যই তাঁহাদের কারণ্যাদি স্বভাব সকলের বাঞ্ছ নীয়। ২০—২৫। হে অমরগণ! তদনন্তর মুনিগণ যোগ-মায়া বলে সেই অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠধামে আসিয়া পরমোৎকৃষ্ট আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। বিশুদ্ধ হরি তথায় অধিষ্ঠিত; সুতরাং ঐ স্থল সমস্ত ভুবনের বন্দনীয়। তথায় চারিদিকে প্রধান প্রধান দেবগণে বিমান সকল সুশোভিত ছিল; সুতরাং ঐ স্থান দেদীপ্যমান হইয় থাকিত। মুনিগণ ভগবানকে দেখিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন সুতরাং ঐ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে তাঁহাদে মন আসক্ত হইল না। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ছয় কক্ষ অতিক্র করিয়া সপ্তম কক্ষে গিয়া দুইজন দ্বারপালকে দেখিতে পাইলেন ঐ দুই ব্যক্তির বয়স সমান, দুই জনই গদাধারী, দুই জনই বহুমূল্য কেয়ূর-কুণ্ডল-কিরীটে অলঙ্কৃত এবং অতিশয় সুন্দরবেশে বিভূষিত

তন্মধ্যে উন্মত্ত অলিকুল মধুলোভে নিয়তই নিপতিত হইতেছিল; তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্য অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু উৎফুল্ল নাসিকা, অরুণ-বর্ণ নয়ন ও কুটিল ভ্রূযুগল দ্বারা উভয়েরই বদন ঈষৎ কোপক্ষুব্ধ দেখাইতেছিল। ঐ দুই দ্বারী দণ্ডায়মান হইয়া কুটিল কটাক্ষে দেখিতে থাকিলেও, সেই মুনিগণ তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। পূর্ব্বে যেমন ছয় কক্ষের সুবর্ণালঙ্কৃত বজ্রময় কবাট উদ্ঘাটন করিয়া দ্বারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সপ্তম কক্ষের দ্বারেও তাঁহারা সেইরূপ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষাও ছিল না, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের অবিষম-দৃষ্টি; তাই তাঁহারা সর্ব্ব-স্থানেই নির্ভয় মনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; কোথাও কেহই নিষেধ করিত না। ঐ মুনিগণের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছিল। তাঁহারা বৃদ্ধ হইলেও পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিলেন, বেত্রাদি দ্বারা নিবারিত হইবারও সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু ঐ দুই জন দ্বারপালের স্বভাব, ভগবান্ ব্রহ্মণ্যদেবের স্বভাবের প্রতিকূল ছিল; তাই তাহারা মুনিগণকে উলঙ্গ দেখিয়া উপহাসপূর্ব্বক বেত্র উত্তোলন দ্বারা যাইতে নিষেধ করিল। বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণ দেখিলেন,—তাঁহাদের সমক্ষেই ঐ দ্বারপালদ্বয় পূজ্যতম মুনিগণকে পুরীপ্রবেশ নিষেধ করিল; তাহাতে মুনিগণ শ্রীহরি-দর্শনে মহা ব্যাঘাত জন্মিল বিবেচনা করিয়া সহসা কোপযুক্ত হইলেন এবং সেই ক্রোধহেতু তাঁহাদের নয়ন-যুগল অতিশয় ক্ষুভিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুনিগণ দ্বারপালদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ২৬—৩১। 'শ্রীহরির সুমহৎ সেবা করিয়া, তৎপ্রভাবে বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্তিপূর্ব্বক যাঁহারা এই শ্রেষ্ঠ স্থানে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই ভগবদ্ধর্ম্মী এবং সমদর্শী; তোমরাও তাঁহাদের মধ্যেই দুই ব্যক্তি; কিন্তু তোমাদের এরূপ বিষম স্বভাব কেন? কেহ প্রবেশ করিবে, কেহ প্রবেশ করিতে পাইবে না, এ কি কথা?—যদি বল, দ্বারপালদিগের প্রভুরক্ষণার্থ এরূপ স্বভাব ভূষণ-স্বরূপ, কদাচ দূষণীয় নহে; কিন্তু তথাচ ভাবিয়া দেখ, তোমাদের প্রভু প্রশান্ত পুরুষ, তাঁহার সহিত কাহারও বিরোধ নাই; ইহাতে তাঁহার রক্ষণার্থ শঙ্কার সম্ভাবনা কি? এক্ষণে বুঝিলাম, তোমরাই স্বয়ং কপট,—এজন্য স্ব স্ব দৃষ্টান্তানুসারে আশঙ্কা করিতেছ যে, অন্য কোন কপট আসিয়া বুঝি বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিবে। হা! এখানে ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন কি অন্য কাহারও আসিবার সাধ্য আছে? ভেদ-জ্ঞানই ভয়ের কারণ, ভগবানে ত কাহারও ভেদবুদ্ধি নাই। এই সমস্ত বিশ্ব যাঁহার কুক্ষিতে অবস্থিত, পণ্ডিতগণ তাঁহাতে কখন আত্মার ভেদ দর্শন করেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমাদের দুই জনকে দেববেশধারী দেখিতেছি, অথচ অন্য ভৃত্যেরা যেমন কোন কপট শত্রু হইতে আপনাদের রাজার বিপদাশঙ্কা করিয়া ভীত হয়, সেইরূপ তোমাদের চিত্তে ভয় দেখিতেছি; ইহা কি কারণে হইল? কোন কারণই ত দেখি না। সে যাহা হউক, তোমরা এই পরম পুরুষ শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথের ভৃত্য বট। যদিও তোমরা মন্দবুদ্ধি, তথাচ তোমাদের মন্দ করা উচিত নহে। তোমাদের উৎকৃষ্ট মঙ্গল করিবার নিমিত্ত এই অপরাধে তোমাদের যাহা হওয়া উচিত, তাহা চিন্তা করিতেছি; তোমাদের ভেদদৃষ্টি প্রযুক্ত তোমরা এই পবিত্র বৈকুণ্ঠধাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যে পাপীয়সী যোনিতে কাম, ক্রোধ, লোভ এই রিপুত্রয় বিদ্যমান আছে, তাহাতেই গিয়া জন্মগ্রহণ কর।' সেই দ্বারপালদ্বয়, মুনিগণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিল, ইহা ঘোর ব্রহ্মশাপ;—অস্ত্রসমূহ দ্বারাও ইহার নিবারণ হইবে না। তখন তাহারা মহা ভয়ে ভীত হইয়া মুনিগণের পাদগ্রহণপূর্ব্বক সভয়ে সেই ভগবানই তাহাদের অপেক্ষাও ঐ মুনিগণ হইতে অধিক ভয় ভাবনা করিতেছিলেন, সুতরাং তাহাদের ভয়ে ভীত হওয়া বিচিত্র কি? তাহারা মুনিদের চরণে নিপতিত হইয়া বিনয়-নম্রভাবে কহিতে লাগিল, 'হে মুনিবৃন্দ! ঘোর পাপীর প্রতি যেরূপ দণ্ড করা উচিত, আপনারা আমাদের প্রতি সেই দণ্ডই বিধান করিলেন; ইহাতে আপনাদের কোন দোষ নাই; আমাদের প্রতি ঐরূপ দণ্ডই হউক। এই দণ্ডে ঈশ্বরাদেশ-অবজ্ঞানরূপ অশেষ পাপের বিনাশ হয়, আমরা অবশ্যই নিষ্পাপ হইব। কিন্তু প্রার্থনা এই যে, আমরা ক্রমশঃ নীচ নীচ পাপ-যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেও আপনাদের অনুগ্রহ নিমিত্ত অনুতাপলেশে আমাদের যেন শ্রীহরির স্মরণ-প্রতিবন্ধক মোহ উপস্থিত না হয়। ঐ সময়েই ভগবান্ পদ্মনাভ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার দুই-জন ভৃত্য, সাধুসন্নিধানে অপরাধী হইল। যে প্রদেশে ঐ মুনি-গণ ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন, আপনার চরণদ্বয় চালনপূর্ব্বক শীঘ্র সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীর সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। পদব্রজে গমনের অর্থ এই,—ভগবান্ বুঝিয়াছিলেন, আমার চরণদ-র্শনের ব্যাঘাত হওয়াতেই ঋষিদের কোপ জন্মিয়াছে; পদব্রজে গমন করিলে ইহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের কোপের উপশম হইবে; এবং লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হওয়ার অর্থ এই যে, আমি নিষ্কামদিগকেও ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া থাকি। ৩২—৩৭। ভগবান্ এইরূপে আগমন করিলে সেই মুনিগণ আপনাদিগের সমাধি-লভ্য-ফল-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ হইতে দেখিয়া অনিমিষ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। ভগবানের দুই পার্শ্বে হংসবৎ শ্বেতবর্ণ দুই চামর এবং মস্তকে শ্বেত ছত্র ধৃত হইয়াছিল। সেই ছত্রের চারি দিকে মুক্তাহার বিলম্বিত ছিল। অনুকূল বায়ুর সঞ্চারে সেই মুক্তামালাযুক্ত ছত্র সঞ্চালিত হইতেছিল এবং তাহা হইতে জলকণা বিগলিত হইয়া ভগবানের গাত্র স্পর্শ করিতেছিল। ভগবানের মুখপ্রসাদে বোধ হইতেছিল, যেন তিনি মুনিগণ ও দ্বারপাল—সকলেরই প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তিনি সমস্ত গুণের আধার-স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার সপ্রেম কটাক্ষেই সকলের হৃদয়ে সুধানুভব হইল। কমলা লক্ষ্মী তাঁহার বিশাল বক্ষে শোভমানা হওয়াতে ভগবান্ তদ্দ্বারা সত্যলোকের চূড়ামণি-স্বরূপ বৈকুণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিতম্বদেশে পীত-বসনোপরি শোভমান কটিভূষণ; বক্ষঃস্থলে বনমালা বিলম্বিত এবং প্রকোষ্ঠে মনোহর বলয় সকল সুশোভিত। তিনি বাম-হস্ত গরুড়ের স্কন্ধে রাখিয়া দক্ষিণ-হস্তে লীলাকমল ঘুরাইতে লাগিলেন। তাঁহার গণ্ড-স্থল,—বিদ্যুতের শোভা খর্ব্বকারী মকরাকার কুণ্ডলে শোভমান; বদন;—উচ্চ নাসিকাযুক্ত এবং কিরীট,—মণিময়। তাঁহার বাহুসমূহের মধ্যদেশ,—মনোহর হারে এবং গলদেশ,—মহামূল্য কৌস্তভ-মণিতে সুশোভিত। ভগবানের বিবিধ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণ এইরূপ তর্ক করিতে লাগি-লেন,—'আমিই সৌন্দর্য্যের নিধি' এই বলিয়া কমলা লক্ষ্মীর যে গর্ব্ব আছে, তাহা অদ্য খর্ব্ব হইল। হে অমরগণ! সেই ভগবান্ আমার (ব্রহ্মার), শঙ্করের এবং তোমাদের নিমিত্ত ভজনীয় মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার এরূপ সৌন্দর্য্য বিচিত্র নহে। সে যাহা হউক, মুনিগণ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রফুল্ল-মনে মস্তক অবনত করত নমস্কার করিলেন; কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য-দর্শনে তাঁহাদের নয়ন পরিতৃপ্ত হইল না। তাঁহারা প্রণাম করিলে পদ্ম-নয়ন ভগবানের চরণ-কমলের কিঞ্জল্ক-মিশ্রিতা তুলসীর মকরন্দ-বায়ু তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। যদিও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সদাই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেছিলেন,

লোমাঞ্চ হইল। ৩৮—৪৩। তাঁহারা ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে নীলপদ্মের কোষ স্বরূপ ভগবানের বদনে অরুণবর্ণ মনোহর অধর এবং কুন্দপুষ্প-সদৃশ মধুর হাস্য অবলোকন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। পরে তাঁহারা পুনর্ব্বার অধোদৃষ্টি দ্বারা, তাঁহার অরুণমণিরূপ নখ-সমূহে শোভমান চরণযুগল দর্শন করিলেন। এইরূপে এককালীন সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্য অনুভব করিবার বাসনায় তাঁহারা বারংবার ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু একেবারে উচ্চে এবং নিম্নে দৃষ্টি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ঐ বাসনা পূর্ণ না হওয়াতে পশ্চাৎ ধ্যান-পরায়ণ হইলেন। মুনিগণ ধ্যানস্থ হইলে, ভগবান্, যে সকল পুরুষ যোগমার্গ দ্বারা পরম-গতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ধ্যানের বিষয়ীভূত এবং অত্যন্ত আদরাস্পদ অথচ নয়নের আহ্লাদকর আপনার পুরুষশরীর দর্শন করাইতে লাগিলেন। মুনিগণ ঐ অবস্থাতেই অসাধারণ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যযুক্ত সেই ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন;—"হে অনন্ত! তুমি হৃদয়স্থ হইয়াও দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের নিকট অন্তর্হিত থাক; কিন্তু আজ আমাদের নিকট পলাইতে পারিলে না। অদ্য আমরা তোমাকে দেখিয়া লইলাম। হে প্রভো! আমাদের পিতা ব্রহ্মা, যৎকালে তোমার রহস্য আমাদিগকে উপদেশ দেন, তৎকালেই তুমি আমাদের কর্ণপথ দ্বারাই বুদ্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ, ইহাতে তোমার আর অন্তর্দ্ধান হইতে পারে কি? যে সকল মুনি অভিমান এবং রাগশূন্য; তাঁহারা দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা স্ব স্ব হৃদয়-কমলে যে গূঢ়তত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন, আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, তুমিই সেই আত্মতত্ত্বরূপ পরম-তত্ত্ব। তুমিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীমূর্ত্তি; তদ্দ্বারাই তুমি ভক্তগণের প্রতিক্ষণে রতি রচনা করিতেছ। তোমার যশ পরম রমণীয়, সুপবিত্র, কীর্ত্তনযোগ্য এবং তীর্থস্বরূপ। যে সকল কুশল মানব তোমার কথার রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার চরম প্রসাদরূপ মোক্ষপদকেও গ্রাহ্য করেন না, অন্য ইন্দ্রাদি-পদের কথা কি? ইন্দ্রাদি-পদেও তোমার কুটিল-কটাক্ষের ভয় নিহিত আছে; কিন্তু তোমার কথা-রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ সদাই সাতিশয় সুখ সম্ভোগ করেন। হে হরি! ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে নাই; কিন্তু অদ্য তোমার ভক্তদিগকে অভিসম্পাত করাতে আমরা পাপী হইলাম। এই আত্মকৃত পাপ নিমিত্ত আমাদের নরকে বাস হইবে। হে প্রভো! মধুকর যেমন কণ্টক-বিদ্ধ হইলেও প্রফুল্ল পুষ্পসমূহে সদা রমণ করিয়া বেড়ায়, আমাদের মন সেইরূপ কোন প্রকার বিঘ্ন না গণিয়া তোমার চরণ-কমলে যেন সদা রত হয়। তুলসী যেমন আত্মগুণ না ভাবিয়া কেবল তোমার চরণ-সম্বন্ধেই শোভা পায়, আমাদের বাক্য যদি তোমার চরণে তদ্রূপ শোভা ধারণ করে এবং তোমার গুণসমূহ দ্বারা যদি আমাদের কর্ণরন্ধ্র সদা পরিপূর্ণ হয়,—তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট নরক হউক, তাহাতে কিছুই ক্ষতি হইবে না। হে বিপুলকীর্ত্তে! তুমি এই যে মূর্ত্তি প্রকটিত করিলে, ইহা দ্বারা আমাদের নয়ন অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইল। হে দেব-দেব! তুমি স্বয়ং ভগবান্; অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের নিকট অপ্রকট হইয়াও আজি এই প্রকারে তুমি যে, আমাদের জ্ঞানের বিষয় এবং নয়নের প্রত্যক্ষীভূত হইলে, এজন্য তোমাকে আমরা বারবার নমস্কার করি।" ৪৪—৫০।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

দ্বারপালদ্বয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে অধঃপতন।

ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে অমরবৃন্দ! বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান্, সেই যোগ-ধর্ম্মে রত মুনিগণের বাক্য শুনিয়া আহ্লাদ-সহকারে কহিলেন, 'এই শাপগ্রস্ত দুই জনের নাম জয় ও বিজয়। ইহারা আমার পার্ষদ। কিন্তু অদ্য ইহারা আমাকে তুচ্ছ করিয়া তোমাদিগের প্রতি অত্যন্ত অনুচিত ব্যবহার করিল। তোমরা আমার ভক্ত; এই দুই ব্যক্তির প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছ, আমি সেই দণ্ডই অঙ্গীকার করিলাম। যেহেতু ইহারা প্রভুর প্রতি অবহেলা করিয়াছে, হে বিপ্রবৃন্দ! আমি ব্রাহ্মণকে পরম দেবতা জ্ঞান করি; তোমাদিগকে প্রসন্ন করিতেছি, অপরাধ লইও না। এ বিষয়ে যদিও আমার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অপরাধ নাই সত্য, তথাপি মদীয় ভৃত্যেরা যে, তোমাদের তিরস্কার করিয়াছে, তাহা আমারই কৃত জ্ঞান হইতেছে; কেননা, জয় বিজয় যদি আমার ভৃত্য না হইত এবং আমি যদি উহাদের প্রতি প্রীতি-প্রসন্ন না হইতাম; তবে এ অপরাধ আমার হইবার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু এক্ষণে আত্মকৃতই বলিতে হইবে। ভৃত্যেরা কোন অপরাধ করিলে লোকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করে, 'ইহারা কাহার ভৃত্য?' তাহাতে যে প্রভুর নাম করা হয়,—শ্বেত-কুষ্ঠ যেমন ত্বক্ বিনষ্ট করে, সেইরূপ—ঐ অসাধুবাদে স্বামীরই কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। আমার নাম বিকুণ্ঠ; আমার অমৃতসদৃশ নির্ম্মল যশ একাগ্রমনে শ্রবণ করিলে, আচণ্ডাল যাবতীয় লোকই পবিত্র হয়। কিন্তু আমার ঐ সুশোভন তীর্থস্বরূপ যশ কোথা হইতে উদ্ভূত হইল? তোমরাই ত তাহার মূল কারণ, অতএব যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতিকূল আচরণ করে, সে আমার বাহু-স্থানীয় লোকেশ্বর হইলেও তাহাকে আমি হনন করি; অন্যের কথা কি। ১—৬। যাঁহাদের সেবা করিয়া আমার চরণপদ্মে অখিল লোকের পাপহারী পবিত্র রেণু হইয়াছে, যাহাতে আমি স্বয়ং এতাদৃশ স্বভাব লাভ করিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষ লেশ লাভ করিবার নিমিত্ত নানা নিয়ম ধারণ করিয়া থাকেন, আমি বিরক্ত হইলেও তিনি আমাকে ক্ষণকালের নিমিত্ত ত্যাগ করেন না; সেই ভুবনপূজ্য ব্রাহ্মণের প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূল আচরণ করে, সে কখন আমার অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে না, আমি আমি তাহাকে হনন করি। হে দ্বিজগণ! আমি যজ্ঞে অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা যজমানের হবি আহার করি সত্য; কিন্তু যে সকল পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণ নিষ্কাম ভাবে আমাতেই সমুদায় কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া, প্রতিগ্রাসে রসাস্বাদপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত পায়সাদি ভোজন করেন, তাঁহাদের মুখে আমার যেমন ভোজন হয়, যজ্ঞে অগ্নিমুখ দ্বারা তেমন তৃপ্তিকর ভোজন হয় না। আমার যোগমায়ার পরিচ্ছেদ নাই এবং কোথাও তাহার ব্যাঘাত হয় না। আমার পদ-জলে শশিশেখর শিবের সহিত লোকপালগণ সদ্য পবিত্রীকৃত হন,—এই হেতু আমি পরমেশ এবং পরম পাবন; কিন্তু আমি এইরূপ হইয়াও যাঁহাদের নির্ম্মল চরণরেণু আপনার মস্তকস্থ কিরীট দ্বারা সদা বহন করিতেছি, সেই ব্রাহ্মণগণ অপকার করিলেও, তাহা কে না সহ্য করিবে? ব্রাহ্মণ দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণী,—এই তিনটী আমার শরীর যে সকল ব্যক্তি এই তিনকে ভেদ-দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করে, তাহাদের দৃষ্টি পাপে বিনষ্ট হইয়াছে। আমার অধিকৃত দণ্ডধারক যমের গৃধ্রতুল্য দূতগণ সর্পবৎ রোষে পরিপূর্ণ হইয়া, চঞ্চু দ্বারা তাহাদের

প্রয়োগ করিলেও, যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বাসুদেব-জ্ঞানে অর্চনা করেন এবং সন্তুষ্টমনে হাস্য করিতে করিতে পুলকং সস্নেহ বাক্য দ্বারা—আমি যেমন তোমাদিগকে সম্বোধন করি, এইরূপে—আহ্বান করেন, আমি তাঁহাদের বশীভূত হইয়া থাকি। জয়-বিজয় নামক আমার এই দুই ভৃত্য স্বীয় প্রভুর অভিপ্রায় না জানিয়াই, তোমাদের নিকট অপরাধ করিয়াছে। ইহারা ঐ অপরাধের সমুচিত গতি সদ্যই প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হউক। হে ঋষিগণ! তোমরা এই দুই অপরাধী ব্যক্তির অন্যত্র বাস অচিরে সম্পন্ন করিলে, তাহাই আমি যথেষ্ট দয়া বোধ করিব।' ৭—১২। ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে দেবগণ! ঐ ঋষিগণ যদিও সর্পের ন্যায় মত্ত ক্রোধে অন্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি ভগবানের ঐ প্রকার কমনীয় সুন্দর ঋষিকুল-যোগ্য কথা শুনিয়া তাঁহাদের চিত্তে পরিতৃপ্তি বোধ হইল না;—তাঁহারা মনোনিবেশপূর্ব্বক কর্ণ-প্রসারণ করিয়া পরিমিতাক্ষর অথচ সেই অর্থপূর্ণ শ্রেষ্ঠ সুমধুর বাক্য শ্রবণানন্তর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'ভগবান্ কি আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন? অথবা আমরা যে দণ্ডবিধান করিয়াছি, তাহারই সঙ্কোচ করিতেছেন? কিংবা আমাদিগকেই বা অপরাধে নিক্ষেপ করিতেছেন? ইহাঁর কি বাসনা, কিছু বুঝিতে পারিলাম না।' অনন্তর তাঁহারা মনে করিলেন, 'যেন তাঁহাদের কথায় ভগবান্ পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। তখন তাঁহারা আহ্লাদে কণ্টকিত-দেহ হইয়া, যোড়হস্তে—যোগমায়া দ্বারা পরমৈশ্বর্য্যের পরম উৎকর্ষ-প্রকাশক সেই ভগবান্‌কে কহিতে লাগিলেন, 'হে প্রভো! তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বেশ্বর হইয়া এই যে, কহিতেছ,—'আমার ভৃত্যেরা যে দোষ করিয়াছে, তাহা আমারই করা হইয়াছে এবং এই দুই জনের অন্যত্র বাস অচিরে সম্পন্ন করিলে,আমি যথেষ্ট দয়া বোধ করিব'—এ সকল কথায় তোমার কি করিতে অভিলাষ, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। তুমি ব্রাহ্মণ-হিতকারী,—ব্রাহ্মণগণ তোমার পরম দেবতা সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ সকল দেবপূজ্য হইলেও তুমি তাঁহাদের আত্মা এবং তুমিই তাঁহাদের দেবতা। হে হরি! তোমা হইতে সনাতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং তোমারই অবতার সকল দ্বারা তাহা রক্ষিত হইতেছে। তুমিই ঐ ধর্ম্মের পরম গোপ্যফল। অতএব তুমি এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় হইয়া যে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ কর, উহা কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত। ১৩—১৮। হে প্রভো! তোমার কৃপায় লোক সকল বৈরাগ্যযুক্ত ও যোগী হইয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়। তুমি যখন এরূপ পরম পুরুষ, তখন তোমাকে অন্যে অনুগ্রহ করিবে,—এ কি কথা হইল। ভগবন্! অন্যান্য অর্থকামী পুরুষ স্ব স্ব মস্তক দ্বারা যাঁহার পাদরেণু ধারণ করে, সেই সম্পত্তি-স্বরূপা কমলা লক্ষ্মী তোমাকে অনুদিন সেবা করিয়া থাকেন। ঐ বিষয়ে লক্ষ্মীর আগ্রহ দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, সুকৃতিশালী পুরুষ তোমার যে চরণ-যুগলে নবীন তুলসীমালা সমর্পণ করেন, যেন সেই চরণ কমলাই কামনা করিতেছেন। কমলা যে ঐরূপে তোমার সেবা করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই,—কমলা মনে করেন, ইনি ভ্রমর স্বরূপ অথচ অতি চঞ্চল; কিন্তু যে ব্যক্তি ইহাঁর পদাশ্রিত হয়, তাহার প্রতি অধিক আদর করেন,—তাই চরণ-বিন্যস্ত তুলসীতে ভগবান্ সুস্থির হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহাতেই ইহাঁর চরণের অতিশয় শোভা; আমি বক্ষঃস্থলে বাস করি বটে, কিন্তু এখানে থাকিয়া কি লাভ! চরণে যাই,—তুলসীর সহিত তাহারই আরাধনা করিব।'. হে হরি! কমলা ঐ প্রকার পবিত্র সেবা দ্বারা তোমার আরাধনা করিলেও তুমি তাঁহার প্রতি তাদৃশ আদর প্রকাশ কর না; কেননা, ভগবদ্ভক্ত জনের প্রতিই তোমার

তোমাকে কি বিপ্রগণের পদধূলি এবং শ্রীবৎসচিহ্ন পবিত্রীকৃত করে? হে হরি! তুমি যুগত্রয়েই আবির্ভূত হইয়া থাক এবং ধর্ম্মস্বরূপ; তোমার তপস্যা, শৌচ ও দয়া রূপ তিনটী অসাধারণ চরণ; তাহাই—আমাদের প্রতি বরদায়িনী সত্ত্ব মূর্ত্তি দ্বারা স্ব-স্ব-অভিঘাতক রজস্তম নিরাকরণপূর্ব্বক দেবদ্বিজ-প্রয়োজনার্থ এই বিশ্ব পালন করিতেছ। ব্রাহ্মণগণ তোমারই রক্ষণীয়, তুমি ব্যক্তরূপে অর্চ্চনা ও সুমধুর বচন দ্বারা তাঁহাদের যদি রক্ষা না কর, তবে তোমারই মঙ্গল-পথ একেবারে বিনষ্ট হইবে; কেননা, লোকে প্রধান ব্যক্তিরই আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া থাকে। বেদমার্গ বিনষ্ট করা তোমার অভিলষিত নহে; যেহেতু তুমি সত্ত্বগুণের নিধি এবং লোকদের মঙ্গল বিধান করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাক। এ নিমিত্ত আপনার শক্তি স্বরূপ রাজগণের দ্বারা ধর্ম্ম-প্রতিপক্ষ সকল প্রাণীকে সমূলে উৎপাটন করিয়া থাক। অতএব ব্রাহ্মণকুলে তুমি যে এরূপ অবনত হইয়াছ, তাহা তোমার উপযুক্ত বটে। তুমি ত্রিভুবনের অধিপতি এবং এই বিশ্বসংসারের পালনকর্ত্তা; ধর্ম্মরক্ষার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ-কুলের প্রতি তুমি যে এরূপ অবনত, ইহাতে তোমার প্রভাব এবং মহাত্ম্য ক্ষীণ হয় না;—ঐ অবনতি কেবল কৌতুক-লীলামাত্র। হে হরি! এক্ষণে আমাদের নিবেদন এই,—তুমি এই দুই ভৃত্যের প্রতি যদি অন্য কোন দণ্ডবিধান কর, অথবা যদি ইহাদের বৃত্তি অধিক করিয়া দিতে বাঞ্ছা হয়, তাহাতেই আমাদের সম্মতি আছে। আর যদি এমত বোধ কর,—এই দুই ব্যক্তি নিরপরাধ, আমরা অন্যায় করিয়া ইহাদিগকে বৃথা শাপগ্রস্ত করিয়াছি; তাহা হইলে আমাদিগের প্রতি যাহা উচিত হয়, সেইরূপ দণ্ডই আজ্ঞা কর।' ১৯—২৫। মুনিগণের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন, 'এই দুই ব্যক্তি এখনই অসুরযোনি প্রাপ্ত হউক। ক্রোধাবেশ বশতঃ সমৃদ্ধ সমাধি করাতে ইহাদের যোগ দৃঢ়ীকৃত হইবে, সুতরাং উভয়েই শীঘ্রই পুনরায় আমার নিকট আসিতে পারিবে। হে দ্বিজগণ! তোমরা যে ইহাদিগকে শাপগ্রস্ত করিয়াছ, ইহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই, তোমাদের প্রদত্ত ঐ শাপ আমারই সৃষ্ট।' ব্রহ্মা কহিলেন, 'অনন্তর সেই মুনিগণ বিকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ উত্তমরূপে দর্শন করিলেন। ভগবান্ এবং তদীয় নিবাস-ভবন—উভয়ই নেত্রোৎসব-জনক ও সচ্চিদানন্দ-প্রযুক্ত স্বয়ং প্রকাশমান, সুতরাং তদবলোকনে মুনিগণের অত্যন্ত আনন্দানুভব হইল। তখন তাঁহারা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং ভগবানের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সানন্দমনে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের কথা কহিতে কহিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মুনিগণ গমন করিলে, ভগবান্ আপনার সেই দুই পার্ষদকে মধুর-বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তোমরা এ স্থান হইতে গমন কর,—ভীত হইও না; ভবিষ্যতে তোমাদেরই মঙ্গল হইবে। আমি, ব্রহ্মশাপ-নিবারণে সমর্থ হইলেও ইহার প্রতিঘাত করিতে আমার বাসনা নাই। এই ব্রহ্মশাপ আমার অভিলাষানুযায়ী হইয়াছে। অতএব তোমরা যাও;—তোমাদিগকে অধিক কাল ব্রহ্মশাপ ভোগ করিতে হইবে না। তোমরা আমার প্রতি ক্রোধযোগে এই ব্রহ্মহেলন নিমিত্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অল্প কালের মধ্যেই পুনর্ব্বার মৎসমীপে প্রত্যাগমন করিবে।' ভগবান্ ঐ দুই দ্বারপালকে এই প্রকার আদেশ করিয়া লক্ষ্মীর সহিত আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে বিমান সকল ভূষণ-স্বরূপে শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে ভগবানের ভবন সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় সুন্দর দৃষ্ট হইয়াছিল। ২৬—৩০। অনন্তর ঐ দুই দেবপ্রবর দ্বারপাল, দুস্তর ব্রহ্মশাপ হেতু বৈকুণ্ঠ-

সেখানে বিমানাগ্রভাগে অতিশয় হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। হে অমরগণ! ভগবানের সেই দুই প্রধান পার্ষদই এক্ষণে কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই দুইজন অসুরের তেজেই অদ্য তোমাদের তেজ তিরস্কৃত হইয়াছে। ইহার প্রতীকার করিতে আমি সক্ষম নহি; কেননা, স্বয়ং ভগবানেরই এক্ষণে এইরূপ বিধান করিতে অভিলাষ জন্মিয়াছে। আর এ বিষয়ের উপায়ার্থ আমাদের চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। যিনি আদ্য পুরুষ, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, যাঁহার যোগমায়া যোগেশ্বরদিগেরও অনতিক্রম্যা, যিনি ত্রিগুণের অধীশ্বর,—যখন সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ কাল উপস্থিত হইবে, তখন তিনিই মঙ্গল বিধান করিবেন; ইহার জন্য চেষ্টা করা আমাদের এক্ষণে বিফল।' ৩১—৩৫

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

হিরণ্যাক্ষের দিগ্বিজয়ে গমন।

মৈত্রেয় কহিলেন, "ব্রহ্মার মুখে দিতির গর্ভতেজের কারণ শুনিয়া দেবগণ নির্ভয় হইয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। এখানে দিতি, স্বামীর নিকট শুনিলেন যে, তাঁহার পুত্রদ্বয় কর্ত্তৃক দেবতাদের ভবিষ্যৎ উৎপাত উপস্থিত হইবে; এই বিষয় তিনি ভাবিতে লাগিলেন। যাহা হউক, শতবর্ষ পূর্ণ হইলে তিনি দুইটী যমজ-পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহার দুই সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইল, সে সময় স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশে নানা অমঙ্গল-সূচক উৎপাত দর্শন করিয়া সমস্ত লোক ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল। সেই সকল উৎপাতের কথা কি বলিব! ধরাধর-সহ সমস্ত ধরা বিচলিত হইল; দিক্ সকল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, আকাশ হইতে উল্কাপাত ও বজ্র পতিত হইল এবং আকাশ-মণ্ডলে লোকের বিপদসূচক কেতু সকলের উদয় হইতে লাগিল। বায়ু অত্যন্ত খরতর বেগে বারংবার ফেংকার-ধ্বনি করিতে করিতে বহিতে লাগিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটিত হইল। তৎকালে বাত্যা,—তাহার সৈন্য এবং উড্ডীয়মান ধূলিরাশি,—তাহার ধ্বজ স্বরূপ হইল। নিবিড়তর ঘনঘটা চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; উচ্চতর হাস্য-প্রকাশের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল। দিক্ সকল এরূপ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল যে, নভোমণ্ডলে সূর্য্যাদির প্রকাশ এককালে বন্ধ হইয়া গেল,—কোথাও অত্যল্প স্থানও দৃষ্টিগোচর হইল না। ১—৬। সমুদ্র যেন বিমনস্ক হইয়া বিষম শব্দ করিতে লাগিল; ভয়ঙ্কর তরঙ্গ সকল তীর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল, অভ্যন্তরস্থ মকরাদি জলজন্তু-সমূহ অতিশয় ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। বাপী-তড়াগাদির সহিত নদী সকল ক্ষুব্ধ হইল এবং তত্রত্য সমস্ত কমলদল সমূলে শুকাইয়া গেল। রাহু-গ্রস্ত চন্দ্র-সূর্য্যের বারংবার পরিবেষ হইতে আরম্ভ হইল এবং বিনা মেঘেও নিরন্তর নির্ঘাত ও গিরিগহ্বর হইতে রথনির্হ্রাদের ন্যায় মধ্যে মধ্যে একটা ভয়াবহ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। গ্রামের শেষভাগে শৃগালী-সমূহ মুখ হইতে ভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত অগ্নি বমন করিতে করিতে শৃগাল এবং পেচকের সহিত অমঙ্গল শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর সকল গ্রীবা উন্নত করিয়া যথা-তথা, কখন সঙ্গীতের ন্যায়, কখন বা রোদনতুল্য ধ্বনি করত আপন আপন মুখ হইতে নানা প্রকার শব্দ নির্গত করিতে লাগিল। গর্দ্দভ সকল দলবদ্ধ স্বজাতীয় খার্কার রবই করিতে লাগিল। পক্ষিগণ গর্দ্দভ-শব্দে ভীত হইয়া ব্যাকুলভাবে নানাপ্রকার রবোচ্চারণপূর্ব্বক স্ব স্ব নীড় হইতে উৎপতিত হইতে লাগিল। কি গোষ্ঠে, কি বনে,—যাবতীয় পশু ব্যাকুল হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিল। ৭—১২। গাভী সকল ভয়ে ব্যাকুল হইল; তাহাদিগের স্তন হইতে রক্তময় দুগ্ধ-ক্ষরণ হইতে লাগিল। মেঘ হইতে পূয বৃষ্টি হইল। দেবপ্রতিমা সকলের চক্ষু হইতে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কোথাও বা বায়ুব্যতীত বৃক্ষ সকল উন্মূলিত হইয়া পড়িল। শনি-মঙ্গলাদি ক্রূরগ্রহগণ প্রদীপ্ত হইয়া গুরু-শুক্রাদি শুভ-গ্রহগণকে অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল এবং বক্র-গতি দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করত পরস্পর ঘোর যুদ্ধও আরম্ভ করিল। ব্রহ্মপুত্র সনকাদি ব্যতীত এই সমস্ত উৎপাতের তত্ত্ব আর কেহই জানিত না, সুতরাং অমঙ্গলচিহ্ন এবং অন্যান্য ভয়াবহ কু-লক্ষণ দেখিয়া, তাঁহারা কয়েক-জন ভিন্ন সকল প্রজাই অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল এবং মনে করিল, বুঝি বিশ্ব-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে ঐ দুই আদি-দৈত্য দুই প্রকাণ্ড পর্ব্বত-তুল্য এবং পাষাণের ন্যায় কঠিন-কায় হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাহাতে তাহাদের পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মপৌরুষ আপনা হইতে প্রকাশমান হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মস্তকস্থ স্বর্ণময় কিরীটের অগ্রভাগ স্বর্গ স্পর্শ করিল। দুই জনই সমস্ত দিক্ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল, দুই জনেরই হস্তে অঙ্গদাদি-ভূষণের দীপ্তি এবং কটিতটে মনোহর কাঞ্চীর শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। চরণাঘাতে ঘন ঘন ভূকম্প হইতে লাগিল। তাহারা কটিদেশ দ্বারা যেন সূর্য্যকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর কশ্যপ পুত্রদ্বয়ের নামকরণ করিলেন। ঐ দুই দৈত্য যমজ। তাহাদের মধ্যে অগ্রে যে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার নাম 'হিরণ্যাক্ষ' এবং যে শেষে নির্গত হয়, সে 'হিরণ্যকশিপু' নামে বিখ্যাত হইল। কিন্তু পিতার শুক্র-নিষেকের ক্রমানুসারে হিরণ্যকশিপুই জ্যেষ্ঠ। ১৩—১৮। জ্যেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু আপন বাহুবলে উদ্ধত এবং ব্রহ্মার বরে অমর হইয়া, লোকপালসহ ত্রিলোকীকে আপনার বশে আনিল। তদীয় অনুজ হিরণ্যাক্ষ, তাহার অতিশয় প্রিয়-পাত্র ছিল। সে প্রতিদিন জ্যেষ্ঠের প্রীতিকর কার্য্য সম্পন্ন করিত। একদা হিরণ্যাক্ষ যুদ্ধ-বাসনায় যুদ্ধ অন্বেষণপূর্ব্বক গদা-হস্তে স্বর্গে গিয়া উপনীত হইল। তাহার পদদ্বয়ে সুবর্ণময় নূপুর রণু-রণু শব্দায়মান; গলদেশে বিশাল বৈজয়ন্তী মালা লম্বমান; স্কন্ধে মহতী গদা সুশোভিত। সে দুঃসহ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। সেই দৈত্য,—শৌর্য্য, বীর্য্য ও বর দ্বারা গর্ব্বিত, নিরঙ্কুশ এবং অকুতোভয়। গরুড়-দর্শনে অহিকুল যেমন ব্যাকুল হয়, সেই প্রচণ্ড দৈত্যকে দেখিয়া দেবগণ সেইরূপ ভয়ার্ত্ত হইয়া লুক্কায়িত হইলেন। ইন্দ্রের সহিত দেবগণ স্ব স্ব তেজের সহিত তিরোহিত হইলে, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া হিরণ্যাক্ষ বিষম উন্মত্ত হইল। তখন সে বারংবার গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আপনি নিবৃত্ত হইয়া, মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় জলক্রীড়ার্থ উৎসুক হইয়া, বিকট রবকারী গভীর সমুদ্রে অবগাহন করিল। হিরণ্যাক্ষ জলে প্রবেশ করিলে, জলাধিপতি বরুণের সেনাস্বরূপ জলজন্তুগণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং দৈত্য কর্ত্তৃক আহত না হইলেও তাহার দুঃসহ তেজে অভিভূত হইয়া বেগে দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। ১৯—২৪। অনন্তর মহাবল দৈত্যপতি সমুদ্র-মধ্যে বরুণের বিভাবরী নামে পুরী প্রাপ্ত হইয়া, বহু বৎসর ধরিয়া তন্মধ্যে বাস করিল। তাহা

উপর আঘাত করিতে থাকিল। একদা হিরণ্যাক্ষ, সাগরস্থ জলজন্তুগণের প্রধান এবং পাতাল-লোকের পালক বরুণদেবকে দেখিতে পাইয়া সাহঙ্কারে উপহাস করিবার নিমিত্ত প্রণাম পুরঃসর অধমবৎ কহিল, 'অহে সমুদ্রের অধিরাজ! আমাকে এখনি যুদ্ধ দিতে আজ্ঞা হউক। হে জলাধিপতি প্রভো! আপনি লোকপালদিগের অধিপতি এবং মহাযশস্বী,—বীরাভিমানী দুর্মদ ব্যক্তিদিগের বীর্য্য ব্যর্থ করিয়া থাকেন। ইহলোকে দানবদিগকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞও করিয়াছেন। এক্ষণে আমার সহিত একবার যুদ্ধ করুন দেখি!' হিরণ্যাক্ষ এইরূপ ব্যঙ্গ করিয়া ভর্ৎসনা করিলে, বরুণের অতীব ক্রোধোদয় হইল। কিন্তু ঐ দানব মদোন্মত্ত, উহার সহিত বলে সমর্থ হইবেন না বিবেচনা করিয়া, তিনি ক্রোধ শান্তি করিলেন এবং কোমল স্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দৈত্যবর! আমরা সম্প্রতি যুদ্ধাদি কৌতুক হইতে ক্ষান্ত হইয়াছি। হে অসুরশ্রেষ্ঠ! তুমি রণকৌশলে সুপণ্ডিত; তোমাকে যুদ্ধ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারে, এমন কোন ব্যক্তি নয়ন-গোচর হয় না। কেবল ভগবান্ বিষ্ণু, রণ করিয়া তোমার সন্তোষ জন্মাইতে সক্ষম। তুমি তাঁহার নিকট গমন কর। তোমার মত বীরপুরুষেরা যুদ্ধ-পিপাসা-শান্তির নিমিত্ত তাঁহারই স্তুতিগীত গাহিয়া থাকেন। তিনি মহাবীর। তাঁহাকে পাইলে বোধ হয় তোমার দর্প দূর হইবে। যুদ্ধাবসানে তুমি কুক্কুরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিবে। ভগবান্ সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তোমার তুল্য অসাধু-পুরুষদের বিনাশার্থ বরাহাদি অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন।' ২৫—৩০।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বরাহদেবের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ।

মৈত্রেয় কহিলেন, বরুণের ঐ কথা শুনিয়া দুর্ম্মদ দৈত্যের মন আহ্লাদিত হইল। বরুণ যে তাহাকে যুদ্ধে হত হইবার কথা বলিলেন, তৎকালে সে তাহা গণ্য করিল না। অনন্তর নারদের মুখে শ্রীহরির গতি অবগত হইয়া, সে সত্বর রসাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং তথায় বরাহরূপী হরিকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল, 'কি আশ্চর্য্য! এটা যে জলচর বরাহ।' ঐ সময়ে ভগবান্ দন্তাগ্র দ্বারা অবনীকে উত্তোলন করিতেছিলেন। দানব-দর্শনে তাঁহার নয়নদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল; তদ্দ্বারাই ঐ দৈত্যের তেজ হরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ দৈত্য তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিল, 'অরে মূর্খ! আয়, এদিকে আয়,—আর ধরা ধারণ করিস্ না,—ছাড়িয়া দে; বিশ্বস্রষ্টা, পাতালবাসী আমাদিগকে ইহা প্রদান করিয়াছেন। তাহা না হইলে, পৃথিবী কেন পাতালে অবতরণ করিবে? আমার নিকট কি তুই এই পৃথিবীর সহিত মঙ্গল লাভ করিতে পারিবি? আমাদের পরম শত্রু দেবগণ আমাদের বিনাশার্থ কি তোর আশ্রয় লইয়া থাকে? ইহার কারণ কি? তোর ক্ষমতা কি? পরোক্ষ-ভাবে থাকিয়া তুই দৈত্য জয় করিস্। সর্ব্বদাই ত দেখি, মায়া-যোগে তুই অসুর বধ করিয়া থাকিস্। যোগ-মায়াই তোর বল; তোর দৈহিক বল নাই। আজি তোকে বধ করিয়া বন্ধুগণের চোখের জল মুছাইব। তুই অতি কাপুরুষ, অতি হীনবল। আমার হস্ত হইতে এই গদা নিক্ষিপ্ত হইয়া তোর মস্তক এখনই চূর্ণ করিয়া দিবে,—তুই এখনি পঞ্চত্ব পাইবি; সুতরাং যে সকল ঋষি ও দেবতা, তোর নিমিত্ত পূজার উপহার সংগ্রহ করিয়া থাকে

তাহারা নির্ম্মূল হইয়া আপনা হইতেই আর প্রকাশ পাইবে না।' হিরণ্যাক্ষের এই প্রকার কটূক্তি-রূপ তোমর-অস্ত্র দ্বারা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেও ভগবান্ শ্রীহরি বরাহ, দন্তাগ্র-স্থিতা পৃথিবীকে ভীতা দেখিয়া তাহা সহ্য করিলেন এবং কুম্ভীর কর্ত্তৃক আহত হস্তী যদ্রূপ হস্তিনীর সহিত জলাশয় হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ পৃথিবীকে লইয়া জল হইতে নিঃসৃত হইলেন। ১—৬। মকর যেমন হস্তীর অনুসরণ করে, ভগবানের জল হইতে নির্গমন-কালে ঐ দৈত্য সেইরূপ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তিরস্কার-বচনে কহিল, 'আঃ! লজ্জাবিহীন অসচ্চরিত্র লোকের কিছুই গর্হিত নহে,—নিন্দাভয় কিছুই নাই, সুতরাং এরূপ পলায়নও অযুক্ত নহে।' তৎকালে ঐ অসুর বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার কেশ-গুলা কপিশবর্ণ এবং দন্তগুলা অতিশয় করাল হইল। সে বজ্র-নির্ঘোষতুল্য ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীহরি তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, তাহার সমক্ষেই জলের উপরিভাগে অবনীকে স্থাপন করিয়া, তাহাতে আধার-শক্তি নিহিত করিয়া দিলেন। ভগবানের ঐ কার্য্য দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এদিকে কনক-ভূষণে ভূষিত এবং কাঞ্চনময় বিচিত্র কবচে সুদৃঢ়-গাত্র হিরণ্যাক্ষ ভয়ঙ্কর গদা ধারণপূর্ব্বক কুকথা দ্বারা বারংবার মর্ম্মস্থানে ব্যথা প্রদান করিতে করিতে ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে-ছিল। ভগবান্ তাহা শুনিয়া, ক্রোধযুক্ত হইয়া, তাহার উপহাস-বাক্যের প্রত্যুত্তর করত সহাস্য-বদনে কহিলেন, 'অহে! সত্য বটে আমরা জলচর বরাহ; কিন্তু তোমাদের ন্যায় অধম কুকুর সকল অন্বেষণ করিতেছি। ওরে অভদ্র! তুই কি বৃথা আত্ম-শ্লাঘা করিতেছিস্! তুই ত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিস্; বীর পুরুষেরা কখনই তোর প্রশংসা করিবেন না। আমরা বুঝি জলবাসিগণের প্রাপ্য-ধন হরণ করিয়াছি!—তাই বুঝি তুই আমাদিগকে গদাঘাতে হতশ্রী এবং পলায়ন-পরায়ণ করাইতেছিস্? আহা, আমরা কোন প্রকারে এ স্থানে কায়ক্লেশে রহিয়াছি! অথবা আমাদিগকে যুদ্ধে থাকিতেই হইবে; বলবানের সহিত বিরোধ করিয়াছি,—কোথা যাইয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিব! গমন-যোগ্য স্থান ত দেখি না!! আয়, আয়,—শীঘ্র আমাদের বধের নিমিত্ত চেষ্টা কর্! পদাতিদিগের যে সকল যূথপতি, তুই তাহা-দেরও প্রধান; তোর ত ভয় নাই। আয়, আমাদের নিধন সাধন করিয়া আপনার বন্ধুগণের চোখের জল মুছাইয়া দে! অরে দুষ্ট! প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিলে অতিশয় অসভ্যতা প্রকাশ পায়।' ৭—১২। মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! মহাসর্পকে ক্রীড়া করাইলে যেমন তাহার ক্রোধ হয়, ভগবান্ বরাহ সেই অসুরকে ঐ প্রকার তিরস্কার এবং উপহাস করিলে, সে তদ্রূপ তীব্র-ক্রোধে পূর্ণ হইল। দারুণ ক্রোধ বশতঃ তাহার ইন্দ্রিয়-নিচয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; সে কম্পিত-কলেবরে ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। অবশেষে বেগে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মহা-গদা দ্বারা আঘাত করিল। হিরণ্যাক্ষ, ভগবানের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করে। শ্রীহরি কিঞ্চিৎ বক্রীভূত হইয়া দৈত্য-পতির ঐ গদাবেগ বিফল করিয়া দিলেন। যোগারূঢ় ব্যক্তি যেন মৃত্যুকে বঞ্চনা করিল! সে আবার গদা গ্রহণ করিয়া পুনঃপুনঃ ঘুরাইতে আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে ভগবানের সমধিক ক্রোধোদয় হইল। তখন রোষভরে দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিয়া, দুরন্ত দৈত্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। আপনার গদা দ্বারা হিরণ্যাক্ষের দক্ষিণ ভ্রূতে আঘাত করিলেন। কিন্তু দৈত্যপতিও গদাযুদ্ধে সুপণ্ডিত; সুতরাং ভগবানের গদা না আসিতে আসিতে সে প্রতিঘাত করিল। হে বিদুর! হিরণ্যাক্ষ এবং ভগবান্ বরাহ—উভয়েই [illegible]

গদাযুদ্ধে উভয়েই জয় লাভাশায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। উভয়েই বহু গদাঘাত সহ্য করিলেন। উভয়েই পরস্পরের উপর স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণ গদার আঘাতে অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইল। দেহ হইতে নির্গত রুধিরের গন্ধ পাইয়া উভয়েরই অধিকতর ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। উভয়ে পরস্পর স্বেচ্ছায় গদাযুদ্ধের বিচিত্রপথে গমন করিতে লাগিলেন। গাভী নিমিত্ত যেরূপ বৃষদ্বয়ের মহাযুদ্ধ হয়, তাঁহাদের সংগ্রাম সেইরূপ ঘোরতররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভগবান্ মায়া দ্বারা বরাহমূর্ত্তি ধরিয়া হিরণ্যাক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা সংগ্রাম-দর্শন-লালসায় ঋষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করিলেন। ঋষি-সহস্রের নেতা ব্রহ্মা দেখিলেন, দৈত্যপতি শৌর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়াছে। তাহার ভয়মাত্র নাই। যে যে প্রতিকার তাহার কর্ত্তব্য, সে সকলই করিয়াছে। কিন্তু ভগবান্ হইতে কোন প্রকারে তাহার বিষম বিক্রমের প্রতিক্রিয়া হইতেছে না। ১৩—২০। ব্রহ্মা এই সকল দেখিয়া আদিবরাহ নারায়ণকে কহিলেন, 'হে দেবদেব! এই দৈত্য আমাদের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষশূন্য হইয়াছে। এ ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন দেবতা, ব্রাহ্মণ, গাভী ও অন্যান্য নির্দ্দোষ প্রাণীদিগের প্রতি বৃথা অপরাধ আরোপ করে। যদি কেহ তাহা নিবারণ করিতে যায়, এ তাহাকে ভয় দেখায়, কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। শত্রু দেখিলে, তখন তাহার ধন-প্রাণ হরণ করিয়া লয়। এরূপ কণ্টক-স্বরূপ হিরণ্যাক্ষ, প্রতিপক্ষ-অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই দুরাত্মা বৃথা অহঙ্কারী, মায়াবী এবং দুর্দ্দমনীয়। বালক যেমন ক্ষুভিত-সর্পের পুচ্ছ আকর্ষণ দ্বারা তাহার সহিত খেলা করে, আপনি সেরূপ ইহাকে লইয়া খেলা করিবেন না। এই দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য আসুরী-বেলা প্রাপ্ত হইলেই বিষম বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু সে সময় আসিতে না-আসিতে, আপনি নিজ মায়া দ্বারা এই অতি পাপাচারী দৈত্যকে বধ করিয়া ফেলুন। হে সর্ব্বাত্মন্! সম্প্রতি লোকসংহারকারিণী ঘোরতমা সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইতেছে। ইহাই উপযুক্ত অবসর। এই শুভ সময়ে দেবগণের জয় বিধান করুন। হে দেব! এক্ষণে অভিজিৎ নামে মঙ্গলময় যোগও আছে। এই মুহূর্ত্ত অতি উত্তম। কিন্তু ইহা গতপ্রায়, আর অধিক বিলম্ব নাই; অতএব আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত অতি শীঘ্র এই দুর্দ্দান্ত দানবকে বধ করুন। হে ভগবন্! আমরা আপনার বন্ধু; আমাদের হিতসাধন করা আপনার কর্ত্তব্য। হে দেব! আপনি স্বয়ং, শাপানুগ্রহকালে আপনাকেই ইহার মৃত্যুর কারণ-স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অদ্য এই দৈত্য ভাগ্যফলে আপনাকেই পাইয়াছে। অতএব বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শীঘ্র রণভূমে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া ত্রিভুবনের মঙ্গল বিধান করুন।' ২১—২৬।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

আদিবরাহকর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষ-বধ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "ব্রহ্মার অকপট এবং অমৃততুল্য কথা শুনিয়া, ভগবান্ বরাহের মুখপঙ্কজ ঈষৎ হাস্যে প্রস্ফুটিত হইল; তিনি প্রেমগর্ভ অপাঙ্গ-দৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্মার ঐ বাক্য স্বীকার করিলেন। পরে হিরণ্যাক্ষকে আপনার সম্মুখে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া শ্রীহরি, লম্ফ দিয়া তাহার উপরে পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার কপোলদেশের নিম্নভাগে গদার আঘাত করিলেন। দুরন্ত দৈত্যও স্বীয় গদা দ্বারা ভগবানের গদার উপর আঘাত করিল; সেই প্রহারপ্রভাবে ভগবানের গদা হস্তচ্যুত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে পড়িয়া অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে বিদুর! ভগবানের হস্ত হইতে মহাগদা পতিত হইলে হিরণ্যাক্ষের বিক্রম অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিল। ভগবান্ নিরস্ত্র হইলেন। দৈত্যরাজও প্রহারের উপযুক্ত সময় পাইল বটে, কিন্তু সে যুদ্ধের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি তখন গদাঘাত করিল না। এদিকে ভগবানের হস্ত হইতে গদা পতিত হইতে দেখিয়া দেবগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বরাহরূপী হরি, অমরবৃন্দকে ভীত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, 'ভয় নাই' 'ভয় নাই'। তখন তিনি আপনার সুনাভ নামক সুদর্শনচক্র স্মরণ করিলেন। দেবগণ যাহাকে অধম-দৈত্য বিবেচনা করিয়া ভীত হইলেন, সে ব্যক্তি বস্তুতঃ শ্রীহরির একজন প্রধান প্রিয় পার্ষদ। তাই ভগবান্ আপনার চক্র ব্যগ্র করত তাহার সহিত বিশেষরূপে সম্মিলিত হইতেছিলেন। কিন্তু এ গূঢ় তত্ত্ব বিদিত না থাকাতে গগন-বিহারী দেবগণের বদন হইতে এই বিচিত্র বাক্য বারংবার উচ্চারিত হইতে লাগিল,—'হে দেব! আপনার মঙ্গল হউক, ইহাকে সত্বর হনন করুন।' ঐ দুষ্ট দৈত্য, পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীভগবান্‌কে চক্রগ্রহণপূর্ব্বক সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া, ক্রোধভরে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তাহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষুভিত হইল। ঘোরতর ক্রোধ সহকারে উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সে আপনিই আপনার দশনচ্ছদ দংশন করিতে লাগিল। ১—৬। তাহার দন্ত সকল অতিশয় ভয়ানক। সে চক্ষু দ্বারা যেন দগ্ধ করত চরিদিক্ দেখিতে লাগিল। সে ঐ ভয়াবহ-আকারে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়া বলিল, 'অরে! হত হইলি' এবং তাঁহার উপর নিজ গদা আঘাত করিল। হে বিদুর! ভগবান্ যজ্ঞশূকর ঐ দারুণ শত্রুর নয়ন-সমক্ষেই আপনার বামপদ দ্বারা বায়ুবৎ বেগবতী তদীয় গদার প্রতিঘাত করিলেন। ভগবান্ কহিলেন, 'অরে! তুই আমাকে জয় করিতে অভিলাষ করিয়াছিস্—ভাল। আবার তোর অস্ত্র ধরিয়া চেষ্টা কর্।' এই কথা বলিবামাত্র সে পুনরায় গদাগ্রহণপূর্ব্বক তাহা নিক্ষেপ করিল এবং বিকটরবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার গদা নিক্ষিপ্তা হইয়া মহাবেগে আসিতেছে দেখিতে পাইয়া, গরুড় যেমন সর্পীকে ধৃত করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে ভগবান্ তাহা ধারণ করিলেন। দৈত্য দেখিল, পৌরুষ প্রতিহত হইল। আপনাকে হতমান জ্ঞান করিয়া অপ্রতিভও হইল। ভগবান্ তাহাকে তাহার গদা পুনরায় দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু লজ্জা প্রযুক্ত সে তাহা ফিরিয়া লইতে চাহিল না। অভিচারে প্রবৃত্ত পুরুষ, যেরূপ ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া মারণাদি প্রয়োজন করে, বরাহরূপী বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য সেইরূপ, প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য গ্রহসনলোলুপ ত্রিশিখ শূল গ্রহণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। হিরণ্যাক্ষ-নিক্ষিপ্ত ঐ শস্ত্র ভয়ানক তেজে আকাশ-মণ্ডলে প্রকাশমান হইলে, ভগবান্ ঐ অস্ত্র আপনার শাণিতাগ্র চক্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র যেমন গরুড়ের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাস্ত্র শূল, শ্রীহরির তীক্ষ্ণধার চক্র দ্বারা বহুধা ছিন্ন-ভিন্ন হইলে দৈত্যপতি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং শ্রবণ-ভৈরব-নাদে গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। সে ভগবানের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার বিভূতিশালী বিশাল-বক্ষে কঠোর মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়া অন্তর্হিত হইল। ৭—১৩। তাহার ঐ মুষ্ট্যাঘাতে আদি-শূকর ভগবান্ আহত হইলেও কিছুমাত্র কম্পিত হইলেন না। ফুলমালার আঘাতে মত্তহস্তী কবে কম্পিত হইয়াছে? তখন ঐ দৈত্য, যোগমায়ার ঈশ্বর হরির প্রতি নানাপ্রকার মায়া বিস্তার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রজাপুঞ্জ ভীত হইল। মনে করিল, বুঝি প্রলয়কাল উপস্থিত। হঠাৎ প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। ধূলি দ্বারা দিক্ সকল যেন অন্ধকারময় হইল। যেন ক্ষেপণ নামক যন্ত্র দ্বারা

নিক্ষিপ্ত হইয়া অসংখ্য প্রস্তর-খণ্ড চারিদিক্ হইতে পড়িতে লাগিল। নভোমণ্ডলে মেঘসমূহ আসিয়া উদিত হইল। বারংবার বিদ্যুৎ ও বজ্রনির্ঘোষ-সহ পূয, রক্ত, কেশ, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহা এরূপ বিস্তৃত হইয়া চারিদিক্ ব্যাপ্ত করিল, যেন তারাদল একেবারেই তিরোহিত হইয়া গেল। দৃষ্ট হইল, যেন পর্ব্বত সকল বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে। অবিলম্বে কতকগুলা রাক্ষসীও আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই মায়াবিনী রাক্ষসীগণ উলঙ্গিনী, আলুলায়িত-কেশা এবং ত্রিশূলহস্তা। দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্যক যক্ষ, রাক্ষস, গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি আততায়ীরূপে সমুপস্থিত হইয়া 'মার্ মার্, কাট্ কাট্' এইরূপ হিংস্র এবং অতি উগ্র বাক্য কহিতে লাগিল। যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ হরি, দৈত্য-কর্ত্তৃক প্রকটিতা ঐ সমস্ত আসুরী-মায়া বিনাশার্থ আপনার প্রিয় সুদর্শনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ১৪—২০। এই সময়ে,—'হরির হস্তে তোমার দুইটী পুত্রের নিধন হইবে,' ভর্ত্তার এই বাক্য দিতির স্মরণ হওয়াতে সহসা তাঁহার হৃৎকম্প হইল এবং স্তন হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। ভগবানের সুদর্শন চক্র দ্বারা হিরণ্যাক্ষের মায়া বিনষ্ট হইল; তথাচ সে পুনরায় হরির প্রতি ধাবিত হইল এবং ক্রোধভরে তাঁহাকে ধরিয়া যেন বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী করিয়া মর্দ্দিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে দেখিল, তিনি বাহুর বাহিরে রহিয়াছেন। অনন্তর ঐ দৈত্য বজ্রতুল্য দৃঢ়মুষ্টি দ্বারা ভগবান্‌কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন ভগবান্ আদি-বরাহ, ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে আঘাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনার সম্মুখস্থ পদদ্বয় দ্বারা তাহার কর্ণমূলে আঘাত করিলেন। ঐ দুরাচার দৈত্য, ভগবান্ কর্ত্তৃক অবজ্ঞা পূর্ব্বক আহত হইলেও,—এক পদাঘাতেই তাহার সর্ব্ব-শরীর ঘুরিয়া পড়িল, সহসা চক্ষুর্দ্বয় বাহির হইল এবং হস্তপদ ও কেশসমূহ বিশীর্ণ হইয়া গেল। প্রবল বায়ুবেগে প্রকাণ্ড বৃক্ষ যদ্রূপ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পতিত হয়, সে তদ্রূপ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তাহার অকুণ্ঠ তেজ ও ভীষণ দশন ছিল। ক্রোধভরে সর্ব্বদাই সে আপনার অধর দংশন করিত। হিরণ্যাক্ষ নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহার ঐ প্রকার আকার দেখিয়া পরস্পর সানন্দ-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'অহো! এরূপ মৃত্যু কে লাভ করিতে পারে? আহা! ইহার কি সৌভাগ্য! যোগিগণ আরোপিত-লিঙ্গশরীর হইতে মুক্ত হইবার বাসনায় নির্জ্জনে যোগ ও সমাধি দ্বারা যাঁহার ধ্যান করেন, এই দৈত্য কিনা সেই শ্রীহরির চরণ দ্বারা আহত হইয়া, তাঁহার মুখ-কমল দেখিতে দেখিতে আপনার দেহ পরিত্যাগ করিল।' দেবগণ হর্ষ প্রকাশপূর্ব্বক বরাহরূপী ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন;—'হে ভগবন্! নমস্কার, নমস্কার। প্রভো! তুমি অখিল যজ্ঞের বিস্তার-কারণ। তুমি লোক-স্থিতির নিমিত্ত নির্ম্মল সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক। এই দৈত্য পৃথিবীর পীড়াদায়ক ছিল; আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দুরন্ত দৈত্য তোমাকর্ত্তৃক নিহত হইল। হে দেব! আমরা তোমার চরণ-কমলে ভক্তি করিয়া থাকি, তাই এই বিঘ্ন বিনাশ হইল। আমরা নির্ব্বৃত্তি প্রাপ্ত হইলাম।' ২১—২৭। মৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন, "এইরূপে অসহ-বিক্রম হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া, আদি-শূকর হরি আনন্দময় স্বীয় সুখময় ধামে গমন করিলেন। হরি, অবতার গ্রহণপূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করেন এবং সমরে উদার-বিক্রম হিরণ্যাক্ষ, ক্রীড়াপুত্তলিবৎ যে প্রকারে বিনষ্ট হয়,—হে বিদুর! তাঁহার এই বিবরণ যেমন গুরুমুখে শুনিয়াছিলাম, সেইরূপ তোমার নিকট বলিলাম।" সূত কহিলেন, হে শৌনক! মুনিবর মৈত্রেয়কর্ত্তৃক কথিত এই সকল ভগবৎ-কথা শুনিয়া মহাভাগবত বিদুর পরম প্রীত হইলেন। এ বিষয়ে তাঁহার যে আনন্দ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? উদ্দাম-যশোবিশিষ্ট অন্যান্য পুণ্যশ্লোক-কথা শুনিলেও যখন আমোদ হয়, তখন শ্রীবৎসাঙ্ক স্বয়ং ভগবানের কথায় যে আনন্দোদয় হইবে, ইহা কি আবার বক্তব্য। হে ব্রহ্মন্! একদা কোন গজেন্দ্র, গ্রাহগ্রস্ত হইয়া বিপদ্-জ্ঞানে তাঁহার চরণাম্বুজ ধ্যান করিতেছিল; হস্তিনী সকল কাতর হইয়া গভীর-আর্ত্তনাদ করিতেছিল। ভগবান্ দয়া প্রকাশপূর্ব্বক আগমন করিয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। সেই ভক্তবৎসল ভগবান্, অনন্যাশ্রয় ও সরলমনা মনুষ্য মাত্রেরই অতিশয় সুখারাধ্য। কেবল অসাধু লোকেরাই তাঁহাকে দুরারাধ্য ভাবে। তাঁহাকে শরণাগত-প্রতিপালক জানিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সেবা না করিবে? হে দ্বিজ! এই হিরণ্যাক্ষ-বধবৃত্তান্ত এবং ধরণীর উদ্ধারার্থ ভগবানের শূকররূপ ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়াবিবরণ, যে ব্যক্তি শ্রবণ অথবা গান কিংবা ভক্তিসহকারে অনুমোদন করেন, ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতেও তাঁহার পরিত্রাণ লাভ হইতে পারে। ভগবানের এই ক্রীড়ার বিবরণ মহাপুণ্যজনক, নির্ম্মল, ধনাবহ, যশস্কর, আয়ু এবং আশীর্ব্বাদের স্থান। ইহা যুদ্ধে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের শৌর্য্য বৃদ্ধিকারক। যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের অন্তকালেও নারায়ণে গতিলাভ হয়। ২৮—৩৫।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

সৃষ্টি-প্রকরণ।

শৌনক, সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সৌতে! স্বায়ম্ভুব মনু পৃথিবীরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া অর্ব্বাচীন-জন্মা প্রাণিগণের কি উপায়ে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? মহাভাগবত বিদুর, শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব-সুহৃদ্। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় অনাদর করাতে তিনি ভ্রাতাকে ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে কৃতাপরাধ বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করেন। আরও দেখুন, মহাত্মা বিদুর, বেদব্যাসের দেহ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং তিনি মহিমায় বেদব্যাস অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত হইয়া তৎপরায়ণ জনের অনুগামী হন। তীর্থ-ভ্রমণ দ্বারা নিজ পাপ ক্ষয় করিয়া, গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইয়া, তথায় তিনি তত্ত্বজ্ঞ মৈত্রেয়কে কি জিজ্ঞাসা করিলেন? তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন-সময়ে অবশ্য হরিবিষয়িণী পবিত্র কথারই আলোচনা হইয়া থাকিবে; গঙ্গাজলের ন্যায় সেই সকল কথার মাহাত্ম্যে পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে সূত! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি আমাদিগের নিকট ঐ সকল পবিত্র কথা কীর্ত্তন কর। আমরা এত শুনিলাম, কিন্তু মন তৃপ্তি মানিল না; ভগবানের সকল কর্ম্মই উদার- এবং কীর্ত্তন-যোগ্য। হরিলীলা-মৃত পান করিয়া কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে? যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়া আমাদের ঔৎসুক্য দূর কর। নৈমিষারণ্য-নিবাসী মুনিগণ এই প্রকার শুশ্রূষাভিলাষ প্রকাশ করিলে, উগ্রশ্রবা, ভগবানের চরণকমলে আপনার মন অর্পণ করিয়া কহিলেন, তবে শ্রবণ করুন্। ১—৭। হে ঋষিগণ! স্বীয় মায়া দ্বারা বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভগবানের রসাতল হইতে ধরণী-উদ্ধার-লীলা এবং অবলীলায় হিরণ্যাক্ষ-দানবের নিধন-বিবরণ শুনিয়া বিদুরের মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। তিনি পুলকিত হইয়া মৈত্রেয়কে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্! কমলযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রজাপতিগণের সৃষ্টির পর কোন্ কার্য্য আরম্ভ করেন? ভূত-ভবিষ্যৎ বিষয় আপনার বিশেষ জানা আছে; কৃপাপূর্ব্বক বলুন,

মরীচি প্রভৃতি বিপ্রবৃন্দ এবং স্বায়ম্ভুব মনু—ইহাঁরা ব্রহ্মার আদেশে কি প্রকারে এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন? তাঁহারা কি সস্ত্রীক হইয়া সৃষ্টি করেন? না—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্টি করেন? না,—প্রজাসর্গাদি-কার্য্যে সকলে মিলিত হইয়া পরস্পর সাপেক্ষ্যে ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন?” মৈত্রেয় কহিলেন, “সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়ের স্বরূপ প্রধান বা প্রকৃতি নির্ব্বিকার হইয়াছিল। জীবের অদৃষ্ট, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ এবং কাল—এই তিন কারণে তাহা সংক্ষোভিত হওয়াতে তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। রজোগুণ-প্রধান ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে ঈশ্বরেচ্ছা-বশত অহঙ্কারতত্ত্ব জন্মে। মহত্তত্ত্ব, স্বতঃ সত্ত্বগুণ-প্রধান। কিন্তু অহঙ্কারোৎপত্তি-কালে কার্য্যানুরূপ রজোগুণ প্রধান হইয়া থাকে। সেই অহঙ্কার,—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়-স্বরূপ। ঐ অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া পাঁচ পাঁচটী করিয়া আকাশাদি ভূত সৃষ্টি করে। অর্থাৎ তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহার প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটী অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা উৎপন্ন হন। ৮—১৩। ঐ সকল পঞ্চতন্মাত্রাদি এক একটী পৃথক্ হইয়া কোন বস্তু সৃজন করিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে ভগবানের শক্তিযোগে মিলিত হইয়া তাহারা ভৌতিক হৈম অণ্ড সৃজন করিল। ঐ অণ্ডকোষ জীবসমষ্টির অভাবের উদ্বোধক হইয়া সাগর-জলে শয়ান হইল। অনন্তর পরমেশ্বর গর্ভোদ-শায়িরূপে তাহাতে এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগবানের নাভিদেশ হইতে একটী পদ্ম জন্মিল। তাহার কিরণ, সহস্র সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় প্রখররূপে প্রকাশ হইল। ঐ পদ্মই সমগ্র জীবের স্থান এবং তাহাতেই ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। যে ভগবান্ ঐ হৈম অণ্ডে শয়ান ছিলেন, ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই সেই ভগবান্ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেন। পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল, তদ্রূপ নাম-রূপাদি-ক্রমে লোক সকল রচনা করিলেন। অগ্রে প্রভা-প্রতিযোগিনী ছায়া দ্বারা পঞ্চ প্রকার অবিদ্যা, যথা;—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তমঃ, মোহ এবং মহাতমঃ—এই পাঁচটী সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ঐ ছায়া-রূপা সৃষ্টি তমোময় হওয়ায় ব্রহ্মার চিত্ত প্রফুল্ল হইল না, এজন্য তিনি ঐ তমোময় দেহত্যাগ করিলেন। তাহাই রাত্রি হইল। সে সময় ঐ তামসসৃষ্টি হইতে যে সকল যক্ষ-রাক্ষস জন্মিয়াছিল, তাহারা তাহা গ্রহণ করিল। ঐ রাত্রি হইতে ক্ষুধা-তৃষ্ণারও সমুদ্ভব হইয়া থাকে। ১৪—১৯। এই কারণেই ঐ সকল ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইল এবং তাহা-দের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল,—‘যেহেতু ক্ষুৎপিপাসায়-প্রপীড়িত, অতএব পিতা বলিয়া রক্ষা করিও না’; কেহ বলিল, ‘খাইয়া ফেল’। ব্রহ্মা তাহাদের ঐ বাক্যে ভীত হইয়া কহি-লেন, ‘আমাকে ভক্ষণ করিও না, রক্ষা কর। হে যক্ষ-রাক্ষসগণ! তোমরা আমার প্রজা। আমাকে নষ্ট করা তোমাদের উচিত হয় না।’ অতঃপর ‘ভক্ষণ কর’—এই কথা যাহারা বলিল, তাহারা যক্ষ এবং ‘রক্ষা করিও না’—যাহারা বলিল, তাহারা সকলে রাক্ষস হইল। ব্রহ্মা, প্রভাশালিনী সত্ত্বময়ী তনু দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া প্রাধান্যরূপে যাহা যাহা সৃষ্টি করিলেন, সে সকল সাত্ত্বিক হইল। সেই সাত্ত্বিক অবস্থায় সৃষ্ট জীবই দেবতা। ঐ দেবগণ ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রহ্মার বিসর্জ্জিত প্রভা গ্রহণ করিলেন। ঐ প্রভাই দিবসরূপে প্রকাশ পায়। পরে ব্রহ্মা স্বীয় জঘনদেশ হইতে অসুরগণের সৃষ্টি করিলেন। তাহারা অত্যন্ত লম্পট হইল এবং লাম্পট্যপ্রযুক্ত মৈথুননিমিত্ত ব্রহ্মার প্রতিই ধাবমান হইতে লাগিল। ব্রহ্মা অসুরগণের ঐরূপ দুরভিসন্ধি দেখিয়া প্রথমত হাস্য করিলেন। পরে তাহারা যখন লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গেল, তখন তাঁহার ক্রোধ জন্মিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। যিনি ভক্তগণের প্রতি দয়া-প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ আত্ম-রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন,—ব্রহ্মা, সেই বিপন্নজনের ব্যথাহারী ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হইয়া কাতর-বচনে কহিতে লাগিলেন, ‘হে পরমাত্মন্! আমাকে রক্ষা করুন; আপনার আদেশেই আমি প্রজাসৃষ্টি করিতেছিলাম, কিন্তু সেই এই পাপাত্মা প্রজা সকল আমাকেই কামভাবে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। হে দয়াময়! একমাত্র তুমি বিপন্ন-ব্যক্তির দুঃখহর্তা। যে সকল ব্যক্তি আপনার পদ-পঙ্কজে আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহাদিগকেই আপনি কষ্ট দিয়া থাকেন। আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন।’ ২০—২৭। ভগবান্ হরি, পরচিত্তাভিজ্ঞ ব্রহ্মার দুঃখ দেখিয়া কহিলেন, ‘তোমার এই দেহ কামে পাপযুক্ত হইয়াছে, এই দেহ ত্যাগ কর।’ ব্রহ্মা, ভগবান্ হরির অনুগ্রহ অবধারণ এবং ঐ কথা শ্রবণ করিয়া, আপনার সেই দেহ অর্থাৎ তদ্রূপ মনোভাব তখনই ত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মা এই যে দেহ ত্যাগ করিলেন, ইহাতে সায়ন্তনী সন্ধ্যা হইল। ঐ সন্ধ্যা কাম-ভাব উদয়ের কাল। লম্পট অসুরগণ স্ত্রী-কল্পনা করিয়া মুগ্ধ হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল,—‘এই সুন্দরীর চরণ-কমল,—নূপুর-শব্দে শব্দায়মান; ইহাঁর নয়নযুগল,—মদবিহ্বল; ইহাঁর কটি-তটস্থ-দুকূল,—কাঞ্চীকলাপে বিলাসান্বিত; ইহাঁর পীন পয়োধর,—পরস্পর বর্দ্ধিত হওয়াতে উন্নত ও ব্যবধান-শূন্য; ইহার নাসিকা ও দন্ত অতি সুন্দর এবং হাস্য ও লীলাবলোকন স্নিগ্ধকর। ইনি কি লজ্জা বশতঃ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপনাকে আবৃত করিতেছেন? আহা! ইহাঁর চূর্ণকুন্তলগুলি কিবা মনোহর নীলবর্ণ!’ হে বিদুর! অসুরগণ ব্রহ্মার উৎসৃষ্ট দেহ ঐ সন্ধ্যাকে এই প্রকারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী কল্পনা করিয়া মোহিত হইল। ২৮—৩১। তাহারা কামমুগ্ধ হইয়া আবার ভাবিতে লাগিল, ‘অহো! ইহাঁর কিবা অনির্ব্বচনীয় রূপ! কিবা আশ্চর্য্য ধৈর্য্য! কিবা চমৎকার নবীন বয়স! আমরা সকলেই ইহাঁর প্রতি কামনা করিতেছি, তথাচ ইনি অকামার ন্যায় চলিয়া যাইতেছেন।’ কুবুদ্ধি অসুরগণ, প্রমদা-কৃতি সেই সন্ধ্যাকে স্ত্রী বিবেচনা করিয়া আরও নানা প্রকার তর্ক করিল। শেষে প্রণয়বশত তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল;—‘হে রম্ভোরু! তুমি কে? কি জাতি? কাহারই বা কন্যা? হে ভামিনি! তোমার এখানে প্রয়োজন কি? তোমার এই অমূল্য রূপ পণ্য; ইহা এই দুর্ভাগ্যদিগকে অর্পণ না করিয়া কেন পীড়া দিতেছ? হে অবলে! তুমি যে-কেহ হও, আমাদের ভাগ্যে অদ্য মহৎ মঙ্গল-স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছ; যেহেতু, তোমার দর্শন লাভ করিলাম। কিন্তু তুমি কন্দুকক্রীড়া দ্বারা আমাদের মন কেবল উন্মথিত করিতে লাগিলে। হে শালিনি! তুমি করতল দ্বারা এই উচ্ছলিত কন্দুককে বারংবার আঘাত করিয়া ক্রীড়া করিতেছ। ইহাতে তোমার চরণ-কমল এক স্থানে স্থির হই-তেছে না। তোমার এই ক্ষীণতর মধ্যদেশ বৃহৎ-স্তনভারে ভীত হইয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে এবং এই অমলা-দৃষ্টি যেন মন্থরা হইতেছে। তোমার এই কেশকলাপ কি মনোহর!’ দুর্ব্বুদ্ধি অসুরেরা সেই সায়ন্তনী সন্ধ্যার প্রমদানুরূপ বিবিধ চেষ্টা কল্পনা করিয়া লোভে মোহিত হইল এবং তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিল। ৩২—৩৭। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা হাস্য করিয়া, সৌন্দর্য্য দ্বারা গন্ধর্ব্ব-অপ্সরাগণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ঐ কান্তি তৎকালে আপনিই যেন ভাব-গভীর আকার আঘ্রাণ লইতেছিল। অনন্তর তিনি স্বীয় কান্তিময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তাহা জ্যোৎস্না হইল। তাহাতে বিশ্বাবসু-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাহাকে গ্রহণ করিল। ভগবান্ আপনার আলস্য দ্বারা ভূত ও পিশাচদিগকে

সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু তাহারা সকলেই উলঙ্গ এবং আলুলায়িত-কেশ হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মা আপনার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই জৃম্ভা-নামিকা সেই তনুকে বিসর্জ্জন করিলেন। ব্রহ্মার ঐ শরীর বিসৃষ্ট হইলে ঐ সকল ভূত পিশাচেই তাহা গ্রহণ করিল। যে দেহ দ্বারা ইন্দ্রিয়-বিক্লেদ হয়, তাহার নাম নিদ্রা এবং যে দেহ ইন্দ্রিয়-বিক্লেদ-হেতুক উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ভ্রান্ত করে, তাহাকে উন্মাদ বলে। আলস্য, জৃম্ভা, নিদ্রা ও উন্মাদ—এই চারিটীকেই ভূত-পিশাচাদি গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাই তাহাদের শরীররূপে পরিণত হইয়াছে। অনন্তর ব্রহ্মা আপনাকে বলবান্ বিবেচনা করিয়া অদৃশ্য রূপ দ্বারা সাধ্যগণ ও পিতৃগণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার যে অদৃশ্য-কায় হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি হইল, সেই অদৃশ্য-কায়ই পিতৃগণ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই কায়কেই সম্প্রদানের নিমিত্ত করিয়া পণ্ডিত-গণ,—আপনাদের পিতৃস্বরূপ সাধ্যগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে হব্য-কব্য দান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, তিরোধান হইবার শক্তি দ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের সৃষ্টি করিয়া আপনার সেই অন্তর্দ্ধান নামক অপূর্ব্ব দেহ তাঁহাদিগকেই প্রদান করিলেন এবং তাহার পর আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকনপূর্ব্বক প্রতিবিম্বদর্শী সুন্দর আত্মার শিরঃকম্পাদি চেষ্টা কল্পনা করিয়া আত্মা দ্বারা কিন্নর এবং কিংপুরুষগণের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সকল কিন্নর ও কিংপুরুষ, ব্রহ্মার পরিত্যক্ত প্রতিবিম্ব-রূপ দেহ গ্রহণ করিয়াছে এবং পরস্পর মিথুনীভূত হইয়া উষাকালে তাঁহারই পরাক্রম এবং মাহাত্ম্য গান করিয়া থাকে। ৩৮—৪৬। পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই প্রকার কর-চরণ-প্রসারণ-সমন্বিত দেহ ধারণ করিয়াও দেখিলেন, তাঁহার সৃষ্টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না। তখন চিন্তাকুল-চিত্তে বহুক্ষণ শয়ান রহিলেন। পরে তিনি ক্রোধ বশত ভোগাদিযুক্ত আপনার ঐ দেহ দূরে ফেলিয়া দিলেন। ঐ নিক্ষিপ্ত দেহ হইতে যে সকল কেশ নিপতিত হইল, তাহারা অহি হইয়া জন্মিল। ব্রহ্মা যখন ঐ দেহ ত্যাগ করেন, তখন তাহা পদাদির আকুঞ্চন দ্বারা বিচলিত হইয়াছিল; এই কারণেই ঐ সকল অহির নাম সর্প হইল এবং ঐ নিমিত্তই তাহাদিগকে নাগ অর্থাৎ অত্যন্ত বেগবন্ত বলা যায়। ব্রহ্মার ভোগবিশিষ্ট দেহ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, ভোগ অর্থাৎ ফণা দ্বারা তাহাদের কন্ধর বিস্তীর্ণ হয়। তাহারা ক্রোধ-যোগে উৎপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং সকলেই অত্যন্ত খলস্বভাব হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মা, ঐ সকল দেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়া অবশেষে মন দ্বারা মনুদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বীয় পুরুষাকার শরীর তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। যে সকল ব্যক্তি অগ্রে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ মনুদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মার প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন, 'হে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মন্! আপনি উত্তম কর্ম্ম করিলেন; এই যে মনুসৃষ্টি হইল, ইহাতে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরাও সকলে একত্র হবির্ভাগাদি ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইব।' তদনন্তর ব্রহ্মা,—তপস্যা, উপাসনা, যোগ, বৈরাগ্য এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত সমাধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত করিয়া অন্য এক প্রকার অভিমত প্রজা অর্থাৎ ঋষিগণের সৃষ্টি করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এক এক করিয়া আপনার দেহের এক এক অংশ প্রদান করিলেন। ঐ সমস্ত অংশ,—সমাধি, যোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, উপাসনা ও বৈরাগ্য দ্বারা মণ্ডিত ছিল।" ৪৭—৫৩।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

দেবহূতির সহিত কর্দ্দম-ঋষির বিবাহ-সম্বন্ধ।

বিদুর কহিলেন, "ভগবন্! স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বড়ই আদরণীয়। ঐ বংশে মিথুন-ধর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংসর্গে যে প্রজা-বৃদ্ধি হয়, তাহাও সবিস্তর বলুন।" স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রদ্বয় প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। ইঁহারা ধর্ম্ম ও সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীকে কিরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন? ব্রহ্মন্! আপনি কহিয়াছেন, মনুর দেবহূতি নামে যে কন্যা ছিলেন, তিনি কর্দ্দম-প্রজাপতির সহধর্ম্মিণী হন। ঐ প্রজাপতি মহাযোগী। তাঁহার ঐ পত্নী যম-নিয়মাদি লক্ষণে বিভূষিতা। তাঁহার ঐ ভার্য্যায় কতগুলি সন্তান উৎপন্ন হয়? প্রভো! এ বিষয় শুনিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মিতেছে, আপনি তাহা বলুন। মহর্ষি রুচি, আকূতিকে এবং ব্রহ্মপুত্র দক্ষ, প্রসূতিকেও ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। এই দুই ভার্য্যাতে যে প্রকারে তাঁহারা প্রাণী সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও বলুন।" মৈত্রেয় কহিলেন, "ভগবান্ ব্রহ্মা, কর্দ্দম-প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি প্রজা সৃষ্টি কর।' তাহাতে ঐ ঋষি সরস্বতী-তীরে গমন করিয়া দশ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঐ তপস্যায় সমাধিযুক্ত পূজোপকরণ দ্বারা ভক্তিসহকারে শরণাগতের বরদাতা ভগবান্ হরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। ১—৬। যখন কর্দ্দম ঋষি ঐরূপে সত্যযুগে তপস্যা করিতে লাগিলেন, তখন ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি শব্দৈকবেদ্য ব্রহ্ম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। মুনিবর কর্দ্দম তপস্যা করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু, শরীর ধারণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় গগনমণ্ডলে বিরাজমান। গলদেশ,—শ্বেত পদ্ম ও উৎপলমাল্যে সুশোভিত; মুখপদ্ম—সুস্নিগ্ধ নীলবর্ণ অলকাবলীতে উদ্ভাসিত; কটিতট—নির্ম্মল বস্ত্রে আবদ্ধ; মস্তকে কিরীট; কর্ণে কুণ্ডল এবং হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান। তাঁহার হাস্য ও সরল দৃষ্টি যেন সকলের মনে আনন্দরাশি ঢালিয়া দিতেছে। তিনি আরও দেখিলেন, বাহন-গরুড়ের স্কন্ধোপরি তাঁহার দুইটী চরণ স্থাপিত এবং বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী ও কণ্ঠদেশে কৌস্তুভ-মণি শোভমান। কর্দ্দম ঋষি, ভগবানের ঐরূপ বরদ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল। তখন তিনি ভূমিতে মস্তক রাখিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং স্বতঃসিদ্ধ প্রীতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন;—"হে স্তত্য! আপনি সমস্ত সত্ত্বগুণের আধার, আপনাকে দেখিয়া অদ্য আমার নয়ন সার্থক হইল। যোগিগণ ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া বহুতর জন্মে সিদ্ধ না হইলে, আপনার সাক্ষাৎ পাইবার আশা করিতে পারেন না। যাহাদের বুদ্ধি আপনার মায়া-প্রভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহারাই সকাম হইয়া তুচ্ছ কাম-ভোগ-লালসায় ভবদীয় পাদপদ্ম সেবা করে। আপনিও তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করেন। আপনার চরণ-সরোজ, ভবার্ণবের পোত-স্বরূপ। তাহার নিকটে ঐ সকল কাম কি প্রার্থনা-যোগ্য! নরক-যোনিতেও ইহা পাওয়া যায়। সকাম প্রার্থনা এরূপ নিন্দনীয় হইলেও, দুরাশয়তা হেতু স্বয়ং গৃহাশ্রমের কামধেনু ত্রিবর্গদোহনশীলা ভার্য্যা লাভ করিবার বাসনায় আপনার পদ-কল্পপাদপের মূলে উপস্থিত হইয়াছি। প্রভো! যদিও আমি সকাম, তথাপি কামনা-পূরণার্থ অশেষ পুরুষার্থের মূল আপনার পাদমূল ব্যতীত কাহার উপাসনা করিব? হে অধীশ! আপনি

দেবহূতি ও কর্দ্দম-ঋষির বিবাহ-সম্বন্ধ।

প্রজাপতি; আপনার বাক্য-রজ্জু দ্বারা কামহত সমস্ত লোক পশুর মত বদ্ধ আছে। হে শুভ! আমি ঐ লোকসমূহের অনুগামী, অতএব আপনার পদে পূজোপহার সংগ্রহ করিয়া পত্নীলাভ করিতে অভিলাষী হইতেছি। আমি লোকানুগত হইয়া ভার্য্যা-কামনা করিতেছি না। ভার্য্যা বিনা দেব, ঋষি, পিতৃ—এই তিনের ঋণ হইতে মুক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই জন্যই ভার্য্যা প্রার্থনা করিতেছি। হে বিভো! আপনি কালস্বরূপ; আপনার ভয়ে আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি। আপনার ভক্ত-জনের কোন ভয়ই নাই। কেননা, তাঁহারা কামহত লোকদিগকে এবং ঐ সকল লোকানুগত আমার ন্যায় কর্ম্মজড় পশুদিগকে অনাদর করিয়া আপনার চরণাতপত্র আশ্রয় করিয়াছেন। তাহাতে আপনার গুণ-কথামৃতপানেই তাঁহাদের দেহধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাদি দূরীকৃত হয়। প্রভো! আপনার ত্রিনাভি-কালচক্র অতি অদ্ভুত। উহা অক্ষর ব্রহ্মার-স্বরূপ অক্ষের উপর নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। মলমাসের সহিত ত্রয়োদশ মাস ইহার ত্রয়োদশ অর। ইহাতে তিনশত ষষ্টি দিবারাত্র-রূপ তিনশত ষাইটটা পর্ব্ব আছে। ছয় ঋতু ইহার ছয়টা নেমি। অসংখ্য ক্ষণ-লবাদি, ইহার পত্রাকার ধারা। তিন চাতুর্ম্মাস্য ইহার নাভি অর্থাৎ আধার-স্বরূপ বলয়। ইহার বেগ অতি তীব্র, অতএব ইহা দুরতিক্রম। যদিও আপনার এই ত্রিনাভি-রূপ কালচক্র এই জগৎকে আকর্ষণ করিয়া ধাবমান হইতেছে, তথাপি উহা আপনার ঐ ভক্তবৃন্দের আয়ুকে সবলে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। ৭—১৭। হে ভগবন্! আপনি স্বয়ং এক। তথাপি আপনি জগতের সৃষ্টি-কামনায় আত্মাকে অবিকৃত দ্বিতীয় যোগমায়ার প্রভাবে সত্বাদি শক্তিত্রয় স্বীকারপূর্ব্বক সেই তিনটী শক্তি দ্বারা ঊর্ণনাভের ন্যায় এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন। হে অধীশ! আমরা আপনার ভক্ত। যদিও মায়া দ্বারা আমাদের অকিঞ্চিৎকর বিষয়সুখ বিস্তার করিতে আপনার ইচ্ছা হইবে না, তথাপি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের অভিলাষ সম্পন্ন করুন। আমরা ইহাতেই দেব, ঋষি ও পিতৃ-ঋণ মোচন করিয়া মুক্তি লাভ করিতে

পারিব। প্রভো! আমরা মায়া দ্বারা আপনাকে পরিচ্ছন্নের তুল্য বিলাসশালিনী-তুলসীযুক্ত দর্শন করিতেছি। আপনাকে এইরূপ দেখিলে ভোগ ও মোক্ষ—দুই ফল লাভ হইয়া থাকে। হে ভগবন্! ভবৎসংক্রান্ত জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্মের ফলভোগ অন্তর্হিত হয়। আপনি নিজ-মায়া দ্বারা এই লোকতন্ত্র সর্ব্বদা আবর্ত্তিত করিতেছেন। আপনি সকাম-পুরুষের কাম বর্ষণ করিয়া থাকেন; আপনিই ভক্তি-মুক্তি-দাতা। এইজন্য কি সকাম, কি নিষ্কাম—সকলেই আপনার চরণ-কমলে প্রণত হয়। আমি সর্ব্বদা আপনাকেই প্রণাম করি।' মৈত্রেয় কহিলেন, 'ভগবান্ পদ্মনাভ, গরুড়ের পক্ষোপরি বিরাজমান হইয়া কর্দ্দমের ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া সপ্রেমে কটাক্ষপাত করিলেন। তাহাতে তাঁহার ভ্রূদ্বয় যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইল। পরে তিনি সুধা-মাখা কথা কহিতে লাগিলেন;—'মুনিশ্রেষ্ঠ কর্দ্দম! তুমি যে অভিপ্রায়ে আত্মনিয়ম দ্বারা আমার আরাধনা করিলে, তাহা আমি অবগত আছি এবং আমি পূর্ব্বেই তাহার সংযোগ করিয়া রাখিয়াছি। তোমার ন্যায় যাহারা একাগ্রচিত্তে আমার অর্চ্চনা করে, তাহাদের সেই অর্চ্চনা কখন নিষ্ফল হয় না। তোমার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। ১৮—২৩। যে প্রজাপতি পতি সম্রাট মনু সদাচারাদি লক্ষণে বিখ্যাত, যিনি ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে বাস করিয়া সপ্তসাগরা মহী শাসন করিতেছেন; সেই ধর্ম্মজ্ঞ মনু, মহিষী শতরূপার সহিত পরশ্ব দিবস তোমাকে দেখিতে আসিবেন। তাঁহার একটী রূপ-লাবণ্যবতী কন্যা আছে। সে তরুণ-বয়স্কা এবং সুশীলা। সে আপনার অনুরূপ পতি অন্বেষণ করিতেছে। তুমিই তাহার উপযুক্ত পাত্র। ভার্য্যা-নিমিত্ত তোমার চিত্ত বহু-বৎসরাবধি সমাহিত হইয়াছে। সেই কন্যা তোমাকে আশু ভজনা করিবে। তোমার যে বীর্য্য আত্মাতে ধৃত আছে, সেই কন্যা তাহা নয় প্রকারে প্রসব করিবে। তোমার ঔরসে অনেকগুলি কন্যা জন্মিবে। ঋষিগণ তাহাদের গর্ভে পুত্রাধান করিবেন। বৎস! তুমি আমার আজ্ঞা সবিশেষ পালন করিয়া আমাতে সকল কর্ম্মের ফল সমর্পণ কর। ইহাতেই তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া অবশেষে আমাকেই পাইবে। তুমি গৃহাশ্রমী হইয়া জীবে দয়া করিও; পরে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রাণিমাত্রকেই অভয় দান করিও। এইরূপ কার্য্যে শেষে দেখিতে পাইবে, আমাতে তোমার আত্মা ও জগৎ—এই দুই একীভূত রহিয়াছে এবং তোমার আত্মাতে আমি অভিন্ন হইয়া রহিয়াছি। ২৪—২৯। তাহার পর আমিও তোমার বীর্য্যসহ আপনার অংশ-কলায় তোমার ক্ষেত্র দেবহূতির গর্ভে জন্ম লইয়া তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করিব।' ভগবান্ ঐ প্রকার উপদেশ দিয়া সরস্বতী-নদী-বেষ্টিত সেই 'বিন্দু' সরোবর হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কর্দ্দম দেখিলেন,—তপোমন্ত্রাদি-সিদ্ধ অন্যান্য প্রধান-পুরুষগণ যাঁহার স্তব করেন; সিদ্ধজনও যাঁহার পথ অন্বেষণ করেন, তিনি যে ভগবানের স্তবের জন্য সামবেদীয় ঋক্ উচ্চারণ করিতেছিলেন;—সেই ভগবান্ তাঁহার সম্মুখেই তদুচ্চারিত সামবেদের ঋক্ সকল শ্রবণ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। ঐ সকল সামধ্বনি, পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়ের পক্ষবাতে সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত হইতেছিল; সুতরাং সুস্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ প্রস্থান করিলে, ঋষি কর্দ্দম সেই কাল প্রতীক্ষা করিয়া বিন্দু-সরোবরের তীরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে স্বায়ম্ভুব মনু, ভার্য্যার সহিত হেমমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া এবং আত্মজাকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া, আত্মার বরান্বেষণার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে ভগব-নির্দ্দিষ্ট দিনে, শান্তব্রত ঐ কর্দ্দম-মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩০—৩৫। এই স্থানে ভগবানের শরণাপন্ন কর্দ্দমের প্রতি ভগবানের অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হয় এবং তাঁহার নেত্র হইতে হর্ষবারি পতিত হইয়াছিল। ঐ আশ্রমের নামই বিন্দু-সরোবর। উহা সরস্বতী-জলে অভিষিক্ত। ঐ স্থান অতি পবিত্র। সেখানকার জল রোগ-নাশক, অমৃত-তুল্য সুস্বাদু এবং সর্ব্বদাই মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সেবিত। অনেকানেক পুণ্যবৃক্ষ ও লতা উৎপন্ন হইয়া সেই স্থানকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঐ সকল পাদপ ও লতার শাখাসমূহে পক্ষিগণ এবং তলে মৃগগণ, মনোমুগ্ধকর স্বরে নানা-প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিতেছে। তথায় সকল ঋতুর ফল-পুষ্পই সর্ব্বদা বিরাজমান। তথাকার প্রেমমত্ত বিহগকুল, সুমধুর স্বরে শব্দ করিতেছে বলিয়া কতই কোলাহল বোধ হয়; ভ্রমর-সমূহ মত্ত হইয়া নানা প্রকারে বিহার করে এবং মদ-মত্ত ময়ূরগণ নটের ন্যায় নৃত্য করিয়া বেড়ায়। মত্ত কোকিলকুলও পরস্পরের আহ্বান নিমিত্ত বাগ্‌বিন্যাস করে। কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, পনস, আসন, কুন্দ, মন্দার, কুটজ, আম্র ইত্যাদি বিবিধ পাদপে সেই আশ্রমের কতই শোভা হইতেছে! তথায় কারণ্ডব, প্লব, হংস, কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক, চকোর প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের মনোহর কূজনে সকলকে মোহিত হইতে হয়। ৩৬—৪১। তাহার চারিদিকে হরিণ, শূকর, শল্লক, গবয়, কুঞ্জর, গোপুচ্ছ, মর্কট, নকুল ও কস্তূরী-মৃগ ভ্রমণ করে। আদিরাজ মনু, অনুচরবর্গসহ সেই পরম মনোরম তীর্থে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—একজন মুনি, ব্রহ্ম-চারিযোগ্য-হুতাশনে আহুতি দিয়া অধ্যাসীন রহিয়াছেন। ঐ ঋষি, বহুকাল তপস্যায় সমাহিত; ইহাতে তাঁহার শরীরে বহুবিধ উগ্রযোগ হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি দেহের জ্যোতি দ্বারা যেন জ্বলিতেছিলেন। তপস্যায় তাঁহার শরীর অতিশয় শীর্ণ ছিল। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার প্রতি সুস্নিগ্ধ অপাঙ্গাবলোকনে যাহা বলিয়া যান, তাহা চন্দ্রের কলা স্বরূপ অমৃতময়। তাহা শ্রবণ করাতে তাঁহার কৃশতা বিদূরিত হইয়াছিল। মনু দেখিলেন, সেই মুনি,—উন্নত-শরীর, পদ্ম-পলাশচক্ষু, জটাধারী এবং চীরবসন-পরিহিত। তিনি মুনির নিকটে গিয়া পুনর্ব্বার অবলোকন করাতে তাঁহাকে অসংস্কৃত মণির মত ঈষৎ মলিন বোধ হইল। অনন্তর আদিরাজ মনু, ঋষির কুটীরের নিকট গমন করিয়া তাঁহার পাদ-সমীপে প্রণাম করিলেন। মুনিও আশীর্ব্বচনে অভিনন্দন করিলেন। মনু অর্হণ গ্রহণপূর্ব্বক আসনে আসীন হইলে, মুনিশ্রেষ্ঠ কর্দ্দম ভগবানের সেই আদেশ স্মরণ করিয়া সুকোমল-বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—'হে রাজন্! বোধ করি, তুমি সাধু-সংরক্ষণ ও অসাধু-দমনের জন্য এই পর্য্যটন আরম্ভ করিয়াছ, কেননা, তোমরা ভগবানের শক্তি। লোক-পালন ভগবৎশক্তিতেই হয়।" ঋষিশ্রেষ্ঠ কর্দ্দম, স্বায়ম্ভুব মনুকে এইরূপ কথা বলিয়া, তদন্তর্যামী বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনিই তত্তৎ কার্য্যের অনুরোধে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি বায়ু, যম, ধর্ম্ম, বরুণ প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া থাকেন; আপনাকে নমস্কার করি।' অনন্তর তিনি মনুকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, 'মহারাজ! মণিভূষিত এই জয়শীল রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া, যদি তুমি ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ না কর তবে সকলই একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। রাজন্! তোমার ধনুর টঙ্কারে পাপিগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে। হে আদিরাজ! তুমি এই যে মহতী সেনা লইয়া, অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় পর্য্যটন করিতেছ, ইহাতে এই ভূমণ্ডল তোমার সৈন্য সকলের চরণক্ষুণ্ণ হইয়া টলমল করিতেছে। তুমি এইরূপে ভ্রমণ করিতেছ বলিয়া ভগবৎ-কৃত বর্ণাশ্রম বিষয়ক সেতু রক্ষা পাইতেছে; নতুবা দস্যুগণ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিত। রাজন্! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ান থাকিলে, লোলুপ লোক সকল নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিবে, সুতরাং অধর্ম্ম

অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে ; তাহা হইলে সমস্ত লোক দস্যুগ্রস্ত হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তুমি অকারণে পর্য্যটন কর নাই, তথাচ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি জন্ত এ স্থানে আগমন হইল ? যাহা বলিবে, তাহাই হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করিব।' ৩৬—৫৪।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মহর্ষি-কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির বিবাহ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "মহর্ষি-কর্দ্দম এই প্রকারে আদিরাজ মনুর অসীম গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষ দেখাইয়া প্রশংসা করিলে, সম্রাট্ মনু আত্ম-প্রশংসাবাদে লজ্জিত হইলেন। পাছে আপনার অভিপ্রায় প্রত্যাখ্যাত হয়, এই ভয়ে তিনি কহিতে লাগিলেন ;—'হে ব্রহ্মন্! বেদময় ব্রহ্মা বেদ-প্রবর্ত্তন করিলে ইচ্ছা করিয়া আপনাদিগকে তপোনিষ্ঠ, বিদ্বান্, যোগবিশিষ্ট এবং অলম্পট করিয়া আপনার মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আপনাদিগের পরিপালন করিবার জন্ত স্বীয় বাহু-সহস্র হইতে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিমিত্ত লোকে আপনাদিগকে ব্রহ্মার হৃদয় এবং আমাদিগকে তাঁহার অঙ্গ বলিয়া থাকে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করি। যদিও আমরা বোধ করি, এই রক্ষা আমাদের আত্মকৃত ; কিন্তু সেই সৎ ও অসতের আত্মা হইয়াও নির্ব্বিকার পরমেশ্বরই বাস্তবিক রক্ষা করেন। আপনাকে দেখিবামাত্র তৎসম্বন্ধে আমার সকল সন্দেহ এক্ষণে ছিন্ন হইল। যেহেতু আমি রক্ষা-কার্য্য করিতে অভিলাষী, আপনি প্রীতি সহকারে আমার সেই ধর্ম্ম কহিয়া দিলেন। আমি শুভাদৃষ্ট বশত আপনার দর্শন পাইলাম। আপনি, অকৃতাত্মা লোকের দুর্দ্দর্শন। সৌভাগ্যক্রমে আপনার পাদরজঃ নিজ-মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিলাম। ১—৬। আর সৌভাগ্য-বলেই অদ্য আমি, আপনার অনুশাসন ও মহৎ কৃপা লাভ করিলাম। আমি অনাবৃত কর্ণরন্ধ্র দ্বারা যে আপনার অমৃতময়ী বাক্যাবলী সেবা করিলাম, ইহাও আমার সামান্ত ভাগ্যের ফল নহে! প্রভো! আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিলেন। দুহিতার স্নেহবন্ধন-নিবন্ধন অন্তঃকরণ অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে। এইহেতু এক্ষণে দীনের একটী নিবেদন, অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। এইটী আমার দুহিতা। ইনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী। ইনি বয়ঃশীলাদি-গুণ-সম্পন্ন পতি অন্বেষণ করিতেছিলেন। ইনি নারদের মুখে আপনার কুল, শীল, বয়স, বিদ্যা, রূপ এবং গুণের কথা শুনিয়া, আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। অতএব হে দ্বিজবর! আমি শ্রদ্ধাসহকারে উপহার স্বরূপ ইহাঁকে সম্প্রদান করিতেছি, আপনি ইহাঁকে স্বীকার করুন। হে মুনে! আমার এই কন্তা সর্ব্বপ্রকারে আপনার অনুরূপা ; ইহাঁ হইতে আপনার গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। দেখুন, সঙ্গত্যাগী ব্যক্তির নিকটেও যদি ভোগ্য বিষয় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারও তাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে ;—সকাম ব্যক্তির ত কথাই নাই। অতএব আপনি এই কন্তাটিকে গ্রহণ করুন। আরও দেখুন, উপস্থিত বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি পশ্চাৎ কৃপণের নিকট যাচ্ঞা করে, মহাযশস্বী হইলেও, সে ক্রমশঃ যশোহীন হয় এবং তাহার মনও অবজ্ঞা দ্বারা বিনষ্ট হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি শুনিলাম,—আপনি বিবাহ করিতে উদ্যত ; সেই জন্তই এই কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনার ব্রহ্মচর্য্য সাবধিক, অতএব ব্রত সমাপন করিয়া আমার প্রদত্তা এই কন্তা প্রতিগ্রহ করুন।' ৭—১৩। কর্দ্দম কহিলেন, 'ভালই হইল, আমিও বিবাহ করিতে অভিলাষী। তোমারও এই কন্তা অদত্তা। ইনি আমাকে পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত স্থির-সঙ্কল্প, এইজন্ত তুমি অন্ত কোন ব্যক্তিকে সম্প্রদান করিতেও স্বীকার কর নাই ; সুতরাং এই প্রথম বৈবাহিক-বিধি আমাদের উভয়েরই অনুরূপ হইবে। অতএব হে মানদ! বিবাহ-বিধিসম্মত মন্ত্র, আপনার এই কন্তার প্রতি প্রযোজিত হউক। ইহাঁর প্রতি আমি অনুরাগী ; ইহাঁর কান্তিপ্রভায় ভূষণাদিরও শোভা অধঃকৃতা হয়, ইহাঁকে কে না আদর করিবে? মহারাজ! একদা তোমার এই কন্তা হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন ; সেই সময়ে ক্রীড়নক-কন্দুকেই ইহাঁর নেত্র নিবিষ্ট ছিল। ক্রীড়া করিতে করিতে ইতস্তত ধাবমানা হওয়াতে ইহাঁর চরণের নূপুরে শব্দ হয়, তাহাতেই ইহাঁর চরণে সুন্দর শোভা হইয়াছিল। বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব, ইহাঁকে তদবস্থায় অবলোকন করিবামাত্র সম্মোহে বিমূঢ়-চিত্ত হইয়া স্বীয় বিমান হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। ইনি স্ত্রীগণের ভূষণরূপা। যাহারা কমলার চরণ সেবন না করে, তাহারা ইহাঁর দর্শন লাভ করিতে পারে না। আর তুমি আদিরাজ মনু ; ইনি তোমার কন্তা এবং উত্তানপাদের ভগিনী। আপনি স্বয়ং আসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন ; কে এই প্রার্থনায় সম্মত না হইবে? কিন্তু আমার একটী প্রতিজ্ঞা এই যে, যে পর্য্যন্ত এই কন্তার সন্তানোৎপত্তি না হয়, তাবৎ গৃহধর্ম্ম পালন করিব। যতকাল ইনি নিজের ও আমার তেজ ধারণ না করিবেন, ততকাল ইহাঁর সহিত বাস করিব। তাহার পর ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং—পরমহংস-মুখ্য অর্থাৎ জ্ঞানমুখ্য শমদমাদি-স্বরূপ যে হিংসারহিত ধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে কহিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান করিব। হে রাজন্! যিনি এই বিচিত্র বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছেন ; যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থিত আছে এবং শেষে যাঁহাতে ইহা লীন হইবে,—প্রজাপতিদিগের পতি সেই ভগবান্ অনন্তই এ বিষয়ে আমার প্রমাণ।' ১৪—১৯।

মৈত্রেয় কহিলেন, "হে উগ্রধন্বন্ বিদুর! কর্দ্দম ঋষি এইটুকু মাত্র বলিলেন। পরে তিনি ভগবান্ পদ্মনাভকে ধ্যান করিয়া তূষ্ণীভাবে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার হাস্য-শোভিত-বদন-সন্দর্শনে দেবহূতির চিত্ত প্রলুব্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মনু স্বীয় মহিষী এবং দুহিতার স্পষ্টাভিপ্রায় অবগত হইয়া হৃষ্টমনে বহু-গুণশালী সেই কর্দ্দম-মুনিকে অনুরূপ কন্তা সম্প্রদান করিলেন। মহারাজ্ঞী শতরূপাও সন্তুষ্ট-চিত্তে বিবাহকালীন-দানোচিত নানাবিধ বসন, ভূষণ ও বিবিধ গৃহোপকরণ সকল সেই দম্পতীকে যৌতুক দিলেন। যোগ্যপাত্রে কন্তা সম্প্রদান হইল,—মনুও বিগত-চিন্ত হইলেন ; কিন্তু তনয়ার বিরহ-ভাবনায় তাঁহার মনে অন্ত প্রকার উৎকণ্ঠা জন্মিল। ইহাতেই তিনি ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। এই জন্ত স্নেহভরে ভুজদ্বয়ে তনয়াকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে তিনি কন্তার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া 'মাতঃ! বৎস!' এইরূপ বলিতে বলিতে, বারংবার চক্ষের জল ফেলিয়া তাঁহার কেশ আর্দ্র করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাদর-সম্ভাষণে মুনিবর কর্দ্দমের নিকট বিদায় লইয়া ভার্য্যার সহিত রথে আরূঢ় হইলেন। পরে তিনি ভৃত্যগণ-সমভিব্যাহারে স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। ২০—২৪। হে বিদুর! মনু, শোভাশালিনী ঋষিনদী সরস্বতীর উভয় তটস্থ প্রশান্ত মুনিগণের আশ্রম-শোভা দেখিতে আসিতে লাগিলেন। তাহাতে দুহিতার বিরহজনিত ক্লেশ অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। তিনি পুর-সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,—ইহা তাঁহার প্রজারা জানিতে পারিয়া, রাজদর্শন-মানসে হৃষ্টচিত্তে বিবিধ গীত বাদ্য ও স্তব করিতে করিতে নিজ নিজ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে বহির্গত হইল এবং তাঁহাকে আনিবার জন্ত অগ্রসর হইতে লাগিল। যেখানে সর্ব্ব-সম্পত্তি-বিশিষ্টা বর্হিষ্মতী নামে পুরী আছে, তাহা

ব্রহ্মাবর্ত। যেখানে যজ্ঞাঙ্গ বরাহের, অঙ্গ-কম্পনে শরীর হইতে লোম সকল পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম বর্হিষ্মতী পুরী। এ পুরীতে হরিদ্বর্ণ কুশ ও কাশ সর্ব্বদা পাওয়া যায়; তদ্দ্বারা ঋষিগণ, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে পরাভব করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে বিষ্ণুর আরাধনা করেন। রাজর্ষি মনুও ভূমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঐস্থানে কুশ ও কাশ আস্তরণপূর্ব্বক যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু সেই বর্হিষ্মতী পুরীতে থাকিতেন। তিনি তথায় ফিরিয়া আসিয়া আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়-নাশক আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি স্ত্রীপুত্র লইয়া ধর্ম্মাদির অবিরোধে বিবিধ-ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৫—৩০। প্রত্যহ প্রত্যূষে সস্ত্রীক সুরগায়কগণ তাঁহার সংকীর্ত্তি গান করিত। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আসক্ত-চিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিতেন। স্বায়ম্ভুব মনু ভগবদ্ভক্ত, সুতরাং ঐহিক ভোগ-রচনায় অবস্থিত হওয়াতে ভোগ সকল তাঁহাকে একটুও অভিভব করিতে পারিল না। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করিতেন, তাঁহাকে ধ্যান করিতেন এবং নিজ বাক্যে ভগবৎকথা রচনা করিতেন,—এইজন্য অযাতযামই হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার সময় বৃথায় যায় নাই। কালের যে সব অবয়ব তাঁহার আপনার মন্বন্তর পূর্ণ করিয়াছিল, তাহারা সারশূন্য হয় নাই। ঐরূপে তিনি আপনার অন্তর-কাল একসপ্ততি যুগ অতিবাহিত করিলেন। ভগবান্ নারায়ণের কথা-প্রসঙ্গে আসক্তি-নিবন্ধন তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয় পরিভূত করিয়াছিলেন। হে বিদুর! কোন সময়ে কোন প্রকার ক্লেশই তাঁহাকে বাধা দেয় নাই। শারীরিক, মানসিক, দৈবিক, শত্রুপ্রভব এবং শীতোষ্ণাদি-প্রভব প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ হরিপদাশ্রিত-জনের ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে না! মুনিগণ, মনুকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সকলের হিত-কামনায় বিবিধ শুভাবহ ধর্ম্ম এবং মানবের সাধারণ ধর্ম্ম, বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম বিবৃত করিয়াছিলেন। বৎস! আদিরাজ মনুর এই অদ্ভুত চরিত্র তোমার নিকট বর্ণিত হইল। এক্ষণে তাঁহার কন্যা দেবহূতির প্রভাব বলিতেছি, শ্রবণ কর।" ৩১—৩৭।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বিমানে কর্দ্দম ও দেবহূতির রতিক্রীড়া।

মৈত্রেয় কহিলেন, "পিতা মাতা স্বদেশে প্রস্থান করিলে, সাধ্বী দেবহূতি, পতির অভিপ্রায়ানুসারে প্রীতি-সহকারে নিত্য তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভবানী যেরূপ ভগবান্ ভবের সেবা করিয়াছিলেন, দেবহূতিও সেইরূপ বিশ্বাস, শৌচ, গৌরব, ইন্দ্রিয়-দমন, সৌহার্দ্দ-প্রদর্শন এবং সুমধুর-সম্ভাষণ দ্বারা স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি কাম, কাপট্য, দ্বেষ, লোভ, অহঙ্কার ও নিষিদ্ধাচরণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলেন এবং সাবধানে শুশ্রূষা করিয়া নিত্য সেই তেজীয়ান্ পতির সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন।" বৎস! মনুতনয়া দেবহূতি দৈব অপেক্ষাও গুরুতর পতির নিকট মহৎ-আশীর্ব্বাদ-লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তিনি সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষা দ্বারা পতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিলেন। একে তিনি ব্রতাচরণে ক্ষীণ হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার দীর্ঘকাল ঐরূপে গত হওয়াতে আরও শীর্ণ হইলেন। মহর্ষি কর্দ্দম, সহধর্ম্মিণীর প্রতি দৃষ্টিপাতে তাঁহার তদবস্থা দেখিয়া করুণার্দ্র হইলেন। তখন তিনি, প্রেমগদ্গদ-বচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে মানবি! তুমি অতি মানদা! অদ্য আমি তোমার শুশ্রূষা এবং সাতিশয় ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়াছি। যে দেহ,—দেহিমাত্রের অতীব প্রিয়; তুমি সেই দেহকেও আমার জন্য উপেক্ষা করিয়া ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছ। প্রিয়তমে! আমি স্বধর্ম্ম-রত হইয়া তপস্যা, সমাধি, উপাসনা প্রভৃতিতে একাগ্রতা লাভ করিয়া ভগবানের প্রসাদস্বরূপ ভয়-শোক-বিহীন যে যে দিব্য ভোগ জয় করিয়াছি; আমাকে সেবা করিয়া সেই সকল ভোগ তোমার আয়ত্ত হইল। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষুঃ দিতেছি, তুমি তাহাতে ঐ সমস্ত দেখিতে পাইবে। ১—৬। ভগবান্ উরুক্রমের ভ্রূভঙ্গি-মাত্রে যে সকল অন্যান্য ভোগের বাসনা বিনষ্ট হয়, তৎসমুদায় কি তোমার উপযুক্ত নয়? তুমি সিদ্ধ হইয়াছ;—নিজ পাতিব্রত্য ধর্ম্মে উপার্জ্জিত সেই সকল দিব্য ভোগ উপভোগ কর। ঐ সকল ভোগ মনুষ্যদিগের অতি দুষ্প্রাপ। "আমরা নৃপতি" এইরূপ বিক্রিয়া অর্থাৎ এই প্রকার বিকৃত-ভাগ্য নৃপতিরাও ঐ সকল ভোগ করিতে পায় না।' অখিল যোগ-মায়া এবং উপাসনা-পটু মহর্ষি কর্দ্দম যখন এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেবহূতি তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ঈষৎ লজ্জার সহিত অবলোকন করাতে তাঁহার বদনের বড়ই সুন্দর শোভা হইয়াছিল। অনন্তর তিনি পতিকে সবিনয় ও সপ্রণয় গদ্গদ-বচনে কহিলেন, 'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হে স্বামিন্! আপনি অমোঘ যোগ ও মায়ার অধিপতি। আপনি যাহা কহিলেন, সকলই আপনাতে সিদ্ধ আছে; কিন্তু আপনি আমার পাণিগ্রহণ-সময়ে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করুন। যাহাতে আমার গর্ভাধান হইতে পারে, এমন অঙ্গ-সঙ্গ একবার হউক। প্রভো! সতী স্ত্রীগণ শ্রেষ্ঠ-পতি লাভ করিয়া পুত্র প্রসব করিতে পারিলে গরীয়সী হয়। হে ঈশ! যদি অঙ্গীকার পালন নিমিত্ত অঙ্গ-সঙ্গ করিতে মানস হয়, তবে কামশাস্ত্রানুসারে সেই বিষয়ের সাধনোপায় কল্পিত করুন অর্থাৎ ভোজনাদি দ্বারা শরীরে এরূপ বলাধান সাধন করিতে অনুমতি হউক, যাহাতে আমার এই কলেবর রতিক্রীড়ায় সমর্থ হয়। প্রভো! মনোভব কাম, আপনার নিকট পরাভূত হইয়া আমার উপরে বল প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য আমার চিত্ত রমণেচ্ছায় আকর্ষিত হওয়াতে, আমার দেহ দীন হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে বলাধান করা প্রয়োজনীয় এবং রতি-সাধনের অনুরূপ ভবনও নির্দ্ধারিত করুন।' মৈত্রেয় কহিলেন, "কর্দ্দম মুনি, স্বীয় প্রিয়তমার মঙ্গল-সাধনার্থ যোগাবলম্বন করিলেন। হে বিদুর! তাঁহার যোগবলে তৎক্ষণাৎ একটী কামগ বিমান আসিয়া আবির্ভূত হইল। ৭—১১। সেই চমৎকার বিমানখানি সর্ব্বকামদুঘ। তাহা বিবিধ রত্নসম্ভারে ভূষিত; তাহার মধ্যে সর্ব্বসম্পদের উপচয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এবং তাহা মণিময় স্তম্ভে অলঙ্কৃত ছিল। সেই সর্ব্বকাম-সুখাবহ বিমানে দিব্যসজ্জা সংগৃহীত ছিল। পট্টিকা নামে বস্ত্র-বিন্যাস পট্টবস্ত্র-বিশেষ ও বিচিত্র পতাকাদি দ্বারা তাহার অলঙ্কার-শ্রী বিভাসিত হইতেছিল। সেই বিমানস্থ বহুবিধ বিচিত্র মাল্য এবং কুসুম-সঞ্চয়ের সৌরভে অলিকুল মুগ্ধভাবে ঘুরিয়া-ফিরিয়া মনোহর ধ্বনি করিতেছিল। তাহার সকল অংশেই দুকূল, ক্ষৌম, কৌষেয় প্রভৃতি বসন বিরাজিত ছিল। বিদুর! তাহাতে উপর্য্যুপরিবিন্যস্ত পৃথক্ পৃথক্ গৃহ সকলের মধ্যে উত্তম উত্তম শয্যাও বিরচিত ছিল। পর্য্যঙ্ক, ব্যজন ও আসন, স্থানে স্থানে সুসজ্জিত ছিল বলিয়া সেই সকল গৃহের সকল স্থানই মনোহর বোধ হইয়াছিল। স্থানে স্থানে নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম এবং কোন স্থানে মহামরকত-মণির স্থল, কোথাও বা মনোহর বিদ্রুম-বেদি দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার বিদ্রুম-নির্ম্মিত দ্বারের কবাটে কতই

বজ্ররত্ন খচিত। চূড়াসমূহ ইন্দ্রনীল-মণি-মণ্ডিত এবং তাহার উপর হেম-কুম্ভ সংস্থাপিত। ১২—১৭। তাহার বজ্রময় ভিত্তিসমূহে বড় বড় জ্বলন্ত পদ্মরাগ-মণি জ্বলিতেছিল। বিচিত্র বিমান, হার, হেম-তোরণ যথাস্থানে স্থাপিত। তাহাতে হংস-পারাবত প্রভৃতি পক্ষী সকল এমনই ভাবে চিত্রিত ছিল যে, অকৃত্রিম হংসাদি তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের উপর বারংবার পতিত হইতেছিল এবং স্বজাতি ভ্রমে শব্দ করিতেছিল। সেই বিমানে ক্রীড়া-প্রদেশ, শয়ন-গৃহ, উপবেশন-স্থান, প্রাঙ্গণ ও প্রাচীরের বহিঃস্থ অজির প্রভৃতি সুখদায়ক স্থানই সুন্দররূপে নির্ম্মিত;—তাহা মায়াবীরও পরম বিস্ময়জনক। এতাদৃশ গৃহ অবলোকন করিয়াও দেবহূতি দেহ-মালিন্য এবং পরিচারিকার অভাব-হেতু চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেন নাই। সকল প্রাণীর অভিপ্রায়-অভিজ্ঞ ঋষিবর কর্দ্দম যোগ-বলে তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন, 'হে ভীরু! হ্রদে স্নান করিয়া আসিয়া, এই বিমানে আরোহণ কর। ঐ সরোবর উৎকৃষ্ট তীর্থ। ভগবান্ বিষ্ণু, ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা আনন্দ-বিন্দুপাত দ্বারা মুনিগণের মনোরথ পূর্ণ করে।' দেবহূতি প্রীত-মনে ভর্ত্তার ঐ বাক্য সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিধান-বাস মলিন, কেশ বেণীভূত, শরীর মলপঙ্কে আচ্ছন্ন এবং স্তনদ্বয় বিবর্ণ হইয়াছিল। তিনি পতির আদেশ পাইয়াই সরস্বতী-জলে গিয়া অবগাহন করিলেন। ঐ সরোবরে নানাবিধ পবিত্র জলচর সকল বাস করিত। ১৮—২৪। জলে প্রবেশ করিয়াই দেবহূতি দেখিলেন, চমৎকার দৃশ্য। সরোবরের অভ্যন্তরস্থ গৃহমধ্যে দশ শত কন্যা বিরাজ করিতেছে। তাহারা সকলেই তরুণ-বয়স্কা,—সকলেরই গাত্র হইতে উৎপলের গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে। ঐ সকল কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইল এবং অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—'আমরা আপনার কর্ম্মচারিণী,—আমরা কি করিব আজ্ঞা করুন। এই বলিয়া তাহারা আপনারাই তাঁহাকে স্নানযোগ্য মহার্হ তৈলাদি মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিল। তাহার পরে দুই খানি নির্ম্মল নূতন দুকূল পরাইয়া দিল। যে সকল উত্তম উত্তম ভূষণ দেবহূতির রুচিকর এবং যাহা অতিশয় দীপ্তিমান্,—তাহারা সে সকল ভূষণে তাঁহাকে ভূষিত করিল। তদনন্তর সর্ব্বগুণযুক্ত ভক্ষ্য, পেয় ও সুস্বাদু আসব আনিয়া সম্মুখে রাখিল। অনন্তর দেবহূতি তত্রস্থ আদর্শে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিলেন। তাহাতে তিনি দেখিলেন যে, গলদেশে মালা এবং পরিধানে নির্ম্মল বসন; শরীরে একটুও মলা নাই; যে অঙ্গে যে অলঙ্কার শোভা পায়, সে সমস্তই সন্নিবেশিত করিয়া কতকগুলি কন্যা তাঁহার প্রশংসা করিতেছে। তিনি আরও দেখিলেন,—আপনার দেহ—উদ্বর্ত্তনাদি দ্বারা সুমার্জ্জিত ও প্রক্ষালিত;—মস্তক—তৈল দ্বারা অভ্যক্ত হইয়াছে; অঙ্গ সকল—সর্ব্বাভরণে ভূষিত; গ্রীবাদেশে পদক; হস্তে বলয় বিরাজিত,—চরণদ্বয়ে স্বর্ণ-নূপুর শব্দিত; নিতম্ব-দেশের উপরিভাগ নানারত্ন-খচিত সুবর্ণ-কাঞ্চী এবং গলদেশ—মহার্হ হার ও কুঙ্কুমাদি অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্যে বিভূষিত। তিনি আরও দেখিলেন,—তাঁহার বদন—সুন্দর ভ্রূ, শোভন দন্তপংক্তি, কমলকোরকের সহিত স্পর্দ্ধাকারী সুস্নিগ্ধ সকটাক্ষ নয়ন এবং বিলাস-শালিনী অলকাবলী দ্বারা বড়ই শোভান্বিত হইতেছে। ২৫—৩২। পরে দেবহূতি, ঋষি শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম পতিকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র তিনি দেখিলেন,—ঐ সকল কন্যাগণ পরিবৃতা হইয়া তিনি পতিসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু যখন তিনি ভর্ত্তার অগ্রে গিয়া স্ত্রী-সহস্র-পরিবৃত-আপনার প্রতি এবং সেই যোগাসনে আসীন স্বামীর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার মনোমধ্যে সংশয় জন্মিল,—তিনি বিস্মিত হইলেন। মুনিবর দেখিলেন, স্নানান্তে দেবহূতির বড়ই শোভা হইয়াছে; বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ সুন্দর রূপ ছিল, পুনর্ব্বার সেইরূপ হইয়াছে; বসন-আবরণে তাঁহার রুচির স্তনযুগল সুন্দর শোভা পাইতেছে, তাঁহার পরিধানে সুন্দর বাস এবং সহস্র বিদ্যাধরী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। প্রিয়-তমাকে ঐরূপ অবলোকন করিয়া ঋষিবরের হৃষ্টান্তঃকরণে প্রেমোদয় হইল। তিনি ভার্য্যার করধারণ-পুরঃসর সেই বিমানোপরি আরোহণ করাইলেন এবং পরে আপনি আরূঢ় হইলেন। তিনি প্রিয়তমার সহিত বিমানে আরোহণ করিলে অতিশয় সুষমা-সম্পন্ন হইলেন। তৎকালে তাঁহার মহিমাও কোন অংশে লুপ্ত হইল না। বিদ্যাধরীগণ নানা প্রকারে তাঁহার শরীর-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কুমুদ-প্রকাশক গগনমণ্ডলস্থ পূর্ণ-সুধাকর, তারানিকরে পরিবেষ্টিত হইলে তাঁহার যদ্রূপ শোভা হয়, ঐ মুনির ঠিক সেইরূপ শ্রী প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার পর তিনি স্ত্রীসমূহ-পরিবৃত হইয়া সেই বিমানোপরি অনেক দিন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অষ্ট-লোকপালের বিহারস্থল সুমেরু-পর্ব্বতের যে যে কন্দর,—সুশীতল, সুগন্ধ ও ধীর অনিলের দ্বারা রমণীয় এবং যেস্থান স্বর্গনদী মন্দাকিনীর পতন-শব্দে শব্দায়মান; তথায়—কুবের, ভ্রমণ করিতে করিতে সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যদ্রূপ প্রীতি লাভ করেন—মুনিবর কর্দ্দমও তদ্রূপ প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। ৩৩—৩৮। সেই বিমানে অবস্থিত হইয়া তিনি বৈশ্রম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক, চৈত্ররথ প্রভৃতি বিবিধ দেবোদ্যান-সমূহে এবং মানস-সরোবর প্রভৃতি স্থানে আপনার প্রিয়তমার সহিত প্রীত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার অন্তঃকরণ ধনদের তুল্য প্রীত হইতে লাগিল। তিনি বিভাশালী ও কামগামী সেই বিমানযোগে গগনপথে বায়ুর মত সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বৈমানিক লোক সকলকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত হইলেন। হে বিদুর! কর্দ্দম ঋষি যে, বৈমানিক লোক অতিক্রম করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? তীর্থপাদ হরির চরণদ্বয় স্মরণ করিলেই ত সংসার নাশ হয়। সেই চরণ-কমলে যে সকল ধীর ব্যক্তি আশ্রয় লয়েন, তাঁহাদিগের কি দুষ্প্রাপ্য বল? মহাযোগী কর্দ্দম ঐ প্রকারে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি আশ্চর্য্যজনক অবনীমণ্ডলের দ্বীপ-বর্ষাদি সমুদায় অংশ প্রিয়তমাকে দেখাইয়া আপনার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর ঋষি, যখন দেবহূতিকে রমণার্থ উৎসুক দেখিলেন, তখন তিনি আপনাকে নয় প্রকারে বিভক্ত করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। যদিও ঐ ঋষি বহু বৎসর সুরত-ক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে ঐ সময় মুহূর্ত্তবৎ হইল। দেবহূতিও সেই বিমানে রতিকরী উৎকৃষ্ট শয্যায় পতির সহিত রমণ-রতা থাকাতে বহু কাল যে গত হইল, তাহা জানিতে পারিলেন না। ৩৯—৪৩। ঐ দম্পতী যোগপ্রভাবে সুরত-ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে শত সংবৎসর অতীত হইল; কিন্তু কাম-মুগ্ধতা-নিবন্ধন তাঁহাদের পক্ষে ঐ সুদীর্ঘ সময়ও অতি অল্পক্ষণ-তুল্য শীঘ্রই গত হইল। ঋষি সর্ব্বসঙ্কল্পবিদ্ ছিলেন; সুতরাং দেবহূতির যে বহু অপত্য পাইবার সঙ্কল্প ছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন। তাঁহার কামনা পূর্ণ করিবার শক্তি আপনার আছে, ইহাও বিবেচনা করিয়া সাতিশয় প্রীতি-সহকারে তাঁহাকে আত্মদেহার্দ্ধ-তুল্য ভাবনা করিলেন এবং আপনাকে নয় প্রকারে বিভক্ত করিয়া তদীয় গর্ভে বীর্য্যাধান করিলেন। তিনি আত্মতত্ত্ববিদ্ ছিলেন, এ জন্য পত্নীতে তাঁহার মন আসক্ত হয় নাই; সুতরাং যথেষ্ট বীর্য্য-পাত না হওয়াতে ঐ গর্ভে কন্যা উৎপন্ন হইল। তাঁহার পত্নী দেবহূতি সদ্যই কতকগুলি কন্যা প্রসব

করিলেন। তাহারা সকলে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী। সকলেরই অঙ্গ হইতে লোহিতোৎপলের সৌরভ বহির্গত হইতেছিল। পরে দেবহুতি দেখিলেন,—স্বামী প্রব্রজ্যাশ্রম-গমনে উদ্যত। ইহাতে তিনি বাহে বিস্মৃত এবং অন্তরে ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে সাতিশয় শোক-সন্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি নিদারুণ চিন্তায় আকুল হইয়া অধোমুখে নখমণি-শোভিত চরণে ভূমি খনন করিতে লাগিলেন। পরে নেত্রবারি সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে কোমল-বচনে কহিলেন, 'ভগবন্। আপনি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে সমুদায়ই সম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি পুনরায় আপনার শরণাগত হইলাম, আমাকে অভয়দান করুন। ৪৪—৪৯। ব্রহ্মন্! আপনি প্রব্রজ্যার্থ বনে গমন করিলে আপনার এই কন্যাদিগকে স্ব স্ব উপযুক্ত পতি অন্বেষণ করিতে হইবে;—ইহা অপেক্ষা আমার দৈন্য আর কি আছে? আর আপনি গমন করিতেছেন, আমাকে তবে কে জ্ঞান-শিক্ষা প্রদান করিবে? এত কাল বিষয়-ভোগে অতিবাহিত করিলাম, এক্ষণে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এমন রত ছিলাম যে, তাহাতেই আসক্ত হইয়া আমার পরমাত্মাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমি ইন্দ্রিয়-প্রসক্ত হইয়া আপনাতে অনুরক্ত ছিলাম, কিন্তু আপনার পরম-ভাব আমার বুদ্ধিতে বিকাশিত হয় নাই। আপনার অনুগ্রহে আমার অভযার্থ এ সকল বিষয় হউক। আমি শুনিয়াছি, অজ্ঞান-বশত অসৎ-বিষয়ে আসক্তিই ভব-ভয়ের কারণ হয়; তাহাই আবার সাধু-পুরুষে বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্বের ফল দান করে। প্রভো! যাহার কর্ম্ম স্বভাবতই ইহলোকে ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যে কল্পিত না হয় এবং পরে হরির সেবায় পর্য্যবসিত না হয়, সে জীবিত হইলেও মৃত। আমি ভগবানের মায়াতে অতিশয় বঞ্চিত হইয়াছি; যেহেতু, আমি মোক্ষপ্রদ স্বামী পাইয়াও মুক্তির ইচ্ছা করি নাই।' ৫০—৫৫।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

দেবহুতির গর্ভে কপিলদেবের জন্ম।

মৈত্রেয় কহিলেন, "মনুদুহিতা দেবহুতির এই প্রকার নির্ব্বেদ-বাক্য শুনিয়া মুনিবর কর্দ্দমের অন্তঃকরণ করুণারসে আপ্লুত হইল। ভগবান্ বিষ্ণু যাহা কহিয়াছিলেন, তিনি তাহা স্মরণ করিয়া কহিলেন, 'রাজপুত্রি! তুমি আপনাকে ভাগ্যহীনা বলিয়া দুঃখ করিও না। অক্ষর ভগবান্ অচিরেই তোমার গর্ভে প্রবেশ করিবেন। তুমি ধৃতব্রতাই আছ। এক্ষণে তুমি ইন্দ্রিয়দমন, স্বধর্ম্মাচরণ, তপস্যানুষ্ঠান এবং ধনাদি-দান দ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে ভগবান্‌কে ভজনা কর। ঐরূপে তোমার আরাধনায় ভগবান্ বিষ্ণু আমার অংশ বিস্তার করিয়া তোমার পুত্র রূপে জন্ম লইবেন। তিনি তোমাকে ব্রহ্ম-উপদেশ দিয়া তোমার সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া দিবেন।' মৈত্রেয় কহিলেন, "দেবহুতি, প্রজাপতি কর্দ্দমের এই প্রকার আদেশ পাইয়া সগৌরবে তাঁহার উপদেশ-বাক্য গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহাতেই সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কূটস্থ পরম-পুরুষ ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ঐরূপ আরাধনায় বহুতর কাল অতিক্রান্ত হইল। অনন্তর কাষ্ঠে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, ভগবান্ মধুসূদন সেইরূপ কর্দ্দমের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া দেবহুতির গর্ভে জন্ম লইলেন। ১—৬। যখন ভগবান্ উৎপন্ন হইলেন, তখন আকাশে বর্ষণশালী মেঘসমূহ হইতে বিবিধ বাদ্য হইল। গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরা-সমূহ আনন্দে নৃত্য করিল। আকাশ হইতে অমরবৃন্দ কর্তৃক মুক্ত দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দিক্, জল ও সকলের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সেই সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা,—মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণে বেষ্টিত হইয়া কর্দ্দমের আশ্রমে আগমন করিলেন। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান ব্রহ্মা জানিতে পারিলেন যে, বিশেষরূপে সাংখ্য-জ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ সত্ত্ব-অংশে জন্ম লইয়াছেন। তিনি পবিত্র চিত্ত দ্বারা ভগবানের বাসনার প্রশংসা করিলেন। পরে প্রহৃষ্টেন্দ্রিয় হইয়া কর্দ্দম এবং দেবহুতিকে বলিলেন। তিনি অগ্রে কর্দ্দমকে কহিলেন, 'হে তাত! তুমি সম্যক্ প্রকারে আমারই পূজা করিলে; যেহেতু, অকপটে আমার সম্মান রাখিয়া আমার বাক্য গ্রহণ করিয়াছ। ৭—১২। গুরুলোকের আদেশে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া গৌরব-প্রদর্শনে গুরুর বাক্য মান্য করাই গুরু-শুশ্রূষা। পিতার প্রতি পুত্রদের এইপ্রকার শুশ্রূষা করাই কর্তব্য। তোমার এই সকল সুন্দরী দুহিতা পতিব্রতা হইবেন। ইঁহারা স্ব স্ব অংশে অনেক প্রকারে আমার সৃষ্টি বৃদ্ধি করিবেন। মরীচি প্রভৃতি প্রধান ঋষিদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ শীল, তদনুসারে এই আপন কন্যাদিগকে অদ্যই যথেচ্ছ সম্প্রদান কর। ইহাতে ভুবনমণ্ডলে তোমার যশোবিস্তার হইবে। হে মুনে। তোমার পুত্রটী ঈশ্বর। আমি জানিতে পারিলাম, আদ্য-পুরুষ ভগবান্ স্বীয় মায়া দ্বারা ভূতসমূহের সর্ব্বাভীষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত এই দেহ ধারণ করিয়া, কপিলরূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' অনন্তর তিনি দেবহুতিকে বলিলেন, 'তোমার এই বালকটীর চক্ষুর্দ্বয়—কমল-সদৃশ, কেশ—স্বর্ণবর্ণ এবং পাদপদ্ম পদ্মমুদ্রাযুক্ত। ইনি শাস্ত্রজন্য জ্ঞান ও পরোক্ষ-জ্ঞানরূপ যোগে কর্ম্মমূল বাসনাকে সমূলে উৎপাটিত করিবেন। হে মানবি! ইনি কৈটভ-ঘাতন ভগবান্, তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইনি তোমার অবিদ্যা এবং সংশয় স্বরূপ গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাংখ্যাচার্য্য কর্তৃক পূজিত হইয়া লোকে 'কপিল' আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন। ইঁহা হইতেই তোমার কীর্ত্তি সংবর্দ্ধিত হইবে।' ১৩—১৯। মৈত্রেয় কহিলেন, "ব্রহ্মা,—কর্দ্দম ও দেবহুতিকে এই প্রকার আশ্বাস দিয়া হংসযানারোহণে নারদ ও অন্য কতিপয় কুমার সহ তৃতীয় স্বর্গের পরা সীমা সত্যলোকে গমন করিলেন। হে বিদুর! ব্রহ্মা চলিয়া যাইলে মুনিবর কর্দ্দম্ তাঁহারই আদেশানুসারে সেই সকল বিশ্বস্রষ্টা ঋষিগণকে যথাবিধি আত্মদুহিতা সম্প্রদান করিলেন। তিনি মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনুসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা এবং পুলস্ত্যকে হবির্ভু নাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন। আরও তিনি পুলহকে তাঁহার উপযুক্তা গতি নাম্নী কন্যা, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি ও বসিষ্ঠকে অরুন্ধতী সমর্পণ করিলেন। শান্তি নাম্নী তনয়া অথর্ব্বাকে প্রদত্ত হইল। এই শান্তি দ্বারা যজ্ঞ সমৃদ্ধ করা যায়। এই প্রকারে কন্যা সম্প্রদান করিয়া, মুনিবর কর্দ্দম, ঐ সমস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ জামাতাদিগকে সমাদরে কিছুকাল লালন করিলেন। তাহার পর সেই সকল কৃতদার ঋষিগণ কর্দ্দমের অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর প্রজাপতি কর্দ্দম, দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে স্বগৃহে অবতীর্ণ জানিয়া, তাঁহার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিলেন এবং প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন;—'আহা! এই সংসারে পাপাগ্নিতে দহ্যমান ব্যক্তিদিগের প্রতি, দেবতা সকল বহুকালে প্রসন্ন হন। ২০—২৬। যতিগণ নির্জ্জনস্থানে থাকিয়া বহুজন্মে ভক্তিযোগে সুসিদ্ধ একাগ্রতা দ্বারা যাঁহার পাদপদ্মের দর্শন পায়, আমরা নীচ হইলেও, সেই এই ভগবান্ আমাদের লঘুতা গণ্য না করিয়া, আমাদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভো! ইহা তোমার উচিতই।

যেহেতু তুমি আপনার ভক্তদিগের পক্ষ পরিপুষ্ট করিয়া থাক। হে ভগবন্! তুমি 'তোমার পুত্র হইব' এই সত্য প্রতিপালন এবং জ্ঞান-সাধন সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ দিবার জন্যই আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি যে ভক্তগণের মানবর্দ্ধনকারী! কিন্তু হে ভগবন্! যদিও তোমার বস্তুতঃ প্রাকৃতরূপ নহে, তথাচ তোমার যে সকল অলৌকিক চতুর্ভুজাদি রূপ এবং যে যে রূপ তোমার ভক্তজনের অভিরুচি-সম্মত, সে সকল রূপই তোমার যোগ্য। আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। পণ্ডিতেরা আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া অবিরত তোমারই আরাধনা করেন। তোমার পাদপীঠই অভিবাদনের যোগ্য। তুমি,—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। হে ঈশ! তোমার শক্তি স্বাধীন। তুমিই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ। তুমিই পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা। তুমিই মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব। তুমিই কাল অর্থাৎ সকলের ক্ষোভক। তুমিই কবি অর্থাৎ সূত্র-তত্ত্বরূপ। তুমিই ত্রিবিধ অর্থাৎ অহঙ্কারস্বরূপ। তুমিই লোকপাল অর্থাৎ ঐ অহঙ্কারের পালক। এই প্রপঞ্চ, যাহাতে জ্ঞানশক্তি-দ্বারা লীন হয়, তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সাক্ষী। তুমি পরমেশ্বর; আমি তোমারই শরণাগত হইলাম। প্রভো! তুমি যখন পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তখনই আমি ঋণত্রয় হইতে নিস্তার পাইয়াছি। তাহাতে যদিও সিদ্ধকাম হইয়াছি, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি। তৎপরে আমি পরিব্রাজকদিগের পথাবলম্বী হইয়া হৃদয়মধ্যে তোমাকে ধারণ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিব।' ২৭—৩৩। ভগবান্ কহিলেন, 'হে মুনিবর! বৈদিক এবং লৌকিক-কৃত্যে আমার উক্তিই লোকের প্রমাণ হইয়া থাকে, ইহাতে আমি তোমাকে 'তোমার পুত্র হইব' এই যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য করিবার জন্যই তোমার গৃহে জন্ম স্বীকার করিয়াছি। যে সকল মুনি, দুরাশয় লিঙ্গদেহ মোচন করিতে ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বদা আমার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে আত্মদর্শন-সম্মত তত্ত্ব প্রসংখ্যানের নিমিত্তই আমি এই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। মুনে! পূর্ব্বাবধি আত্মজ্ঞানের এই সূক্ষ্মমার্গ সিদ্ধ আছে, কিন্তু কাল বশতঃ তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল। আমি তাহা পুনরায় প্রবর্ত্ত করাইবার নিমিত্ত আত্মমায়া দ্বারা এই দেহ ধারণ করিয়াছি। তুমি আমার নিকট অনুজ্ঞা চাহিতেছ, ভাল, আজ্ঞা দিতেছি,—যথা ইচ্ছা গমন কর। কিন্তু যদি আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ করত দুর্জ্জয় মৃত্যু জয় করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে চাও,—আমার ভজনা করিও। এইরূপ করিলেই আমাকে—তোমার আত্মাতে মন দ্বারা অবলোকনপূর্ব্বক শোকহীন হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। আমি, মাতা দেবহূতিকেও সর্ব্বকর্ম্মের উন্মূলনকারিণী আত্মবিদ্যা বিতরণ করিব। তাহা হইলেই তিনি সংসার-ভয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন।' ৩৪—৩৯। মৈত্রেয় কহিলেন, "ভগবান্ কপিল এই প্রকার কহিলে, প্রজাপতি কর্দ্দম, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রীতচিত্তে অরণ্যে যাত্রা করিলেন। অনন্তর মুনিবর কর্দ্দম আত্মারই শরণাপন্ন হইয়া, মুনিদিগের অহিংসাদি ব্রত অবলম্বন করিয়া, অবনীতলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, তিনি বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া অগ্নি ও নিকেতন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। পরে সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম, নির্গুণ হইয়াও সগুণভাবে বিরাজমান, তিনি তাঁহার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে তিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে অচিরেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তিনি দেহাদিতে অহঙ্কারাদি-রহিত হইলেন, সুতরাং শীতোষ্ণাদিতে অনাকুল হইলেন এবং ভেদবুদ্ধিবর্জ্জিত হইয়া কেবল স্বরূপমাত্রই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধি, প্রত্যগাত্মমাত্রে প্রবণ হইয়া শান্তভাবে অবস্থিত হইল। তখন তিনি প্রশান্তোর্ম্মি সাগরের ন্যায় নিশ্চল ও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহার চিত্ত, মুক্ত-বন্ধন হইয়া পরম-ভক্তিভাবে জীবাত্মা-স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে সংযত হইল। তিনি দেখিলেন যে, স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীতে ভগবদ্রূপ আত্মা অবস্থিত এবং সকল ভূত, ভগবদ্রূপ আত্মায় অবস্থিত। পরে তিনি রাগদ্বেষবিহীন এবং সর্ব্বত্র সমদর্শিচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তিযোগে ভগবৎ-সম্বন্ধিনী গতি, অচিরেই লাভ করিলেন।" ৪০—৪৬।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

মাতৃসন্নিধানে ভগবান্ কপিলের উৎকৃষ্ট ভক্তি-লক্ষণ বর্ণন।

শৌনক কহিলেন, হে সূত! তত্ত্বসমূহের সংখ্যাকর্ত্তা অর্থাৎ সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক ভগবান্ কপিল জন্মবর্জ্জিত হইয়াও মানবগণের আত্মজ্ঞান দিবার জন্যই আপনার মায়া দ্বারা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি, পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যোগী সকলের মধ্যে মহৎ। আমি, সেই দেবের চরিত্র অনেকবার শুনিয়াছি, তথাচ তাঁহার কীর্ত্তি-শ্রবণে আমার ইন্দ্রিয় সকল, বিশেষ পরিতৃপ্তি-লাভ করিতেছে না। তিনি, ভক্তরুচির অনুরূপ দেহ ধারণ করিয়া, আত্ম-মায়া দ্বারা যে যে কর্ম্ম বিধান করেন, তৎসমস্তই কীর্ত্তনযোগ্য। সেই সকল কর্ম্ম, আমার নিকট কীর্ত্তন কর আমি, শ্রদ্ধাসহকারে তাহা শ্রবণ করিব। সূত কহিলেন, হে দ্বিজবর শৌনক! আপনি, যেমন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মা বিদুর, মুনিবর মৈত্রেয়কেও এইরূপই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি, প্রীত হইয়া আত্ম-বিষয়ক প্রশ্ন বিদুরকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি বলি, শ্রবণ করুন। মৈত্রেয় কহিলেন, "পিতা, অরণ্যে যাত্রা করিলে মাতার প্রিয়সাধন ইচ্ছা করিয়া ভগবান্ কপিল, সেই বিন্দু-সরোবরের তীরস্থ আশ্রমেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি, তত্ত্বমার্গের পারদর্শী, একান্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। একদা দেবহূতি, ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া আপনার ঐ পুত্রের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াভিলাষে আমি নিতান্ত শ্রান্তা হইয়াছি। বিভো! ঐ কামনা ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে হইতে আমাকে অন্ধতমস দ্বারা আক্রান্ত করিতেছিল: কিন্তু তোমার কৃপায় সেই দুস্তর অন্ধতমসের পারগ সচ্চক্ষু-রূপ তোমাকে পাইলাম এবং ভবিষ্যতে যে অজ্ঞানান্ধে পড়িয়া জন্মমরণ-হেতু ক্লেশসমূহ ভোগ করিতে হইত, তাহারও লোপ হইল। ১—৮। তুমি আদ্য ভগবান্ এবং পুরুষ সকলের ঈশ্বর। তুমি অজ্ঞানান্ধ লোকদিগের চক্ষুঃ-প্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছ। হে দেব! এই দেহে আমার যে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি আগ্রহ জন্মিয়াছে, ইহা তুমিই যোজনা করিয়াছ। তুমি, আমার এই মোহ দূর কর। তুমি শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ কর এবং তুমি কুঠার স্বরূপ হইয়া আপনার ভৃত্যগণের সংসার-রূপ তরুচ্ছেদন কর। আমি—প্রকৃতি এবং পুরুষকে জানিতে চাই; এইজন্য তোমার শরণ লইলাম। এই আমি প্রণাম করিতেছি, তুমি ধর্ম্মবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব আমার এই কামনা পূর্ণ কর।' মৈত্রেয় কহিলেন, "ভগবান্ কপিল, জননীর এইরূপ নির্ব্বন্ধ বচন শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন, 'এ সকল কথা মোক্ষ-বিষয়ে রতিজনক।' ইহাতে তাঁহার মনোমধ্যে অতীব আনন্দ উৎপন্ন

হইল এবং ঈষৎ-হাস্যে তাঁহার বদন বিভাসিত হইল। তিনি মাতাকে কহিতে লাগিলেন,—'হে অপাপে! আত্মনিষ্ঠ যোগেই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই নিঃশেষ উপরতি হয়; এই হেতু আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগই পুরুষ সকলের নিঃশ্রেয়সের কারণ। আপনাকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ঐ যোগই বলিতেছি। পূর্ব্বে ঋষিগণ ইহা শুনিতে কামনা করিলে, তাঁহাদের নিকটে উহাই কহিয়াছিলাম। চিত্তই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ। চিত্ত, বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন এবং পরমেশ্বরে সংযত হইলেই তাহার মোচন হয়। ১—১৪। মাতঃ! চিত্ত যখন 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার অভিমান-উৎপাদক কাম, লোভ, মোহ প্রভৃতি মল-বিরহিত হইয়া পবিত্রীকৃত হয়, তখন পুরুষ,—জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তিযুক্ত-চিত্ত দ্বারা আত্মাকে প্রকৃতির অতীত, ভেদশূন্য, অদ্বিতীয়, স্বয়ংপ্রকাশ, সূক্ষ্মতা-অপরিচ্ছিন্ন ও উদাসীন দেখিতে পাইয়া থাকে এবং প্রকৃতিকেও হীনতেজ দেখিতে পায়। মা! অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগই যোগীদিগের ব্রহ্মজ্ঞান-সিদ্ধির পথ; এতদ্ব্যতীত মঙ্গলজনক পথ আর দ্বিতীয় নাই। পণ্ডিতেরা বলেন—যে আসক্তি আত্মার অক্ষয় পাশ স্বরূপ, তাহাই আবার সাধু পুরুষে বিহিত হইলে নিরাবরণ মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে। যেসকল পুরুষ সহিষ্ণু, করুণাশীল, সকল দেহীর সুহৃৎ, শান্তপ্রকৃতি,—যাঁহাদের কেহ শত্রু নাই, তাঁহারাই সাধু। শাস্ত্রানুবর্ত্তী সুশীলতাই তাঁহাদের ভূষণ। তাঁহারাই একাগ্রচিত্তে দৃঢ়তর ভক্তি করেন। তাঁহারা আমার জন্যই সকল কর্ম্ম,—এমন কি, আবশ্যক হইলে স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহারাই অপ্রগল্ভ হইয়া আমার পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাতে সংযত থাকেন বলিয়া আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ তাপে তাঁহাদিগের হৃদয় সন্তপ্ত হয় না। ১৫—২৩। যাঁহারা উক্ত প্রকারে সর্ব্ব-সঙ্গবর্জ্জিত, তাঁহারাই সাধু। সাধ্বি! সাধুগণ, সঙ্গজনিত দোষ-হরণ করেন, এই হেতু আপনি ঐ প্রকার সাধুজন-সঙ্গ কামনা করিবেন। সাধুসমাগমে হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক, আমার বীর্য্য-প্রকাশক কথা উপস্থিত হয়। তৎসেবনেই আশু আমাতে অর্থাৎ অপবর্গ-বর্ত্ম-স্বরূপ হরিতে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মে। তৎপরে ক্রমশঃ পুরুষ, মদীয় সৃষ্ট্যাদি-লীলা চিন্তা করে। এইরূপ ক্রমে ভক্তি উৎপন্না হইলে তাহার ইহ-পরকালীয় ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বিরতি হয়। পরে সে উদ্যুক্ত হইয়া ভক্তিপ্রধান যোগমার্গ-অবলম্বনে চিত্ত-সংযমন করিতে যত্নশীল হয়। জননি! ঐ প্রকার করিয়াই এই জীব,—প্রকৃতিগুণ-সমূহের অসেবন, বৈরাগ্য-বিবর্দ্ধিত জ্ঞান, যোগ এবং আমাতে অর্পিত-ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা এই দেহেই আমাকে পাইয়া থাকে।' দেবহূতি কহিলেন, 'তোমাতে কি প্রকার ভক্তি করা উচিত? আমি স্ত্রীজাতি,—আমারই বা কিদৃশী ভক্তি করা কর্ত্তব্য। যে ভক্তিবলে অনায়াসে তোমার মোক্ষাত্মক পদ সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হই, তুমি সেই ভক্তিতত্ত্ব আমাকে বল। ভগবানের প্রতি লক্ষ্যকারী যে যোগকে মুক্তির কারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে, যাহা হইতে তত্ত্ব সকলের অববোধ হয়, সেই যোগই বা কি প্রকার এবং তাহার অঙ্গই বা কত? হে হরি! আমি অবলা, মন্দবুদ্ধি,—এই সকল দুর্ব্বোধ তত্ত্ব তোমার কৃপায় অক্লেশে যাহাতে আমার বোধগম্য হয়, সেই প্রকার করিয়া তুমি আমাকে তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাপন কর।' ২৪—২৯। মৈত্রেয় কহিলেন, 'ভগবান্ কপিল, দেবহূতির তনু হইতে জন্মিয়াছিলেন। এই হেতু জননীর ঐরূপ বাক্যে তাঁহার অতিশয় স্নেহসঞ্চার হইল। তিনি, মাতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, যাহাতে তত্ত্বসমূহের অনুক্রম আছে এবং যাহা সাংখ্যনামে অভিহিত; সেই শাস্ত্র ও ভক্তি-বিস্তারকারী যোগ সকল কহিতে লাগিলেন। ভগবান্ কহিলেন, 'মাতঃ যাহাদের দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভব হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ হরির প্রতি সেই সকলের যে স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলা যায়। শুদ্ধ-সত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। বেদ-বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে পর, ইন্দ্রিয় সকলের ঐ বৃত্তির উদ্রেক হয়। ঐ প্রকার-ভক্তি-প্রসঙ্গে মুক্তিও হইয়া থাকে। জঠরস্থ অনল, যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই ভক্তিও শীঘ্র লিঙ্গ-শরীরকে দগ্ধ করে। কিন্তু মা! যাহারা আমার পাদ-সেবায় আসক্ত, যাহাদের সমস্ত চেষ্টা কেবল আমার জন্য, বিশেষত যাহারা পরস্পর একত্রিত হইয়া আসক্ত-চিত্তে আমার বীর্য্য বর্ণন করিতে আমোদ পায়,—এইরূপ কোন কোন ভাগবত পুরুষ, ঐ প্রকার মুক্তি অর্থাৎ আমার সহিত একাত্মতা ইচ্ছা করেন না। মা! আমার যে যে মূর্ত্তির বদন প্রসন্ন এবং লোচন অরুণবর্ণ, তাঁহারা সেই সেই দিব্য ও বরপ্রদ মূর্ত্তি সকল দর্শন করিতে অভিলাষ করেন; আর ঐ সকল মূর্ত্তির সহিত স্পৃহণীয় বাক্যও বলিয়া থাকেন। আমার মনোহর মুখ-নেত্রাদি-অবয়ব-বিশিষ্ট ঐ সমস্ত মূর্ত্তির লীলা-হাস্যসম্বলিত অবলোকন এবং মন-ভুলান বাক্যাদি ঐ সকল পুরুষের মন এবং ইন্দ্রিয় সকল আকর্ষণ করিলেও এবং তাহাতে তাঁহাদের মুক্তিলাভের ইচ্ছা না থাকিলেও, আমার ভক্তি স্বয়ং তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করে। এই প্রকারে মুক্ত-পুরুষ অবিদ্যা-নিবৃত্তির পর আমার মায়া-বিরচিত সত্য-লোকাদিগত ভোগ-সম্পত্তি এবং ভক্তির পশ্চাৎ স্বতঃ-উপস্থিত অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য, ভাগবতী শ্রী, এই সকল ভোগ—যদিও স্পৃহা না করেন, তথাপি—তাঁহারা বৈকুণ্ঠলোকে গিয়া অনায়াসে তাহা পাইয়া থাকেন। হে শান্তরূপে! আমার ভক্তিবলে মুক্ত-পুরুষ বৈকুণ্ঠস্থ হইয়া বিবিধ-ভোগ্যবস্তু পায়। স্বর্গাদির ন্যায়—বৈকুণ্ঠ-লোকস্থিত ভোক্তা ও ভোগ্য-সমূহ কালধর্ম্মে বিনষ্ট হইবে, এরূপ ভয়ের কারণ নাই। যাহারা আমাকে একান্তমনে আশ্রয় করে, কোন কালে তাহাদের ভোগ্যবস্তু লুপ্ত হয় না এবং আমার অনিমিষ কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে সক্ষম হয় না। আমি যাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহপাত্র, সখাতুল্য বিশ্বাসের আস্পদ, গুরুতুল্য উপদেষ্টা, সুহৃৎসম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ইষ্টদেবতুল্য পূজনীয় অর্থাৎ যাহারা এই প্রকার সর্ব্বতোভাবে আমার ভজনা করে, আমার কালচক্র তাহাদিগকে কখন গ্রাস করিতে পারে না। ৩০—৩৭। ইহার পর, লোকগামী সোপাধিক আত্মা; ঐ আত্মাবলম্বী কলত্রাদি, আর আর সকল ধন, পশু, গৃহ, অন্যান্য সমস্ত পরিগ্রহ বিসর্জ্জন দিয়া যাঁহারা একাগ্রভক্তি দ্বারা কেবল আমার আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকেই আমি সংসার হইতে পরিত্রাণ করিয়া, ঐ প্রকার মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। মা! আমিই ভগবান্, আমিই প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর, আমিই সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা; আমা ছাড়া অন্য কেহও সংসার-ভয় নিবৃত্ত করিতে পারে না। আমার ভয়েই বাতাস বয়, সূর্য্য উত্তাপ দেয়, ইন্দ্র বর্ষণ করে, অগ্নি দগ্ধ করে এবং মৃত্যু, সকল প্রাণীর উপর ধাবিত হইয়া থাকে। যোগিগণ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা আপনাদের মঙ্গলার্থ আমার অভয়প্রদ পাদমূল সেবন করে। দৃঢ়-ভক্তিযোগে আমাতে অর্পিত হইয়া যে মন সুস্থির হয়, তাহাই ইহলোকে পুরুষ সকলের পরম মঙ্গলের কারণ।' ৩৮—৪৩।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সাংখ্যযোগ-কথন।

ভগবান্ কহিলেন, 'মাতঃ! যাহা জানিলে পুরুষ, প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় গুণ হইতে মুক্ত হয়, এক্ষণে আমি আপনাকে সেই তত্ত্ব সকলের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলি। তত্ত্বজ্ঞান-সম্ভূত অহঙ্কার-নিবর্ত্তক আত্মদর্শনকে পণ্ডিতেরা মুক্তির কারণ কহিয়া থাকেন; আপনার নিকট আমি তাহাও বিবৃত করিতেছি। মা! প্রত্যগ্‌জ্যোতিঃ যে আত্মা, তিনিই পুরুষ। সেই পুরুষ অনাদি এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তিনি স্বপ্রকাশ। এই বিশ্ব, তাঁহার সহিত নিযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। সেই পুরুষের নিকট বিষ্ণুর শক্তিরূপা অব্যক্ত-গুণময়ী প্রকৃতি লীলা-হেতু উপগতা হইলে, তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাহাকে গ্রহণ করেন। ঐ প্রকৃতি, স্বীয়গুণ দ্বারা আপনার অনুরূপা বিচিত্র প্রজা-সৃষ্টি করিতে থাকেন। তাঁহাকে আত্মভাবে অবলোকন করিয়া ঐ পুরুষ, জ্ঞানের আবরণ-রূপা অবিদ্যায় সদ্য মুগ্ধ হন। তৎপরে প্রকৃতির গুণে যে সকল কার্য্য হয়, প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়াতে আপনাকে সেই সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। পুরুষ কেবল সাক্ষী মাত্র। তিনি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন। স্বয়ং সুখাত্মক পুরুষের ঐরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হইলেই জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ এবং কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন ও বন্ধনকৃত পারতন্ত্র্য উপস্থিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় এবং দেবতাগণ—এ সকলের তত্তৎ ভাবের প্রাপ্তি সম্বন্ধে, প্রকৃতিই কারণ। সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষকেই কারণ বলা যায়।' ১—৮। দেবহূতি কহিলেন, 'হে পুরুষোত্তম! এই বিশ্বের স্থূল ও সূক্ষ্ম-কার্য্য যাঁহার স্বরূপ, সেই প্রকৃতিই এই বিশ্বের কারণ; অতএব প্রকৃতির লক্ষণ কি, তাহা বর্ণন কর।' ভগবান্ কহিলেন, 'নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রধান ত্রিগুণ;—অতএব ব্রহ্ম নহেন। তাহা অব্যক্ত;—অতএব মহত্তত্ত্ব নহেন। তাহা কার্য্য ও কারণস্বরূপ;—অতএব তাঁহাকে কালাদি স্বরূপ বলিতে পারা যায় না। তাহা নিত্য;—অতএব জীব-প্রকৃতিও নহেন। ঐ প্রধানের কার্য্য-স্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি গণ আছে;—তাহার পাঁচ, পাঁচ, চারি এবং দশ—এই প্রকার সংখ্যা। পণ্ডিতেরা উহাকেই ব্রহ্ম বোধ করিয়া থাকেন। ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ—এই পাঁচটী মহাভূত। গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র—এই পাঁচটী তন্মাত্র এবং শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই দশটী ইন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত—এই চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়। যদিও অন্তঃকরণই অন্তরিন্দ্রিয়, তথাচ তাহার বৃত্তিভেদে উক্ত চারি প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। আমি যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিলাম, ঐ সকলের গণনায় তাহা সংখ্যাত হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ-স্থান। ইহা ছাড়া কাল পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। ৯—১৪। কেহ কেহ ঈশ্বরের বিক্রমকেই কাল কহিয়া থাকেন। ঐ কাল হইতে প্রকৃতি-প্রাপ্ত দেহে অহঙ্কার-বিমূঢ় জীবের ভয় জন্মে। কেহ কেহ বলেন,—যাহা হইতে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা-রূপ প্রকৃতির চেষ্টা হয়, সেই ভগবানই 'কাল' নামে আখ্যাত। যিনি আত্মমায়া দ্বারা ভূতসমূহের অন্তরে নিয়ন্তৃ-রূপে এবং বহিঃকাল-স্বরূপে সম্যক্ প্রকারে অনুস্যূত আছেন, তিনিই ভগবান্,—তিনিই কাল। এই কালই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। জীবের অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির গুণ ক্ষুব্ধ হইলে, পরম পুরুষ সেই প্রকৃতির যোনিতে আপনার বীর্য্য আধান করেন। তাহা দ্বারা সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। ঐ মহত্তত্ত্ব প্রকাশ-বহুল। ঐ তত্ত্ব লয়-বিক্ষেপহীন এবং জগতের অঙ্কুর স্বরূপ। তাহা আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই বিশ্বকে প্রকটিত করিয়া, আপনার তেজ দ্বারা প্রলয়কালীন তম পান করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণযুক্ত, বিশদ, রাগাদি-রহিত এবং উপলব্ধি-স্থান চিত্তের নাম বাসুদেব। সেই চিত্তই ঐ মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। ১৫—২০। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি দ্বারা সেই চিত্তের—ভগবদ্বিম্ব-গ্রাহকত্ব, লয়বিক্ষেপ-রাহিত্য এবং শান্তস্বরূপই লক্ষণ। যেমন জলের পরা প্রকৃতি, ভূমি-সংসর্গভেদে মধুর, স্বচ্ছ এবং শীতল হয়; তাহার ন্যায় চিত্তেরও বৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয়। ভগবানের বীর্য্য হইতে উদ্ভূত হইয়া ঐ মহত্তত্ত্ব, বিকার প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে ক্রিয়া-শক্তি-প্রধান অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ঐ অহঙ্কার তিন প্রকার। যথা;—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। ঐ অহঙ্কার হইতে মন, ইন্দ্রিয় ও মহাভূত সকল উৎপন্ন হয়। ভূতেন্দ্রিয়-মনোময় এই অহঙ্কারকেই পণ্ডিতেরা সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ নামক সহস্রশীর্ষা 'অনন্তদেব' বলিয়া থাকেন। আর ঐ অহঙ্কারের দেবতারূপে কর্ত্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়-রূপে কারণত্ব এবং ভূতরূপে কার্য্যত্ব আছে। শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব—এই তিনটীও কারণ গুণত্রয়রূপে অহঙ্কারে বিরাজিত। বৈকারিক অহঙ্কার যখন যে বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে মনস্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। ঐ মনের সঙ্কল্প এবং বিকল্প দ্বারা কামের উৎপত্তি হয়। ২১—২৬। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা ঐ মনস্তত্ত্বকেই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর 'অনিরুদ্ধ' বলিয়া জানেন। তিনি শরৎকালীন নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ। যোগীরা তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে সক্ষম হন। তৈজস-তত্ত্বও যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তাহা দ্রব্য-স্ফুরণ-রূপ বিজ্ঞানের স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রহরূপ-বৃত্তিভেদে সংশয়, মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাণ-জ্ঞান, স্মৃতি ও নিদ্রা—এই কয়েকটী বুদ্ধি-তত্ত্বের লক্ষণ। ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপ বিভাগ হেতু ইন্দ্রিয় দুই প্রকার। যথা;—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দ্বিবিধই তৈজস-অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। যেহেতু প্রাণের ক্রিয়াশক্তি ও বুদ্ধির বিজ্ঞান-শক্তি দেখা যায়। ভগবানের প্রভাবে প্রেরিত হইয়া তামস-অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ তন্মাত্র হইতে আকাশ এবং শব্দগ্রাহক শ্রোত্র হয়। আকাশের তন্মাত্রত্ব, অর্থবত্ত্ব এবং উচ্চারণকর্ত্তার জ্ঞাপকত্ব—এই তিনটীকে পণ্ডিতেরা শব্দের লক্ষণ বলেন। ২৭—৩২। প্রাণী সকলের অবকাশ দান এবং বাহ্যাভ্যন্তরে ব্যবহারাস্পদ হওয়া,—আর প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মন—এই তিনের আশ্রয় হওয়া;—এই সকলই আকাশের বৃত্তি ও লক্ষণ। উক্ত শব্দতন্মাত্র-রূপ আকাশ কালবশে বিকার প্রাপ্ত হইলে স্পর্শতন্মাত্র এবং তৎপশ্চাৎ বায়ু ও ত্বক্ উৎপন্ন হয়। সেই ত্বক্ হইতে সম্যক্‌রূপে স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শীতলত্ব এবং উষ্ণত্ব—ইহাই স্পর্শের লক্ষণ বা স্পর্শত্ব। ঐ স্পর্শত্বকেই বায়ুতন্মাত্র বলা যায়। বৃক্ষ-শাখাদির সঞ্চালন করা,—তৃণাদি একত্র সংযোজিত ও মিলিত করা,—গন্ধাদি দ্রব্যকে ঘ্রাণের প্রতি, শৈত্যাদি গুণযুক্ত দ্রব্যকে স্পর্শের প্রতি এবং শব্দকে শ্রোত্রের প্রতি লইয়া যাওয়া প্রভৃতি বায়ুর কর্ম্ম। এতদ্ভিন্ন সকল ইন্দ্রিয়ের সঞ্চালকত্বও তাহার কর্ম্ম। উক্ত স্পর্শতন্মাত্র-রূপ বায়ু, যখন ঈশ্বরেচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে রূপ, তেজ এবং রূপের গ্রাহক চক্ষুর উদ্ভব হয়। হে সাধ্বি! দ্রব্যের আকার-সম্পর্কত্ব; দ্রব্যের উপসর্জ্জন-ভাব এবং দ্রব্যের পরিণামত্ব-প্রতীতি,—এই সকলই তেজের অসাধারণ লক্ষণ। প্রকাশ-করণ, তণ্ডুলাদি-পাক করণ, অশনা, পিপাসা, শোষণ, হিমমর্দ্দন ইত্যাদিও ঐ তেজের কার্য্য। ৩৩—৩৮।

রূপতন্মাত্র স্বরূপ তেজ যখন ভগবদিচ্ছায় প্রেরিত হয়, তখন তাহা হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে জল এবং রসনেন্দ্রিয় জন্মে। তদ্দ্বারাই রসগ্রহণ হয়। সেই রস যদিও এক, তথাপি সংসর্গিদ্রব্য সকলের বিকার বশতঃ কষায়, মধুর, কটু, অম্ল, লবণ,—এইরূপে অনেক প্রকারে বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। ঐ জলের বৃত্তি অনেক প্রকার। যথা;—আর্দ্রীকরণ, মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকরণ, তৃপ্তিদান, জীবন, তৃষ্ণাদি-জনিত বৈক্লব্য-নিবারণ, মৃদুকরণ, তাপ-নিবারণ এবং কূপাদি হইতে উদ্ধৃত হইলেও পুনঃপুনরুদ্গত হওয়া। রসতন্মাত্র-স্বরূপ জল ঈশ্বরেচ্ছায় বিকার পাইলে, তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তাহাতে ভূমি ও গন্ধের গ্রহণকারী ঘ্রাণ জন্মিয়া থাকে। ঐ গন্ধ এক হইয়াও সংসর্গ-দ্রব্যভেদ-প্রযুক্ত মিশ্রগন্ধ, দুর্গন্ধ, কর্পূরাদি-গন্ধ, এবং লশুন ও হিঙ্গু প্রভৃতির গন্ধ,—এইরূপে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। উল্লিখিত ভূমিরও ভেদ আছে। যথা;—ব্রহ্মের ভাবন অর্থাৎ প্রতিমাদিরূপে সাকারতা-সম্পাদন, জলাদি-নৈরপেক্ষ্যে স্থিতি, ধারণ অর্থাৎ জলাদির আধার হওয়া, সবিশেষণ অর্থাৎ আকাশাদির অবচ্ছেদক হওন এবং সর্ব্বপ্রাণীর ও তাহাদের গুণের প্রকটীকরণ। ৩৯—৪৪। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানই শ্রোত্রাদির লক্ষণ। যেহেতু আকাশের গুণ-বিশেষ শব্দ যাহার বিষয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে শ্রোত্র কহিয়া থাকেন। ঐরূপ বায়ুর গুণ-বিশেষ স্পর্শ যাহার বিষয়, তাহাকে স্পর্শন অর্থাৎ ত্বক্ বলা যায়। আর তেজের গুণবিশেষ রূপ যাহার বিষয়, তাহা চক্ষুঃ। জলের গুণবিশেষ রস যাহার বিষয়, তাহা রসনা এবং ভূমির গুণবিশেষ গন্ধ যাহার বিষয়, তাহা ঘ্রাণ নামে বিদিত। বায়ু ইত্যাদি অপর অপর পদার্থে পর-পর আকাশাদির বিশেষ বিশেষ গুণ শব্দাদি,—কারণাশয় হেতু কার্য্যে মিলিত হইয়া থাকে। এই কারণে আকাশাদি চারি পদার্থের বিশেষ বিশেষ গুণ ভূমিতেই দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ যখন পরস্পর মিলিত না হইয়া অবস্থিত হইল, তখন জগদাদির ঈশ্বর,—কাল, কর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া, ঐ সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে ঐ সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল। তাহার পর সেই সকল হইতে একটী অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল। বিশেষ নামক সেই অণ্ড হইতে বিরাট্-পুরুষ আবির্ভূত হন। তাহা বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশগুণ বর্দ্ধিত প্রধানাবৃত জলাদি দ্বারা পরিবৃত। সেই অণ্ডেই ভগবান্ হরির মূর্ত্তিস্বরূপ লোকসমূহ বিস্তৃত আছে। সেই মহান্-দেব আবির্ভাবের পর জলশায়িত ঐ হিরণ্ময় অণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ঐ অণ্ডে অধিষ্ঠান করিয়া বহু প্রকার ছিদ্র ভেদ করিয়া দিলেন। ৪৫—৫০। তাহাতে প্রথমতঃ তাঁহার মুখ উদ্ভূত হইল। তৎপরে বাক্য হইল। তদনন্তর বাক্য সহ অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে নাসিকাদ্বয় নির্ভিন্ন হইল। তাহার পর ঐ দুই নাসিকা হইতে প্রাণবায়ু-বিশিষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মিল। ঘ্রাণের পর বায়ু, প্রাণযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাহা হইতে সূর্য্য নির্ভিন্ন হইলেন। তাহার পরে কর্ণ-শষ্কুলিদ্বয় ও কর্ণেন্দ্রিয় হইতেই দিক্ সকল আবির্ভূত হইল। অন-র বিরাট্-পুরুষ নির্ভিন্ন হইলেন। তাহার পরে ত্বক্, লোম, শ্মশ্রু, কেশ ইত্যাদি উৎপন্ন হইল। তদনন্তর ওষধি সকল, তাহার পরে শিশ্ন, পরে ঐ শিশ্ন হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইল। তৎপশ্চাৎ জল, তাহার পর পায়ু নির্ভিন্ন হইল। তদনন্তর ঐ পায়ু হইতে অপান এবং অপান হইতে লোক সকলের ভয়-জনক মৃত্যু প্রকাশ হইল। পরে হস্তদ্বয় নির্ভিন্ন হইল, ঐ দুই হস্ত হইতে বল প্রকাশ হইল। তৎপরে ইন্দ্রের আবির্ভাব হইল। ইহার পর চরণদ্বয় প্রকাশ পাইল, ঐ দুই চরণ হইতে গতি উদ্ভূত হইল। তৎপরে বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। তাহার পর ঐ বিরাট্-পুরুষের নাড়ী সকল নির্ভিন্ন হইল। নাড়ী হইতে রক্ত উৎপন্ন হইল। ঐ রক্ত হইতে নদী-সমূহের উৎপত্তি হইল। তৎপশ্চাৎ উদর, তাহার পর ক্ষুধা ও পিপাসা প্রকাশ পাইল। তাহা হইতে সমুদ্র জন্মিল। অনন্তর বিরাট্-পুরুষের হৃদয়, পরে সে সকল হইতে মন জন্মিল। ঐ মন হইতে চন্দ্র, তাহা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে বাক্পতি ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। পরে অহঙ্কার, তাহা হইতে রুদ্র, তদনন্তর চিত্ত এবং চিত্ত হইতে চৈত্ত্য অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ আবির্ভূত হইলেন। ৫১—৫৬ এই সকল দেবতা আবির্ভাবের পরও বিরাট্-পুরুষকে উত্থিত করিতে পারিলেন না। ইঁহারা তাঁহাকে উত্থিত করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-রন্ধ্রে ক্রমশঃ প্রবেশ করিলেন। বহ্নি, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা মুখে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তাহাতেও বিরাট্-পুরুষের উত্থান হইল না। পরে বায়ু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেন; তাহাতেও বিরাট্-পুরুষ উঠিলেন না। তৎপরে আদিত্য, চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা অক্ষিগোলকে প্রবেশ করিলেন; তাহাতেও বিরাট্-পুরুষ উত্থিত হইলেন না। তদনন্তর দিক্ সকল, কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইলেও বিরাট্-পুরুষের উত্থান হইল না। পরে ওষধি সকল, লোম দ্বারা ত্বকে প্রবেশ করিলেও বিরাট্-পুরুষ উঠিলেন না। অনন্তর জল সকল, রেতোদ্বারা শিশ্নে প্রবিষ্ট হইল; তাহাতেও বিরাটের উত্থান হইল না। তৎপশ্চাৎ মৃত্যু, অপান দ্বারা পায়ুদেশে প্রবেশ করিলেও বিরাট্-পুরুষ উঠিলেন না। তদনন্তর ইন্দ্র, বল দ্বারা হস্তদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেও বিরাট্-পুরুষ উত্থিত হইলেন না। পরে বিষ্ণু, গতি-শক্তি দ্বারা পদদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন; তাহাতেও বিরাট্ উঠিলেন না। তৎপরে নদী সকল, রক্ত দ্বারা নাড়ীতে প্রবেশ করিল; তাহাতেও বিরাট্-পুরুষের উত্থান হইল না। ৫৭—৬২। পরে সমুদ্র, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা উদর আশ্রয় করিল; তখনও বিরাট্ উঠিলেন না। তদনন্তর চন্দ্রমা, মনের দ্বারা হৃদয়ে আশ্রয় করিলেন, তখনও বিরাট্ উঠিলেন না। তাহার পরে ব্রহ্মা, বুদ্ধি দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেও বিরাট্-পুরুষ উত্থিত হইলেন না। পরে রুদ্র, অভিমান দ্বারা সেই হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন; তাহাতেও বিরাট্ উঠিলেন না। অবশেষে ক্ষেত্রজ্ঞ যখন চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তখন বিরাট্ সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ ভিন্ন ব্যতিরেকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি,—প্রসুপ্ত পুরুষকেও উত্থিত করিতে সমর্থ হইল না। এই হেতু যোগ-প্রবৃত্তা বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা এই আত্মাতে বিবেচনাপূর্ব্বক চিন্তা করিবে।' ৬৩—৬৭।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেক দ্বারা মোক্ষরীতি বর্ণন।

ভগবান্ কহিলেন,'পরম-পুরুষ পরমাত্মা নির্গুণ; সুতরাং অকর্ত্তা ও অবিকার। দিবাকর সলিলে প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন সেই সলিল-ধর্ম্মাক্রান্ত হন না, সেইরূপ ঐ পুরুষ দেহস্থ হইলেও প্রকৃতির গুণ জন্য সুখ-দুঃখাদিতে লিপ্ত হন না। কিন্তু সেই পুরুষ যখন প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ তজ্জন্যই সুখ দুঃখাদিতে লিপ্ত, তখন তাঁহার আত্মা অহঙ্কার-মুগ্ধ হইয়া "আমি কর্ত্তা" এই অভিমান করেন; সুতরাং অবশ হইয়া প্রাসঙ্গিক কর্ম্মদোষে সৎ, অসৎ ও মিশ্র-যোনিতে অর্থাৎ দেব-তির্য্যক্-নরাদিতে উৎপন্ন হইয়া সংসার-পদবী

লাভ করেন। সে সময় তিনি কোন অবস্থাতেই স্থির হইতে পারেন না। সংসারের অর্থ সকল বাস্তবিক মিথ্যা, এজন্য তাহা অবিদ্যমান হইলেও সংসার নিবৃত্ত হয় না।. বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে স্বপ্নে যেমন অবাস্তবিক বস্তু সকলের তৎসহ সমাগম হয়, সেইরূপ এই সংসার অবাস্তব হইয়াও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিষয়-চিন্তাই অনর্থের মূল। যিনি সংসার-পদবী অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহার চিত্ত, বিষ[illegible] পথে প্রসক্ত থাকিলে, তিনি সুদৃঢ় ভক্তিযোগ এবং তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহা নিবর্ত্তিত করিয়া আপনার বশে আনিবেন। এইরূপ পুরুষই যমাদি যোগপথ দ্বারা একাগ্রচিত্ত এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার প্রতি সরল ভাব প্রকাশ ও আমার কথা শ্রবণ করেন। সকল ভূতেই তাঁহারা সমদর্শী হন। তাঁহারা একেবারে বৈরশূন্যতা দ্বারা অপ্রসঙ্গ হন এবং ব্রহ্মচর্য্য, মৌনব্রত কিংবা ঈশ্বরার্পিত চিত্ত দ্বারা স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে রত হইয়া থাকেন। ১—৬। তাঁহারা যদৃচ্ছালব্ধ-দ্রব্যেই সন্তুষ্ট হন। তাঁহারা পরিমিত-ভোজী, মুনি, একান্তবাসী, শান্ত, সর্ব্বজনে মিত্রভাবাপন্ন, কৃপাবান্ ও ধৃতিযুক্ত হন। এই দেহে, অথবা এই দেহের আনুষঙ্গিক স্ত্রী-পুত্রাদিতে 'আমি' 'আমার' এইরূপ অসৎ আগ্রহ, তাঁহাদের আদৌ থাকে না। যে জ্ঞানে প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, উক্ত যোগী পুরুষেরা কেবল সেই জ্ঞানেই সমন্বিত হইয়া থাকেন। ইহাতে বুদ্ধির-অবস্থা-বিশেষ—জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি এবং বাহ্য দৃষ্টি থাকে না। তখন ঐ পুরুষ আত্মদর্শী হইয়া, যেমন চক্ষুরবচ্ছিন্ন সূর্য্য দ্বারা আকাশের সূর্য্য অবলোকন করেন, সেইরূপ অহঙ্কারযুক্ত আত্মা দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধি করেন। ইহাতেই তিনি নিরুপাধি এবং মিথ্যাভূত অহঙ্কারে সদ্রূপে ভাসমান ব্রহ্ম পাইয়া থাকেন। এই ব্রহ্ম, শুদ্ধ-জীবের স্বরূপ হইতে ভিন্ন। ইনি কারণরূপ প্রধানের অধিষ্ঠান এবং তাহার কার্য্যের প্রকাশক। ইনি কার্য্য, কারণ,—সকলেই অনুস্যূত রহিয়াছেন; অথচ আপনি পরিপূর্ণ-স্বরূপ। যেমন জল-স্থিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব গৃহান্তর্বর্ত্তী ভিত্তির উপরে পরিস্ফুরিত হইলে, সেই গৃহের কোণস্থিত পুরুষ, জলস্থ ঐ সূর্য্য-প্রতিবিম্বস্ফূর্ত্তি দ্বারা জলস্থ সূর্য্য দেখিয়া থাকেন, অথবা জলস্থ সূর্য্যবিম্ব দ্বারা আকাশের সূর্য্য দেখিয়া থাকেন; সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন—এই তিনটী-অবচ্ছিন্ন আত্ম-প্রতিবিম্ব দ্বারা ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। সেই অহঙ্কার দ্বারা পরমার্থ-জ্ঞানরূপ আত্মা দৃষ্ট হন। ৭—১২। এই সুষুপ্তি অবস্থায় সূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সকল, নিদ্রা দ্বারা অসত্তুল্য অব্যাকৃত প্রকৃতিতে লীন হইলে, ঐ আত্মা বিনিদ্র এবং নিরহঙ্কার হইয়া আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তৎকালে সেই আত্মা দ্রষ্টারূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন এবং আপনার উপাধি-অহঙ্কার নষ্ট হওয়াতে স্বয়ং নষ্ট না হইলেও আপনাকে নষ্ট জ্ঞান করেন। একটা প্রমাণ দেখ,—ধন বিনষ্ট হইলে আপনিই যেন নষ্ট হইল, এরূপ কাতর হইতে প্রায় লোককে দেখা যায়। আত্মা ঐরূপ জ্ঞানে অহঙ্কারবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে তদবস্থায় তাহাকে নিরহঙ্কার মনে করা যাইতে পারে না। ঐ আত্মাই সাহঙ্কার দ্রব্যের অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-সংঘাতের প্রকাশক এবং তাহার আশ্রয়। এইরূপে অহঙ্কার দৃষ্ট হয় বলিয়া অহঙ্কার-ব্যতিরিক্ত অহঙ্কার-দ্রষ্টা আত্মাকে জানিতে পারা যায়।' দেবহূতি কহিলেন, 'পুরুষ প্রকৃতির পরস্পর নিত্য-সংযোগ। এইজন্য প্রকৃতি কখন পুরুষকে পরিত্যাগ করে না। তাহা যদি হইল, তবে মুক্তি কিরূপে হইবে? যেমন ভূমি ও গন্ধের কখন বিচ্ছেদ নাই, অথবা যেমন রস ও জলের মধ্যেও একটী, অন্যটী ভিন্ন থাকিতে পারে না; তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে একের অভাবে অন্যের সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে না। আর পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও তাঁহার এই কর্ম্মবন্ধ, প্রকৃতির যে সকল গুণকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছে, প্রকৃতির সেই সকল গুণ বিদ্যমান থাকাতে পুরুষের কিরূপে মুক্তি হয়? কখন কখন তত্ত্ববিচারে কোন কোন পুরুষের সংসার-ভয় নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার কারণ একেবারে নিবৃত্ত হয় না বলিয়া পুনরায় সেই ভয় উৎপন্ন হয়।' ১৩—১৯। ভগবান্ কহিতে লাগিলেন, 'যেমন কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উদ্ভূত হইয়া কাষ্ঠকে দগ্ধ করে; সেইরূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মন, আমার কথা শ্রবণে পরিপুষ্ট মৎসম্বন্ধীয় তীব্র ভক্তিযোগ, তত্ত্বজ্ঞান, বলবান্ বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ এবং তীব্র আত্মসমাধি দ্বারা অহর্নিশ পুরুষের প্রকৃতি, পুনঃপুনঃ অভিভূয়মান হইয়া তিরোহিত হইতে পারে। তখন সেই প্রকৃতির ভোগ ভুক্ত হইয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া পুরুষ সততই তাহার দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। এইহেতু সে পরিত্যক্ত হওয়াতে পুরুষের আর অমঙ্গল উৎপাদনে সক্ষম হয় না। পুরুষ নিদ্রিত হইলে প্রায়ই তাঁহার স্বপ্নযোগে নানা অনর্থ সংঘটন হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে সংস্কার বশতঃ ঐ স্বপ্ন তাঁহার মনে উদিত হইলেও তাহা আর মোহ উৎপাদন করে না। এইরূপ পুরুষ যখন তত্ত্বজ্ঞ হইয়া আমাতেই মনঃ-সংযোগ করিয়া আত্মারাম হন, তখন আর প্রকৃতি কিছুতেই তাঁহার অপকার করিতে পারে না। এইরূপে পুরুষ যখন জন্ম-জন্মান্তরে অধ্যাত্ম-রত হইয়া ব্রহ্ম-লোকাবধি সর্ব্বত্র-জাত বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন এবং মুনি হইয়া ও আমার প্রতি ভক্তিসংযোগ করিয়া আমার প্রসাদে আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ হন, তখন তিনি কৈবল্য-ধামে দেহাদি ব্যতিরিক্ত স্বরূপ সদাশ্রয় নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। সেই সময়ে তাঁহার লিঙ্গশরীর বিনাশ হেতু তিনি ঐ আনন্দ লাভ করেন। আর তাঁহাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা তাঁহার মিথ্যা-জ্ঞান সকলও বিনষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা তখন অণিমাদি সিদ্ধিকে বিত্তস্বরূপ মনে করেন। অণিমাদি সিদ্ধি যোগ দ্বারা সমৃদ্ধ এবং যোগ ব্যতীত তাহার অন্য কারণ নাই, সুতরাং তাহাতে আর চিত্ত আসক্ত হয় না। কেবল এইরূপ বোধ হইতে থাকে,—'সীমার অতিক্রমকারিণী আত্মা-সম্বন্ধিনী গতি আমার হউক, তাহা হইলে মৃত্যুর হাস্তাস্পদ হইব না।'' ২০—২৮।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাঙ্গযোগে সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিত স্বরূপ-জ্ঞান কথন।

ভগবান্ কহিলেন, 'হে নৃপাত্মজে! এক্ষণে সাবলম্বন যোগের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই যোগ-অনুষ্ঠানে ম[illegible] প্রসন্ন হইয়া সৎপথে গমন করে। যথাসাধ্য স্বধর্ম্মাচরণ,—বিরু[illegible] ধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন, যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তোষ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের চরণার্চ্চন, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম বিষয়ক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি মোক্ষ-ধর্ম্মে আসক্তি, পরিমিত অথচ বিশুদ্ধ খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষ[illegible] নিরন্তর নির্ব্বোধ নিভৃত স্থানে বাস, অহিংসা, সত্য-কথন, অস্তা[illegible] পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ না করা, যৎপরিমিত বস্তু আবশ্যক,—তাহা[illegible] গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বাহ্য ও অভ্যন্তরে শৌচ, বেদাধ্যয়ন, পর[illegible] পুরুষের অর্চ্চন, মৌনাবলম্বন, আসন জয় করিয়া স্থিরভাবে, অ[illegible] স্থান, ক্রমে ক্রমে প্রাণ-বায়ু জয় করা, ইন্দ্রিয়-সমূহকে মনের বা[illegible] বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া হৃদয়ে আনয়ন, প্রাণের স্থান মূ[illegible] ধারাদির মধ্যে কোন এক দেশে মনের সহিত প্রাণের ধা[illegible]

ভগবানের লীলাসমূহ ধ্যান-করণ এবং মনের সমাধান করণ,—এই সকল এবং এতদ্ব্যতীত অন্য ব্রতাদি দ্বারা অসৎপথে প্রবৃত্ত দুর্দমনীয় মনকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি দ্বারা যোগসাধনে নিয়োগ করিবে, এবং আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ বায়ুকেও জয় করিবে। ১—৭। পরে জিতাসন হইয়া, পবিত্র স্থানে যথাক্রমে উপর্য্যুপরি কুশ, অজিন, চেল ইত্যাদি আস্তরণ করিয়া আসন করিবে এবং তদুপরি স্বস্তিকাসনে অথবা যাহাতে স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়,—এমন আসনে আসীন হইয়া, আপনার শরীর ঋজু করিয়া, প্রাণ-সংযমনে অভ্যাস করিবে। প্রথমতঃ পূরক অর্থাৎ বাহ্য-বায়ুর অন্তঃপ্রবেশন, কুম্ভক অর্থাৎ অন্তঃপ্রবেশিত বায়ুর ধারণ, রেচক অর্থাৎ অন্তর্দ্ধৃত বায়ুর বহির্নিঃসারণ ;—এই তিনটী দ্বারা অনুলোমক্রমে বা প্রতিলোমক্রমে চিত্তকে এ প্রকারে শোধন করিয়া লইবে যে, তাহা একবার স্থির হইয়া আর চঞ্চল হইবে না। সুবর্ণ,—বায়ু ও অগ্নিতে তপ্ত হইলে যেরূপ অচিরে মলিনত্ব ত্যাগ করে, সেইরূপ এই প্রকারে, শ্বাস-জয় হইলে যোগী ব্যক্তির মনঃশীঘ্র নির্ম্মল হইবে। তাহার পর সমাধি-বিষয়ে প্রাণায়ামাদি যে চারিটী কার্য্য মনুষ্যের অনুষ্ঠেয়, তাহার বর্ণন করি। প্রাণায়াম করিলে যোগীর বাতশ্লেষ্মাদি দোষ সকল দগ্ধ হয়, ধারণা দ্বারা পাপ দগ্ধ হয়, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়-সঙ্গ সকল নিবৃত্তি পায় এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বরগুণ রাগ-দ্বেষাদি উপশান্ত হইয়া থাকে। এইরূপে মন যখন সম্যক্ প্রকারে নির্ম্মল ও যোগ দ্বারা সমাহিত হইবে, যখন নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। ৮—১২। মূর্ত্তি এইরূপ ;—তাঁহার মুখ-সরোজ সুপ্রসন্ন, অক্ষিদ্বয়—পদ্ম-গর্ভের ন্যায় অরুণ-বর্ণ বা নীলোৎপলদল-তুল্য শ্যামল। তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভমান। তাঁহার কৌষেয় পীতবসন—পদ্মকিঞ্জল্ক-তুল্য শোভমান। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং কণ্ঠে দীপ্তিশালী কৌস্তভ-মণি বিরাজমান। তাঁহার গলদেশে বনমালা ব্যাপ্ত ;—মত্ত মধুকর তাহাতে মধুর-ধ্বনি করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি মহামূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ এবং নূপুর, প্রভৃতি অলঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহার কটিদেশে কাঞ্চী দীপ্তিমতী, তিনি ভক্তগণের হৃদয়-পদ্মাসনোপরি আসীন। তাঁহার সেই দর্শনীয় মূর্ত্তি নয়ন-মনোরঞ্জন। জননি! তাঁহার ভক্ত-বিষয়ক দর্শন অতি সুন্দর এবং তিনি সর্ব্বলোকের নমস্কৃত। তিনি কিশোর-বয়স্ক, আপনার ভৃত্যগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত। তাঁহার যশ কীর্ত্তন-যোগ্য ও পবিত্র তীর্থস্বরূপ। তাঁহা হইতেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদিগের যশ বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না মন আপন হইতে শান্ত হয়, তাবৎ এইরূপ সমগ্র-অঙ্গ-বিশিষ্ট ভগবন্মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। ১৩—১৮। মা! ঐ ভাব-শুদ্ধ চিত্ত দ্বারা ঐরূপ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবন্মূর্ত্তিকে উপবিষ্ট অথবা গমনশীল কিংবা শয়ান চিন্তা করিবে। তাঁহার লীলা সকলেরই দর্শনীয়। এই প্রকার যখন দেখিবে,—ভগবানের সকল অবয়বে সম্যক্ প্রকারে চিত্ত অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন এক এক অঙ্গে তাহা যোগ করিয়া দিবে। সর্ব্বাগ্রে ভগবানের চরণারবিন্দ ধ্যান করিবে। তাহাতে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং সরোরুহের চিহ্ন বিরাজিত। অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগে উত্তুঙ্গ রক্তবর্ণ ও বিভাসযুক্ত নখরূপ চন্দ্রমণ্ডল শোভমান। তাহারই জ্যোৎস্নায় ধ্যানী-পুরুষের হৃদয়ান্ধকার দূরীকৃত হইয়া যায়। যে চরণ-নিঃসৃতা সরিৎপ্রবরা গঙ্গার সংসারতাপ-নাশক সলিল, মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও শিব হইয়াছেন; সেই চরণ যে ব্যক্তি ধ্যান করে, তাহার মনের পাপরূপ পর্ব্বতে বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ চরণারবিন্দই চিরকাল ধ্যানযোগ্য। ব্রহ্মার জননী সুরবন্দিতা কমল-লোচনা লক্ষ্মী, ভগবানের জানুদ্বয় আপনার উদ্ধহৃদয়ে রাখিয়া, স্বীয় কর-পল্লব দ্বারা স্পর্শ-চাতুর্য্য-সহকারে তাঁহার সেবা করেন। যিনি সংসার-দুঃখ অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক, তিনি ভগবানের ঐ জানুদ্বয় আপনার হৃদয়-মধ্যে রাখিয়া ধ্যান করিবেন। গরুড়ের স্কন্ধোপরি শোভমান, অতসীকুসুম-সদৃশ দীপ্তিমান্, এবং বলসম্পন্ন সেই ঊরুদ্বয় হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিবে। তাঁহার আগুল্‌ফ-লম্বমান পীতবসন-বিশিষ্ট ও কাঞ্চী-কলাপে সংশ্লিষ্ট নিতম্ব-বিম্ব হৃদয়ে রাখিয়া চিন্তা করিতে থাকিবে। ১৯—২১। যে উদর—ভুবন সমূহের অধিষ্ঠান-স্থান, ভগবানের নাভি সেই উদরে অবস্থিত। এই নাভিহ্রদেই আত্মযোনি ব্রহ্মার আসন অখিল-লোকময় পদ্ম উত্থিত হইয়াছিল। ভগবানের এরূপ নাভিহ্রদও ধ্যান করিবে। তাহার পরে ভগবানের যে স্তনদ্বয় শ্রেষ্ঠ-মরকতমণি-সদৃশ এবং যাহা বিশদ-হারকিরণে গৌরবর্ণ, তাহা ধ্যান করিবে। ভগবানের বক্ষঃস্থল মহালক্ষ্মীর অধিবাস-স্থান এবং কণ্ঠদেশে কৌস্তভমণি স্বয়ং অলঙ্কৃত হয়। ভগবানের ঐ দুই অঙ্গও ধ্যান করিবে। মা! অখিল-লোক নমস্কৃত ভগবানের বক্ষঃস্থল এবং কণ্ঠদেশ স্মরণ বা দর্শন করিলে চক্ষু ও মন সাতিশয় পুলকিত হয়। ভগবানের বাহু দ্বারাই মন্দর-গিরি সঞ্চালিত হইয়াছিল। ইহাতে তদ্বাহু অঙ্গদ সকল সাতিশয় উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে এবং লোকপাল সকল তন্মধ্যে আশ্রয় লইয়া রহিয়াছেন। ভগবানের এবম্ভূত বাহু চিন্তা করিবে। তাহার পর তাঁহার হস্তে অসংখ্য-তেজঃশালী যে চক্র আছে ও তদীয় কর-কমলে যে রাজহংসসদৃশ শ্বেতবর্ণ শঙ্খ আছে, এই উভয়েরও ধ্যান করিবে। মাতঃ! ভগবানের যে দয়িতা কৌমোদকী গদা, অরাতি-সেনার শোণিত-রূপ কর্দ্দমে লিপ্ত আছে, তাহাও চিন্তা করিবে। পরে তাঁহার কণ্ঠদেশস্থ যে মালা মধুব্রত-সমূহের গুঞ্জন-রবে নাদিত, এবং যে কৌস্তভ-মণি তত্রস্থ জীবের তত্ত্বস্বরূপ ;—তাহারই ধ্যান করিবে। হরি, ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা-বিতরণ-বুদ্ধিতেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সমস্ত মূর্ত্তি চিন্তা করাই উচিত। পূর্ব্বোক্তরূপে অঙ্গাদি চিন্তা করিয়া তাঁহার মনোরম বদনারবিন্দ চিন্তা করিবে। জ্যোতিষ্মান্ কুণ্ডল-দ্বয়ের সঞ্চালনে সেই বদনের কপোলদ্বয় সর্ব্বদাই বিদ্যোতিত হইতেছে এবং তাহাতে উন্নত নাসিকায় তাঁহার মনোহর শোভা হইতেছে। ঐ বদন শ্রীযুক্ত শোভা ও অলিকুলে সতত সেব্যমান। কুটিল কুন্তলে তাহা রমণীয় এবং মীনদ্বয়ের অধিক্ষেপকারী নয়নদ্বয়ে সুশোভিত। তাহা দ্বারা লক্ষ্মীর নিকেতন পদ্মও তিরস্কৃত হইয়া থাকে। আর তাঁহার ভ্রূমণ্ডল নিয়তই উদ্ভাসিত হইতেছে। ২৫—৩০। ইহার পর ভগবানের যে অবলোকন, সুস্নিগ্ধ হাস্যযুক্ত ; যাহা প্রাতৃজনের ঘোরতর আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় দূরীকৃত করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; যাহাতে তাঁহার বিপুল প্রসাদ অনুভব করা যায়,—সেই অবলোকন হৃদয়মধ্যে সতত ধ্যান করা আবশ্যক। অখিল লোকের অবনতি হেতু লোকের তীব্র শোকে অশ্রু-সাগর সৃষ্টি হইয়াছিল ; ভগবানের হাস্যে তাহা শোষিত হইয়াছিল। ভগবানের অবলোকন ধ্যান করিয়া, পরে সেই হাস্য ধ্যান করিবে। তাহার পর তাঁহার যে উদার ভ্রূমণ্ডল, মুনিগণের উপকারার্থ কন্দর্পকে মুগ্ধ করিতে নিজ মায়া দ্বারা রচিত হয়, তাঁহারও চিন্তা করিবে। অনন্তর ভগবানের উচ্চহাস্য ধ্যান করিবে। ঐ হাস্যে অধর ও ওষ্ঠের বহল কান্তি দ্বারা কুন্দমুকুল-সদৃশ তদীয় দন্তপঙ্‌ক্তি অরুণবর্ণ হইয়া শোভমান হইতেছে। অতি সুন্দর বলিয়া ভগবানের সেই হাস্য অনায়াসেই ধ্যান করা যাইতে পারে। এইরূপে ধ্যান করিলে আপনার হৃদয়াকাশে ভগবান্ যখন জ্যোতি-রূপে প্রকাশ পাইবেন, তখন প্রেম-রসাপ্লুত ভক্তি-বলে তাঁহার প্রতিই মন অর্পিত হইবে। তখন তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই দেখিতে ইচ্ছা হইবে না। মা! এই প্রকার ধ্যানাসক্তিতে ...

প্রতি যোগীর প্রেম-সঞ্চার হয়, ভক্তিভরে হৃদয় গলিয়া যায় এবং প্রেমে অঙ্গ পুলকিত হয়। তখন তিনি ঔৎসুক্য-জনিত-অশ্রুকণা দ্বারা আনন্দ-সংপ্লবে নিমগ্ন হন। এইরূপে মুক্তিপ্রদ ভগবানের গ্রহণ বিষয়ে বড়িশ-সদৃশ উপায় স্বরূপ তদীয় চিত্ত, ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় পদার্থ হইতে বিমুক্ত হয়। চিত্ত ঐ প্রকারে নির্বিষয় হইলে, আশ্রয়হীন হয়; যেহেতু ধ্যেয়-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে চিত্ত কেবল থাকিতে পারে না। পরমানন্দানুভব হইলে চিত্ত অন্য বিষয় হইতে বিরক্ত হয়; সুতরাং যেমন দীপশিখা, তৈল ও বর্ত্তিকা-বিরহিত হইয়া নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার চিত্ত সহসা লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে যোগরত পুরুষ ঐ অবস্থায় দেহাদি-উপাধি-বিবর্জ্জিত হইয়া, ধ্যাতৃ-ধ্যেয়-বিভাগশূন্য অখণ্ড আত্মাকেই অনুগত দেখিতে পান। তাঁহার যোগাভ্যাস-জনিত অবিদ্যা-বর্জ্জিত চরম নিবৃত্তি দ্বারা সুখ দুঃখাতীত ব্রহ্মরূপ মহিমায় অবসান-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যদিও সুখ-দুঃখ—আত্মার ধর্ম, তথাপি তৎকালে ব্রহ্মের সহিত তাঁহার আত্মার ঐক্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু সুখ-দুঃখের কারণ-স্বরূপ যে ভোক্তৃত্ব পূর্ব্বে আত্মগত ছিল, অহঙ্কার বিনষ্ট হওয়াতে তৎকালে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যোগী তাহা তন্নিষ্ঠই দেখিয়া থাকেন। মদমত্ত হতচেতন ব্যক্তি যেমন নিজ কটিতটে পরিবেষ্টিত বস্ত্র আছে, কি পড়িয়া গিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করে না; সেইরূপ যোগীর দেহ, আসন হইতে উত্থিত হউক অথবা উত্থিত হইয়া তাহাতেই থাকুক, কিংবা সেই স্থান হইতে অন্যত্রই বা যাউক, অথবা দৈব বশতঃ পুনর্ব্বার স্থান প্রাপ্তই হউক;—তিনি স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াতে স্বীয় দেহ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান রাখেন না। ৩১—৩৭। তাঁহার প্রাক্তন পূর্ব্ব-সংস্কার হেতু স্বীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া, যে পর্য্যন্ত আপনার আরম্ভক অদৃষ্ট শেষ না হয়, সেই পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবিত থাকে। সমাধি পর্য্যন্ত যোগ-পথ আরোহণ করিয়া তখন সে স্বপ্নাদি-দেহতুল্য পুত্রাদি-দেহ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয় না। তখন সে আত্মতত্ত্ব অবগত হয়। লোক, মায়াতে পুত্র ও বিত্তকে আত্ম-স্বরূপে মনে করিলেও যেমন বস্তুতঃ তাহা হইতে পৃথক্, তেমনি এই দেহ আত্মস্বরূপে অভিমত হইলেও, ইহার দ্রষ্টা পুরুষ ইহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছেন। যেমন জ্বলন্ত-কাষ্ঠ ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূম, অগ্নিস্বরূপে অভিমত হইলেও, দাহক ও প্রকাশক অগ্নি, ঐ ধূম ও জ্বলন্ত-কাষ্ঠ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়; সেইরূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং জীব—এ সকল হইতে দ্রষ্টা আত্মা পৃথক্। জীব-সংজ্ঞিত আত্মা হইতে ব্রহ্ম-সংজ্ঞিত আত্মা পৃথক্। এইরূপ প্রধান অপেক্ষা তাহার প্রবর্ত্তক ভগবানও পৃথক্। লোক যেমন ভূত-সমূহকে মহাভূত-স্বরূপে দেখিয়া থাকে, যোগী সেইরূপ সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে অনন্যভাবে দর্শন করেন। যেমন অগ্নি এক হইলেও আপনার উৎপত্তি-স্থান কাষ্ঠাদির দীর্ঘ-হ্রস্বাদি ভেদহেতু নানা প্রকারে বোধ হয়, সেইরূপ দেহাশ্রিত আত্মাও দেহের গুণবৈষম্য-নিবন্ধন নানারূপে প্রতীয়মান হন। যোগী ব্যক্তি আত্ম-প্রসাদ দ্বারা জীবের বন্ধকারণ ও বিষ্ণুর শক্তিরূপা সদসদাত্মিকা এই দুর্বিভাব্যা প্রকৃতিকে জয় করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন।' ৩৮—৪৪।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

কাল প্রভাব ও ঘোর সংসার বর্ণন।

দেবহূতি কহিলেন, 'সাংখ্য-শাস্ত্রের বর্ণনানুক্রমে মহদাদি তত্ত্বের এবং প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ ত কহিলে। ঐ লক্ষণের দ্বারাই মহদাদির পরস্পর বিভক্ত স্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের প্রয়োজন কি—ভক্তিযোগের প্রকার কি, আমাকে তাহা সবিস্তারে বল। জীবলোকের বিবিধ সংসারের আখ্যান দ্বারাই পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে বিগতরাগ হয়। তোমার অপর একটী কাল-নামক স্বরূপ আছে। ইহা শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—মহাপ্রভাব বিশিষ্ট। ইহারই ভয়ে লোকে পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তুমি এতৎসম্বন্ধেও বর্ণন কর। হে ভগবন্! যাহারা অজ্ঞ; যাহাদের মিথ্যা-দেহাদিতে অহঙ্কার আছে; যাহারা কর্ম্মাসক্ত বুদ্ধি দ্বারা শ্রান্ত হইয়া অপার-সংসারে চিরনিদ্রিত,—তাহাদিগকে জাগরিত করিবার জন্যই তুমি যোগ-প্রকাশক ভাস্কররূপে আবির্ভূত হইয়াছ।' ১—৫। মৈত্রেয় কহিলেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মহামুনি কপিল, মাতার এই সুন্দর বচনে আনন্দিত হইলেন এবং করুণার্দ্র-চিত্তে প্রীতি-সহকারে কহিতে লাগিলেন,—'হে ভাবিনি! ভক্তি-যোগ নানাবিধ,—তাহা বিশেষ বিশেষ মার্গ দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বাভাবিক বৃত্তিভেদে পুরুষের ভক্তির ভেদ হয়। হিংসা, দম্ভ, কিংবা মাৎসর্য্য-ভরে ক্রোধী পুরুষ ভেদ-দর্শনে আমাকে যে ভক্তি করে, তাহা তামস ভক্তি। বিষয়, যশ, কিংবা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া, ভেদদর্শী হইয়া, প্রতিমাতে আমার যে ভক্তি করা হয়, তাহা রাজস ভক্তি। পাপক্ষয়-মানসে, ভগবানের প্রীতি-সম্পাদন-আকাঙ্ক্ষায়, ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিবার উদ্দেশে, যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় অথবা এইরূপ অন্যান্য উদ্দেশে, ভেদ দর্শন করিয়া যে ভক্তি করা হয়, তাহা সাত্ত্বিক ভক্তি। সাগরে গঙ্গাসলিল-ধারার ন্যায় যে মনোগতি আমার গুণ শ্রবণমাত্র, ফলানুসন্ধান না করিয়া, ভেদদর্শন-রহিত হইয়া সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে অবিচ্ছিন্নভাবে নিহিত হয়, সেই মনোগতিরূপ ভক্তি,—নির্গুণ-ভক্তিযোগের লক্ষণ। ৬—১২। নির্গুণ-ভক্তিকামী লোকদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য,—এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। জননি! ঐ প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক ভক্তি বলা যায়। এই ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতি-ক্রমণ করিয়া ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হয়। সেই সকল ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতা ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য, কি কি করিতে হইবে?—না;—ফলকামনা না করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; নিত্য শ্রদ্ধাযুক্ত-চিত্তে ও নিষ্কামে অনতিহিংস্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত পূজা করিতে হইবে; আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তব, বন্দনা প্রভৃতি করিতে হইবে; সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তা করিতে হইবে; ধৈর্য্য ও বৈরাগ্যশালী হইতে হইবে; মহৎ ব্যক্তিদিগের বহু সম্মান, দীনে দয়া আত্ম-সদৃশ ব্যক্তিতে মিত্রতা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন, আত্ম-বিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন এবং সরলতাচরণ করিতে হইবে; সতের সঙ্গ গ্রহণ এবং নিরহঙ্কারতা প্রদর্শন করিতে হইবে। এইরূপে তাঁহারা আমার গুণ শ্রবণ-মাত্রে অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। ১৩—১৯। যেমন গন্ধ, সমীরণ-যোগে নিজস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে, ভক্তিযোগ-যুক্ত অবিকারী চিত্ত তেমনই অক্লেশেই পরমাত্মাকে পাইয়া থাকে। আমি সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতেই সতত বিরাজমান। কোন

কোন ব্যক্তি তাহাতে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমা-পূজায় পূজা-বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান এবং সকল প্রাণীরই আত্মা ও ঈশ্বর। যে ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ আমাকে ত্যাগ করিয়া প্রতিমা অর্চ্চনা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহুতি দেওয়া হয়। সে পরকায়ে আমাতে বিদ্বেষী এবং অভিমানী। সে ভিন্নদর্শী ও সকল ভূতের সহিত বদ্ধবৈর। তাহার মন শান্তি পায় না। হে অনঘে! যে লোক-নিন্দক, সে নানাপ্রকার দ্রব্য ও নানা প্রয়োগ-পন্না ক্রিয়ার দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমাকে অর্চ্চনা করিলেও আমি তাহার প্রতি প্রীত হই না। আমি ত সর্ব্বভূতেই অবস্থিত; তবে পুরুষ আমাকে যে পর্য্যন্ত আপনার হৃদয়-মধ্যে জানিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাদি পূজা করিবে। যে আত্ম-পরে সামান্যমাত্রও ভেদ দর্শন করে, আমি মৃত্যুস্বরূপ হইয়া সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির ঘোরতর ভয় বিধান করিয়া থাকি। এই জন্যই বলি,—আমাকে সর্ব্বভূতাত্মা এবং সকল ভূতে অবস্থিত জানিয়া দান, মান, মৈত্র ও সমদর্শিতা দ্বারা সকলকে অর্চ্চনা করা পুরুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ২০—২৭। অচেতন পদার্থ অপেক্ষা সচেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ। সচেতন পদার্থ হইতে প্রাণ-বৃত্তিমান্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। প্রাণধারী অপেক্ষা জ্ঞানবান্ জীব শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবান্ জীব অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-বৃত্তিশালী স্পর্শবেদী জীব পাদপাদি শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা রসবেদী মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ। ঐ রসবেদী মৎস্যাদি অপেক্ষা গন্ধবিদ্ ভ্রমরাদি শ্রেষ্ঠ। ইহাদের অপেক্ষা শব্দ-বেদী সর্পাদি শ্রেষ্ঠ। সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবেত্তা কাকাদি শ্রেষ্ঠ। উভয়তো-দন্ত—দুইপাটী দন্তযুক্ত জীব, রূপভেদবিদ্ কাকাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বহুপদ জীব ঐ সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বহুপদ জীব অপেক্ষা চতুষ্পদ জীব শ্রেষ্ঠ। চতুষ্পদ অপেক্ষা দ্বিপাদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের মধ্যে চারিবর্ণ শ্রেষ্ঠ। ঐ বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অর্থজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। অর্থজ্ঞ অপেক্ষা মীমাংসা-কারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। মীমাংসাকারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মনিষ্ঠা-বান্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সঙ্গত্যাগী ব্যক্তি, স্বধর্ম্মনিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনিই নিষ্কাম-ধর্ম্মী। নিষ্কামী সঙ্গত্যাগী ব্যক্তির অশেষ কর্ম, কর্ম্মফল এবং দেহ আমাতে সমর্পিত। তাঁহার আত্মা এবং তাঁহার কর্ম্মফল আমাতেই ন্যস্ত। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং কর্ত্তৃত্ব-অভিমানশূন্য। এইজন্য তাঁহা অপেক্ষা আর কোন জীব-কেই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করি না। ২৮—৩৩। ঈশ্বর অন্তর্যামিস্বরূপে সকল ভূতেই প্রবিষ্ট। অতএব বহুমানে সকল প্রাণীকেই প্রণাম করা কর্ত্তব্য। হে মানবি! আপনাকে ভক্তিযোগ এবং যোগ—উভয়ই বলিলাম। এই দুইয়ের মধ্যে যে কোন একটী দ্বারাই পরম-পুরুষকে লাভ করিতে পারা যায়। সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মা পরম-ব্রহ্ম ভগবান্ প্রধান-পুরুষ-স্বরূপ এবং প্রধান-পুরুষ হইতে ব্যতিরিক্ত। যে দৈব হইতে নানা সংসাররূপ কর্ম্মের বিবিধ চেষ্টা হয়, ইহা সেই দৈব। আরও দেখুন, ভগবানের এই রূপকেই বস্তু সকলের অন্যথাভাবের আস্পদ ও আশ্রয় এবং অদ্ভুত কাল বলা যায়। ঐ কাল হইতে মহদাদি-অভিমানী ভিন্নদর্শী জীব সকলের ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অখিলাশ্রয় ঐ কাল অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূত দ্বারাই ভূতসমূহকে সংহার করেন। সেই কালই বিষ্ণুর সংজ্ঞা-বিশেষ। তিনিই যজ্ঞের ফলদাতা। যাহারা যজ্ঞকে বশীভূত করে, তিনি তাহাদিগেরও প্রভু। তাঁহার কেহ মিত্র নাই, কেহ অপ্রিয় নাই এবং কেহ বান্ধবও নাই। তিনি স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া প্রমত্ত জনের অন্ত বিধান করিয়া থাকেন। ৩৪—৩৯। তাঁহার ভয়েই বাতাস বহিতেছে; সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে। তাঁহার ভয়েই ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন, নক্ষত্রগণ দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার ভয়েই বৃক্ষ, লতা, ওষধি, স্ব স্ব কালে ফল-পুষ্প গ্রহণ করি-তেছে। তাঁহার ভয়ে সরিৎসমূহ প্রবাহিত হইতেছে। জলধি তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া কূল অতিক্রম করে না। তাঁহার ভয়ে অগ্নি দীপ্তি পাইতেছে এবং পৃথিবী গিরিসহ জলমগ্ন হইতেছে না। তাঁহারই আজ্ঞায় এই আকাশ জীবিত-প্রাণীর শ্বাস-ক্রিয়ার অবকাশ দিতেছে। তাঁহারই আজ্ঞায় এই মহত্তত্ত্ব, সপ্ত পদার্থে আবৃত হইয়া অহঙ্কার-তত্ত্বাত্মক স্বীয় দেহকে লোকরূপে বিস্তার করিতেছে। তাঁহারই ভয়ে গুণনিয়ন্তা ব্রহ্মাদি দেবগণ এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদিতে বারংবার প্রবর্ত্তমান হইতে-ছেন। এই চরাচর ঐ সকল দেবতার বশবর্ত্তী। সেই কাল, পিত্রাদি দ্বারা পুত্রাদিকে উৎপন্ন করিয়া থাকেন। তিনি মৃত্যু দ্বারা যমকেও মারেন। তিনি সকলের আদিকর্ত্তা। তিনি সকলের অন্তকর। তিনি স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয়।' ৪০—৪৫।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

অধার্ম্মিকদিগের তামসী-গতি-বর্ণন।

ভগবান্ কপিল কহিলেন, 'মেঘদল, বায়ুকর্ত্তৃক বিচলিত হয় বটে, কিন্তু সে, বায়ুর বেগ জানে না। সেইরূপ এই সকল লোক সেই বলবান্ কালকর্ত্তৃক সততই বিচাল্যমান হইলেও, কালের দুরতিক্রম বিক্রম জানিতে পারে না। অতএব ইহারা সুখ-কামনায় অতিকষ্টে যে যে অর্থ উৎপাদন করে, ভগবান্ কাল তাহা তাবৎই বিনষ্ট করেন। তাহাতেই পুরুষ শোকার্ত্ত হয়। ঐ দুর্ম্মতি ব্যক্তি, মোহমুগ্ধ হইয়া কলত্রাদি-সবলিত অনিত্য দেহ, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি প্রভৃতি নিত্য বলিয়া মনে করে। ঐ জীব এই সংসারে যে যে যোনি পাইয়া থাকে, সেই সেই যোনিতেই সুখ লাভ করে; সুতরাং সে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় না। নরকস্থ ব্যক্তি, নরক-ভোগান্তেও দেবমায়া-বিমুগ্ধ হইয়া সেই দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। জননি! যে সাধুসঙ্গ লয় না, বৃদ্ধ-সেবা করে না, কুটুম্ব ভিন্ন আর কাহাকেও মানে না, আমারও আরাধনা করে না,—দেহ, কলত্র, পুত্র, গৃহ, পশু, দ্রবিণ এবং বন্ধু-বান্ধবে আসক্তি-নিবন্ধন তাহার নানা বাসনার উদ্রেক হয়। তখন সে আপনাকে বড় করিয়া মানে। তখন ঐ পুত্র-কলত্রাদির ভরণ-পোষণ প্রভৃতির চিন্তায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়। সেই জন্য সেই দুরাশয় মূঢ় নানা দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হয় এবং তাহার আত্মা ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে আক্ষিপ্ত হয়। তখন সে বারনারীর নির্জ্জন-বিরচিত সম্ভোগাদি-রূপ মায়া এবং মধুরভাষী শিশুদিগের সুমধুর আলাপ দ্বারা আপনাকে সুখী মনে করে। তখন সে বিত্তশাঠ্যাদি-কাপট্য-বহুল ও দুঃখ-প্রধান গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইয়া পড়ে এবং অনলস হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখ-দূরীকরণে যত্নবান্ হইয়া থাকে। ১—৯। যাহাদের পোষণে অধোগতি হয়,—সাংসারিক ক্লেশ-দূরীকরণার্থ মোহান্ধ ব্যক্তি গুরুতর হিংসা দ্বারা নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, তাহাদেরই পোষণ করে। সে সকলকে খাওয়াইয়া শেষ যাহা বাকী থাকে, আপনি তাহাই খায়। তাহার জীবিকা বিলুপ্ত হইলে এবং অন্য জীবিকা অবলম্বনে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলে, লোভাভিভূত হইয়া অন্যের ধনে স্পৃহা করিয়া থাকে। সেই হতভাগা, বিফলযত্ন হইয়া হতশ্রী ও দীন হইয়া পড়ে। তখন সে কুটুম্ব-পোষণে অসমর্থ হইয়া চিন্তাকুলিত হয় এবং বিমূঢ়বুদ্ধি হইয়া এক একবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। বলীবর্দ্দ

বৃদ্ধ হইলে নির্দ্দয় কৃষকেরা যেরূপ আর তাহার যত্ন করে না; তদ্রূপ কলত্রাদির ভরণ-পোষণে অক্ষম হইলে, পুত্র-কলত্রাদি পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে আদর করে না। কিন্তু তাহাতেও তাহার নির্ব্বেদ হয় না। তখন সে সেই পূর্ব্ব-পোষিত ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পুষ্যমাণ হইয়া গৃহেই অবস্থিতি করে। ক্রমে সে জরা দ্বারা অত্যন্ত বৈরূপ্য প্রাপ্ত হইয়া মরণাভিমুখ হইতে থাকে। গৃহপাল কুক্কুরের মত তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া যথাকালে যৎকিঞ্চিৎ যে খাদ্য-দ্রব্য তাহার সম্মুখে রাখা হয়, সে তাহাই আহার করে। ক্ষুধা-মান্দ্য হেতু তাহার অল্পাহার ও অল্প চেষ্টা হয়, সুতরাং সে ক্রমে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। তখন বায়ুর উপক্রম আরম্ভ হইলে, তাহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে এবং ঐ বায়ুর মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়। তাহাতে নিশ্বাস ফেলিতে অথবা কাসিতেও কষ্ট হয়। গলায় এক প্রকার "ঘুর ঘুর" শব্দ হয়। মাতঃ। সে যখন ঐ অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে, তখন তাহার বন্ধুগণ শোকভরে তাহাকে পুনঃপুনঃ ডাকিলেও সে কালপাশের বশবর্ত্তী হওয়াতে কিছুই বলিতে পারে না। ১০—১৭। এইরূপ ইন্দ্রিয় জয়ে অক্ষম, কুটুম্ব-ভরণে ব্যাপৃত ব্যক্তি, রুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের আর্ত্তনাদে গুরুতর বেদনা প্রাপ্ত হয়। শেষে সে জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তখন সক্রোধ-নয়ন দুইজন যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে দেখিয়াই সে ত্রস্ত-হৃদয়ে মলমূত্র ত্যাগ করে। অনন্তর যমদূতেরা তাহাকে স্থূল দেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করে এবং রাজ-পুরুষেরা যেমন দণ্ডনীয় লোককে বন্ধন করে, তাহারা সেইরূপ সেই হতভাগ্যের গলদেশে পাশ বন্ধন করিয়া সুদীর্ঘ পথে লইয়া যায়। সেই দুই জনের তর্জ্জনে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং সাতিশয় কম্প উপস্থিত হয়। পরে তাহাকে কুক্কুরে খাইতে আসে। তখন সে নিজ পাপ স্মরণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে। একে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর; তাহার উপর আবার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত। তাহার পর তপ্ত-বালুকাময় পথ, সূর্য্য-কিরণ, দাবানল ও উষ্ণ-বায়ু-তাপে সন্তাপিত। পথে আশ্রম বা জল কিছুই নাই; সুতরাং তাহাকে অশক্ত হইয়াও চলিতে হয়। চলিবার শক্তি নাই,—কাজেই সে শ্রান্তি বশতঃ বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার মূর্চ্ছা-ভঙ্গে আপনিই গাত্রোত্থান করে। এইরূপ নানা যাতনা ভোগ করিতে করিতে সে ঐ ভয়ঙ্কর পথ দ্বারা শমন-সদনে নীত হইয়া থাকে। ১৮—২৩। যমভবনের পথের পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। এই পথ ঐ ব্যক্তিকে তিন মুহূর্ত্ত বা দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রমণ করিয়া উপনীত হইতে হয়। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র সে যাতনায় আরোপিত হয়। কোন স্থানে জ্বলন্ত-কাষ্ঠ গাত্র বেষ্টিত করিয়া দগ্ধ করে। কোথাও বা আপনা দ্বারা অথবা অন্যের দ্বারা ছিন্ন আপনার মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। যম-সদনে কুক্কুর গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাহারী জীবগণ, জীবন থাকিতেই তাহার অন্ত্র টানিয়া বাহির করে। কোন স্থানে বা সর্প-বৃশ্চিক-দংশাদি নিষ্ঠুররূপে দংশন করিতে আরম্ভ করে; ইহাতে সে সাতিশয় বেদনাক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কোথাও দেহ সকলের কর্ত্তন; কোথাও বা গজাদি দ্বারা বিদারণ; কোথাও বা পর্ব্বতচূড়া হইতে পাতন; কোথাও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরোধ ইত্যাদি যাতনায় তাহাকে নিরতিশয় নিপীড়িত হইতে হয়। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যে সকল নরক পরস্পর-সঙ্গ দ্বারা নির্ম্মিত হয়, ঐ মৃত ব্যক্তি নর হউক বা নারীই হউক, তৎসমুদায়ও ভোগ করে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এই স্থানেই নরক ও এই স্থানেই স্বর্গ। নরক-সম্বন্ধীয় যে যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এখানেও দেখা যায়। ২৪—২৯। কুটুম্ব-পোষণে বিরত থাকুক অথবা উদর-ভরণ-কর্ম্মে সতত নিযুক্ত হউক, মৃত্যুর পর এই স্থানেই দেহ ও কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে কেবল আপনাকে ঐ সকল কর্ম্মের ঐরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। জীব-নিগ্রহ করিয়া আপনার যে কলেবর পুষ্ট করিত, সে সেই কলেবর এবং পাপার্জ্জিত ধন এই পৃথিবীতে ত্যাগ করিয়া, একাকী পাপরূপ-পাথেয় লইয়া ঘোর অন্ধকারময় নরকে প্রবেশ করে। তাহার অন্যায় কুটুম্ব-পোষণের পাপ পরকালে ঈশ্বরকর্ত্তৃক উপস্থিত হয়। সে আতুরের মত হতজ্ঞান হইয়াও নরকে তাহার ফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্ম দ্বারা কুটুম্বাদির ভরণার্থ উৎসুক, তাহাকে নরকের চরমপদ অন্ধতামিস্রে যাইতে হয়। সেই নরক-ভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে যত প্রকার যাতনা হইতে পারে, ক্রমে ক্রমে তাহাই পাইতে হয়। পরে ভোগ দ্বারা যখন পাপক্ষীণ হইবে, তখন সে পুনরায় এ স্থানে আসিয়া নরত্ব প্রাপ্ত হইবে।' ৩০—৩৪।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

নরযোনি-প্রাপ্তিরূপ তামসী-গতি-বর্ণন।

ভগবান্ কহিলেন, 'ঈশ্বরই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন। ইহাতে জীব সেই কর্ম্মনিবন্ধন দেহ ধারণের জন্য পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে। রেতঃ-কণা গর্ভমধ্যে পতিত হইলে তাহা এক রাত্রে শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়। ঐ অবস্থায় পাঁচরাত্রি থাকিলে, তাহা বুদ্‌বুদাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার পর দশ দিবস অতীত হইলে, তাহা বদরী-ফলের মত হইয়া কঠিন হয়। তৎপরে তাহা যোনির মধ্যেই মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করে। এক মাস গত হইলে তাহার শিরোদেশ; দুই মাসে তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গ-বিভাগ এবং নখ, লোম, অস্থি ও চর্ম্মের সঞ্চার হয়। তিন মাসে লিঙ্গ ও ছিদ্র উৎপন্ন হয়। চারি মাসে সপ্তধাতু এবং পাঁচ মাসে ক্ষুধা-তৃষ্ণা জন্মে। পরে ছয় মাসে জরায়ু-আবৃত হইয়া মাতার দক্ষিণ-কুক্ষিতে ভ্রমণ করে। সেই সময় হইতে মাতৃ-ভুক্ত অন্ন-পানাদি দ্বারা তাহার ধাতু সকল ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এরূপ অবস্থায় ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে সেই বিষ্ঠা-মূত্রের গর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। ইহাই জন্তু সকলের উৎপত্তি-স্থান। তন্মধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধিত কৃমি সকল তাহার শরীর ভক্ষণ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করে। তাহাতে সে অতিশয় যাতনা পাইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয়। ১—৬। মাতৃ-ভুক্ত কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার, অম্ল প্রভৃতি দ্রব্যের দুঃসহ রস স্পর্শ করাতে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। সে ভিতরে জরায়ু এবং বাহিরে অন্ত্র দ্বারা আবৃত হওয়াতে পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ-চেষ্টাতেও অশক্ত; সুতরাং সে কুক্ষিদেশে মস্তক দিয়া পৃষ্ঠ এবং গ্রীবা কুটিলীকৃত করিয়া থাকে। গর্ভ-মধ্যে ঐ জীবের পূর্ব্ব-কর্ম্মের স্মৃতি আসে। তখন অত্যুচ্ছ্বাস-প্রায় হইয়া অবস্থিতি করিয়া, শত শত জন্মকৃত পাপ স্মরণ করিতে থাকে। তাহাতে কি সে হতভাগ্য সুখ লাভ করিতে পারে। পরে জ্ঞান পাইলেও সে সপ্তম মাস হইতে আবার প্রসব জন্য বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইতে থাকে। তখন সে সহোদর-জন্মা বিষ্ঠাভু কৃমির ন্যায় এক স্থানে স্থির থাকিতেও পারে না। ঐ জীব দেহাত্মদর্শী হইয়া, পুনর্ব্বার গর্ভবাস-ভয় হেতু যাচমান হইয়া, করপুটে আকুল-চিত্তে যে ঈশ্বর তাহাকে উদরে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারই স্তব করিতে থাকে। তৎকালে জীব এইরূপ হরির স্তব করে;—'আমি

সেই ভগবানের ভূমি-সঞ্চারী অভয় চরণারবিন্দের শরণ লই। তিনি নিকটবর্ত্তী জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছাক্রমে নানা মূর্ত্তি ধারণ করেন। আমি যেমন অসৎ,—আমার এই গতি আমার উপযুক্ত। তিনিই ইহা দেখাইতেছেন। ৭—১২। এই মাতৃদেহে দেহাকারে পরিণতা মায়ার আশ্রয় লইয়া কর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং বদ্ধবৎ হইয়া, এই যে আমি রহিয়াছি, তিনিও এই দেহেই আছেন। তিনি অখণ্ড-বোধ, বিশুদ্ধ এবং নির্ব্বিকার। আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত। আমি তাঁহাকেই নমস্কার করি। এই পঞ্চভূত-নির্ম্মিত দেহে মিথ্যা আচ্ছন্ন। আমারও ইন্দ্রিয়-বিষয় এবং চিদাভাস স্বরূপ হওয়া মিথ্যা। কিন্তু আমার বন্দনীয় পুরুষের মহিমা এই শরীরের দ্বারাও অবিকুণ্ঠিত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ন্তা; আমি তাঁহারই বন্দনা করি। এই সংসার-সম্বন্ধীয় পথে গুণনিমিত্ত নানা কর্ম্ম আছে; সে সকলই বন্ধন। সংসার-পথে যাঁহার মায়া দ্বারা এই জীব স্মৃতি হারাইয়া বিচরণ করিতেছে, সেই মহৎপুরুষের অনুকম্পা ভিন্ন কোন্ প্রকারে এ জীব নিজ-স্বরূপ লোককে সম্যক্ প্রকারে উপাসনা করিতে সমর্থ হইবে? এই ঈশ্বরই উপাস্য। সেই ঈশ্বরই আমাতে ত্রৈকালিক জ্ঞান বিধান করিয়াছেন। আমরা জীবরূপ কর্ম্মপদবীর অনুবর্ত্তী। অতএব স্থাবর ও জঙ্গমে যাঁহার অংশ অনুবর্ত্তমান,—আমরা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উপশম করিবার জন্য তাঁহারই ভজনা করি। হে ভগবন্! এই আমি মাতার উদর-কুহরে শোণিত ও বিষ্ঠা-মূত্রের কূপে পতিত হইয়া রহিয়াছি। এখানে কেবল বিষ্ঠা-মূত্র-জনিত ক্লেশ-ভোগে ও জঠরাগ্নি-দ্বারা দেহ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে। ইহাতে আমি অতিশয় দীনভাবে এস্থান হইতে বহির্গমন-কামনায় আপনার মাস গণনা করিতেছি। কখন্ বহির্গত হইব? হে ঈশ! ভবৎসদৃশ অসীম দয়াবান্ যে পুরুষ দশমাস-মাত্র-বয়স্ক এই দেহীকে এইরূপ জ্ঞান দিয়াছেন, সেই দীন-নাথ স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারাই সন্তোষ লাভ করুন। করযোড় বিনা তাঁহার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে কাহার সাধ্য আছে? ১৩—১৮। প্রভো! যিনি বিবেকজ্ঞান দিয়া আমাকে শম-দমাদি-শরীরবিশিষ্ট করিয়াছেন, সেই অনাদি পরিপূর্ণ পুরুষকে বাহিরে এবং অন্তরে দর্শন করি। তিনিই অপরোক্ষত্ব রূপে প্রতীত চিত্তাধিষ্ঠাতা স্বরূপ। হে বিভো! দুঃখাবস্থায় এই গর্ভে বাস করিয়াও আমার বহির্গত হইতে ইচ্ছা হইতেছে না। কেননা, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও অন্ধকূপ আছে। যে প্রাণী সেখানে যায়, সে মায়ায় আচ্ছন্ন হয়। সেই মায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিথ্যামতি অর্থাৎ দেহে অহংবুদ্ধি এবং পুত্র-কলত্রাদি-সম্বন্ধ নিমিত্ত এই সংসারচক্র তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমি ব্যাকুলচিত্তে এই স্থানেই থাকিয়া সুহৃৎস্বরূপ আত্মা-দ্বারা অর্থাৎ সারথিরূপ বুদ্ধিযোগে সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব। নানা গর্ভবাসরূপ এই দুঃখ পুনরায় যেন আমার না হয়। আমি ভগবান্ বিষ্ণুর পদদ্বয় হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিয়াছি।' ভগবান্ কহিলেন, 'দশমাস-বয়স্ক জীব যখন এইরূপে কৃতমতি হইয়া মাতৃগর্ভে পরমেশ্বরের স্তব করিতে থাকে, তখন প্রসবের মূল-কারণ বায়ু তাহাকে অধোমুখ করিয়া প্রসবের জন্য পাঠাইয়া থাকে। ঐ বায়ু কর্ত্তৃক জীব যখন অধঃক্ষিপ্ত হয়, তখন সে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সে নিম্ন-শিরা হইয়া অতি-কষ্টে বাহির হইতে থাকে। সে সময়ে তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ এবং স্মরণশক্তি লুপ্ত হয়। ঐ জীব রক্তাক্ত-দেহে কৃমির ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া অঙ্গ-সঞ্চালন করে। তাহার পর বিগত-জ্ঞান হইলে, সে বিপরীত-গতি পাইয়া পুনঃপুনঃ রোদন করে। ১৯—২৪। তখন যাহারা তাহার পোষণ করে, তাহারা তাহার কি অভিপ্রায়,—জানিতে পারে না। আর তাহারা তাহার অনভিপ্রেত বস্তু তাহাকে দিলেও সে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না। যদিও সে স্বেদজ-কীটদূষিত অশুচি-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, তথাপি সে আপনার অঙ্গ-কণ্ডূয়ন করিতে বা উপবেশন ও উত্থানাদির চেষ্টা করিতে পারে না। কৃমিসমূহ যেমন কৃমিকে দংশন করে, দংশক-মশক-মৎকুণাদি সেইরূপ তাহার কোমল ত্বকে দংশন করে। গর্ভাবস্থায় জ্ঞানোদয় কালে তাহার ক্লেশানুভব হয় সত্য, এখন কিন্তু ক্লেশানুভব হইলেও সে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। মাতঃ! ঐ প্রকারে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত শৈশব-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পরে পৌগণ্ড-অবস্থায় অধ্যয়নাদি-দুঃখ অনুভব করিতে হয়। যৌবন-দশায় যখন অভীপ্সিত অর্থ লাভ না হয়, তখন সে শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং অজ্ঞান বশতঃ তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। পরে তাহার দেহের সহিত অভিমান ও ক্রোধ বৃদ্ধি হয়। তখন সে অন্য কামীদিগের সহিত বিরোধ করিয়া আপনার বিনাশ সাধন করে। প্রকৃত জ্ঞান না থাকাতে পঞ্চভূতে আরব্ধ এই দেহের প্রতি তাহার পুনঃপুনঃ 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার অসৎ আগ্রহ হয়। তখন সে কুমতি বশতঃ তাহাতে আত্মবুদ্ধি আরোপ করিয়া থাকে। ২৫—৩০। যে কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে আবার সংসার প্রাপ্ত হইতে হইবে, ঐ দেহের জন্য সে সেই সকল কর্ম্মে অনুরক্ত হয়; কারণ, অবিদ্যা ও কর্ম্মবন্ধন, ক্লেশ প্রদান করিয়া পুনঃপুনঃ তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। আরও দেখুন, ঐ জীব সন্মার্গে থাকিয়াও যদি শিশ্নোদর-পরায়ণ অসৎপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহা হইলেও তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপে নরকে যাইতে হয়। অসৎসঙ্গ হেতু সত্য, শৌচ, দয়া, বুদ্ধি, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকলই নষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকল অশান্ত-দেহে আত্ম-বুদ্ধিকারী মূঢ় ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় রমণীদিগের অধীন হয়। অসৎ-লোকের সঙ্গ লওয়া কদাপি উচিত নহে। জননি! যোষিৎসঙ্গী পুরুষের যেমন মোহ ও বন্ধন হয়, অসাধু-সঙ্গেও সেরূপ হয় না। ৩১—৩৫। প্রজাপতি ব্রহ্মা, আপনার দুহিতাকে দেখিয়া যখন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই দুহিতা মৃগীরূপ ধারণ করিয়া ধাবমানা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাও নির্লজ্জ হইয়া মৃগরূপে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। রমণী-দর্শনে ব্রহ্মাও যখন বিমুগ্ধ, তখন তৎসৃষ্ট-মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদি-সৃষ্ট কশ্যপাদি এবং সেই কশ্যপাদি-সৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদির মধ্যে নারায়ণ ঋষি ভিন্ন কোন্ পুরুষের মন রমণীর মোহিনী-মায়ায় মুগ্ধ না হইবে? আমার ঐ স্ত্রীময়ী মায়ার বল দেখুন। এই মায়া, দিগ্বিজয়ী বীরদিগকেও কেবল ভ্রূভঙ্গে আপনার পদদলিত করে। যে, যোগের পরপারে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহার প্রমদা-সঙ্গ লওয়া বিধেয় নহে। যোগীরা বলেন,—'সৎসঙ্গে যাহার আত্মরূপ লাভ হয়, তাহার পক্ষে রমণী নরকের দ্বার-স্বরূপ।' যোষিৎরূপা দেবনির্ম্মিতা মায়া, শুশ্রূষাদি-ছলে ধীরে ধীরে নিকটে গমন করে; আত্মবান্ পুরুষ তাহাকে তৃণাবৃত কূপের ন্যায় আপনার মৃত্যু-স্বরূপ দেখিবেন। জীব, স্ত্রীসঙ্গ-বশতঃ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। মোহ-নিবন্ধন সে পুরুষ-সদৃশ আচরণ-কারিণী আমার মায়াকে বিত্ত, অপত্য ও গৃহপ্রদ পতিরূপে মান্য করে। ৩৬—৪১। ব্যাধের সঙ্গীত—মৃগের পক্ষে যেমন মৃত্যুর স্বরূপ; সেইরূপ স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত মুক্তি-কামী জীব,—পতি, পুত্র, গৃহ-স্বরূপ মায়াকে দৈবকর্ত্তৃক রচিত আপনার মৃত্যুস্বরূপ জ্ঞান করিবে। জননি! জীবের এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন অসম্ভব নহে। জীবের উপাধি-স্বরূপ একটী লিঙ্গ-দেহ আছে। সেই দেহের সহিত জীব এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন করে এবং ফলভোগ করিয়া সতত কর্ম্ম করে। জীবের উপাধি

লিঙ্গদেহ এবং আত্মার অনুবর্ত্তী স্থূল ভূতাদির বিকার-রূপ ভোগায়তন, এই স্থূল দেহে আছে। এই দুয়ের কার্য্যাযোগ্যতাই জীবের মরণ। ঐ দুয়ের আবির্ভাবে জীবের জন্ম। 'এই আমি' এইরূপ অভিমানে শরীরের দর্শন হইলে, জীবের উৎপত্তি হইল বলা যায়। যেমন দ্রব্যোপলব্ধি-স্থান নেত্র-গোলকাদির কাচকামলাদি-দোষ-হেতু রূপ-দর্শনে অসামর্থ্য হইলেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা এবং দ্রষ্টা জীবেরও দ্রষ্টৃত্ব-বিষয়ে অসামর্থ্য হয়; সেইরূপ দ্রব্যের উপলব্ধি-স্থান স্বরূপ যে এই স্থূল দেহে দ্রব্য-দর্শনে অযোগ্যতা হইলে জীবের মরণ হইল। মৃত্যু হইতে ভয় পাওয়া এবং জীবনে দৈন্য ও জীবনার্থ যত্ন করা উচিত নহে। ধীর ব্যক্তি, জীবের এই প্রকার গতি বিদিত হইয়া, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেন। সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়াও বুদ্ধিতে যোগ-বৈরাগ্য-যুক্ত করিয়া, এই মায়ারচিত লোকে দেহাসক্তি-শূন্য হইয়া বিচরণ করিয়া বেড়াইবেন।' ৪২—৪৭।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ঊর্দ্ধগতি ও পুনরাবৃত্তি কথন।

ভগবান্ কহিলেন, 'যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমী হইয়া, কাম হইতে স্বীয় ধর্ম্ম দোহন করিয়া পুনর্ব্বার সে সকলকে পূর্ণ করে, সে ব্যক্তি কামমুগ্ধ ও ভগবদ্ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ। সে শ্রদ্ধা-সহকারে বিবিধ যজ্ঞে প্রাকৃত দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করে। ঐ দেব ও পিতৃগণের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা দ্বারা তাহার বুদ্ধিও আচ্ছন্ন হয়। সেই জন্য সে তাঁহাদের জন্যই ব্রতাচরণ করে। পরে সে তজ্জন্য ফল-ভোগার্থ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া, তথায় সোমরস পান করে; কিন্তু তাহাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। যখন অনন্তাসন হরি-অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিবেন, তখন গৃহমেধীদিগের গৃহধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য প্রাপ্ত সমস্ত লোকই লুপ্ত হইবে। যে সকল ধীরব্যক্তি কাম এবং অর্থের জন্য স্বধর্ম্ম দোহন করেন না,—নিঃসঙ্গে ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্ত, নিবৃত্তি-ধর্ম্মরত, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার এবং স্বধর্ম্ম-লব্ধ সত্ত্ব ও শুদ্ধ-চিত্ত-বিশিষ্ট হন, তাঁহারা সূর্য্য-রশ্মি-দ্বার-যোগে বিশ্বের উৎপাদন ও নিমিত্তের কারণ সেই পরাবরেশ পরিপূর্ণ পুরুষকে পাইয়া থাকেন। পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে যাঁহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসক, তাঁহারাও ক্রমশঃ তাহা পাইয়া থাকেন। ১—৭। তাঁহারা দ্বিপরার্দ্ধের অবসানে যাবৎ ব্রহ্মার লয় না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ লোকে বাস করেন। জননি! ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ের অর্থ—শব্দ-স্পর্শাদি এবং অহঙ্কার প্রভৃতিতে পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মা গুণত্রয় স্বরূপ হইয়া, দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিত কাল ভোগ করিয়া, অব্যাকৃত ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হন। এই প্রকারে দূরে গিয়া যে সকল যোগী, ভগবান্ হিরণ্যগর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হন, তাঁহারা জিত-মনঃপ্রাণ এবং বিরক্ত হইয়া ক্রমে সেই হিরণ্যগর্ভের সঙ্গেই পরমানন্দ-স্বরূপ পুরাণ-পুরুষ ব্রহ্মত্ব পাইয়া থাকেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন না; যেহেতু, সে সময় তাঁহাদের অভিমান বিগত হয় না। ভগবদ্ভক্ত জন কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মলাভ করেন। হে ভাবিনি! যিনি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত এবং যাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে,—ভক্তি ভাবে সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করুন। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পর সংশ্লেষ হইলে স্থাবর-জঙ্গমের আদ্যস্রষ্টা বেদগর্ভ ব্রহ্মা, মরীচ্যাদি ঋষিগণ, সনৎকুমারাদি যোগেশ্বর এবং সিদ্ধ ও যোগপ্রবর্ত্তকগণ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা আপন আপন কর্ম্ম-বিনির্ম্মিত পারমেষ্ঠ্য ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া প্রলয় কালে তাঁহারা গুণাবির্ভাব ও প্রথমাবতার-রূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভেদদর্শন-অভিমানে উপাসনা হেতু তাঁহাদিগকেও ঈশ্বররূপী কালের প্রভাবে পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ব্রহ্মার সমভিব্যাহারী ঐ ঋষিসমূহও পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার স্ব স্ব অধিকারে আসিয়া থাকেন। ৮—১৫। যাহারা কর্ম্মাসক্ত-চিত্তে শ্রদ্ধা-সহকারে কাম্য ও নিত্য কর্ম্ম সকল সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করে, অথচ কামাত্মা ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়া, রজোগুণ-প্রভাবে কুণ্ঠিতমনা এবং নিরন্তর গৃহাদিতে অনুরক্ত হইয়া, পিতৃগণের অর্চ্চনা করে; তাহাদের ও পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। যে সকল পুরুষ কেবল ধর্ম্ম, অর্থ,—কাম—এই ত্রিবর্গ সাধনে তৎপর, কিন্তু ভব-ভয়-নাশন হরির মহাবিক্রম-কথায় বিমুখ; বিষ্ঠাভোজী শূকর যেমন ক্ষীরাদি পরিত্যাগ করিয়া পুরীষাহারে অনুরাগী হয়, সেইরূপ যাহারা অচ্যুত ভগবানের কথাসুধা পরিত্যাগ করিয়া অসৎকথা শ্রবণ করে, তাহারা নিশ্চয় দৈবকর্ত্তৃক নিহত। তাহারা সূর্য্যের দক্ষিণ পথ দিয়া অর্থাৎ ধূমমার্গ দিয়া পিতৃলোকে গমন করে। পরে তাহারা তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব পুত্রাদিতে জন্মগ্রহণ করে এবং পুনর্ব্বার গর্ভাধানাদি শ্মশানান্ত ক্রিয়া যথাশাস্ত্রোক্ত প্রকারে করিয়া থাকে। মাতঃ! তাহাদের সুকৃতি সকল, কালবশে ক্ষীণ হয়। ভোগের সাধন বিনষ্ট হইলে, দৈব বশতঃ তাহারা বিবশ হইয়া পুনর্ব্বার এই লোকে পতিত হয়। আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে এবং সেই ভগবদ্‌গুণাশ্রয় ভক্তি সহকারে পরমেশ্বরের ভজনা করুন। তাঁহার পদাম্বুজই জীবের একমাত্র ভজনীয়। ১৬—২২। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে, আশু বৈরাগ্য ও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কারক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ভগবানের গুণানুরাগ দ্বারা যখন ভক্তচিত্ত তাঁহাতেই নিশ্চল হয় এবং বস্তুত এক-ভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়-বিষয়েও প্রিয় ও অপ্রিয়—এই ভেদজ্ঞানে বৈষম্য গ্রহণ না করে, তখনই সেই ভক্তচিত্ত আত্মা দ্বারা স্বপ্রকাশ আত্মাকে নিঃসঙ্গ, হেয়-উপাদেয়-রহিত, সর্ব্বত্র সমান ও জ্ঞান-স্বরূপ ভাবিয়া 'আমিই পরমানন্দ' ইত্যাকার নিশ্চয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাতঃ! জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ ভগবানই পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর এবং পরম-পুরুষ ইত্যাদি শব্দে প্রসিদ্ধ। তিনি এক হইয়াও জ্ঞান-মাত্ররূপে সমান পদার্থেও দৃশ্যাদি পৃথক্ ভাবে, পৃথক্ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গ আত্মার প্রাপ্তিই যোগীর সমগ্র যোগের অভিমত অর্থ, অর্থাৎ প্রপঞ্চ-সঙ্গ-নিবৃত্তিই যোগের ফল। প্রপঞ্চের প্রতীতিই ভ্রান্তিমাত্র। এক জ্ঞানরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ভ্রান্তি বশতঃ শব্দাদি-ধর্ম্মযুক্ত অর্থরূপে অবভাসমান হন; বাস্তবিক পৃথক্ অর্থমাত্র নাই। যেমন এক মহত্তত্ত্ব অহঙ্কাররূপে ত্রিগুণাত্মক, পুনর্ব্বার ভূতরূপে পঞ্চপ্রকার এবং ইন্দ্রিয়রূপে একাদশ প্রকার হইয়াছে, আর ঐ মহদাদি হইতে স্বরাট্ অর্থাৎ জীব এবং জীবের শরীর এই ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎ প্রকাশমান হইতেছে; সেইরূপ পরব্রহ্মেও এই প্রপঞ্চ অর্থরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যিনি সংযতচিত্ত, সঙ্গরহিত এবং সংসারে বিরক্ত; তিনি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং যোগাভ্যাসে নিত্য ব্রহ্মকেই দেখিতে পান। ২৩—৩০। হে মানবীযে মাতঃ! আমি এই ব্রহ্মদর্শন জ্ঞান কহিলাম। এই জ্ঞান দ্বারাই প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। নৈর্গুণ জ্ঞানযোগ এবং মদ্বিষয়ক ভক্তিরূপ যোগ—এই উভয়ের একই প্রয়োজন। এই দুয়েতেই ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়। যেমন রূপ-রসাদি বহুগুণাশ্রয় দ্রব্যাদি এক এক বিষয় হইলেও পৃথক্ পৃথক্ মার্গ-প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীত হয়; তদ্রূপ ভগবান্ বস্তুতঃ এক কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র-পথ দ্বারা নানা প্রকারে

প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। পূর্ত্তকর্ম্মাদি, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, মীমাংসাকরণ, আত্মা ও ইন্দ্রিয়-জয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ-বর্জ্জন, সন্ন্যাস, বিবিধ অঙ্গ-যোগ, ভক্তিযোগ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিশিষ্ট সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, দৃঢ় বৈরাগ্য ইত্যাদি দ্বারা স্বপ্রকাশ এবং যথাসম্ভব সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হন। ৩১—৩৬। মা! যে কাল সকল জন্তুর উৎপত্তি ও নিধনাদি করে, এবং যাহার গতি অব্যক্ত, সেই কালের এই স্বরূপ এবং ভক্তিযোগের চতুর্ব্বিধ স্বরূপ কহিলাম। জীবের অবিদ্যা-কর্ম্ম-নির্ম্মিত বহুপ্রকার সংসার আছে। হে মাতঃ! মন তৎসমুদয়ে প্রবিষ্ট হইলে আপনার গতি অবগত হইতে পারে না। এই বিষয়টী পর-উদ্বেজক, খল এবং অবিনীত ব্যক্তিকে কখন উপদেশ দিবে না। আর দুরাচার, দাম্ভিক, লোভী, গৃহাসক্ত-চিত্ত, আমাতে যাহাদের ভক্তি নাই অথবা যাহারা আমার ভক্তের দ্বেষী—এ সকল ব্যক্তির নিকটও কদাপি কীর্ত্তন করিবে না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল, ভক্ত, বিনীত, অসূয়াশূন্য, সর্ব্ব-প্রাণীতে কৃত-মৈত্র, শুশ্রূষারত, বাহ্যবিষয়ে জাতবৈরাগ্য, শান্তচিত্ত, নির্ম্মৎসর ও শুচি এবং যে আমাকে প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয় বোধ করে, তাহাকেই ইহা প্রদান করিবে। মা! যে পুরুষ শ্রদ্ধাসহকারে একবার মাত্র ইহা শ্রবণ করে, অথবা যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ইহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়; সে নিশ্চয় আমার পদবী অর্থাৎ মদীয় ধাম প্রাপ্ত হইতে পারে।' ৩৭—৪৩।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

দেবহূতির জ্ঞানলাভ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "কপিলের এই সকল কথা শুনিয়া তদীয় জননী কর্দ্দম-বনিতা দেবহূতির মোহরূপ আবরণ দূরীকৃত হইল। তখন তিনি সাংখ্যজ্ঞান-প্রবর্ত্তক ঐ ভগবান্ কপিলকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবহূতি কহিলেন, 'হে ভগবন্! তোমার এই ব্যক্ত বপু,—ভূত, ইন্দ্রিয়, আত্মা এবং মন—এই সকলে ব্যাপ্ত। ইহা অশেষ কার্য্যের বীজ। ইহাতে সকল গুণের প্রবাহ বর্ত্তমান। অজ ব্রহ্মা তোমার নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া, তোমার সলিলমধ্য-শায়ী এই বপুকেই চিন্তা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা দেখিতে পান নাই। বিভো! তুমি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও গুণ-প্রবাহরূপে আপনার শক্তি বিভাগ করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিধান করিয়া থাক। তুমি সত্য-সঙ্কল্প এবং জীব সকলের ঈশ্বর। তোমার সহস্র শক্তি অতর্ক্য। প্রলয়কালে তুমি তোমার উদরে এই বিশ্ব ধারণ করিয়াছিলে। আমি তোমাকে কি প্রকারে জঠরে ধারণ করিয়াছিলাম! হে নাথ! তোমার শিশুত্ব আশ্চর্য্য মায়া! তুমি আপন পদাঙ্গুষ্ঠ পান করিতে করিতে একাকী বটপত্রে শয়ন করিয়াছিলে। বরাহাদি অবতার যেমন তোমার ইচ্ছা বশতঃ হয়, তেমনি তুমি দুষ্টদিগের দমন ও আজ্ঞাবর্ত্তী লোকদিগের বিভূতি ও জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন করাইবার জন্য এই মূর্ত্তি ইচ্ছায় স্বীকার করিয়াছ। যদি চণ্ডালও তোমার নাম ধ্যান, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করে কিংবা তোমাকে আহ্বান বা স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া সোমযাগের যোগ্য হয়;—তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবে, এ কথা কি আর বলিতে হয়? ১—৬। যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও এই কারণেই গরীয়ান্ হইয়া থাকে। যাঁহারা তোমার নাম লয়েন, তাঁহারাই যথার্থ তপস্যা করিয়াছেন; তাঁহারাই যথার্থ অগ্নিতে হোম করিয়াছেন; তাঁহারাই তীর্থে স্নান করিয়াছেন; তাঁহারাই সত্য সদাচারী; তাঁহারাই সার্থক বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তুমিই পরম-ব্রহ্ম, তুমিই পরম-পুরুষ, তুমিই প্রত্যাহৃত মনে চিন্তনীয়। তোমারই তেজে গুণপ্রবাহ বিনষ্ট হয়। প্রলয়-কালে তোমারই গর্ভে বেদ সকল নিহিত ছিল। তুমিই কপিল-নামধারী বিষ্ণু। আমি তোমাকেই প্রণাম করি।' মৈত্রেয় কহিলেন, "দেবহূতি, পরম-পুরুষ ভগবান্ কপিলের স্তব করিলে ভগবান্ গম্ভীর-বচনে মাতাকে কহিলেন, 'মা! আমি এই যে পথ উপদেশ দিলাম, ইহা আপনার পক্ষে সুখ সেব্য; আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন। ইহা দ্বারা অচিরেই জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। মাতঃ! আমার এই মত ব্রহ্মাদি মুনিগণের অনুষ্ঠেয়। আপনিও ইহাতে শ্রদ্ধা করুন; ইহাতেই যথার্থ অক্ষয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। যাহারা আমার এই মত জানে না, তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।' মৈত্রেয় কহিলেন, "ভগবান্ কপিল এইরূপে স্বীয় কমনীয় মার্গ প্রদর্শন করিয়া, ব্রহ্মবাদিনী মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ৭—১২। দেবহূতিও তদুক্ত যোগপথ দ্বারা যোগযুক্ত হইলেন এবং সরস্বতীর পুষ্পমুকুট সদৃশ সেই আশ্রমেই সমাধি করিতে লাগিলেন। ত্রিষবণ অবগাহন করাতে তাঁহার কুটিলকেশ জটিল এবং বর্ণ কপিশ হইল। উগ্র তপস্যায় চীরধারী দেহ অতি কৃশ হইতে লাগিল। প্রজাপতি কর্দ্দমের স্বীয় গার্হস্থ্যাশ্রম তাঁহার তপোযোগে বৃদ্ধিশীল হওয়াতে অনুপম হইয়াছিল;—বিমানচারীরাও তাহা প্রার্থনা করিত। তাঁহার গৃহের শয্যা সকল দুগ্ধফেন-নিভ শুভ্র। খট্বা সকল দন্তনির্ম্মিত; তাহার উপরে আবার স্বর্ণময় পরিচ্ছদ থাকিত। আর আসন সকল সুবর্ণ-নির্ম্মিত; তাহাতে আবার সুখস্পর্শ আস্তরণ বিস্তৃত থাকিত। গৃহের ভিত্তি সকল নির্ম্মল স্ফটিক ও মরকত মণিতে খচিত ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বদা রত্নময় প্রদীপ জ্বলিত। তত্রস্থ ললনা-সকল নানা রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা। তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী উদ্যান নানাবিধ কুসুমে শোভিত এবং অমর-দ্রুমে মনোহর। তাহাতে বিহঙ্গ-মিথুন মনোহর কূজন ও মত্ত মধুব্রত সুমধুর-স্বরে গান করিত। ১৩—১৮। দেবহূতি, উদ্যানস্থ উৎপল-গন্ধ-বাসিত সরোবরে যখন প্রবেশ করিতেন, তখন দেবানুচর গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার যশ গান করিত এবং তাঁহার স্বামী কর্দ্দম সর্ব্বদাই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ইন্দ্রযোষিৎদিগেরও প্রার্থনীয় ঐ গার্হস্থ্য দেবহূতি অক্ষুব্ধচিত্তে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু পুত্র-বিরহে কাতরা হওয়াতে তাঁহার বদন কিঞ্চিৎ মলিন হইল। একে ত তাঁহার পতি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার সেই সময় অপত্য-বিরহ উপস্থিত হইল। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও পুত্রবিরহে বৎসহারা ধেনুর ন্যায় কাতরা হইয়াছিলেন। বৎস! দেবহূতি আপনার তনয় সেই ভগবান্ কপিলেরই ধ্যানে আসক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অচিরে তাদৃশ গৃহেও নিস্পৃহা হইয়াছিলেন। প্রসন্নবদন কপিল, ভগবানের ধ্যানগোচর রূপের বিষয়ে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, দেবহূতি তাহা সমস্ত ও স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১৯—২৩। তিনি ভক্তিপ্রবাহ-যোগ, প্রবল বৈরাগ্য, পরিমিত আহার-বিহারাদির অনুষ্ঠান, এবং ব্রহ্মোৎপাদক জ্ঞান—এই সকল দ্বারা বিশুদ্ধ-মনে,—যাঁহার মায়াগুণ-কৃত পরিচ্ছেদ, স্বরূপ-প্রকাশ দ্বারা তিরোহিত হয়, সর্ব্বগত সেই আত্মার ধ্যান করিতে লাগিলেন। বৎস! ঐ বিবিধ ধ্যান দ্বারাই জীবগণের আশ্রয়-স্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মে দেবহূতির বুদ্ধি অবস্থিতা হইল। তাঁহার

জীবভাব নিবৃত্ত হওয়াতে ক্লেশ-মোচন ও নির্ব্বৃতি লাভ হইল। তাঁহার সমাধি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়াতে, গুণ-জন্য ভ্রমও দূরীভূত হইয়া গেল। যেমন সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ে স্মৃতি হয় না, তেমনই তাঁহার সেইরূপ স্বীয় দেহ স্মরণ হইল না। কিন্তু তাঁহার দেহ পতি-কর্দ্দমকর্ত্তৃক সৃষ্ট বিদ্যাধরীগণ কর্ত্তৃক পোষিত হইতে লাগিল। মনে গ্লানি না থাকাতে তাহা অকৃশই রহিল। মল দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতেও তাহা সধূম অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাঁহার তপস্যা ও যোগযুক্ত অঙ্গ কখন মুক্তকেশ অথবা বিগত-বাস হইলেও ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার মন নিয়ত সংযত থাকাতে তিনি তাহা জানিতেও পারিতেন না। তাঁহার শরীর আরব্ধ কর্ম্মেতেই রক্ষিত হইতে লাগিল। দেবহূতি এইরূপে কপিলোক্ত মার্গ দ্বারা অচিরেই নিত্যমুক্ত পরব্রহ্ম আত্মস্বরূপ সেই ভগবান্‌কে পাইলেন। ২৪—৩০। তিনি যেস্থানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, সেস্থান 'সিদ্ধিপদ' নামে ত্রিলোক-বিখ্যাত পুণ্যতম ক্ষেত্র হইয়াছে। তাঁহার শরীরের যে ধাতুমল যোগ দ্বারা বিলীন হয়, তাহা নদী হইয়া রহিয়াছে। হে সৌম্য! ঐ নদী সকল স্রোতস্বতীর শ্রেষ্ঠা ও সিদ্ধিদায়িনী। সিদ্ধগণ সর্ব্বদা তাহার বিশুদ্ধ সলিল সেবা করিয়া থাকেন। বিদুর! মহাযোগী কপিল, মাতার আজ্ঞা পাইয়া পিতার আশ্রম হইতে প্রথমতঃ উত্তরদিকে গিয়াছিলেন, তাঁহার গমন সময়ে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মুনি এবং অপ্সরাগণ স্তব করিতে লাগিলেন। সমুদ্র তাঁহাকে অর্ঘ্য ও বাসস্থান দান করিলেন। তিনি এপর্য্যন্তও ত্রিলোকীর উপশমার্থ যোগ অবলম্বন করিয়া সমাহিত হইয়া আছেন। অদ্যাপি সাংখ্যাচার্য্যগণ তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই কহিলাম। হে অনঘ! কপিল এবং দেবহূতির এই সংবাদ অতিশয় পবিত্রকর; যে ব্যক্তি মুনিবর কপিলের এই মত শ্রবণ অথবা পাঠ করেন, ভগবান্ গরুড়ধ্বজে তাঁহার মতি স্থিরা থাকে, তিনি অন্তিমকালে ভগবানের চরণারবিন্দে স্থান পাইতে পারেন।" ৩১—৩৭।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

মনুকন্যাগণের পৃথক্ পৃথক্ বংশ বর্ণন।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় ভার্য্যা শতরূপাতে তিনটী কন্যা উৎপাদন করেন;—তাহাদের নাম আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। কেবল এই তিনটী তনয়া তাঁহার অপত্য নহে; এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুইটী পুত্রও জন্মিয়াছিল। মনু স্বীয় পত্নীর সম্মতিক্রমে জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতিকে পুত্রিকাধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাপতি রুচির হস্তে সমর্পণ করিলেন। হে কৌরব্য! পুত্র না থাকিলে পুত্রত্ব-সিদ্ধি-কামনায় পুত্রিকা-ধর্ম্মানুসারে কন্যা-সম্প্রদান করা হইয়া থাকে। 'আমার এই কন্যা ভ্রাতৃহীনা; ইহাকে সালঙ্কারে সম্প্রদান করিতেছি; ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে পুত্র আমার' এইরূপ ভাবাবলম্বনপূর্ব্বক কন্যা-সম্প্রদানই পুত্রিকা-ধর্ম্ম। সুতরাং অপুত্র ব্যক্তির পুত্রিকা-সাধনই শাস্ত্রসিদ্ধ কিন্তু মনু পুত্রবান্ হইলেও অধিক পুত্র কামনায় ভ্রাতৃমতী দুহিতাকেও পুত্রিকা করিয়া সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তদীয় জামাতা প্রজাপতি রুচি, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ছিলেন। আকূতিকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। সাক্ষাৎ বিষ্ণু যজ্ঞমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাও লক্ষ্মীর অংশ-স্বরূপা। সুতরাং ইহাঁদের উভয়ের পরস্পরের বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় নাই। বৎস! রুচির ঐ কন্যার নাম দক্ষিণা। মনু যখন শুনিলেন যে, তদীয় কন্যা আকূতি যমজ পুত্র-কন্যা প্রসব করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সেই বিষ্ণুস্বরূপ যজ্ঞপুরুষকে স্বীয় ভবনে লইয়া আসিলেন। দক্ষিণা পিতা-মাতার নিকটেই রহিলেন। কিছু কাল অতীত হইলে দক্ষিণা স্বীয় ভ্রাতা যজ্ঞপুরুষকেই বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলেন। তদনুসারে তাঁহাদের উভয়ের পাণিবন্ধন সম্পন্ন হইল। ভগবান্ যজ্ঞ স্বয়ং সন্তুষ্ট হইয়া সেই মনোমত ভার্য্যাতে দ্বাদশ পুত্র উৎপন্ন করিলেন। ১—৬। ঐ দ্বাদশ পুত্র-সন্তানের নাম;—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন। বৎস বিদুর! প্রজাপতি রুচির এই দ্বাদশটী দৌহিত্রই স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা হইয়াছিলেন। হে বিদুর! প্রত্যেক মন্বন্তরে এক এক মনু, দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাবতার এই ছয় প্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব মনু, তুষিত দেবতা, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি, যজ্ঞপুরুষ ভগবানের অংশাবতার, তিনিই দেবরাজ ইন্দ্র এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ—এই দুই মহাতেজস্বী রাজা মনুপুত্র। মহাবীর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ—ইহাঁরা উভয়েই পৃথিবীপালক। ইহাঁদেরই বংশ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া এই মন্বন্তরকে পালন করিয়াছিলেন। অতঃপর মনু স্বীয় মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে মহর্ষি কর্দ্দমের হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি; এক্ষণে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। মনু স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে প্রজাপতি দক্ষের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বৎস! ঐ প্রসূতির সন্তান-সন্ততিগণই এই ত্রিলোক-মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে কৌরব্য! দেবহূতির গর্ভে কর্দ্দম প্রজাপতির নয়টী কন্যা জন্মে। সেই নয়টী কন্যাকে তিনি নয় জন ব্রহ্মর্ষির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাদের পুত্র-পৌত্রগণের সংখ্যা সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৭—১২। মরীচির সহিত কর্দ্দমের জ্যেষ্ঠা কন্যা কলার বিবাহ হয়। ইহাঁর গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহাঁদের দুইজনের বংশ দ্বারাই এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ পূর্ণিমার বিরজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা হয়। এই দেবকুল্যাই জন্মান্তরে ভগবান্ বিষ্ণুর পাদ-প্রক্ষালন-জনিত পুণ্য-প্রভাবেই জগতে স্বর্গনদী অর্থাৎ 'গঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কর্দ্দমের অপর দুহিতা অনসূয়া মহর্ষি অত্রির পত্নী হন। অত্রি তাঁহার গর্ভে দত্ত, দুর্ব্বাসা ও সোম নামে তিনটী মহাযশস্বী পুত্র-সন্তান উৎপাদন করেন। বৎস! বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশে ঐ পুত্রত্রয় উদ্ভূত হইয়াছিলেন।" বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরো! সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুস্বরূপ ঐ তিন সুরশ্রেষ্ঠ কি অভিলাষে অত্রির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা বর্ণন করুন।" মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি অত্রিকে প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত আদেশ করেন। তাহাতে ঐ প্রজাপতি তপস্যা-বলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পত্নী অনসূয়ার সহিত ঋক্ষ নামক কুলাচলে গমন করিলেন। সেই পর্ব্বতের এক প্রদেশে একটী রমণীয় কানন

হেন। তত্রত্য পলাশ ও অশোক বৃক্ষসমূহে স্তবকে স্তবকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সেই কাননের শোভা বৃদ্ধি করিত এবং অদূরে নির্বিন্ধ্যা নাম্নী নদীর বারিপতনে সেই স্থান সতত নিনাদিত হইত। মহর্ষি অত্রি সেই মনোহর কাননে প্রবেশ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাণায়াম দ্বারা মনঃসংযমনপূর্ব্বক তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যিনি এই জগতের ঈশ্বর, আমি সেই প্রভুর শরণাপন্ন হইলাম; তিনি আমাকে আত্মতুল্য প্রজা দান করুন।' ১৩—১৮। এইরূপ চিন্তায় একশত বর্ষ এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি উৎকট তপস্যা করিলেন। এই সুদীর্ঘ কাল শীত-রৌদ্রাদি হইতে মহর্ষি অত্রি কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করেন নাই। সেই শত বৎসর তিনি কেবল বায়ুমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে মুনির মস্তক হইতে একদা জ্বলন্ত অনল নির্গত হইল। সেই অগ্নি দ্বারা তাঁহার প্রাণায়ামরূপ ইন্ধন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার তেজে ত্রিভুবন দহ্যমান হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও উরগগণ তদ্দর্শনে চারিদিকে তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন। ঐ দেবগণকে স্বীয় আশ্রমে সমাগত দেখিয়া মহর্ষি অত্রি যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। পূর্ব্ববৎ সেই একপদেই দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। পরে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া অঞ্জলি দ্বারা পুষ্পাদি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র স্বীয় স্বীয় বাহন—হংস, গরুড়, বৃষভে আরূঢ় এবং স্বীয় স্বীয় চিহ্ন কমণ্ডলু, চক্র এবং ত্রিশূলে চিহ্নিত ছিলেন। তাঁহাদের বদনে কৃপা ও হাস্য দেদীপ্যমান। তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইল যে, তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছেন। মহর্ষি অত্রির নয়নযুগল সেই দেবত্রয়ের জ্যোতি দ্বারা প্রতিহত হইল। তিনি তাহা নিমীলনপূর্ব্বক স্বীয় হৃদয় তাঁহাদেরই প্রতি সংযোগ করিয়া মৃদু ও গম্ভীর বচনে তাঁহাদের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবোত্তমত্রয়! কল্পে কল্পে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় নিমিত্ত মায়ার গুণবিভাগ করিয়া আপনারা দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনারা সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র; আমি আপনাদিগকে প্রণাম করি। কিন্তু আপনাদের তিন জনের মধ্যে এক জনকে এখানে ডাকিতেছিলাম। সেই একজন আপনাদের মধ্যে কে? আপনারাই বলিয়া দিউন। কি আশ্চর্য্য! আমি পুত্রোৎপাদন করিবার নিমিত্ত দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌কেই মনোমধ্যে চিন্তা করিলাম। আপনারা দেহীর মনেরও অগোচর হইয়া কিজন্য তিন জনেই আসিয়া এককালে উপস্থিত হইলেন? প্রসন্ন হইয়া এ বিষয় বলিতে আজ্ঞা হউক। আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি।' মৈত্রেয় কহিলেন, 'বিদুর! সেই দেবত্রয়, মহর্ষি অত্রির এই কথা শুনিয়া সহাস্য-মুখে মধুর-বচনে ঋষিকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! তুমি যে প্রকার স্থির করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হইবে,—তাহার অন্যথা হইবে না। তোমার সঙ্কল্প অতি উত্তম। তুমি এক জনের ধ্যান করিতেছিলে, কিন্তু আমরা তিন জনে আসিয়া কেন উপস্থিত হইলাম? কারণ, এই তিন জনেই সেই এক তত্ত্ব;—আমাদের পরস্পর ভেদ নাই; তোমার মঙ্গল হউক। আমাদের তিন জনের অংশে তোমার তিন পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্রগণ ত্রিলোক-বিখ্যাত হইয়া তোমার যশ বিস্তার করিবে।' সেই তিন সুরেশ্বর এই প্রকার অত্রিকে বাঞ্ছানুরূপ বর দিয়া তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষকৃত যথাবিধি পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতেই সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ১৯—৩০। অত্রিপত্নীর গর্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে যোগবিদ্ দত্ত এবং রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসা জন্মগ্রহণ করিলেন।

অঙ্গিরার বংশ বর্ণন করিতেছি, শুন। অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা। তিনি চারিটী কন্যা প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম, সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি। তদ্ভিন্ন তাঁহার দুই পুত্রও উৎপন্ন হইয়াছিল; তাঁহারা স্বারোচিষ-মন্বন্তরে বিখ্যাত হন। তাঁহাদের মধ্যে একের নাম উতথ্য। তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার। অপরের নাম বৃহস্পতি তিনি ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। হে বিদুর! ঋষিবর পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভুর গর্ভে অগস্ত্য হন। ঐ অগস্ত্যই জন্মান্তরে জঠরাগ্নিরূপে উদ্ভূত হন। প্রজাপতি পুলস্ত্য, ঐ অগস্ত্য ভিন্ন আরও এক পুত্র লাভ করেন। তাঁহার নাম বিশ্রবস। তিনি মহাতপা ছিলেন। বিশ্রবসের ইলবিলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে যক্ষপতি কুবের জন্ম গ্রহণ করেন এবং কেশিনী নাম্নী অন্য স্ত্রীতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ উৎপন্ন হয়। পুলহের ভার্য্যার নাম গতি। তিনি তিনটী পুত্র প্রসব করেন; তাহাদের নাম;—কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স ও সহিষ্ণু। ক্রতুর পত্নীর নাম ক্রিয়া। তিনি ব্রহ্মতেজ দ্বারা প্রকাশমান বালখিল্য নামে ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করেন। বশিষ্ঠের স্ত্রী ঊর্জ্জা। তিনি সাতটী সন্তান প্রসব করেন। তাঁহারাই সপ্তর্ষি নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের নাম;—চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্যান এবং দ্যুমান্। বশিষ্ঠের ইহা ব্যতীত অন্য এক পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য পুত্র উৎপন্ন হন। ৩১—১৭। অথর্ব্বন্ ঋষির স্ত্রী চিত্তি। তাঁহার গর্ভে দধীচি নামে এক পুত্র জন্মে; তাঁহার অন্য এক নাম অশ্বশিরা। তিনি তপোনিষ্ঠ ছিলেন। অতঃপর ভৃগু-বংশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মহাভাগ ভৃগু আপনার পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং ভগবৎপরায়ণা শ্রীনাম্নী একটী কন্যা উৎপাদন করেন। ধাতা ও বিধাতা,—মেরুর আয়তি ও নিয়তি নামে দুইটী কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ দুই কন্যার গর্ভে ঐ ধাতা বিধাতা হইতে মৃকণ্ড এবং প্রাণ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৎস! ঐ মৃকণ্ডের পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের পুত্র বেদশির। উক্ত ভৃগুর কবি নামে অন্য এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে; তাঁহার পুত্র ভগবান্ উশনা। ঐ সকল পুত্র সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত লোক প্রকাশ করিয়াছেন। হে বিদুর! এই ত প্রজাপতি কর্দ্দমের দৌহিত্র-বংশ তোমার নিকট বলিলাম। বৎস! শ্রদ্ধাসহকারে ইহা শ্রবণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র দক্ষ, মনুকন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার গর্ভে অমল-লোচনা ষোলটী তনয়া উৎপন্ন করেন। প্রজাপতি দক্ষ ঐ ষোলটী কন্যার মধ্যে তেরটী ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে, একটী যাবতীয় পিতৃগণকে এবং অন্য একটী ভবনাশন মহাদেবকে সম্প্রদান করেন। ঐ সকল কন্যার নাম শুন, শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, লজ্জা ও মূর্ত্তি এই তেরটী ধর্ম্মের পত্নী। ইহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা সত্যকে, মৈত্রী প্রসাদকে, দয়া অভয়কে, শান্তি শমকে, তুষ্টি হর্ষকে, পুষ্টি গর্ব্বকে, ক্রিয়া যোগকে, উন্নতি দর্পকে, বুদ্ধি অর্থকে, মেধা স্মৃতিকে, তিতিক্ষা ক্ষেমকে ও লজ্জা বিনয়কে প্রসব করেন। ৩৮—৪৩। বৎস! সর্ব্ব-গুণোৎপাদিনী মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ নামে দুইটী ঋষি উৎপন্ন হইল। নারায়ণের জন্ম-সময়ে এই বিশ্বের সুমহৎ স্বাস্থ্য ও আনন্দ জন্মিয়াছিল। সকল প্রাণীর মন, দিক্ বায়ু, নদী ও পর্ব্বত সকল প্রসন্ন হইয়াছিল। সে সময়ে স্বর্গে বাদ্য হয় এবং আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে থাকে। মুনিগণ সন্তুষ্ট-চিত্তে স্তব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ আনন্দিত-মনে গান এবং দিব্যাঙ্গনাগণ কৌতুকে নৃত্য করিয়াছিলেন। তৎকালে সমুদায়ই সুপ্রসন্ন পরম-মঙ্গলজনক হইয়াছিল। হে বিদুর! অধিক কি বলিব, ব্রহ্মাদি

দেবগণও স্তব দ্বারা ঐ দুই বালকের উপাসনা করিয়াছিলেন। দেবগণ এইরূপে স্তব করেন,—'যে আত্মার নিজমায়া দ্বারা তাঁহারই স্বরূপমাত্র—আকাশে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়—এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, সেই আত্মার প্রকাশ নিমিত্ত যিনি ধর্ম্ম-গৃহে ঋষি-মূর্ত্তি দ্বারা আপনাকে প্রকাশিত করিলেন, সেই পরম-পুরুষকে নমস্কার। সেই ভগবান্ করুণ-কটাক্ষে আমাদিগকে অবলোকন করুন। তাঁহার নয়ন, সৌন্দর্য্যের আবাস-ভূমি; তদ্দ্বারা অমল-কমলও তিরস্কৃত হইয়া থাকে। তাঁহার তত্ত্ব আমাদিগের অপরোক্ষ নহে; নানা শাস্ত্র হইতে বিচার করিয়া তাঁহার যাথার্থ্য অবগত হইতে হয়। আমরা তাঁহার অনুগ্রহপাত্র। জগতের নিয়ম সকল কোনরূপে অন্যথা না হয়,—তিনি এই কারণে সত্ত্ব গুণ দ্বারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা হইতেই আমরা দেবত্ব লাভ করিয়াছি।' সেই নর-নারায়ণ এই প্রকারে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তাঁহাদিকে দর্শন দেন। তাঁহাদের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া দুই জনেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাত্রা করেন। বৎস! ভগবান্ হরির সেই অংশ পৃথিবীর ভার-হরণ জন্য সম্প্রতি এই দুই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন যদুকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ; অন্য জন কুরুকুলশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন। ৩৮—৪৯। এক্ষণে অপর দক্ষকন্যাত্রয়ের নাম ও বংশবর্ণন শুন। অগ্নির পত্নীর নাম স্বাহা, তিনি ঐ দেব হইতে পাবক, পবমান ও শুচি নামে হুতভোজী তিনটী পুত্র প্রসব করেন। ঐ পাবকাদিত্রয় হইতে পঞ্চচত্বারিংশৎ অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাঁহারা পিতৃ-পিতামহের সহিত একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যক হইয়াছেন। যাগ-যজ্ঞাদিতে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা যাঁহাদের নাম দ্বারা অগ্নি-সম্বন্ধীয় আহুতি সকল প্রদান করেন, তাঁহারাই এই সকল অগ্নি। হে তাত! অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, সোমপ ও আজ্যপা—ইঁহারা পিতৃগণ নামে অভিহিত। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের 'অগ্নৌকরণ' কর্ম্ম আছে, তাঁহারা অগ্নি, তদ্ব্যতিরিক্ত অপরাপর সকলে অনগ্নি; স্বধা এই সকলের পত্নী। ইঁহাদের ঔরসে স্বধা দুইটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম;—বয়ুনা ও ধারিণী। কিন্তু ঐ দুই কন্যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারগামিনী হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হন। জীবন্মুক্ততা প্রযুক্ত তাঁহাদের সন্তান হয় নাই। মহাদেব, সতীনাম্নী দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সতী ভগবান্ ভবের পরায়ণা হইয়াও, গুণে শীলে আত্মসদৃশ পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ, পিতা দক্ষ বিনা দোষে তাঁহার স্বামী মহাদেবের নিন্দা করাতে তিনি রোষ বশতঃ যৌবনকালেই যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্বদেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।" ৫০—৫৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিব ও দক্ষের পরস্পরের বিদ্বেষারম্ভ।

বিদুর কহিলেন, "ব্রহ্মন্! প্রজাপতি দক্ষ দুহিতৃ-বৎসল ছিলেন। তবে তিনি কি নিমিত্ত স্বীয় কন্যা সতীকে অনাদর করিয়া শীলবানের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভবের প্রতি বিদ্বেষ করেন? হে মুনে! মহাদেব ত কাহারও বিদ্বেষযোগ্য নহেন। তিনি চরাচর জগতের গুরু; আত্মাতেই তাঁহার রতি; তদীয় দেহ শান্তিময়; কাহারও সহিত তাঁহার শত্রুতা নাই; তবে দক্ষ, তাঁহার বিদ্বেষ করিলেন কেন? জামাতা এবং শ্বশুরের যে কারণে পরস্পর বিদ্বেষ ঘটে, তাহা কীর্ত্তন করুন। শুনিয়াছি, ঐ বিদ্বেষের জন্যই সতী আপনার দুস্ত্যজ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন।" মৈত্রেয় কহিলেন, 'হে বিদুর! পূর্ব্বকালে বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞে দেবগণ, সানুচর মুনিগণ ও অগ্নিগণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ, দিবাকরের ন্যায় স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান হইয়া তাঁহাদের সভায় গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রদীপ্ত অঙ্গপ্রভায় সেই মহতী সভার সমস্ত অন্ধকার দূরে পলায়ন করিল। সভাসদ্গণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্ব স্ব আসন হইতে অগ্নি সহ উত্থিত হইলেন; কেবল ব্রহ্মা ও শিব,—ইঁহারাই দুই জনে উঠিলেন না। দক্ষের অঙ্গ-প্রভায় ঐ সমস্ত সভ্যগণের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা দক্ষের যথোপযুক্ত সৎকার করিলে তিনি লোকগুরু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তদীয় আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিলেন। ১—৬। দক্ষের আসন-পরিগ্রহের পূর্ব্বাবধি ভগবান্ শঙ্কর স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন; সেরূপ অনাদর দক্ষের সহ্য হইল না; তিনি দুই চক্ষু দ্বারা বক্রভাবে অবলোকনপূর্ব্বক যেন দগ্ধ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! দেবগণ! অগ্নিগণ! আমি সাধু-পুরুষদিগের চরিত্র-বর্ণন করিব। আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি অজ্ঞান অথবা মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া কহিব না—যথার্থই বলিব। হে সভ্যগণ! শিব অতি নির্লজ্জ। ইহা দ্বারা লোকপালদিগের যশ বিনষ্ট হইল। এই শিব উচিত-কার্য্য ত্যাগ করিয়া সাধুজনের আচরিত পথ দূষিত করিল। এই মর্কট-লোচন মূঢ়। ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সমক্ষে আমার সাবিত্রী-তুল্য, বালহরিণনেত্রা দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তজ্জন্য এ একপ্রকার আমার শিষ্য। কিন্তু ইহার আচরণ দেখিলে? আমাকে ইহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করা উচিত; কিন্তু এই মূঢ় একটী কথা দ্বারাও আমার উচিত সম্মান করিল না। হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য! ইহার ক্রিয়া-কলাপ বর্জ্জিত হইয়াছে; ইহার মানাপমান বোধ নাই: শৌচ ও মর্য্যাদা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। ইহাকে জামাতা করিতে আমার কখনই ইচ্ছা ছিল না; তথাচ শূদ্রকে যেমন বেদবাণী প্রদান করা যায়, সেইরূপ ইহাকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি। ৭—১২। এই অলক্ষ্যটার কর্ম্ম কি জানেন?—এটা উলঙ্গ হইয়া ভয়ঙ্কর ভূত-প্রেতগণ সঙ্গে কখন হাস্য, কখন রোদন করিয়া শ্মশানে শ্মশানে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়; ইহার কেশ আলুথালু হইয়া বিকীর্ণ হইয়াই থাকে; চিতাভস্মে ইহার স্নান, গলায় প্রেতের মালা, শবের অস্থি ইহার ভূষণ। ইহার নাম শিব, বস্তুত এ নিজে অশিব। সর্ব্বদা মাদক-দ্রব্য-সেবনে মত্ত। মত্ত-জনেরাই ইহার প্রিয়পাত্র। যাহাদের প্রকৃতি কেবল তমোরূপ, এ ব্যক্তি তাদৃশ প্রমথনাথদিগের পতি। উন্মাদ নামে যে ভূতবিশেষ আছে, এ তাহাদেরই অধিনায়ক। স্বয়ং সর্ব্বদাই অশুচি ও দুষ্টচিত্ত। হায় কি পরিতাপের বিষয়! এমত অধম ব্যক্তির হস্তে আমি সতী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি! ইহা কেবল ব্রহ্মার আজ্ঞা-পালনার্থই ঘটিয়াছে।' মৈত্রেয় কহিলেন, 'শিব রুষ্ট হইলেন না। সভার মধ্যেই বসিয়া রহিলেন। কিন্তু দক্ষ তাঁহার নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; অধিকন্তু ক্রোধে জলস্পর্শ পূর্ব্বক এই অভিশাপ দিলেন, 'দেবতাদিগের যজন-সময়ে এই দেবাধম শিব,—ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদির সহিত যেন যজ্ঞভাগ না পায়।' হে বিদুর! সেই সভার প্রধান প্রধান সদস্যগণ নানাপ্রকারে দক্ষকে নিষেধ করিলেও তিনি কাহারও কথা না মানিয়া শিবকে ঐ প্রকার শাপ দিয়া, ক্রোধভরে সেস্থান হইতে বহির্গত হইয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। ১৩—১৮। এদিকে গিরিশানুচরগণের প্রধান নন্দীশ্বর শাপের বিষয় অবগত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি দক্ষ এবং যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ সভায় থাকিয়া দক্ষের বাক্যে অনুমোদন করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিশাপ দিয়া কহিলেন,—'ভগবান্ ভব কখন কাহারও অনিষ্ট করেন না; কিন্তু যে মূঢ়,—এই

ভেদদর্শী দক্ষকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া তাঁহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার কখনই পরমার্থ সিদ্ধ হইবে না; বেদে যে সমস্ত অর্থবাদ আছে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি তাহাতেই বিনষ্টা হইয়াছে; অতএব সে গ্রাম্য-সুখের অভিলাষে কূটধর্ম্মযুক্ত প্রবর্গ্যাদি-বহুল গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড বিস্তার করুক। এই দক্ষের বুদ্ধি, দেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান করে; সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে। দক্ষ পশুর সমান নিতান্ত স্ত্রীকামী হউক এবং অচিরে ইহার ছাগলের ন্যায় মুখ হউক। বস্তুতঃ এই দক্ষের ছাগতুল্য বদন হওয়াই উপযুক্ত; কেননা, এ অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া বোধ করিয়া থাকে, অতএব এ বস্তুতই ছাগ। এই দক্ষ সর্ব্বসমক্ষে ভগবান্ শিবের অপমান করিল; যে সকল ব্রাহ্মণ ইহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে, তাহারাও এই সংসারে জন্ম-মরণাদি অনুভব করুক এবং বেদোক্ত অর্থবাদরূপ পুষ্পের মধুগন্ধে মন অতি মুগ্ধ হওয়াতে ঐ সকল শিবদ্বেষী ব্রাহ্মণ কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হউক। ঐ সকল ব্রাহ্মণ সর্ব্বভক্ষ হউক! জীবিকার নিমিত্ত বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতধারী এবং বিত্ত, দেহ ও ইন্দ্রিয়েই অনুরাগী হউক। ইহারা যাচক-বেশে এই অবনীতলে দেশে দেশে ভ্রমণ করুক।' ১৯—২৫। নন্দী, বিপ্রকুলের প্রতি এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে, ভৃগু ব্রহ্মদণ্ডরূপ কঠোর অভিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, 'যাহারা ভবের ব্রতধারণ করিবে, অথবা যাহারা তাহার অনুগামী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী এবং পাষণ্ড হউক। যেখানে গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী সুরা এবং আসব দেববৎ আদরণীয়,—নষ্টশৌচ মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরা জটা, ভস্ম ও অস্থিধারী হইয়া তথায় প্রবেশ করুক। হে দ্বিজগণ! তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদা-রূপ, বর্ণাশ্রমাচার-বিশিষ্ট পুরুষদিগের ধারণকারী বেদ সকলের এবং বেদপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিতেছ; অতএব তোমাদিগকে পাষণ্ডাশ্রিত হইতে হইবে। বেদই লোকদিগের চিরন্তন মঙ্গলমার্গ। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যে বেদকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং নারায়ণ যাহার মূল; তোমরা সেই পরমশুদ্ধ, সাধুর অবলম্বন, সনাতন বেদের নিন্দা করিলে; অতএব যেখানে তামসভূতদিগের পতি অবস্থিতি করিতেছে, তোমরা সেইস্থানে গিয়া সেই পাষণ্ডদেবকে প্রাপ্ত হও।' মৈত্রেয় কহিলেন, "ভৃগু এই প্রকারে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেব পরস্পর শাপে উভয় পক্ষের বিনাশ বিবেচনা করিয়া যেন কিঞ্চিৎ বিমনস্ক হইয়া নিজ অনুচরগণ-সহিত তথা হইতে বহির্গত হইলেন। তদনন্তর সেই বিশ্বস্রষ্টাগণও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হরির পূজা করিয়া, সেই যজ্ঞ সহস্র বৎসরকাল সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেন এবং পবিত্র প্রয়াগধামে যজ্ঞান্ত-স্নান করিয়া, শুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগত হইলেন।" ২৬—৩৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সতীর দক্ষালয়ে গমন-প্রার্থনা।

মৈত্রেয় কহিলেন, "শ্বশুর দক্ষ এবং জামাতা শিব সতত এইরূপে পরস্পর বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন; তাহাতেই তাঁহাদের বহুকাল অতিবাহিত হইল। কিছুকাল পরে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলে, দক্ষের চিত্তে অত্যন্ত অহঙ্কার উদিত হইল; তিনি ঐ গর্ব্ব বশতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া, বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা যাগ সমাপন করিয়া বৃহস্পতি নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।" সেই যজ্ঞে সমগ্র ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃ ও দেবতাদিগের পূজা হইল এবং তাঁহাদের পত্নীগণও স্ব স্ব স্বামীর সহিত যথাযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইলেন। খেচরগণ আকাশে বিচরণ করিতে করিতে ঐ বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহাদের মুখে সতী পিতৃযজ্ঞ-মহোৎসবের কথা শুনিতে পাইয়া আপনার গৃহের সমীপে দেখিলেন, নানাদিক্ হইতে গন্ধর্ব্ব-মহিলাগণ স্ব স্ব পতিসহ বিমান-যানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন। সেই বরাঙ্গনাগণের কণ্ঠদেশে পদক, পরিধানে সুন্দর বস্ত্র, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, লোচনযুগল চঞ্চল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সতীরও যজ্ঞ-দর্শনার্থ অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিল। তিনি আপনার পতি ভূতপতি ভগবান্ শিবকে কহিলেন, 'নাথ! আপনার শ্বশুর-দক্ষের যজ্ঞ-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন,—আমরা সকলেই তথায় গমন করি। আমার বোধ হইতেছে, ঐ যজ্ঞ এখনও শেষ হয় নাই; কেননা, ঐ দেখুন,—দেবগণ তথায় গমন করিতেছেন। ১—৮। আমার ভগিনীগণ স্ব স্ব স্বামী সমভিব্যাহারে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ঐ উৎসবে আসিয়া থাকিবেন; আমিও আপনার সহিত তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করি। আমার পিতা-মাতা ঐ মহোৎসবে অলঙ্কারাদি-দ্রব্য দান করিবেন। তাঁহাদের প্রদত্ত অলঙ্কারাদি আপনার সহিত প্রতিগ্রহ করিতে আমার বড় অভিলাষ। স্নেহময়ী চিরোৎকণ্ঠিতা মাতা, মাতৃষসা এবং প্রাণের ভগিনীদিগকে তথায় দেখিতে পাইব। তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত বহুদিন হইতে আমার মন চঞ্চল হইয়াছে। মহর্ষিগণ, পিতৃযজ্ঞে যে যজ্ঞীয় ধ্বজ উত্থিত করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাইব। হে অজ! ত্রিগুণ স্বরূপ এই আশ্চর্য্য বিশ্ব আপনার আত্মমায়া দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। যদিও আপনার আশ্চর্য্যকর কিছুই নাই সত্য, তথাচ আমি স্ত্রীলোক,—ঔৎসুক্যই আমার স্বভাব; আর আমি আপনার তত্ত্বও জানি না, অতএব কাতরা হইয়া জন্মভূমি দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছি। প্রভো! আপনার জন্ম নাই; সুতরাং সুহৃদ্বিয়োগ-দুঃখ কি প্রকারে আপনার অনুভূত হইবে? আমাদের সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, এমন অজ্ঞাত রমণীও অলঙ্কৃতা হইয়া স্ব স্ব ভর্ত্তৃগণ-সমভিব্যাহারে আমার পিতৃযজ্ঞে দলে দলে গমন করিতেছেন। ঐ দেখুন—উহাদের কলহংসের তুল্য পাণ্ডুর-বর্ণ গমনশীল বিমানশ্রেণী দ্বারা নভোমণ্ডল কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে! হে নীলকণ্ঠ! আপনি পরানুগ্রহার্থ বিষও ভক্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব পিতৃযজ্ঞে গমনার্থ আমাকে আজ্ঞা দিউন। পিতৃগৃহে উৎসব হইতেছে—এ কথা শুনিলে তাহা দেখিবার নিমিত্ত কন্যার মন কি চঞ্চল হয় না? বন্ধুজন, পতি, শ্বশুর ও পিতার ভবনে বিনাহ্বানেও গমন করিতে পারা যায়। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। কৃপা বিতরণপূর্ব্বক আমার বাসনা পূর্ণ করুন। প্রভো! আপনি পরমজ্ঞানী হইয়াও আমাকে দেহার্দ্ধরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। আমি এই যে প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক।' ৯—১৪। মৈত্রেয় কহিলেন, "ভগবান্ শিব, প্রিয়তমার এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া হাস্য করিলেন। সতীর পিতা দক্ষ, বিশ্বস্রষ্টাদিগের সমক্ষে মর্ম্মভেদী যে সকল কুবাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিলেন, 'হে সুন্দরি! যদি দেহাদিতে অহঙ্কার জন্য মদ এবং ক্রোধ দ্বারা বন্ধুগণের দোষদৃষ্টি না জন্মে, তাহা হইলে অনাহূত হইয়াও বন্ধুগৃহে গমন করিতে পারা যায়—এ কথা বলা শোভা পায়। বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, দেহ, বয়স ও কুল,—এই ছয়টী সাধু-ব্যক্তিদেরই গুণ। ঐ সকল গুণ আবার অসাধু-পুরুষদিগের হইলে দোষ হইয়া উঠে। ঐ সকল গুণ দ্বারা অসদ্লোকদিগের বিবেকজ্ঞান বিনষ্ট

সতীর দক্ষালয়ে গমন-প্রার্থনা।

হইয়া যায়। তজ্জন্য অভিমানে তাঁহাদের দৃষ্টি দূষিত হয়। তাঁহারা গুরু-তুল্য হইয়া মহৎ ব্যক্তিদের তেজ দর্শনে সমর্থ হন না। এতাদৃশ ব্যক্তিদিগকে বন্ধুজন বোধ করিয়া তাঁহাদের গৃহে দৃক্‌পাতও করা উচিত নহে; তাঁহারা অব্যবস্থিত-চিত্ত। বাটীতে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাঁহারা ভ্রূকুটি-করাল-দৃষ্টিতে ক্রোধভরে নিরীক্ষণ করে। সে সকল বন্ধুজনের বুদ্ধি কুটিল; তাঁহাদের দুর্বাক্য দ্বারা যেরূপ মর্ম্মপীড়া ও মনস্তাপ জন্মে, তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা গাত্র খণ্ডিত হইলেও তদ্রূপ ব্যথা বোধ হয় না। হে শোভনে! দক্ষের মর্য্যাদা অতি উৎকৃষ্ট এবং আমি স্বীকার করি যে, তুমিও তাঁহার সকল কন্যা অপেক্ষা আদরের কন্যা। কিন্তু আমার সম্বন্ধ বশতঃ তুমি পিতার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে না। প্রিয়ে! নিরহঙ্কার ব্যক্তিদিগের সমৃদ্ধি দেখিলে দক্ষের অন্তঃকরণ অতিশয় সন্তপ্ত হয়। তিনি তাহাতেই দুঃখিত হইয়া আছেন। দক্ষ পুণ্যকীর্ত্তি দ্বারা কখন ঐ সকল নিরহঙ্কার ব্যক্তিদিগের ঐশ্বর্য্য এবং সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে সক্ষম নহেন। অসুরগণ যেমন ভগবান্ হরির দ্বেষ করে, সেইরূপ তিনি আমার দ্বেষ করিয়া থাকেন। ১৫—২১। হে সুমধ্যমে! লোকে পরস্পর যে প্রত্যুত্থান, বিনয় ও অভিবাদন করিয়া থাকে, প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি ঐ সকল ব্যবহারই সুচারুরূপে অন্য প্রকারে নির্ব্বাহ করেন। কারণ তাঁহারা সর্ব্বান্তর্যামী পরম-পুরুষ ভগবান্ বাসুদেবের প্রতিই অন্তঃকরণ দ্বারা তাহা করিয়া থাকেন,—দেহাভিমানী পুরুষের প্রতি করেন না। অতএব আমি অন্তর্দৃষ্টিতে মন দ্বারা দক্ষের প্রতি প্রত্যুত্থানাদি সকলই করিয়াছিলাম,—অবজ্ঞা করি নাই। হে সুন্দরি! আমি কেবল অভ্যাগত ব্যক্তিতে বাসুদেব-বোধে নমস্কার করি এমন নহে;—নিত্যই মনোমধ্যে বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি। বিশুদ্ধ যে সত্ত্বগুণ, তাহাই বাসুদেব শব্দে উক্ত হয়। কেননা, নির্ম্মল সত্ত্বগুণে পরম পুরুষ বাসুদেবই প্রকাশ পান। এই নিমিত্ত সেই সত্ত্ব-স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি মন দ্বারা সতত নমস্কার পূর্ব্বক অর্চ্চনা করি। দক্ষ আমার বিপক্ষ। তিনি তোমার জন্মদাতা পিতা হইলেও, তাঁহার এবং তাঁহার অনুগামী লোকদিগের মুখাবলোকন করা তোমার উচিত হয় না। প্রিয়তমে! একি সামান্য দুঃখের বিষয় যে, বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞে তিনি আমাকে বিনা-অপরাধে বিবিধ দুর্ব্বাক্য দ্বারা তিরস্কার করিলেন! যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তথায় গমন কর, তাহা হইলে কখনই তোমার মঙ্গল হইবে না। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজন-সন্নিধানে পরাভব, সদ্যই মরণের নিমিত্ত কল্পিত হয়।" ২২—২৫।

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সতীর দেহত্যাগ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "ভগবান্ ভব, সতীকে এই প্রকার কহিয়া নীরব হইলেন। কিন্তু শিবের এই চিন্তা উদিত হইল,—'যাইতে অনুমতি দিই, কি বলপূর্ব্বক নিবারণ করি,—দুই দিকেই সতীর শরীর-নাশের সম্ভাবনা।' এদিকে সতীও বন্ধুদর্শন-বাসনায় দ্বিধায় ব্যাকুল হইয়া একবার গৃহ হইতে নির্গতা হন, আবার অমনি ভয়ে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করেন;—তাঁহারও চিত্ত উভয় দিকে দুলিতে লাগিল। ক্রমে বন্ধুজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার লালসা প্রতিহত হইল ভাবিয়া সতী অতিশয় দুর্ম্মনা হইয়া পড়িলেন এবং স্নেহ বশতঃ রোদন করিয়া অশ্রুধারায় ব্যাকুলা হইয়া, অতুল্য-পুরুষ ভগবান্ ভবকে যেন ভস্মসাৎ করিবেন—এই ভাবে তাঁহার প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎকালে ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পমান হইতে লাগিল। তিনি বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীস্বভাব-প্রযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি এতদূর বিমূঢ় হইয়া পড়িল যে,—যে সাধুপ্রিয় ভব, প্রীতি বশতঃ আপনার দেহার্দ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃ-গৃহে যাত্রা করিলেন। সতী একাকিনী অতিবেগে যাইতে আরম্ভ করিলে, পার্ষদ মণিমান্ আদি যক্ষ এবং মদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র শিবের অনুচর নির্ভয়ে বৃষেন্দ্রকে অগ্রে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনন্তর তাহারা দেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সেই বৃষে আরোহণ করাইল। সারিকা, কন্দুক, দর্পণ, অম্বুজ, শ্বেতচ্ছত্র, ব্যজন, মাল্য গীতাশ্রয় শঙ্খ বেণু ও দুন্দুভি প্রভৃতি রাজোচিত দ্রব্য-সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া সকলে যাইতে লাগিল। অতঃপর সতী পিত্রালয় প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় যজ্ঞীয় পশুবধের কোলাহল, বেদপাঠের শব্দে মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব মধুরভাবে শ্রুতিগোচর হইতেছিল। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ সকল স্থানে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি-সংস্থাপনার্থ মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, স্বর্ণ, কুশ এবং চর্ম্ম-নির্ম্মিত নানাবিধ পাত্র সর্ব্বত্র আয়োজিত রহিয়াছে। ১—৬। কিন্তু দক্ষ, সতীকে দেখিয়া কোন আদর-অভ্যর্থনা করিলেন না। সতীর জননী ও ভগিনীগণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই যজ্ঞকারী দক্ষের ভয়ে তাঁহার সমাদর করিল না। কেবল তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ প্রেমাশ্রু দ্বারা নিরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সতী দেখিলেন, পিতা ত কথা দ্বারাও আদর করিলেন না। যদিও ভগিনীগণ সহোদরা বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সম্ভাষণপুরঃসর প্রীতিপ্রদর্শন করিল এবং মাতা ও মাতৃষসাগণ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ও আসন প্রদান করিলেন, তথাপি তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন, এই যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্রের অংশ নাই। তাহাতে তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল যে, দক্ষ, দেবদেব রুদ্রকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। আর যজ্ঞ-সভায় নিজেরও বিশেষ সমাদর না দেখিয়া অতিশয় কোপান্বিতা হইলেন। অবিলম্বেই তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া এরূপ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল, যেন তদ্দ্বারা সমস্ত লোক দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইয়া পড়ে! সতীর ক্রোধাবেশ হইবামাত্র দক্ষ-বিনাশার্থ তৎক্ষণাৎ সতীর তেজে কতকগুলা ভূত সমুত্থিত হইল। কিন্তু দেবী তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। শিবদ্বেষী দক্ষ কর্ম্মমার্গে বহুতর পরিশ্রম করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিল; সতী পৃথিবীর সমস্ত লোকের সমক্ষেই রোষ জন্য অপরিস্ফুট বাক্য কহিলেন,—'পিতঃ! ইহলোকে যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যাঁহার প্রিয় অথবা অপ্রিয় কাহাকেও দেখি না এবং যিনি দেহধারীদিগের প্রিয় আত্মার কারণস্বরূপ,—কাহারও সহিত যাঁহার বিরোধ নাই, তোমা ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি সেই ভগবানের প্রতিকূলতা আচরণ করিবে? তোমার মত ব্যক্তিগণ প্রায় অসূয়া-পরবশ হইয়া থাকে; তাহারা পরের গুণ সহ্য করিতে পারে না,—অন্যের বহু গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও গুণ পরিহার করিয়া দোষই গ্রহণ করে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তোমাদের তুল্য অসূয়া-পরবশ নহেন, তাঁহারা কাহারও দোষ-গুণ থাকিলে দোষমাত্র গ্রহণ করেন না,—দোষ-গুণ যেমন থাকে, তেমনি বিচার করিয়া গ্রহণ করেন। ইহাঁদিগকেই মহৎ বলা যায়। আর যে সকল সাধু-পুরুষ কেবল গুণই গ্রহণ করেন,—কখন দোষ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা মহত্তর। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অন্যের দোষ থাকিলেও তাহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত অতি সামান্য যৎকিঞ্চিৎ গুণ দেখিতে পাইলে, তাহাকেই তাহাকেই বহুমান্য করেন, তাঁহারা মহত্তম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি সেই সকল মহত্তম পুরুষের প্রতি পাপ-কল্পনা করিলেন! ৭—১২। যাহারা এই জড় দেহকেই আত্মা কহে; তাদৃশ দুর্জ্জন-পুরুষেরা ঈর্ষা বশত ঐ প্রকার মহাজনদিগের নিন্দা করিবে, আশ্চর্য্য নহে; বরঞ্চ তাহা আবশ্যক; কারণ, যদিও সাধু-ব্যক্তিরা আত্মনিন্দা সহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের পাদরেণু তাহা সহিতে সমর্থ হয় না,—তাঁহাদের চরণধূলি ঐ সকল ব্যক্তির তেজ নাশ করে। অতএব সদ্যঃ প্রতিফল পাওয়াতে অসৎপুরুষের পক্ষে মহাজনের নিন্দা করাই ভাল। পিতঃ! যাঁহার নাম 'শিব'—এই দুইটী অক্ষর কেবল কথা দ্বারা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেও তৎক্ষণাৎ মানবদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। যাঁহার কীর্ত্তি অতি পবিত্র, যাঁহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয় নহে,—তুমি সেই শিবের বিদ্বেষ করিতেছ, কি আশ্চর্য্য! তুমি এমনই অমঙ্গল-স্বরূপ। যাঁহার পাদপদ্মে মহৎ-ব্যক্তিদিগের মনোভৃঙ্গ, ব্রহ্মানন্দরূপ-মকরন্দ পানার্থী হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করে এবং যাঁহার চরণ সকাম-পুরুষদিগের সমক্ষে অভিলষিত মঙ্গল বর্ষণ করিয়া থাকে,—তুমি সেই বিশ্ববন্ধু শিবের বিদ্বেষ করিতেছ। পিতঃ! তুমি গর্ব্বান্ধ হইয়া শিবনামের যে সেই অশিব-তত্ত্ব আরোপ করিয়াছিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ কি সেই তত্ত্ব অবগত নহেন? কেননা, ভগবান্ ভব, জটাজাল বিকিরণপূর্ব্বক চিতামাল্য, ভস্ম ও মৃত মনুষ্যের কপাল ধারণ করিয়া পিশাচগণ-সহিত শ্মশানে বাস করিলেও, দেবগণ তাঁহার চরণভ্রষ্ট নির্ম্মাল্য স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করিতেছেন। তোমার ন্যায় তাঁহারা যদি শিবের তত্ত্ব জানিতেন, তবে তাঁহার চরণবিগলিত নির্ম্মাল্য কখনই তাঁহারা মস্তকে ধারণ করিতেন না। যাহা হউক, দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি যেস্থানে ধর্ম্মরক্ষক স্বামীর নিন্দা করে, পতিব্রতা কামিনী সেখানে যদি তাহাদের বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়, তবে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক তথা হইতে তাহার নির্গত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে, যে দুরাত্মা ঐরূপ অকল্যাণ কথা প্রয়োগ করে, তাহার জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া দিবে; পরে আপনার প্রাণও পরিত্যাগ করিবে;—এইরূপ করাই ধর্ম্ম। তুমি, ভগবান্ নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী; তোমা হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি আর ধারণ করিব না। নিষিদ্ধ অন্ন যদি মোহ বশত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহা বমন করিয়া ফেলিলে, তবে তাহার শুদ্ধি হয়। ১৩—১৮। যে পুরুষ আত্মানন্দ-সম্ভোগেই পরিতৃপ্ত, তাঁহার বুদ্ধি কখন বিধি-নিষেধরূপ বেদ-বাক্যের অনুগামী হয় না। দেব ও মনুষ্য—এই দুয়ের গতি যেমন পৃথক্, সেইরূপ যাহার যে ধর্ম্ম, তিনি তাহাতেই অবস্থিত থাকিবেন; অন্য ধর্ম্মের বা অন্য ব্যক্তির কখন তিনি নিন্দা করিবেন না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—এই দুই প্রকার কর্ম্মই সত্য। বেদে এই উভয় কর্ম্মেরই বিধান আছে। ঐ দুই কর্ম্ম বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থা দ্বারা বিহিত হইয়াছে,—অবিশেষে বিধান হয় নাই। ঐ দুই কর্ম্ম একই কালে এক কর্ত্তাতে পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শিব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম; তাঁহাতে কোন কার্য্যই নাই। হে পিতঃ! আমরা অণিমাদি যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়াছি, তোমরা কখন তাহা চক্ষেও দেখ নাই। তোমাদের ঐশ্বর্য্য ত কেবল যজ্ঞশালাতেই থাকে। যজ্ঞান্ন-পরিতৃপ্ত মানবগণই তাহার প্রশংসা করে এবং কর্ম্মকাণ্ড-পথাশ্রিত পুরুষেরাই তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের ঐশ্বর্য্য সেরূপ নহে; তাহা ইচ্ছামাত্রে উৎপন্ন হয়। তাহার হেতু অব্যক্ত। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণই তাদৃশ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। তোমার সহিত আর কথার প্রয়োজন নাই। তুমি ভগবান্ ভবের নিকট অপরাধী; তোমার দেহ হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার জন্ম অতি কুৎসিত। ইহা আর ধারণ করা উচিত হয় না। তুমি অতি কুজন। তোমার সম্বন্ধ বশতঃ আমার বড় লজ্জা হইতেছে। মহতের অপ্রিয়কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয়, সে জন্মে ধিক্! ভগবান্ বৃষধ্বজ আমার সহিত পরিহাস-সময়ে যখন আমাকে 'দাক্ষায়ণি' বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন আমার পরিহাস-বিষয়ক হাস্য অন্তর্হিত হয়; তখন আমি অতিশয় দুর্মনা হই। তোমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই অঙ্গ আমি ত্যাগ করিব। ইহা মৃত দেহের তুল্য।' ১৯—২৩ মৈত্রেয় কহিলেন, "হে শত্রুনাশন বিদুর! দাক্ষায়ণী সতী এ

প্রকারে-যজ্ঞমধ্যে দক্ষের প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনা-বলম্বন-পুরঃসর উত্তরমুখী হইয়া ক্ষিতিতলে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে আচমনপূর্ব্বক পীতবর্ণ পট্টবসন দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া মুদ্রিত-চক্ষে যোগপথের পথিক হইলেন। হর-সুন্দরী তখন আসন জয় করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরোধ দ্বারা সমান করিয়া নাভিচক্রে স্থাপন করিলেন। তদনন্তর নাভিচক্র হইতে উদান-বায়ুকে অল্পে অল্পে উত্তোলন করিয়া বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন। পশ্চাৎ উদান-বায়ুকে কণ্ঠমার্গ দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন। মহৎ-ব্যক্তিদিগের পূজ্যতম ভগবান্ রুদ্র, যে দেহকে আদর করিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, সতী,—দক্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া এইরূপে সেই দেহও পরিত্যাগ করিবার বাসনায় সর্ব্বাঙ্গে বায়ুকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি জগদ্‌গুরু পতির পদারবিন্দের মকরন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন; তখন পতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন না। এদিকে তাঁহার দেহ পাপশূন্য হইয়া সমাধি-সমুৎপন্ন অনল দ্বারা সদ্যঃ প্রজ্বলিত হইল। ২৪—২৮। বৎস বিদুর! এই ব্যাপার অবলোকনে আকাশে ও ভূতলে মহান্ হাহারব উপস্থিত হইল। সকলে দুঃখ করিয়া কহিতে লাগিল, 'হায়! কি খেদের বিষয়! পূজ্যতম দেবের প্রিয়া-সতী-দেবী, দক্ষকর্ত্তৃক অবমানিতা হইয়া রোষে আপনার প্রাণত্যাগ করিলেন। অহো! দক্ষের দুর্জ্জনতা দেখ! উনি প্রজাপতি;—এই চরাচর বিশ্ব উহাঁর প্রজা। সকলের প্রতি উহাঁর স্নেহ করা উচিত। স্নেহ দূরে থাকুক, উনি আপনার আত্মজা সতীর অপমান করিয়াছেন। সেই মনস্তাপে সেই মনস্বিনী প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। এই দেবী সততই সম্মান প্রাপ্ত হইবার যোগ্যা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! স্বয়ং দক্ষ ইহাঁর অপমান করিয়াছেন। শিবদ্বেষী দক্ষ অতিশয় কঠিন-হৃদয় এবং ব্রহ্মদ্রোহী। এ ব্যক্তি জনসমাজে অসতী কীর্ত্তি এবং পরলোকে নরক প্রাপ্ত হইবে। ইহার কন্যা ইহার সমক্ষে মরণার্থ উদ্যতা হইলেন; এ ব্যক্তি চক্ষে দেখিয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিল না।' সকলে সতীর ঐরূপ অদ্ভুত প্রাণ-পরিত্যাগ দেখিয়া, ঐ প্রকার কহিতে আরম্ভ করিলে, সতীর পার্ষদগণ স্ব স্ব যুদ্ধাস্ত্র উত্তোলন করিয়া দক্ষ-বধার্থ উত্থিত হইল। অনন্তর ভগবান্ ভৃগু, সতীর পার্ষদগণকে আক্রমণো-ন্মুখ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যে মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞবিঘ্নকারীদের বিনাশ হয়, সেই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। ভৃগু অধ্বর্য্যু ছিলেন। তিনি আহুতি প্রদান করিবা-মাত্র সহস্র সহস্র সোমত্ব-প্রাপ্ত ঋভু নামে দেবতাগণ দলবদ্ধ হইয়া উত্থিত হইলেন এবং তাঁহারা ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান হইয়া জলন্ত কাষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক প্রমথ ও গুহ্যকগণের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রমথ ও গুহ্যকগণ প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।" ২৯—৩৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

বীরভদ্রকর্ত্তৃক দক্ষবধ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! ভগবান্, নারদের মুখে যখন শুনিতে পাইলেন যে, সতী, দক্ষের নিকট অবমানিত হইয়া, দক্ষের প্রতি কোপ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং দক্ষের যজ্ঞে ঋভু নামে কতকগুলি দেবতা উৎপন্ন হইয়া স্বীয় পার্ষদ-সৈন্যগণকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন,—তখন তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। দারুণ ক্রোধে আপনার ওষ্ঠদ্বয় দংশনপূর্ব্বক তিনি তৎক্ষণাৎ মস্তক হইতে একটী জটা উৎপাটন করিলেন। সেই জটা,—বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখার ন্যায় অতি উগ্রভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাহার পরে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া গম্ভীর-শব্দে হাসিতে হাসিতে সেই জটা ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ঐ জটা হইতে মহাকায় বীরভদ্র উৎপন্ন হইলেন। ঐ বীরভদ্রের কলেবর এত উচ্চ হইল যে, তদ্দ্বারা তিনি স্বর্গ স্পর্শ করিলেন। তাঁহার মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সহস্র বাহু; সূর্য্যের ন্যায় জলন্ত তিনটী চক্ষুঃ। তাঁহার দংষ্ট্রা অতিশয় করাল এবং তাঁহার কেশকলাপ জলন্ত অনলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। গলায় নর-কপালের মালা এবং হস্তে বিবিধ অস্ত্র উদ্যত। বীরভদ্র এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশের পর অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক মহাদেবের সম্মুখে দণ্ডায়-মান হইয়া কহিলেন, 'কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।' ভগবান্ ভূতনাথ কহিলেন, 'অহে রুদ্রভট! তুমি অতিশয় যুদ্ধকুশল; আমার সৈন্য সকলের অধিনায়ক হইয়া যজ্ঞ-সহ দক্ষকে বিনষ্ট কর। তুমি আমার অংশ,—ব্রহ্মতেজে ভীত হইও না।' দুর্জ্জয় ভগবান্ মহাদেব কোপান্বিত হইয়া এই প্রকার আজ্ঞা করিলে বীরভদ্র, মহেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। সে সময় তাঁহার দুর্ব্বার বেগের আবির্ভাব হইল। তিনি আপনাকে অতিশয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিরও বল সহ্য-করণে সক্ষম বোধ করিলেন। ১—৫। ভগবান্ মহাদেবের আদেশে পার্ষদগণও সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইল। বীরভদ্র আপনার শূল উত্তোলন করিয়া ভয়ঙ্কর রূপে গর্জ্জন করিলেন। তাঁহার ঐ শূল জগতের অন্তকারী যমেরও অন্তক। তিনি যখন বেগে গমন করেন, তখন তাঁহার চরণদ্বয়ের নূপুরাদি-ভূষণের ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। ধূলিজালে গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। এদিকে দক্ষের যজ্ঞসভায় ঋত্বিক্, যজমান ও সদস্য সকল এবং বিপ্র ও বিপ্রপত্নীগণ উত্তরদিকে ভয়ানক ধূলি উড়িতেছে দেখিয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"ও কি অন্ধকার না কি? অথবা উহা অন্ধকার নহে,—ধূলি? ঐরূপ ধূলা কোথা হইতে আসিল? এখন ত ধূলা উড়িবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। বায়ু ত প্রচণ্ড-বেগে বহি-তেছে না। এক্ষণে দস্যুগণেরও ত প্রভাব নাই। রাজা প্রাচীনবর্হি অতিশয় উগ্রদণ্ড। তিনি এখনও জীবিত আছেন। তিনি জীবিত থাকিতে কোন দস্যুর দৌরাত্ম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কি আশ্চর্য্য! গো-সকলকেও কেহ ত শীঘ্র তাড়াইয়া আনিতেছে না!—তবে ধূলার কারণ কি? একি! এখনি কি প্রলয়-কাল উপস্থিত হইল?' দক্ষপত্নী প্রভৃতি স্ত্রীগণ উদ্বিগ্নচিত্তে কহিতে লাগিলেন,—'আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহা সেই পাপের ফল। দক্ষ অন্যান্য কন্যাগণের সমক্ষে বিনা-অপরাধে সতীর যে অনাদর করিয়াছেন, তজ্জন্যই এই ভীষণ উৎপাত উপস্থিত হইতেছে—সন্দেহ নাই। দক্ষ, ভগবান্ রুদ্রের যে অপমান করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ অমঙ্গল-উৎপাত উপস্থিত হইবে—আশ্চর্য্য কি? যিনি প্রলয়-কালে জটাকলাপ বিকীর্ণ করিয়া আপনার শূলের অগ্রভাগে দিক্‌হস্তীদিগকে বিদ্ধ করেন এবং নানাশস্ত্র-ভূষিত বাহুরূপ ধ্বজ উদ্যত করিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়া থাকেন; যাঁহার অতি উচ্চ ও কঠোর হাস্যরূপ মেঘগর্জ্জনে দিক্ সকল বিদীর্ণ হইয়া যায়;—তাঁহার ক্রোধ উদ্ভাবন করিয়া ব্রহ্মারও কি মঙ্গল হইতে পারে? তাঁহার তেজ অতি অসহ্য, তিনি সহজেই ক্রোধযুক্ত আছেন। ভ্রূকুটী-বিকৃত মুখ নিরীক্ষণ করা কাহারও সাধ্য নহে। তাঁহার দন্ত সকল করাল। তদ্দ্বারা নক্ষত্রগণ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তাদৃশ উগ্রমূর্ত্তি রুদ্রকে পুনর্ব্বার কোপান্বিত করিলে কাহার মঙ্গল হইতে পারে?' ৬—১১। যজ্ঞ-সভায় সমস্ত ব্যক্তিও উদ্বিগ্ন-চিত্তে চকিত-লোচন হইয়া বারংবার এই প্রকার কহিতে লাগিল। অকস্মাৎ গগন-মণ্ডলে ও অবনীতলে

সহস্র সহস্র উৎপাত উপস্থিত হইল। ঐ সমস্ত উৎপাত এরূপ ঘোরতর যে, তাহাতে দক্ষেরও ভয় জন্মিল। হে বিদুর! অনতি-বিলম্বে খর্ব্বাকৃতি রুদ্রানুচরগণ স্ব স্ব অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া দক্ষের সেই যজ্ঞসভা বেষ্টন করিল। তাহাদের হস্তে নানা অস্ত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পিঙ্গলবর্ণ, কেহ বা পীতবর্ণ, কাহারও মকরের ন্যায় উদর, কাহারও বা মকরতুল্য মুখ। সকলেই বিকটাকার। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যজ্ঞ-শালার পূর্ব্ব-পশ্চিম-স্তম্ভের উপরিস্থিত পূর্ব্ব-পশ্চিমায়ত কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কেহ বা যজ্ঞশালার পশ্চিমদিক্-স্থিত পত্নীশালা ভগ্ন করিয়া দিল। অন্যান্য সকলে যজ্ঞশালার সম্মুখস্থ মণ্ডপ এবং মণ্ডপের অগ্রবর্ত্তী হবির্ধান ও তাহার উত্তরদিক্ স্থিত আগ্নীধ্রশালা, যজমানগৃহ, পাক-ভোজনশালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ যজ্ঞপাত্র ভগ্ন করিল। কেহ বা অগ্নি নষ্ট করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ কুণ্ডে প্রস্রাব করিতে লাগিল। কেহ বেদির মেখলা ভাঙ্গিয়া দিল। কতকগুলি রুদ্রানুচর মুনিদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কেহ কেহ বা পত্নীদিগকে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। অন্যান্য রুদ্রানুচরগণ নিকটবর্ত্তী ও পলায়মান দেবগণকে ধরিতে লাগিল। মণিমান্ নামক রুদ্রপার্ষদ, ভৃগুকে ধরিয়া বন্ধন করিলেন। বীরভদ্র দক্ষকে, চণ্ডেশ পূষা-দেবকে এবং নন্দীশ্বর ভগদেবকে বন্ধন করিলেন। যজ্ঞসভায় ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ এই সমস্ত ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া অবশিষ্ট দেবতাদের সহিত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রুদ্রানুচরদিগের নিক্ষিপ্ত শিলা-প্রহারে তাঁহারাও সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। বৎস বিদুর! মহর্ষি ভৃগু যজ্ঞস্থলে বসিয়া স্রুব নামক যজ্ঞপাত্র হস্তে করিয়া হোম করিতেছিলেন; শঙ্কর-কিঙ্কর বীরভদ্র যজ্ঞস্থলেই তাঁহার শ্মশ্রু ধারণ পূর্ব্বক উৎপাটন করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি শ্মশ্রু দেখাইয়া ভগবান্ ভবকে উপহাস করিয়া-ছিলেন। ১২—১৭। এদিকে নন্দীশ্বর যজ্ঞসভাস্থিত ভগ নামক দেবকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিলেন। দক্ষ যখন শিবনিন্দা করেন, তখন ভগদেব চক্ষুঃকোণ দ্বারা সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে ঐ ব্যাপারে উৎসাহিত করিয়া-ছিলেন। বলভদ্র যেমন কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্ত সকল উৎপাটিত করিয়াছিলেন, বীরভদ্র সেইরূপ পূষার দশন সকল ভাঙ্গিয়া দিলেন। দক্ষ যখন পরমগুরু মহাদেবের নিন্দা করেন, তখন তিনি দন্ত দেখাইয়া হাস্য করিয়াছিলেন। অবশেষে বীরভদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থলে আক্রমণ করিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনঃপুনঃ অস্ত্রা-ঘাত করিয়াও শিরশ্ছেদন করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "একি! অস্ত্র সহ শস্ত্র-প্রয়োগ দ্বারাও ইহার ত্বক্ নির্ভিন্ন হয় না কেন? বীরভদ্রের বিস্ময় উপস্থিত হইল; তিনি অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া ঐরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল,—যজ্ঞস্থলে কণ্ঠনিষ্পীড়নাদি-রূপ পশুমারণোপায় একটা যন্ত্র রহিয়াছে; তখন তিনি যজমানরূপ পশুকে সেই যন্ত্রে নিক্ষেপ করিয়া, শেষে ঐ উপায় দ্বারা তাঁহার মুণ্ড, দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই কর্ম্ম দেখিয়া তত্রস্থ সমস্ত ভূত-প্রেত-পিশাচগণ আনন্দিত হইল; তাহাদের সাধুবাদে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। কিন্তু যজ্ঞ-স্থল-স্থিত ব্রাহ্মণগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন বীরভদ্র রোষ বশতঃ দক্ষের ছিন্ন মস্তক দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিয়া যজ্ঞ-শালাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং পরক্ষণে রুদ্রানুচর সকল সঙ্গে লইয়া কৈলাস-পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন।" ১৮—২৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভবের নিকট ব্রহ্মাদি দেবগণের আগমন এবং দক্ষপ্রভৃতির জীবন-প্রার্থনা।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! ভগবান্ রুদ্রের সৈন্যগণ, দেবতা-দিগের পরাভব করিয়া শূল, পট্টিশ, নিস্ত্রিংশ, গদা, পরিঘ ও মুদ্গর ইত্যাদি অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলে, তাঁহারা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ-সমভি-ব্যাহারে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দক্ষযজ্ঞের সমস্ত বৃত্তান্ত অশেষরূপে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ কমলযোনি এবং বিশ্বাত্মা নারায়ণ অগ্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, দক্ষযজ্ঞে ঐরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিবে, তাই তাঁহারা দুইজনে দক্ষযজ্ঞে গমন করেন নাই। ব্রহ্মা, দেবতাদিগের নিকট ঐ সকল কথা অবগত হইয়া কহিলেন, 'হে অমরগণ! যে ব্যক্তির অপরাধ করা যায়, তিনি যদি তেজস্বী হন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেও সে ইচ্ছা প্রায় মঙ্গলার্থ হয় না। ঐরূপ স্থলে জীবন-রক্ষার আশাই করা যাইতে পারে না। ভগবান্ ভব যজ্ঞভাগ-ভাগী। তোমরা তাঁহার ভাগ রহিত করিয়া তাঁহার নিকটে মহা অপরাধী হইয়াছ, ইহাতে তোমাদের মঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা নাই। এখন এক কর্ম্ম কর;—তাঁহার চরণ-কমল গ্রহণপূর্ব্বক নির্ম্মল চিত্ত দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে যত্ন কর। তিনি আশুতোষ,—তোমাদের কাতর-বাক্যে অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন। হে পুত্রগণ! তিনি সামান্য দেবতা নহেন। তাঁহার কোপে লোকপাল সহিত সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়া যায়। তোমরা আপনাদের যজ্ঞের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি একে আপনার প্রিয়তমার বিরহে কাতর; তাহার উপর আবার তোমাদের দুর্ব্বাক্য দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে;—ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক শীঘ্র তাঁহার রোষ না কমাইলে তিনি অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিবেন। ১—৬। আমি, ইন্দ্র, তোমরা ও অন্যান্য যত মুনি বা দেহধারী আছেন, কেহই যাঁহার তত্ত্ব এবং বল-বিক্রমের ইয়ত্তা জানেন না, সেই ভগবান্ ভবের নিকট কোন্ ব্যক্তি উপায়-বিধানের বাসনা করিতে পারে?' ভগবান্ পদ্মযোনি, অমরগণকে এই প্রকার আদেশপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত পিতৃগণ ও প্রজাপতি-দিগকে লইয়া আপনার ধাম হইতে বহির্গত হইলেন এবং ভগবান্ ত্রিপুরারির প্রিয়তর আলয় গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—ঐ পর্ব্বতে—জন্ম, ওষধি, তপস্যা, মন্ত্র এবং যোগ দ্বারা সিদ্ধ দেবগণ এবং যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাসমূহ সদা বাস করিতেছেন। তাহার মণিময় শৃঙ্গ সকল বিবিধ ধাতু দ্বারা চিত্রিত; বহুবিধ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তাহার চতুঃপার্শ্বে উৎপন্ন হইয়া তাহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। নানা মৃগ তদুপরি বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সেই পর্ব্বতে নানাপ্রকার অমল প্রস্রবণ, বিবিধ কন্দর ও সানু থাকাতে—কান্ত-সঙ্গে বিহারকারী সিদ্ধ-রমণীগণের তাহা রতিপ্রদ। ময়ূরদিগের কেকারবে ঐ পর্ব্বত নিনাদিত। মদান্ধ ভ্রমর-নিকরের গুন্‌গুন্ রবে উহার চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত। উহার উপরিভাগস্থ নানাবিধ কামদোহী কল্পবৃক্ষের উচ্চ শাখা-প্রশাখায় রক্তকণ্ঠ কোকিলকুল ও অন্যান্য বিবিধ পক্ষী সুস্বরে গান করাতে বোধ হইতেছিল, যেন ঐ গিরি স্বয়ং হস্ত উত্তোলন করিয়া পক্ষিগণকে আহ্বান করিতেছে।' এতদ্ভিন্ন সেখানে অগণ্য মত্ত মাতঙ্গ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাতে বোধ হইতেছিল, যেন ঐ পর্ব্বত গমন করিতেছে।

স্থানে স্থানে নির্ঝর হইতে সশব্দে বারিপাত হওয়াতে বোধ হইতেছিল, যেন সেই ধ্বনি দ্বারা ঐ ভূধর সম্ভাষণ করিতেছে। ৭—১২। ঐ পর্ব্বতের শোভার কথা কত কহিব! মন্দার, পারিজাত, সরল, শাল, তাল, তমাল, কোবিদার, আসন, অর্জ্জুন ইত্যাদি বৃক্ষে উহা পরম রমণীয় হইয়াছিল। আম্র, কদম্ব, নীপ, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ, কুরুবক, স্বর্ণবর্ণ শতপত্র, বীর, রেণুক, জাতি, কুব্জক, মল্লিকা, মাধবী ইত্যাদি বৃক্ষ ও লতা দ্বারা মণ্ডিত এবং পনস, উডুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, হিঙ্গু, ভূর্জ্জ, বিবিধ ওষধি, পূগ, রাজপূগ, জম্বু, খর্জ্জুর, আম্রাতক, আম্র, পিয়াল, মধূক, ইঙ্গুদ ও অন্যান্য দ্রুম-জাতিতে, বিশেষতঃ বেণু, কীচক বৃক্ষে বিশোভিত ছিল। তত্রত্য সরোবর-সমূহে কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, শতপত্র ইত্যাদি বিবিধ জলজ পুষ্প প্রস্ফুটিত ছিল। অসংখ্য জলবিহঙ্গ কলস্বরে তাহার ইতস্ততঃ শব্দ করাতে ঐ গিরির সাতিশয় শোভা হইয়াছিল। ১৩—১৮। সেখানে মৃগ, শাখামৃগ, ক্রোড়, সিংহ, গজ, ভল্লুক, শল্যক, গবয়, শরভ, ব্যাঘ্র, রুরু, মহিষ, বিবিধ পশু, বিশেষতঃ বৃক ও কস্তুরী মৃগ সর্ব্বদা চরিয়া বেড়াইত। কদলী-সমূহে নলিনী সকলের পুলিন আবৃত থাকাতে তদ্দ্বারা পর্ব্বতের সমধিক সৌন্দর্য্য বিস্তৃত হইয়াছিল। গঙ্গা সেই পর্ব্বতের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রবহমাণা। সতীর স্নান দ্বারা তাঁহার জল অতিশয় সুগন্ধ হইয়াছিল। ভূতপতির ঐ কৈলাস-গিরি দেখিয়া দেবগণের অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। তাঁহারা ঐ পর্ব্বতোপরি অলকা নামে একটী পুরী এবং সৌগন্ধিক নামক এক বন দেখিতে পাইলেন: সেই স্থানে সৌগন্ধিক নামে পদ্ম জন্মিয়া থাকে। ঐ পুরীর বহির্ভাগে দুই দিকে নন্দা এবং অলকনন্দা নামে দুই নদী প্রবাহিতা। ঐ দুই নদী সামান্যা নহে;—ভগবান্ হরির চরণ-কমলের রজঃস্পর্শে উহাদের বারি পবিত্র হইয়াছিল। সুর-কামিনীগণ রতিকর্ষিত হইয়া স্ব স্ব ধাম হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ঐ নদীদ্বয়েই গিয়া স্নান করেন এবং পুরুষদিগের গাত্রে জল সেচন করত নদীজলে নানা প্রকারে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ১৯—২৪। ঐ দুই নদীজলে দিব্যাঙ্গনাগণ স্নান করাতে তাঁহাদের গাত্রভ্রষ্ট নব-কুঙ্কুমে তদুভয়েরই জল পীতবর্ণ হইয়াছে। করিযূথ জলক্রীড়ার্থ ঐ দুই তটিনীতে অবতীর্ণ হইয়া করিণীগণকে জলপান করাইবার সময় পিপাসা না থাকিলেও আপনারাও তাহা পান করে। দেবতারা, রজতময় শত শত বিমানে সঙ্কীর্ণা এবং বিদ্যুৎ ও মেঘযুক্ত আকাশের ন্যায় যক্ষরমণীগণে নিষেবিতা যক্ষেশ্বরপুরী অতিক্রম করিয়া পরমানন্দে সৌগন্ধিক বন দেখিলেন। ঐ বনস্থ বৃক্ষ সকলে বিচিত্র মাল্য, ফল এবং পত্র শোভমান ছিল। ভ্রমর সকল গুন্‌গুন্ স্বরে সেই পরম রমণীয় সৌগন্ধিক বনে গান করাতে তাহাদের স্বর রক্তকণ্ঠ খগবৃন্দের মধুর-স্বরে মণ্ডিত হইতেছিল। তত্রস্থ জলাশয় সকল কলহংস-কুলের প্রিয় কমল-সমূহে সততই শোভা পাইতেছিল। বিদুর! ঐ বন অসংখ্য চন্দন-পাদপে সমাচ্ছন্ন। বন-কুঞ্জর সকল তাহাতে গাত্র-কণ্ডূয়ন করাতে সেই সকল বৃক্ষ সংঘর্ষিত হইয়া যায়। সেই ঘর্ষিত অংশের সংযোগে তত্রস্থ পবন এমন সৌরভযুক্ত হইয়া বহমান হয় যে, তদ্দ্বারা যক্ষাঙ্গনাদিগেরও মন বারংবার উন্মথিত হইয়া পড়ে। তত্রত্য বাপী-সমূহের সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্যমণি দ্বারা বিরচিত; তন্মধ্যে প্রস্ফুটিত উৎপলমালা বিরাজিত। সেই সমস্ত বাপীর উপরিভাগে কিংপুরুষগণের বন ছিল। দেবগণ সেই বন-সমীপে একটা বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ২৫—৩০। সেই তরু শত যোজন উচ্চ; তাহার শাখা সকল পঞ্চসপ্তভি যোজন পরিমাণ বিস্তৃত। সেই সকল শাখায় ঐ বৃক্ষ অতিশয় প্রকাণ্ড দেখাইতেছে। তাহা চারিদিকে অচল ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এতাদৃশ প্রকাণ্ড হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাতে একটা পক্ষিকুলায়ও দৃষ্ট হয় না। দেবগণ তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, সেই তরুমূলে মহাযোগময়, মুমুক্ষু-জনের আশ্রয় ভগবান্ ভব আসীন রহিয়াছেন। তখন তাঁহার কোপ-শান্তি হইয়াছিল। হঠাৎ বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত ক্রোধ ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। তৎকালে তাঁহার মূর্ত্তি অতিশয় প্রশান্ত। চারিদিকে সনন্দাদি মহাসিদ্ধ ঋষিগণ এবং গুহ্যক ও রক্ষোগণের অধিপতি কুবের তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। তখন সেই অধীশ্বর বিদ্যা, তপস্যা এবং সমাধির পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বের সুহৃদ্ হওয়াতে বাৎসল্য বশতঃ লোকহিতার্থ তপস্যা আচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গশোভা সন্ধ্যাকালীন অভ্র-প্রভাব ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। সেই বিগ্রহ দ্বারা তিনি তাপসজন-বৃন্দের অভীষ্ট-চিহ্ন জটা, ভস্ম এবং ললাটে চন্দ্রকলা ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রতধারিগণ যদ্রূপ আসনে বসিয়া থাকেন, ভগবান্ শঙ্কর সেইরূপ কুশময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রোতৃগণের সমক্ষে দেবর্ষি নারদকে সনাতন ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন। ৩১—৩৬। তাঁহার বাম-পদ তাঁহার দক্ষিণ উরুর উপরে, দক্ষিণ-হস্ত বাম-জানুতে বিন্যস্ত এবং অক্ষমালা মণিবন্ধে সংলগ্ন ছিল। তিনি তর্কমুদ্রা-বিশিষ্ট হইয়া বীরাসনে বসিয়া ছিলেন। বাস্তবিক তিনি যোগপট্ট-আশ্রয় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মানন্দে সমাধি অবলম্বন করিয়াছিলেন। লোকপাল সহ মুনিগণ তথায় গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মননশীলদিগের আদ্য সেই ভগবান্ ভবকে নমস্কার করিলেন। তখন সতীপতি ভব জানিতে পারিলেন,—আত্মযোনি ব্রহ্মা আগমন করিয়াছেন এবং সুর ও অসুরনায়ক সকল পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিতেছেন। ভগবান্ বিষ্ণু বামন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাপতি কশ্যপের পদে যেরূপ অভিবাদন করিয়াছিলেন, শিব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা সেইরূপে ব্রহ্মার অভিবাদন করিলেন। অনন্তর যে সিদ্ধগণ মহর্ষিদের সহিত ভগবান্ নীললোহিতের সেবা করিতেন, তাঁহারাও ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে ব্রহ্মার বন্দনা করিলেন। ভগবান্ চন্দ্রশেখর নমস্কার করিলে ব্রহ্মা সহাস্য-বদনে কহিতে লাগিলেন, 'প্রভো! যদিও আপনি আমাকে নমস্কার করিতেছেন, তথাপি আমি আপনার ঐশ্বর্য্য অবগত আছি। আপনিই এই বিশ্বের ঈশ্বর; এই জগতের যোনি এবং বীজ—প্রকৃতি ও পুরুষ। লোকে যাঁহাকে শিব ও শক্তি বলে, সেই উভয়ের কারণ যে নির্ব্বিকার ব্রহ্ম,—তাহা আপনারই স্বরূপ। আপনিই ঊর্ণনাভির ন্যায় অবিভক্ত শিব ও শক্তিতে ক্রীড়া করিয়া এই বিশ্বের সৃজন, পালন এবং লয় করিতেছেন। ৩৭—৪২। ধর্মার্থ-প্রসবিনী ত্রয়ীর রক্ষার নিমিত্ত দক্ষকে সূত্র করিয়া আপনিই যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিভো! ইহলোকে ব্রাহ্মণগণ ব্রতধারী হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে সমস্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আপনিই সেই সকলের বর্ণাশ্রমময় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। হে মঙ্গলরূপিন্! যে সকল ব্যক্তি শুভকর্ম্ম করেন, আপনিই তাঁহাদিগের স্বর্গ অথবা মোক্ষ বিস্তার করিয়া থাকেন। যাহারা অশুভ কর্ম্মকারী, তাহাদিগকেও আপনি ঘোর নরক-যন্ত্রণা প্রদান করেন। তথাপি কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিতে পাই কেন? যে সকল সাধু-পুরুষ আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সকল প্রাণীর মধ্যে আপনাকে অবলোকন করেন এবং আপনার আত্মাতে সকল প্রাণীকে অভেদরূপে দেখিয়া থাকেন,—আপনার ক্রোধ যেমন দক্ষকে অভিভব করিল, সেইরূপ তাঁহাদিগকে

কখন অভিভব করে না। অসতের উপরেই আপনার ক্রোধ হয়,—সতের প্রতি কখন হয় না। যে সকল ব্যক্তি ভেদদর্শী, যাহাদের আশয় দুষ্ট, কেবল কর্ম্মেই আসক্তি, পরের সম্পত্তিতে যাহাদের হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত হয় এবং যাহারা দুর্ব্বাক্য দ্বারা অন্যের মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করে, ভবাদৃশ নিরুপম সাধু-পুরুষের তাহাদিগকে বধ করা উচিত হয় না। ঐ সকল ব্যক্তি দৈব হইতেই হত হইয়াছে। যে সকল মনুষ্য, ভগবান্ পদ্মনাভের মায়ায় মোহিত হইয়া ভেদদর্শী হয়, তাহাদের কোন দোষ দেখিলে সাধু-ব্যক্তিরা আপনাদের পরদুঃখ-সহিষ্ণুতা-গুণে কৃপা করিয়া থাকেন,—তাহাদের উপরে বিক্রম প্রকাশ করেন না। হে প্রভো! আপনি পরম-পুরুষের মায়ায় অস্পৃষ্ট-মতি এবং সর্ব্বজ্ঞ। আপনি যজ্ঞফল-দাতা এবং যজ্ঞভাগভাগী। কু-যাজ্ঞিকেরা আপনাকে যজ্ঞীয় অংশ প্রদান না করাতে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ আপনা কর্ত্তৃক হত হইয়া অসমাপ্ত হইয়াছে; অনুগ্রহ করিয়া সেই যজ্ঞ উদ্ধার করুন। দক্ষ পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠুক। ভগদেব আপনার চক্ষুর্দ্বয় পুনঃ প্রাপ্ত হউন। ভৃগুর শ্মশ্রু ও পূষার দন্ত পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বহির্গত হইয়া উঠুক। আপনার অনুচর প্রমথগণ অস্ত্র এবং শিলা-প্রহারে অনেক দেবতার ও পুরোহিতের গাত্র ভগ্ন করিয়াছে, আপনার কৃপায় তাঁহারাও শীঘ্র আরোগ্যলাভ করুন। এই আপনার ভাগ রহিল, আপনি গ্রহণ করুন। অদ্যাবধি যজ্ঞ করিলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তৎসকলই আপনার অংশে পড়িবে। অদ্য আপনার ভাগ পাইয়া দক্ষযজ্ঞ সম্পাদন করুন।' ৪৩—৫২।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

বিষ্ণুকর্ত্তৃক দক্ষ-যজ্ঞ সম্পাদন।

মৈত্রেয় কহিলেন, "হে মহাবাহো বিদুর! পিতামহ ব্রহ্মা স্তব করিয়া ভবের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করিলে, তিনি তুষ্ট হইয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে প্রজেশ! দক্ষের ন্যায় বালকদিগের অপরাধ আমি কখন মুখেও আনি না। অধিক কি, সে বিষয়ের চিন্তাও কদাচিৎ আমার মনে উদিত হয় না। যে সকল ব্যক্তি দেবমায়ায় বিমোহিত, আমি কেবল তাহাদেরই দণ্ড করিয়াছি। প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড দগ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে ছাগের মুণ্ড, তাহার মুণ্ড হউক এবং এই ভগদেব, মিত্র নামক দেবতার চক্ষু দ্বারা স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শন করুন। পূষা স্বয়ং পিষ্টভোজী হউন। ইতি অন্য দেব-সহকারে যজমানের দন্ত দ্বারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্ষণ করুন। যে সকল দেবতা আমাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ভাগ প্রদান করিলেন, যাঁহার অঙ্গ মুকল-ভগ্ন হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদের সেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনর্ব্বার প্রকৃতরূপে বিরচিত হউক। কিন্তু যাঁহাদের অঙ্গ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বয় দ্বারা বাহুবিশিষ্ট এবং পূষার হস্ত দ্বারা হস্তবান্ হউন। অন্যান্য ঋত্বিক্গণও এইরূপ অঙ্গবিশিষ্ট হউন এবং ছাগের শ্মশ্রুই ভৃগুর শ্মশ্রু হউক।' ১—৫। মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! চন্দ্রশেখরের এ সমস্ত কথা শুনিয়া সকলের চিত্ত পরিতুষ্ট হইল। সকলেই হৃষ্টচিত্তে 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ শিবকে আমন্ত্রণ করিলেন,—'প্রভো! স্বয়ং আগমন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করুন।' তখন শিব ও ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া ঋষিগণ-প্রভৃতিব্যাহারে তাঁহারা পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা ভগবানের কথানুসারে হস্ত বাহু প্রভৃতি অঙ্গ সকল সম্পন্ন করিয়া দক্ষের দেহে ছাগলের মুণ্ড যোজনা করিয়া দিলেন। দক্ষের মস্তক সংলগ্ন হইলে, রুদ্র একবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। রুদ্রের দর্শনমাত্রে নিদ্রাপগমে তিনি যেন জাগরিত হইয়া উঠিলেন এবং সম্মুখে ভগবান্ রুদ্রকে দেখিতে পাইলেন। দক্ষের আত্মা পূর্ব্বে ভগবান্ বৃষভ-বাহনের দ্বেষ করাতে কলুষীকৃত হইয়াছিল। এক্ষণে শিব-সন্দর্শনে শরৎকালীন সরসীর ন্যায় সেই আত্মা নির্ম্মল হইল। তিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কৈলাস-পতির স্তব করিতে মানস করিলেন। কিন্তু আপনার মৃত তনয়ার স্মরণ হওয়াতে উৎকণ্ঠা-জনিত বাষ্পকলায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল; সুতরাং তাঁহার মানস পূর্ণ হইল না। প্রেম বশতঃ তাঁহার চিত্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে চিত্ত সুস্থির করিয়া সরলভাবে এই প্রকার কহিতে লাগিলেন;—'ভগবন্! আমি আপনাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি আমার প্রতি যে এই দণ্ড বিধান করিলেন, ইহাতে আমার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে; কেননা, উপেক্ষা না করিয়া আমাকে শিক্ষা দিলেন। আপনাদের এইরূপ করা যুক্তিযুক্ত বটে। আপনার এবং ভগবান্ হরির,—অধম ব্রাহ্মণের প্রতিও অবজ্ঞা নাই। বিভো! আপনিই আত্মতত্ত্ব-রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মা হইয়া বিদ্যা, তপস্যা এবং ব্রতধারী বিপ্রদিগকে মুখ হইতে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন। পশুপাল যেমন দণ্ডধারী হইয়া পশুগণকে রক্ষা করে, আপনি সেইরূপ সর্ব্ববিপদে ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি তত্ত্বজ্ঞান-হীন বলিয়াই যজ্ঞ-সভায় দুর্ব্বাক্য-বাণ আপনার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আপনি আমার নিমিত্ত তাহা বিস্মৃত হইলেন। পূজ্যতমের নিন্দা করিয়া আমার যে অধঃপতন হইতেছিল, তাহা হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন। পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে পারিলেই যাঁহার সন্তোষ হয়, তাঁহার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করা আমার সাধ্য কি? আপনি আপনার কার্য্য দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকুন।' ৬—১২। মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! দক্ষ এই প্রকারে ভগবান্ ভূতপতির নিকট ক্ষমা পাইয়া, ব্রহ্মার আজ্ঞায় উপাধ্যায় এবং ঋত্বিক্-আদিদ্বারা পুনরায় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ-বিস্তারার্থ বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় ত্রিকপাল হবি হোম করিলেন এবং রুদ্র-পারিষদ প্রমথাদির সংসর্গ-জনিত দোষ-শুদ্ধির নিমিত্ত পুরোডাশ হুত হইল। তখন যজমান দক্ষ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিতের সহিত যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করিয়া, বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা ধ্যানস্থ হইলেন। অমনি হরির আবির্ভাব হইল। নারায়ণ, দশ দিকের উজ্জ্বলকারিণী শরীর-প্রভা দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির তেজ হ্রাস করিতে করিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার বাহন গরুড়ের বৃহৎরথন্তর-স্বরূপ দুইটী পক্ষ। হরির দেহ, শ্যামবর্ণ। কটিদেশে হিরণ্যের তুল্য স্বর্ণকিঙ্কিণী দোদুল্যমান; মস্তকে সূর্য্য-তুল্য কিরীট সুশোভিত এবং কুণ্ডল-মণ্ডিত মুখমণ্ডল, নীলবর্ণ অলকরূপ অলিকুলে অলঙ্কৃত। হিরণ্ময় বাহু সকলে ভৃত্য-রক্ষণার্থ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুর্ব্বাণ এবং খড়্গচর্ম্ম উদ্যত হওয়াতে প্রফুল্লিত কর্ণিকারের ন্যায় পরম সৌন্দর্য্যে শোভমান। বক্ষঃস্থলে স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজিত। বৈকুণ্ঠনাথ বনমালাধারী হইয়া উদার হাস্য এবং কটাক্ষ-লেশ দ্বারা বিশ্বের পরম প্রীতি জন্মাইতেছিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে ব্যজন ও চামর, রাজহংসের ন্যায় বীজিত হইতেছিল এবং মস্তকোপরি শশিতুল্য শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করিতেছিল। ১৩—১৮। বিষ্ণুকে সমাগত দেখিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ত্রিনেত্র প্রভৃতি সুরগণ সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুর তেজ দ্বারা দেবতাদের প্রভা তিরোহিত, ভয়ে চিত্ত স্তম্ভিত এবং জিহ্বা জড়ীভূত হইল। তথাপি তাঁহারা স্ব স্ব মস্তকোপরি অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক যথাশক্তি তাঁহার স্তব করিলেন। ব্রহ্মাদি যে সকল দেবতা

তাঁহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রমূর্ত্তি-সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহার মহিমা-স্বরূপে গণ্য হন; তাঁহারাও এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন; কারণ, এই ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া এই ব্রহ্মাদি-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। অবশেষে প্রজাপতি দক্ষ, উত্তম-পাত্রে আসনাদি পূজা-দ্রব্য গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষ্টচিত্তে স্তব করিতে করিতে ঐ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিকটে গমন করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। হে বিদুর! বিষ্ণু, বিশ্বস্রষ্টাদেরও পরম গুরু; তৎকালে সুনন্দ-নন্দাদি অনুচরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিলেন। প্রথমতঃ দক্ষ তাঁহাকে কহিলেন, 'প্রভো! আপনি স্বরূপেই অবস্থিত রহিয়াছেন। শুদ্ধচৈতন্য-ঘনই আপনার স্বরূপ। আপনার বুদ্ধির কোন অবস্থাই নাই। অতএব আপনি এক,—অদ্বিতীয়, ভেদশূন্য এবং অভয়। কিন্তু প্রভো! আপনি এরূপ হইলেও জীব-স্বরূপ নহেন; যেহেতু মায়াকে দূরীকৃত করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। তথাচ সেই মায়াযোগেই পুরুষলীলা স্বীকার করিয়া সেই মায়াতেই অশুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হুইতেছেন।' অনন্তর ঋত্বিকেরাও কহিলেন, 'হে নিরঞ্জন। নন্দীশ্বরের শাপে আমাদের বুদ্ধি কর্ম্মেই ব্যগ্র হইয়াছে, সেইহেতু আমরা আপনার তত্ত্ব জানি না—সত্য; কিন্তু ধর্ম্মের উপলক্ষ-ভূত বেদপ্রতিপাদ্য আপনার যজ্ঞ নামক মূর্ত্তি বিশেষরূপে অবগত হইলাম। আপনি যজ্ঞের নিমিত্ত ইন্দ্রাদি অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার রূপ বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।' ১১—২৪। সদস্যগণ এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, 'হে আশ্রয়প্রদ! এই সংসারপথ দুর্গম। এখানে বিশ্রামের স্থান মাত্র নাই। গুরুতর ক্লেশরূপ দুর্গম স্থানে ইহার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; অন্তকরূপ ভীষণ কৃষ্ণসর্প সর্ব্বদা এখানে ইহাকে লক্ষ্য করিতেছে। এখানে মৃগতৃষ্ণারও অভাব নাই। বিষয়রূপ অগণ্য মৃগতৃষ্ণা ইহার সর্ব্ব স্থানে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সকলই এখানে বহুতর গর্ত্ত স্বরূপ। খলরূপ ব্যাঘ্রাদির ভয় এস্থানে সদাই বর্ত্তমান। শোকরূপ দাবাগ্নি এখানে নিয়তই প্রজ্বলিত। এই সংসারপথে বর্ত্তমান অজ্ঞ-ব্যক্তিরা কোন্ কালে আপনার চরণরূপ নিবাস-স্থল প্রাপ্ত হইবে? অহঙ্কারাস্পদ শরীর এবং মমতাস্পদ গৃহই তাহাদের গুরুতর ভার। তাহারা কাম-বশে সদাই পীড়িত হইতেছে।' ভগবান্ রুদ্র কহিলেন, 'হে বরদ! আপনার শ্রেষ্ঠ-চরণ, পুরুষার্থের সাধক। নিষ্কাম মুনিগণও পরমাদর-সহকারে ঐ চরণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ঐ চরণেই আমার চিত্ত নিবিষ্ট। সেইহেতু অজ্ঞ-লোকে যদি আমাকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া নিন্দা করে, করুক;—আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না। আপনার পরম অনুগ্রহ দ্বারা মনোমধ্যে সন্তুষ্ট থাকিব।' তদনন্তর মহর্ষি ভৃগু কহিতে লাগিলেন, 'প্রভো। আপনার মায়া দ্বারা ব্রহ্মাদি দেহধারিগণও আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন আছেন। আপনার তত্ত্ব তাঁহাদের আত্মাতে অনুগত হইলেও, এখনও তাঁহারা তাহা জানিতে পারিতেছেন না; কিন্তু আপনি প্রণত এবং শরণাগত জনের আত্মা ও বন্ধু;—আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি,—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' ব্রহ্মা কহিতে লাগিলেন, 'হে বিভো। পদার্থের ভেদগ্রাহী ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পুরুষ যাহা যাহা দর্শন করে, তাহার কিছুই আপনার স্বরূপ নহে। আপনি বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের আশ্রয়—সত্য; কিন্তু মায়াময় অসৎপদার্থ হইতে আপনি বিভিন্ন।' ইন্দ্র কহিতে লাগিলেন, 'হে অচ্যুত! আপনার এই শরীর, প্রপঞ্চের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় নহে;—এই শরীর, প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতেছে; ইহা হইতেই কি বিশ্ব উৎপন্ন হয়? ঐ মূর্ত্তি,—মন ও নয়নের কেমন আনন্দবর্দ্ধক এবং দেবদ্বেষী অসুরগণের বিনাশকারী আটটী বাহু কেমন শোভা পাইতেছে।' ২৫—৩০। ঋত্বিক্‌পত্নীরা স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে পদ্মনাভ! এই যজ্ঞ তোমার অর্চ্চনার্থ পূর্ব্বে ব্রহ্মা সৃজন করেন। পশুপতি, দক্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া ইহা বিনাশ করিয়াছেন। হে যজ্ঞমূর্ত্তে! আমাদের যজ্ঞোৎসব এক্ষণে রহিত হইয়াছে; আপনি নলিন-নয়ন দ্বারা একবার দেখিয়া উহাকে পবিত্র করুন।' ঋষিগণ কহিতে লাগিলেন, 'হে ভগবন্! আপনার চরিত্র অলক্ষ্য; যেহেতু, আপনি স্বয়ং কর্ম্ম করেন, তথাচ কার্য্যে লিপ্ত হন না। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্য ব্যক্তিরা সম্পত্তির নিমিত্ত যে লক্ষ্মীর উপাসনা করেন, সেই লক্ষ্মী আপনার সেবার নিমিত্ত স্বয়ং অনুবর্ত্তমানা, তথাচ আপনি তাঁহাকে আদর করেন না।' সিদ্ধগণ ভগবানের কথা-অমৃতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্তব করিলেন, 'হে দেব! আমাদের মনো-মাতঙ্গ, ক্লেশরূপ দাবানলে দগ্ধ এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা আপনার কথারূপ নির্ম্মল অমৃত-নদীতে অবগাহন করুক; অমনি সংসার-তাপস্বরূপ দাবানল একেবারে বিস্মৃত হইবে। তখন তাহারা, যেন ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া, তাহা হইতে আর নির্গত হইবে না।' দক্ষপত্নী প্রভৃতি কহিলেন, 'হে ঈশ! হে শ্রীনিবাস। আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? হে শ্রীনিবাস! প্রসন্ন হউন; আপনাকে নমস্কার করি। মস্তক-বিহীন কবন্ধ পুরুষ যেমন সুশোভন কর-চরণাদি দ্বারাও শোভা পায় না, আপনা ব্যতীত যজ্ঞ, অঙ্গবিশিষ্ট হইলেও সেইরূপ কোন শোভা প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আপনি স্বীয় কান্তা লক্ষ্মীর সহিত আমাদিগকে রক্ষা করুন।' লোকপাল সকল কহিতে লাগিলেন, 'হে শ্রেষ্ঠ! আপনি বিশ্ব-সংসার দর্শন করেন, পদার্থ-প্রকাশক ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা আপনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব আপনি প্রত্যেক জীবের দ্রষ্টা; কিন্তু প্রভো! আমরা অসৎপ্রকাশক ইন্দ্রিয় দ্বারা আপনাকে কেমন করিয়া জানিতে পারিব? আমরা মহামায়ায় অভিভূত হইয়া ভাবিয়া থাকি,—আপনি পঞ্চভূতের অধিকতর ষষ্ঠ ভূত।' যোগেশ্বরেরা কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি বিশ্বের আত্মা—পরব্রহ্ম; আপনাতে যে ব্যক্তি আপনার পৃথক্ত্ব দর্শন না করেন, তাঁহা অপেক্ষা আপনার প্রিয়তম অন্য কেহ নাই। আপনার নিকট আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা যে, যে সকল ব্যক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা আপনার ভজনা করে, তাহাদের প্রতি যেন আপনার অনুগ্রহ থাকে। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রভৃতির নিমিত্ত আপনার মায়ার অশেষ গুণ, জীব সকলের অদৃষ্ট বশতঃ বহু প্রকারে বিভিন্ন হয়। সেই মায়া দ্বারা আপনি আপনাকে ব্রহ্মাদি রূপে বিভিন্ন বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ আপনি স্বরূপেই অবস্থিতি করিতেছেন। আপনাতে ভেদভ্রম বা কোন গুণ নাই। আপনাকে নমস্কার করি।' ৩১—৩৬। ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে ভগবন্! আপনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়াছেন,—এই কারণে ধর্ম্মাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি নির্গুণও বটেন; আপনাকে নমস্কার। একাধারে সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব—উভয়ই যদিও সম্ভব হয় না, তথাচ আপনাতে কিছুই অসম্ভব নহে; যেহেতু, আপনার তত্ত্ব আমি জানি না এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও উহা অবগত নহেন।' অগ্নি কহিলেন, 'যাঁহার তেজ দ্বারা আমার তেজ সম্যক্ প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাঁহার প্রশস্ত যজ্ঞ সকলে আমি ঘৃতাক্ত হবি বহন করি,—সেই যজ্ঞপালক যজ্ঞমূর্ত্তিকে নমস্কার করি। তিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য এবং পশুসোম,—এই পঞ্চবিধ যজ্ঞেরই স্বরূপ এবং ঐ পঞ্চবিধ যজ্ঞমন্ত্র দ্বারাই সুন্দররূপে পূজিত হইয়া থাকেন।' দেবগণ কহিলেন, 'আপনিই আদ্যপুরুষ,—প্রলয়কালে আপনিই সমস্ত কার্য্য উদরের মধ্যে লীন করিয়া জলের উপর অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন। সে সময় সিদ্ধগণ হৃদয়-মধ্যে সবিস্ময়-চিত্তে আপনার জ্ঞানমার্গ চিন্তা করিয়া থাকেন। প্রভো! আপনিই সেই পুরুষ;

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইলাম। প্রভো! আমরা আপনার ভৃত্য; আপনারই অনুগ্রহে জীবিত রহিয়াছি এবং সকল বিপদে রক্ষা পাইতেছি।' গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণও কহিতে লাগিলেন, 'হে দেব! মরীচি প্রভৃতি এই সমস্ত প্রজাপতি এবং রুদ্রপ্রমুখ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতা—যাঁহার অংশ,—অথবা অংশের অংশ; এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ক্রীড়াভাণ্ড; আপনি সেই পরম পুরুষ; আপনাকে সদা নমস্কার করি।' বিদ্যাধরেরা কহিলেন, 'হে দেব! পুরুষার্থ-সাধন এই দেহ প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে আপনার মায়াবশে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অভিমান করিয়াও যে ব্যক্তি আপনার কথারূপ অমৃত পান করে, কেবল সেই জনই ঐ মোহ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম;—অন্য কাহারও সাধ্য নাই। উৎপথগামী পুত্রাদি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও কোন কোন ব্যক্তির গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাতেও তাহার মোহ পরিত্যাগ হয় না; কারণ, তাহার অনিত্য অসৎ-বিষয়েই লালসা।' ৩৭—৪১। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, 'প্রভো! আপনিই যজ্ঞ, আপনিই হবি, আপনিই অগ্নি, আপনিই মন্ত্র, আপনিই সমিধ্, আপনিই কুশ, আপনিই যজ্ঞ-পাত্র, আপনিই সদস্য, আপনিই ঋত্বিক্, আপনিই যজমানস্বরূপ, আপনিই দেবতা, আপনিই অগ্নিহোত্র, আপনিই স্বধা, আপনিই সোমরস, আপনিই আজ্য, আপনিই যজ্ঞীয় পশু। হে যজ্ঞমূর্ত্তে! এই বসুন্ধরা পূর্ব্বে রসাতলগতা হইতেছিলেন। যেমন গজেন্দ্র লীলাক্রমে পদ্মিনীর উদ্ধার করে, আপনি সেইরূপ মহাশূকর মূর্ত্তিতে লীলা করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে দশনাগ্রভাগ দ্বারা ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছেন। যজ্ঞই আপনার কর্ম্ম; আপনার ঐ কার্য্য দর্শন করিয়া সেই সময় যোগিগণ কতই স্তব করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন; আমাদের যজ্ঞকর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই নিমিত্ত আমরা আপনারই দর্শন প্রার্থনা করিতেছিলাম। আমাদের এ যজ্ঞ উদ্ধার করিয়া দিউন। হে যজ্ঞেশ্বর! আপনার নাম কীর্ত্তন করিলে যাবতীয় যজ্ঞবিঘ্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; আপনাকে আমরা নমস্কার করি।' মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! এই প্রকারে ভগবান্ হৃষীকেশের গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, যে যজ্ঞ—রুদ্ররোষে বিনষ্ট হইয়াছিল, প্রজাপতি দক্ষ তাহার পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু সকলের আত্মা স্বরূপ; সুতরাং যদিও সকলের ভাগভোক্তা এবং আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত, তথাপি ঐ যজ্ঞে আপনার ভাগ প্রাপ্ত হইয়া যেন প্রীত হইলেন এবং দক্ষকে কহিলেন, 'দক্ষ! এই যে আমি জগতের কারণ আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষী, স্বপ্রকাশ এবং উপাধি-শূন্য,—এই আমিই ব্রহ্মা এবং আমিই হর। ৪২—৪৬। আমিই গুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের নিমিত্ত কার্য্য অনুসারে বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকি। আমি একমাত্র অদ্বিতীয়, পরম-ব্রহ্মস্বরূপ। অজ্ঞ-ব্যক্তিরা আমাতে ব্রহ্ম, রুদ্র এবং ভূত—এই প্রকার ভেদ দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু যে পুরুষ বিদ্বান্ এবং আমার ভক্ত, তাঁহার যেমন নিজ মস্তক-হস্তাদি অঙ্গে পরকীয় বুদ্ধি হয় না, তদ্রূপ আমার অনুরক্ত ব্যক্তি প্রাণী সকলে ভেদজ্ঞান করেন না। আমাদের তিন জনের একই স্বরূপ এবং আমরা সর্ব্বভূতের আত্মা। যে ব্যক্তি আমাদের তিন জনের মধ্যে ভেদ দর্শন না করেন, তিনিই শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হন।' ৪৭—৫১। মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! বিষ্ণু এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, দক্ষ যজ্ঞরূপ অসাধারণ যাগ দ্বারা ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিলেন; পরে অঙ্গ এবং প্রধান—এই উভয়বিধ দেবতাদিগের পূজা করিলেন; শেষে সমাহিত-চিত্তে রুদ্রেরও নিজ ভাগ প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া যজ্ঞ-সমাপক কর্ম্ম দ্বারা সোমপায়ী ও অন্যান্য দেবতাদিগের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর কর্ম্ম সমাপন হইলে, ঋত্বিক্‌গণের সহিত তিনি যজ্ঞান্ত স্নান করিলেন। বৎস বিদুর! যদিও দক্ষের স্বীয় মাহাত্ম্য দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইল, তথাচ তাঁহাকে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দান করিয়া দেবতারা যজ্ঞ-সমাপনান্তে স্বর্গে গমন করিলেন। বৎস! আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে, দক্ষনন্দিনী সতী এই প্রকারে আপনার পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া, গিরীন্দ্র-মহিষী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রলয়-কালীন সুপ্তা-শক্তি যেমন ঈশ্বরকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়, ঐ অম্বিকা সেইরূপ সেই প্রিয়তম পতিকেই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কারণ, যে সকল ব্যক্তি অনন্যভাব,—ভগবান্ মহাদেব তাহাদের একমাত্র গতি। বৎস বিদুর! দক্ষযজ্ঞ-বিনাশন ভগবান্ ভবের এই সমস্ত কর্ম্ম আমি, বৃহস্পতির শিষ্য পরম ভাগবত উদ্ধবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ মহেশ্বরের এই চরিত্র পরম পবিত্র; ইহা যশস্কর, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক এবং পাপরাশি-বিনাশক। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিয়া প্রত্যহ ভক্তিভাবে কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহার সংসারদুঃখ দূরীভূত হইবে।" ৫২—৫৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ধ্রুব-চরিত্র।

মৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন, "হে বৎস! সনকাদি ঋষিগণ, নারদ, ঋভু, আরুণি, যতি—ইঁহারা ব্রহ্মার পুত্র; ইঁহারা ঊর্দ্ধরেতা, দারপরিগ্রহ করেন নাই; সুতরাং ইঁহাদের বংশ নাই। অধর্ম্মও ব্রহ্মার পুত্র। তাঁহার ভার্য্যার নাম মিথ্যা। ঐ মিথ্যা, দম্ভ নামে এক পুত্র এবং মায়া নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। যদিও ঐ পুত্র-কন্যা পরস্পর সোদর, তথাচ অধর্ম্মাংশপ্রভব, এজন্য তাহারা পরস্পর স্ত্রী-পুরুষ হইয়াছিল। নির্ঋতির পুত্র জন্মে নাই; এ নিমিত্ত তিনি ঐ দুই পুত্র-কন্যাকে গ্রহণ করিলেন। হে মহামতে! দম্ভের ঔরসে এবং মায়ার গর্ভে লোভ নামে এক পুত্র এবং শঠতা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়; তাহাদেরও পরস্পর দাম্পত্য ভাব হওয়াতে তাহাদের হইতে ক্রোধ ও হিংসা—এই মিথুন উৎপন্ন হইল। তাহাদের হইতে কলি ও তাহার ভগিনী দুরুক্তির জন্ম হয়। ঐ দুরুক্তির গর্ভে কলির ভীতি নামে একটী কন্যা ও মৃত্যু নামক এক পুত্র হইল। তাহারও পরস্পর দম্পতিভাবাপন্ন হওয়াতে, তাহাদের দুই জনের যাতনা নামে এক কন্যা ও নিরয় নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে প্রলয়ের হেতুভূত এই অধর্ম্মবংশ বর্ণন করিলাম। ইহা পুণ্যের হেতু; কেননা, অধর্ম্ম বর্জ্জন করিলেই পুণ্য-সঞ্চার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত তিনবার শ্রবণ করিবেন, তাঁহার পাপ সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ১—৫। হে কুরুকুল-চূড়ামণি বিদুর! ইহার পর স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রের বংশ কীর্ত্তন করিব। মনুর কীর্ত্তি পবিত্র। ব্রহ্মা, ভগবান্ হরির অংশ। ব্রহ্মার অংশ হইতে মনুর জন্ম হয়। মনু, শতরূপার পতি। তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। ভগবান্ বাসুদেবের অংশে তাঁহাদের জন্ম। ইঁহারা উভয়েই পৃথিবী-পালনে নিযুক্ত ছিলেন। উত্তানপাদ দুইটী বিবাহ করেন। পত্নীদ্বয়ের নাম সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচি, পতির অত্যন্ত প্রেয়সী হন; সুনীতি তদ্রূপ হইতে পারেন নাই। সুনীতির পুত্রই ধ্রুব। একদিন রাজা উত্তানপাদ, সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া সুনীতির পুত্র ধ্রুবও পিতার ক্রোড়ে উঠিতে ইচ্ছা

ধ্রুবকে সুরুচির তিরস্কার।

করিলেন। কিন্তু রাজা কোলে লওয়া দূরে থাক, বাক্য দ্বারাও ধ্রুবকে সমাদর করিলেন না। সে সময় সুরুচি রাজাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সপত্নী-তনয় ধ্রুবকে রাজক্রোড়ে যাইতে ইচ্ছুক দেখিয়া, তিনি অতিশয় গর্ব্বিতা হইলেন এবং রাজার সমক্ষেই ঈর্ষা প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'ওরে ধ্রুব! তুই রাজপুত্র—সন্দেহ নাই। কিন্তু তুই নৃপতির আসনে আরোহণ করিবার যোগ্য নহিস্। কারণ, আমি তোকে গর্ভে ধারণ করি নাই। তুই বালক; তুই অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছিস্,—নিশ্চয় তুই তাহা জানিস্ না। ইহা জানিলে তোর এত দুরাকাঙ্ক্ষা হইত না। যদি রাজ-সিংহাসনে বসিবার বাসনা থাকে, তবে এক কর্ম্ম কর্;—তপস্যা দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আমার গর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর্।' ৬—১৩। মৈত্রেয় কহিলেন, 'বিদুর! বালক ধ্রুব, বিমাতার এই প্রকার দুর্ব্বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া, দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। পিতা দেখিয়াও কোন কথা কহিতে পারিলেন না,—তাঁহার যেন বাক্‌রোধ হইল। ধ্রুব তখন পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট গমন করিলেন। বালক ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে,—বিগলিত বাষ্পে তাঁহার অধরোষ্ঠ বারংবার কম্পিত হইতেছে,—দেখিয়াই সুনীতি তাঁহাকে কোলে লইলেন। সপত্নী যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়াছে, সে সকল কথা যখন পৌরজনের মুখে শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সুনীতি, শোকরূপ দাবানল প্রজ্বলিত হওয়াতে দাবাগ্নি-দগ্ধা বনলতার ন্যায় পরিম্লান হইলেন এবং তিনি ধৈর্য্য-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। সপত্নীর কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার কমলতুল্য সুন্দর নয়ন-দ্বয় হইতে দরদরিত অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সুনীতি ঘন ঘ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি দুঃখের পা দেখিতে না পাইয়া সন্তানকে কহিলেন, 'বৎস! এ বিষয়ে অন্যে অপরাধ মনে করিও না; যে ব্যক্তি পরকে দুঃখ দেয়, ভবিষ্যতে সে, সেই দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। সুরুচি সত্যই বলিয়াছে আমি নিতান্ত দুর্ভগা; তুমি আমার গর্ভে জন্মিয়াছ এবং আমা স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছ। সুতরাং কিরূপে রাজাসন পাইবা যোগ্য হইবে? বাছা! আমি এমন হতভাগিনী যে, আমাকে ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিতেও রাজার লজ্জা বোধ হয়। বৎস তোমার বিমাতা যথার্থই বলিয়াছেন যে, 'তপস্যা দ্বারা ভগবানে আরাধনা কর।' যদি তোমার ভ্রাতা উত্তমের মত রাজসিংহাসনে বসিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের পাদপদ্মই আরাধনা কর। ১৪—১৯। বাছা! সেই ভগবান্, বিশ্বপালনের নিমিত্ত সত্ত্ব গুণের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মা তাঁহারই পাদপ আরাধনা করিয়া পারমেষ্ঠ্য পদ পাইয়াছেন। মন-প্রাণ-জয়কারী যোগিগণ সেই চরণ সতত সেবা করেন এবং তোমার পিতামহ ভগ বান্ মনুও তাঁহাকেই সর্ব্বান্তর্যামী জানিয়া প্রচুর-দক্ষিণাবিশিষ্ট য দ্বারা অর্চ্চনা করিতেন। তাহাকে তাঁহার দেব-দুর্লভ দিব্য ঐহিক সুখ এবং অন্তে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়। বৎস! তুমি তাঁহা রই শরণ লও। তিনি ভক্তবৎসল। মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণ তাঁহার পাদপদ্মের পদ্ধতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অন্যভাব পরিত্যা করিয়া নিজধর্ম্ম দ্বারা শোধিত-চিত্তে তাঁহারই উপাসনা করিও সেই পদ্মপলাশ-লোচন ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই তোমার দুঃ

দূর করিতে পারিবেন—এরূপ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহার দর্শন পাওয়া অতি দুর্লভ ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার অনুসন্ধান করেন, সেই কমল-বাসিনী লক্ষ্মীই আপনার হস্তে দীপতুল্য কমল লইয়া সদা তাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন।' জননীর এই প্রকার বিলাপ এবং অর্থসাধক বাক্য শুনিয়া, ধ্রুব মনোদ্বারাই মনকে সংযত করিয়া পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইলেন। ২০—২৪। যখন এই বিষয়ের সংবাদ নারদের দৃগোচর হইল, তখন তিনি ধ্যান-যোগে ধ্রুবের মানস জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। যে হস্ত-সংস্পর্শে পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, নারদ সেই হস্ত দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া মনে মনে বিস্ময়-বচনে কহিতে লাগিলেন, 'ক্ষত্রিয়দিগের কি প্রভাব! ইহারা কিঞ্চিন্মাত্র মানভঙ্গ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। ধ্রুব, বালক হইয়াও বিমাতার সেই দুর্ব্বাক্য এখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেছে।' অনন্তর দেবর্ষি নারদ প্রকাশ করিয়া ধ্রুবকে বলিলেন, 'বৎস! এখন তুমি বালক; ক্রীড়াদিতে আসক্ত। এ অবস্থায় তোমার সম্মান বা অসম্মান কিছুই ত দেখি না। আর যদি তোমার মানাপমানের বিবেচনাই হইয়া থাকে, তথাপি মোহ ভিন্ন অসন্তোষের অন্য কারণ দেখিতে পাই না; কারণ লোকের কর্ম্মই তাহার সুখ দুঃখের বীজ। অতএব ঈশ্বরের আনুকূল্য ব্যতীত কোন উদ্যমই ফলপ্রদ হয় না,—ইহা বিবেচনা করিয়া দৈব হইতে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাতেই পরিতুষ্ট হওয়া উচিত। বৎস! তোমার এ উদ্যম অতি দুষ্কর। তুমি জননীর উপদেশে যোগ দ্বারা যাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তিনি মনুষ্যমাত্রেরই অতিশয় দুরারাধ্য। মুনিগণ সঙ্গ-রহিত হইয়া তীব্র যোগ দ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও বহুজন্মে তাঁহার পথ জানিতে পারেন না। অতএব তুমি এই নিষ্ফল উদ্যম পরিত্যাগ কর। যখন তোমার বার্দ্ধক্য সমাগত হইবে, তখন এ বিষয়ের নিমিত্ত যত্ন করিও। ২৫—৩২। বৎস! অদৃষ্ট বশতঃ সুখ উপস্থিত হইলে মনে করা উচিত,—'আমার পুণ্য-ক্ষয় হইতেছে';—দুঃখ উপস্থিত হইলে মনে করা উচিত,—'আমার পাপক্ষয় হইতেছে'; এই প্রকার বিবেচনা করিয়া আত্মাতে সন্তোষ জন্মাইবে;—এইরূপ করিলেই দেহী মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে। আরও দেখ,—গুণাধিক পুরুষকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে; গুণাধম পুরুষের প্রতি দয়া করিবে; এবং সমান লোকের সহিত মিত্রতা করিবে;—মনুষ্য তাহা হইলে সন্তাপে অভিভূত হইবে না।' দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া ধ্রুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'প্রভো! সুখ-দুঃখের দ্বারা অভিভূত পুরুষদিগের এই যে শান্তিপথ আপনি কৃপা করিয়া দেখাইলেন, ইহা আমার তুল্য ব্যক্তিরা দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বিনীত হইয়াছি। ইহার উপর সুরুচির দুর্ব্বাক্য-বাণ দ্বারা আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; সেই বিদীর্ণ-হৃদয়ে শান্তিকথা স্থান পাইতেছে না। প্রভো! আমার পিতৃগণ যে পদে কখন অধিষ্ঠান করেন নাই এবং যাহা ত্রিভুবন-মধ্যে উৎকৃষ্ট পদ, আমি সেই পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি আমাকে তাহারই উত্তম পথ বলিয়া দিউন। আপনি ভগবান্ ব্রহ্মার অংশ। আপনি সূর্য্যের ন্যায় পৃথিবীর মঙ্গলার্থ বীণাবাদন করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।' ৩৩—৩৮। মৈত্রেয় কহিলেন, 'ধ্রুবের এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ পরম প্রীত হইলেন এবং দয়া করিয়া তাঁহাকে এই সদ্বাক্য বলিলেন, 'বৎস! তোমার জননী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তোমার অভিলষিত অর্থ-লাভের পথ; সেই পথই ভগবান্ বাসুদেব, তুমি ভক্তি-ভাবে একমনে তাঁহারই ভজনা কর। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহার হরি-পাদপদ্মই একমাত্র উপায়। অতএব যমুনার পবিত্র-তটে মধুবন নামে যে পুণ্যতম বন আছে,—যেখানে ভগবান্ হরি নিত্য অবস্থিতি করেন,—তথায় তুমি গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক। বৎস! কালিন্দীর পুণ্য-সলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে; আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া কুশাদি দ্বারা আসন বিরচনপূর্ব্বক তাহাতে স্বাস্তিকাদি-আসন-নিয়ম-ক্রমে উপবিষ্ট হইবে; পরে রেচক-পূরক-কুম্ভক-রূপ ত্রিবিধ প্রাণায়াম করিয়া, তদ্দ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্য দূর করিয়া স্থিরমনে ভগবান্ হরির ধ্যান করিতে থাকিবে। ৩৯—৪৪। ভগবান্ হরি, দেবগণ-মধ্যে পরম সুন্দর। তাঁহার নাসিকা এবং ভ্রূযুগল রমণীয়। কপোল মনোহর। বদন ও নয়ন সর্ব্বদাই প্রসন্ন; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন প্রসাদ-দানে অভিমুখ। তাঁহার ওষ্ঠ এবং চক্ষু অরুণবর্ণ। তাঁহার দেহ নবযৌবন-সম্পন্ন। তিনি প্রণত-জনের আশ্রয়দাতা, সকলের সুখকর, শরণাগতের প্রতিপালক এবং দয়ার সাগর। তিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছন; নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ; পুরুষ-লক্ষণ-যুক্ত; বনমালাধারী। তাঁহার বাহুচতুষ্টয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে সর্ব্বদা শোভমান। তাঁহার মস্তকে কিরীট; কর্ণে কুণ্ডল; বাহুতে কেয়ূর ও বলয়; গলদেশে কৌস্তুভ মণি; পরিধানে পীত-বসন; নিতম্বদেশ কাঞ্চীদামে পরিবেষ্টিত; চরণে স্বর্ণনূপুর দেদীপ্যমান। দর্শনযোগ্য যে কিছু সামগ্রী আছে, হরি সে সকলেরই শ্রেষ্ঠ। বৎস! যে ব্যক্তি তাঁহার অর্চ্চনা করে,—নখের ন্যায় মণিশ্রেণীতে দেদীপ্যমান চরণদ্বয় দ্বারা তিনি সেই ভক্তের হৃৎপদ্মের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া তাহার মনোমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত ধারণা দ্বারা সুস্থির ও একাগ্র চিত্তে বরদশ্রেষ্ঠ সেই ভগবানকে মৃদু মৃদু হাস্যযুক্ত এবং অনুরাগ সহিত দর্শনকারীর ন্যায় ধ্যান করিবে। এইরূপে ভগবানের মঙ্গল-রূপ ধ্যান করিলে, তোমার মন অচিরেই পরমশান্তি লাভ করিবে;—আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না। ৪৫—৭২। হে রাজনন্দন! পরম গুহ্য মন্ত্র, তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই মন্ত্রের এরূপ মাহাত্ম্য যে, সপ্তরাত্র পাঠ করিলে তৎপ্রভাবে মানব, দেববৃন্দের দর্শন লাভ করিতে পারে। সেই মন্ত্র এই "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।" বৎস ধ্রুব! দেশ-কালের ভেদবেত্তা পণ্ডিত-ব্যক্তি এই মন্ত্র দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক ভগবানের পূজা করিবে। পবিত্র জল, মাল্য, বন্য ফল-মূল, প্রশস্ত দূর্ব্বাঙ্কুর, ও বস্ত্র বসন এবং হরিপ্রিয়া তুলসী—এই সকল দ্রব্য দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। যদি শিলাদি-নির্ম্মিতা প্রতিমা দেখিতে পাও, তাহাতেই পূজা করিবে। তদভাবে মৃত্তিকা-জলাদিতেও অর্চ্চনা করিবে। কিন্তু অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত অর্চ্চককে সংযতচিত্ত, মননশীল, শান্ত, রাগজয়ী এবং পরিমিত বন্য-ফল-মূলাহারী হইতে হইবে। পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ মায়া-যোগে যাহা যাহা করেন, তাহা হৃদয়ের মধ্যে কল্পনা করিয়া চিন্তা করিবে। ভগবানের যত প্রকার পরিচর্য্যা পূর্ব্বে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উল্লিখিত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিবে। ৫৩—৫৮। বৎস! পূর্ব্বোক্ত রীতি-ক্রমে ভগবানকে কায়মনোবাক্যে ভক্তিপূর্ব্বক পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিলে, অকপট উপাসকের ভাব-বর্দ্ধনকারী ভগবান্ হরি মনুষ্যকে ধর্ম্মার্থকাম প্রদান করেন। যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ মুক্তি-লাভের বাসনা করেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে বিরক্ত হইয়া সুমহৎ ভক্তিযোগ দ্বারা একান্তভাবে ভগবানকে ভজনা করিবেন।' দেবর্ষি নারদ এই প্রকার উপদেশ করিলে রাজনন্দন ধ্রুব তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, হরিচরণ-চিহ্নে বিভূষিত পুণ্যতম মধুবনে গমন করিলেন।' ধ্রুব বন-গমন করিলে দেবর্ষি নারদ, উত্তানপাদ রাজার পুরমধ্যে

প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা হইল। রাজা তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি দিয়া উপবেশনার্থ আসন দিলেন। নারদ সুখাসীন হইয়া রাজাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজন্! অন্যমনস্ক কেন? কি চিন্তা করিতেছ? মুখ ম্লান দেখিতেছি কেন? অর্থসংযুক্ত ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে কি?' ৫৯—৬৪। রাজা কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমি পত্নীর বশবর্ত্তী পুরুষ; আমার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র নাই; পঞ্চবর্ষীয় সুবোধ বালক ধ্রুবকে তাহার জননীর সহিত নির্ব্বাসিত করিয়াছি। ভ্রান্তি বশতঃ সেই বালকের বদনকমল এতক্ষণ পরিম্লান হইয়া থাকিবে। সে ক্ষুধিত হইয়া অনাথের ন্যায় অরণ্য-মধ্যে শয়ন করিলে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু কি তাহাকে এতক্ষণ ভক্ষণ করিবে না? অহো! আমি স্ত্রীর বশীভূত! আমার দুর্ব্বৃত্ততা দেখুন;—আমার সেই বালকটী আমাকে পিতা বলিয়া প্রেমভাবে আমার ক্রোড়ে উঠিতে চাহিলে, আমি এমন নরাধম যে, তাহাকে একবার আদর করি নাই।' নারদ কহিলেন, 'হে প্রজানাথ! দেবতারা তোমার পুত্রকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার যশে জগৎ পূর্ণ হইবে। তুমি তাঁহার প্রভাব না জানিয়া দুঃখ কর কেন? মহারাজ! ধ্রুব লোকপালদিগেরও সুদুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক তোমার যশ বিস্তার করিয়া অচিরেই প্রত্যাগমন করিবে।' ৬৫—৬৯। মৈত্রেয় কহিলেন, "নারদের কথা শুনিয়া উত্তানপাদের ঔদাস্ত উপস্থিত হইল। তখন তিনি রাজলক্ষ্মীর প্রতি অনাদর করিয়া কেবল পুত্রকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে ধ্রুব কালিন্দীতে স্নান করিলেন এবং সংযত হইয়া সেই রাত্রি উপবাস করিয়া থাকিলেন। তাহার পর সমাহিত হইয়া, দেবর্ষির উপদেশানুসারে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতি তৃতীয় দিবসে তিনি মাত্র কপিত্থ এবং বদরীফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের সেবায় তাহার প্রথম মাস গত হইল। প্রত্যেক পাঁচদিন গত হইলে, জীর্ণ তৃণ-পত্রাদি আহার করিয়া ভগবানের সেবা দ্বারা ধ্রুব দ্বিতীয় মাস যাপন করিলেন। তাহার পর তৃতীয় মাসে তিনি প্রত্যেক নবম দিবসে জলমাত্র পান করিয়া সমাধিযোগ দ্বারা পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর, চতুর্দ্দশ দিন গত হইলে পঞ্চদশ দিবসে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া শ্বাস-জয়পূর্ব্বক ধ্যানযোগে ভগবানের ধারণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে চতুর্থ মাস যাপিত হইল। ৭০—৭৫। এই প্রকারে যখন পঞ্চম মাস প্রবৃত্ত হইল, তখন সেই রাজনন্দন, শ্বাসজয় করিয়া ব্রহ্মের ধ্যানে এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শব্দাদি ভূতের ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রাম-স্থান মনকে সর্ব্বপ্রকার বস্তু হইতে হৃদয়-মধ্যে আকর্ষণ করিয়া কেবল ভগবানের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন,—তদ্ভিন্ন আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে ধ্রুব মহদাদির আধার এবং প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর পরমাত্মাকে ধ্যান করিলে ত্রিভুবন কম্পিত হইল। ধ্রুব যখন এক-পদে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতেন, তখন অবনী তাঁহার পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিপীড়িত হইত। গজরাজ ক্ষুদ্রতরীতে আরোহণ করিলে তাহার বাম ও দক্ষিণ প্রত্যেক পদের ভরে সেই তরী যেমন নমিত হইয়া পড়ে; ধ্রুব একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে থাকিলে, ধরণী তাঁহার পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া সেইরূপ অর্দ্ধাংশে নত হইয়া পড়িলেন। যখন ধ্রুব প্রাণ ও প্রাণের দ্বার নিরোধপূর্ব্বক আপনার সহিত অভেদ দর্শন করিয়া বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের ধ্যান-পরায়ণ হইলেন, তখন লোকপাল-সহিত যাবতীয় লোক নিশ্বাস-রোধে অতিশয় নিপীড়িত হইলেন এবং তাঁহারা ভগবান্ হরির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণ লইলেন।' দেবগণ সভয়চিত্তে ভগবান্‌কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভগবন্! চরাচর সমস্ত প্রাণীর শরীরে এ প্রকার শ্বাসরোধ কখন দেখি নাই। এই ক্লেশ হইতে শীঘ্র আমাদিগকে মুক্ত করুন। আপনি শরণাগত-প্রতিপালক। আমারা আপনার শরণাগত হইলাম।' হরি, দেবগণের কাতর-বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না। যে বালক হইতে তোমাদের এই শ্বাস-রোধ হইয়াছে, তাহাকে দুরূহ তপস্যা হইতে আমি নিবর্ত্তিত করিতেছি। সেই বালক উত্তানপাদ রাজার পুত্র, এক্ষণে তিনি ধ্যানযোগে আমার সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছেন।' ৭৬—৮২।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

নারায়ণের নিকট বর লাভ করিয়া ধ্রুবের দেশে প্রত্যাগমন এবং পিতৃদত্ত রাজ্য পালন।

মৈত্রেয় কহিলেন, "ভগবানের কথায় দেবতাদের ভয় দূরীভূত হইল; তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা সকলে স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে ভগবান্‌ও ধ্রুবকে দেখিবার বাসনায় গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া মধুবনে উপস্থিত হইলেন। সে সময় ধ্রুবের চিত্ত সুদৃঢ় ধ্যানযোগ দ্বারা নিশ্চল ছিল। তিনি তদ্দ্বারা হৃৎপদ্ম-কোষে বিলসিত বিদ্যুৎপ্রভা-সদৃশ ভগবানের রূপ দেখিতেছিলেন। ভগবান্ যখন ধ্রুবের হৃদয়মধ্য হইতে অন্তঃস্থ রূপ আকর্ষণ করিয়া লইলেন, তখন ধ্রুব সহসা সেই রূপের তিরোধান দেখিয়া সমাধি ভঙ্গ করিয়া উত্থিত হইলেন। নয়নদ্বয় উন্মীলন করিবামাত্র হৃদয়-মধ্যে ভগবানের যে রূপ দেখিতেছিলেন, বাহিরে ঠিক্ সেই রূপই দেখিতে পাইলেন। ধ্রুবের তখন আনন্দজনিত সম্ভ্রম জন্মিল; তিনি স্বীয় অঙ্গ অবনত করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ভগবান্‌কে যেন চক্ষু দ্বারা পান, মুখ দ্বারা চুম্বন এবং বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি তাঁহার এবং সকলেরই অন্তর্যামী,—সকলেরই হৃদয়ে বাস করিতেছেন। তাই হরি বুঝিতে পারিলেন,—ধ্রুবের হরিগুণ বর্ণন করিতে অভিলাষ জন্মিয়াছে; কিন্তু ধ্রুব বালক, স্তব-স্তুতি কিছুই জানে না; কেবল যোড়হাতে সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। শ্রীহরি তখন বালক রাজনন্দনের প্রতি দয়া করিয়া বেদময় শঙ্খ দ্বারা তাঁহার কপোলদেশ স্পর্শ করিলেন। তখন ধ্রুব, জীব ও ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে পারিলেন এবং ভগবান্ যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বোধগম্য হইল। ভক্তিযোগে প্রেমবান্ হইয়া রাজতনয় স্তব আরম্ভ করিলেন। ভগবানের বিপুল কীর্ত্তি সর্ব্ববিখ্যাত; ধ্রুব ধীরভাবে ভগবানের সেই কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া উত্তমরূপেই ভগবানের স্তব করিলেন। বৎস বিদুর! ইহাতেই ধ্রুবের ধ্রুবলোক-প্রাপ্তি হয়। ১—৫। ধ্রুব কহিলেন, 'প্রভো! যিনি যাবতীয় চক্ষুরাদি-জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি ধারণ করেন, সুতরাং যিনি আমার অন্তঃকরণ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রসুপ্ত বাক্‌শক্তিকে এবং কর-চরণ কর্ণ-ত্বক্ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলকে সংজীবিত করিতেছেন, আপনি সেই পরম-পুরুষ ভগবান্, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! অগ্নি-আদি দেবগণ বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করেন,—লোকে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে সত্য; কিন্তু আপনিই সে সকল দেবতা। গুণময়ী মায়া-শক্তি দ্বারা আপনিই, অশেষ পদার্থের সৃষ্টি করেন এবং আপনিই মায়ার গুণভূত যে ইন্দ্রিয়াদি, তাহাতে অবস্থিত হইয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপ হইয়া থাকেন। যেমন অগ্নি এক হইলেও, কাষ্ঠের বিভিন্নতা হেতু, নানা

ধ্রুবের বরলাভ।

রূপে প্রকাশ পায়, আপনিও সেইরূপ এক হইলেও বিবিধরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ফল কথা,—আপনা ব্যতীত জ্ঞানক্রিয়া-শক্তিধারী অন্য কেহই নাই। হে নাথ! ব্রহ্মা আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা নিদ্রোত্থিত পুরুষের ন্যায় এই বিশ্ব অবলোকন করেন। আপনার পাদমূল, মুক্ত-পুরুষেরও আশ্রয়। হে আর্ত্তবন্ধো! সেই মুক্ত-ব্যক্তি কি প্রকারে ঐ পাদমূল বিস্মৃত হইবে? প্রভো! আপনি জীবের জন্ম-মরণ-মোচনের কারণ। যে সকল ব্যক্তি, কামাদি পার্থিব-বিষয়ের জন্য আপনার ভজনা করে, আপনার মায়ায় তাহাদের চিত্ত নিশ্চয় বঞ্চিত হইয়াছে। আপনি কল্পতরু স্বরূপ; কিন্তু মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মানব আপনার নিকট মোক্ষ চাহে না,—এই শবতুল্য দেহ দ্বারা যাহা কিছু উপভোগ করা যায়, মানব কেবল তাহাই প্রার্থনা করিয়া থাকে। বিষয়-সুখ অকিঞ্চিৎকর;—ঐ সুখ যে নরকেও আছে। আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনার ভক্ত-জনের কথা শ্রবণে যে সুখ হয়, আত্মানন্দরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সে সুখ লাভ হয় না;—দেবতা হইয়া আমি অধিক কি সুখ পাইব? কাল-রূপ খড়্গ দ্বারা বিমান কর্ত্তিত হইলে, দেবতারাও পতিত হন। হে অনন্ত! আমার এই প্রার্থনা যে, যে সকল নির্ম্মল-চিত্ত সাধু-পুরুষ আপনার প্রতি সতত ভক্তি করেন, আপনার কথা-শ্রবণার্থ তাঁহাদের সহিত যেন আমার সাহচর্য্য হয়। তখন আমি সঙ্গলাভে আপনার গুণ-কথা
মৃত পানে মত্ত হইয়া এই দুঃখময় দুস্তর ভয়ঙ্কর ভবসাগর পা
হইতে পারিব। ৬—১১। হে কমলনাভ! আপনার চরণ-কমলে
সুগন্ধে যাঁহাদের হৃদয় অতিশয় লোলুপ, তাঁহাদের সহিত যে সক
ব্যক্তি সাহায্য করেন,—তাঁহারা এই অত্যন্ত-প্রিয় দেহ এবং এ
দেহের অনুবর্ত্তী গৃহ, ধন, পুত্র, কলত্র,—কিছুই গ্রাহ করেন না
হে অজ! আপনার এই বিরাট্রূপ,—তির্য্যক্, নগ, বিহগ, সরীস
দেব, দৈত্য, মনুষ্য দ্বারা ব্যাপ্ত; সৎ এবং অসৎ পদার্থ ইহা
বিশেষ। মহৎ প্রভৃতি অনেক বস্তু ইহার কারণ; আমি কেব
এইরূপ মাত্রই অবগত আছি। এতদ্ভিন্ন আপনার যে ঈশ্বর-মূ
আছে এবং বাক্য-পথাতীত যে ব্রহ্মমূর্ত্তি আছে, আমি তাহা
সন্ধানও জানি না।' বৎস বিদুর! ধ্রুব এই প্রকার কহিতে কহিতে
হরির কৃপায় তাঁহার দুই মূর্ত্তিই জানিতে পারিলেন। তখন তি
ভগবান্‌কে ঈশ্বরস্বরূপ বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'যে পুর
কল্পান্তে অনন্তনাগকে সহায় করিয়া এই অখিল-বিশ্ব আ
জঠরে গ্রহণপূর্ব্বক যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন ও আপনা
প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঐ অনন্ত-নাগের অঙ্গরূপ পর্য্যা
শয়ান ছিলেন এবং সেই সময় যাঁহার নাভিরূপ সমুদ্রে উৎপ
স্বর্ণময় লোকপদ্মের গর্ভে তেজস্বী ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলে

মি সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করি। প্রভো! আপনি জীব
তে ভিন্ন। কারণ, আপনি নিত্যমুক্ত,—জীব সংসার-বদ্ধ; আপনি
ভাবে শুদ্ধ,—জীব অতিশয় মলিন; আপনি সর্ব্বজ্ঞ,—জীব
; আপনি আত্মা,—জীব জড়; আপনি নির্ব্বিকার,—জীব
কারী; আপনি আদিপুরুষ,—জীব আদিমান্; আপনি ঐশ্বর্য্য-
লী,—জীব ঐশ্বর্য্যহীন; আপনি গুণত্রয়ের অধীশ্বর,—জীব
ত্রয়ের অধীন। যেহেতু, আপনি অখণ্ডিত দৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধির অবস্থা
খিতেছেন এবং বিশ্বপালনের নিমিত্ত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুস্বরূপে
মান আছেন,—অতএব আপনি জীব হইতে সর্ব্ব প্রকারেই
ভিন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যাহাদের গতি পরস্পর
রুদ্ধ এবং যাহাদের শক্তি নানাবিধ,—সেই সকল বিদ্যাদি
বস্তুর যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম;—তিনিই এই
শ্বের উৎপাদক;—তিনি অদ্বিতীয় অনাদি, অনন্ত, অবিকার এবং
নন্দ মাত্র; আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম। হে ভগবন্!
সকল ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া পরমানন্দস্বরূপ আপনার মূর্ত্তিকে
যথার্থ জানিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে আপনার পাদপদ্ম
ম অর্থ। হে স্বামিন্! ধেনু যেমন অজ্ঞ বৎসকে প্রতিপালন
র এবং ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষা করে, সেইরূপ আপনি আমা-
গকে সংসার-ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। আপনি সর্ব্ব-
ই লোকের মঙ্গল-সাধনার্থ তৎপর।' ১২—১৭। ধীমান্ ধ্রুব
ইরূপ স্তব করিলে ভক্তানুরক্ত ভগবান্ কহিলেন, 'হে ক্ষত্রিয়-
নক! তোমার সঙ্কল্প অবগত হইলাম। হে সুব্রত! তোমার
ল হউক। আমি তোমাকে দুর্লভ স্থান প্রদান করিলাম। হে
! সেই স্থান সততই সমুজ্জ্বল এবং সেখানে নিত্য নির্ব্বাণ বিদ্য-
ন। তথায় গ্রহ-নক্ষত্রাদি-জ্যোতিশ্চক্র সংলগ্ন রহিয়াছে।
হই কখন সেস্থানে বসতি করিতে সক্ষম হন নাই। বৎস!
ধি-স্তম্ভে নিবদ্ধ বলীবর্দ্দ-সমূহের ন্যায়, কল্পের শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা
ণ করিবেন, তাঁহাদের বিনাশ হইলেও ঐ স্থান কখন বিনষ্ট
বে না। ধর্ম্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র এবং সপ্তর্ষিগণ, তারকাদির
হিত নিরন্তর ঐ স্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন।
স্থান তুমি রাজ্যভোগানন্তর প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি তোমার পিতা
অবলম্বনপূর্ব্বক তোমাকে পৃথিবী-শাসনের ভার দিয়া বনে
ন করিবেন। তুমি ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ-সহস্র পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবে।
ই সময় মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মিবে না।
মার ভ্রাতা উত্তম, মৃগয়ায় গমন করিয়া নিরুদ্দেশ হইবে।
মার বিমাতা সুরুচি তন্মনা হইয়া বনে বনে তাহার অন্বেষণ
রিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিবে। ১৮—২৩। বৎস!
রই আমার প্রিয়মূর্ত্তি; তুমি যদি প্রচুর দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞ
রা অর্চ্চনা কর, তাহা হইলে ইহলোকে সমস্ত কামভোগ করিয়া
ন্তে আমাকে স্মরণ করিবে। তাহা হইলে আমার ধামে গমন
রিতে পারিবে। বৎস! আমার ধাম সর্ব্বলোকের নমস্কৃত এবং
ষিদিগের স্থানেরও উপরি বর্ত্তমান; যোগিগণ সেই ধামে গমন
রিয়া থাকেন; তথা হইতে কাহাকেও ফিরিয়া আসিতে হয় না।'
ত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! ভগবান্ এইরূপে অর্চ্চিত হইয়া
নক ধ্রুবকে আপনার পরম পদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার
ক্ষেই গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া নিজধামে প্রস্থিত হইলেন।
ও ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্ম সেবা দ্বারা আপনার মনোরথ লাভ
রিয়া অনতিপ্রীত-চিত্তে পিতার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ধ্রুব
নক ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার বাসনা অতি মহৎ,—তাহা
তে সকল সঙ্কল্পেরই নির্ব্বাণ হয়।" মুনিবর মৈত্রেয়কে বিদুর
জ্ঞাসিলেন, "ব্রহ্মন্! হরির পরমপদ, সকার পুরুষের
প্য দুর্লভ। ধ্রুব সামান্য ব্যক্তি নহেন; তিনি পুরুষার্থ-
বেত্তা; শ্রীহরির সেই পরম পদ এক জন্মে লাভ করিয়াও
আপনাকে কেন বিফল-মনোরথ জ্ঞান করিয়াছিলেন? তিনি
যখন অনতিপ্রীত হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিশ্চয়ই
তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই।" ২৪—২৮। মৈত্রেয় উত্তর
দিলেন, "বিমাতার বাক্যরূপ বাণ, ধ্রুবের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া
রহিয়াছিল; তাহা স্মরণ করিয়া তিনি তখন শ্রীহরির নিকট মুক্তি
ইচ্ছা করেন নাই; তাই তৎপশ্চাৎ তাঁহার মনস্তাপ উপস্থিত
হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ধ্রুব দুঃখ করিয়া কহিয়াছিলেন, 'হায়
কি কষ্ট! সনন্দ প্রভৃতি ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ বহুজন্মের সুপক্ব সমাধি
দ্বারা যে পদ জানিতে সক্ষম হন না,—আমি ছয় মাসের মধ্যে
হরির সেই চরণযুগলের ছায়ায় উপস্থিত হইলেও, ভেদদৃষ্টি বশতঃ
আমার অধঃপাত হইল। অহো! আমি কি মন্দভাগ্য! আমার
মূর্খতা দেখ! আমি ভবনাশন ভগবানের পাদমূলে উপস্থিত হই-
য়াও বিনশ্বর বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি। আমার বোধ হয়, দেবগণ
আমা অপেক্ষা নিম্নস্থান প্রাপ্ত হইতেছিলেন; তাই বুঝি তাঁহারা
ঈর্ষা বশতঃ অসহিষ্ণু হইয়াই আমার বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দিয়া
থাকিবেন। তাহা না হইলে নারদের সেই হিতকর কথা অগ্রাহ্য
করিব কেন! আমি অসৎ। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্ন দর্শন করে,
সেইরূপ আমি দৈবী-মায়া আশ্রয় পূর্ব্বক ভিন্নদৃষ্টি হইয়া,—বস্তুতঃ
দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলেও, ভ্রাতাকে শত্রু বোধ করিয়া,—মনস্তাপে
তাপিত হইতেছি। জগতের আত্মা ভগবান্ বহুকষ্টে প্রসন্ন হন;
আমি তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াও একি অকিঞ্চিৎকর
প্রার্থনা করিয়াছি! গতায়ুঃ-ব্যক্তিতে চিকিৎসা যেমন নিষ্ফলা হয়,
আমার প্রার্থিত বিষয় সেইরূপ অনর্থক হইয়াছে। আমি এমন মন্দ-
ভাগ্য! হরির নিকট বিষয়-সুখ প্রার্থনা করিয়াছি! তিনি আমাকে
নিজানন্দ প্রদান করিতেছিলেন, আমি এমত ক্ষীণপুণ্য এবং এরূপ
মূঢ় যে, মোহ বশতঃ তাঁহার নিকট 'অভিমান' ভিক্ষা চাহিলাম।
যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তি রাজার নিকট সতুষ তণ্ডুল-কণা প্রার্থনা
করে, আমার প্রার্থনা ঠিক সেইরূপই হইয়াছে।' ২৯—৩৫।
মৈত্রেয় কহিলেন, "হে বিদুর! যে সকল ব্যক্তি তোমার তুল্য
এবং মুকুন্দ-পদার-বিন্দের রজঃসেবন করেন, তাঁহারা ভগবানের দাস্য
ভিন্ন অন্য কিছুই চাহেন না। বিদুর! তোমার ন্যায় ব্যক্তির
অন্য বিষয়ে বাসনা নাই; যাহা উপস্থিত হয়, তাহাতেই মনের
উন্নতি লব্ধ হইল—জ্ঞান করেন। এদিকে রাজা উত্তানপাদ, দূত-
মুখে শ্রবণ করিলেন,—পুত্র ধ্রুব ফিরিয়া আসিতেছেন। কিন্তু মৃত
ব্যক্তি ফিরিয়া আসিতেছে বলিলে এ কথা যেমন কেহ বিশ্বাস
করে না, সেইরূপ সে কথায় রাজার বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হইল না।
ক্রমে রাজার নারদের বাক্য স্মরণ হইল। নারদ তাঁহাকে
বলিয়াছিলেন, 'শীঘ্রই তোমার পুত্র প্রত্যাগমন করিবেন।' সেই
বাক্যে বিশ্বাস হওয়াতে রাজা আহ্লাদে অস্থির হইলেন এবং
প্রীত হইয়া দূতকে মহামূল্য হার পুরস্কার দিলেন। তখন সন্তান-
সন্দর্শনার্থ তাঁহার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিল। উত্তম-অশ্বযুক্ত
স্বর্ণমণ্ডিত রথ সুসজ্জিত করিয়া তিনি তাহাতে আরোহণ করি-
লেন এবং ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ অমাত্য ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে লইয়া
শীঘ্রই গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। চারিদিকে মঙ্গলার্থ বহু শঙ্খ,
দুন্দুভি ও বংশীধ্বনি এবং বেদ পাঠ হইতে লাগিল। রত্নালঙ্কারে
বিভূষিতা সুনীতি ও সুরুচি—রাজমহিষীদ্বয় এক শিবিকা আরো-
হণপূর্ব্বক উত্তমকে সঙ্গে লইয়া নৃপতির সহিত গমন করিলেন।
৩৬—৪১। অনন্তর ধ্রুবকে উপবন-সমীপে আগমন করিতে
দেখিয়া রাজা, রথ হইতে শীঘ্র অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে তাঁহার
নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হইয়া দুই বাহু
প্রসারণপূর্ব্বক সন্তানকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাজার

ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। আজ, রাজা যাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, ভগবানের চরণস্পর্শে তাঁহার ভববন্ধন বিনষ্ট হইয়াছে। রাজা বারংবার পূর্ণ-মনোরথ সন্তানের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং নয়নজল দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। পিতা, এই প্রকার আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, ধ্রুব তাঁহার চরণ-যুগল বন্দনা করিলেন, তৎপরে মাতা ও বিমাতাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। সুরুচি সেই পদানত বালককে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠে কহিলেন;—"বৎস! চিরজীবী হইয়া থাক। হরি, মৈত্র্যাদি গুণ দ্বারা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন,—জল যেমন স্বয়ং নিম্ন দেশে গমন করে, সেইরূপ সর্ব্বলোক সেই ব্যক্তির প্রতি আপনা হইতেই প্রসন্ন হইয়া থাকে। ৪২—৪৭। অনন্তর উত্তম এবং ধ্রুব—উভয় ভ্রাতায় পরস্পর প্রেমবিহ্বল হইয়া পরস্পরের অঙ্গ-আলিঙ্গনে পুলকিত হইলেন। তখন উভয়েরই নয়ন হইতে অবিরত প্রেমাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। ধ্রুব-জননী সুনীতি, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর তনয়কে কোলে লইয়া আপনার মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। সন্তানের সুকোমল-অঙ্গ-সংস্পর্শে সুনীতির পরম সুখানুভব হইল। হে বিদুর! তৎকালে বীর-প্রসবিনী সুনীতির পবিত্র নয়ন-বারিতে বিধৌত স্তনদ্বয় হইতে বারংবার দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল। সর্ব্বলোকে কহিতে লাগিল,—'আজ মহারাজ্ঞী শুভাদৃষ্টবলে চিরকালের অদৃষ্টি সন্তান পুনর্ব্বার লাভ করিলেন; এই সন্তানই পৃথিবী পালন করিবেন। হে রাজ্ঞি! আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে,—আপনি বিপদ-ভঞ্জন ভগবানের মহতী আরাধনা করিয়াছিলেন। হরির ধ্যান করিয়া যোগিগণ সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিয়া থাকেন।' পৌরবর্গ এইরূপে ধ্রুবের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিলে, রাজা উত্তানপাদ,—ধ্রুব এবং উত্তমকে গজোপরি আরোহণ করাইয়া আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া, পুর প্রবেশ করিলেন। লোক-সাধারণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। ৪৮—৫৩। পুরের প্রত্যেক দ্বারে ফল-মঞ্জরী-যুক্ত কদলীস্তম্ভ ও নবীন গুবাক-বৃক্ষ স্থাপিত; মকরাকার তোরণের উপরিভাগে ফুলমালা সুশোভিত এবং আম্রপল্লব, নববস্ত্র মাল্যে লম্বিত মুক্তামালা ও শোভিত প্রদীপসহ পূর্ণকুম্ভ বহির্ভাগে সারি সারি সংস্থাপিত। প্রাচীর, গোপুর (ফটক) এবং গৃহ দ্বারা সেই পুরী চারিদিকে অলঙ্কৃত। ঐ গৃহ সকল স্বর্ণ-পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া বিমান-শিখরের ন্যায় দেদীপ্যমান। সেই পুরের অঙ্গণ, রাজপথ এবং উচ্চ হর্ম্ম্যোপরি নির্ম্মিত রম্য ভূমিকা সকল সম্মার্জ্জিত এবং চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত। তথায় লাজ, অক্ষত, পুষ্প, ফল, তণ্ডুল ও নানাবিধ পূজোপহার সদা সুসজ্জিত। সাধ্বী কুলকামিনীগণ ধ্রুবকে পথে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে শ্বেত-সর্ষপ, যব, দধি, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণে তাঁহারা মধুর-স্বরে ধ্রুবের গুণ-গান আরম্ভ করিলেন। ধ্রুব সেই গান শ্রবণ করিতে করিতে পৌর ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৫৪—৫৯। তথায় রাজা উত্তানপাদ পুত্রের বসবাসের নিমিত্ত মহামণি-সমূহে খচিত উৎকৃষ্ট ভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়াদিলেন। দেবতা যেমন স্বর্গে বাস করেন, সেইরূপ পরম সুখে তিনি সেই ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই গৃহে গজদন্ত-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ, মহামূল্য আসন এবং স্বর্ণের সম্মার্জ্জনী; স্ফটিক ও মরকতময় ভিত্তিতে মণিময় প্রদীপ সকল, সুন্দরী কামিনী-বৃন্দের করস্থিত রত্নালঙ্কারের সহিত দীপ্তি পাইতে লাগিল। ভবনের নিকটস্থিত মনোহর উদ্যান সকল, বিচিত্র দেবতরুতে বড়ই রমণীয় হইল। সেই সকল বৃক্ষোপরি বিহঙ্গ-মিথুন মধুর-স্বরে আলাপ এবং মধুকর-নিকর গুন্‌গুন্ রবে গান করিতে লাগিল। ঐ উদ্যানস্থ বাপী সকলের সোপান বৈদূর্য্য মণি নির্ম্মিত। জল মধ্যে কমল, উৎপল, কুমুদবৃন্দ পরম শোভা বিস্তার করিল। তথায় হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক এবং সারসাদি জলচর পক্ষিকুল জলকেলি করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা উত্তানপাদ, পুত্রের ঐ সকল প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর তনয়কে প্রাপ্তযৌবন; মন্ত্রী ও প্রজাবৃন্দের সম্মত এবং প্রজারঞ্জনে অনুরক্ত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অধীশ্বর করিলেন এবং শেষে আপনার বার্দ্ধক্যহেতু মৃত্যু নিকট দেখিয়া বিষয়-ভোগে বিরক্ত হইয়া নিজের সদ্গতি চিন্তা করিয়া রাজা বনে গমন করিলেন।' ৬০—৬৭।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

যক্ষদিগের সহিত ধ্রুবের যুদ্ধ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! ধ্রুব, রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া শিশুমার-তনয়া ভ্রমিকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ভ্রমি ব্যতীত বায়ুপুত্রী ইলাও মহাবীর ধ্রুবের আর এক মহিষী। ইলার গর্ভে এক পুত্র এবং রমণীগণের ভূষণস্বরূপা অতি মনোহরা একটি কন্যা তিনি উৎপাদন করেন। উত্তম বিবাহ করেন নাই। একদা মৃগয়ায় গমন করিয়া অরণ্য মধ্যে তিনি একটা বলবান্ যক্ষকর্ত্তৃক নিহত হন। উত্তমের মাতা সুরুচিও পুত্রের অনুসন্ধানার্থ গমন করিয়া পুত্রের দশা প্রাপ্ত হন। পরে ধ্রুব যখন শুনিতে পাইলেন যে, একটা যক্ষ ভ্রাতার প্রাণ বধ করিয়াছে, তখন কোপ, অক্ষমা এবং শোক-সন্তপ্ত হইয়া জয়শালী রথে আরোহণ করিয়া যক্ষালয়ে যাত্রা করিলেন। উত্তরদিকে গমন করিলে হিমালয়ের উপত্যকায় রুদ্রানুচরগণে সেবিত এবং গুহ্যক সকলে পরিপূর্ণ এক পুরী তিনি দর্শন করিলেন। মহাবাহু ধ্রুব সেই পুরীর সমীপে উপস্থিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। ঘোররবে অন্তরীক্ষ ও দিক্ সকল হইতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। ঐ শঙ্খনিনাদে যক্ষকামিনী-গণ উদ্বিগ্ন-দৃষ্টি হইয়া অত্যন্ত ভয় পাইল। ১—৬। যক্ষসেনাগণ মহাবল পরাক্রান্ত; তাহারা ঐ শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া সশস্ত্র-বেশে নির্গত হইল এবং স্ব স্ব অস্ত্র উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। মহাবীর ধ্রুব তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া এক এক জনকে তিন তিন বাণ দ্বারা আঘাত করিয়া এককালে সকলকেই বিদ্ধ করিলেন। যক্ষসৈন্যগণ ললাট-লগ্ন ঐ সকল বাণ দ্বারা আপনাদিগকে পরাজিত বোধ করিল এবং ধ্রুবের বহু প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু সর্পগণ যেমন পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, যক্ষসেনারাও তদ্রূপ ধ্রুবের ঐ বাণ-বর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিল এবং তাঁহার প্রতি দ্বিগুণতর হিংসা করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রত্যেকে ছয় ছয়টা বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল। অনন্তর ত্রয়োদশ অযুত সেনা একেবারে ক্রোধান্বিত হইয়া আসিল এবং পরিঘ, নিস্ত্রিংশ ভুষণ্ডী ও বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট শর তাঁহার সারথির এবং রথের উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। ধ্রুব ঐরূপ অসংখ্য অস্ত্রবর্ষণে এরূপ আচ্ছন্ন হইলেন যে, বারিধারা-পতনে আচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায়, তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। ৭—১৩। এই সময় সিদ্ধগণ স্বর্গে

থাকিয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। ধ্রুবকে যক্ষসেনা দ্বারা সমাচ্ছন্ন দেখিয়া তাঁহারা এই বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, 'হায়! এই সূর্য্যতুল্য অতিতেজস্বী ধ্রুব, যক্ষসৈন্য-সাগরে পতিত হইয়া বুঝি মগ্ন হইলেন!' অনন্তর রাক্ষসেরা যুদ্ধে 'জয় করিয়াছি, জয় করিয়াছি' এই বলিয়া শব্দ করত আপনাদের জয় প্রকাশ আরম্ভ করিলে, যেমন নীহার-মধ্য হইতে সূর্য্য উদিত হন, রণস্থল হইতে ধ্রুবের রথ সেইরূপ উত্থিত হইল। তিনি আপনার ভীষণ শরাসনে টঙ্কার দিয়া শত্রুদিগের খেদ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পরে বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, স্বীয় বাণ দ্বারা তিনি সেইরূপ বিপক্ষ-পক্ষের অস্ত্রসমূহ ছেদন করিয়া দিলেন। তাঁহার ধনুর্নির্মুক্ত বাণ সকল বজ্র যেমন গিরিকে বিদীর্ণ করে সেইরূপ রাক্ষসদিগের কবচ ভেদ করিয়া তাহাদিগের দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভল্ল-অস্ত্র দ্বারা যক্ষগণ ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে তাহাদের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, স্বর্ণময় তালতরু-তুল্য উরু বলয়ভূষিত বাহু এবং মহামূল্য হার, কেয়ূর, মুকুট ও উষ্ণীষে সেই রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। ১৪—১৯। এইরূপে ধ্রুবের শর-প্রহার দ্বারা অধিকাংশ যক্ষ ও রাক্ষস নিহত হইল। অবশিষ্ট যক্ষগণের দেহ বাণাঘাতে বহুধা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। সিংহ কর্ত্তৃক বিদারিত হইয়া গজেন্দ্র যেমন পলায়ন করে, তাহারা সেইরূপ ভয়ে পলায়ন করিল। তখন জনমাত্রও শত্রু দৃষ্ট না হওয়াতে ধ্রুবের অলকাপুরী-দর্শনে অভিলাষ হইল; কিন্তু মায়াবী যক্ষগণ পাছে কোন অনিষ্ট করে, এই ভয়ে তিনি তদ্বিষয়ে সাহস করিলেন না এবং সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে সারথে! মায়াবীদিগের কি করিতে মানস, হঠাৎ তাহা লোকের বোধগম্য হয় না।' অনন্তর তিনি মনে মনে এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, 'বৈরিগণ কি পুনর্ব্বার আক্রমণ-উদ্যোগ করিবে?' তখনই জলধির ধ্বনিতুল্য গম্ভীর শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল এবং প্রচণ্ড বায়ুবেগে ধূলিপটল উদ্ধূত হইয়া সকল দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ক্ষণকাল মধ্যেই গগনমণ্ডল মেঘে ঢাকিয়া গেল। ঐ মেঘে বিদ্যুৎ সকল চমকিতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাতের ধ্বনি হইতে লাগিল। হে বিদুর! ধ্রুবের সম্মুখে রুধির শ্লেষ্মা পূয বিষ্ঠা মূত্র মেদ বর্ষণ হইতে লাগিল এবং অসংখ্য কবন্ধ-দেহ পতিত হইল। সহসা গগনমণ্ডলে একটা পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। তাহা হইতে পাষাণ-বর্ষণ-সহিত গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ এবং মুষল বর্ষণ হইতে লাগিল। ২০—২৫। অসংখ্য সর্প, বজ্র-তুল্য ভয়ঙ্কর নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কোপপূর্ণ নয়ন দ্বারা অগ্নি বমন করিতে আরম্ভ করিল এবং সিংহ-ব্যাঘ্র-হস্তী সকল মত্ত হইয়া দলে দলে দৌড়িতে লাগিল। ভীমমূর্ত্তি সমুদ্র প্রবল-তরঙ্গে বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল এবং পুনঃপুনঃ উথলিয়া উঠিয়া পৃথিবীকে জলপ্লাবিত করিল। প্রলয়ের ন্যায় গম্ভীর নির্ঘাত শব্দ হইতে লাগিল। বিদুর! যক্ষ সকল খলস্বভাব। তাহারা আসুরী মায়া দ্বারা বিবিধ উৎপাত সৃজন করিতে থাকিল; ঐ সকল উৎপাতে দুর্ব্বলা ব্যক্তিমাত্রেরই ভয় উপস্থিত হইল। যক্ষ সকল ধ্রুবের প্রতি ঐ প্রকার দুস্তর মায়া বিস্তার করিলে, মুনিগণ তাহা জানিতে পারিয়া ধ্রুবের নিকট আগমন করিলেন এবং মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে কহিলেন, 'হে উত্তানপাদ-নন্দন! ভগবান্ শার্ঙ্গধন্বা-হরি, প্রণত-জনের তাপ-হারী, তিনি তোমার শত্রুকুলকে নির্ম্মূল করুন। সেই ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে অতি দুস্তর মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।' ২৬—৩০।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

স্বায়ম্ভুব মনুর তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ধ্রুবকে রণ-নিবর্ত্তিত করণ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! ঋষিগণ ঐ প্রকার কহিতে থাকিলে ধ্রুব তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, আচমনপূর্ব্বক আপনার ধনুকে নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তাঁহার ধনুকে শর-সন্ধান হইতে হইতেই, জ্ঞানোদয় হইলে রাগাদি ক্লেশ যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, গুহক-নির্ম্মিত আসুরী মায়া সকল সেইরূপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। নারায়ণাস্ত্র হইতে অসংখ্য শর নিঃসৃত হইয়া, ভীম-রবে বিপক্ষ-পক্ষের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল;—যেন ময়ূর-যূথ ভীষণ ধ্বনি করিতে করিতে মহারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিদুর! ঐ সকল শর দেখিতে চমৎকার। শর সকলের মুখের দুই প্রান্তভাগ স্বর্ণময় এবং পক্ষ কলহংস-গণের পক্ষের তুল্য অতিশয় মনোহর। তীক্ষ্ণধার ঐ সকল শর দ্বারা যক্ষগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। অবশেষে সকলে কুপিত হইয়া উঠিল এবং সর্পগণ ফণা উন্নত করিয়া যেমন গরুড়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, তাহারাও সেইরূপ স্ব স্ব অস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। যক্ষদিগকে শস্ত্রোদ্যত করিয়া ধাবমান হইতে দেখিয়া, ধ্রুব বাণবর্ষণ দ্বারা তাহাদের বাহু, উরু, কন্ধর এবং উদর ছেদন করিলেন। ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষি-গণ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া যে লোকে গমন করিয়া থাকেন, যক্ষগণ সেই লোক প্রাপ্ত হইল। ১—৫। মহাবীর ধ্রুব এই প্রকারে অসংখ্য নিরপরাধ গুহকদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পিতামহ মনুর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি মহর্ষিগণ-সমভিব্যাহারে ধ্রুবের নিকট স্বয়ং আগমন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! ক্রোধ মহৎ পাপ এবং নরকের সাক্ষাৎ দ্বার-স্বরূপ। ক্রোধে প্রয়োজন নাই। তুমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নিরাপরাধ যক্ষদের প্রাণ বধ করিলে। তুমি এই যে অল্প অপরাধে যক্ষগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা আমাদের কুলের উচিত কর্ম্ম নহে; সাধুগণ এই কুকার্য্যের অতিশয় নিন্দা করেন। তুমি ভ্রাতৃবৎসল। তোমার ভ্রাতা ইহাদের কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু ইহারা সকলেই কিছু তাঁহাকে বধ করে নাই। ইহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বধ করিয়া থাকিবে। একজনের অপ-রাধে কি প্রকারে নিরাপরাধ এত ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করিলে? এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দেহকে আত্মা বোধ করিয়া পশুগণ দেহা-ভিমান হেতু পরস্পর পরস্পরকে বধ করে; প্রাণিগণের সেই হিংসা করা ভগবান্ হৃষীকেশের শরণাগত সাধু-পুরুষদিগের পথ নহে! অতএব যদিও যক্ষদিগের অপরাধ থাকে, তথাপি তাহাদিগকে বধ করা উচিত হয় না। বৎস! তুমি সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মভাব চিন্তাপূর্ব্বক প্রাণী সকলের আবাসভূমি ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়া, তাঁহার সেই দুরারাধ্য পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। আমরা জানি, তুমি ভগবান্ হরির হৃদয়ে বসতি কর এবং হরি-ভক্তগণ তোমাকে সাধু বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। তুমি এরূপ হইয়া এবং সাধু-পুরুষদিগের ব্রত শিক্ষা করিয়া কি প্রকারে এমন নিন্দার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? ৬—১২। সাধু-ব্যক্তির প্রতি তিতিক্ষা, অধম-জনের প্রতি কৃপা, সমান-ব্যক্তির সহিত মিত্রতা এবং সর্ব্ব-জীবকে সমানরূপে অবলোকন করা উচিত; এই সকল সৎকার্য্য দ্বারাই সর্ব্বাত্মা ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেই পুরুষ কৃতার্থ হইলেন। তখন তিনি প্রকৃতির গুণ-সমূহ হইতে মুক্তি লাভ করেন। সুতরাং তিনি তদ্গুণের কার্য্য স্বরূপ লিঙ্গশরীর হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখস্বরূপ ব্রহ্মপদ

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তুমি যদি আত্মতত্ত্ব বিচার কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে,—তোমার ভ্রাতাও কেহ নাই এবং তাঁহাকে কেহ বধও করে নাই। পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী এবং পুরুষ হয়; একথা অতি প্রসিদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংযোগে এ সংসারে অন্য স্ত্রী-পুরুষ জন্মিয়া থাকে। ভগবানের মায়ায় গুণ-প্রভেদ আরব্ধ হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় পর্য্যায়ক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়। যেরূপ লৌহ, অয়স্কান্ত মণি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ কার্য্য-কারণময় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে ভগবানে ভ্রমণ করিতেছে, তিনি কেবল নিমিত্তমাত্র;—নির্গুণ। কালশক্তি দ্বারা গুণ সকলের বিক্ষোভ হয়, তাহাতেই ভগবানের সৃষ্ট্যাদি-বিষয়ক শক্তি বিভক্ত হইয়া যায়; সুতরাং ক্রমশঃ সৃষ্ট্যাদি হইয়া থাকে। কাল বশতঃ যখন গুণক্ষোভ হয়, তখন স্বয়ং ভগবান্ অকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং হন্তা না হইয়াও হনন করেন। ভগবানের কালশক্তি অচিন্তনীয় এবং অনির্ব্বচনীয়;—এ বিষয় ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। ১৩—১৮। সেই ঈশ্বরই পিত্রাদি দ্বারা পুত্রাদিকে জন্ম দেন এবং তিনিই অন্তক;—তাঁহা হইতেই সৃষ্টি ও সংহার হয়। ঈশ্বর সকলের নিয়ন্তা, তিনিই সকলের কারণ; কিন্তু তিনি স্বয়ং অনাদি ও অনন্ত;—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। ঈশ্বরের স্বপক্ষ অথবা বিপক্ষ কেহ নাই; তিনি মৃত্যুরূপী,—তিনি সমভাবে সর্ব্বজীবে প্রবেশ করিতেছেন। প্রাণী সকল স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন; যেমন ধূলিসমূহ অনিলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, জীব স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন হইয়া সেইরূপ ঈশ্বরের অনুগামী হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্বয়ং স্বস্থ; সেই জন্য উপচয় ও অপচয়-বিহীন হইয়া কর্ম্মাধীন জীবদিগের মধ্যে কাহারও অকাল-মৃত্যু বিধান করিতেছেন, কাহাকেও বা কাল-মৃত্যু হইতেও রক্ষা করিতেছেন। বৎস। ঈশ্বর এইরূপ, ইহা সকলেই মানিয়া থাকে;—তাঁহার বিষয়ে কেবল নামমাত্রে বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ তাঁহাকে কর্ম্ম বলিয়া থাকে; কেহ স্বভাব, কেহ বা কাল, কেহ দৈব, আবার কেহ কেহ পুরুষের কাম অর্থাৎ বাসনা বলিয়া থাকে। ঈশ্বর অব্যক্ত, সুতরাং অপ্রমেয়; তাঁহা হইতে মহত্তত্ত্বাদি নানা শক্তির উদয় হইতেছে, এই নিমিত্ত তিনি আছেন—এই মাত্র বলা যাইতে পারে। দেখ, যিনি এরূপ, তাঁহার কি করিতে বাসনা,—তাহা বলিতে কে সক্ষম? সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বরকে কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারিবে? হে পুত্র! ঐ কুবেরানুচরগণ তোমার ভ্রাতৃ-হন্তা নহে। বৎস! প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহার—এই দুই বিষয়ে এক ঈশ্বরই কারণ; ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহা হইতে ঐ দুই কর্ম্ম কি সম্ভব হয়? কিন্তু যদিও কেবল তিনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি-সংহার করিতেছেন, তথাপি তাঁহার ঐ সকল বিষয়ে অহঙ্কার মাত্র নাই;—তিনি গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত নহেন। ১৯—২৫। ভগবান্ আপনার মায়া দ্বারা ভূত সকলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার অহঙ্কার কিরূপে সম্ভব হইবে? তিনি ভূত সকলের প্রকাশক; তিনিই তাহাদের প্রভু এবং তিনিই তাহাদের আত্মা। তিনি অভক্ত-জনের মৃত্যুরূপী এবং ভক্তজনের পক্ষে অমৃত-স্বরূপ। বৎস! তিনি এই জগতের পরম-স্থান; নাসিকাতে-রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায়, বিশ্বস্রষ্টারাও তাঁহার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন। বৎস! পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বিমাতার দুর্ব্বাক্য-বাণ দ্বারা তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে তুমি আপনার জননীকে ত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছিলে। সে সময় যাঁহার আরাধনা করিয়া ত্রিলোকীর মস্তকোপরি স্থান লাভ করিয়াছ, এক্ষণে আত্মদর্শী হইয়া সেই নির্গুণ অবিনশ্বর অদ্বিতীয় আত্মারই অন্বেষণ কর। বৎস! তিনি নির্ব্বিরোধ অন্তঃকরণে বসতি করেন এবং সকল সময়েই বিমুক্তস্বরূপ। ভেদজ্ঞান হেতু তাঁহাতেই এই অবাস্তবিক অসৎ বিশ্ব প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি সর্ব্বান্তরাত্মা, ভগবান্, অনন্ত, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন এবং আনন্দমাত্র। তাঁহার প্রতি ভক্তি করিলে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি সুদৃঢ় অজ্ঞান-গ্রন্থি ভেদ করিতে সক্ষম হইবে। হে বৎস! ক্রোধ সংবরণ কর, তোমার মঙ্গল হউক। লোকে ঔষধ দ্বারা যেমন রোগ-শান্তি করে, শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা তুমি সেইরূপ আপনার মঙ্গল-প্রতিবন্ধক বিষয়ের শান্তি কর। ২৬—৩১। ক্রোধ অহিতকর রিপু; যে পুরুষ ক্রোধ দ্বারা অভিভূত হয়, তাহা হইতে লোকের ভয় জন্মে। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে ক্রোধ-পরতন্ত্র হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। বৎস! ধনাধিপ কুবের ভগবান্ গিরিশের ভ্রাতা; তুমি অসংখ্য যক্ষকে ভ্রাতৃহন্তা বোধে ক্রোধহেতু বধ করিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছ। মহতের তেজ অতি ভয়ঙ্কর; আমাদের বংশকে সেই তেজ আক্রমণ না করিতে করিতে শীঘ্র গিয়া প্রণাম ও প্রণয়-বচন দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন কর।' স্বায়ম্ভুব মনু এই প্রকারে স্বীয় পৌত্র ধ্রুবকে উপদেশ দান করিয়া তাঁহা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেন এবং ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।" ৩২—৩৫।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধ্রুবের বিষ্ণুধামে আরোহণ।

মৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন, "বৎস! কুবের যখন শুনিলেন,—ধ্রুব, পিতামহের বাক্যে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যক্ষদিগের সংহার-কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন, তখন তিনি চারণ, যক্ষ, কিন্নরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ধ্রুবের নিকট আগমন করিলেন এবং যোড়-হস্তে দণ্ডায়মান ধ্রুবকে কহিলেন, 'হে নিষ্পাপ ক্ষত্রিয়-তনয়! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইলাম; কেননা, তুমি পিতামহের আজ্ঞায় দুস্ত্যজ শত্রুতা ত্যাগ করিলে। যে সকল যক্ষ বিনষ্ট হইল, তুমি তাহাদিগকে বধ কর নাই,—কালই জীবের জন্ম-মরণের কারণ। বৎস! পুরুষের অজ্ঞান হইতে স্বপ্নকালীন জ্ঞানের ন্যায় 'আমি' 'তুমি' ইত্যাকার মিথ্যা-বুদ্ধি হইয়া থাকে; সেই বুদ্ধি দ্বারা দেহে অভিমান হওয়াতেই দেহে বন্ধ ও দুঃখাদি উৎপন্ন হয়। এক্ষণে তুমি স্বপুরে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। রাজ্যে উপস্থিত হইয়া মুক্তির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে ভগবান্ অধোক্ষজের ভজনা করিবে। তাঁহার শরীর সর্ব্বভূতময়; তিনি কখন শক্তিরূপা গুণ-ময়ী আত্মমায়াতে যুক্ত হন, কখন বা মায়া হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকেন। যদি তোমার মনে কোন বাসনা থাকে, নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট অভিষেয়ের বর প্রার্থনা কর। তুমি বর পাইবার উপযুক্ত পাত্র। আমরা শুনিয়াছি, তুমি পদ্মনাভের পাদ-পদ্মের অতি নিকটে থাক।' ১—৭। মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! কুবের এই প্রকারে বরগ্রহণার্থ বারবার কহিলে, মহাভাগবত বুদ্ধিমান্ ধ্রুব কহিলেন, 'দেব! আমাকে এই বর দান করুন, ভগবান্ হরির প্রতি যেন আমার অচলা স্মৃতি থাকে'; কারণ হরিস্মৃতি দ্বারাই অনায়াসে দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায়।' ধ্রুবের ঐ প্রকার প্রার্থনা শুনিয়া কুবের প্রীতমনে 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ বর প্রদান করিলেন এবং তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন ধ্রুবও আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিয়ৎ দিবস রাজ্যপালন করিয়া তিনি প্রচুর দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক বহু যজ্ঞ করত

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু,—দ্রব্য, ক্রিয়া এবং দেবতার কর্ম্মসাধ্য ফল-স্বরূপ; তিনি কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। মহামতি ধ্রুব যে, কেবল যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন, এমত নহে; তিনি—সকলের আত্ম-স্বরূপ, সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিত ভগবানে একান্ত ভক্তি করিয়া আপনার আত্মাতে ও যাবতীয় প্রাণীতে সেই ভগবানকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি—শীলসম্পন্ন, ব্রহ্মণ্য এবং দীনবৎসল হইয়া কেবল ধর্ম্ম-মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত প্রজাপালনে যত্নবান্ হইলেন। প্রজাগণ তাঁহাকেই আপনাদের পিতা বলিয়া বোধ করিল। এইরূপে ধ্রুব ভোগ দ্বারা পুণ্য ক্ষয় এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পাপ সকল বিনষ্ট করিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর পৃথিবী শাসন করিলেন। ৮—১৩। এই প্রকারে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক তিনি বহুকাল ত্রিবর্গ সাধন করিয়া আপনার পুত্রকে রাজ-সিংহাসন দান করিলেন। তখন এই ব্রহ্মাণ্ডকে অজ্ঞান-জন্ত স্বপ্নদৃষ্ট, গন্ধর্ব্ব-নগরের স্থায় আত্মাতে মায়া-বিরচিত বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হই-লেন। দেহ, পুত্র, কলত্র, মিত্র, সামর্থ্য, সমৃদ্ধিশীল ধনাগার, অন্তঃপুর, রমণীয় বিহারভূমি এবং আসমুদ্র ধরামণ্ডল—সমস্তই মায়া-বিরচিত ও অনিত্য ভাবিয়া বৈরাগ্য-হেতু তপস্যার্থ বদরিকাশ্রমের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ধ্রুব ঐ আশ্রমে অষ্টাঙ্গ-যোগ আরম্ভ করিলেন। তিনি পুণ্যজলে স্নান করিয়া বিশুদ্ধেন্দ্রিয় হইলেন। আসন বন্ধনপূর্ব্বক প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণ জয় করিয়া মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিলেন। এতক্ষণ তিনি বিরাট-মূর্ত্তি ভগবানের স্থূলরূপে মন ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ধ্যান করিতে করিতে 'আমি ধ্যানকারী এবং ঈশ্বর ধ্যেয়' এইরূপ ভেদশূন্ত হইয়া সমাধিস্থ হইলেন, সুতরাং তাঁহার সেই স্থূল রূপের ধ্যান পরিত্যক্ত হইল। ধ্রুব এই প্রকারে ভগবান্ হরির প্রতি নিত্য নিত্য উত্তরোত্তর অধিক ভক্তি করিতে লাগি-লেন। নয়ন-যুগল হইতে অজস্র বারি বিগলিত হইতে লাগিল। তৎপ্রবাহে তিনি যেন অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে দ্রবীভূত হইল এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল; তাঁহার দেহাভিমান নষ্ট হইল; সুতরাং তিনি আর আপনাকে সেই ধ্রুব বলিয়া স্মরণ করিতে সক্ষম হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ধ্রুব দেখিতে পাইলেন,—একটী উৎকৃষ্ট বিমান গগন-মণ্ডল হইতে নীচে নামিয়া আসিতেছে। ঐ বিমান এমন জ্যোতির্ম্ময় যে, প্রভা দ্বারা পূর্ণি-মার চন্দ্রের স্থায় দশদিক্ উদ্দীপিত হইতে লাগিল। ১৪—১৯। ঐ বিমান-মধ্যে তিনি দুইটী শ্রেষ্ঠ দেব দেখিতে পাইলেন; তাঁহারা উভয়েই শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ এবং নবীন; উভয়েরই নয়ন অরুণবর্ণ কমলের তুল্য, বসন অতি সুশোভন; উভয়ে—মনোহর কিরীট, হার, অঙ্গদ ও কুণ্ডলে ভূষিত হইয়া গদাবলম্বনে দণ্ডায়মান। ধ্রুব তাঁহাদিগকে ভগবানের ভৃত্য ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহারা মধুসূদনের প্রধান পার্ষদ—এই বিবেচনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রণাম করিলেন; ব্যস্ততা-হেতু তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিতে তাঁহার স্মরণ হইল না। ভগবানের যে দুই পার্ষদ বিমানে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন, তাঁহাদের নাম সুনন্দ ও নন্দ; উভয়েই ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র। তাঁহারা নিকটে আসিয়া দেখিলেন,—ধ্রুবের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দেই একান্ত নিবিষ্ট, আমাদের অভ্যর্থনা-নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি ও বিনয়ে নতস্কন্ধ হইয়া দণ্ডায়মান মাত্র আছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহারা প্রীতি-সহকারে কহিলেন, 'রাজন্! তোমার মঙ্গলের পরিসীমা নাই; কেননা, তুমি সশরীরে বিষ্ণুপদে আরোহণ করিবে। তুমি মনোযোগপূর্ব্বক আমা-দের বাক্য শ্রবণ কর। তুমি পঞ্চম-বর্ষ বয়সের সময় তপস্যা দ্বারা যাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিলে, আমরা সেই অখিল-জগতের ধারণকর্ত্তা ভগবান্ শার্ঙ্গধরের অনুচর। তোমাকে ভগবানের পাদপদ্মের সমীপে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এখানে আসিলাম। রাজন্! তুমি দুর্লভ বিষ্ণুপদ জয় করিয়াছ। সপ্তর্ষিরাও যে স্থানে যাইতে না পারিয়া অধঃস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক কেবল দর্শন করিতে থাকেন এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারামণ্ডল যাঁহাকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, সেই স্থানে অধিষ্ঠান করিবে, চল। ২০—২৫। তোমার পিতৃগণ অথবা অন্ত কোন লোক, এ পর্য্যন্ত কখন ঐ স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই; উহা ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ, জগতের পরম বন্দনীয়। ভগবান্ তোমার নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট বিমান পাঠাইয়া দিয়াছেন; সশরীরে ইহাতে আরোহণ কর।' মৈত্রেয় কহিলেন, 'বিদুর! ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের সেই দুই কিঙ্করের ঐ সমস্ত বাক্যে যেন অমৃতরাশি ক্ষরিত হইতেছিল। ধ্রুব তাহা শুনিয়া স্নানপূর্ব্বক নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিলেন। তাহার পর অলঙ্কৃত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক মুনিগণকে, আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে কহিলেন। অনন্তর তিনি বিমান প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করিয়া সেই দুই পার্ষদকে অভিবাদন করিলেন এবং তেজোময় রূপ ধারণপূর্ব্বক সেই বিমানে আরোহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। ঐ সময়ে দুন্দুভি-মৃদঙ্গ-পণবাদি বহুবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। স্বর্গলোকে আরোহণকালে জননী সুনীতিকে ধ্রুবের স্মরণ হইল; তাহাতে তিনি মনে করিলেন, 'আমার জননী অতিশয় দুঃখিনী, তিনি কোথায় রহিলেন? তাঁহাকে পরি-ত্যাগ করিয়া কিরূপে দুর্গম বিষ্ণুপদে গমন করিব?' ২৬—৩১। ভগবানের যে দুই পার্ষদ, ধ্রুবকে লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ধ্রুবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার মাতাকে দেখাইয়া দিলেন। ধ্রুব দেখিলেন, সুনীতি তাঁহার অগ্রে অগ্রে বিমান-যোগে গমন করিতেছেন। তিনি সানন্দমনে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ গ্রহ সকল দেখিতে পাইলেন। ধ্রুবের গমন সময়ে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে বিমানচারী সুরগণ প্রশংসা করিতে করিতে কুসুম-বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে ধ্রুব বিমানযোগে ক্ষণকাল মধ্যে ত্রিলোকী এবং সপ্তর্ষিদিগকেও অতিক্রম করিয়া, তৎপরে অবিনশ্বর বিষ্ণুর স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুপদ নিজ জ্যোতি দ্বারা সততই দীপ্তিমান্। তাহার কিরণে নিয়মিত লোকসমূহ সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাই-তেছে। নিষ্ঠুর ব্যক্তি কখন সেস্থানে যাইতে পারে না। নিরন্তর মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তিরা ঐ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা শান্ত, সমদর্শী, পবিত্র এবং সর্ব্বজীবের মনোরঞ্জক, ভগবান্ বিষ্ণু যাঁহাদের প্রিয়বান্ধব, তাঁহারাই ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে উত্তানপাদ-রাজার পুত্র কৃষ্ণপরায়ণ ধ্রুব বিষ্ণুপদে উপস্থিত হইয়া ত্রিলোকের নির্ম্মল চূড়ামণি স্বরূপ হইলেন। ৩২—৩৭। ধ্রুব যেস্থান প্রাপ্ত হইলেন, তথায় জ্যোতিশ্চক্র অর্পিত হইয়া, মেধি-যোজিত গো-সমূহের স্থায়, নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। এদিকে দেবর্ষি নারদ, প্রচেতাদিগের যজ্ঞে বীণাবাদন করিতে করিতে ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে ধ্রুবের মহিমা-প্রতিপাদক তিনটী শ্লোক গান করিলেন। সেই তিনটী শ্লোকের অর্থ এই, 'পতি-পরায়ণা সুনীতির পুত্র ধ্রুবের কি তপঃপ্রভাব! আমার বোধ হয়, বেদাধ্যয়নশীল ব্রহ্মর্ষিগণ অদ্যবধি দর্শন করিয়াও ঐ তপঃপ্রভাবের ফললাভ করিতে সমর্থ হন না। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে বিমাতার বাক্যবাণে ব্যথিত হইয়া বিষণ্ণ ও ভগ্নমনে, বন-গমনপূর্ব্বক অজিত

ভগবান্‌কে বশীভূত করেন। তাঁহার এই প্রভাব দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে,—ভগবানের অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন। তিনি যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পৃথিবীতে অন্যান্য যে সকল ক্ষত্রিয় আছে, তাহারা কি তাঁহার অনুগামী হইয়া বহুবর্ষেও সেই পদে আরোহণার্থ ইচ্ছা করিলেও সমর্থ হইতে পারে? তিনি পাঁচ বা ছয় বৎসর মাত্র বয়সে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অত্যল্প দিবসের মধ্যেই ভগবান্‌কে প্রসন্ন করেন এবং তদীয় পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ৩৮—৪২। মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তৎসমুদায় তোমার নিকট বলিলাম। হে কুরুনন্দন! পরম-ভাগবত ধ্রুব অতি যশস্বী, তাঁহার এই চরিত্র সাধুসম্মত। এই ধ্রুবচরিত্র যশোবর্দ্ধক, আয়ুর্বর্দ্ধক এবং ধনাদির হেতু; ইহা অতি পবিত্র, পাপনাশক ও স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ; ইহাতে স্বর্গ ও ধ্রুবস্থান প্রাপ্তি হয়, অতএব প্রশংসনীয়। ধ্রুবের এই চরিত্র, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সদা শ্রবণ করেন, তাঁহার ভগবানের প্রতি পরম ভক্তি জন্মে,—ক্লেশ বিনাশ হইয়া থাকে। শ্রোতার যদি মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি ধ্রুবচরিত্র শ্রবণ করুন; তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে। ইহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার শীলাদি গুণ জন্মে। যে ব্যক্তি তেজঃপ্রার্থী, তাহার তেজ এবং যে পুরুষ মনস্বী হইতে ইচ্ছা করে, তাহার প্রশস্ত মন লাভ হইয়া থাকে। পবিত্র হইয়া প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে ব্রাহ্মণ-সভায় পুণ্যকীর্ত্তি ধ্রুবের এই সুমহৎ চরিত্র কীর্ত্তন করিবে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, শ্রবণানক্ষত্র, ত্র্যহস্পর্শ, ব্যতীপাত, সংক্রান্তি, এবং রবিবারেও ইহা পাঠ করা আবশ্যক। নিষ্কাম হইয়া শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদিগকে ইহা শ্রবণও করাইবে। তাহা হইলে আপনা-আপনিই সন্তুষ্ট হইবে এবং অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি অজ্ঞাত-তত্ত্ব, তাহাকে যিনি ঈশ্বর-পথের অমৃতরূপ জ্ঞান দান করেন, সেই দয়াশীল দীননাথের প্রতি দেবতা সকল দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে বিদুর! মহাভাগবত ধ্রুবের চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। তাঁহার কর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ এবং বিখ্যাত। তিনি কৌমারকালে ক্রীড়া-পুত্তলি এবং মাতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।" ৪৩—৫১।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বেণ-পিতা অঙ্গের বৃত্তান্ত কথন।

সূত কহিলেন,—মৈত্রেয়, ধ্রুবের বৈকুণ্ঠ-পদাধিরোহণ-বর্ণন করিলেন; এ বিষয় শুনিয়া ভগবান্ অধোক্ষজের প্রতি বিদুরের গাঢ় ভক্তি জন্মিল। তিনি পুনর্ব্বার মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে সুব্রত! আপনি কহিলেন, নারদ প্রচেতাদের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ধ্রুবের মহিমাসূচক তিনটী শ্লোক গান করেন। ঐ সকল প্রচেতা কে? কোন্ ব্যক্তির বংশে উৎপন্ন? কোথায় বা যজ্ঞ করিতেছিলেন? হে মুনে! আমি জানি, নারদ পরম ভগবদ্ভক্ত দেব-তুল্য; তাঁহার মূর্ত্তি পুণ্যপ্রদ;—তিনি ভগবানের সেবা ও ক্রিয়াযোগ বর্ণন করিয়াছিলেন। আপনার নিকট শুনিয়াছি, স্বধর্ম্মশীল প্রচেতাগণ আপনাদের যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতেছিলেন; সেই সময় দেবর্ষি নারদ বিনয়-বচন দ্বারা হরির গুণগান করেন। হে মুনে! নারদ যে যে ভগবৎ-কথা বর্ণন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমার শুনিতে অভিলাষ হইতেছে;—আপনি আমার নিকট সমুদায় সবিস্তরে বলুন।" ১—৫। মৈত্রেয় কহিলেন, "ধ্রুবের পুত্রের নাম উৎকল। পিতা বনে গমন করিলে সসাগরা ধরার রাজলক্ষ্মী ও রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াও, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি জন্মাবধি প্রশান্তমনা, নিঃসঙ্গ এবং সমদর্শী ছিলেন; যাবতীয় লোকে আপনাকে এবং যাবতীয় লোককে আপনাতে বিস্তৃত দর্শন করিতেন। তাঁহার আত্মা প্রশান্ত হইয়া জ্ঞানরূপ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক হইয়াছিল এবং তিনি অবিচ্ছিন্ন যোগরূপ অগ্নি দ্বারা আপনার বাসনা-সমূহ দগ্ধ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি উক্ত প্রকার আনন্দময় সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে পরমব্রহ্ম জানিয়া আত্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দর্শন করিতেন না। তাঁহাকে বালকেরা জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত কিংবা মূক বলিয়া বিবেচনা করিত; বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন,—তাঁহার বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায় ছিল না। অগ্নিশিখা প্রশান্ত হইলে লোকে সেই অগ্নিকে যেমন অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে করে, তিনি সেইরূপ অকর্ম্মণ্য ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। কুলবৃদ্ধ এবং মন্ত্রিগণ বিবেচনা করিলেন, ইনি প্রকৃতই জড় অথবা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। অতএব পরামর্শ করিয়া ভ্রমির পুত্র বৎসরকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া পৃথিবী-শাসনের ভার সমর্পণ করিলেন। ৬—১১। অনন্তর বৎসর, স্বর্বীথীনাম্নী সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। সেই প্রিয়া ভার্য্যা ছয়টী সন্তান প্রসব করিল। তাহাদের নাম;—পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, ঊর্জ্জ, বসু ও জয়। এই ছয়ের মধ্যে পুষ্পার্ণের দুই স্ত্রী,—প্রভা ও দোষা। প্রভার তিন পুত্র,—প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও সায়ং। দোষারও গর্ভে তিন পুত্র জন্মে। নাম—প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট। ব্যুষ্টের পত্নী পুষ্করিণী; ব্যুষ্ট সর্ব্বতেজা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন; সর্ব্বতেজার নাম পরে চক্ষু হয়। সেই চক্ষুই আকূতী নাম্নী স্বীয় মহিষীর গর্ভে মনু নামক পুত্রকে উৎপাদন করেন। নড্বলা মনুর মহিষী। তিনি পুরু প্রভৃতি বিশুদ্ধচিত্ত দ্বাদশটী সন্তান প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম;—পুরু, কুৎস, ত্রিত, দ্যুম্নবান্, সত্যবান্, ঋত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি ও উল্মুক। উল্মুকের অত্যুৎকৃষ্ট ছয়টী সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের নাম;—অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয়। ১২—১৭। অঙ্গের পত্নীর নাম সুনীথা। অঙ্গের ঔরসে তাঁহার গর্ভে সেই উগ্র-স্বভাব বেণ উদ্ভূত হয়; ইহারই দৌরাত্ম্যে রাজর্ষি অঙ্গ বিরক্ত হইয়া পুর হইতে প্রস্থান করেন। বিদুর! বাগ্বজ্র মুনিগণ কুপিত হইয়া ঐ বেণকেই অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। বেণের মৃত্যু হওয়াতে রাজ্যে দস্যুভয় বৃদ্ধি পাইল; প্রজাকুল তাহাদিগের কর্ত্তৃক ঘোরতর নিপীড়িত হইতে লাগিল। তখন মহর্ষিগণ পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত বেণের দক্ষিণ-কর মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে নারায়ণের অংশে আদিরাজ পৃথুর জন্ম হইল।" বিদুর জিজ্ঞাসিলেন, "মুনে! মহাত্মা অঙ্গরাজ শীলসম্পন্ন, সাধু এবং ব্রাহ্মণভক্ত। তাঁহার ঐ প্রকার কুসন্তান কিরূপে উৎপন্ন হইল যে, তাহার দুঃশীলতা জন্য তাঁহাকে বিমনস্ক হইয়া পুর হইতে বহির্গত হইতে হইল? বেণ, রাজা হইয়া স্বয়ং দণ্ডব্রত ধারণ করিয়াছিলেন; ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ কি অপরাধে তাঁহার প্রতি ব্রহ্মদণ্ড নিক্ষেপ করিলেন? রাজা পাপবান্ হইলেও প্রজার অবজ্ঞাস্পদ হইতে পারেন না; কারণ, রাজা স্বীয় তেজ দ্বারা সকল লোকের প্রভাব ধারণ করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! সুনীথা-তনয় বেণের চরিত্র বিস্তার করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক; আমি ভক্তিযুক্ত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনার কিছুই অবিদিত নাই।" ১৮—২৪। মৈত্রেয় কহিলেন, "হে বিদুর! শুন;—একদা অঙ্গ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে দেবগণকে বেদবক্তা ঋত্বিক্‌গণ মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিলেও, দেবগণের

আগমন হয় নাই। পুরোহিতেরা বিস্মিত হইয়া অঙ্গকে কহিলেন, 'মহারাজ!' আপনার এই যজ্ঞে যে সকল হবি হোম করা হইয়াছে, দেবগণ তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। এ যজ্ঞের হবি সকলে কোন দোষ নাই; আপনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সমস্ত সামগ্রীই আহরণ করিয়াছেন, আর এই সকল ঋত্বিক্ ধৃতব্রত হইয়া যে যে বেদ-মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, তাহাও নির্ব্বীর্য্য নহে; তথাপি দেবতারা এ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিতেছেন না কেন? দেবগণ কর্ম্মসাক্ষী; তাঁহাদের অধিষ্ঠান না হওয়াতে সকলই যে বিফল হইতেছে!' মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! ব্রাহ্মণ-দিগের এই কথা শুনিয়া অঙ্গরাজ অতিশয় দুর্ম্মনা হইলেন। যদিও যজ্ঞার্থে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাচ সদস্যদিগের অনুমতি লইয়া কহিলেন, 'হে সদস্যগণ! দেবতাগণ আহূত হইলেও যে, এ যজ্ঞে সোমপাত্র গ্রহণ করিতেছেন না, ইহার কারণ কি? আমি কি পাপ করিয়াছি?' ২৫—৩০। সদস্যেরা কহিলেন, 'হে নরদেব! ইহ জন্মে আপনার কিছুমাত্র পাপ নাই; যে কিছু পাপ হইয়াছিল, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার ক্ষালন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত একটী পাপ আছে; তাহার কারণেই আপনি ঈদৃশ গুণবান্ হইয়াও অপুত্র হইয়া রহিলেন। হে রাজন্! আপনি আপনাকে সৎপুত্রবান্ করুন; আপনার মঙ্গল হউক: পুত্রবান্ হইলেই দেবতারা আপনার যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করিবেন। পুত্রকাম হইয়া যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ করিলে তিনি আপনাকে অবশ্যই পুত্রদান করিবেন। আর আপনি পুত্র-নিমিত্ত যজ্ঞপুরুষ হরিকে সাক্ষাৎ বরণ করিলে, তাঁহার সহিত অন্যান্য দেবতারাও আসিয়া স্ব স্ব ভাগ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন—সন্দেহ নাই। হে রাজন্! মনুষ্য যে কিছু কামনা করে, ভগবান্ হরি তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। যে পুরুষ যে ভাবে আরাধনা করে, ভগবান্ তাহার সেই প্রকার ফলেরই উদয় করিয়া দেন।' ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার স্তুতি করিয়া অঙ্গ-রাজের পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়া পশুদিগের অভ্যন্তরে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট শ্রীহরির উদ্দেশে হোম করিলেন। অনন্তর সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে এক পুরুষ উত্থিত হইল। তাহার গলদেশে স্বর্ণমালা, পরি-ধান নির্ম্মল বসন, হস্তে সিদ্ধ পায়স। ৩১—৩৬। ব্রাহ্মণগণ, রাজাকে ঐ পায়স গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলে, উদারবুদ্ধি রাজা অঞ্জলি দ্বারা পায়স গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে আপনি আঘ্রাণ করিলেন; পরে হৃষ্টচিত্তে পত্নীর হস্তে দিলেন। রাজ্ঞী অনপত্যা; ঐ পায়স সন্তানোৎপাদক;—তাহা ভক্ষণ করিবামাত্র স্বামি-সহযোগে রাজ্ঞী গর্ভ গ্রহণ করিলেন এবং যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করিলেন। অঙ্গ-রাজের স্ত্রী সুনীথা, তিনি মৃত্যুর কন্যা; তাঁহার গর্ভজাত পুত্র বাল্যকালাবধি মাতামহের অনুগামী হইল। মাতামহ মৃত্যু, স্বয়ং অধর্ম্মাংশ-প্রভব; সুতরাং তাহার অনুবর্ত্তী হওয়াতে অঙ্গরাজ-পুত্র ক্রমে অধার্ম্মিক হইয়া উঠিল। পুত্রের নাম বেণ। ঐ বেণ মৃগয়ায় আসক্ত হইয়া ব্যাধের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক বনে যাইত এবং অসতের ন্যায় নির্দ্দয় হইয়া নিরাশ্রয় মৃগগণকে বধ করিত। তাহার নিষ্ঠুরতায় প্রজাগণ এত ভীত হইয়াছিল যে, কদাচিৎ তাহাকে দেখিতে পাইলেই তাহারা 'ঐ বেণ আসিতেছে!' এই বলিয়া চীৎকার করিত। বেণের নির্দ্দয়তার কথা কি বলিব! বাল্যকালে বয়স্যগণ-সঙ্গে খেলা করিতে করিতে সেই নির্দ্দয়-স্বভাব রাজকুমার তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মারিয়া ফেলিত। ৩৭—৪১। পুত্রের ঐ প্রকার খলস্বভাব দেখিয়া অঙ্গরাজ বিবিধ প্রকারে শাসন করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, যে কোনরূপেই শাসিত হইল না, তখন অতিশয় খিন্ন হইয়া মনে মনে,—'কুসন্তানের নিমিত্ত যে কি প্রকার দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হয়,' যে সকল নিঃসন্তান গৃহস্থ তাহা অবগত নহেন, তাঁহারাই পুত্র-কামনায় দেবতাকে পূজা করিয়া থাকেন। যে সন্তান হইতে মনুষ্যদিগের পাপীয়সী কীর্ত্তি এবং মহান্ অধর্ম্ম হয়, যাহা দ্বারা সকলের সহিত বিরোধ জন্মে এবং যাহা হইতে অশেষ প্রকার মানসিক ব্যথা উৎ-পন্ন হয়, সে নামমাত্রে পুত্র হইলেও বস্তুতঃ আত্মার বন্ধন স্বরূপ। এ প্রকার পুত্রকে কোন্ বুদ্ধিমান্ পুরুষ, ভাল ভাবিয়া যত্ন করিবেন? এরূপ পুত্র উৎপন্ন হইলে গৃহাশ্রম ক্লেশকর ভিন্ন সুখপ্রদ হয় না। অথবা সুসন্তান জন্মিলে পিতার শোকস্থান হয়; তাহা অপেক্ষা কুসন্তান বরং প্রার্থনীয়; কারণ, ঐরূপ সন্তান হইতে মানবগণের গৃহ ক্লেশকর হইয়া পড়ে, তাহাতেই বৈরাগ্য জন্মিয়া দেয়' এই-রূপে অঙ্গরাজের নির্ব্বেদ জন্মিল। একদা রজনীযোগে তিনি সুনী-থার সহিত নিদ্রা যাইতেছিলেন। হঠাৎ জাগরিত হইয়া গাত্রো-ত্থান করিলেন এবং নিদ্রিতা বেণ-প্রসূতিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্ব-সম্পত্তি-সম্পূর্ণ ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। তাহার পর কোন্ দিকে গমন করিলেন, কেহই দেখিতে পাইল না। প্রজাবর্গ, অমাত্য, পুরোহিত এবং বান্ধব প্রভৃতি সকলেই রাজাকে বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইতে শুনিয়া শোকে কাতর হইল এবং কু-যোগীরা যেমন আপনার আত্মস্থ নিগূঢ় পুরুষকে অন্যত্র অন্বেষণ করে, সেইরূপ সর্ব্বস্থানে রাজার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রজারা প্রজানাথের অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া হতাশ-চিত্তে নগরে প্রত্যাগমন করিল এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া তিরোধানের বিষয় নিবেদন করিল।" ৪২—৪৯।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বেণের রাজ্যাভিষেক ও প্রাণবধ।

মৈত্রেয় কহিলেন "হে বিদুর! রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলে, ভৃগু প্রভৃতি যে সকল মুনি, লোকের মঙ্গল-চিন্তাতেই সর্ব্বদা রত থাকিতেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখি-লেন, যেমন রক্ষক-অভাবে বৃক-শৃগালাদি হইতে মেষাদি পশুর নিধন সম্ভাবনা, রাজার অভাবে প্রজাপুঞ্জের সেইরূপ দস্যুদল হইতে বিনাশের সম্ভাবনা হইয়া পড়িবে। অতএব সেই ব্রাহ্মণেরা বীর-প্রসবিনী সুনীথাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট বেণকে রাজ্যা-ভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। যদিও তাহা প্রজাগণের মনো-মত হইল না, তথাচ তাঁহারা বেণকে পৃথিবীর আধিপত্যে অভি-ষেক করিলেন। প্রচণ্ডশাসন বেণ নৃপাসনে আসীন হইয়াছেন শুনিয়া চোরগণ, সর্পভয়ে ভীত ইন্দুর সকলের ন্যায় একেবারে লুক্কায়িত হইল। বেণরাজ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া লোকপাল সকলের অষ্টৈশ্বর্য্য দ্বারা দিন দিন বড়ই উদ্ধত হইতে লাগিল। 'আমিই শূর, আমিই পণ্ডিত'—এইরূপ অভিমান দ্বারা উন্মত্ত হইয়া, মহাভাগ ব্যক্তিদিগকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া সেই দুর্দ্দর্ষ রাজা, নিরঙ্কুশ গজেন্দ্রের ন্যায় রথারূঢ় হইয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিল। তাহার ভয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য কম্পমান হইল। অনন্তর সে ভেরী দ্বারা এই ঘোষণা দিল;—'ব্রাহ্মণ সকল সাবধান! কখন যাগ দান বা হোম—কিছুই করিও না।' এইরূপে বেণ স্বীয় অধিকার মধ্যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। ১—৬। দুশ্চরিত্র বেণের এই প্রকার অসদাচরণ দেখিয়া মুনিগণ বুঝিলেন,—'লোক সকলের বড় বিপদ্ উপস্থিত।' অনন্তর সকলে দয়াবশে মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—'কাষ্ঠখণ্ডের মূল ও অগ্রভাগ যদি [illegible]

উদ্দীপিত হইলে তন্মধ্যস্থ পিপীলিকার যেমন উভয় দিক্ হইতে বিপদ্ উপস্থিত হয়,—কোন দিকেই পরিত্রাণের পথ থাকে না, সেইরূপ এখন প্রজা সকলের তস্কর ও রাজা—উভয় দিক্ হইতেই সুমহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা অরাজক-ভয়ে বেণকে রাজা করিয়াছিলাম ; কিন্তু ইহা হইতেই প্রজাগণের মহৎ উৎপাত উপস্থিত হইল। এখন প্রজার কি উপায়ে মঙ্গল হইবে ? দুগ্ধ দিয়া কালসর্পকে প্রতিপালন করিলে, প্রতিপালকেরই অনর্থ ঘটিয়া থাকে। বেণ, দুগ্ধ-পালিত কালসর্পবৎ আমাদের অনিষ্টসাধন করিতেছে। সুনীথার গর্ভজাত বেণ স্বভাবতঃ খল ; আমরা ইহাকে প্রজারক্ষকরূপে নিরূপিত করিয়াছিলাম, কিন্তু সে প্রজাগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এখন তাহার পাপ আমাদিগকে যাহাতে স্পর্শ না করে,—এই নিমিত্ত চল, আমরা তাহাকে একবার সান্ত্বনা করিয়া দেখি। ঐ রাজার পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিবার কারণ আছে ; কেননা, দুর্বৃত্ত জানিয়াও ঐ দুরাত্মাকে আমরাই রাজা করিয়াছি। তাহার নিকটে গিয়া প্রথমে বিবিধ প্রকারে বুঝাইব। বুঝিয়াও যদি সে আমাদের বাক্য গ্রহণ না করে, তাহা হইলে আবার স্ব স্ব তেজ দ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিব।' মুনিগণ এই প্রকার স্থির করিয়া স্ব স্ব ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক বেণের নিকট গমন করিলেন এবং মধুর-বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্! আমরা তোমাকে যাহা জ্ঞাপন করিব, শ্রবণ কর। ৭—১৪। আমাদের কথা শুনিলে তোমার আয়ু, শ্রী, বল এবং কীর্ত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। কায়, মন, বাক্য শোধনপূর্ব্বক যে ধর্ম্ম আচরিত হয়, তাহাতে পুরুষগণ যে লোক লাভ করেন, তথায় শোকের লেশমাত্রও নাই। অধিক কি, নিষ্কাম-মানবদিগের ঐ ধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভও হইয়া থাকে। হে বীর! প্রজাবর্গের কল্যাণস্বরূপ পরম-পদার্থ ধর্ম্ম যেন নষ্ট না হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে রাজ্যের রাজৈশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়। দুষ্ট মন্ত্রী এবং চৌরাদি হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া, যে রাজা বিহিত কর গ্রহণ করেন, তাঁহার ইহকালে ও পরকালে পরম সুখ লাভ হয় ; যাঁহার রাজ্যে এবং পুরমধ্যে প্রজাগণ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যজ্ঞপুরুষের পূজা করেন, সেই রাজার প্রতি ভগবান্ পরিতুষ্ট হন। হরি জগতের ঈশ্বর ; লোকপাল সকলেই পরমাদর-সহকারে তাঁহার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন ; তিনি তুষ্ট হইলে আর কি অপ্রাপ্য রহিল ? ১৫—২০। সেই ভগবান্—সকল লোক লোকপাল এবং যজ্ঞের নিয়ামক ; তিনি বেদময়, দ্রব্যময় ও তপোময়। তোমার স্বদেশবাসী যে সকল ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞ-দ্রব্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তোমার তাঁহাদিগকে সেই কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া উচিত। হে বীর! ব্রাহ্মণেরা তোমার দেশে যজ্ঞবিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা যে সকল দেবতার অর্চ্চনা করিতেছেন, তাঁহারা তুষ্ট হইলে বাঞ্ছিত-ফল প্রদান করিবেন ; অতএব তাঁহাদের প্রতি অনাস্থা করা তোমার একান্ত অনুচিত।' বেণ ক্রোধে অধীর হইয়া উত্তর দিল,—'তোমরা বড়ই মূর্খ ;—অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মানিতেছ। আমি সকলের অন্নদাতা স্বামী ; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা, উপপতির তুল্য অন্যের উপাসনা করে, তাহারা অতি মূঢ়। আমাকে নৃপরূপী ঈশ্বর জানিয়া তোমরা অবজ্ঞা করিতেছ, কিন্তু ঐ অপরাধে ইহলোকে বা পরলোকে কুত্রাপি তোমাদের মঙ্গল লাভ হইবে না। যজ্ঞপুরুষ কে? যেমন কুলটা-কামিনী উপপতির প্রতি স্নেহবতী হয়, তোমরা সেইরূপ আপন প্রভুর প্রতি আস্থা ত্যাগ করিয়া কাহার প্রতি এত ভক্তি করিতেছ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য, মেঘ, পৃথিবী, জল,—এই সকল ও অন্যান্য যে যে দেবতা বর ও শাপ-প্রদানে সমর্থ, তাঁহারা সকলেই রাজদেহে বর্ত্তমান,—রাজা সর্ব্বদেব-স্বরূপ ; সুতরাং রাজাই ঈশ্বর। আমি সেই রাজা। তোমরা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমারই উদ্দেশে যজ্ঞ কর এবং আমার নিমিত্ত পূজার সামগ্রী আহরণ কর। আমা ভিন্ন আর কে পূজনীয় আছে?' ২১—২৮

পাপাত্মা বেণ বিপরীত-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই প্রকার কহিলে, মুনিগণ পুনর্ব্বার বিবিধ বিনয়-বাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই উৎপথগামী দুরাত্মা সমস্ত মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল ; সুতরাং মুনিগণের প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিল না। পণ্ডিতাভিমানী বেণ এই প্রকার বারংবার মুনিগণের অপমান করিল। মুনিগণ তখন তাহার প্রতি কুপিত হইয়া একবাক্যে কহিতে লাগিলেন,—'এই পাপাত্মা অতিশয় দারুণ-প্রকৃতি, শীঘ্র ইহাকে সংহার কর, সংহার কর ; এ পাপটা জীবিত থাকিলে নিশ্চয় জগৎকে দগ্ধ করিবে। এ অতি দুরাচার। এটা এমনি নির্লজ্জ যে, যজ্ঞাধিপতি পরম-পুরুষ শ্রীবৎস-লাঞ্ছন বিষ্ণুর নিন্দা করিল। এই অমঙ্গলমূর্ত্তি বেণ ভিন্ন অন্য কাহারও মুখে কখন এরূপ বিষ্ণুর নিন্দাবাক্য শুনি নাই। এ পাপাত্মা বড়ই কৃতঘ্ন। বিষ্ণুর অনুগ্রহে এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সে, বিষ্ণুরই নিন্দা করিতেছে।' মুনিগণের ক্রোধ পূর্ব্বে গূঢ় ছিল ; এক্ষণে তাহা দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার-শব্দেই বেণকে বধ করিলেন। ঐ দুরাত্মা, ভগবান্ অচ্যুতের নিন্দা করাতে পূর্ব্বেই হতপ্রায় হইয়াছিল। ২৯—৩৪। ঋষিরা বেণের প্রাণসংহার করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলে, বেণ-জননী সুনীথা অতিশয় শোকার্ত্তা হইলেন এবং বিদ্যাযোগে পুত্রের কলেবর পালন করিতে লাগিলেন। একদিন ঐ সকল মুনি সরস্বতীর জলে স্নান করিয়া হোম সমাপনপূর্ব্বক তটে উপবিষ্ট হইলেন এবং পরস্পর সৎকথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে হঠাৎ কতকগুলা ভয়ঙ্কর উৎপাত নয়নগোচর হইল, তাঁহারা সচকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'এরূপ কেন হইতেছে? পৃথিবী কি নাথ-হীনা হইল? দস্যুগণ হইতে ধরণীর কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?' ঋষিরা এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে নানা দিক্ হইতে ধাবমান ধন-লুণ্ঠনকারী চৌরগণের দ্বারা প্রভূত ধূলি উত্থিত হইল। দস্যুগণ রাজার মরণে নির্ভয় হইয়া প্রজার ধনলুণ্ঠন ও পরস্পরের প্রাণসংহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জনপদকে অরাজক ও হীনসত্ত্ব দেখিয়া, সমর্থ ব্যক্তিরাও ঐ সকল দস্যুকে নিবারণ করিত না। তাদৃশ উপদ্রব নিবারণ না করিলে যে দোষ হয়, ইহা তাহারা জানিত ; তথাপি জানিয়া-শুনিয়া এরূপ উপদ্রব দমন করিতে চেষ্টা করিত না। ৩৫—৪০। সমদর্শী শান্ত ব্রাহ্মণেরাও যদি অনাথের ক্লেশ-মোচনে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে ভগ্নভাণ্ড হইতে দুগ্ধ-ক্ষরণের ন্যায়, ব্রহ্মতপ তাঁহাদেরও ক্ষরিয়া পড়ে। উপেক্ষা করিলে পাছে পাপ হয়, এই ভাবিয়া মুনিগণ নিশ্চয় করিলেন,—অঙ্গের বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত নয় না ; ঐ বংশে অমোঘ-বীর্য্য হরি-পরায়ণ বহু ভূপতি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। মুনিগণ এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মৃত বেণের উরুদেশ মন্থন করিলেন, তাহাতে খর্ব্বাকৃতি একটা বামনবৎ পুরুষ উৎপন্ন হইল। সে কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তাহার অঙ্গ সকল অতিশয় হ্রস্ব এবং বাহু ক্ষুদ্র। কপোলের দুই প্রান্তভাগ বৃহৎ, পদদ্বয় খর্ব্ব, নাসা নিম্ন, নয়ন রক্তবর্ণ এবং কেশ তাম্রবর্ণ। সে লোকটা দীনভাবে নত হইয়া 'কি করিব' বলিতে লাগিল। ঋষিরা ঐ কথার 'নিষীদ' অর্থাৎ উপবেশন কর, এই মাত্র বলিলেন। মুনিগণ নিষীদ বলাতেই ঐ ব্যক্তি 'নিষাদ' নামে বিখ্যাত হইল। অনন্তর তাহার বংশ নৈষাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ বংশীয় ব্যক্তি

পর্ব্বতে ও বনে বাস করিতেছে। বেণ জন্মগ্রহণ করিয়া অতি বিষম পাপ করিয়াছিল; এই জন্যই নিষাদেরা পর্ব্বতে, বনে বাস করিতেছে।" ৪১—৪৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পৃথুর উৎপত্তি ও রাজ্যাভিষেক।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! অনন্তর ব্রাহ্মণেরা বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে এক স্ত্রী ও এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। স্ত্রী এবং পুরুষ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই দুইটাকে ভগবানের অংশ জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিলেন,—'এই পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর পবিত্র অংশ; এই স্ত্রীটীও লক্ষ্মীর পবিত্র অংশ। এই পুরুষ, সকল রাজার প্রথম হইয়া যশ বিস্তার করিবেন; ইঁহার নাম পৃথু রহিল; ইনি রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। আর এই যে চারু-দশনা, ভূষণ সকলের ভূষণ-স্বরূপা দেবী উৎপন্ন হইলেন, ইঁহার নাম অর্চ্চি; এই বরারোহা পৃথুকেই বিবাহ করিবেন। এই পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ,কেবল লোকরক্ষা করিবার বাসনায় জন্মগ্রহণ করিলেন; এই অর্চ্চি স্বয়ং লক্ষ্মী, ইনি ভগবান্ ব্যতীত কোথাও অবস্থিতি করেন না;—সেই জন্যই এক সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিলেন।' ১—৬। মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! ভগবানের অংশরূপী পৃথু উৎপন্ন হইলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্বেরা গান আরম্ভ করিল; সিদ্ধগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; অপ্সরা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল। স্বর্গে শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি প্রভৃতির বাদ্য আরম্ভ হইল। অবশেষে সমস্ত দেব, ঋষি ও পিতৃগণ ঐস্থানে আগমন করিলেন। জগদ্গুরু ব্রহ্মা,—সমস্ত দেব ও দেবেশ্বরের সহিত আগমন করিয়া দেখিলেন, —পৃথুর দক্ষিণহস্তে চক্রচিহ্ন ও পাদপদ্মে পদ্ম পরিব্যক্ত রহিয়াছে। তাহাতে তিনি অনুমান করিলেন, 'এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভগবানের অংশ।' যাঁহার চক্ররেখা অন্তরেখা দ্বারা বিলুপ্ত না হয়, তিনি পরম-পুরুষ ভগবানের অংশ। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অভিষেকার্থ উদ্যোগ করিলেন। অনন্তর পৃথুর অভিষেকার্থ নানা লোক, নানা স্থান হইতে আভিষেচনিক দ্রব্য আহরণ করিতে লাগিল। সরিৎ, সাগর, ভূধর, পৃথিবী, আকাশ; নাগ, গো, পক্ষী, মৃগ এবং অন্যান্য প্রাণী যথোপযুক্ত দ্রব্য-সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিল। ৭—১২। মহারাজ পৃথু, সুন্দর বসন পরিধান করিয়া সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া যথাবিধি রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা পত্নী অর্চ্চির সহিত অপর এক অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। হে বিদুর! মহারাজ পৃথুর নিমিত্ত কুবের, কাঞ্চনময় আসন উপহার প্রদান করিলেন এবং বরুণ, চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ ছত্র আনিয়া দিলেন। বরুণের ঐ ছত্র হইতে সতত সলিল ক্ষরিত হইত। বায়ু দুইটী ব্যজন প্রদান করিলেন। ধর্ম্ম, একটী কীর্ত্তিময়ী মালা; ইন্দ্র, উৎকৃষ্ট কিরীট; যম, দমন-সাধন দণ্ড; ব্রহ্মা, বেদময় কবচ; সরস্বতী, মনোহর হার; হরি, সুদর্শনচক্র এবং লক্ষ্মী, চিরস্থায়িনী সম্পত্তি প্রদান করিলেন। অধিক কি বলিব, ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে একখানি অসি দিলেন; সেই অসির কোষে দশটী চন্দ্রাকার প্রতিবিম্ব ফলিত ছিল। অম্বিকাও এক চর্ম্ম আনিয়া উপহার দিলেন; তাহাতে শত শত চন্দ্রের আকৃতি অঙ্কিত ছিল। চন্দ্র অমৃতময় অশ্ব এবং বিশ্বকর্ম্মা অত্যুৎকৃষ্ট একখানি রথ আনিয়া দিলেন। অগ্নি,—ছাগ ও গোশৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনুঃ; সূর্য্য, রশ্মিময় বাণ এবং পৃথিবী, যোগময়ী পাদুকা তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। আকাশ সর্ব্বদাই পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। ১৩—১৮। খেচরগণ তাঁহাকে নাট্য, গীত, বাদ্য এবং অন্তর্দ্ধান-বিদ্যা দান করিলেন। ঋষিগণ, আশীর্ব্বাদ এবং সমুদ্র, সলিলোৎপন্ন শঙ্খ দিলেন; সিন্ধু, পর্ব্বত; নদী সকল রথ প্রদান করিলেন। এইরূপে আভিষেচনিক সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইল। সূত, মাগধ এবং বন্দিগণ স্তব করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। মহাপ্রতাপশালী বেণাঙ্গজ পৃথু যখন জানিতে পারিলেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি স্তব করিতে আসিয়াছে, তখন হাসিতে হাসিতে মেঘগর্জ্জনতুল্য গম্ভীর-বচনে কহিতে লাগিলেন—'হে সূত! হে মাগধ! হে বন্দিগণ! লোকমধ্যে আমার গুণ প্রকাশিত হইলেই স্তব করা উচিত;—এখন তোমরা কোন্ বিষয় লইয়া স্তব করিবে? এখন আমা ব্যতীত অন্য কাহারও স্তব কর; আমার স্তব করিলে মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করা হইবে। তোমরা সকলেই মধুরভাষী। এখন স্তব থাকুক। যখন আমার গুণ ব্যক্ত হইবে, সে সময় স্তব করিও। ভাল, তোমাদিগকে কে এ স্থানে পাঠাইয়াছে? সভ্যেরা স্তবার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন—এমত বলিতে পারি না; কারণ, পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানেরই গুণানুবাদ করা উচিত; সভ্যগণ কখন তোমাদিগকে অর্ব্বাচীনের স্তব করিতে উপদেশ দিবেন না। আপনাতে মহত্তের গুণ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া কোন্ ব্যক্তি গুণের সম্ভাবনামাত্রে স্তব করাইয়া থাকে? যে ব্যক্তি মিথ্যা-গুণ-স্তবে মোহিত হয়, সে মূঢ়, নিতান্ত কুবুদ্ধি। সে এত বিমূঢ় যে, 'শাস্ত্রাভ্যাস করিলে তুমি পণ্ডিত হইবে'—এইরূপ বাক্যেও সে প্রশংসা বোধ করে;—লোকের উপহাসও বুঝিতে পারে না। এই কারণে ক্ষমতাবান্ বিখ্যাত ব্যক্তিরাও আপনাদের স্তবে লজ্জা বোধ করিয়া স্তাবকের নিন্দা করিয়া থাকেন। স্তব করিতে করিতে কেহ অতি নিন্দিত পৌরুষ কীর্ত্তন করিলে, উদার ব্যক্তির লজ্জা বোধ হয়। হে সূত! আমরা ত কোন প্রধান কর্ম্মের দ্বারা বিখ্যাত হই নাই; তবে কি প্রকারে বালকের ন্যায় আত্মগুণ গান করাইব?' ১৯—২৬।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

সূতগণকর্ত্তৃক পৃথুর স্তব।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! পৃথুরাজ এই প্রকার কহিলেও পৃথুর বাক্যরূপ অমৃত-সেবনেই পরিতৃপ্ত হইয়া সূতাদি গায়কগণ মুনিদিগের কথানুসারে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। কহিল,—'মহারাজ! আপনার মহিমা-বর্ণনে আমাদের সামর্থ্য নাই; আপনি শ্রেষ্ঠ দেব,—মায়া দ্বারা এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি বেণের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলেও, আপনার পৌরুষ এমন অবিতর্ক্য যে, তদ্বিষয়ে ব্রহ্মাদিরও বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। মহাত্মা পৃথু উদারকীর্ত্তি এবং হরির অংশে অবতীর্ণ। ইঁহার গুণসমূহ বর্ণন করিতে যদিও আমাদের সাধ্য নাই, তথাচ ইঁহার কথারূপ অমৃতে আমাদের অতিশয় আদর জন্মিয়াছে, আর এই সকল মুনি আমাদিগকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছেন। ইঁহারা যোগবলে আমাদের হৃদয়ে যেরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন, আমরা সেই রূপই এই মহাত্মার প্রশংসনীয় কর্ম্ম সকল বর্ণন করিব। পৃথু ধর্ম্মজ্ঞ-জনগণের শ্রেষ্ঠ হইয়া প্রজা সকলকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন, ধর্ম্মের সেতু রক্ষা করিবেন এবং ধর্ম্মদ্রোহী উৎপথগামীদিগের শাসক হইবেন। পৃথু স্বদেহে লোকপাল সকলের মূর্ত্তি এ প্রকারে

ধারণ করিবেন যে, তাহাতে প্রজাদের ইহকালে এবং পরকালে পৃথিবী মধ্যে মঙ্গল সাধিত হইবে। ইনি সকল প্রাণীর প্রতি সমভাবে সূর্য্যতুল্য সমান প্রতাপ বিস্তার করিবেন। সূর্য্য যেমন আটমাস পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া, পুনরায় বর্ষাকালে তৎ-সমুদায় বর্ষণ করিয়া থাকেন; ইনিও সেইরূপ প্রজাগণের নিকট হইতে উপযুক্ত সময়ে ধন গ্রহণ করিবেন এবং দুর্ভিক্ষাদিকালে আবশ্যক হইলে প্রজামধ্যে মুক্ত-হস্তে ধন বিতরণ করিবেন। ১—৬। আপনার মস্তকোপরি আর্ত্ত ব্যক্তি চরণ দ্বারা আক্রমণ করিলেও, পৃথু তাহা সহ্য করিবেন। পৃথিবীর তুল্য ইহাঁর দয়া এবং সহিষ্ণুতা সর্ব্বত্র খ্যাত হইবে। ইনি দেহধারী স্বয়ং হরি। দেবতা বর্ষণ না করিলে যদি প্রজাগণ কষ্টে পড়ে, তাহা হইলে ইনি স্বয়ং ইন্দ্রতুল্য বৃষ্টি করিয়া প্রজাদিগের উদ্ধার-সাধন করিবেন। ইহাঁর এই বদন-সুধাকর কি মনোহর! ইহাতে কেমন সুন্দর অনুরাগ-ভরা অবলোকন বিরাজ করিতেছে এবং সুবিশদ হাস্যে ইহা কেমন মনোরম হইয়া রহিয়াছে! ইহাঁর বদন-সুধাংশুর অমৃতময় হাস্যে ভুবনমণ্ডল যেন আপ্যায়িত হইতেছে! ইহাঁর অন্তর-প্রবেশ ও তাহা হইতে নির্গম—এই দুই পথ অব্যক্ত থাকিবে। ইনি সমস্ত কার্য্য অতি গূঢ়-ভাবে বিধান করিবেন। ইহাঁর ভাণ্ডার সুরক্ষিত হইবে। অনন্ত-মাহাত্ম্য-সম্পন্ন সর্ব্ব-গুণাধার ভগবান্ বিষ্ণু ইহাঁতে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিবেন। ইহাঁর শরীর সততই সংযত হইবে। বরুণেরও এই সকল গুণ আছে, সুতরাং ইনি তাঁহার সমান হইবেন। শত্রুগণ মনের দ্বারাও ইহাঁকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। ইহাঁর ভয়ঙ্কর তেজ হইবে। শত্রুদল কোনক্রমে তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—ইনি নিকটে থাকিলেও দূরবর্ত্তীর ন্যায় দেখাইবেন। ইহাঁর প্রতাপ-দর্শনে বোধ হয় যেন বেণরূপ কাষ্ঠ হইতে স্বয়ং অগ্নি উত্থিত হইয়াছেন। ইনি গুপ্তচর দ্বারা প্রাণি-সমূহের অন্তর ও বাহ্য কর্ম্ম সকল দেখিয়াও, দেহীর অধিকৃত বায়ুর তুল্য স্বীয় স্তুতি-নিন্দা উপেক্ষা করিবেন। ৭—১২। ইহাঁর কার্য্য ধর্ম্মরাজের ন্যায় হইবে। শত্রুর সন্তানও দণ্ড পাইবার অযোগ্য হইলে, ইনি কদাপি তাহার দণ্ড করিবেন না এবং আপনার পুত্রও দণ্ডনীয় হইলে, তাহারও দণ্ড বিধান করিবেন। ইহাঁর রথচক্র কোথাও বাধা পাইবে না। সূর্য্যের কিরণ-সমূহ জগতের যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, ততদূর পর্য্যন্ত ইহাঁর রথচক্রের গতি অক্ষুণ্ণ হইবে। এই পৃথু সৎকর্ম্ম দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিবেন—এই কারণে প্রজারা ইহাঁকে 'রাজা' বলিবে। ইনি দৃঢ়ব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণভক্ত, বৃদ্ধসেবী, সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষক, সকলের মানদাতা এবং দীনজনের প্রতি দয়াবান্ হইবেন। পরকামিনীতে ইহাঁর মাতৃভক্তি, আত্মপত্নীতে অর্দ্ধাঙ্গতুল্য প্রীতি এবং প্রজাগণের প্রতি ইহাঁর পিতৃবৎ স্নেহ হইবে। ইনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের নিকট দাস হইয়া রহিবেন। ইনি প্রাণী মাত্রেরই আত্মার ন্যায় প্রিয় হইবেন এবং বন্ধুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। যে সকল ব্যক্তি সংসার-পরিত্যাগী, তাঁহাদের সঙ্গে ইহাঁর প্রকৃষ্টরূপ সাহচর্য্য হইবে। ইনি অসাধুগণের অপরাধ অনুসারে দণ্ড-বিধান করিতে ত্রুটি করিবেন না। ১৩—১৮। ইনি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, নির্ব্বিকার, আত্মাস্বরূপ, সাক্ষাৎ ভগবান্—অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র। ইহাঁতে মায়া দ্বারা নানাত্ব রচিত হইয়া প্রতীত হয় সত্য, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাকে অর্থশূন্য স্বতন্ত্রস্বরূপ অবলোকন করেন। পৃথু অদ্বিতীয় বীর হইয়া উদয়াচল পর্য্যন্ত অখণ্ড ভূমণ্ডল শাসন করিবেন এবং জয়শীল-রথে আরোহণ করিয়া শরযুক্ত শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্যবৎ সর্ব্বদা সকল স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইবেন। সেই সেই প্রদেশের রাজগণ লোকপালদিগের সহিত উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে উপহার প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদের রাজমহিষী-গণ চক্র-অস্ত্র দেখিয়া ইহাঁর যশ কীর্ত্তন করিতে করিতে আদিরাজ বলিয়া স্বীকার করিবেন। ইনি প্রজাপতির ন্যায় প্রজাগণের বৃত্তি-বিধানার্থ পৃথিবীকে গাভী করিয়া দোহন করিবেন। ইনি ইন্দ্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বত সকল ভগ্ন করিয়া, পৃথিবীকে সমতল করিয়া দিবেন। মৃগেন্দ্র যেমন লাঙ্গুল উন্নত করিয়া ভ্রমণ করে, সেইরূপ যখন ইনি ছাগশৃঙ্গ ও গোশৃঙ্গ নির্ম্মিত ধনু বিস্ফূর্জ্জিত করিয়া অবনীমণ্ডলে বিচরণ করিবেন, তখন অসৎ-লোক ইহাঁর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া দিকে দিকে লুক্কায়িত হইবে। এই রাজা শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। সেই যজ্ঞে সরস্বতীর প্রাদুর্ভাব হইবে। শেষ-যজ্ঞটী সমাপ্ত না হইতে হইতে দেবরাজ ইন্দ্র, ইহাঁর যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিবেন। তদনন্তর ইনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পরম-ভক্তিভাবে ভগবান্ সনৎকুমারের আরাধনা করিয়া পরম-জ্ঞান লাভ করিবেন। পণ্ডিতেরা সেই জ্ঞানকে পরম-ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই মহীপতি পৃথুর বিক্রম সর্ব্বত্র বিখ্যাত এবং পরাক্রম অতি বিপুল হইবে। ইনি নানাস্থানে স্বীয় পরাক্রমের প্রশংসা ও আত্মগুণ-সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করিবেন। ইহাঁর রথচক্রের বেগ কোথাও রুদ্ধ হইবে না। নিজ তেজ দ্বারা ইনি লোকপাল সকলের হৃদয়-শল্য উৎপাটন করিয়া দিবেন। সুর অসুর—সকলেই ইহাঁর গুণগান করিবেন।' ১৯—২৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

পৃথিবীর যথার্থ পৃথুর উদ্যোগ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "হে কুরুনন্দন বিদুর! স্বীয় গুণ ও কর্ম্মের ঐ প্রকার বর্ণনা শুনিয়া পৃথু পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং সমুচিত পারিতোষিক দান দ্বারা গায়কগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ, ভৃত্য অমাত্য ও পুরোহিতগণ, পৌরজন ও জানপদবর্গ এবং তৈলিক, তাম্বূলিক প্রভৃতি পৌরবর্গ ও নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইল।" বিদুর জিজ্ঞাসিলেন, "হে ঋষিবর! বহুরূপ-ধারিণী পৃথিবী কি কারণে গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন? আমরা শুনিয়াছি, মহারাজ পৃথু পৃথিবী দোহন করেন। সেই দোহন-সময়ে কে বৎস হইয়াছিল এবং কিই বা দোহন-পাত্র হইয়াছিল? এই ধরিত্রী স্বভাবতঃ নিম্ন-উন্নতা—বিষমা; পৃথু ইহাঁকে কি প্রকারে সমতল করিলেন? তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব, ইন্দ্র কেন অপহরণ করেন? ঐ রাজর্ষি, ব্রহ্মজ্ঞ-প্রধান ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ঐ সকল বিষয় এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৃথুরূপে অবতীর্ণ হওয়ার কথা সম্বন্ধে যে যে পবিত্র বিবরণ আছে, তৎসমুদায় কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন। ব্রহ্মন্! আমি আপনার এবং ভগবান্ অধোক্ষজের ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্য; ভগবানই বেণ-তনয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন; তাঁহার কথা শুনিতে আমার বড় শ্রদ্ধা হইতেছে।" ১—৭। সূত কহিলেন,—বিদুর এই প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের কথা কহিবার নিমিত্ত অনুনয় করিলে, মুনিবর মৈত্রেয়ের প্রীতি জন্মিল। তিনি আনন্দিত-চিত্তে তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া ঐ সকল কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন;—"বৎস! ব্রাহ্মণেরা পৃথুরাজকে, 'তুমি প্রজার পালক হইলে' বলিয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক যখন রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তৎকালে ধরণী অন্নহীন হইয়াছিলেন; প্রজাবর্গ ক্ষুধায় ক্ষীণকলেবর

হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল এবং সকাতরে কহিতে লাগিল 'মহারাজ! বৃক্ষ সকল যেমন কোটরস্থ অগ্নি দ্বারা তাপিত হয়, আমরাও সেইরূপ জঠরানল দ্বারা সন্তাপিত হইতেছি। ব্রাহ্মণেরা আপনাকে আমাদের অন্নদাতা পতি বলিয়া স্তব করিয়াছেন; আপনি আমাদের শরণ্য, আপনার শরণাগত হইলাম। হে নরদেবশ্রেষ্ঠ! আমরা ক্ষুধায় অতিশয় পীড়িত হইতেছি; যতক্ষণ অন্নাভাবে বিনষ্ট না হই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি অন্ন প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। রাজন্! আপনি অখিল লোকের পালক এবং সকলের অন্নদাতা।' মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! পৃথু, প্রজাপুঞ্জের ঐ প্রকার সকরুণ বিলাপ-বাক্য শুনিয়া, অনেকক্ষণ অনন্যচিত্তে চিন্তা করিয়া, প্রজাদের ক্লেশের হেতু তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুদ্ধিবলে এই নিশ্চয় করিলেন,—'পৃথিবী, ওষধি সকলের বীজ গ্রাস করিয়া থাকিবে, তাহাতেই শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে না,—সুতরাং দুর্ভিক্ষ বশতঃ প্রজাদের ক্লেশ হইতেছে।' তাহাতে মহাত্মা পৃথুর নিদারুণ ক্রোধ উদিত হইল। তিনি কুপিত ত্রিপুরারির ন্যায় পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া শরসন্ধান করিলেন। ৮—১৩। তাঁহাকে অস্ত্র উদ্যত করিতে দেখিয়া ধরণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভয় বশতঃ গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ধরণী, ব্যাধ-বিতাড়িত হরিণীর ন্যায় পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। পৃথুও ক্রোধে রক্ত-লোচন হইয়া ধনুকে শরযোজনাপূর্ব্বক পৃথিবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনন্তর অবনী, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষে যে কোন স্থানে দৌড়িয়া যান, সেই সেই স্থানেই পৃথুকে উদ্যতাস্ত্র দেখিতে পান। সুতরাং যেমন মৃত্যু হইতে প্রজাদের পরিত্রাণ হয় না,—বেণতনয় পৃথু হইতে পৃথিবী সেইরূপ আপনার পরিত্রাণ না দেখিয়া অতীব ভীত হইলেন এবং পলায়নে ক্ষান্ত হইয়া কাতর-হৃদয়ে বিনয়-বচনে বলিতে লাগিলেন,—'হে মহাভাগ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং অনাথবন্ধু,—সকল প্রাণীর পালনার্থ আপনি নিযুক্ত রহিয়াছেন; আমাকে ক্ষমা করুন। প্রভো! লোকে আপনাকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া জানে; আপনি কেন এই দীনা নিরপরাধিনী অবলার প্রাণবধ করিবেন? আপনার ন্যায় কারুণিক ও দীনবৎসল ব্যক্তির কথা কি, সামান্য ব্যক্তিরাও মহিলার অপরাধ পাইলেও তাহাকে প্রহার করে না। হে রাজন্! আপনি প্রজাপালনার্থ আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন; আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের দৃঢ়তর নৌকা স্বরূপ হইয়াছি; কেননা, আমার উপরেই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে; আমাকে বিদীর্ণ করিয়া জলরাশির উপরে আপনি আপনার আত্মাকে এবং সমস্ত প্রজাকে কিরূপে ধারণ করিবেন?' ১০—২১। পৃথিবীর কাতর-বচন শুনিয়া পৃথু কহিলেন, 'বসুধে! তুমি আমার আদেশ পালন কর না,—এইহেতু আমি তোমাকে সংহার করিব। কি আশ্চর্য্য! তুমি যজ্ঞে দেবতারূপে ভাগ লইতেছ, অথচ ধান্যাদিদানে কিছুমাত্র মনোযোগ কর না! যে স্ত্রী, গোরূপিণী হইয়া নিত্য তৃণ ভোজন করে, কিন্তু কিছুমাত্র দুগ্ধ দেয় না; সেই দুষ্টার প্রতি দণ্ডবিধান কি উচিত হয় না? ব্রহ্মা অগ্রে যে সকল ওষধি-বীজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই তুমি আপনার অভ্যন্তরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ,—আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সে সকল প্রত্যর্পণ করিতেছ না; তোমার বুদ্ধি বড় মন্দ। অতএব বাণ দ্বারা তোমার শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করিব। তখন আমি তোমার মাংস দ্বারা এই ক্ষুধাতুর প্রাণীর বিলাপ শান্তি করিতে পারিব। যে ব্যক্তি প্রাণিমাত্রে নির্দ্দয় এবং আত্মম্ভরি, তাহার তুল্য অধম আর কে আছে? সে পুরুষই হউক, স্ত্রীই হউক, কিংবা ক্লীবই হউক, তাহাকে হত্যা করিলে, রাজার হত্যা-জনিত পাপ হয় না। তুমি অতি গর্ব্বিত এবং দুর্মদ; তোমাকে এই বাণ দ্বারা ছেদন করিয়া তিল তিল বিভাগ করিব। অবশেষে যোগবলে আমি স্বয়ং এই সকল প্রজার ভার বহন করিব।' ২২—২৭। পৃথু-রাজ এই প্রকারে কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐরূপ কহিলে, পৃথিবীর কলেবর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি প্রণামান্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'আমি এই পরম পুরুষকে নমস্কার করি। ইনি মায়া দ্বারা নানা দেহ রচনা করিয়া গুণময়-রূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু বস্তুতঃ আপনার স্বরূপ অনুভব হেতু দ্রব্য-ক্রিয়া-কারকে অহঙ্কার ও রাগ-দ্বেষাদি কিছুই নাই। যিনি আমাকে জীব সকলের বাসস্থান করিয়া সৃষ্টি করাতে আমি চতুর্ব্বিধ প্রাণী ধারণ করিতেছি, তিনিই যদি অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এক্ষণে আমায় সংহার করিতে উদ্যত হইলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তির আশ্রয় লই? অহো! এ কি আশ্চর্য্য! যিনি মায়া দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সেই মায়া দ্বারাই আবার সকলের রক্ষা করিতেছেন,—এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ অদ্য কি প্রকারে আমার প্রাণ-বধার্থ উদ্যত হইলেন। অথবা ঈশ্বরের অভিপ্রায় অতি দুর্জ্ঞেয়; তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে উৎপাদন করেন এবং ব্রহ্মা দ্বারা এই চরাচর জগৎকে নির্ম্মাণ করান;—তিনি স্বতঃ এক হইয়াও মায়া দ্বারা অনেক হইয়া থাকেন। যিনি আপনার শক্তিস্বরূপ ইন্দ্রিয়, দেবতা, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি মহাভূত দ্বারা এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও লয় করিতেছেন; যাঁহার ঐ শক্তি নিরন্তর বৃদ্ধিশীল এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ;—সেই বিধাতা পুরুষকে আমি নমস্কার করি। যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন,—আপনি সেই পুরুষ। আপনি ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণস্বরূপ এই চরাচর জগৎকে আমার উপরে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত আদি-শূকর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলময় রসাতল হইতে আমাকে উদ্ধার করেন। আপনি সেই ধরাধর বরাহ। দেব! আমি জলের উপরে নৌকাস্বরূপ হইয়া আছি; আমার উপর অবস্থিত এই সমস্ত প্রজাপালন-বাসনায় আপনি সম্প্রতি বীরমূর্ত্তি পৃথুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রভো! আপনি এক্ষণে দুগ্ধের নিমিত্ত তীক্ষ্ণ শর দ্বারা আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছেন। হে প্রভো! ঈশ্বরের অসৃষ্টিস্বরূপা মায়া দ্বারা অস্মদ্বিধ জনের চিত্ত মোহিত হইয়াছে; সুতরাং ঈশ্বরের কথা দূরে থাক্, আমরা ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তিদিগেরও কার্য্য অনুমান করিতে সক্ষম নহি। অতএব পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁহাদিগকেও প্রণাম করি। যে প্রকারে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির যশোবৃদ্ধি হইতে পারে, ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিগণ সদা সেই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন।' ২৮—৩৬।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কামধেনু-রূপিণী অবনীর দোহন।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! অবনী এই প্রকারে স্তব করিলেও রাজা পৃথুর রোষ শমিত হইল না। তাহাতে ধরণীর ভয় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি আপনার চঞ্চল চিত্ত স্থির করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, 'মহারাজ! ক্রোধ সংবরণ করুন। অবলার প্রতি কোপ করা উচিত হয় না। আমার নিবেদনে মনোযোগ করুন। আমার কথায় অনাদর করিবেন না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা, ভ্রমরের ন্যায় সকল বস্তু হইতেই সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহলোকে এবং পরলোকে লোকদিগের পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূর্ব্বতন মুনিদিগের প্রদর্শিত সেই সকল উপায় সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করে, সে অর্ব্বাচীন হইলেও

অনায়াসে মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই সকল উপায়ে অনাদর করিয়া যদ্যপি পণ্ডিত ব্যক্তিও কোন বিষয় আরম্ভ করেন, তবে তাঁহারও সে বিষয় কখন সফল হয় না;—যতবার আরম্ভ করেন, ততবারই বিফল হয়। মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমার পৃষ্ঠে যে সমস্ত ওষধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—আমি দেখিলাম, অব্রতধারী দুষ্ট লোকেই সে সকল ভোগ করিতেছে এবং আপনার সদৃশ লোকপালেরাও চৌরাদি-নিবারণ দ্বারা আমার পালন ও যজ্ঞাদি-প্রবর্ত্তন দ্বারা আমার আদর করিতেছেন না। সকল লোকেই চৌর হইয়া উঠিতেছে; অতএব যজ্ঞার্থ সেই সমস্ত ওষধি গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি। ১—৭। যদি আমি এরূপ না করিতাম, তবে দুষ্ট ব্যক্তিরা সমুদায় খাইয়া ফেলিত,—ওষধি সকলের নামও শুনিতে পাইতেন না এবং যজ্ঞাদি-সিদ্ধিও হইতে পারিত না। সেই সকল ওষধি আমার উদরস্থ হইয়া কাল বশতঃ জীর্ণ হইতেছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি উপায় দ্বারা তৎসমুদায়কে উদ্ধার করুন, আমাকে বধ করিলে কি হইবে? হে বীর! আমি আপনার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি। আপনি আমার বৎস, দোহনপাত্র এবং দোগ্ধা আনিয়া উপস্থিত করুন। আমি বাসনানুরূপ ক্ষীরময় সামগ্রী সকল প্রদান করিব। প্রাণী সকলের অভীপ্সিত এবং বলকর অন্নও নিঃসৃত করিয়া সকলের বাসনা পূর্ণ করিব। মহারাজ! অগ্রে আমাকে সমতল করুন। দেবতা যেমন সর্ব্বত্র সমানভাবে জল বর্ষণ করেন, সেইরূপ আমার দুগ্ধ যেন বর্ষা অপগত হইলেও সর্ব্বস্থানে সমান রূপ দৃষ্ট হয়।' পৃথিবীর এই সমস্ত প্রিয় অথচ হিত বাক্য শুনিয়া পৃথ্বীপতি পৃথুর পরিতোষ জন্মিল; তিনি মনুকে বৎস করিয়া স্বীয় হস্তরূপ পাত্রে ওষধি সকল দোহন করিলেন। বৎস বিদুর! রাজা পৃথু যেমন দোহন করিলেন, অন্যান্য ব্যক্তিরাও সেইরূপ সর্ব্বত্র দোহন করিয়া পৃথিবী হইতে সার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ঋষি প্রভৃতি অন্যান্য পঞ্চদশ ব্যক্তি স্ব স্ব অভিলাষানুসারে বশীভূতা পৃথিবী দোহন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮—১৩। ঋষিগণ, বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করিয়া আপনাদের বাক্য, মনঃ ও শ্রবণরূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে বেদময় পবিত্র দুগ্ধ দোহন করিলেন। পরে দেবগণ, ইন্দ্রকে বৎস করিয়া স্বর্ণপাত্রে অমৃত, মানসিক শক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং দেহশক্তিরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। তাহার পর দৈত্য ও দানবগণ, অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে বৎস করিয়া লৌহময় পাত্রে সুরা ও আসব দোহন করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল, বিশ্বাবসুকে বৎস করিয়া, পদ্মময় পাত্রে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-সহিত মধু দোহন করিয়া লইলেন। তদনন্তর পিতৃগণ অর্য্যমাকে বৎস করিয়া অপক্ব মৃণ্ময়পাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কব্য দোহন করিলেন। তাহার পর সিদ্ধগণ, ভগবান্ কপিলকে বৎস করিয়া আকাশপাত্রে অণিমাদি সিদ্ধি দোহন করিলেন এবং বিদ্যাধর প্রভৃতি খেচরগণও ঐ কপিলকেই বৎস কল্পনা করিয়া আকাশরূপ পাত্রে বিদ্যা দোহন করিয়া লইলেন। ১৪—১৯। কিংপুরুষাদি অন্যান্য মায়াবিগণ, ময় নামক দানবকে বৎস করিয়া মায়া দোহন করিয়া লইল। ঐ মায়া সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যক্ষ-রাক্ষস-পিশাচাদি মাংসাশিগণ, ভগবান্ রুদ্রকে বৎস করিয়া কপালপাত্রে রুধিররূপ আসব দোহন করিল। অহি-সর্প-বৃশ্চিকাদি দন্দশূক সকল, তক্ষককে বৎস করিয়া মুখরূপ পাত্রে স্ব স্ব জাতির বিষময় পয় দোহন করিয়া লইল। পশুগণ, ধরণী-দোহনার্থ বৃষভকে বৎস করিয়া অরণ্য-পাত্রে তৃণময় ক্ষীর দোহন করিল। এইরূপে বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট মাংসভোজী জন্তুগণ সিংহকে বৎস করিয়া স্ব স্ব দেহরূপ পাত্রে মাংসরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া লইল। পক্ষিগণ গরুড়কে বৎস কল্পনা করিয়া চর কীট ও ফলময় দুগ্ধ দোহন করিল। পাদপগণ, বটবৃক্ষকে বৎস করিয়া প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ রসরূপ দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লইল। পর্ব্বত সকল, হিমালয়কে বৎস করিয়া স্ব স্ব সানুপাত্রে বিবিধ ধাতুময় দুগ্ধ দোহন করিল। ২০—২৫। হে বিদুর! কত বলিব? সকলেই স্ব স্ব জাতির প্রধান ব্যক্তিকে বৎস কল্পনা করিয়া, পৃথুর বশীভূতা সর্ব্বকাম-প্রসবিনী পৃথিবী হইতে স্ব স্ব পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ বস্তুরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়াছিল। এই প্রকারে পৃথু প্রভৃতি অন্নভোজী জীব সকল, এই পৃথিবী হইতে বৎস-পাত্রাদি-ভেদে স্ব স্ব অভীষ্ট অন্ন দোহন করিয়া লয়েন। দোহন-কার্য্য সমাধা হইলে পৃথু, পৃথিবীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং দুহিতৃ-বাৎসল্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সস্নেহে তাঁহাকে দুহিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। প্রবল-পরাক্রম বেণতনয় রাজরাজ পৃথু, স্বীয় ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে প্রায় সমীকৃত করিলেন এবং তাহাকে দোহন করিয়া প্রজাদের জীবনোপায় করিয়া দিলেন। তিনি অবনীর উপরে নানা স্থানে প্রজাদিগের যথোপযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে গ্রাম, পুর, পত্তন, বিবিধ দুর্গ, ঘোষপল্লী, ব্রজ, শিবির, আকর, খেট, খর্ব্বট সকল নির্ম্মিত হইল। পৃথুর পূর্ব্বে ধরণীমণ্ডলে এ প্রকার পুর-গ্রামাদি ছিল না। গৃহাদি বাসভূমি পাইয়া প্রজা সকল নির্ভয়ে স্ব স্ব স্থানে পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।" ২৬—৩২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্রবধোদ্যত পৃথুকে ব্রহ্মার নিবারণ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "হে বিদুর! রাজর্ষি পৃথু যজ্ঞ করিতে মানস করিলেন এবং মনুর রাজত্ব ব্রহ্মাবর্ত্ত-দেশে সরস্বতী-নদীতীরে বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক শত অশ্বমেধের সঙ্কল্প করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ঐ ব্রহ্মাবর্ত্তের পূর্ব্বদিক্ দিয়া সরস্বতী সদা প্রবাহিতা। ইন্দ্র এই ব্যাপার অবগত হইয়া ভাবিলেন, 'আমিই এক শত অশ্বমেধ করিয়াছিলাম, তাই আমার নাম 'শতক্রতু' হইয়াছে; এ ব্যক্তি আমার অপেক্ষাও অধিক কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইল।' সুতরাং পৃথুর ঐ যজ্ঞ-মহোৎসব তাঁহার সহ্য হইল না। বিষ্ণু সেই মহাযজ্ঞে সাক্ষাৎ যজ্ঞপতিরূপে দৃষ্ট হন। ব্রহ্মা এবং শিবও তাঁহার সহিত বর্ত্তমান ছিলেন এবং মুনিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরা সকল স্ব স্ব অনুচরবর্গ ও লোকপালদিগের সহিত সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ভগবানের যশঃকীর্ত্তন করেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব ও গুহ্যক; সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি ভগবানের প্রধান প্রধান পার্ষদ; কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় ও সনকাদি মহাভাগবত; যোগীশ্বরগণ এবং যাঁহারা ভগবানের সেবায় সদা সমুৎসুক, তাঁহারা—সকলেই ঐ যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। ১—৬। সর্ব্বকামদাত্রী যজ্ঞভূমি ধেনুরূপা হইয়া যজমান পৃথুকে সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত কাম্যবস্তু প্রদান করিলেন। তত্রত্য নদী সকল, ইক্ষু-দ্রাক্ষাদির সমস্ত রস বহন করিল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাদপ হইতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র, মধু ও যাবকাদি অন্ন প্রসূত হইল। সিন্ধু সকল, রত্নরাজি-পরিপূর্ণ ছিল; এবং পর্ব্বত সকল,—চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়—চতুর্ব্বিধ খাদ্য-সামগ্রী আহরণ করিয়া দিল। অধিক কি, লোকপালদিগের সহিত সকল লোক নানা সামগ্রী আনিয়া সংযোজনা করিল। পৃথুরাজ অধোক্ষজকে আপন নাথ বলিয়া শরণ লইলেন; সুতরাং তাঁহার যজ্ঞকর্ম্মের ঐরূপ অত্যাশ্চর্য্য বৃদ্ধি হইল। কিন্তু ইন্দ্র তাহা সহ্য করিতে না

পারিয়া যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। পৃথু যখন শেষ-অশ্বমেধ দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, সেই সময়ে ইন্দ্র প্রচ্ছন্নবেশে ঈর্ষা বশতঃ যজ্ঞপশুটী চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি অশ্ব লইয়া আকাশ-পথে পলাইয়া যাইতেছেন,—এমন সময়ে মহর্ষি অত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্র পাষণ্ড-বেশের বর্ম্ম ধারণ করিয়া অধর্ম্মে ধর্ম্ম-ভ্রম জন্মাইতেছেন। অত্রি দেখিবামাই বিরক্ত হইলেন এবং পৃথু-পুত্রকে বলিলেন, 'অশ্বচোরকে বধ কর।' পৃথু-তনয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং 'থাক্ থাক্' এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৭—১৩। ইন্দ্রের আকার দেখিয়া রাজকুমার ভাবিলেন,—ইনি বুঝি শরীরধারী ধর্ম্ম; কারণ, ইঁহাকে জটিল ও ভস্মাচ্ছন্ন দেখিতেছি।' সেই জন্ত তিনি দেবরাজের প্রতি বাণ পরিত্যাগ না করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অত্রি দেখিলেন,—পৃথু-তনয় ত অশ্ব-চোরের প্রাণবধ না করিয়াই প্রত্যাগমন করিতেছেন; সুতরাং পুনরায় যথার্থ উৎসাহিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'বৎস! দেবাধম ইন্দ্র তোমার পিতার যজ্ঞ-বিনাশকারী, ইহাকে বধ কর।' পক্ষী-রাজ জটায়ু যেমন রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহর্ষি অত্রির এই বাক্য শুনিয়া রাজকুমার উৎকট ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অপকারী দেবরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গেলেন। সে সময় ইন্দ্র, অশ্ব লইয়া আকাশপথে ত্বরান্বিত হইয়া পলায়ন করিতেছিলেন। পৃথুতনয়কে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া, তাঁহার নিমিত্ত অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া এবং আপনার ঐ পাষণ্ড-রূপ ছাড়িয়া ইন্দ্র অন্তর্দ্ধান করিলেন। বীরবর রাজপুত্র স্বীয় অশ্ব গ্রহণ করিয়া পিতার যজ্ঞস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। নৃপনন্দনের ঐ অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া ঋষি সকল প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তুষ্ট হইয়া তাঁহার নাম 'বিজিতাশ্ব' রাখিলেন। ইন্দ্রের এখনও যজ্ঞবিঘ্ন করিবার বাসনা সম্পূর্ণ রহিল। সেই অশ্ব যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইলে, তিনি নিবিড় অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া প্রচ্ছন্নবেশে যূপকাষ্ঠ হইতে তাহা পুনর্ব্বার চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। সেই অশ্ব স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। ইন্দ্র শৃঙ্খল ছেদন করিতে না পারিয়া শৃঙ্খল সহ অশ্ব উঠাইয়া লইলেন। ১৪—১৯। ইন্দ্র, অশ্ব লইয়া আকাশপথে যাইতে থাকিলে, অত্রি পুনরায় দেখিতে পাইলেন এবং পৃথু-পুত্রকে পুনরায় দেখাইয়া দিয়া অশ্ব ফিরাইয়া আনিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র,—কপাল ও খট্বাঙ্গ ধারণ করিয়া দৌড়িতেছিলেন; এবার পৃথুতনয় তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন না,—অত্রির কথায় ইন্দ্রের প্রতি ধবত্ত শর নিক্ষেপ করিলেন। দেবরাজ তখন অশ্ব এবং আপনার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র যে যে রূপ পরিত্যাগ করিলেন, তাহা অতি নিন্দনীয়; মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐ সকল গ্রহণ করিল। ইন্দ্র, অশ্ব চুরির বাসনায় ঐ সকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; অতএব ঐ সকল মূর্ত্তি পাপময় এবং পাষণ্ডের চিহ্ন। পৃথুর যজ্ঞে বিঘ্ন জন্মাইবার বাসনায় ইন্দ্র, অশ্ব অপহরণপূর্ব্বক যে যে বেশ গ্রহণ এবং ত্যাগ করেন, তাহাতে জৈন, বৌদ্ধ ও কাপালিক-আদি পাষণ্ড-মতের সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও সে সকল ধর্ম্মপথ নহে, তথাপি ভ্রম বশতঃ ধর্ম্ম বলিয়া প্রায় ঐ সকলেই মানবদিগের বুদ্ধি আসক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল মত আপাততঃ রমণীয় এবং হেতুবাদ বিষয়ে নিপুণ; সুতরাং আশু মন হরণ করে। ২০—২৫। এই সকল ব্যাপার যখন বিপুল-পরাক্রম পৃথুর গোচর হইল, তখন তিনি ইন্দ্রের প্রতি কুপিত হইলেন এবং ধনু উদ্যত করিয়া শর-সন্ধানের উপক্রম করিলেন। যজ্ঞস্থলে যে সকল ঋত্বিক্ যজ্ঞ করিতেছিলেন, তাঁহারা পৃথুকে ইন্দ্র-বধার্থ ক্রোধে কম্পমান দেখিয়া নিবারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—'মহারাজ! এ সময় শাস্ত্র-বিহিত পশুবধ ব্যতীত অন্ত কিছু বধ করা আপনার উচিত নহে। ইন্দ্র, হিংসা বশতঃ আপনার যজ্ঞ নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; আপনার প্রতাপ দ্বারাই তিনি হতপ্রভ হইলেন। আমরা বলবান্ আহ্বান-মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে যজ্ঞভূমিতে আনিতেছি। তিনি আগমন করিলে, আমরাই অগ্নিতে আহুতি দিয়া ইন্দ্রকে বধ করিব। তাহা হইলে তিনি যেমন অমঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন, তদুপযুক্ত ফল পাইবেন।' বৎস বিদুর! ঋত্বিকেরা পৃথুকে এই প্রকার কহিয়া ক্রোধে স্রুক্ গ্রহণ করিয়া হোম আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া নিষেধ করিয়া কহিলেন, 'হে ঋত্বিক্ সকল! তোমরা যজ্ঞে আহুতি দিয়া যাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, যজ্ঞ দ্বারা পূজিত সমস্ত দেবতা তাঁহার দেহ; তাঁহার একটী নাম যজ্ঞ; সেই যজ্ঞ ভগবানের অবতার; সুতরাং যজ্ঞ দ্বারা কি যজ্ঞের বিনাশ হয়? দ্বিজগণ! তিনি পুনর্ব্বার পাষণ্ডপথ সৃষ্টি করিতে পারেন। চাহিয়া দেখ, এই একবার অন্যায় করিয়া রাজার যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার বাসনায় কতদূর ধর্ম্মবিপর্য্যয় করিলেন। অতএব আর যজ্ঞ করিও না, রাজার যে নিরানব্বইটী যাগ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাই থাকুক; নিরানব্বইটী যজ্ঞ দ্বারাই ইঁহার কীর্ত্তি ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক হইবে।' অনন্তর তিনি পৃথুকে কহিলেন, 'রাজন্! তুমি মুক্তির অভিলাষ কর; তোমার সকল যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে করিবার প্রয়োজন কি? ২৬—৩২। ইন্দ্র তোমার আত্মস্বরূপ; ক্রোধ করা তোমার উচিত নহে। ইন্দ্র এবং তুমি—দুই জনেই ভগবানের দেহ, সুতরাং তোমরা পরস্পর এক। হে মহাভাগ! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার বাক্য শুন;—যে কর্ম্ম দৈবকর্ত্তৃক বিনষ্ট, তাহা করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি চিন্তা করে, তাহার মন অতিশয় কষ্ট হইয়া বিষম মোহে অভিভূত হয়; কখন শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় না। ইন্দ্রকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য; তাহা করিলে দেবতাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ হইবে। ইন্দ্রকর্ত্তৃক যে সকল পাষণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আর যজ্ঞ করিও না। এই চাহিয়া দেখ, যে ইন্দ্র অশ্ব চুরি করিয়া তোমার যজ্ঞ-বিঘ্নকারী হইয়াছিলেন, তাঁহার সৃষ্ট এই সকল পাষণ্ড, ধর্ম্মকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। হে রাজন্! তুমি বিষ্ণুর অংশ, তুমি ধর্ম্মের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ। এই ধর্ম্ম তোমার পিতা বেণের অত্যাচরণে লুপ্ত হইতেছিল; ইহার পরিত্রাণার্থ বেণদেহ হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিশ্বের উৎপত্তি বিচার করিয়া যে সকল ঋষি দ্বারা তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, সেই সকল ঋষির সঙ্কল্প পূর্ণ কর। এই যে পাষণ্ড-মার্গ, ইহা ইন্দ্রের মায়া, ইহা উপধর্ম্মের প্রসূতি; ইহাকে বিনাশ কর।' ৩৩—৩৮। লোকগুরু ব্রহ্মা এই প্রকার আজ্ঞা করিলে পৃথুরাজ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিলেন; তাহার পর ইন্দ্রের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করাতে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব হইল। অনন্তর ভূরিকর্ম্মা পৃথু যজ্ঞান্ত স্নান করিলে পর, দেব ও ঋষিগণ তাঁহার যজ্ঞে পূজিত হইয়া পৃথুকে বর প্রদান করিতে লাগিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ, তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত দক্ষিণা প্রাপ্ত হওয়াতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ-পূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি যে সকল পিতৃ, দেব, ঋষি এবং মানবদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, দান মান দ্বারা তাঁহারা সকলেই উত্তমরূপে পূজিত হইয়াছেন।' ৩৯—৪২।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

পৃথুকে ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ উপদেশ-প্রদান।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! ভগবান্ যজ্ঞপতিও পৃথুর যজ্ঞে ইন্দ্রের সহিত উপস্থিত হইয়া সুন্দররূপে পূজিত হইলেন এবং ইন্দ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পৃথুকে কহিতে লাগিলেন—'রাজন! ইনি তোমার শত অশ্বমেধের বিঘ্ন করিয়াছিলেন; এখন ক্ষমা চাহিতেছেন; ইঁহাকে ক্ষমা কর। এই জগতে যে সকল ব্যক্তি সুবুদ্ধি, সাধু ও প্রধান, তাঁহারা প্রাণিহিংসা করেন না; কারণ, তাঁহাদের এরূপ জ্ঞান আছে যে, শরীর আত্মা নহে। তোমার ন্যায় পুরুষেরাও যদি দেবমায়ায় মুগ্ধ হয়, তবে তোমাদের দীর্ঘকাল বৃদ্ধসেবা কেবল শ্রমমাত্র। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই দেহকে অবিদ্যা, কাম এবং কর্ম্ম দ্বারা আরব্ধ বলিয়া জানেন, সুতরাং তাঁহাদের দেহে আসক্তি হয় না। দেহের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন গৃহ, সম্পদ্ এবং পুত্রাদিতে আর কোন্ ব্যক্তির মমতা হইবে? ১—৬। এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। আত্মা এক, শুদ্ধ; স্বপ্রকাশ, নির্গুণ, গুণের আধার, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র অনাবৃত এবং সাক্ষিস্বরূপ। কিন্তু দেহ এরূপ নহে। সেই দেহস্থিত আত্মাকে যিনি জানিতে পারেন, তিনি দেহধারী হইলেও দেহের বিকারে দ্বারা লিপ্ত হন না; কারণ, তিনি আমাতেই অবস্থিত। যিনি নিষ্কাম ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া স্বধর্ম্ম দ্বারা সদাই আমার ভজনা করেন, তাঁহারই মন অল্পে অল্পে প্রসন্ন হয়। মন প্রসন্ন হইলেই গুণ হইতে মুক্ত হইয়া সে ব্যক্তি তত্ত্বদর্শী হয়। তখন সে আমার ঔদাসীন্যরূপে অবস্থানরূপ কৈবল্য-নামধেয় পরম শান্তি অনুভব করিতে থাকে। আত্মা কূটস্থ; এই আত্মাকে যাঁহারা দেহ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় এবং মনের অধ্যক্ষ স্বরূপে অবস্থিত বোধ করেন, তাঁহাদিগকে আর সংসার-ভয়ে নিপীড়িত হইতে হয় না। ঐ সকল জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণে এইরূপ বোধ উদিত হয় যে, লিঙ্গ, শরীর, দ্রব্য, ক্রিয়া, কারক এবং চেতনাময় ঐ দেহেরই সংসারভোগ হইয়া থাকে। শোকাদি দ্বারা তাঁহাদের কোন বিকার হয় না; কারণ তাঁহারা আমাতেই একভাবে প্রণয় বদ্ধ করিয়া নিশ্চল হইয়া থাকেন। ৭—১২। হে রাজন্! তুমি জ্ঞানী, সুখ-দুঃখে সমান ও উত্তম-মধ্যম-অধমে সমবুদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয় এবং মন জয়-পূর্ব্বক প্রজাপালন কর। একাকী কিরূপে সর্ব্বপ্রজা পালন করিব, এমন আশঙ্কা করিও না। আমি তোমার রাজ্যাঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হও। প্রজা পালনই রাজার প্রধানধর্ম্ম। প্রজারা যে সকল পুণ্যানুষ্ঠান করে, পরলোকে রাজা তাহার ষষ্ঠ অংশ ভোগ করেন। যিনি রাজা হইয়া প্রজাপালন না করেন, প্রজারা তাঁহার পুণ্য হরণ করিয়া লয়। তিনি প্রজাদিগের নিকট যে কর গ্রহণ করেন; তাহাতে কেবল তাঁহার প্রজাবর্গের পাপ ভোজন করা হয়। তুমি যদি ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত এই ধর্ম্মকেই প্রধান ও অর্থ-কামকে প্রাসঙ্গিক বোধ কর এবং এই ধর্ম্মেই অনুরাগ প্রকাশপূর্ব্বক প্রজার পালন কর, তাহা হইলে প্রজাগণ তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবে এবং অল্প দিনের মধ্যে সিদ্ধ মহর্ষিদিগকে আপনার গৃহে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। হে মানবেন্দ্র! আমি তোমার সদ্গুণ, সংস্বভাব দ্বারা বশীভূত হইয়াছি; এক্ষণে আমার নিকট কোন বর প্রার্থনা কর। যজ্ঞ অথবা তপস্যা কিংবা যোগ দ্বারা আমি সহজপ্রাপ্য নহি। যাহাদের ভেদজ্ঞান নাই, তাঁহাদের মধ্যেই আমি বর্ত্তমান থাকি।' পৃথু, লোক-গুরু হরি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তাঁহার আজ্ঞা মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে শতাশ্বমেধ-যাজী ইন্দ্র অশ্বাপহরণরূপ স্বীয় কর্ম্মে লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক পৃথুর চরণদ্বয় স্পর্শ করিতে লাগিলেন। পৃথু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলেন। ১৩—১৮। অনন্তর ভগবান্ স্বস্থানে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তিনি গমনার্থ ব্যগ্র হইলেও পৃথুর প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণার্থ কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে পৃথু বিবিধ প্রকার উপহার আহরণপূর্ব্বক তাঁহার পূজা-পরিবর্দ্ধিত ভক্তি দ্বারা তদীয় চরণ-কমল ধারণ করিলেন। শ্রীহরি, সাধুজনের সুহৃদ্; পৃথুর ঐ প্রকার ভক্তি দেখিয়া পদ্মপলাশ-লোচন দ্বারা তৎপ্রতি করুণাদৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আদিরাজ পৃথু, নারায়ণকে দর্শন ও স্তব-করণার্থ অঞ্জলি-বন্ধন করিলেন; কিন্তু তাঁহার লোচন-যুগ অশ্রু দ্বারা পরিপূর্ণ হইল, সুতরাং তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না এবং বাষ্পোদ্গম হওয়াতে কণ্ঠও রুদ্ধ হইল,—কথা কহিতেও শক্তি রহিল না। সুতরাং তিনি তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হইয়া হৃদয় দ্বারা শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। অনন্তর পৃথু চক্ষের জল মুছিয়া শ্রীহরিকে অতৃপ্ত-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। তখন হরি আপনার চরণ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিলেন এবং গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে হস্তাগ্র বিন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। পৃথু ভগবান্‌কে কহিতে লাগিলেন,—'বিভো! যে সকল দেবতা বরপ্রদ, আপনি তাহাদেরও প্রভু। আপনার নিকট হইতে জ্ঞানী ব্যক্তি কি দেহীর বিলাস-ভোগ্য বর প্রার্থনা করিতে পারে? ঐ সকল ভোগ্য-বস্তু নারকীদিগেরও আছে। হে কৈবল্যপতে! ঐ সকল বরে আমার প্রয়োজন নাই। হে নাথ! মোক্ষপদেও যদি সাধু-পুরুষদিগের বদন-মধুকর দ্বারা চরণাম্বুজের মধু পাইবার আশা না থাকে, তবে ঐ কৈবল্যপদও আমি কখন প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই,—হৃদয় পূর্ণ করিয়া যেন আপনার যশ শ্রবণ করিতে পারি, আমাকে দশ সহস্র কর্ণ প্রদান করুন;—ইহার আমার একমাত্র প্রার্থনা। ১৯—২৪। হে দেব! আপনার চরণপদ্মের কণামাত্র মধু বহন করিয়া যে বায়ু মহদ্ব্যক্তিদিগের মুখ হইতে নির্গত হয়, তাহা দ্বারা পুনর্ব্বার কুযোগীদিগকে তত্ত্বজ্ঞান দান করা যাইতে পারে। আমি তদ্ভিন্ন অন্য বর চাহি না। হে মঙ্গলকীর্ত্তে! আপনার যশ পরম-মঙ্গল স্বরূপ। সাধুসঙ্গ দ্বারা যে ব্যক্তির তাহা একবার কর্ণগোচর হয়, সে গুণজ্ঞ হইলে আর কি তাহা হইতে বিরত হইতে পারে? পশু বিনা অন্য কাহারও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয় না। স্বয়ং লক্ষ্মী সমস্ত গুণলাভ করিবার বাসনায় ঐ যশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি লক্ষ্মীর ন্যায় উৎসুক হইয়া অন্য বর পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আপনারই সেবা করিব। সর্ব্বপুরুষের মধ্যে আপনি উত্তম। আপনি সর্ব্বগুণের আবাসভূমি। লক্ষ্মীর অন্তঃকরণ আপনার চরণ-কমলে অনুক্ষণ আসক্ত; আমিও তাহাতেই আত্মা-মন সমর্পণ করিতেছি। এক পতির নিমিত্ত উভয়ে অভিলাষী। আমাদের ত পরস্পর বিরোধ হইবে না? হে জগদীশ! জগজ্জননী লক্ষ্মীর কার্য্যে অনুকরণ করিবার নিমিত্ত আমার যত্ন হইতেছে। আপনি দীনবৎসল; দীনের প্রতি দয়া করিয়া সামান্য কার্য্যও যথেষ্ট করিয়া থাকেন; সুতরাং আমার কার্য্য অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। প্রভো! আপনি স্বরূপেই সদা অবস্থিত আছেন, লক্ষ্মীকে আপনার প্রয়োজন নাই। হে ভগবন্! আপনি দীন-বৎসল; মায়াগুণের কার্য্য আপনাতে নাই, এইজন্য সাধু-পুরুষেরা আমোদের পরেও আপনার সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ঐ প্রকার সেবার প্রয়োজন, আপনার চরণ-কমলের স্মরণ মাত্র; তদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণ দেখিতে পাই না। 'বর লও' আপনি এই যে একটী কথা বলিয়াছেন, তাহা জগতের মোহকারিণী; কারণ, আপনার বাক্যরূপ রজ্জুতে জনগণ বদ্ধ না হইলে কি ফল প্রত্যাশায় মুগ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ

কর্ম্ম করিত? আপনি সত্যস্বরূপ; আপনার মায়া দ্বারা পৃথক্-কৃত হইয়া লোক, পুত্রাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে। পিতা যেমন আপনা হইতে পুত্রের হিতকামনা করেন, আপনার সেইরূপ স্বয়ংই ইহাদের হিত-চেষ্টা করা উচিত।' ২৫—৩১। পৃথু এই প্রকারে স্তব করিলে ভগবান্ কহিলেন, 'রাজন্! তুমি ভক্তির নিমিত্ত অত্যন্ত অভিলাষ করিতেছ; আমার প্রতি তোমার ভক্তি হইবে। তোমার প্রবল ভাগ্য, তাহাতেই এই প্রকার বুদ্ধি হইয়াছে; এইরূপ বুদ্ধি দ্বারাই পণ্ডিতেরা মদীয় সুদুস্তর মায়া অতিক্রম করিয়াছেন। আমি যাহা আজ্ঞা করিলাম, এক্ষণে সাবধান হইয়া পালন কর। যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহার সর্ব্বত্রই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।' ভগবান্ এইরূপে পৃথুর বচনে আনন্দ প্রকাশ করিলে, পৃথু তাঁহার উপযুক্ত পূজা করিলেন এবং দেব, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা, মর্ত্ত্য, খেচর ও অন্যান্য যে সকল প্রাণী এবং ভগবানের যে সমস্ত অনুচর ও পার্ষদ যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন, পৃথু সম্ভাষণাদি দ্বারা তাঁহাদের সকলের যথাযোগ্য পূজা করিলেন। ভগবান্ যখন স্বধামে যাত্রা করিলেন, তখন যেন ঋত্বিক্‌দিগের মন হরণ করিয়া লইয়া চলিলেন। ভগবান্ নয়ন-পথের অতীত হইলে, পৃথু সেই দেবদেব শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।" ৩২—৩৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞসভায় পৃথুকর্ত্তৃক প্রজাবর্গের প্রতি অনুশাসন।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! পৃথুরাজ যখন নগরমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন—নগর অসংখ্য মুক্তা, পুষ্প, মাল্য, দুকূল ও স্বর্ণতোরণে সুশোভিত এবং সুগন্ধি ধূপে বাসিত হইতে লাগিল। রাজপথ, ক্ষুদ্রপথ এবং চত্বর সকল চন্দন ও অগুরুমিশ্রিত জলে সিক্ত হইল। পুষ্প, ফল, আতপ-তণ্ডুল, যবাঙ্কুর, লাজ এবং দীপ—এই সকল দ্বারা নানা স্থান শোভিত হইল। ফল-পুষ্পযুক্ত কদলী-বৃক্ষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুবাক-বৃক্ষ এবং বিবিধ [illegible]-পল্লব-মালা দ্বারা চারিদিকে সজ্জিত হইয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। প্রজাবর্গ এবং কন্যাগণ সমুজ্জ্বল মণিকুণ্ডলে অলঙ্কৃত হইয়া দীপমালা এবং দধি প্রভৃতি নানা মাঙ্গল্য সামগ্রীসহ তাঁহাকে আনয়নার্থ প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পৃথু, শঙ্খ-দুন্দুভিশব্দ এবং ঋত্বিক্‌গণের উচ্চারিত বেদধ্বনি দ্বারা স্তূয়মান হইয়া অতি বিনীত-ভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী সমস্ত ব্যক্তি মিলিত হইয়া পৃথুর পূজা করিল। বরদাতা পৃথুও তাহা-দের প্রতিপূজা করিলেন। পৃথুর কার্য্য উৎকৃষ্ট; তিনি মহত্তের মহৎ; তিনি সকলের পূজ্যতম। তিনি বহু সৎকার্য্য দ্বারা আপনার যশ বিস্তারপূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিলেন এবং অন্তিমে শ্রীহরির পরম-পদে আরোহণ করিলেন।" ১—৭। সূত, শৌনককে কহিলেন,—পরম ভাগবত বিদুর, মহর্ষি মৈত্রেয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। পৃথুর যশ অশেষ গুণ দ্বারা বর্দ্ধিত। গুণশীল ব্যক্তিরা সর্ব্বদা সেই অশেষ গুণের সমাদর করিয়া থাকেন। বিদুর তাহা শ্রবণ করিয়া মুনিবর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসিলেন, "ব্রহ্মন্! সেই অদ্ভুতকর্ম্মা পৃথু আর কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? যে পৃথু, বাছুর দ্বারা ধেনুরূপিণী পৃথিবী দোহন করেন, দেবগণ দ্বারা যে পৃথু সদা সম্মানিত, ব্রাহ্মণগণ যাঁহার অভিষেক করেন, যিনি স্বীয় বাহুতে বিষ্ণুতেজ ধারণ করেন, যে পৃথুর বিক্রমের উচ্ছিষ্ট-স্বরূপ স্ব স্ব অভীষ্ট উপভোগ করিয়া যাবতীয় রাজা, লোক এবং লোকপালগণ আজিও জীবিত রহিয়া-ছেন,—কোন্ ব্যক্তি সেই পৃথুর গুণকীর্ত্তন শ্রবণ না করিবে? তাঁহার বিশুদ্ধ কর্ম্ম সকল বলিতে আজ্ঞা হউক।" মৈত্রেয় কহিতে লাগিলেন, "আদিরাজ পৃথু,—গঙ্গা এবং যমুনা—এই দুই নদীর মধ্যস্থিত ভূমিতে বাস করিয়া, ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় করিবার বাসনায় প্রাক্তন কর্ম্মারব্ধ বিবিধ ভোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু জন্মান্তরে ভোগ করিতে হইবে—এ নিমিত্ত কোন কর্ম্ম করিলেন না। একমাত্র তিনিই সপ্তদ্বীপ মধ্যে দণ্ডধারী হইলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হইল। আদিরাজ পৃথু,—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি কখন দণ্ড বিধান করেন নাই। মহারাজ পৃথু একদা আর একটী মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষি—সকলেরই সমাগম হইল। ৮—১৩। পূজনীয় ব্যক্তিগণের যথাযোগ্য পূজা হইলে পৃথু, তারাদল-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় সভামধ্যে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলেন। তাঁহার শরীর উন্নত, বর্ণ গৌর, বাহুদ্বয় স্থূল অথচ দীর্ঘ, নয়ন-যুগল পদ্মতুল্য অরুণ-বর্ণ, নাসিকা সুন্দর, বদন মনোহর, প্রকৃতি ধীর, স্কন্ধদ্বয় উন্নত, দন্ত এবং হাস্য রমণীয়। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, কটি বৃহৎ, উদর অধোগ্র-অশ্বত্থ-পত্র-তুল্য ত্রিবলী দ্বারা শোভিত, নাভিদেশ আবর্ত্তের ন্যায় গম্ভীর, ঊরুদ্বয় সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল এবং চরণদ্বয় উন্নতাগ্র। তাঁহার মস্তকের কেশ সূক্ষ্ম, কুটিল ও কৃষ্ণবর্ণ, অথচ সুস্নিগ্ধ; গলদেশ কম্বুসদৃশ তিনটী রেখায় অঙ্কিত; পরিধান ও উত্তরীয় মহামূল্য পট্টবস্ত্র। যজ্ঞের নিয়ম হেতু তাঁহার দেহে কোন ভূষণ ছিল না; ভূষণে ভূষিত না থাকিলেও গাত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল। তিনি কৃষ্ণাজিনধারী ও কুশ-হস্ত হইয়া যজ্ঞের সমস্ত কার্য্য স্বয়ং করিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষের তারকাযুগল স্নিগ্ধ; তিনি তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে সভ্যগণ! সমগ্র সাধু-ব্যক্তির এখানে সমাগম হই-য়াছে, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আপনাদের মঙ্গল হউক; সাধুব্যক্তিদিগের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসু লোকের স্ব স্ব মনের অভিলাষ ব্যক্ত করা উচিত। ১৪—২১। আমি প্রজানুশাসনচ্ছলে আপনা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন; জগদী-শ্বর আমাকে দণ্ডধর করিয়া প্রজাবর্গের জীবিকা দান ও পরিপালন নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে সকলকে স্থাপন করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে মহোদয়গণ! প্রাক্তন-কর্ম্ম-সাক্ষী ঈশ্বর যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, বেদবেদী পণ্ডিতেরা তাঁহার যে সমস্ত লোক-প্রাপ্তির কথা বলিয়া থাকেন, ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমি যেন সেই সর্ব্ব-অভিলাষ-সম্পূর্ণ লোক লাভ করিতে পারি। যে রাজা, প্রজাদিগকে তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম শিক্ষা না দিয়া কর গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাপুঞ্জের পাপভাগী হইয়া আপন ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আমি তোমাদের প্রভু। আমার পিণ্ডদানবৎ পরলোক-হিতার্থ তোমরা ভগবান্ শ্রীহরির চরণ-কমলে মতি রাখিয়া কেবল স্বধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর,—তাহা হইলে আমার প্রতি তোমাদের যথেষ্ট কৃপা করা হইবে। কর্ত্তার, শিক্ষাদাতার এবং অনুমোদয়িতার পরলোকে যে ফল হয়, সেইরূপ ফলে আপনাদের অনুমোদন হউক। দেখুন, কোন ব্যক্তির মতে যজ্ঞপতি নামে একজন পরমেশ্বর আছেন এবং কোন কোন মতে ইহকাল ও পরকাল—উভয়কালেই ভোগভূমি শরীর সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২২—২৭। মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত এবং পিতামহ অঙ্গরাজ,—এই সকল মহাত্মার ও তাদৃশ অন্যান্য ব্যক্তিদের এবং অজ, ভব, প্রহ্লাদ, বলি—ইঁহাদের মতেও একজন ফলদাতা পরমেশ্বর অবশ্য আছেন। কেবল মৃত্যুর দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি

কতকগুলি অধার্ম্মিক লোকই উহা স্বীকার করেন নাই। আহা! তাঁহাদের অবস্থা কতদূর শোচ্য! ধর্ম্ম-অর্থ-কাম, স্বর্গ এবং মোক্ষ, এই সকলের পরস্পর একাত্মতা দৃষ্ট হইতেছে। কর্ম্ম জড়, পরক্ষণেই নষ্ট হইয়া যায়,—তাহার এমন ক্ষমতা নাই যে, ফল প্রদান করিতে পারে এবং স্বাতন্ত্র্যাভাব প্রযুক্ত দেবতারাও ফলদানে অক্ষম। আরও দেখুন, কর্ম্ম কোথাও সিদ্ধ হয়, কোথাও অসিদ্ধ হয়, কোথাও বা অন্যথা হইয়া থাকে; অতএব পরমেশ্বর অবশ্যই আছেন, তাঁহা হইতেই কর্ম্মফল সিদ্ধ হয়। একমাত্র পরমেশ্বরই জীব সকলের মোক্ষফল-দাতা; তদ্ব্যতীত অন্য কোন দেবতার মুক্তি দিবার সাধ্য নাই। যাঁহার পাদপঙ্কজের সেবাভিলাষও পাদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা সুর-তরঙ্গিণীর ন্যায় সংসারতাপে তাপিত জীবগণের বহু-জন্মকৃত মনোমালিন্য দূর করে এবং যাঁহার চরণমূল আশ্রয় করিলে পুরুষের মানসিক অশেষ মল দূরীভূত ও বৈরাগ্য দ্বারা বিজ্ঞান সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে,—যদ্দারা পুনর্ব্বার ক্লেশাবহ সংসার প্রাপ্ত হইতে হয় না, তোমরা কপটতা পরিহারপূর্ব্বক আত্মবৃত্তি অধ্যাপনাদি, এবং মন, বাক্য, ধ্যান, স্তব ও পরিচর্য্যা দ্বারা নিত্য তাঁহারই উপাসনা কর। তাঁহার পাদপদ্ম হইতে সকল কামই প্রাপ্ত হইবে। তোমাদের যেমন অধিকার আছে, সেইরূপ উপাসনা কর,—তাহাতেই প্রয়োজন পূর্ণ হইবে। ২৮—৩৩। সেই নির্গুণ ভগবান্ যদিও বিজ্ঞানরাশি-স্বরূপ এবং এক, তথাপি পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, আশয়, লিঙ্গ, নাম—এই সকল দ্বারা নানা বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া কর্ম্মমার্গে যজ্ঞরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যাগ-যজ্ঞের ন্যায় ঐ সকলের ফলও ভগবানের স্বরূপ। কারণ, তিনি পরমানন্দ স্বরূপ হইয়াও শরীরাভ্যন্তরে বিষয়াকার বুদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং অগ্নি যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত হইয়া কাষ্ঠের ধর্ম্ম দৈর্ঘ্য-হ্রস্বাদি-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, ভগবান্‌ও সেইরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। এই দেহ,—প্রধান কাল, আশয়, ধর্ম্ম—এই সকলের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাতে বিষয়াকারা বুদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে। আহা! এই সমস্ত পুরুষ আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ বিতরণ করেন, যেহেতু ইহাঁরা এই ভূমণ্ডলে দৃঢ়ব্রত হইয়া স্বধর্ম্মযোগে সর্ব্বগুরু ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়া থাকেন। আমার প্রার্থনা, যেন কোন রাজবংশের তেজ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের কুলে কখন আপন প্রভা প্রকাশ না করে। ঐ সকল ব্যক্তিদের কুল,—তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিদ্যা দ্বারা সর্ব্বদা দীপ্তি পাইয়া থাকে।’ তদনন্তর রাজা, সভাসদ্গণকে কহিলেন, ‘হে সভ্যগণ! হরি মহত্তমদিগের অগ্রগণ্য, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব; শ্রীহরিই ব্রাহ্মণগণের চরণ নিত্য বন্দনা করিয়া অচলা লক্ষ্মী এবং যশ লাভ করিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ সেবায় সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরের পরম প্রীতি হয়। তোমরা ভগবদ্ধর্ম্মে তৎপর হইয়া সেই ব্রাহ্মণকুলের সেবা করিও। ৩৪—৩৯। ব্রাহ্মণকুলের সেবা করিলে শীঘ্রই চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহাতে পুরুষের পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে। দেবতাদিগের পক্ষেও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সামগ্রী নাই। তোমরা বিপ্রকুলেরই সেবা কর, তাহা করিলেই যজ্ঞাদির ফল প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ হরিরও মুখ। দেবতার নাম দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের মুখে হোম করিলে শ্রীহরি সেই হবি যেমন ভোজন করেন, অচেতন হুতাশনে প্রক্ষেপ করিলে, তাঁহার তেমন ভোজন হয় না। আরও দেখ, যেমন দর্পণের ন্যায় এই বিশ্ব প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মণগণ—শ্রদ্ধা, তপস্যা, মঙ্গল, মৌন, ইন্দ্রিয়-সংযম এবং সমাধি দ্বারা সেই সনাতন নির্ম্মল বেদের নিত্য বিচার করিয়া থাকেন। আমি যেন যাবজ্জীবন সেই ব্রাহ্মণদিগের পদধূলি আপনার মুকুটোপরি বহন করিতে পাই। ব্রাহ্মণদিগের চরণধূলি যে পুরুষ নিত্য ধারণ করেন, তাঁহার পাপ দূর হইয়া যায় এবং সমস্ত গুণ স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে থাকে। ব্রাহ্মণসেবী পুরুষ এই প্রকারে সকল গুণের অভিলষণীয় হইয়া আপনা হইতেই সুশীল, কৃতজ্ঞ ও বৃদ্ধজনের আশ্রয় হইয়া উঠেন। তাহাকে সম্পত্তি সকল স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে অবলম্বন করে। ব্রহ্মকুল এবং গো সকল অথবা অনুচরগণ সহ ভগবান্ আমার প্রতি যেন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন।’ ৪০—৪৪। পৃথু, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি এই প্রকার ভক্তি প্রকাশ করিলে পিতৃগণ, দেবগণ ও বিপ্রগণ শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সাধুবাদ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, ‘পুত্র দ্বারা লোক সকল জয় হয়’ এই শ্রুতি যথার্থ। পাপী বেণ ব্রহ্মদণ্ডে হত হইয়াছিল। সে ব্যক্তিও পুত্র দ্বারা নরক হইতে নিস্তার পাইল। হিরণ্যকশিপু ভগবানের নিন্দা করিয়া নরক-প্রবেশোন্মুখ হইয়াছিল, পুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে তাহারও নরক হইতে পরিত্রাণ হইয়াছে। হে মহারাজ! তুমি শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর পিতা, তুমি শত শত বৎসর জীবিত থাক। সর্ব্বলোকের ভর্ত্তা ভগবান্ অচ্যুতের প্রতি তোমার ঈদৃশী ভক্তি! তোমার কীর্ত্তি পবিত্র; তুমি আমাদের নাথ; তাই আমরা যেন মুকুন্দনাথ হইলাম। তুমি ভগবান্‌কে নাথ বলিয়া দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছ, যেহেতু সেই উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ বিষ্ণুর কথা তুমি ব্যক্ত করিতেছ। হে রাজন্! আমরা তোমার সেবক। প্রজারঞ্জনই দয়াশীল মহৎব্যক্তিদিগের স্বভাব। অদ্য তোমার প্রসাদে আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইল। এতদিন দৈব নামক কর্ম্ম দ্বারা কেবল ভ্রমণ করিতেছিলাম, তাহাতে আমরা অন্ধ হইয়াছিলাম। যিনি ব্রাহ্মণ-জাতিতে অধিষ্ঠান করিয়া ক্ষত্রিয় জাতির ও ক্ষত্রিয় জাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের পালন করেন; এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—এই দুই জাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়ায় এই বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন; এক্ষণে আমরা সেই উর্জ্জিতসত্ত্ব মহীয়ান্ পুরুষকে নমস্কার করি।’ ৪৫—৫২।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পৃথুর প্রতি মহর্ষি সনৎকুমারের জ্ঞানোপদেশ।

মৈত্রেয় কহিলেন, “বৎস বিদুর! সভ্য লোকেরা মহাবল-পরাক্রান্ত পৃথুকে ঐ প্রকার কহিতেছেন—এমন সময়ে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী চারিটী ব্রহ্মর্ষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহাঁরা সর্ব্বপ্রাণীকে নিষ্পাপ করিয়া আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতেছিলেন। তাঁহাদের জ্যোতি দেখিয়া বোধ হইল—তাঁহারা সনকাদি ঋষি। রাজা অনুচরগণ-সহিত গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে অবলোকন করিতে লাগিলেন। যে ঋষিদিগের দর্শন দ্বারা প্রাণ যেন উদ্গত হইতেছিল, প্রত্যুত্থান করিয়া তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন—ঐরূপ বিবেচনা করিয়াই রাজা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উত্থিত হইলেন। তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়া অর্ঘ্য ও আসন গ্রহণ করিলে রাজা বিনয়ে আপনার কন্ধর নত করিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন। রাজা তাঁহাদের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই জলে আপনার কেশ ধৌত করিয়া লইলেন। রাজা যেন শীলবান্ ব্যক্তিদিগের আচার মার্জ্জ করিয়া স্বয়ং তাহা আচরণ করিতেছেন। সেই চারিজন ঋষি, ভগবান্ ভবের অগ্রজ; সুতরাং মহামান্য। অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া তাঁহারা স্বর্ণময় আসনে আসীন হইলে, রাজা—শ্রদ্ধা এবং সংযম সহকারে প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—‘মহোদয়গণ! আমি এমন কি মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম যে, আপনাদের দর্শন প্রাপ্ত হইলাম! আপনারা যোগীদেরও

দুর্লভ।১—৭। অথবা যে ব্যক্তির প্রতি বিপ্রগণ এবং অনুচর-বর্গের সহিত ভগবান্ শিব ও বিষ্ণু প্রসন্ন হন, তাঁহার ইহলোকে বা বা পরলোকে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। আপনারা সদাই সর্ব্বভুবন পর্য্যটন করিয়া বেড়ান, তথাচ কোন ব্যক্তি আপনাদিগকে দেখিতে পায় না। আহা! যে সকল গৃহস্থের গৃহে সাধু সকল, পূজ্য ব্যক্তিগণের গ্রহণযোগ্য জল, তৃণ ভূমি এবং গৃহস্বামীর ও ভৃত্যগণের সেবা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের যদি পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য না থাকে, তাহা হইলেও তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু যে সকল গৃহ, সাধু-বৈষ্ণবদিগের চরণোদকে বর্জ্জিত, সে সকল আলয় যদিও সর্ব্বসম্পদে পরিপূর্ণ থাকে, তথাপি সর্পদিগের আবাস-বৃক্ষের তুল্য ভয়ঙ্কর। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদের ত সুখে আগমন হইল? অথবা আপনাদিগকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা বিফল; যেহেতু, আপনারা ধীর,—মুক্তির নিমিত্ত বাল্যকালাবধি মহা মহা ব্রত আচরণ করিতেছেন, ইহাতে সুখে আগমন না হইবার সম্ভাবনা কি? এই সংসার দুঃখময়; আমরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে ইহাতে পতিত হইয়া বিষয়-সুখকেই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া বোধ করিতেছি। এখানে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি? ৮—১৩। আপনারা আত্মারাম,—আত্মানন্দ-সম্ভোগেই আপনারা সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। ইহা কুশল অথবা ইহা অকুশল,—এরূপ ভেদবুদ্ধি আপনাদের নাই; সুতরাং আপনাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—আপনারা সংসার-তপ্ত ব্যক্তিদিগের পরম বন্ধু; আপনারা বলিয়া দিন, সংসারে কি উপায়ে মনুষ্যগণের নিশ্চয় মঙ্গল হইতে পারে? ভগবান্ই ধীর-ব্যক্তিদিগের আত্মা। ভগবান্ই ধীর-ব্যক্তিগণে আত্মবৎ প্রকাশমান হইয়া ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণার্থ সিদ্ধরূপে অবনীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন।' পৃথুর ঐ প্রকার অল্পাক্ষর-গম্ভীরার্থ শ্রবণমোহন সুসঙ্গত কথা শুনিয়া, সনৎকুমারের বদনকমল আনন্দে যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত। তুমি বিদ্বান্ ও সাধু। সাধুদিগের এই প্রকার বুদ্ধিই হইয়া থাকে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হর্ষোদয় হইল। সাধুসঙ্গ,—বক্তা ও শ্রোতা—উভয়েরই বাঞ্ছনীয়; সাধুজনেরা যে-কোন প্রশ্ন করেন, তাহাতে সকলেরই মঙ্গল হয়। ১৪—১৯। শ্রীহরির পদারবিন্দের গুণ-কীর্ত্তন বিষয়ে সত্যই তোমার একান্ত রতি আছে। ঐ রতি অন্তরাত্মার কামরূপ মল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। মহারাজ! শাস্ত্র দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, আত্ম-ভিন্ন পদার্থে বৈরাগ্য এবং নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ আত্মাতে রতি,—এই দুইটী মনুষ্যের মঙ্গলের হেতু। শ্রদ্ধা, ভগবদ্ধর্ম্মচর্য্যা, জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক যোগনিষ্ঠা, যোগেশ্বরদিগের উপাসনা, পুণ্যশ্লোক হরির পবিত্র কথা, তামস ও রাজস ব্যক্তিগণের সহিত সহবাস করণে অনিচ্ছা, অর্থকাম পরিত্যাগ এবং আত্মাতে পরিতোষ জন্মিলে নির্জ্জন-স্থানে বসতি করিতে অভিরুচি,—এই সকল দ্বারা অনায়াসেই আত্মরতি ও আত্ম-ভিন্নে অনাসক্তি জন্মিতে পারে। আর অহিংসা, পারমহংস্যচর্য্যা, স্মৃতি, মুকুন্দ-চরিতামৃতাস্বাদন, ইন্দ্রিয়-দমন, কাম্যাদি-পরিত্যাগ, ব্রতাদি নিয়ম, ধর্ম্মান্তরের অনিন্দা, যোগের কুশলার্থ চেষ্টাশূন্যতা, শীতোষ্ণাদি সহ্য করা, হরিভক্তদিগের কর্ণালঙ্কারস্বরূপ হরিগুণ বারংবার উচ্চারণ এবং কার্য্যকারণস্বরূপ, আত্মাতে ভক্তি—এই সকল দ্বারাও আত্মরতি ও আত্মভিন্নে অনাসক্তি জন্মিয়া থাকে। ২০—২৫। যখন ঐ আত্মরতি, ব্রহ্মে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তখন পুরুষ আচার্য্যবান্ হইয়া উঠেন এবং জ্বলন্ত অগ্নি যেমন স্বীয় উৎপত্তি-স্থান কাষ্ঠ দগ্ধ করে, তিনি সেইরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্যবলে বাসনাযুক্ত অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ-শরীরকে দগ্ধ করেন। অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ-শরীরই জীবের আবরণ এবং পঞ্চভূত তাহার প্রধান অংশ। ঐ প্রকারে জীবের হৃদয়রূপ উপাধি দগ্ধ হইলে, তিনি কর্ত্তৃত্বাদি সমুদায় অভিমান হইতে মুক্ত হন। তখন তিনি আত্মভিন্ন বাহ্য বিষয় এবং আন্তরিক বিষয়—কিছুই দেখিতে পান না। ঘট-পটাদি এবং সুখ-দুঃখ তখন তিনি দেখিতে বা অনুভব করিতে পারেন না। কারণ, দৃশ্য ও দ্রষ্টা—এই উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তৎকালে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। অতএব নিদ্রাভঙ্গ হইলে পুরুষ যেমন স্বপ্নকল্পিত দৃশ্য ও দ্রষ্টাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ তাঁহারও মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইলে ভেদবুদ্ধি থাকে না। অন্তঃকরণ-রূপ উপাধি থাকাতেই পুরুষ, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং অহঙ্কার,—এই তিনকে দেখিতে পায়। আত্মা বস্তুতঃ এক; উপাধি বশতই তাহাতে নানাভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। প্রমাণ দেখ,—জল দর্পণ প্রভৃতি ভেদের কারণ পদার্থ সকল থাকিলেই পুরুষ আত্মার এবং প্রতিবিম্বস্বরূপ অন্য একটীর ভেদ দেখিতে পায়। যে সকল পুরুষ বিষয়-চিন্তা করে, তাহাদের ইন্দ্রিয় সেই বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। পরে সেই বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয়, মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া দেয়। তীরস্থ কুশাদি যেমন হ্রদাদি হইতে জল আকর্ষণ করে, মন বিষয়াসক্ত হইলে সেইরূপ বুদ্ধির নিকট হইতে বিচারসামর্থ্য হরণ করিয়া লয়; অবিবেকী পুরুষ এ সকল কিছুই দেখিতে পায় না। চেতনা অপহৃত হইলে তাহার পরেই স্মৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়, স্মৃতি নাশ হইলে জ্ঞান নষ্ট হয়; পণ্ডিতেরা ঐ জ্ঞানভ্রংশকেই আত্মা হইতে আত্ম-বিনাশ বলিয়া থাকেন। ২৬—৩১। আত্মা দ্বারা আত্মনাশ অপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি আর কি আছে? আত্মার নিমিত্তই সকল বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে। বিষয় ও কাম—এই উভয়ের যে বিস্তার, তাহাই মনুষ্যদের পক্ষে স্বার্থনাশ; যেহেতু, ঐ দুয়ের চিন্তা দ্বারাই জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য জড়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঘোর সংসার-সাগর পার হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে যে যে বস্তু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহাতে তাঁহার আসক্তি করা কদাচ উচিত নহে। ধর্ম্মাদি চতুষ্টয়ই পুরুষার্থ, তথাপি মোক্ষই আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; কারণ, ধর্ম্মাদিতে দেদীপ্যমান কালভয় বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মাদি যে সকল পদার্থ এবং অস্মদাদি যে সমস্ত বস্তু,—সকলই গুণক্ষোভের পশ্চাৎ উৎপন্ন। কাল তাহাদের যাবতীয় মঙ্গল বিনষ্ট করিয়াছে; তাহাদের মঙ্গল-সম্ভাবনা নাই। হে নরেন্দ্র! যে ভগবান্ এই স্থাবর, জঙ্গম, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারে সমাচ্ছন্ন সকল পদার্থের হৃদয়-মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, একমাত্র তাঁহাকেই অবগত হও। এক তিনিই নিত্য; অন্য সকলই অনিত্য। মহারাজ! সেই ভগবান্ প্রত্যক্ষ, তিনি প্রতি লোমকূপে প্রকাশ পান; তিনি সর্ব্বব্যাপী। ৩২—৩৭। ভগবান সত্যস্বরূপ, পরিশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। তিনি কর্ম্ম দ্বারা মলিনা প্রকৃতিকে পরাভব করিয়াছেন। আমি সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করি। যেমন মালাতে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব কার্য্য-কারণভাবে সেই ভগবানেই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু বিবেকের উদয় হইলে যেরূপ মালায় সর্পভ্রম বিদূরিত হয়, সেইরূপ ভগবানে এই বিশ্বের প্রকাশও বিদূরিত হইয়া যাইবে। যাঁহার পাদপদ্মের অঙ্গুলিদলের কান্তি-স্মরণমাত্রে সাধু-পুরুষেরা যেরূপ সহজে কর্ম্ম দ্বারা গ্রথিত হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন, বিষয়-নির্লিপ্ত যোগিগণও সেরূপ সহজে কর্ম্ম-গ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হন না। অতএব তুমি বাসুদেবকে ভজনা কর। ভব-সমুদ্রে কামাদি ষড়বর্গ নক্ররূপে বর্ত্তমান, তাঁহারা সেই সমুদ্র কষ্টে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন। তাহা অতিশয় অসুখ। এই নিমিত্ত তুমি ভগবানের ভজনীয় চরণকেই ভেলা করিয়া দুস্তর সাগররূপ ব্যসন সকল

উত্তীর্ণ হও।' মৈত্রেয় কহিলেন, "হে বিদুর! ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার এই প্রকারে আত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ করিলে, পৃথু তাঁহার প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ব্রহ্মন্! আর্ত্তবৎসল হরি, আমার প্রতি পূর্ব্বে যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই আপনাদের আগমন হইয়াছে। আপনারা পরম দয়ালু, যেজন্য আগমন করিয়াছিলেন, সকলই সম্পন্ন করিলেন,—এক্ষণে আমি, আপনা-দিগকে কি গুরুদক্ষিণা দিব? আমার রাজ্য ও দেহ, ভৃগু প্রভৃতি সাধু-পুরুষেরা যজ্ঞান্তে স্বীকার করিয়া উচ্ছিষ্টবৎ পুনর্ব্বার আমাকে প্রদান করিয়াছেন, অতএব ঐ দুই বিষয়ে আমার স্বত্ব নাই। তথাপি ভৃত্য যেমন প্রভুকে সেবারূপে তাম্বূলাদি সমর্পণ করে; আমি সেইরূপ আমার প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য, পৃথিবী, সেনা, রাজকোষ—এ সকল আপনাদিগকে অর্পণ করিলাম; স্বীকার করিয়া কৃতার্থ করুন।৩৮—৪৪। সেনাপতিপদ, রাজ্য, এবং সর্ব্বলোকাধি-পত্য,—এ সমুদায়ে বেদশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণই অধিকারী হইবার যোগ্য। অবনীমণ্ডলে ব্রাহ্মণই কেবল আপন দ্রব্য ভোগ; আপন বসন পরিধান এবং আপন ধন দান করিয়া থাকেন; তাঁহাদের অনুগ্রহে ক্ষত্রিয়েরা অন্ন ভোজনমাত্র করে,—দানে ক্ষত্রিয়ের অধিকার নাই। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্ম-বিচার দ্বারা ভগবানের এইরূপ গতি নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহা-দের দয়ার ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা আপনাদের কর্ম্ম দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন। অঞ্জলিবন্ধন ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইবে?' অনন্তর আদিরাজ পৃথু, সেই চারিজন যোগীশ্বরের যথাবিধি পূজা করিলে তাঁহারা আহ্লাদিত হইলেন, এবং পৃথুর গুণের প্রশংসা করিতে করিতে দর্শকবৃন্দের সমক্ষেই আকাশপথে উত্থিত হইলেন। তাত! সাধুগণের অগ্রগণ্য পৃথুর, অধ্যাত্মশিক্ষা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে, তিনি আত্মাতেই অবস্থিত হইয়া আপনাকে পূর্ণ-মনোরথ বোধ করিলেন এবং দেশ, কাল, শক্তি ও সম্পত্তি অনুসারে তিনি ভগবানে ফলার্পণ-পূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ৪৫—৫০। যদিও তিনি গৃহাশ্রমে রহিলেন এবং সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী বর্ত্তমান থাকিল, তথাপি সঙ্গত্যাগপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করাতে তাঁহার চিত্ত অহঙ্কারশূন্য ও সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল হইল এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ে তাঁহার আর আসক্তি রহিল না। এই প্রকারে অধ্যাত্মযোগ-যুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে কালক্রমে পৃথু, অর্চ্চি নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে আত্মতুল্য পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন করিলেন। তাহাদের নাম বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক। শ্রীকৃষ্ণভক্ত পৃথু একাকী হইয়াও জগতের রক্ষণার্থ কালে কালে সকল লোকপালের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। সুন্দর মন, বাক্য, মূর্ত্তি ও গুণ দ্বারা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করাতে দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার 'রাজা' এই উপাধি হইয়াছিল। সূর্য্য যেমন রশ্মিযোগে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার বর্ষণ দ্বারা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ প্রজাবর্গের নিকট কররূপে ধনগ্রহণ এবং উপযুক্ত কালে পুনর্ব্বার প্রত্যর্পণ করিতেন। তাঁহার প্রতাপে অন্যান্য রাজারা তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়াছিল। ৫১—৫৬। কিন্তু তিনি স্বয়ং তেজ দ্বারা অগ্নিতুল্য দুর্দ্ধর্ষ ও ইন্দ্রের ন্যায় অজেয়; তিনি পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু; এবং তিনি স্বর্গের ন্যায় মানবগণের অভীষ্ট-ফলদাতা হইয়া মেঘবৎ সন্তোষ প্রদান-পূর্ব্বক সকলেরই অভিলষিত মত বর্ষণ করিতেন। সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য-হেতু যেমন তাহার ইয়ত্তা অনুমান করা যায় না, সেইরূপ তাঁহারও অভিপ্রায়ের ইয়ত্তা করা যাইত না। তিনি সুমেরু-তুল্য; অন্তঃসার শিক্ষা বিষয়ে ধর্ম্মরাজ-সদৃশ; আশ্চর্য্যে হিমালয়ের সমান এবং কুবেরের তুল্য তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল। তিনি বরুণের ন্যায় অর্থ-গোপন করিতেন। তিনি বায়ুর তুল্য সর্ব্বত্রগামী ও পরাক্রম-শালী ছিলেন। তাঁহার এমন উগ্রস্বভাব ছিল যে, সাক্ষাৎ ভগবান্ রুদ্র বলিয়া বোধ হইত এবং কন্দর্প-সদৃশ সৌন্দর্য্যবান্ ও মৃগেন্দ্রের ন্যায় মনস্বী ছিলেন। তিনি প্রজাবাৎসল্যে মনুর তুল্য প্রভুত্বে ব্রহ্মার সদৃশ, বেদবাদে বৃহস্পতির সমান এবং সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। গো, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং বিষ্ণু ভক্তজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি, লজ্জা, বিনয় ও শীল ছিল এবং পরকার্য্য-সাধনে তাঁহার উপমাস্থান ছিল না ও ত্রৈলোক্যে সর্ব্বস্থানে সকল পুরুষেই তাঁহার কীর্ত্তিগান করিত। সীতাপতি রামচন্দ্র যেমন সাধুগণের কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, মহীপতি পৃথুও সেইরূপ পুরুষ ও কুলাঙ্গনাগণের শ্রবণ-বিবরে স্থান পাইতেন।" ৫৭—৬৩।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পৃথুর বৈকুণ্ঠ-গমন।

মৈত্রেয় কহিলেন, "ব্রহ্মতনয় যোগীশ্বর সনৎকুমারের মুখে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অবধি পৃথু, সর্ব্বদা আত্মনিষ্ঠ থাকিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার অন্নাদিদান ও পুর-গ্রামাদির উৎসর্গ, বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঐরূপে কালযাপন করিতে করিতে একদা তাঁহার মনোমধ্যে এই চিন্তা উদিত হইল,—'আমি ত এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। পৃথিবীর স্থাবর-জঙ্গমের গ্রাসাচ্ছাদন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি এবং সাধু পুরুষদিগের ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিয়াছি। যে প্রজা-প্রতিপালনার্থ ভূমণ্ডলে আমার জন্ম হয়, যথাসাধ্য তাহা নির্ব্বাহ করাতে জগদীশ্বরের আজ্ঞাও সম্পাদন হইয়াছে। এখন আর গৃহাশ্রমে কি প্রয়োজন?' এইরূপ চিন্তা করিয়া পৃথু, স্বীয় কন্যাস্বরূপা ধরিত্রীকে পুত্রহস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক তপস্যার্থ ভার্য্যা-সহ একাকী তপোবনে গমন করিলেন। তাঁহার বিরহে ধরণী যেন রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রজাকুল বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পৃথু, পূর্ব্বে যেমন পৃথিবী জয় করিতে যত্ন করিয়াছিলেন এক্ষণে তপোবনে গিয়া সেইরূপ বানপ্রস্থা-শ্রমের মনোমত উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রতাপে সেখানে তপস্যা-বিষয়ক কোন নিয়মই বিঘ্ন দ্বারা ভঙ্গ করিতে কেহ সমর্থ হইল না। তিনি কখন কন্দ, মূল ও ফল মাত্র আহার করি-তেন, কখন বা শুষ্কপত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিতেন; জলপানেই কয়েক দিন কাটাইলেন। শেষে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া কাল-যাপন করিলেন। নিদাঘের দুরন্ত রৌদ্রে চারিদিকে অগ্নি ও উপরে খরতর রবির কিরণ সহ্য করিয়া পঞ্চতপা হইয়া থাকিতেন। বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে বসিয়া বারিধারা-বর্ষণে সিক্ত হইতেন। শীতকালে জলমধ্যে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতেন। তাঁহার মৌনব্রত ও ভূমিশয়ন সর্ব্বদাই ছিল। তিনি দান্ত, ক্ষমাশীল ও ঊর্দ্ধরেতা হইয়া বাক্য ও প্রাণবায়ুকে সংযম করিয়া থাকিতেন। এইরূপে রাজা পৃথু, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা-বাসনায় অত্যুত্তম তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ১—৭। উৎকট তপস্যার প্রভাবে তাঁহার কর্ম্ম সকল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তাঁহার হৃদয়, নির্ম্মল হইয়া উঠিল। প্রাণায়াম দ্বারা ষড়্‌রিপুর প্রচার নিরুদ্ধ এবং বাসনা সকল নিঃসংশয়িত রূপে ছিন্ন হইয়া গেল। সনৎকুমার যে আধ্যাত্মিক যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি পরম-পুরুষের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আদিরাজ পৃথু,—সাধু এবং পরম ভাগবত ছিলেন। শ্রদ্ধা-সহকারে এরূপ যত

করাতে অচিরেই ব্রহ্মে তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি হইল। শীঘ্রই বৈরাগ্য-সংবলিত জ্ঞান উদিত হইল। সেই জ্ঞান, ভগবানের স্মরণে পরিপুষ্ট ভক্তি দ্বারা শাণিত হওয়াতে তদ্দ্বারা তিনি সংশয়ের আস্পদীভূত হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধি ছিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি ভগবৎ-স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াতে অণিমাদি সিদ্ধিতেও তাঁহার আর ইচ্ছা রহিল না। যে জ্ঞান দ্বারা সংশয়ের আস্পদীভূত হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হইল, পরে তিনি তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। কারণ, যত-দিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কথায় রতি হইয়া তাহাতে লোভ না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্তই যোগিগণ অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। বীরশ্রেষ্ঠ পৃথু এই প্রকারে আত্মায় আত্মা যোজন-পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইলেন। অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ৮—১৩। প্রথমত পৃথু, চরণ-দ্বয়ের পার্ষ্ণি দ্বারা গুহ্যদ্বার নিপীড়িত করিয়া গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্য অঙ্গুলিদ্বয়-পরিমিত স্থান হইতে ক্রমে বায়ুকে ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠান-চক্রে স্থাপন করিলেন। পশ্চাৎ ঐ বায়ুকে নাভিস্থানে লইয়া গেলেন। তদনন্তর ঐ বায়ুকে ক্রমে হৃদয়ে, বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠ-দেশে নীত করিলেন; তাহার পর সেই বায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন-পূর্ব্বক স্থাপন করিলেন। অতঃপর দেহারম্ভক পঞ্চভূতকে বিভাগ করিয়া ফেলিলেন এবং তখন দেহস্থ বায়ুকে বায়ুতে, দেহের কঠিন ভাগকে ক্ষিতিতে, দৈহিক তেজকে তেজে, দেহস্থিত ইন্দ্রিয়-ছিদ্রকে আকাশে এবং দেহের রসভাগকে জলে সংযোজিত করিলেন। তিনি এই প্রকারে দেহবিলয় করিয়া পরে অদ্বিতীয় আত্মা পাইবার জন্য মহাভূত সকলেরও লয় করিলেন। যথাক্রমে ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে, বায়ুতে, এবং ঐ বায়ুকে আকাশে মিশা-ইয়া দিলেন। তৎপরে আকাশকে ইন্দ্রিয়-পঞ্চকে এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়কে তাহাদের উৎপত্তি-ক্রমে অপঞ্চীকৃত পঞ্চতন্মাত্রে মিশাই-লেন। তাহার পরে অহঙ্কারের সহিত পূর্ব্বাবশিষ্ট আকাশ ও সেই ইন্দ্রিয় সকলকে অহঙ্কারে ক্ষেপণপূর্ব্বক তাহার সহিত মহত্তত্ত্ব যোজনা করিলেন এবং ঐ মহত্তত্ত্বকে জীবে যোজনা করিয়া দিলেন। পৃথু এই অবস্থার পূর্ব্বে জীব ছিলেন, এক্ষণে জ্ঞান ও বৈরাগ্যবলে স্বরূপস্থ হইয়া সেই আত্মস্থ জীবোপাধি পরিত্যাগ করিলেন। পৃথুর স্ত্রী অর্চ্চি যদিও সুকুমারী ছিলেন, তথাচ পতির সহিত পদ-ব্রজে বনগমন করিয়াছিলেন। সেই কোমলাঙ্গীর চরণযুগল, ভূমি-স্পর্শ করিবার যোগ্য ছিল না। ভর্ত্তার যে ভূমিশয়নাদি ব্রত, তাহাতেই অর্চ্চির অতিশয় নিষ্ঠা হয়। ঋষিদিগের ন্যায় কন্দ-মূল-ফলাহার দ্বারা জীবন ধারণপূর্ব্বক তিনি নিরন্তর স্বামীর সেবা করিতেন। অত্যন্ত কৃশা হইলেও তাঁহার ক্লেশ বোধ হইত না। কারণ, প্রিয় পতি, কর দ্বারা স্পর্শ ও আদর করিয়া তাঁহার কষ্ট দূর করিতেন। পতিপরায়ণা অর্চ্চি যখন দেখিলেন,—স্বামীর দেহে চেতনাদি সমুদায় বিনষ্ট হইল, তখন কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া পরে গিরি-সানুতে চিতা রচনাপূর্ব্বক তদুপরি স্বামীর কলেবর স্থাপন করিলেন এবং তৎকালোচিত অন্ত্য ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া নদীর জলে অবগাহনপূর্ব্বক উদারকর্ম্মা ভর্ত্তার তর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি অশ্রুকলুষিত দেবগণকে প্রণাম করিয়া তিন বার চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্বামীর পাদযুগল চিন্তা করিতে করিতে চিতানলে প্রবিষ্টা হইলেন। ১৪—২২। সতী সাধ্বী অর্চ্চিকে পতি পৃথুর সহিত সহমৃতা হইতে দেখিয়া অসংখ্য দেবপত্নীগণ দেবগণের সহিত মহানন্দে স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অমরগণের তূরী ভেরী প্রভৃতি বাদিত হইতে লাগিল এবং সুরকামিনীগণ ঐ সতীকে আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি করিতে করিতে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, 'এই বধূ অর্চ্চি ধন্যা। যজ্ঞেশ্বর-বনিতা লক্ষ্মীর তুল্যা ইনি স্বীয় স্বামীকে সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা করিয়াছেন, এক্ষণে সতী আত্মকর্ম্ম দ্বারা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধলোকে স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ গমন করিতেছেন, দেখ! দেখ! যে সকল ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও যদ্দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, এমত জ্ঞান সাধন করে, তাহাদের দেবত্বপদ কি দুর্লভ? মনুষ্যজন্ম অপবর্গের সাধন। অতি কষ্টে সেই মানবজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি মোক্ষের নিমিত্ত আদৌ যত্ন করে না,—কেবল বিষয়ে লিপ্ত হয়, তাহার প্রতি নিশ্চয়ই বিধাতার বিড়ম্বনা! সে আপনা হইতে আপনার অনিষ্ট করে।' ২৩—২৮। মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! এদিকে অমরকামিনীগণ ঐ প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন, ওদিকে পৃথুপত্নী আর্চ্চি পতিলোকে গিয়া উপনীত হইলেন। মহাভাগবত পৃথু মহানুভব ও উদ্দামচরিত। তাঁহার এই চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি মনোযোগী হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে এই সুমহৎপবিত্র কথা স্বয়ং পাঠ করিবেন, শ্রবণ করাইবেন, অথবা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার পৃথুর গতি লাভ হইবে। ব্রাহ্মণেরা এই চরিত্র পাঠ করিলে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইবেন, ক্ষত্রিয় জগতের আধিপত্য পাইবেন, বৈশ্য পাঠ করিলে পশ্বাদির পতি হইবে। যদি কোন শূদ্রে পড়ে, সে অতি সাধু হইবে। নর অথবা নারী যদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই চরিত্র তিনবার শ্রবণ করে, তবে সে ব্যক্তি অপুত্রক হইলে সৎপুত্রবান্ ও নির্দ্ধন থাকিলে ধনী হইবে। যাহার কীর্ত্তি নাই, তিনি সুবিখ্যাত হইবেন। ইহা শুনিয়া মূর্খও পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারিবে। পৃথু-চরিত্র অতিশয় পবিত্র ও স্বস্ত্যয়নস্বরূপ। ইহা দ্বারা মনুষ্যের সমস্ত অমঙ্গল নিবারণ হয়। ২৯—৩৪। ইহা আয়ু, ধন ও যশের বৃদ্ধিকারী। ইহা স্বর্গপ্রদ ও কলিমল-নাশক। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সম্যক্ সিদ্ধিকামী পুরুষেরা শ্রদ্ধা-সহকারে সর্ব্বদা ইহা শ্রবণ করিবেন। দিগ্বিজয়-ইচ্ছুক রাজা এই কথা শুনিয়া যদি অন্য রাজার অভিমুখে যাত্রা করেন; তাহা হইলে রাজগণ পূর্ব্বে পৃথুকে যে প্রকারে কর প্রদান করিত, সেই প্রকার স্বয়ং বশীভূত হইয়া তাঁহার নিকটে কর এবং উপহার আনিয়া সমর্পণ করিবে। অন্য-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের প্রতি নির্ম্মল-ভক্তিপূর্ব্বক এই চরিত্র পাঠ করিতে এবং শ্রবণ করিতে বা করাইতে হইবে। এই চরিত্র ভগবানের মাহাত্ম্য-সূচক। যে মনুষ্যের ইহাতে মতি হইবে, তাঁহার পৃথুর গতি লাভ হইবে। সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথুর এই নির্ম্মল চরিত্র বিস্তার করিয়া সাদরে প্রতিদিন শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, শ্রীহরির চরণ-কমলে মনোভৃঙ্গ একান্ত আসক্ত হইবে। তখন আর তাঁহাকে ঘোর সংসার-সাগরে ডুবিয়া থাকিতে হইবে না। কারণ, হরির চরণই ভবসিন্ধুর তরণীস্বরূপ।" ৩৫—৩৯।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

রুদ্রগীত বর্ণন।

মৈত্রেয় কহিলেন, 'বৎস বিদুর! পৃথু, দিব্য গতি লাভ করিলে তাঁহার যশস্বী পুত্র বিজিতাশ্ব ধরার অধীশ্বর হইয়া স্নেহ বশতঃ চারি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে চারি দিক্ দান করিলেন;—তিনি, হর্য্যক্ষকে পূর্ব্ব, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ, বৃককে পশ্চিম এবং দ্রবিণকে উত্তর দিক্ দান করিলেন। বিজিতাশ্ব ইন্দ্রের নিকট অন্তর্দ্ধান বিদ্যা প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্ত তাঁহার 'অন্তর্দ্ধান' নাম হয়। শিখণ্ডিনী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে তিনি পাবক, পবমান ও শুচি নামে আত্মতুল্য তিনটী

পুত্র উৎপন্ন করিলেন। ঐ তিন পুত্র পূর্ব্বজন্মে তিন অগ্নি ছিলেন। তাঁহারা বসিষ্ঠের শাপে মানবজন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে তাঁহারা পুনরায় অগ্নিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অন্তর্দ্ধানের অন্য একটী ভার্য্যা ছিল; তাঁহার নাম নভস্বতী। তাঁহার গর্ভে তিনি হবির্দ্ধান নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অন্তর্দ্ধান, ইন্দ্রকে পিতৃযজ্ঞের অশ্বহর্ত্তা জানিয়াও বধ করেন নাই; তাহাতেই ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অন্তর্দ্ধান বিদ্যা প্রদান করেন। অন্তর্দ্ধান কিছুদিন রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া একদা বিবেচনা করিলেন, 'কর আদায়, দণ্ড বিধান ও শুল্কগ্রহণ—ইহাই রাজাদের বৃত্তি; এ সকল ত নিদারুণ পীড়াদায়ক।' অতএব দীর্ঘকাল-সাধ্য একটী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তিনি সেই স্থলে সঞ্চিত-ধন ব্যয় করিলেন। ১—৬। ইহাতে যে যজ্ঞ আরব্ধ হইল, তাহাতেও তিনি পরমাত্মদর্শী হইয়া ভক্তের দুঃখহারী পরমাত্মার সেবা করিতে লাগিলেন। পুণ্য-সমাধি দ্বারা শীঘ্র তাঁহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হইল। মহারাজ পৃথুর দ্বিতীয় পুত্র হবির্দ্ধান, তাঁহার স্ত্রীর নাম হবির্দ্ধানী। হবির্দ্ধানের ঔরসে হবির্দ্ধানী ছয়টী পুত্র প্রসব করিলেন; তাহাদের নাম,—বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত। ঐ ছয়ের মধ্যে বর্হিষদ অসাধারণ ভাগ্যবান্ ছিলেন। তিনি ক্রিয়াকাণ্ডে, যোগে সদা নিরত থাকিতেন। তিনি, যেস্থানে একটী যজ্ঞ করিতেন, তাহার অব্যবহিত সমীপে পুনরায় আর একটী যজ্ঞ করিয়া বসুধা-তলকে যজ্ঞবেদিময় করিয়াছিলেন এবং তদীয় পূর্ব্বাগ্র কুশ দ্বারা ধরণীতল আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এইজন্য লোকে এখনও তাঁহাকে প্রাচীনবর্হি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মহাত্মা প্রাচীনবর্হি, ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেন। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী নবযৌবন-সম্পন্না শতদ্রুতি, বিবাহার্থ অলঙ্কৃত হইয়া যখন অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, তখন অগ্নি, সুন্দরী শুকীর প্রতি যেরূপ কামভাব প্রকাশ করেন, সেইরূপ তাঁহার প্রতি কামভাব প্রকাশ করেন। নববিবাহিতা সেই কামিনী নূপুর দ্বারা চরণের ধ্বনি করিয়াই সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ, উরগ এবং নরগণকে পরাজয় করিলেন। কালক্রমে শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীনবর্হির দশটী পুত্র জন্মিল; পুত্রগণের সকলেরই নাম 'প্রচেতা' এবং সকলেই ব্রতধারী ও ধর্ম্মপারদর্শী। ৭—১৩। প্রাচীনবর্হি তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা তপস্যার্থ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ভগবানের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে শিবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হওয়াতে শিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে যাহা উপদেশ করেন, প্রচেতারা সংযত হইয়া কেবল তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই জপ এবং তাঁহাকেই পূজা করিতে লাগিলেন।" বিদুর জিজ্ঞাসিলেন, "ব্রহ্মন্! পথিমধ্যে শিবের সহিত প্রচেতাদের যে প্রকারে সাক্ষাৎ হয় এবং শিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে যাহা কহেন, অনু-গ্রহপূর্ব্বক বলুন। মুনিগণ সঙ্গপরিত্যাগপূর্ব্বক যে শিবের প্রাপ্তি নিমিত্ত ধ্যান করিয়াও দর্শনলাভ করিতে পারেন না, সেই শিবের সহিত শরীরী পুরুষদিগের সাক্ষাৎ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মহাদেব আত্মারাম হইয়াও সৃষ্টিপালনার্থ, ঘোর-শক্তিসংযুক্ত হইয়া বিচরণ করেন।" মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস! পিতা প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, প্রচেতাগণ তাঁহার বাক্য মস্তকে ধারণ করিয়া প্রীতমনে তপস্যার্থ পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। ১৪—১৯। কিয়দ্দূর গমন করিলে একটী বৃহৎ সরোবর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। ঐ সরোবর সমুদ্রবৎ অতি বৃহৎ এবং মহতের মানসতুল্য নির্ম্মল; জলে মৎস্যাদি সর্ব্বপ্রকার জলজন্তু ক্রীড়া করিতে-ছিল। বহু নীলোৎপল, রক্তোৎপল, কমল, কহ্লার ইত্যাদি জলজ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাতে মনোহর শোভা পাইতেছিল এবং হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ নিরন্তর ক্রীড়া করত কোলাহল করিতেছিল। তাহার তীরে বিবিধ বল্লরী ও বৃক্ষ, মত্ত মধুকরের মধুর-স্বরে পুলকিত হইয়া রহিয়াছিল। তথায় বায়ু পুষ্পপরাগ আকর্ষণ করিয়া দিকে দিকে আনন্দ-প্রবাহ বিস্তীর্ণ করিতেছিল। প্রচেতাগণ সেই সরোবরের তীরে উপনীত হইলে, মৃদঙ্গ-পণবাদি বাদ্যের মনোহর গীত তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। তাহাতে তাঁহারা সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা সহসা দেখিলেন, ভগবান্ শিব, আপনার অনুচরগণ সহিত ঐ সরোবর হইতে উত্থিত হইতে-ছেন। তাঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চন-রাশির তুল্য মনোহর, কণ্ঠ নীলবর্ণ এবং ললাটদেশ লোচনত্রয়ে বিভূষিত; চারিদিকে অমরগণ বেষ্টন করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন। প্রচেতারা তাঁহাকে দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রণাম করিলেন। ২০—২৫। ভগবান্ শিব শরণাগতের দুঃখহারী এবং অতিশয় ধর্ম্মবৎসল। প্রচেতাদিগের ভাবদর্শনে তাঁহার বোধ হইল,—এ সকল ব্যক্তি ধর্ম্মজ্ঞ, সুশীল এবং প্রীতিমান্। শিব প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'বৎসগণ! তোমরা বর্হিষদের পুত্র, তোমাদের সাধু-সঙ্কল্প আমি অবগত আছি। তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশার্থ আমি দর্শন দিলাম। যে ব্যক্তি প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ন্তা ভগবান্ বাসু-দেবের শরণাপন্ন, সে আমার অতিশয় প্রিয়। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বহু-জন্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়; তাহার পরে আমাকে লাভ করে। কিন্তু, যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বিষ্ণুপদ লাভ হইয়া থাকে। যখন আমার ও দেবগণের অধিকারের শেষ হইবে, তখন লিঙ্গদেহ ভঙ্গ হওয়াতে সকলেই প্রপঞ্চাতীত পদ প্রাপ্ত হইবে। রাজ-নন্দনগণ! তোমরা পরম ভাগবত, এইজন্য ভগবানের ন্যায় আমারও প্রিয়পাত্র। ভগবদ্ভক্তদিগের আমা ব্যতীত অন্য কেহ প্রিয়তম নাই। অতএব তোমাদিগকে পবিত্র, মঙ্গলসাধন, উৎকৃষ্ট মুক্তিসাধন জপ বলিয়া দিব; তোমরা শ্রবণ কর। ২৬—৩১। রুদ্র এই প্রকারে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সেই রাজনন্দনদিগকে নারায়ণ-বিষয়ক বাক্য উপদেশ করিলেন। রুদ্র, নারায়ণের স্তব করিতে করিতে কহিলেন, 'ভগবন্! আত্মজ্ঞব্যক্তিদিগের স্বানন্দ লাভ নিমিত্ত তোমার উৎকর্ষ হইয়াছে। অত-এব আমার আত্মানন্দ লাভ হউক। প্রভো! তুমি সর্ব্বদাই নিরতি-শয় পরমানন্দরূপে অবস্থিত আছ। তুমি সকলের আত্মা এবং সর্ব্ব-স্বরূপ; আমরা তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! লোকপদ্ম তোমার নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন; তুমি কারণস্বরূপ; তুমি প্রাণী সকলের পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়গণ এই সমুদায়ের নিয়ন্তা তুমি চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং শান্ত, নির্ব্বিকার ও স্বপ্রকাশ। তুমি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা এবং অব্যক্ত, অনন্ত ও অন্তক। তোমা হইতে এই বিশ্ব প্রকৃষ্টরূপে বোধ করিতে পারা যায় এবং তুমিই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। তুমিই অনিরুদ্ধ এবং ইন্দ্রিয় সকলের প্রধান মনের স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার করি। বিভো! তুমি সূর্য্য-রূপী; তোমাকে নমস্কার। তুমিই তেজ দ্বারা এই বিশ্বব্যাপী। তোমার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই; তুমিই স্বর্গ-লোকের দ্বার এবং সকলের অন্তর্য্যামী। তুমি অগ্নিস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি চাতুর্হোত্র কর্ম্মের সাধন; কারণ, তুমিই ঐ কর্ম্মের সম্পাদক। আর তুমিই পিতৃলোকের অন্ন, তুমিই দেবতাদের অন্ন, তুমিই ভগবান্ সোমের স্বরূপ; তুমি জলরূপী,—সকল জীবেরই তৃপ্তিদাতা; তোমাকে নমস্কার করি। ৩২—৩৮। তুমি পৃথিবী-স্বরূপ এবং প্রাণিগণের দেহরূপী ও বিরাট্‌মূর্ত্তি; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বায়ু-রূপী এবং দেহবল, মনোবল-স্বরূপ। তুমি আকাশরূপী; শব্দগুণ-প্রযুক্ত অর্থ সকলের প্রকাশক; আন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারের

অবলম্বন; তোমাকে নমস্কার। তুমি পুণ্যশ্লোক ও সর্বাধিক-কান্তি-সম্পন্ন এবং স্বর্গস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা যথাক্রমে পিতৃ ও দেবত্ব-প্রাপ্তি হয়; তুমি সেই সেই কর্মের স্বরূপ। তুমিই অধর্মের ফলরূপ দুঃখদাতা মৃত্যু; তোমাকে নমস্কার। হে ঈশ! তুমি সকল কর্মের ফলদাতা এবং সর্বজ্ঞ; তোমাকে নমস্কার। তুমি পরম, ধর্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, অকুণ্ঠিতমেধা, মেধাশক্তি-সম্পন্ন, পুরাণ-পুরুষ এবং সাংখ্য-যোগের অধিপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি অহঙ্কারাত্মা রুদ্র, কর্তা, কর্ম—এই শক্তি-ত্রয়-সমন্বিত; এবং তুমিই ব্রহ্মা, কেননা, জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপ। তোমা হইতেই বাক্‌শক্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেরূপ তোমার ভক্তদিগের প্রিয়তম ও ভাগবত জনের পূজিত এবং যাহা যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণের বিষয়স্বরূপ, সেই মূর্তি আমাদিগকে একবার দেখাও। হে ঈশ! তোমার সেই মূর্তি বর্ষাকালীন স্নিগ্ধমেঘতুল্য শ্যামবর্ণ ও সর্বসৌন্দর্যে পরিপূর্ণ; তাহা আজানুলম্বিত চারি বাহুতে বিভূষিত। সেই দেহের সমস্ত অবয়ব সুন্দর এবং বদন-কমল অতিশয় মনোহর। লোচনদ্বয়, পদ্মপলাশ-সদৃশ সুদৃশ্য; ভ্রূ ও নাসিকা অতিসুন্দর; দন্ত সুচারু; বদন সুন্দর কপোলদ্বয়ে সুশোভিত; কর্ণদ্বয় পরস্পর এরূপ সমান যে, তাহাই যেন ভূষণরূপে কল্পিত হইয়াছে। ঐ কমলতুল্য মনোহর নয়ন-যুগলের দুইটী অপাঙ্গ প্রীতিদান করিয়া যেন হাস্য করিতেছে। সুন্দর কপোলদেশ অলকা-জালে অতিশয় সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। কটিদেশে পদ্ম-কিঞ্জল্কতুল্য পীতবর্ণ পট্টবসন দেদীপ্যমান এবং কর্ণে সুমার্জিত কুণ্ডল বিরাজ করিতেছে। কিরীট, বলয়, হার, নূপুর, মেখলা, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মালা ও মণি প্রভৃতিতে শোভিত হইয়া শ্রী-অঙ্গ দীপ্তি পাইতেছে। সিংহের স্কন্ধদেশে যেমন কেশর থাকে, কৌস্তুভ-মণি তদ্রূপ সুন্দর কান্তি ধারণ করিয়াছে। লক্ষ্মী বক্ষঃস্থল আলিঙ্গন করিয়া স্বর্ণরেখাঙ্কিত নিকষ-পাষাণকেও যেন তিরস্কার করিতেছেন। ঐ দেহের শ্বাস-প্রশ্বাসকালে ত্রিবলী সকল অতিশয় কম্পিত হয় এবং উদর অশ্বত্থ-পত্রের তুল্য প্রকাশ পায়। গভীর-আবর্ত-যুক্ত নাভিকূপ এরূপে স্ফুরিত হইতেছে, যেন এই বিশ্ব উহা হইতে নির্গত হইয়াই আবার উহা দ্বারাই পুনরায় অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। ৩১—৫০। ঐ মূর্তির শ্যামবর্ণ শ্রোণিভাগে পট্ট-বসন এবং তদুপরি স্বর্ণময় মেখলা বিলাস করিতেছে। চরণ সমান অথচ মনোহর; ঊরু সুশোভন এবং জানুদ্বয় অনুচ্চ। ভগবন্! তুমিই, তমোগুণাবলম্বী অজ্ঞ-ব্যক্তি-দিগের পথপ্রদর্শক গুরুস্বরূপ; অতএব শরৎকালে প্রস্ফুটিত পদ্ম-পলাশতুল্য দীপ্তিশালী তোমার যে চরণযুগলের নখদীপ্তি দ্বারা আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করে। প্রভো! তোমার ঐ মূর্তি হইতে ভয় দূরীভূত হয়; উহা সর্বশ্রেণীর রক্ষক। ঐমূর্তিতে একবার দেখা দাও। তোমার ঐ ভুবন-মনোহারী রূপ অতি দুর্লভ; যে সকল ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি লাভ করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা ইহা কেবলমাত্র ধ্যান করিতে সমর্থ, তাঁহারাও ঐ রূপ প্রত্যক্ষ দেখিতে সক্ষম হন না। এই রূপের প্রতি ভক্তি করিলে জীবের অভয় লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিমান্, সেই তোমাকে লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তির স্বর্গে রাজ্য আছে, তিনিও তোমার দেখা পাই-বার বাসনা করিয়া থাকেন। আর যে মানব আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনিও তোমাকে পাইতে ইচ্ছুক। আমি তোমার পূজা ব্যতীত অন্য কিছুই বাসনা করি না। তুমি সাধু-পুরুষদিগেরও দুরারাধ্য; ভক্তি দ্বারা আরাধনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি তোমার চরণ ব্যতীত স্বর্গাদি সুখ প্রার্থনা করিবে? যে কৃতান্ত অকুটি দ্বারা বিশ্বনাশে সমর্থ, তিনি তোমার চরণাশ্রিত। ৫১—৫৬। যে ব্যক্তি তোমার শরণাগত, তাহার উপর কৃতান্তের আধিপত্য নাই। তোমার সহচরদিগের সহিত সমাগম এত দুর্লভ ও পবিত্র যে, তাহার ক্ষণার্ধের সহিত স্বর্গ অথবা মোক্ষ—এই উভয়কে সমান বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। তোমার চরণ সর্বপাপ হরণ করে। অভ্যন্তরে তোমার কীর্তিতে ও বাহিরে গঙ্গাজলে স্নান করিয়া যাঁহাদের পাপরাশি বিধৌত হইয়াছে এবং যাঁহাদের রাগ-রহিত চিত্ত ও সরলতাদি গুণ বিদ্যমান আছে, অনুগ্রহপূর্বক আজ্ঞা করুন, যেন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে পারি। যখন সাধুদিগের প্রতি ভক্তি-নিবন্ধন পুরুষের চিত্ত অনুগৃহীত ও বিশুদ্ধ হইয়া বাহ্য বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট না হয় এবং অজ্ঞান-গুহাতে লয় না পায়, তখনই সেই পুরুষ তোমার তত্ত্ব জানিতে পারেন। তোমার তত্ত্ব আশ্চর্য্য! তাহাতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব প্রকাশ পায় এবং বিশ্বমধ্যেও তাহার প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই তত্ত্ব পরম-ব্রহ্ম ও পরম-জ্যোতিঃ-স্বরূপ; তাহা আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী। হে ঈশ! যিনি বহুরূপা মায়া দ্বারা এই বিশ্বকে সৃজন, পালন ও ধ্বংস করিতেছেন অথচ স্বয়ং বিকারশূন্য; যাঁহার মায়া অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে, অথচ আপনাতে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তুমিই সেই আত্মা,—আমরা যেন তোমাকে জানিতে পারি। যে যোগিগণ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সিদ্ধি-লাভের নিমিত্ত তোমার পূর্বোক্ত সাকার রূপের ভজনা করেন, বেদে ও তন্ত্রে তাঁহারাই সুপণ্ডিত বলিয়া গণ্য। যাহারা ঐ রূপ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল জ্ঞানে প্রবৃত্ত, তাহারা বিজ্ঞ নহে। কারণ, তুমি ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিয়ন্তা। ৫৭—৬২। প্রভো! তুমি একমাত্র আদ্য-পুরুষ; তোমার মায়াশক্তি নিদ্রিতা থাকে সত্য, কিন্তু পরে তোমার ঐ মায়া-শক্তিবলেই রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ—এই গুণত্রয় বিভিন্ন হয়। শেষে তাহা হইতেই মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেব, ঋষি, ভূতগণ এবং এই বিশ্ব ক্রমশঃ বহির্গত হইয়া থাকে। যিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ শরীর সৃষ্টি করিয়া আপনার অংশ দ্বারা ঐ সকলে প্রবিষ্ট হন, তিনি শরীর-মধ্যে জ্ঞানাভাস-স্বরূপে বাস করেন বলিয়া, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি সংসারী জীব নহ। যেমন পুরমধ্যে থাকিয়া মধু-মক্ষিকারা আপনাদের সৃষ্ট মধু পান করিয়া থাকে, সেইরূপ যিনি অবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়-সুখ ভোগ করেন, তিনিই সংসারী জীব। প্রভো! তোমার বেগ অতি প্রচণ্ড এবং কালই তোমার যান। বায়ু যেমন মেঘ-রাজিকে বিচালিত করে, তদ্রূপ ভূত দ্বারা ভূত সকলকে বিচালিত করিয়া তুমি লোক-সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাক। কেহই তোমার স্বরূপ লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহে। বিষয়ে লোভ মনুষ্যের কখনই নিবৃত্ত হয় না, বরং ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সুতরাং 'এই কর্ম এইরূপে করিব' এই চিন্তায় মানব সদাই উন্মত্ত থাকে। যেমন ক্ষুধা-বলে লোল-জিহ্ব সর্প, মূষিককে আক্রমণ করে, তুমিও সেইরূপ ঐ সকল ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাক। তোমার প্রমাদ নাই। তোমার প্রতি অনাদর দ্বারা মানবদেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব কোন্ পণ্ডিত, তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিবে? আমাদের গুরু ব্রহ্মাও তোমার চরণ-কমল পূজা করেন এবং বিনাশশঙ্কা হেতু, দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া চতুর্দশ মনুও তোমার ঐ চরণ-কমল অর্চনা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! এই বিশ্ব, রুদ্রভয়ে বিলীন হইতেছে, অতএব তুমি আমাদের গতি হও। হে পর-মাত্মন্ তুমি আমাদের গতি হইলে, আমরা আর কাহাকেও ভয় করিব না।' ৬৩—৬৮। ভগবান্ রুদ্র এই প্রকারে নারায়ণের স্তব করিয়া প্রচেতাদিগকে কহিলেন, 'হে রাজপুত্রগণ! তোমরা বিশুদ্ধ হইয়া স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণপূর্বক এই

স্তোত্র জপ কর। তোমাদের মঙ্গল হউক। আর যিনি আত্মা ও সর্ব্ব প্রাণীতে অবস্থিত, সেই হরিকে আত্মস্থ জানিয়া জপ ও আরাধনা কর। আমার নিকট হইতে তোমরা এই স্তোত্র প্রাপ্ত হইলে; এক্ষণে চিত্ত-সংযমপূর্ব্বক মনোমধ্যে ধারণ করিয়া সাদরে ইহা জপ করিতে থাক। আমি যে স্তোত্র তোমাদের নিকট কহিলাম, ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া আমাদিগের এবং ভৃগু প্রভৃতি আত্মজগণের নিকট ইহা কহিয়াছিলেন। আমরা এই স্তোত্রবলে অজ্ঞান বিনাশপূর্ব্বক বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি। যে শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া নিত্য এই স্তোত্র জপ করিবেন, তাঁহার অচিরে মঙ্গললাভ হইবে। ৬১—৭৪। যত প্রকার মঙ্গলকর বিষয় আছে, জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; পরম কল্যাণস্বরূপ যে ব্যক্তির জ্ঞানরূপ তরী আছে, তিনি দুষ্পার দুঃখ-সাগর সহজে পার হইতে পারেন। আমি এই যে স্তোত্র গান করিলাম, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইহা অধ্যয়ন করিবে, তাহার তাহাতেই শ্রীহরিকে আরাধনা করা হইবে। এই স্তোত্র দ্বারা ভগবান্ হরি স্তুত হইলে সুপ্রসন্ন হন। তিনি মঙ্গলের একমাত্র আশ্রয়; তাঁহার তুষ্টি জন্মিলে পুরুষ যাহা যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। যে পুরুষ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই স্তোত্র শ্রবণ করিবে অথবা করাইবে, তাহার কর্ম্ম-বন্ধন মোচন হইবে। হে নরদেব-নন্দনগণ! পরম-পুরুষ পরমাত্মার এই স্তব তোমরা একাগ্রচিত্তে জপ করিতে করিতে তপস্যাচরণ কর; তাহা হইলে অন্তে অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতে সক্ষম হইবে।' ৭৫—৭৯।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জীবের বিবিধ সংসার-বৃত্তান্ত।

মৈত্রেয় কহিলেন, "রুদ্র, প্রচেতাদিগকে ঐ প্রকার উপদেশ দিলে, তাঁহারা রুদ্রের পূজা করিলেন। তখন রুদ্র তাঁহাদের সমক্ষে অন্তর্দ্ধান করিলেন। প্রচেতাগণ ভগবানের সেই রুদ্রগীতস্তোত্র জপ করত দশহাজার বৎসর-কাল জলমধ্যে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রাচীনবর্হিঃ কর্ম্মে আসক্ত হইয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদ কৃপা প্রকাশ করিয়া তৎসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ দান করিলেন। নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'রাজন্! তুমি এই কর্ম্ম দ্বারা কি ফল কামনা করিতেছ? দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তি—এই দুইটাই মঙ্গল; কিন্তু তোমার কর্ম্ম দ্বারা ঐ দুইটী ত লভ্য হইবে না।' প্রাচীনবর্হিঃ কহিলেন, 'হে মহাভাগ! আমার বুদ্ধি কর্ম্ম দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছে, তাই আমি পরম মুক্তি-পদার্থকে জানিতে পারি নাই; এক্ষণে আপনি আমাকে এরূপ নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করুন, যাহাতে আমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি। গৃহে অবস্থিত-ব্যক্তি, পুত্র-কলত্র-ধনকেই পুরুষার্থ বলিয়া জানে। সেই মূঢ়-ব্যক্তি সংসার-পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়; কখনই পরমার্থ লাভ করিতে সক্ষম হয় না।' ১—৬। নারদ কহিলেন, 'হে প্রজাপতে! তুমি নির্দ্দয় হইয়া যজ্ঞে সহস্র সহস্র পশুর প্রাণবধ করিয়াছ; সেই সকল জীবসমূহকে ঐ দেখ! পশুগণ তোমার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে; তোমাকে মৃত হইতে দেখিলেই, তুমি যে ইহাদের পীড়া দিয়াছ, ইহারা তাহা স্মরণ করিয়া, যমালয়ে লৌহ-সদৃশ শৃঙ্গ দ্বারা তোমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত, ছিন্ন-ভিন্ন করিবে। তোমার মহা সঙ্কটকাল উপস্থিত।

এ সঙ্কটে নিস্তারক পুরঞ্জনের চরিত্র কীর্ত্তন করি। পুরঞ্জন নামে এক মহা যশস্বী রাজা ছিলেন। তাঁহার এক মিত্র ছিল। তাঁহার নাম বা কর্ম্ম কোন ব্যক্তির জ্ঞাত ছিল না। সেই পুরঞ্জন স্বীয় ভোগ-স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও উপযুক্ত আবাস-স্থান পাইলেন না। তখন তিনি বড়ই ভাবিতে লাগিলেন;—'আমি পৃথিবীতে যত পুর দেখিলাম, তাহার কোনটাই ভাল বোধ হইল না। বাসনা পূর্ণ করিতেই আমার চেষ্টা; কিন্তু কোন পুরই বাসনা-সিদ্ধির উপযোগী নহে।' ৭—১২। একদা তিনি হিমালয়ের দক্ষিণ-সানুস্থ কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক পুরী তাঁহার নেত্রগোচর হইল। ঐ পুরী সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন; উহার নয়টী দ্বার। তাহা প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা ও পরিখা-সুশোভিত। গবাক্ষ এবং বহির্দ্বার দেদীপ্যমান। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহময় শিখরযুক্ত গৃহ সকল সর্ব্বতোভাবে বিভূষিত। নীলকান্তমণি, স্ফটিক, বৈদূর্য্য, মুক্তা, মাণিক্য দ্বারা সেই হর্ম্ম্যস্থলী বিরচিত। পুরীশোভা দীপ্তিতে ভোগবতী-সদৃশী;—সমাজস্থান, চতুষ্পথ, রাজপথ, ক্রীড়াভূমি, হট্ট, বিশ্রামস্থান, ধ্বজ, পতাকা এবং আধার-চক্রাদিরূপ বিদ্রুম-বেদী বিনির্ম্মিত হইয়া পুরীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ঐ পুরের বহির্ভাগে একটী মনোহর উপবন। সেই উদ্যান—বিবিধ দিব্য, পাদপ ও লতায় পরিপূর্ণ। জলাশয়ে জলচর পক্ষিগণ নিনাদ করিতেছে। তাহাতে বোধ হইতেছে যেন স্বয়ং জলাশয়ই কোলাহল করিতেছে। সরোবর সকলের তটবর্ত্তী তরুরাজির শাখা ও পল্লব, হিমকণাবাহী সুগন্ধ সমীরণ দ্বারা বিচলিত হইতেছে;—বোধ হইতেছে যে, তৎসমুদায়ের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে। ১৩—১৮। নানাবিধ বন্য-জন্তু পরস্পর হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় বাস করিতেছে; সুতরাং বন্যপশু-ভয়ে বনপ্রবেশে কাহারও সঙ্কোচ নাই। বৃক্ষোপরি কোকিলকুল কুহু কুহু কলরব করিতেছে, যেন তাহারা পথিকগণকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'এস এস, একবার এই কাননে প্রবেশ কর।' পুরঞ্জন ঐ উপবনে একটী কামচারিণী কামিনী-রত্নকে দেখিতে পাইলেন। সেই নবযুবতীর সঙ্গে দশটী ভৃত্য আছে। ভৃত্যগণের প্রত্যেকেরই শত শত নায়িকা আছে। ঐ আহ্লাদিনী অপ্রৌঢ়া এবং কামরূপিণী। পঞ্চমুণ্ড-বিশিষ্ট এক সর্প দ্বারপালস্বরূপ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তিনি স্বামীর অন্বেষণে সদা ভ্রমণ করিতেছেন। ঐ নবীনা বালার নাসিকা ও দন্ত অতি সুন্দর: কপোলদ্বয় মনোহর; বদন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি কর্ণদ্বয় দ্বারাই কুণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বর্ণ শ্যাম। তাঁহার নীবী পিঙ্গলবর্ণ: নিতম্ব সুন্দর ও কনকময় মেখলায় অলঙ্কৃত। তিনি চঞ্চল-চরণে নূপুর-ধ্বনি করিয়া দেবাঙ্গনার ন্যায় এদিক্-ওদিক্ ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার কুচযুগল নবপ্রকাশিত হইতেছে—নবযৌবনের আরম্ভ সূচিত হইতেছে; ঐ যুগ্ম কুচকলি এরূপ সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, উভয়ের মধ্যে কিছুই স্থান নাই। গজগামিনী লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বারংবার ঐ দুইটী স্তনকে আচ্ছাদন করিয়া গোপন করিতেছেন। ঐ লজ্জাবতী অথচ ঈষৎ হাস্যময়ী যুবতীর অপাঙ্গ যেন শাণিত-বাণতুল্য। নয়নযুগের প্রান্তভাগই পুঙ্খ স্বরূপ এবং প্রেমভরে আমায়ও অনলাই দহে। পুরঞ্জন ঐ যুবতীর কটাক্ষশরে বিষম বিদ্ধ হইয়া সুললিত-বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অয়ি পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে? কাহার কন্যা? কোন্ স্থান হইতে এখানে আসিয়াছ? হে ভীরু! এই উপবনে কি করিতে বাঞ্ছা করিতেছ? হে সুন্দরি! তোমার সহচর এই দশ যোদ্ধা কে? এই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ একাদশ যোদ্ধাটিই বা কে? আর এই নায়িকাগণ কে? তোমার অগ্রবর্ত্তী এই সর্পই বা কে?

নারীগণের সহিত পুরঞ্জনের সাক্ষাৎ।

হে মাধব! তুমি কি লক্ষ্মী? না, ভবানী? না, সরস্বতী? না, লক্ষ্মী? মুনিবৎ সংযতা হইয়া এই নির্জ্জন-বনে কি মনোমত প্রাণের পতি অন্বেষণ করিতেছ? তোমার চরণ-যুগলের কামনা দ্বারাই তোমার পতি, সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইতে পারেন। তোমার করকমল হইতে পদ্মটী কোথায় পতিত হইল? লক্ষ্মী, ভবানী প্রভৃতি যেসকলের নাম আমি উল্লেখ করিলাম, তুমি ঐ সকলের মধ্যে কেহই নহ; যেহেতু তুমি ভূমি স্পর্শ করিয়া রহিয়াছ। দেবতারা কখন ভূমি স্পর্শ করেন না। হে সুন্দরি! আমি বীরশ্রেষ্ঠ, আমার কর্ম্ম অতি মহৎ; লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর সহিত বৈকুণ্ঠপুর অলঙ্কৃত করিতেছেন, তুমি সেইরূপ আমার সহিত এই পুরী অলঙ্কৃতা কর। তোমার অপাঙ্গ-নিক্ষেপে আমার মন ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে; তাহার উপর আবার তোমার সলজ্জ ঈষৎহাস্যে ভ্রমণকারিণী ভ্রূলতা দ্বারা প্রেরিত কন্দর্প আমাকে অধিক পীড়া দিতেছে। অতএব আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর। তোমার বদন-মণ্ডল, সুন্দর ভূষণে ভূষিত। নয়নে কেমন মনোহর তারা শোভা পাইতেছে! বদন, সুদীর্ঘ নীলবর্ণ অলকা-জালে আবৃত; তাহাতে কেমন মনোহর বাক্যাবলী বিলাস পাইতেছে। হে চারুহাসিনি! লজ্জাহেতু তোমার মুখ আমার প্রতি অভিমুখ হইতেছে না; মুখ উন্নত করিয়া একবার আমাকে দেখাও।' ১৯—৩১। পুরঞ্জন অধীরের ন্যায় রমণীর নিকট এই প্রকারে কাম-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। যুবতীও হাস্য করিতে করিতে সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার নিজের এবং তোমার কর্ত্তা কোন্ ব্যক্তি, তাহা আমি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত নহি; যদ্দ্বারা গোত্র ও নামের উৎপত্তি হয়, তাহাও আমি জানি না। অদ্য এখানে যে 'আমি' অবস্থিত, তাঁহাকেও আমি জ্ঞাত নহি। যিনি আমার জন্য এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনিও আমার জ্ঞাত নহেন। আমার সহচর এই নর সকল আমার সখা এবং নারীগণ আমার সখী। আর এই সর্প এই পুরীর পালন-কর্ত্তা। আমি নিদ্রিতা হইলেও এই সর্প জাগরিত থাকে। আমার অদ্য সৌভাগ্য যে, আপনি এখানে আগমন করিয়াছেন। আপনার মঙ্গল হউক। দেখিতেছি, আপনি ইন্দ্রিয়-সুখ অভিলাষ করিতেছেন; আমি মদীয় সখা ও সখীগণ দ্বারা সে সুখ সম্পাদন করিয়া দিব। প্রভো! এই পুরী, আপনারই। ইহা নয়টী দ্বারে বিভক্ত। আপনি একশত বৎসর কাল ইহাতে সুখ-সম্ভোগ করুন। ৩২—৩৭। আমি তোমা ভিন্ন কোন্ পুরুষের সহিত রতিকার্য্য সাধন করিব? অজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ সংযতচিত্ত পুরুষ রতি-রস-তত্ত্ব কি জানে? সে অনিষিদ্ধ সুখেরও পরিত্যাগী; তাহার পরলোক-চিন্তা নাই; কল্য কি করিতে হইবে, এই চিন্তারও যে কোন সম্পর্ক রাখে না,—সে পশুতুল্য। গার্হস্থ্য সুখের তুল্য সুখ কোথায় আছে? এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, পুত্রসুখ, যশ, মুক্তি এবং বিশোক ও নির্ম্মল লোক, দেদীপ্যমান। যতিরা এ সকলের নামও জানেন না। পণ্ডিতেরা বলেন যে, গৃহাশ্রম,—পিতৃ, দেব, ঋষি, মানব এবং ভূতগণ এবং আমার কল্যাণকর স্থান। এই গৃহাশ্রমে আমার সদৃশী কোন্ কামিনী আপনার তুল্য বিখ্যাত, বদান্য, সুন্দর, স্বয়ং-উপস্থিত পতিকে বরণ না করিবে? আপনার আজানু-লম্বিত দুই বাহুতে

যাহার মন আসক্ত না হয়, এমন কোন্ স্ত্রী আছে? আপনি কি সাধারণ পুরুষ! কৃপাপূর্ণ সহাস্য অবলোকন দ্বারা আপনি দীন-জনের মনোব্যথা একবারে দূর করিবার নিমিত্তই যেন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।' ৩৮—৪২। নারদ কহিলেন, 'হে রাজন্! এই প্রকারে ঐ স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সেই পুরীতে প্রবেশ করিয়া শতবৎসর কাল আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। সেখানে স্থানে স্থানে গায়কগণ মনোহর স্বরে পুরঞ্জনের যশ গান করিতেছে এবং তিনি স্ত্রীগণে বেষ্টিত হইয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। যখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল, তখন তিনি দীর্ঘিকায় প্রবেশ করিয়া রমণী-বৃন্দের সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন। ঐ দম্পতী যে পুরীতে প্রবেশ করিলেন, সেই পুরীর মধ্যে উপরিভাগে সাতটী দ্বার। তাহার অধোভাগে দুইটী দ্বার। তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে পাঁচটী, দক্ষিণে একটী, উত্তরে একটী, পশ্চিম দিকে দুইটী। ঐ সকলের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। খদ্যোত্ত এবং আবির্ম্মুখী দুইটী দ্বার, একত্র সংলগ্ন। এই দুই দ্বার দিয়া যে রূপের প্রকাশ হয়, দ্যুমানের সহিত বর্ত্তমান পুরঞ্জন তাহাই গ্রহণ করেন। এইরূপ নলিনী ও নালিনী নামে দুই দ্বার একত্র সংলগ্ন। অবধূতের সাহচর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়া ঐ দুই দ্বারযোগেই সৌরভদেশে গমন করেন। ৪৩—৪৮। ঐ পুরীর সম্মুখবর্ত্তী দ্বার প্রধান। পুরীস্থিত পুরঞ্জন বাগিন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া ঐ দ্বার দিয়া বহূদন এবং আপন নামক দেশে গমন করিয়া থাকেন। হে নৃপ! ঐ পুরীর দক্ষিণদিকে যে দ্বার আছে, তাহার নাম পিতৃহু। পুরঞ্জন, শ্রবণেন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া ঐ দ্বার দ্বারা উত্তর-পঞ্চাল রাজ্য প্রাপ্ত হন। ঐ পুরীর পশ্চিমদিকস্থ দ্বারের নাম আসুরী। পুরঞ্জন, উপেন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া ঐ দ্বার-যোগে স্ত্রীসংসর্গ জন্য সুখ অনুভব করেন। অধোদেশের আর একটী দ্বারের নাম নির্ঋতি। পুরঞ্জন, পায়ু-ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ঐ দ্বার-যোগে মলত্যাগ করিয়া থাকেন। ঐ পুরীতে যত দ্বার আছে, তাহাদের মধ্যে হস্ত পদ—এই দুইটী অন্ধ। পুরঞ্জন ঐ দুই অন্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা গমনাদি-কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সেই পুরঞ্জন যখন অন্তঃপুরে গমন করেন, তখন সর্ব্বতোমুখ মনের সহিত যুক্ত হইয়া কখন মোহ, কখন প্রমাদ, কখন বা হর্ষ প্রাপ্ত হন। এইরূপে কামাত্মা পুরঞ্জন মূর্খের ন্যায় কর্ম্মে আসক্ত হইলেন। তাঁহার মহিষী তাঁহাকে যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ৪৯—৫৬। ভার্য্যা মদিরা পান করিলে, তিনি মধু পান করেন; ভার্য্যা অন্নভোজন করিলে, তিনি ভোজন করেন; ভার্য্যা গমন করিলে, তিনি গমন করেন; ভার্য্যা রোদন করিলে, তিনি রোদন করেন; ভার্য্যা হাস্য করিলে, তিনি হাস্য করেন; ভার্য্যা গল্প করিলে, তিনি গল্প করিতে থাকেন। পত্নীকে ধাবিতা হইতে দেখিলে, তিনি ধাবিত হন; অবস্থিতা হইলে, অবস্থিতি করেন; শয়ন করিলে, শয়ন করেন; বসিলে, বসেন; শ্রবণ করিলে, শ্রবণ করেন; দেখিলে, দেখেন; গন্ধাদি আঘ্রাণ করিলে, আঘ্রাণ করেন; স্পর্শ করিলে, স্পর্শ করেন; শোক করিলে, শোক করেন; তুষ্ট হইলে, তুষ্ট হন; আনন্দিত হইলে, আনন্দিত হন। পুরঞ্জন এই প্রকারে আপনার মহিষী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া আপনার স্বভাব হইতে বঞ্চিত হইলেন; সুতরাং তিনি ক্রীড়ামৃগের ন্যায় স্ত্রীর কার্য্যের অনুকরণ করিতে থাকিলেন।' ৫৭—৬২।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

পুরঞ্জনের মৃগয়াচ্ছলে স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থা-কথন দ্বারা সংসার-বর্ণন।

নারদ কহিলেন, 'হে রাজন্! সেই পুরঞ্জন একদা রথে আরোহণ করিয়া এক বনে গমন করিলেন। তথায় পাঁচটী লাঙ্গ ছিল। তাঁহার ধনু অতি মহৎ। তাঁহার রথে পাঁচটী অশ্ব নিয়োজিত ছিল। রথ অতি দ্রুতগামী এবং দুইটী দণ্ডে নিবদ্ধ। দুই চক্র, এক অক্ষ, তিন ধ্বজা, পাঁচ বন্ধন এক রজ্জু, এক সারথি, এক নীড়, দুইটী যুগন্ধর-স্থান; তাহাতে পাঁচ বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়। তাহার চর্ম্মময় আবরণ সাত, এবং গতি পাঁচ প্রকার। সেই রথ স্বর্ণ-অলঙ্কারে বিভূষিত। পুরঞ্জন মৃগয়া-বেশে রথে আরোহণ করেন। তাঁহার গাত্রে স্বর্ণময় বর্ম্ম এবং পৃষ্ঠদেশে অক্ষয় তূণ বিরাজিত। মন নামক তাঁহার সেনাপতি রাজার সমভিব্যাহারে বনে গমন করিলেন। পুরঞ্জন বনপ্রবেশ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক সগর্ব্বে মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজার মন মৃগয়ায় এত মোহিত হইল যে, ত্যাগের অযোগ্যা সহধর্ম্মিণীকেও তিনি ত্যাগ করিলেন। তিনি মৃগয়ার্থ আসুরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, ভীম ও নির্দ্দয়-মূর্ত্তি হইয়া শাণিত বাণ দ্বারা বনে বনচারী পশুগণকে বধ করিলেন। হে নরনাথ! মৃগয়ায় নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—রাজা প্রসিদ্ধতীর্থে পবিত্র পশুগণকে শ্রাদ্ধ-সম্পাদনার্থ আবশ্যক মত বধ করিবেন। উক্তরূপে কর্ম্ম যখন নির্দ্দিষ্ট হইল তখন পশুবধ-ব্যবস্থা নিতান্তই সঙ্কুচিত হইল। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐরূপে কর্ম্ম নিয়মিত জানিয়া তদনুষ্ঠান করেন, তিনি জ্ঞানহেতু সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা কদাচ লিপ্ত হন না। ১—৭। পুরঞ্জনের বিচিত্র পক্ষশালী শিলীমুখ দ্বারা অনেকানেক মৃগ বিদ্ধ হইল। মৃগগণ কাতর হইয়া এরূপ করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল যে, করুণ-হৃদয় ব্যক্তিরা তাহাদিগকে দেখিতে পারিলেন না। তিনি শশক, শল্যক, শূকর, মহিষ, গবয়, রুরু এবং অন্যান্য বিবিধ পবিত্র পশু বিনষ্ট করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পুরঞ্জনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা জন্মিল। তিনি নিবৃত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্নান-আহার দ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়া শয়ন করিলেন। ধূপ, গন্ধানুলেপন এবং মাল্যাদি ধারণ দ্বারা আপনাকে সুসজ্জিত ও উপযুক্ত স্থানে সুন্দর অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিলেন। তখন তিনি মহিষীর সহিত কাম-ক্রীড়ার্থ কামনা করিলেন। ৮—১২। হৃষ্ট, পুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়া রাজা কন্দর্প দ্বারা অভিভূত হইলেন। কিন্তু তিনি আপনার সহধর্ম্মিণীকে দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উদ্বিগ্ন হইয়া অন্তঃপুর-চারিণী সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—'হে রামাগণ! তোমাদের এবং তোমাদের প্রভুপত্নীর কুশল ত? আমার গৃহস্থিত ধন সম্পত্তি পূর্ব্বে যেমন রুচিকর বোধ হইত, এখন তেমন রুচিকর বোধ হইতেছে না। গৃহে মাতা অথবা পতিব্রতা পত্নী না থাকিলে কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তির দুঃখভোগ না হয়? চক্রহীন রথে কোন্ ব্যক্তি স্থির হইয়া বসিতে পারে? তোমরা আমাকে বলিয়া দাও,—আমার সেই বুদ্ধিমতী ললনা কোথায়? আমি দুঃখসাগরে মগ্ন হইলে, তিনি আপন বিদ্যা দ্বারা আমাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।' সখীগণ উত্তর করিল, 'হে নরনাথ! আপনার প্রেয়সী কি করিতে চাহেন, আমরা অবগত নহি। ঐ দেখুন তিনি অনাবৃত ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছেন।' পুরঞ্জন এই কথা শুনিয়া মহিষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন প্রিয়তমা আপনার দেহের প্রতি যত্ন পরিত্যাগ করিয়া ধূলা

পড়িয়া আছেন। তখন তাঁহার ব্যাকুলিত চিত্ত, বিষম বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। ১৩—১৮। তিনি সুললিত মধুর বাক্য দ্বারা মহিষীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় সন্তাপিত হইতে লাগিল; কারণ, প্রেয়সী প্রণয়-কোপের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। যাহা হউক, পুরঞ্জন অনুনয়-বিষয়ে অতিশয় নিপুণ ছিলেন; তিনি বারংবার কাতর-কণ্ঠে বিনয়সূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন; ক্রমশঃ তিনি সুন্দরীর চরণ-যুগল ধারণ করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে কোলে লইয়া হস্ত দ্বারা অঙ্গস্পর্শ করিতে করিতে আদর করিয়া কহিলেন, 'হে সুন্দরি! অপরাধ করিলেও, যে সমস্ত ভৃত্যকে স্বামীরা আপন ভাবিয়া শিক্ষার্থ দণ্ড বিধান না করেন, আমার বোধ হয়, সে সকল ভৃত্য বড়ই মন্দভাগ্য। হে সুন্দরি! ভৃত্যের প্রতি প্রভু যে দণ্ড বিধান করেন, তাহা দণ্ড নহে,—পরম অনুগ্রহ; কিন্তু ক্রোধী বালকই উহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে। প্রিয়ে! তুমি আমার অধীশ্বরী; আমি তোমার পরম আত্মীয়, আমার প্রতি কৃপা করিয়া একবার তোমার মুখখানি দেখাও। হে সুন্দরি! তোমার এই মুখপদ্ম কিবা চমৎকার! প্রেমভরে তোমার লজ্জা জন্মিয়াছে; তোমার অবনত বদনে মন্দ মন্দ সহাস্য কটাক্ষ কেমন বিলাস পাইতেছে! আহা! তোমার মুখপঙ্কজের অলকাগুচ্ছ অলিতুল্য হইয়া কি সুন্দর শোভা বিস্তার করিতেছে! কিবা সুন্দর উন্নত নাসিকা; কেমন মনোহর কোমল কথা! আহা! মরি মরি! হে বীরপত্নি! হে প্রাণ-প্রিয়ে! বল, বল—কোন্ ব্যক্তি তোমার অপকার করিয়াছে? সে যদি ব্রাহ্মণকুল বা শ্রীহরির দাস না হয়, তাহা হইলে এখনি তাহার দণ্ডবিধান করিব। কিন্তু ত্রিলোকীর মধ্যে অথবা ইহার বহির্ভাগে কোথাও ত ঐরূপ নির্ভয় ব্যক্তি দেখিতে পাই না যে, সে ব্যক্তি এখনও আমার ভয়ে জীবিত থাকিতে সক্ষম হইয়াছে? বল, এখন কি নিমিত্ত তুমি তিলকহীন, হর্ষহীন, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি এবং কান্তিশূন্য? তোমার এই সুন্দর কুচযুগল কেন শোকাশ্রু দ্বারা প্লাবিত হইয়াছে? এই বিম্বফলাকার অধর কুসুম-পঙ্কতুল্য তাম্বূলরাগে রঞ্জিত দেখিতেছি না কেন? হে প্রিয়তমে! আমি তোমাকে না বলিয়া স্বেচ্ছানুসারে মৃগয়ায় আসক্ত হইয়াছিলাম, ইহাতে অবশ্যই তোমার নিকট আমার দারুণ অপরাধ হইয়াছে; আমাকে ক্ষমা কর;—আমার প্রতি প্রসন্ন হও। প্রাণাধিকে! আমি তোমার সুহৃদ্। যে কান্ত স্বয়ং বশবর্ত্তী এবং কাম-বাণে যাহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে; এরূপ স্বামীকে সন্তোষরতা কোন্ কামিনী ভজনা না করে?' ১৯—২৬।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

পুরঞ্জনের আত্ম-বিস্মরণ।

নারদ কহিলেন, 'হে রাজন্! সেই পুরঞ্জনী এইরূপ হাব, ভাব, বিলাস দ্বারা আপনার পতি পুরঞ্জনকে সম্যক্ বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত বিহার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সুস্নাতা, শোভনবসনা এবং কুসুম-সিন্দুরাদি দ্বারা কৃতমঙ্গলা সেই কামিনী হৃষ্টচিত্তা হইয়া নিকটে আগমন করিলে, রাজাও তাঁহার সহবাসে সুখী হইলেন। পুরঞ্জনী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পুরঞ্জন, পুরঞ্জনীর স্কন্ধদেশে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন; সেই তরুণী একান্তে তাঁহার সহিত রহস্য-কথা কহিতে লাগিলেন। রাজার বিবেক বিগত হইল। ক্ষণে ক্ষণে যে বৃথা পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, রাজা তাহা জানিতে পারিলেন না। সেই সুন্দরীর ভুজ-লতাই রাজার উপাধান হইল; সেই কাম-কামিনীকেই তিনি পরম পুরুষার্থ বোধ করিলেন, স্ত্রী-সঙ্গ হেতু রাজার উন্নত মন অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হইল,—বিলাস-শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি নিজস্বরূপ ব্রহ্মকে ভুলিয়া গেলেন। পুরঞ্জনের নবযৌবন ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহিত হইল। রাজা, মহিষী পুরঞ্জনীর গর্ভে একাদশ শত পুত্র উৎপন্ন করিলে, তাঁহার পরমায়ুর অর্দ্ধেক ফুরাইয়া গেল। ১—৬। তৎপরে রাজার একশত দশটী কন্যা জন্মিল। কন্যাগণ—শীল ও ঔদার্য্যগুণে সুভূষিতা এবং পিতা মাতার যশোবর্দ্ধিনী। ঐ কন্যাগণ পৌরঞ্জনী বলিয়া বিখ্যাত হইল। পঞ্চালপতি পুরঞ্জন, আপনার পিতৃবংশবর্দ্ধক পুত্রগণকে উপযুক্ত পত্নীর সহিত বিবাহ দিলেন এবং কন্যাগণকেও উপযুক্ত বরের সহিত বিবাহ দিলেন। হে রাজন্! পুরঞ্জনের প্রত্যেক পুত্র আবার শত শত পুত্র উৎপন্ন করিল। এইরূপে পঞ্চালদেশে পৌরঞ্জন-বংশ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। পুত্র, পৌত্র, গৃহ, ভাণ্ডার—এই সকলের উপর পুরঞ্জনের প্রগাঢ় মমতা জন্মিল। তিনি বিষম বিষয়পাশে আবদ্ধ হইলেন। অবশেষে আপনার ন্যায় পশুমারক নানা ভয়ানক যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, নানা কামনায়,—দেব, পিতৃ ও ভূতপতিদিগের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কুটুম্বাসক্ত-চিত্ত পুরঞ্জন আত্মহিতে উদাসীন আছেন, এমন সময় কামিনী-প্রিয় ব্যক্তির অপ্রিয় কাল আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল। ৭—১২। সেই কাল চণ্ডবেগ নামে বিখ্যাত, গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি। তাহার তিন শত ষাট বলবান্ গন্ধর্ব্ব আছে। আরও ঐরূপ তিন শত ষাট জন গন্ধর্ব্বী আছে। তাহারা শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ। ঐ সকল গন্ধর্ব্ব, মিথুন হইয়া অবস্থিতি করে। তাহারা পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করিয়া কাম-নির্ম্মিত পুরীকে লুণ্ঠন করিয়া থাকে। চণ্ডবেগের অনুচর গন্ধর্ব্বগণ যখন পুরঞ্জনের পুরী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তত্রস্থ প্রজাগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে একাকী, সুতরাং তত গন্ধর্ব্বকে প্রতিষেধ করিয়া কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে? তথাপি বলাধিক্য হেতু সে শতবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিল। গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বীগণ সংখ্যায় সাত শত কুড়ি। বহু ব্যক্তির সহিত একজনের যুদ্ধে কদাচ জয় হয় না; সুতরাং প্রজাগণ ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া পড়িল। পুরঞ্জন, পুরাধ্যক্ষকে দুর্ব্বল হইতে দেখিয়া পুরবাসী রাষ্ট্রবাসী এবং বান্ধবগণ সহ দুঃখিত হইয়া চিন্তাকুল হইলেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে তিনি স্ত্রী-বশীভূত এবং ক্ষুদ্র সুখে আসক্ত হইয়া পঞ্চালদেশে আপনার পুরীর মধ্যে স্বীয় পার্ষদগণ কর্ত্তৃক আহৃত ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিতেন, তাঁহাকে কখন কোন প্রকার ভয়ের বিষয় আলোচনা করিতে হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মহাভয় উপস্থিত হইল। ১৩—১৮। কালের একটী কন্যা আছে। তাহার নাম জরা। সে আপনার অনুরূপ পতি অন্বেষণ করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করে নাই। এই দৌর্ভাগ্য-হেতু সে দুর্ভগা বলিয়া বিখ্যাত হয়। অনন্তর পুরঞ্জন তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। তাহাতে সে সন্তুষ্ট হইয়া পুরুর ন্যায় তাঁহার বর দান করাইল। ঐ কালকন্যা একদা ভ্রমণ করিতেছিল, সেই সময় আমি ব্রহ্মলোক হইতে ভূতলে আসিতেছিলাম; আমাকে দেখিবামাত্র সে কামে হতচেতন হইয়া বলিল, 'আপনি আমাকে বিবাহ করুন।' বিবাহে অস্বীকার করাতে সে আমাকে, ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিল, 'হে মুনিবর! যেহেতু তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে না, অতএব তুমি কখন একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না।' সেই কামিনীর কামনা এইরূপ বিফল হইল। তাহার অন্তরে দারুণ দুঃখ জন্মিল। ইহা দেখিয়া আমার দয়া হইল। তখন সে, আমার আদেশে ভয় নামক যবনেশ্বরকে তাহার পতি হইবার জন্য প্রার্থনা করিল; এবং কহিল 'হে বীর! তুমি যবনদিগের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ এবং আমার মনোমত পতি; আমি তোমাকে বরণ করিলাম, তুমি আমার স্বামী হও। আমি জানি, জীবগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া যে সঙ্কল্প করে, তাহা কখনও বিফল হয় না। ১৯—২৪। লোকে ও শাস্ত্রে যে বস্তু দেয় বা গ্রহণযোগ্য বলিয়া সম্মত, সেই বস্তু প্রার্থনা করিলে, যে না দেয় এবং কেহ দিলে যে গ্রহণ না করে, সেই দুই অজ্ঞ ব্যক্তিই নিতান্ত অমানুষ। হে ভদ্র! আমি প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আমাকে ভজনা কর। আর্ত্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া করা পুরুষের ধর্ম।' কাল-কন্যার ঐ কথা শুনিয়া, সেই যবনেশ্বর মৃত্যু, তাহাকে হাসিয়া কহিলেন, 'আমি জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা অগ্রেই তোমার ভোগস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। তুমি সকলকে পতিত্বে বরণ করিতে প্রার্থনা করিতেছ বটে, কিন্তু তুমি অভদ্র বলিয়া, কোন লোক তোমার পতি হইতে বাঞ্ছা করে না। তুমি অলক্ষিত-গতি হইয়া সর্ব্ব-প্রাণীকে উপভোগ কর। এরূপ করিলে সকলেই তোমার স্বামী হইবে। আমার এই যবন-সেনা আছে, ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া যাও; তুমিই প্রজানাশ করিতে নিশ্চয় সক্ষম হইবে। দেখ! এই জ্বর (বিজ্বর) আমার ভ্রাতা; তুমি আমার ভগিনী। তোমরা দুইজনে সৈন্যাধ্যক্ষ হইলে; তোমাদের সহিত এই উভয় লোকের ভয় উৎপাদন করিয়া আমি বিচরণ করিব।' ২৫—৩০।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীচিন্তন দ্বারা পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি এবং প্রাক্তন অদৃষ্ট বশতঃ জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভ।

নারদ কহিলেন, 'ভয়নামা যবনাধিপতির যে সকল সেনা, মৃত্যুর অনুবর্ত্তিনী, তাহারা প্রজ্বার ও কাল-কন্যার সহিত ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে লাগিল। একদিন ঐ সকল ব্যক্তি বলপূর্ব্বক পুরঞ্জনের পুরীতে প্রবেশ করিল। একটী জীর্ণ সর্প সেই পুরীর রক্ষক ছিল। তাহারা ঐ পুরীকে নানা বিলাস-ভোগে পরিপূর্ণ দেখিয়া আক্রমণপূর্ব্বক রুদ্ধ করিল। সেই কালকন্যা কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে পুরুষ তৎক্ষণাৎ বলহীন হয়। কালকন্যাকে পুরী ভোগ করিতে দেখিয়া যবনেরা চারি দিকেরই দ্বারে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহলুণ্ঠন করত পীড়া দিতে লাগিল। পুরী এই প্রকারে প্রপীড়িত এবং লুণ্ঠিত হওয়াতে পুরঞ্জন বড়ই কাতর হইলেন এবং স্নেহ-মমতায় আকুল হইয়া পড়িলেন। কাল-কন্যার আলিঙ্গনে তাঁহার শরীরের শ্রী নষ্ট হইয়া গেল। তিনি অতি দীন ও বুদ্ধিহীন হইলেন। গন্ধর্ব্ব ও যবনগণ বাহুবলে তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া লইল। তাঁহার উত্থানশক্তি রহিল না। ১—৬। পুরঞ্জন দেখিলেন,—আপনার পুরী বিশীর্ণ; পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য ও মন্ত্রিগণ প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে; কেহ আর তাঁহাকে আদর করিতেছে না। পত্নীরও পূর্ব্ববৎ ভাব ও ভালবাসা নাই। আপনাকে কাল-কন্যা জরা কর্ত্তৃক অধিকৃত এবং পঞ্চালরাজ্য শত্রু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কোন প্রতিকারোপায় দৃষ্ট হইল না। পুরঞ্জন দেখিলেন,—আপনার পুরী যবন ও গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল এবং কাল-কন্যা আসিয়া নানা প্রকারে যাতনা দিতে লাগিল; তখন ইচ্ছা না থাকিলেও ঐ পুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ভয়ের অগ্রজ ভ্রাতা প্রজ্বার আসিয়া, ভ্রাতার হিতকামনায় সেই পুরী সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া দিল। ঐ পুরী ধু ধু দগ্ধ হইতে থাকিলে পুরঞ্জন,—পুরবাসী ভৃত্যবর্গ ও পুত্রাদির সহিত একেবারে শোকসাগরে ডুবিয়া গেলেন। ৭—১২। কাল-কন্যা পুরঞ্জনের পুরীকে গ্রাস করিলে, পুরীর রক্ষকও প্রজ্বার কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া সন্তাপযুক্ত হইতে লাগিল। যবনেরা প্রস্থানের আয়তন পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিল। প্রস্থার তখন মহাসঙ্কটে পতিত হইল। ঐ সন্তাপ জন্য তাহার গুরুতর ক্লেশ ও গাত্রকম্প উপস্থিত হইল। তথায় সে অবস্থিতি করিতে পারিল না; সর্প যেমন অনলযুক্ত বৃক্ষকোটর হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যায়, পুরীরক্ষক সেইরূপ অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিল। এইরূপে যখন পুরঞ্জনের দেহ শিথিল হইয়া পড়িল; গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার পৌরুষ হরণ করিয়া লইল এবং যবনগণ আসিয়া কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিল। তখন তিনি গলদেশে 'ঘুরঘুর' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কন্যা, পুত্র, পৌত্র, বধূ, জামাতা, পার্ষদবর্গ এবং গৃহ, ভাণ্ডার ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি যাহা কিছু স্বত্ব অবশিষ্ট ছিল; তখন তিনি সেই সকল বস্তুতে মমতাবুদ্ধি করিতে লাগিলেন। গৃহাসক্ত নির্ব্বোধ গৃহী, গৃহিণী সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, —'আহা! লীলা-সংবরণ করিলে আমার এই পত্নী অনাথা হইয়া, এই পুত্র-কন্যাদিগের দুরবস্থা দর্শনে শোক করিতে করিতে কিরূপে কালযাপন করিবেন। ১৩—১৮। মদধীনা এই কামিনী, আমি স্নান না করিলে স্নান এবং আহার না করিলে আহার করেন না! আমি ক্রুদ্ধ হইলে ইনি ভীত হন এবং আমি তিরস্কার করিলে ইনি বাক্যমাত্রও ব্যয় করেন না। আমার বিবেক নষ্ট হইলে ইনিই আমাকে জ্ঞান দান করেন। ইনি বীরপুত্র প্রসব করিয়াছেন; অতএব আমি পরলোকে গমন করিলে বিরহ-কাতরা ইনি আর কি এই গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করিবেন? আহা! আমি প্রস্থান করিলে পর, যেরূপ সমুদ্রের মধ্যভাগে পোত ভগ্ন হওয়াতে আরোহীরা বিপদ্গ্রস্ত হয়, সেইরূপ আমার এই পুত্র ও কন্যাগণ পরপ্রত্যাশী হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে?' মহারাজ! পুরঞ্জনের প্রকৃতি স্বরূপ ব্রহ্ম, অতএব তাঁহার শোক করা উচিত ছিল না; কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোক করিতে আরম্ভ করিলে পর, ভয়ের সেনা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যবনেরা যখন তাঁহাকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া স্ব স্থানে লইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাঁহার অনুচরেরা সাতিশয় কাতর হইয়া শোকাকুল-চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। ঐ পুরীমধ্যে যে প্রাণ রুদ্ধ ছিল; অবশেষে যখন সেও উঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন সেই পুরী বিশীর্ণ হইয়া স্বীয় পূর্ব্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইল। ১৯—২৪। পুরঞ্জন যখন ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন, তখন যবনেরা সকলে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল; অতএব তিনি পূর্ব্বতন সখাকে স্মরণ করিতে পারেন নাই। রাজা নির্দ্দয় হইয়া যজ্ঞে যে সকল পশুবধ করিয়াছিলেন, তিনি পরলোকে উপস্থিত হইলে পর উঁহারা তাঁহার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া কুঠার দ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। প্রমদাসঙ্গ জন্য দোষ-হেতু অপার অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার ব্রহ্মস্মৃতি নষ্ট হইল। তিনি সেই অবস্থায় শত বৎসর কষ্ট ভোগ করিলেন। মহারাজ! রাজা প্রমদাকে চিন্তা করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; সেইহেতু পরজীবনে বিদর্ভ রাজার গৃহে বর-ললনা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার বিবাহে পরাক্রমই পণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। বিবাহের সময় পাণ্ড্যদেশীয় অরিন্দম রাজা মলয়ধ্বজ যুদ্ধস্থলে সমবেত ক্ষত্রিয়দিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহার করগ্রহণ করিলেন। ভূপতি তাঁহার গর্ভে এক অসিত-লোচনা তনয়া এবং সপ্ত পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ সপ্ত পুত্র দ্রবিড় দেশের অধীশ্বর। ২৫—৩০। উঁহাদিগের প্রত্যেকের এক এক অর্ব্বুদ পুত্র জন্মিল। ঐ সকলের

পুত্র-পৌত্রেরাই যাবতীয় ভূমণ্ডল ভোগ করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। নৃপনাথ! অগস্ত্য মলয়ধ্বজের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম দৃঢ়-চ্যুত বা ইধ্মবাহ। রাজন্! মহীপতি মলয়ধ্বজ পূর্ব্বোক্ত পুত্রদিগের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত কুলাচলে যাত্রা করিলেন। কৌমুদী যেমন নিশানাথের অনুগমন করে, সেইরূপ মদির-নয়না বিদর্ভরাজ-নন্দিনী,—গৃহ, পুত্র এবং ভোগ্য-সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ড্য-রাজের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন। নৃপতি কুলাচলে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী এবং বটোদকা নাম্নী নদীর পুণ্য-সলিলে বহিরভ্যন্তরের মল-ক্ষালন করত কন্দ, অস্থি, ফল, মূল, পুষ্প, পত্র, তৃণ এবং জলমাত্র আহার করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপশ্চারণে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া আসিল। ৩১—৩৬। তিনি শীত, উষ্ম, বাত, বর্ষা, ক্ষুৎপিপাসা—সকলই সহ্য করিতে লাগিলেন এবং সমদর্শী হইয়া সুখ-দুঃখে হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হইলেন না। তপস্যা ও উপাসনা দ্বারা ক্রমে তাঁহার কামাদি-বাসনা বিনষ্ট হইয়া গেল; তখন তিনি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্ত জয় করিয়া আত্মাকে ব্রহ্মে সমাহিত করিলেন। স্থাণুর ন্যায় স্থির হইয়া দিব্য একশত বৎসর একস্থানে অবস্থিতি করিলেন এবং ভগবান্ বাসুদেব-নিরত হইয়া তন্ময় হইয়া উঠিলেন। পরমাত্মাকে দেহাদির প্রকাশক বলিয়া জানিতে পারিলেন। পরমাত্মা দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র,—তাঁহার এরূপ জ্ঞানও জন্মিল। অতএব মানুষ যেমন স্বপ্নে 'আমার এই মস্তক ছিন্ন হইয়াছে' এইরূপ জ্ঞানোদয়ের সময় অন্য এক আত্মাকে জানিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাতে পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া অন্যান্য যাবতীয় বৃত্তি হইতে নিরস্ত হইলেন। হে রাজন্! সাক্ষাৎ ভগবান্, গুরু হইয়া তাঁহাকে যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান-আলোক চতুর্দ্দিকে বিস্ফুরিত হইতেছিল। নৃপতি তদ্দ্বারা আপনাকে পরব্রহ্মে এবং পরব্রহ্মকে আপনাতে দর্শন করিতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে তাদৃশ দর্শনও পরিত্যাগ করিয়া সংসার হইতে বিরত হইলেন। ৩৭—৪২। পরম পতিব্রতা বিদর্ভ-নন্দিনী যাবতীয় ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া প্রেমার্দ্রচিত্তে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ স্বামী মলয়ধ্বজের সেবা করিতেছিলেন। তিনি চীর পরিধানপূর্ব্বক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া শরীর ক্ষীণ করিয়াছিলেন। শিরোদেশে কেশকলাপ বেণী হইয়া ঝুলিতেছিল। অতএব পতিব্রতা পরলোক-গত স্বামীর নিকট, প্রশান্ত অনলের পার্শ্ববর্ত্তিনী শিখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মলয়ধ্বজ যে পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন, কামিনী তাহা জানিতে পারিলেন না; কারণ, তিনি স্থির-ভাবে আসনেই উপবেশন করিয়াছিলেন। সুতরাং সুন্দরী পূর্ব্ববৎ তাঁহার সেবা করিতে গমন করিলেন। কিন্তু সেবা করিতে গিয়া তাঁহার পাদদেশ স্পর্শ করিয়া যখন তাহাতে উষ্ণতা অনুভব করিলেন না, তখন যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই অরণ্যমধ্যে আপনার বৈধব্য-দশার নিমিত্ত বিলাপ করত অশ্রুধারায় স্তনযুগল অভিষিক্ত করিয়া সুস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিতে লাগিলেন,—'হে প্রাণবল্লভ! উত্থান কর, উত্থান কর। জলধি-বেষ্টিতা এই ধরিত্রী, অধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়াছেন। ইহাঁকে উদ্ধার করা তোমার কর্ত্তব্য।' ৪৩—৪৮। বিদর্ভ-দুহিতা প্রাণেশ্বর স্বামীর সহিত অরণ্যে আসিয়া তদীয় চরণ-কমলে পতিত হইয়া এই প্রকারে বিলাপ করিতে করিতে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই স্থানে দারুময়ী চিতা রচনা করত তাহাতে পতির দেহ প্রদীপ্ত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে আপনিও মরিতে ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রন্দন করিতেছেন,—এমন সময় তাঁহার পূর্ব্বতন সখা এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া মধুর-বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, 'তুমি কে এবং কাহার? তুমি এই যে ভূপতিত পুরুষের জন্য শোক করিতেছ, ইনিই বা কে? তুমি কি আমায় চিনিতে পারিয়াছ? আমি তোমার সুহৃদ্। তুমি পূর্ব্বে আমার সহিত সখ্যসুখ অনুভব করিয়াছিলে। যদিও আমায় না চিনিতে পার, তথাপি তোমার কি এরূপ স্মরণ হয় যে, কোন কালে তোমার কোন বন্ধু ছিল? সখে! তুমি পার্থিব-সুখে রত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করত আপন স্থানের অন্বেষণে আগমন করিয়াছিলে। তুমি এবং আমি,—আমরা দুইটী হংস। মানস-সরোবরে আমাদিগের বাস। আমরা গৃহে অবস্থিতি না করিয়া সহস্র বৎসর জীবন ধারণ করি। ৪৯—৫৪। বন্ধো! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করত গ্রাম্যসুখে রত হইয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলে এবং বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে কোন কামিনীকর্তৃক বিনির্ম্মিত এক পুরী দর্শন করিয়াছিলে। ঐ পুরীর পাঁচটী উপবন; নয়টী দ্বার; একটী রক্ষক; তিনটী কোষ্ঠ; ছয়টী কুল; পাঁচটী উপাদান; এবং স্ত্রী উহার অধীশ্বরী। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয় উহার পাঁচটী উপবন; নব প্রাণ, নব দ্বার; তেজ, জল ও অন্ন, তিন কোষ্ঠ; ছয় ইন্দ্রিয়, ছয় কুল; পাঁচ ক্রিয়াশক্তি, পাঁচ হট্ট এবং পাঁচ ভূত, পাঁচ উপাদান। পুরুষ শক্তির বশীভূত হইয়া এই পুরীতে প্রবেশ করত আত্মাকে জানিতে পারেন না। পূর্ব্বে তোমার ব্রহ্মকে স্মরণ ছিল; কিন্তু সেই পুরীমধ্যে রমণীস্পর্শ করত ক্রীড়া করিয়া তাহারই সঙ্গহেতু তোমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। তুমি বিদর্ভ-রাজের দুহিতা নহ। এই যে বীর ভূমিশায়ী রহিয়াছেন, ইনি তোমার স্বামী নহেন। যে পুরঞ্জনী তোমাকে নবদ্বার পুরীমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া করিয়া রাখিয়াছিল, তুমি তাহার স্বামীও নহ। ৫৫—৬০। তুমি যে পূর্ব্বজন্মে আপনাকে পুরুষ বলিয়া অভিমান করিয়াছিলে এবং ইহজন্মে সাধ্বী স্ত্রী বলিয়া বোধ করিতেছ, সে আমারই মায়া জানিবে। বাস্তবিক স্ত্রী বা পুরুষ নাই। আমি আমাদিগের উভয়ের স্বরূপ পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ও আমি,—আমরা ভিন্ন নহি। সখে! আমাকে তোমা বলিয়াই জান। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা আমাদিগের দুই জনের মধ্যে অণুমাত্রও অন্তর দর্শন করেন না। যেরূপ পুরুষ একমাত্র আপনাকে দর্পণে দ্বিধাভূত দর্শন করে, আমাদিগের অন্তর সেইরূপ জানিবে।' নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! ঈশ্বরের সহিত বিরহ হওয়াতে হংসের স্মৃতি নষ্ট হইয়াছিল; এক্ষণে সখার নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞান-লাভ করত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া উহাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। হে বর্হিষন্! আমি উপাখ্যানচ্ছলে অধ্যাত্মযোগ উপদেশ করিলাম; কারণ, বিশ্বভাবন শ্রীহরি উপাখ্যানই ভাল বাসেন।' ৬১—৬৫।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

পুরঞ্জন-পুরের ব্যাখ্যা।

প্রাচীনবর্হি পুনরায় কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার কথার মর্ম্ম সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিলাম না; অধ্যাত্মবিদ্ পণ্ডিতেরাই ইহার তাৎপর্য্য-গ্রহণে সমর্থ। আমরা কর্ম্মমোহে বিমুগ্ধ, আমাদের উহা বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই।' নারদ কহিলেন, 'রাজন্! আমি যাহাকে 'পুরঞ্জন' কহিলাম, তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া জানিও;

তিনি পুর অর্থাৎ দেহকে প্রকাশ করেন, এজন্য তাঁহার নাম 'পুরঞ্জন।' ঐ পুর একপ্রকার নহে। কাহারও এক, কাহারও দুই, কাহারও তিন, কাহারও চারি, কাহারও বহুতর চরণ; কেহ কেহ বা একেবারে পদশূন্য। আর আমি যাহাকে 'অবিজ্ঞাত' শব্দে অভিহিত করিয়াছি, তিনি ঈশ্বর,—ঐ পুরুষের সখা। পুরুষেরা তাঁহাকে নাম বা ক্রিয়া অথবা গুণ দ্বারা জানিতে পারে না, সুতরাং তিনি অবিজ্ঞাত। হে রাজন্! পুরুষ যখন প্রকৃতির গুণ সকল সমগ্ররূপে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই সমস্ত পুরমধ্যে দুই হস্ত, দুই পদ ও নবদ্বার-যুক্ত যে পুর অর্থাৎ মনুষ্যদেহ, তাহাকেই উপযোগী বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। পুরঞ্জনের যে প্রমদার কথা কহিয়াছি, তাহাকে বুদ্ধি বলিয়া জানিও; উহার দ্বারাই 'আমি, আমার' ইত্যাকার অভিমান হইয়া থাকে। ঐ বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষ এই দেহে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রাকৃতিক গুণগ্রাম ভোগ করিয়া থাকেন। আর ইন্দ্রিয় সকলই তাঁহার সখা ও ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিই তাঁহার সখী; জ্ঞান ও কর্ম্ম তাহাদেরই দ্বারা উৎপন্ন হয়। যে পঞ্চশিরা সর্পের কথা কহিয়াছি, তাহা পঞ্চবৃত্তিশালী প্রাণ। ১—৬। একাদশ যে নায়ক, তাহা মন। তাহার বল মহৎ এবং তাহা উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের নায়ক। 'পঞ্চালদেশ,' শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, ঐ পাঁচ বিষয়ের মধ্যেই নবদ্বার পুর বর্ত্তমান থাকে। যে দুই দুই দ্বারের কথা বলিয়াছি, তাহা চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয় এবং মুখ, পায়ু ও উপস্থ। যে আত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়-যুক্ত, তিনি ঐ সকল দ্বার দিয়া বহির্গমন করেন। তন্মধ্যে দুই চক্ষু, দুই নাসিকা এবং মুখ—এই পাঁচটী পূর্ব্বভাগস্থ; আর দক্ষিণ-কর্ণ, দক্ষিণ-ভাগস্থ; বাম-কর্ণ, বামভাগস্থ এবং পায়ু ও উপস্থ—এই দুই অধোদ্বার, পশ্চিমভাগস্থ বলিয়া বর্ণিত হয়। একত্র নির্ম্মিত দুই নেত্র, 'খদ্যোতা' ও 'আবির্ম্মুখী।' তাহাদের দ্বারা রূপ প্রকাশিত হইলে পুরঞ্জন চক্ষু দ্বারা তাহা অনুভব করেন। 'নলিনী' ও 'নালিনী,' দুই নাসিকা, এবং গন্ধকে 'সৌরভ' বলিয়া জানিবে। 'অবধূত' শব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, 'মুখ্যা' মুখ ও 'বিপণ' বাগিন্দ্রিয় বলিয়া বুঝিও। 'আপণে'র অর্থ, ব্যবহার; 'বিচিত্র অন্নে'র নাম চতুর্ব্বিধ অন্ন। 'পিতৃহূ' অর্থে দক্ষিণ-কর্ণ, এবং 'দেবহূ' শব্দে বাম-কর্ণ জানিবে। ৭—১২। যে শাস্ত্রের কথা বলা গিয়াছে, তাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ক; ঐ শাস্ত্রেরই নাম—পঞ্চাল। ঐ দুই শাস্ত্র যথাক্রমে 'পিতৃযান' ও 'দেবযান', অর্থাৎ শব্দ-গ্রাহক। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা পুরুষ ঐ দুই শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃ-লোক-প্রাপক পিতৃযান এবং দেবলোক-প্রাপক দেবযান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশ্চিম-দিকস্থ যে দ্বারকে 'আসুরী' কহিয়াছি, তাহা মেঢ্র। আর গ্রাম্য-বিষয়ের অর্থ স্ত্রীসঙ্গ, 'দুর্ম্মদ' শব্দে উপস্থেন্দ্রিয় ও 'নিঋর্তি' শব্দে পায়ু-ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে হস্ত ও পদ এই যে দুইটীকে অন্ধ বলিয়াছি, সেই দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়াই পুরুষ গমন ও কর্ম্ম করিয়া থাকে। 'পুরঞ্জন অন্তঃপুরে গমন করেন' বলা হইয়াছে, ঐ অন্তঃপুর শব্দের অর্থ হৃদয়। আর সেই সর্ব্বতোমুখ মনের গুণ যে সত্ব, রজঃ ও তমঃ, তদ্দ্বারাই পুরুষ মোহ, প্রসন্নতা বা হর্ষ প্রাপ্ত হন। মহারাজ! পূর্ব্বে যে মহিষীর কথা কহিয়াছি, তাহার অর্থ বুদ্ধি; ঐ বুদ্ধি স্বপ্নে যেমন যেমন বিকৃত হয় এবং জাগ্রৎ-দশায় যেমন যেমন বিকার করাইয়া দেয়, বুদ্ধির গুণে আসক্ত হইয়া আত্মা দ্রষ্টামাত্র হইয়া তাহারই অনুকরণ করেন। পুরঞ্জন, মৃগয়ার্থ যে রথে আরোহণ করেন, সেই রথ এই দেহ। ইন্দ্রিয়গণ তাহার অশ্ব,—সংবৎসরের ন্যায় তাহার বেগ অবারিত; কিন্তু বস্তুতঃ তাহার গতি নাই; কারণ, বুদ্ধিতেই স্বপ্নদেহাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং দেশান্তর-গমন অসম্ভব। পাপ ও পুণ্য—এই দুই কর্ম্ম ঐ রথের চক্র। সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ ঐ রথের ধ্বজ এবং পঞ্চ প্রাণ তাহার পাঁচ বন্ধন। ১৩—১৮। মন সেই রথের রশ্মি, বুদ্ধি তাহার সারথি, হৃদয় তাহার নীড় অর্থাৎ রথীর উপবেশন-স্থান। শোক ও মোহ তাহার দুই যুগন্ধর। তাহাতে ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয় (শব্দ-স্পর্শাদি) প্রক্ষিপ্ত হয়। সপ্ত ধাতুই তাহাতে কবচ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। পুরুষ, ঐ রথে আরূঢ় হইয়া মৃগতৃষ্ণারূপ মৃগয়ায় গমন করেন। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় তাঁহার বিক্রম। একাদশ ইন্দ্রিয়ই ঐ পুরুষের সেনা; তন্মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তিনি বিষয় সেবা করিয়া থাকেন। চণ্ডবেগ যে কালের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সংবৎসর। তাহারই দিবস সকল গন্ধর্ব্ব এবং রাত্রিগণ গন্ধর্ব্বী। ঐ দিবসের সংখ্যা তিনশত ষাট। তাহারা নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া পুরুষের পরমায়ু হরণ করিতেছে। হে রাজন্! পূর্ব্বে যে কালকন্যার কথা বলিয়াছি, তাহার নাম জরা; লোকে তাহাকে লইয়া আহ্লাদ করে না। যবনেশ্বর মৃত্যু, লোক-বিনাশার্থ তাহাকে ভগিনী-রূপে গ্রহণ করিয়াছে। আধি ও ব্যাধি সকল সেই মৃত্যুর সঞ্চারিসেনা। তাহারা অতিশয় বেগবান্। পূর্ব্বে যে দুই প্রকার জ্বরের বিষয় বর্ণন করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে প্রজ্বার, তাহার বেগ অতি ভয়ানক; তাহা প্রজাদিগের শীঘ্র মৃত্যুর কারণ। দেহী অজ্ঞানে আবৃত হওয়াতে ঐরূপে এই দেহে বহুবিধ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বারা পরিক্লিষ্ট হইয়া শতবৎসর যাবৎ বর্ত্তমান থাকে। ১৯—২৪। তাহার আত্মা নির্গুণ, তথাচ মোহ বশত প্রাণের ধর্ম্ম যে সকল অশনা, পিপাসাদি; ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম যে সকল কামাদি এবং মনের ধর্ম্ম যে সকল সঙ্কল্পাদি, তাহা ঐ আত্মাতে আরোপ করিয়া বিষয়সুখ ধ্যান করত 'আমি, আমার' এই বোধে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। পুরুষ স্বপ্রকাশ হইয়াও, ভগবান্ পরম-গুরু-স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া প্রকৃতির গুণ সকলে আসক্ত হয় এবং গুণাভিমান হেতু অবশ হইয়া কর্ম্ম করে। সেই কর্ম্ম-ফলে সাত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার কর্ম্ম যদি সাত্বিক হয়, তাহা হইলে প্রকাশ-বহুল অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় লোক প্রাপ্ত হয়; আর যদি তাহার কর্ম্ম রাজসিক হয়, তবে যে সকল লোকে বিস্তর আয়াস, সুতরাং দুঃখই যেখানে উত্তর ফল, সেই সমুদায় লোক প্রাপ্ত হয় এবং তাহার কর্ম্ম যদি তামসিক হয়, তাহা হইলে উৎকট শোক-মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন ক্লীব হইয়া দেব অথবা মনুষ্য কিংবা তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ফলতঃ যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও গুণ থাকে, তাহার তদনুরূপ উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। যেমন দীন-কুক্কুর ক্ষুধাতুর হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে অদৃষ্ট বশতঃ কোথাও দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয়, কোথাও বা অন্ন পাইয়া থাকে; সেইরূপ জীব ঐ সকল যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে কোন স্থানে সুখ, কোথাও বা দুঃখ প্রাপ্ত হয়। ২৫—৩০। জীবের আশয় কামনাময় হওয়াতে; সে তদনুসারে উচ্চ-নীচ পথে ভ্রমণ করে; তাহাতে কখন ঊর্দ্ধে, কখন মধ্যে, কখন বা অধোলোকে তাহার গতি হইয়া থাকে। সে নিজ অদৃষ্টানুসারে প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করে। হে রাজন্! আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার দুঃখমধ্যে যদিও সকলেরই প্রতীকার আছে, তথাপি সেই প্রতিকার দুঃখরূপ হয় বলিয়া তাহাতে একটা না একটা ক্লেশ হইয়া থাকে। পুরুষ মস্তকে গুরুতর ভার বহন করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইলে যেমন তাহার প্রতিকারার্থ মস্তক হইতে অবতরণ করিয়া স্কন্ধে স্থাপন করে, কিন্তু তাহাতে একেবারে দুঃখের প্রতিকার

হয় না; এইরূপ অন্যান্য প্রতিক্রিয়াতেও দুঃখ আছে। মহারাজ! জ্ঞানরহিত কর্ম্ম দ্বারা কখন সকাম কর্ম্ম সকলের একেবারে প্রতীকার হইতে পারে না; কারণ, বাসনান্বিত ও জ্ঞানরহিত—এই দ্বিবিধ কর্ম্মই অবিদ্যা দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকে,—ইহাতে পরস্পর নিবর্ত্য ও নিবর্ত্তক কিরূপে হইবে? স্বপ্নাবস্থায় যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, জাগরণ ব্যতিরেকে ঐ অবস্থা কি একেবারে তাহার প্রতীকার করিতে পারে? পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও সংসার-নিবৃত্তি হয় না—স্বপ্নে ভ্রমণকারী পুরুষের ন্যায় উপাধিকৃত মন দ্বারা বর্ত্তমান থাকে। অতএব পুরুষার্থ-স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার অজ্ঞান-হেতুই অনর্থ-পরম্পরারূপ সংসার হইয়া থাকে; কিন্তু পরম-গুরু-স্বরূপ যে ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহার প্রতি দৃঢ় ভক্তি করিলে ঐ সংসার একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে। ৩১—৩৬। ভগবদ্বিষয়া ভক্তি, সামান্যা নহে; ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি বিহিত হইলে তাহা সম্যক্ প্রকারে বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেয়। সেই ভক্তিযোগ একান্ত দুর্লভ নহে; যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিত্য শ্রবণ ও অধ্যয়ন করে, ভগবান্ অচ্যুতের কথা আশ্রয় করিয়া তাহার সেই ভক্তি অচিরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহারাজ! যেস্থানে বিশদাশয় ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ, ভগবানের গুণ সকলের কথন ও শ্রবণ নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন, সেই স্থানে মহৎব্যক্তিরা ভগবান্ মধুসূদনের পবিত্র চরিত্র প্রায়ই কীর্ত্তন করেন। ভগবানের চরিত্র-কথা অমৃতময়ী স্রোতস্বতী। যে সকল ব্যক্তি অহংবুদ্ধি-শূন্য হইয়া সাবধানে ঐ প্রবাহিণীর সেবা করেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক এবং মোহাদি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীব স্বভাবতঃ ঐ সকল ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি দ্বারাই নিত্য অভিভূত হইয়া হরিকথামৃতে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। প্রজাপতিদিগের পতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, ভগবান্ গিরিশ, মনু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি, সনকাদি নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং আমি ও আমার ন্যায় অন্যান্য ব্রহ্মবাদিগণ,—এই সমস্ত ব্যক্তি বাচস্পতি হইয়াও এবং তপস্যা, বিদ্যা, সমাধি প্রভৃতি উপায় দ্বারা সতত অন্বেষণ করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি দেখিতে পান নাই; কারণ, অপার অনন্ত বেদের মন্ত্রবাহুল্যে মুগ্ধ হইয়া, ইহাঁরা বিবিধ কর্ম্মে আসক্ত ও বিবিধ দেবতার উপাসনা-পরায়ণ হইয়া পরম-পুরুষকে বিদিত হইতে পারেন না। ৩৭—৪৬। মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব আত্মাতে ভাবিত হইয়া যখন যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন তাহার লোক-ব্যবহারে ও কর্ম্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যায়। অতএব হে বর্হিষন্! কর্ম্ম সকল যদিও পরমার্থরূপে প্রকাশ পায়, তথাপি তাহাতে পরমার্থ-বুদ্ধি করিও না। ঐ সকল কেবল কর্ণপ্রিয়,—তাহাতে বস্তুত যথার্থ বস্তুর সম্পর্কমাত্র নাই। যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি মলিন, সুতরাং বেদকে কর্ম্মপর বলে, তাহারা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য জানে না; কারণ, যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দন আছেন, সেই পরম-লোক তাহারা অবগত হইতে সমর্থ নয়। হে রাজন্! পূর্ব্বাগ্র কুশ দ্বারা ক্ষিতিতল আচ্ছন্ন করিয়া, অসংখ্য পশুবধ করিয়া, আপনাকে মহাবস্থা [জা]নিয়া অহঙ্কার করিতেছ, অতএব স্তব্ধ হইয়া কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য যে [লো]ক, তাহাই জানিতেছ; কিন্তু যাহা বিদ্যাস্বরূপ অর্থাৎ পরম-বস্তু, [ত]াহা জানিতে পারিতেছ না; যাহাতে ভগবান্ হরির পরিতোষ [হ]য়, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম এবং যাহা দ্বারা ভগবানে মতি জন্মে, সেই [বি]দ্যাই বিদ্যা। ভগবান্ হরি স্বাতন্ত্র্যরূপে সকলের কারণ; এই [হে]তু তিনি, দেহধারী জীবমাত্রেরই আত্মা, কারণ এবং ঈশ্বর। তাঁহার পাদমূলই দেহীদিগের আশ্রয়; সেই পাদমূল হইতেই [ত]াহারা মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে। হে রাজন্! 'ভগবান্ হরিই প্রিয়তম ও তিনিই আত্মা; তাহা হইতেই ভয়ের লেশমাত্র নাই' যে ব্যক্তি ইহা জানেন, তিনিই বিদ্বান্; যিনি বিদ্বান্, তিনিই গুরু,—তিনিই হরি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি সংশয়াম্বিত হইয়া যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই তাহার উত্তর দিলাম। এক্ষণে তোমাকে আর একটী গুহ্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৮—৫১। হে মহারাজ! পুষ্প-বাটিকায় ঐ যে হরিণটী চরিয়া বেড়াইতেছে, উহার প্রতি নয়নক্ষেপ কর। হরিণী উহার সহচরী; মধুলুব্ধ মধুকরের গুন্‌গুন্‌ গানে উহার চিত্ত আসক্ত। সুখচেষ্টায় মত্ত হইয়া আসন্ন বিপৎপাতে উহার দৃষ্টিপাত নাই। উহার অগ্রভাগে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র প্রাণি-হিংসার আশয়ে বিচরণ করিতেছে, পশ্চাতে মৃগয়ালুব্ধ ব্যাধ বাণ-হস্তে উহাকে প্রহার করিতে উদ্যত। হরিণ তবু স্বচ্ছন্দে সুখান্বেষণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। হে রাজন্! নির্ভিন্ন-হৃদয় আত্মাই ব্যাধহত ঐ হরিণ। পুষ্পের ন্যায় সমান-ধর্ম্মশালিনী অর্থাৎ পুষ্পবৎ পরিণাম-বিরস যে সকল কামিনী তাহাদের আশ্রমে থাকিয়া পুষ্পমধু গন্ধবৎ অতি তুচ্ছ এবং কাম্য-কর্ম্মের পরিপাক জন্য যে যৎকিঞ্চিৎ কামসুখ, তাহাই জিহ্বা ও উপস্থাদি দ্বারা সতত অন্বেষণ করিতেছেন এবং স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া তাহারই প্রতি মনোনিবেশ করিতেছেন। ভ্রমর সকলের সঙ্গীত-তুল্য পুত্র-কলত্রাদির অতি মনোহর আলাপ-শ্রবণার্থই উহাঁর কর্ণ প্রলোভিত হইতেছে। অগ্রে বৃকযূথবৎ অহোরাত্রাদি নিয়ত উহাঁর আয়ু হরণ করিতেছে। উনি তাহাদিগের প্রতি অক্ষেপ না করিয়া গৃহের মধ্যেই বিহার করিতেছেন। ব্যাধসম কৃতান্ত উহাঁর পৃষ্ঠভাগে অর্থাৎ পরোক্ষে থাকিয়া দূর হইতে গূঢ় শর-সন্ধানপূর্ব্বক এক্ষণে বাণবিদ্ধ করিবে—আর বিলম্ব নাই। অতএব হে রাজন্! তুমি আপনার হৃদয়ে আত্মার মৃগতুল্য চেষ্টার বিষয় বিচার করিয়া, হৃদয়-মধ্যে চিত্তকে এবং কর্ণের নদী-স্বরূপ চিত্তের বহির্বৃত্তিকে চিত্তমধ্যে নিরুদ্ধ কর এবং রমণী-মণ্ডলের যে আশ্রম অতি কামুক ব্যক্তিবর্গের কথাতেই পরিপূর্ণ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, জীব সকলের আশ্রয় ঈশ্বরকে প্রীত কর এবং ক্রমে ক্রমে সকল বাসনা হইতে বিরত হও।' রাজা প্রাচীনবর্হি ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি যাহা বলিলেন, শ্রবণ করিলাম এবং বিচার করিয়াও দেখিলাম। আপনি যাহা বলিলেন, আমার বোধ হয়, আমার উপদেশক উপাধ্যায়গণ এ সকল জানিতেন না; তাঁহারা বিদিত থাকিলে কি আমাকে বলিতেন না? দেবর্ষে! আমার যে মহৎ সংশয় ছিল, আপনি তাহার উচ্ছেদ করিয়া দিলেন। এখনও কিন্তু ঐ বিষয়ে একটী সংশয় আছে, তাহাও সামান্য নহে। তদ্বিষয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলের অপ্রবৃত্তি-হেতু ঋষিগণ মোহিত হইয়া থাকেন। ৫২—৫৭। জীব এই পৃথিবীতে যে দেহ দ্বারা কর্ম্ম করে, সেই দেহকে এই স্থানেই পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাহার এখানকার কর্ম্ম দ্বারা পরলোকে অন্য এক দেহ হয়; সেই দেহ দ্বারা বারংবার ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। বেদবেত্তাদিগের এইরূপ বাক্য, তত্তৎপ্রসঙ্গে শুনা গিয়া থাকে। আরও দেখুন, লোকে বেদোক্ত যে কর্ম্ম করে, তাহা পরক্ষণেই পরোক্ষ অর্থাৎ অদৃষ্ট হয়,—পরে আর প্রকাশ পায় না; ইহাতে বোধ হয়, ঐ কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। যদি কর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল, তাহা হইলে তাহার ফলভোগ কিরূপে ঘটিবে?' নারদ কহিলেন, 'রাজন্! জীব ইহলোকে যে দেহ দ্বারা কর্ম্ম করে, পরলোকে কর্ত্তা-ভোক্তার বিচ্ছেদ না হইতে হইতেই সেই দেহ দ্বারা ফলভোগ করিয়া থাকে; ফলতঃ যদিও স্থূল-দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাচ লিঙ্গ-দেহের ধ্বংস না হওয়াতে তাহার দ্বারাই ফলভোগ করিয়া থাকে—ইহাতে সংশয়ের বিষয় কি? জাগ্রদবস্থায় এই যে দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এতদভিমানী জীব শয়ান হইলে যেমন জাগ্রৎ-দেহ পরিত্যাগ করিয়া

মনোমধ্যে স্বপ্নাবস্থায় কর্মভোগ করে, সেইরূপ পশ্বাদি দেহ অথবা অন্য কোন দেহ দ্বারা লোকান্তরে ফলভোগ করিবে—ইহাতে তুমি বিস্মিত হইতেছ কেন? 'এই আমার' 'এই আমি' এই প্রকার কহিয়া জীব মনের দ্বারা যে যে দেহ গ্রহণ করে, সেই সেই দেহ হইতে সিদ্ধ কর্ম পুনরায় প্রাপ্ত হয়; সেই সমস্ত কর্ম, অহঙ্কার দ্বারা পরিগৃহীত হওয়াতে তদ্দ্বারাই পুনর্জন্ম হইয়া থাকে, অর্থাৎ মনোবিশিষ্ট অভিমানকারীই কর্তা; অভিমানের বিষয় যে দেহ, তাহা দ্বার মাত্র। রাজন্! কর্ম সকল পরক্ষণে নষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে পরকালে সে সকলের ভোগ কিরূপে হইবে বলিয়া যে সংশয় প্রকাশ করিলে, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই;—যেমন ইন্দ্রিয় সকলের জ্ঞান ও কর্ম-রূপ বিবিধ প্রবৃত্তি দ্বারা চিত্তের অনুমান করা যায়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তি দ্বারা পূর্বদেহ-জন্য কর্ম সকলের অনুমান হইয়া থাকে। ৫৮—৬৩। আর যে বস্তু যে প্রকার ও যৎস্বরূপ, তাহা যদি সেই প্রকারে ও তৎস্বরূপে এই দেহ দ্বারা কোথাও অনুভূত বা দৃষ্ট অথবা শ্রুত না হয়, তাহা হইলে কখন স্বপ্ন অথবা মনোরথ ইত্যাদিতে সেই বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। অতএব বাসনাশ্রয় জীবের সেই সেই প্রকার অনুভবাদি-যুক্ত পূর্বদেহ হইতে পারে—ইহা বিশ্বাস কর; নচেৎ মন অননুভূত-বিষয় স্পর্শ করিতে কখন সমর্থ হইতে পারে না। হে রাজন্! মনই মনুষ্যের পূর্বরূপ সকল প্রকাশ করিয়া দেয় এবং মনুষ্যের ভবিষ্যতে উন্নতি-প্রাপ্তি অথবা নীচত্ব-প্রাপ্তি হইলে যেমন যেমন রূপ হইবে, মনই তাহা ঔদার্য্য ও কার্পণ্যাদি বৃত্তি দ্বারা জানাইয়া থাকে; অতএব কাহারও ঔদার্য্য বা কার্পণ্যাদি দেখিলেই লোকে বলিয়া থাকে,—'এ ব্যক্তি পূর্বজন্মেও এরূপ ছিল, পরেও এ প্রকার হইবে'। আরও দেখ, যেমন কখন কখন অদৃষ্ট ও অশ্রুত বিষয়ও মনোমধ্যে প্রকাশমান হয়, সেইরূপ পর্বতাগ্রে সমুদ্র, দিবসে নক্ষত্র-দর্শন, আপনার শিরশ্ছেদন ইত্যাদি অসম্ভব বিষয়ও দেশ, কাল ও ক্রিয়া আশ্রয় করিয়া নিদ্রাদোষে স্বপ্নাবস্থায় প্রতীয়মান হইতে পারে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সকল মনুষ্যেরই মন আছে এবং সকল বস্তুই ক্রমানুরোধে মন ও ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া ভোগাত্মরূপে উপস্থিত ও ভোগানন্তর গত হইয়া থাকে। অতএব সকল পদার্থই ক্রমশঃ মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে কোন বস্তুই কাহারও একান্ত অননুভূত নহে। হে রাজন্! রাহু যেমন চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বও সেইরূপ সত্ত্বৈকনিষ্ঠ ও ভগবদ্ধ্যান-পরায়ণ মনে সংযুক্তবৎ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬৪—৬৯। আর বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও গুণ—এই সকলের পরিণাম যতদিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত 'আমি, আমার' এই ভাব, অর্থাৎ স্থূল-দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। আরও ভাবিয়া দেখ,—নিদ্রা, মূর্চ্ছা, উপতাপ, মৃত্যু ও জ্বরা—এই সকল অবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন অহঙ্কারাস্পদ বস্তু গ্রহণ হয়, তখনই অহঙ্কারের স্ফূর্তি হইয়া থাকে,—অন্যথা, হয় না; অতএব নিদ্রাদি অবস্থায় যে, একেবারে থাকে না—এমন বলা যাইতে পারে না। রাজন্! যুবা-পুরুষের একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা যেরূপ অহঙ্কার সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়; অমাবস্যায় অতিক্ষীণা চন্দ্রকলার ন্যায় গর্ভে ও বাল্যাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ না হওয়াতে উহা তদ্রূপ পরিলক্ষিত হয় না। অতএব অহঙ্কারাস্পদ যে স্থূল দেহ, তাহার বিচ্ছেদ না হওয়াতে যদিও বিষয় সকল বস্তুতঃ বিদ্যমান থাকে না, অথাচ সংসার নিবৃত্ত হয় না; বিষয়-ধ্যানকারী পুরুষের যেমন স্বপ্নে অর্থাগম হয়, সেইরূপ প্রকারান্তরে সংসার বিদ্যমান থাকে। রাজন্! পঞ্চতন্মাত্র-স্বরূপ এবং ত্রিগুণ ও ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত লিঙ্গ-দেহ এই প্রকারে চেতনার সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকে জীব বলা যায়। এই লিঙ্গ দ্বারাই পুরুষ স্থূল-দেহ সকল গ্রহণ ও পরিহার করিয়া থাকে এবং ইহা দ্বারাই শোক, হর্ষ, সুখ, দুঃখ ও ভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭০—৭৫। যেমন তৃণ-জলৌকা তৃণান্তর ধারণ না করিয়া একেবারে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পুরুষ ম্রিয়মাণ হইলে পূর্বদেহের আরম্ভক কর্ম সকলের সমাপন দ্বারা যাবৎ অন্য দেহ অবলম্বন না হয়, তাবৎ পূর্বদেহাভিমান পরিত্যাগ করে না। হে নরনাথ! বস্তুতঃ মনই প্রাণী সকলের সংসার-কারণ। ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে সমস্ত বিষয় উপভুক্ত হয়, তাহার ধ্যান করিয়াই পুরুষ পুনঃপুনঃ কর্ম আরম্ভ করিয়া থাকে; কারণ, কর্ম থাকিলেই অবিদ্যা থাকে, অবিদ্যা থাকিলে দেহাদি কর্মে নিবদ্ধ হয়। অতএব ঐ অবিদ্যার বিনাশার্থ সর্বান্তঃকরণে ভগবান্ হরির ভজনা কর এবং এই বিশ্বকে তন্ময় দেখ; তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা।' ৭৬—৭৯। মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! ভাগবত-প্রধান ভগবান্ নারদ এই প্রকারে জীব ও ঈশ্বরের গতি-বিষয়ে উপদেশ দানপূর্বক প্রাচীনবর্হি নৃপতির নিকট বিদায় লইয়া সিদ্ধলোকে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর রাজর্ষি প্রাচীনবর্হি, মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সমক্ষে কহিলেন, 'আমার পুত্রদিগকে প্রজাসৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কহিও।' এইরূপে আপনার পুত্রদিগের প্রতি আদেশ করিয়া তিনি তপস্যার্থ কপিলাশ্রমে গমন করিলেন। রাজা সেই আশ্রমে নিঃসঙ্গ ও একাগ্রমনা হইয়া ভগবান্ গোবিন্দের চরণ-কমল আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐকান্তিকী-ভক্তি-প্রভাবে অচিরেই তাঁহার ভগবৎসাম্য লাভ হইল। বৎস বিদুর! দেবর্ষি নারদ এই প্রকারে পরোক্ষ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বর্ণন করিয়া কহিলেন, 'যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে, অথবা কাহাকেও শ্রবণ করাইবে, সে লিঙ্গ-শরীর হইতে বিমুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই।' হে বৎস! দেবর্ষি নারদের মুখনিঃসৃত অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, গুণ, ভগবান্ মুকুন্দের যশঃকীর্তি,—ত্রিভুবন পবিত্র ও চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার ভববন্ধন বিমুক্ত হয়; ইহ-সংসারে তাঁহাকে আর পরিভ্রমণ করিতে হয় না। এই পরোক্ষ অদ্ভুত অধ্যাত্মতত্ত্ব আমিই প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা দ্বারা পুরুষের অহঙ্কার ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং 'পরকালে কি প্রকারে কর্মভোগ হয়' এরূপ সংশয় দূরীভূত হইয়া যায়।" ৮০—৮৫।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

প্রাচীনবর্হির পুত্রগণকে বিষ্ণুর বরদান।

বিদুর কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি প্রাচীনবর্হি রাজার যে সকল পুত্রের বিষয় বর্ণন করিলেন, তাঁহারা রুদ্রগীত জপ দ্বারা ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া কিরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হে বৃহস্পতি-শিষ্য! রাজপুত্রেরা তপঃপ্রভাবে ভগবান্ গিরিশকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনুগ্রহে অবশ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহার পূর্বে ইহলোক ও পরলোকে কি প্রাপ্ত হন?" মৈত্রেয় কহিলেন, "প্রচেতারা আপনাদের পিতার আদেশক্রমে সমুদ্রগর্ভে রুদ্রগীত জপ, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা হরিকে পরিতুষ্ট করিলেন। দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে সনাতন বিষ্ণু সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের তপঃ-ক্লেশ শান্ত করিলেন। বৎস! সুমেরু-শিখরাসক্ত জলধরের ন্যায় তিনি গরুড়ের স্কন্ধে আরূঢ়; তাঁহার পরিধান পীতবসন, কণ্ঠে কৌস্তুভ-মণি, অঙ্গপ্রভায় দিক্ সকল উদ্ভাসিত হইতেছিল। ভাস্বর স্বর্ণ-ভূষণ দ্বারা কপোল

এবং মুখমণ্ডল দীপ্তিমান্; কিরীটচ্ছটায় মস্তক সুশোভিত। অষ্টহস্তে প্রহরণ সকল বিচিত্র শোভা পাইতেছে। অনুচর মুনিগণ ও সুরশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং গরুড় স্বয়ং কিন্নর স্বরূপ হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতেছেন। ১—৬। যে বনমালা তাঁহার গলে বিলম্বিত, তাঁহার শোভা ভদীয় পীনায়ত অষ্টবাহুর মধ্যে অবস্থিত কমলার কান্তির সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছিল। বিদুর! সেই আদি-পুরুষ এইরূপে আবির্ভূত হইয়া সদয়-অবলোকনপূর্ব্বক জলদ-গম্ভীর স্বরে প্রাচীনবর্হির পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে নৃপনন্দনগণ! তোমাদের পরস্পর সৌহার্দ্দহেতু একই প্রকার ধর্ম্ম। ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম; তোমাদের মঙ্গল হউক। এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে এই বর দিতেছি যে, যে মনুষ্য সন্ধ্যা-কালে অনুদিন তোমাদিগকে স্মরণ করিবে, তাহারা পরম ভ্রাতৃ-বৎসল ও প্রাণিগণে প্রীতিমান্ হইবে। যাহারা সায়ং ও প্রাতঃ-কালে সংযত হইয়া রুদ্রগীত-গানে আমার স্তব করিবে, আমি তাহাদিগকেও বাঞ্ছিত বর এবং সুন্দর জ্ঞান প্রদান করিব। তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে আপনাদের পিতার আজ্ঞা পালন করিয়াছ। তোমাদের এই কীর্ত্তি লোক-মণ্ডলে প্রথিত হইবে। তোমাদের একটী প্রসিদ্ধ পুত্র জন্মিবে। সেই সন্তান গুণ দ্বারা ব্রহ্মার সমতুল্য হইবে এবং তাহার বংশধরেরা এই লোকত্রয়ে আচ্ছন্ন হইবে। ৭—১২। তোমরা বিবাহ কর নাই। দেবরাজ ইন্দ্র, কণ্ডু-মুনির তপস্যা-নাশার্থ প্রম্লোচা নাম্নী যে অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে ঐ মুনির প্রণয়পাত্রী হইয়া তাঁহার ঔরসে এক কন্যা প্রসব করিয়াছে। কণ্ডুর তপঃ-ভ্রংশ করিয়া ঐ অপ্সরা স্বর্গে যাইবার সময় আপনার গর্ভ, বৃক্ষ সকলের উপরে পরিত্যাগ করিয়াছিল। পাদপেরা সেই পরিত্যক্তা কন্যাটীকে প্রাপ্ত হয়। ঐ কন্যা একদা ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছিল; বনস্পতি চন্দ্রদেব সদয় হইয়া আপনার তর্জ্জনী তাহার মুখে প্রদান করিয়াছিলেন। তোমাদের পিতা, আমার ভজনা করিয়া তোমাদিগকে সন্তান উৎপাদন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন। তোমরা প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত সেই বর-ভামিনীর পাণিগ্রহণ কর,—কাল বিলম্ব করিও না। তোমরা সকলে এক ধর্ম্ম ও একরূপ শীলসম্পন্ন, অতএব ঐ কন্যা তোমাদের সকলেরই ভার্য্যা হইতে পারিবে। অধিকন্তু ঐ বালার ধর্ম্ম ও শীল তোমাদেরই অনুরূপ এবং সে তোমাদের সকলেরই প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে। আমার অনুগ্রহে তোমাদের প্রভাব অপ্রতিহত থাকিবে এবং দিব্য বহু সহস্র বৎসর পার্থিব ও দিব্য ভোগ লাভ করিতে পারিবে। অতঃপর আমার প্রতি তোমাদের যখন ভক্তি হইবে, তখন তোমাদের কামাদি ক্লেদ ও কামনা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং এই লোক হইতে উদ্ধার হইয়া আমার দিব্য-ধামে গমন করিবে। ...সগণ! গৃহাশ্রমে থাকিয়া যাঁহারা সৎকর্ম্ম করেন এবং আমার কথা-প্রসঙ্গে দিনযাপন করেন, সংসার তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। আমার কথা শ্রবণ করিলে আমি স্বয়ং, সংকীর্ত্তক-দগের দ্বারা শ্রোতৃগণের হৃদয়মধ্যে আবির্ভূত হই। আমিই ব্রহ্ম, আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুরুষ সকলকে শোক, মোহ বা হর্ষে অভিভূত হইতে হয় না।' ১৩—২০। মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! সর্ব্বার্থদাতা ভগবান্ জনার্দ্দন এই প্রকার কহিলে, প্রচেতাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদবাক্যে সুহৃত্তম ঐ ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন;—'হে ভগবন্! ক্লেশহর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার করি। প্রভো! বেদ সকল তোমার উদার গুণ ও তোমার মহৎ নামকে সকল বিষয়ের সাধন বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন।' হে দেব! তুমি—বাক্য ও মনের অগোচর, অতএব ইন্দ্রিয়পথে তোমার পথানুসরণ করা যায় না। হে বিভো! তুমি সর্ব্বদাই স্বরূপে অবস্থিত, নির্ম্মল ও শান্ত। মন, নিমিত্ত-কারণরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তুমি জগতের স্থিতি, লয় ও উদয়ের নিমিত্ত মায়া গুণ দ্বারা ব্রহ্মাদি-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার করি। প্রভো! তুমি শুদ্ধ-সত্ত্ব স্বরূপ, তোমায় জানিলে সংসার-বন্ধন বিনষ্ট হইয়া যায়; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বাসুদেব, তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভক্ত-জনের প্রভু; তোমাকে নমস্কার। তুমি কমলনাভ, কমলমালী, কমললোচন, কমলচরণ, তোমাকে নমস্কার। তোমার পরিধান-বসন পদ্মকিঞ্জল্ক-তুল্য পিঙ্গলবর্ণ, তুমি সর্ব্বভূতের আবাস-ভূমি এবং সর্ব্বলোকের সাক্ষী; তোমাকে নমস্কার করি। ২১—২৬। হে ভগবন্! তোমার রূপে অশেষ ক্লেশের ধ্বংস হয়। আমাদের ক্লেদ-নাশের নিমিত্ত তুমি এই মূর্ত্তি প্রকটিত করিলে; ইহার উপর অনুকম্পা আর কি হইতে পারে? হে অমঙ্গল-নাশন! দীনজনের প্রতি 'ইহারা আমার লোক,' এইরূপ মনে করিলেই যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পায়; কারণ, ঐরূপ স্মরণ দ্বারাই ঐ সকল ব্যক্তির পরম পরিতোষ হইয়া থাকে। হে ভগবন্! তুমি সকলের অন্তর্যামী, আমরা তোমার উপাসক; আমরা কি ইচ্ছা করি, আমাদের বরণীয় কি, তাহা কি তুমি জান না? তোমার প্রসন্নতাই আমরা প্রার্থনা করি। তুমি মোক্ষদাতা এবং স্বয়ং পুরুষার্থ-স্বরূপ, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্নই আছ; তথাপি তোমার প্রসন্নতাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। প্রভো! তুমি পরাৎপর এবং সর্ব্বা-ভীষ্টদাতা; তোমার বিভূতির অন্ত নাই, সেইজন্য লোকে তোমাকে অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করে। আমরা তোমার নিকট কি বর চাহিব—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রভো! পারিজাত পাইলে, ভ্রমর যেমন অন্য বৃক্ষের সেবা করে না, তদ্রূপ আমরা তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হইয়া অন্য পদার্থ কি প্রার্থনা করিব? ২৭—৩২। কিন্তু তুমি যখন বর-গ্রহণার্থ আদেশ করিতেছ, তখন এই বর প্রার্থনা করি যে, আমরা মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে কর্ম্ম বশতঃ এ সংসারে যতকাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব, ততকাল যেন জন্মে জন্মে তোমার সহচরগণের সহিত আমাদের সমাগম হয়। তোমার সঙ্গীদের সাহচর্য্য,—স্বর্গ বা মোক্ষ-পদের সঙ্গেও তুলনীয় নহে; অন্য বিভবের কথা আর কি বলিব? তোমার সহচরগণ-সমীপে পবিত্র কথার প্রস্তাব হয়, তাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তাঁহাদের সমীপে কোন প্রকার উদ্বেগ নাই। তাঁহারা মুক্তসঙ্গ হইয়া সৎকথার অবসরে যোগিগণের আশ্রয়-স্বরূপ নারায়ণের প্রসঙ্গ সততই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সহিত সঙ্গত হইতে কোন্ ভীত-ব্যক্তির অভিলাষ না হয়? প্রভো! তোমার ঐ সকল ব্যক্তি, পদরজে পৃথিবী পবিত্র করিবার নিমিত্তই ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারা সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ। হে ভগবন্! সৎসঙ্গের ফল আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি; তোমার প্রিয় সুহৃৎ ভগবান্ ভবের সহিত ক্ষণকাল সঙ্গ হওয়াতেই তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। তুমিই দুশ্চিকিৎস্য সংসারের এবং মৃত্যু-রোগের সুচিকিৎসক ও আদ্য গতি। ৩৩—৩৮। প্রভো! আমরা যে মন দিয়া বেদ-পাঠ করিয়াছি; অনুবৃত্তি দ্বারা গুরু, বিপ্র ও বৃদ্ধগণকে প্রসন্ন করিয়াছি; সাধু লোক, সুহৃজ্জন ও ভ্রাতৃ-গণকে যে নমস্কার করিয়াছি; অসূয়াহীন হইয়া সকল প্রাণীকে যে সন্তুষ্ট করিয়াছি এবং অনাহারে বহুকাল পর্য্যন্ত জলমধ্যে যে ঘোরতর তপস্যা করিলাম,—সেই সমস্ত কর্ম্মে তোমার যেন পরি-তোষ হয়। প্রভো! তুমি পরম-পুরুষ; তোমার পরিতোষই আমাদের প্রার্থনীয়, তাহাই আমরা প্রার্থনা করি। হরি! যদিও আমরা অজ্ঞ, তথাপি তোমার স্তব করা আমাদের অযুক্ত নহে; কেননা, মনু, ব্রহ্মা ও ভগবান্ ভব এবং তপস্যা ও জ্ঞান দ্বারা

বিশুদ্ধচেতা অন্যান্য যোগিগণ—সকলেই আপনার মহিমার ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া আপন আপন সাধ্যানুসারে স্তব করিয়া থাকেন, অতএব আমরাও যথাসাধ্য স্তব করিলাম। প্রভো! তুমি সর্ব্বত্র সমান এবং পরিশুদ্ধ পরম-পুরুষ; তোমাকে নমস্কার। ভগবন্! তুমি সত্ত্বরূপী বাসুদেব; তোমাকে নমস্কার।' মৈত্রেয় কহিলেন, "বৎস বিদুর! প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণ এই প্রকারে স্তব করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রীত হইয়া কহিলেন, 'হে বৎস সকল! তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হউক।' এই কথা বলিয়া নারায়ণ, তাঁহাদের সম্মুখেই অদৃশ্য হইলেন। প্রচেতাগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দেখিয়াও তৃপ্ত হইলেন না। অনন্তর প্রচেতাগণ সমুদ্রগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, ক্ষিতিমণ্ডল বিবিধ-বৃক্ষে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই সমস্ত তরু এত উন্নত, যেন স্বর্গ-রোধ করিতে উদ্যত। অতএব বৃক্ষ সকলের প্রতি তাঁহাদের সাতিশয় কোপ হইল। ৩১—৪৪। প্রলয়কালীন কালাগ্নির ন্যায় অনলদ্বারা অবনী-তলকে তরু-লতাশূন্য করিবার মানসে তাঁহারা মুখ হইতে অনল ও অনিল ত্যাগ করিলেন। তাহাতে ভূতলস্থ সমস্ত বৃক্ষ, তখনই ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। পিতামহ ব্রহ্মা, তদ্দৃষ্টে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রচেতাদিগের নিকট আগমন করিলেন এবং যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের ক্রোধ-শান্তি করিলেন। দগ্ধাবশিষ্ট পাদপেরা ভীত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশে আপনাদের সেই কন্যাটী প্রচেতাদিগকে সম্প্রদান করিল। ব্রহ্মার আদেশে তাঁহারা মারিষা নাম্নী ঐ কন্যাকে পত্নী স্বীকার করিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলেন। ঐ কন্যার গর্ভে দক্ষ উৎপন্ন হন। এই দক্ষ, ব্রহ্মার পুত্র; কিন্তু ইনি পূর্ব্বে একবার দেবাদিদেব মহাদেবকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে ক্ষত্রিয়বংশে তাঁহার জন্ম হইল। চাক্ষুষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে কাল বশত পূর্ব্বদেহ বিনাশ হইলে, যিনি ঈশ্বরের নিয়োগে প্রজা সকলের সৃষ্টি করেন, ইনি সেই দক্ষ। ইনি উৎপন্ন হইয়া আপন প্রভাব দ্বারা সমস্ত তেজস্বীর তেজ আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। সকল কর্ম্মেই ইঁহার প্রভূত দক্ষতা, এই নিমিত্ত ইনি দক্ষ নামে অভিহিত। পিতামহ ব্রহ্মা, প্রজা-সৃষ্টিরক্ষার্থ ইঁহাকেই নিযুক্ত করেন। ইনি আবার মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য প্রজাপতিগণকে ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত করেন।" ৪৫—৫১।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

প্রচেতাদিগের বনগমন ও মুক্তিলাভ।

মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! অনন্তর দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে প্রচেতাদিগের দিব্য-জ্ঞান উৎপন্ন হইল। তখন তাঁহারা 'আমার ধামে গমন করিবে' ভগবানের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্রহস্তে ভার্য্যা-প্রতিপালনের ভার দিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। যে আত্ম-বিচার করিলে সকল প্রাণীতে আত্মজ্ঞান হয়, সমুদ্রতটের সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক তদর্থ তপস্যায় দীক্ষিত হইলেন। সেই স্থানেই জাজলি ঋষি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রচেতারা সমুদ্র-তটে গিয়া প্রাণ, মন, বাক্য ও বাহ্যদৃষ্টি জয়পূর্ব্বক আসন জয় করত ঋজুভাবে উপবিষ্ট ও বিষয় হইতে উপরত হইয়া নির্ম্মল পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক বসিয়া আছেন,—এমন সময় সুরাসুরপূজিত দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষি উপস্থিত হইবামাত্র প্রচেতারা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভিবাদন ও যথাবিধি পূজা করিয়া উপবেশনার্থ আসন দিলেন। অনন্তর তিনি সুখাসীন হইলে জিজ্ঞাসিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি সুখে আসিয়াছেন ত? আমাদের কি সৌভাগ্য যে দর্শন পাইলাম। ব্রহ্মন্! ভূমণ্ডলের হিতার্থ আপনি সূর্য্যের ন্যায় সতত ভ্রমণ করেন। প্রভো! ভগবান্ হরি ও হর, আমাদিগকে যাহা যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমরা গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত থাকিয়া, সে সকল প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি। যাহাতে আমাদের তত্ত্বার্থ দর্শন হয় এবং যদ্দ্বারা আমরা দুস্তর ভবসাগর পার হইতে পারি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের তদুপযোগী অধ্যাত্মজ্ঞান প্রকাশ করুন।' ১—৭। মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! প্রচেতাগণ এইরূপ কহিলে, দেবর্ষি নারদ, ভগবান্ বিষ্ণুতে মনঃসমাধান করিয়া নৃপতিগণকে কহিতে লাগিলেন,—'হে নৃপগণ! মনুষ্যের সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কর্ম্মই কর্ম্ম, সেই পরমায়ুই পরমায়ু, সেই মনই মন, সেই বাক্যই বাক্য,—যাহা দ্বারা বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরির সেবা করা হয়। শুক্র-শোণিতের সংযোগ, উপনয়ন ও দীক্ষা—মনুষ্যগণের এই ত্রিবিধ জন্ম হয়; হরিসেবা ব্যতীত সেই জন্মত্রয় সকলই বিফল। আর বেদোক্ত কর্ম্ম সকল এবং দেবতাদের তুল্য দীর্ঘ-পরমায়ুতেই হরিসেবা ব্যতীত কি লাভ আছে? হরিসেবা ব্যতিরেকে বেদ, তপস্যা, বাগ্বিজ্ঞান, কুশল, বুদ্ধি, বল এবং ইন্দ্রিয়-সমূহেই বা ফল কি? যেখানে আত্মপ্রদ ভগবান্ হরি নাই, সেখানে যোগ, সন্ন্যাস ও বেদাধ্যয়নে কি লাভ? এবং অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্মেই বা কি ফল দর্শিবে? যত প্রকার প্রিয়-বস্তু আছে, আত্মাই সে সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং ভগবান্ হরিই সকলের আত্মা; অতএব তাঁহা হইতে প্রিয়-বস্তু আর কি হইতে পারে? ৮—১৩। যেমন বৃক্ষের মূলে জল-সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলও পুষ্ট হয় এবং যেমন ভোজন করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনা করিলেই সকল দেবতার আরাধনা করা হয়। যেমন জল, সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া সময়ে আবার তাঁহাতেই প্রবেশ করে, স্থাবর-জঙ্গম ভূত সকল যেমন ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্তে তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়; সেইরূপ চেতনাচেতন স্বরূপ এই প্রপঞ্চ, ভগবান্ হরি হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে নৃপগণ! যেমন আকাশে মেঘ, অন্ধকার ও আলোক পর্য্যায়ক্রমে উদয় ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সত্ত্ব রজস্তমোরূপী শক্তি-প্রবাহ ভগবানে প্রকাশ ও লয় পাইয়া থাকে। অতএব তোমরা সকলে অভিন্নভাবে তাঁহাকেই ভজনা কর। তিনি সমুদায় দেহীর আত্মা এবং এই জগতের নিমিত্ত-কারণ। তিনিই আবার উপাদান-কারণ ও পরম-পুরুষ। তিনি আপনার তেজ দ্বারা সত্ত্বাদি গুণপ্রবাহ বিনষ্ট করেন, অতএব তিনিই পরম ঈশ্বর। সর্ব্বভূতে দয়া, সর্ব্বাবস্থায় সন্তোষ এবং সকল ইন্দ্রিয়ের দমন,—এই কয়েকটী কর্ম্মে জীব সন্তুষ্ট হন। সাধু-জনের নিষ্কাম নির্ম্মল হৃদয়াকাশে ভগবান্ হরি যেন বন্দীভূত হইয়া সতত বাস করেন,—কদাচ তথা হইতে অপসৃত হন না। কিন্তু যে সকল কু-মনীষীরা অর্থ, বিদ্যা, কুল ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণের অবমাননা করে, ভগবান্ তাহাদের পূজাও গ্রহণ করেন না। তিনি আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ এবং আপনার ভক্তজনেই অনুরক্ত; সহচারিণী লক্ষ্মী, সকাম নৃপতি এবং দেবতাদেরও অনুবৃত্তি গ্রহণ করেন না। ঈদৃশ ভগবানকে কোন্ কৃতজ্ঞ পুরুষ অল্পকালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারে?' ১৪—২২। মৈত্রেয় কহিলেন, "বিদুর! ব্রহ্মনন্দন নারদ এই সকল এবং অন্যান্য ভগবত্তত্ত্ব-কথা প্রচেতাদিগকে শ্রবণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।" প্রচেতারাও তাঁহার মুখ-বিনিঃসৃত লোকের মলনাশক ভগবানের যশঃকীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতে

রিতে তদীয় গতি প্রাপ্ত হইলেন। বৎস বিদুর! তুমি আমাকে
াহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই সেই নারদ ও প্রচেতাগণের হরি-
ংকীর্ত্তন-বিষয়ক সংবাদ বর্ণন করিলাম।" শুকদেব কহিলেন,—
পরীক্ষিৎ! মনুতনয় উত্তানপাদের বংশ এই বর্ণিত হইল;
ক্ষণে প্রিয়ব্রতের বংশবার্ত্তা শ্রবণ কর। রাজা প্রিয়ব্রতও
ারদের নিকট আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া পুনরায় পৃথিবী ভোগ
রিয়াছিলেন এবং পরে উহা আপনার পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ
রিয়া দিয়া পরমেশ্বরের পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুনিবর
ত্রেয়কর্ত্তৃক বর্ণিত এই সমস্ত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া
দুরের ভক্তি-ভাব উথলিয়া উঠিল; তিনি প্রেমাশ্রু-বিগলিত
ক্ষ মস্তক দ্বারা ঐ মুনির চরণ এবং হৃদয়ের দ্বারা ভগবানের
দারবিন্দ ধারণ করিয়া আনন্দ-গদ্গদ বাক্যে বলিলেন, "হে
াত! হে মহাযোগিন্! হে করুণাময়! অনুকম্পা করিয়া আপনি,
মোগুণাতীত অকিঞ্চন ভক্তজনের দর্শনীয় জনার্দ্দন হরিকে
দর্শন করিলেন।" এই প্রকারে সেই ঋষিকে সম্ভাষণ ও
গামানন্তর জ্ঞাতিদর্শন-বাসনায় বিদুর হস্তিনাপুরে প্রস্থান
রিলেন। হরি-পরায়ণ প্রচেতাদিগের এই পবিত্র কথা যিনি
বণ করেন, তিনি ধন, ঐশ্বর্য্য, আয়ু, মন ও শ্রেয়োলাভ করিয়া
ন্তে সদ্গতি লাভ করেন। ২৩—২৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রিয়ব্রতের রাজ্যভোগ এবং পুনর্ব্বার জ্ঞাননিষ্ঠা।

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে মুনে! গৃহাশ্রম ত কর্ম্ম দ্বারা বন্ধ ও
-স্বরূপ আবরণের মূল। হে দ্বিজর্ষভ! গৃহাশ্রমে অভিনিবেশ
ারা রতি হয়। পরম-ভাগবত প্রিয়ব্রত আত্মজ্ঞ হইয়াও কি
কারে এ হেন গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়াছিলেন? প্রিয়ব্রতের ন্যায়
ঙ্গসঙ্গ ভাগবত-পুরুষ-সমূহ ত কখন গৃহে অভিনিবিষ্ট হইবার
হেন। হে বিপ্রর্ষে! মহৎ ব্যক্তিদের চিত্ত, ভগবৎ-চরণদ্বয়ের
ামাদি-সন্তাপহারিণী ছায়াতেই নির্ব্বৃত থাকে। সেই সমস্ত ব্যক্তির
ত্রকলত্রাদিরূপ কুটুম্বে স্পৃহা হইবার কথা ত নয়! প্রিয়ব্রত, দার-
ত্র-গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া কিরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং ভগবান্
ৃষ্ণকেই বা কিরূপে তাঁহার অচলা মতি হয়; এতদ্বিষয়ে আমি
ংশয়াপন্ন হইয়াছি। শুকদেব কহিলেন,—সত্য বলিয়াছ। যাঁহা-
দের চিত্ত, পুণ্যশ্লোক ভগবানের চরণারবিন্দের মকরন্দ-রসে সর্ব্বদা
ভিনিবিষ্ট, তাঁহারা পরমহংস-প্রিয় ভগবৎ-কথাকেই আপনাদের
রম-মঙ্গল-পদবী জ্ঞান করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিঘ্ন
ারা প্রতিহতা হইলেও সেই মহাত্মারা তাহা পরিত্যাগ করেন
। হে রাজন্! প্রিয়ব্রত পরম-ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। নারদের
রণ-সেবাপ্রভাবে তিনি অনায়াসে পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হন এবং
াত্মধ্যান-রূপ কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া নিয়ম গ্রহণ করিতে মনঃস্থ
করিয়াছিলেন। তিনি অগ্রেই একাগ্র-চিত্তে ভগবান্ বাসুদেবে স্বীয়
ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া-কলাপ সমর্পণ করেন। তাঁহার পিতা মনু
তাঁহাকে রাজনীতি-সংক্রান্ত নানা গুণের আশ্রয় জানিয়া রাজ্য-
পালনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি তাহা প্রথমতঃ গ্রহণ করেন
নাই। যদিও পিতার আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত, তথাপি
রাজ্যাধিকার যে অলীক এবং ঐ রাজ্যপ্রপঞ্চ হইতে পরাভব
হইতে পারে,—প্রিয়ব্রত ইহাই ভাবিয়াছিলেন। ইহাই প্রথমতঃ
রাজ্যগ্রহণে অসম্মতির কারণ। ১—৬। ভগবান্ আদিদেব
ব্রহ্মা, এই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া মূর্ত্তিমান্ অখিল বেদ
ও মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণ সমভিব্যাহারে স্বীয় ভবন সত্য-লোক
হইতে অবতীর্ণ হইলেন। হে রাজন্! রাজা যেমন চর দ্বারা
মণ্ডলেশ্বরদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সৃষ্টির
সমৃদ্ধি দ্বারা আত্মযোনি ব্রহ্মা সেই সমস্ত জগতের অভিপ্রায়
জানিতে পারেন। প্রিয়ব্রতের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নারদ-সন্নিধানে
গমনার্থ তিনি স্বস্থান হইতে নির্গত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে
অবতরণ করিতে লাগিলেন। পথে পথে বিমানচারী দেবেন্দ্রাদি
তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও
মুনিগণ দলে দলে তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন। তিনি
শশধরের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া স্বীয় বিভায় গন্ধমাদন-পর্ব্বতের
গুহা উদ্দ্যোতিত করিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে
সেই গন্ধমাদন-পর্ব্বতের একটী গহ্বরে নারদ, প্রিয়ব্রতকে অক্ত
বিদ্যা দান করিতেছিলেন এবং মনুও প্রিয়ব্রতকে লইবার
নিমিত্ত তথায় আসিয়াছিলেন। হংসযান দেখিয়াই দেবর্ষি
জানিতে পারিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন। তখনই তাঁহারা
তিন জনেই করযোড়ে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূজোপ-
হার-হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তৎপরে
দেবর্ষি নারদ, পূজার সামগ্রী সম্মুখে ধারণ করিয়া পুনরায়
মিষ্টবাক্যে তাঁহার গুণ, যশ এবং সর্ব্বোৎকর্ষ-বিষয় বর্ণন
করিলেন। তখন আদি-পুরুষ ব্রহ্মা সহাস্য অবলোকনে, সস্নেহ-
বচনে প্রিয়ব্রতকে কহিলেন, "হে তাত! আমার বাক্য অবধান
কর। সত্য অপ্রমেয় পরমেশ্বরে দোষারোপণ করিয়া দেওয়া
উচিত হয় না। তুমি, তোমার পিতা এবং এই তোমার গুরু
দেবর্ষি নারদ ও আমি,—সকলেই বিবশ হইয়া তাঁহার আজ্ঞা
বহন করিয়া থাকি। কেহই তপস্যা, বিদ্যা বা সমাধি বুদ্ধি-
বল দ্বারা স্বতঃ বা পরতঃ তাঁহার সৃষ্ট বিষয় অন্যথা করিতে
পারে না এবং অর্থ ও ধর্ম্ম দ্বারাও তৎকৃত কার্য্য বিনষ্ট করিতে
পারে না। ৭—১২। হে প্রিয়ব্রত! জীব সকল জন্ম, মৃত্যু,
শোক, মোহ, ভয়, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতির অধীন হইয়া কর্ম্মই
করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরদত্ত দেহযোগ সর্ব্বদাই ধারণ করে।
কোন ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না;
আমরা পরমেশ্বরের বাক্য-রূপ রজ্জুতে সত্ত্বাদি গুণ, কর্ম্ম ও
ব্রাহ্মণাদি শব্দ দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকেই
পূজোপহার প্রদান করি। বলীবর্দ্দাদি চতুষ্পদ জন্তুগণ, যেমন
নাসিকায় বদ্ধ হইয়া, দ্বিপদ মনুষ্যদের ইচ্ছামত তাহাদের জন্য
কর্ম্ম করে, তেমনি আমরা পরমেশ্বরের ইচ্ছামত তাঁহারই নিমিত্ত
কর্ম্ম করি। হে প্রিয়ব্রত! যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা স্বেচ্ছানু-
সারে অন্ধদিগকে ছায়া অথবা রৌদ্রে লইয়া যায়, আমাদের প্রভু
পরমেশ্বর সেইরূপ আত্মেচ্ছায় আমাদিগকে পশু পক্ষী প্রভৃতি যে
কোন দেহে যোজিত করুন, আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া সুখ
দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। হে প্রিয়ব্রত! যেমন নিদ্রা হইতে
উত্থিত ব্যক্তি স্বপ্ন-সংঘটিত কথা স্মরণ করে, সেইরূপ মুক্ত ব্যক্তি
অভিমানশূন্য হইয়া আরব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া দেহধারণ করেন।
তিনি তাঁহার দেহান্তরের আরম্ভক গুণ, কর্ম্ম বা বাসনা ভোগ
করেন না। যে জিতেন্দ্রিয় না হইয়া সঙ্গ-ভয়ে বনে বনে পর্য্যটন

করে,—মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—এই ছয় রিপু; তাহার সহিত সর্ব্বদা মিলিত হয়। তবে যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় এবং আত্মরত, তাঁহার গৃহাশ্রম কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না। ষড়্রিপু-জয়েচ্ছুক ব্যক্তির প্রথমতঃ গৃহে থাকিয়া, সংযম দ্বারা এ সকল রিপুকে জয় করিতে যত্ন করা উচিত। প্রথমে শত্রুকুল ক্ষীণবল হইলে পর, পথে বা অন্যত্র ভ্রমণ করা উচিত। দেখনা!—লোকে দুর্গাশ্রয় করিয়াই বলবান্ শত্রু জয় করিয়া থাকে, পরে তাহারা ইচ্ছানুসারে দুর্গে অথবা অন্যত্র বাস করে। তুমি পদ্মনাভের পাদপদ্ম-দুর্গ আশ্রয় করিয়াছ, এই হেতু তুমি ছয় রিপু মর্দ্দিত করিয়াছ। তাহা হইলেও যতদিন দেহ থাকে, ততদিন ঈশ্বর-দত্ত ভোগ সকল উপভোগ কর, পরে বিমুক্ত-সঙ্গ হইয়া স্বীয় স্বরূপের ভজনা করিও।" ১৩—১৯। শুকদেব কহিলেন,—মহাভাগবত প্রিয়ব্রত, ত্রিভুবন-গুরু ব্রহ্মার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া, আত্মলঘুতা স্বীকারে অবনত-মস্তকে "তাহাই করিব" বলিয়া, ব্রহ্মার সেই অনুশাসন গ্রহণ করিলেন। মনু সানন্দ-মনে ব্রহ্মার যথাবিধি পূজা করিলেন। ব্রহ্মাও সেই পূজোপহার গ্রহণ করিয়া ব্যবহারাতীত স্ব-স্বরূপ চিন্তা করত বাক্য-মনের অগোচর স্বধামে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার প্রস্থান-কালে প্রিয়ব্রত ও নারদ সরল ভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এইরূপ মনুর মনোরথ সিদ্ধ করিলে, তিনিও নারদের আদেশানুসারে অখিল ভূমণ্ডলের স্থিতি ও পালন জন্য পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া দুস্তর বিষমবিষ জলাশয় স্বরূপ গৃহের ভোগ-কামনা হইতে বিরত হইলেন। যাঁহার অনুভবে অখিল জগতের কর্ম্মবন্ধন অপনীত হয়, সেই আদিপুরুষ ভগবানের চরণদ্বয় অনবরত ধ্যানে অনুভব করাতে প্রিয়ব্রতের রাগাদি দগ্ধ হইয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মাদির আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহাদের মান বাড়ান কর্ত্তব্য বিবেচনায়, তিনি মহীপতি হইয়া মহীতল শাসন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় পুনরায় তিনি কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করিলেন। ঐ ভার্য্যায় তাঁহার সদৃশ শীল-গুণ-কর্ম্ম-রূপ-বীর্য্য-সম্পন্ন সরল-স্বভাব দশটী পুত্র হয়। তিনি ঊর্জ্জস্বতী নামে এক রূপবতী কন্যাও লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়ব্রতের ঐ দশ পুত্রের নাম, আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি। অগ্নির নামে এই সকলের নাম। ২০—২৫। ইহাদের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন—এই তিন জন ঊর্দ্ধ-রেতাঃ। তাঁহারা বাল্য-কালাবধি আত্মবিদ্যায় অভ্যস্ত হইয়া পারমহংস্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হন। ঐ আশ্রমে তাঁহারা তিন জনেই উপশমশীল ও পরম ঋষি হন। ঐরূপ অবস্থায় তাঁহারা নিখিল-জীবনিবাস ভবভয়-ভঞ্জন, ভগবান্ বাসুদেবের চরণারবিন্দ অনবরত স্মরণ করিয়া অখণ্ডিত পরম ভক্তিযোগ-বলে স্ব স্ব অন্তঃকরণ সবিশেষ শুদ্ধ করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের অন্তরে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ অধিষ্ঠিত হইলেন। তাহাতেই তাঁহারা সেই প্রত্যগাত্মাতে দেহাদি উপাধি বিসর্জ্জন করিয়া তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেন। প্রিয়ব্রতের অন্য একটী ভার্য্যার গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহারা তিন জনেই মন্বন্তরাধিপতি। কবি প্রভৃতি তিনটী পুত্র উপশম আশ্রয় করিলে মহারাজ জগতীপতি প্রিয়ব্রত একাদশ অর্ব্বুদ বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন। তিনি অখণ্ডনীয়-বলপূর্ণ বাহুযুগলে ধনুকের গুণ আকর্ষণ করিয়া টঙ্কার দিলে দুষ্ট ব্যক্তিরেকেও ধর্ম্মপ্রতিপক্ষ সকল লোকই নিরস্ত হইয়া যাইত। তিনি পরম প্রেয়সী বর্হিষ্মতীর সহিত অনুদিন আমোদ-প্রমোদ করিতেন। আমোদ-প্রমোদ, বিহার, লজ্জা ও হাস্য-পরিহাসাদির নিকট তাঁহার বিজ্ঞান-বিবেক যেন পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। তিনি অজ্ঞ-বিমূঢ়ের ন্যায় থাকিতেন। ভগবান্ আদিত্য সুমেরু-পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ প্রকাশিত ও অর্দ্ধভাগ অন্ধকারে আবৃত হয়। ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি স্বকীয় তেজে রজনীকেও দিন করিব। অনন্তর তিনি সূর্য্য-তুল্য বেগবান্ জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় সাত বার সূর্য্যের পশ্চাৎ দিকে ভ্রমণ করিলেন। তিনি ভগবানের উপাসনা করিয়া অলৌকিক বর্দ্ধিত-বিক্রম হইয়াছিলেন। ২৬—৩০। যখন তিনি ঐরূপ করিতেছিলেন, তখন চতুরানন ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আসিয়া "বৎস! এ তোমার অধিকার নহে," এই বলিয়া নিষেধ করিলেন। তাঁহার রথচক্রাগ্র দ্বারা সাতটী গর্ত্ত হইয়াছিল। ঐ সপ্তখাত সাত সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। সেই সপ্ত সাগর দ্বারাই জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর নামে পৃথিবীর সাতটী দ্বীপ বিরচিত হয়। এই সকল দ্বীপের পরিমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপের বিস্তার হইতে উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। ইহারা সমুদ্রের বহির্ভাগে চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। যেমন সমুদ্র-সমূহের বাহির দিকে এক এক দ্বীপ, ঐরূপ দ্বীপসমূহের বাহিরে এক এক সমুদ্র। যথা;—লবণ-জল, ইক্ষুরস-জল, সুরা-জল, ঘৃত-জল, দধি-জল, দুগ্ধ-জল এবং শুদ্ধ-জল। এই সপ্ত সমুদ্র, ঐ সপ্তদ্বীপের পরিখার স্বরূপ। ঐ সমস্ত সাগর-বেষ্টিত দ্বীপ-সমূহের যেরূপ পরিমাণ, তত্তুল্য যথানুপূর্ব্ব এক একটী সাগর এক একটী দ্বীপের পরিমাণের সমান। ঐ সকল সাগর পৃথক্ পৃথক্ অসঙ্কীর্ণভাবে বহির্ভাগেই ব্যাপৃত আছে,—অভ্যন্তরে নাই। বর্হিষ্মতীপতি প্রিয়ব্রত উল্লিখিত জম্বু প্রভৃতি সপ্তদ্বীপে স্বসদৃশ-চরিত্রসম্পন্ন আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র,—এই সাতটী আত্মজকে এক এক করিয়া এক এক দ্বীপের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। দৈত্যাচার্য্য শুক্রের সহিত তাঁহার কন্যা ঊর্জ্জস্বতীর বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ করেন। যে সকল পুরুষ ভগবানের পদরেণু দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, তাঁহাদের এ প্রকার পুরুষকার অসম্ভব কি? অন্ত্যজ ব্যক্তিও ভগবানের নাম একবার উচ্চারণ করিলে সংসার-বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৩১—৩৫। দেবর্ষি নারদের চরণাশ্রয়ের পর প্রিয়ব্রতের রাজ্যাদি-প্রপঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল। একদা প্রিয়ব্রত তৎসংসর্গ দ্বারা আপনাকে অনির্বৃত বিবেচনা করিয়া মনে মনে বিলাপ করিয়া কহিলেন, "অহো! আমি বড়ই মন্দ কার্য্য করিয়াছি, অবিদ্যা-বিরচিত বিষয়রূপ বিষম অন্ধকূপে ইন্দ্রিয়গণ আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সকল বিষয়ই বৃথা। আমি এই বনিতার ক্রীড়ামর্কট হইয়াছি। আমাকে ধিক্!" এই বলিয়া তিনি নিজে নিজের নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরম-দেবতা হরির প্রসাদে তাঁহার বিবেক-সঞ্চার হইল। তখন তিনি অনুগত পুত্রদিগের মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া দিলেন এবং, ভুক্তভোগা সাম্রাজ্য-সম্পত্তির সহিত স্বীয় মহিষীকে মৃত শরীরের তুল্য বিসর্জ্জন করিয়া নারদোপদিষ্ট বর্ত্মের অনুসরণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বেদ ও ভগবান্ হরির বিহার-চিন্তা উদিত হওয়াতে এরূপ ত্যাগ-সামর্থ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহার মহিমা বর্ণন করিয়া পূর্ব্বে যে কয়েকটী শ্লোক রচিত হইয়াছিল, সেই শ্লোকগুলি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। "ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি প্রিয়ব্রত-কৃত কার্য্য করিতে পারে? তিনি অন্ধকার নষ্ট করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় রথ-চক্রাগ্র দ্বারা সাতটী সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন। তিনি বিভাগ-ক্রমে দ্বীপ-রচনা করিয়া পৃথিবীর

হান করিয়াছেন এবং ভূক্ত-সমূহের বিবাদ-ভঞ্জন করিবার জন্ত
ী, পর্ব্বত, বন প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যেক দ্বীপের সীমা নির্দ্ধারিত
রিয়া গিয়াছেন। তিনিই ভূমিজ, স্বর্গজ, মর্ত্যলোকজ এবং যোগ
কর্ম্মজ বৈভবকে নিরয়সদৃশ মনে করিয়াছিলেন। বিষ্ণুভক্ত-জনই
হার প্রিয়।" ৩৬—৪১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আগ্নীধ্র-চরিত্র বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—প্রিয়ব্রত এই প্রকারে পরমার্থ-সাধনে
ত হইলে, তাঁহার পুত্র আগ্নীধ্র, তাঁহারই অনুশাসনক্রমে
র্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জম্বুদ্বীপ-নিবাসী প্রজাদিগকে পুত্রসদৃশ
ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি একদা পুত্রকামী
য়া অমরস্ত্রী-সমূহের ক্রীড়াস্থল মন্দর-পর্ব্বতের গহ্বরে গমন
রেন। তথায় তিনি বিশ্বস্রষ্টার পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া
গ্রমনে তপোনুষ্ঠানে ভগবানের আরাধনা করিতে আরম্ভ
রিলেন। ভগবান্ আদিপুরুষ তাহা জানিতে পারিলেন। তৎকালে
-সভায় পূর্ব্বচিত্তি নামে যে এক অপ্সরা গান করিতেছিল,
নি তাহাকে আগ্নীধ্রের উপভোগার্থ প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বচিত্তি
বানের আদেশানুসারে গমন করিয়া আগ্নীধ্রের নিকটস্থ উপবনে
ণ করিতে লাগিল। ঐ উপবন সাতিশয় রমণীয়। নিবিড়তর
বিধ বৃক্ষের স্কন্ধে স্বর্ণবল্লী সংশ্লিষ্ট হইয়া উহার শোভা বৃদ্ধি
রিতেছিল। তদুপরি ময়ূরাদি স্থলচর পক্ষী স্ত্রী-পুরুষে বসিয়া
জাদি মধুর-স্বরে গান করিতেছিল। তাহাদের কণ্ঠধ্বনি-শ্রবণে
ট, হংস, কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণও প্রতিবোধিত হইয়া
করিতেছিল। ইহাতে বোধ হইতেছিল যেন তত্রস্থ কমল-
ল অমল জলাশয়সমূহ কোলাহল করিতেছে। ঐ অপ্সরা
প্রমোপবনে সুললিত-স্বরে গান ও পদবিন্যাস করিতে
গল। তাহাতে বিলক্ষণ গতি-বিলাসও প্রকাশ পাইল। তাহার
াহর চরণের আভরণ 'থণ' 'থণ' ধ্বনি করিতে লাগিল। ঐ মধুর-
ণ, নরদেব কুমার আগ্নীধ্রের শ্রবণ-গোচর হইলে তিনি সমাধি-
গ-নিমীলিত স্বীয় নয়নযুগল উন্মুক্ত করিয়া অবলোকন করি-
। ১—৫। ঐ অপ্সরা নেত্রগোচর হইবামাত্র রাজকুমার
র্পের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। ঐ অপ্সরা যখন নিশ্চয়ই
করীর মত কুসুমদলের আঘ্রাণ লইতেছিল, তখন তাহার সুগতি,
ার, ক্রীড়া, বিনয়াবিত দৃষ্টি ও পরম মনোরম হাব-ভাব দর্শন
য়া, কি দেব, কি মনুষ্য,—সকলেই স্মরশরে বিদ্ধ হইয়াছিল।
হার মুখ হইতে অমৃতবৎ সুস্বাদ এবং আসবসদৃশ মাদক সহাস্য
্য বিগলিত হইতেছিল। সেই বাক্যের সহিত সুরভি-নিশ্বাস
ত হইতেছিল। তাহাতে মধুকরকুল অন্ধ হইয়া তাহার বদন
ত করিতেছিল। ইহাতে সে ভয়ব্যাকুল হইয়া শীঘ্র শীঘ্র
বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে পদক্ষেপেই তাহার
, কবরী এবং চন্দ্রহার কম্পিত হইতেছিল। রাজতনয়
ীধ্র তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইলেন
ং জড়বৎ হইয়া কখন পুরুষ, কখন বা স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিয়া
িলেন, "হে মুনিবর্য্য! তুমি কে? এই পর্ব্বতে কি করিতে
সিয়াছ? তুমি কি ভগবান্ পর-দেবতার মায়া?" ক্র দুইটী
িয়া বলিলেন, "তুমি এই দুইটী গুণবর্জ্জিত ধনু কি নিজের
ত ধারণ করিতেছ? অথবা আমাদের মত মৃগতুল্য অজিতে-
ন্দ্রিয় পুরুষদিগকে অন্বেষণ করিতেছ? হে সুভ্রু! তোমার এই
দুইটী কটাক্ষ দুইটী বাণস্বরূপ। তোমার দুইটী নয়ন-পদ্ম যেন
ইহার দুই পত্র। দুইটীই বিজনে মন্থর হইতেছে। যদিও
উহাতে পুখ নাই, তথাপি অতিশয় মনোহর দেখাইতেছে।
দুইটীই অতিশয় তীক্ষ্ণাগ্র। তুমি কাহার প্রতি ইহা নিক্ষেপ
করিতে ইচ্ছা করিতেছ? আমার কিছুই ত বোধগম্য হইতেছে
না। আমি ভয়ে জড়বৎ হইয়াছি। অতএব প্রার্থনা করি,
তোমার এই পর্য্যটন যেন আমাদের মঙ্গলের জন্য হয়।" সেই
অপ্সরার অঙ্গসৌরভে অন্ধ ভ্রমর দুইটী দেখিয়া তিনি বলিলেন,
"হে ঈশ! তোমার এই শিষ্যগুলি তোমাকে ঘেরিয়া সরহস্য
সামবেদ পাঠ ও গান করিতেছে না কি? ঋষিগণ যেমন বেদশাখার
সেবন করেন, সেইরূপ ঐ সকল ভ্রমর বৃষ্টিধারাবৎ শিখাচ্যুত
কুসুমাবলীর সেবন করিতেছে। হে ব্রহ্মন্! তোমার চরণস্থ
নূপুরদ্বয়ের অন্তর্গত রত্ন-সমূহের শব্দ মাত্রই আমার শ্রুতিগোচর
হইতেছে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না।" পীত বসনকে
নিতম্বেরই কান্তি ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি আপনার সুন্দর নিতম্ব-
দেশে এই কদম্ব-কুসুমের দীপ্তি কোথায় পাইলে?" পরে
রত্ন-মেখলা দেখিয়া বলিলেন, "ঐ যে অলীদঙ্গার-মণ্ডল দেখিতেছি,
উহাই বা কি? তোমার বল্কল কোথায়? হে দ্বিজ! তোমার
এই স্তনযুগল মনোহর সম্ভারে পূর্ণ। তুমি ক্ষীণতটী হইয়াও
অতি কষ্টে ইহা বহন করিতেছ। আমার নেত্রযুগল তোমার
ঐ স্তনযুগলে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হে সুভগে! তোমার
কুচযুগলে এই অতি অপূর্ব্ব রক্তাক্ত সুগন্ধ-পঙ্ক কোথা হইতে
আসিল? ইহাতে আমার এই আশ্রম আমোদিত হইতেছে।
৬—১১। হে সুরশ্রেষ্ঠ! তোমার বক্ষঃস্থলের মনোহর শোভা
অবলোকন করিয়া মৎসদৃশ লোকের মন মুগ্ধ হয়। আমাকে
তোমার বাসস্থান একবার দেখাও। আমার বোধ হয়, তুমি
যে স্থানে বাস কর, সেখানকার লোক বক্ষঃস্থল দ্বারা এরূপ অপূর্ব্ব
অবয়ব ধারণ করে। কেবল তাহাই নহে, তাহারা মধুর-আলাপী,
তাহাদের বদনে বিলাস সহ অদ্ভুত অধরামৃতও আছে। সখে!
তুমি কি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেহ ধারণ কর? তুমি বিষ্ণুর
অংশ; বিষ্ণু ভোজন করেন না, সুতরাং তোমার ভোজন করাও
অসম্ভব। এই যে তোমার কর্ণযুগলে বিষ্ণুর মত মকরাকৃতি
কুণ্ডল দুলিতেছে। তাহার নিকটে নির্নিমেষ নয়ন দুটী শোভা
পাইতেছে। তোমার এই মুখখানি যেন সরোবর সদৃশ। তাহাতে
দুইটী চক্ষু দুইটী মৎস্যের ন্যায় চঞ্চলভাবে ক্রীড়া করিতেছে।
অভ্যন্তরে দন্তপঙ্ক্তি হংসশ্রেণীর ন্যায় শোভমান। এই কেশজাল
ভ্রমরগণের ন্যায় বর্ত্তমান। সখে! তুমি স্বকীয় করকমলে এই যে
কন্দুকটাকে ছুড়িতেছ, ইহা চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহাতেই
লোচনদ্বয় চঞ্চল হইতেছে। বন্ধো! তোমার এই বক্র কেশজাল
এলাইয়া পড়িতেছে এবং সেই ধূর্ত্ত লম্পট পবন তোমার কটি-
বসন হরণ করিতেছে,—ইহা কি তুমি জানিতে পারিতেছ না?
হে তপোধন! তুমি কি তপস্বীদিগের তপোবিঘ্নকারক? তোমার
এই মোহনরূপ কি তপঃপ্রভাবে পাইয়াছ? হে মিত্র! আমার
সহিত তপস্যা কর, অথবা সৃষ্টি-বিস্তারকারী ব্রহ্মা আমার প্রতি
অনুকম্পাপূর্ব্বক তোমাকে আমার ভার্য্যা করিয়া দিউন। ব্রহ্মাই
বুঝি আমার জন্য তোমাকেই পাঠাইয়াছেন। আমি তোমাকে
পরিত্যাগ করিব না। তোমাতে আমার নয়ন-মন নিবিষ্ট রহি-
য়াছে,—তাহা আর ফিরিবে না। চারুশৃঙ্গি! আমি তোমার
অনুগত, তুমি আমাকে যথা-ইচ্ছা লইয়া চল। তোমার
এই সখীগণও অনুকূল হইয়া আমার অনুবর্ত্তী হউক।" ১২—১৬।
দেবসদৃশ বুদ্ধিমান্ রাজা আগ্নীধ্র, ললনাদিগের মনোমোহকর

বাক্‌বিন্যাসেও পটু ছিলেন। তিনি এই প্রকার হাবভাব-বিলাসপূর্ণ বিবিধ আলাপে অপ্সরা পূর্ব্বচিত্তির সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বচিত্তিও তাঁহাকে বীর-যূথ-পতি দেখিয়া এবং তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স, রূপ, শ্রী, উদারতা, শীলতা প্রভৃতি দেখিয়া, তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। সে বহু অযুত বৎসর কাল ধরিয়া জম্বুদ্বীপাধিপতি আগ্নীধ্রের সহিত দিব্য ভৌম ভোগ-সমূহ ভোগ করিতে লাগিল। কালবশে তাহার গর্ভে রাজর্ষি আগ্নীধ্র হইতে নয়টী পুত্র উৎপন্ন হইল। তাঁহাদের নাম, যথা;—নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। পূর্ব্বচিত্তি প্রতিবৎসর এক একটী করিয়া নয়টী সন্তান প্রসব করিল। পরে ঐ সকল তনয়-দিগকে গৃহে রাখিয়াই, সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া, পুনর্ব্বার ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করিতে লাগিল। আগ্নীধ্র হইতে যে নয়টী পুত্র জন্মে, তাহারা সকলেই মাতার অনুভাবে স্বভাবতঃ দৃঢ়াঙ্গ ও বলশালী হইয়াছিলেন। আগ্নীধ্র তাঁহাদিগের মধ্যে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারা যথাবিভাগে নিজ নিজ নামানুসারেই জম্বুদ্বীপের এক এক বর্ষ অধিকার করিলেন। আগ্নীধ্র রাজা বিষয় সকল ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই, সর্ব্বদা বিষয়-সুখ-পরতন্ত্র হইয়া অপ্সরাকেই অতিশয় যত্ন করিতেন। বেদোক্ত কর্ম্ম করাতে তাঁহার পিতৃগণের আমোদালয় স্বরূপ লোক প্রাপ্তি হইল। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তদীয় পুত্রগণ যথাক্রমে মেরুর নয়টী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের নাম,—মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রা, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী ভদ্রা ও দেবদীথিতি। ১৭—২৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

অগ্নীধ্র-পুত্র নাভির চরিত্র-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! অগ্নীধ্র-পুত্র নাভি, সন্তান-কামনায় মেরুদেবীর সহিত অনন্যমনে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের পূজা করিলেন। রাজন্! দ্রব্য, দেশ, কাল, মন্ত্র, ঋত্বিক্, দক্ষিণা এবং বিধি—এই সপ্ত উপায়-সম্পত্তি দ্বারাও ভগবান্ বিষ্ণুকে সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভাগবত-জনের প্রতি বাৎসল্য বশতঃ ভগবান্ স্বয়ং শোভন-অবয়বে নাভির প্রবর্গ্য নামক কর্ম্ম-নিচয়ের অনুষ্ঠান-কালে তৎসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি একান্ত ভক্তাধীন,—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি নাভির সম্মুখে যে মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন, তাহা স্বতন্ত্র;—নয়ন-মনের আনন্দ বৰ্দ্ধক। তাহা অতিশয় সুন্দর ও সুখকর। তাহা চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি তেজোময়-ও পুরুষাকৃতি; এবং কপিশবর্ণ কৌশেয়-বসন-পরিধানা। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন শোভমান। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মে তাঁহার চতুর্হস্ত এবং বনমালা ও কৌস্তুভ প্রভৃতি মণিতে তাঁহার গলদেশ ও বক্ষঃস্থল শোভিত। দীপ্তিমান্ মণিময় মুকুট, কুণ্ডল, কটক, কটিসূত্র, হার, কেয়ূর, নূপুর প্রভৃতি ভূষণের মনোহর প্রভায় সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত। ঋত্বিক্, সদস্য এবং গৃহপার্ষি—সকলেই সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, দরিদ্র ব্যক্তির মহাধন-লাভের ন্যায়, বহু সম্মানপুরঃসর অবনত-মস্তকে বিবিধ উপহার দিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সকলেই কহিতে লাগিলেন, "হে পূজ্যতম! আমরা তোমার ভৃত্য। তুমি পরিপূর্ণ হইলেও আমাদের পূজা বারংবার স্বীকার করিবার যোগ্য। আমরা তোমার স্তব করিতে অযোগ্য। সাধুগণের নিকট আমরা কেবল তোমার উদ্দেশে 'নমস্কার, নমস্কার' এই মাত্র স্তব উপদেশ পাইয়াছি। প্রকৃতি-পুরুষের পরই ঈশ্বর। লোকে তাঁহার যে যে নাম, রূপ ও আকার কল্পিত হইয়া থাকে, সে সকল কখনই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কোন্ পুরুষ সেই সকল কল্পিত নাম, রূপ ও আকার দ্বারা তোমার স্বরূপ-নির্ণয়ে সক্ষম হয়? তোমার যে সকল মহা মঙ্গলময় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ, লোক সকলের অশেষ-পাপহারী, লোকে তোমার সেই গুণের একদেশের কীর্ত্তন ব্যতীত আর কি করিতে পারে? হে পরম! ভৃত্যগণ অনুরাগভরে, গদ্গদাক্ষর-বাক্যে তোমার যে স্তব করে এবং সলিল, পবিত্র-পল্লব, তুলসী, দূর্ব্বাঙ্কুর প্রভৃতি দ্বারা তোমার যে পূজা করে, তাহাতেই তুমি পরম সন্তোষ লাভ কর। ১—৬। আমরা অনেকাঙ্গ-সমৃদ্ধ এই যে যজ্ঞ করিতেছি, ইহাতে তোমার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। সর্ব্বদা আপনাতে প্রভূত-রূপে যে অশেষ পুরুষার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই তোমার স্বরূপ। হে নাথ! এই যজ্ঞ দ্বারা পূজা করায় তোমার কোন উপকার নাই; কিন্তু আমরা ফলকামী পুরুষ, সুতরাং আমাদের এই যাগাদির অনুষ্ঠান আমাদের আপনাদের জন্যই হউক। প্রভো! মূর্খ লোকেরা স্বয়ং আপনাদের মঙ্গল জানে না। যথেষ্ট করুণাগুণ অপবর্গ নামক স্বীয় মহিমা-প্রকাশার্থ ও তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য তুমি পূজিত না হইয়াও অন্যান্য সাপেক্ষ-ব্যক্তির ন্যায় দেখা দাও। হে পরম-শ্রেষ্ঠ! আমাদের এই পূজায় তোমার কোন উপকার নাই, ইহা আমাদেরই উপযোগী হউক। হে পূজ্য! তুমি বর দিবার জন্যই প্রকাশিত হইয়াছ। আমাদের রাজর্ষির এই যজ্ঞে যখন তুমি অস্মৎসদৃশ ভক্ত-জনকে দেখা দিলে, তখন ইহাই আমাদের বর হইল। প্রভো! তুমি দুর্দ্দর্শন। যে সকল আত্মারাম-মুনির বৈরাগ্যবলে তীব্রীভূত জ্ঞানানলে অশেষ মল দগ্ধীভূত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষেও কেবল তোমার গুণ-কথনই পরম মঙ্গলপ্রদ। তাঁহারা সততই তোমার গুণসমূহের স্তব করেন। ভগবন্! আমরা তোমায় দেখিয়াই কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু একটী বর ভিক্ষা করি। ক্ষুধা, পতন, স্খলন, জৃম্ভণ এবং দুরবস্থাদির সময় আমরা যখন তোমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হইব না, সেই সময়ে; জ্বর ও মরণ সময়ে এবং যখন আমাদের ইন্দ্রিয় বিকল হইবে, তখন যেন তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে পারি। ভগবন্! তোমার নাম-উচ্চারণমাত্রেই সকল কলুষ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৭—১২। হে নাথ! আরও প্রার্থনা এই,—তুমি স্বর্গ ও অপবর্গের ঈশ্বর; নির্দ্ধন-ব্যক্তি যেমন ধনী ব্যক্তির নিকট তুষ-কণা ভিক্ষা করে, সেইরূপ রাজর্ষি, ভবাদৃশ গুণসম্পন্ন অপত্য-কামনা করিয়া আপনার অনুসরণ করিয়াছেন। প্রজাতেই ইঁহার পুরুষার্থ বোধ হওয়াতে ইনি ঐরূপ ঐহিক প্রার্থনা করিতেছেন। তোমার মায়া অপরাজিতা, সে মায়ার পথ অলক্ষ্য। তাহার নিকট কেহই অপরাজিত নহে। তাহা দ্বারা সকলেরই বুদ্ধি আবৃতা হয়। আর মহাপুরুষদিগের চরণ-উপাসনা ব্যতিরেকে লোকের প্রকৃতি, বিষয়রূপ বিষ-বেগে আচ্ছন্ন হয়। হে বহুকার্য্যকারিন্! আমরা অতি সামান্য কার্য্যসাধনার্থ তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, আমরা অতি মন্দবুদ্ধি! নতুবা পুত্রকেই পরম পুরুষার্থ বোধ করিব কেন? হে দেব! তোমার প্রতি আমাদের এই যে অবজ্ঞা হইতেছে, ইহা তোমায় নিজ সর্ব্বসহিষ্ণুতা-গুণে সহ্য করিতে হইবে।" হে রাজন্! আগ্নীধ্রতনয় নাভি-রাজার ঋত্বিগ্‌গণ এই প্রকার গদ্যময় বাক্যে ভগবানের স্তব করিলেন। তাহার পর ভারতবর্ষাধিপতি ঐ নৃপতি, যে সকল ব্যক্তিকে বন্দনা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যখন ভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করিতে

লাগিলেন। তখন ভগবান্ দয়া প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "হে ঋষিগণ! তোমাদের বাক্য অযথার্থ। তোমরা আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিলে, তাহা সুলভ নহে। এই রাজার মৎ-সদৃশ পুত্র হয়, এই ত তোমাদের প্রার্থনা? ইহা ত বড়ই দুর্লভ। আমার ত দ্বিতীয় নাই; আমিই আমার সদৃশ। তবে আমা সদৃশ পুত্র কিরূপে হইবে? যাহা হউক, ব্রাহ্মণের বাক্য বৃথা হওয়া উচিত হয় না। ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য এবং তাঁহারা আমার মুখ। যখন আমা সদৃশ ব্যক্তি নাই, তখন আমাকেই নাভির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইল।" হে রাজন্! নাভির বনিতা মেরুদেবী, ভগবানের এই সকল কথা শুনিতেছিলেন। নাভি ত সেই খানে উপস্থিতই ছিলেন। ভগবান্ এ সব কথা নাভিকে শুনাইয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে পরীক্ষিৎ! মহর্ষিগণ যজ্ঞে এরূপে ভগবানকে প্রসন্ন করিলেন। ভগবানও তাহাতে নাভির প্রিয়-কার্য্য-সাধনে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি দিগ্বাসা, তপস্বী, জ্ঞানী ও নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম দেখাইবার জন্য ঐ নাভি-রাজার অন্তঃপুরে তাঁহার ভার্য্যা মেরুদেবীর গর্ভে শুক্লমূর্ত্তি ঋষভ-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৩—২০।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নাভিপুত্র ঋষভদেবের রাজ্য-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবান্ ঋষভ জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার অঙ্গে ভগবৎ-লক্ষণসমূহ স্পষ্টই প্রকাশিত হইল। সর্ব্বত্র সমত্ব, উপশম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও মহৈশ্বর্য্য-সহ তাঁহার প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও প্রজাগণের মনে এই অভিলাষ জন্মিল,—ইনিই যেন রাজা হইয়া অবনীতল পালন করেন। রাজন্! ঋষভদেবের শরীর কবিগণের বর্ণন-যোগ্য,—অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পিতা তাঁহাকে প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কান্তি ও যশ ইত্যাদি গুণে গরীয়ান্ দেখিয়া তাঁহার নাম 'ঋষভ' রাখিলেন। একদা অমররাজ ইন্দ্র স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ করেন নাই। ইহাতে যোগেশ্বর ভগবান্ ঋষভদেব যোগমায়া-প্রভাবে সহাস্য-বদনে অজনাভ নামক মণ্ডলকে বৃষ্টিতে প্লাবিত করিয়াছিলেন। নাভিরাজ মনোমত সন্তান লাভ করিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন। যে ভগবান্ পুরাণ-পুরুষ, স্বেচ্ছাক্রমে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন, নাভিরাজ তাঁহাকে স্নেহ বশতঃ "বৎস! তাত!" এই প্রকার সাদর-সম্ভাষণ করিয়া, অনুরাগভরে লালন-পালন করিয়া, সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। কিয়দ্দিনানন্তর নাভিরাজ দেখিলেন,—পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে এবং পুরবাসী-জন ও অমাত্য সকল তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন এবং মেরুদেবীর সহিত বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন। তথায় অনুদ্বেগ-কর তীব্র-তপস্যা ও সমাধিযোগে নর-নারায়ণ নামক ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা করিয়া যথাসময়ে তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হই-লেন। হে পাণ্ডবেয়! পণ্ডিতেরা এতৎসম্বন্ধে দুইটী শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন। 'রাজর্ষি নাভির সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্ম করিতে আর কোন্ পুরুষ সমর্থ? তাঁহারই পবিত্র-কর্ম্ম হেতু ভগবান্ হরি স্বয়ং পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই নাভি ভিন্ন অন্য ব্রহ্মণ্য বা ব্রহ্ম-যশস্বী কে আছে? তাঁহার যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হইয়া মন্ত্রবলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে দেখাইয়া-ছিলেন।' ১—৭। ভগবান্ ঋষভদেব আপনার বর্ষকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মান্য করিতেন, কিন্তু অন্য লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য কিছু দিন গুরুকুলে বাস করিলেন। শিক্ষান্তে গুরুগণের অনু-মতি লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পরে তিনি লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং শ্রুতি স্মৃতি—উভয়বিধ কর্ম্মবিধি অনুষ্ঠান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার সহিত জয়ন্তী নামে একটী কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ভগবান্ ঋষভদেব, দেবদত্তা সেই ভার্য্যায় আত্মসদৃশ গুণসম্পন্ন একশত সন্তান উৎপন্ন করি-লেন। সেই শত পুত্রের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ। তিনি মহাযোগী ও প্রকৃষ্ট গুণশালী ছিলেন। তাঁহারই নামে এই বর্ষ 'ভারতবর্ষ' নামে অভিহিত। ঋষভদেবের নবাধিক নবতি সন্তানের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ এবং কীকট,—এই নয়টী প্রধান। এই নয়জনই ভরতের অনুগত। ঐ পুত্রের পরবর্ত্তী কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস এবং করভাজন—ইঁহারা ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রদর্শক ও মহাভাগবত। ইঁহাদের চরিত্র, ভগবানের মহিমায় সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল; তাহা পশ্চাৎ একাদশস্কন্ধে বসুদেব-নারদ-সংবাদ-প্রসঙ্গে বর্ণন করিব। ঐ সকলের কনিষ্ঠ একাশীতি পুত্রেরা পিত্রাজ্ঞা-পালক, বিনয়াম্বিত, বেদজ্ঞ, যজ্ঞবান্ ও বিশুদ্ধ-কর্ম্মশীল। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইলেন। ৮—১৩। ভগবান্ ঋষভদেব আপনি আপনার প্রভু। তিনি অনর্থ-পরম্পরা হইতে নিবৃত্ত এবং বিশুদ্ধ আনন্দ ও জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বর। তবুও তিনি অনীশ্বরের তুল্য বিবিধ কর্ম্ম করিলেন। কারণ, নিজ আচরণে আপনার সহিত উৎপন্ন ধর্ম্ম অজ্ঞ-লোকদিগকে শিক্ষা দিলেন। তিনি স্বয়ং সমুদয় সদ্গুণান্বিত ছিলেন, তবু কারুণিকতা প্রযুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, যশ, প্রজা, ভোগ ও মোক্ষ-সংগ্রহ দ্বারা গৃহের প্রত্যেক লোককে নিয়মিত করিলেন। শ্রেষ্ঠ লোকেরা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে বেদরহস্য সর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রতিপাদক, তাহা তিনি স্বয়ং অবগত ছিলেন। তবুও ব্রাহ্মণ-দিগের প্রদর্শিত পথানুগামী হইয়া সামাদি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাপালনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞ দ্বারা শত-বার যথাবিধি যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সকল যজ্ঞ,—দ্রব্য, দেশ, কাল, বয়ঃক্রম, শ্রদ্ধা, ঋত্বিক্, নানা দেবতার উদ্দেশ প্রভৃ-তিতে অতিশয় সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভগবান্ ঋষভদেব কর্তৃক পরিরক্ষ্যমাণ এই ভারতবর্ষে কোন পুরুষ অকাল-কুসুমের ন্যায় অন্যের নিকট হইতে আপনার জন্য কিছুই প্রার্থনা করিতে অভি-লাষী হয় নাই। কেহ অন্যায় দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করে নাই। প্রজারা আপনাদের রাজার প্রতি অনুক্ষণ-বর্দ্ধমান স্নেহাতিশয় ভিন্ন আর কিছুরই কামনা করিত না। ভগবান্ ঋষভদেব কোন সময়ে পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে উপস্থিত হন। তথায় তিনি প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষিদিগের সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—আপনার আত্মজগণ সংযত রহিয়াছেন। তাঁহারা সংযত এবং বিনয়-গুণে সুযন্ত্রিত হইলেও প্রজানুশাসনার্থ ঋষভদেব তাঁহা-দিগকে প্রজাদের সমক্ষেই শিক্ষা-দানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৪—১৯।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পুত্রদিগের প্রতি ঋষভদেবের উপদেশ।

ঋষভদেব কহিলেন, "হে পুত্রগণ! যাহারা নরলোকে জন্ম লইয়া মানবদেহ পাইয়াছে, তাহাদের ঐ দেহে, বিষ্ঠাভোজী

শূকরাদির ভোগ্য দুঃখদ বিষয় ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। তপস্যাই সার বস্তু। এই তপস্যা দ্বারা সত্ত্ব পবিত্র হয়। তাহাতেই অনন্ত ব্রহ্মসুখ লাভ হইয়া থাকে। মহত্তের সেবা মুক্তির দ্বার এবং যোষিৎসঙ্গীদিগের সঙ্গ সংসারের কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সকলের সুহৃৎ, প্রশান্ত, অক্রোধ, সদাচারী এবং যাঁহারা সর্ব্বপ্রাণীকেই সমান দেখেন, তাঁহারাই মহৎ। আমি ঈশ্বর। যাঁহারা আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া তাহাই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করেন; যাঁহারা, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ও পুত্র-কলত্র-ধন-মিত্রাদি-বিশিষ্ট গৃহে প্রীতিযুক্ত নহেন এবং যাঁহারা লোক-মধ্যে দেহযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়াসী নহেন;—তাঁহারাই মহৎ। মনুষ্য, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে ব্যাপৃত হইলে প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে। একবার বিরুদ্ধ-কর্ম্ম করিয়া আত্মার এই ক্লেশকর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমি ইহা ভাল বলিতে পারি না। লোকে যে পর্য্যন্ত না আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহে, সে পর্য্যন্ত তাহার নিকট অজ্ঞানকৃত আত্ম-স্বরূপের অভিভব হয়; যে পর্য্যন্ত ক্রিয়া থাকে, সে পর্য্যন্ত এই মনে কর্ম্ম-স্বভাব প্রকাশ পায়;—ইহাই দেহবন্ধের কারণ। এইহেতু পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই মনকে পুনর্ব্বার কর্ম্মকরণে প্রবৃত্তি দেয় এবং আত্মা যত-কাল অবিদ্যা-উপাধিযুক্ত থাকে, ততকাল মন পুরুষকে কর্ম্মবশ করিয়া রাখে। আমি বাসুদেব। লোকে যে পর্য্যন্ত আমাতে প্রীতি না করে, সে পর্য্যন্ত দেহযোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। ১—৬। পুরুষ যতক্ষণ বিবেকী হইয়া ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টাকে অলীক বলিয়া না দেখে, ততক্ষণ তাহার স্বরূপের স্মৃতি থাকে না; সুতরাং সেই মূঢ়, মিথুন-সুখ-প্রাপক গৃহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতে থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ,—প্রত্যেকের জন্মাবধি এক একটা হৃদয়-গ্রন্থি আছে। পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে, তাহাদের পরস্পরের আর একটী হৃদয়-গ্রন্থি হয়। এই দুর্ভেদ্য হৃদয়-গ্রন্থি হইতে পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, ধন ইত্যাদি বিষয়ে মোহ উৎপন্ন হয়। এইহেতু সংসারে স্ত্রীর সহিত মিলন সুখ-কারণ নহে, বরং ইহা মহামোহ উৎপন্ন করিয়া আত্যন্তিক দুঃখের কারণ হয়। তবে কর্ম্মানুবদ্ধ মন-রূপ দৃঢ় হৃদয়-গ্রন্থি সেই মিথুনীভাব হইতে শিথিল হইলে অর্থাৎ আমার অভিমুখীন হইলে, লোকে সংসারের হেতুভূত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি ও পরমপদ পাইতে পারে। হংস ও গুরু স্বরূপ যে আমি,—আমাতে ভক্তি-সহকারে অনুবৃত্তি করা, বিতৃষ্ণা, সুখ-দুঃখাদি; দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা; ইহ-পরলোকে সর্ব্বত্র সকল প্রাণীর দুঃখদর্শন; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, তপস্যা; কাম্যকর্ম্ম-পরিত্যাগ; আমার জন্যই কর্ম্ম করা; আমার কথা কথন; যাঁহারা আমাকে পরম দেব বলিয়া জানে, তাহাদের সহিত নিত্য সহবাস; আমার গুণকীর্ত্তন; নির্ব্বৈরতা; সমতা উপশম; আত্মদেহ ও 'আমি, আমার' এই রূপ বুদ্ধি-পরিত্যাগের কামনা; অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের অভ্যাস; নির্জ্জন-স্থানে বাস; প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন—এ সকলের সম্যক্ প্রকারে জয়; সংশ্রদ্ধা; ব্রহ্মচর্য্য; কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অপরি-ত্যাগ; বাক্য-সংযম; সর্ব্বত্র মদীয়-চিন্তানিপুণ-অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞান; সমাধি;—এই সকল দ্বারা ধৈর্য্য, দক্ষ ও বিবেকবান্ হইয়া অহঙ্কার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে। ৭—১৩। তাহার পর কর্ম্ম সকলের আধাররূপ যে হৃদয়-গ্রন্থি অবিদ্যা-হেতু আসিয়া-ছিল, প্রমাদশূন্য হইয়া এই উপায় দ্বারা মৎপ্রদত্ত উপদেশানুসারে তাহা সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিবে এবং শেষে ঐ উপায়ও পরি-ত্যাগ করিবে। উৎকৃষ্ট-লোক-কামনায় আমার অনুগ্রহ-প্রাপ্তির উদ্দেশ করিয়া পিতা—পুত্রদিগকে, গুরু—শিষ্যকে ও রাজা—প্রজাবর্গকে ঐ প্রকার শিক্ষা দিবেন। যদি কেহ উপদেশ পাইয়াও না হয়। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ নহে,—কেবল কর্ম্মকেই মঙ্গলময় জানিয়া মুগ্ধ হয়, তাহাদিগকে যেন পুনরায় কাম্য-কর্ম্মে নিযুক্ত না করেন। কেননা, মূঢ়-ব্যক্তিকে কাম্য-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সংসার-কূপে পাতিত করিলে কোন্ পুরুষার্থ লাভ হয়? যে অতিশয় কামবশ হইয়া, আপনার মঙ্গল-পথ না দেখিয়া, কেবল অর্থ-চেষ্টাতেই তৎপর হইয়া বেড়ায় এবং যৎকিঞ্চিৎ সুখ পাইবার আশায় পরস্পর শত্রুতা করিতে চাহে, সে মূঢ় পরিণামে যে দুঃখে পতিত হইবে, তাহা সে জানিতে পারে না। অন্ধ-ব্যক্তি বিপথে যাইলে তাহাকে দেখিয়া যেমন কোন বিজ্ঞ-লোক তাহাকে সেই পথে যাইতে উপদেশ দেয় না, ঐরূপ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া কোন্ দয়াশীল বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বয়ং জানিয়াও ঐ বিষয়েই তাহাকে পুনরায় প্রবর্ত্ত করাই-বেন? ঐ ব্যক্তিকে ভক্তিমার্গ উপদেশ দিয়া যে ব্যক্তি তাঁহাকে মুক্ত না করেন, তিনি তাহার গুরু নহেন, পিতা নহেন, দেবতা নহেন এবং পতি নহেন। আমার এই মনুষ্যাকার শরীর অবিতর্ক্য অর্থাৎ আমার ইচ্ছা-বিলসিত। ইহা প্রাকৃত মনুষ্যের তুল্য নহে; আমার হৃদয় সত্ত্ব-স্বরূপ, উহাতে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণই বিরাজ করিতেছে। আমি অধর্ম্মকে নিরাকৃত করিয়াছি। আর্য্য-ব্যক্তিরা আমাকে ঋষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলেন। ১৪—১৯। তোমরা সকলেই আমার শুদ্ধ-সত্ত্বময় হৃদয় দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমরা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, স্থিরচিত্তে তোমাদের সহোদর এই মহত্তম ভরতের ভজনা কর। ইহাঁর শুশ্রূষা করাতেই তোমাদের প্রজাপালনাদি কর্ত্তব্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে। চেতনাচেতন ভূত-সমূহের মধ্যে স্থাবর শ্রেষ্ঠ; স্থাবর অপেক্ষা সর্পাদি সরীসৃপ প্রাণী শ্রেষ্ঠ; সরীসৃপ অপেক্ষা পশ্বাদি শ্রেষ্ঠ; পশ্বাদি অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; মনুষ্যদের অপেক্ষা ভূত-প্রেতাদি প্রমথগণ শ্রেষ্ঠ; প্রমথগণ অপেক্ষা গন্ধর্ব্বগণ শ্রেষ্ঠ; গন্ধর্ব্বগণ অপেক্ষা সিদ্ধগণ শ্রেষ্ঠ; সিদ্ধগণ অপেক্ষা দেবানুচর কিন্নরগণ শ্রেষ্ঠ; কিন্নরগণ অপেক্ষা অসুরগণ শ্রেষ্ঠ; অসুরগণ অপেক্ষা দেবতারা শ্রেষ্ঠ; দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্র অপেক্ষা ব্রহ্মপুত্র দক্ষাদি শ্রেষ্ঠ; দক্ষাদি অপেক্ষা ভগবান্ শঙ্কর শ্রেষ্ঠ; ঐ শঙ্কর আবার ব্রহ্মার বলে বলীয়ান্, এ নিমিত্ত তাঁহা অপেক্ষা ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা মৎপরায়ণ, সেই হেতু সেই ব্রহ্মা হইতে আমি শ্রেষ্ঠ। আমিও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করি, এই হেতু ব্রাহ্মণেরা আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হওয়াতে সর্ব্বপূজ্য: এ নিমিত্ত তোমরা অবশ্য ব্রাহ্মণের সেবা করিবে।” অনন্তর তিনি তত্রস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে বিপ্রগণ! আমি কোন প্রাণীকে ব্রাহ্মণের তুল্য দেখি না। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নহে। ব্রাহ্মণ যে কেন শ্রেষ্ঠ, তাহা বলিতেছি,—লোকে ব্রাহ্মণমুখে শ্রদ্ধা-সহকারে প্রকৃষ্টরূপ হোম করিলে, আমার যেমন তৃপ্তিকর ভোজন হয়, অগ্নিহোত্র-যজ্ঞে সমর্পণ করিলে আমি তত তৃপ্তিলাভ করি না। ব্রাহ্মণেরাই ইহলোকে আমার পরম রমণীয়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই মধ্যে পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ এবং শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, তিতিক্ষা ও প্রতাপ প্রভৃতি গুণ বিরাজমান। আমি অনন্ত ও পরাৎপর এবং স্বর্গ ও অপবর্গের অধিপতি; আমার নিকটেও ব্রাহ্মণেরা কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের রাজ্যাদি-কামনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহারা অকিঞ্চন, কেবল আমাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন। হে পুত্র সকল! স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি ভূত সকলকেও আমার অধিষ্ঠান-স্থান জানিয়া নির্ম্মল-দৃষ্টিতে তোমরা পদে পদে সম্মান করিও। ইহাই আমার পূজা। আমার পূজাই মন, বাক্য, চক্ষু ও অপরাপর ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। আমাকে পূজা না করিলে কোন পুরুষ মহা-মোহময় [illegible] পারে না।” ২০—২১।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! মহানুভব ভগবান্ ঋষভদেবের পুত্রগণ সুশিক্ষিত, তথাচ লোকদিগের অনুশাসনের জন্য তিনি তাঁহাদিগকে ঐ প্রকার উপদেশ দিলেন। পরে তিনি স্বয়ং উপশমশীল উপরতকর্ম্মা মহামুনিদিগের ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণ পারমহংস্য-ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষায় আপনার শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পরম ভাগবত ভগবজ্জন-পরায়ণ ভরতকে ধরণীমণ্ডল-পালনার্থ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে শরীরমাত্র-পরিগ্রহ হইয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় নগ্নবাসে ও বিমুক্তকেশে আহবনীয় অগ্নি আপনাতেই রক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার জন্য ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে তাঁহার সহিত কথা কহিতে গেলেও তিনি তাহাদের মধ্যে জড়, মূক, অন্ধ, বধির, পিশাচ অথবা উন্মত্তের ন্যায় প্রতীয়মান থাকিয়া কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না,—তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া তূষ্ণীভাবে ছিলেন। তিনি পুর, গ্রাম, আকর, কৃষীবল-গ্রাম, পুষ্পাদি বাটিকা, খর্ব্বট, শিবির, গোষ্ঠান, আভীর-পল্লী, যাত্রিকদিগের সম্মিলন-স্থান, পর্ব্বত, বন এবং আশ্রম প্রভৃতি যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানে পথে, মক্ষিকাগণ যেমন বন্য গজকে ব্যস্ত করে, তদ্রূপ দুরাত্মা সকলে তাঁহাকে ভয়-প্রদর্শন, তাড়ন, গাত্রে প্রস্রাব ও শ্লেষ্মা পরিত্যাগ, প্রস্তর, বিষ্ঠা ও ধূলি প্রক্ষেপ, সম্মুখে অধোবায়ু-ত্যাগ এবং দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা নানা প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। তিনি সে সকলে কিছুই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মিথ্যাভূত এই সংসার নামমাত্রে সৎ; ইহাতে সৎ ও অসত্যের অনুভব-স্বরূপ স্বীয় মহিমায় অবস্থান করিয়া তাঁহার 'আমি, আমার' ইত্যাকার অভিমান দূরীকৃত হইয়াছিল। এইরূপে তিনি অবিকৃত-মনে একাকী পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত, পদ, বক্ষঃস্থল, বিপুল বাহুযুগল, স্কন্ধ এবং বদনাদি অবয়ব সকল অতি সুকুমার ছিল। তিনি স্বভাবতই সুন্দর। স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাস্যে তাঁহার বদন-মণ্ডল শোভমান; তাঁহার চক্ষু দুইটী নবনলিন-দলবৎ আয়ত ও অরুণবর্ণ। এই দুটী চক্ষুর তারকা সন্তাপহারিকা। তাঁহার কপোল, কর্ণ, কণ্ঠ এবং নাসিকা সমান, অনধিক ও অতিশয় সুভগ। তাঁহার গূঢ়-হাস্যযুক্ত বদন-কমলের বিভ্রমে পুরাঙ্গনাদের মনোমধ্যে কাম উদ্দীপিত হইতেছিল। এত রূপসম্ভার। ধূলি-ধূসরিত পিঙ্গল-জটিল-কুটিল-কেশভার-সম্পন্ন ঋষভদেব সেই অবধূতমলিন-বেশে গ্রহ-গৃহীতের ন্যায় দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিলেন। অনন্তর যখন লোক সকল তাঁহার যোগানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিল, তখন তিনি উহার প্রতীকার করা নিতান্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করিয়া আজগর-ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাহাতে একস্থানেই অবস্থান করিয়া অশন, পান, চর্ব্বণ ও মলমূত্র-পরিত্যাগ-ক্রিয়া হইতে লাগিল। তিনি সময়ে সময়ে বিষ্ঠার উপর বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে বিষ্ঠা লিপ্ত হইল। ঐ বিষ্ঠায় দুর্গন্ধের লেশ ছিল না। তাহার সৌগন্ধ্যে ভরপুর পবন অতিশয় সুগন্ধ হইয়া নিকটবর্ত্তী প্রদেশের চতুর্দ্দিক্ আসিয়া দশ-যোজন স্থান সগন্ধময় করিয়া তুলিল। ভগবান্ ঋষভদেব ঐরূপ যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, গো, মৃগ বা কাকস্বরূপ আচরণ করিলেন। কখন যাইতে যাইতে, কখন অবস্থিতি করিতে করিতে, কখন বা উপবেশন করিতে করিতে পান, ভোজন ও মল-মূত্র-ত্যাগ করিলেন। এই প্রকারে তিনি যোগীদিগের কর্ম্মা আচরণ দেখাইবার জন্য নানা যোগচর্য্যা আচরণ করিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্, কৈবল্যাপতি এবং পরম মহৎ; মহানন্দানুভব স্বরূপ কৃতাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের সহিত অভেদ-প্রযুক্ত নিত্য নিবৃত্তোপাধি ও স্বতঃসিদ্ধ সমস্ত ফলে পরিপূর্ণ ছিলেন। যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত খেচরত্ব, মনোজবত্ব, অন্তর্দ্ধান, পরকায়-প্রবেশ এবং দূরদর্শন প্রভৃতি স্বয়ং আগত যোগৈশ্বর্য্য সকলে তাঁহার কিছুমাত্র আদর ছিল না। ২৮—৩৫।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষভদেবের দেহত্যাগ।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহাদের কর্ম্মবীজ রাগাদি, যোগোদ্দীপিত জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহাদিগের নিকট যদৃচ্ছাক্রমে যোগৈশ্বর্য্য সকল উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের কোন ক্লেশ হয় না। ভগবান্ ঋষভদেব, যদৃচ্ছায় উপস্থিত ঐ সকল যোগৈশ্বর্য্যে আদর করিলেন না কেন? শুকদেব কহিলেন,—সত্যই বলিয়াছেন। যেমন শঠ-কিরাত, মৃগ ধৃত হইলেও তাহাতে বিশ্বাস করে না; এই পৃথিবীতে কতকগুলি বুদ্ধিমান্ লোক সেইরূপ চাঞ্চল্য বশতঃ মনোমধ্যে সম্যক্ বিশ্বাস লাভ করে না। অতএব পণ্ডিতেরা বলেন, "মনশ্চাঞ্চল্য থাকিলে কখন কাহারও সহিত সখ্য করিবে না।" ঐ প্রকারে মনে বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেবেরও বহুকাল-সঞ্চিত তপস্যা বিষ্ণুর মোহিনীরূপ দেখিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। যেমন বিশ্বস্ত পতির ভ্রষ্টা স্ত্রী জারদিগকে অবকাশ দিয়া পতির প্রাণসংহার করায়, সেইরূপ যোগী-ব্যক্তি চঞ্চল মনকে বিশ্বাস করিলে, ঐ মন, কাম ও কামানুচর রিপুগণকে ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিতে অবকাশ দিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শোক, মদ, ভয়াদি ও কর্ম্মবন্ধ,—এ সকলের কারণ মন। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই সেই মনকে আপনার অধীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। ভগবান্ ঋষভদেব, অখিল লোকপালদিগের ভূষণ-স্বরূপ। তাঁহার সঙ্গে কিন্তু একজন অনুচরও রহিল না। অবধূতের ন্যায় নানা বেশ, নানা ভাষা ও নানা চরিত অবলম্বন করাতে তদীয় ভগবৎ-প্রভাবও দৃষ্ট হইল না। কি প্রকারে কলেবর ত্যাগ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি আপনার কলেবর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আত্মাতেই সাক্ষাৎ অবস্থিত পরমাত্মাকে আপনার সহিত অভেদভাবে দেখিয়া দেহাভিমান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ১—৬। যেমন কুলালচক্র সংস্কার বশতঃ কিয়ৎক্ষণ স্বয়ং ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ মুক্তলিঙ্গ হইলেও যোগমায়া-বাসনা দ্বারা ভগবান্ ঋষভের দেহ সংস্কার বশতঃ পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটক এবং দক্ষিণ কর্ণাটক দেশে স্বেচ্ছায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে কুটকাচলের উপবনে তিনি কোন বাসনায় কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড লইয়া মুখমধ্যে দিলেন। পরে তিনি উন্মত্তের ন্যায় মুক্তকেশ হইয়া নগ্নদেহেই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বায়ুবেগে সেই উপবনের বেণুসমূহ অতিশয় কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহাদের পরস্পর সংঘর্ষণে ঘোর দাবানল উদ্ভূত হইয়া লোল-রসনায় ঐ বনকে সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করিল। তাহাতে তাঁহার দেহের সহিত সমুদায়ই দগ্ধ হইয়া গেল। ভগবান্ ঋষভদেবের এইরূপ আচরণের কথা অবগত হইয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটক দেশের অর্হৎনামা রাজা স্বয়ং ঐরূপ শিক্ষা করিবেন এবং নির্ভয়ে আপন কল্যাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বুদ্ধিতে পাষণ্ডরূপ কুপথ সম্প্রবর্ত্তিত করাইবেন। কারণ, কলিযুগে অধর্ম্মই উৎকর্ষ লাভ করিবে। প্রাণীদিগের পূর্ব্ব-সঞ্চিত পাপফলে ঐ রাজার মত-ভ্রষ্ট ঘটিবে। এই অধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রাজা হইতে কলিযুগের কুবুদ্ধি মানবগণ দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া, স্ব স্ব শৌচ-আচার

পরিত্যাগ করিয়া দেবতাদের অবজ্ঞা করিবে এবং অস্নান, অনাচমন, অশৌচ এবং কেশোল্লুঞ্চনাদি রূপ অপব্রত স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিবে। অধর্ম্ম-বহুল কলিযুগে ঐ সকল ব্যক্তি বিনষ্ট-বুদ্ধি হইয়া প্রায় সর্ব্বদা ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপুরুষ ও লোকদিগকে উপহাস করিবে। তাহারা অন্ধ-পরম্পরাসদৃশ অবেদ-মূলক ঐরূপ স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তি দ্বারা বিপথ হইয়া, আপনা হইতেই ঘোর নরকে নিপতিত হইবে। হে রাজন্! ভগবানের এই ঋষভাবতার ঐরূপ অনিষ্টকর হইলেও রজোগুণ-ব্যাপ্ত ব্যক্তিগণের মোক্ষপথ শিক্ষার জন্য উহা অতিশয় আবশ্যক। তাঁহার গুণ-বর্ণনপূর্ব্বক অনেক শ্লোক গীত হইয়া থাকে। ৭—১২। যথা;—"অহো! সপ্তসাগর-পরিবেষ্টিতা পৃথিবীর দ্বীপসমূহের মধ্যে এই ভারতবর্ষ অতিশয় পুণ্যবান্। এখানে জনসমূহ, ভগবান্ মুরারি ঋষভাবতারের মঙ্গল-জনক কর্ম্ম সকল গান করিয়া থাকে। অহো! পুরাণ-পুরুষ ভগবান্, প্রিয়ব্রতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া মোক্ষজনক ধর্ম্ম আচরণ করিয়া গিয়াছেন; তাহাতেই প্রিয়ব্রতের বংশ, যশ দ্বারা অতি বিশুদ্ধ হইয়াছে। তিনি অজ; কোন যোগী মনোরথ দ্বারাও তাঁহার দিকে অনুগমন করিতে পারেন না। তিনি, অবস্তু বলিয়া যে সকল যোগমায়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন, অন্য যোগীরা তাহাই পাইতে চাহে,—তাহারই জন্য যত্ন করিয়া থাকে।" হে রাজন্! ঋষভদেব,—লোক, বেদ, দেব, ব্রাহ্মণ এবং গো সকলের পরম-গুরু। ভগবান্ ঋষভদেবের পবিত্র চরিত্রের মধ্যে যাহা উক্ত হইল, তাহাতে পুরুষদের সমস্ত দুশ্চরিত্র অপনীত হয় এবং তাহা পরম মহৎ মঙ্গলের আগার। যাহারা সংযতচিত্তে শ্রদ্ধা-সহকারে ইহা শ্রবণ করে এবং শ্রবণ করায়, তাহাদের দুই জনেরই ভগবান্ বাসুদেবে সেই ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মিয়া থাকে। পরমার্থবিৎ পণ্ডিতগণ সেই পরম পবিত্র ভক্তিরসে সংসারতাপ-সন্তপ্ত স্ব স্ব আত্মাকে সিক্ত করিয়া পরম নির্ব্বৃতি পাইয়া থাকেন; পরম পুরুষার্থ মুক্তিধন বিনা প্রার্থনায় ভগবানের প্রসাদে আপনা হইতে উপস্থিত হইলেও, তাঁহারা তাহার প্রতি আদর করেন না। তাঁহারা ভগবানের পুরুষ, এই জন্য সকল পুরুষার্থই সম্যক্‌রূপে পাইয়াছেন। হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের এবং যদুদিগের পালক, গুরু, উপাস্য, সুহৃৎ, কুলের নিয়ন্তা এবং কদাচিৎ দৌত্যাদি-কার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন। ভগবান্ তোমাদের প্রতি এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং অপর যাহারা তাঁহার নিত্য ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি মুক্তিও দিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি কখন কাহাকেও ভক্তিযোগ প্রদান করেন না। আমি, ভগবান্ ঋষভদেবকে নমস্কার করি। ভগবান্ ঋষভদেব নিত্য-অনুভূত নিজ-স্বরূপ-লাভেই সমস্ত তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। দেহাদির জন্য সকাম কল্যাণ-বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধি চির-সুপ্ত ছিল, তিনি তাহাদিগকে করুণা করিয়া অভয়রূপ নিজলোক উপদেশ দিয়াছিলেন। ১৩—১৯।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজা ভরতের চরিত্র বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—মহাভাগবতোত্তম ভরত ভগবানের অভিপ্রায়ানুসারে অবনীতল পালন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহারই আজ্ঞায় বিশ্বরূপের দুহিতা পঞ্চজনীকে বিবাহ করিলেন। অহঙ্কার হইতে যেমন শব্দ-স্পর্শাদি সূক্ষ্ম ভূত উৎপন্ন হয়, ঐ পত্নীর গর্ভে তদ্রূপ তাঁহার পাঁচটী পুত্র জন্মিল। সেই পাঁচ আত্মজ সর্ব্বপ্রকারে তদনুরূপই হইল। তাহাদের নাম, সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু। এই বর্ষের নাম পূর্ব্বে 'অজনাভ' ছিল। ভরত রাজা হইলে পর তদবধি ইহা 'ভারতবর্ষ' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ভরত সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি পৃথিবীপতি হইয়া স্বীয় ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং পিতৃ-পিতামহের মত আপনার প্রজা-বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুরত প্রজাদিগকে সম্যক্‌প্রকার পালন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রকৃতরূপে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বহু বহু ক্ষুদ্র ও মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞ ও যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন। তিনি যে যে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুযাগ এবং সোমযাগে অধিকারী ছিলেন, সে সকল দ্বারা কখন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন, কখন বা বিকলাঙ্গ করিয়া—দুই প্রকারেই ভগবানের আরাধনা করিলেন। তিনি চাতুর্হোত্র-বিধি দ্বারা অহরহঃ পূজা করিতে লাগিলেন। অঙ্গ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর বিবিধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে এবং ঋত্বিক্‌গণ আহুতি-প্রদানার্থ হবি গ্রহণ করিলে, ঐ যজমান রাজা তত্তদনুষ্ঠান জন্য চিন্তা করিতেন যে, পরব্রহ্ম ভগবান্ যজ্ঞ-পুরুষ বাসুদেবেই সকল অপূর্ব্ব ফল ও ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। এই জন্য তিনি যজ্ঞভাগহারী সূর্য্যাদি দেবগণকে ঐ বাসুদেবের চক্ষুরাদি অবয়ব-বোধে ধ্যান করিতেন। হে মহারাজ! রাজর্ষি ভরত ভাবিতেন যে, দেবতা-প্রকাশক মন্ত্র সকলের অর্থ ইন্দ্রাদি দেবতা; কিন্তু বাসুদেব এই সকলেরই নিয়ামক, অতএব তিনিই পরম-দেবতা। ভরতের ঐ প্রকার চিন্তারূপ আত্ম-কৌশলে অচিরেই রাগাদি ক্ষীণ হইয়া পড়িল এবং ঐ সকল বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বশতঃ তাঁহার সত্ত্ব-শুদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাতে—হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত আকাশ যে বাসুদেবের শরীর; যিনি মহাপুরুষাকার ও শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, শঙ্খ, চক্র এবং গদা প্রভৃতিতে বিরাজমান এবং নিজ পুরুষ নারদাদির হৃদয়ে চিত্রিত নিশ্চল পুরুষরূপে আপনা হইতেই দেদীপ্যমান;—সেই পরব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার মহতী ভক্তি জন্মিল ও তাহার বেগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১—৭। হে রাজন্! রাজর্ষি ভরত অবধারিত করিয়াছিলেন,—সহস্র অযুত বৎসরের পর তাঁহার রাজ্যভোগাদৃষ্ট-কাল শেষ হইবে। সেই কাল অবসানে তিনি পিতৃ-পিতামহাগত ধন যথাশাস্ত্র আপনার সন্তানদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। পরে সকল সম্পত্তির নিকেতন হইতে বহির্গত হইয়া, পুলহাশ্রমে হরিক্ষেত্রে গিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। সেই ক্ষেত্রে ভগবান্ হরি অদ্যাবধি নিজ ভক্তজনের ইচ্ছারূপ বাৎসল্যে সন্নিহিত হইয়া থাকেন। সেখানে সরিদ্বরা গণ্ডকী নদী শিলামধ্যগত চক্র দ্বারা আশ্রম-স্থান সকলকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করিতেছেন। এই সকল শিলার প্রত্যেকের উপরে ও নিম্নদিকে এক এক নাভি আছে। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে মহাত্মা ভরত একাকী থাকিয়া বিবিধ কুসুম, কিসলয়, তুলসী, জল এবং ফল মূলাদি উপহার প্রদান করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিষয়াভিলাষ উপরত ও শমগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এইরূপে তিনি পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ হইয়া থাকিতেন। ভরত এইরূপে অবিরত পরম পুরুষের পরিচর্য্যায় রত হইলেন; ইহাতেই ভগবানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই অনুরাগের আতিশয্যে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। আর তাঁহার উদ্যম রহিল না। হর্ষাবেশ হেতু তদীয় দেহে ভূরি ভূরি রোমা উদ্গম হইল এবং উৎকণ্ঠা বশতঃ প্রেমাশ্রু বিগলিত হই

নয়ন-দ্বয়ের দৃষ্টি নিরুদ্ধ করিয়া দিল। তাঁহার ঐরূপ প্রকৃষ্ট অবস্থা সংঘটিত হইলে, তিনি তখন প্রীতিদায়ক ভগবানের অরুণবর্ণ চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার ভক্তিযোগ প্রগাঢ় হইয়া উঠিল এবং হৃদয়রূপ হ্রদের সর্ব্বত্র পরম আনন্দ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই আনন্দে তাঁহার মন নিমগ্ন হইল। তৎকালে তিনি যে ভগবানের আরাধনা করিতেছিলেন, তাহাও ভুলিয়া গেলেন। তিনি যখন মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া ত্রিসন্ধ্য অভিষেক করিতেন, তখন তাঁহার কুটিল ও কপিশবর্ণ জটাজাল সতত আর্দ্র থাকাতে, তাঁহার বড়ই শোভা হইত। তিনি এইরূপে বিবিধ সদ্‌ব্রত ধারণ করিয়া, উদয়শালী সূর্য্যমণ্ডলে সূর্য্যপ্রকাশক-ঋক্ (মন্ত্রবিশেষ) দ্বারা ভগবান্ হিরণ্ময়-পুরুষের আরাধনা করিতে করিতে এই কথা বলিলেন,—"প্রকৃতির পর ও শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ সূর্য্যদেবের সেই আত্মস্বরূপ তেজ আমাদিগের কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতে মনের দ্বারাই এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি স্বসৃষ্ট বিশ্বের সর্ব্বস্থানে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া আপনার চিৎশক্তি দ্বারা পালনাকাঙ্ক্ষী জীবদিগের রক্ষাবেক্ষণ করিতেছেন। আমরা বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবর্ত্তক সেই ভর্গেরই শরণাগত হই।" ৮—১৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

ভরতের মৃগত্ব-প্রাপ্তি।

শুকদেব কহিলেন,—কোন সময়ে ভরত, মহানদী গণ্ডকীতে স্নান এবং নিত্য-নৈমিত্তিক ও আবশ্যক কর্ম্ম সকল যথাকালে সম্পাদন করিয়া, নদীতীরে বসিয়া মুহূর্ত্তকাল প্রণব জপিতেছিলেন। এমন সময়ে একটী হরিণী জল পান করিবার জন্য একাকিনী সেই নদীর নিকট আগমন করিল। সে যখন তৃষ্ণাতুরা হইয়া জলপান করিতেছিল, অদূরে তখন একটা সিংহ গর্জ্জন করিল। তাহাতে লোক-ভয়ঙ্কর এক মহাশব্দ উদ্ভূত হইল। একে হরিণী-জন্য স্বভাবত ভীত, তাহাতে আবার মহাভয় উপস্থিত হইল; সুতরাং তাহার হৃদয় সাতিশয় ব্যাকুল হইল। সে পরিভ্রান্ত-নয়নে চকিত-ভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভয়ে তৎক্ষণাৎ নদীতে লাফাইয়া পড়িল। রাজন্! ঐ হরিণী গর্ভবতী ছিল। যখন নদীর পরপারে যাইবার উপক্রম করিল, তখন গুরুতর ভয়ে তাহার সেই গর্ভ স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া, গর্ভযোনি হইতে নিঃসারিত হইয়া নদীস্রোতে পতিত হইল। হরিণী একে মহাভীতা, তাহাতে তাহার গর্ভপাত হইল; তাহার উপর আবার নদী উল্লঙ্ঘন করিবার উদ্যমে নিরতিশয় পরিশ্রান্তা হইয়া পড়াতে তাহার মুমূর্ষু-অবস্থা উপস্থিত হইল। সে তখন যূথ-বিরহিতা হইয়া একটী পর্ব্বতের গুহায় পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। ১—৬। এস্থানে রাজর্ষি ভরত নদীতীরে বসিয়া সমস্ত ঘটনা দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—হরিণীর মৃত্যু হইল, তাহার বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল এবং মৃগশাবক নদীর স্রোতে ভাসিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে অনুকম্পার উদয় হইল। তিনি মৃতমাতৃক সেই হরিণ-শিশুকে জল হইতে তুলিয়া আপনার আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেই হরিণ-বালকে তাঁহার "এ আমারই" এইরূপ অভিমান জন্মিল। তিনি অহরহঃ তৃণাদি দিয়া তাহাকে পোষণ করিতে লাগিলেন; বৃকাদি হইতে রক্ষা করিয়া; কণ্ডূয়নাদি দ্বারা তাহার সুখ-সম্পাদন করিয়া এবং চুম্বনাদি করিয়া, তাহাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের নিয়ম, যম এবং ভগবৎ-পরিচর্য্যা প্রভৃতি এক একটী করিয়া অপনীত হইল। কতিপয় দিবস মধ্যে সে সমুদায়ই উৎসন্ন হইল। তিনি অহরহঃ কেবল চিন্তা করিতেন, "আহা! এই হরিণ-শিশুটী অতি দীন; এ, কালবশে স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-ভ্রষ্ট হইয়া আমারই শরণ লইয়াছে। এ আমাকেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও যূথপতি বলিয়া জানে,—আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না; আমাতেই অতিশয় বিশ্বস্ত। 'ইহার জন্য আমার স্বার্থহানি হইতেছে,' এরূপ দোষ-দৃষ্টি না করিয়া আমার কর্ত্তব্য এই যে, আমি আশ্রিত এই হরিণ-শিশুকে তৃণাদি দিয়া পুষ্ট করি, বৃকাদি হইতে রক্ষা করি এবং গাত্র-কণ্ডূয়নাদি দ্বারা প্রীত ও চুম্বনাদি দ্বারা লালিত করি। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলে যে কি দোষ, তাহা আমার জানা আছে। ইহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। উপশমশীল মাত্র সাধুগণই দীনজনের বন্ধু। তাঁহারা এবংবিধ বিষয়ের জন্য আপনাদের গুরুতর অর্থ গ্রাহ্য করেন না।" ভরতের চিত্ত সেই এক-মাত্র হরিণেই আসক্ত হওয়াতে তিনি সেই হরিণ-বালকের সহিত উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান ও ভোজনাদি করিতে লাগিলেন তাহাতেই তিনি আসক্ত এবং তাহার প্রতিই স্নেহানুবদ্ধ হইলেন কুশ, পুষ্প, যজ্ঞকাষ্ঠ, পত্র, ফল, মূল ও জল আহরণ করিবার নিমিত্ত যখন তিনি বনে গমন করিতেন, তখন পাছে বৃক, কুক্কুরাদি আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে, এই ভয়ে ঐ মৃগ-শাবককে সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিতেন। ৭—১২। তিনি পথে পথে মুগ্ধচিত্তে, অনুরক্ত মনে, স্নেহভরে এক এক বার তাহাকে স্কন্ধে লইয়া বহন করিতেন। কখন কোলে, কখন বক্ষঃস্থলে রাখিয়া লালন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। আপনার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা আরম্ভ করিয়া শেষ না হইতে হইতে মধ্যে মধ্যে এক এক বার গাত্রোত্থান করিয়া ঐ হরিণ-শিশুকে অবলোকন করিতেন। তাহাতেই তিনি সুস্থ হইয়া, তাহাকে সম্বোধন করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন এবং কহিতেন,—"বৎস! তোমার সর্ব্ব প্রকারে কল্যাণ হউক।" কৃপণ-ব্যক্তি ধন হারাইলে যেরূপ ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ভরত যখন সেই হরিণ-শিশুকে না দেখিতেন, তখন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেন এবং সন্তাপ ঔৎসুক্যে তাঁহার হৃদয় সাতিশয় বিকল ও সন্তপ্ত হইত। তখন তিনি মহামোহে অভিভূত হইয়া করুণ-স্বরে শোক করিতে করিতে বলিতেন,—"আহা! সেই হরিণ-বালক, মৃত হরিণীর সন্তান;—অতিশয় দীন। আমি অনার্য্য ও ভাগ্যহীন; শঠ ও কিরাত-সদৃশ; আমি বঞ্চক ও অতি ক্রূরমতি। সে আমাতে বিশ্বস্ত; সুজনের মত আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়ে আমার অপরাধ না লইয়া কি আসিবে? বোধ করি, আমি তাহাকে এই আশ্রমের নিকটেই উপবনে নির্বিঘ্নে কোমল-তৃণ ভক্ষণ করিতে দেখিতে পাইব। সে দেবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। আশা করি, কোন বৃক অথবা কুক্কুর কিংবা যূথচর শূকরাদি তাহাকে ভক্ষণ করে নাই। ১৩—১৮। জগন্মঙ্গলময় বেদস্বরূপ ভগবান্ দিবাকর অস্তপ্রান্তে অস্ত যাইতেছেন; কৈ, এখনও সেই মৃগবধূর গচ্ছিত মৃগশাবকটী আসিল না কেন? আহা! সেই হরিণরাজ-কুমার নিজ বালমৃগ-সুলভ বিলাস দ্বারা কি মনোহর দর্শনীয়! সে কি সেই মনোহর-বিলাসে আত্মীয়গণের দুঃখ দূর করিতে আসিয়া পুনর্ব্বার আমাকে সুখী করিবে? আমি কোন সুকৃতি করি নাই;—আমার ভাগ্যে কি তাহা ঘটিবে? আহা! সে যখন খেলা করিত, তখন আমি প্রণয়কোপে তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া, মুদ্রিত-নয়নে সমাবিষ্ট হইলে, সেই হরিণ-বালক আমার চারিদিকে বেড়াইত এবং চকিত ভাবে নীর কোমল শৃঙ্গাগ্র দ্বারা ধীরে ধীরে আমাকে স্পর্শ-

করিত। আমার তাহা জলকণার ন্যায় বোধ হইত। কুশোপরি হোম-দ্রব্য রাখিলে সেই মৃগশাবক খেলা করিতে করিতে চাপল্য বশতঃ দন্ত দ্বারা কুশ আকর্ষণ করিয়া যদি তাহা দূষিত করিত, তাহা হইলে আমি রাগ করিয়া তিরস্কার করিতাম। সেও অতিশয় ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঋষিবালকের ন্যায় ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চল হইয়া থাকিত।" হে রাজন্! রাজর্ষি ভরত এইরূপ বিবিধ বিলাপ করিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বহির্নির্গত হইলেন। ঐ মৃগশাবকের খুর-ঘাত ভূভাগ দেখিয়া সম্রান্তচিত্তে তিনি পুনর্ব্বার আপনা-আপনি কহিতে লাগিলেন, "আহা! এই ভূমি অতিশয় ভাগ্যবতী! এ কি তপস্যা করিয়াছিল যে, সেই বিনয়নম্র হরিণ-শিশুর পদপংক্তি দ্বারা স্থানে স্থানে অঙ্কিত হইয়া আমাকে পথ প্রদর্শন করিতেছে এবং আপনাকেও এতদ্দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া দ্বিজগণের যজ্ঞস্থান রূপে পরিণত হইয়াছে? আমি সেই মৃগশিশুর বিরহে অতিশয় দুঃখিত হইতেছিলাম, এক্ষণে এই খুর-ঘাত দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম।" তাহার পর ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিপাতে যখন উদয়শীল চন্দ্রমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইল, তখন তাহাতে মৃগচিহ্ন দেখিয়া তাহাকেই আপনার মৃগশাবক বোধ করিয়া কহিলেন, "অহো! আমার এই মাতৃহীন মৃগশাবক আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র পড়িয়া থাকিবে;—এই ভাবিয়া বুঝি দীনবৎসল ভগবান্ তারাপতি করুণা বশতঃ সিংহভয়ে আপনার নিকটে রাখিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন।" ১৯—২৪।

তাহার পর চন্দ্র-কিরণে সুখস্পর্শ হওয়াতে তিনি কহিলেন, "আহা! মৃগীকুমারে আসক্তি বশতঃ তাহার বিয়োগ-তাপে দাবাগ্নি-শিখার ন্যায় আমার হৃদয়রূপ স্থলপদ্ম উত্তপ্ত হইতেছিল; বোধ হয়, ভগবান্ চন্দ্র দয়া করিয়া আপনার সুশীতল শান্ত বদন-সলিলরূপ অমৃতময় কিরণে আমার সুখ জন্মাইতে লাগিলেন।" হে রাজন্! সেই যোগতাপস ভরত এইরূপ অন্যায়-মনোরথে আকুল-হৃদয় হইয়া মৃগশাবকরূপে প্রকাশমান স্বীয় আরব্ধ কর্ম্ম দ্বারা যোগানুষ্ঠান ও ভগবদারাধন-রূপ কর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। মহারাজ! আপনার আরব্ধ কর্ম্ম হইতেই তাঁহার যোগ ও ভগবদর্চ্চনা ভ্রষ্ট হইল। তাহা যদি না হইবে, তবে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে দুস্ত্যজ ঔরস-সন্তানদিগকেও মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্যজাতীয় মৃগীশিশুতে হঠাৎ আত্মজ-তুল্য আসক্তি কেন হইবে? এই প্রকার ব্যাঘাতে যোগারম্ভ ব্যাহত হইলে, রাজর্ষি ভরত আত্ম-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সেই মৃগশাবকেরই লালন, পালন প্রভৃতিতে আসক্ত রহিলেন। ইতিমধ্যে সর্প যেমন মূষিকের গর্ত্ত প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দুরতিক্রম মৃত্যুকাল তাঁহাকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিল। তৎকালেও তিনি ধ্যানযোগে দেখিতেছিলেন, যেন সেই মৃগ-শিশু, সন্তানের ন্যায় পার্শ্বে বসিয়া শোক করিতেছে। সুতরাং তিনি মৃগেই চিত্ত অর্পণ করিয়া সেই মৃগশাবকের সহিত আত্মদেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রাকৃত-পুরুষের ন্যায় মৃগশরীর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি, দেহের সহিত বিনষ্ট হইল না। আপনার মৃগদেহ-ধারণের কারণ স্মরণ করিয়া ভগবদর্চ্চনার্থ প্রাক্তন-চেষ্টার অনুভবে অতিশয় মনস্তাপ করিতে লাগিলেন এবং আপনা আপনি বলিলেন, "অহো! কি কষ্ট! আমি ধীর-ব্যক্তিদিগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া জনশূন্য পুণ্যারণ্যে থাকিয়া ধীরভাবে শ্রবণ, মনন, সংকীর্ত্তন, আরাধন, অনুস্মরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া ক্ষণমাত্রও বৃথা ক্ষেপণ করি নাই। এইরূপ অবস্থায় বহুকালে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে যে মনকে অনুচিন্তা দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছিলাম, সেই মন তাহা হইতে একেবারে নিঃস্নেহ হইয়া মৃগ-শাবকের উপরি নিপতিত হইল! আঃ! আমি কি মূর্খ!" এই প্রকারে তাঁহার মনোমধ্যে অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না। তিনি যে কালঞ্জর পর্ব্বতে জন্মিয়াছিলেন, তথায় আপনার মৃগী-মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে পুনরায় শালগ্রামাখ্য হরিক্ষেত্রে পুলস্ত্য-পুলহাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। হে রাজন্! উপশমশীল মুনিগণের প্রিয়তম মৃগীভূত ভরত সেই স্থানে গমন করিয়া, সঙ্গভয়ে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া একাকী শুষ্কপত্র, তৃণ, লতা ভোজনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং মৃগত্বের নিমিত্ত অবসান হইবার সময় গণনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তত্রত্য তীর্থের অর্দ্ধোদকে স্থিত স্বীয় মৃগদেহ পরিত্যাগ করিলেন। ২৫—৩১।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

ভরতের জড়-বিপ্ররূপে জন্মগ্রহণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! কোন একজন ব্রাহ্মণের নয়টী পুত্র ছিল। সেই বিপ্র, আঙ্গিরস-গোত্রজাত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি—শম, দম, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান ও আনন্দবিশিষ্ট ছিলেন। তদীয় পুত্রগণও তাঁহার সদৃশ বিদ্যা, শীলতা, আচার, রূপ ও ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত হইলেন। ঐ নয় পুত্র এক জননীর গর্ভজাত, সুতরাং পরস্পর সহোদর। ঐ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা ভার্য্যাতে এক পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিল। সকলে বলেন, "এই পুত্রটী পরম ভাগবত।" সেই রাজর্ষি ভরত মৃগত্ব ত্যাগ করিয়া বিপ্রত্ব পাইয়াছেন। পাছে সঙ্গ বশতঃ পুনরায় আপনার পতন হয়, এই আশঙ্কায় ভরত দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, ভগবানের যে পাদপদ্ম স্মরণ ও গুণবর্ণন করিলে কর্ম্মবন্ধ থাকে না, মনোমধ্যে তাহা বিশেষরূপে ধারণ করিলেন;—তিনি লোকদিগের নিকট আপনাকে জড়, অন্ধ, অথবা বধিরের মত দেখাইতে লাগিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ সকল স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহার মনে আত্মভ্রংশের ভয় জন্মিয়াছিল। যদিও ঐ পুত্রটী জড়, তথাচ সেই ব্রাহ্মণ অপত্যস্নেহে অনুবদ্ধ হইয়া সমাবর্ত্তনানন্তর সংস্কার সকল যথাশাস্ত্র বিধান করিলেন, এবং উপনয়ন দিয়া উপনীতের শৌচ-আচমনাদি, পুত্রের অনভিমত হইলেও, তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, চিরন্তন নিয়মানুসারে, পুত্র পিতার নিকটেই দীক্ষা পাইবে। কিন্তু ভরত পিতার শিক্ষানির্ব্বন্ধ দূর করিবার অভিপ্রায়ে, অসমীচীনের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পিতা বেদ-ব্রতাদির পরে শ্রাবণাদি মাসে তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করাইবেন বলিয়া বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুর চারিমাসে প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী শিক্ষা করাইতে যত্ন করিয়াও সফল হইতে পারেন নাই। ভরতকে তিনি আপনার প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন; সুতরাং তৎপ্রতি তাঁহার চিত্ত সানুরাগে নিবিষ্ট হইয়াছিল। উপকুর্ব্বাণের সমাপ্তি অবধি ব্রহ্মচর্য্যকারীর কর্ত্তব্য শৌচ, অধ্যয়ন, নিয়ম, গুরু-শুশ্রূষাদিতে যদিও পুত্রের যত্ন ছিল না, তথাচ স্নেহ বশতঃ তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাকে উপদেশ দিতেন। পুত্র কোনরূপে পণ্ডিত হয়,—তাঁহার এই অভিলাষ ছিল, কিন্তু তাহা কোনক্রমেই সুসিদ্ধ হইল না। আপনমনেই কালক্ষেপ হইতে লাগিল। অনন্তর জনক

জড়-ভরতকে বলিদানার্থ আনয়ন।

বৃথা আশায় মুগ্ধ আছেন,—ইতিমধ্যে অপ্রমত্ত কাল আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিল। ১—৬। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রী, স্বগর্ভজাত ঐ পুত্র ও কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি সহমরণে পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। পিতার মৃত্যু হইলে পর ভ্রাতৃগণ, 'তিনি জড়মতি'—ইহাই ঠিক করিয়া, উপদেশ বা শিক্ষা দিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল। হে রাজন্! ভরতের ভ্রাতৃবর্গের বুদ্ধি বেদ-বিদ্যাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল,—তাহারা আত্ম-বিদ্যা উপার্জ্জনে আদৌ পরিশ্রম মাত্র করে নাই; সুতরাং তাহারা ভরতের প্রভাব জানিতে পারিল না। ৮ প্রাকৃত দ্বিপদ পশুগণ, তাঁহাকে জড় বা মূক অথবা বধির বলিয়া তাঁহার সহিত যেরূপ বাক্যালাপাদি করিত, তিনিও সেইরূপ করিতেন। যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করাইত, তিনি তাহারই ইচ্ছানুরূপ সেই কর্ম্মই করিতেন। লোকে বিনা-মূল্যে কাজ করাইবার জন্য তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গেলে, তিনি যে কিছু খাদ্য দ্রব্য পাইতেন, কিংবা বেতন, যাচ্ঞা বা যদৃচ্ছালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ কুৎসিত অন্ন যাহা হস্তগত হইত, কেবল তাহাই ভোজন করিতেন। কিন্তু তাহাতে যে ইন্দ্রিয়ের প্রীতি হইবে, ইহা মনেও করিতেন না। কারণ, উৎপাদক-শূন্য ও অভিব্যঞ্জক-রহিত বিশুদ্ধ অনুভব-স্বরূপ আনন্দময় আত্মাতেই তিনি সতত থাকিতেন। আত্মা ঐরূপ,—তাঁহার এই জ্ঞানই হইয়াছিল। মান ও অপমান-রূপ দ্বন্দ্বজনিত সুখ ও দুঃখে, তাঁহার দেহাভিমান ছিল না। তিনি শীত, গ্রীষ্ম, বাত, বর্ষাদিতে অনাবৃত-দেহে বিচরণ করিতেন। তাঁহার শরীর বৃষের ন্যায় পুষ্ট ও অবয়ব-সমূহ সুদৃঢ় ছিল। ভূমি-শয়ন, তৈল-অমর্দ্দন এবং স্নান হেতু দর্পণ-রজঃ ধূলায় ধূসরিত থাকিত; তাহাতে ব্রহ্মতেজ মহামণির ন্যায় অপ্রকাশিত থাকিত। তাঁহার কটিতটে কুৎসিত বসন এবং বক্ষঃস্থলে মলিন যজ্ঞোপবীত নিবদ্ধ থাকিত। যাহারা তাঁহার তত্ত্ব জানিত না, তাহারা তাঁহাকে কেহ "এটা কুৎসিত-ব্রাহ্মণ" কেহ "ব্রহ্মবন্ধু" বলিয়া অবজ্ঞা-করিত। যখন তিনি কাহারও কর্ম্ম করিয়া দিয়া বেতন-স্বরূপে কেবল আহার পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে আহারের লোভ দেখাইয়া শালি-ক্ষেত্রের কর্দ্দম-মর্দ্দনাদি-কর্ম্মে নিযুক্ত করিত; ভরত তাহাও করিতেন। কিরূপে কর্দ্দম ফেলিলে ক্ষেত্র সমান, অসমান কিংবা কম-বেশী হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ক্ষুদ, খইল, তুষ, কীটদূষিত কলায় এবং হাঁড়ীলগ্ন-দগ্ধ অন্নাদি যাহা কিছু দিত, তিনি তাহাই অমৃত-বোধে ভোজন করিতেন। ৭—১২। একদা কোন চৌর-রাজ অপত্য-কামনায় ভদ্রকালীর প্রীতি-সম্পাদনার্থ নরপশু বলিদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার সেই নর-পশু হঠাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া পলায়ন করে। তখন তাহার অনুচরেরা সেই পশুর অন্বেষণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল, কিন্তু কুত্রাপি তাহাকে প্রাপ্ত হইল না। ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা অন্ধকার-রাত্রিতে দুই প্রহরের সময় ক্ষেত্রের দিকে গমন করিল। সেখানে দেখিল,—সেই বিপ্রতনয় রাজপুত্র জড়রূপী ভরত অদ্ভুত প্রকারে উর্দ্ধে থাকিয়া ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। তাহারা তাঁহাকে সুলক্ষণ পশু বিবেচনা করিয়া, পরস্পর বলিতে লাগিল, "ইহার দ্বারাই আমাদের প্রভুর কার্য্য হইতে পারে" তাহারা এই বলিয়া হর্ষোৎফুল্ল-বদনে ঐ ভরতকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া চণ্ডিকা-গৃহে লইয়া গেল। অনন্তর ঐ চৌর-রাজ নিজ বিধিমতে তাঁহাকে স্নান করাইয়া বসন পরিধান করাইল এবং অলঙ্কার,

গন্ধ-মাল্য দিয়া, তিলক দ্বারা অলঙ্কৃত করিল। তাহার পর তাঁহাকে ধূপ, দীপ, মাল্য, লাজ, নবীন পত্র, অঙ্কুর ও ফল ইত্যাদি উপহার দিয়া, পূজাপূর্ব্বক উচ্চ গীত-স্তুতি করিয়া এবং মৃদঙ্গ-পণবাদি সুমহৎ বাদ্য বাজাইয়া, তাঁহাকে ভদ্রকালীর অগ্রে আনয়ন করিল ও অধোমুখে বসাইল। তৎপরে যে চৌর, তস্কর-রাজের পৌরোহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, সে ঐ পুরুষ-পশুর রক্তাসবে ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিবার জন্য, দেবী ভদ্রকালীর মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ভয়ানক শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিল। ঐ সকল তস্করের প্রকৃতি, রজঃ ও তমোগুণে আবিষ্ট ছিল। তাহাদের মন, ধনমদে মর্য্যাদাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যখন ভগবানের অবতার-বিশেষ ব্রহ্মকুলের অবজ্ঞা করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে উৎপথগামী হইয়া, ঐ ভয়ানক কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তখন দেবী ভদ্রকালী তাহা দুর্দ্ধর্ষ বিবেচনায় অগ্রেই প্রতিমা পরিত্যাগ করিয়া বহির্নির্গতা হইলেন। যিনি ব্রহ্মর্ষি-সন্তান এবং নিজেও ব্রহ্মস্বরূপ, যাঁহার কাহারও সহিত শত্রুতা নাই, যিনি সর্ব্ব জীবের সুহৃদ্, আপৎ-কালে লৌকিকী হিংসাতেও যাঁহার প্রাণবধ অনুমোদিত হইতে পারে না, তাঁহার শিরশ্ছেদন-কামনায় দেবীসমক্ষে বলিদানের উদ্যোগ হইতেছে;—ইহাতে দেবীর দেহ দুর্ব্বিষহ ব্রহ্মতেজে দহমান হইতে লাগিল। দেবীর গাত্র-দাহ হেতু অতিশয় রোষ ও অমর্ষের উদয় হইল। সেই রোষাবেগে ভ্রুকুটী ও কুটিল দংষ্ট্রা এবং রক্তনেত্র ও বদন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তিনি যেন জগতের সংহার করিবেন বলিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি, পাপাত্মা দুষ্ট তস্করদিগের উপরে লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইয়া তাহাদেরই খড়্গে তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তাহাতে সেই তস্করের গলদেশ হইতে যে অত্যুষ্ণ আসব-তুল্য-রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, ভগবতী নিজ পরিবারগণ-সহিত তাহাই পান করিলেন। অত্যন্ত পান-বিহ্বলা হইয়া তিনি পার্ষদগণের সহিত উচ্চকণ্ঠে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সকল দুষ্ট তস্করদিগের ছিন্ন মস্তকগুলাকে কন্দুকতুল্য করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহারাজ! মহৎব্যক্তিদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে, তাহার ফল এই প্রকারে আপনাতেই সম্পূর্ণরূপে ফলিয়া থাকে। সেই জন্যই দেবীর উপাসক তস্করদিগের এইরূপ বিপরীত ফল ফলিল। হে বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ! যাঁহারা ভগবানের উপাসনা করেন, যাঁহারা পরমহংস, তাঁহাদের দেহাদিতে আত্মভাব-রূপ হৃদয়-গ্রন্থি পরিত্যক্ত হয়। তাঁহারা সর্ব্ব-প্রাণীর সুহৃৎ ও আত্মা স্বরূপ। তাঁহাদের কেহ শত্রু হয় না। স্বয়ং ভগবান্, কালচক্র-রূপ প্রধান অস্ত্রে সেই ভাবে অর্থাৎ ভদ্রকালী প্রভৃতি রূপে সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। অতএব যাঁহারা ভগবানের অভয়প্রদ চরণে শরণাপন্ন হন, পরিচ্ছেদ উপস্থিত হইলেও যে, তাঁহারা নিরাপদে থাকিবেন, এ বড় আশ্চর্য্য নহে। ১৩—২০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

জড়-ভরত ও রহূগণ রাজার সংবাদ।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! একদা সিন্ধু ও সৌবীর রাজ্যাধিপতি রহূগণ শিবিকারোহণে যাইতেছিলেন। তাঁহার প্রধান-বাহক ইক্ষুমতী-নদীতীরে উপস্থিত হইয়া অন্য শিবিকা-বাহকের সন্ধান করিতে করিতে যেন দৈবপ্রেরিত দ্বিজবর জড়-ভরতকে তথায় দেখিতে পাইল। ভরতকে দেখিয়া সে মনে মনে ভাবিল, 'এই ব্যক্তির দেহ স্থূল এবং অঙ্গও দৃঢ়। বোধ করি, এ ব্যক্তি শূদ্র বা গর্দ্দভের সমান ভার বহন করিতে পারিবে।' এইরূপ কৃত-নিশ্চয় হইয়া, সে সকল বাহককে জোর করিয়া শিবিকা বহন করাইতেছিল, তাহাদের সহিত ভরতকেও জোর করিয়া বাহকতায় নিযুক্ত করিয়া দিল। মহানুভাব ভরত যদিও বাহকতা-কার্য্যের উপযুক্ত নহেন, তথাপি অন্য বাহকগণের সহিত শিবিকা বহন করিয়া চলিলেন। পাছে কোন জীবহিংসা হয়, এইজন্যই ভরত, বাণত্যাগ করিলে যতদূরে গিয়া তাহা পড়ে, সেই পরিমিত স্থান দেখিয়া পশ্চাৎ পাদনিক্ষেপ করিতেছিলেন। এইরূপে যাইতে তাঁহার অভ্যাস ছিল, কিন্তু অন্যান্য বাহকেরা এইরূপে যাইতে পারিল না; সুতরাং শিবিকা বিষম হইয়া পড়িল। রহূগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া বাহকদের বলিলেন, "অরে! তোরা সমান হইয়া বহ না, শিবিকা যে বিষম হইয়া যাইতেছে!" বাহকেরা রাজার ক্ষেপ-কথা শুনিয়া দণ্ডভয়ে ভীত হইল এবং তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইল, 'হে নরদেব! আমরা ঠিকই আছি। আমরা আপনার আদেশানুসারে ভাব করিয়াই বহন করিতেছি, কিন্তু অধুনা যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সে ব্যক্তি শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারিতেছে না। আমরা উহার সঙ্গে শিবিকা বহন করিতে পারিতেছি না।' রাজা রহূগণ তখন স্থির করিলেন,—একের সংসর্গ দোষে সকলেরই দোষ হয়। তিনি আপনি বৃদ্ধসেবী হইয়াও স্বভাব-রূপ একটু ক্রুদ্ধ হইলেন। ভস্মাচ্ছন্ন-বহ্নিবৎ যাঁহার ব্রহ্ম-তেজ অবিস্পষ্ট ছিল, সেই ভরতকে ভর্ৎসনা করিয়া তিনি সশ্লেষ-বাক্যে কহিলেন, 'হা কষ্ট! অহে ভাই! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার বড় পরিশ্রম হইয়াছে। একা অনেকক্ষণ অনেক পথ বহিয়া আসিলে। তোমাকে কৃশদেহ দেখিতেছি, তোমার অঙ্গ সকলও ত বলিষ্ঠ নহে; তুমি কি জরাভূত? হে সখে! ইহারা কি তোমার সঙ্গী নহে?" রহূগণ যখন এইরূপে বক্র-কথায় উপহাস করিতে লাগিলেন, ভরত তখন তাঁহাকে কিছুমাত্র উত্তর দিলেন না, বরং তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ববৎ শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! স্বীয় চরম কলেবরে ভূত ও ইন্দ্রিয়,—কর্ম্ম, অন্তঃকরণ ও অবিদ্যা দ্বারা রচিত হইয়াছিল; ভরত ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াতে তাহাতে "আমি, আমার" এরূপ মিথ্যা জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইজন্য রাজা কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়াও মৌনী হইয়া ছিলেন। ১—৬। শিবিকা-বহনকালে পুনর্ব্বার ঐ শিবিকা বিষম হইয়া চলিল। তাহাতে রাজা রহূগণ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, "অরে! এ কি! তুই প্রাণ থাকিতেও মরা না কি? আমাকে অনাদর করিতেছিস্?—আমি তোর প্রভু; আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলি? তুই ত বড় পাগল দেখিতেছি। থাক্, দণ্ডপাণি যম যেমন জনসমূহের শাসন করেন, আমি তেমনি তোর প্রমত্ততার শাস্তি দিতেছি; তাহা হইলে পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবি।" হে রাজন্! সিন্ধু-সৌবীরপতি রহূগণের আত্মা,—নরদেব ও পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী ছিল। এইজন্য রজস্তমোগুণ-বর্দ্ধিত মদে মত্ত হইয়া, সে, ঐরূপ অনেক অসঙ্গত বাক্যে ভগবানের প্রিয়-নিকেতন ভরতকে তিরস্কার করিলে, সেই নিখিল-জীববন্ধু পরব্রহ্ম-স্বরূপ ব্রাহ্মণ-বিগ্রহধারী ঈষৎ হাস্য করিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যোগেশ্বরদিগের আচার কিরূপ,—রহূগণের তাহা বিদিত ছিল না, এইজন্যই ভরতকে ঐরূপ তিরস্কার করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ভরত কহিলেন, "হে বীর! তুমি সশ্লেষে যাহা যাহা বলিলে, তাহা মিথ্যা নহে। দেখ, ভার বলিয়া যদি কোন পদার্থ থাকে, তাহা যদি বহন-কর্ত্তৃ-দেহগত হয় ও তাহার প্রাপ্তি যদি অবাঙ্মনসগোচর আত্মাতে থাকে, তবে তোমার কথা পরস্পর

বরুদ্ধ হইতে পারে এবং গমন-কর্ত্তার যদি প্রাপ্য পথ থাকে, তাহাতে যদি অমৎপদবাচ্য আত্মার প্রসক্তি জন্মে, তাহা হইলেও তোমার ঐ সকল বাক্য বিরুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু আমার তাহা কিছুই নাই, সুতরাং যাহা যাহা কহিলে তাহা অসার বা অসঙ্গত হে। তুমি আমাকে 'স্থূল নহ' বলিয়া যে শ্লেষ করিলে; বর্বান্ ব্যক্তিরা চেতন-পদার্থ উদ্দেশ করিয়া কখন ঐরূপ বাক্য লেন না,—মূর্খ লোকেই বলিয়া থাকে। যেহেতু ঐরূপ প্রবাদ দেহের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে,—আত্মার প্রতি হইতে পারে না। আমার দেহই স্থূল,—আমি স্থূল নহি। মহারাজ। যে ব্যক্তি দেহের সহিত সেই দেহের অভিমান দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারই স্থূলত্ব, কৃশত্ব, আধি, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা, নিদ্রা, রতি, ক্রোধ, অহঙ্কার, মদ এবং শোক জন্মিয়া থাকে; আমার দেহাভিমান নাই, সুতরাং আমার স্থূলত্ব-কৃশত্বাদি আর নাই। তুমি যে আমাকে 'জীবন্মৃত' বলিলে, তৎসম্বন্ধেও আমি এই বলি যে, কেবল আমিই জীবন্মৃত নহি, বিকারী অর্থাৎ পরিণামশীল পদার্থমাত্রকেই জীবন্মৃতই দেখা যায় এবং বিকারী পদার্থ মাত্রেরই আদি ও অন্ত আছে। তুমি আমাকে 'স্বামীর আদেশ অমান্য করিতেছিস্, এই যাহা বলিলে, তৎসম্বন্ধেও আমি এই বলি,—যে স্থলে স্ব-স্বামিভাব নিয়মতঃ ব্যবহিত হয়, হে সুবীর। সেই স্থানেই আদেশ ও কর্ম—এই দুই উচিত হইতে পারে; নতুবা যদি তোমার রাজ্যভ্রংশ হয় এবং আমার রাজ্য হয়, তাহা হইলে উহাই আবার বিপরীত হইতে পারে। 'যে পর্য্যন্ত আমি রাজা আছি, সেই পর্য্যন্ত ত তোমার স্বামী'—এমন বলিতে পার। তবুও একমাত্র ব্যবহার ছাড়া এই বিশেষ-বুদ্ধির অত্যল্পও অবকাশ দেখিতে পাই না। কারণ, প্রভু কে? প্রভুত্বই বা কি? সে যাহাই হউক, যদি তোমার স্বামী বলিয়া অভিমান থাকে, তবে বল —তোমার কি কর্ম করিতে হইবে। হে রাজন্। তুমি যে 'অরে তুই পাগল; তোর চিকিৎসা করিতেছি, তাহা হইলে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইবি' বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইলে, তৎসম্বন্ধেও আমি বলি,—আমি উন্মত্ত অথবা মত্ত কিংবা জড়বৎ হইয়াছি সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ আমি স্বভাব পাইয়াছি; তুমি চিকিৎসাই কর বা দণ্ডই দাও, অথবা শিক্ষাই দাও, তাহাতে আমার ইষ্টাপত্তি কিছুই নাই। আমি মুক্ত নহি,—যদি তোমার এইরূপই বোধ হয়, কিংবা যেরূপ জড় বলিয়া মনে করিতেছ, যদি তোমার মতে আমি সেইরূপ জড়ই হই, তথাপি আমাকে দণ্ড বা শিক্ষা দেওয়া পিষ্টপেষণ মাত্র। জড়-স্বভাব লোক কখন শিক্ষা দ্বারা পটু হইতে পারে না।" ৭—১৩। শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্। উপশমশীল সেই ভরত এইরূপে রহূগণ রাজার কথায় প্রত্যুত্তর দিলেন এবং স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মের আরব্ধ-ফল ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিয়া পূর্ব্ববৎ ঐ রাজযান বহন করিতে লাগিলেন। যে অবিদ্যা, দেহে আত্মবুদ্ধির কারণ, তাহা তাঁহার অপনীত হইয়াছিল; যেহেতু রাজযান বহন করিয়া তিনি ক্লেশ বা অপমান অনুভব করিলেন না। হে পাণ্ডবেয়। সিন্ধু-সৌবীরপতি রহূগণ হৃদয়-গ্রন্থি-বিমোচন ও বহু-যোগ-গ্রন্থ-সম্মত ঐ সকল কথা শুনিয়া শিবিকা হইতে নামিলেন। তখন তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছিল, এইজন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসায় অধিকারী হইয়া 'আমি অধিরাজ' এই গর্ব্ব পরিত্যাগ করত অবনী তলে সেই ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে পড়িয়া আত্মকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আপনার কণ্ঠদেশে যজ্ঞসূত্র দেখিতেছি; আপনি কি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ; অথবা দত্তাত্রেয়াদির মধ্যে কোন অবধূত? কেন জড়-ভাবে বেড়াইতেছেন? আপনি কাহার সন্তান? কোথায় থাকেন? এখানে কিজন্য আসিয়াছেন? যদি আমাদের মঙ্গল-সাধন করিবার জন্য আসিয়া থাকেন, তবে কি আপনি শুক্ল অর্থাৎ কপিল মুনি? হে ব্রহ্মন্! আমি দেবরাজের বজ্রকে ভয় করি না, শিবের শূলকেও ভয় করি না, যমের দণ্ড দেখিয়াও আমার ভয় হয় না এবং অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও কুবেরের অস্ত্রেও আমি ত্রাসান্বিত হই না, কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির অবমাননে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া থাকি। আপনাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর প্রদান করুন। আপনি যদিও আত্মবিজ্ঞান রূপ প্রভাব গুপ্ত রাখিয়া, নিঃসঙ্গ হইয়া, জড়বৎ বেড়াইতেছেন, তথাপি আমাদিগের নিকট আপনার অনন্ত মহিমা প্রকটিত হইতেছে; যেহেতু আপনি যোগ-গ্রথিত যে সকল কথা বলিলেন, আমরা মনের দ্বারাও তাহার অর্থ প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আপনার ঐ সকল কথা শুনিয়া জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। আপনি যোগেশ্বর ও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ মুনিদিগের প্রধান এবং জ্ঞানশক্তি বলে অবতীর্ণ কপিলরূপী সাক্ষাৎ হরি। আপনাকে গুরু বলিয়া আমি এই সংসার-নিস্তারের উপায় জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১৪—১৯। আমি যাহা বলিলাম, আপনি তাহাই; তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি লোক সকলকে নিরীক্ষণ করিবার জন্যই কি আপনার চিহ্ন প্রচ্ছন্ন রাখিয়া এইরূপে ভ্রমণ করিতেছেন? হায়! আমার মত গৃহাসক্ত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি কি প্রকারে আপনার ন্যায় যোগেশ্বরদিগের গতি দেখিতে পাইবে? ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন, 'আমার শ্রম নাই' ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? যে ব্যক্তি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা হয়, তাহার কর্ম ও শ্রম অবশ্যই আছে। যখন আমি দেখিতেছি, আমার আপনার প্রভুত্ব ও যুদ্ধাদি-ক্রিয়ায় কর্তৃত্বকালে কর্ম ও শ্রম হয়; তখন ইহা সহজেই অনুমেয়,—আপনারও ভারবহনে শ্রম হইয়াছে। আপনি বলিলেন, 'একমাত্র ব্যবহার ভিন্ন অন্য দেখিতে পাই না।' হে ব্রহ্মন্! এ কথাও সঙ্গত বোধ হইতেছে না; ফলতঃ ব্যবহার-বস্তু মিথ্যা—এমন বোধ হয় না, বরং সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতে পারে। কারণ ঘটাদি পদার্থ মিথ্যা হইলে তাহাতে কি জলানয়নাদি কার্য্য হইতে পারে? আপনি যে কহিলেন, 'স্থূলত্বাদি উপাধির ধর্ম, তাহা বস্তুত আমার নাই'; এ কথাতেও আমার সংশয় হইতেছে। কারণ, দেখিতেছি,—স্থালী তপ্ত হইলে তন্মধ্যস্থ দুগ্ধাদি তপ্ত হয়; আবার সেই দুগ্ধাদির তাপে তপ্ত তণ্ডুলাদির বহির্ভাগ তপ্ত হয়; বহির্ভাগের উত্তাপে তণ্ডুলের মধ্যভাগের পাক নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ ক্রম সত্য;—কোন অংশে ত মিথ্যা নহে। অতএব পরম্পরায় অগ্নি-সম্বন্ধে যেরূপ তণ্ডুলপাক হয়, তাহার মত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মন—এই সকল উপাধি-ধর্ম্মের অনুবৃত্তিহেতু পুরুষের যে সংসার হইবে, তাহাই সম্ভব। গ্রীষ্ম জন্য যখন দেহের সন্তাপ উৎপন্ন হয়, তখন তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সকলের, তাহার পর প্রাণের, তাহার পর মনের সন্তাপ যখন দেখা যায়; তখন দেহ স্থূল হইলে পরম্পরায় আত্মাও স্থূল না হইবে কেন? আপনি বলিলেন, 'স্বামী-ভাব নিত্য নহে'; ইহা সত্য বটে, কিন্তু নিত্য না হইলেও যখন যে ব্যক্তি রাজা হয়, তখন ত সে প্রজাদের শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। আর আপনি বলিলেন, 'জড় ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া পিষ্ট-পেষণ অর্থাৎ পণ্ডশ্রম।' ইহাও বা সঙ্গত কিরূপে? কারণ, যে ব্যক্তি ভগবানের দাস, তিনি কখন নিষ্ফল-কর্ম করেন না। জড়-ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়া যদিও তাহার জড়ত্ব-দূরীকরণে সমর্থ না হয়, তথাপি সর্ব্বশাস্তা পরমেশ্বরের আজ্ঞা সম্পাদন-করণ হেতু স্বধর্ম্ম কভু বিফল হয় না। পরমেশ্বরের আরাধনা করাই স্বধর্ম; তাহার জন্য চেষ্টা করিলে পাপরাশি হইতে পরিত্রাণ হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! আপনি যাহা যাহা বলিলেন,

"তাহা সমস্তই অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত করুন। আমি নরদেবাভিমানে আপনার সদৃশ সাধু-পুরুষের অপমান করিয়াছি; যাহাতে সাধুজনের অপমান-করণ জন্য পাতক হইতে উদ্ধার পাই, আমার প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ করুন। হে প্রভো! আপনি বিশ্ব-সংসারের সুহৃৎ ও সখা। সর্ব্বত্র-তুল্য-দর্শন নিমিত্ত আত্মদেহেও আপনার আত্মীয়তাভিমান নাই। আমি যে আপনার অপমান করিয়াছি, তাহাতে যদিও আপনার কোন বিকার* হয় নাই, তথাপি আমার মত লোক, শূলপাণির ন্যায় বলবান্ হইলেও, মহৎব্যক্তির অপমানে শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়।" ২০—২৫।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

রাজার প্রতি জড়-ভরতের নির্ম্মল-জ্ঞানোপদেশ।

রহুগণের বাক্য-শ্রবণান্তর জড়রূপী সেই ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! তুমি অবিদ্বান্ হইয়াও বিদ্বান্ লোকের মত কথা কহিতেছ। তুমি শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ নহ। কারণ, তুমি স্বামি-ভৃত্যাদি লৌকিক ব্যবহারকে সত্য বলিতেছ। তত্ত্ব-বিচার না করিলেই স্বামি-ভৃত্যাদি ব্যবহার প্রকাশ পাইয়া থাকে, অতএব তাহা সত্য নহে। লৌকিক স্বামি-ভৃত্যাদি ব্যবহারের ন্যায় বৈদিক-ধর্ম্মফল-ব্যবহারও সত্য নহে। যে সকল বেদ-বাক্য বহুসংখ্যক গৃহ-সম্বন্ধীয় যজ্ঞ বিষয়ক বিদ্যায় অধিক বিলসিত, তন্মধ্যে হিংসাদি-শূন্য এবং রাগাদি-বর্জ্জিত তত্ত্ববাদ প্রায় নিশ্চিতরূপে প্রকাশ পায় না। শ্রুত-বেদান্ত কোন কোন ব্যক্তির কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাকে বৈদিক-ধর্ম্মের সত্যতার প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। কেননা, স্বপ্নদৃষ্টান্তে তুচ্ছত্বাদিহেতুক গৃহ-সম্বন্ধীয় যজ্ঞাদি-জন্য সুখ হেয় বলিয়া যাহাদের নিশ্চয় না হয়, প্রধান প্রধান বেদবাক্য সকলও তাহাদের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান দিতে সম্যক্ সমর্থ হয় না। হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত পুরুষের মন,—রজঃ, সত্ত্ব কিংবা তমোগুণে অবিরুদ্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহা নিরঙ্কুশ হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা পুরুষের ধর্ম্ম কিংবা অধর্ম্ম বিস্তার করিয়া দেয়। মনই ধর্ম্মাধর্ম্ম-কামনাপূর্ণ এবং আত্মার উপাধি, এইজন্য আত্ম-স্বরূপ। কামনাপূর্ণ বলিয়াই মন, সকল বিষয়ে অনুবিদ্ধ হইয়া থাকে;—বিষয়ের দ্বারা সঞ্চালিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। ঐ মন—ভূত ও ইন্দ্রিয়-রূপ ষোড়শ কলার মধ্যে মুখ্য; তাহাই পৃথক্ পৃথক্ নামের সহিত পশু-পক্ষ্যাদি বিশেষ বিশেষ দেহ ধারণ করে এবং সেই সেই দেহের কারণেই আত্মার উৎকৃষ্টত্ব অথবা অপকৃষ্টত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ মন সংসার-চক্রচ্ছলে মায়াদ্বারা জীবোপাধি রচনা করিয়া আপনার আত্মাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আত্মকৃত কর্ম্মের কালপ্রাপ্ত দুর্নিবার ফল—সুখ, দুঃখ অথবা মোহকে সর্ব্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকে। ১—৬। যে পর্য্যন্ত মন থাকে, সেই পর্য্যন্ত জাগ্রৎ-স্বপ্নরূপ ব্যবহার প্রকাশ হইয়া সদা ক্ষেত্রজ্ঞ-জীবের দৃশ্য হয়, সেই হেতু পণ্ডিতেরা ঐ মনকে গুণাভিমানিত্বরূপ বর ও তদ্রাহিত্য রূপ অবরেরও কারণ বলিয়া বর্ণন করেন। হে রাজন্! প্রাণী সকলের মন গুণানুরক্ত হইলেই বিপদের কারণ হইয়া থাকে; তাহাই আবার গুণহীন হইলে মঙ্গলের কারণ হয়। ঘৃতের বর্ত্তি দগ্ধ করিবার সময় প্রদীপ, ধূমযুক্ত শিখা ধারণ করে, কিন্তু ঘৃত নিঃশেষ হইলে তাহা স্বীয় পদ অর্থাৎ শুক্লতাই ধারণ করিয়া থাকে। সেইরূপ মনও যখন গুণ-কর্ম্মানুবিদ্ধ হয়, তখনই নানা বৃত্তি আশ্রয় করে,—অন্য সময়ে আপনার তত্ত্বই অবলম্বন করে, হে বীর! বৃত্তি একাদশ প্রকার তন্মধ্যে পাঁচটী ক্রিয়াকার, পাঁচটী জ্ঞানাকার এবং একটী অভিমান। পণ্ডিতেরা—রূপ, রস, তত্ত্বাদি-কর্ম্ম ও শরীরকে এই একাদশ বৃত্তির বিষয় বলেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ,—এই পাঁচটী পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানাকার বৃত্তি সকলের বিষয় হয়। গ্রহণ, গমন ও রতি প্রভৃতি, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মাকার বৃত্তির বিষয় হয়। আর শরীর একাদশতম বিষয়। তাহা 'আমার' এইরূপ ভোগায়তনত্ব রূপে অভিমানের বিষয় হয়। কোন কোন ব্যক্তিরা কহেন,—এতদ্ব্যতীত মূঢ় ব্যক্তিদিগের দ্বাদশতম অন্য একবৃত্তি আছে তাহার নাম অহঙ্কার। ঐ শরীরই শয্যা নাম গ্রহণ করিয়া তাহার বিষয় হয়। শরীরের নাম পুর; তাহাতে জীব অহঙ্কার দ্বারা শয়ন করেন বলিয়া, 'পুরুষ' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! ঐ সকল বৃত্তি,—স্বভাব, সংস্কার, অদৃষ্ট এবং কাল প্রভৃতির কারণে প্রথমে শত প্রকার, তদনন্তর সহস্র প্রকার, তাহার পর কোটি প্রকার হয়। কিন্তু ঐ সকল বৃত্তি কোটি প্রকার হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেই হইয়া থাকে। তাঁহার সত্তাতেই সত্তা উপলব্ধি হয়; পরস্পর হইতে অথবা আপনা হইতে হয় না। * মন মায়ারচিত অবিশুদ্ধ-কর্ত্তা এবং জীবোপাধি। ঐ সকল বৃত্তি তাহার বিভূতি। ঐ বৃত্তিসমূহ প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন। তাহারা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশিত হয়; আবার সুষুপ্তি-দশায় তিরোহিত থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষী, এইজন্য তিনি ঐ সকল দেখিতে পান। ৭—১২। মহারাজ! ক্ষেত্রজ্ঞ দুই প্রকার;—জীব ও ঈশ্বর। জীবের স্বরূপ পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয়ের স্বরূপ এই;—তিনি সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণস্বরূপ, জীবের কারণভূত, অপরোক্ষ; কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ। তাঁহার জন্মাদি নাই। তিনি পর ব্রহ্মাদির প্রভু। তিনি নারায়ণ অর্থাৎ জীব-সমূহ তাঁহার অয়ন এবং তিনি ভগবান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি ছয় প্রকার গুণবান্। তিনি বাসুদেব অর্থাৎ সকল ভূতের আশ্রয়। তিনি আপনার অধীন মায়া দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ জীবে নিয়ন্তৃরূপে বর্তমান আছেন। যেমন বায়ু, প্রাণরূপে শরীরে প্রবেশ করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূত-সমূহের উপরে প্রভুত্ব করে; সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ-আত্মা পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেব, জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপর আধিপত্য করেন। দেহী জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা যে পর্য্যন্ত মায়া পরিত্যাগ না করে এবং নিঃসঙ্গ ও ষড়্রিপু-জয়ী হইয়া যে পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, তাবৎ সংসার-পথে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। যে পর্য্যন্ত এই মনকে আত্মার উপাধি ও সংসার-তাপের ক্ষেত্র বলিয়া তাহার নিশ্চয় না হয়, সে পর্য্যন্ত সংসার হইতে নিষ্কৃতি হয় না। রোগ, শোক, মোহ, লোভ, রাগ ও বৈর—এই সকলে সংযুক্ত হইয়া মন মমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহাতেই সংসার-তাপ হয়, সুতরাং মন সংসার-তাপ-সমূহের ক্ষেত্র। অতএব তুমি আপনার গুরুরূপ হরির চরণোপাসনা-রূপ অস্ত্র দ্বারা অপ্রমত্ত হইয়া ঐ মনকে বিনাশ কর। মহারাজ! ঐ মনটী ভয়ানক শত্রু,—উপেক্ষা করিলে উহা অতিশয় বলবান্ হইবে। যদিও ঐ মন স্বয়ং মিথ্যা-স্বরূপ, তথাপি উহা আত্মার বিলোপ-সাধন করিতে পারে।" ১৩—১৭।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

---

* এ শ্লোকের আর বিবিধ ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রাজা রহূগণের সন্দেহ-ভঞ্জন।

রহূগণ কহিলেন, "হে যোগেশ্বর! আপনাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি। আপনার এই দেহ ঈশ্বর-তুল্য,—লোকরক্ষার নিমিত্ত ইহা ধারণ করিয়াছেন। আপনি পরমানন্দ প্রকাশ দ্বারা দেহকে তুচ্ছ করিয়াছেন। প্রভো! এই দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ কুৎসিত-ব্রাহ্মণ-বেশে আপনার নিত্য-অনুভব প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। হে যোগিবর! জ্বররোগে পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে সুস্বাদ ঔষধ এবং রৌদ্র দ্বারা উত্তপ্ত ব্যক্তির সুশীতল জল যেরূপ সুখকর হইয়া থাকে, আমার পক্ষে আপনার ঐ সকল কথা সেইরূপই হইল। আমি এই কুৎসিত দেহাভিমান-ভুজঙ্গে দষ্ট-দৃষ্টি; আপনার বাক্য এক্ষণে আমার পক্ষে অমৃতবৎ মহৌষধ হইল। আমার যে যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তৎসম্বন্ধে আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করিব। এক্ষণে আপনি আধ্যাত্মযোগ বিস্তারপূর্ব্বক যাহা বলিলেন, তাহা অতি দুর্ব্বোধ; এক্ষণে যাহাতে সেগুলি সুবোধ হয়, এ প্রকার করিয়া ব্যাখ্যা করুন। এই নিমিত্ত আমি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। হে যোগেশ্বর! আপনি যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'ভার-বহনাদি-ক্রিয়া এবং তাহার ফল, শ্রমাদি, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে দেখা যায় বলিয়া অবাধিত-ব্যবহারের মূল। যাহা হউক, তাহা প্রকৃতরূপে তত্ত্ববিধান করিতে সমর্থ নহে।' এ বিষয়ে আমার মনে অত্যন্ত ভ্রান্তি জন্মিতেছে।" এই সকল কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ ভরত কহিলেন, "রাজন্! যাহা পার্থিব-বিকার, তাহাই কোন কারণে পৃথিবীতে চলিলে ভার-বাহকাদিরূপে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু শ্রমাদি হইবে কাহার? সেই পার্থিব-বিকারের উপরেও ত অবয়বী কেহ নাই। পার্থিব-বিকারের চরণদ্বয়ের উপরে, ক্রমে পর পর গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু, মধ্য-দেশ, বক্ষঃস্থল, গলদেশ ও স্কন্ধ এই সকলই রহিয়াছে। এইরূপ স্কন্ধের উপরেও কেহ অবয়বী নাই। তাহার উপর দারুময়ী শিবিকা। ঐ শিবিকাতেও কেহ অবয়বী নাই। উহার উপরে সৌবীর-রাজ—এই একটী পার্থিব-বিকার মাত্র দেখিতেছি। ঐ পার্থিব-বিকারেই তোমার অভিমান আবদ্ধ আছে, সেই জন্যই তুমি আপনাকে 'আমি সিন্ধু-দেশ সকলের রাজা' বলিয়া গর্ব্বে অন্ধ হইতেছ। ১—৬। এ অভিমানেও তুমি উত্তম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পার না। দেখ, এই ভারবাহকেরা সাতিশয় কষ্ট পাইয়া দীন হইতেছে, ইহাদের অবস্থা শোচনীয়; ইহাদিগকে তুমি বেতন না দিয়া সবলে নিগ্রহ করিতেছ। তুমি অতিশয় নির্দ্দয়। অতএব 'আমি সকলের রক্ষক' এই বলিয়া যে আত্মশ্লাঘা কর, তাহা মিথ্যা। তুমি অতি নির্লজ্জ। মহাজনের সভায় তুমি শোভা পাইবার যোগ্য নহ। হে রাজন্! যখন দেখা যাইতেছে যে, এই পৃথিবীতেই চরাচর পদার্থ-সমূহের নাশ এবং উৎপত্তি হইতেছে, তখন ক্ষিতি ভিন্ন আর কোন বিকার নাই। সুতরাং নামমাত্র ভিন্ন অন্য কোন্ বস্তু ঐ সকল ব্যবহারের মূল এবং অর্থ ক্রিয়া দ্বারা তাহা সৎ বলিয়া অনুমিত, ইহা নিশ্চয় বলিয়া অবধারণ কর। এইরূপ যাহাকে পৃথিবী বলিতেছ, তাহাকেও মিথ্যা বলিয়া জানিবে। কেননা, তাহাও আপনার কারণীভূত সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় পাইয়া থাকে। রাজন্! ইহাতে এমন মনে করিও না যে, পরমাণু সকল নিত্য। হে বীর! মন দ্বারা কার্য্যের অনুপপত্তি হেতু পরমাণু সকল বাদিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হয়। এই পরমাণু-সমূহই 'এই পৃথিবী' ইত্যাদি বুদ্ধির অবলম্বন। মহারাজ! এই প্রপঞ্চ অজ্ঞানের মায়া-বিলসিত; এ কারণ, 'পরমাণু সকলও অবিদ্যা-কল্পিত'। কিন্তু যেরূপ হউক, কোন রূপেই সে সকল সত্য নহে। হে রাজন্! আত্মাতে কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ, কখন সূক্ষ্ম, কখন কারণ এবং কখন জড়ের ধর্ম্ম দেখিয়া যে দ্বৈত-প্রতীতি হয়, সেই দ্বৈতও মিথ্যা। দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল, কর্ম্ম ইত্যাদি নামোপলক্ষিত অবিদ্যা-প্রযুক্ত সেইরূপই হয়। পরন্তু বিশুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তর-শূন্য, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন এবং নির্ব্বিকার জ্ঞানই পরমার্থ সত্য; সেই জ্ঞানের নাম ভগবৎ। পণ্ডিতেরা এই জ্ঞানকে 'বাসুদেব' বলেন। ৭—১১। এই প্রকার জ্ঞান মহাপুরুষদিগের পদধূলির অভিষেক দ্বারাই অর্জ্জিত হয়; নতুবা তপস্যা বা বৈদিক কর্ম্ম, কিংবা অন্নাদি-সংবিভাগ, অথবা গৃহস্থ-ধর্ম্মার্থ পরোপকার, কিংবা বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা কিছুতেই ইহা পাওয়া যায় না। মহৎব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বদা ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকের গুণানুবাদ হইয়া থাকে। তাঁহারা গ্রাম্য কথার সম্পর্ক রাখেন না। সেই ভগবৎ-গুণানুবাদ সতত সেবা করিলে, তাহা হইতে ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি মুক্তিকামী ব্যক্তির সদ্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। আমি পূর্ব্বজন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম। নানা দর্শন ও শ্রবণে সঙ্গ-জন্য বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের আরাধনা করিতাম। পরে দৈব বশতঃ একটা মৃগের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম বলিয়া আমি মৃগত্ব প্রাপ্ত হই। তাহাতে আমার উদ্দেশ্য বিফল হয়। কিন্তু হে বীর! আমি পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলাম, সেইহেতু স্মৃতি ঐ মৃগ-দেহেও আমাকে পরিত্যাগ করে নাই; তজ্জন্য পাছে আবার জন-সঙ্গ হয়,—এই ভয়ে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে পর্য্যটন করিতেছি। মানুষ যখন অসঙ্গরূপ মহৎপুরুষদিগের সঙ্গ হেতু জ্ঞানরূপ অসি লাভ করে, তখন তদ্দ্বারা আপনার মোহ ছেদন করিতে পারে। তাহা হইলে সংসার-বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া ভগবান্ হরিকে পাইতে পারে; মহৎসঙ্গে ভগবানের কর্ম্ম সকল দেখা ও শুনা যায়, তাহাতেই স্মৃতি লাভ হইয়া থাকে।" ১২—১৬।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভরতকর্ত্তৃক ভবাটবী-বর্ণন।

জড়রূপী ভরত কহিলেন, "হে রাজন্! সংসারপথ অতি দুস্তর; তাহাতে অভিনিবিষ্ট বণিক্‌সমূহ,—রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব-গুণে বিভক্ত কর্ম্ম-সমুদায়কেই কার্য্য বলিয়া অবলোকন করে এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্য চারিদিকে ভ্রমণ করে। কিন্তু তাহাতে তাহারা ভবাটবীর মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়,—কোন প্রকারে সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে নরদেব! এই সংসার-বনে ছয়টা দুর্দান্ত দস্যু বাস করিতেছে। তাহারা ঐ বণিক্-সার্থের নায়ককে অযোগ্য দেখিয়া সবলে বণিকদের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লয়। আর তথায় বহু বহু শৃগাল আছে; যেমন বৃকগণ মেষকে হরণ করে, সেইরূপ ঐ শৃগালেরা বণিকদলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। ঐ বনে বহুসংখ্যক তৃণ, লতা ও গুল্মে আবৃত অতি দুর্গম গহ্বর আছে; বণিক্‌গণ তথায় অবস্থিতি করায় ভয়ঙ্কর দংশ-মশকের উপদ্রবে সাতিশয় পীড়িত হইয়া থাকে। তাহারা কোথাও গন্ধর্ব্বপুর দেখিতে পায়; কোন কোন স্থানে অতিশয় বেগবান্ উল্কাকার গ্রহ (পিশাচ-বিশেষ) দেখিয়া সুবর্ণ মনে করিয়া পরম উপাদেয় ভাবিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিতে আরম্ভ করে। নিবাস-স্থান, জল ও ধন [illegible]

সংসারক্ষেত্রে নিরন্তর দৌড়িয়া বেড়ায়। কোথাও চক্ষু, ধূলিকণা-ব্যাপ্ত হওয়াতে চক্রবাতোত্থিত-ধূলিধূসর-দিঙ্মণ্ডল জানিতে পারে না। কোথাও অসংখ্য অদৃশ্য ঝিল্লীর কঠোর শব্দে তাহাদের কর্ণশূল হয়। কোথাও পেচক-রবে তাহাদের অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতে থাকে। হে রাজন্! ঐ সমস্ত বণিক্ এই প্রকারে আর্ত্ত ও ক্ষুধিত হইলে, যাহার ছায়া-স্পর্শেই পাপ, এইরূপ অপুণ্য বৃক্ষ সকলেরও আশ্রয় গ্রহণ করে। কোথাও বা মরীচিকা দেখিয়া জল-পানার্থ তাহারা সেই দিকেই ধাবমান হয়; কখন কখন তাহারা জলশূন্য নদীর দিকে যায়। তন্মধ্যে পতিত হইলেই অঙ্গ ভঙ্গ হইতে পারে। ইহাতে সেখানে যেরূপ দুঃখ-লাভের সম্ভাবনা, জল-লাভের সেরূপ সম্ভাবনা নাই। আর কখন কখন অন্ন না পাইয়া, পরস্পরের নিকট অন্নাদি প্রার্থনা করে। কখন বা দাবানলের সন্নিধানে যাইয়া সন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। কখন কখন যখন যক্ষগণ প্রাণতুল্য ধন হরণ করে, তখন তাহারা নিদারুণ শোকমগ্ন হইয়া থাকে। ১—৬। কোন কোন স্থানে অন্যান্য বলবান্ ব্যক্তি তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিলে, তাহাদের দুঃখের সীমা থাকে না এবং তাহাতে শোক করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয়। কোথাও বা গন্ধর্ব্বপুরে প্রবেশপূর্ব্বক পিতৃ-পুত্রাদির সমাগমে নির্ব্বৃতের ন্যায় হইয়া মুহূর্ত্তকাল আমোদ-প্রমোদ করিতে থাকে। কোথাও পর্ব্বতে উঠিতে ইচ্ছা করিয়া পদক্ষেপে কণ্টক-শর্করা, বিদ্ধ হয়,—মগ্ন-মনস্কের মত হইয়া পড়ে। কখন বা কোন কোন লোক জঠরানলে দগ্ধ হওয়াতে ক্ষুধাকুল হইয়া অনুক্ষণ লোকের উপর ক্রোধ প্রকাশ করে। হে রাজন্! এই সংসারারণ্য-মধ্যে কোন কোন স্থানে কোন কোন ব্যক্তিকে অজগর-সর্প উদরসাৎ করিলেও সে কিছুই জানিতে পারে না। কোথাও বা কোন কোন লোক অরণ্যে পরিত্যক্ত মৃত-দেহ-সদৃশ পড়িয়া থাকে;—হিংস্র-জন্তুরা তাহাকে দংশন করে। কোথাও অন্ধ-লোক অন্ধকূপে পতিত হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। কোথাও বা কোন কোন লোক মধুচক্র অন্বেষণ করিতে গিয়া তত্রত্য মক্ষিকার দংশনে বড়ই কাতর হইয়া পড়ে। যদি কখনও নানা ক্লেশে ক্ষুদ্র-রস প্রাপ্ত হয়, তাহাও কিন্তু ভোগ হয় না,—অন্য ব্যক্তি আসিয়া সবলে কাড়িয়া লইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি স্থানে স্থানে শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষা প্রভৃতির প্রতীকার করিতে না পারিয়া, বিষাদে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। কোথাও কোন কোন লোক ক্রয়াদি করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য পরস্পর বিনিময় করিয়া থাকে; ধনবঞ্চনাহেতু লোকের বিদ্বেষ-ভাজন হয়। কোন কোন স্থানে লোক ধনাভাবে শয্যা, আসন, স্থান এবং বিহারদ্রব্য পায় না, সুতরাং অন্যের নিকট ভিক্ষা করে। কিন্তু যখন অন্য লোকে তাহার কামনা পূর্ণ না করে, তখন পরদ্রব্য লইতে অভিলাষ করে; কাজেই তাহাকে অপমানিত হইতে হয়। ৭—১২। আবার কোথাও ভ্রমণ করিতে করিতে কোন কোন লোক পরস্পর ধন-বিনিময়ে শত্রুতা বৃদ্ধি করিতে থাকে। কেহ কেহ বা পরস্পরের সহিত সবিশেষ সম্বন্ধ-বন্ধনে প্রবৃত্ত হয়। কোন কোন লোক কঠোর পরিশ্রম এবং প্রভূত ধননাশ ও অন্যান্য উপসর্গ দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি এই মৃতম বিপন্ন-ব্যক্তিকে সেই স্থানে পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন সুস্থ ব্যক্তিদিগকে লইয়া স্থানান্তরে যায়,—আর ফিরিয়া আইসে না। ঐ বণিক্-সার্থ-মধ্যে কোন লোকই অদ্যাবধি ঐ পথের পারও প্রাপ্ত হইতেছে না। হে রাজন্! যে সকল ব্যক্তি শূর এবং দিক্‌হস্তী সকলকেও জয় করিয়াছে, তাহারাও ঐ সংসারারণ্যে 'আমার এই ভূমি, আমার এই ভূমি' এইরূপ বলিয়া ভূমির নিমিত্ত পরস্পরে শত্রুতাবদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করে। এইজন্য সন্ন্যাসী ব্যক্তিরা, ভগবান্ বিষ্ণুর যে পরম-পদ পাইয়া থাকেন, তাহারা তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। কোন কোন স্থানে কোন কোন লোক, বিহগকুলের অস্ফুট মধুর-রব শুনিবার জন্য একান্ত ইচ্ছুক হইয়া লতা-শাখা আশ্রয় করে,—তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে। কোন স্থানে বা কখন কখন সিংহসমূহ ভয়ে কঙ্ক, গৃধ্র, বক প্রভৃতির সহিত মিশিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের নিকট ফললাভ না হয়, তখন আপনি গিয়া হংসকুলে প্রবেশ করে। তাহাদের আচার-ব্যবহারে পরিতৃপ্ত না হইয়া তথায় বানরদের নিকটে গিয়া তজ্জাতীয়দের ক্রীড়া দ্বারা আপনার ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করে। পরস্পর মুখ দেখাদেখিতে পরস্পর এমনই বিমোহিত হইয়া পড়ে যে, আপনার জীবনের অবধি অর্থাৎ মৃত্যু ভুলিয়া যায়। কোথাও কোন কোন ব্যক্তি সুত ও দারার বাৎসল্যে তাহাদের জন্য বৃক্ষ সকলে অর্থাৎ দৃষ্টার্থ-বিষয়ে রমণ করিতে করিতে সম্ভোগ-কামনায় অতি দীন হইয়া আপনার বন্ধনে বিবশ হইয়া পড়ে। কেহ বা প্রমাদহেতু গিরিকন্দরে পড়িয়া, তত্রস্থ গজ-ভয়ে ভীত হইয়া লতাশ্রয় গ্রহণ করে। হে অরিন্দম! ঐ পুরুষ কদাচিৎ বিপমুক্ত হইয়া আপনার সঙ্গীদের সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় মিশিতে পারে, কিন্তু মায়াবশে তাহারা ভবাটবীর মার্গে প্রবেশ করিয়া অদ্যাপি যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারে না; হে রাজন্! তুমিও মায়াবশে সংসারাটবীর পথে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ। তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সকল ভূতেই মিত্রতা স্থাপন কর। বিষয়ে আসক্ত না হইয়া হরিসেবা কর এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানরূপ অসি গ্রহণ করিয়া এই সংসার-পথের পারে উত্তীর্ণ হও।" ১৩—২০। রহূগণ কহিলেন, "ব্রহ্মন্! মনুষ্য-জন্ম সকল জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সত্য, কিন্তু স্বর্গীয় দেবাদি-জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ভগবান্ হৃষীকেশের যশঃশ্রবণে এহেন স্বর্গেও যদি ভবৎসদৃশ মহাপুরুষদের সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে সেখানে দেবাদি জন্মেই বা কি লাভ? আপনাদের পাদপদ্মের রজঃ নিরন্তর উপাসনা দ্বারা মনুষ্যের সকল পাপ বিধৌত হইয়া ভগবান্ অধোক্ষজে যে বিমল-ভক্তি জন্মাইয়া দিবে, দিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? মুহূর্ত্তকাল আপনার সঙ্গলাভে আমার কুতর্কের মূল-কারণ অবিবেক অপনীত হইল। মহাজনকে আমার নমস্কার। শিশুদিগকে নমস্কার। যুবাদিগকে নমস্কার। ক্রীড়াসক্ত বিপ্র-বালক অবধি সকল ব্রাহ্মণকে নমস্কার। যে সকল ব্রাহ্মণ অবধূতবেশে পৃথিবীতলে ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগকেও আমার বহু বহু নমস্কার। তাঁহাদিগের কৃপায় রাজাদিগের মঙ্গল হউক।" শুকদেব কহিলেন,—হে উত্তরাসুত পরীক্ষিৎ! সিন্ধুপতি রাজা রহূগণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইলেও ব্রহ্মর্ষিতনয় মহাত্মা ভরত করুণ-হৃদয়ে করুণা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিলেন। তাহার পর রহূগণ সেই ব্রহ্মর্ষির চরণ-অভিবন্দন করিলে তিনি পূর্ণসাগর-সদৃশ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন; তাঁহার অন্তঃকরণে কোন ক্ষোভ ছিল না। তাহার পর ভরত পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত ধরণী-বিচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে সৌবীরপতি রাজা রহূগণও ভরতের নিকট তত্ত্ব-সহ পরমাত্ম-জ্ঞান পাইয়া তৎক্ষণাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিলেন। হে নৃপ! ভগবদাশ্রিত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করার এই মহিমা কীর্ত্তন করিলাম। পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ভাগবতোত্তম! আপনি বহুজ্ঞ; পরোক্ষবাক্যে বণিক্‌সার্থ-সহিত রূপক করিয়া এই যে সংসার-পথের বর্ণন করিলেন, বিবেকী পুরুষেরা বুদ্ধি দ্বারা ইহার কল্পনা করিতে পারে; কিন্তু অব্যুৎপন্ন লোকের তাহা সহসা হৃদয়ঙ্গম হওয়া সুকঠিন। আপনি যাহা যাহা কহিলেন, সেই সমুদায়ের

অনুরূপ অর্থ নির্দিষ্ট করিয়া, ঐ দুর্বোধ বিষয় ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হউক। ২১—২৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রূপকরূপে বর্ণিত ভবাটবীর প্রকৃত অর্থ কথন।

শুকদেব কহিলেন,—এই সংসার-অরণ্যে জীবগণ, অর্থোপার্জ্জন-পরায়ণ বণিক্‌সমূহের সদৃশ। তাহারা ভগবন্মায়ায় সংসারপথে পতিত; সেই জন্য তাহারা গুরুরূপী ভগবান্ হরির পাদপদ্ম-সেবকদের পদবী অদ্যাপি পাইতেছে না। হে রাজন্! দেহে যাহাদের আত্মাভিমান আছে, তাহাদের সত্ত্বাদি-গুণ-বিশেষে বিভক্ত কর্ম-সমূহ ভাল, মন্দ—উভয়েই মিশ্রিত। তাহাতে বিবিধ দেহ নির্ম্মিত হয়। তদ্দ্বারা সংযোগ-বিয়োগাদি-রূপ অনাদি সংসার রচিত হইয়া থাকে। সেই সংসার-অনুভবের দ্বারস্বরূপ ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়; ইহাতে ঐ সংসার-মার্গ অতিশয় দুর্গম হইয়াছে। ভগবন্! বিষ্ণুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই এই দুর্গম-মার্গ সংসারে স্থাপিত হয়। তাহারা নিজ নিজ দেহ-নিষ্পাদিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের কর্ম্ম কখন সফল হয়, আবার কখন বা বহু বহু বিঘ্ন দ্বারা বিফলীকৃত হইয়া যায়। ঐরূপ ভবাটবীতে যে বিবিধ তাপ আছে, ভগবানের পাদপদ্ম-সেবী মহাত্মাদিগের পদবী, সেই তাপসমূহের বিনাশ-সাধনে সক্ষম। কিন্তু ভগবানের মায়াজালে জড়িত থাকাতে জীব সহজে সেই সমস্ত তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। এই ভবারণ্যে যে ছয়টী দস্যুর কথা বলিয়াছি, তাহার অর্থ এই,—সেই ছয়টী—ইন্দ্রিয়, তাহারাই কর্ম্ম দ্বারা দস্যুতুল্য। কারণ, সংসারে পুরুষ বহুকষ্টেও যদি ধর্ম্মের উপযোগী যে কিছু ধন পাইয়া থাকে এবং পণ্ডিতেরা যাহাকে ধর্ম-স্বরূপ বলেন,—সে অসাবধান হইলে, সঙ্গি-লোকে সঙ্গীর ধন যেমন হরণ করে, সেইরূপে ইন্দ্রিয় সকলে দস্যুরূপে দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ, সঙ্কল্প প্রভৃতি দ্বারা তাহার ঐ ধন হরণ করে। সে ব্যক্তি অজিতাত্মা হইয়া গৃহমধ্যেই গ্রাম্য-দ্রব্য উপভোগ করিতে থাকে, সুতরাং সে কিছুই জানিতে পারে না। এই সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদিই কার্য্যতঃ শৃগাল ও বৃক স্বরূপ; অতি-লুব্ধ কুটুম্বী পুরুষ, মেষ-শাবকবৎ যে সমস্ত বস্তু রক্ষা করেন, ঐ সকল স্ত্রী-পুত্রাদি তাঁহার অনিচ্ছাতেও ছলক্রমে তাহা অপহরণ করে। প্রতি বৎসর ক্ষেত্র-কর্ষণ করিলেও ক্ষেত্রস্থিত বীজ সকল দগ্ধ হয় না; সুতরাং আবার যখন বপন করা হয়, তখন তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি দ্বারা তাহা দুর্গম গহ্বর-সদৃশ হয়। সেইরূপ এই গৃহাশ্রম কর্ম্মক্ষেত্র স্বরূপ, ইহাতেও কর্ম্ম সকল একেবারে উন্মূলিত হয় না; কারণ, এই গৃহ, কাম্য-কর্ম্মসমূহের আধার। যেমন কর্পূরপাত্রে কর্পূর না থাকিলেও তাহার গন্ধ যায় না, সেইরূপ কর্ম্ম সকল নষ্ট হইলেও কামনা ক্ষীণ হয় না বলিয়া একেবারে উৎসন্ন হইয়া যায় না। যে পুরুষ এই গৃহাশ্রমে অনুরক্ত, তাহার বহিঃপ্রাণ অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি, দংশ-মশক-সদৃশ নীচ-ব্যক্তিরা এবং শলভ, শকুন্ত, মূষিক প্রভৃতির তুল্য তস্করেরা কষ্ট দিয়া গ্রহণ করিলেও ঐ পুরুষ গৃহাশ্রমের পথে পরিভ্রমণ করিতে ছাড়ে না। সে বিদ্যা বৃদ্ধি করে,—অবিদ্যা, কাম ও কর্ম দ্বারা উপরক্ত-মনা হইয়া অর্থহীন নরলোককে গন্ধর্ব-নগর-তুল্য সত্যরূপে দেখিয়া থাকে। কোন স্থানে পান, ভোজন, গ্রাম্য-ধর্ম (স্ত্রীসঙ্গ) ইত্যাদি বিষয়ের জন্য সে লালায়িত হইয়া মৃগতৃষ্ণার বারিসদৃশ—বিষয়ে ধাবমান হইয়া থাকে। ১—৬। 'আর কোন কোন স্থানে উজ্জ্বলাকার গ্রহ দেখিয়া সুবর্ণ-বোধে পরম উপাদেয় ভাবিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিতে আরম্ভ করে।' এতৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এই,—যেমন শীতাতুর-ব্যক্তি আগুনের আকাঙ্ক্ষায় অরণ্যে বহ্নিসদৃশ জাজ্বল্যমান পিশাচ-বিশেষকে দেখিতে পাইলে সেই ধাবমান পিশাচের পিছে পিছে দৌড়িয়া যায়, সেইরূপ কোন স্থানে স্বর্ণ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় মনুষ্য দৌড়িয়া বেড়ায়। ঐ বস্তু অশেষ-দোষের আকর—বিষ্ঠা-বিশেষ। অগ্নির পুরীষে সুবর্ণ হয়; কিন্তু স্বর্ণতুল্য লোহিত-বর্ণ যে রজোগুণ, তাহাতে পুরুষের চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, এইজন্য তাহার সুবর্ণ-লাভে লোভ জন্মে। 'নিবাস, জল, ধন' ইত্যাদি যাহার উক্তি করিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য এই,—নিবাস, জল, ধন ইত্যাদি দ্রব্য পুরুষের উপজীব্য। ইহার জন্য পুরুষ অভিনিবিষ্ট-চিত্তে এই সংসার-গহনে চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়ায়। কোথাও 'রজো-ব্যাপ্ত-নেত্র হওয়াতে বাত্যোত্থিত-ধূলি-ধূসর দিক্ দেখিতে পায় না' ইহার তাৎপর্য্য এই,—সংসারে প্রমদাগণ বাত্যা-সদৃশ; পুরুষ তৎকর্ত্তৃক ক্রোড়ে আরোপিত হইলে তৎকালে তাহাতে যে অনুরাগ হয়, তাহাতেই তাহার নয়ন ধূলি-দূষিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তদীয় জ্ঞান-শক্তি রজোগুণে অবরুদ্ধ হয়। এতদবস্থায় সে মর্য্যাদা অতিক্রম করে; রজনীতে ভূতের মত দিগ্দেবতারা যে মর্য্যাদাতিক্রমের সাক্ষী, সে তাহা জানিতে পারে না। এই সংসার কিছুই নহে, পুরুষ কখন কখন আপনিই এক একবার ইহা ঠিক করে, কিন্তু তাহার দেহে অভিমান থাকে বলিয়া তাহার সে স্মৃতি থাকে না;—তখন সে মৃগতৃষ্ণায় বারিবৎ সেই সকল বিষয়ের জন্য আবার দৌড়াদৌড়ি করে। মহারাজ! 'কোন কোন স্থানে ঝিল্লী নামক কীটবিশেষের ধ্বনিতে কর্ণশূল' এই যাহা বলিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য এই,—পুরুষ যখন কোন কোন স্থানে ঝিল্লীবৎ অতি পরুষ-বিষয়ে উৎসাহ থাকাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজকুল ও রিপুকুল কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হয়, তখন পুরুষের কর্ণশূল ও হৃদয়ের বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। 'যে সকল বৃক্ষের ছায়া পাপের কারণ' ইত্যাদি যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই,—সংসারে যখন পুরুষের পূর্ব্ব সুকৃতির উপভোগ হয়, তখন বিষতিন্দুক প্রভৃতি অপুণ্য বৃক্ষ, লতা ও বিষকূপ-তুল্য দৃষ্টাদৃষ্ট-প্রয়োজন-শূন্য ধন উপজীব্য করিয়া স্বয়ং ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে এবং জীবন্মৃত লোকের নিকট দৌড়িয়া যায়। ৭—১২। হে রাজন্! 'সংসারাটবীতে বণিক্-সমূহ কখন কখন জলশূন্য জলাশয়ে গমন করে'—ইহার অর্থ এই,—সংসার-মধ্যে কখন কখন অসৎসঙ্গ-নিবন্ধন পুরুষের বুদ্ধি বঞ্চিত হয়, জলশূন্য নদীর গর্ত্তে পতিত হইলে যেমন তৎক্ষণাৎ মস্তক ফুটিয়া যায়,—পরেও ক্লেশ হয়, সেইরূপ অসৎপ্রসঙ্গে পুরুষ বঞ্চিত-বুদ্ধি হইলে পাষণ্ড-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরকালে দুঃখ পাইয়া থাকে। অপর 'কখন কখন নিরন্ন হইয়া পরস্পরের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করে' ইত্যাদি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার ভাব এই,—সংসার-মধ্যে পুরুষ যখন ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হয় এবং পরপীড়া-প্রযুক্ত আপনার অন্ন উপস্থিত হয় না, তখন যে সকল ব্যক্তিতে পিতা-পুত্রের ন্যায় ক্ষুণাদি গুণও দেখিতে পায়, তাহাদিগকে; কখন বা পিতা-পুত্রকে বাধা দেয়। আর 'কখন কখন দাবানলের নিকট গিয়া অগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া বিষাদ করে' ইত্যাদি যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ভাব এই যে, গৃহ—দাবানল-তুল্য এবং প্রিয়-বস্তুর জন্য সন্তপ্ত; অতএব ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। পুরুষ ইহা পাইয়া শোকানলে পুড়িয়া যায় এবং নাস্তিক্য সন্তপ্ত হইয়া পড়ে। হে রাজন্! 'কখন কখন যক্ষগণ প্রাণতুল্য ধন হরণ করিলে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়' এইরূপ যাহা বলিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এই,—সংসার-মধ্যে কখন কখন রাজগণ কাল বশতঃ প্রতিকূল হইয়া রাজদণ্ডতুল্য ব্যবহার

করিতে প্রিয়তম ধনরূপ প্রাণ হরণ করিয়া লয়, তাহাতে পুরুষকে মৃতকের তুল্য জীবনের লক্ষণে বিরহিত হইয়া থাকিতে হয়। 'কোথাও গন্ধর্ব্বপুরে নির্ব্বৃত-তুল্য হইয়া মুহূর্ত্তকাল আহ্লাদ-আমোদ করে'—ইহার অর্থ এই,—পুরুষ কোন কোন সময় পিতৃ-পিতামহাদি ব্যক্তিদিগকে চিন্তাবলে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা যেন উপস্থিত হইয়াছেন—এইরূপ মনে করে এবং ক্ষণকাল সুখ-বোধ করিয়া থাকে। গৃহাশ্রমে যে সকল কর্ম্মবিধি আছে, তাহা অতি বিস্তৃত। সে সকল পর্ব্বতসদৃশ বড়ই দুর্গম। পুরুষ তাহার অন্ত জানিবার জন্য অভিলাষী হইয়া কোন কোন সময় সেই দিকে যখন আকৃষ্ট হয়, কখন কখন এইরূপ অবস্থায় কণ্টকক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে লোকে যেমন অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেও তখন সেইরূপ হয়। ১৩—১৮। যে পুরুষের বহু কুটুম্ব, সে স্বচ্ছন্দে ভোজন না পাইলে, কায়াভ্যন্তরবর্ত্তী দুঃসহ জঠরানলে পীড়িত হইয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে এবং কখন কখন কুটুম্বের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। সংসারে পুরুষ কখন কখন নিদ্রারূপ অজগরের অধীন হয়। সে নিদ্রার সময় শূন্যারণ্যের ন্যায় ঘোর আঁধারে ডুবিয়া থাকে,—কিছুই জানিতে পারে না। তখন তাহাকে পরিত্যক্ত মৃতদেহবৎ বোধ হয়। এই সংসারে পুরুষের কখন কখন খর্ব্বরূপ দন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। দুর্জ্জনরূপ সর্প তাহাকে ঘুমাইতে দেয় না। ইহাতে তাহার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং তাহার বিজ্ঞান নিয়তই ক্ষয় পাইতে থাকে। সে তখন অন্ধতুল্য অন্ধ-কূপে পড়িয়া যায়। সংসার-মধ্যে কাম,—মধু-কণাসদৃশ। পুরুষ কখন কখন ঐ কামের অনুসন্ধানে বেড়ায়। সে পরদার এবং পরধন বলপূর্ব্বক লইতে যাইলে স্বামী অথবা রাজা কর্ত্তৃক হত হইয়া নরকে পতিত হয়। প্রবৃত্তি-মার্গে আপনার কর্ম্মই ইহ বা পরলোকে সংসারের জন্মভূমি,—পণ্ডিতেরা ইহাই কহেন। পর-দারাদি একজনের গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিল, কিন্তু অপর-ব্যক্তি আসিয়া তাহা আবার সবলে হরণ করিয়া লয়। আবার তাহার নিকট হইতে আর একজন কাড়িয়া লয়। এইরূপ ক্রমা-গত হইতে থাকে, তাহাতে অনবস্থা হইয়া উঠে। ১৯—২৪। পুরুষ সংসারে শীত-গ্রীষ্মাদি অনেকানেক আধিদৈবিক, আধি-ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশায় কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। কোন কোন স্থানে পরস্পর ধন দিয়া পরের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ বা বিংশতি মাত্র বরাটক কিংবা তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ চুরি করিয়া বিত্ত-শাঠ্য প্রকাশ করে, সুতরাং বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! এই সংসারমার্গে ধন-কষ্টাদি নানা রকমের উপসর্গ ত আছেই। তাহার উপর সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, অভিমান, প্রমাদ, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, অবমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি সুমহৎ উপসর্গও ইহাকে চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। সংসারমধ্যে কোথাও স্ত্রীর বাহু-লতায় পুরুষ আলিঙ্গিত হইয়া বিবেক ও জ্ঞানে বিরত হয়; তখন সে সেই স্ত্রীর ক্রীড়াগৃহ-আরম্ভার্থ ব্যাকুল-চিত্ত হয়। সে তাহার আশ্রমস্থ পুত্র-কন্যা-কলত্রাদির বাক্য শুনিয়া আত্মাকে অপার ঘোরান্ধকারে প্রক্ষিপ্ত করে। 'হরিচক্রে'র অর্থ ভগবান্ বিষ্ণুর চক্র। তাহা পরমাণু অবধি, দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত-ব্যাপী কালের স্বরূপ। সেই চক্র নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। তাহা বাল্যাদি-ক্রমে ব্রহ্মাদি-তৃণ-পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতকে বেগে হরণ করে; —কেহই কিছুমাত্র তাহার প্রতীকার করিতে পারিতেছে না; ঐ চক্র সর্ব্বপ্রকারে অতিশয় সতর্ক। পুরুষ কাল-স্বরূপ ঐ হরিচক্র হইতে ভয় পাইয়া সেই চক্রায়ুধ সাক্ষাৎ ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ ঈশ্বরের [illegible] করিতে থাকে। [illegible]—অর্থাৎ জনের আচারভ্রষ্ট পাষণ্ড-শাস্ত্রানুযায়ী পাষণ্ড-দেবতাদিগের আশ্রয় লইয়া থাকে। ঐ সকল পাষণ্ডদেবতা আত্মবিষয়ে বঞ্চিত। ঐ পুরুষ যখন তাহাদিগের নিকট একান্ত বঞ্চিত হয়, তখন ব্রাহ্মণ-কুলে গিয়া অধিষ্ঠান করে। সে ব্রাহ্মণকুলে গিয়া বাস করে বটে, কিন্তু তদবস্থায় ব্রাহ্মণগণ যে আচার, ব্যবহার এবং শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করেন, সে সকলে তাহার রুচি হয় না। নিগমোক্ত আচার বিশেষ অশুদ্ধি-বহুল; এজন্য সেই পুরুষ তাহাতেই আসক্ত হইয়া শূদ্রতুল্য হইয়া পড়ে। শূদ্র নিগমোক্ত কর্ম্মে অধিকারী নহে। বানরজাতির তুল্য স্ত্রীসংসর্গ ও কুটুম্বভরণ-মাত্রই তাহাদের কর্ম্ম। ২৫—৩০। ঐ সকল ব্যক্তি শূদ্রতুল্য হইলে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকে না, সুতরাং তাহারা স্বেচ্ছামতে বিহার করে। সে অতিশয় মন্দবুদ্ধি। পরস্পর মুখ-নিরীক্ষণাদি গ্রাম্যকর্ম্মে তাহার এত অনুরাগ জন্মে যে, তাহাতে আপনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। যেমন বানরেরা বৃক্ষ সকলে খেলা করে, সেইরূপ, ঐ পুরুষ গৃহাদি-ঐহিক বিষয়রূপ খেলায় অনুরক্ত হয়, দার-সুতাদিতেই কেবল বিহার-বাৎসল্য জন্মে; মৈথুন-ক্রিয়াকেই সে পরম উৎসব বলিয়া জ্ঞান করে। পুরুষ যখন সংসার-মার্গে বদ্ধ হয়, তখন সে মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে ভীত হইয়া কখন কখন গিরিগহ্বরতুল্য ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়; কখন বা শীত বাত প্রভৃতি আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিবিধ দুঃখের প্রতিকার করিতে না পারিয়া ক্লেশ পায় এবং দুরন্ত বিষয়-কামনায় বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। কখন কখন পরস্পর ব্যবহার করিতে করিতে বিত্ত-শাঠ্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ধন-সঞ্চয় করে। তাহাতে সে সুখী না হইয়া বিদ্বেষ পাইয়া থাকে। কখন কখন তাহার ধন নষ্ট হওয়াতে সে শয্যা, আসন, ইত্যাদি উপভোগেও বঞ্চিত হয়। সে সদুপায়ে মনোমত বস্তু না পাইয়া অসদুপায়ে তাহা লাভ করিতে মনঃস্থ করে; তাহাতে সে লোকের নিকট অপমানগ্রস্ত হয়। এইরূপে অর্থাসক্তিতে পরস্পরের শত্রুতা বাড়িবার সম্ভাবনা; তবুও প্রাক্তন বাসনায় পরস্পর ধন অপহরণ করিতে আরম্ভ করে। ৩১—৩৭। মহারাজ! ঐরূপ সংসারপথে নানা ক্লেশ ও নানা উপসর্গ দ্বারা বাধিত হইয়া যে ব্যক্তি আপন্ন অথবা নষ্ট হয়, ইতর লোকে তাহাকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করে এবং নবজাত ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া কখন শোক করে, কখন মোহ প্রাপ্ত হয়, কখন ভয় পায়, কখন চীৎকার করে, কখন বিবাহ করে, কখন বা হৃষ্ট হইয়া গান করে। এই প্রকারে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি, সংসার মধ্যে ক্রমশঃ আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সাধু-পুরুষদিগের অনুগ্রহ বিনা কেহ অদ্যাপি ঐ সংসার-বর্ত্মের পরপারে যাইতে পারিল না। যে পথে এই নরলোক সকল আবদ্ধ আছে, পণ্ডিতেরা সেই পথ উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই সদুপদেশ দিয়া থাকেন। এ বর্ত্ম যোগানুষ্ঠানেও অবরুদ্ধ হয় না; উপশমশীল, প্রশান্তাত্মা যে সকল মুনি দণ্ড পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা জানেন। আরও দেখ, যে সকল রাজর্ষি দিগ্বিজয়ী, সর্ব্বদা যাগ-যজ্ঞে রত, তাঁহারাও ঐ মার্গ অবরুদ্ধ করিতে সর্ব্বতোভাবে পারেন না; তাঁহারা কেবল রণভূমিতেই শয়ন করেন। তাঁহারা 'আমার এই রণভূমি' এইরূপ অভিমানে বৈরানুবন্ধ করিয়া সমর-ক্ষেত্রে শয়ন করেন এবং বিনাশ প্রাপ্ত হন। কোন কোন লোক আপনার কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ নরকরূপ আপদ্ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি পাইয়া থাকেন; কিন্তু আবার সংসার-বর্ত্ম পাইয়া নরলোক-সমূহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। রাজন্! স্বর্গগত লোকদেরও এই প্রকার গতি হয়। যোগিবর শুকদেব, পরীক্ষিৎকে কহিলেন,—মহারাজ! সেই রাজর্ষি ভরতের পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সংক্ষেপে [illegible] এইরূপ গান করিয়া থাকেন,—'এরূপ

মক্ষিকা সকল, গরুড়ের পথানুগমনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অন্য কোন রাজা সেই ঋষভ-তনয় রাজর্ষি মহাত্মা ভরতের বর্ত্মানুসরণ করিতে পারিবেন না। সেই মহানুভাব ভরত, উত্তমশ্লোক ভগবানের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ হইয়া যৌবনকালেই দুস্ত্যজ পুত্র, কলত্র, সুহৃদ্, রাজ্য ইত্যাদিকে মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুরগণ-প্রার্থনীয় লক্ষ্মী, ভরতের দয়াভাজন হইবার জন্য তাঁহার প্রতি দীনভাবে অবলোকন করিতেন,—রাজর্ষি ভরত সেই লক্ষ্মী, দুস্ত্যজ রাজ্য, পুত্র, কলত্র, ধন, জন ইত্যাদিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। যে সকল মহৎপুরুষের চিত্ত, ভগবান্ মধুসূদনের সেবাতে অনুরক্ত, তাঁহাদের নিকট পরমপুরুষার্থ—মুক্তিও অতি অকিঞ্চিৎকর। মহারাজ! "যে ভগবান্ যজ্ঞরূপ, যজ্ঞাদি কলদাতা, ধর্ম্মানুষ্ঠানকর্ত্তা, অষ্টাঙ্গ-যোগরূপী, জ্ঞানই যাঁহার প্রধান ফল,—তাদৃশ যোগমূর্ত্তি, মায়ানিয়ন্তা, সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা সেই ভগবান্ হরিকে নমস্কার করি"—রাজর্ষি ভরত, মৃতদেহ-পরিত্যাগ কালে এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। অতএব কোন্ ব্যক্তি তাঁহার বর্ত্মানুবর্ত্তন করিতে পারিবেন?" রাজর্ষি ভরতের গুণ ও কর্ম্ম অতিশয় পবিত্র। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি মাত্রেই ঐ দুয়ের আদর করেন। ঐ মহাত্মার এই চরিত্র পরম মঙ্গলজনক, পরমায়ুবর্দ্ধক, ধনকর, যশস্কর এবং স্বর্গ-মোক্ষের সাধক। যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে এই চরিত্র শ্রবণ অথবা পাঠ করিবেন, কিংবা যিনি ইহাতে আমোদ করিবেন,—তিনি আপনা হইতেই সমস্ত মঙ্গল পাইবেন;—অন্যের নিকট হইতে কল্যাণ-লাভের জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না। ৩৮—৪৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভরত-বংশীয় নরপতিগণের বৃত্তান্ত।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ভরতের পুত্র সুমতি। কতকগুলা পাষণ্ডিলোক তাঁহাকে পাপীয়সী বুদ্ধি দ্বারা কলিযুগে দেবতারূপে কল্পনা করিবে। সুমতি হইতে বৃদ্ধসেনার গর্ভে দেবতাজিৎ নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। সেই দেবতাজিতের আসুরী নাম্নী ভার্য্যায় দেবদ্যুম্ন নামক এক তনয় হয়। তাঁহার পত্নী ধেনুমতী। তাঁহার গর্ভজাত সন্তানের নাম পরমেষ্ঠী। পরমেষ্ঠীর স্ত্রী সুবর্চ্চলা। তাঁহার গর্ভে প্রতীহ নামক এক মহাত্মা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু বহু লোকের নিকট আত্মবিদ্যা ব্যাখ্যাপূর্ব্বক স্বয়ং পবিত্র হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। প্রতীহের ঔরসে সুবর্চ্চলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে* প্রতিহর্ত্তা, প্রস্তোতা ও উদ্গাতা—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। এই তিন ব্যক্তিই যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে অতিশয় দক্ষ ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে প্রতিহর্ত্তার ভার্য্যা স্তুতি। তাঁহার গর্ভে অজ ও ভূমা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ভূমার দুই পত্নী;—ঋষিকুল্যা ও দেবকুল্যা। ভূমার জ্যেষ্ঠা পত্নী ঋষিকুল্যার গর্ভে উদ্গীথ এবং কনিষ্ঠা দেবকুল্যার গর্ভে প্রস্তাব নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই প্রস্তাবের পত্নী নিয়ুৎসা। তাঁহার গর্ভে বিভু নামে এক পুত্র জন্মে। বিভুর ভার্য্যা রতি; তাঁহার পুত্র পৃথুষেণ, হইতে আকূতির গর্ভে নক্ত নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। নক্তের বনিতা দ্রুতি। তাঁহার গর্ভে গয় নামক রাজর্ষি জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর যশের পরিসীমা হয় নাই এবং ইনি জগৎ রক্ষা করিবার কামনায় গৃহীতসত্ত্ব সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ বলিয়া আত্মতত্ত্বাদি লক্ষণ দ্বারা মহাপুরুষতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ গয় রাজা, রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপুঞ্জের লালন, পালন, পোষণ, প্রীণন ও শাসনাদি-রূপ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন এবং গৃহাশ্রমে থাকিয়া যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার ঐ দুই প্রকার ধর্ম্মই সর্ব্বতোভাবে ভগবানে অর্পিত হইয়াছিল বলিয়া পরমার্থ স্বরূপ হইয়াছিল। ঐ দুই ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞ-জনের চরণ-সেবাজনিত ভক্তিযোগে তাঁহার বুদ্ধি,—সংস্কৃতা ও বিশুদ্ধা হয়। তাঁহার চিত্ত হইতে দেহাদ্যভিমান দূরীকৃত হইয়া যায়,—তিনি সর্ব্বদাই স্বয়ং প্রকাশমান ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন। এপ্রকার হইয়াও নিরহঙ্কার হইয়া অবনী পালন করেন। ১—৭। হে পাণ্ডবেয়! এই কারণে পুরাবিদ্ পণ্ডিতেরা বহু বহু গাথা রচনা করিয়া তাঁহার যশ গান করিয়া থাকেন। তৎসমস্ত গাথায় এই ভাব নিবদ্ধ আছে যে, "মহাত্মা গয় যজ্ঞস্বরূপ, মনস্বী, বহুজ্ঞ, ধর্ম্মরক্ষক, শ্রীমান্, সজ্জনগণের সভাপতি এবং সাধুলোকদিগের সেবক। ভগবানের অংশ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অনুকরণ করিতে পারিবেন? শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া ইত্যাদি সাধ্বী দক্ষকন্যার আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ। তাঁহারাই সরিদ্গণের সঙ্গে পরমানন্দে যাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন; যিনি নিষ্কাম হইয়াও গুণরূপ বৎস দ্বারা স্তন-প্রস্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া ধরণী যাঁহার প্রজাদিগের জন্য ভূরি ভূরি কল্যাণ স্বয়ং দোহন করিয়া দিয়াছিলেন;—কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অনুকরণ করিতে কে পারে? যিনি কল্যাণকামী না হইলেও বেদ সকল অথবা বেদবিহিত কর্ম্ম সকল যাঁহার জন্য স্বয়ং বিবিধ কাম দোহন করিয়া দিতেন, রাজন্যবর্গ রণক্ষেত্রে বাণ দ্বারা প্রতিপূজিত হইয়া যাঁহাকে করপ্রদান করিতেন, বিপ্রগণ,—পালন ও দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মফলের ষষ্ঠাংশ যাঁহার জন্য সংগ্রহ করিতেন,—কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সদৃশ কর্ম্ম করিতে পারিবে? যাঁহার যজ্ঞে প্রচুর সোমপানে ইন্দ্র অতিশয় মত্ত হইতেন;—তাহাতেই যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্,—শ্রদ্ধা, বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগ ও সমর্পিত যজ্ঞফল, পূজা দ্রব্যের মত প্রত্যক্ষ গ্রহণ করিতেন,—তাঁহার অনুকরণ করিতে কে পারে? যে ভগবানের প্রীতিতে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, লতা, তৃণ প্রভৃতি আব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতি হয়, সেই সর্ব্বান্তর্যামী সাক্ষাৎ প্রীতিস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু, গয়-রাজার যজ্ঞে 'তৃপ্ত হইলাম' বলিয়া স্বয়ং প্রীতি লাভ করিতেন;—কোন্ ব্যক্তি ঐ গয়-রাজার তুল্য হইতে পারিবে?" হে রাজন্! উক্ত গয়-রাজার ঔরসে গায়ন্তীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম চিত্ররথ, সুগতি এবং অবিরোধন। তন্মধ্যে চিত্ররথের ভার্য্যা ঊর্ণা। তাঁহার গর্ভে সম্রাট্ নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ সম্রাটের উৎকলা নাম্নী ভার্য্যায় মরীচির জন্ম হয়। মরীচির ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ভে বিন্দুমান্ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ বিন্দুমানের বনিতা সরঘা। তাঁহার গর্ভে মধু-নামা রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। মধুর পত্নী সুমনা। তাঁহার গর্ভে বীরব্রত জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বীরব্রত স্বীয় ভার্য্যা ভোজার গর্ভে মন্থু ও প্রমন্থু নামে দুই পুত্র উৎপন্ন করেন। তন্মধ্যে মন্থুর বনিতা সত্যা। তাঁহার গর্ভে ভৌবনের জন্ম হয়। ঐ ভৌবন হইতে ত্বষ্টা জন্মগ্রহণ করেন। সেই ত্বষ্টার পত্নী বিরোচনা। তাঁহার গর্ভে বিরজ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ বিরজ অতি মহাত্মা ছিলেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিষূচী। তাঁহার গর্ভে বিরজের শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। সেই সকলের মধ্যে শতজিৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ-গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার

---

* প্রতীহের মাতার নামও সুবর্চ্চলা, পত্নীর নামও সুবর্চ্চলা। কেহ বলেন সুবর্চ্চলা। কোন কোন পুস্তকে প্রতীহ-পত্নীর নামোল্লেখ নাই।

গুণ-কীর্ত্তন বিষয়ে একটি শ্লোক আছে, তাহার অর্থ এই,—প্রিয়ব্রতের বংশে বিরজ জন্ম গ্রহণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু যেমন দেবগণকে অলঙ্কৃত করেন, স্বীয় গুণ ও কীর্ত্তি দ্বারা ঐ বংশকে সেইরূপ ভূষিত করিয়াছিলেন। ৮—১৬।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ভুবনকোষ-বর্ণন।

অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ আদিত্য স্বীয় করে যে পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন এবং যে স্থানে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে নক্ষত্রগণ-সহ চন্দ্রকে দেখা যায়, তাবৎ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার আপনি কহিয়াছেন। তাবৎপরিমিত ভূমণ্ডল-মধ্যেই প্রিয়ব্রত রাজার রথ-চক্রের সাতটী খাত দ্বারা সপ্ত সাগর কল্পিত আছে। আপনি ঐ সপ্ত সমুদ্র হইতেই এই ভূমণ্ডল মধ্যে সপ্ত দ্বীপ দেখাইয়াছেন। অধুনা ঐ সকল দ্বীপের পরিমাণ ও লক্ষণ সহিত সবিশেষ বিবরণ জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। ভগবানের গুণময় স্থূল রূপে নিবিষ্ট মনও কদাচিৎ নির্গুণ সূক্ষ্মতম জ্যোতির্ময় পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপ পরম-পুরুষ বাসুদেবে নিবিষ্ট হইতে সক্ষম হয়; ঐ সকল বিষয় সবিস্তার বর্ণন করুন। ঋষিবর শুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! পুরুষ যদি দেবতুল্য পরমায়ু পায়, তথাপি বিশেষ বিশেষ স্থানের নাম দ্বারা ভগবানের মায়া-বিভূতির অন্ত,—বাক্য ও মনের দ্বারাও জানিতে পারিবে না। অতএব প্রধান প্রধান দ্বীপ সকলের নাম, সন্নিবেশ এবং চিহ্ন বর্ণন করিয়াই তোমার নিকট ভূগোলস্থ স্থান সকলের বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছি। হে রাজন্! এই ধরামণ্ডল এক প্রকাণ্ড কমল-সদৃশ। সপ্ত দ্বীপ ইহার কোষ, ঐ সপ্ত-দ্বীপ-কোষ-মধ্যে অভ্যন্তর-কোষ জম্বুদ্বীপ। এই দ্বীপই প্রথম; ইহার দীর্ঘতা নিযুত যোজন এবং বিস্তার লক্ষ যোজন। উক্ত জম্বুদ্বীপ কমলপত্রের ন্যায় চারিদিকে সমান বর্ত্তুলাকার। এই দ্বীপে নয়টী বর্ষ আছে। ইহাদের মধ্যে ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল বর্ষ ভিন্ন প্রত্যেকের বিস্তার নব সহস্র যোজন। ঐ নব বর্ষ আটটী সীমা-পর্ব্বতে পরস্পর সুন্দররূপে বিভক্ত রহিয়াছে। ১—৬। ঐ বর্ষ-সমূহের মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষ অভ্যন্তর-বর্ষ। তাহার মধ্যস্থলে কুলপর্ব্বত সকলের রাজা, সর্ব্বতোভাবে সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত রহিয়াছে। ঐ সুমেরুর উচ্চতা উক্ত দ্বীপের বিস্তার পরিমাণের সদৃশ—লক্ষ যোজন। তাহার মস্তকের দিকে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন। মূলে ষোড়শ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। ভূমির মধ্যেও তত সহস্র যোজন দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত পর্ব্বত ঐ প্রকারে ভূমণ্ডলরূপ প্রকাণ্ড কমলের কর্ণিকার স্বরূপ হইয়াছে। ইলাবৃত বর্ষের উত্তরভাগে উত্তরাদি-দিক্‌ক্রমে ক্রমশ নীল, শ্বেত, শৃঙ্গবান্—এই তিন পর্ব্বত এবং যথাক্রমে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরু নামক বর্ষত্রয়ের সীমা-পর্ব্বত স্বরূপ হইয়া আছে। উক্ত তিন পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে দীর্ঘ। উঁহাদের উভয় পার্শ্বে লবণ-সমুদ্র বিস্তৃত। ইহাদের বিস্তার দ্বি-সহস্র যোজন। অগ্রস্থিত পর্ব্বত হইতে পরবর্ত্তী পর্ব্বত, কেবল একাদশ অংশ দীর্ঘ-পরিমাণে হ্রস্ব। এইরূপে ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে নিষধ; হেমকূট এবং হিমালয় নামে তিন পর্ব্বত আছে। ঐ তিন পর্ব্বত উল্লিখিত নীলাদি পর্ব্বতের ন্যায় পূর্ব্বদিকে আয়ত এবং প্রত্যেকে দশ সহস্র যোজন উন্নত। উক্ত পর্ব্বতত্রয় যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমা-পর্ব্বত। ঐরূপে উক্ত ইলাবৃত বর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম-দিকে যথাক্রমে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত অবস্থিত। ঐই পর্ব্বত দুইটী—উত্তরে নীল এবং দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দুই সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। এই দুই পর্ব্বতই যথাক্রমে কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ব-বর্ষের সীমা-পর্ব্বতরূপে বিরাজ করিতেছে। সুমেরু-পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে মন্দর, মেরু-মন্দর, সুপার্শ্ব এবং কুমুদ নামে চারিটী অবষ্টম্ভ পর্ব্বত বিদ্যমান। ঐ পর্ব্বত-সমূহের প্রত্যেকের বিস্তার ও উচ্চতা দশ সহস্র যোজন। এই চারি পর্ব্বতের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের পর্ব্বত দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত এবং দক্ষিণোত্তর দিকের পর্ব্বত পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত। উক্ত চারি পর্ব্বতে যথাক্রমে আম্র, জম্বু, কদম্ব এবং বট, এই চারিটী বৃক্ষ আছে। ঐ সকল তরুর বিস্তার শত যোজন। তাহারা পার্ব্বত্য পতাকার মত একাদশ শত যোজন উচ্চ, তাহাদের শাখা-সমূহ তাবৎ শত যোজন বিস্তীর্ণ। ৭—১২। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! উক্ত চারিটী বৃক্ষের নিকটেই চারিটী হ্রদ আছে। তাহার মধ্যে একটী দুগ্ধজল, দ্বিতীয় মধুজল, তৃতীয় ইক্ষুরস-জল, চতুর্থ শুদ্ধজল। ঐ চারি হ্রদেরই জল, অতি মনোহর। উপদেবগণ ইহার জল সেবন করিয়া স্বাভাবিক-যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়াছেন। ঐ স্থানে উল্লিখিত চারিটী হ্রদ ভিন্ন চারিটী উদ্যানও আছে। তাহাদের নাম,—নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক ও সর্ব্বতোভদ্র। ঐ সকল উদ্যানে অমরোত্তমগণ, সুরললনা-ললাম পত্নীদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন। ঐরূপ বিহার-সময়ে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদের মহিমা গান করেন। মন্দর পর্ব্বতের ক্রোড়দেশে দেবচূত নামে একটী বৃক্ষ আছে। তাহার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। ঐ বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে সর্ব্বদা রাশি রাশি অমৃত ফল পতিত হয়। সেই সকল ফল, পর্ব্বতের চূড়ার মত স্থূল। সেই সকল বিদীর্য্যমাণ ফলের গন্ধ অতি মধুর। অগ্র সৌরভে সুবাসিত অরুণবর্ণ বহুল রস জলস্বরূপ হওয়াতে তদ্দ্বারা অরুণোদা নামে এক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। সেই নদী মন্দর-পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে ইলাবৃত-বর্ষকে প্লাবিত করিতেছে। ভবানীর অনুচরী যক্ষাঙ্গনাগণ ঐ রসের সেবন করাতেই তাহাদের অঙ্গে সৌগন্ধ্য জন্মে; তাহাদের গাত্রস্পর্শী বায়ু এরূপ সুগন্ধ যে, তদ্দ্বারা সকল দিকে দশ যোজন আমোদিত হইয়া থাকে। ১৩—১৮। জম্বুবৃক্ষের জম্বুফল সকল হস্তিগাত্র-তুল্য অতি স্থূল। তাহাদের বীজ অতি সূক্ষ্ম। সেই সমস্ত ফল উচ্চ হইতে পড়িয়া বিশীর্ণ হওয়াতে তৎসমুদায়ের রসে জম্বুনদী নামে এক নদী হইয়াছে। সেই স্রোতস্বতী, মেরু-মন্দর-পর্ব্বতের শিখর হইতে অযুত যোজন অন্তরে ভূমণ্ডলে পড়িয়াছে। যে স্থানে পড়িতেছে, সেই স্থান অবধি আপনার দক্ষিণে সমুদায় ইলাবৃত বর্ষ ব্যাপিয়া প্রবাহিত আছে। ঐ নদীর মৃত্তিকা তাহার জলরসে অনুবিদ্ধ হওয়াতে বায়ু ও সূর্য্য-সংযোগে বিশেষ পাক প্রাপ্ত হইয়া জাম্বুনদ অর্থাৎ সুবর্ণে পরিণত হয়; তাহাই অমরগণের আভরণ। দেবাদি সকলেই তদ্দ্বারা স্ব স্ব যুবতীগণের সহিত মুকুট, কটক, কটিসূত্র, কুণ্ডল ইত্যাদি আভরণ করিয়া অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকেন। সুপার্শ্ব-পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব-নামে এক বৃক্ষ আছে। তাহার কোটর-সমূহ হইতে পঞ্চব্যাম পরিমিত পাঁচটী মধু-ধারা ঐ পর্ব্বতের শিখরে পতিত হইয়া পশ্চিমদিক্ ইলাবৃত বর্ষকে স্বীয় সৌগন্ধ্য দ্বারা আমোদিত করিতেছে। যাহারা ঐ পর্ব্বতের মধু-ধারা সেবন করেন, তাঁহাদের মুখজনিত বায়ু দ্বারা সকল দিকে শত যোজন পর্য্যন্ত ভূভাগ সুবাসিত হইয়া থাকে। রাজন্! কুমুদ-পর্ব্বতে শতবল্‌শ নামে বট-বিটপী আছে। তাহার স্কন্ধদেশ হইতে অধোমুখে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়, অন্ন প্রভৃতি এবং বসন, ভূষণ, শয়ন, আসনাদি সমুদায় অভিলষিত বস্তু দোহনকারী নদ সকল, ঐ পর্ব্বতের অগ্রভাগ

হইতে নিঃসৃত হইয়া তাহার উত্তরে ইলাবৃত বর্ষবাসী জনের বড়ই উপকার-সাধন করিতেছে। ১৯—২৪। ঐ সকল সামগ্রী সেবন করাতে তত্রস্থ প্রজা-জনের কখন অঙ্গ-বৈকল্য, ক্লান্তি, ঘর্ম্ম, জরারোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণজন্ত বৈবর্ণ্য এবং অন্যান্ত উপসর্গ—কিছুই হয় না, এজন্ত তাহারা যাবজ্জীবন কেবল সাতিশয় সুখ-সম্ভোগে কালযাপন করিয়া থাকে। হে রাজন্! কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ শিতিবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর এবং নারদ প্রভৃতি শৈল সকল সুমেরুর পাদপ্রান্তে চারিদিকে বিরচিত আছে। তাহাতে ঐ সকল পর্ব্বত, কর্ণিকার স্থায় সুমেরু পর্ব্বতের কেশর-স্বরূপ হইয়াছে। সুমেরুর পূর্ব্বদিকে জঠর ও দেবকূট পর্ব্বত। ঐ দুই পর্ব্বতের প্রত্যেকে উত্তরদিকে অষ্টাদশ যোজন আয়ত এবং দুই সহস্র যোজন উচ্চ। পশ্চিমদিকে পবন ও পারিপাত্র পর্ব্বত। দক্ষিণদিকে কৈলাস এবং করবীর গিরি। ঐ সকল শৈল পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত। উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর পর্ব্বত এই প্রকারে মূল হইতে সহস্র যোজন পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে অগ্নির পরিধির সদৃশ ঐ আট পর্ব্বতে বেষ্টিত হইয়াছে। ইহাতে সুমেরু-পর্ব্বত সর্ব্বপ্রকারে শোভিত হইয়াছে। ইতিবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহেন, 'এই সুমেরুর মাথার উপরে মধ্যস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মার পুরী বিরচিতা আছে; তাহার বিস্তার সহস্র অযুত যোজন। ঐ পুরী সুবর্ণে নির্ম্মিত এবং চারিদিকে সম-চতুষ্কোণ।' উক্ত পুরীর উপরিভাগে পূর্ব্বাদি দিক্ সকলে যথাক্রমে ইন্দ্রাদি অষ্টলোক-পালদিগের আটটী পুরী নির্ম্মিত আছে। সেই সকল পুরীর বর্ণ তত্তৎলোক-পালের বর্ণের অনুরূপ। প্রত্যেকের পরিমাণ ব্রহ্মপুরীর পরিমাণের চতুর্থাংশ। ২৫—২৯।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

ভগবান্ রুদ্রকর্ত্তৃক সঙ্কর্ষণদেবের স্তব।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! বিষ্ণু বলিরাজের যজ্ঞে গমনানন্তর ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যখন পাদক্ষেপ করেন, তখন দক্ষিণ-চরণে ভূমি আক্রমণ করিয়া যেমন ঊর্দ্ধ দিকে বামপদ উৎক্ষেপণ করিতে যাইবেন, অমনি তৎক্ষণাৎ তদীয় বামপদের অঙ্গুষ্ঠ-নখে অণ্ড-কটাহের উপরিভাগ নির্ভিন্ন হইয়া গেল। তাহাতে একটী গর্ত্ত হইয়াছিল। ঐ গর্ত্ত দিয়া যে এক বাহ্য জলধারা প্রবিষ্ট হয়, উহা সহস্র-যুগপরিমিত-কালে স্বর্গের মস্তকদেশে পতিত হয়। রাজন্! প্রক্ষালন-হেতু ভগবানের চরণ হইতে যে অরুণবর্ণ কুঙ্কুম বিগলিত হয় তাহাই কিঞ্জল্ক-স্বরূপ হইয়া ঐ জলধারার শোভা সম্পাদন করে। অতএব স্পর্শ করিবামাত্র ঐ ধারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পাপ ক্ষালন করিতে পারে; কিন্তু নিজে অতি নির্ম্মল। স্বর্গে ঐ ধারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব সেই স্থানে উহা 'ভাগীরথী' 'জাহ্নবী' প্রভৃতি নাম ভিন্ন অন্যান্য নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপদই স্বর্গের মস্তক। উত্তানপাদ-তনয় পরম ভাগবত ধ্রুব ঐ বিষ্ণুপদকে অবস্থিতি করিয়া 'ইহা আমাদের কুলদেবতা ভগবান্ হরির চরণোদক' এই মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা-সহকারে এক্ষণও অতিশয় আদরের সহিত মস্তক দ্বারা ঐ বারি-ধারা ধারণ করিতেছেন। ঐ মহাত্মার হৃদয়ের অন্তস্তলে ভক্তি-রস ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাওয়াতে তাঁহার আঁখি বারিতে আর্দ্র হইয়া থাকে; উৎকণ্ঠা বশত নয়ন নিমীলিত এবং উভয় নিমীলিত লোচনযুগল হইতে বাষ্পজল বিগলিত হইতেছে এবং সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইতেছে। হে রাজন্! সপ্তর্ষিগণ 'ইনিই তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি, ইহা অপেক্ষা অধিক আর নাই' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্ব স্ব জটাসমূহ দ্বারা ঐ গঙ্গাকে ধারণ করিতেছেন। সপ্তর্ষিদিগের ঐরূপ নিশ্চয় ধারণা হইবার কারণ এই,—সকলের আত্মা-স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিক ভক্তিযোগ লাভ করাতে অন্য পুরুষার্থ এবং আত্মজ্ঞানে তাঁহাদের আস্থা নাই, বরং উপেক্ষা জন্মিয়াছে; অতএব যাদৃশ নিস্পৃহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যেমন মুক্তি ধারণ করেন, তাঁহারাও সেইরূপ পরম যত্ন-পুরঃসর গঙ্গা-ধারণে প্রবৃত্ত থাকেন। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ঐ স্থান হইতে আকাশ-পথ দ্বারা অবতীর্ণ হন এবং চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া প্রথমে সুমেরু-মস্তকস্থ ব্রহ্মসদনে পতিত হন। তথায় পৃথক্ পৃথক্ নামে চারি ধারায় বিভিন্না হইয়া চারি দিকে সর্ব্বতোভাবে গমনপূর্ব্বক সরিৎপতি সাগরে প্রবিষ্টা হইয়াছেন। সেই চারিটী ধারার নাম,—সীতা, অলকনন্দা, বঙ্ক্ষু ও ভদ্রা। তন্মধ্যে সীতা ব্রহ্মসদন হইতে বহির্গত হইয়া অত্যুচ্চতা প্রযুক্ত কেশর-পর্ব্বতের প্রধান প্রধান শৃঙ্গে পতিত হন; তৎপরে ঐ সকল শৃঙ্গ হইতে ক্রমে অধো-অধোভাগে প্রবাহিত হইয়া গন্ধমাদন-পর্ব্বতের শিখরে পড়িয়াছেন এবং ভদ্রাশ্ব-বর্ষের মধ্য দিয়া লবণসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ১—৬। বঙ্ক্ষু নদী, মাল্যবান্ গিরির শিখর হইতে কেতুমাল বর্ষ দিয়া নির্গত হইয়া পশ্চিমদিকে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ভদ্রা নদী উত্তরদিকে সুমেরু-শিখর হইতে নিপতিত হইয়া কুমুদপর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে প্রবাহিত হইয়াছেন; তথা হইতে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের শিখর-দেশ দিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়াছেন এবং উত্তর-কুরুদেশ ব্যাপিয়া উত্তর-লবণসাগরে মিলিত হইয়াছেন। অলকনন্দা, ব্রহ্ম-সদনের দক্ষিণে অনেকানেক পর্ব্বত-শৃঙ্গ অতিক্রম-পূর্ব্বক অদম্য তীব্র বেগে হেমকূট ও হিমকূটে লুণ্ঠন করিয়া ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া দক্ষিণদিকে লবণ-সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইহাতে স্নানার্থ আগমনশীল পুরুষের পদে পদে অশ্বমেধ ও রাজসূয়াদির ফল দুর্লভ হয় না। অন্যান্য বহুবিধ নদ-নদীও সুমেরু পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যেক বর্ষে শত সহস্র ধারায় প্রবাহিত আছে। যাবতীয় বর্ষমধ্যে ভারতবর্ষকেই কর্ম্মক্ষেত্র বলা যায়। অন্য আট বর্ষ স্বর্গীদিগের পুণ্যশেষে উপভোগের স্থান। দিব্য-স্বর্গ, ভৌম-স্বর্গ এবং বিল-স্বর্গ—স্বর্গ এই তিন প্রকার; তন্মধ্যে ভৌম-স্বর্গের স্থান ঐ অষ্ট বর্ষ। অষ্টবর্ষে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাঁহাদের পুরুষ-পরিমাণে অযুত বৎসর পরমায়ু, অযুত হস্তীর তুল্য বল এবং বজ্রবৎ সুদৃঢ় শরীর। সেই শরীরে এরূপ বল, যৌবন এবং হর্ষ যে, তদ্দ্বারা মহাসুরত-ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ সাতিশয় প্রমুদিত হয় এবং সম্ভোগাবসানে এক বৎসর আয়ুঃশেষ থাকিতে তাহাদের কলত্র একবার গর্ভ ধারণ করে। এইরূপে বিষয়-সুখের উৎকর্ষ-হেতু এই সকল বর্ষের পুরুষেরা ত্রেতাযুগের তুল্য পরম-সুখে কালযাপন করিয়া থাকে। ৭—১২। ঐ সকল বর্ষে দেব-পতিগণ, স্ব স্ব সেবকগণ কর্ত্তৃক মহা উপচার দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে আশ্রমায়তন সকলে, গিরি-গহ্বরে এবং অমল জলাশয়ে পরম সুখে ক্রীড়া করিয়া বেড়ান। তথায় দেব-কামিনীদিগের জলক্রীড়া ও অন্যান্য বিচিত্র ব্যাপারে, এবং ভ্রূবিলাস সেই সকল সুন্দরীর সবিলাস হাস্য ও লীলাবলোকনে তত্রস্থ পুরুষদিগের মন ও দৃষ্টি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কে আশ্রমায়তনে পুরুষদের বিহারের কথা বলিলাম, তাহার শোভার কথা কি বলিব? তথাকার তরু সকলের শাখা,—সমস্ত পুষ্প-স্তবক, ফল ও নবীন কিশলয়ের সমৃদ্ধি দ্বারা বারংবার নম্র হইয়া পড়িয়াছে; সেই শাখায় আশ্রয় বহুতর লতা আশ্রয় লইয়াছে। ঐ সকল বৃক্ষে ঐ আশ্রয়ের আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ হইয়াছে। আর সেই সমস্ত জলাশয়েরই বা

শোভার কথা কত বলিব? প্রস্ফুটিত নবীন-পদ্মের আমোদে,—রাজহংস, কলহংস, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতির কলরবে এবং ভ্রমর-নিকরের মধুর গুনগুন্ রবে,—সেই সমস্ত সরসী শোভায় অতুলনীয়া হইয়া রহিয়াছে। হে রাজন্! উল্লিখিত নব বর্ষেই মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ, পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত আপনার মূর্ত্তি-সমূহ দ্বারা অদ্যাপি সন্নিহিত হইয়া থাকেন। ইলাবৃত-বর্ষে ভগবান্ ভবই একমাত্র পুরুষ; সেখানে অন্য কোন পুরুষ নাই; কারণ যে সকল পুরুষ, ভবানীর শাপের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা কখন সেস্থানে প্রবেশ করেন না। যে সকল পুরুষ না জানিয়া তথায় প্রবেশ করে, তাহাদের তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-ভাব প্রাপ্তি হয়। ঐ বর্ষে ভগবান্ ভব,—ভবানী এবং তাঁহার অধীন সহস্র অর্ব্বুদ সংখ্যক স্ত্রীগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত হন। ভগবান্ নারায়ণের যে চারি প্রকার মূর্ত্তি, তন্মধ্যে তামসী মূর্ত্তি চতুর্থী। এই মূর্ত্তির নাম সঙ্কর্ষণ এবং ইহাই তাঁহার আপনার প্রকৃতি। ভগবান্ ভব, এই মূর্ত্তিকে আত্ম-সমাধি মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ করিয়া এক একবার ছুটিয়া বেড়ান। যথা;—"যাহা হইতে গুণ সকল প্রকাশ হয়, অথচ যিনি স্বয়ং অব্যক্ত ও অপ্রমেয়, আমি সেই ভগবান্ মহাপুরুষকে নমস্কার করি। হে ভজনীয়! আপনি পরম ঈশ্বর; অতএব আপনাকেই ভজনা করি। হে প্রভো! আপনার পাদ-পঙ্কজ সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষক এবং আপনি ঐশ্বর্য্যাদি সমস্ত সদ্গুণের পরম আশ্রয়। ভক্ত-জনের হিতার্থ আপনি স্বরূপ প্রকটিত করেন এবং আপনা হইতে ঐ সকল ব্যক্তির সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু যে সমস্ত লোক আপনার অভক্ত, আপনি তাহাদের সংসার জন্মাইয়া দেন। ১৩—১৮। আমরা ক্রোধবেগ জয় করিতে অসমর্থ হওয়াতে আমাদের দৃষ্টি যেমন ভগবান্ ঈশ্বরে বিলিপ্ত হয় না, তেমনি তিনি নিরীক্ষণ করিলেও, তদীয় দৃষ্টি মায়ার গুণে ও অন্তঃকরণে অত্যল্পও লিপ্ত হয় না; ইন্দ্রিয়-জয়েচ্ছু এবং মুমুক্ষু কোন্ পুরুষ তাঁহার সমাদর না করিবে? যিনি আত্মমায়া দ্বারা মত্ত-তুল্য ভয়ঙ্কর আকারে প্রকাশ পান এবং মধু ও আসব-সেবনে যাহার নয়ন তাম্রবর্ণ হইয়া উঠে; নাগবধূগণ, চরণার্চ্চন-সময়ে যাহার পাদস্পর্শনে মোহিত হইয়া পড়ে; সুতরাং লজ্জায় যাহার ভুজাদির পূজা করিতে পারে না;—তাঁহার সমাদর কে না করিবে? যাঁহাকে ঋষিগণ এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ বলিয়া থাকেন, অথচ যিনি স্বয়ং সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-বিরহিত; যিনি অনন্ত,—যিনি আপনার সহস্র মস্তকরূপ-পৃষ্ঠের একপ্রদেশে সর্ষপ-তুল্য ভূমণ্ডল কোথায় অবস্থিত আছে, তাহা জানিতে পারেন না; যাঁহা হইতে আমি উৎপন্ন হইয়া ত্রিগুণাত্মক স্বীয় তেজ দ্বারা দেবতাবর্গ, ভূতবর্গ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সৃজন করিয়া থাকি,—সেই সত্ত্ব-গুণাশ্রয় ভগবান্ ব্রহ্মা, যাঁহার গুণ-নির্মিত 'মহৎ' নামক প্রথম শরীর; যাঁহার বশে থাকিয়া মহৎ, অহঙ্কার, দেব, ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ, সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা নিবদ্ধিত হইয়া রহিয়াছে; যাঁহার অনুগ্রহে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছি; যাঁহার নির্ম্মিত মায়াকে আমার ন্যায় ব্যক্তি কেবল জানিতে পারে,—কিন্তু কি প্রকারে তাহা হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, তাহার উপায় অবগত হইতে পারে না; আর যাঁহার মায়া, কর্ম্মরূপ গ্রন্থির প্রাপক;—সেই ভগবান্কে আমি নমস্কার করি। তাঁহার বাক্য হইতেই এই বিশ্ব প্রকাশমান হয় এবং তাঁহাতেই ইহা একেবারে বিলীন হইয়া থাকে।" ১৯—২৪।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বর্ষ-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! ভদ্রাশ্ব-বর্ষে ধর্ম্মপুত্র ভদ্রশ্রবা নামে বর্ষপতি এবং তাঁহার প্রধান প্রধান সেবকেরা বাস করেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের প্রিয়তমা ধর্ম্মময়ী হয়গ্রীব-মূর্ত্তিকে সমাধি-যোগে হৃদয়মধ্যে স্থাপন করিয়া নিম্ন-লিখিত বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। ভদ্রশ্রবা এবং তাঁহার অনুচরেরা বলিয়া থাকেন,—"যাহা হইতে আত্মার সংশোধন হয়, আমরা সেই ভগবান্ ধর্ম্মকে নমস্কার করি। আহা, কি আশ্চর্য্য! লোকে সাক্ষাৎ দেখিয়াও প্রাণনাশক মৃত্যুর বিষয় ভাবে না। সন্তান বা বৃদ্ধ-পিতার মৃত্যু হইলে তাহাদের দাহ করিয়া, মূঢ়-মানব তাহাদেরই ধনে স্বয়ং জীবন-ধারণ করিতে ইচ্ছা করে। হায়! তাহাতে ধর্ম্মলক্ষণ করা দূরে থাকুক, কেবল তুচ্ছ বিষয়-সুখ-ভোগের আশায় তাহারা পাপ-কার্য্যেরই চিন্তা করে। কারণ, পণ্ডিতগণ এই বিশ্বকে নশ্বর বলিয়া থাকেন এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা সমাধি-সময়ে ইহার নশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ অনুভবও করিয়া থাকেন; তথাপি লোক যে মায়ায় মুগ্ধ হয়, সে তোমারই কার্য্য। প্রভো! মায়া অতি চমৎকার! আমরা তোমাকে নমস্কার করি। তুমি নিরাবরণ ও অকর্ত্তা হইলেও বেদে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্য তোমার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা উপযুক্তই হইয়াছে; ফলতঃ তোমাতে কিছুই অসম্ভব নহে। তুমি, মায়া দ্বারা কার্য্যের কারণ ও সকলের আত্মা;—ইহাতে তোমারই কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়, অথচ তুমি সকল হইতে বিভিন্ন; অতএব তোমার কর্ত্তৃত্বও ন্যায্য। প্রভো! বেদ সকল, দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া কল্পান্ত-সময়ে জলমগ্ন হইয়াছিল। প্রলয়-অবসানে হয়গ্রীব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রসাতল হইতে ঐ সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলে এবং ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলে, তুমি তাঁহাকে ঐ সকল দান কর। তুমি সত্য-সঙ্কল্প; তোমাকে আমরা নমস্কার করি।" ১—৬। রাজন্! হরিবর্ষে ভগবান্, নৃসিংহরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান্ নৃসিংহমূর্ত্তি কেন ধারণ করিয়াছিলেন, উহা পরে বলিব। মহা-পুরুষদিগের গুণ-গ্রামের আবাস স্বরূপ পরম-ভাগবত প্রহ্লাদ, বর্ষলোকী প্রজাগণের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভক্তি-যোগ দ্বারা ভগবানের ঐ দয়িত-মূর্ত্তির পূজা করেন এবং বলেন,—"প্রভো! আপনি নৃসিংহ-রূপী ভগবান্; আপনাকে নমস্কার। আপনি তেজ সকলের তেজঃস্বরূপে প্রকাশিত। হে বজ্রনখ! হে বজ্রদংষ্ট্র! আমাদের কর্ম্মবাসনা দাহ করুন, অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করুন। আপনি আমাদিগকে অভয় দান করুন; আপনাকে নমস্কার করি। হে নাথ! বিশ্বের মঙ্গল হউক! খল ব্যক্তিরা অনুকূল হউক। প্রাণী সকল মনোমধ্যে পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা করুক এবং তাহাদের মন [illegible] ভজনা করুক। প্রভো! আমাদের যেন কোন বিষয়ে আসক্তি না হয়; যদি হয়, তবে যেন পুত্র দারা, বিত্ত, বন্ধু এবং বিষয়ে না হইয়া, ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণের সঙ্গেই হয়। কারণ, অসঙ্গ আত্মবান্ পুরুষ, [illegible] যেরূপ পরিতুষ্ট থাকেন, [illegible] ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সেবা দ্বারাও সেরূপ তুষ্ট হইতে পারেন না। [illegible] ব্যক্তিদিগের সহবাসে শ্রীহরির বিক্রম জানিতে পারা যায়। সেই বিক্রমের [illegible]। যে সকল পুরুষ [illegible] তাঁহাদের [illegible] প্রবেশ করিয়া মনোমল [illegible] করিয়া থাকেন। তীর্থাদিতে [illegible], কিন্তু তাহাতে [illegible] বিনষ্ট হয়,—[illegible] তেমনই রহিয়া যায়। ইহাতে কোন্ ব্যক্তি [illegible] শ্রবণ না

করিবেন? হরির প্রতি যাঁহার নিষ্কাম ভক্তি জন্মে, তাঁহার শরীরে দেবতারা সর্ব্বগুণের সহিত নিত্য বাস করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়াদিতে আসক্ত, তাহার শরীরে মহত্তের গুণ কি প্রকারে অবস্থিতি করিবে? ৭—১২। জল যেমন মীনগণের প্রাণ, সেইরূপ ভগবান্ প্রাণী-মাত্রেরই আত্মা। অতএব যে ব্যক্তি মহৎ বলিয়া বিখ্যাত, তিনি যদি হরিকে ত্যাগ করিয়া গৃহে আসক্ত হন; তাহা হইলে স্ত্রী-পুরুষদিগের মধ্যে যে মহত্ত্ব প্রচলিত আছে, তিনি কেবল সেই মহত্ত্বই ধারণ করেন,—জ্ঞানাদি দ্বারা যথার্থ মহত্ত্ব তাঁহাতে কিছুই থাকে না। অতএব হে অসুরগণ! গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নৃসিংহের পাদপদ্মই ভজনা কর। কেননা, গৃহ—তৃষ্ণা, রাগ, বিষাদ, মন্যু, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য, মনঃপীড়া ইত্যাদির নিদান এবং জন্ম-মরণাদির আলবাল। রাজন্! কেতুমাল বর্ষে ভগবান্, কামদেব স্বরূপে বাস করিতেছেন। লক্ষ্মী, সংবৎসর এবং তাঁহার কন্যা রাত্র্যভিমানি-দেবতা ও তাঁহার পুত্র দিবসাভিমানি-দেবগণের প্রিয় সাধন করিতে তাঁহার ইচ্ছা। সেই সমস্ত দিবসাভিমানী দেবগণের সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র; তাহারা ঐ বর্ষের পতি। মহাপুরুষের চক্রতেজ দ্বারা ঐ সকল কন্যার মন উদ্বিগ্ন হয়, তাহাতে তাহাদের গর্ভ নষ্ট হইয়া সংবৎসরান্তে পতিত হইয়া যায়। কামদেব, তথায় অতি মনোহর পদক্ষেপ দ্বারা ও সহাস্য দৃষ্টি-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক ভ্রূমণ্ডল ঈষৎ উন্নত করিতে করিতে বদন-কমলের শোভা দ্বারা রমাকে রমণ করাইয়া আপনার ইন্দ্রিয়বর্গকে পরিতৃপ্ত করেন। লক্ষ্মীদেবী সংবৎসর-মধ্যে রাত্রিতে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণে এবং দিবাভাগে দিবসাধিষ্ঠাতা দেবসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবানের সেই মায়াময় রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা এই বলিয়া তাঁহার স্তব করেন—'ভগবান্ হৃষীকেশকে নমস্কার করি। তাঁহার আত্মা, যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তু দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি ক্রিয়া, জ্ঞান এবং তাহার বিষয়-সমূহের অধিপতি। তাঁহার ষোড়শ অংশ। তিনি বেদময়, অন্নময়, অমৃতময় এবং সর্ব্বময়। তিনি সাহস, সামর্থ্য ও বল-সকলের কারণ। কান্ত ও কাম তাঁহার মূর্ত্তি। আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি আমাদের প্রতি উভয় লোকে প্রসন্ন হউন। ১৩—১৮। আপনি স্বয়ং ইন্দ্রিয়গণের পতি; যে কোন মহিলা আপনার আরাধনা করিয়া অন্য পতি প্রার্থনা করে, তাহাদের সেই স্বামিগণ তাহাদের প্রিয় পুত্র, ধন ও পরমায়ু রক্ষা করিতে পারে না; কারণ, তাহারা পরবশ। যে ব্যক্তি, স্বয়ং নির্ভয় এবং ভয়াতুর ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, তিনিই পতি। প্রভো! এইজন্য এক আপনি সকলের পতি। অন্য কোন ব্যক্তি পতি হইতে পারে না। আপনি আত্মলাভ অপেক্ষা অন্য কোন বস্তুকেই শ্রেষ্ঠ বোধ করেন না, অতএব আপনার সুখ কাহারও অধীন নহে। আপনি যদি পতি না হইতেন, তাহা হইলে অন্য হইতে আপনারও ভয়ের সম্ভাবনা হইত। যে স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের সেবামাত্র প্রার্থনা করে,—অন্য ফল যাহার অভিলষিত নহে; সে সর্ব্বকামই প্রাপ্ত হয়। আর যে কামিনী অন্য ফল প্রার্থনা করিয়া আপনার অর্চ্চনা করে, আপনি তাহাকে তাহার অভিলষিত ফলমাত্র প্রদান করেন। পরে ভোগ দ্বারা ঐ সকল বিনষ্ট হইলে, তাহাকে অনুতাপ করিতে হয়। হে অজিত! কখন কখন ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং অন্যান্য সুর ও অসুরগণ সুখাভিলাষী হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করেন। কিন্তু আমার চিত্ত আপনাতেই আসক্ত; অতএব যাঁহারা আপনার পাদপদ্মকেই পরম-ধন জ্ঞান করেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহই আমাকে প্রাপ্ত হন না। অচ্যুত! আপনার করকমল হইতে যাবতীয় অভীষ্ট-বর্ষণ হয়; এই কারণে [illegible] সর্ব্বদা উহার স্তব করিয়া থাকেন।

সেই করকমল আপনি ভক্তজনের মস্তকে কৃপা করিয়া স্থাপন করেন। অনুগ্রহ করিয়া আমার মস্তকেও সেই হস্তপদ্ম একবার সংস্থাপন করুন। আমার প্রতি আপনার আদর নাই—এমন বলিতে পারি না; কেননা, দেখিতেছি,—শ্রীবৎসচিহ্ন-রূপে বক্ষঃস্থলে আমাকে ধারণ করিতেছেন; কিন্তু আমাতে কেবল আদরমাত্র এবং ভক্তজনে আপনার মহা অনুগ্রহ,—ইহা অতি আশ্চর্য্য। অথবা আপনি ঈশ্বর, আপনার মায়ার কার্য্য বুঝিয়া উঠে, কাহার সাধ্য?" রাজন্! রম্যক-বর্ষের অধিপতি মনুকে ভগবানের যে প্রিয়তম মৎস্য-মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, মনু অদ্যাবধি ভক্তিপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তির পূজা করেন এবং বলিয়া থাকেন,—"দৈহিক ও মানসিক বলস্বরূপ সেই মৎস্যরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার করি। ১৯—২৫। হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে বিচরণ করেন, অথচ লোকপালেরাও আপনার স্বরূপ দর্শন করিতে পান না। কিন্তু আপনার বেদময় শব্দ অতি মহৎ। প্রভো! মানবেরা যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিতা বনিতাকে বশতাপন্ন করে, আপনি সেইরূপ ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা এই বিশ্বকে নিয়মিত করিতেছেন। হে ঈশ! ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, মাৎসর্য্যরূপ জ্বরে অভিভূত। তাঁহারা যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, একে একে অথবা সকলে একত্রে যত্ন করিলেও দ্বিপদ, চতুষ্পদ বা স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান কোন বস্তুই পালন করিতে পারেন না, আপনি সেই প্রাণরূপী; আপনি অখিলের পালক, পরম ঈশ্বর। প্রভো! এই পৃথিবী,—ওষধি ও লতা সকলের আশ্রয়; এই কারণ আপনি, প্রলয়কালে প্রবল তরঙ্গ-মালায় নিমগ্না এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া, রক্ষার্থ অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি ভুবনস্থ প্রাণিগণের নিয়ন্তা; আপনাকে নমস্কার করি।" রাজন্! হিরণ্ময়বর্ষে ভগবান্ হরি, কূর্ম্ম-শরীর ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা, বর্ষবাসী প্রজাগণের সহিত নিরন্তর তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন এবং এই মন্ত্র পাঠ করিতেছেন,—"আমরা ভগবান্ কূর্ম্মদেবকে নমস্কার করি। প্রভো! সমস্ত সত্ত্বগুণ আপনার বিশেষণ। আপনার স্থান কেহ নিরূপণ করিতে পারে না; আপনাকে নমস্কার। হে দেব! কাল দ্বারা আপনার অবচ্ছেদ হয় না। আপনি সর্ব্বব্যাপী ও সকলের আধার আপনাকে নমস্কার। ২৬—৩০। হে ভগবন্! আপনার এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পৃথিবী প্রভৃতি নানাবিধ রূপ প্রকাশ পাইতেছে, এ সকলই মিথ্যা; সেই কারণ, ইহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না। আপনি কত শত রূপ ধারণ করেন, তাহার নির্ণয় হয় না; আপনাকে নমস্কার করি। হে দেব! জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, ইন্দ্রিয়, স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ এবং নক্ষত্র,—এ সকল আপনারই নাম। আপনার বিশেষ বিশেষ নাম, রূপ ও আকৃতির সংখ্যা করা যায় না; তথাপি কপিলাদি ঋষিগণ আপনার সংখ্যা কল্পনা করিয়াছেন। সেই সংখ্যা যে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দূরীভূত হয়, আপনি সেই পরমার্থ জ্ঞান; আপনাকে নমস্কার।" রাজন্! উত্তর-কুরুবর্ষে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ, বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই পৃথ্বীদেবী, কুরুগণের সহিত দৃঢ়ভক্তি-সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করেন এবং এই শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্ পাঠ করেন,—"আমরা ভগবান্‌কে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি মন্ত্র দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যজ্ঞ এবং ক্রতু ইত্যাদি সকলই আপনার অঙ্গ। অতএব মহাযজ্ঞ সকল আপনারই অবয়ব। আপনি মহাপুরুষ; আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা এবং যুগত্রয়ের স্বরূপ;

আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! যেমন কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি অপ্রকাশ থাকে, আপনার স্বরূপ সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে রহিয়াছে। নিপুণ পণ্ডিতগণ, বিবেক-সাধন মন এবং কর্ম্ম ও কল দ্বারা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া সতত অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অন্বেষণ করিয়া আপনাকে দেখিতেও পান। আপনাকে নমস্কার। বিষয়, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, দেবতা, দেহ, কাল এবং অহঙ্কার প্রভৃতি মায়ার কার্য্য দ্বারা যে আত্মা বস্তু-স্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, আপনি সেই আত্মা। চিত্ত-সংযমাদি সমাধি দ্বারা যে সকল ব্যক্তি, আপনাকে নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আর আপনার আকৃতি দর্শন করেন না। আপনাকে নমস্কার করি। যেমন অয়স্কান্ত মণি দ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমণ করে, সেইরূপ আপনারই বশবর্ত্তী হইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংস করে। আপনাকে নমস্কার। যিনি জগতের কারণ-স্বরূপ বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে দন্তাগ্রে ধারণ করিয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, রসাতলাবধি প্রলয়-পয়োধি হইতে নির্গত হইয়াছিলেন এবং তাহার পর প্রতিদ্বন্দ্বী গজতুল্য হিরণ্যাক্ষ-দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বিরাজ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি প্রণাম করি।" ৩১—৩৯।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—হে মহারাজ! ভগবান্ আদি-পুরুষ লক্ষ্মণাগ্রজ সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-সন্নিকটে বসিয়া, আবিষ্টচিত্ত হইয়া পরম ভাগবত হনুমান্ অবিচলিত ভক্তি-যোগ প্রকাশ-পুরঃসর কিংপুরুষ-বর্ষবাসীদিগের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। গন্ধর্ব্বগণ, রামচন্দ্রের যে পরম কল্যাণকর চরিত্র গান করেন, আর্ষ্টিষেণের সহিত হনুমান্ তাহা শ্রবণ ও স্বয়ং গান করিতেছেন। সেই স্তুতিগান এই,—"সেই ভগবান্ উত্তমঃশ্লোককে নমস্কার করি। যাবতীয় শ্রেষ্ঠতর চিহ্ন, শীল এবং ব্রত তাঁহাতে নিত্য বিরাজমান।" তাঁহার চিত্ত সদাই সংযত। সকল লোকের বিষয় তাঁহার জ্ঞাত আছে। তিনি নিকষ-প্রস্তরবৎ সাধুত্ব-প্রসিদ্ধির নির্দ্ধারণ-স্থান। তিনি ব্রহ্মণ্যদেব, মহাপুরুষ এবং মহারাজ; তাঁহাকে নমস্কার করি। আমরা, সেই পরমাত্ম-স্বরূপ রামচন্দ্রের শ্রীচরণে শরণ লই। বেদান্ত-বাক্যে যাহা এক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি সেই পদার্থ। বিশুদ্ধ-অনুভব তাঁহার স্বরূপ; তিনি শান্ত; স্বরূপের প্রকাশ হওয়াতে গুণ সকলের জাগ্রদাদি বিবিধ অবস্থা তাঁহাতে বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি দৃশ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্—এ নিমিত্ত স্বরূপ, নাম ও রূপ-বর্জ্জিত, নিরহঙ্কার;—কেবল শুদ্ধ-চিত্ত দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপে উপলভ্য হইতে পারেন। রাক্ষসাধিপতি দুরন্ত রাবণ বরপ্রভাবে মনুষ্য ভিন্ন আর সকলের অবধ্য হইয়াছিল, তাহাকে বধ করিবার নিমিত্তই ভগবান্, রাজা-দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। তিনি যে, কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই মানুষরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন,—এমন নহে। স্ত্রী-সঙ্গাদি দ্বারা দুঃখ দুর্নিবার;—ইহাও মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার এক উদ্দেশ্য ছিল। তাহা না হইলে যিনি জগতের আত্মা ও ঈশ্বর এবং যিনি আপনার স্বরূপেই আনন্দ-সম্ভোগ করেন,—তাঁহার আবার সীতা-বিরহ-জন্য দুঃখাদি কেন? তিনি ত্রিলোকীর মধ্যে কিছুতেই আসক্ত নহেন; তিনি আত্ম-জ্ঞানীদিগের পরম মিত্র, সুতরাং স্ত্রীর জন্য তিনি কখন দুঃখ পাইতে পারেন না। আর লক্ষ্মণকে যে বশিষ্ঠের বাক্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাও সঙ্গত হইতে পারে না। ১—৬। কি মহৎকুলে জন্ম, কি সৌন্দর্য্য, কি বাক্য, অথবা বুদ্ধি কিংবা জাতি,—ভক্তিহীন হইলে কিছুই তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না। দেখ, আমরা বনচর বানর; আমাদের উহার কোনটীই নাই। তথাপি সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ রামচন্দ্র কেবল ভক্তির বশতাপন্ন হইয়াই আমাদিগের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। অতএব সুর, অসুর অথবা নর কিংবা বানর,—যে কোন ব্যক্তি হউক, সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য; অত্যল্প ভজনা করিলেও তিনি তাহা যথেষ্ট মনে করেন। তাঁহার উপাসনার মহিমা কি বলিব! তিনি অযোধ্যাবাসী সকল প্রজাকেই স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন।" ভারতবর্ষে ভগবান্ নর-নারায়ণ, আত্মজ্ঞানীদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রবৃদ্ধ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, জিতেন্দ্রিয়তা ও নিরহঙ্কারতা-সহযোগে আত্মোপলব্ধি-নিদান দুষ্কর তপস্যা করেন। সে যাহা হউক, যে পঞ্চরাত্রে ভগবানের প্রভাব বর্ণিত আছে, দেবর্ষি নারদ, ভগবৎপ্রোক্ত সংখ্যাযোগের সহিত সেই পঞ্চরাত্র সাবর্ণি মনুকে উপদেশ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় নানা বর্ণ ও নানাশ্রমাবলম্বী প্রজাদিগের সহিত পরম-ভক্তি-ভাবে ভগবানের ভজনা করেন এবং এই মন্ত্রপাঠ করেন,—"আমরা, ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নর-নারায়ণকে প্রণাম করি। তিনি জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার ও অকিঞ্চন। তিনি নির্দ্ধনের পরম ধন, পরমহংস-গণের পরম গুরু এবং আত্মারাম সাধু-সমূহের অধিপতি; তাঁহাকে নমস্কার। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা হইয়াও 'আমি কর্ত্তা' বলিয়া অভিমান করেন না; যিনি দেহস্থিত হইয়াও দেহধর্ম্ম ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা কাতর হন না; দ্রষ্টা হইলেও যাঁহার দৃষ্টি, দৃশ্য বিষয় দ্বারা দূষিত হয় না,—সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি। তিনি নির্লিপ্ত;—সকল হইতে বিভিন্ন, অথচ সর্ব্বদর্শী। ৭—১২। হে যোগেশ্বর! যোগী-পুরুষ, জন্মাবধি ভক্তিযোগ দ্বারা অন্তকালে অহংবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাতে যে মনঃসংযোগ করেন, তাহাই তাঁহার যোগকৌশল; ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ তাহাকেই 'পুরুষযোগ' কহিয়াছেন। পরন্তু ঐহিক ও পারত্রিক সুখে লুব্ধ-ব্যক্তি যেমন স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদির চিন্তা করিয়া মৃত্যু হইতে ভয় পায়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি বিদ্বান্ হইয়াও মৃত্যুভীত হন, তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাসাদি—বৃথাশ্রম মাত্র। অতএব হে অধোক্ষজ! আপনার মায়া দ্বারা আমাদের দেহে 'আমি, আমার' এই যে মমতা আরোপিত আছে, তাহা সহজে পরিত্যাগ করা যায় না; আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেইরূপ যোগ শিক্ষা প্রদান করুন, যাহা দ্বারা আমি ঐ মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই।" হে রাজন্! ভারতবর্ষে বহু নদী ও পর্ব্বত আছে;—মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্ল, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি এবং অন্যান্য শত সহস্র পর্ব্বত আছে। ঐ সকল শৈলের নিম্নপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন অসংখ্য নদ-নদী আছে। তন্মধ্যে চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণী, পয়স্বিনী, শর্করাবর্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্বা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, চর্ম্মণ্বতী, অন্ধ নদ (ব্রহ্মপুত্র), শোণ নদ, মহানদী, বেদস্মৃতি, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযূ, ওঘবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী এবং বিশ্বা,—এই গুলি মহানদী। এই সকল মহানদীর নামোচ্চারণ করিলেই পবিত্র হওয়া

যায়। পরন্তু ভারতীয় প্রজাগণ, এই সমস্ত নদী-জলে অবগাহন করিয়া থাকেন। পুরুষগণ এই বর্ষে জন্মলাভ করিয়া স্ব স্ব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম দ্বারা আপনাদের দিব্য, মানুষী ও নারকী গতি নির্ম্মাণ করে; কেননা, লোকের কর্ম্মানুসারে সর্ব্বপ্রকার গতিই হইয়া থাকে। যে বর্ণের যেরূপ মোক্ষ-প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে নরমাত্রের মুক্তিও এই বর্ষেই হইয়া থাকে। ১৩—১৮। যখন বিষ্ণুভক্ত মহাত্মাদিগের সহিত প্রকৃষ্টরূপ মিলন হয়, তখন পরমাত্ম-স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে যে প্রয়োজনশূন্য ভক্তি জন্মে, তাহাই মোক্ষ-স্বরূপ; ইহা দ্বারা নানা গতির কারণী-ভূত অবিদ্যা-গ্রন্থির ছেদন হইয়া থাকে। অতএব ভারত-বর্ষে মনুষ্যজন্ম, সর্ব্বপুরুষার্থের সাধন বলিয়া দেবতারাও এইরূপে গান করিয়া থাকেন,—"অহো! এই সকল মানব কি পুণ্যই করিয়াছে যে, স্বয়ং ভগবান্ হরি, সাধন ব্যতিরেকেও ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; এই সকল ব্যক্তি ভারতভূমির মধ্যে মানবকুলে মুকুন্দ-সেবার উপযোগী জন্ম লাভ করিয়াছে, আমরা সেই জন্মার্থ কেবল প্রার্থনাই করিতেছি! হায়! আমাদের দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি দ্বারা এই যে তুচ্ছ স্বর্গ-লাভ হইয়াছে, ইহাতে কোন ফলই নাই। এখানে ভগবান্ নারায়ণের পাদপদ্মের স্মরণ হয় না,—বরং আত্যন্তিক ইন্দ্রিয়সেবায় স্মৃতি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আমাদের কল্পান্ত পর্য্যন্ত পরমায়ু হইয়া এই যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব আমাদের এ স্থান জন্ম অপেক্ষা মানবগণ অল্পায়ু হইয়া যে ভারতভূমি জন্ম করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ; কারণ, সেই সকল ব্যক্তি, মানবদেহ দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই স্ব স্ব কৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারা ভগবান্ হরির অভয়পদ সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হইতে পারে। যে স্থানে অমৃতময়ী হরিকথা-রূপিণী নদী নাই, নৃত্যাদি-মহোৎসব-সম্বলিত যজ্ঞেশ্বরের পূজা নাই,—সেস্থান ব্রহ্মলোক হইলেও তথায় বাস করিতে নাই। ১৯—২৪। কিন্তু যে সকল প্রাণী এই ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও জ্ঞান, ক্রিয়া ও মুক্তির নিমিত্ত যত্ন না করে, তাহারা লুব্ধক-ধৃত পক্ষীর ন্যায় একবার কোনরূপে মুক্ত হইয়াও অনবধানতা-দোষে আবার বদ্ধ হয়। অহো! ভারত-বাসীর কি সৌভাগ্য! ইহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিধি এবং মন্ত্র দ্বারা যে পুরোডাশাদি হোম করে,—এক ভগবান্ হরি, ইন্দ্রাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারা আহূত হইয়া মহানন্দে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরন্তু প্রার্থনা করিলে হরি অভীষ্টই দান করেন,—পরমার্থ প্রদান করেন না। কারণ, অভীষ্টলাভের পরেও অর্থীকে প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। যদিও ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া, সকাম ব্যক্তিদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করেন, তথাচ তাহাদিগকে পরমার্থ দেন না; কারণ, ঐ প্রকার প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় তাহাদিগকে অর্থী হইতে হয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া তাঁহাকে ভজনা করে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাভিলাষ-পরিপূরক নিজ-পাদপল্লব স্বয়ংই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব আমরা যে যাগ-যজ্ঞ করিয়া এই স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি, যদি তাহার কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে আমাদের জন্ম হউক; তাহা হইলে 'ভগবান্ হরিই সেব্য' ইহা স্মরণ থাকিবে। যাঁহারা হরিকে ভজনা করেন, ভক্তবৎসল হরি তাঁহাদিগের মঙ্গল করেন।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! কোন কোন পণ্ডিত বলেন, 'জম্বুদ্বীপের আটটী উপদ্বীপ আছে। সগর রাজার পুত্রগণ যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণ-কালে এই পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ খনন করিয়া ঐ সকল রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত দ্বীপের নাম,—স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল ও লঙ্কা।' হে ভারতশ্রেষ্ঠ! জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ সম্বন্ধে আমি যেরূপ উপদেশ পাইয়াছিলাম, তাহাই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ২৫—৩১।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

লোকালোক-পর্ব্বতের স্থিতি-বর্ণন।

ঋষিবর শুকদেব কহিলেন,—অতঃপর প্লক্ষাদি ছয় দ্বীপের প্রমাণ ও আকার দ্বারা বর্ষ সকলের বহির্ভাগ বর্ণন করি। সুমেরু যেমন জম্বুনামক দ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত, জম্বুদ্বীপও সেইরূপ লক্ষযোজন-বিস্তীর্ণ লবণ-সাগরে পরিবেষ্টিত আছে। প্লক্ষদ্বীপ, জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। যেন বহির্ভাগস্থ উপবন দ্বারা পরিখা পরিবেষ্টিতা থাকে, প্লক্ষদ্বীপ দ্বারা লবণ-সমুদ্রও সেইরূপ পরিবেষ্টিত আছে। তথায় একটী প্রকাণ্ড প্লক্ষবৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে; তাহার উচ্চতা, জম্বুবৃক্ষের উচ্চতা-তুল্য। ঐ প্লক্ষবৃক্ষ হইতেই উক্ত দ্বীপের 'প্লক্ষদ্বীপ' নাম হইয়াছে, ঐ বৃক্ষ সুবর্ণময়। উহাতে সপ্তজিহ্ব অগ্নি অবস্থিতি করিতেছেন। প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্ব এ দ্বীপের অধিপতি। তিনি উহাকে সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বর্ষ স্বীয় এক এক পুত্রকে অর্পণ করিয়া, স্বয়ং সমাধিযোগ অব-লম্বনপূর্ব্বক উপরত হন। তাঁহার সাত পুত্রের নামেই সেই সাত বর্ষের নাম হইয়াছে। ইধ্মজিহ্ব কর্ত্তৃক বিভক্ত সপ্তবর্ষের নাম,—শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়। ঐ সপ্তবর্ষে যদিও সহস্র সহস্র পর্ব্বত ও নদী আছে, তথাচ সাতটী নদী ও সাতটী পর্ব্বতই বিশেষ বিখ্যাত। তত্রস্থ সেই মর্য্যাদা-পর্ব্বতের নাম,—মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব এবং মেঘমাল। বিখ্যাত সাতটী নদীর নাম,—অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা এবং সত্যম্ভরা। এই সকলই মহানদী। ইহাদের জলস্পর্শে ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ-স্থানীয় হংস, পতঙ্গ, ঊর্দ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ নামে চারিবর্ণ,—রজস্তমোরহিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা সহস্র বৎসর পরমায়ু-বিশিষ্ট। তাঁহাদের দর্শন ও অপত্যোৎপাদন দেবতুল্য; অতএব তাঁহারা বেদবিদ্যা দ্বারা আত্ম-স্বরূপ ভগবান্ ত্রিবেদময় সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। উপাসনা মন্ত্র যথা;—"বিষ্ণুর মূর্ত্তিস্বরূপ সেই সূর্য্যদেবের শরণাপন্ন হইলাম; তিনি অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্ম, প্রতীয়মান ধর্ম্ম, বেদ এবং শুভাশুভ-ফলের অধিষ্ঠাতা।" প্লক্ষপ্রভৃতি পাঁচ দ্বীপে পুরুষদের আয়ু, ইন্দ্রিয়, সামর্থ্য, সাহস, বল, বিক্রম, বুদ্ধি এবং স্বাভাবিকী সিদ্ধি অবিশেষে সক-লেরই আছে। ১—৬। সে যাহা হউক, প্লক্ষদ্বীপ, যেমন সমান-পরিমাণ ইক্ষুরসোদ-সাগরে পরিবেষ্টিত, শাল্মলদ্বীপ সেইরূপ তৎ-সমান-পরিমাণ সুরাজল-সমুদ্রে বেষ্টিত আছে। এই শাল্মলদ্বীপ প্লক্ষদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিশাল। যেখানে প্লক্ষবৃক্ষের তুল্য বিস্তীর্ণ ও বিশাল শাল্মলী তরু আছে, লোকে যাহাকে ছন্দঃস্তোত্র গরুড়ের আবাস বলিয়া থাকে, সেই দ্বীপই শাল্মলদ্বীপ; শাল্মলীবৃক্ষ হইতে উহার নাম 'শাল্মল' হইয়াছে। ঐ দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতাত্মজ যজ্ঞবাহু। তিনি ঐ দ্বীপকে আপনার সাত পুত্রের মধ্যে তাহাদের নামানুসারে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া দেন। সেই সপ্তবর্ষের নাম,—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্ষ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন ও অভি-জ্ঞাত। ঐ সপ্তবর্ষেও সাতটী মর্য্যাদা-পর্ব্বত ও সাতটী নদী প্রসিদ্ধ। সাত পর্ব্বতের নাম,—স্বরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি। সাত নদীর নাম,—অনুমতী, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা এবং রাকা। ঐ সকল বর্ষবাসী পুরুষগণ,—শ্রুতধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর এবং ইষুন্ধর নামক চতুর্ব্বর্ণে

বিভক্ত। তাঁহারা বেদময় আত্মস্বরূপ ভগবান্ সোমকে বেদ-বিধান-ক্রমে সদা উপাসনা করিয়া থাকেন। আরও তাঁহারা এই বলিয়া স্তব করেন,—"ভগবান্ সোম স্বীয় রশ্মি দ্বারা কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে যথাক্রমে পিতৃ ও দেবগণের অন্ন বিভাগ করত আমাদের সকল প্রজার রাজা হউন।" ৭—১২। সুরোদ-সমুদ্রের বহির্ভাগে কুশদ্বীপ। তাহা পূর্ব্বোক্ত প্লক্ষদ্বীপ অপেক্ষা পরিমাণে দ্বিগুণ। উল্লিখিত দ্বীপের ন্যায় ইহা সমান-পরিমাণ ঘৃত-জলধিতে বেষ্টিত আছে। ঐ দ্বীপে দেবকৃত একটী কুশস্তম্ব আছে; তাই উহার নাম 'কুশদ্বীপ' হইয়াছে। সেই কুশস্তম্ব দ্বিতীয়-অগ্নি-তুল্য,—কোমল শিখার দীপ্তি দ্বারা দিক্ সকলকে উদ্দীপিত করিতেছে। কুশদ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রতপুত্র হিরণ্যরেতা। তিনি ঐ দ্বীপকে স্বীয় সাত পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া শেষে আপনি তপস্যায় রত হন। তাঁহার সাত পুত্রের নাম,—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম ও দেবনাম। এই সাতজনের সাত বর্ষে সাত গিরি এবং সাতটী প্রসিদ্ধ নদী আছে। সেই সপ্ত পর্ব্বতের নাম,—বভ্রু, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্দ্ধরোমা এবং দ্রবিণ। সাতটী নদীর নাম,—রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা এবং মন্ত্রমালা। এই সকল নদীর জল-সেবন দ্বারা কুশদ্বীপ-নিবাসী লোকগণ,—কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক প্রভৃতি নামধারী হইয়া, কর্ম্মকৌশল দ্বারা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই কথা উচ্চারণ করেন,—"হে জাতবেদঃ! তুমি পর-ব্রহ্মের সাক্ষাৎ হব্য বহন কর। অতএব দেবতাদের যজ্ঞ দ্বারা পরম-পুরুষ ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া, তাঁহার অঙ্গ সকলের নাম দ্বারা দত্ত হব্য সেই সেই অঙ্গে সমর্পণ করিয়া থাক।" উপরি-লিখিত কুশদ্বীপের বহির্ভাগে ক্রৌঞ্চ দ্বীপ। এই দ্বীপ কুশদ্বীপ অপেক্ষা পরিমাণে দ্বিগুণ। কুশদ্বীপ যেমন ঘৃতোদ-সাগরে পরিবেষ্টিত, এই দ্বীপ সেইরূপ ক্ষীর-সমুদ্রে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে একটী বৃহৎ পর্ব্বত আছে। এইজন্যই এই দ্বীপ ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ১৩—১৮। হে রাজর্ষে! যদিও কার্ত্তিকেয়ের আয়ুধে ঐ পর্ব্বতের নিতম্বদেশ এবং নিকুঞ্জ সকল উন্মথিত হইয়াছিল, তথাপি উক্ত পর্ব্বত, চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষীরোদ-সাগরের জলে অভিষিচ্যমান এবং বরুণকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে নির্ভয় হইয়া রহিয়াছে। এই ক্রৌঞ্চদ্বীপেও প্রিয়ব্রতাত্মজ ঘৃতপৃষ্ঠ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি ঐ দ্বীপকে স্বীয় সপ্তপুত্রের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া সেই সকল বর্ষে সেই সাত পুত্রকে রাজা করেন। পরে আপনি জ্ঞানী হইয়া জগন্ময় হরির চরণার-বিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘৃতপৃষ্ঠের, সাত পুত্রের নাম,—আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ ও বনস্পতি। ঐ সপ্তবর্ষের মধ্যে সাতটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে এবং তত্রত্য সপ্ত মহানদী প্রসিদ্ধ। সেই সাত পর্ব্বতের নাম,—শুক্ল, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন এবং সর্ব্বতোভদ্র। সপ্ত মহানদীর নাম,—অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্য্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্র-বতী এবং শুক্লা। এই সকল নদীর জল পবিত্র ও নির্ম্মল। তত্রত্য জনগণ ঐ জল পান করেন এবং জলপূর্ণ অঞ্জলি দ্বারা জলময় ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই বর্ষবাসী মনুষ্যগণ,—পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ এবং দেবক—এই চারিবর্ণে বিভক্ত। তাঁহারা এই বলিয়া স্তব করেন,—"হে জল সকল! তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছ, অতএব ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্গলোক-রূপ এই ত্রিলোক পবিত্র করিতেছ। আমরা তোমা-দিগকে স্পর্শ করিতেছি; তোমরা আমাদের শরীর পবিত্র কর। তোমরা স্ব স্ব রূপ দ্বারাই পাপনাশক;—অনায়াসে আমাদিগকে পবিত্র করিতে পারিবে। এই দ্বীপের পর শাকদ্বীপ। ইহার বিস্তার বত্রিশ লক্ষ যোজন। আপনার সমান-পরিমাণ দধি-সমুদ্র দ্বারা ইহা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। ঐ দ্বীপে শাক নামে একটী বিশাল তরু আছে। সেই বৃক্ষ হইতেই ঐ দ্বীপের নাম শাকদ্বীপ হইয়াছে। ঐ বৃক্ষের গন্ধ অতিশয় সুরভি। সুগন্ধে দ্বীপ অতীব সুবাসিত হইয়া থাকে। ১৯—২৪। ঐ দ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রতাত্মজ মেধাতিথি। তিনি ঐ দ্বীপকে স্বীয় সাত পুত্রের নামে যথাক্রমে পুরোজব, মনোজব, বেপমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ এবং বিশ্বাধার—এই সাতবর্ষ বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে এক একটী বর্ষের রাজা করেন। পরে তিনি ভগবান্ অনন্তে মনোনিবেশপূর্ব্বক তপস্যার্থ তপোবনে প্রবিষ্ট হন। সপ্তবর্ষে সাতটী সীমা-পর্ব্বত এবং সাতটী প্রসিদ্ধ নদী আছে। সেই সকল পর্ব্বতের নাম,—ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর, সহস্রস্রোতা, দেবপাল এবং মহানস। প্রসিদ্ধ সাতটী নদীর নাম,—অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রশ্রুতি এবং নিজধৃতি। উক্ত বর্ষবাসী মনুষ্যগণ,—ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত ও অনুব্রত,—এই চারিবর্ণে বিভক্ত। ইঁহারা প্রাণায়াম দ্বারা রজস্তম বিনষ্ট করিয়া, পরম সমাধি-যোগে বায়ুরূপী ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা এই কথা সদা উচ্চারণ করেন,—"যিনি প্রাণাদি বৃত্তি দ্বারা ভূত-নিবহের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতি-পালন করিতেছেন, যিনি সকলের অন্তর্যামী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অখিল জগৎ যাঁহার অন্তরে বর্ত্তমান,—তিনিই আমাদিগকে রক্ষা করুন।" এই প্রকারে দধি-সমুদ্রের পরে পুষ্করদ্বীপ। এই দ্বীপের পরিমাণ শাকদ্বীপের পরিমাণের দ্বিগুণ। ইহা চতুর্দ্দিকে সম-পরিমাণ স্বাদু-জল-সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এইদ্বীপে একটী বৃহৎ পুষ্কর (পদ্ম) আছে; তাহাতে অগ্নি-শিখার ন্যায় লক্ষসংখ্যক নির্ম্মল কনকময় কমলপত্র সর্ব্বদা দীপ্তি পাইয়া থাকে। সেই কমলে ভগবান্ কমলাসনের উপবেশন-স্থান কল্পিত হইয়াছে। ঐ দ্বীপে মানসোত্তর নামে একটী পর্ব্বত আছে। তাহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম বর্ষের সীমা-গিরিস্বরূপ; তাহার বিস্তার ও উচ্চতা অযুত যোজন। এই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের চারিটী পুরী আছে। সেই সকল পুরীর উপরিভাগে সূর্য্যরথ-চক্র, দেবতাদের অহোরাত্র অর্থাৎ উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন—এই দুই অয়ন-পরিমিতকালে ভ্রমণ করিতেছে। ২৫—৩০। ঐ দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতপুত্র বীতি-হোত্র। তাঁহার রমণক ও ধাতক নামে দুই পুত্র। বীতিহোত্র রাজা ঐ দ্বীপকে দুই বর্ষে বিভাগ করিয়া আপনার ঐ দুই সন্তানকে বর্ষপতি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং স্বয়ং ভগবদারাধনায় নিবিষ্ট হইয়াছেন। উক্ত বর্ষদ্বয়ের অধিবাসি-পুরুষগণ, ব্রহ্ম-সালোক্যাদি-সাধন দ্বারা কমলাসন-মূর্ত্তি ভগবানের আরাধনা করেন এবং এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন,—"যিনি সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্ম-ফলের চিহ্নস্বরূপ, যাঁহা হইতে ব্রহ্ম প্রকাশ পান, এক পরমেশ্বরেই যাঁহার নিষ্ঠা, যিনি অদ্বিতীয়, লোকে ভক্তিযোগে যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে,—আমরাও সেই ভগবান্কে নমস্কার করি।" উক্ত শুদ্ধ-জল-সাগরের পরে সূর্য্যাদির আলোক-বিশিষ্ট এবং আলোক-বিহীন দেশ; এই দুই দেশের বিভাগার্থ ঐ দুইয়ের মধ্যস্থলে লোকালোক পর্ব্বত স্থাপিত হইয়াছে। মানসোত্তর ও সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যস্থলে যতটুকু পরিমিত ভূমি, স্বাদুজল-সাগরের পরেও সেই পরিমিত ভূমি আছে; তথায় বহু বহু প্রাণী বসতি করিতেছে। সেই ভূমি কাঞ্চনময়ী; তাহা দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল; তাহাতে কোন দ্রব্য রাখিলে পুনশ্চ কোনরূপে প্রত্যুপলব্ধি হয় না, এইজন্য ঐ ভূমি দেবতা-ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রাণিগণকর্ত্তৃক বর্জ্জিত। ৩১—৩৫। উক্ত বর্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের নাম লোকালোক। ঐ পর্ব্বত মধ্যস্থলে থাকিয়া লোক অর্থাৎ সূর্য্যাদির আলোক-বিশিষ্ট দেশ

এবং অলোক অর্থাৎ আলোক-বিহীন দেশ—এই দুইকে পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবস্থাপিত করিতেছে, এই কারণে তাহার নাম লোকালোক হইয়াছে। পরমেশ্বর ঐ পর্ব্বতকে ত্রৈলোক্যের প্রান্তভাগে সীমারূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। ঐ গিরি, প্রতিবন্ধক স্বরূপ হওয়াতেই সূর্য্যাদি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত জ্যোতির্গণের কিরণ, নিম্নস্থ ত্রিলোকীকে চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিয়াও কদাচ তাহার পরে গমন করিতে সমর্থ হয় না। সে যাহা হউক, ঐ পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ এবং অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ফলতঃ ধ্রুবলোক অপেক্ষাও উচ্চ হওয়াতে তাহা ত্রিভুবনের সীমা-স্বরূপ হইয়াছে। এই প্রকারে পণ্ডিতেরা মান এবং আকার দ্বারা এই সকল লোক-রচনা বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে লোকালোক পর্ব্বতের বর্ণন করিয়াছি, তাহা পঞ্চাশৎ কোটি পরিমিত। ঐ অচলের উপরি ভাগে চতুর্দ্দিকে গজপতি সকল জগদ্গুরু ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত রহিয়াছে। ঐ চারিটী দিগ্গজের নাম,—ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন ও অপরাজিত, ইহাদের হইতে সকল লোকের স্থিতি হইতেছে। যে ভগবান্ মহাপুরুষ, মহাবিভূতির পতি এবং প্রাণী সকলের অন্তর্য্যামী, তিনি ঐ সকল দিক্-হস্তীর এবং আপনার বিভূতিস্বরূপ মহেন্দ্রাদি লোকপালের বিবিধ বীর্য্যবর্দ্ধন এবং সকল লোকের মঙ্গল নিমিত্ত ঐ গিরিবরে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তথায় নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকেন না; যে বিশুদ্ধ-সত্ত্বে জ্ঞান, বৈরাগ্য, অষ্টৈশ্বর্য্য ও অষ্ট মহাসিদ্ধি উপলক্ষিত আছে, তাহা তিনি প্রকাশ করেন। তাঁহার চারিদিকে বিষ্বক্সেনাদি প্রধান প্রধান পার্ষদগণ বেষ্টন করিয়া থাকেন। ৩৬—৪০। এই সকল বিবিধ লোক-যাত্রা, ভগবানের আত্মমায়া দ্বারা বিরচিত হইয়াছে। এ সকলের রক্ষার্থ ভগবান্ লীলা দ্বারা ঐ প্রকার বেশ স্বীকার করেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে লোকালোক নামে পর্ব্বতের প্রসঙ্গ করিয়া অলোক-বর্ষকে যে মধ্যভাগে বিস্তৃত বলিয়াছি, তাহাতেই তাহার পরিমাণ বুঝিয়া লও। যেহেতু, ঐ বর্ষ, লোকালোকাচলের বহির্ভাগে স্থিত; অতএব তাহার পরিমাণ, সুমেরুর একপার্শ্বে সার্দ্ধ দ্বাদশ কোটি যোজন। ঋষিগণ বর্ণন করেন যে, ঐ অলোক-বর্ষের পর যোগেশ্বরদিগের গন্তব্য স্থান। দ্বিজপুত্রের আনয়ন-সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থান অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। ঐ স্থান অতিশয় পবিত্র। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে সূর্য্য আছেন; স্বর্গ ও ভূমির যে অন্তর, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থান। সূর্য্য এবং অণ্ডগোলক—এই দুয়ের মধ্যস্থানের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন। সূর্য্যের নাম মার্ত্তণ্ড হইবার কারণ এই;—মৃত অর্থাৎ অচেতন অণ্ডে তিনি বৈরাজরূপে প্রবিষ্ট হন। আর তিনি হিরণ্ময় অণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হন; এই কারণে হিরণ্যগর্ভ এই শব্দও তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হে রাজন্! সূর্য্য দ্বারাই দিক্, আকাশ, পৃথিবী এবং অন্যান্য বিভাগ বিভক্ত হয়। ভোগ-স্থান ও মোক্ষ-স্থান, নরক এবং অতলাদি সর্ব্বপ্রকার লোক,—এ সকলকেও পৃথক্ করিয়া বিভাগ করিতেছেন। অতএব সূর্য্যের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যই,—দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, লতা ও বীরুৎ-সমূহের আত্মা এবং নেত্রাধিষ্ঠাতা। ৪১—৪৬।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

রাশিসঞ্চার ও তদ্দ্বারা লোকযাত্রা-নিরূপণ।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ভূমণ্ডলের সংস্থান, বিস্তারে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন এবং উচ্চতায় পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন; তোমার নিকটে প্রমাণ এবং লক্ষণ দেখাইয়া ইহা বর্ণন করিলাম। স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণজ্ঞ-পণ্ডিতেরা এই ভূমণ্ডলের পরিমাণ দ্বারাই স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন চণকাদি দ্বিদলের মধ্যে এক দলের যে পরিমাণ হয়, অন্য দলেরও সেইরূপ পরিমাণ হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূমণ্ডল ও স্বর্গমণ্ডল—দুইটী সম-পরিমাণে বিভক্ত। ঐ দুইয়ের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা তদুভয় দ্বারা উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন। সেই আকাশের মধ্যস্থলে থাকিয়া ভগবান্ সূর্য্য, ত্রিলোকীতে তাপ দিয়া থাকেন এবং আপনার কিরণ দ্বারা ত্রিভুবন উদ্দীপিত করেন। সূর্য্যই আপনার উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুব-সংজ্ঞক মন্দ, শীঘ্র ও সমান-গতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ, অবরোহণ এবং সমানস্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া মকরাদি রাশিতে অহোরাত্র-সকলকে দীর্ঘ, হ্রস্ব ও সমান করিয়া থাকেন; অর্থাৎ সূর্য্য যখন মেষ ও তুলা রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্র সকল বৈষম্য ভাব প্রযুক্ত প্রায় সমান হইয়া থাকে; যখন বৃষাদি পঞ্চরাশিতে পরিভ্রমণ করেন, তখন দিবস সকল বর্দ্ধিত হয় এবং মাসে মাসে এক এক ঘটিকা করিয়া রাত্রি হ্রস্ব হইতে থাকে। আর যখন তিনি বৃশ্চিকাদি পঞ্চরাশিতে অবস্থিত হন, তখন দিবস হ্রস্ব ও রাত্রি দীর্ঘা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দক্ষিণায়ন অবধি পর্য্যন্ত দিন দীর্ঘ এবং উত্তরায়ণ আরম্ভ পর্য্যন্ত রাত্রি দীর্ঘ হয়। ১—৬। হে রাজন্! এই প্রকারে সূর্য্যের মন্দ, শীঘ্র এবং সমান গতি দ্বারা মানসোত্তর পর্ব্বতের পরিবর্ত্তনের পরিমাণ নব কোটি একপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন—ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। উল্লিখিত মানসোত্তরে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রসম্বন্ধিনী পুরী,—তাহার নাম দেবধানী; দক্ষিণদিকে যমসম্বন্ধিনী পুরী,—তাহার নাম সংযমনী; পশ্চিমদিকে বরুণ-সম্বন্ধিনী পুরী,—তাহার নাম নিম্লোচনী; এবং উত্তরদিকে চন্দ্রসম্বন্ধিনী পুরী,—তাহার নাম বিভাবরী। ঐ সকল পুরীতে সুমেরুর চতুর্দ্দিকে বিশেষ বিশেষ সময়ে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত ও অর্দ্ধরাত্র হইয়া থাকে। ঐ সকল উদয়াদিই প্রাণিগণের প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির কারণ। যে সকল প্রাণী, সুমেরুতে অবস্থিতি করে,—দিবাকর দিনামধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে উত্তাপ দিয়া থাকেন। তিনি নক্ষত্রাভিমুখ হইয়া ভ্রমণ করাতে যদিও সুমেরুকে বামে রাখিয়া গমন করেন, তথাচ দক্ষিণাবর্ত্ত-প্রবর্ত্তক প্রবহ নামক বায়ু, জ্যোতিশ্চক্রকে ভ্রাম্যমাণ করাতে দিনকর প্রত্যহ তাহাকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া থাকেন। অতএব চক্রগতির কারণে অতি দূর হইতে সূর্য্যকে যে ভূমি-সংলগ্নের ন্যায় দেখা যায়, তাহাই তাঁহার উদয়। তাঁহার আকাশারূঢ়ের ন্যায় দর্শনই মধ্যাহ্ন। ভূমি-প্রবিষ্টের ন্যায় দর্শনই তাঁহার অস্ত। তথা হইতে অধিক দূর গমনই অর্দ্ধরাত্র। বেদেও সমুদ্র-তীরস্থ দৃষ্টিক্রমে কথিত আছে যে, সূর্য্যদেব প্রাতঃকালে জলমধ্য হইতে উদিত ও সায়ংকালে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহা শ্রুতির ব্যবহারমাত্র,—সত্য নহে। দিবাকর যেখানে উদিত হন, তাহার সম-সূত্রপাত স্থানেই অস্তগমন করেন। মধ্যাহ্নকালে তিনি যেখানকার প্রাণিগণকে স্বেদোদ্গম সহকারে উত্তাপ দিয়া থাকেন, তাহার সম-সূত্রপাত স্থানে অর্দ্ধরাত্র হওয়াতে তত্রস্থ ব্যক্তিদিগকে ঐ সময় নিদ্রিত করিয়া রাখেন। অতএব যাহারা তাঁহার অস্ত দেখিতে

পায়, তিনি ঐ স্থানে গেলে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এইরূপ যখন দিবাকর, ঐন্দ্রী পুরী হইতে প্রচলিত হন, তখন পঞ্চদশ ঘটিকায় যম-পুরীতে সওয়া দুই কোটি ও পঞ্চবিংশতি সহস্রাধিক সার্দ্ধ দ্বাদশ লক্ষ যোজন ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ প্রকারে তথা হইতে বরুণের ও চন্দ্রের পুরী গমন করিয়া সূর্য্যদেব পুনরায় ইন্দ্র-পুরীতে প্রবেশ করেন। এইরূপে অন্যান্য সোমাদি গ্রহ সকলও নক্ষত্রগণের সহিত জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং তাহাদের সহিত অস্তগমন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে দিবাকরের বেদময় রথ, একমুহূর্ত্তে ঐন্দ্র্যাদি পুরী-চতুষ্টয়ের চতুষ্পার্শে চৌত্রিশ লক্ষ অষ্টশত যোজন ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ৭—১২। ঐ রথের একমাত্র চক্র; তাহার নাম সংবৎসর। কথিত আছে,—দ্বাদশ মাস, তাহার দ্বাদশ অর (অন্তরভাগ); ছয় ঋতু তাহার ছয় নেমি (অগ্রভাগ) এবং তিন চাতুর্মাস্য তাহার নাভি (চক্রের মধ্যভাগ)। তাহার অক্ষের একভাগ সুমেরুর মস্তকে এবং অন্য ভাগ মানসোত্তর-পর্ব্বতে স্থাপিত আছে। সেই মানসোত্তরে সূর্য্যরথ স্থাপিত হওয়াতেই তৈলযন্ত্র-চক্রবৎ অহরহঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সূর্য্যরথের দুই অক্ষ। তন্মধ্যে প্রথম অক্ষটী সুমেরু ও মানসোত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার পরিমাণ কোটি সার্দ্ধসপ্ত দেড় লক্ষ যোজন। দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ তাহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ উনচত্বারিংশৎ লক্ষ সার্দ্ধ সপ্তত্রিংশৎ সহস্র যোজন। প্রথম অক্ষে দ্বিতীয় অক্ষের পূর্ব্বভাগ নিবদ্ধ আছে। বায়ু-পাশের দ্বারা তাহার উপরি-ভাগ তৈল-যন্ত্রের ন্যায় ধ্রুবলোকে সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ রথের নীড় অর্থাৎ রথীর উপবেশন স্থান, ছত্রিশ লক্ষ যোজন আয়ত; পরিমাণে তাহার চতুর্থভাগ উচ্চ। ঐ রথের [illegible] (জ্যোমালি) পরিমাণে তাবৎসংখ্যক যোজন। ঐ রথে [illegible] দীপ সপ্তচ্ছন্দ নামক সাতটী অশ্ব অরুণকর্ত্তৃক যোজিত হইয়া আদিত্যদেবকে বহন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। দিবাকরের সারথ্য-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অরুণ যদিও অগ্রে স্থাপিত হইয়াছেন, তথাচ পূর্ব্বমুখে অবস্থিত আছেন। অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ষষ্টিসহস্র বালিখিল্য নামক ঋষিগণ ঐ সূর্য্যদেবের অগ্রে সুবাক্য-প্রয়োগার্থ নিযুক্ত হইয়া নানা প্রকারে স্তব করিতেছেন। অন্যান্য ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, উরগ, রাক্ষস, দৈত্য ও দেবগণও এইরূপে প্রতিমাসে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম দ্বারা নানা-নামধারী পরমাত্ম-রূপী ঐ ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করিতেছেন। ঐ সমস্ত দেবতা প্রভৃতি সংখ্যায় একে একে চতুর্দ্দশ। কিন্তু যুগ্ম যুগ্ম সপ্তগণ হইয়া থাকেন। রাজন্! আদিত্যদেব এই প্রকারে ঋষ্যাদিগণে পরিবৃত হইয়া সার্দ্ধ নব কোটি একলক্ষ বিযোজন পরিমিত ভূমণ্ডলের প্রত্যেক ক্ষণে দুই হাজার যোজন দুই ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ১৩—১১।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জ্যোতিশ্চক্র-মধ্যে উত্তরোত্তর সোম-শুক্রাদির স্থান এবং
তাঁহাদের গত্যনুসারে মানবগণের ইষ্টানিষ্ট।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি এই যে বর্ণন করিলেন, ভগবান্ আদিত্য,—সুমেরু এবং ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রাশি সকলের অভিমুখে অথচ অপ্রদক্ষিণে গমন করেন,—ইহা আমাদের বিবেচনায় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। এ বিষয় কি প্রকারে অবগত হইতে পারিব? যোগিবর শুকদেব, রাজার সংশয়-ছেদনার্থ কহিলেন,—মহারাজ! যেমন কুলাল-চক্র যখন একদিকে মুখ করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, সেই চক্রাশ্রিত পিপীলিকারা অন্যদিকে মুখ করিয়া ভ্রমণ করিলেও তাহাদের অন্য প্রদেশে অন্য প্রকার গতি উপলব্ধি হয়, সেইরূপ যে কালচক্র ধ্রুব ও সুমেরু প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, তাহা নক্ষত্র ও রাশিচক্রে উপলক্ষিত হইলেও ঐ সকল চক্রে পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমণকারী সূর্য্যাদি গ্রহগণের অন্য প্রকার গতি হইবে, অসম্ভব কি? এই নিমিত্তই নক্ষত্রান্তরে ও রাশ্যন্তরে অন্য প্রকার গতির উপলব্ধি হইয়া থাকে। রাজন্! সেই প্রসিদ্ধ কালরূপী সাক্ষাৎ ভগবান্ আদি-পুরুষই লোকদিগের মঙ্গলার্থ কর্ম্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত আপনার বেদময় দেহকে দ্বাদশ প্রকারে বিভাগ করিয়া সূর্য্যরূপী হইয়া ছয় ঋতুতে কর্ম্ম সকলের ভোগানুসারে তত্তৎ ঋতুর গুণ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি-বিধান করিয়া থাকেন। পরম-পুরুষ ভগবানের এই ব্যাপারে পণ্ডিতদিগকেও বেদশাস্ত্র পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বিতর্ক করিতে দেখা যায়। যে সকল পুরুষ বর্ণাশ্রমাচারানুবর্ত্তী, তাঁহারা বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রাদি-রূপী এবং ধ্যানাদি অষ্টাঙ্গ-যোগ-বিস্তার দ্বারা অন্তর্যামি-রূপী সেই ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া অনায়াসে মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন। সূর্য্য, সকল লোকের আত্মা। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশ-মণ্ডল ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ইনি তন্মধ্যস্থিত কালচক্রে অবস্থিত হইয়া দ্বাদশ মাস (রাশি) ভোগ করেন। মেষাদি রাশির নামই ঐ সকল মাসের নাম; ঐ মাস সকলই সংবৎসরের অবয়ব। মাস সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে;—চান্দ্রমাসে দুই পক্ষে এক মাস হয়। সৌরমাসে ঐ সূর্য্যের সওয়া দুই নক্ষত্র ভোগকালে এক মাস। ঐ এক মাস পিত্র্য-মাসের অহোরাত্র অর্থাৎ পিতৃলোকের পরিমাণে কৃষ্ণপক্ষ দিন ও শুক্লপক্ষ রাত্রি। হে রাজন্! ভগবান্ আদিত্য যত কালে সংবৎসরের ষষ্ঠভাগ অর্থাৎ দুই রাশি ভোগ করেন, সেই কালকে ঋতু বলা যায়; অতএব ঐ ঋতুও সংবৎসরের এক অবয়ব। এই প্রকারে দিবাকর যত কালে আকাশ-মণ্ডলের অর্দ্ধভাগে ভ্রমণ অর্থাৎ ছয়মাস ভোগ করেন, সেই কাল অয়ন বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ১—৬। এইরূপ সূর্য্য যাবৎকালে স্বর্গমণ্ডল এবং পৃথিবী-মণ্ডল,—এই দুই মণ্ডল, নভোমণ্ডল-সহিত সম্পূর্ণরূপে ভ্রমণ করিয়া ভোগ করেন, সেই কাল সংবৎসর। ঐ সংবৎসর,—সূর্য্যের মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর—এই পাঁচ নামে বিভক্ত হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলের উপরে লক্ষযোজন হইতে অর্থাৎ ভূতল হইতে ত্রিলক্ষ যোজনের উপরিভাগে চন্দ্রমা দৃষ্ট হন। তিনি দুইপক্ষে সূর্য্যের সংবৎসর এবং সওয়া দুই দিনে সূর্য্যের একমাস এবং এক এক দিনে সূর্য্যের প্রায় এক এক পক্ষ ভোগ করেন। কখন কখন চন্দ্রের গতি অতিশয় শীঘ্র হইয়া থাকে। তাহাতে ঐ গ্রহ সূর্য্য অপেক্ষাও উগ্রচারী হইয়া ভ্রমণ করেন। চন্দ্রমণ্ডলের কলা সকল যখন আপূর্য্যমাণ অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল হয়, তখন দেবগণের দিন এবং যখন ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়, তখন পিতৃলোকদিগের দিন হয়। সোমগ্রহ এই প্রকারে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা দেব ও পিতৃ-সম্বন্ধীয় অহোরাত্র বিধানপূর্ব্বক ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক নক্ষত্র ভোগ করেন। ঐ গ্রহ অন্নময় ও অমৃতময়,—এ প্রযুক্ত তিনি সকল জীবের প্রাণ; তিনি সকলের জীবন,—এইজন্য তাঁহাকে জীবও বলিতে পারা যায়। অতএব ষোড়শ-কলাবিশিষ্ট চন্দ্ররূপী ভগবান্ পরম-পুরুষ,—মনোময়, অন্নময় ও অমৃতময়। তিনি দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, লতা, তরু—এই সকলের প্রাণকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন;—ইহাতে ঋষি!

তাঁহাকে সর্ব্বময় বলিয়াও বর্ণন করেন। উল্লিখিত চন্দ্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্র সকল, সুমেরুর দক্ষিণদিকে কালচক্রে ঈশ্বরকর্ত্তৃক যোজিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; ঐ সকলের সংখ্যা,—অভিজিৎ-নক্ষত্র-সহিত অষ্টাবিংশতি। ৭—১১। নক্ষত্র-মণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে শুক্রগ্রহ অবস্থিত। সম্মুখে সূর্য্য কোন নক্ষত্র ভোগ করিতে থাকিলে, ঐ গ্রহ তাহার পশ্চাৎ-দিকে ভোগ করেন; এক সঙ্গে ভোগ করিবার সময় হইলে, অতি-চারী হইয়া অর্থাৎ ক্রমশ নক্ষত্রাদিকে অতিক্রমণ করিয়া ভোগ করেন। এই শুক্র-গ্রহেরও সূর্য্যের ন্যায় শীঘ্র, মন্দ ও সমান গতি হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বদা লোকদের অনুকূল এবং তাঁহার সঞ্চারে প্রায় বৃষ্টি হইতে দেখা যায়। ফলতঃ যে সকল গ্রহ, বৃষ্টির স্তম্ভনকারী; শুক্র হইতে তাহাদিগের শান্তি হইয়া থাকে। শুক্র-গ্রহের যেরূপ সংস্থান ও গতি, বুধগ্রহেরও সেইরূপ জানিবে, অর্থাৎ বুধগ্রহও কখন সূর্য্যের অগ্রে ও পশ্চাৎ, কখন বা একসঙ্গে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। পরন্তু শুক্রগ্রহের দুই লক্ষ যোজন উপরে ঐ বুধগ্রহ দৃষ্ট হন। এই চন্দ্রতনয় বুধ, লোকদিগের প্রায় শুভকারী; কিন্তু যখন সূর্য্য হইতে অতিচারী হইয়া যান, তখন প্রায় প্রবল বায়ু, নির্জ্জল মেঘাড়ম্বর এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতির ভয় বিস্তার করিয়া থাকেন। বুধের উপরিভাগে মঙ্গলগ্রহ, তিনিও দুই লক্ষ যোজন হইতে দৃষ্ট হন। যদি বক্রগতি না হয়, তাহা হইলে এই গ্রহ তিনপক্ষে ক্রমে ক্রমে এক এক রাশি ভোগ করেন; ইনি প্রায় অমঙ্গল-সূচক অশুভ-গ্রহ। মঙ্গল-গ্রহ হইতে দুই লক্ষ যোজনের পর বৃহস্পতি গ্রহ। তাঁহার যদি বক্র-গতি না হয়, তবে পরিবৎসরে এক এক রাশি ভ্রমণ করেন। এই গ্রহ ব্রাহ্মণকুলের প্রতি প্রায়ই অনুকূল হন। বৃহস্পতির উপরে দুই লক্ষ যোজ-নের পর শনি-গ্রহ প্রকাশ পান। তাঁহার প্রত্যেক রাশিতে ত্রিশ ত্রিশ মাস বিলম্ব হয় এবং তাবৎসংখ্যক অনুবৎসরে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরে দ্বাদশ-রাশি ভ্রমণ সমাপ্ত হইয়া থাকে। ইনি প্রায় সকল লোকেরই অশান্তিকর। শনির উত্তর-দিকে একাদশ লক্ষ যোজন ব্যবধানে ঋষিগণ দৃষ্ট হয়েন। তাঁহারা লোক সকলের শান্তি বিধানপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর পরম-পদ অর্থাৎ ধ্রুবলোককে বেষ্টন করিয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন। ১২—১৭।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জ্যোতিশ্চক্রের আশ্রয়-স্বরূপ ধ্রুবস্থান এবং শিশুমার-রূপে ভগবান্ হরির অবস্থিতি বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ঋষিদিগের যে স্থান বর্ণন করিয়াছি, পণ্ডিতগণ বলেন,—তাহা হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন অন্তরে বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ পরম স্থান। নক্ষত্ররূপী অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ এবং ধর্ম্ম, পরম-ভাগবত ধ্রুবকে সবহুমানে যুগপৎ প্রদক্ষিণ করিতেছেন এবং ধ্রুব এখনও কল্পজীবীদিগের উপজীব্য হইয়া ঐ পরম-স্থানে আছেন। ঐ ধ্রুবের মহিমা সর্ব্ববিখ্যাত। অনিমিষ এবং অব্যক্ত-বেগবিশিষ্ট কালের গতিক্রমে যে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ নিরন্তর গগন-মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের অবলম্বনার্থ পরমেশ্বর ঐ ধ্রুবকে স্তম্ভরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তাঁহার প্রকাশ নিরন্তরই হইয়া থাকে। যেমন ধান্যাক্রমণার্থ মেধীস্তম্ভে বদ্ধ বলীবর্দ্দগণ,—নিকট, মধ্য ও দূরতা-ক্রমে স্ব স্ব স্থানে অতিক্রমণ করিয়া মণ্ডল বেষ্টনপূর্ব্বক ভ্রমণ করে. সেইরূপ গ্রহ ও নক্ষত্রগণ এই কালচক্রের অভ্যন্তরে ও বাহিরে আবদ্ধ হইয়া ঐ ধ্রুবকেই অবলম্বন করিয়া আছে এবং বায়ু কর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া কল্পান্তপর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। যেমন মেঘ ও শ্যেনাদি পক্ষিগণ কর্ম্ম-সহায় বায়ু বশতঃ গগন-মণ্ডলে ভ্রমণ করিয়াও পতিত হয় না, তেমনি জ্যোতির্গণ পুরুষাধিষ্ঠিত মায়ার বশীভূত হইয়া আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে,—কদাপি ভূতলে পতিত হয় না। কেহ কেহ বলেন,—এই জ্যোতিশ্চক্র, শিশুমাররূপী ভগবান্ বাসুদেবের যোগধারণায় অবস্থিত আছে, অতএব ঐ সকলের পতন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ১—৪। শিশুমার অধঃশিরা ও কুণ্ডলীভূত-দেহ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব; লাঙ্গুলাগ্রের অধোভাগে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; পুচ্ছ-মূলে ধাতা ও বিধাতা; আর কটিদেশে সপ্তর্ষি অধিষ্ঠিত আছেন। ঐ শিশুমারের দক্ষিণাবর্ত্ত কুণ্ডলীভূত-শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎপ্রভৃতি পুনর্ব্বসু-পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যাদি উত্তরাষাঢ়া-পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র বিরাজিত রহিয়াছে। কুণ্ডলের বিস্তারানুসারে তাঁহার নিজের সন্নিবেশ হওয়াতে দুই পার্শ্বের অবয়ব-সংখ্যা সমান। ঐ শিশুমারের পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং উদরে আকাশ-গঙ্গা। পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম-নিতম্বে; আর্দ্রা ও অশ্লেষা, দক্ষিণ ও বাম-পাদে; অভিজিৎ এবং উত্তরাষাঢ়া, দক্ষিণ ও বাম-নাসিকায়; শ্রবণা ও পূর্ব্বাষাঢ়া, দক্ষিণ ও বাম-নেত্রে; ধনিষ্ঠা ও মূলা, দক্ষিণ ও বাম-কর্ণে এবং মঘা-আদি অনুরাধা-পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন-সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র তাঁহার বাম-পার্শ্বের অস্থিতে সন্নিবেশিত আছে। এইরূপ বিলোম-ক্রমে মৃগশিরা হইতে পূর্ব্বভাদ্রপদ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ-সম্বন্ধীয় অষ্ট নক্ষত্র তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বে রহিয়াছে এবং শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম-স্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে। ঐ শিশুমারের উত্তর-হনুতে অগস্ত্য (নক্ষত্ররূপ), অধর-হনুতে যম (নক্ষত্ররূপ), মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, গল-পৃষ্ঠ-শৃঙ্গে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে সূর্য্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমার, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্ব্বাঙ্গে কেতু এবং রোমকূপে তারা-গণ নিবদ্ধ রহিয়াছে। শিশুমারের আকার কথিত হইল। ইহাই ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বদেবময় রূপ, অহরহঃ সন্ধ্যার সময় প্রযত ও বাগ্যত হইয়া ইহা নিরীক্ষণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। জ্যোতির্গণের আশ্রয় এবং কালচক্ররূপী দেবাধিপতি সেই মহাপুরুষের প্রতি নমস্কার। আমরা সতত তাঁহাকে চিন্তা করি। ঐ ভগবান্ গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্বরূপ সকল দেবতার অধিষ্ঠাতা এবং যাঁহারা ত্রিকালে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করেন, তাঁহাদের পাপনাশক। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে স্মরণ করিবেন, তাঁহার সেই সময়ের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ৫—৯।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

অতলাদি সপ্ত অধোলোক-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, সূর্য্যের অধোদিকে অযুত যোজন অন্তরে রাহুগ্রহ, নক্ষত্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। ঐ রাহু, সিংহিকার পুত্র। স্বয়ং অসুরাধম, সুতরাং দেবত্ব-প্রাপ্তির যোগ্য-পাত্র নহে; তথাচ ভগবানের অনুগ্রহে দেবত্ব এবং গ্রহত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার জন্ম ও কর্ম্ম পরে বর্ণন করিব। যে রাহুর অধোভাগকে সূর্য্যমণ্ডল উপরে থাকিয়া তাপিত করেন; কথিত আছে, সেই সূর্য্যমণ্ডল দশ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ এবং চন্দ্রমণ্ডল বিস্তারে দ্বাদশ-সহস্র যোজন। কিন্তু রাহুমণ্ডল

তদপেক্ষাও অধিক বিস্তীর্ণ; তাহা ত্রয়োদশ সহস্র যোজন। ঐ রাহু অমৃতপান-সময়ে চন্দ্র-সূর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবধান করিয়াছিল; এবং সেই সময় তদীয় কর্ম্ম ভগবানের নিকট তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়াতে তাঁহাদের প্রতি বৈরানুবন্ধন করে। এখনও ঐ কারণে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণু এতদ্বিষয় অবগত হইয়া চন্দ্র-সূর্য্যের রক্ষা-নিমিত্ত সুদর্শন নামক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই চক্রের তেজ অতিশয় দুঃসহ। তাহা সর্ব্বদাই ঘূর্ণমান হইতেছে। ঐ রাহু তাহা দেখিয়া গ্রহণার্থ মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থিত হয়; তৎপরেই ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে। এইরূপে সূর্য্য ও চন্দ্রের অন্তরালে রাহুগ্রহের যে অবস্থিতি, তাহাকেই লোকে গ্রহণ বলিয়া থাকে। রাহুর সরল ও বক্র অবস্থিতিতেই সর্ব্বগ্রাস ও অর্দ্ধগ্রাস হয়; কিন্তু ইহা বস্তুতঃ গ্রাস নহে,—লোকপ্রতীতি মাত্র; কেননা, চন্দ্র-সূর্য্য হইতে রাহুর অবস্থান অতিশয় দূর। রাহুগ্রহের দ্বাদশ-সহস্র যোজন অধোভাগে সিদ্ধ, চারণ এবং বিদ্যাধরদিগের আবাসস্থান আছে। তাহার নিম্নদেশ,—যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচগণের বিহারভূমি। ঐ স্থান শূন্যমাত্র,—তথায় গ্রহ-নক্ষত্রাদি কিছুই নাই। যতদূর পর্য্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয়, যতদূর পর্য্যন্ত মেঘমালা দৃষ্ট হয়, ঐ স্থান ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যক্ষাদি-লোকের অধোদিকে শতযোজন দূরে এই পৃথিবী অবস্থিত। যে পর্য্যন্ত হংস, ভাস, শ্যেন, সুপর্ণাদি প্রধান প্রধান পক্ষিগণ উড্ডীয়মান হয়, তাহাই ভূর্লোকের সীমা। ১—৬। ভূমির যে যে স্থান যে প্রকারে অবস্থিত, তৎসমুদায় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এই পৃথিবীর অধোদিকে সাতটী বিবর আছে। তাহাদের মধ্যে এক একটী অযুত যোজন অন্তরে অবস্থিত। ঐ সপ্ত বিবরের নাম,—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সপ্ত ভূ-বিবরে ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, বিহার-ভূমি প্রভৃতি স্বর্গাপেক্ষাও অধিক মনোরম; কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য্য, আনন্দ, সন্ততি ও সম্পত্তি দ্বারা বিবর-সমূহ অতিশয় সমৃদ্ধ। ঐ সকল স্থানে দৈত্য, দানব এবং নাগগণ, গৃহপতি হইয়া পরমসুখে বাস করিতেছে। তাহাদের পুত্র, পত্নী, বন্ধু এবং অনুচরগণ নিত্য অনুরক্ত ও সতত প্রমুদিত। অধিকন্তু ইন্দ্র অপেক্ষাও ইহাদের বিষয় অপ্রতিহত। তাহারা সর্ব্বদা ঐ স্থানে মায়াযোগে আমোদ-প্রমোদপূর্ব্বক বাস করিয়া থাকে। হে মহারাজ! ঐ সকল বিবরে মায়াবী ময়দানবকর্ত্তৃক নির্ম্মিত অগণ্য পুরী সতত দেদীপ্যমান। তথাকার ভবন, প্রাচীর, গোপুর, সভা, চৈত্য, চত্বর এবং আয়তন-স্থান, প্রধান প্রধান মণিসমূহে বিরচিত। বিবরেশ্বরদিগের উৎকৃষ্ট গৃহ সকল,—নাগ, অসুর, কপোত-মিথুন এবং শুক-সারিকায় সুশোভিত। ভূ-বিবর ঐ সমুদায় দ্বারা সম্যক্‌রূপে যেন অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। তত্রস্থ উদ্যান সকল, অমরলোকের কান্তি অপেক্ষাও অধিকতর শোভান্বিত। উদ্যানস্থ লতাযুক্ত বিটপিগণের শাখা সকল,—পুষ্প ও ফলের স্তবকে এবং কোমল-কিশলয়-ভরে অবনত; তাহাতে এমন শোভা হইতেছে যে, দর্শনমাত্র চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। তথাকার জলাশয় সকল নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ; মীনাদি জলচরগণ উল্লম্ফন করাতে ক্ষণে ক্ষণে জল চঞ্চল হয়। জলের উপরে কমল, কুমুদ, কুবলয়, কহ্লার, নীলোৎপল ও রক্তোৎপলাদির বন শোভমান রহিয়াছে। তাহাতে বিবিধ বিহঙ্গ-মিথুন বাস করিতেছে। তাহাদের বিহার-সময়ে এরূপ মনোহর নিস্বন নির্গত হয় যে, তদ্দ্বারা ভোক্তৃগণের ইন্দ্রিয়-বর্গ নিতান্ত প্রমুদিত হইয়া থাকে। ঐ সকল ভূ-বিবরে সূর্য্যাদির প্রকাশ নাই, সুতরাং তথায় অহোরাত্র কাল-বিভাগ নাই; অত-এব কাল হইতে যে ভয়-সম্ভাবনা, তাহাও সে স্থানে উপলব্ধি হয় না। মহাসর্প-অনন্তের শিরঃস্থ প্রধান প্রধান রত্নের কিরণে সেই সকল স্থানের অন্ধকার সর্ব্বতোভাবে দূরীকৃত হইতেছে। ৭—১২। রাজন্! ঐ স্থানের অধিবাসীরা দিব্য ওষধি-রস নিরন্তর অশন-পান করাতে কখন আধি অথবা ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হয় না, কদাপি তাহাদের মাংস লোলিত অথবা জরা হয় না; সুতরাং তাহাদের দেহ বিবর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। দৌর্গন্ধ্য, ঘর্ম্ম, শ্রম ও অনুৎসাহ তাহাদের কখনও নাই; বয়সের নিমিত্ত অবস্থাভেদও হইবার সম্ভাবনা নাই। তত্রস্থ অধিবাসিগণ পরম-মঙ্গলভাজন; ভগবানের সুদর্শনচক্র ব্যতীত মৃত্যুও তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। ঐ চক্র প্রবিষ্ট হইলে, দৈত্য-বধূদিগেরও গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। অতল নামক অধোলোকে ময়দানবের পুত্র বল নামা অসুর বাস করে। ঐ দানব হইতেই ষণ্ণবতি প্রকার মায়া সৃষ্ট হয়; কোন কোন মায়াবী আজিও তন্মধ্যে কতক কতক মায়া ধারণ করিতেছে। ঐ অসুরের জৃম্ভাকালে মুখ হইতে স্বৈরিণী, কামিনী এবং পুংশ্চলী—এই ত্রিবিধ স্ত্রী উৎপন্ন হয়। যে সকল স্ত্রী সবর্ণ-পুরুষে রতা, তাহারা স্বৈরিণী; যাহারা সবর্ণ ও অসবর্ণে রতা, তাহারা কামিনী; যাহারা কামিনী অথচ অতি চঞ্চলা, তাহারা পুংশ্চলী। ঐ সকল রমণী, বিবররূপ আবাসে প্রবিষ্ট পুরুষকে ধুস্তূররস দ্বারা সম্ভোগ-সমর্থ করিয়া আপনাদের অসাধারণ বিলাস সহিত অবলোকন, সানুরাগ হাস্য, সানুরাগ সম্ভাষণ এবং আলিঙ্গনাদি দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে রতিক্রীড়ায় প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ধুস্তূর-রসের আশ্চর্য্য গুণ,—তাহা সেবন করিলে পুরুষ আপনাকে 'আমি ঈশ্বর, আমি সিদ্ধ' ইত্যাকার অভিমান করিয়া থাকে এবং যেন দশসহস্র মত্তহস্তি-তুল্য সামর্থ্য-সম্পন্ন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় সকলকে অবজ্ঞা করিয়া বেড়ায়। অতলের নিম্নদিকে বিতল নামে ভূ-বিবর স্থিত। তথায় ভগবান্ শিব স্বীয় পার্ষদগণে পরিবৃত ও প্রজাপতির সৃষ্টিবৃদ্ধির নিমিত্ত ভবানীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া অবস্থিত আছেন। বিতল নামক অধোলোক হইতেই ভব এবং ভবানীর শুক্রে হাটকী নামে নদী উৎপন্ন হইয়াছে। কোন সময়ে বায়ু দ্বারা অগ্নি প্রবল হইয়া ভব এবং ভবানীর শুক্র পান করিতেছিলেন; তাহাতে তিনি ফুৎকার দ্বারা হাটক নামে সুবর্ণ পরিত্যাগ করেন। দৈত্যেন্দ্রগণের অন্তঃপুরে পুরুষগণ, স্ত্রীদের সহিত ভূষণার্থ সেই সুবর্ণ ধারণ করিতেছেন। বিতলের অধোদিকে সুতল। তথায় মহাযশস্বী পুণ্যশ্লোক বিরোচন-পুত্র বলি, অদ্যাপি বাস করিতেছেন। ভগবান্ উপেন্দ্র, মহেন্দ্রের প্রিয়-কামনায় অদিতি হইতে বটুবামন-রূপে শরীর-পরিগ্রহ করিয়া প্রথমে ঐ বলির ত্রিভুবন রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন। আবার আপনিই দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যে পুনঃস্থাপন করেন। তখন বলি এরূপ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হন যে, ইন্দ্রাদিরও সেরূপ সম্পদ হয় নাই। বলি ঐ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক আরাধনীয় সেই ভগবানেরই নিরন্তর আরাধনা করিয়া, অদ্যাপি নির্ভয়ে কাল যাপন করিতেছেন। ১৩—১৮। বলি-রাজার সুতল-মধ্যে ঐরূপ ঐশ্বর্য্য, অবশ্যই তাঁহার সেই ভূমিদানের ফল নহে। অশেষ জীব-সমূহের নিয়ন্তা, আত্মারাম এবং পরমাত্ম-স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবকে তীর্থতম পাত্র প্রাপ্ত হইয়া সেই ভোজ, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সমাহিত-মনে পরমাদরে যে ভূমি দান করেন, তাহা সাক্ষাৎ মোক্ষের দ্বার; তাহার ফল পরম-পুরুষার্থ মুক্তি-পদার্থই হইতে পারে,—অনিত্য ঐশ্বর্য্য কখন তাহার ফল হইতে পারে না। ভূমিদান, মহান্ যত্ন নহে; সংসার-মোচনেচ্ছু ব্যক্তিরা ঐ কর্ম্মদ্বারাই নিবৃত্তি নিমিত্ত যোগ-মূর্চ্ছনাদি নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন। ক্ষুধা-পতনাদি সময়ে পুরুষ বিবশ হইয়া একবার যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে কর্ম্ম

হইতে মুক্ত হয়; সেই ভগবানে সমর্পিত ভূমিদানের ফল উক্ত প্রকার ঐশ্বর্য্যমাত্র,—ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ভগবান্ ভক্তদিগের ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানিগণের আত্মা স্বরূপ; তিনি কি পরম-ভক্ত বলির প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করিতে পারেন? সুতলমধ্যে বলির যেরূপ ঐশ্বর্য্য, ইহা বলির প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ-চিহ্ন নহে; কারণ, ভোগৈশ্বর্য্য মায়ামাত্র, বিভব-বিলাস অকিঞ্চিৎকর; তদ্দ্বারা কেবল ভগবানের স্মরণ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগবান্ অন্য উপায় না পাইয়া যাচ্ঞাচ্ছলে ত্রিভুবন অপহরণ করিয়া লইয়াছিলেন; তাঁহার শরীরমাত্র অবশিষ্ট ছিল। ঐরূপ করিয়াও তিনি ক্ষান্ত হন নাই; বরুণের পাশ দিয়া বলিকে সম্যক্ প্রকারে বন্ধন করিয়া গিরি-গহ্বরে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বলি এই প্রকারে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হা! কি দুঃখের বিষয়! ইনি দেবরাজ ইন্দ্র! বৃহস্পতি ইঁহার একান্ত সহায় এবং মন্ত্রণা নিমিত্ত ইনি তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন; আমার বোধ হয়, ঐ ইন্দ্রের পরমার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই; কেননা, ইনি সেই উপেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারা আমার নিকট ত্রিভুবন ভিক্ষা করিলেন,—স্বয়ং তাঁহার দাস্য প্রার্থনা করিলেন না। যখন ভগবান্ প্রসন্ন হন, তখন তাঁহার নিকট দাস্যই প্রার্থনা করা উচিত। এই ত্রিভুবন, গভীর বেগবান্ কালের মন্বন্তরে পরিবৃত্ত, ইহা অতি তুচ্ছ পদার্থ। এই কারণে আমাদের পিতামহ প্রহ্লাদ সেই ভগবানের নিকট দাস্যই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু মৃত্যু-প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ তাঁহাকে পিতার পদ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে যদিও কোন ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না, তথাচ তাহা ভগবান্ হইতে ভিন্ন,—এই বিবেচনায় প্রহ্লাদ তাহা গ্রহণ করেন নাই। ১৯—২৫। কিন্তু আমার সদৃশ ব্যক্তির রাগাদি ক্ষয় হয় নাই, সুতরাং ভগবানের অনুগ্রহে বিরহিত মাদৃশ কোন্ ব্যক্তির তাঁহার পথানুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা হইবে?" যোগিবর শুকদেব এই প্রকারে বলির প্রভাব কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া কহিলেন,—রাজন্! এই দৈত্যোত্তম বলির চরিত্র পরে বিস্তার করিয়া বলিব। ভগবান্ নারায়ণ, হস্তে গদা-ধারণ করিয়া তাঁহার দ্বারে অবস্থিতি-পূর্ব্বক দ্বারপালের কার্য্য করিতেছেন। একদা রাবণ বলির পুরে প্রবেশ করিতেছিল, ভগবান্ আপনার পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহাকে অযুত যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন। সুতলের অধোদিকে তলাতল। যেমন ভগবদ্ভক্ত বলি, ভগবান্ হরি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া সুখে বাস করিতেছেন, সেইরূপ যে ময়-নামা দানবরাজ মায়াবীদিগের গুরু এবং ত্রিপুরের অধিপতি, সে ভগবান্ ত্রিপুরারি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তলাতলে সুখে অবস্থিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে, ত্রিলোকীর মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া প্রথমে তাঁহার পুরত্রয় দগ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। সেই দানব শেষে তদীয় পাদপদ্ম লাভ করিয়া ভগবচ্চক্র সুদর্শন হইতে নির্ভয় ও পূজ্য হইয়াছিল। এইরূপ তলাতলের তলে মহাতল। তথায় অনেক ফণাধারী ক্রোধ-পরায়ণ কদ্রুনন্দনগণ বাস করিতেছে। সেই সকল সর্পের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণ প্রভৃতি প্রধান। তাহাদের দেহ অতিশয় দীর্ঘ; তাহারা গরুড়ের ভয়ে সদাই উদ্বিগ্ন। কদাচিৎ পুত্র-কলত্র-সুহৃৎ-সঙ্গে খেলা ও বা বিহার করিতে যায়। মহাতলের তলে রসাতল। তথায় দৈত্য, দানব ও নিবাতকবচ প্রভৃতি কালকেয় অসুরগণ ইন্দ্রাদির ন্যায় বসবাস করিতেছে। ঐ সকল অসুর যদিও জন্মাবধি মহাবল পরাক্রান্ত, তথাচ—যে ভগবানের অনুভাব সকল লোকে দেদীপ্যমান,—তাঁহারই তেজে, তাহাদের বীর্য্যাদি বিনষ্ট হইয়াছে। তাহারা এখনও ইন্দ্রদূতী সরমার উচ্চারিত মন্ত্ররূপ বাক্য দ্বারা দেবরাজ হইতে ভয় পাইয়া থাকে। রাজন্! রসাতলের নীচে পাতাল। তথায় বাসুকি, শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর এবং দেবদত্তাদি নাগলোকাধিপ বৃহৎ বৃহৎ ফণাধারী সর্প সকল বসবাস করিতেছে। ঐ সকল নাগের মধ্যে কাহারও মস্তক পাঁচ; কাহারও সাত; কাহারও দশ; কাহারও বা হাজার। তাহাদের ফণার দীপ্তিশালী মহামহা মণি দ্বারা পাতাল-বিবরস্থ তিমির-রাশি দূরীভূত হয়। ২৬—৩১।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শেষ নামক ভগবান্ সঙ্কর্ষণ দেবের বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! পাতালের মূল-দেশে ত্রিংশৎ সহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের বিখ্যাতা এক তামসী কলা আছে; তাঁহার নাম অনন্ত। জড় এবং চেতনের অভেদ-জ্ঞান-সাধক (সংকর্ষণ কারক) অভিমানের অধিষ্ঠান বলিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন। রাজন্! সহস্রশীর্ষ ভগবান্ অনন্তমূর্ত্তির একমাত্র মস্তকে এই ভূমণ্ডল ধৃত আছে, তাহাতে এই অবনী একটী শ্বেতসর্ষপের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। তিনি এই জগৎকে প্রলয়কালে সংহার করিতে বাসনা করিয়া সঙ্কর্ষণ নামে একাদশ ব্যূহে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং ক্রোধ বশত ঘূর্ণ্যমাণ মনোহর ভ্রূযুগের বিভঙ্গী করিয়া ত্রিশিখ শূল উন্নমনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া থাকেন। তাঁহার অরুণবর্ণ নখরূপ মণিমণ্ডল দর্পণ স্বরূপ; তন্মধ্যে নাগপতিগণ প্রধান প্রধান ভক্তদিগের সহিত একান্ত ভক্তিযোগে নমস্কার করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব মুখের প্রতিবিম্ব অবলোকন করিতেছেন। নাগপতিদিগের বদন-প্রতিবিম্ব দর্শনীয় বটে। তাহাদের কর্ণমূলে অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডল দেদীপ্যমান। সেই কুণ্ডল-প্রভামণ্ডল দ্বারা গণ্ডস্থল অতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে। নাগরাজের কুমারীগণ স্ব স্ব কল্যাণ-কামনায় সজল চক্ষে তাঁহার মুখ-কমল নিরীক্ষণ করিতেছেন। ভগবানের রজতস্তম্ভ-স্বরূপ বাহুযুগলে নাগরাজের কুমারীগণ সদা অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুম-পঙ্ক লেপন করেন। কিন্তু তাহা স্পর্শ করিবামাত্র তাহাদের হৃদয় উন্মথিত হইয়া উঠে এবং মনোমধ্যে কামকলার আবির্ভাব হয়। সেই সময় তাঁহাদের হাস্য অতিশয় সুন্দর এবং লজ্জিত হইয়া থাকে। নাগরাজের কুমারীগণ ভগবানের যে বদন নিরীক্ষণ করেন, তাহা অনুরাগ ও মদে মত্ত সহর্ষ এবং তাহার করুণাবলোকনযুক্ত লোচনদ্বয় সর্ব্বদা মদ-বিঘূর্ণিত ও ঈষৎ অরুণবর্ণ। ঐ অনন্ত-ধামে অনন্ত-গুণসাগর ভগবান্ আদিদেব অনন্ত, আপনার ক্রোধাবেগ উপসংহার করিয়া সকল লোকের মঙ্গলার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ স্থানে সুর, অসুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, উরগ ও মুনিগণ নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করেন। তাঁহার নয়নদ্বয় মদ দ্বারা সদা মুদিত, বিকৃত এবং বিহ্বল। তিনি সুললিত বচনামৃত দ্বারা স্বীয় পার্ষদ দেবগণকে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করেন। তাঁহার বসন নীলবর্ণ; কর্ণে কুণ্ডল; সুন্দর ভুজদ্বয়; পৃষ্ঠে হল বিন্যস্ত। দেবরাজ যেমন কাঞ্চনময়ী মাল্যশ্রেণী ধারণ করেন, তাঁহার গলদেশে সেইরূপ বৈজয়ন্তী মালা শোভমান রহিয়াছে। মালার মধ্যে অম্লান নবীন তুলসীর সুরভি মধুগন্ধে মধুকরগণ মত্ত। ১—৭। ভগবান্ ধ্যায়-মান হইয়া মুমুক্ষু-জনের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ-

পূর্ব্বক তাঁহাদের অনাদি-কাল কর্ম্ম-বাসনায় গ্রথিত অবিদ্যাময় হৃদয়-গ্রন্থি আশু ছিন্ন করিয়া দেন। রাজন্! দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সভায় তুম্বুরুর সহিত সেই ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমা এইরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন,—"এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ সত্ত্বাদি গুণত্রয় যাঁহার কটাক্ষ মাত্রে স্ব স্ব কার্য্যে সমর্থ হইয়াছে, যাঁহার স্বরূপ অনাদি ও অনন্ত, যিনি একমাত্র বস্তু-স্বরূপ হইয়া আপনাতে নানা কার্য্যপ্রপঞ্চ বিধান করিয়াছেন,—সেই ব্রহ্মরূপী ভগবানের তত্ত্ব কি লোকে জানিতে পারে? যাঁহাতে সৎ অসৎ বস্তু প্রকাশ পায়; যিনি ভক্তজনের প্রতি অতিশয় কৃপা প্রকাশপুরঃসর শুদ্ধ-সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; স্বীয় ভক্তজন-গণের চিত্ত বশীকরণার্থ যাঁহার কৃত লীলা মহাবল সিংহেরা শিক্ষা করিয়াছে; যাঁহার নাম অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়া পীড়িত-ব্যক্তি পীড়া হইতে মুক্তি পায়, অথবা পতিত-জনও যদি অকস্মাৎ কিংবা পরিহাস-ক্রমে সেই নাম একবার উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ত শুদ্ধ হইবেই, অধিকন্তু তাহা হইতে অন্য মানবদিগেরও অশেষ কলুষ বিনষ্ট হইয়া যায়;—মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার আশ্রয় লইবেন? অহো! যাঁহার সহস্র মস্তক; যাঁহার একটী মস্তকে নদী, সাগর, গিরি ও প্রাণিনিকর-সহ এই নিখিল ভূমণ্ডল অর্পিত রহিয়াছে; যাঁহার বিক্রম অপরিমিত;—কোন্ ব্যক্তি, সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও সেই মহাকায় বহুরূপ মহাবীর্য্য পরমেশ্বরের মহাবীর্য্য গণনা করিবে? ভগবান্ অনন্তের বল ও অনুভাবের শেষ নাই। কিন্তু তিনি তাদৃশ হইয়াও এই ভূমির অধোদিকে অবস্থিতিপূর্ব্বক লোকস্থিতি নিমিত্ত আপনার মস্তক দ্বারা ইহাকে ধারণ করিতেছেন; তাঁহার আধার কেহ নাই,—আপনিই আপনার আধার।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! আমি যেমন উপদেশ পাইয়াছিলাম, তদনুসারে ঐ সকল বিষয় তোমার নিকট বলিলাম। লোকদিগের কর্ম্মানুসারে ঐ সকল গতি রচিত হয়; সকাম-পুরুষেরা ঐ সকল গতিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানবগণ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল-স্বরূপে তাহাদের ঐ সকল উচ্চ এবং নীচ গতি হইয়া থাকে। রাজন্! এক্ষণে অন্য কি বর্ণন করিব বল? ৮—১৫।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

পাতালের অধঃস্থিত নরক-সমূহের বিবরণ।

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসিলেন,—মহর্ষে! পুরুষের এরূপ ভিন্ন ভিন্ন গতি হয় কেন? শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই তিন গুণের তারতম্য প্রযুক্ত কর্ত্তা তিন প্রকার হওয়াতে শ্রদ্ধার বিভিন্নতায় কর্ম্ম সকলের ফল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। যদি শ্রদ্ধার তারতম্য থাকে, তাহা হইলে সকল প্রকার গতিই ইতর-বিশেষ ভাবে হয়। অধর্ম্মকারীর তমোগুণের তারতম্যে, শ্রদ্ধার বৈপরীত্য-হেতু বিপরীত কর্ম্মফল হইয়া থাকে। অনাদি-অবিদ্যা-জন্য কামনা সকলের পরিণাম-স্বরূপ যে সহস্র সহস্র নরকগতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এক্ষণে সে সকল বর্ণন করি শুন। পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! নরক সকল পৃথিবীর কোন দেশ-বিশেষ, অথবা তৎসমুদায় ত্রিলোকীর বহির্ভাগে কিংবা অন্তরাল-প্রদেশে স্থিত? শুকদেব কহিলেন,—ত্রিলোকীর মধ্যে দক্ষিণদিকে ভূমির নীচে এবং জলের উপরে যেখানে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ বাস করিয়া পরম-সমাধিযোগে স্ব স্ব গোত্রোদ্ভব ব্যক্তিবর্গের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, অথবা যেখানে সূর্য্যতনয় ভগবান্ পিতৃরাজ, স্বগণসহ উপবেশন করিয়া, স্বীয় পুরুষদিগের কর্ত্তৃক আপনার হাবে আনীত মৃত প্রাণিগণের কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচারপূর্ব্বক দণ্ড করিতেছেন, সেই লোকের একদেশে নরক সকল অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, নরকের সংখ্যা একবিংশতি। রাজন্! তোমার নিকট ঐ সকল নরকের নাম, রূপ ও লক্ষণ নিরূপণপূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শুন। একবিংশতি প্রকার নরকের নাম এই যে—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্ত-শূর্ম্মি, বজ্রকণ্টক শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি ও অয়ঃপান। ইহা ব্যতীত ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবট-নিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন এবং সূচীমুখ—এই সাত নরকও আছে। অতএব এই অষ্টাবিংশতি প্রকার নরক। নরক নানা যাতনার স্থান। ১—৭।

হে রাজন্! যে পুরুষ পরধন, পরস্ত্রী, পরের পুত্র অপহরণ করে,—ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাকে ঘোরতর কালপাশে বন্ধন করিয়া বল-পূর্ব্বক তামিস্র-নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নরক ঘোর অন্ধকার-প্রায়; পাপী তাহাতে পতিত হইয়া অশন-পান-অভাবে এবং দণ্ড-তাড়ন ও তর্জ্জনে পীড়্যমান হইতে থাকে। সে, কাতর হইয়া একেবারে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার পত্নীকে উপভোগ করে, সে দুরাত্মা অন্ধতামিস্র-নরকে নিপতিত হয়। যেমন লোকে বৃক্ষকে পাতিত করিবার নিমিত্ত তাহার মূল কর্ত্তন করে, তদ্রূপ যমদূতগণ ঐ পাপীকে নানারূপ যাতনা দিয়া ঐ নরকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ নরকে পতিত ব্যক্তি স্মৃতি ভ্রষ্ট ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়; এই নিমিত্তই উহার নাম অন্ধতামিস্র নরক। যে ব্যক্তি ইহলোকে "এই শরীরই আমি, "এই ধনাদি আমার"—এইরূপ অভিমান বশতঃ প্রাণিগণের দ্রোহ আচরণ করিয়া কেবল আপনার দেহ ও পুত্র-কলত্রাদি কুটুম্বের ভরণ-পোষণ করে, সে ব্যক্তি উক্ত নরকে পতিত হয়। ইহলোকে মনুষ্য যে প্রকারে যে সকল প্রাণীর হিংসা করে, সে আপনার কর্ম্মদোষে পরলোকে যম-যাতনা প্রাপ্ত হইলে, সেই সকল হিংসিত প্রাণী রুরু হইয়া সেই প্রকারে তাহার প্রতি হিংসা করে; ঐ নরক রৌরব নামে অভিহিত। মহা হিংস্র সর্প হইতেও অধিক ক্রূর ভারশৃঙ্গ নামে এক প্রকার প্রাণী আছে, তাহার নাম রুরু। যে ব্যক্তি ইহলোকে প্রাণি-পীড়ন করিয়া কেবল আত্মদেহের ভরণ-পোষণ করে, সে মহারৌরব নরকে নিপতিত হয়। সেখানে ক্রব্যাদ নামে রুরুগণ মাংসগ্রহণে বিবিধ যাতনা দিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহলোকে অতিশয় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনার প্রাণ-পোষণার্থ সজীব পশু অথবা সজীব পক্ষীর বধ-সাধনপূর্ব্বক তাহাদের মাংস পাক করে, সে ব্যক্তি নরাধম এবং নির্দ্দয়। রাক্ষসেরাও তাহার নিন্দা করিয়া থাকে। ঐ কর্ম্মদোষে পরলোকে যমদূতগণ তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ করিয়া তপ্ততৈলে পাক করে। ৮—১৪।

যে পুরুষ, ব্রাহ্মণজাতির প্রতি দ্রোহ আচরণ করে, সে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ নরকের পরিধি অযুত যোজন, তাহা তাম্রময় অত্যুষ্ণ সমভূমি। ব্রাহ্মণহিংসক, ঐ নরকে স্থাপিত হইয়া উপরে দিবাকর-করে, নীচে অগ্নিতাপে সন্তাপিত হয় এবং ক্ষুধায় ও পিপাসায় তাহার দেহের অভ্যন্তর ও বাহ্যভাগ দগ্ধ হয়। সেই পাপী কখন শয়ন করে, কখন উপবেশন করে, কখন দণ্ডায়মান থাকে, কখন বা চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া বেড়ায়। পশুদেহে যত রোম আছে, তত সহস্র বৎসর তাহাকে ঐরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। মহারাজ! যে পুরুষ আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও ইচ্ছাপূর্ব্বক বেদমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া, পাষণ্ড

লম্বন করে, অতি ভয়ানক যমদূতগণ তাহাকে অসিপত্রবন-নরকে
ক্ষেপ করিয়া কশা দ্বারা প্রহার করিতে থাকে। সেই দারুণ
হারের যাতনায় পাপী ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া বেড়ায়। অমনি
বন-পত্র সকল উভয়তোধার অসিতুল্য হইয়া তাহার গাত্র সকল
ন্ন-ভিন্ন করিতে থাকে। তখন সে দুরাত্মা—"হায়! হত হইলাম"
ই বলিয়া যন্ত্রণা প্রকাশপূর্ব্বক পদে পদে তীব্র-বেদনায় মূর্চ্ছিত
য়া পড়িতে থাকে। যে রাজা অথবা রাজপুরুষ অদণ্ড্য ব্যক্তির
তি দণ্ডপ্রণয়ন কিংবা ব্রাহ্মণজাতির উপরে দণ্ডবিধান করিয়া
কেন, সেই পাপী রাজা এবং পাপী রাজপুরুষ, পাপ বশতঃ
কালে শূকর-মুখ নামক নরকে নিপতিত হয়। লোকে
মন ইক্ষুদণ্ড নিষ্পীড়ন করে, ঐ নরকে বলশালী যমদূত ঐ রাজা
থবা রাজপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ ঐরূপে নিপীড়িত করিতে থাকে;
তাতে ঐ সকল পাপী আর্ত্তস্বরে রোদন করে এবং যেমন ঐ রাজা
থবা রাজপুরুষ নির্দ্দোষ ব্যক্তি সকলকে অবরুদ্ধ করিলে তাহারা
াহগ্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হয়, তদ্রূপ ঐ পাপীও মূর্চ্ছিত হইয়া
ড়ে। পরমেশ্বর যে ব্যক্তির ব্রাহ্মণাদি স্বভাব দেখিয়া বিধি-নিষেধ
বস্থাপূর্ব্বক বৃত্তিবিধান করিয়া দিয়াছেন এবং পরমেশ্বর-দত্ত
বেকবলে অন্যের বেদনা অবগত হইতে যাঁহার ক্ষমতা আছে, সে
ক্তি যদি মৎকুণাদি জীবগণের পীড়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে
ন্ধকূপ-নরকে পতিত হইতে হয়। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মশক,
মৎকুণ এবং মক্ষিকা প্রভৃতি যে কোন প্রাণী, ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক
সেত হয়, তাহারা চারিদিক্ হইতে ঐ ব্যক্তিকে তাহার প্রতি-
া করিতে থাকে। ঘোর অন্ধকারে তাহার নিদ্রারূপ নির্ব্বৃতি
হইয়া যায়; সে কুত্রাপি অবস্থানের স্থান পায় না। জীব যেমন
সেত-শরীর-মধ্যে ভ্রমণ করিয়া দুঃখভোগ করে, ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ
কারে সদা ভ্রমণ করিয়া নিয়ত মহাক্লেশ পায়। যে ব্যক্তি,
্য-দ্রব্য উপস্থিত হইলে বণ্টন করিয়া সকলকে না দিয়া কেবল
নি ভোজন করে এবং যে মানব পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না,
গণ তাহাকে কাকতুল্য বলিয়া বর্ণন করেন; সে কৃমিভোজন
ক নরকে নিপতিত হয়। ঐ নরকে লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ একটা
কুণ্ড আছে। ঐ ব্যক্তি সেই কুণ্ডে পড়িয়া স্বয়ং কৃমি হইয়া ঐ
ল কৃমি ভোজন করে এবং তত্রস্থ কৃমিকুল তাহাকে ভক্ষণ
তে থাকে। এই প্রকারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পাপ ক্ষয় না
ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি নানা যাতনা ভোগ
। মহারাজ! ইহলোকে যে ব্যক্তি চৌর্য্য অথবা বল দ্বারা
ণের সুবর্ণ-রত্নাদি চুরি করে, অথবা আপৎকাল উপস্থিত না
লেও স্বেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণাতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির ঐ সকল
অপহরণ করিয়া লয়,—পরলোকে ভয়ঙ্কর যমদূতগণ লৌহময়
গ্নিপিণ্ড ও সন্দংশ দ্বারা তাহার দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে। ১৪—১৯।
পুরুষ অগম্যা-স্ত্রী গমন করে, কিংবা যে স্ত্রী অগম্যপুরুষে
াগত হয়, নির্দ্দয় যমদূত, ঐ দুই জনকেই কশাঘাতপূর্ব্বক
ড়না করে এবং পুরুষকে লৌহময়ী স্ত্রী-প্রতিমায়, আর স্ত্রীকে
ৌহ-নির্ম্মিত অগ্নিবৎ পুরুষ-প্রতিমায় আলিঙ্গন করায়। এই
থবীতে যে ব্যক্তি পশ্বাদি-যোনিতে উপগত হয়, যমানুচরগণ
াহাকে নিরয়ে নিক্ষেপ করিয়া বজ্রতুল্য কণ্টকময় শাল্মলীর উপরে
রোহণ করাইয়া আনিতে থাকে। যে রাজা অথবা রাজপুরুষ
হলোৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মসেতু ভেদ করে, সেই সকল ব্যক্তি মৃত্যু
াপ্ত হইয়া বৈতরণীতে পতিত হয়। ঐ নদী, নক্র সকলের পরিখা
রূপ; তথায় কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তুগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে
বং তাহাদিগকে ভক্ষণ করে, তথাপি তাহাদের আত্মা বিযুক্ত
প্রাণ বিযুক্ত হয় না। তাহারা আপনাদের দুষ্কর্ম্ম-জাত কর্ম্ম-
িপাক স্মরণপূর্ব্বক বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি,
মেদ, মাংস ও বসা-বাহিনী সেই নদীতে পতিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে
উত্তপ্ত হইতে থাকে। যাহারা ইহলোকে শূদ্রাপতি হইয়া স্ব স্ব
শৌচ, আচার ও নিয়ম বিনষ্ট করে, লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক পশুবৎ
স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়ায়,—তাহারা পরলোকে পূয, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা
ও লালাপূর্ণ সমুদ্রে পতিত হইয়া অতি ঘৃণিত ঐ সকল বস্তু ভক্ষণ
করিয়া থাকে। ইহলোকে যে সকল ব্রাহ্মণ,—কুকুর ও গর্দ্দভ
পালন করত মৃগয়া দ্বারা বিহার করিয়া বিহিতকাল-ব্যতিরিক্ত
মৃগ বধ করে, তাহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া পরলোকে গমন করিলে,
যমদূতগণ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া থাকে।
যে সকল দাম্ভিক ব্যক্তি কেবল দম্ভ-প্রকাশের নিমিত্ত যজ্ঞে পশু
ছেদন করে, তাহারা পরলোকে বৈশস নামক নরকে পতিত হয়।
যমদূতগণ ঐ নরকে তাহাদিগকে বিবিধ যাতনা দিয়া তাহাদের
অঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়। ২০—২৫। দ্বিজকুলোত্তম যে ব্যক্তি
কামমোহিত হইয়া সবর্ণা ভার্য্যাকে শুক্র পান করায়, যমদূতগণ
সেই পাপাত্মাকে নদীমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শুক্র পান করাইয়া
থাকে। যে সকল ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে, কিংবা গৃহে অগ্নি দেয়,
অথবা প্রাণ-বিনাশার্থ বিষপান করায় এবং যে সকল রাজা অথবা
রাজসেনা গ্রাম কিংবা সার্থ নষ্ট করে, মরণান্তে সাতশত বিংশতি
সংখ্যক কুকুর, বজ্রতুল্য করাল মহাদংষ্ট্রা দ্বারা তাহাদিগকে চিবাইয়া
ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য-দান-সময়ে, অথবা
ক্রয়-বিক্রয়-কালে, কিংবা দান-সময়ে কোন প্রকারে মিথ্যা কহে,
পরলোকে যমদূতগণ তাহাকে অধঃশিরা করিয়া শতযোজন উচ্চ
গিরিশিখর হইতে নিরালম্বে অবীচি নামক নরকে ফেলিয়া দেয়।
যেখানে স্থলও পাষাণপৃষ্ঠস্থ তরঙ্গশূন্য জলের ন্যায় প্রকাশমান হয়,
তাহাকে 'অবীচিমৎ' নরক বলে। যমদূতগণ পাপকারী ব্যক্তিকে
ঐ নরকে নিক্ষেপ করিয়া তিল তিল করত তাহার শরীর কর্ত্তন
করিতে থাকে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয় না; পুনরায় তাহাকে
গিরিশিখরে আরোহণ করাইয়া তথা হইতে নরকে নিক্ষেপ করে।
পাপী এইরূপ নানা যাতনায় নিপীড়িত হইতে থাকে। যে ব্রাহ্মণী
সুরাপান করে, কিংবা যে ব্যক্তি ব্রতস্থ হইয়া অজ্ঞতা প্রযুক্ত মদ্য
পান করে,—যমদূতেরা তাহাদিগকে নরকে লইয়া গিয়া পদ দ্বারা
বক্ষঃস্থল আক্রমণপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত লৌহ দ্বারা তাহাদের
সর্ব্বাঙ্গ সেচন করিতে থাকে। ইহলোকে স্বয়ং অধম হইয়া যে
আপনাকে মহৎ বলিয়া অহঙ্কার করত জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, সদাচার,
বর্ণ ও আশ্রম দ্বারা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির অসম্মান করে, সে জীবন-
সত্ত্বেও মৃত্যুতুল্য হইয়া থাকে; সেই পাপী মরণানন্তর পরলোকে
ক্ষারকর্দ্দমময় নরকে অধঃশিরা হইয়া পতিত হয় এবং দুরন্ত যাতনা
ভোগ করিতে থাকে। ২৬—৩০। মহারাজ! এই সংসারে যে
সকল পুরুষ, অন্য পুরুষের প্রাণ হিংসা করিয়া ভৈরবাদি দেবতার
অর্চ্চনা করে এবং যে সকল স্ত্রীলোক, পুরুষ-পশুর মাংস ভক্ষণ করে,
সেই সকল পুরুষ ও পশু পরলোকে তদোরূপ রাক্ষস হয়; পরে
ইহলোকে যেমন ঐ সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে তাহাদিগকে ভক্ষণপূর্ব্বক নৃত্য
করিয়াছিল, সেইরূপ তাহারাও যম-ভবনে ঐ সকল পুরুষ ও স্ত্রীদিগকে
সৌনিক-পুরুষের ন্যায় তীক্ষ্ণ-ধার অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করে এবং
আহ্লাদপূর্ব্বক তাহাদের রক্ত পান করিতে করিতে নাচিতে থাকে।
বন্য বা গ্রাম্য জন্তুমাত্রেরই জীবিত থাকিতে ইচ্ছা আছে। যে
ব্যক্তি নানাবিধ বিশ্বাসোপায় দ্বারা বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক শূল বা
সূত্রে বিদ্ধ করিয়া ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় সেই সকল গ্রাম্য নির্দ্দোষ
পশু লইয়া ক্রীড়া করত যন্ত্রণা দেয়, তাহারা পরকালে গিয়া
শূলাদিতে বিদ্ধ এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হয়। চতুর্দ্দিক্ হইতে
কঙ্ক ও বট প্রভৃতি তীক্ষ্ণধার-চঞ্চু বিশিষ্ট পক্ষিগণ তাহাকে সদাই
আঘাত করিতে থাকে। তখন সে আপনার পাপ স্মরণ করে।

যে ব্যক্তি উগ্র-স্বভাব হইয়া, প্রাণিগণের উদ্বেগ জন্মায়, তাহারা মরণানন্তর যমলোকে নীত হইয়া দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। সেখানে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্প সকল তাহাদিগকে মূষিকের ন্যায় ধারণ করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে। যে ব্যক্তি অন্ধকারময় গর্ত, কুশূল ও গুহাদিতে প্রাণিগণকে অবরুদ্ধ করিয়া যাতনা দেয়, সে পরলোকে ঐ সকলের মধ্যে প্রবেশিত হইয়া রুদ্ধ হয় এবং বিষ-সহিত অগ্নি ও ধূম দ্বারা গুরুতর যাতনায় নিপীড়িত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে গৃহস্বামী হইয়া অতিথি ও অভ্যাগত লোককে আগত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হয় এবং রোষ-হেতু বক্রী-কৃত চক্ষু দ্বারা যেন দগ্ধ করত তাহাদিগকে অবলোকন করে, সেই ব্যক্তি পরলোকে নিরয়ে পতিত হয় এবং সেই পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষু দুইটী বজ্রতুল্য-তুণ্ডধারী কঙ্কাদি পক্ষিগণ বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিয়া দেয়। ৩১—৩৫। রাজন্! যে ব্যক্তি ইহলোকে ধনগর্ব্বে "আমি শ্রেষ্ঠ"- এইরূপ অভিমান করিয়া লোকের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে; ধন অপহরণ করিবে বলিয়া গুরুজনের প্রতিও আশঙ্কা করে এবং ধনব্যয়-চিন্তায় যাহার হৃদয় ও বদন সতত শুষ্ক হয়, সুতরাং কোন প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে না,—যক্ষের ন্যায় অর্থের কেবল রক্ষামাত্র করে; মরণান্তে সেই ব্যক্তি সূচী-মুখ নরকে নিপতিত হয়। তথায় সেই ধনরক্ষক পাপি-পুরুষকে যম-পুরুষেরা, তন্তুবায়দিগের ন্যায়, সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিয়া সূত্রবয়ন করে। যমালয়ে উক্ত প্রকার সহস্র সহস্র নরক আছে। পাপিগণ পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল নরকে প্রবেশ করিয়া থাকে। পাপকারী লোক পাপানুসারে যেমন উল্লিখিত নরকগামী হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী জনগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সেইরূপ স্বর্গাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা পর-লোকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলভোগ করে, তথায় তাহাদের ভোগ একেবারে শেষ হয় না,—কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে; তদ্দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিকে পুনরায় জন্ম-নিমিত্ত এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া প্রবেশ করিতে হয়। নিবৃত্তিরূপ মার্গের বিষয় অগ্রেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। পুরাণ সকলে যে ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা ঐরূপ। ইহাই সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাপুরুষের মায়াগুণময় স্থূলরূপ; ইহার বিবরণ যে ব্যক্তি আদরপূর্ব্বক পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করান,—শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি নির্ম্মল হয় এবং তিনি ভগবান্ পরমাত্মার উপনিষদুক্ত দুর্জ্ঞেয়-স্বরূপ বিষয় অবগত হইতে পারেন। যতি-ব্যক্তিগণও ভগবানের স্থূল সূক্ষ্ম রূপ যথাবৎ শুনিয়া স্থূল বিষয়ে চিন্তনাদি দ্বারা আত্মাকে জয় করিয়া পরে বুদ্ধি দ্বারা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম বিষয়ে মন স্থাপন করিবেন। মহারাজ! এই পৃথিবী-মধ্যে দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, নদী, সাগর, আকাশ, নক্ষত্র, পাতাল, নরক ইত্যাদি যে সমস্ত লোকরচনা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, ইহা ঈশ্বরের সেই স্থূলশরীর; জীব-সমুদায় ইহারই আশ্রয়ীভূত। ৩৬—৪০।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

পঞ্চমস্কন্ধ সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

অজামিলের উপাখ্যানে যমদূত এবং বিষ্ণুদূতের কথোপকথন।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—যাহাতে অর্চ্চিরাদি-লোক-প্রাপ্তি হইয়া পরে ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সহিত মুক্তি হয়, সেই নিবৃত্তিমার্গ আপনি পূর্ব্বে যথাযথ কহিয়াছেন। হে মুনে! গুণ যাহার প্রাপ্য এবং প্রকৃতির বিলয় না হওয়াতে যাহা পুরুষে পুনঃপুনঃ ভোগার্থ দেহারম্ভ-স্বরূপ, সেই প্রবৃত্তিমার্গও তৎপরে বর্ণন করিয়াছেন। অধর্ম্ম-স্বরূপ যে নানাবিধ নরক আছে, তাহাও তৎপশ্চাৎ বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব উৎপন্ন, আপনি সেই মন্বন্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ—এই দুই মনুপুত্রের বংশ এবং চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, সমুদ্র; নদী, উদ্যান, বৃক্ষ এবং বিভাগ-লক্ষণ ও পরিমাণ অনুসারে ধরামণ্ডল, সূর্য্যাদি জ্যোতির্গণ এবং অতলাদি অধোলোক,—ভগবান্ হরি যে প্রকারে সৃষ্টি করেন, তদনুসারে সমুদায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হে মহাভাগ! এক্ষণে মানবগণ যে উপায়ে বিবিধ উগ্র-যাতনাপূর্ণ নরকে পতিত না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করুন। ১—৬। শুকদেব কহিলেন,—মনুষ্য,-শরীর, মন কিংবা বচন দ্বারা পাপাচরণ করিয়া যদি ইহলোকে সেই শরীরাদি দ্বারা যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে যে সকল তীব্র-যাতনাময় নরকের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, মৃত্যুর পর সে নিশ্চয়ই সেই সকল নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বে অক্ষীণ-দেহে সংযতমনা হইয়া, রোগ সকলের নিদানবেত্তা বৈদ্য যেমন রোগের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকে, তদ্রূপ দোষের মহত্ত্ব ও অল্পত্ব বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে প্রায়শ্চিত্তার্থ যত্ন করিবে। রাজা কহিলেন,—পাপ যে অহিতকারী, ইহা দেখিয়া-শুনিয়া জানিতে পারিয়াও, মনুষ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পুনর্ব্বার ঐ পাপে লিপ্ত হয়; অতএব বাহ্য বার্ষিক ব্রতাদি কি প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গণ্য হয়? লোক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কদাচিৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখন বা তত্ত্বৎ পাপ পুনরায় করিয়া থাকে। অতএব হস্তীর গাত্রমার্জ্জনের মত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান নিরর্থক। শুকদেব কহিলেন,—পাপাচরণও কর্ম্ম; বা চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তও কর্ম্ম। কর্ম্মেরদ্বারা কর্ম্ম সমূলে উচ্ছেদ হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্মের অধিকারী,—অবিদ্যাকলুষিত। ফলকথা— জ্ঞানই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। যে ব্যক্তি কেবল পথ্যই ভোজন করে, তাঁহাকে রোগকুল আক্রমণ করিতে পারে না, অর্থাৎ তিনি আরোগ্যে অধিকারী; হে রাজন্! নিয়মসেবী ব্যক্তিগণ পরম মঙ্গল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হন। ৭—১২। এইরূপ অগ্নি যেমন বেণু-গুল্মকে ভস্মসাৎ করেন; তদ্রূপ ধর্ম্মজ্ঞ শ্রদ্ধাযুক্ত ধীরপুরুষ ব্রতাদি হইয়া তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দান, সত্য, শৌচ, যম অথবা নিয়ম দ্বারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক সুমহৎ পাপকেও দূরীভূত করেন। দিবাকর যেরূপ কুয়াস-রাশিকে বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ কতিপয় সাধু-ব্যক্তি কেবল ভক্তি দ্বারা সমুদায় পাপ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন। হে রাজন্! পাপী মনুষ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পণপূর্ব্বক তদ্ভক্ত পুরুষদিগের সেবা করিয়া যেমন পবিত্র হইতে পারে, তপস্যাদি দ্বারা তাহার তাদৃশ পবিত্রতা হয় না। ভক্তিমার্গ সমীচীন, মঙ্গলদায়ক এবং অকুতোভয়

পথ। ইহাতে সুশীল নারায়ণ-পরায়ণ সাধুগণ বিচরণ করেন। হে রাজেন্দ্র!, যেমন নদী সকল, সুরাভাণ্ড শুদ্ধ করিতে পারে না, তাহার ন্যায় সুমহৎ প্রায়শ্চিত্ত আচরিত হইলেও তাহা নারায়ণ-পরাঙ্মুখ হরি-ভক্তিহীন ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না। ১৩—১৮। যে সকল পুরুষ, এক বারমাত্র আপনার কৃষ্ণগুণানুরক্ত চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে নিবেশিত করেন, পাপ-নিস্তীর্ণ সেই সকল ব্যক্তি স্বপ্নেও যম বা পাশ-হস্ত যম-পুরুষগণকে দর্শন করেন না। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। বিষ্ণুদূত ও যমদূতের সংবাদ-সম্বলিত সেই ইতিহাস আমার নিকট শ্রবণ কর। কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামে এক দাসীপতি ব্রাহ্মণ ছিল। সর্ব্বদা দাসী-সংসর্গে দূষিত হওয়ায় তাহার সমুদায় সদাচার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে সতত অশুচি অবস্থায় পণপূর্ব্বক পাশ-ক্রীড়া, বঞ্চনা ও চৌর্য্যরূপ নিন্দিত-জীবিকা অবলম্বন করিয়া কুটুম্বদিগের ভরণ-পোষণ করিত,—প্রাণীদিগকে যাতনা দিত। হে রাজন্! এই প্রকার গর্হিত কর্ম্ম দ্বারা দাসীপুত্রগুলির ভরণ পোষণ করিতে করিতে তদীয় পরমায়ুর অষ্টাশীতি বৎসরাত্মক সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইল। সেই বৃদ্ধের দশটী পুত্র ছিল, তন্মধ্যে যেটী সর্ব্ব কনিষ্ঠ, তাহার নাম নারায়ণ। সে পিতা-মাতার অতিশয় প্রিয়পাত্র। ১৯—২৪। সেই অজামিল অস্ফুট-মধুরভাষী সেই শিশুতেই বদ্ধ-হৃদয় হইয়া সর্ব্বদা তাহারই ক্রীড়াকৌতুক দর্শন করত অতীব আনন্দ অনুভব করিত। বৃদ্ধ, স্নেহ-বদ্ধ হইয়া নিজে ভোজন, পান ও চর্ব্বণ করিতে করিতে সেই বালকের পান-ভোজন করাইত। এই সকল কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া অন্তক যে নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এই প্রকারে বর্ত্তমান মূঢ় অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন সে নারায়ণ নামক সেই বালক পুত্রেরই বিষয় ভাবিতে লাগিল। এই সময়ে—বক্রমুখ ঊর্দ্ধরোমা অতি-ভীষণ তিনজন পাশহস্ত পুরুষ আপনাকে লইতে আসিয়াছে দেখিবামাত্র সে আকুলেন্দ্রিয় হইয়া দূরে ক্রীড়াসক্ত নারায়ণ নামক স্বীয় পুত্রকে অত্যুচ্চৈঃস্বরে "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। হে মহারাজ! আসন্ন-মৃত্যু অজামিলের মুখে হরিকীর্ত্তন-রূপ প্রভুনাম শ্রবণ করিবামাত্র, সহসা বিষ্ণু-পার্ষদগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৫—৩০। যম-দূতেরা, দাসীপতি অজামিলের হৃদয়-মধ্য হইতে জীবকে আকর্ষণ করিতেছিল, বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। সেই সকল যমদূত, অজামিল-গ্রহণে নিবারিত হইয়া তাহাদিগকে (বিষ্ণু-দূতগণকে) বলিতে লাগিল,—"কে তোমরা আমাদিগকে ধর্ম্মরাজের আদেশ-পালনে নিষেধ করিতেছ? তোমরা কাহার লোক? কোথা হইতে আসিলে? কি কারণেই বা ইহা করিতে নিষেধ করিতেছ? তোমরা কি দেবতা? না, উপদেবতা? না, সিদ্ধশ্রেষ্ঠ?—তোমাদের সকলেরই চক্ষু পদ্ম-পলাশ-তুল্য আয়ত, পরিধান পীতবর্ণ কৌষেয়-বসন, মস্তকে কিরীট, স্বর্ণ কুণ্ডল ও গলদেশে পদ্মমালা শোভা পাইতেছে। তোমাদের সকলেরই অভিনব বয়স,—সকলেরই মনোহর চতুর্ভুজ,—ধনু, তূণ, খড়্গ, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম দ্বারা সকলেরই উত্তম শোভা হইয়াছে। অধিক কি, তোমরা স্ব স্ব তেজে দিক্-সকলের অন্ধকার ও অন্যান্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের জ্যোতি বিনষ্ট করিতেছ। আমরা ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর, আমাদিগকে এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছ কেন? ৩১—৩৬। শুকদেব কহিলেন,—যমদূতগণ এইরূপ বলিলে, বাসুদেবের আজ্ঞাকারী সেই সকল পুরুষ হাস্য করিয়া, জলদ-গম্ভীরস্বরে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা যদি ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাকারী, তবে আমাদিগকে ধর্ম্মের তত্ত্ব ও ধর্ম্মের লক্ষণ বল। কি প্রকারে দণ্ড ধারণ করিতে হয়? দণ্ডের যথার্থ পাত্র কে? কর্ম্মী মাত্রেই দণ্ডনীয়, না,—মনুষ্য-মধ্যে কতিপয় কর্ম্মী দণ্ডনীয়?" যমকিঙ্করগণ কহিল,—"বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহার বিপরীত অধর্ম্ম। আমরা শুনিয়াছি যে, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ এবং স্বতঃসম্ভূত। যিনি আপনার স্বরূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় প্রাণী সকলকে শান্তত্বাদি গুণ, ব্রাহ্মণাদি নাম, অধ্যয়নাদি ক্রিয়া এবং বর্ণাশ্রমাদি-রূপ দ্বারা যথাযথ ব্যক্ত করেন, তিনিই নারায়ণ। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, পবন, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, পৃথিবী, জল, ও ধর্ম্ম—ইঁহারা জীব সকলের কৃত কর্ম্মের সাক্ষী। ৩৭—৪২। এই সমস্ত সাক্ষী দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম্মই দণ্ডের পাত্র। যাবতীয় কর্ম্মই ক্রমানুসারে দণ্ডভাগী হয়। হে নিষ্পাপ-পুরুষগণ! কর্ম্মি-পুরুষদিগের ভদ্র ও অভদ্র—দুইই সম্ভাব্য; কারণ, তাহাদের গুণসঙ্গ আছে। কর্ম্ম না করে,—এরূপ শরীরী নাই। ইহলোকে যে ব্যক্তি যত প্রকার ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম আচরণ করে, পরলোকে সে স্বয়ং সেই প্রকারে তাবৎপরিমিত ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! যেমন গুণ বিচিত্র (ত্রিবিধ) বলিয়া ইহলোকে ত্রিবিধ প্রাণী দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ পরকালেও তাহারা তিন প্রকার,—ইহা অনুমান-সিদ্ধ। বর্ত্তমান বসন্তাদি-কাল, যেমন অতীত-অনাগত বসন্তাদি-কালের গুণনিচয়ের জ্ঞাপক হয়, তেমনি উপস্থিত জন্মও অতীত-অনাগত জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মের নিদর্শক হইয়া থাকে। আমাদিগের দেব অনাদি ভগবান্ যম, আপন পুরীতে অবস্থিত থাকিয়াই, মনুষ্যের পূর্ব্বকৃত আচরণ দেখিতে পান; পশ্চাৎ তদনুরূপ ভবিষ্য আচরণ বিচার করিয়া রাখেন। ৪৩—৪৮। যেমন নিদ্রিত-ব্যক্তি স্বপ্নস্থ দেহের উপাসনা অর্থাৎ তাহাতে আত্ম-বুদ্ধি করে, সেইরূপ অজ্ঞ-জীব এই ব্যক্ত দেহেরই উপাসনা করে,—পূর্ব্বাপর কিছুই জানিতে পারে না; যেহেতু, তাহার জন্মান্তরীণ স্মৃতি বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ জীব, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ-গমনাদি-কার্য্য সম্পাদন করেন ও পাঁচটী ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করেন এবং ষোড়শ পদার্থ মনের সহিত সম্মিলনে স্বয়ং সপ্তদশতম জীব একাকী—কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই তিনের সকল বিষয়ই ভোগ করেন। ষোড়শ-কলাবিশিষ্ট লিঙ্গ-শরীর এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য তিন শক্তি। ঐ শক্তিত্রয় জীবের যে সংসার সম্পাদন করে, তাহাতে কেবল হর্ষ, শোক, ভয় এবং পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। হে অমরগণ! কামাদি ছয় রিপু দ্বারা অভিভূত অজ্ঞ-জীব ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় এবং কোষকার কৃমির ন্যায় আপনাকে কর্ম্মজালে বদ্ধ করিয়া, আপনার নির্গমোপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি ক্ষণকালের নিমিত্তও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না,—পূর্ব্বসংস্কার-জাত রাগাদি বলপূর্ব্বক তাহাকে আয়ত্ত করিয়া কার্য্য করাইতে বাধ্য করে। সেই সকল কর্ম্ম জন্য যে অদৃষ্ট, তাহাই জীবের স্থূল অথবা সূক্ষ্ম শরীরের কারণ; সেই বাসনা অতিশয় বলবতী, তদ্দ্বারা জীবের পিতৃ-সদৃশ অথবা মাতৃ-সদৃশ দেহ প্রাপ্তি হয়। ৪৯—৫৪। প্রকৃতির সঙ্গ বশতঃ পুরুষের এইরূপ বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু পুরুষ যদি স্বয়ং পরমেশ্বরোপাসনায় তৎপর হয়, তাহা হইলে অচিরে তাঁহাতে বিলয় পাইতে পারে। এই অজামিল প্রথম-বয়সে শ্রুতসম্পন্ন, সুস্বভাব, সদাচার এবং ক্ষমাদি-বিবিধ-গুণে অলঙ্কৃত ছিল;—সতত ব্রতধারী, মৃদু, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ ও শুচি ছিল। ঐ ব্যক্তি অহঙ্কারশূন্য হইয়া গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধবর্গের সেবা করিত। সকল প্রাণীর সঙ্গে ইহার সৌহৃদ্য ছিল; বিশেষতঃ এ অতি সাধু ও পরিমিত-ভাষী এবং কখন কাহারও প্রতি অসূয়া করিত না। একদা এই অজামিল, পিত্রাজ্ঞা-

পালনার্থ বনে গমন করে। তথা হইতে ফল, পুষ্প, সমিধ্‌ ও কুশ আহরণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে,—এমন সময়ে মৈরেয় মধু পান করায় মদাঘূর্ণিতলোচনা, মত্তা এবং শিথিল-নীবী দাসীর সহিত ক্রীড়াসক্ত ও ইহার সহিত হাস্য-গানতৎপর এক কামী শূদ্রকে নিকটে দেখিল। এই অজামিল, কামোদ্দীপক-দ্রব্য-লিপ্ত বাহু দ্বারা শূদ্র কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত সেই দাসীকে দেখিয়া সহসা মনোভবের বশীভূত ও মোহিত হইল। ৫৫—৬১। ইহার যত দূর ধৈর্য্য [illegible] ছিল, তাহার সাহায্যে যদিও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে আপনি স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাচ কামোন্মত্ত মনকে একেবারে নিগ্রহ করিতে পারিল না। দুষ্ট গ্রাহ, সেই দাসীর দর্শনই সূত্র করিয়া কন্দর্পচ্ছলে ইহাকে গ্রাস করিল; তাহাতে ইহার স্মৃতি বিনষ্ট হইয়া গেল। তরুণীকে চিত্ত-মধ্যে নিরন্তর চিন্তা করিয়া, এই হতভাগ্য স্বধর্ম্ম হইতে বিরত হইল এবং যেরূপে সেই দাসী অনুরক্ত হইতে পারে, তদনুসারে যাবতীয় পৈতৃক অর্থব্যয় করিয়া মনোহর গ্রাম্যভোগ্য বস্তু দ্বারা তাহার সন্তোষ সাধন করিতে লাগিল। সেই পাপিষ্ঠ, স্বৈরিণী-কটাক্ষবাণে জর্জ্জরচিত্ত হইয়া সংকুলোৎপন্না অপ্রৌঢ়া (তরুণী) নিজ পত্নী ব্রাহ্মণীকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করিল। এই মন্দবুদ্ধি ন্যায় ও অন্যায় করিয়া যেখান-সেখান হইতে অপনি যত ধন-সম্পত্তি আনিত, তদ্দ্বারা সেই দাসীর পরিবারদিগের ভরণ-পোষণ করিত। এই ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচার করিয়াছে, অতি-গর্হিত দাসীর মলরূপ অন্নভোজী ও অপবিত্র হইয়া বহুকাল যাপন করিয়াছে এবং ইহার পরমায়ুও পাপস্বরূপ ছিল। অতএব এই অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত পাপীকে দণ্ডধর-সন্নিধানে লইয়া যাইব। সেখানে দণ্ড দ্বারা এই ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিবে।" ৬২—৬৮।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিষ্ণুদূতদিগের অজামিলকে বিষ্ণুলোকে আনয়ন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্‌! যমদূতদিগের বর্ণিত ঐ সকল বচন শ্রবণপূর্ব্বক তারপর সেই সকল বিষ্ণুদূত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন,—"আঃ! কি কষ্ট! ধর্ম্মদর্শী সাধুদিগের সভায় অধর্ম্ম-স্পর্শ হইল! হায়! সেই জন্যই আজি তথায় ধর্ম্মদর্শী পুরুষেরা দণ্ডার্হই নিষ্পাপ ব্যক্তিতে অনর্থক দণ্ড বিধান করিতেছেন। অহো! যে সকল সাধু-পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী ও প্রজাদিগের পিতৃবৎ পালক, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি অদণ্ড্য-দণ্ডনাদি বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তবে প্রজারা আর কাহার শরণাপন্ন হইবে? শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিরা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ইতর লোকেও তাহাই করিতে চেষ্টা পায় এবং তিনি যাহা প্রমাণ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুগামী হইয়া থাকে; সে নিজে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম—কিছুই জানে না এমন যে পশুতুল্য লোক, যাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে নিদ্রা যাইতেছে; সর্ব্বপ্রাণীর বিশ্রাম-স্থান সেই পুরুষ, দয়ালু হইলে, কি প্রকারে যে মিত্রতা করিয়া বিশ্বাসহেতু আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, তাহার অনিষ্ট করিবে? ১—৬। এই ব্রাহ্মণ কোটিজন্ম-কৃত পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে; যেহেতু, এ অবশ হইয়া মোক্ষপ্রদ হরিনাম উচ্চারণ করিয়াছে। এই পাপিষ্ঠ আভাস-মাত্রে যে 'নারায়ণ' এই চারি অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছে, ইহা দ্বারাই পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। স্বর্ণচোরী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, রাজঘাতী, পিতৃঘাতী, গোবধ-কারী এবং অন্যান্য যে সকল মহাপাতকী আছে,—এই বিষ্ণু-নামোচ্চারণই সেই সমস্ত পাপীদিগের উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। যে ব্যক্তি, বিষ্ণুনাম কীর্ত্তন করেন, ভগবান্‌ তাঁহাকে 'আমার' বলিয়া ভাবেন। পাপী, হরিনাম মাত্র উচ্চারণ করিয়া যেরূপ শুদ্ধ হয়, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ বিহিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেরূপ হয় না। আর ঐ নামোচ্চারণ, পবিত্র-কীর্ত্তি হরির গুণনিকর-জ্ঞাপক; চান্দ্রা-য়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত পাপের সমূল-সংহারক নহে; কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ত মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। অতএব যাঁহারা একেবারে পাপের মূলোৎপাটন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ভগবান্‌ হরির গুণ-কীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত;—তাহাতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। ৭—১২। তোমরা ইহাকে লইয়া যাইতে পারিবে না, ইহার পাপ সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে; কারণ, এ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ভগবান্‌ নারায়ণের নাম সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিয়াছিল। পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, গীতালাপ-পূরণার্থই হউক, অথবা অবজ্ঞা ক্রমেই হউক, ভগবান্‌ নারায়ণের নাম গ্রহণ করিলেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি উচ্চ, গৃহাদি হইতে পতিত, যাইতে যাইতে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট, জ্বরাদি রোগে সন্তপ্ত অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও 'হরি' এই শব্দটী উচ্চারণ করে, তাহাকেও কখন নরক-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষিগণ বিশেষ জানিয়া গুরু-পাপের গুরু এবং লঘু-পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সকল তপস্যা, দান এবং ব্রতাদি দ্বারা পাপেরই শান্তি হয়, কিন্তু পাপীর পাপাচরণ বশতঃ মলিন হৃদয় তাহাতে শুদ্ধ হয় না; হরিপদ-সেবা দ্বারা তাহাও নির্ম্মল হয়। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞান-কৃতই হউক অথবা অজ্ঞান-কৃতই হউক, পবিত্র-কীর্ত্তি ভগবানের নাম-কীর্ত্তন, পাপ সকলকে বিনষ্ট করে। যেমন কোন ব্যক্তি না জানিয়াও যদৃচ্ছাক্রমে অতিশয় বীর্য্যবান্‌ ঔষধ ভক্ষণ করিলে, সেই ঔষধ আপনার গুণ দর্শাইয়া থাকে, হরিনাম-মন্ত্র উচ্চারণও তদ্রূপ।" ১৩—১৯। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্‌! সেই সকল বিষ্ণুদূত এই প্রকারে ভাগবত-ধর্ম্ম বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে যমপাশ হইতে মুক্ত করত মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিলেন। হে অরিন্দম! যমদূতেরা নিরাকৃত হইয়া আপনাদের প্রভু-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজের সুগোচর করিল। এইরূপে ঐ অজামিল যমপাশ হইতে মুক্ত হওয়াতে গতভয় ও প্রকৃতিস্থ হইয়া, ভূমিতে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া, বিষ্ণুদূতদিগকে প্রণাম করিল এবং তাঁহাদের দর্শনে পরম আনন্দ প্রাপ্ত করিতে লাগিল। হে অনঘ! মহাপুরুষের অনুচরগণ তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন,—এ ব্যক্তি কিছু বলিতে বাসনা করিতেছে; অতএব তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর অজামিল যমদূতদিগের প্রমুখাৎ বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য সগুণ ধর্ম্ম এবং বিষ্ণুদূতদিগের প্রমুখাৎ ভগবৎপ্রণীত বিশুদ্ধ নির্গুণ ধর্ম্ম জানিতে পারিয়া ভগবানে সাতিশয় ভক্তিমান্‌ হইল। সে আপনার পূর্ব্বকৃত অশুভ-কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিল;—"অহো! ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারায় ঘোর কষ্ট হইয়াছে! কি ঘৃণার বিষয়! আমি বৃষলীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট করিয়াছি। আমি, যুবতী সতী-ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া সুরাপায়িনী ব্যভিচারিণীতে আসক্ত হইয়াছি, আমি দুষ্কার্য্যকারী, সজ্জন-গর্হিত ও কুলকজ্জল; আমাকে ধিক্‌! আমার পিতা মাতা বৃদ্ধ ও অনাথ, আমা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য পুত্রাদি বন্ধু-বান্ধব কেহ নাই এবং তাঁহারা নির্ব্বোধ। হায়! আমি নীচবৎ অকৃতজ্ঞ হইয়া ঐ অবস্থায় তাঁহাদিগকে

পরিত্যাগ করিয়াছি। শাস্ত্র জানিতেছি,—পাপাত্মা ব্যক্তিগণ যে নরকে যম-যন্ত্রণা ভোগ করে, আমিও অতি ভীষণ সেই নরকে পতিত হইব। এই অদ্ভুত ব্যাপার কি স্বপ্ন?—না, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম? যাহারা পাশ হস্তে করিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহারা এক্ষণে কোথায় গেল? আমি পাশে বদ্ধ হইয়া পৃথিবীর অধোভাগে নীত হইতেছিলাম। যাঁহারা আমাকে সেই পাশ হইতে মুক্ত করিলেন, সেই চারিটী চারুদর্শন সিদ্ধ-পুরুষই বা কোথায় গেলেন? ২০—৩১। যাহা হউক, আমি ইহজন্মে অতিশয় পাপী বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই আমার পূর্ব্বসঞ্চিত শুভাদৃষ্ট ছিল; তাহাতেই দেবশ্রেষ্ঠদিগের দর্শন পাইলাম। সে দর্শনে আমার আত্মা প্রসন্ন হইতেছে। অন্যথা যদি পুণ্য না থাকিত, অশুচি ও বৃষলী-পতির রসনা মৃত্যুকালে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। কোথায় আমি কিতব, নির্লজ্জ, পাপী, ব্রাহ্মণ্য-নাশক; আর কোথায় এই মঙ্গল-স্বরূপ ভগবানের 'নারায়ণ' নাম। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে পুনর্ব্বার ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন না হই,—প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়-সংযমনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যত্ন করিব। অবিদ্যা ও কামকর্ম্ম-জনিত এই বন্ধন মোচন করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃদ্, শান্ত, দয়াবান্ ও আত্মবান্ হইয়া স্ত্রীরূপিণী-নিজমায়া-গ্রস্ত আপনার আত্মাকে মুক্ত করিব। এই মায়া, অধম ক্রীড়ামৃগের ন্যায় আমাকে লইয়া বিশেষরূপে ক্রীড়া করিয়াছে। সত্য-বস্তুতে আমার বুদ্ধি-প্রবেশ হইয়াছে; দেহাদিতে "আমার, আমি" বলিয়া যে অভিমান আছে, তাহা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক চিত্তকে ভগবৎকীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া সেই ভগবানেই স্থাপন করিব।" ৩২—৩৮। হে রাজন্! অজামিলের ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ঐরূপে নির্ব্বেদ জন্মিল। অনন্তর তিনি পুত্রাদি-স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মোচন করিয়া গঙ্গা-দ্বারে গমন করিলেন। সেই দেবগণের আবাস-স্থানে আসন-কল্পনাপূর্ব্বক যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রিয়-বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া পরে আত্মাতে মনঃসংযোগ করিলেন। তৎপরে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি হইতে আত্মাকে বিযুক্ত করিয়া জ্ঞানময় পরম ব্রহ্মরূপ ভগবানে সংযোগ করিলেন। তদনন্তর পরব্রহ্মেই তাঁহার চিত্ত নিশ্চল হইয়া রহিল। সেই সময়ে কয়েকটী পুরুষকে অগ্রে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্রই পূর্ব্বদৃষ্ট বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের দর্শনের পরেই অজামিল ঐ তীর্থে আপনার কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-পার্ষদদিগের স্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং সেই মহাপুরুষ-কিঙ্করদিগের সহিত সুবর্ণময় বিমানে আরোহণ করিয়া যথায় শ্রীপতি নিত্য স্থিত, আকাশপথে সেইখানে গমন করিলেন। ৩৮—৪৪। সর্ব্বধর্ম্মভ্রষ্ট, দাসীপতি, নিন্দিত কর্ম্মাচরণ দ্বারা পতিত এবং ব্রতহীন সেই অজামিল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়; এইরূপ সময়ে ভগবন্নাম গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তীর্থপদ ভগবানের কীর্ত্তন অপেক্ষা মুমুক্ষুদিগের কর্ম্মবন্ধন-ছেদনে আর উৎকৃষ্টতর উপায় নাই। কেননা, ইহা করিলে মন আর কর্ম্মলিপ্ত হয় না। অন্যবিধ উপায়ের আচরিত হইলেও পুনর্ব্বার রজস্তমোগুণে মলিন থাকে। এই পরম গুহ্য এবং পাপনাশক ইতিহাস যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, কিংবা ভক্তি-সহকারে কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কখন নরকে পতন হয় না এবং যম-দূতেরা তাঁহাকে দেখিতে পারে না। যে মনুষ্য অতিশয় অমঙ্গলময় হয়, অজামিলের উপাখ্যান শুনিলে সেও মুক্তি পাইয়া থাকে। মৃত্যু-সময়ে পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়াছিল বলিয়া অজামিলও ভগবদ্ধামে গমন করিল;—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তন্নাম উচ্চারণ করিবে, তাহার কথা আর বলিতে হইবে কেন? ৪৫—৪৯।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

যমরাজকর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎকর্ষবর্ণন এবং স্বীয় কিঙ্কর-দিগকে বৈষ্ণবজনের কিঙ্করত্বে নিয়োগ।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—এই সমস্ত লোক যাঁহার বশবর্ত্তী, সেই যমরাজ, নিজদূত-বর্ণিত পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণু-দূত-নিরাকৃত সেই সকল দূতকে ঐরূপে বিফল-নির্দেশ হইয়া কি বলিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! যমরাজের দণ্ডভঙ্গ হয়, ইহা কস্মিন্-কালে কাহারও মুখে শুনা যায় নাই; এ বিষয়ে সকল লোকেরই সুমহৎ সংশয় হইবে। আপনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা দূর করিতে পারিবে না,—ইহা আমার নিশ্চয় জানা আছে। শুকদেব কহিলেন, যমদূতগণ, বিষ্ণুদূতগণ-প্রভাবে বিফলোদ্যম হইয়া তাহা-দিগের প্রভু সংযমনী-পুরীর অধিপতি যমকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া কহিল, "প্রভো! ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা জীব-লোকের কত জন শাসক আছেন এবং কর্ম্মফলের অভিব্যক্তি-হেতু কয়টী? যদি জীবলোকে দণ্ডধারী বহু শাসনকর্ত্তা থাকেন, তাহা হইলে, হয়, কাহারও সুখ-দুঃখ একেবারেই হয় না; না হয়, কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সুখ, আর কাহারও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ হয়। কর্ম্মী পুরুষ বহুতর; তাহাদের কর্ম্ম-ফলের ব্যবস্থার নিমিত্ত শাস্তাও বহুতর হইতে পারে বটে, কিন্তু যেমন মণ্ডলেশ্বরদিগকেও শাস্তা বলা যায়, তদ্রূপ ঐ শাসনকর্ত্তৃত্ব ঔপচারিক। ১—৬। এক আপনিই প্রকৃত-পক্ষে বহুশাসক-পরিবৃত প্রাণিসমূহের অধীশ্বর, শাসনকর্ত্তা, দণ্ডধর এবং মানবদিগের শুভাশুভ-বিচারক; কিন্তু আপনার বিহিত দণ্ড এক্ষণে লোক-শাসনে আর সক্ষম নহে। চারিজন অদ্ভুত সিদ্ধ-পুরুষ আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া গেল। আমরা আপনার আদেশে একজন পাপীকে যাতনা-গৃহে আনিতে-ছিলাম, এমন সময়ে তাহারা হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পাশ ছেদন করিয়া তাহাকে মোচন করিয়া দিল। প্রভো! যদি আমাদের হিত ইচ্ছা করেন, তবে বলুন,—তাহারা কে? আপ-নার নিকট আমরা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। 'নারায়ণ' এই শব্দটী উচ্চারিত হইবামাত্র তাহারা 'ভয় নাই' বলিতে বলিতে দ্রুতগতি আগমন করিল।" ৭—১০। শুকদেব কহিলেন,—প্রজা-সংযমনকারী যম, নিজ দূতগণের এই প্রকার প্রশ্নে আনন্দিত হই-লেন এবং ভগবান্ হরির চরণারবিন্দ স্মরণ করত প্রীতিপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিলেন,—"আমা ভিন্ন অন্য একজন চরাচরের সর্ব্ব-প্রধান অধীশ্বর আছেন। বস্ত্রে সূত্রের ন্যায় যাঁহাতে বিশ্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে; যাঁহার অংশ হইতে ইহার (বিশ্বের) স্থিতি-সৃষ্টি-লয় এবং "নাক-ফোঁড়া বলদের মত" লোক যাঁহার বশবর্ত্তী; যিনি রজ্জুতে বলীবর্দ্দের ন্যায় ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা বেদবাক্য-স্বরূপ নিজরজ্জুতে লোক সকলকে বন্ধন করিয়াছেন; নাম ও কর্ম্মরূপ বন্ধন দ্বারা বদ্ধ সেই সমস্ত জীব, সভয়ে যাঁহার নিমিত্ত বলি বহন করিতেছে অর্থাৎ যাঁহার অধীনে রহিয়াছে; অন্য পরে কা কথা!—আমি, মহেন্দ্র, নির্ঋতি, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ, বিশ্বস্রষ্টা অন্যান্য প্রধান প্রধান দেবতা সকল এবং রজস্তমোগুণের সম্পর্কশূন্য ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ সত্ত্বপ্রধান হইয়াও মায়াস্পর্শ-প্রভাবে যাঁহার চেষ্টা জানিতে অপারগ; যেরূপ চক্ষু শরীরের

সমস্ত অবয়ব দর্শন করে, কিন্তু উহা চক্ষুকে দেখিতে পায় না,—সেইরূপ সকলের হৃদয়েই আত্মস্বরূপে অবস্থিত যাঁহাকে প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, প্রাণ, হৃদয় বা বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারে না;—সেই আত্মতন্ত্র সকলের প্রভু, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মায়াধিপতি এবং মহাত্মা হরির মনোহর দূতগণ, তাঁহার তুল্য রূপ, গুণ ও স্বভাব-বিশিষ্ট। ইহাঁরা প্রায় এই ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুর ভৃত্যগণ, সুরপূজিত,—তাঁহাদিগের রূপ অতি দুর্দ্দর্শ, অতএব তাঁহারা অত্যাশ্চর্য্য। তাঁহারা, বিষ্ণুভক্ত মানবদিগকে শত্রু হইতে, আমা হইতে এবং অন্য সকল বিপদ্ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত যে ধর্ম্ম;—কি ভৃগু প্রভৃতি ঋষি, কি দেবগণ, কি সিদ্ধসঙ্ঘ,—কেহই তাহা জানেন না। অসুর-নিকর, মানবকুল, বিদ্যাধর ও চারণগণই বা কি প্রকারে জানিতে পারিবে? ১১—১৯। হে ভটগণ! কেবল স্বয়ম্ভু, শম্ভু, সনৎকুমার, নারদ, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি—আমরা এই দ্বাদশ জনেই ভাগবত ধর্ম্ম অবগত আছি। অতিশয় পবিত্র, গুহ্য ও অত্যন্ত দুর্ব্বোধ এই ধর্ম্ম জানিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয়। হে দূতগণ! নাম-সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই ইহলোকে পুরুষদিগের পরম ধর্ম্ম। হে পুত্রগণ! ভগবন্নামোচ্চারণের মাহাত্ম্য দেখ!—কেবল নামোচ্চারণ করিয়া অজামিলও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইল। অতএব ভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নাম,—এই সকলের সম্যক্ কীর্ত্তনই যে কেবল পুরুষদিগের পাপ-ক্ষয়মাত্রে উপযোগী,—এরূপ বলা যায় না; কারণ, মহাপাপী অজামিল অশুচি ও মুমূর্ষু-সময়ে অসুস্থ-চিত্ত হইয়াও 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করাতে মুক্তি লাভ করিতে পারিল। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মহাজনদিগের বুদ্ধি, মায়া-কর্ত্তৃক অতীব বিমোহিত হইয়াছিল; সুতরাং বুদ্ধি, অর্থবাদরূপ-পুষ্পভূষিত বেদবিধিতে বিজড়িত হওয়ায়, তাঁহারা বৈতানমধ্যে মহৎ কর্ম্মে (অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে) নিযুক্ত হইয়া অতি গুহ্য সেই নাম-মাহাত্ম্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই (সেই জন্যই দ্বাদশ-বার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন)। ২০—২৫। হে দূতগণ! যে সমস্ত সুবুদ্ধি মানব এই সকল বিবেচনা করিয়া, ভগবান্ অনন্তে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাচ আমার দণ্ড প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহেন। তাঁহাদের পাপ হইতেই পারে না; যদি বা হয়, ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে তৎক্ষণাৎ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। যে সকল সাধু-পুরুষ, ভগবানের শরণাপন্ন; সর্ব্বত্র সমদর্শী; দেবগণ ও সিদ্ধগণ যাঁহাদের পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন;—তোমরা কদাচ সেই সকল সাধুর নিকটে যাইও না। ভগবানের গদা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে, অতএব তাঁহাদের দণ্ডবিধানে আমরাও সমর্থ নহি, কালও সমর্থ নহেন। অকিঞ্চন পরমহংস-সমূহ, সঙ্গবিহীন হইয়া অজস্র যাঁহার সেবা করেন, সেই মুকুন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-রসের আস্বাদন-বিমুখ হইয়া নিরয়ের বর্ত্ম-স্বরূপ গৃহে বদ্ধতৃষ্ণ সেই সকল অসাধু-বৃন্দকে আমার সমীপে আনয়ন করিও। যাহাদের জিহ্বা ভগবানের গুণ-বর্ণন অথবা নামোচ্চারণ না করে, যাহাদের চিত্ত ভগবচ্চরণাম্বুজ-স্মরণে বিমুখ, যাহাদের মস্তক কখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে প্রণত হয় না, কিংবা যাহারা একবারও ভগবদ্ব্রত করে নাই, সেই সকল অসৎ লোকদিগকে আমার নিকট আনিতে হইবে।" যম এইরূপ বলিয়া ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"আমার ভৃত্যগণ যে অন্যায়-কর্ম্ম করিয়াছে, পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ আপনিই তাহা ক্ষমা করুন। আমরা তাঁহার স্বীয় লোক, না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি; এই অঞ্জলি-বন্ধন করিতেছি, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। অহো! সেই ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তাঁহাতে ক্ষমা-গুণ অবশ্যই আছে; আমরা সেই পরম-পুরুষের চরণে প্রণাম করি।" ২৬—৩০। শুকদেব কহিলেন,—হে কৌরব্য! ভগবান্ বিষ্ণুর নাম-সঙ্কীর্ত্তন জগতের মঙ্গলস্বরূপ—নিশ্চয় জানিও; তদ্দ্বারা মহৎ পাপ সকলের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হইয়া থাকে। হে রাজন্! ভগবান্ হরির উদ্দাম-বীর্য্য সকল মুহুর্ম্মুহুঃ শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করিলে যে সুন্দর ভক্তি জন্মে, আত্মা তদ্দ্বারা যেরূপ শুদ্ধ হন,—ব্রত-নিয়মাদি দ্বারা তদ্রূপ শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। ফলতঃ যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের মধুর আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, দুর্গতিপ্রদ মায়া-বিষয়ে তাহার পুনরায় রতি হয় না। কিন্তু সে রাগান্ধ-ব্যক্তি আপনার পাপনাশার্থ সেই কর্ম্ম করিতে সচেষ্ট হয়, যদ্দ্বারা পুনরায় পাপলিপ্ত হইয়া পড়ে। হে রাজন্! যম-কিঙ্কর সকল আপনাদের প্রভুর প্রমুখাৎ ভগবন্মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তাহাতে বিশ্বাস করিল এবং তদবধি কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তি হইতে শঙ্কান্বিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি নেত্রপাত করিতেও ভয় করিত। একদা মহর্ষি অগস্ত্য মলয়াচলে আসীন হইয়া ভগবচ্চরণারবিন্দ অর্চ্চনা করত এই গুহ্য ইতিহাস বর্ণন করিয়াছিলেন। ৩১—৩৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রজা-সৃষ্টি-করণার্থ দক্ষকর্ত্তৃক হংসগুহ্য স্তব দ্বারা
ভগবান্ হরির আরাধন।

রাজা কহিলেন,—ভগবন্! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেব, দৈত্য, নর নাগ, মৃগ এবং পক্ষী ইত্যাদি সৃষ্টি-বর্ণন ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে করিয়াছেন; তাহারই বিস্তারিত বিবরণ আপনার নিকট অবগ হইতে ইচ্ছা করি। পরম-পুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রত্যেক সর্গে শক্তি দ্বারা যে প্রকারে সৃষ্টি করেন, সেই শক্তি ও সেই প্রকা জানিবার নিমিত্ত বাসনা হইতেছে। পুরাণবক্তা সূত, মুনি গণকে কহিলেন,—হে মুনিবর সকল! যোগিবর শুকদে রাজা পরীক্ষিতের উক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করত তাঁহার প্রশংসা করি কহিতে আরম্ভ করিলেন;—রাজন্! প্রাচীন-বর্হির পুত্র দশ প্রচেতা সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন,—পৃথিবী, বিবিধ বৃক্ষ-লতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তপোবা উদ্দীপিত-ক্রোধ সেই প্রচেতা সকল বৃক্ষদিগের প্রতি ক্রু হইয়া বৃক্ষ-দহনেচ্ছায় মুখ হইতে বায়ু এবং অগ্নির সৃষ্টি করিলে ১—৫। হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! সেই বায়ু ও অগ্নি দ্বারা বৃক্ষ সব দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, বনস্পতি সকলের রাজা ভগবান্ সো যেন প্রচেতাদিগের কোপ-শান্তি করত সুমিষ্ট-স্বরে তাঁহাদিগ কহিলেন, "হে মহাভাগগণ! দ্রুম সকল অতি নিরীহ, ইহাদে প্রতি দ্রোহ করা তোমাদের উচিত হয় না। প্রজাদিগকে বিশে রূপে বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক বলিয়াই তোমরা প্রজাপ নামে অভিহিত হইয়াছ। প্রজাপতিদিগের পতি ভগবান্ হরি; পৃথিবীর বৃক্ষ ও ওষধি সকলকে প্রজাদিগের ভক্ষ্য-ভোজন করি সৃজন করিয়াছেন। স্থাবর—জঙ্গমের; পাদহীন—পাদচারীদিগে হস্তহীন—হস্তশালীদিগের এবং চতুষ্পাদ,—দ্বিপদের খাদ্য হে নিষ্পাপগণ! তোমাদের পিতা এবং দেবদেব নারায়ণ তো দিগকে প্রজাবৃদ্ধি করিতে আদেশ করিয়াছেন; তবে তো কি প্রকারে প্রজাদিগের উপজীব্য বৃক্ষ সকলকে দগ্ধ করি নিঃশেষ করিতে উদ্যত হইতেছ? একণে তোমাদিগের পি পিতামহ-সেবিত সৎপথ অবলম্বন কর এবং উদ্দীপ্ত-ক্রোধ সং

৯—১১। বিবেচনা করিয়া দেখ,—যেমন বালকদিগের বন্ধু পিতা-মাতা; চক্ষুর বন্ধু পক্ষ; স্ত্রীলোকের বন্ধু পতি; ভিক্ষুকদিগের বন্ধু গৃহস্থ এবং অজ্ঞ-ব্যক্তিদিগের বন্ধু জ্ঞানদ পণ্ডিতজন;—সেইরূপ প্রজাদিগের বন্ধু প্রজাপতি। ভাবিয়া দেখ,—সকল ভূতেরই দেহাভ্যন্তরে আত্মারূপে ভগবান্ হরি অবস্থিত আছেন, অতএব সকল ভূতকেই ভগবান্ হরির স্থান বলিয়া বিবেচনা করিয়া কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করিতে নাই। এইরূপ করিলেই তোমাদের প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন। যে ব্যক্তি আকস্মিক তীব্র কোপকে আত্মবিচার দ্বারা সংযত করেন, তিনি গুণত্রয়ের অতীত হইতে পারেন। অতএব তোমরা এই অবশিষ্ট দীন বৃক্ষ সকলকে আর দগ্ধ করিও না, তোমাদের মঙ্গল হউক। এই সকল বৃক্ষ একটী কন্যা প্রতিপালন করিতেছে। সে অতি সুরূপা এবং গুণবতী; তোমরা তাহাকে বিবাহ কর।" হে নৃপ! রাজা সোম এই প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া অপ্সরঃ-সম্ভূতা কন্যাটী প্রচেতাদিগকে দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারাও ধর্মতঃ তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। সেই কন্যার গর্ভে, ঐ প্রচেতাদের ঔরসে দক্ষের জন্ম হয়। তাঁহার সৃষ্ট প্রজাসমূহে ত্রৈলোক্য পূর্ণ হইয়াছে। ১২—১৭। দুহিতৃ-বৎসল প্রজাপতি দক্ষ যে প্রকারে শুক্র ও মনের দ্বারা ভূত সকলকে সৃষ্টি করেন, অবহিত হইয়া আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে দেব, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতি খেচর, ভূচর, জলচর প্রজা সকলকে মনের দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া প্রজাপতি প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক বিন্ধ্যাগিরির সন্নিহিত একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই স্থানে অঘমর্ষণ নামে পাপহারী প্রধান তীর্থ আছে। তথায় ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া তপস্যা দ্বারা হরিকে সন্তুষ্ট করেন। তিনি হংসগুহ্য নামক যে প্রসিদ্ধ স্তোত্র পাঠ করিয়া ভগবান্ অধোক্ষজের স্তব করেন এবং হরি যেরূপে প্রজাপতি দক্ষের প্রতি প্রসন্ন হন, তোমার নিকট তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। ১৮—২২। প্রজাপতি কহিলেন—"সর্ব্বোত্তম সেই পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি। তাঁহার চিৎশক্তি অবিতথ, অতএব তিনি জীব ও মায়া,—এই দুয়েরই নিয়ামক। পরন্তু এ প্রকার হইলেও যে সকল জীবের গুণেতেই তত্ত্ব-বুদ্ধি, তাহারা তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পায় না; কারণ, তাঁহার পরিমাণ ও সীমা নাই; তিনি স্বয়ং প্রকাশ পান, এই কারণে সিদ্ধ-বস্তু। শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় যেমন শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়ের সখ্য (প্রকাশ-শক্তি) জানে না, তেমনি সখা জীবও এই দেহরূপ পুরমধ্যে বাস করিয়া এই স্থানস্থিত যে সখার ইন্দ্রিয়-চালনাদিরূপ সখ্য জানিতে পারেন না, সেই মহেশকে আমি নমস্কার করি। অহো! দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র,—ইহারা আপন আপন স্বরূপ অন্য ইন্দ্রিয়বর্গ এবং ঐ দুয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা-বর্গকে জানিতে পারে না। জীব ইহাদিগকে এবং গুণ সকলকেও জানেন। কিন্তু তিনিও যে সর্ব্বজ্ঞকে জানিতে পারেন না, আমি সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে স্তব করি। নামরূপরূপ, মনের দর্শনশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বিনাশ হওয়ায় সমাধি হইলে কেবল স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা যিনি প্রতীত হন, সেই নির্ম্মলচিত্ত-লভ্য শুদ্ধ হংসকে আমি নমস্কার করি। যিনি সপ্তবিংশতি উপাধি দ্বারা আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন; পণ্ডিতেরা, কাষ্ঠমধ্যে যজ্ঞবিশেষ-প্রকাশ অলৌকিক বহ্নির ন্যায় গূঢ়স্থিত যাঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা হৃদয়মধ্যে স্থির করিয়া সেই আবরণ হইতে আকর্ষণ করেন; তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অশেষ ভেদশালিনী মায়াকে নিরাকৃত করিয়া তিনি নির্ব্বাণসুখ অনুভব করিতেছেন, তিনি বস্তু মাত্রেরই নামধারী, তিনি বিশ্বরূপ এবং তাঁহার শক্তি অনির্ব্বচনীয়। বাক্য দ্বারা যাহা বলা যায়, বুদ্ধি দ্বারা যাহা উদ্ভাবিত হয়, ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যাহা গৃহীত হয়, এবং মনোমধ্যে যাহা সঙ্কল্পিত হইয়া থাকে,—এ সমুদায়ই সেই স্বয়ং প্রকাশমান ভগবানের স্বরূপ নহে; কারণ, এ সকল পদার্থ গুণ-বর্দ্ধিত এবং পরমাত্মা, গুণ সকলের প্রলয় ও উৎপত্তি দ্বারা অনুমেয়। ২৩—২৯। যাহাতে, যাহা হইতে, যদ্দ্বারা, যৎসম্বন্ধে যাহার প্রতি, যে কার্য্য, যে প্রকারে, যে করে, যাহাকে দিয়া করায়,—তৎসমস্তই ব্রহ্ম। মুখ্য ও গৌণ যে সকল কারণ আছে,—তৎসমুদায়েরই পরম নিরপেক্ষ কারণ—ব্রহ্ম। কারণ, তিনি সকলের অগ্রে আপনা হইতেই সিদ্ধ এবং সজাতীয়-বিজাতীয়-শূন্য। যাঁহার অবিদ্যাদি শক্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন বাদীদিগের একমত সম্পাদন করিয়া তাহাদের আত্মাতে মুহুর্মুহুঃ মোহ উপস্থিত করে, সেই অনন্তগুণ-সম্পন্ন মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করি। যোগশাস্ত্রে বলে,—তাঁহার পাদাদি আছে; আর সাংখ্যশাস্ত্রে বলে,—তাঁহার পাদাদি নাই; সুতরাং এই দুই শাস্ত্রের ধর্ম্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ এবং ভিন্ন ভিন্ন। (তাঁহার হস্ত-পদাদির সত্তাসত্ত্ব-বিষয়ে তর্ক করায়) উভয়েরই বিষয় এক। এই উভয়-শাস্ত্রোক্ত তর্কের অনুকূল সেই শ্রেষ্ঠবস্তু;—তাঁহাকে নমস্কার। যিনি কর্ম্ম স্বীকার করত নামরূপ পাদমূল-সেবী পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ অনন্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বায়ু যেমন পার্থিব গুণ আশ্রয় করিয়া গন্ধবান্ ও রূপবান্ বলিয়া প্রতীত হয়; সেইরূপ যিনি অর্ব্বাচীন উপাসনা-মার্গ দ্বারা মানবগণের বাসনানুসারে দেহগত হইয়া তত্তদ্দেবতারূপে বিরাজমান হন, সেই পরমেশ্বর আমার মনোরথ সফল করুন।" ৩০—৩৪। শুকদেব কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এইরূপ স্তুত হইয়া যাঁহার চরণদ্বয় গরুড়ের স্কন্ধোপরি বিন্যস্ত ছিল, যিনি জানু-পর্য্যন্ত-লম্বিত আটটী বিশাল বাহু দ্বারা শঙ্খ, চক্র, অসি, চর্ম্ম, ধনুঃ, বাণ, পাশ এবং গদা ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পীতবসন, নবঘন-শ্যাম, প্রসন্ন-বদন, প্রসন্নচক্ষু ত্রিভুবনেশ্বর ভক্তবৎসল ভগবান্—কাঞ্চী, অঙ্গুরীয়, বলয়, নূপুর ও অঙ্গদে ভূষিত হইয়া ত্রৈলোক্য-মোহন রূপধারণ করত স্তব-কর্ত্তা দক্ষের সম্মুখে সেই অঘমর্ষণ-তীর্থে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার অঙ্গে বনমালা বেষ্টিত; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি বিরাজিত; মস্তকে মহার্ঘ কিরীট; হস্তে বলয়; কর্ণে মকর-কুণ্ডল দোদুল্যমান। নারদ, নন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ এবং লোকপাল সকল তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান। সিদ্ধ, চারণ এবং গন্ধর্ব্ববর্গ, সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার স্তব করিতেছিল। হে রাজন্! এই প্রকার আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া প্রজাপতি দক্ষের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল; তিনি হৃষ্টচিত্তে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। নির্ঝরোদকে নদী সকল যেমন পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর হর্ষে যাঁহার যাবতীয় ইন্দ্রিয় পরিপূর্ণ হওয়াতে, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। ৩৫—৪১। সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী ভগবান্, সেই প্রকার প্রণত পরম-ভক্ত প্রজাকাম ঐ প্রজাপতিকে বলিতে লাগিলেন,—"হে মহাভাগ প্রাচেতস! শ্রদ্ধা-সহকারে আমাতে ভক্তি করাতেই তোমার তপস্যা সিদ্ধ হইল। তোমার তপস্যাচরণ এই বিশ্বের বৃদ্ধিকারী, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; কারণ, প্রাণী সকলের সমৃদ্ধি হয়,—ইহাই আমার কামনা। ব্রহ্মা, ভব, তোমরা, মনুগণ এবং দেবেশ্বরগণ,—আমার বিভূতি ও প্রাণী সকলের উদ্ভব-কারণ। হে ব্রহ্মন্! তপস্যা আমার হৃদয়, বিদ্যা (মন্ত্রজাল) আমার শরীর, ক্রিয়া আমার আকৃতি, যজ্ঞ আমার অঙ্গ, ধর্ম্ম আমার মন, যজ্ঞভোক্তা দেবগণ আমার প্রাণ। প্রথমে কেবল আমিই ছিলাম মাত্র। যাহা ভিন্ন গ্রাহক অথবা গ্রাহ্য

বদ্ধ ছিল না। কেবল চৈতন্য মাত্র ছিল, কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা ব্যক্ত হইত না;—সর্ব্বত্র প্রসুপ্তের ন্যায় ছিল। আমি অনন্ত। আমার গুণও অনন্ত। গুণের সাহায্যে যখন আমার গুণময় দেহ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছিল, তখন তাহা হইতে অযোনিজ আদি স্বয়ম্ভু উৎপন্ন হন। ৪২—৪৮। আমার বীর্য্য-সম্ভূত সেই দেবদেব সৃষ্টিকার্য্যে উদ্যত হইয়া যখন আপনাকে তদ্বিষয়ে অসমর্থের ন্যায় বোধ করিলেন, তখন সেই দেব আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন; যে তপঃপ্রভাবে বিভু ব্রহ্মা প্রথমে তোমাদিগের নয়জন বিশ্ব-স্রষ্টাকে সৃজন করেন। অতএব হে দক্ষ! প্রজাপতি পঞ্চজনের এই কন্যা এখানে আছেন; ইঁহার নাম অসিক্নী। হে প্রজানাথ! তুমি ইঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে স্ত্রী-পুরুষে রতিক্রীড়ারূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ঐরূপ ধর্ম্মশালিনী এই নারীতে বহুতর সন্তান উৎপন্ন করিতে পারিবে। তোমার পরবর্ত্তী প্রজা সকল মদীয় মায়াবশে স্ত্রীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন হইবে এবং আমার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিবে।" শুকদেব কহিলেন,—বিশ্বভাবন ভগবান্ ইহা বলিয়া দক্ষের সমক্ষে, স্বপ্নলব্ধ পদার্থের ন্যায় সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। ৪৯—৫৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

নারদের প্রতি দক্ষের অভিশাপ।

শুকদেব কহিলেন,—বিভু দক্ষ, বিষ্ণুমায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া, সেই পঞ্চজন-তনয়ার গর্ভে হর্য্যশ্ব নামক অযুত পুত্র উৎপাদন করিলেন। হে নৃপ! ঐ সকল দক্ষ-তনয়গণ এক আচার এবং একপ্রকার স্বভাব-সম্পন্ন হইল। পিতা তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে কহিলে, তাঁহারা সকলেই পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। যেখানে সিন্ধুনদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইস্থানে মুনি-সিদ্ধসেবিত 'নারায়ণসর' নামে এক প্রধান তীর্থ আছে। তাহার জলস্পর্শ করিবামাত্র, তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে রাগাদি অশেষ-মল বিদূরিত এবং পারমহংস্য-ধর্ম্মে বুদ্ধি উদিত হইল। তাঁহারা কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞা-পরতন্ত্র হইয়া প্রজা-সৃজন-কামনায় উগ্র-তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবর্ষি নারদ, তাঁহা-দিগকে প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ দেখিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হে হর্য্যশ্বগণ! ভূমির অন্ত না দেখিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিবে? এইরূপে যে বৃথা তপস্যা করিতেছ, ইহা অতীব খেদের বিষয়! পালক হইয়াও তোমরা অজ্ঞ। ১—৬। এক রাজ্য আছে, যাহাতে একমাত্র পুরুষ; এক বিল আছে, যাহা হইতে কাহাকেও নির্গত হইতে দেখা যায় না; এক স্ত্রী আছে, যাহার বহুবিধ রূপ; এক পুরুষ আছেন, যিনি পুংশ্চলীর পতি; এক নদী আছে, যাহার স্রোত দুইদিকে; এক অদ্ভুত গৃহ আছে, পঞ্চবিংশতি পদার্থে যাহা গঠিত; কোন স্থলে চিত্রবাদী এক হংস আছে; ক্ষুর ও বজ্র দ্বারা রচিত স্বয়ং ভ্রমণশীল এক বস্তু আছে;—এই সকল এবং তোমাদিগের সর্ব্বজ্ঞ পিতার উপযুক্ত আদেশ না জানিয়া কি সৃষ্টি করিবে?" হর্য্যশ্বগণ, দেবর্ষির সেই কূটবচন শ্রবণ করিয়া স্বভাবতঃ বিচার-শক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা তাহার অর্থ আপনা-আপনি বিচার করিতে লাগিলেন;—"এই ভূমি অর্থাৎ ক্ষেত্র, তাহা জীব-সংজ্ঞক। এই লিঙ্গ-শরীর, যাহা আত্মার বন্ধের কারণ, তাহার অন্ত অর্থাৎ বিনাশ দর্শন না করিয়া, মোক্ষের অনুপ-যোগী অসৎকর্ম্ম সকল করিলে কি ফল দর্শিবে? ঈশ্বর একমাত্র; তিনি সকলের সাক্ষী, সকলের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং আপনিই আপনার আধার। সেই নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া এবং তাঁহাতে চিত্তসমর্পণ না করিয়া, বৃথা কর্ম্ম করিলে কি ফল হইবে? ৭—১২। পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইলে পাতালগত ব্যক্তির ন্যায় তথা হইতে পুনরায় প্রত্যাগত হইতে হয় না। সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া বৃথা কর্ম্ম সকল করিলে তাহাতে কি ফল হইবে? নিজ নিজ বুদ্ধি,—স্বৈরিণী স্ত্রীর ন্যায় মোহকারিণী এবং রজঃ-প্রভৃতি নানাগুণ-সমন্বিতা। ঐ বুদ্ধির অন্ত না জানিয়া অশান্ত কর্ম্ম করিলে কি ফল হইবে? যেরূপ দুষ্টপত্নী-সঙ্গে পুরুষের স্বাধীনতা দূর হয় এবং ঐ পুরুষ ঐ ভার্য্যার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়, তদ্রূপ মায়াসঙ্গ বশতঃ যাঁহার ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং যিনি সেই মায়ার সুখ-দুঃখরূপ গতির অনুগমন করিয়া থাকেন, সেই জীবকে যে পুরুষ না জানে, তাহার অবিবেক-কৃত কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইবে? উৎপত্তি ও ধ্বংসকারিণী মায়াই নদী। উহাতে পতিত ব্যক্তি যেস্থান দিয়া উত্থান করিবে, তথায় বেগ অধিক। মনুষ্য ঐ নদীতে মগ্ন, সুতরাং বিবশ হইয়া যাহা করে, সেই মায়াময় কর্ম্মে ফল কি? অন্তর্যামী পুরুষ, পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের আশ্চর্য্য আশ্রয়। তিনি কার্য্যকারণ-সংঘাতের অধিষ্ঠাতা, তাঁহাকে যে পুরুষ না জানে, তাহার বৃথা স্বাতন্ত্র্যাভিমান-কৃত কর্ম্মে কি ফল হইবে? ঈশ্বর-প্রতিপাদক শাস্ত্রে চিৎ ও জড়রূপ বস্তু বিশেষরূপে বিবেচিত হয়, অতএব তাহা হংসস্বরূপ। ঐ শাস্ত্র কি কি কর্ম্মে বন্ধ এবং কি কি কর্ম্মে মোক্ষ হয়, তাহা দর্শাইয়া থাকে; সুতরাং তাহার কথা সকল বিচিত্র। ঐ শাস্ত্র না জানিয়া বাহ্যিক কর্ম্মমাত্র দ্বারা কি ফল হইবে? ১৩—১৮। স্বয়ং ভ্রমণশীল সুতীক্ষ্ণ কালচক্র, এই সমস্ত জগৎকে আকর্ষণ করিতেছে, অতএব তাহা স্বতন্ত্র। তাহা অবগত না হইয়া অসৎ কাম্য-কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিলে কি ফল হইবে? আপনি বলিলেন যে, শাস্ত্রই আমাদের পিতা; কেননা, তাহাই দ্বিতীয় জন্মের কারণ,—নিবৃত্তিই তাঁহার আদেশ। যে ব্যক্তি তাহা না জানে, সে গুণময় প্রবৃত্তিমার্গে বিশ্বস্ত হইয়া কিরূপে সেই আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে?" শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া হর্য্যশ্বগণ ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক দেবর্ষিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অনিবর্ত্তী পথে প্রস্থান করিলেন। দেবর্ষিও কৃষ্ণ-পদারবিন্দ-প্রকাশক স্বরব্রহ্মে আপনার মন সম্পূর্ণরূপে বিনিবেশিত করিয়া ভুবন-মণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুদিন অতীত হইলে, 'সচ্চরিত্র পুত্রগণ নারদ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, শুনিয়া, প্রজাপতি দক্ষ শোক-সন্তাপ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সৎপুত্র-লাভ শোকের আবাস-স্থান। প্রজাপতি দক্ষ, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া পাঞ্চজনীর গর্ভে সবলাশ্ব নামে সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপন্ন করিলেন। ১৯—২৪। তাঁহারাও প্রজাসৃষ্টি করিতে পিতৃ-আজ্ঞা পাইয়া ব্রতধারণপূর্ব্বক সেই নারায়ণ-সরোবরে গমন করিলেন। সেই স্থানেই তাঁহাদের অগ্রজ-ভ্রাতৃগণ তপঃসিদ্ধ হইয়াছিলেন। নারায়ণ-সরোবরের পবিত্র জল স্পর্শ করিবামাত্র সবলাশ্বগণের পাপ নিবৃত্ত এবং চিত্ত সংশোধিত হইল। তাঁহারা জপ করত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। কতিপয় মাস জলমাত্র পান ও কয়েক মাস বায়ু-ভক্ষণে থাকিয়া এই মন্ত্র আবৃত্তি করত মন্ত্রপতি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলেন। সেই মন্ত্র এই,—"যিনি পরম-পুরুষ মহাত্মা নারায়ণ, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয়, পরমহংসসাক্ষী,—তাঁহাকে চিন্তা করি।" হে রাজেন্দ্র! একদি

দেবর্ষি নারদ নিকটে আসিয়া এইরূপে প্রজাসৃষ্টি-অভিলাষী সেই সকল দক্ষপুত্রকেও পূর্ব্ববৎ কূটবাক্য বলিলেন;—"হে ভ্রাতৃবৎসল দক্ষনন্দনগণ! আমি যে উপদেশ-বাক্য বলি, তাহা শ্রবণ কর;—আপনাদের অগ্রজগণের পদবী অবলোকন কর। ২৫—৩০। যে ধর্ম্মজ্ঞ ভ্রাতা আপনার ভ্রাতৃগণের প্রকৃষ্ট পদবীর অনুগামী হয়, তাহার পুণ্যই বন্ধু; ভ্রাতৃবৎসল মরুদ্গণ তাহাকে লইয়া আমোদ করিয়া থাকে।" হে আর্য্য! অমোঘ-দর্শন দেবর্ষি এতাবন্মাত্র কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সবলাশ্বগণও অগ্রজ ভ্রাতৃগণের পথানুসারী হইলেন। তাঁহারা প্রত্যগ্বৃত্তিলভ্য সমীচীন ও অনুকূল পথে প্রয়াণ করিয়াছিলেন; অতএব বিগত-নিশার ন্যায় অদ্যাপি প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন না। এই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ বহুতর অমঙ্গল-সূচক নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন এবং শুনিতে পাইলেন যে, নারদ পূর্ব্ববৎ এ সকল পুত্রেরও বিনাশ-সাধন করিয়াছেন। অতএব তিনি পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইয়া নারদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে নারদকে নিকটে দেখিয়া দক্ষ ক্রোধে কম্পিত হইয়া কহিলেন, "অহো! তোর সাধুতুল্য বেশ দেখিতেছি বটে, কিন্তু তুই সাধু নহিস্, কারণ; আমার পুত্রগুলি স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিল, তুই তাহাদিগকে ভিক্ষুকমার্গ উপদেশ দিলি! এই কি সাধুর কর্ম্ম? ৩১—৩৬। অরে পাপিষ্ঠ! ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্র তিন-ঋণে ঋণী হয়। আমার ঐ শিশুগুলির কোন ঋণই মোচন হয় নাই। তাহারা কর্ম্ম সকলের বিচারও করে নাই। তুই আমার সেই পুত্রদিগের ইহ-পরলোকের মঙ্গল-ব্যাঘাত করিলি! তুই অতি নির্দ্দয়; বালকদিগের বুদ্ধি ভ্রংশ করিয়া দিস্। অতএব তুই হরির যশোনাশক। এখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কিরূপে তাঁহার পার্ষদগণ-মধ্যে ভ্রমণ করিস্। আমি দেখিতেছি,—তুই ভিন্ন সকল ভাগবত-পুরুষই ভূতগণে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; কিন্তু তুই লোকের সৌহৃদ্য বিনষ্ট করিস্ এবং নির্ব্বৈর লোকের বৈরাচরণ করিয়া থাকিস্। তুই মনে করিস্,—বিষয় হইতে নিবৃত্তিই স্নেহপাশচ্ছেদক; (কিন্তু দেখ,—বিষয় হইতে নিবৃত্তি ত আর বিনা বৈরাগ্যে হইতে পারে না); আর তোর কেবল এই বেশ দেখিয়াই লোকের বৈরাগ্যোদয় হয় না। অনুভব না করিলে বিষয় যে দুঃখের কারণ,—ইহা পুরুষ কখন জানিতে পারে না; অনুভব করিয়া বিষয়ের দুঃখ-প্রদত্ব জানিতে পারিলে, আপনা হইতেই নির্ব্বেদযুক্ত হয়;—পরের কথায় সেরূপ হয় না। যাহা হউক, আমরা সাধু, গৃহমেধী, কখন কাহারও মন্দ করিতে জানি না; তুই আমাদের যে দুঃসহ অপকার করিলি, তাহা আমরা সহ্য করিলাম। কিন্তু সন্তানোচ্ছেদ করিয়া আমাদের যে অমঙ্গল করিলি, তজ্জন্য তুই ত্রিলোকে ভ্রমণ করিবি, অথচ কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইবি না।" শুকদেব কহিলেন,—সাধুগণের প্রশংসনীয় নারদ "তাহাই হউক" বলিয়া প্রজাপতির শাপ স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্ষমতাশীল ব্যক্তি যে ক্ষমা করেন, ইহাই সাধুতা। ৩৭—৪৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দক্ষের ষষ্টি-সংখ্যক কন্যাগণের পৃথক্ পৃথক্ বংশবর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! তদনন্তর প্রাচেতস দক্ষ, ব্রহ্মার অনুনয়ে আপনার অসিক্নী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ষষ্টিসংখ্যক কন্যা উৎপাদন করিলেন। দক্ষকন্যাগণ সকলেই পিতাকে ভক্তি করিতেন। তাহার মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, তেরটী কশ্যপকে; সাতাইশটী চন্দ্রকে; ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব—এই তিন জনকে দুইটী দুইটী; এবং অপর চারিটী তার্ক্ষ্যকে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাদের এবং তদীয় অপত্যগণের নাম সকল আমার নিকট শ্রবণ কর;—তাঁহাদেরই পুত্র-পৌত্রাদি দ্বারা ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হইয়াছে। যথা;—ভানু, লম্বা, ককুভ্, যামী, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা এবং সঙ্কল্পা,—ইহারা ধর্ম্মের পত্নী। ইহাদিগের পুত্রাদির নাম শ্রবণ কর;—ভানুর পুত্র দেবর্ষভ, তাহার সন্তান ইন্দ্রসেন। লম্বার পুত্র বিদ্যোত; মেঘ সকল তাহার সন্তান। ককুভের পুত্র সঙ্কট; যে কীকট হইতে ভূ-বিবরের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা সকল উৎপন্ন হন, তিনি ঐ সঙ্কটের পুত্র। যামীর পুত্র স্বর্গ, ঐ স্বর্গ হইতে নন্দির উৎপত্তি হয়। ১—৬। বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেবগণ। কথিত আছে, তাঁহারা নিঃসন্তান। সাধ্যার সন্তান সাধ্যগণ, তাঁহাদের তনয় অর্থসিদ্ধি। মরুত্বতীর দুই পুত্র,—মরুত্বান্ ও জয়ন্ত। তন্মধ্যে জয়ন্ত বাসুদেবের অংশে উৎপন্ন হন,—এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে উপেন্দ্র বলিয়া জানেন। মুহূর্ত্তার গর্ভে মৌহূর্ত্তিক নামে দেবগণ উৎপন্ন হন তাঁহারা প্রাণীদিগকে স্ব স্ব কালানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্প; তাঁহা হইতে কামের উৎপত্তি হয়। বসুর পুত্র অষ্টবসু। তাঁহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর;—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু এবং বিভাবসু। তন্মধ্যে পত্নী অভিমতির গর্ভে দ্রোণের হর্ষ, শোক, ইত্যাদি পুত্র হয়। প্রাণের পত্নী ঊর্জ্জস্বতী। তাঁহার গর্ভে সহ, আয়ু ও পুরোজব নামে তিন পুত্র জন্মে। ধ্রুবের পত্নী ধরণী বিবিধ পুর প্রসব করেন। ৭—১২। অর্কের ভার্য্যা বাসনা; তাঁহার গর্ভে তর্ষ প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। অগ্নিনামা বসুর ভার্য্যা ধারা। স্কন্দ এবং দ্রবিণক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র তাঁহার গর্ভে উৎপন্ন হয়। স্কন্দকে লোকে কৃত্তিকার পুত্রও বলিয়া থাকে। স্কন্দ হইতে বিশাখাদির উদ্ভব হইয়াছে। দোষ নামক বসুর ভার্য্যা শর্ব্বরী। তাঁহার পুত্র শিশুমার, তিনি হরির অংশ। বাস্তু নামা বসুর ভার্য্যা আঙ্গিরসী। তাঁহার পুত্র—শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মা হইতে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি হয়। বিশ্বদেব ও সাধ্যগণ তাঁহার পুত্র। বিভাবসুর পত্নী ঊষা। তিনি ব্যুষ্ট, রোচিষ, আতপ—এই তিন পুত্র প্রসব করেন। ঐ তিন তনয়ের মধ্যে আতপ হইতে পঞ্চযামের উৎপত্তি হয়। যৎপ্রভাবে প্রাণী সকল স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। ভূতের সরূপা নাম্নী ভার্য্যা,—রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, বহুরূপ এবং মহান্ ইত্যাদি কোটি কোটি রুদ্র প্রসব করেন। এই একাদশ রুদ্রের পার্ষদ অতি ভয়ানক প্রেতপ্রেতগণ ঐ ভূতের অন্য এক ভার্য্যায় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৩—১৮। প্রজাপতি অঙ্গিরার স্বধা নাম্নী পত্নী, পিতৃগণকে এবং সতী নাম্নী পত্নী, অথর্ব্বাঙ্গিরস নামক এক বেদকে পুত্ররূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃশাশ্ব, অর্চ্চি নাম্নী পত্নীর গর্ভে ধূম্রকেতুকে এবং ধিষণা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে বেদশিরা, দেবল, বয়ুন ও মনুকে উৎপাদন করেন। বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী এবং যামিনী,—ইহারা তার্ক্ষ্যের পত্নী। তন্মধ্যে পতঙ্গী পতঙ্গগণকে এবং যামিনী শলভ-সকলকে প্রসব করেন; বিনতা সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর-বাহন গরুড়কে ও সূর্য্য-সারথি অনূরুকে, আর কদ্রু অনেকানেক নাগ প্রসব করেন। হে ভারত! কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ, চন্দ্রের পত্নী। চন্দ্র, দক্ষশাপে যক্ষ্মরোগ-গ্রস্ত; সুতরাং ঐ সকল পত্নীতে তাঁহার সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। সোম, দক্ষকে প্রসন্ন করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় ক্ষীণ-কলা সকল লাভ করিলেন। এই ক্রমে যাঁহাদিগের প্রসূত, সেই

বিশ্বজননী কশ্যপ-পত্নীদিগের মঙ্গলকর নাম সকল শ্রবণ কর ;— অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা এবং তিমি। তিমি হইতে জলজন্তু সকল উৎপন্ন হয়। শ্বাপদগণ সরমার পুত্র। মহিষ, গো এবং দুইখুর-বশিষ্ট অন্যান্য পশু, সুরভির সন্তান। শ্যেন, গৃধ্র ইত্যাদি বিহঙ্গগণ তাম্রার পুত্র। অপ্সরা সকল মুনির সন্তান। হে রাজন্! দন্দশূক প্রভৃতি সর্প-জাতি ক্রোধবশার পুত্র। সকল উদ্ভিদ ইলার পুত্র। রাক্ষসগণ সুরসার গর্ভোৎপন্ন, গন্ধর্ব্বগণ অরিষ্টার এবং বিশফ ভিন্ন সকল পশু কাষ্ঠার পুত্র। দনুর একষষ্টি পুত্র। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিগণের নাম শ্রবণ কর,—বিমূর্দ্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কপিল, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জ্জয়। প্রসিদ্ধি আছে,—সুপ্রভা নাম্নী স্বর্ভানু-কন্যাকে নমুচি বিবাহ করেন। শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী বৃষপর্ব্ব-দুহিতাকে নহুষ-নন্দন বলশালী যযাতি বিবাহ করেন। হে নৃপ! বৈশ্বানর দানবের উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা এবং কালকা নামে যে চারিটী সুরূপা কন্যা, তন্মধ্যে উপদানবীকে হিরণ্যাক্ষ ; হয়শিরাকে ক্রতু এবং ব্রহ্মার আদেশে পুলোমা ও কালকাকে কশ্যপ বিবাহ করেন।

পুলোমা এবং কালকার পৌলোম ও কালকেয় নামে ষষ্টিসহস্র যুদ্ধকুশল সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হে রাজন্! ইন্দ্রের প্রিয়কারক তোমার পিতামহ স্বর্গে গমন করিয়া একাকী সেই যজ্ঞঘাতী-দিগকে নিধন করিয়াছিলেন। বিপ্রচিত্তি, সিংহিকার গর্ভে একশত এক সন্তান উৎপাদন করে। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাহু ; তদ্ভিন্ন একশত কেতু। তাহারা সকলেই গ্রহত্ব প্রাপ্ত হই-য়াছে। ২১—৩৭। অদিতির বংশ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর। তাঁহারই বংশে বিভু নারায়ণ-দেব আপনার অংশে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র ও উরুক্রম,—ইহাঁরা অদিতি-পুত্র। ভাগ্যবতী সংজ্ঞা, বিবস্বৎ-সহযোগে শ্রাদ্ধদেব মনুকে এবং যমদেব ও যমুনা— এই যমজপুত্র-কন্যাকে প্রসব করেন। সেই সংজ্ঞাই বড়বা হইয়া পৃথিবীতলে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। ছায়াও ঐ বিব-স্বান্ হইতে শনৈশ্চর ও সাবর্ণি নামে দুই পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা লাভ করেন। এই তপতী, রাজা সংবরণকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অর্য্যমার পত্নী মাতৃকা ; ঐ দম্পতী হইতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহারা কৃত ও অকৃত জানিতে পারিতেন। ব্রহ্মা এই সকল ব্যক্তিতেই মনুষ্যজাতি কল্পনা করিয়াছিলেন। পূষা নিঃসন্তান। তিনি পিষ্টভক্ষ্য-ভোজী। ইনি পূর্ব্বকালে, দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া দন্ত নিঃসারণপূর্ব্বক হাস্য করায় ভগ্নদন্ত হইয়াছিলেন। হে রাজন্! ত্বষ্টা-প্রজাপতির ভার্য্যা রচনা ; তিনি দৈত্যকন্যা। তাঁহার গর্ভে ঐ প্রজাপতির ঔরসে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। বিশ্বরূপ যদিও শত্রুকুলের দৌহিত্র, তথাপি দেবগণ, অবজ্ঞাত বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া-ছিলেন। ৩৮—৪৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

বিশ্বরূপকে অমরগণের পৌরোহিত্যে বরণ।

রাজা কহিলেন,—ভগবন্! দেবগণ বৃহস্পতির নিজের শিষ্য ; তথাপি তিনি তাঁহাদিগকে কি কারণে পরিত্যাগ করেন?—বৃহ-স্পতির শিষ্যগণ কি অপরাধ করিয়াছিলেন, বর্ণন করুন। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যলাভে মদোন্মত্ত হইয়া সৎপথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদা তিনি মরুদ্গণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ে পরিবৃত হইয়া অধ্যাসীন আছেন ; সভামধ্যস্থ সিংহাসনের সমীপে, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, ব্রহ্মবাদী মুনি, বিদ্যাধর, অপ্সরা, কিন্নর, পতঙ্গ এবং উরগ প্রভৃতি সভাসদ্গণ,—সেবা ও স্তব করিতেছে। গন্ধর্ব্বগণ সন্তোষ-উৎপাদনার্থ সুললিত-স্বরে গীত গাহিতেছে। তাঁহার মস্তকে চন্দ্রমণ্ডল-তুল্য সুন্দর ছত্র এবং চামর-ব্যজনাদি অন্যান্য মহারাজ-চিহ্ন-সমূহ শোভা পাইতেছে। অর্দ্ধাসনস্থিতা শচীদেবীর সহিত বিরাজিত আছেন। এমন সময়ে বৃহস্পতি, সভা-মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র আপনার ও অমরগণের পরম আচার্য্য সুরাসুর-নমস্কৃত মুনিবর বাচস্পতিকে সমাগত দেখিয়াও প্রত্যুত্থান অথবা আসন দান দ্বারা সম্মান করি-লেন না। ইন্দ্র আপনার আসনে থাকিয়াও গৌরব-প্রদর্শনার্থ কিঞ্চিন্মাত্রও চলিত হইলেন না। ১—৮। ক্ষমতাশালী মহা-পণ্ডিত বৃহস্পতি, সহসা সভা হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীমদ হইলেই যে পুরুষের মনোবিকার হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানি-তেন। অতএব কোন কথাই না কহিয়া আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখনই দেবরাজ, গুরুকে অবহেলা করিয়াছেন— স্মরণ করিয়া সভার মধ্যে আপনিই আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন,—"আমি যে কর্ম্ম করিলাম, তাহা অতিশয় অসাধু। কি খেদের বিষয়! আমি কি অল্পবুদ্ধি! ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সভামধ্যে গুরুর অবমাননা করিলাম ; আমার ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তিকে ধিক্! অতঃপর কোন বিজ্ঞ-ব্যক্তি ত্রৈলোক্যপতির আধিপত্য, লক্ষ্মীকেও প্রার্থনা করিবে না। দেবগণের ঈশ্বর হইয়া আমিও এই লক্ষ্মী দ্বারা এবংবিধ আসুরভাব প্রাপ্ত হইলাম। যে সকল বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, 'রাজাসনে অধ্যাসীন হইয়া কোন ব্যক্তি কাহারও প্রত্যুত্থান করিবেন না,'—আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত নহেন। ঐ সকল ব্যক্তি কুৎসিত পথের উপদেশক, তাঁহারা স্বয়ং অধঃপাতে যাইতেছেন। যাহারা তাঁহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করে,—যেরূপ প্রস্তরের ভেলা দ্বারা জল পার হইতে যাইলে মগ্ন হইতে হয়, সেইরূপ তাহারাও নরকে মগ্ন হয়। ৯—১৪। যাহা হউক, এখন আমি শাঠ্যহীন হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করি। তিনি অমরগণের আচার্য্য এবং ব্রাহ্মণ তাঁহার বুদ্ধি অতি গভীর। তাঁহার চরণে যাইয়া প্রণত হই।" হে রাজন্! ইন্দ্র এই প্রকারে অনুতাপ করিতে-ছেন,—ইত্যবসরে বৃহস্পতি গৃহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক আপনার প্রবল মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এদিকে অমরাধিপ সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও গুরুর অনুসন্ধান পাইলেন না। অতএব দেবগণের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোন প্রকারে তাঁহার মনে স্বাস্থ্য বোধ হইল না। দেবরাজের এই প্রকার বিমর্ষের কথা শ্রবণ করিবামাত্র সমস্ত অসুর, আপনাদের গুরু শুক্রাচার্য্যের সম্মতিক্রমে অস্ত্রশ-স্ত্র-ধারণপূর্ব্বক দেবতাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণে দেবগণের মস্তক, বাহু এবং উরু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তখন দেবরাজ ও দেবগণ নতশিরা হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ১৫—১৯। ভগবান্ স্বয়ম্ভু, অমর নিকরকে ঐ প্রকার কাতর দেখিয়া অতিশয় দয়ার্দ্র হইলেন এবং সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন,—"দেবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া দান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে যে সম্মান প্রদর্শন কর নাই—ইহা তোমাদিগের অতীব গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। তোমরা সমৃদ্ধিশালী ছিলে ; তোমাদের শত্রুগণ আপনারাই পরস্পরে পরস্পরের হন্তা হইয়া ক্ষীণ হইতেছিল।

এমত অবস্থায় তাহাদিগের নিকট তোমাদিগের যে এই পরাজয়,—তাহা কেবল সেই অন্যায়াচরণের ফল। হে দেবরাজ! তোমাদের বিদ্বেষী অসুরগণ, আচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া একেবারে ক্ষীণ হইয়াছিল। এক্ষণে ভক্তিপূর্ব্বক আপনাদের আচার্য্যের আরাধনা করাতে পুনরায় কেমন বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠিয়াছে। শুক্রাচার্য্যের প্রতি অতিশয় গুরুভক্তি করাতে দৈত্যগণ এখন আমার আলয় পর্য্যন্ত অধিকার করিল। হে দেবেন্দ্র! গুরুশিষ্য অসুরগণ এক্ষণে অভেদ্য-মন্ত্র হইয়াছে; আর স্বর্গকে কি তাহারা গ্রাহ্য করে? গো, ব্রাহ্মণ এবং ভগবান্ গোবিন্দ যে সকল মহেশ্বরের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহাদের কখন অমঙ্গল হয় না। সে যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা এক কর্ম্ম কর;—ত্বষ্টৃ-তনয় বিশ্বরূপ-ব্রাহ্মণের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং তপস্বী; যদি তোমরা তাঁহার অসুর-পক্ষপাত ক্ষমা করিয়া পূজা কর, তাহা হইলে তিনি অবশ্য তোমাদের অভীষ্ট অর্থ বিধান করিবেন।" ২০—২৫। শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ব্রহ্মা এই প্রকার উপদেশ করিলে, দেবগণের মনোব্যথা দূর হইল। তখন তাঁহারা ত্বষ্টৃ-তনয় দ্বিজবর বিশ্বরূপ-ঋষি-সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"আমরা অতিথি; তোমার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; তোমার মঙ্গল হউক। হে তাত! পিতৃগণের সময়োচিত কামনা পূর্ণ কর। হে বৎস! সৎপুত্রদিগের পিতৃ-শুশ্রূষাই পরমধর্ম্ম। যে সকল পুত্র—পুত্রবান্, তাহাদেরও পিতৃসেবা অবশ্য-কর্ত্তব্য; ইহাতে ব্রহ্মচারীদিগের কথা বলিতে হইবে কেন? আচার্য্য, বেদের মূর্ত্তি; পিতা, প্রজাপতির মূর্ত্তি; ভ্রাতা, মরুৎপতি ইন্দ্রের মূর্ত্তি; মাতা, সাক্ষাৎ পৃথিবীর তনু; ভগিনী দয়ার মূর্ত্তি; অতিথি, স্বয়ং ধর্ম্মের মূর্ত্তি, অভ্যাগত ব্যক্তি, অগ্নির মূর্ত্তি এবং প্রাণিমাত্রই পরমেশ্বরের মূর্ত্তি। হে তাত! আমরা তোমার পিতৃগণ; বিপক্ষ-পক্ষের উৎপাতে অতিশয় আর্ত্ত হইয়াছি, আমাদের বৈরী হইতে পরাভব-রূপ আর্ত্তি, তপস্যা দ্বারা নিবারণ করিয়া অস্মদাদির আদেশ পালন কর। তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অতএব গুরু; আমরা তোমাকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিতে বাসনা করি। কারণ, তোমার তেজ দ্বারা অনায়াসে বৈরিকুলকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব। লোকে প্রয়োজন-নিমিত্ত কনিষ্ঠের পাদ-বন্দনকে নিন্দা করে না। বেদজ্ঞান ব্যতীত কেবল বয়ঃক্রম, জ্যেষ্ঠতার কারণ নহে।" ২৬—৩৩। শুকদেব কহিলেন, মহাতপাঃ বিশ্বরূপ, এই প্রকারে দেবগণ-কর্ত্তৃক পৌরোহিত্যে প্রার্থিত হওয়াতে প্রসন্ন হইয়া, মনোজ্ঞ-বচনে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—"হে দেবগণ! যদিও ধর্ম্মশীল ব্যক্তিরা অধর্ম্মের হেতু বলিয়া পৌরোহিত্য-কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন এবং ঐ কর্ম্ম ব্রহ্মতেজের ক্ষয়কারী, তথাপি হে নাথগণ! আপনারা যখন প্রার্থনা করিতেছেন, তখন মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিতে পারে? আপনারা জগতের অধিপতি এবং আমাকে শিক্ষা দান করিতে পারেন। হে অধীশ্বরগণ! যে সকল ব্যক্তি অকিঞ্চন; ক্ষেত্রে স্বামীর উপেক্ষিত শস্যকণা গ্রহণ এবং হট্টাদিতে পতিত ধান্যাদি গ্রহণই যাহাদিগের ধন,—আমি তাহাদিগের বৃত্তি দ্বারাই গৃহাশ্রমে সাধুদিগের কর্ত্তব্য সৎক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। আমি, নিন্দিত পৌরোহিত্য-কার্য্য করিব কেন?—দুর্ম্মতি-লোকেই তাহা প্রাপ্ত হইলে হর্ষান্বিত হয়। কিন্তু আপনারা আমার গুরু; আপনাদের এই সামান্য প্রার্থনা বলিয়া, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারিলাম না। আপনাদিগের প্রার্থিত বিষয় সকল আমি প্রাণ দ্বারা এবং ধন দ্বারাও সাধন করিব।" শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! মহাতপাঃ বিশ্বরূপ, দেবগণ সমীপে এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তৃক বৃত হইলেন এবং পরম উদ্যমপূর্ব্বক পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রের বিদ্যা দ্বারা যদিও দেবদ্বেষী অসুরগণের শ্রী পরিরক্ষিতা হইতেছিল, তথাচ ঐ বিশ্বরূপ, নারায়ণ-কবচ-স্বরূপ বৈষ্ণবী-বিদ্যা-বলে তাহাদিগের নিকট হইতে তাহা আচ্ছিন্ন করিয়া মহেন্দ্রকে অর্পণ করিলেন। হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র যে বিদ্যা দ্বারা অসুরসেনা জয় করেন, সেই বিদ্যা বিশ্বরূপই তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৪—৪০।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

দেবেন্দ্রের দানব-জয়।

রাজা কহিলেন,—ভগবন্! যে কবচ দ্বারা রক্ষিত হইয়া ইন্দ্র, বাহন-সহিত রিপুসেনা-সমূহকে অবলীলাক্রমে জয় করত ত্রিলোকীর ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন; দেবরাজ যদ্দ্বারা রক্ষিত হইয়া আততায়ী শত্রুগণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন;—সেই নারায়ণ-কবচ আমার নিকট বলিতে আজ্ঞা হউক। শুকদেব কহিলেন,—বিশ্বরূপ পৌরোহিত্যে বৃত হইয়া মহেন্দ্রের জিজ্ঞাসাক্রমে যে নারায়ণ-কবচ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে একমনে তাহা শ্রবণ কর। বিশ্বরূপ কহিলেন,—"ভয় উপস্থিত হইলে হস্ত-পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া কুশহস্তে উত্তরাস্যে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রদ্বয় দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবার পর, নারায়ণ-কবচ গ্রহণ করিবে। "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের 'ওঁ কারাদি' এক এক অক্ষর, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, উদর, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, মুখ এবং মস্তকে যথাক্রমে ন্যাস করিবে। পদদ্বয় হইতে আরম্ভ না করিয়া, মস্তক হইতেও আরম্ভ করিতে পারিবে (ইহা অঙ্গন্যাস)। ১—৬। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের 'ওঁকার' হইতে 'যকার' পর্য্যন্ত এক একটী অক্ষর যথাক্রমে দুই হস্তের তর্জ্জনী পর্য্যন্ত চারি চারি অঙ্গুলীতে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দুই দুই পর্ব্বে ন্যাস করিবে (ইহা করন্যাস)। "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" ইহার প্রণব, হৃদয়ে মস্তকে 'বি,' ভ্রূদ্বয়-মধ্যে 'ষ', শিখায় 'ণ', নেত্রদ্বয়ে 'বে,' সকল সন্ধিস্থলে 'ন' ন্যাস করিয়া, 'ম' এই অক্ষরকে অস্ত্ররূপে ধ্যান করত স্বয়ং মন্ত্রমূর্ত্তি হইবে। ঐ মকারকে বিসর্গযুক্ত ও তদন্তে ফট্ শব্দ যোগ করিয়া সকল দিকে নির্দ্দেশ করিবে, অর্থাৎ 'মঃ অস্ত্রায় ফট্'—এই মন্ত্র পূর্ব্বাদি-দিক্‌সকলে নির্দ্দিষ্ট করিবে। অনন্তর ঐশ্বর্য্যাদি ষট্‌শক্তি-সম্পন্ন ধ্যেয় ঈশ্বর-স্বরূপ সেই আত্মার ধ্যান করিবে; তদনন্তর বিদ্যা, তেজ ও তপস্যাই যাহার মূর্ত্তি, সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহা এই,—'যাহার পাদপদ্ম পতগেন্দ্র-পৃষ্ঠে বিন্যস্ত; যিনি অণিমাদি অষ্টগুণ-যুক্ত, অষ্ট-বাহু-সমন্বিত এবং সেই অষ্টবাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, ধনুঃ, বাণ, চর্ম্ম ও পাশ ধারণ করিতেছেন, সেই হরি আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ৭—১২। মৎস্য-মূর্ত্তি ভগবান্ জলমধ্যে জলজন্তু-সমূহ রূপ বরুণ-পাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। যিনি মায়াযোগে বটু-বামন হইয়াছিলেন, তিনি স্থলমধ্যে আমাকে রক্ষা করুন। যিনি বিশ্বরূপ ও ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তি, তিনি গগন-মণ্ডলে আমাকে রক্ষা করুন। যিনি ভীষণ অট্টহাস্য করিলে, দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত এবং গর্ভিণীগণের গর্ভপাত হইয়াছিল, সেই অসুর-যূথেন্দ্র-বৈরী প্রভু নৃসিংহ,—অরণ্য ও যুদ্ধাদি প্রভৃতি যাবতীয় সঙ্কট-স্থলে আমাকে রক্ষা করুন। স্বীয় দংষ্ট্রা দ্বারা যিনি ধরার উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ-

স্বরূপ বরাহ আমাকে পথে রক্ষা করুন। ভগবান্ জামদগ্ন্য গিরিশিখরে, এবং লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র প্রবাসে, আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান্ নারায়ণ-ঋষি,—অভিচারাদি উগ্রধর্ম্ম ও অনবধানতা হইতে; নর-ঋষি, গর্ব্ব হইতে; যোগেশ্বর দত্তাত্রেয়, যোগভ্রংশ হইতে এবং গুণভেত্তা কপিল, কর্ম্মবন্ধ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। সনৎকুমার, কামদেব হইতে; হয়গ্রীব, পথ-পর্য্যটনকালে দেব-হেলন-জনিত অপরাধ হইতে; দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ, দেবপূজার ছিদ্র হইতে; কূর্ম্মরূপী হরি, অশেষ নরক হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান্ ধন্বন্তরি, অপথ্য হইতে এবং জিতেন্দ্রিয় ঋষভদেব, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভয় হইতে রক্ষা করুন। যজ্ঞ, জনাপবাদ হইতে; বলভদ্র, মনুষ্যকৃত কষ্ট হইতে এবং অনন্ত, ক্রোধ-বশংবদ সর্পগণ হইতে পরিত্রাণ করুন। ১৩—১৮। ভগবান্ দ্বৈপায়ন, অজ্ঞান হইতে; বুদ্ধ, পাষণ্ডিদিগের বুদ্ধিপ্রমাদ হইতে এবং ধর্ম্মরক্ষার্থ অবতীর্ণ কল্কী, কাল-মল কলি হইতে রক্ষা করুন। কেশব, সূর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত্ত গদা দ্বারা; গোবিন্দ, বেণু ধারণপূর্ব্বক তৎপরবর্ত্তী তিন মুহূর্ত্ত; নারায়ণ, শক্তিধারণপূর্ব্বক সমুদায় পূর্ব্বাহ্নকালে এবং বিষ্ণু, চক্রপাণি হইয়া মধ্যাহ্ন-সময়ে আমাকে রক্ষা করুন। দেব মধুসূদন, উগ্রধনুর্দ্ধারী হইয়া পরাহ্ন-কালে; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী ভগবান্, সায়ংকালে এবং মাধব, প্রদোষ সময়ে আমাকে রক্ষা করুন। বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর এক পদ্মনাভ দেব, অর্দ্ধরাত্র-পর্য্যন্ত কালে ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে রক্ষা করুন। শ্রীবৎসধারী ঈশ, শেষ-রাত্রিতে; ঈশ জনার্দ্দন, অসিধারী হইয়া প্রত্যূষে; দামোদর প্রভাতে; এবং কালমূর্ত্তি ভগবান্ বিশ্বেশ্বর সন্ধ্যায় রক্ষা করুন। ভগবানের এই চক্রের নেমি, প্রলয়কালীন অনলের তুল্য অতিশয় প্রচণ্ড। হে চক্র! যেমন বায়ুসখ বহ্নি, শুষ্ক-তৃণ দাহ করে, তুমি ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া ভ্রমণ করত আমাদের শত্রুসৈন্যসকলকে সেইরূপ অতীব দগ্ধ কর,—অতীব দগ্ধ কর। হে গদে! তোমার স্ফুলিঙ্গ-সমূহের স্পর্শ বজ্রতুল্য এবং তুমি অজিত ভগবানের প্রিয়া; আমিও সেই ভগবানের দাস; অতএব কুষ্মাণ্ড, বৈনায়ক, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত গ্রহগণকে নিষ্পেষণ কর,—নিষ্পেষণ কর এবং শত্রু সকলকে চূর্ণ কর, চূর্ণ—কর। ১৯—২৪। হে পাঞ্চজন্য শঙ্খ! তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখমারুত দ্বারা পূরিত হইয়া, ভয়ঙ্কর শব্দ করত রাক্ষস, প্রমথ, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিকে এবং ব্রহ্ম-রাক্ষস ও অন্যান্য ঘোরদর্শন দুরাত্মা সকলে বিদ্রাবিত কর,—বিদ্রাবিত কর;—তাহাতে বৈরিগণের হৃদয় কম্পিত হউক। হে খড়্গশ্রেষ্ঠ! তোমার ধার অতি খরতর; তুমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শত্রুসৈন্যগণকে ছেদন কর, ছেদন কর। হে শতচন্দ্র চর্ম্মন্! তোমাতে মণ্ডলাকার শত চন্দ্র দেদীপ্যমান। তুমি, পাপিষ্ঠ বিদ্বেষ্টাদিগের চক্ষু আচ্ছাদন কর;—ঐ সকল উগ্রদৃষ্টি ব্যক্তির দৃষ্টি হরণ কর,—হরণ কর। যে সকল গ্রহ, কেতু, নর, সরীসৃপ, দংষ্ট্রী এবং পাপ হইতে আমাদিগের ভয় হইয়া থাকে, তাহারা এবং যাহারা আমাদিগের মঙ্গল-প্রতিবন্ধক, তাহারা এই উভয় দলই ভগবানের নাম-রূপ কীর্ত্তন দ্বারা সদ্যঃক্ষয় প্রাপ্ত হউক। যে ভগবান্ গরুড়, বৃহদ্রথন্তরাদি সামরূপ স্তোত্র সকল দ্বারা স্তুত হইয়া থাকেন; বেদ সকল যাঁহার মূর্ত্তি; যিনি বিষক্সেন নামে অভিহিত,—তিনি আপনার নাম সকল দ্বারা অশেষ ক্লেশ হইতে আমাদের পরিত্রাণ করুন। ভগবানের নাম, রূপ, যান, বাহন, অস্ত্র-শস্ত্র এবং প্রধান প্রধান পার্ষদগণ আমাদিগের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনকে অশেষ-আপদ হইতে রক্ষা করুন। ২৫—৩০। আমরা নিশ্চয় জানি,—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—এই সমস্ত জগৎ বস্তুতঃ ভগবানেরই স্বরূপ;—এই সত্যে আমাদিগের সকল উপদ্রব বিনাশ প্রাপ্ত হউক। যে সকল ব্যক্তি একাত্মা ধ্যান করেন, তাঁহাদের হইতে ভিন্ন হইয়াও যে ভগবান্ স্বীয় মায়াচ্ছলে ভূষণ, আয়ুধ ও চিহ্নাদি বিবিধ শক্তি ধারণ করিতেছেন, এবং তাহাই যাহার সত্তার প্রমাণ,—সেই স্ব-স্বরূপ প্রমাণের হেতু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ হরি আপনার সকল স্বরূপ দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা সকল স্থানে রক্ষা করুন। যাঁহার ধ্বনি দ্বারা সকল লোকের ভয় দূরীভূত হইয়া যায় এবং যাঁহার নিজ প্রভাবে সমস্ত তেজ বিধ্বস্ত হয়, সেই ভগবান্ নৃসিংহ,—দিক্ সকলে, বিদিক্ সকলে, ঊর্দ্ধে, অধোভাগে, অন্তরে, বাহিরে এবং সর্ব্বস্থানে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' হে মহেন্দ্র! এই নারায়ণময় বর্ম্ম এই প্রকার, তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এই বর্ম্ম দ্বারা আবৃত হও;—অবশ্য অসুর-যূথপতি-দিগকে জয় করিতে পারিবে। ঐ কবচ ধারণ করিয়া লোকে যাহাকে চক্ষু দ্বারা অবলোকন অথবা চরণ দ্বারা স্পর্শ করে, সে ব্যক্তিও সদ্য ভয় হইতে পরিত্রাণ পায়। ৩১—৩৬। যে ব্যক্তি এই বিদ্যা ধারণ করে, তাহার রাজা, দস্যু, গ্রহাদি, কিংবা ব্যাঘ্র ইত্যাদি কোন পদার্থ হইতে কখনই ভয় হয় না। হে দেবরাজ! পূর্ব্বকালে কৌশিক-বংশ-সম্ভূত কোন বিপ্র এই বিদ্যা গ্রহণপূর্ব্বক মরুভূমিতে যোগ-ধারণা দ্বারা আপনার দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যেখানে সেই ব্রাহ্মণের দেহত্যাগ হয়, গন্ধর্ব্বপতি চিত্ররথ একদা স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানের উপর দিয়া যাইতেছিলেন। অমনি তিনি বিমান সহিত অধঃশিরা হইয়া গগন-মণ্ডল হইতে পড়িয়া গেলেন। অনন্তর তিনি বালিখিল্য ঋষিদিগের উপদেশে অস্থি সকল সংগ্রহপূর্ব্বক সরস্বতীর জলে প্রক্ষেপ করিয়া স্নান করিলেন এবং বিস্মিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। যে ব্যক্তি এই নারায়ণ-কবচ উপযুক্ত সময়ে শ্রবণ করে, অথবা আদর-পূর্ব্বক ধারণ করে, প্রাণী সকল তাহাকে নমস্কার করিয়া থাকে; সেই ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত হয়।" শতক্রতু বিশ্বরূপের নিকট এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে অসুরদিগকে পরাজয় করত ত্রিলোক-লক্ষ্মী ভোগ করিয়াছিলেন। ৩৭—৪২।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

বৃত্রাসুরের উৎপত্তি।

শুকদেব কহিলেন,—হে ভারত! শুনিয়াছি, সেই দেবপুরোহিত বিশ্বরূপের তিন মুণ্ড ছিল; একটী সোমপান, একটী সুরাপান, এবং অপরটী অন্নভোজন করিত। বিশ্বরূপ যজ্ঞকালে বিনীতভাবে দেবগণকে প্রকাশ্যরূপে হবির্ভাগ দিতেন; কারণ, দেবতারা তাঁহার পিতৃপক্ষ; কিন্তু মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া যজ্ঞ করিতে করিতে, তিনি গোপনে অসুরদিগকেও হবির্ভাগ প্রদান করিতেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র, দেবহেলনরূপ তাঁহার এই অন্যায়াচরণ দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার তিনটী মুণ্ডই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার যে মুণ্ড সোম পান করিত, তাহা চাতক, সুরাপায়ী মুণ্ড চটক, আর অন্নভোজী মুণ্ড তিত্তিরি পক্ষী হইল। ইন্দ্র, ব্রহ্মহত্যা-পাপ নিবারণ করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাচ অঞ্জলি পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্র এক বৎসরের পর জনাপবাদ পরিহার নিমিত্ত, ঐ পাপকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রী জাতিতে অর্পণ করিলেন। আপনা হইতেই খাতপূরণ হইবে—এই বর পাইয়া ভূমি, ইন্দ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা-পাপের একচতুর্থাংশ গ্রহণ করে। সেই পাপ ঊষর-রূপে ভূমিমধ্যে

বৃত্রাসুরের উৎপত্তি।

দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃক্ষ ভেদ হইলে তাহা পুনর্ব্বার গজাইবে—এই বর লইয়া বৃক্ষগণ আর এক চতুর্থাংশ পাপ গ্রহণ করে। তাহাদিগের যে নির্যাস দেখা যায়, তাহাই ঐ ব্রহ্মহত্যা-পাপের অংশ। সর্ব্বদা সম্ভোগ করিবার বর পাইয়া স্ত্রীজাতি অপর চতুর্থাংশ পাপ গ্রহণ করিয়াছে। ঐ পাপ প্রতিমাসে স্ত্রীজাতিতে ঋতুরূপে দৃষ্ট হয়। দুগ্ধাদি অপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিবার বর লইয়া, জল অপর চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। তাহাতে ঐ পাপ ফেন ও বুদ্‌বুদরূপে দৃষ্ট হয়। ফেন-বুদ্‌বুদ, জল হইতে অন্যত্র নিক্ষেপ করিলে জলের ঐ পাপ নাশ করা হয়। বিশ্বরূপ নিহত হইলে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র-হত্যার কামনায়—'হে ইন্দ্রশত্রো!* তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও এবং শীঘ্র শত্রু-বিনাশ কর'—বলিয়া আহুতি দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দক্ষিণাগ্নি হইতে যুগান্তকালীন লোক-কৃতান্তের ন্যায় একটা ভীষণাকার অসুর উৎপন্ন হইল। ঐ অসুর বাণ-ক্ষেপ-পরিমাণে দিন দিন সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১—১৩। দেখিতে দগ্ধপর্ব্বতের ন্যায় হইল; সন্ধ্যাকালীন মেঘপুঞ্জের ন্যায় তাহার আভা প্রকাশ পাইল। তাহার শিখা ও শ্মশ্রু, তপ্ততাম্র-তুল্য পিঙ্গলবর্ণ; লোচনদ্বয়, মধ্যাহ্ন-কালীন-দিবাকর-সদৃশ অতিশয় উগ্র এবং যেন দেদীপ্যমান ত্রিশিখ-শূলাগ্রে স্বর্গ মর্ত্ত্য আরোপিত করিয়া, সে পদভরে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করত নৃত্য ও ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। সে, গুহা-গভীর, গগন-পায়ী, ত্রিভুবনগ্রাসী, নক্ষত্রলেহি-রসনা-ভীষণ ও তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র বিশাল-তুণ্ড ব্যাদান করিয়া, বারংবার জৃম্ভণ করিতে লাগিল। লোক সকল, তাহাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র বিত্রস্ত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। ত্বষ্টু-সম্ভূত-অসুরমূর্ত্তি-ধারিণী তপস্যা এই সমস্ত লোককে আবৃত করিল;—এইজন্য সে 'বৃত্র' বলিয়া আখ্যাত হইল। বৃত্র পাপাচারী

* তৎকালে উচ্চারণ-দোষ-বশতঃ 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে 'ইন্দ্রের শত্রু' এইরূপ অর্থ না বুঝাইয়া, 'ইন্দ্র যাহার শত্রু' এইরূপ বুঝাইয়াছিল। শত্রু শব্দে নাশক।

এবং অতিদারুণ-প্রকৃতি। দেবগণ ঐ দানবকে অবলোকন করিবা-মাত্র দলবল সহিত ধাবমান হইয়া স্ব স্ব দিব্য-অস্ত্র বর্ষণপুঞ্জের প্রচার করিলেন; কিন্তু সে সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিল। ১৪—১৯। তাহাতে দেবগণ বিস্মিত, বিষণ্ণ এবং হীনপ্রভ হইয়া একাগ্রচিত্তে অন্তর্যামী আদি-পুরুষের উপাসনা করিতে লাগিলেন। দেবতারা কহিলেন,—"পবন, গগন, অনল, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ মহাভূত, ভুবনত্রয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আমরা,—সকলেই সভয় হইয়া যে কালকে পূজোপহার প্রদান করি, সেই কাল যাঁহাকে ভয় করেন, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। তিনি নিরহঙ্কার, রাগাদিশূন্য, আত্মলাভেই পূর্ণকাম এবং উপাধিজনিত-পরিচ্ছেদ-হীন। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের শরণাগত হয়, সে অতি মূর্খ; তাহারা কুকুরের লাঙ্গুল ধরিয়া সাগর পার হইতে ইচ্ছা করে। আমরা আশ্রিত—মনু, মহাপ্রলয়-কালে যাঁহার বিশাল শৃঙ্গে এই পৃথ্বী-স্বরূপ নৌকা তরণী নিবদ্ধ করিয়া তাৎকালিক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন,—সেই মৎস্য-মূর্ত্তি ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদিগকে দুরন্ত বৃত্রভয় হইতে রক্ষা করিবেন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা নিঃসহায়-অবস্থায় প্রচণ্ড-পবন-প্রবাহে উত্থিত তরঙ্গ-কুলের ঘোর গর্জ্জনকে মুখরিত প্রলয়-পয়োধিজলে নাভিপদ্ম হইতে নিপতিত হইয়া, যাঁহার অনুগ্রহে সেই ভয় হইতে মুক্ত হন, তিনি আমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। তিনি এক ঈশ্বর, নিজ মায়া দ্বারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা বিশ্বসৃষ্টি করিতেছি। তিনি আমাদিগের পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টাবান্, তথাপি আমরা আপনা আপনাকে পৃথক্ ঈশ্বর বিবেচনা করি বলিয়া যাঁহার স্বরূপ দর্শন করিতে পাই না; যিনি আমা-দিগকে বিশেষ শত্রুপীড়িত দেখিলে নিজ মায়াবলে দেবতা, ঋষি, তির্য্যক্ ও মনুষ্যমধ্যে বিবিধ আকারে যুগে-যুগে অবতীর্ণ হইয়া, স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক রক্ষা করেন—আমরা সকলে সেই শরণ্য দেবতারই শরণ লইলাম। আত্ম-দৈবত বিশ্ব-স্বরূপ, অথচ বিশ্ব হইতে পৃথক্,—তিনি বিশ্বকারণ এবং প্রকৃতি ও পুরুষ; আমরা তাঁহার স্বজন; সেই মহাত্মা আমাদিগের মঙ্গল করিবেন।" ২০—২৭। শুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! দেবতারা এই প্রকারে স্তব করিতেছেন,—ইত্যবসরে তাঁহাদের হৃদয়ে শঙ্খ চক্র-গদাধারী ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন। তৎপূর্ব্বেই দেবতারা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আনন্দে বিবশ হইয়া সকলেই অবনীতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনশ্চ স্তব আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! তখন শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ ব্যতীত তাঁহার আত্ম-তুল্য সুনন্দাদি ষোলটী পার্ষদ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেবা করিতেছিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল শারদ-পদ্মের তুল্য প্রকাশ পাইতেছিল। দেবগণ এই বলিয়া স্তব করিলেন,—"হে ভগবন্! যজ্ঞই তোমার সামর্থ্য, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি কালরূপী, তোমাকে নমস্কার। যজ্ঞবিঘাতক দৈত্যদিগের প্রতি আপনার অভেদ্য চক্র ক্ষেপণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার; ঐ প্রভাবের জন্য তোমার ভূরি ভূরি সুশোভন সংজ্ঞা হইয়াছে, তোমাকে নমস্কার। হে ধাতঃ! তুমি গুণত্রয়ের নিয়ন্তা; হে ধাতঃ! তোমার নির্গুণ স্বরূপ, ইদানীন্তন-ব্যক্তি জানিতে পারে না;—তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে আদি-পুরুষ! হে মহানুভব! হে পরম-মঙ্গল! হে পরম-কল্যাণ! হে পরম-কারুণিক! হে কেবল! হে জগদাধার! হে লোকৈকনাথ! হে সর্ব্বেশ্বর! হে লক্ষ্মীনাথ! পরমহংস পরি-ব্রাজকেরা অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত-পরম আত্মযোগ-সমাধির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যে পরিস্ফুট পারমহংস্য-ধর্ম্মের অনুশীলন করেন, তাহাতে যখন তাঁহাদের চিত্তের তমোরূপ কবাট উদ্ঘাটিত এবং প্রত্যক্স্বরূপ আত্মলোক প্রকাশমান হয়, সেই সময় যে নিজ সুখ স্বয়ং পরিস্ফুট হয়, তুমি তাহার অনুভব স্বরূপ। কিন্তু হে ভগবন্! তোমার ক্রীড়োৎসব আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ। কারণ, তুমি নিরাশ্রয়, নিরাকার এবং নির্গুণ; তথাপি আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া আপনার দ্বারা এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছ, অথচ কোন প্রকারে তোমার আত্মার বিকারমাত্র হইতেছে না। ২৮—৩৪। তুমি কি দেবদত্তের (কোন সংসারী ব্যক্তির) ন্যায় এই সংসারে পতিত ও পরবশ হইয়া নিজকৃত শুভাশুভের ফলভোগ করিতেছ? না, স্বয়ং আত্মারাম ও উপশমশীল থাকিয়া অখণ্ডিত চৈতন্য-শক্তি প্রভাবে সাক্ষি-স্বরূপেই বর্ত্তমান থাক?—আমরা ইহার তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি না। আপনাতে দুইই সম্ভব; কেননা, আপনি ভগবান্; আপনার গুণগান অপরিমিত ও মাহাত্ম্য দুর্ব্বোধ এবং আপনি স্বাধীন। যে সকল শাস্ত্রে সারশূন্য বিতর্ক, যুক্তি, অনুসন্ধান, বিচার এবং তত্তৎ-বিষয়ের অযথার্থ প্রমাণ ও অনুকূল কুতর্ক আছে,—সেই সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা যাহাদিগের অন্তঃকরণ ব্যাকুল ও দুষ্ট-আগ্রহান্বিত, সেই সকল বাদীদিগের বিদ্যায় আপনাকে গোচর করিতে পারে না। আপনি সমস্ত-মায়াময়-সংসার-বর্জ্জিত এবং কেবল স্ব-স্বরূপ। মায়াকে মধ্যে রাখিয়া আপনাতে কর্তৃত্বাদি কোন্ বিষয় না সম্ভবে? (বস্তুতঃ আপনাতে কর্তৃত্বাদি থাকিলে বিরোধ হইত, কিন্তু তাহা নাই), কারণ, আপনার স্বরূপদ্বয় দেখিতে পাই না। যেমন সর্প-ভ্রম-সামগ্রী থাকিলে, একভাগ রজ্জু সর্পবৎ এবং না থাকিলে, প্রকৃতরূপে প্রতীয়মান হয়; সেইরূপ সমবুদ্ধি এবং বিষমবুদ্ধি মনুষ্যগণের অভিপ্রায় অনুসারে আপনি বিবিধরূপে প্রতিভাত হন। যিনি বস্তু সকলে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন,—তিনিই সং-স্বরূপ, সকলের ঈশ্বর, অখিল-জগৎ-কারণ এবং সকলের অন্তর্যামী বলিয়া সকলের প্রকাশক ও একমাত্র বলিয়া স্থিরীকৃত। হে মধুমথন! যে পাদপদ্ম-সেবা-ফলে আর সংসারে আসিতে হয় না, এই সকল পরম-ভাগবত-পুরুষ আপনার সেই পাদপদ্ম-পরিষেবণ কি প্রকারে বিসর্জ্জন করিতে পারেন? এ সকল পুরুষ, পুরুষার্থ-বিষয়ে অতিশয় কুশল; এ কারণ, আত্মা যে আপনি,—আপনাকেই প্রিয় ও সুহৃৎ বোধ করিয়াছেন; অতএব ইহাঁরা সাধু। আপনার মহিমাই অমৃত-রসের সাগর। সেই সাগরের বিন্দুমাত্র একবার আস্বাদিত হইলে, তদ্দ্বারা মনোমধ্যে যে সুখ নিরন্তর নিষ্যন্দিত হইয়া থাকে, তাহাতে এই সকল মহাপুরুষ, শ্রবণ-নয়ন-প্রাপ্য ক্ষুদ্র-সুখ বিস্মৃত হইয়াছেন; অতএব আপনাতেই ইহাঁদের মন নিতান্ত রত ও নির্ব্বৃত হইয়া আছে। হে ভগবন্! আপনি ত্রিভুবনের আত্মা এবং ভবন। আপনার তিন পদ। আপনি এই ত্রিলোক-প্রণয়ন করিয়াছেন। আপনার প্রভাব লোকত্রয়ের মনোহর। দৈত্য দানব প্রভৃতি সকলই আপনার বিভূতি। হে দণ্ডধর! দৈত্য-দানবগণের অত্যাচার-কাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া আপনি যেরূপ মায়াবলে দেব, নর, পশু, পশু-মিশ্রিত নর এবং জলচর-দেহ ধারণপূর্ব্বক সেই সকল দৈত্যগণকে অপরাধ-অনুসারে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ যদি ইচ্ছা করেন ত, এই ত্বষ্ট্-তনয়কেও সংহার করুন। ৩৫—৪০। হে পিতামহ! হে হরে! আমরা আপনারই লোক; আপনার চরণে প্রণত হইতেছি এবং নিরন্তর আপনারই পাদপদ্ম-দ্বয় ধ্যান করি। তাহাতে আমাদের হৃদয়ে শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়াছে এবং আপনিও নিজ-মূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে নিজ জন বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতএব হে অনঘ! অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সানুরাগ বিশদ রুচির সুস্নিগ্ধ স্মিত সহিত অবলোকন এবং বদন-

গলিত মধুর মনোহর বচন-রূপ অমৃতকণা দ্বারা আমাদের অন্তস্তাপ শান্তি করুন। হে ভগবন্! যে দিব্য-মায়া অখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে প্রকাশ পায়, সেই মায়ার সহিত আপনি ক্রীড়া করেন। আপনি সকল জীবের অন্তর্হৃদয়ে ব্রহ্ম অন্তর্যামি-স্বরূপে এবং বহির্ভাগে প্রধান-স্বরূপে অবস্থিতি করত, দেশ-কাল ও দেহাবস্থা-বিশেষ অনুসারে উপাদান ও উপলক্ষক রূপে ঐ সমস্ত অনুভব করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনি স্বয়ং বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, আপনার স্বরূপ আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, আপনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা;—আমরা আপনাকে কোন্ বিষয় অবগত করাইব? স্ফুলিঙ্গ কি-অগ্নিকে প্রকাশ পাইতে পারে? আপনি ভগবান্ পরমগুরু; আমরা যাহা মনে করিয়া বিবিধ-পাপ-পরিণাম সংসার-যন্ত্রণার শান্তি-বিধায়িনী আপনার পাদপদ্ম-চ্ছায়ার নিকটে আসিয়াছি, আপনি স্বয়ং তাহা সম্পাদন করুন। হে ঈশ! হে কৃষ্ণ! ত্রিভুবন-গ্রাসে উদ্যত ত্বষ্টৃ-তনয় বৃত্রাসুরকে আশু সংহার করুন। সে, আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও তেজ গ্রাস করিতেছে। শুদ্ধ ও আর্ত্তিহারী হরিকে আমরা নমস্কার করি। হৃদয়াকাশে তাঁহার নিবাস; তিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী; সর্ব্বদা আনন্দময়, অতএব শুদ্ধ। তাঁহার যশ রুচিকর; তাঁহার আদি নাই। সাধুজনে তাঁহাকে সংগ্রহ করেন। সংসার-পথের পথিক যদি তাঁহার শরণ-গ্রহণ করে, সংসারান্তে তিনি তাহার উত্তমগতি হইয়া থাকেন।" ৪১—৪৫। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অমর-বৃন্দের এই প্রকার আদর-পূর্ণ স্তব শ্রবণপূর্ব্বক ভগবান্ হরি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হে দেবশ্রেষ্ঠ সকল। এই স্তোত্র ও তোমাদের জ্ঞান দ্বারা আমি সাতিশয় প্রীত হইলাম। ইহা দ্বারা পুরুষদিগের আত্মার ঐশ্বর্য্য এবং আমাতে ভক্তি হয়। আমি প্রীত হইলে পুরুষদের আর দুষ্প্রাপ্য কি থাকে? অতএব তত্ত্বজ্ঞ-ব্যক্তি আমাতেই একান্তভাবে চিত্ত-সমর্পণ করিয়া মত্ত হইয়া থাকেন,—অন্য কিছুই ইচ্ছা করেন না; যে ব্যক্তি, বিষয়কে ইষ্টসাধন বলিয়া মনে করে, সে অতি অজ্ঞ; সে আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না। যে ব্যক্তি তাহাকে তদীয় অভীষ্ট বিষয় প্রদান করে. সেও অজ্ঞ। স্বয়ং মুক্তি অবগত থকিলে, অজ্ঞ-ব্যক্তিকে কর্ম্ম উপদেশ করিবে না। রোগী অভিলাষ করিলেও সদ্বৈদ্য তাহাকে অপথ্য দেয় না। ৪৬—৫০। হে দেবেন্দ্র! তোমাদিগের মঙ্গল হউক। ঋষিশ্রেষ্ঠ দধ্যঞ্চ-সমীপে গমন কর। বিদ্যা, ব্রত এবং তপস্যা-প্রভাবে অতিশয় দৃঢ় তদীয় গাত্র যাচ্ঞা কর; বিলম্ব করিও না। হে দেবরাজ! সেই মুনি অধ্যাত্ম-বিদ্যায় অতিশয় বিদ্বান্। তিনিই শুদ্ধ জ্ঞানকাণ্ড অধিগত হইয়াছিলেন এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে তাহা প্রদান করেন। সেই বিদ্যা অশ্বমস্তক দ্বারা কথিত হওয়ায় অশ্বশির নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই বিদ্যাবলেই অশ্বিনী-কুমারদ্বয় জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন। আথর্ব্বণ দধ্যঙ্-মুনি অভেদ্য নারায়ণ-কবচ ত্বষ্টাকে দেন। ত্বষ্টা বিশ্বরূপকে তাহা দিয়াছেন। বিশ্বরূপের নিকটে তুমি পাইয়াছ। তোমরা—বিশেষতঃ অশ্বিনী-কুমারদ্বয় যাচ্ঞা করিলে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি তোমাদিকে আপনার অঙ্গ প্রদান করিবেন। তদ্দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা যে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন, তুমি আমার তেজে বর্দ্ধিত হইয়া, তাহা দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিও। ঐ দানব নিহত হইলে, তোমরা সকলে পুনরায় স্ব স্ব তেজ, অস্ত্র ও সম্পদ্ প্রাপ্ত হইবে। যাঁহারা আমাতে ভক্তিমান্, তাঁহাদিগকে কেহ হিংসা করিতে পারে না; অতএব তোমাদিগের মঙ্গল অবধারিত।" ৫১—৫৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! বিশ্বভাবন ভগবান্ হরি, ইন্দ্রকে এই প্রকার আদেশ করিয়া দেবগণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর দেবগণ, মহান্ আথর্ব্বণ দধ্যঞ্চ-মুনি-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার শরীর যাচ্ঞা করিলেন। হে ভারত! ঋষি তাহাতে আনন্দ-প্রকাশপূর্ব্বক হাস্য করত কহিলেন, "অহে বৃন্দারকগণ! শরীরধারীদিগের শরীরনাশে যে দুঃখ হইয়া থাকে, বোধ করি, তোমরা তাহা জান না। মৃত্যুযাতনা অতিশয় দুঃসহ; তদ্দ্বারা চেতনা বিনষ্ট হইয়া যায়। যে সকল জীব জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের দেহই অতিশয় প্রিয়, স্বয়ং বিষ্ণু আসিয়া যাচ্ঞা করিলেও, কে—বল, আপনার শরীর দান করিতে পারে?" দেবগণ কহিলেন, "ব্রহ্মন্! যে সকল মহাপুরুষ, আপনার তুল্য সর্ব্বভূতে দয়াবান্; পুণ্যকীর্ত্তি লোকেরা সর্ব্বদা যাঁহাদের কর্ম্ম সকলের প্রশংসা করিয়া থাকেন;—পরোপকারার্থ তাঁহারা কি না করিতে পারেন? হে মহর্ষে! সত্য কথা,—স্বার্থপর লোকে অন্যের ক্লেশ বুঝিতে পারে না। যদি বুঝে তাহা হইলে যাচ্ঞা করে না; আর ক্ষমতা থাকিতেও দাতা 'না' বলে না।" ১—৬। ঋষি কহিলেন, "আপনাদের মুখে ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করিয়াই এই প্রকার প্রত্যুক্তি করিলাম। আমার এই দেহ অত্যন্ত প্রণয়াস্পদ হইলেও অবশ্য একদিন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। আপনাদিগের নিমিত্ত ইহা এখনি ত্যাগ করিতেছি। হে নাথগণ। এই দেহ অনিত্য; ইহা দ্বারা প্রাণী সকলের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক যে পুরুষ ধর্ম্ম ও যশ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না পায়,—অচেতন স্থাবরগণও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি,—স্বয়ং প্রাণী সকলের শোকে শোকাকুল ও হর্ষে হর্ষান্বিত হন, তাঁহার ধর্ম্মই অব্যয় এবং পুণ্যশ্লোক মানবেরা ঐ ধর্ম্মের আদর করেন। ধন, স্বজন এবং শরীর—কিছুই আপনার প্রয়োজনীয় নহে। এ সকলই ক্ষণভঙ্গুর এবং পরের ভোগ্য বস্তু। অহো কি কৃপণতা! অহো কি কষ্ট! মনুষ্য ইহা দ্বারাও উপকার করিতে পারে না।" শুকদেব কহিলেন,—আথর্ব্বণ দধ্যঙ-ঋষি এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া পরব্রহ্মের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার ঐক্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি সংযত ছিল, তিনি স্বয়ং তত্ত্বদর্শন করিতেন; সুতরাং সমস্ত বন্ধন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। দেহ যে বিনষ্ট হইতেছিল, পরম যোগাবলম্বন করাতে, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। ৭—১২। অনন্তর মুনির অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। দেবরাজ সেই বজ্র-ধারণপূর্ব্বক ভগবত্তেজে সমন্বিত ও উর্জ্জিত হইয়া গজেন্দ্রের উপরি শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবতারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন; তাহাতে ত্রিভুবন যেন হর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। যেমন রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্ধকাসুরকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র, অসুর-সেনাপতি-সমূহ-পরিবৃত বৃত্রকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! বৈবস্বত-মন্বন্তরের প্রথম চতুর্যুগে ত্রেতাযুগের আরম্ভে নর্ম্মদা নদীর তটে ঐ যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে রুদ্রগণ, বসুগণ আদিত্যগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, পিতৃগণ, অগ্নিগণ, মরুৎ সকল, ঋভুগণ, সাধ্যগণ এবং বিশ্বদেবগণে পরিবৃত হইয়া দেবরাজ বজ্র ধারণ করত স্বীয় কান্তি-প্রভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন। বিপক্ষ-পক্ষ

বৃত্র প্রভৃতি অসুরগণ তাহা সহ করিতে পারিল না। ১৩—১৮। অতএব নমুচি, শম্বর, অনর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, ঋষভ, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল ইত্যাদি দৈত্য ও সহস্র সহস্র রাক্ষস এবং সুমালী মালী প্রভৃতি অসুরগণ, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে, মৃত্যুর পক্ষেও দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রসেনার অগ্রভাগকে নিরোধ করিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিল। অতিশয় দুর্ম্মদতা নিমিত্ত তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভ্রম হইল না। রাশি রাশি গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, তোমর, শূল, পরশ্বধ, খড়্গ, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া দুরন্ত দানবদল দেবতাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। একের মূলদেশে যেমন অন্যের মূলদেশ সংলগ্ন হয়, তদ্রূপে শর পতিত হওয়াতে দেবগণ চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন হইয়া, আকাশস্থ মেঘসমূহে আবৃত জ্যোতির্গণের ন্যায় অদৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ১৯—২৪। সুতরাং অসুরদিগের অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ষণ, দেব-সেনাগণের উপরে পড়িতে পারিল না; বরঞ্চ আকাশেই লঘুহস্ত অমরগণ কর্ত্তৃক সহস্রখণ্ডে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। অনন্তর অসুরদিগের অস্ত্র-শস্ত্র সকলই পরিক্ষীণ হইল। তখন তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গ, প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষ লইয়া দেবতাদিগের উপর বর্ষণ আরম্ভ করিল। দেবতারা ঐ সকলও পূর্ব্ববৎ ছেদন করিয়া দিলেন। এইরূপে দেবসৈন্যগণকে ভূরি ভূরি অস্ত্র-শস্ত্র-প্রহারেও অক্ষত ও সুখে অবস্থিত এবং বৃক্ষ, পাষাণ ও গিরিশৃঙ্গাদি-প্রক্ষেপেও তাহাদিগকে অবিক্ষত দেখিয়া বৃত্র-রক্ষিত অসুরগণ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। যেমন ক্ষুদ্র-ব্যক্তি-প্রযুক্ত-অমঙ্গল রূক্ষ-বাক্য, মহৎ-ব্যক্তির ক্ষোভজনক হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণের অনুগৃহীত দেবগণকে আঘাত করিবার নিমিত্ত দৈত্যগণের বারংবার-কৃত যাবতীয় প্রয়াস বিফল হইয়া গেল। নিজ নিজ প্রয়াস বিফল হইল দেখিয়া, হরি-ভক্তিহীন দানবগণের যুদ্ধদর্প বিনষ্ট হইল। তাহারা অতি প্রসিদ্ধ হইলেও, হৃতধৈর্য্য হইয়া যুদ্ধারম্ভেই অধি-পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইল। মহামনা বীর বৃত্র, অনুগামী অসুর-সেনাপতিদিগকে পলায়ন করিতে এবং সৈন্যদলকে ভীরুভয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হইতে দর্শন করিয়া, হাস্য করত ইহা বলিতে লাগিল,—(সেই সময়ে মনস্বী ব্যক্তিগণের যাদৃশ মনোহর বাক্য বলা উচিত, পুরুষপ্রবীর বৃত্রও তাদৃশ বাক্য বলিল।) "অহে বিপ্রচিত্তি! অহে নমুচি! অহে পুলোমন্! অহে ময়! অহে অনর্ব্বন্! অহে শম্বর! আমার বাক্য শ্রবণ কর। জন্মিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়; কোন প্রকারে তাহার প্রতীকার নাই। ইহাতে যদি সেই মৃত্যু হইতে ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গ হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে ঐ সমীচীন মৃত্যু উপস্থিত হইলে, কোন্ মনস্বী তাহা অস্বীকার করে? সংসারে দুই প্রকার মৃত্যু শাস্ত্র-সম্মত এবং দুষ্প্রাপ্য। এক,—যোগ-ধারণা-পূর্ব্বক প্রাণজয় করিয়া শরীর পরিত্যাগ; দ্বিতীয়,—সেনার অগ্রণী হইয়া সম্মুখযুদ্ধে কলেবর বিসর্জ্জন।" ২৫—৩৩।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

বৃত্রাসুরের বিচিত্র চরিত্র।

শুকদেব কহিলেন,—বৃত্রাসুর, অসুর সকলের প্রভু। সে ঐ প্রকার ধর্ম্মোপেত বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলেও, অসুরেরা সে সকল গ্রহণ না করিয়া, ত্রস্তভাবে পলায়নই করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া, দেবতারা তাহাদিগকে চারিদিকে তাড়িত করিতে-ছিলেন; তাহাতে আসুরী-সেনাও অনাথবৎ বিশীর্ণ হইয়া পড়িতে-ছিল। নিজপক্ষের এই শোচনীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া, ইন্দ্র-শত্রু বৃত্রের হৃদয় অতিশয় সন্তপ্ত হইল। ঐ নিদারুণ ব্যাপার কিছুতেই তাহার সহ্য হইল না। প্রচণ্ড ক্রোধে অধীর হইয়া, সে বল দ্বারা অমর-নিকরকে নিবারণ ও ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল,—"হে দেবগণ! তোমরা মাতার বিষ্ঠাতুল্য; পলায়ন-পর দৈত্যাদিগের পৃষ্ঠের দিকে থাকিয়া বধ করিলে কি হইবে? যাহারা আপনাকে বীর বলিয়া অভিমান করে, ভীত-ব্যক্তিকে বধ করা তাহাদিগের পক্ষে শ্লাঘ্য অথবা স্বর্গজনক নহে। রে ক্ষুদ্রগণ! যদি তোদের যুদ্ধে শ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ধৈর্য্য থাকে, আর গ্রাম্য-ভোগে স্পৃহা না থাকে, তাহা হইলে আমার অগ্রে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি কর্।" হে রাজন্! বৃত্র এই প্রকারে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় শরীর দ্বারা বিপক্ষ দেবগণকে ভয় প্রদর্শন করিতে করিতে মহাবলে এমন গর্জ্জন করিল যে, তদ্দ্বারা ত্রিভুবন অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল। ১—৬। বৃত্রাসুরের সেই প্রচণ্ড সিংহনাদে দেবতারা সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। যেমন মদমত্ত যূথপতি গজ, পদ দ্বারা নলবন মর্দ্দন করে; সেইরূপ রণরঙ্গ-দুর্ম্মদ ঐ দানব, শূল উদ্যত করিয়া স্বীয় বেগে পৃথিবী কম্পিত করত আতুর এবং ভয়-নিমীলিত-নেত্র সুরসৈন্যকে পদদ্বয় দ্বারা মর্দ্দন করিল। তাহার এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া বজ্রধারী দেবরাজের রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নিজ শত্রু ঐ অসুরকে আপ-নার অভিমুখে ধাবমান হইয়া আসিতে দেখিয়া, তিনি তাহার প্রতি মহতী গদা নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! সেই দুঃসহা গদা আসিতেছে,—এমন সময়ে বৃত্র অবলীলাক্রমে বাম-করে তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং সেই মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রশত্রু অতীব কুপিত হইয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে ঐ গদা দ্বারাই দেবরাজের বাহন ঐরাবতের কুম্ভ-স্থলে আঘাত করিল। সকলেই তাহার ঐ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল। বৃত্র-গদাহত ঐরাবত, বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় অতীব কাতর হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ইন্দ্রকে লইয়া অষ্টাবিংশতি হস্ত অন্তরে গিয়া পড়িল এবং মুখব্যাদান করিয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। বৃত্রাসুর অতিশয় মহাত্মা; এইজন্য ইন্দ্রবাহন অবসন্ন এবং বিষণ্ণচিত্ত হইলে, তাহার প্রতি পুনর্ব্বার আর অস্ত্রক্ষেপ করিল না। দেবরাজ আপনার আহত-বাহনের গাত্র অমৃত-স্রাবী কর দ্বারা স্পর্শে ব্যথাশূন্য করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামার্থ অবস্থান করিলেন। ৭—১২। হে রাজেন্দ্র! বৃত্র, ভ্রাতৃহন্তা বজ্রধর ইন্দ্রকে যুদ্ধ-বাসনায় অবস্থিত দেখিয়া, তাঁহার সেই সকল নিষ্ঠুর ও পাপকর্ম্ম স্মরণ করত শোকে ও মোহে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল,—"অহে! যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতক, বিশেষতঃ স্বীয় গুরু এবং আমার ভ্রাতাকে বধ করি-য়াছে, সেই শত্রু যে আমার অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহা সৌভা-গ্যের বিষয়! হে অসত্তম! তোমার পাষাণ-তুল্য হৃদয়, শূল দ্বারা নির্ভিন্ন করিয়া, অদ্য আমি অচিরে যে ভ্রাতৃ-ঋণ শোধ করিব, ইহাও সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আত্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, নিষ্পাপ, যজ্ঞদীক্ষিত এবং নিজের গুরু—আমাদিগের সেই অগ্রজের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, নির্দ্দয়-ব্যক্তি স্বর্গকাম হইয়া যেরূপ পশু-মুণ্ড ছেদন করে, সেইরূপ তাঁহার মস্তক-ত্রয় ছেদন করিয়াছ। নিশ্চয় জানিতে পারিলাম,—দয়া, লজ্জা, শ্রী ও কীর্ত্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। আপনার কর্ম্মদোষে রাক্ষসের নিকটেও নিন্দনীয় হইয়াছ; অতএব কষ্ট দিয়া আমি এই শূল দ্বারা তোমার যে দেহ নির্ভিন্ন করিব, গৃধ্রগণ তাহা ভক্ষণ করুক। অগ্নি এ পাপদেহকে স্পর্শ করিবেন না; তুমি দুর্মতি। এই যুদ্ধে অজ্ঞাত যে সকল অজ্ঞ-দেব তোমার অনুগামী হইয়া অস্ত্র উদ্যা-

পূর্ব্বক আমাকে প্রহার করিবে, তীক্ষ্ণ ত্রিশূল দিয়া ইহাদেরও গলদেশ বিদ্ধ করিয়া, রুধির দ্বারা ভূতপতি ও তাঁহাদিগের অনুচরবর্গের অর্চ্চনা করিব। হে বীর ইন্দ্র! যদি তুমি এই যুদ্ধে আমাকে পরাজয় করিয়া বজ্র দ্বারা আমার শিরশ্ছেদন কর, তাহা হইলেও আমি কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, স্বীয় দেহ দ্বারা ভূত সকলের বলি প্রদানপূর্ব্বক বীরজনের গতি প্রাপ্ত হইব। হে সুরেশ! আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত আছি; আমার প্রতি অমোঘ বজ্র ক্ষেপণ করিতেছ না কেন? তুমি এমন সংশয় করিও না যে, কৃপণ-সন্নিধানে যাচ্ঞা যেরূপ নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ বজ্রও গদার ন্যায় বিফল হইবে। তোমার এই কুলিশ, ভগবান্ হরির তেজে, এবং দধীচি-ঋষির তপস্যায় তীক্ষ্ণীকৃত হইয়াছে। তুমি এই অশনি দ্বারা শত্রু বধ কর। তুমি বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ। যেখানে হরি, সেইখানেই বিজয়, শ্রী এবং গুণ—সকলই সন্নিবিষ্ট। ১৩—২০। হে ইন্দ্র! আমার প্রভু সঙ্কর্ষণ আমাকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, তদ্রূপে আমি তদীয় চরণারবিন্দে চিত্ত সমাহিত করিয়া দেহ-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যোগিগণের গতি প্রাপ্ত হইব। তোমার বজ্রবেগে বিষয়ভোগ রূপ গ্রাম্য-পাশ ছিন্ন হইবে। যে সকল পুরুষ একান্তভাবে ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করেন এবং যাঁহারা তাঁহার স্বজন বলিয়া গণ্য হন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে যে সকল সম্পত্তি আছে, তাহা অর্পণ করেন না; কারণ, ঐ সকল সম্পত্তি হইতে দ্বেষ, উদ্বেগ, মনঃপীড়া, মত্ততা, বিবাদ এবং ক্লেশ হইয়া থাকে। হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু আপনার ভক্তজনকে ধর্ম্ম, অর্থ, কামের জন্য চেষ্টিত হইতে দেন না। যিনি উহার জন্য চেষ্টা করেন না, তিনি ভগবানের প্রসাদ-ভাজন হইয়াছেন,—ইহা অনুমেয়। অকিঞ্চন ভক্তগণ এইরূপ ভগবৎ-প্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন; কিন্তু তদ্ভিন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে তাহা অতি দুর্লভ।" (ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া উক্তি) "হে ভগবন্! আপনার চরণ-যুগই যাঁহাদের আশ্রয়, আমি পুনর্ব্বার সেই সকল দাসদিগের অনুদাস হইব। আপনি প্রাণ সকলের অধিপতি। আমার মন আপনার গুণ স্মরণ করুক। আমার বাক্য আপনার গুণ কীর্ত্তন করুক। মদীয় শরীর আপনারই কর্ম্মে ব্যাপৃত হউক। হে নিখিল-সৌভাগ্য-নিধে! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপৃষ্ঠ, ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, সর্ব্বভূমির কর্ত্তৃত্ব, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি—অধিক কি, মুক্তিও বাঞ্ছা করি না। যেমন অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ, ক্ষুধাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া মাতার আগমন প্রতীক্ষা করে; যেমন রজ্জুবদ্ধ শিশু বৎসগণ, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্তন্য-দর্শনার্থ স্পৃহান্বিত হয় এবং যেমন অনঙ্গ-শরপীড়িতা প্রেয়সী, দূরদেশগত স্বীয় প্রিয়কে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়ে,—হে পদ্মলোচন! তদ্রূপ আমার মন তোমাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করে। আমি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছি। তুমি পবিত্রকীর্ত্তি; তোমার ভক্ত-জনের সহিত আমার সখ্য হউক। তোমার মায়া বশতঃ একণে পুত্র, কলত্র, গেহ এবং দেহে আমার চিত্ত আসক্ত হইয়াছে। পুনরায় যেন ঐ সকলে উহার আসক্তি না হয়।" ২১—২৭।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্র-বধ।

মহর্ষি শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! জয় হইতে মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিয়া, বৃত্র যুদ্ধে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইল এবং যেমন কৈটভ জল-মধ্যে নারায়ণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ, শূল গ্রহণ করিয়া, সেই দেবরাজকে আক্রমণ করিল। অনন্তর বীর অসুররাজ, প্রলয়ানল-ভীষণ-শিখা-সম্পন্ন শূল ভ্রমণ করাইয়া, মহেন্দ্রের প্রতি বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিয়া 'পাপিষ্ঠ! হত হইলি' এই কথা ক্রোধভরে কহিল। সুরপতি গ্রহ এবং উল্কার ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য সেই শূল আসিতেছে দেখিয়াও, বজ্রধারী ভয়শূন্য হইয়া শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা সেই শূল এবং বাসুকি-শরীরসদৃশ বৃত্রের এক বাহু ছেদন করিলেন। এক বাহু ছিন্ন হইলেও বৃত্রাসুর ক্রোধে অধীর হইয়া পরিঘ ধারণপূর্ব্বক বজ্রধর পুরন্দরের প্রতি ধাবমান হইল। এক বাহু ছিন্ন হইলে পর, বৃত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রধরের নিকট গমনপূর্ব্বক পরিঘ দ্বারা তাঁহার হনুদেশে আঘাত করিয়া ঐরাবতকে আঘাত করিল অমনি ইন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্র পড়িয়া গেল। এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সুর, অসুর, সিদ্ধ ও চারণগণ, বৃত্রাসুরের সেই মহা অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিলেন; কিন্তু দেবেন্দ্রের বিপদ-দর্শনে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া স্বহস্ত-স্খলিত বজ্র শত্রুসমক্ষে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে বৃত্র তাঁহাকে কহিল, 'দেবরাজ! বজ্র উঠাইয়া লও; নিজ শত্রু বধ কর; এখন বিষাদের সময় নহে। ১—৬। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতে সক্ষম এক সর্ব্বজ্ঞ সনাতন আদি-পুরুষ ভিন্ন পরাধীন আততায়ী যুযুৎসু পুরুষদিগের সর্ব্বত্র কখন জয় হয় না। লোকপাল-সহিত এই সমস্ত লোক, জালবদ্ধ পক্ষীদের ন্যায় বিবশ হইয়া যাঁহার অধীনে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত, সেই কালই জয় প্রভৃতির কারণ। সেই ভগবান্ই সামর্থ্য, সাহস, বল, প্রাণ, অমৃত এবং মৃত্যুর স্বরূপ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, লোকে তাঁহাকে জয়াদির কারণ না জানিয়া জড়-দেহকে কারণ বলিয়া গণ্য করে। হে মঘবন্! কাষ্ঠময়ী নারী এবং যন্ত্রময় মৃগের ন্যায়, সমস্ত প্রাণীকে ঈশ্বরাধীন জানিবে। অধিক কি বলিব, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, ভূত, ইন্দ্রিয়, মন,—এ সকলও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদি করিতে সক্ষম নহে। যাঁহারা ইহা জানেন না, তাঁহারা পরাধীন দেহকে স্বাধীন বলিয়া মানেন। ভগবান্ই স্বয়ং প্রাণী দ্বারা প্রাণি-সৃষ্টি এবং প্রাণী দ্বারাই প্রাণি-বিনাশ করেন। ৭—১২। যেরূপ ইচ্ছা না করিলেও, কালক্রমে, লোকের বিপদাদি হয়, সেইরূপ পুরুষের আয়ু, শোভা, কীর্ত্তি এবং ঐশ্বর্য্য, ভাগ্য বশতঃ কালক্রমে হইয়া থাকে। যখন সকলই ঈশ্বরাধীন, তখন কীর্ত্তি-অকীর্ত্তি, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ এবং জীবন-মরণে হর্ষ-বিষাদশূন্য হওয়া উচিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ প্রকৃতির,—আত্মার নহে। যে ব্যক্তি আত্মাকে গুণত্রয়ের সাক্ষি-স্বরূপ জানেন, তিনি (হর্ষাদি দ্বারা) বদ্ধ হন না। হে ইন্দ্র! আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর;—আমি তোমাকর্ত্তৃক যুদ্ধে নির্জ্জিত হইয়াছি এবং আমার অস্ত্র ও হস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি তোমার প্রাণসংহার ইচ্ছা করিয়া যথাশক্তি যত্ন করিতেছি। আমাদের এই সংগ্রাম দ্যূতক্রীড়ার তুল্য। ইহাতে পরস্পরের প্রাণই পণ, শর-সমূহই পাশক, বাহনগণ ফলক। এই দ্যূতে অমুকের জয় হইবে এবং অমুকের পরাজয় হইবে,—ইহা জানা যায় না।" ১৩—১৭। শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! বৃত্রাসুরের ঐ সকল বচন শ্রবণপূর্ব্বক ইন্দ্র নিষ্কপট জানিয়া, তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বিস্ময় পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্র গ্রহণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "হে দানবেন্দ্র! তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার এ প্রকার বুদ্ধি! তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলের আত্মা ও সুহৃৎ সেই জগদীশ্বরের সেবা করিয়াছ। তুমি জনমোহিনী বৈষ্ণবী মায়া উত্তীর্ণ হইয়াছ; কারণ, তুমি আসুরী প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষ হইয়াছ। ইহা অতি আশ্চর্য্য

ইন্দ্র-কর্তৃক বৃত্র-বধ।

বিষয় যে, তুমি রাজসিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন হইলেও তোমার বুদ্ধি, সত্ত্বগুণময় ভগবান্ বাসুদেবে দৃঢ় হইয়াছে। যাহা হউক, নিঃশ্রেয়সের ঈশ্বর ভগবান্ হরিতে যাঁহার ভক্তি জন্মিয়াছে, তিনি অমৃতসাগরে বিহার করিতেছেন; গর্ত্তাদিস্থিত-স্বল্পজল-তুল্য স্বর্গাদি-ভোগে তাঁহার কি স্পৃহা হয়?" ১৮—২২। শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! যুদ্ধের অধিনায়ক মহাবীর্য্য ইন্দ্র এবং বৃত্র—ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে ঐ প্রকার কহিতে কহিতে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। হে আর্য্য! অরিন্দম বৃত্র, কৃষ্ণবর্ণ লৌহময় ঘোর পরিঘ-অস্ত্র বাম-করে ধারণপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিয়া ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহার ঐ পরিঘ এবং পরিঘতুল্য কর—উভয়কেই দেবরাজ শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা এককালীন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাহুদ্বয়ের মূল উৎকৃত্ত হইলে, তাহা হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্রের বজ্রে ছিন্ন-পক্ষ পর্ব্বত যেমন আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শোভা পায়, ঐ অসুরও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সে আপনার হনুদেশের নিম্নভাগ ভূমিতে পাতিয়া এবং উপরিভাগ স্বর্গে রাখিয়া আকাশের ন্যায় গভীর মুখ, সর্পতুল্য উগ্র জিহ্বা এবং মৃত্যুসদৃশ করাল দংষ্ট্রা দ্বারা ত্রিজগৎ যেন গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে আপনার প্রকাণ্ড দেহ ঘোরতর উচ্ছ্রিত এবং বেগে গিরি সকল সঞ্চালিত করিয়া, পাদ-চারী পর্ব্বতরাজের ন্যায় পদদ্বয়-স্ফালনে পৃথিবীকে জর্জ্জরিত করিতে করিতে বজ্রধারী পুরন্দরের নিকটে আসিল। মহাসর্প যেমন হস্তীকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ঐ মহাবল মহাপ্রভাব দানব, বাহন-সহিত ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রজাপতিগণ, মহর্ষিগণ ও দেবগণ,—দেবরাজকে বৃত্রের মুখবিবরের অন্তর্লীন দেখিয়া নির্ব্বেদ-সহকারে "হা কি কষ্ট!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র, অসুরেন্দ্র-কবলিত হইয়া তদীয় উদরগত হইলেও, নারায়ণ-কবচ, যোগবল এবং মায়াবলে আবৃত থাকাতে, তাঁহার মৃত্যু হইল না। ২৩—৩১। বিভু ইন্দ্র স্বীয় বজ্র দ্বারা ঐ অসুরের কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলেন এবং শত্রুর গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ মস্তক বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতিবেগশালী বজ্র, বৃত্র-হননের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত হইয়াও, তিনশত ষষ্টি দিনে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া পাতিত করিতে পারিয়াছিল। তখন আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইল এবং গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ বৃত্রহন্তার বীর্য্যপ্রকাশক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ভূরি ভূরি স্তব করত আহ্লাদে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে

অরিন্দম! সেই সময়ে বৃত্রদেহ হইতে তদীয় আত্মজ্যোতি নির্গত হইয়া দেবগণের সমক্ষেই ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেবে গিয়া সঙ্গত হইল। ৩২—৩৫।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বৃত্রবধ-জনিত ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন।

শুকদেব কহিলেন,—হে বহুপ্রদ! বৃত্রাসুর নিহত হইলে, ইন্দ্র ভিন্ন সমস্ত লোকপাল ও তিন লোকের মন সদ্য বিজ্বর ও নির্বৃত হইল। দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, দৈত্য ও দেবানুচর সকল এবং ব্রহ্মা ও মহেশ্বর প্রভৃতি, ইন্দ্রকে অসন্তোষ-কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনারাই স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন; ইন্দ্রও যখন ক্লেশশূন্য হইলেন, তখন যাইলেন। রাজা কহিলেন,—হে মুনে! ইন্দ্র, কেন অসুখী হইয়াছিলেন, শুনিতে ইচ্ছা করি। যে কর্ম দ্বারা সমস্ত দেবতা সুখী হইলেন, তাহাতে মহেন্দ্রের দুঃখবোধ হইল কেন? শুকদেব কহিলেন,—ঋষিগণ ও দেবতাগণ, বৃত্রাসুরের বিক্রমে অত্যর্থ উত্ত্যক্ত হইয়া তাহার বধার্থ মহেন্দ্র-সন্নিধানে প্রার্থনা করেন; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে তাহা করিতে ইন্দ্রের ইচ্ছা হয় নাই। ইন্দ্র কহিলেন, "বিশ্বরূপকে বধ করাতে একবার ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইয়াছিল; স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ ও জল—ইহারা চারিজনে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বিভাগ করিয়া লইয়াছে, তাহাতে এখন আমি নিষ্পাপ হইয়াছি;—বৃত্রহত্যা-পাপ কোথায় শোধন করিব?" শুকদেব কহিলেন,—ঐ কথা শুনিয়া ঋষিগণ, মহেন্দ্রকে কহিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক। আমরা তোমাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইব; ভয় করিও না। ১—৬। অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা পরম-পুরুষ পরমাত্মা নারায়ণ-দেবের অর্চ্চনা করিলে, জগতের বধ করিয়াও তজ্জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ব্রহ্মঘাতক, পিতৃঘাতক, গোঘাতক, মাতৃঘাতক, আচার্য্যঘাতক পাপী এবং কুকুরভোজী ও চণ্ডাল ইত্যাদি মহামহা পাপি-লোকেও যাঁহার নাম-কীর্ত্তন-মাত্র তত্তৎ পাতক হইতে মুক্তি লাভ করে, আমরা সেই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিব। তুমি তদ্দ্বারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই ভগবান্ নারায়ণের অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মাসহ-চরাচরহত্যা-পাপ হইতেও মুক্ত হইতে পারিবে; দুষ্টবধ-পাপ ত সামান্য কথা!" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ঐ সমস্ত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রণোদিত হইয়া, মহেন্দ্র, মহারিপু বৃত্রের প্রাণবধ করিলেন। বৃত্র নিহত হইলে, ব্রহ্মহত্যা, ইন্দ্রকে আক্রমণ করিল এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্রকে সন্তাপ সহ করিতে হইল। তজ্জন্য ইন্দ্র নির্বৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। যে ব্যক্তি নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়া লজ্জাযুক্ত হয়, তাহাকে ধৈর্য্যাদি গুণ সকলও সুখী করিতে পারে না। সে যাহা হউক, ইন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইল, ব্রহ্মহত্যা, ভীষণমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক চণ্ডালীর ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। জরা দ্বারা তাহার অঙ্গ সকল কম্পমান এবং ক্ষয়রোগ বশতঃ অতিশয় ব্যতিব্যস্ত; তাহার পরিধান-বসন শোণিতময়। ৭—১২। সে আপনার পলিত-কেশ বিকীর্ণ করিতে করিতে 'থাক! থাক!' এই শব্দ মুহুর্মুহুঃ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতেছিল এবং তাহার নিশ্বাস-বায়ু মৎস্যগন্ধের তুল্য এত দুর্গন্ধ যে, তদ্দ্বারা পথ পর্য্যন্তও দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল। হে নরনাথ! অমররাজ তাহাকে দেখিবামাত্র ভীত হইয়া, তাহা হইতে পরিত্রাণ নিমিত্ত প্রথমতঃ আকাশে, পশ্চাৎ সকল দিকে ধাবমান হইলেন; কিন্তু কুত্রাপি আত্মত্রাণের স্থান না পাইয়া অবশেষে পূর্ব্বোত্তর-দিকে গমন করিলেন এবং তত্রস্থ মানস-সরোবরে শীঘ্র প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় যে পদ্ম ছিল, ইন্দ্র তাহার তন্তু-মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অগ্নিদূত দেবরাজ (জলমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া) যজ্ঞীয় ভাগ পাইতেন না। এই অবস্থায় ঐ স্থানে সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি অলক্ষিত ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি এই চিন্তা করিতেন, "ব্রহ্মবধ-জন্য পাতক হইতে কি প্রকারে মুক্ত হইব?" দেবরাজ যতদিন ঐ রূপ অবস্থায় রহিলেন, ততদিন বিদ্যা, তপস্যা ও যোগবল-প্রভাব-সম্পন্ন নহুষ স্বর্গ শাসন করিলেন। কিন্তু ঐ রাজা ঐরূপ অতুল-সম্পদ্ এবং ঐশ্বর্য্য-জন্য মদে হতবুদ্ধি হওয়াতে ইন্দ্রপত্নী শচী তাঁহাকে সর্পযোনি প্রাপ্ত করাইলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণবাক্যে আহুত হইয়া দেবরাজ পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্ত হন। সত্ত্বপালক হরির আরাধনা করাতে তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বেও ব্রহ্মহত্যা, ইন্দ্রকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় নাই; কারণ, দিগ্দেবতা(রুদ্র)প্রভাবে পাপতেজ নষ্ট হইয়াছিল এবং লক্ষ্মী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। হে ভারত! ভগবানের ধ্যান দ্বারা ইন্দ্রের পাপ মোচন হইয়াছিল বটে, তথাচ তিনি স্বর্গে পুনরাগত হইলে, ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে নারায়ণারাধন-প্রধান অশ্বমেধে যথাবিধি দীক্ষিত করাইলেন। ১৩—১৮। হে রাজন্! ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ-যজ্ঞে মহেন্দ্র সর্ব্বদেবময়াত্মা সেই পরম-পুরুষের যখন অর্চ্চনা করেন, তখন তাঁহার বৃত্রবধ-জনিত গুরুতর পাপচয় দিবাকর-করে নীহার-রাশির ন্যায় বিনাশিত হইল। এই প্রকারে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের অনুষ্ঠিত যথোক্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞাধিপতি পুরাণ-পুরুষ হরির আরাধনা করিয়া পাপক্ষয় হওয়াতে দেবরাজ পূর্ব্ববৎ 'মহৎ' হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই আখ্যান অতি মহৎ, যেহেতু ইহাতে তীর্থপাদ ভগবানের কীর্ত্তন এবং ভক্তজনের বর্ণন আছে। বিশেষতঃ ইহাতে মহেন্দ্রের পাপ-মোচন ও তাঁহার জয় বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহাতে অশেষ পাপের ক্ষালন এবং ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। এই আখ্যান সর্ব্বদা পাঠ করিবে। ইহাতে ইন্দ্রিয়-পাটব, ধনবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি, অখিল পাপক্ষয়, শত্রুজয় এবং আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ ইহা পর্ব্বে পর্ব্বে শ্রবণ করেন। ১৯—২৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

চিত্রকেতুর শোক।

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! রজস্তমঃ-প্রকৃতি পাপী দানব বৃত্রের ভগবান্ নারায়ণে কি প্রকারে দৃঢ়া মতি হইল? শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণ ও নির্ম্মলাত্মা ঋষি সকলেরও প্রায় মুকুন্দ-চরণে এতাদৃশ ভক্তি জন্মে না। সংসারে পার্থিব ধূলিকণার সমসংখ্যক প্রাণী আছে; কিন্তু উহার মধ্যে কতিপয়মাত্র মনুষ্যাদি স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! তাহাদের মধ্যে কতিপয়মাত্র মুমুক্ষু। সহস্র মুমুক্ষুর মধ্যে কোনও ব্যক্তি জীবন্মুক্ত ও সিদ্ধ হন। হে মহামুনে! কোটি কোটি জীবন্মুক্ত সিদ্ধদিগের মধ্যেও নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি অতীব দুর্লভ। কিন্তু পাপাচারী সর্ব্বলোক-পীড়ক সেই বৃত্র, ঘোরতর সংগ্রাম-সময়ে কিরূপে কৃষ্ণের প্রতি ঈদৃশ দৃঢ়ভক্তি-সম্পন্ন হইয়াছিল? প্রভো! এই বিষয়ে আমার সুমহৎ সংশয় এবং সবিশেষ শ্রবণার্থ পরম কৌতূহল হইতেছে; অনুগ্রহপূর্ব্বক বিস্তার করিয়া বর্ণন করুন। ১—৭। সূত কহিলেন, হে মুনিগণ! শ্রদ্ধান্বিত মহারাজ পরীক্ষিতের ঐ সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শুকদেব আনন্দ-প্রকাশপূর্ব্বক প্রতিবচন প্রদান করিবার

নিমিত্ত কহিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে দ্বৈপায়ন, নারদ ও দেবলের নিকট যে একটী ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি, তোমাকে তাহাই বলিতেছি;—সুস্থির-চিত্তে যথাবৎ শ্রবণ কর। হে নৃপ! পূর্ব্বকালে শূরসেনদেশে চিত্রকেতু নামে বিখ্যাত সার্ব্বভৌম এক নরপতি ছিলেন। অবনী আপনি তদীয় অভিলষিত কাম-সকল দোহন করিয়া দিতেন। ঐ রাজার কোটিসংখ্যক ভার্য্যা ছিল এবং তিনি নিজেও পুত্রোৎপাদনে সমর্থ ছিলেন; তথাচ তাঁহার ঐ সকল বনিতায় একটীও সন্ততি লাভ হইল না। স্বয়ং রূপ, লাবণ্য, বয়স, বিদ্যা, কৌলীন্য, ঐশ্বর্য্য, ঔদার্য্য ও সম্পদ্ ইত্যাদিতে সম্পন্ন এবং সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত হইলেও, বন্ধ্যা ভার্য্যাদিগের ভর্ত্তা হওয়াতে চিত্রকেতুর অন্তঃকরণ ক্রমে চিন্তাকুল হইল। সুতরাং সমস্ত সম্পদ্, সমুদায় সুলোচনা-মহিষী এবং এই ভূমণ্ডল-রাজ্য,—ঐ সার্ব্বভৌম নরপতির প্রীতিপ্রদ হইল না। ৮—১৩। একদা ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি যদৃচ্ছাক্রমে সমস্তলোক ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ নরপতির ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রত্যুত্থান এবং পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা ও আতিথ্য-ক্রিয়া সম্পাদন করত রাজা সুখাসীন ঋষিবরের সমীপে সংযত হইয়া উপবেশন করিলেন। হে মহারাজ! মহর্ষি,—সমীপে উপবিষ্ট, বিনয়াবনত, অবনীতলে প্রণত রাজাকে প্রতিপূজা, অভ্যর্থনা এবং সাদরে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—"তোমার কুশল ত? প্রকৃতি সকলের এবং নিজেরও ত মঙ্গল? হে রাজন্! যেমন মহদাদি সপ্ত প্রকৃতি দ্বারা জীব নিত্য রক্ষিত হন, তদ্রূপ রাজাও সপ্ত প্রকৃতি দ্বারা রক্ষিত থাকেন। রাজা আপনাকে ঐ সকল প্রকৃতির অনুবর্ত্তী করিতে পারিলেই রাজ্যসুখ-ভোগ করিতে পারেন। হে নরদেব! রাজা সুখী হইলে, তাঁহা হইতে প্রকৃতিবর্গ,—ধনী ও সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আর জিজ্ঞাসা করি,—তোমার পুত্র, কলত্র, মন্ত্রী ও অমাত্য সকল ত বশবর্ত্তী? বণিক্, পুরবাসী, দেশাধিকারী রাজগণ এবং প্রজা সকল—ইহারা ত তোমার বশংবদ? ১৩—১৯। হে রাজন্! যে পুরুষের মন বশবর্ত্তী, ঐ সকল ব্যক্তিই তাঁহার বশ হইয়া থাকে। সমস্ত লোক ও লোকপাল, আনন্দপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে পূজোপহার প্রদান করেন। তুমি যেন আপনা হইতেই সন্তুষ্ট নহ; অতএব বোধ হয়, তুমি স্বতই হউক, পরতই হউক, ইষ্টবস্তু লাভ করিতে পার নাই। তোমার বদনমণ্ডলও চিন্তা-বিবর্ণ দেখিতেছি।" শুকদেব কহিলেন,—"রাজন্! মুনিবর অঙ্গিরা যদিও সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি ঐ প্রকারে সংশয়-প্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে, প্রজাকাম সেই রাজা চিত্রকেতু বিনয়াবনত হইয়া নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! শরীরিগণের অভ্যন্তর এবং বাহ্যে যাহা যাহা বর্ত্তমান, নিষ্পাপ যোগিগণের তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধি দ্বারা তাহার কি না জানা যায়? হে ব্রহ্মন্! তথাপি আপনি যখন আমার মনোগত চিন্তার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং বলিতে আজ্ঞা করিতেছেন, তখন আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও আপনার নিকট উহা ব্যক্ত করি। হে ব্রহ্মন্! এই সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি, লোকপালদিগেরও প্রার্থনীয় বটে; কিন্ত স্রক্চন্দনাদি বিষয় সকল যেমন ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত অন্ন-পানাভিলাষী পুরুষের সুখ-জনক হয় না, সেইরূপ ঐ সকল সাম্রাজ্যাদি আমাকে আনন্দিত করিতেছে না; কারণ, আমি নিঃসন্তান। অতএব হে মহাভাগ! আমাদিগকে রক্ষা করুন। দুষ্পার নরক, পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত আমি যেরূপে পুত্র দ্বারা উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা বিধান করিতে আজ্ঞা হউক।" ২০—২৭। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ক্ষমতাশালী, ব্রহ্মপুত্র, পরম-কারুণিক অঙ্গিরা, চিত্রকেতুর ঐরূপ প্রার্থনায় চরুপাক করিয়া ত্বষ্টৃ-দেবতার যাগ করিলেন। হে ভারত! যজ্ঞ-সমাপনান্তর রাজার কৃতদ্যুতি নাম্নী শ্রেষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠা মহিষীকে বিপ্রবর যজ্ঞশেষ প্রদান করিলেন এবং নৃপতিকে কহিলেন, "রাজন্! তোমার যে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে তোমাকে হর্ষ ও শোক—উভয়ই প্রদান করিবে।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রস্থান করিলেন। যেরূপ কৃত্তিকা অগ্নিপুত্রকে ধারণ করিয়াছিল, যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া রাজমহিষী কৃতদ্যুতিও সেইরূপ চিত্রকেতু সংসর্গে গর্ভধারণ করিলেন। হে নৃপ! শূরসেন-পতির ঔরস-সম্ভূত রাজমহিষীর গর্ভ, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর কালপূর্ণ হইলে একটী কুমার উৎপন্ন হইল। রাজকুমারের জন্ম-কথা শুনিয়া সমস্ত শূরসেন-দেশবাসী লোক পরম আনন্দিত হইল। ২৭—৩২। তৎপরে রাজা চিত্রকেতু, কুমার-জন্ম-শ্রবণে আনন্দিত-মনে স্নান করত শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ পাইয়া যথাবিধি জাতকর্ম্ম করাইলেন। অনন্তর তিনি সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ, রজত, বসন, ভূষণ, হস্তী, অশ্ব, গ্রাম এবং ষষ্টি কোটি সবৎসা গাভী দান করিলেন। মহামনা রাজা, জলদ-জালের মত, অন্য জীবগণেরও অভিলষিত বর্ষণ করিলেন। যে বস্তু দান করিলে কুমারের ধন-সৌভাগ্য ও পরমায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, রাজা তাহাও দান করিলেন। যেমন দরিদ্র-ব্যক্তির কষ্টলব্ধ ধনে স্নেহ হয়, সেইরূপ ঐ পুত্রের প্রতি রাজর্ষির স্নেহ অনুদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জননী কৃতদ্যুতির ঐ পুত্রে অতিশয় স্নেহ ও মমতা জন্মিল। তাহা দেখিয়াই তদীয় সপত্নীগণ পুত্র-কামনারূপ মনস্তাপে সন্তপ্ত হইল। চিত্রকেতু অনুদিন নন্দনের লালন করত পুত্রবতী বনিতায় যাদৃশী প্রীতিপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন, অন্য ভার্য্যার প্রতি তদ্রূপ প্রীতিমান্ হইলেন না। ৩৩—৩৮। ইহাতে অন্য স্ত্রী সকল অসূয়া-পরবশ হইয়া, আপনারাই আপনাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইল এবং অনপত্যতা ও রাজ-সন্নিধানে অনাদর জন্য মনোদুঃখে যৎপরোনাস্তি পরিতাপ করিতে লাগিল। তাহারা কহিল,—"যে নারীর সন্তান নাই, সে অতিশয় পাপীয়সী; তাহাকে ধিক্! সে স্বামীর নিকটে ভার্য্যা বলিয়া গণ্য হয় না। পুত্রবতী সপত্নীগণ দাসীর ন্যায় তিরস্কার করিয়া থাকে। দাসীরই বা সন্তাপ কি?—স্বামি-পরিচর্য্যা দ্বারা তাহাদের অনবরত মান লাভ হয়; আর আমরা দাসীর-দাসীর ন্যায় মন্দভাগিনী।" হে রাজন্! কৃতদ্যুতির পুত্র-সম্পত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার সপত্নীগণ একে দারুণ ঈর্ষানলে এই প্রকার দগ্ধ হইতেছিল, তাহার উপর আবার তাহাদিগকে অপুত্রা দেখিয়া তাহাদের জীবনে আস্থা না থাকায় তাহাদের দারুণ বিদ্বেষ জন্মিল। সেই বিদ্বেষ-বলে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় নির্দ্দয়চিত্ত নারীগণ, নরপতির সৌভাগ্য অসহিষ্ণু হইয়া কুমারকে বিষ প্রয়োগ করিল। সপত্নীদিগের সেই মহৎ নৃশংসতার বিষয় কৃতদ্যুতি কিছুই জানিতেন না; সন্তানকে দেখিয়া,—এখনও নিদ্রিত আছে,—বিবেচনা করত গৃহ মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৯—৪৪। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মনে হইল, কুমার অনেকক্ষণ নিদ্রিত আছে; অতএব ধাত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমার পুত্রকে এখানে লইয়া আইস।" ধাত্রী, পুরকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয়ান বালকের নিকট গিয়া দেখিল,—তাহার দুইটী চক্ষুর তারা উপর-দিকে উঠিয়া রহিয়াছে; প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও আত্মা নাই! সে দেখিয়াই "হা হতাস্মি" বলিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং বক্ষঃস্থলে সবলে করাঘাত করিতে লাগিল। রাজ্ঞী তাহার অতীব আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর সেই গৃহে পুত্রের নিকট গিয়া

দেখেন,—পুত্র হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হে রাজন্! দর্শন করিয়াই রাণী ভূমিতে পতিত ও গুরুতর শোকে মূর্চ্ছিত হইলেন;—কেশ ও বসন ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। তদনন্তর নৃপতির অন্তঃপুরবর্ত্তী নর-নারীগণ এই দুর্ঘটনার কথা শুনিল এবং সকলেই সত্বর হইয়া আসিয়া অতিশয় দুঃখিত ও রাজ্ঞীর সমদুঃখী হইয়া রোদন করিতে লাগিল। কৃতদ্যুতির যে সকল সপত্নী বিষ প্রদান করিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া কাপট্য অবলম্বনপূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর রাজা চিত্রকেতু শুনিলেন,—পুত্রের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু মরণের কারণ লক্ষিত হইতেছে না। শ্রবণমাত্রে তাঁহার দৃষ্টি বিনষ্ট হইল; তিনি মৃত-পুত্র দেখিতে চলিলেন। রাজা শোকাবেগ বশতঃ পথিমধ্যে পতিত ও স্খলিত হইতে লাগিলেন। স্নেহাধিক্য বশতঃ তাঁহার শোক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল; তিনি বারংবার মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। অমাত্য প্রভৃতি রাজপুরুষগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আসিতে লাগিলেন। ৪৫—৫০। সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই রাজা মৃত-বালকের পাদমূলে পড়িলেন। তাঁহার কেশ, বসন বিস্রস্ত হইয়া গেল। বাষ্পবিন্দু দ্বারা সংরুদ্ধ হওয়াতে কণ্ঠদেশ নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন;—তাঁহার কথা কহিতে সামর্থ্য হইল না। পতিকে ঐ প্রকার শোকাকুল অবলোকন করিয়া এবং বংশের একমাত্র ধারা স্বীয় তনয়কে মৃত দেখিয়া, সাধ্বী রাজ-মহিষী, প্রকৃতি-পুঞ্জের মনস্তাপ উৎপাদন করত বিবিধ-রূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কুঙ্কুম-পঙ্ক-ভূষিত স্তনযুগলকে অঞ্জন-মিশ্রিত অশ্রুবিন্দুর দ্বারা অভিষিক্ত এবং গলিত-মাল্য কেশপাশ বিকীর্ণ করিয়া পুত্র-উদ্দেশে কুররীর ন্যায় সুস্বরে বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন;—"হে বিধাতঃ! তুমি অতি মূর্খ; যেহেতু তুমি নিজ সৃষ্টির প্রতিকূল চেষ্টা করিতেছ? কি আশ্চর্য্য! বৃদ্ধ জীবিত থাকিবে, বালক মরিয়া যাইবে!! যদি সম্প্রতি এইরূপ বিপরীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রাণিগণের নিশ্চয় শত্রু হইয়াছ। যদি ইহলোকে শরীরীদিগের জন্ম-মৃত্যুর কোন ক্রম না থাকে, তবে লোকের আত্মকর্ম দ্বারাই জন্মাদি হউক;—তোমার কাজ কি? তুমি আপনার সৃষ্টিবৃদ্ধির নিমিত্ত এই যে স্নেহ-পাশ করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা আপনিই ছেদন করিতেছ। হে তাত! আমি অতি দীনা, অনাথা; আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। বৎস! তোমার এই পিতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর,—ইনি তোমার এই শোকে সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছেন। হে পুত্র! আমরা সতত এই আশা করি,—তোমা দ্বারা দুস্তর পুন্নাম নরক হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব। আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া নির্দ্দয় যমের সহিত দূরে যাইও না। ৫১—৫৬। বৎস! গাত্রোত্থান কর, এই তোমার বয়স্যগণ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিতেছে। হে নৃপনন্দন! অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া আছ; তোমার ক্ষুধা হইয়া থাকিবে,—কিছু খাও,—স্তন পান কর;—আমাদিগের শোক দূর কর। হে পুত্র! আমি অতি মন্দভাগ্যা! অতএব এখানে আসিয়া তোমার মৃদুহাস্যময় বদন-পদ্মের মনোহর বাক্য দেখিতে পাইতেছি না;—তোমার মধুর-বাক্য শুনিতে পাইতেছি না; নিশ্চয় কৃতান্ত কি তোমাকে লোকান্তরে লইয়া গিয়াছে? হায়! তাহা হইলে বুঝি আর তুমি প্রত্যাগমন করিবে না!" শুকদেব কহিলেন,—রাজমহিষী, পুত্রের নিমিত্ত এই প্রকার শোক করিতেছিলেন, তাঁহার বিবিধ বিলাপে রাজা চিত্রকেতু অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ দম্পতী বিলাপ করিতে থাকিলে, তাঁহাদের অনুবর্ত্তী নরনারী সকলেই দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল; পরে গুরুশোক জন্য মোহ বশতঃ সকলেই অচেতন হইয়া পড়িল। চিত্রকেতু এইরূপ বিপন্ন হইয়া অচেতন অবস্থায় আছেন এবং তাঁহাকে প্রবোধ দিবার কেহ নাই জানিতে পারিয়া, মহর্ষি অঙ্গিরা, নারদ-সমভিব্যাহারে তথায় আসিলেন। ৫৭—৬১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারদ ও অঙ্গিরা কর্ত্তৃক চিত্রকেতুর শোকাপনোদন।

শুকদেব কহিলেন,—হে মহারাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা ও নারদ, শূরসেনাধিপতি রাজা চিত্রকেতুকে শবের ন্যায় মৃত-শিশু-পার্শ্বে পতিত এবং শোকাভিভূত দেখিয়া, বিবিধ সদুক্তি দ্বারা প্রবোধ-দানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"হে রাজেন্দ্র! তুমি যাহার নিমিত্ত শোক করিতেছ, এ তোমার কে হয়? আর সৃষ্টির—মধ্যে, পূর্ব্বে, এখন এবং পরে,—তুমি ইহার কে হইতে, কে হও বা কে হইবে? রাজন্! স্রোতোবেগে বালুকা যেমন বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট হয়, সেই-রূপ এই জীব সকলও কালবশে কখন, সংযুক্ত এবং কখন বিযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন বীজমধ্যে বীজান্তর হয় এবং কখন নাও হয়;—সেইরূপ পরমেশ্বরের মায়া বশতঃ পুত্রাদি-প্রাণী, পিত্রাদি-প্রাণীর সহিত কখন বিযোজিত হইয়া থাকে, কখন বা নাও হইয়া থাকে; অতএব পিতা-পুত্র সম্বন্ধ কল্পনামাত্র,—বৃথা শোকে আব-শ্যক কি? হে রাজন্! তুমি, বর্ত্তমান-কালীন যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম আছে—তাহা, এবং আমরা—যেরূপ জন্মের পূর্ব্বে ছিলাম না, মৃত্যুর পরেও থাকিব না,—সেইরূপ এখনও নাই। লোকনাথ, আত্মকর্ম-শূন্য হইলেও বালকের ন্যায় (লীলাক্রমে) নিজসৃষ্ট পরতন্ত্র ভূতবর্গ দ্বারা ভূতবর্গের সৃজন-পালন-সংহার করিতেছেন। ১—৬। রাজন্! যেরূপ বীজ হইতে বীজ জন্মে, সেইরূপ দেহীর (পিতা)-দেহ দ্বারা দেহীর (মাতা) দেহ হইতে দেহীর (পুত্র) দেহ উৎপন্ন হয়। দেহী, তুমি প্রকৃতির ন্যায় নিত্য; বস্তুগত সামান্য-বিশেষ-কল্পনার ন্যায় এই অনাদি দেহ এবং দেহীর বিভাগও অজ্ঞানমূলক।" শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! সেই বিপ্রদ্বয়ের ঐ সকল বাক্যে শূরসেনাধিপতি চিত্রকেতুর প্রবোধ জন্মিল। রাজা চিত্রকেতু, ব্রাহ্মণ-বচনে এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া মনোব্যথা-জনিত ম্লান-বদন করতল দ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনারা দুই জন কে?—অবধূতবেশে স্বরূপ গোপন করিয়া, এখানে আসিয়াছেন দেখি-তেছি। আপনারা জ্ঞানসম্পন্ন এবং মহীয়ান্ লোকদের অপেক্ষাও মহত্তর। কারণ ভগবৎপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ উন্মত্তের তুল্য চিহ্ন ধারণ করিয়া মাদৃশ গ্রাম্য-বুদ্ধি লোকদিগের বোধোদয় নিমিত্ত অবনী-মণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, মায়াসত্ত্বমো-বর্জ্জিত বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয়, গৌতম, পরাশর, কপিল, শুক, দুর্ব্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতুকর্ণ, আরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, আসুরি, পতঞ্জলি, বেদশিরা ঋষি, বোঢ্য, পঞ্চশিখমুনি, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব এবং ঋত-ধ্বজ—ইঁহারা এবং অন্যান্য সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ জ্ঞানদান করিবার জন্য ভ্রমণ করিয়া থাকেন। আমি গ্রাম্য-পশুর তুল্য মূঢ়বুদ্ধি। আপনারা দুই জনে আমার রক্ষক হউন। আমি ঘোর অন্ধকারে মগ্ন হইয়াছি; অনুগ্রহপূর্ব্বক জ্ঞানময় দীপ প্রকাশ করুন।" ৭—১৬।

অঙ্গিরা কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি পুত্রকামনা করিলে আমিই তোমাকে পুত্র দিয়াছিলাম। আমি সেই অঙ্গিরা; আর এই ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সন্তান ভগবান্ নারদ। আমাদের স্মরণ হইল,—তুমি পুত্রশোক বশতঃ এই প্রকার দুস্তর অন্ধকারে মগ্ন

হইতেছ। তুমি হরি-পরায়ণ; তোমার এরূপে তমোময় হওয়া উচিত হয় না। অতএব তোমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশার্থ আমরা দুই জনে এখানে আসিলাম। রাজন্! তুমি ব্রহ্মণ্য এবং ভগবদ্ভক্ত; এরূপে অবসন্ন হওয়া তোমার অনুচিত। হে মহারাজ! আমি পূর্ব্বে যখন তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম, তখনই তোমাকে পরম জ্ঞান প্রদান করিতাম; কিন্তু তোমার অন্য বিষয়ে অভিনিবেশ আছে জানিয়া তৎকালে পুত্রই দিয়াছিলাম। পুত্রবান্ গৃহীদিগের কিরূপে কিরূপ সন্তাপ হইতে পারে, এখন তুমি আপনিই তাহা অনুভব করিতেছ। কলত্র, গৃহ, ধন এবং বিবিধ ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তিও এইরূপ সন্তাপ-দায়ক। আর শব্দাদি বিষয় ও রাজৈশ্বর্য্য—সকলই অনিত্য। হে শূরসেন! মহী, রাজ্য, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য, সুহৃজ্জন ইত্যাদি সমুদায়ই,—শোক, মোহ, ভয় ও পীড়া প্রদান করে এবং গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্ট ও বিলুপ্ত হয়। সকলেই স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথবৎ অলীক। ১৭—২০। হে রাজন্! ঐ সকল পদার্থ মনোমাত্র-বিজৃম্ভিত,—যথার্থ নহে; কারণ, একক্ষণে দৃশ্যমান হইয়াও অন্যক্ষণে অদৃশ্য হয়;—কর্ম্মবাসনা যোগে কর্ম্মচিন্তা করিতে করিতেই মন হইতে বিবিধ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক এই দেহই দেহাভিমানী জীবের বিবিধ-সন্তাপ দায়ক। অতএব দ্বৈত বস্তুতে 'এই বস্তু ধ্রুব' বলিয়া তোমার যে বিশ্বাস আছে, একাগ্রমনে আত্মতত্ত্ব-বিচারপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়া শান্তি অবলম্বন কর। সংযত হইয়া আমার নিকট হইতে পরম-মঙ্গলবিধান এই মন্ত্র গ্রহণ কর। ইহা ধারণ করিলে, সাতদিনের মধ্যে সঙ্কর্ষণকে দেখিতে পাইবে।" নারদ কহিলেন, "যে মন্ত্র উপনিষদ্ অর্থাৎ যাহাতে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ধারণ কর। তাহা ধারণ করিলে নিশ্চয় সপ্তরাত্র মধ্যে সঙ্কর্ষণ-বিভুকে দর্শন করিতে পারিবে। হে নরেন্দ্র! শর্ব্বাদি পূর্ব্বতন দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম-মূলে শরণাপন্ন হইয়া দ্বৈতভ্রম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সদ্য অতুলনীয় এবং সর্ব্বাতিশায়ী মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি অচিরে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে।" ২৪—২৮।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

চিত্রকেতুর প্রতি নারদের মহোপনিষদ্-কথন।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর দেবর্ষি নারদ, শোক-পরায়ণ বন্ধুগণের সমক্ষে মৃত রাজনন্দনকে প্রত্যক্ষ করাইয়া কহিলেন, "অহে জীবাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক; আপন পিতা-মাতাকে অবলোকন কর। তোমার এই সকল সুহৃদ্বন্ধু, তোমার শোকে অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। তুমি আপনার কলেবর মধ্যে পুনরায় প্রবেশ কর, এখনও তোমার পরমায়ু অবশিষ্ট আছে; এই-কাল সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া পিতৃদত্ত বিষয় ভোগ কর এবং নৃপাসনে অধ্যাসীন হও।" জীব কহিল, "এই সকল ব্যক্তি কোন্ জন্মে আমার পিতা-মাতা হইয়াছিলেন?—আমি ত কর্ম্ম সকল দ্বারা দেব, পশু ও মনুষ্য-যোনিতে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতেছি। ক্রমে ক্রমে সকলেই পরস্পরের বন্ধু, জ্ঞাতি, নাশক, রক্ষক, বিদ্বেষ্টা, অশত্রু, অমিত্র এবং উদাসীন হইয়া থাকে; অতএব পুত্র বলিয়া শোকার্ত্ত না হইয়া শত্রু বলিয়া আনন্দিত হন না কেন? যেমন ক্রয়-বিক্রয়োপযুক্ত স্বর্ণাদি পণ্য-বস্তুর ক্রেতা ও বিক্রেতা, জনগণ-মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ জীবও নানাযোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ১—৬। দেখা যায়,—পশ্বাদির সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী নহে; যত দিন যাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ থাকে, ততদিন তাহার প্রতি তাহার মমতা থাকে। বাস্তবিক অভিমানশূন্য নিত্য-জীব, উৎপন্ন-শরীর হইয়া যতদিন যাহার নিকট থাকে, ততদিনই ঐ জীবের উপর তাহার স্বত্ব। আত্মা নিত্য, অব্যয়, সূক্ষ্ম; ইনি সর্ব্বাশ্রয় এবং স্ব-প্রকাশ;—এই প্রভু আপনার মায়াগুণ দ্বারা আপনাকে বিশ্বরূপে সৃজন করেন। জীবের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই এবং আত্মীয় ও পর কেহ নাই; তিনি এক;—গুণ-দোষকারী-দিগের বিবিধ বুদ্ধির সাক্ষী মাত্র। কার্য্য-কারণসাক্ষী পরাধীনতা-শূন্য আত্মা,—গুণ, দোষ এবং ক্রিয়াফল—কিছুই গ্রহণ করেন না;—উদাসীনবৎ অবস্থিতি করেন।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ঐ জীব এই প্রকার কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাঁহার জ্ঞাতিগণ বিস্মিত হইয়া স্নেহশৃঙ্খল ছেদনপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিলেন। ৭—১২। জ্ঞাতিগণ সেই জ্ঞাতির মৃত-দেহ সংস্কার এবং যথোচিত ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া শোক, মোহ, ভয় ও ক্লেশপ্রদ দুস্ত্যজ স্নেহ বিসর্জ্জন দিলেন। হে মহারাজ! তখন বালক-ঘাতিনীগণ,—লজ্জিত ও শিশু-হত্যাপাপে হতপ্রভ হইয়া, অঙ্গিরাবচন স্মরণ করত, যমুনাতীরে, ব্রাহ্মণোপদিষ্ট শিশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। হে রাজন্! চিত্রকেতু রাজাও ঐ সকল ব্রাহ্মণ-বচন শ্রবণে উক্ত প্রকারে প্রতিবুদ্ধ হওয়াতে, হস্তী যেমন সরোবরের পঙ্ক হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তদ্রূপ গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে নির্গত হইলেন। পরে যমুনায় গমন করিয়া স্নানানন্তর তর্পণাদি সমাপন করিলেন এবং মৌনী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সেই দুই ব্রহ্মপুত্রের চরণবন্দনা করিলেন। ভক্ত জিতেন্দ্রিয় শরণাগত রাজা চিত্রকেতুকে ভগবান্ নারদ প্রীত হইয়া এই বিদ্যা প্রদান করিলেন;—"তুমি ভগবান্ বাসুদেব; তোমাকে হৃদয় দ্বারা নমস্কার করি। তুমি প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ; তোমাকে নমস্কার করি। ১৩—১৮। সেই ভগবান্ বিজ্ঞানমাত্র; পরম আনন্দই তাঁহার মূর্ত্তি; তিনি আত্মারাম এবং শান্ত; তাঁহা হইতে দ্বৈতদৃষ্টি নিবৃত্তি পায়; তাঁহাকে নমস্কার করি। প্রভো! তুমি আত্মানন্দ অনুভব দ্বারা মায়াজন্য রাগ-দ্বেষাদি নিরস্ত করিতেছ; তুমি বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর এবং অতি মহৎ; তোমার মূর্ত্তি অনন্ত; তোমাকে নমস্কার করি। অহো! মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রাপ্ত না হইয়া নিবৃত্ত হইলে, যিনি একাকী প্রকাশ পান; যাঁহার নাম ও রূপ নাই; যিনি চিন্মাত্রস্বরূপ এবং কার্য্য ও কারণের কারণ; তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। যাঁহাতে এই জগৎ অবস্থিত ও লয়প্রাপ্ত হয় এবং যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়,—মৃণ্ময় বস্তুতে মৃত্তিকার ন্যায় যিনি সর্ব্বত্র সংশ্লিষ্ট,—আপনি সেই ব্রহ্ম; আপনাকে নমস্কার করি। আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিস্তৃত থাকিলেও, যাঁহাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ স্পর্শ করিতে বা জানিতে পারে না, তাঁহাকে নমস্কার করি। ফলতঃ তদীয় চৈতন্যাংশের সম্বন্ধ-বলে এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি, নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়। অপ্রতপ্ত লৌহ যেমন দাহজনক হয় না, তদ্রূপ অন্য সময়ে (যখন ব্রহ্ম চৈতন্যাংশের সম্বন্ধ না থাকে, তখন) ঐ দেহাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তিনি সাক্ষিস্বরূপ জীবকে জানত আছেন। মহাপুরুষ মহানুভব মহাবিভূতিপতি ভগবান্‌কে নমস্কার করি। হে উৎকৃষ্ট! তোমার চরণারবিন্দ-যুগল, প্রধান প্রধান ভক্ত-সমূহের কর-কমল-মুকুল দ্বারা সতত লালিত হয়। হে সর্ব্বেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি।" ১৯—২৫। শুকদেব কহিলেন,—হে প্রভো! ভক্ত শরণাগত রাজাকে এই বিদ্যা উপদেশ করিয়া নারদ, অঙ্গিরার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ভগবান্ নারদ যে প্রকার আদেশ করিয়া গেলেন, রাজা চিত্রকেতুও তদনুসারে সাত দিন জলমাত্র পান

করত সুসমাহিত হইয়া ঐ বিদ্যা ধারণা করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর সপ্তরাত্র অতীত হইলে, ঐ বিদ্যাধারণ-প্রভাবে, তিনি অপ্রতিহত বিদ্যাধরাধিপত্য লাভ করিলেন। অনন্তর কতিপয় দিবসের মধ্যে ঐ বিদ্যা দ্বারাই তাঁহার মন উদ্দীপ্ত হইল এবং সেইরূপ মনোগতি হইয়া দেবদেব ভগবান্ শেষের চরণ-সমীপে গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন,—ভগবান্ সঙ্কর্ষণ প্রভু, সিদ্ধেশ্বর-সমূহে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ মৃণালের তুল্য গৌর; পরিধান নীলাম্বর; তাঁহার কিরীট, কেয়ূর, কটিসূত্র ও কঙ্কণ শোভা পাইতেছে, এবং তাঁহার বদন প্রসন্ন ও লোচন অরুণবর্ণ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজর্ষির সমস্ত পাপ নষ্ট এবং অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইল। ভক্তির আধিক্য বশতঃ লোচনদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই আদি-পুরুষের শরণাপন্ন হইয়া অতিশয় ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না; কারণ, পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের পাদপদ্মপীঠ তদীয় প্রেমাশ্রুবিন্দু দ্বারা বারংবার অভিষিক্ত হইতে লাগিল;—প্রেমভরে কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় বর্ণোচ্চারণ হইল না। ২৬—৩২। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রিয় সকলের বহির্ম্মুখী বৃত্তি নিরোধ করিয়া রাজা বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত করিলেন এবং যাঁহার বিগ্রহ-ভক্তি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সেই জগদ্‌গুরু ভগবানের নিকট এই কথা কহিলেন;—"হে ভগবন্! যদিও আপনি অন্যকর্ত্তৃক জিত নহেন, তথাচ সমবুদ্ধি জিতাত্মা ভক্তগণ আপনাকে জয় করিয়া আপনাদের অধীন করিয়াছেন; কারণ আপনি অতিশয় কারুণিক। পরন্তু যদিও সেই সকল সাধু নিষ্কাম; তথাচ তাঁহারাও আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছেন; কারণ, আপনি অকাম ভক্তদিগকে আত্মদান করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! ভক্ত ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও নিকট হইতে আপনার পরাজয়-সম্ভাবনা নাই; কারণ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি, আপনারই বিভব। ব্রহ্মাদি দেবগণ, বিশ্বস্রষ্টা হইলেও ঈশ্বর নহেন,—কিন্তু আপনার অংশের অংশ মাত্র; সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর ভাবিয়া যে স্পর্দ্ধা করেন, তাহা বৃথা। ভগবন্! পরমাণু মূল-কারণ; আর পরম-মহৎ শেষ অবয়বী;—এই দুয়ের আদি, অন্ত ও মধ্যে আপনি বর্ত্তমান। আপনার আদি, অন্ত ও মধ্য নাই। যাহা এই প্রতীয়মান বস্তু সকলের আদি, অন্ত ও মধ্যে অবস্থিতি করে, তাহা চিরস্থায়ী। পৃথিবী প্রভৃতি সপ্ত পদার্থের পর পর পদার্থ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা দশ দশ গুণ বৃহৎ;—ইহারা ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করিয়া আছে; এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, তোমার নিকট পরমাণুবৎ ঘুরিতেছে; অতএব তুমি অনন্ত। বিষয়াভিলাষী নরপশুগণ আপনার বিভূতি, ইন্দ্রাদি-দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে, কিন্তু পরম-পুরুষ আপনার আরাধনা করে না। হে ঈশ! যেমন রাজকুল বিনষ্ট হইলে সেবকদের কল্যাণ নষ্ট হয়, সেইরূপ তাঁহাদিগের লয় হইলে, ঐ সকল উপাসকদিগের মঙ্গল দূর হয়। ৩৩—৩৮। যেরূপ ভর্জ্জিত বীজের অঙ্কুর হয় না, হে পরম! সেইরূপ আপনার নিকট বিষয়-কামনা করিলেও, তাহা জন্মান্তর উৎপাদন করিতে পারে না; কারণ, আপনি জ্ঞানময় এবং নির্গুণ;—গুণগ্রাম হইতেই জীবের সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহ হইয়া থাকে। হে অজিত! অকিঞ্চন আত্মারাম মুনিগণ, মুক্তির নিমিত্ত যাহার উপাসনা করেন, আপনি যখন সেই বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়াছেন, তখনই আপনার সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রভো! অন্য কাম্য-ধর্ম্মে 'তুমি, আমি,' 'তোমার, আমার'—এবংবিধ যে ভেদজ্ঞান আছে, ভাগবত-ধর্ম্মে তাহা নাই; ভেদজ্ঞান প্রযুক্ত যে ধর্ম্ম (অভিচারাদি) অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অবিশুদ্ধ, নশ্বর এবং অধর্ম্ম-বহুল। নিজের ও পরের অপকারক ঐ সমস্ত ধর্ম্মে নিজের ও পরের কি মঙ্গল বা কতটুকু প্রয়োজন সাধিত হয়?—কিছুই না; প্রত্যুত আত্মাকে ক্লেশ দেওয়ায় আপনার কোপ হয় এবং পরকে পীড়া দেওয়ায় আপনার কোপ ও অধর্ম্ম হয়। আপনার যে দৃষ্টি কখন পরমার্থ পরিত্যাগ করে না, সেই দৃষ্টি দ্বারা আপনি ভাগবত-ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিসমূহে সমবুদ্ধি-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিগণ ঐ ধর্ম্মেরই সেবা করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! আপনার দর্শনে মনুষ্যদিগের যে অখিল পাপক্ষয় হইবে,—ইহা অসম্ভব নহে। কারণ, আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশও সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। ৩৯—৪৪। হে ভগবন্! অধুনা আপনার দর্শন মাত্রেই আমাদিগের অন্তঃকরণের মালিন্য দূরীভূত হইয়াছে। ভবদীয় পুরুষ দেবর্ষি নারদ যাহা কহিয়াছেন, তাহা কি অন্যথা হইতে পারে? হে অনন্ত! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী; জনগণের সমস্ত আচরণই আপনার বিদিত। অতএব যেরূপ খদ্যোত, দিবাকরের নিকট কোন পদার্থ প্রকাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ পরম-গুরু আপনাকে আমি আর কি বিশেষ জানাইব? আপনি অখিল-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে সমর্থ। যোগিগণ ভেদ-দৃষ্টি বশতঃ আপনার নিজতত্ত্ব জানিতে পারে না। আপনি ভগবান্ পরমাত্মা; আপনাকে নমস্কার। যিনি চেষ্টাযুক্ত হইলে, বিশ্বস্রষ্টাগণ চেষ্টাবান্ হন; যিনি প্রত্যক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এবং যাঁহার মস্তকে এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল সর্ষপতুল্য হইয়া আছে; সেই সহস্রশীর্ষা ভগবান্ অনন্তকে নমস্কার করি।" শুকদেব কহিলেন,—হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! এই প্রকার স্তবে ভগবান্ অনন্ত প্রীত হইয়া, বিদ্যাধরপতি সেই চিত্রকেতুকে বলিতে লাগিলেন,—"হে রাজন্! নারদ ও অঙ্গিরা তোমাকে আমার বিষয় যাহা উপদেশ করিয়াছেন, সেই উপদেশ ও সেই বিদ্যাপ্রভাবে আমার দর্শনলাভ করিয়া তুমি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইলে। ৪৫—৫০। আমি সর্ব্বভূত-স্বরূপ, সর্ব্বভূতাত্মা এবং সর্ব্বভূতের উৎপাদক। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম,—এই উভয়ই আমার চিরস্থায়ী মূর্ত্তি। দেখ, আত্মা লোকে এবং লোক আত্মাতে বিস্তৃত; আমি উভয়েতেই ব্যাপ্ত এবং এই উভয়ই আমাতে রচিত আছে। যেমন পুরুষ, স্বপ্নের মধ্যে সুষুপ্তি ও স্বপ্নদর্শন করে এবং ঐ স্বপ্নে বিশ্বদর্শন হয়, আবার স্বপ্ন-মধ্যেই জাগরিত হইয়া, আপনাকে বিশ্বের একদেশস্থিত বোধ করে; সেইরূপ বুদ্ধির অবস্থাবিশেষ প্রকৃত জাগরণাদিও আত্মার মায়া মাত্র,—ইহা বিবেচনা করিয়া সেই সেই অবস্থার সাক্ষী অথচ তত্তদবস্থাশূন্য আত্মাকে স্মরণ করিবে। জীব, নিদ্রাবস্থায় যেরূপে আপনার নিদ্রা ও অতীন্দ্রিয় সুখ বুঝিতে পারে, তৎস্বরূপ আত্মাই ব্রহ্ম; আমাকে সেই আত্মা বলিয়া জানিবে। নিদ্রা ও জাগরণ—এই উভয় অবস্থায় অনুসন্ধান করিলে, নিদ্রা ও জাগরণের (প্রকাশস্বরূপে) যাহা অন্বিত হয় এবং যাহা ঐ দুই হইতে বিভিন্ন, তাহা পরম জ্ঞান এবং তাহাই ব্রহ্ম। জীব 'আমিই ব্রহ্ম' ইহা বিস্মৃত হইয়া যে আত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তাহাতেই তাহার সংসার; ইহাতে তাহাকে এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হইতে হয় এবং একবার মরিয়া আবার মরিতে হয়। ৫২—৫৭। হে রাজন্! মনুষ্য-জন্ম,—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কারণ; এই জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাকে বুঝিতে না পারে, সে কুত্রাপি কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না। প্রবৃত্তি-মার্গে ক্লেশ আছে এবং তাহা বিপরীত-ফলও হইয়া থাকে; আর নিবৃত্তি-মার্গে কোন ভয় নাই;—ইহা বুঝিয়া পণ্ডিত-ব্যক্তি প্রবৃত্তি-মার্গ হইতে নিবৃত্ত হইবেন।

হে মহারাজ! সুখলাভ অথবা দুঃখ-মোচনের নিমিত্ত স্ত্রী-পুরুষে বিবিধপ্রকার ক্রিয়া-কলাপ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে দুঃখ-নিবৃত্তি অথবা সুখ-প্রাপ্তি—কিছুই হয় না। বিজ্ঞতাভিমানী পুরুষদিগের এইরূপ ফল-বিপর্য্যয় এবং সূক্ষ্ম আত্মগতি বুদ্ধির অবস্থাত্রয়াতীত,—ইহা বুঝিয়া স্বীয় বিবেকবলে ঐহিক-পারত্রিক-বিষয় হইতে মুক্ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিতৃপ্ত হইয়া পুরুষ আমাতে ভক্তি-সম্পন্ন হইবে। রাজন্! পরমাত্মার ও জীবাত্মার অভেদদর্শন অতি প্রয়োজনীয়; ইহা যোগনিপুণ-বুদ্ধি মনুষ্যগণের সর্ব্বপ্রকারে জানা উচিত। তুমি যদি অপ্রমত্ত হইয়া আমার এই বাক্য শ্রদ্ধা-সহকারে ধারণ কর, তাহা হইলে অচিরেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া সিদ্ধ হইবে।" শুকদেব কহিলেন,—জগদ্গুরু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি এই প্রকারে চিত্রকেতুকে আশ্বাস দিয়া তাঁহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ৫৮—৬৫।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

উমাশাপে চিত্রকেতুর বৃত্রত্ব-প্রাপ্তি।

শুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ অনন্ত যেদিকে অন্তর্হিত হইলেন, আকাশচারী বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেই দিকে প্রণাম করিয়া বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ চিত্রকেতুর বল ও ইন্দ্রিয়-পাটব অব্যাহত ছিল। সুতরাং তিনি লক্ষ লক্ষ বৎসর অনায়াসে ভ্রমণ করিলেন। তিনি মহাযোগী; এজন্য মুনি ও সিদ্ধ-চারণেরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কুল-পর্ব্বতের যে সকল প্রধান প্রধান গহ্বরে ইচ্ছামাত্রেই বিবিধ সিদ্ধিলাভ হয়, চিত্রকেতু বিহারকালে তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিদ্যাধর-বনিতাদিগের দ্বারা ভগবান্ হরির গুণকীর্ত্তন করাইতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি, বিষ্ণু-দত্ত তেজোময় বিমানে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন—এমন সময়ে দেখিলেন,—ভগবান্ গিরিশ, সিদ্ধ-চারণে পরিবৃত হইয়া, মুনিদিগের সভামধ্যে ভগবতী ভবানীকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে লইয়া আছেন। ইহা তিনি দেখিয়া গিরিশের নিকটেই উপহাসপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"ইনি লোকগুরু সাক্ষাৎধর্ম্ম-বক্তা জীবশ্রেষ্ঠ; ইনি এইরূপে স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়া সভাতে রহিয়াছেন। ইনি জটাধারী, কঠোর তপস্বী, ব্রহ্মবাদী এবং এই সভার সভাপতি। বাঃ!! এদিকে নীচ-ব্যক্তির ন্যায় নির্লজ্জভাবে রমণীকে ক্রোড়ে লইয়াও বসিয়া আছেন। নীচ-ব্যক্তিরাও প্রায় নির্জ্জনেই স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়; কিন্তু এই মহাব্রতধারী, সভামধ্যে স্ত্রীকে লইয়া রহিয়াছেন!" ১—৮। হে নৃপ! গম্ভীর-বুদ্ধি ভগবান্ মহাদেব তাহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন,—কিছু বলিলেন না। সেই সভায় যে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও ভগবান্ ভবের অনুবর্ত্তী হইয়া সকলে নীরব হইয়া থাকিলেন। চিত্রকেতুর ঐ প্রকার সমৃদ্ধি-লাভে অতিশয় গর্ব্ব হইয়াছিল। "আমি জিতেন্দ্রিয়" এইরূপ অভিমানী, প্রগল্ভ চিত্রকেতু, তাঁহার প্রভাব না জানিয়া উক্ত প্রকার বহুতর অশোভন-বাক্য বলিলে, পর, ভগবতী রোষভরে কহিলেন, "এ ব্যক্তি কি এখন লোকমধ্যে শাস্তা এবং অস্মদ্বিধ দুষ্ট নির্লজ্জগণের শাস্তিদাতা দণ্ডধর প্রভু? বুঝি পদ্মযোনি ব্রহ্মা ধর্ম্ম জানেন না। ব্রহ্মপুত্র ভৃগু-নারদাদির ধর্ম্মজ্ঞান নাই! সনৎকুমার এবং কপিল মুনিও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন!! কারণ, শাস্ত্র-প্রণয়নকারী মহাদেবকে ইঁহারা ত নিষেধ করেন না। অহো! যাঁহার চরণপদ্ম ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের ধ্যেয় এবং যিনি পরমধর্ম্ম-মূর্ত্তি,—এই ক্ষত্রিয়াধমটা, সমস্ত পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি বিলুপ্ত করিয়া, স্বয়ং সেই জগদ্গুরুকে শাসন করিতেছে; অতএব ইহার দণ্ড করা উচিত। এ ব্যক্তি "আমি বড়" ভাবিয়া অবিনীত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং নারায়ণের পাদমূল-সমীপে অবস্থিতি করিবার অযোগ্য; তাহাতে সাধু-দিগেরই অধিকার। (এখন আর ভীত হইলে কি হইবে?) বাপু দুর্ব্বুদ্ধি! পাপকুলে অসুর-যোনিতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর। তাহা হইলে আর প্রধান ব্যক্তির নিকটে অপরাধ করিতে পারিবে না।" ৯—১৫। শুকদেব কহিলেন, হে—ভারত! চিত্রকেতু ঐ প্রকারে অভিশপ্ত হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ বিমান হইতে অবরোহণ করিলেন এবং অবনত-মস্তকে সতীর প্রসন্নতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "মাতঃ! আপনি যে অভিশাপ দিলেন, আমি স্বীয় অঞ্জলি দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতেছি। দেবতারা মানবের প্রতি যাহা করেন, সেই মানবের তাহা প্রাক্তন-কর্ম্মের পূর্ব্বসিদ্ধ ফল। জীব অজ্ঞান-মোহিত হইয়া এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; আপনি বা অপর কেহ, সেই সুখ-দুঃখের কর্ত্তা নহেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞ, সেই এ বিষয়ে আপনাকে অথবা অন্যকে কর্ত্তা বলিয়া মানে। এই সংসার, গুণ সকলের প্রবাহস্বরূপ; ইহাতে শাপই বা কি, অনুগ্রহই বা কি? স্বর্গই বা কি, নরকই বা কি? সুখই বা কি, দুঃখই বা কি? এক পরমেশ্বরই মায়া দ্বারা প্রাণী সকল এবং তাহাদের বন্ধ-মোক্ষ ও সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং বন্ধাদিশূন্য। ১৬—২১। তাঁহার প্রিয়-অপ্রিয়, জ্ঞাতি-বন্ধু, পর-আত্মীয় কেহ নাই। তিনি সর্ব্বত্র সমান এবং নিঃসঙ্গ; সুখেই তাঁহার অনুরাগ নাই, ক্রোধ কোথা হইতে হইবে। তথাপি তাঁহার মায়া-প্রভাবে জীব যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম করে, তাহাই তাহাদিগের সুখ-দুঃখ, হিত-অহিত, বন্ধ-মোক্ষ, জন্ম-মৃত্যু এবং সংসারের কারণ হইয়া থাকে। হে কোপনে! শাপ-মোচনার্থ আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি না। হে সতি! আপনি আমার উক্তিকে অসাধু বোধ করিয়াছেন; আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।" হে অরিন্দম! চিত্রকেতু এইরূপে হর-গৌরীকে প্রসন্ন করিয়া নিজ বিমানারোহণে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র সেই সমস্ত দেবর্ষি, দৈত্য এবং পার্ষদগণ-সমক্ষে রুদ্রাণীকে কহিলেন, "হে সুশ্রোণি! অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ হরির দাসানুদাস নিঃস্পৃহ মহাত্মাদিগের মাহাত্ম্য ত প্রত্যক্ষ করিলে। নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কাহারও নিকট ভীত হন না এবং স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে সমান প্রয়োজন বোধ করেন। ২২—২৮। পরমেশ্বরের লীলাক্রমেই দেহীদিগের দেহপ্রাপ্তি এবং তজ্জন্য সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ ও শাপ-অনুগ্রহ-রূপ দ্বন্দ্ব সকল হইয়া থাকে। স্বপ্নে সুখ-দুঃখজ্ঞানের ন্যায় এবং রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় (এ সকল সুখ দুঃখাদিতে) ইষ্টানিষ্ট-বোধক পুরুষের অবিবেক-কৃত। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানবৈরাগ্য-বলশালী পুরুষেরা উৎকৃষ্ট বোধে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না। আমি, বিরিঞ্চি, সনৎকুমার, নারদ, ব্রহ্মপুত্র মরীচ্যাদি ঋষি, প্রধান প্রধান দেবগণ,—আমরা তাঁহার লীলা বা স্বরূপ জানিতে পারি না। যাহারা তাঁহার অংশের অংশ হইয়াও আপনাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর বলিয়া মানে, তাহারা তাঁহার স্বরূপ কিরূপে জানিতে পারিবে? পরন্তু সেই হরির প্রিয় কেহ নাই, অপ্রিয় কেহ নাই; আত্মীয়ও কেহ নাই এবং পরও কেহ নাই। তিনি সকল ভূতের আত্মা,—এই নিমিত্ত তিনি সকল ভূতের প্রিয়। এই

চিত্রকেতুর প্রাপ্ত উমার শাপ।

মহাভাগ চিত্রকেতু, ইহাঁরই প্রিয়-অনুচর। এই চিত্রকেতু শান্ত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। আমিও সেই অচ্যুতপ্রিয়; এ কারণ এই ব্যক্তির উপর আমার ক্রোধ জন্মিল না। অতএব যে সকল পুরুষ মহাত্মা, নারায়ণ-ভক্ত, শান্ত এবং সমদর্শী, তাঁহাদের কার্য্যে বিস্ময় করিও না।" ২৯—৩৫। শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবান্ শিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া,দেবী উমা বিস্ময় পরিত্যাগ করিলেন এবং সুস্থচিত্তা হইলেন। যাহা হউক, প্রতিশাপ-দানে সামর্থ্য থাকিলেও, ভগবদ্ভক্ত চিত্রকেতু, ভগবতীর ঐ শাপ যে এইরূপ বিনীতভাবে গ্রহণ করিলেন, ইহাই তাঁহার সাধুতার লক্ষণ। তাহার পর চিত্রকেতু দানবী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া ত্বষ্টার যজ্ঞে দক্ষিণাগ্নি হইতে উৎপন্ন হন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া বৃত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তুমি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'বৃত্রের অসুরযোনি-প্রাপ্তি এবং ভগবানে মতি কি প্রকারে হইল?'—তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ভগবদ্ভক্ত-জনদিগের মাহাত্ম্যপূর্ণ মহাত্মা চিত্রকেতুর এই পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করিলে মনুষ্য সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবান্ হরিকে স্মরণ-পূর্ব্বক বাগ্‌যতভাবে শ্রদ্ধা-সহকারে এই ইতিবৃত্ত পাঠ করিবেন, তাঁহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে। ৩৬—৪১।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সবিতা প্রভৃতি দেবগণের বংশকীর্ত্তন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সবিতার পত্নী পৃশ্নি,—সাবিত্রী ব্যাহৃতি ও ত্রয়ীকে এবং অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ, চাতুর্ম্মাস্য-যাগ ও পঞ্চমহাযজ্ঞকে প্রসব করেন। হে সুব্রত! ভগের ভার্য্যা সিদ্ধি,—মহিমা, বিভু, প্রভু—এই তিন পুত্র এবং আশীঃ নামে এক সুরূপা কন্যা প্রসব করেন। ধাতার পত্নী কুহূ, সিনীবালী, রাকা এবং অনুমতি,—যথাক্রমে সায়ং, দর্শ, প্রাতঃ ও পূর্ণমাসকে প্রসব করেন। বিধাতা, স্বীয় ভার্য্যা ক্রিয়ার গর্ভে পুরিষ্য নামে পাঁচ অগ্নি উৎপাদন করেন। বরুণের বনিতা চর্ষণী; তাহাতে ভৃগু পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধি আছে,—বল্মীক-সম্ভূত মহাযোগী বাল্মীকিও বরুণের পুত্র। বরুণ ও মিত্র—উভয়েই উর্ব্বশী-দর্শন বশতঃ স্খলিত বীর্য্য কুম্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ ঋষির জন্ম হইয়াছিল। হে রাজন্! মিত্র, রেবতীর গর্ভে, উৎসর্গ, অরিষ্ট এবং পিপ্পলকে উৎপাদন করেন। ১—৬। হে তাত! প্রভু ইন্দ্র পৌলোমীর গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ এবং মীঢুষ নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন,—ইহা আমরা শুনিয়াছি। মায়া-বলে বামনরূপে অবতীর্ণ উরুক্রম-দেবের কীর্ত্তি নাম্নী পত্নীতে বৃহৎশ্লোক নামে পুত্র হয়; ইহাঁর সৌভগ প্রভৃতি পুত্র হইয়াছিল। ঐ বামনদেবের গুণ এবং বীর্য্যাদি পশ্চাৎ কহিব এবং তিনি যে প্রকারে অদিতিতে অবতীর্ণ হন, তাহাও তদবসরে বর্ণন করিব। অনন্তর তোমার নিকট দিতির

সর্বোৎপন্ন কশ্যপ-পুত্রদিগের কীর্তন করি। এই বংশে ভগবদ্ভক্ত শ্রীমান্ প্রহ্লাদ এবং বলি উৎপন্ন হন। মহারাজ! দিতির দুই সন্তান হয়;—হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। তাহারা দুই জনেই দৈত্যদানবদিগের বন্দনীয় হইয়াছিল। তাহাদের বিবরণ বলিয়াছি। জম্ভাসুর-তনয়া [illegible] নাম্নী, হিরণ্যকশিপুর পত্নী ছিল; সে সংহ্রাদ, অনুহ্রাদ, হ্রাদ এবং প্রহ্লাদ নামে চারিটী পুত্র প্রসব করে। সিংহিকা নাম্নী তদীয় ভগিনী, বিপ্রচিত্তি-দানবের সংসর্গে রাহুকে প্রসব করে। ৭—১৩। অমৃত পান করিতেছিল বলিয়া হরি চক্র দ্বারা ইহার মস্তক ছেদন করেন। হে রাজন্! সংহ্রাদের পত্নী কৃতি, সংহ্রাদ-সংসর্গে পঞ্চজনকে প্রসব করে। হ্রাদের ভার্য্যা ধমনী,—বাতাপি ও ইল্বলকে প্রসব করে। অগস্ত্য-মুনি অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে এই ইল্বলই কৌশলে তাঁহার প্রাণবধার্থ মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া দিয়াছিল। অনুহ্রাদের ঔরসে সূর্য্যার গর্ভে বাষ্কল ও মহিষ উৎপন্ন হয়। প্রহ্লাদের ঔরসে দেবীর গর্ভে বিরোচন জন্মে। বিরোচনের পুত্র বলি। ঐ বলি অশনার গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করেন। বাণ ইঁহাদিগের সর্বজ্যেষ্ঠ। বলির কীর্তি প্রশংসনীয়; তাহার উল্লেখ পরে করিব। বলিনন্দন বাণ, ভগবান্ গিরিশের আরাধনা করিয়া তদীয় গণ-মধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভগবান্ শিব, পুরপালক হইয়া অদ্যাপি তাহার সমীপে বর্তমান আছেন। ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণও ঐ দিতির নন্দন; তাঁহারা সকলেই অপুত্রক। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে দেবত্ব প্রদান করেন। ১৪—১৯। রাজা কহিলেন,—গুরো! মরুদ্গণ জন্মসিদ্ধ আসুর-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, কি প্রকারে ইন্দ্র হইতে দেবত্ব লাভ করিলেন? তাঁহারা কি সৎকার্য্য করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! এই সকল ঋষি ও আমি,—আমরা সকলেই ইহা জানিতে ব্যগ্র হইয়াছি; অতএব ইহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। সূত কহিলেন,—হে সত্রায়ন শৌনক! সর্বদর্শী ব্যাসনন্দন শুক, বিষ্ণুভক্ত রাজার ঐ মিতাক্ষর অর্থ-যুক্ত বাক্য সাদরে শ্রবণপূর্বক স্থিরমনে তাঁহার প্রশংসা করিলেন। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বিষ্ণুকে সহায় করিয়া ইন্দ্র, দিতির পুত্রকে বধ করিলে, তিনি চিত্ত-শোকোদ্দীপ্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"দুরাত্মা ইন্দ্র কেবল ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত; তাহার হৃদয় অতি কঠিন,—তাহাতে দয়ার লেশ মাত্র নাই। আঃ! সেই ক্রূর ভ্রাতৃহন্তা পাপিষ্ঠকে ঘাতিত করিয়া আমি কবে সুখে শয়ন করিব? প্রভু বলিয়া বিখ্যাত কত শত রাজার দেহ,—কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি সেই দেহের জন্য জীবহিংসা করে, তাহারা স্বার্থ অবগত নহে। কেননা, জীবহিংসা করিলে নরক হয়।" ২০—২৫। "ইন্দ্র দেহাদিকে নিত্য জ্ঞান করিয়া অতিশয় উদ্ধত-চিত্ত হইয়াছে; যেন তাহার দর্পহারী পুত্র প্রসব করিতে পারি"—এই অভিপ্রায় করিয়া দিতি শুশ্রূষা, অনুরাগ, বিনয় এবং ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা অনবরত ভর্তার প্রিয়াচরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তাবজ্জ্ঞা দিতি,—পরম ভক্তি, মনোজ্ঞ প্রিয়ভাষণ ও সস্মিত-অপাঙ্গ-দর্শন দ্বারা অচিরে স্বামীর মন হরণ করিলেন। কশ্যপ জ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু মনোজ্ঞা স্ত্রী তাঁহার মন হরণ করিলে পর, তিনি স্ত্রী-পরতন্ত্র হইয়া, "তোমার বাঞ্ছা সফল করিব" বলিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের কাছে সেরূপ বলা বিচিত্র নহে। প্রজাপতি ব্রহ্মা আদৌ প্রাণী সকলকে নিঃসঙ্গ দেখিয়া স্বীয় দেহার্দ্ধকে স্ত্রী করিয়াছিলেন; স্ত্রীলোক পুরুষের বুদ্ধি হরণ করে। হে তাত! দিতি ঐ প্রকারে পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান্ কশ্যপ পরম-প্রীত হইলেন এবং একদিন আনন্দ প্রকাশপূর্বক সহাস্য-বদনে কহিলেন, "হে বামোরু! হে অনিন্দিতে! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি; অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ভর্তা সুপ্রীত হইলে, স্ত্রীলোকের কি ইহকালে, কি পরকালে, কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না। ২৬—৩২। নারীদিগের পতিই পরম দেবতা;—ইহা শাস্ত্রসম্মত। সর্বভূতের হৃদয়বাসী সেই শ্রীপতি ভগবান্ বাসুদেবই নামরূপ-পার্থক্য দ্বারা পৃথক্‌কৃত বিবিধ দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, পুরুষদিগের নিকট এবং পতিরূপ-ধারী হইয়া স্ত্রীলোকের নিকট পূজিত হন। অতএব হে সুমধ্যমে! মঙ্গলা-র্থিনী পতিব্রতা নারীগণ, পতিকে আত্মা এবং ঈশ্বর-বোধে পূজা করেন। হে ভদ্রে! আমি তোমার সেই পতি; তুমি আমাকে ঈদৃশ ভাবে (ঈশ্বর-বোধে) ভক্তিপূর্বক অর্চনা করিয়াছ। তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। ইহা অসতীগণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।" দিতি কহিলেন, "ব্রহ্মন্! যদি আমাকে বরদান করেন ত আমি একটী ইন্দ্রহন্তা অমর-পুত্র প্রার্থনা করি। আমি মৃতপুত্রা; ইন্দ্রই আমার দুই পুত্রের বধ করাইয়াছে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপ্র কশ্যপ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন এবং পরিতাপ করিতে লাগিলেন,— "অহো! অদ্য আমার সুমহৎ অধর্ম উপস্থিত হইল। হা কষ্ট! বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সুখে রত হওয়াতে যোষিন্ময়ী মায়া আমার চিত্তকে বশীভূত করিল! নিরুপায় হইয়া আমাকে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইতে হইবে। এই অবলার অপরাধ কি? এ আপনার স্বভাবেরই অনুবর্তিনী হইয়াছে। আমি স্বার্থানভিজ্ঞ, আমাকেই ধিক্! আমি ইন্দ্রিয়-জয় করিতে পারিলাম না! কামিনীগণের বদন, শরৎকালীন কমলের ন্যায় মনোহর এবং বাক্য, কর্ণে অমৃত-বর্ষণ করে; কিন্তু হৃদয়, ক্ষুরধারের ন্যায়;—তাহাদের চেষ্টা জানিতে পারে কাহার সাধ্য? রমণীরা স্বার্থ-সাধনাভিলাষে আপনাদিগকে আত্মীয়ের ন্যায় দেখায়; কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের কেহ প্রিয় নাই;— তাহারা অর্থের নিমিত্ত পতি ও ভ্রাতাকেও বিনষ্ট করিতে পারে। যাহা 'দিব' বলিয়াছি,—সেই প্রতিশ্রুত-বাক্য মিথ্যা হইবে না এবং ইন্দ্রেরও বধ অনুচিত: অতএব এক্ষণে ঐরূপ উপায় অব-লম্বনীয় (অর্থাৎ বৈষ্ণবব্রত উপদেশ দিই)।" হে কুরুনন্দন! ভগবান্ মরীচিতনয় এইরূপ চিন্তা করত কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া আপনি আপনার নিন্দা করিতে করিতে কহিলেন, "ভদ্রে! যদি তুমি সংবৎসর পর্য্যন্ত যথাবিধি এই ব্রত ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ইন্দ্রহন্তা পুত্র জন্মিবে; কিন্তু বিধির ব্যত্যয় হইলে ঐ পুত্র (ইন্দ্রহন্তা না হইয়া) দেবগণের বন্ধু হইবে।" ৩৩—৪৫। দিতি কহিলেন, "প্রভো! আমি ঐ ব্রত ধারণ করিব; উহাতে যাহা যাহা আবশ্যক, যাহা যাহা ঐ ব্রতের হানিকর এবং যাহা যাহা উহাতে নিষিদ্ধ নয়,—তৎসমুদয় উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক।" কশ্যপ কহিলেন, "ব্রতস্থ হইয়া কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না; কাহারও প্রতি আক্রোশ করিয়া শাপ দিবে না; মিথ্যা-বাক্য কহিবে না; নখ ও রোম ছেদন করিবে না; অমঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করিবে না; জলমধ্যে প্রবেশপূর্বক স্নান করিবে না; ক্রুদ্ধ হইবে না; দুর্জনের সহিত সম্ভাষণ করিবে না; অধৌত বসন পরিধান করিবে না; একবার যে মালা ধারণ করা হইয়াছে, তাহা পুনরায় ধারণ করিবে না; উচ্ছিষ্টান্ন, পিপীলিকা, দূষিত অন্ন, আমিষযুক্ত অন্ন, শূদ্রানীত অন্ন অথবা রজস্বলা-দৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না; অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না। উচ্ছিষ্ট অবস্থায়; আচমন না করিয়া; সন্ধ্যাকালে কেশপাশ আলুলায়িত করিয়া; বিনা ভূষণে; বাক্য-সংযম না করিয়া; অথবা অনাবৃতদেহা হইয়া; বহির্দেশে বিচরণ করিবে না। পাদপ্রক্ষালন না করিয়া; অপবিত্র অবস্থায়; চরণদ্বয় আর্দ্র থাকিতে; উত্তরশিরা হইয়া; পশ্চিমশিরা হইয়া; অন্যের সহিত; উলঙ্গ হইয়া; অথবা উভয় সন্ধ্যাতে শয়ন করিবে না। ৪৬—৫১। ধৌত বসন পরিধান করিবে; শুচি

ও সকল-মঙ্গল-সংযুক্ত হইয়া প্রথম-ভোজনের পূর্ব্বে গো, বিপ্র এবং লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করিবে ; স্ত্রীদিগকে গন্ধ-মাল্য বসন-ভূষণাদি উপহার দিয়া পূজা করিবে ; পতির অর্চনা করিয়া তাঁহার সেবা করিবে ও তাঁহাকে আপনার গর্ভস্থ মনে করিবে। যদি সংবৎসর নির্বিঘ্নে এই পুংসবনব্রত-পালন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ইন্দ্রহন্তা পুত্র জন্মিবে।” রাজন্! মহামনা দিতি “এইরূপই করিব” বলিয়া স্বীকার করিয়া কশ্যপ-সংসর্গে গর্ভধারণ এবং ব্রতগ্রহণ করিলেন। হে মানদ! মাতৃষসার এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, স্বার্থদর্শী ইন্দ্র আত্মবান্ দিতির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ বন হইতে ফল, মূল, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, পত্র, পুষ্প, অঙ্কুর, মৃত্তিকা এবং জল যথাসময়ে আহরণ করিয়া দিতেন। ৫২—৫৭। হে রাজন্! ব্যাধ যেমন মৃগদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত কখন কখন স্বয়ং মৃগবেশ ধারণ করে,—ব্রতচ্ছিদ্র পাইবার বাসনায় দেবরাজ সেইরূপ কপট-সাধু-বেশ ধারণপূর্ব্বক ব্রতস্থা দিতির সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হে মহীপতে! দেবরাজ তৎপর হইয়া থাকিলেও তাঁহার কোনও ব্রতচ্ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং ইহাতে, কিরূপে মঙ্গল হইবে—ভাবিয়া আকুল হইলেন। বিধির বিড়ম্বনা বশতঃ দিতির মোহ উপস্থিত হইল; ব্রতাচরণে কাতর হওয়ায় একদা দিতি সন্ধ্যার সময়ে উচ্ছিষ্ট অবস্থায় আচমন ও পাদপ্রক্ষালন না করিয়াই নিদ্রাভিভূত হইলেন। যোগেশ্বর ইন্দ্র অবকাশ পাইয়া যোগমায়া-বলে নিদ্রাভিভূত অচেতন দিতির উদরে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র বজ্র দ্বারা দিতির সুবর্ণ-বর্ণ গর্ভস্থ সন্তানকে সাতখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। বালক রোদন করিতে থাকিলে, ইন্দ্র “রোদন করিও না” বলিতে লাগিলেন এবং পুনরায় প্রত্যেক খণ্ডকে সাত সাত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। মরুৎগণ ছিন্ন হইতে হইতে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দেবরাজকে বলিতে লাগিল, “হে ইন্দ্র! কেন আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছ, আমরা মরুদ্গণ, তোমার ভ্রাতা।” ৫৮—৬৩। ইন্দ্র কহিলেন, “ভীত হইও না; তোমরা আমার ভ্রাতা, তোমাদের সহিত আমার অন্য ভাব নাই;—সপ্তদলে বিভক্ত মরুদ্গণকে আমি নিজের পার্ষদ করিব।” হে রাজন্! দিতির গর্ভ, বজ্র দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইলেও, শ্রীনিবাসের অনুকম্পায়—যেমন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে আহত হইয়া তুমি বিনষ্ট হও নাই, সেইরূপ ঐ গর্ভের বিনাশ হইল না। কেননা, পুরুষ একবার মাত্র আদি-পুরুষ হরির অর্চ্চনা করিলে, তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। দিতি ত প্রায় এক বৎসর তাঁহার আরাধনা করেন। সেই মরুদ্গণ, মাতৃদোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চাশৎ দেবতা হইলেন। ভগবান্ হরি তাঁহাদিগকে সোমপায়ী করিলেন। দিতি নিদ্রা হইতে উঠিয়া, ইন্দ্রের সঙ্গে শিশুসন্তানদিগকে দেখিলেন; তাহাদিগের প্রভা অগ্নির ন্যায়। তদ্দর্শনে দিতির সন্তোষ জন্মিল। অনন্তর ইন্দ্রকে কহিলেন, “বৎস! আমি, আদিত্যদিগের ভয়াবহ অপত্য-কামনা করিয়া দুষ্কর ব্রত আচরণ করিতেছিলাম; একটী পুত্র হয়—আমার এই সঙ্কল্প ছিল; ঊনপঞ্চাশৎ পুত্র কি প্রকারে হইল? হে পুত্র! এ বিষয় যদি তোমার জানা থাকে, যথার্থ বল,—মিথ্যা কহিও না।” ৬৪—৭০। দেবরাজ কহিলেন, মাতঃ! আমি আপনার ঐরূপ চেষ্টা জানিতে পারিয়াই নিকটে আসিয়াছিলাম; অদ্য অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া গর্ভ ছেদন করিয়াছি। যাহার বুদ্ধি স্বার্থসাধনে তৎপর, সে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করে না। আমি প্রথমে আপনার গর্ভ সপ্তখণ্ড করিয়া কর্ত্তন করি, তাহাতে অগ্রে সাতটী কুমার হয়। পরে সেই সপ্তখণ্ডের প্রত্যেককে সাত সাত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, তাহাতেও ঐ সাত কুমার মরিল না, তখন আশ্চর্য্য-দর্শনে নিশ্চয় করিলাম,—আপনি মহাপুরুষ ভগবানের আরাধনা করিয়া আনুষঙ্গিকী কোন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া ভগবানের আরাধনা করিতে যত্ন করেন,—মোক্ষ পর্য্যন্তও অভিলাষ করেন না, তাঁহারা অতিশয় স্বার্থকুশল। অধ্যাত্মপ্রদ নিজ আত্মস্বরূপ দেব জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া কোন্ বিজ্ঞ-ব্যক্তি বিষয়ভোগ প্রার্থনা করে? বিষয়ভোগ ত নরকেও আছে। হে মাতঃ! আমি অজ্ঞ; আমার দুর্জনতা ক্ষমা করুন; ভাগ্যক্রমে আপনার গর্ভ মৃত হইয়াও পুনরায় উত্থিত হইয়াছে।” শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! তদনন্তর দিতি শুদ্ধভাবে আজ্ঞাদিত হইয়া অনুমতি প্রদান করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মরুদ্গণ-সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন। মরুদ্গণের এই সমস্ত মঙ্গলময় জন্ম-বিবরণ তোমার অগ্রে বর্ণন করিলাম, আর কি কহিব? ৭১—৭৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশ অধ্যায়।

দিতি-পালিত ব্রতের বিস্তৃত বিবরণ।

রাজা কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যে পুংসবন-ব্রতের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন,—যাহাতে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসন্নতা হয়,—তাহার বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে বাসনা করি। শুকদেব কহিলেন,—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদে রমণী, স্বীয় স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া সর্ব্বকামপ্রদ পুংসবন-ব্রত আরম্ভ করিবে। মরুদ্গণের জন্ম-বিবরণ শ্রবণ, ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ, স্নান এবং দন্তধাবন করিয়া, শুক্ল-অলঙ্কার ও শুক্লবস্ত্র ধারণ করিবে। প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করিবে;—হে পূর্ণকাম! একমাত্র তুমিই সকল বিষয়ে সমর্থ; যেহেতু, তুমি নিরপেক্ষ; তোমাকে নমস্কার। মহাবিভূতির অধীশ্বর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তোমাকে নমস্কার। হে ঈশ! দয়া, ধৈর্য্য, তেজ, সামর্থ্য, মহিমা ও অন্যান্য সর্ব্বগুণ তোমাতে যথোচিত বর্ত্তমান আছে; এই কারণে তুমি ভগবান্ এবং প্রভু। হে মহামায়ে! হে বিষ্ণুপত্নি! মহাপুরুষ নারায়ণের সকল লক্ষণই তোমাতে আছে। হে মহাভাগে! আমার প্রতি প্রীতা হও। হে লোকমাতঃ! তোমাকে নমস্কার করি। ১—৬। তদনন্তর সমাহিত হইয়া মহানুভাব মহাবিভূতি-পতি ভগবান্ মহাপুরুষকে ও মহাবিভূতি সকলকে নমস্কার করি এবং তাঁহাদিগের নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করি—প্রতিদিন এই মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর আবাহন, পাদ্য, আচমনীয় জল, অর্ঘ্য, স্নানীয় জল, বসন, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপাদি বিবিধ উপচার প্রদান করিবে। তাহার পর অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক ভগবান্ মহা-পুরুষ মহাবিভূতি-পতিকে উদ্দেশ করিয়া “ওঁ নমঃ”—এই মন্ত্র বলিয়া ঐ সকল উপহারের অবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা হুতাশনে দ্বাদশটী আহুতি দিবে। লক্ষ্মী এবং বিষ্ণু উভয়েই বরপ্রদ ও মঙ্গলকর। যদি সমুদায় সম্পত্তি কামনা কর ত ইঁহাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য পূজা করিবে। আর ভক্তি-বিনম্রচিত্তে ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইবে। দশবার মন্ত্র জপ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে,—‘তোমরা উভয়ে বিশ্বের প্রভু এবং জগতের পরম কারণ; ইনি লক্ষ্মী, সূক্ষ্মপ্রকৃতি এবং দুর্জ্জয় মায়াশক্তি; আর তুমি ইঁহার অধীশ্বর সাক্ষাৎ পরমপুরুষ। তুমি সমস্ত যজ্ঞ, ইনি ইজ্যা (যজ্ঞনিষ্পাদক কার্য্যবিশেষ); ইনি ক্রিয়া,—তুমি ফলভোক্তা; ইনি গুণপ্রকাশ,—তুমি গুণের প্রকাশক এবং ভোক্তা; তুমি

যাবতীয় দেহীর আত্মা,—লক্ষ্মী—শরীর, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ; ভগবতী—নাম ও রূপ,—তুমি তাহাদিগের প্রকাশক এবং আশ্রয়; তোমরা ত্রিলোকের বরদ এবং পরমেশ্বর—ইহা যেমন সত্য, হে পবিত্রকীর্ত্তে! সেইরূপ আমাকে মহাবদল সকল সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হউক।” ৭—১৪। হে রাজন্! এই প্রকারে লক্ষ্মী ও বরদ লক্ষ্মীপতির স্তব করিয়া নিবেদিত উপহার সকল সেস্থান হইতে নিঃসারিত করিবে। পরে আচমনীয় প্রদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর ভক্তিনম্র-চিত্তে পুনরায় স্তোত্র দ্বারা স্তব ও যজ্ঞোচ্ছিষ্ট আঘ্রাণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূজা করিবে এবং পরম ভক্তি-সহকারে ঈশ্বর-বোধে আপনার স্বামীকে তদ্বৎ প্রিয়বস্তু-প্রদানপূর্ব্বক ভজনা করিবে। পতিও প্রেমবান্ হইয়া, স্বয়ং পত্নীর অল্প-বিস্তর সকল কার্য্যেই আনুকূল্য করিবেন। হে রাজন্! কোন কর্ম, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একজন করিলেও, দুই জনের করা হয়। অতএব পত্নী যদি এই ব্রতাচরণে অযোগ্যা হয়, তাহা হইলে পতিই সমাহিত হইয়া উহা করিবেন। হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণুর এই ব্রত ধারণ করিয়া (সমাপ্তির মধ্যে) কোনরূপে বিচ্ছেদ করিবে না,—নিয়মস্থা হইয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ এবং সধবা স্ত্রীদিগকে মাল্য, গন্ধ, পূজোপহার ও অলঙ্কার দিয়া অর্চ্চনা, এবং ভগবানের আরাধনা করিতে হয়। অনন্তর আরাধ্য-দেবকে তাঁহার নিজধামে বিসর্জ্জন দিয়া, পূর্ব্বে তাঁহাকে যে বস্তু নিবেদন করা হইয়াছিল, তাহা আত্মবিশুদ্ধি ও সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ভোজন করিবে। এই প্রকারে পূজার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দ্বাদশ মাস যাপন করিয়া কার্ত্তিক মাসের শেষ দিনে উপবাস করিবে। ১৫—২১। রাত্রি প্রভাত হইলে, পরদিন আচমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া পাকযজ্ঞ-বিধি-অনুসারে দুগ্ধপক্ব সঘৃত চরু দ্বারা স্বামী দ্বাদশটী আহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর দ্বিজগণের কথিত আশীর্ব্বাদ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ এবং ভক্তিপূর্ব্বক মস্তক অবনত করত প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি-ক্রমে, সেই চরু ভোজন করিবেন। তদনন্তর আচার্য্যকে অগ্রে করিয়া, বাক্য সংযমপূর্ব্বক বন্ধু-বান্ধবের সহিত পত্নীর নিকটে গিয়া, তাঁহাকে সংপুত্র ও সৌভাগ্যপ্রদ সেই চরু-শেষ দান করিবেন। হে রাজন! এই বিষ্ণুব্রত যথাবিধি পুরুষে আচরণ করিলে, অভিলষিত বস্তু লাভ করে এবং স্ত্রীলোক ইহার অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা সৌভাগ্য, সম্পদ্, সন্তান, অবৈধব্য, যশ ও গৃহ প্রাপ্ত হয়। আর কুমারী,—সমগ্র-সুলক্ষণ-সম্পন্ন পতি এবং অবীরা,—নিষ্পাপ-গতি লাভ করে। মৃতবৎসা—জীবৎপুত্র প্রাপ্ত হয়; দুর্ভগা রমণী,—ধনেশ্বরী ও সৌভাগ্য-শালিনী হয় এবং বিরূপা স্ত্রী,—মনোহর রূপ প্রাপ্ত হয়। রোগী,—প্রধান রোগমুক্ত এবং ইন্দ্রিয়-পাটবযুক্ত সুদৃঢ়দেহ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধাদি-কালে এই উপাখ্যান পাঠ করিবে, তাহার পিতৃগণের এবং দেবগণের অনন্ত-তৃপ্তি লাভ হয়। হোমাবসানে হুতভোজী হুতাশন, হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী এবং হরি,—এই তিন জনেই সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত কামনা পূর্ণ করিবেন। রাজন্! মরুদ্গণের এই পুণ্যপ্রদ ও মহৎ জন্মবৃত্তান্ত এবং দিতির মহা-ব্রত-বিবরণ তোমার নিকট কথিত হইল। ২২—২৮।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ষষ্ঠ স্কন্ধ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম স্কন্ধ।
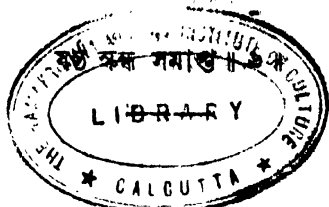
প্রথম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির ও নারদের কথোপকথন।

রাজা কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বত্র সমদর্শী, সর্ব্বভূতের প্রিয় ও সুহৃৎ। তিনি ইন্দ্রের নিমিত্ত অসম-দর্শীর ন্যায় দৈত্যদিগকে সংহার করিলেন কেন? সাক্ষাৎ পরমানন্দ তাঁহার স্বরূপ; সুরগণে তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। তিনি নির্গুণ, সুতরাং অসুরদিগের নিকট তাঁহার ভয় নাই; অতএব বিদ্বেষ হওয়া অসম্ভব। হে মহাভাগ! নারায়ণের গুণের প্রতি আমাদিগের এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ইহা নিরাকরণ করা আপনার উচিত। ঋষি কহিলেন,—মহারাজ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। হরির চরিত্র অদ্ভুত;—হরির ভক্ত প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য বিষ্ণুভক্তি-বৃদ্ধির হেতু। নারদাদি ঋষিগণ সেই পরম-পবিত্র প্রহ্লাদ-মাহাত্ম্য গান করিয়া থাকেন। আমি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনিকে নমস্কার করিয়া হরিকথা কহিব। ভগবান্,—প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন ও নির্গুণ, অতএব তাঁহার রাগ-দ্বেষাদির কারণ নাই;—শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নাই বটে, তথাপি তিনি স্বীয় মায়াগুণ আশ্রয় করিয়া বাধ্য-বাধকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১—৬। সত্ত্ব, রজঃ, এবং তম,—এই তিন গুণ প্রকৃতির;—আত্মার নহে। রাজন্! এককালেই ইহাদিগের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। সত্ত্বগুণ নিজ বৃদ্ধিকালে, দেবতা ও ঋষিদিগের দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের বৃদ্ধি-সাধন করে; রজোগুণ নিজ বৃদ্ধি-সময়ে, অসুরদিগকে এবং তমোগুণ কালের অনুগামী হইয়া নিজ বৃদ্ধিসময়ে, রাক্ষসদিগকে ভজনা করে। যেমন তেজ প্রভৃতি বস্তু, কাষ্ঠাদি-দ্রব্যে নানারূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ পরমাত্মাও নানাদেহে নানারূপে প্রকাশ পান;—দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিতগণ (কার্য্যদর্শন করত স্বভাব-কর্ম্মাদি-বাদ নিষেধপূর্ব্বক) বিচার করিয়া আত্মস্থ আত্মাকে জানিতে পারেন। পরমেশ্বর যখন শরীর সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হন, তখন আপন মায়া দ্বারা রজোগুণকে পৃথক্ করেন। যখন তিনি ঐ সমস্ত বিবিধ শরীরে ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হন, তখন সত্ত্বগুণকে নির্ম্মাণ করেন, আর সেই সকল শরীর সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া তমোগুণ সৃষ্টি করেন। হে নরেন্দ্র! ভগবান্ প্রকৃতি-পুরুষকে নিমিত্ত করিয়া যাহা করেন, তাহা অমোঘ। এই যে প্রকৃতি, পুরুষের সহায় হইয়া বিচরণ করিতেছে, ঈশ্বরই তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজন্! এই যে কাল, সত্ত্বগুণেরই বৃদ্ধিসাধন করিতেছে;—এই কারণে মহাযশা সুরপ্রিয় ঈশ্বরও সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবগণকে বর্দ্ধিত এবং রজস্তমোগুণ-প্রধান দেব-প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদিগকে বিনাশ করেন। ৭—১২। হে রাজন্! অজাতশত্রু (যুধিষ্ঠির) মহাযজ্ঞে (রাজসূয় যজ্ঞে) প্রশ্ন করিলে পর, দেবর্ষি সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বে এই বিষয়েই এক ইতিহাস বলিয়াছিলেন। রাজন্! চেদিরাজ, ভগবান্ বাসুদেবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন। রাজসূয়-যজ্ঞস্থলে এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বিস্মিত-চিত্তে সভাসীন দেবর্ষিকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন; মুনিগণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, “অহো! ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একান্ত ভক্তগণের পক্ষেও পরম-তত্ত্ব বাসুদেবের সাযুজ্য লাভ দুর্ঘট, কিন্তু চেদিরাজ শত্রু হইয়াও তাহা লাভ করিলেন। হে মুনে! ভগবানের

নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া বেণ-রাজাকে দ্বিজগণ নরকে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু পাপিষ্ঠ দমঘোষ-তনয় এবং দুর্মতি দন্তবক্র, অর্দ্ধস্ফুট বাক্য উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করিয়া অবধি অদ্য পর্য্যন্ত গোবিন্দে দ্বেষ করিয়া আসিতেছিল। ইহারা, অবিনাশী পরব্রহ্ম বিষ্ণুর প্রতি বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, তথাপি যে ইহাদিগের জিহ্বায় কুষ্ঠ হইল না এবং ইহারা ঘোর-নরকে নিপতিত হইল না—আমরা সকলেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। এই সমস্ত লোকের সমক্ষে তাহারা কিরূপে দুর্লভ-স্বরূপ সেই ভগবানের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল? যেমন বায়ু দ্বারা দীপশিখা চালিত হয়, সেইরূপ এই ঘটনায় আমার বুদ্ধি অস্থির হইয়াছে। এ বিষয়ে কোন অতীব আশ্চর্য্য কারণ আছে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ; আপনাকে তাহা বলিতে হইবে।"১৩—২০। শুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ নারদ-ঋষি, রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণ করত তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তিগণ শুনিতে লাগিল। নারদ কহিলেন, "রাজন্! নিন্দা-স্তুতি এবং সৎকার-তিরস্কার অনুভব করিবার নিমিত্ত প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বশতঃ শরীর নির্ম্মাণ হইয়াছে। পৃথিবীপতে! সেই দেহে অভিমান থাকাতে প্রাণীদিগের 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ বৈষম্য; এবং সংসারে বৈষম্য-নিবন্ধন পীড়ন, তাড়ন এবং নিন্দা হইয়া থাকে। যাহাকে লইয়া অভিমান, তাহার বিনাশে প্রাণিগণেরও নাশ হয়। কিন্তু ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং সকলের আত্মা; তাঁহার এইরূপ অভিমান নাই; সুতরাং পীড়াকল্পনা কিরূপে হইতে পারে? তবে তিনি হিতার্থ অপরের দণ্ড করেন বটে। অতএব অতিশয় শত্রুতা, ভক্তিযোগ, ভয়, স্নেহ বা অভিলাষ,—যে কোন উপায়ে তাঁহাকে চিন্তা করিবে। এই সমস্ত উপায় ব্যতীত তাঁহাকে কোনরূপে সাক্ষাৎ করা যায় না। মনুষ্য, শত্রুতা দ্বারা যেরূপ তন্ময় হইতে পারে, ভক্তিযোগ দ্বারা সেরূপ পারে না,—ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা। ২১—২৬। কীট (তেলা-পোকা) ভিত্তিবিবরে ভ্রমর (কাঁচ-পোকা) কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া দ্বেষ এবং ভয়ক্রমে তাহাকে স্মরণ করত ভ্রমর-স্বরূপ হয়। মনুষ্য, এইরূপ মায়ামানব সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুভাবে চিন্তা করিলেও, ঐ চিন্তাবলে নিষ্পাপ হইয়া তদীয় স্বরূপতা লাভ করে। কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ অথবা উপযুক্ত ভক্তি বশতঃ ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া অনেকে কামাদি-জন্য পাপ হইতে মুক্তি-লাভানন্তর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিভো! কাম বশতঃ গোপিকাগণ, ভয় বশতঃ কংস; দ্বেষ বশতঃ চৈদ্যপ্রভৃতি নৃপতিগণ; সম্বন্ধ বশতঃ বৃষ্ণিবংশীয়গণ; স্নেহ বশতঃ তোমরা এবং ভক্তি বশতঃ আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি। কিন্তু বেণ এই পঞ্চবিধ উপায়ের কোন উপায়েই কৃষ্ণ-চিন্তা করে নাই। অতএব যে কোন উপায়েই হউক, কৃষ্ণে মন নিবেশিত করিবে। হে পাণ্ডব! তোমাদিগের মাতৃষসেয় (মাসতুত ভাই) শিশুপাল এবং দন্তবক্র—এই দুই জনেই বিষ্ণুর প্রধান পার্ষদ। ইহারা ব্রহ্মশাপে পদচ্যুত হয়।" ২৭—৩২। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে শাপ বিষ্ণুভৃত্যকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে শাপ কিরূপ এবং কাহার? হরিভক্তগণের জন্ম-কথাটা যেন বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না! শুদ্ধ-সত্ত্বময় শরীরধারী বৈকুণ্ঠপুর-বাসীদিগের, প্রাকৃত-দেহ ইন্দ্রিয়-প্রাণের সহ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাঁহারা কিরূপে প্রাকৃত-দেহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহা আপনার বলা উচিত।" নারদ কহিলেন, "একদা ব্রহ্মতনয় সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণ ত্রিভুবন পর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বজাত মরীচিপ্রভৃতি ঋষিগণেরও অগ্রজ; কিন্তু দেখিতে পঞ্চবর্ষীয় বা ষড়্‌বর্ষীয় বালকের তুল্য এবং উলঙ্গ। দুই জন দ্বারপাল তাঁহাদিগকে বালক ভাবিয়া প্রবেশ করিতে বারণ করিল। তাঁহারা কুপিত হইয়া এইরূপ শাপ দিলেন,—'তোরা দুই জন রজস্তমোবর্জ্জিত মধুসূদন-পাদমূলে বাস করিবারও উপযুক্ত নহিস্; তোরা নির্ব্বোধ ও পাপিষ্ঠ;—এস্থান হইতে শীঘ্র অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ কর্।' এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া তাহারা স্বস্থান-চ্যুত হইতে লাগিল। তখন দয়ালু ঋষিগণ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—'তিন-জন্মের পর আবার স্বস্থান প্রাপ্ত হইবি।' ৩৩—৩৮। তাহারা দিতির পুত্ররূপে জন্মিয়াছিল। তাহারা দৈত্য-দানবদিগের প্রধান ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম হিরণ্যকশিপু এবং কনিষ্ঠের নাম হিরণ্যাক্ষ ছিল। হরি, সিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে এবং ধরণী-উদ্ধার-সময়ে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। হিরণ্যকশিপু, স্বীয় পুত্র হরিভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যা করিতে অভিলাষী হইয়া তাহাকে মৃত্যুজনক নানাবিধ যন্ত্রণা দেয়। সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ শান্ত ও সমদর্শী প্রহ্লাদকে ভগবানের তেজ আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল; সুতরাং বিবিধ উপায়েও তাঁহাকে বধ করিতে পারিল না। তৎপরে তাহারা বিশ্রবার ঔরসে কেশিনীর গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে রাক্ষস হইয়াছিল। তাহারা সমস্ত লোকের অশান্তিকর হইয়া উঠে। তখন ভগবান্ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাপ-মোক্ষার্থ তাহাদিগকে নিহত করেন। প্রভো! তুমি মার্কণ্ডেয়-প্রমুখাৎ রাম-পরাক্রম শুনিতে পাইবে। আবার তাহারাই দুইজন এক্ষণ ক্ষত্রিয়কুলে তোমার মাতৃষসার পুত্র হইয়া উৎপন্ন হয়। অধুনা কৃষ্ণ-চক্রাঘাতে নিষ্পাপ হইয়া শাপমুক্ত হইল। সেই বিষ্ণু-পার্ষদদ্বয় বহুদিন বৈরভাবে কৃষ্ণকে যে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতেছিল, তাহার ফলেই তাহারা অচ্যুতের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া হরি-সন্নিধানে গমন করিল।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহাত্মা প্রিয়-পুত্রের প্রতি হিরণ্যকশিপুর কেন বিদ্বেষ হইয়াছিল, প্রহ্লাদই বা কি কারণে শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন,—হে ভগবন্! তাহা আমার নিকট বলুন।" ৩৯—৪৭।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক ভ্রাতুষ্পুত্রগণের শোকাপনোদন

নারদ কহিলেন, "হে রাজন্! দেবতাদিগের মঙ্গল-সাধনার্থ ভগবান্ বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিলে, ঐ দানব শোকে ও রোষে সাতিশয় সন্তপ্ত হইল এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বারংবার আপনার ওষ্ঠাধর-দংশন এবং কোপোদ্দীপ্ত দুই চক্ষু দ্বারা রোষাগ্নির ধূমে ধূম্রবর্ণ নভোমণ্ডল বিলোকন করিতে লাগিল। করালদংষ্ট্রা, উগ্রদৃষ্টি ও ভ্রুকুটী-যোগে তাহার মুখমণ্ডল দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল। সে শূল উদ্যত করিয়া সভামধ্যে দানবদিগকে কহিল, 'হে দৈত্য-দানব সকল! হে দ্বিমূর্দ্ধ! হে ত্র্যক্ষ! হে শম্বর! হে শতবাহো! হে হয়গ্রীব! হে নমুচে! হে পাক! হে ইল্বল! হে বিপ্রচিত্তে! হে পুলোমন্! হে শকুনাদি দানবগণ! তোমরা আমার বচন শ্রবণ কর এবং অনন্তর তদনুরূপ কার্য্য কর,—বিলম্ব করিও না। ১—৫। ক্ষুদ্র-শত্রুগণ আমার প্রিয় ও পরম সুহৃদ্ সহোদরকে বিনষ্ট করিয়াছে। ভগবান্ হরি সর্ব্বত্র সম বলিয়া আত্মপরিচয় দেন সত্য, কিন্তু তিনি উপাসনাকে নিমিত্ত করিয়া আমাদের ঐ সকল শত্রুর সহায়তা করিয়াছেন; অতএব হরির এক্ষণে আর সে স্বভাব নাই। যদিও তিনি শুদ্ধ ও তেজোময়, তথাচ মায়া বশতঃ বরাহরূপী হওয়াতে এক্ষণে

বালকের ন্যায় অব্যবস্থিত-চিত্ত হইয়াছেন;—যে উপাসনা করে, তিনি তাহারই অনুগত হইয়া থাকেন। আমি এই স্বীয় শূল দ্বারা তাঁহার গ্রীবা নির্ভিন্ন করিয়া তদীয় রুধিরে রুধিরপ্রিয় ভ্রাতার তর্পণ করিব; তাহা হইলেই আমার মনোব্যথা দূরীভূত হইবে। আমি জানি, বনস্পতির মূলোচ্ছেদ হইলে শাখা সকল যেমন বিশুষ্ক হয়, সেইরূপ সেই কপটশত্রু হরি বিনষ্ট হইলে দেবগণও নষ্ট হইবে; কেননা, বিষ্ণুই তাহাদিগের প্রাণ। ধরামণ্ডল,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে;—তথায় গমন করিয়া তপস্যা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, ব্রত ও দানাদিযুক্ত মানবদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হও। দ্বিজগণের যজ্ঞ-ক্রিয়াই বিষ্ণুপ্রাপ্তির মূল; কেননা, বিষ্ণুই যজ্ঞরূপী ধর্ম্মময়;—তিনি দেব, ঋষি, পিতৃ ও ভূতগণের এবং ধর্ম্মের পরম আশ্রয়। যেখানে যেখানে গো, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত আশ্রমোচিত ক্রিয়া দেখিবে, সেই সেই জনপদে গমন করিয়া তাহা জ্বালাইয়া দাও এবং ছেদন করিয়া ফেল।' হিরণ্যকশিপুর আদৃত সংহারপ্রিয় দানবগণ, স্বামীর এই আদেশ মাথায় লইয়া তদনুসারে প্রজাসংহারে প্রবৃত্ত হইল। ৬—১৩। তাহাদের অত্যাচারে পুর, গ্রাম, ব্রজ, উদ্যান, ধান্যাদি-ক্ষেত্র, আরাম, আশ্রম, খনি, খেট, খর্ব্বট, আভীরপল্লী এবং পত্তন সকল দগ্ধ হইতেই লাগিল। কোন কোন দানব, খনিত্র দ্বারা সেতু, প্রাচীর ও গোপুর সকল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ বা কুঠার লইয়া উপজীব্য বৃক্ষ সকল ছেদন করিয়া দিল। কোন কোন দানব, জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করিয়া প্রজাদিগের গৃহ সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। হে রাজন্! দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর অনুচরবর্গ এই প্রকারে বারংবার লোক সকলের অপকার করিতে থাকিলে পর, যজ্ঞ-ভাগের অভাব-হেতু দেবতারা স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিত-শরীরে ভূতলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে অবসন্ন জননাথ হিরণ্যকশিপু, দুঃখিতচিত্তে মৃত-ভ্রাতার শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিল; পরে শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ,—এই সকল ভ্রাতুষ্পুত্রকে; তাহাদের জননী—আপনার ভ্রাতৃবধূ ভানুকে এবং জননী দিতিকে সান্ত্বনা করিয়া মধুর-বচনে বলিতে লাগিল,—"হে মাতঃ! হে বধূ! হে পুত্রগণ! আমার বীর-ভ্রাতার নিমিত্ত তোমাদের শোক করা উচিত হয় না। বীর-পুরুষদিগের শত্রুসম্মুখে দেহত্যাগ করাই শ্লাঘ্য এবং প্রার্থনীয়। হে সুব্রতে! যেমন পানগৃহে নানা লোকের একত্র সম্মিলন; সংসারে প্রাণী সকলের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তাহারা প্রাক্তন-কর্ম্মফলে কখন সংযোজিত, কখন বা বিযোজিত হয়। আত্মার মৃত্যু নাই,—তিনি অব্যয়, নির্ম্মল, সর্ব্বগত এবং সর্ব্বজ্ঞ; কারণ, তিনি দেহাদি হইতে ভিন্ন। আত্মা স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা সুখ-দুঃখাদি স্বীকার করত লিঙ্গশরীর ধারণ করেন। যেমন জল চঞ্চল হইলে, প্রতিবিম্বিত তরু সকলকেও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়, আর যেমন চক্ষু ঘূর্ণিত করিলে, ভূমিও ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়;—ভদ্রে! সেইরূপ মন,—গুণ দ্বারা ভ্রান্ত হইলে, পরিপূর্ণ-পুরুষ, লিঙ্গ-দেহ-বিহীন হইয়াও ঐ মনের সমান বলিয়া প্রতীয়মান হন। এই যে আত্মাতে দেহবুদ্ধি, ইহারই নাম আত্ম-বিপর্য্যাস। এই আত্ম-বিপর্য্যাসই,—প্রিয়ের সহিত বিয়োগ, অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ এবং কর্ম্ম ও সংসারের মূল। ১৪—২৫। ইহা হইতেই জন্ম, মৃত্যু, বিবিধ শোক, অবিবেক, চিন্তা এবং বিবেক-বিস্মরণ হয়। মনুষ্য অকারণ শোক করে। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ উদাহরণ-স্বরূপ একটী পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়া থাকেন। কোন মৃত-ব্যক্তির বান্ধবদিগের সহিত যমরাজের সংবাদে ঐ ইতিহাস রচিত হয়; তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর;—'উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ সমীপস্থ হইয়া চারিদিকে বেষ্টন করিল। তাঁহার রত্নময় কবচ বিশীর্ণ এবং মাল্যাভরণ বিভ্রষ্ট হইয়াছিল। হৃদয়, খরতর শরে নির্ভিন্ন হইয়া রুধিরাপ্লুত হইতেছিল। তাঁহার কেশপাশ ও বিকীর্ণ চক্ষুর্দ্বয় হীনপ্রভ হইয়াছিল এবং ক্রোধভরে তিনি যে অধর-দংশন করিয়াছিলেন, তাহা তখনও সেই ভাবেই ছিল। তাঁহার বদনপদ্ম, সমরাঙ্গণের ধূলিজালে ধূসরিত এবং ভুজ ও আয়ুধ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল। উশীনরেন্দ্রকে বিধি-বিপাক বশতঃ ঐরূপে রণশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় মহিষীগণ দুঃখিত হইল; কর দ্বারা বারংবার স্ব স্ব বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে তাহারা "হা হতাস্মি" বলিয়া চরণ-সন্নিধানে পড়িতে লাগিল। ২৬—৩১। কুচকুঙ্কুম-রাগরঞ্জিত অশ্রুজলে প্রিয়পতির পাদপদ্ম অভিষিক্ত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের কেশ ও ভূষণ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর তাহারা করুণস্বরে মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে শোক উৎপাদন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—'অহো! প্রভো! অকরুণ বিধাতা তোমার যে দশা করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের দর্শন করা অসাধ্য। পূর্ব্বে তুমি উশীনর-দেশবাসী প্রজাগণের গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতে; কিন্তু এক্ষণে সেই বিধি তোমাকে শোকবর্দ্ধক করিলেন। হে মহীপতে! তুমি কৃতজ্ঞ এবং আমাদের পরম সুহৃৎ, তোমা ব্যতিরেকে আমরা কি প্রকারে জীবনধারণ করিব? অতএব হে বীর! তুমি যেখানে যাইতেছ, আমাদিগকেও সেই স্থানে অনুগমন করিতে আদেশ কর;—আমরা সেখানেও তোমার চরণদ্বয়ের সেবা করিব।' দাহ করিবার নিমিত্ত লইয়া যাওয়া না হয়,—এই অভিপ্রায়ে তাহারা মৃত-পতিকে ক্রোড়ে করিয়া, এই প্রকারে বারংবার বিলাপ করিতে-লাগিল। ইতিমধ্যে দিবাকর অস্তাচল-গত হইলেন। এই সময়ে মৃত-রাজার বন্ধুগণের রোদন-ধ্বনি যমরাজের শ্রবণ-গোচর হইল। তিনি বালকের রূপ ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং ঐ স্থানে আগমন করিয়া কহিলেন, 'অহো! এই সকল ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক; ইহারা লোকদিগের জন্ম-মরণ-ব্যাপার বারংবার দেখিতেছে, তথাচ ইহাদের কি মোহ! মনুষ্য যেখান হইতে আসিয়াছে, সেইখানেই গিয়াছে;—তাহার নিমিত্ত বৃথা শোক করে কেন? ইহাদিগকেও ত মরিতে হইবে। ৩২—৩৭। অহো! আমরা অতীব ধন্য; কেননা, পিতৃ-মাতৃ-পরিত্যক্ত হইয়াও কিছু চিন্তা করি না; আমরা দুর্ব্বল হইলেও বৃক প্রভৃতি হিংস্র-জন্তুগণ আমাদিগকে ভোজন করে না;—যিনি গর্ভে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই রক্ষক। হে অবলা সকল! যিনি ইচ্ছানুসারে এই বিশ্ব সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন,—পণ্ডিতগণ বলেন,—এই চরাচর বিশ্ব সেই অব্যয় পরমেশ্বরের ক্রীড়া-দ্রব্য, তিনিই পালন এবং সংহারে সমর্থ। পথে পতিত ব্যক্তিও পরমেশ্বর-রক্ষিত হইলে রক্ষা পায়; গৃহে স্থিত পুরুষও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক হত হইলে বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং তাঁহার দৃষ্টি থাকিলে বনমধ্যে নিঃসহায় ব্যক্তিরও জীবনরক্ষা হয়। ইনি উপেক্ষা করিলে গৃহে সুরক্ষিত পুরুষও জীবিত থাকিতে পারে না। এই সমস্ত দেহ, নিজ কারণ—সেই সেই কর্ম্মের অধীন হইয়া, কালক্রমে উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হয়। পরন্ত ঐ দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা দেহের ধর্ম্ম-জন্মাদির সহিত মিলিত হন না; কারণ, তিনি দেহ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। 'আমি কৃশ, আমি স্থূল' ইত্যাদি প্রয়োগ-স্থলে যে পৃথক্ বোধ হয় না, তাহার কারণ এই;—এই শরীর—ভৌতিক এবং দৃশ্য; অতএব ইহা আত্মা হইতে পৃথক্। পুরুষের মোহ বশতই এই শরীর আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। অত্যন্ত অবিবেকীরা, ভৌতিক গৃহকেও আত্মা বলিয়া বোধ করে; জলীয়-

পরমাণু-জাত, পার্থিব-পরমাণু-জাত এবং তৈজস-পরমাণু-জাত অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় এই দেহও কালক্রমে বিকৃত হইয়া বিনষ্ট হয়। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকলে অবস্থিত হইয়াও ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ পায়, বায়ু যেমন দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়াও পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়; আকাশ যদ্রূপ সর্ব্বগত হইয়াও কুত্রাপি সঙ্গ প্রাপ্ত হয় না; তদ্রূপ পুরুষও, সকল দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হইয়াও পৃথক্‌ই থাকেন। ৩৮—৪৩। হে মূঢ়-ব্যক্তি সকল! তোমরা যাহার নিমিত্ত শোক করিতেছ, তোমাদের প্রভু সেই সুযজ্ঞ এই ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যিনি শ্রোতা এবং প্রত্যুত্তর-দাতা, তাঁহাকে ত কখনই দেখ নাই। ইন্দ্রিয়-চালক প্রধান প্রাণও দ্রষ্টা বা বক্তা নহেন; এই দেহস্থিত এবং ইন্দ্রিয়-কার্য্যের সাক্ষী আত্মাই শ্রোতা ও বক্তা। আর তিনি প্রাণ এবং দেহ হইতে ভিন্ন। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট—সকল দেহই পঞ্চ-ভূত-ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা নির্ম্মিত হয়; এই দেহ হইতে ভিন্ন বিভু-আত্মাই এই দেহাভিমানী হন। আবার তিনিই বিবেক-বলে এই দেহ পরিত্যাগ করেন। হে মূঢ়গণ! আত্মা যতক্ষণ লিঙ্গশরীর-যুক্ত হইয়া থাকেন, তাবৎ তাঁহার কর্ম্ম সকল বন্ধের কারণ হয়। তাহার পর বিপর্য্যয় ও তৎপরে ক্লেশ উপস্থিত হয়। পরন্তু ঐ বিপর্য্যয়াদি,মায়াময় মাত্র; গুণ ও গুণকার্য্য সুখ-দুঃখাদিকে পরমার্থ বলিয়া দর্শন ও ব্যাখ্যা করা মিথ্যা-অভিনিবেশ মাত্র;—মনে মনে কল্পনা এবং স্বপ্নের ন্যায় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় সমস্তই অলীক। অতএব যে সকল ব্যক্তি,—নিত্য ও অনিত্য পদার্থ জানেন, তাঁহারা তাহার নিমিত্ত শোক করেন না। স্বভাব অন্যথা করা অসাধ্য বলিয়াই কোন কোন প্রধান ব্যক্তিগণও শোক-কাতর হন। ৪৪—৪৯। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পক্ষীদের অন্তকরূপে নির্ম্মিত কোন ব্যাধ যেখানে যেখানে পক্ষী থাকিত, সেই সেই স্থানে লোভ দেখাইয়া জাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধারণ করিত। ঐ ব্যাধ, একদিন একযোড়া কুলিঙ্গ-পক্ষী চরিয়া বেড়াইতেছে—দেখিতে পাইল। হে মহিষীগণ! তাহাদের মধ্যে পক্ষিণী বিধিবশে প্রলোভিতা হইয়া ব্যাধের জালসূত্রে বন্ধনগ্রস্ত হইল। প্রেয়সীকে ঐ প্রকারে আপদে পড়িতে দেখিয়া কুলিঙ্গের অন্তঃকরণ সাতিশয় দুঃখিত হইল। সে স্নেহ বশতঃ কাতর হইয়া, কাতর বনিতার নিমিত্ত বিলাপ করিতে লাগিল,—'অহো! বিধি কি নির্দ্দয়! আমার এই স্ত্রী দীনা হইয়া, এই অভাগার জন্য সর্ব্বতোভাবে করুণা প্রকাশপূর্ব্বক শোক করিতেছে; বিধি ইহাকে লইয়া কি করিবে? এই প্রেয়সী আমার দেহার্দ্ধ: তাহাতে বিরহিত হওয়াতে আমার অপর-দেহার্দ্ধ এখন অতিশয় দুঃখে জীবিত থাকিবে; দুঃখ-জীবিত দেহার্দ্ধে আমার প্রয়োজন নাই,—দৈব আমাকেও গ্রহণ করুক। আহা! আমার শাবকগুলির এক্ষণেও পক্ষোদ্গম হয় নাই; তাহারা মাতৃহীন হইল, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পালন করিব? এতক্ষণ শাবকগুলি কুলায়-মধ্যে তাহাদের জননীর প্রতীক্ষা করিতেছে।" ৫০—৫৫। কুলিঙ্গ-পক্ষী, প্রিয়া-বিয়োগে ঐরূপ ব্যাকুল ও অশ্রুকণ্ঠ হইয়া তদীয় সমীপে ঐরূপে বিলাপ করিতেছিল। সেই পক্ষিহন্তা কাল-প্রেরিতের ন্যায় হইয়া গোপনে বাণ-দ্বারা তাহাকেও বিদ্ধ করিল। তোমরাও ঐরূপ নির্ব্বোধ; নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে দৃষ্টি করিতেছ না; কিন্তু একশত বর্ষ শোক করিলেও, এই পতিকে ফিরিয়া পাইবে না।' হিরণ্যকশিপু কহিল, 'সেই বালক এই প্রকার কহিলে, জ্ঞাতিরা সকলেই বিস্মিতচিত্ত হইয়া এই মনে করিতে লাগিল,—সকল বস্তুই অনিত্য, মিথ্যা আবির্ভূত হইয়াছে। যম এই উপাখ্যান কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর সুযজ্ঞ-রাজার জ্ঞাতিগণ শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃপতির ঔর্দ্ধদেহিক-কৃত্য সমাধা করিলেন। অতএব তোমাদেরও পরের কিংবা আপনার নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না। এই সংসারে আত্মাই বা কে, পরই বা কে; কোন্ ব্যক্তি বা স্বীয়, কোন ব্যক্তি বা পর-কীয়? "এ আত্মীয়, এ পর" এই অভিনিবেশই অজ্ঞান; ইহা ব্যতীত দেহীদিগের আত্মীয় বা পর—এরূপ গণনা হইতে পারে না।' নারদ কহিলেন, "মাতার সহিত দিতি, দৈত্যপতির এইরূপ বাক্য শুনিয়া ক্ষণকালের মধ্যে পুত্রশোক বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরমাত্ম-তত্ত্বে মনোনিবেশ করিলেন।" ৫৬—৬১।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

হিরণ্যকশিপুকে ব্রহ্মার বরদান।

নারদ কহিলেন, "হে রাজন! হিরণ্যকশিপুর ইচ্ছা হইয়াছিল যে, সে অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজা হইবে। সে ঊর্দ্ধবাহু ও আকাশ-নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া এবং পাদাঙ্গুষ্ঠ-মাত্র দ্বারা ভূমিতল আশ্রয় করত মন্দর-কন্দরে অতীব কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। প্রলয়কালীন সূর্য্য যেমন কিরণজালে বিরাজিত হন, ঐ দৈত্য জটাকান্তি দ্বারা সেইরূপ বিরাজিত হইল। সে যাহা হউক, হিরণ্যকশিপু ঐ প্রকারে তপোনিষ্ঠ হইলে, দেবতাগণ পুনরায় আপন স্থান পরিগ্রহ করিলেন। কিয়ৎকাল পরেই তপোময় সধূম অনল, ঐ দৈত্যের মস্তক হইতে উদ্ভূত হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল এবং তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোলোক সকলকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল। বলিতে কি, তীব্র-তপস্যার প্রভাবে নদ, নদী ও সাগর ক্ষুভিত; পর্ব্বত, দ্বীপ ও পৃথিবী বিচলিত; গ্রহ-তারাগণ পতিত এবং দশদিক্ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এতদ্দর্শনে দেবগণ সন্তপ্ত হইয়া স্বর্গলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং বিধাতাকে কহিলেন, 'হে দেবদেব! হে জগৎপতে! দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া আমরা আর স্বর্গে অবস্থিতি করিতে পারি না। হে ভূমন্! যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে যাবৎ আপনার ভক্তগণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হয়, তাহার মধ্যেই ইহার শান্তিবিধান করিতে আজ্ঞা হউক। ১—৭। যদিও আপনার অবিদিত নাই, তথাপি কি অভিপ্রায় করিয়া যে, সে দুষ্কর তপস্যা করিতেছে, তাহা আমরা নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মন্! 'যদ্রূপ পরমেষ্ঠী, চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তপস্যা ও যোগের নিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজাসনে অধিষ্ঠিত আছেন; কাল এবং আত্মা নিত্য, সুতরাং (এক জন্মে না হয় বহুজন্মেও) গুরুতর তপোযোগ-নিষ্ঠা দ্বারা আমিও সেইরূপ নিজের শ্রেষ্ঠস্থানা-ধিকার সাধন করিব; নতুবা তপঃপ্রভাবে এই জগতের সমস্ত নিয়ম উল্টাইয়া দিব। তদ্ভিন্ন কল্পান্ত-বিনাশী বৈষ্ণবাদিপদে আমার প্রয়োজন কি?'—সেই দৈত্যের এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শুনি-য়াছি। এইজন্যই সে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে যাহা উপযুক্ত হয়, অবিলম্বে বিধান করুন; যেহেতু, আপনি স্বয়ং ত্রিভুবনের ঈশ্বর। হে ব্রহ্মন্! আপনার স্থান ভ্রংশ হইলে, সাধুদিগের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিবে। কারণ, আপনার এই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট আসন,—গো-ব্রাহ্মণদিগের উদ্ভব, সুখ, ঐশ্বর্য্য, রক্ষাপালন এবং উৎকর্ষার্থ হইয়াছে।' ৮—১৩। রাজন্! দেবগণ এই প্রকার বিজ্ঞা-পন করিলে ভগবান্ স্বয়ম্ভু,—ভৃগু, দক্ষ প্রভৃতি মুনিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া দৈত্যবরের আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না; কারণ, সে বল্মীক, তৃণ ও কীচকে (বংশ-বিশেষ) আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল এবং ভূরি ভূরি পিপীলিকা তাহার ত্বক্, মাংস, মেদ ও শোণিত ভক্ষণ

করিতেছিল। বিশেষরূপ লক্ষ্য করিতে করিতে তপস্যা-প্রভাবে ত্রিলোক-সন্তাপক মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যতুল্য তাঁহাকে অবলোকন করিয়া হংসবাহন বিস্মিতচিত্তে হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে কশ্যপ-নন্দন! উঠ, উঠ,—তোমার মঙ্গল হউক। তুমি তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছ; আমি বর দিতে আসিয়াছি; অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তোমার অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্য দেখিলাম। কি চমৎকার! দংশ সকল তোমার সমুদায় দেহ ভক্ষণ করিয়াছে, প্রাণ অস্থিগত হইয়া রহিয়াছে। বৎস! পূর্ব্বতন ঋষিগণ এরূপ করিতে পারেন নাই, পরেও কেহ করিতে পারিবেন না;—জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কে দিব্য শত বৎসর প্রাণধারণ করিতে পারে? ১৪—১৯। হে দিতিনন্দন! মনস্বীদিগের পক্ষেও দুষ্কর তোমার এই কার্য্য দ্বারা এবং তোমার এই তপোনিষ্ঠা দ্বারা আমি পরাজিত হইয়াছি। অতএব হে অসুর-শ্রেষ্ঠ! যদিও তুমি মর্ত্ত্য, তথাচ আমি তোমাকে সকল কামনাই প্রদান করিব। বৎস! আমি অমর্ত্ত্য, আমার দর্শন বিফল হয় না।' নারদ কহিলেন, "আদিদেব ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া পিপীলিকাকর্তৃক ভক্ষিতাঙ্গ হিরণ্যকশিপুকে অমোঘ-বল দিব্য-কমণ্ডলু-জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিলেন। তখনই ঐ দৈত্যপতি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন, বজ্রতুল্য-দৃঢ়াঙ্গ এবং সামর্থ্য, বল ও তেজঃসম্পন্ন যুবা হইয়া সেই বল্মীক ও কীচকাদির মধ্য হইতে, কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইল। তৎকালে তপ্ত-কাঞ্চনের তুল্য তাহার শরীরের প্রভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে হংসবাহন দেবকে আকাশে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে অবনিতল-লুণ্ঠিত মস্তকে প্রণাম করিল। তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্যের পরমানন্দ হইয়াছিল। অনন্তর সে গাত্রোত্থান করিয়া অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক বিনীতভাবে ঐ বিভুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল; তখন তাহার আনন্দাশ্রু-পাত এবং রোমাঞ্চ হইতে থাকিল। গদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিল,—'যিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ, কল্পান্তে প্রকৃতির গুণরূপ গাঢ়-তমঃ দ্বারা আবৃত এই জগৎকে স্বীয় প্রভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিগুণাত্মক হইয়া ইহার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন, সেই রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের আশ্রয়-স্বরূপ অপরিমেয় পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। সেই আদ্য-পুরুষ, জগতের বীজ; জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাঁহার মূর্ত্তি; এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত বিকার দ্বারা তিনি কার্য্যস্বরূপ হইয়া থাকেন; তাঁহাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি মুখ্যপ্রাণ স্বরূপে এই সকল স্থাবর-জঙ্গমের নিয়ন্তা হইতেছেন, অতএব আপনি প্রজাদিগের পতি এবং তাহাদের চিত্তের, চেতনার, মনের ও ইন্দ্রিয় সকলের পতি; সুতরাং আপনি মহৎ এবং আকাশাদি ভূত, শব্দাদি বিষয় ও তদীয় বাসনা সকলের ঈশ্বর। ভগবন্! আপনি হোতৃ-চতুষ্টয়-সাধ্য বিদ্যা স্বরূপ; বেদত্রয়ময়ী মূর্ত্তি দ্বারা অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ যাগযজ্ঞ বিস্তার করেন। আপনিই প্রাণীদিগের আত্মা; আপনিই তাহাদের অন্তর্যামী; কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অখণ্ড এবং অনাদি;—আপনার কাল-বশতঃ অন্ত ও দেশতঃ পরিচ্ছেদ নাই। ভগবন্! আপনিই কাল স্বরূপ; অতএব আপনিই নিমেষশূন্য হইয়া ক্ষণ-লবাদি অবয়ব দ্বারা জন সকলের আয়ুঃক্ষয় করিয়া থাকেন। আপনি জ্ঞানরূপ, পরমেশ্বর, জন্মশূন্য এবং মহান্। আপনি জীবলোকের জীবন এবং আপনি ইহার নিয়ন্তা। ২০—৩১। কার্য্য-কারণ, স্থাবর-জঙ্গম,—কিছুই আপনা-ভিন্ন নহে; বিদ্যা এবং কলা আপনার শরীর। আপনি ব্রহ্ম, আপনি হিরণ্যগর্ভ এবং প্রকৃতির পরে অবস্থিত। বিভো! সত্য বটে, ব্রহ্মাণ্ড আপনার স্থূল-শরীর; আপনি সর্ব্বদা পরমৈশ্বর্য্যরূপ স্ব-স্বরূপেই অবস্থিত হইয়া এই শরীর দ্বারা ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি নিরুপাধি ব্রহ্ম এবং পুরাণ-পুরুষ। হে অনন্ত! আপনি অব্যক্ত রূপ দ্বারা এই অখিল-বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। আপনার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য; কারণ, আপনি বিদ্যা এবং মায়া-সমন্বিত; আপনাকে নমস্কার। বরদোত্তম! আপনি যদি আমার অভিমত বর প্রদান করেন, তবে এই বর দিন,—আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়। অভ্যন্তরে, বহির্ভাগে, দিবসে, রাত্রিতে, যে আপনার সৃষ্ট নহে—তাহা হইতে ও অস্ত্র দ্বারা, ভূমিতে বা আকাশে যেন আমার মৃত্যু না হয়। নর, পশু, প্রাণী, অপ্রাণী, দেব, দৈত্য বা পন্নগ আমাকে যেন নিহত করিতে না পারে। আপনি যেমন সমরে প্রতিদ্বন্দ্বি-শূন্য, সকল শরীরীর ও সকল লোকপালের অদ্বিতীয় অধিপতি, এবং মহিমাসম্পন্ন; আমাকেও সেইরূপ করুন। তপোযোগ-প্রভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের যাহা কখন বিনষ্ট হয় না, সেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য আমাকে দিতে হইবে।' ৩২—৩৮।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

হিরণ্যকশিপুর লোকপালদিগের উপর উৎপীড়ন।

নারদ কহিলেন, "হিরণ্যকশিপুর উগ্র তপস্যায় ভগবান্ ব্রহ্মার সন্তোষ জন্মিয়াছিল, এইজন্য তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রার্থিত হইয়া তাহার প্রার্থনানুসারে ঐ সকল দুর্লভ বরও প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে তাত! তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করিতেছ, পুরুষদিগের এ সকল অতি দুর্লভ; কিন্তু হে দৈত্যেন্দ্র! যদিচ ঐ সকল বর সুদুর্লভ, তথাপি আমি তোমাকে প্রদান করিলাম।" অনন্তর অব্যর্থ প্রসাদ বিভু ব্রহ্মা, অসুরবর্য্য কর্তৃক পূজিত ও প্রজেশ্বরগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। হিরণ্যকশিপু ঐ প্রকারে বর লাভ করিয়া স্বর্ণময় বপু ধারণ করিল এবং ভ্রাতৃবধ স্মরণ করিয়া ভগবানের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল। ঐ মহাসুর,—সকল দিক্, তিন লোক এবং দেব, অসুর, নরপতি, গন্ধর্ব্ব, গরুড়, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচেশ্বর, প্রেতপতি, ভূতপতি ও অন্যান্য সকল প্রাণীর অধিপতিদিগকে জয় করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিল। এইরূপে বিশ্বজয়ী হইয়া লোকপাল সকলের তেজ এবং স্থান হরণ করিয়া লইল। ১—৭। অনন্তর সেই দৈত্যেন্দ্র, দেবোদ্যান-শোভাসম্পন্ন স্বর্গে বাস করিল। (স্বর্গের মধ্যে যে সে স্থানে নহে) সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর আশ্রয় এবং অশেষ সমৃদ্ধিশালী মহেন্দ্র-ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই স্থানের সোপান সকল বিদ্রুম-নির্ম্মিত, ভূমি সকল মহামরকতময়; ভিত্তি সকল স্ফটিক-খচিত, স্তম্ভ সকল বৈদূর্য্যমণি-গঠিত। সেখানে চন্দ্রাতপ সকল বিচিত্র, আসন সমুদায় পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত, শয্যা সকল দুগ্ধফেন-তুল্য ও মুক্তাদাম-সজ্জিত। সেখানে চারুদশনা দেবাঙ্গনাগণ মুখর নূপুর দ্বারা শব্দ করত তাহার ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে রত্নস্থলী সকলে আপনাদের সুন্দর বদন দর্শন করিয়া থাকেন। সেই মহেন্দ্র-ভবনে ঐ মহামনা অতি কঠোর-শাসন মহাবল অসুর, ত্রিলোক-জয়পূর্ব্বক একাধিপতি হইয়া বিহার করিতে লাগিল। দেবতা প্রভৃতি সকলে তাহার প্রতাপে সন্তপ্ত হইয়া তদীয় পদদ্বয়ের বন্দনা করিতেন। হে রাজন্! দৈত্যরাজ উৎকট উগ্রগন্ধ সুরাপান করিয়া মত্ত থাকিত বলিয়া তাহার চক্ষু তাম্রবর্ণ হইয়া ঘূর্ণিত হইত। সে, তপস্যা ও যোগবল-সম্ভূত তেজোরাশির

আশ্রয় ছিল; অতএব কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিন ব্যক্তিকে যাবতীয় লোকপাল স্ব স্ব হস্তে উপহার লইয়া তাহার উপাসনা করিতেন। ৮—১৩। হে পাণ্ডব! হিরণ্যকশিপু স্বীয় বীর্য্যে মহেন্দ্রাসনে অধ্যাসীন হইলে বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, অস্মদাদি মহর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ এবং অপ্সরোকুল,—সকলকেই মুহুর্মুহুঃ তাহার স্তুতিবাদ করিয়া গান করিতে হইত। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণ ও গৃহস্থাদি সমুদায় আশ্রমী, ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিয়া তাহারই যজ্ঞ করিতে লাগিল। তাহার এতাদৃশ প্রতাপ হইল যে, সপ্তদ্বীপবতী ভূমি বিনাকর্ষণে কামদুঘা গাভীর ন্যায় বিবিধ শস্য প্রসব করিতে লাগিল এবং নভোমণ্ডল বিবিধ আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ এবং অমৃত-জলপূর্ণ রত্নাকর সকল এবং তাহাদের পত্নী নদী-সমূহ তরঙ্গ দ্বারা রাশি রাশি রত্ন বাহিয়া আনিতে লাগিল। গহ্বর-সহিত গিরি সকল, তাহার ক্রীড়াস্থান হইল; তরুগণ, সকল-ঋতুতেই সমভাবে ফল-পুষ্পান্বিত হইল এবং সে একাকীই সকল লোকপালের পৃথক্ পৃথক্ গুণ ধারণ করিল। অজিতেন্দ্রিয় দিগ্বিজয়ী সেই দৈত্যরাজ এইরূপে প্রিয়-বিষয় সমস্ত উত্তমরূপে ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। ১৪—১৯। এইরূপ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ও গর্ব্বিত হইয়া, শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করাতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। এইরূপে অনেককাল অতীত হইল। লোকপাল ও সমস্ত লোক, তাহার উগ্রদণ্ডে উদ্বিগ্ন হইয়া অন্যত্র রক্ষক প্রাপ্ত না হওয়াতে অচ্যুতের শরণাপন্ন হইলেন। সেই দিকের প্রতি শত শত নমস্কার,—যেখানে স্বয়ং আত্মা ঈশ্বর হরি বর্ত্তমান এবং নির্ম্মল শান্ত সন্ন্যাসিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হন না। এই কারণে ঐ সকল অমল লোকপাল,—সমাহিত-মতি, সংযতাত্মা ও বিনিদ্র হইয়া বায়ু মাত্র ভোজন করত সেই হৃষীকেশের উপাসনা করিতে লাগিলেন। একদিন মেঘধ্বনি-গম্ভীর সাধুদিগের অভয়প্রদ দৈববাণী দিঙ্মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করত সেই দেবগণের প্রতি আবির্ভূত হইল। সেই বাক্য এই,—'হে বিবুধশ্রেষ্ঠগণ! ভীত হইও না, তোমাদের মঙ্গল হইবে; কারণ, আমার দর্শন সর্ব্ব প্রকার কল্যাণের আস্পদ। ২০—২৫। আমি এই দৈত্যাধমের দৌরাত্ম্য জানিতে পারিয়াছি। আমি তাহার শান্তি বিধান করিব; তোমরা কাল প্রতীক্ষা কর। যে ব্যক্তি দেবতায়, বেদে, গো সকলে, ব্রাহ্মণে, সাধুতে এবং ধর্ম্মে বা আমাতে বিদ্বেষ করে, সে অবশ্যই শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদিও হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে উর্জ্জিত হইয়াছে, তথাচ যখন সে স্বীয় প্রিয়পুত্র নির্বৈর, প্রশান্ত ও মহাত্মা প্রহ্লাদের প্রতি দ্রোহাচরণ করিবে, তখন আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব।' নারদ কহিলেন, 'রাজন্! লোকগুরু ভগবান্ বিষ্ণু এই প্রকার কহিলে, স্বর্গবাসী দেবগণ নিরুদ্বেগ হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ অসুর নিহত হইল বলিয়াই মনে করিলেন। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পরম-অদ্ভুত চারিটী পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ গুণ দ্বারা অতি মহৎ; মহতের উপাসক; জিতেন্দ্রিয়; সুশীল; ব্রহ্মণ্য ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি আত্মার ন্যায় সকল প্রাণীর অদ্বিতীয় প্রিয় এবং সুহৃত্তম ছিলেন; দাসের ন্যায় হইয়া মান্যজনের প্রতি প্রণত হইতেন এবং দীনজনে পিতার ন্যায় বাৎসল্য প্রকাশ করিতেন। তিনি সমান-ব্যক্তির প্রতি স্নেহ ও গুরুজনে ঈশ্বর-জ্ঞান করিতেন। বিদ্যা, ধন, রূপ ও কৌলীন্য—সকলই তাঁহার ছিল, কিন্তু তজ্জন্য তিনি অহঙ্কার অথবা অভিমান করিতেন না। তাঁহার চিত্ত বিপদে চঞ্চল হইত না; তিনি দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় সকলকে মিথ্যা জানিতেন, সুতরাং ঐ সকলে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। তাঁহার শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও বুদ্ধি সর্ব্বদা দান্ত এবং কাম প্রশান্ত ছিল। তিনি অসুরকুলে জন্মিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র আসুর-ভাব ছিল না। হে রাজন্! তাঁহাতে অবস্থিত মহৎ মহৎ গুণ সকল, পণ্ডিতগণ বারংবার গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ভগবান্ ঈশ্বরের ন্যায় তাঁহাতে ঐ সকল গুণ অদ্যাপি তিরোহিত হয় নাই। সুরগণ শত্রু হইয়াও আপনাদের সভায় সাধু-কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। ভবাদৃশ-ব্যক্তির ত কথাই নাই।—ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার স্বাভাবিক রতি, তাঁহার গুণের সংখ্যা করে কাহার সাধ্য? আমি এই সকল বাক্যবিন্যাস দ্বারা কেবল তাঁহার মাহাত্ম্যের সূচনা করিলাম। তিনি বাল্যকালেই ক্রীড়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবানে একচিত্ত হইয়া জড়বৎ হইয়াছিলেন; তাঁহার মনে কৃষ্ণগ্রহের আবেশ হইয়াছিল, অতএব জগৎ যে এইরূপ, তিনি তাহা জানিতেন না। গোবিন্দ-সংশ্লিষ্ট প্রহ্লাদ উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, পান, শয়ন এবং বাক্য-প্রয়োগ করিবার সময়ও ঐ সকল কর্ম্মের উদ্বোধ করিতেন না। ২৬—৩৮। বৈকুণ্ঠনাথের চিন্তায় কুণ্ঠিত-চেতন হইলে, কখন রোদন করিতেন, কখন বা ভগবচ্চিন্তায় আনন্দিত হইয়া হাস্য করিতেন, কখন বা উচ্চৈঃস্বরে গান ও কখন মুক্তকণ্ঠে শব্দ করিতেন, কখন বা বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করিতে থাকিতেন, কখন ভগবদ্ভাবনায় অভিনিবিষ্ট হওয়াতে তন্ময় হইয়া তদীয় লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেন, কখন ভগবদ্ভাব-প্রাপ্তি দ্বারা নির্বৃত ও পুলকিত হইয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন এবং কখন বা স্থিরতর প্রেম জন্য আনন্দজলে তাঁহার লোচনদ্বয় সজল হইয়া ঈষৎ নিমীলিত হইত। হে রাজন্! মহাত্মা প্রহ্লাদ, অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত সাধুসঙ্গ দ্বারা পুণ্যশ্লোক ভগবানের পদারবিন্দ সেবা করিয়া মুহুর্মুহুঃ আপনার পরম নির্বৃতি বিস্তারপূর্ব্বক দুঃসঙ্গ, দুর্গত অন্যান্য ব্যক্তিরও মনঃশান্তি বিধান করিতেন। মহাভাগ্য মহাত্মা মহাভাগবত সেই আত্মজের প্রতিও হিরণ্যকশিপু দ্রোহাচরণ করিতে লাগিল।" যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেবর্ষে! হে সুব্রত! হিরণ্যকশিপু, পিতা হইয়া যে, শুদ্ধচিত্ত সাধু আত্মজের প্রতিও দ্রোহ করিয়াছিল,—এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া আপনার নিকট জানিতে অভিলাষ করি। পুত্রবৎসল পিতৃগণ, প্রতিকূল পুত্রদিগকেও শিক্ষার্থ তিরস্কার মাত্র করিয়া থাকেন; কিন্তু শত্রুর ন্যায় কখন অনিষ্ট-চেষ্টা করেন না। তাদৃশ অনুকূল, সাধু এবং পিতৃভক্ত পুত্রগণের প্রতি হিংসাচরণ ত দূরের কথা। হে ব্রহ্মন্! পুত্রের প্রতি পিতার এরূপ বধচেষ্টা-প্রবর্ত্তক দ্বেষের কথা কখনই শ্রুতিগোচর হয় নাই; ইহা শুনিতে আমার কৌতূহল হইয়াছে। প্রভো! সেই কৌতূহল-শান্তি করিতে আজ্ঞা হউক।" ৩৯—৪৬।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রহ্লাদের প্রাণনাশার্থ হিরণ্যকশিপুর চেষ্টা।

নারদ কহিলেন, "হে রাজন্! প্রসিদ্ধি আছে,—অসুর সকল, ভগবান্ শুক্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিল; সেই জন্য তাঁহার ষণ্ডামর্ক নামে দুইটী পুত্রই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর গৃহসমীপে বাস করিতেন। দৈত্যপতি আপনার নয়-নিপুণ শিশুসন্তান প্রহ্লাদকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহারা প্রহ্লাদকে এবং অন্যান্য বালকগণকে পাঠ করাইতেন। গুরু যাহা বলিতেন, প্রহ্লাদ যদিও তাহা শ্রবণ করিতেন এবং শুনিয়া অবিকল তাহা

পাঠ করিতেন; তথাচ "এ আত্মীয়, এ পর,—এই অসৎজ্ঞান"-মূলক বলিয়া তাহা তাঁহার ভাল লাগিত না। হে পাণ্ডব! একদা দৈত্যরাজ, পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বৎস! তুমি কোন্ বস্তু উত্তম বলিয়া মান, বল দেখি?' প্রহ্লাদ কহিলেন, 'হে অসুরশ্রেষ্ঠ! লোকের বুদ্ধি 'আমি, আমার' ইত্যাদি মিথ্যা অভিনিবেশহেতু সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন; অতএব আত্মার অধঃপতনের কারণ অন্ধকূপসদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনগমনপূর্ব্বক ভগবান্ হরির আশ্রয় গ্রহণ করাই আমি উত্তম বলিয়া বোধ করি। ১—৫। নারদ কহিলেন, "হিরণ্যকশিপু, পুত্রের মুখে আপনার বিপক্ষ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি-প্রকাশক ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া, সোপহাস বাক্যে কহিল, 'শিশুদের বুদ্ধি এইরূপেই পর-যুক্তিতে নষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে এই বালকটাকে পুনরায় গুরুগৃহে লইয়া যাউক; পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরা যত্নপূর্ব্বক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করুক; ছদ্মবেশী বৈষ্ণবেরা আর যেন ইহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে না পারে।' প্রহ্লাদ গুরুগৃহে নীত হইলে দৈত্য-যাজকেরা তাঁহার প্রশংসা করিয়া সান্ত্বনাপূর্ণ কোমল-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হউক; সত্য বল, মিথ্যা বলিও না। এইরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় এই সমস্ত বালকের হইল না, অথচ তোমার হইল কিরূপে? হে কুলনন্দন! তোমার এই বুদ্ধিভেদ অন্য কাহা হইতে হইয়াছে? না, আপনা হইতে জন্মিয়াছে? তোমার গুরু আমরা, ইহা শুনিতে ইচ্ছুক; আমাদিগের নিকট যথার্থ বল।' ৬—১০। প্রহ্লাদ কহিলেন, 'পুরুষদিগের 'আপন, পর'—এই অসৎ জ্ঞান যদিও মায়াসম্ভূত এবং যদিও মায়ায় মোহিত-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐ অসৎজ্ঞানসম্পন্ন; কিন্তু সেই ভগবান্ যখন পুরুষদিগের অনুকূল হন, তখন তাহাদিগের পশুবুদ্ধি 'এ ব্যক্তি অন্য এবং আমি অন্য' এবংবিধ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াও অভিন্নাত্মনিষ্ঠ হয়; পরন্তু ঐ বুদ্ধি মিথ্যা। অবিবেকী ব্যক্তিগণ সেই পরমাত্মাকেই 'আত্মীয়' ও 'পর' বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকে; তাহাদের এরূপ করা অসঙ্গত নহে; কেননা, তাঁহাকে জানিতে গিয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি, বেদবাদিগণও মুগ্ধ হন। তাহার কারণ,—তাঁহার বর্ণনা করা অসম্ভব। তিনিই আমার বুদ্ধিভেদ করিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! যদিও তিনি নির্ব্বিকার,—কাহারও বুদ্ধিভেদ করেন না, তথাচ লৌহ যদ্রূপ চুম্বক প্রস্তরের নিকটে স্বয়ং ভ্রমণ করে, তেমনি চক্রপাণির ইচ্ছাক্রমে আমার চিত্ত এরূপ ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে।' ১১—১৪। নারদ কহিলেন, "মহামতি প্রহ্লাদ, ব্রাহ্মণকে এই পর্য্যন্ত কহিয়া বিরত হইলেন। তৎশ্রবণে সুদীন রাজসেবক (প্রহ্লাদের শিক্ষক) কুপিত হইয়া সাতিশয় ভৎসনা-সহকারে কহিতে লাগিলেন,—'অরে! বেত্র আনয়ন কর; আমাদিগের অকীর্ত্তিকর এই দুর্ব্বুদ্ধি কুলাঙ্গারের পক্ষে দৈহিক-দণ্ডই শাস্ত্রোক্ত। দৈত্যবংশ-রূপ চন্দনবনে এই বালক কণ্টকবৃক্ষ-রূপে জন্মিয়াছে। বিষ্ণু ঐ বনের সমূলচ্ছেদনে পরশু; এ, তাহার ধারণ দণ্ড-সদৃশ হইয়াছে।' আচার্য্য এই প্রকারে তর্জ্জনাদি বিবিধ উপায় দ্বারা ভয় দেখাইয়া প্রহ্লাদকে ত্রিবর্গ-প্রতিপাদক শাস্ত্র পাঠ করাইলেন। তদনন্তর গুরু যখন জানিতে পারিলেন,—এই বালক, জ্ঞাতব্য সাম-দানাদি উপায়-চতুষ্টয় অবগত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে রাজসদনে লইয়া গেলেন। তথায় প্রহ্লাদের জননী, প্রহ্লাদকে উদ্বর্ত্তন দ্বারা স্নান করাইয়া অলঙ্কৃত করিয়া দিলে, আচার্য্য তাহাকে লইয়া দৈত্যপতিকে দেখাইলেন। পিতৃসন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রহ্লাদ প্রণামার্থ চরণে পতিত হইলে, দৈত্যপতি আশীর্ব্বাদ করিয়া দুই বাহু দ্বারা বহুক্ষণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরম আনন্দ অনুভব করিল। হে যুধিষ্ঠির! তদনন্তর ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক অশ্রুজলে অভিষেক করিতে করিতে প্রফুল্ল-বদনে জিজ্ঞাসা করিল, 'আয়ুষ্মন্! প্রহ্লাদ! এতকাল গুরুগৃহে থাকিয়া যাহা শিক্ষা করিলে, তন্মধ্যে সুশিক্ষিত বিষয় বল,—কিঞ্চিৎ বল।' ১৫—২২। প্রহ্লাদ কহিলেন, 'পিতঃ! শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন,—এই নব-লক্ষণাক্রান্ত-ভক্তি, অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধ হয়, তাহাই উত্তম শিক্ষা।' পুত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র হিরণ্যকশিপু রোষাবেগে কম্পিতাধর হইয়া গুরুপুত্রকে বলিল, 'রে দুর্ম্মতি ব্রহ্মবন্ধু! এ কি! আমাকে অনাদর করিয়া, আমার বিপক্ষপক্ষ আশ্রয় করত এ বালককে অসার বিষয় শিক্ষা দিয়াছিস্? লোকে অনেক অসাধু ছদ্মবেশী মিত্র হয়, পাতকীদিগের রোগের ন্যায় তাহাদের বিদ্বেষাদি কালক্রমে প্রকাশ পায়।' গুরুপুত্র কহিলেন, 'হে ইন্দ্রশত্রো! আপনার পুত্র যে বাক্য বলিল, তাহা আমি শিখাই নাই, অন্য কোন ব্যক্তিও শিখায় নাই। রাজন্! ইহার এইরূপ বুদ্ধি স্বাভাবিক; অতএব ক্রোধ সংবরণ করুন; আমাদের প্রতি অনর্থ দোষারোপ করিবেন না।' ২৩—২৮। নারদ কহিলেন, "গুরু এই প্রকার প্রতিবচন দান করিলে অসুর, তনয়কে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, 'রে দুর্ব্বিনীত! এরূপ অসৎবুদ্ধি, গুরূপদেশ-জনিত নহে ত কোথা হইতে হইল?' প্রহ্লাদ বলিলেন,—'গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি, স্বতই হউক, পরতই হউক, আর পরস্পর হইতেই হউক, কোন রূপে কৃষ্ণে আসক্ত হয় না। তাহারা অশান্ত-ইন্দ্রিয় বলিয়া পুনঃপুনঃ সংসার-প্রবিষ্ট হইয়া চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়া থাকে। যাহাদের অন্তঃকরণ বিষয়ে আসক্ত, তাহারা ভগবান্ বিষ্ণুকে জানিতে পারে না। যাহাদের আপনাতেই পুরুষার্থ-বুদ্ধি আছে, ভগবান্ কেবল তাহাদেরই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগকে গুরু বলিয়া বোধ করায়; অন্ধ-নীয়মান অন্ধের ন্যায়, তাহারা গুরূপদেশেও তাঁহাকে জানিতে পারে না। বিপুল-সূত্র-রচিত ঈশ্বরের বেদরূপী দীর্ঘরজ্জু, কর্ম্মজালে তাহাদিগকে আবদ্ধ করে। যাবৎকাল, বিষয়াভিমানশূন্য অতি প্রধান পুরুষদিগের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ ভগবানের পাদস্পর্শ করিতে পারে না; সংসার-নাশ এই স্পর্শের প্রয়োজন।' প্রহ্লাদ এই প্রকার কহিয়া বিরত হইলে, হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া ক্রোড় হইতে তাঁহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিল। আর ক্রোধে অধীর ও আরক্তলোচন হইয়া বলিতে লাগিল,—'হে অসুরগণ! এই বধ্যকে অবিলম্বে বধ কর; এখনি এখান হইতে দূর করিয়া দাও। ২৯—৩৪। এই অধমই আমার ভ্রাতৃঘাতী; কারণ, নিজ সুহৃদ্গণকে পরিত্যাগ করিয়া এ দাসের ন্যায় পিতৃব্যহন্তা বিষ্ণুর চরণ অর্চ্চনা করে। কি আশ্চর্য্য! এ দুরাত্মা বিষ্ণুরই বা ভাল কি করিবে? এ দুরাত্মা এই পাঁচবর্ষ বয়ঃক্রমেই দুস্ত্যজ পিতৃমাতৃস্নেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। ঔষধের ন্যায় পরও যদি হিতকারক হয়, তাহাকেই অপত্য বোধ করা যায়; কিন্তু পুত্র স্বীয়-দেহজাত হইয়াও অহিতকারী হইলে ব্যাধির ন্যায় বেধ্য। আপনার অহিতকর অঙ্গ ছেদন করা কর্ত্তব্য; কারণ, তাহা ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্গসমস্ত সুখে জীবন ধারণ করিতে পারে। ভোজন, শয়ন, আসন—এই সমস্ত কার্য্যে মারণোপায় দ্বারা, মুনির দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের ন্যায়, এই মিত্রবেশধারী শত্রুকে বধ করিতে হইবে।' অসুরগণ, অধিপতির এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র হস্তে শূল লইয়া ভৈরব রব করত 'মার্ মার্' এই বাক্য বলিতে বলিতে উপবিষ্ট প্রহ্লাদের মর্ম্মস্থান সকলে শূল দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। তাহাদিগের দংষ্ট্রা অতীব তীক্ষ্ণ, আস্য করাল, শ্মশ্রু ও কেশ তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। ৩৫—৪০। কিন্তু প্রহ্লাদের চিত্ত ঈশ্বরে সংলগ্ন ছিল বলিয়া ঐ সমস্ত প্রহার, অপুণ্য-ব্যক্তির সৎকর্ম্মোদ্যমের ন্যায় ব্যর্থ হইল। কারণ, ঈশ্বর বিকারশূন্য, শব্দাদি দ্বারা অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট

প্রহ্লাদ-বধোদ্যোগ।

ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন এবং নিরস্ত্র। তাঁহাতে যাহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, মত্ত বিষয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। হে যুধিষ্ঠির! দৈত্য সকলের ঐ সকল প্রয়াস বিফল হইলে, হিরণ্যকশিপুর অতিশয় শঙ্কা জন্মিল; অতএব সে নির্ব্বন্ধ-সহকারে তদীয় বধোপায় করিতে লাগিল। কিন্তু দিগ্‌গজ; মহাসর্প; অভিচার; শৈলশৃঙ্গ হইতে অধঃপাতন; মায়াগর্ত্তাদিতে নিরোধ; বিষদান; ভোজন করিতে না দেওয়া এবং হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও পর্ব্বতে ক্ষেপণ দ্বারা অসুর যখন সেই নিষ্পাপ-পুত্রের প্রাণবধ করিতে অসমর্থ হইল, তখন দীর্ঘচিন্তাগ্রস্ত হইয়া পুনরায় বধোপায় করিতে পারিল না। 'ইহাকে বহুতর কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি এবং ইহার বধার্থ বিবিধ উপায়ও করিয়াছি; কিন্তু এ স্বীয় তেজেই দ্রোহাচরণ ও অভিচার হইতে নিস্তার পাইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এ আমার সমীপে বর্ত্তমান থাকিয়াও এবং শিশু হইয়া ঈদৃশ নির্ভীকহৃদয়। প্রভু শুনঃশেফ যেমন পিতৃকৃত অন্যায়াচরণ বিস্মৃত হন নাই, এও সেইরূপ এখন আমার অন্যায়াচরণ বিস্মৃত হইল না। ৪১—৪৬। পরন্তু ইহার প্রভাব অপ্রমেয়; কিছুতেই ইহার ক্ষয় হইল না। এ অমর, ইহার সহিত বিরোধেই আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে, অথবা একবারেই আমার মৃত্যু হইবে না,—এইরূপ চিন্তায় দৈত্যপতি কিছু ম্লান ও অধোবদন হইয়া রহিল। অনন্তর শুক্রাচার্য্য-পুত্রদ্বয় ষণ্ডামর্ক তাহাকে নির্জ্জনে বলিতে লাগিল,—'নাথ! আপনি একাকী ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, আপনার ভ্রূকুটি দেখিয়াই লোকপাল সকল ত্রস্ত হয়। আমরা আপনার চিন্তার বিষয় কিছুই দেখিতেছি না। বালকদিগের ব্যবহার—গুণ-দোষের বিষয়ই হয় না। যাবৎ শুক্রাচা[র্য্য] আগমন না করেন, তাবৎ তাহাকে বরুণ-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখুন; যেন ভীত হইয়া পলায়ন করিতে না পারে। বয়স ও সাধুসেবায় পুরুষের বুদ্ধি সমীচীন হইয়া থাকে। এইজন্য শুক্রাচার্য্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে বলি।' হিরণ্যকশিপু 'আচ্ছা' বলিয়া গুরুপুত্র-বাক্য স্বীকার করত কহিল, 'আপনারা ইহাকে গৃহস্থ রাজাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা দিউন।' ৪৭—৫১। রাজন্! তৎপরে ষণ্ডামর্ক বিনীত ও অবনত প্রহ্লাদকে যথাক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রীতিমত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, যথানিয়মে গুরুসমীপে শিক্ষিত হইলেও ঐ সকল তাঁহার ভাল বোধ হইল না; কারণ, উপদেশকদিগের চিত্ত রাগ-দ্বেষাদি বশতঃ বিষয়েই আসক্ত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা আচার্য্যেরা যখন গৃহস্থের কর্ম্মানুরোধে অধ্যাপন-গৃহ হইতে স্থানান্তরে যাইলেন, তখন সমবয়স্ক বালকেরা ক্রীড়া করিবার অবসর পাইয়া প্রহ্লাদকে আহ্বান করিল। মহাজ্ঞানী প্রহ্লাদ মধুর-বাক্যে তাহাদিগের প্রতিসম্ভাষণ করিলেন এবং এই সংসারে তাহাদিগের পরিণাম বুঝিয়া কৃপাপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন। সেই বালকগণ তাঁহার গৌরবে ক্রীড়াপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিল। বালক বলিয়া সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বাসক্ত ব্যক্তিগণের আচার-ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগের বুদ্ধি দূষিত হয় নাই। হে রাজেন্দ্র! বালকেরা সেই প্রহ্লাদের দিকেই চিত্ত এবং দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। পরম-কারুণিক মহাভাগবত প্রহ্লাদও তাহাদিগের প্রতি উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ৫২—৫৭।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ-কথন।

"প্রহ্লাদ কহিলেন, 'মানব-জন্ম প্রয়োজন-সাধক। এই মানব-জন্মে কৌমার-কালেই প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিদিগের ভাগবত-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা উচিত; কারণ, ইহা অতি দুর্লভ এবং অনিত্য। অতএব এই জন্মে মহাপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর চরণারাধনাই উচিত কার্য্য; কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের প্রিয় আত্মা, ঈশ্বর এবং সুহৃৎ। হে দৈত্যগণ! ইন্দ্রিয়-জন্য সুখ,—যে কোন দেহ-সম্বন্ধ হইলেই অদৃষ্ট বশতঃ দুঃখের ন্যায়, অনায়াসেই পাওয়া যায়; তাহার জন্য প্রয়াস করা অনুচিত। তাহাতে বৃথা আয়ুঃক্ষয়মাত্র হয়; এবং ভগবানের চরণাম্বুজ-সেবনে মঙ্গল পাওয়া যায়, ইহাতে তাহা হয় না। অতএব সংসারী হইয়া যতদিন শরীর সবল থাকে, তাহার মধ্যেই সত্বর মঙ্গলার্থ যত্ন করিবে। পুরুষের পরমায়ু শতবর্ষ মাত্র; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আয়ু তাহার অর্দ্ধ; কেননা, সে রজনীতে অন্ধতমসে আবৃত হইয়া নিষ্ফল শয়ন করিয়া থাকে। ১—৬। সেই অর্দ্ধ-পরমায়ুর মধ্যে, বাল্যকালে মুগ্ধ থাকিতে থাকিতে, কৈশোরে ক্রীড়া করিতে করিতে বিংশতি বৎসর যায় এবং দেহ—জরাগ্রস্ত হওয়াতে, অশক্ত দশাতে বিশ বৎসর অতীত হয়; দুঃখপূর্ণ কাম এবং প্রবল মোহে গৃহাসক্ত-অবস্থায় অসাবধান থাকিতে থাকিতেই অবশিষ্ট আয়ু বিনষ্ট হয়। কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ, গৃহে আসক্ত দৃঢ়তর স্নেহপাশে আবদ্ধ আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে?—প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর অর্থলিপ্সা কে পরিত্যাগ করিতে পারে? তস্কর, সেবক এবং বণিক্,—প্রাণহানি স্বীকার করিয়াও ধন উপার্জ্জন করে। প্রণয়িনী প্রিয়তমার সহিত নির্জ্জন-সংসর্গে, মনোহর আলাপাদিতে, বন্ধুবর্গের স্নেহবন্ধনে এবং কলভাষী শিশুদিগের সঙ্গে অনুরক্ত-চিত্ত ব্যক্তি, তাহা স্মরণ করিয়া, কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করিবে? পুত্র, শ্বশুরগৃহস্থ কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, দীন পিতা-মাতা, প্রধান মনোহর পরিচ্ছদযুক্ত গৃহ, কুলক্রমাগত জীবিকা এবং পশু ও ভৃত্যবর্গ,—এ সকলকে স্মরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা তাহা ত্যাগ করিতে পারে? ৭—১২। যেরূপ কোষকার কীট, নিজ বাস-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া আপনার বহির্গমনের জন্যও দ্বার রাখে না; তদ্রূপ ঐ সমস্ত ধন-জনে আসক্ত-চিত্ত পুরুষ, অপূর্ণকাম হইয়া লোভ বশতঃ নিরন্তর কর্ম্মেই ব্যাপৃত থাকে; উপস্থ ও জিহ্বা-জন্য সুখকেই সে ব্যক্তি বহু করিয়া মানে; অতএব তাহার মোহ অতি দুরন্ত, সে কি প্রকারে বিরক্ত হইবে? গৃহাসক্ত ব্যক্তি এরূপ প্রমত্ত হয় যে, কুটুম্ব-পোষণে নিজের আয়ুঃক্ষয় এবং পুরুষার্থ সকলের বিনাশও জানিতে পারে না; তাপত্রয়ে দুঃখিত হইয়াও কষ্ট বোধ করে না;—কেবল কুটুম্বেই আসক্ত হইয়া থাকে। অজিতেন্দ্রিয় কুটুম্ব-সম্পন্ন পুরুষের মন, ধনের প্রতি এতাদৃশ আসক্ত যে, সে পরধনাপহরণে পরকালে নরক এবং ইহকালে রাজদণ্ড প্রভৃতি প্রধান-দোষ অবগত হইয়াও, লোভ-সংবরণে অপারকতা বশতঃ হরণ করে। হে দনুজগণ! এইরূপে বিদ্বান্ ব্যক্তিও গৃহাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া কুটুম্ব-পালনে রত থাকিলে আত্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত বিমূঢ় পুরুষের তুল্য 'ইহা আমার, ইহা অন্যের' এইরূপ বিভিন্ন ভাবনা হওয়ায় তমোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ঐরূপ গৃহাসক্ত কোন ব্যক্তি কখন কোথাও আপন আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না; কারণ, সে কামিনীগণের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ এবং উঁহাদিগের সন্তান তাহার শৃঙ্খল-সদৃশ। অতএব হে দৈত্যগণ! বিষয়াসক্ত দৈত্য সকলের সংসর্গ দূরে পরিত্যাগ করিয়া, আদিদেব নারায়ণের শরণাগত হও; তাহাই সঙ্গবিহীন মুনিগণের বাঞ্ছিত অপবর্গ। ১৩—১৮। হে অসুর-তনয়গণ! ভগবান্ অচ্যুত সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্বতঃ সিদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে প্রীত করা বহু-প্রয়াসের কর্ম্ম নহে। স্থাবর হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাণী এবং ভৌতিক-বিকার আকাশাদি মহাভূত, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ এবং ঐ সকল গুণের সাম্যাবস্থা (প্রকৃতি) ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি গুণব্যতিকর,—এই সমস্তেই ব্রহ্মস্বরূপ অব্যয় ভগবান্ ঈশ্বর এক আত্মারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তথাপি গুণসৃষ্টিকারিণী মায়া দ্বারা তিনি আবৃত থাকাতে স্বয়ং অনির্দ্দেশ্য এবং অবিকল্পিত হইয়াও স্রষ্টা ও ভোক্তারূপে ব্যাপক এবং ভোগ্য-দেহাদিরূপে ব্যাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ্য ও বিকল্পিত হইয়া থাকেন; কেবল অনুভব-স্বরূপ আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। তোমরা আসুর-ভাব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া এবং মৈত্রী কর। ইহা দ্বারাই ভগবান্ অধোক্ষজ সন্তুষ্ট হইবেন। ১৯—২৪। সেই আদ্য অনন্ত, তুষ্ট হইলে কি অলভ্য থাকে? গুণ-পরিণাম বশতঃ অদৃষ্টক্রমে যাহা স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সমস্ত ধর্ম্মে কি কল?—মোক্ষ-বাসনাই বা কি জন্য? আমরা নিরন্তর তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং তদীয় শ্রীচরণারবিন্দের অমৃত পান করি। ত্রিবর্গ নামে অভিহিত ধর্ম, অর্থ, কাম এবং আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি ও বিবিধ জীবিকা,—এই সকল বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় যদি অন্তর্য্যামী পরম-পুরুষে আত্মার্পণের সাধক হয়, তাহা হইলেই সত্য বলিয়া মানি; নচেৎ অসত্য। আমি তোমাদিগকে নূতন বিষয় বলিতেছি, এরূপ ভাবিও না; পূর্ব্বে নর-সহচর ভগবান্ নারায়ণ এই দুষ্প্রাপ্য নির্ম্মল জ্ঞান নারদকে উপদেশ দেন। ভগবানের একান্ত ভক্ত অকিঞ্চন পুরুষদিগের পদধূলিতে যে যে শরীরী অভিষিক্ত হয়, তাঁহাদের সকলেরই এরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে। পূর্ব্বে আমি সেই দেবদর্শন নারদ-সমীপে এই বিজ্ঞান-সংযুক্ত জ্ঞান এবং শুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি।' দৈত্য-বালকেরা কহিতে লাগিল, 'হে প্রহ্লাদ! এই দুই গুরুপুত্র ভিন্ন অপর গুরু তুমিও জান না, আমরাও জানি না। ইঁহারা অতি শৈশবাবধিই আমাদিগের নিয়ন্তা। অন্তঃপুরস্থিত বালকের সৎসঙ্গ হওয়া দুর্ঘট। হে সৌম্য! যদি বিশ্বাস-জনক কোন কারণ থাকে ত তদ্দ্বারা আমাদিগের সংশয়চ্ছেদন কর।' ২৫—৩০।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রহ্লাদের মাতৃগর্ভ-বাসকালীন নারদকর্ত্তৃক উপদেশ-কথন-বৃত্তান্ত।

নারদ কহিলেন,—"দৈত্য-তনয়েরা ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাভাগবত প্রহ্লাদ ঈষৎ হাস্য করত আমার কথিত বাক্য সকল স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 'হে বয়স্যগণ! আমাদের পিতা হিরণ্যকশিপু তপস্যার্থ মন্দরাচলে গমন করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ বলিয়াছিলেন, 'আঃ! পিপীলিকা দ্বারা যেরূপ সর্প ভক্ষিত হয়, তদ্রূপ সমস্ত লোকের সন্তাপ-জনক পাপিষ্ঠ হিরণ্যকশিপু স্বকৃত পাপেই বিনষ্ট হইল।' এই প্রকার কহিয়া তাঁহারা দানবগণকে লক্ষ্য করিয়া অতীব যুদ্ধোদ্যোগ করিয়াছিলেন। অসুর-যূথাধিপতিগণ, দেবতাদের বিরাট উদ্যোগ জানিয়া, সুরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে হইতে সভয়ান্তঃকরণে নানাদিকে পলায়ন করিল। সকলে নিজ নিজ প্রাণ-রক্ষার্থ এতাদৃশ ব্যস্ত হইয়াছিল যে, কলত্র, পুত্র, ধন, স্বজন, গৃহ, পশু ও গৃহোপকরণের প্রতি দৃষ্টি করিতেও অবসর পায় নাই। জয়াকাঙ্ক্ষী অমরগণ, দানবরাজ-

সদন ধূলিসাৎ করিলেন। ইন্দ্র, আমার জননী দৈত্যরাজ-মহিষীকে গ্রহণ করিলেন। ১—৬। অমরাধিপ, ভয়োদ্বিগ্না কুররীর ন্যায় রোদন-পরায়ণা আমার মাতাকে লইয়া যাইতেছেন,—এমন সময় দেবর্ষি নারদ পথিমধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, 'হে সুরপতে! এই নিরপরাধা রমণীকে লইয়া যাওয়া তোমার উচিত হয় না। হে মহাভাগ! এই সাধ্বী পরস্ত্রীকে মোচন কর,—মোচন কর।' ইন্দ্র কহিলেন, ইহার গর্ভে দৈত্যরাজের দুঃসহ-বীর্য্য আছে, অতএব যতদিন প্রসব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমার আবাসে থাকুক; পুত্র জন্মিলে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিব।' নারদ কহিলেন, 'হে দেবরাজ! গর্ভস্থ বালক নিষ্পাপ, মহাভাগবত, নিজ গুণে মহৎ, অনন্তের অনুচর এবং পরাক্রান্ত; অতএব তুমি ইহাকে মারিতে পারিবে না।' দেবর্ষি এইরূপ বলিলে, দেবরাজ তাঁহার কথানুসারে আমার জননীকে ছাড়িয়া দিলেন। আমি অনন্ত-প্রিয়; এইজন্য তিনি আমার উপর ভক্তি বশতঃ জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বর্গে যাইলেন। তৎপরে সেই ঋষি আমার মাতাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া আশ্বাস-প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎসে! যতদিন তোমার স্বামী না আইসেন, ততদিন এইখানে থাক।' ৭—১২। আমার মাতা তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া, যতদিন দৈত্যরাজ ঘোরতর তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়াছিলেন, ততদিন অকুতোভয়-চিত্তে দেবর্ষি-সমীপে ছিলেন। সেই গর্ভবতী সতী নিজ গর্ভের মঙ্গলার্থ ইচ্ছা-প্রসব কামনা করিয়া পরমভক্তি-পূর্ব্বক ঋষি-পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ক্ষমতাশালী দয়ালু ঋষি আমাকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-তত্ত্বোপদেশ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানোপদেশ করিলেন। কিন্তু দীর্ঘ কাল অতীত হওয়ায় এবং স্ত্রীজাতি বলিয়া, মাতা সেই উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছেন। ঋষির অনুগৃহীত আমি তাহা অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই। বন্ধুগণ! তোমরা যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ও, তবে তোমরা স্ত্রীলোক বা বালক হইলেও শ্রদ্ধা হইতেই তোমাদিগের আমার ন্যায় বিশুদ্ধ বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে। বিকার-কারণ-কালক্রমে বৃক্ষফলের যেরূপ জন্ম প্রভৃতির ছয় অবস্থা দৃষ্ট হয়, দেহেরও সেইরূপ; কিন্তু ঐ অবস্থা আত্মার নহে। কেননা, আত্মা,—নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, বিকারশূন্য, আত্মদর্শী, সর্ব্বকারণ, অসঙ্গত এবং অনাবৃত। ১৩—১৯। এই দ্বাদশ লক্ষণ দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ দেহাদিতে মোহ জন্য 'আমি, আমার' এই মিথ্যাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যেরূপ সুবর্ণকণা-প্রস্তরে অগ্নিসংযোগাদি দ্বারা, সুবর্ণের আকর ক্ষেত্র সকলে, উপায়াভিজ্ঞ স্বর্ণকারগণ সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অধ্যাত্মবেত্তা, এই দেহে আত্মযোগ দ্বারা ব্রহ্মতা লাভ করিতে পারেন। এই অষ্ট-প্রকৃতি সত্ত্বাদি তিন গুণ প্রকৃতিরই; ষোড়শ বিকার, সাক্ষিস্বরূপে সম্বন্ধ বলিয়া এক আত্মা এতদ্ভিন্ন;—ইহা আচার্য্যগণের উক্তি। এতৎসমস্তের সমষ্টি স্বরূপ দেহ দ্বিবিধ,—স্থাবর ও জঙ্গম। এই দেহেই তন্ন তন্ন করিয়া সেই পুরুষের অন্বেষণ করা উচিত। দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ও পার্থক্য-বিচার-বলে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা অব্যগ্রভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ পর্য্যালোচনা করত পুরুষের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। হে বয়স্যগণ! জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই সকল বুদ্ধির বৃত্তি যিনি অনুভব করেন, তিনিই সাক্ষী, পরমপুরুষ। ২০—২৫। এই সকল বুদ্ধির পরিণাম আত্মধর্ম্ম নহে; কেননা, ইহারা ত্রিগুণাত্মক এবং কর্ম্মজন্য। গন্ধ দ্বারা কুসুম-সম্বন্ধ বায়ুর ন্যায় ইহা দ্বারা বুদ্ধিসম্বন্ধ আত্মস্বরূপ অবগত হইবে। ইহা দ্বারাই সংসার হইয়া থাকে। গুণ ও কর্ম্মই সংসারের বন্ধন এবং অজ্ঞানই তাহার মূল; অতএব তাহার স্বরূপ অলীক হইলেও স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হয়। অতএব তোমরা ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মের বীজ দাহ কর। বুদ্ধির ঐ সমস্ত অবস্থা-নিবৃত্তি-যোগই বীজদাহ। যথাচরিত যে সকল ধর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ ঈশ্বরে অবিচলিত আসক্তি হয়, সহস্র সহস্র উপায়ের মধ্যে সেই উপায়ই ভগবানের উক্ত; গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সমস্ত লব্ধবস্তু সমর্পণ, সাধু ভক্তবৃন্দের সংসর্গ, ঈশ্বরারাধনা, ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, তদীয়-গুণ-কর্ম্ম-কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম-ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তি সকলের দর্শন-পূজনাদি ও ভগবান্ ঈশ্বর হরি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন জানিয়া সর্ব্বভূতে সাধুদৃষ্টি,—এই সকল কর্ম্ম দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য জয় করিয়া ঈশ্বরভক্তি করিবে। ইহাতে ভগবান্ বাসুদেবে আসক্তি হয়। ২৬—৩৩। মায়া-শরীর-কৃত কর্ম্ম, অনুপম গুণ ও পরাক্রম-বর্ণন শ্রবণ করিয়া যখন রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত হওয়ায় গদ্গদ-স্বরে মুক্তকণ্ঠে মানব নৃত্য, গীত এবং আনন্দ-ধ্বনি করে;—যখন গ্রহগ্রস্তের ন্যায় হাস্য করে, আক্রন্দন করে, ধ্যান করে, লোকের বন্দনা করে;—যখন মুহুর্মুহুঃ শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে নির্লজ্জ হইয়া 'হে হরে! হে জগৎপতে! হে নারায়ণ!' ইহা বলিতে থাকে,—তখন সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং ভগবানের ভাব-ভাবনায় তাহার আশয় ভগবানের অনুকারী হইতে থাকে। প্রবল ভক্তি বশত অজ্ঞান ও বাসনা বিনষ্ট হয়। সে সম্পূর্ণরূপে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। অধোক্ষজের আশ্রয়-গ্রহণই ইহ সংসারে মলিনাশয় শরীরীর সংসারচক্র-চ্ছেদক এবং তাহাই মোক্ষসুখ বলিয়া পণ্ডিতগণ অবগত আছেন; অতএব তোমরা হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামী ঈশ্বরের ভজনা কর। হে অসুর-বালকগণ! স্ব স্ব হৃদয়ে আকাশবৎ অবস্থিত স্বীয় আত্মার সখা হরির উপাসনাতে বিশেষ প্রয়াস কি আছে? পক্ষান্তরে সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ বিষয়ার্জ্জনে ফল কি? ধন, কলত্র, পশু, পুত্রাদি, গৃহ, ভূমি, হস্তী, ধনাগার, ঐশ্বর্য্য, অর্থ এবং কাম—এ সমস্তই নশ্বর; এতদ্দ্বারা অস্থির-জীবন মানবের কতটুকু প্রীতিসাধন হয়? ৩৪—৩৯। এইরূপ যজ্ঞলব্ধ, অস্থায়ী এবং পরস্পর তারতম্য-সম্পন্ন এই সমস্ত স্বর্গাদি লোকও নির্ম্মল নহে। অতএব যাঁহার দোষ শ্রুত বা দৃষ্ট হয় না, আত্মলাভার্থ যথোক্ত ভক্তি-সহকারে সেই পরমেশ্বরকে ভজনা কর। হে বয়স্য সকল! পণ্ডিতমানী ব্যক্তি ইহ সংসারে যে জন্য বারংবার কর্ম্ম করে, তাহা হইতে অব্যর্থ বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সংসারে ক্রিয়াবান্ মানবগণের সুখ অথবা দুঃখ-মোচনই সঙ্কল্প থাকে; কিন্তু সে যখন কর্ম্ম করে নাই, তখন কর্ম্ম করা অপেক্ষা সুখী ছিল,—কর্ম্ম করায় সর্ব্বদা দুঃখ পায়। এ সংসারে পুরুষ যাহার জন্য কাম্যকর্ম্ম দ্বারা ভোগ কামনা করে, সেই দেহও কুক্কুরাদির ভোগ্য ও ক্ষণভঙ্গুর;—কখন যায়, কখন আইসে। দেহ হইতে পর-সম্বন্ধ মমতাস্পদ অপত্য, কলত্র, গৃহ, ধনাদি, রাজ্য, কোষ, হস্তী, অমাত্য, ভৃত্য, বিশ্বস্ত-ব্যক্তি,—ইত্যাদির ত কথাই নাই! ইহারা দেহের সহিত নশ্বর এবং অর্থবৎ প্রতীয়মান, বাস্তবিক অনর্থ—অতি তুচ্ছ। এ সকলের দ্বারা নিত্যানন্দ-রস-জলধির কি হইতে পারে? ৪০—৪৫। হে অসুরগণ! নিষেকাদি অবস্থায় প্রাক্তন-কর্ম্মক্লিষ্ট দেহীদিগের কতটুক স্বার্থ আছে, নিরূপণ কর। দেহী আত্মার অনুবর্ত্তী দেহ দ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করেন, সেই কর্ম্ম দ্বারা দেহ-বিস্তার করেন; কিন্তু ঐ উভয়ই (কর্ম্ম ও দেহ) অবিবেকতঃ হয়। অতএব অর্থ, কাম ও ধর্ম্ম যাঁহার অধীন, তোমরা নিষ্কাম হইয়া সেই নিরীহ আত্মা ঈশ্বর হরিকে ভজনা কর। হরি সকল ভূতেরই আত্মা, প্রিয় এবং স্বকৃত মহাভূত দ্বারা উৎপাদিত ভূত সকলের অন্তর্যামী। সুর, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব—যেই কেন হউক না, মুকুন্দ-চরণ ভজনা করিলে সকলেই আমার ন্যায় মঙ্গল-লাভ করিতে পারে। ৪৬—৫০। হে অসুর-তনয়গণ! দ্বিজত্ব,

দেবত্ব, ঋষিত্ব, চরিত্র, বহুজ্ঞতা, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ এবং ব্রত,—মুকুন্দের প্রীতি-উৎপাদনে সমর্থ নহে; নির্ম্মল ভক্তি দ্বারাই হরি প্রীত হন। ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্তই বিড়ম্বনামাত্র। হে দানবগণ! অতএব সকলকেই আত্মবৎ বোধ করত সর্ব্বভূতের আত্মা ঈশ্বর ভগবান্ হরিতেই ভক্তি কর। হে দৈত্যেয়গণ! যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, ব্রজবাসী নীচ জাতি এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি পাপ-জীবও অচ্যুত-সাযুজ্য পাইয়াছে। গোবিন্দে একান্ত ভক্তি এবং তাঁহাকে সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করাই ইহলোকে পুরুষের পরম স্বার্থ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।' ৫১—৫৫।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

নৃসিংহ-হস্তে হিরণ্যকশিপুর বিনাশ।

নারদ কহিলেন, "দৈত্য-বালকেরা প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া উত্তম বোধে তাহাই গ্রহণ করিল,—গুরু-শিক্ষিত বিষয় গ্রহণ করিল না। অনন্তর গুরুপুত্র, সকল বালকেরই বুদ্ধি বিষ্ণু-ভক্তি-নিষ্ঠ দেখিয়া সত্বর ভীতচিত্তে রাজসকাশে যথাবৎ সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। দৈত্যরাজ কোপাবেশে কম্পিত-শরীর হইয়া, তিরস্কারের অযোগ্য প্রহ্লাদকে পরুষ-বচনে তিরস্কার করিয়া বধ করিবার নিমিত্ত মনন করিল। বিনয়াবনত শান্ত কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত প্রহ্লাদকে সরোষ বক্রদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করত প্রকৃতি-নিষ্ঠুর দৈত্য, পাদাহত সর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কহিল, 'রে দুর্ব্বিনীত অল্পবুদ্ধি কুল-ভেদকর অধম! মদীয় আজ্ঞালঙ্ঘনকারী তোকে অদ্য যম-সদনে প্রেরণ করিব। মূঢ়! আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাধিপতি ত্রৈলোক্য ভয়ে কম্পিত হয়; তুই কাহার বলে নির্ভীকের ন্যায় আমার শাসন লঙ্ঘন করিতেছিস্?' ১—৬। প্রহ্লাদ কহিলেন, 'রাজন্! যিনি পরমেশ্বর, যিনি এই ব্রহ্মাদি চরাচর বশবর্ত্তী করিয়াছেন—সেই ভগবান্ই আমার বল; কেবল আমার নহে, আপনার এবং অপরাপর বলীদিগেরও তিনিই বল। তিনি ঈশ্বর, তিনি কাল, তাঁহার পরাক্রম অতিশয়। তিনিই সামর্থ্য, সাহস, বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয় ও আত্মা। সেই ত্রিগুণপতি পরম-পুরুষই নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। আপনি নিজের এই আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করুন এবং মনকে সমদর্শী করুন;—উৎপথবর্ত্তী মন ব্যতীত অন্য শত্রু নাই; সমদর্শনই অনন্তের প্রধান আরাধনা। কতকগুলি ব্যক্তি অগ্রে সর্ব্বস্বাপহারী ছয় দস্যুকে (কাম-ক্রোধাদি বা ষড়িন্দ্রিয়কে) জয় না করিয়াই দশদিক্ আপনার জিত হইয়াছে মনে করে। জিতাত্মা, বিজ্ঞ, সর্ব্বভূতসম সাধু-বৃন্দের অজ্ঞান-মূলক শত্রু নাই।' হিরণ্যকশিপু কহিল, 'রে মন্দবুদ্ধে! নিশ্চয় তুই মরিতে ইচ্ছুক হইয়াছিস্; তুই অতিশয় শ্লাঘা করিতেছিস্, মুমূর্ষু ব্যক্তিগণেরই বাক্যবিপ্লব হইয়া থাকে। অরে মন্দভাগ্য! তুই বলিলি,—আমা ভিন্ন জগদীশ্বর আছে। আচ্ছা, সে কোথায়? যদি বলিস্,—সর্ব্বত্র আছেন, তবে স্তম্ভে নাই কেন?' ৭—১২। প্রহ্লাদ প্রণাম করত বলিলেন, 'ঐ দৃষ্ট হইতেছেন।' 'আমি, শ্লাঘা পরায়ণ তোর্ মস্তক, শরীর হইতে হরণ করি; তোর অভিলষিত রক্ষক হরি আজ তোকে রক্ষা করুক'—মহাদৈত্য ঐরূপ দুর্ব্বাক্য দ্বারা মুহুর্মুহুঃ সেই মহাভাগবত তনয়কে পীড়িত করিয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ আসন হইতে উৎপতিত হইয়া অতিবলে স্তম্ভে মুষ্টি-প্রহার করিল। হে রাজন্! তৎক্ষণাৎ সেই স্তম্ভে অতি ভীষণ শব্দ হইল। তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব স্ব ধামে ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইয়া নিজ নিজ স্থান ধ্বংস বিবেচনা করিলেন। হিরণ্যকশিপু, পুত্রবধাকাঙ্ক্ষী হইয়া তেজঃসহকারে বিক্রম প্রকাশ করত অসুর-সেনাপতিগণের ভয়প্রদ সেই অপূর্ব্ব অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ করিল, কিন্তু সভামধ্যে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইল না। অনন্তর ভগবান্, নিজ ভৃত্য প্রহ্লাদের বাক্য এবং আপনার সর্ব্বভূত-ব্যাপ্তি সত্য প্রমাণ করিবার নিমিত্ত সভামধ্যে সেই স্তম্ভে অমৃগ, অমানুষ, অতি অদ্ভুত রূপ ধারণ করত দৃষ্ট হইলেন। হিরণ্যকশিপু, স্তম্ভের মধ্য হইতে সেই নৃসিংহ-মূর্ত্তিকে নির্গত হইতে দেখিয়া কহিল, 'আঃ এ কি আশ্চর্য্য! এ মৃগও নহে, মনুষ্যও নহে,—কোন্ প্রাণী?—ইহা কি নৃসিংহরূপ?' হিরণ্যকশিপু ঐরূপে সেই ভীষ নৃসিংহ-রূপের মীমাংসা করিতেছে,—এমন সময়ে তাহার সম্মু নৃসিংহরূপী হরি সমুত্থিত হইলেন। ১৩—১৯। তাঁহার লোম তপ্ত-সুবর্ণের ন্যায় এবং ভয়ানক; কেশরসটা জৃম্ভিত; ব বিজৃম্ভিত; করাল দংষ্ট্রা, করবাল-তুল্য চঞ্চল ও জিহ্বা ক্ষুরধার তুল্য তীক্ষ্ণ; মুখ ভ্রুকুটিযুক্ত; সুতরাং ঘোরতর উল্বণ দে হইল। তাঁহার কর্ণদ্বয় নিশ্চল ও ঊর্দ্ধমুখ; নাসিকা গিরি-কন্দরে ন্যায় আশ্চর্য্য বিদীর্ণ; হনুদ্বয় বিদীর্ণ হওয়াতে অতিশয় ভী হইয়াছিল। তাঁহার শরীর ত্রিদিব-স্পর্শী; গ্রীবা অদীর্ঘ পীবর; বক্ষঃস্থল বিশাল; উদর অতিশয় কৃশ। ঐ শরীরে সকল অংশে চন্দ্র-কিরণ সদৃশ গৌরবর্ণ লোম ব্যাপ্ত; বহু ভুজসমূহ, সকল দিকে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছিল। নখর-নি তাঁহার শস্ত্র; তিনি স্বীয় চক্রাদি অস্ত্র এবং বজ্রাদি আয়ুধ দ্বা দৈত্য ও দানবদিগকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন; এবং তি অতীব দুর্দ্ধর্ষ। দৈত্যকুঞ্জর হিরণ্যকশিপু ঐরূপ অবলোকনপূর্ব তাঁহার আবির্ভাব-প্রয়োজন বিচার করিয়া কহিতে লাগিল,—'যদিও স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মহামায়াবী হরি এইরূপে আম মৃত্যুচিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি এ উদ্যমে আমার হইতে পারে?' এই কথা বলিয়া সে গদা গ্রহণপূর্ব্বক সিংহন করত সেই নৃসিংহকে লক্ষ্য করিয়া উৎপতিত হইল। সেই অ সেইরূপ নৃসিংহের তেজোমধ্যে পতিত হইবামাত্র অগ্নি-পতি পতঙ্গের ন্যায় অদৃশ্য হইল। যিনি পূর্ব্বে স্বীয় তেজ দ্বারা প্র তিমির পান করিয়াছিলেন, সত্ত্ব-প্রকাশ সেই হরিতে পতি তমোময় অসুরের অদর্শন হওয়া আর বিচিত্র কি? তৎপরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নৃসিংহের উপর গদা গ্রহণপূর্ব্বক দ্বার আরম্ভ করিল। গরুড় যেরূপ মহাসর্প ধারণ করে, মহা ভগবান্ গদাধর সেইরূপ গদার সহিত সেই দানবকে করিলেন। ২০—২৫। হে ভারত! হিরণ্যকশিপু কোনরূপে ক্রীড়াসক্ত হরির হস্ত হইতে নিঃসৃত হইয়া, গরুড়-করতল-নি সর্পের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন হা অমর ও লোকপাল সকল মেঘান্তরিত থাকিয়া মন্দ ভা লাগিলেন। হে রাজন্! মহাসুর যাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত তাঁহাকেই আপনার বীর্য্যে শঙ্কিত জ্ঞান করিল। পুনর্ব্বা ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া খড়্গ-চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক বেগে পুনঃ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। শ্যেনতুল্য বেগবান্ হইয়া খড়্গ, পথে ঊর্দ্ধ-অধোভাগে ছিদ্রশূন্যভাবে সঞ্চরণ করিতে থাকি নৃসিংহরূপী ভগবান্ হরি বিকট মহাশব্দে ভীষণ অট্টহাস্য ভয়মুদ্রিত-নেত্র সেই অসুরকে বেগে গ্রহণ করিলেন। প্রহারেও তাহার গাত্রে আঁচড় লাগে নাই, কিন্তু হরি ধরি ব্যাল-গৃহীত মূষিকের ন্যায় সে গ্রহণ-পীড়িত হইয়া ছট করিতে লাগিল। ভগবান্ দ্বারদেশে আপনার ঊরুর উপরে ত

হিরণ্যকশিপু-বধ।

রাখিয়া, গরুড় যেরূপ মহাবিষ সর্পকে বিদারণ করে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। সেই নৃসিংহের করাল লোচন ক্রোধে দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছিল এবং তিনি নিজ রসনা দ্বারা ব্যাত্ত-বদনভাগ বারংবার লেহন করিতেছিলেন। হস্তিবধ দ্বারা সিংহের ন্যায় অন্ত্রমালাধারী নৃসিংহের কেশর ও আনন রক্তাক্ত হইয়া অরুণবর্ণ হইল। তিনি নখাঙ্কুর দ্বারা তাহার হৃৎপদ্ম উৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পরে তাহার উদ্যতাস্ত্র সহস্র সহস্র অনুচরবর্গকে বধ করিলেন। তাঁহার নখরাস্ত্রধারী দোর্দণ্ড বাহু সকল দৈত্যহানীয় হইয়াছিল। ২৬—৩১। হে রাজন্! নৃসিংহ দৈত্য-বধার্থ ব্যগ্র হইয়া, ভয়ঙ্কর আড়ম্বর করিয়াছিলেন। মেঘ সকল তাঁহার জটাস্পর্শে প্রকম্পিত হইয়া বিদীর্ণ, গ্রহগণের জ্যোতিঃ তাঁহার দৃষ্টি দ্বারা তিরস্কৃত এবং সাগর সকল শ্বাস-বায়ুতে আহত হইয়া ক্ষুভিত হইয়াছিল। দিগ্‌গজ সমস্ত তাঁহার নির্ঘোষে ভীত হইয়া চীৎকার করিতেছিল। তাঁহার জটাযাতে উৎক্ষিপ্ত বিমান-সহস্রে সঙ্কীর্ণ হইয়া স্বর্গ যেন আরও ঊর্দ্ধে উঠিল; পদভর-পীড়িতা পৃথিবী যেন নিম্নে যাইতে লাগিল! ইঁহার বেগে পর্ব্বত সকল যেন উৎপাটিত হইল। আকাশ এবং দিক্ সকল তাঁহার তেজে দীপ্তিশূন্য হইল। অনন্তর সভামধ্যে উত্তম নৃপাসনে উপবিষ্ট, প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য অতি তেজস্বী, অতি ক্রোধী, ভীমবক্ত্র প্রভুকে সেবা করিতে কেহ সমর্থ হইল না। রাজন্! লোকত্রয়ের শিরঃপীড়া-স্বরূপ আদিদৈত্য, সমরে নৃসিংহ-হস্তে নিহত হইয়াছে শুনিয়া, হর্ষাবেগে প্রফুল্ল-বদনা দেবাঙ্গনা সকলে মুহুর্মুহুঃ তাঁহার উপরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে দর্শনাভিলাষী স্বর্গবাসী দেবগণের বিমান-সমূহে গগন-মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেবতারা দুন্দুভি ও পটহ বাদ্য করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। হে তাত! ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গিরিশ প্রভৃতি বিবুধগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, মহাসর্প-নিচয়, প্রজাপতিগণ,

গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, চারণ, যক্ষ, কিংপুরুষ, বেতাল, কিন্নর এবং সুনন্দ-কুমুদাদি সকল বিষ্ণুপার্ষদ, সেই সভায় গমনপূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধন করিয়া সিংহাসনাসীন তীব্রতেজাঃ সেই নৃসিংহের অনতি-দূরে থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্তব করিতে লাগিলেন। ৩২—৩৯। ব্রহ্মা কহিলেন, 'দুরন্ত-শক্তি, বিচিত্রবীর্য্য, পবিত্র-কর্ম্মা, নিজ লীলারূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী, অব্যয়াত্মা অনন্তকে প্রণত হই।' রুদ্র কহিলেন, 'হে ভগবন্! সহস্র যুগান্ত আপনার কোপকাল;—এখন কোপকাল নহে। এই ক্ষুদ্র অসুর নিহত হইল। হে ভক্ত-বৎসল! সমীপাগত ভক্ত তদীয় পুত্রকে রক্ষা কর।' ইন্দ্র কহিলেন, 'হে পরম! আপনার স্বীয় ভাগ (যজ্ঞভাগ) দৈত্যবৃন্দ হরণ করিয়া লয়, আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া সে সকল পুনর্ব্বার প্রত্যানয়ন করিলেন। আপনার আবাসক্ষেত্র আমাদিগের হৃৎপদ্ম দৈত্যকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা প্রবুদ্ধ করিলেন। হে নাথ! অচিরস্থায়ী এই ত্রৈলোক্য-রাজ্য আপনার সেবকদিগের পক্ষে অতিতুচ্ছ। হে নরসিংহ! মুক্তিও তাহা-দিগের আদরণীয় নহে; অন্য কথা ত সামান্য।' ঋষিগণ বলি-লেন, 'হে আদিপুরুষ! আপনি আমাদিগের তপস্যাকে আপনার তেজোরূপ কহিয়াছেন। যাহা দ্বারা আত্মলীন এই জগতের সৃষ্টি করেন, সেই তপস্যা, ধৃত দৈত্যকর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইতেছিল; হে শরণাগত-পালক! বিশ্বপালনার্থ গৃহীত এই শরীর দ্বারা পুনর্ব্বার সেই তপস্যা করিতে তুমি অনুমতি দিলে; তোমাকে নমস্কার।' পিতৃলোকেরা কহিলেন, 'পুত্রগণ আমাদিগকে শ্রাদ্ধ-দান করিলে, যে দুরাত্মা স্বয়ং বলপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিত এবং তীর্থস্নান-কালে দত্ত তিলোদক স্বয়ং পান করিত, প্রখর নখর দ্বারা তদীয় উদর বিদারণপূর্ব্বক যিনি ঐ সকল পুনরায় আহরণ করিয়া দিলেন, সেই অখিল-ধর্ম্মরক্ষক নরসিংহকে আমরা নমস্কার করি।' সিদ্ধগণ কহিলেন, 'হে নৃসিংহ! যে দুরাত্মা স্বীয় যোগ ও তপস্যার বলে আমাদের যোগসিদ্ধা অণিমাদি-সিদ্ধি হরণ করিয়াছিল, বহুদর্পান্বিত সেই অসুরকে যিনি নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন, হে নৃসিংহ! সেই আপনাকে প্রণাম করি।' ৪০—৪৫। বিদ্যাধরগণ বলিলেন, 'আমাদিগের পৃথক্ পৃথক্ ধারণা দ্বারা প্রাপ্ত বিদ্যা, বল-বীর্য্যদৃপ্ত যে অজ্ঞ নিবারণ করিয়াছিল, তাহাকে যিনি যুদ্ধে পশুবৎ নিহত করিলেন, সেই মায়া-নৃসিংহকে নিত্য প্রণাম করি।' নাগগণ বলিলেন, 'যে পাপিষ্ঠ আমাদের ফণাস্থিত রত্ন ও স্ত্রীরত্ন-দিগকে হরণ করিয়াছিল, তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া যিনি এ সমস্ত স্ত্রীগণের আনন্দ প্রদান করিলেন, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি।' মনুগণ কহিলেন, 'দেব! আমরা মনু, আপনার আজ্ঞাবহ; দুরাত্মা দৈত্য আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছিল, আপনি সেই খলকে সংহার করিলেন। প্রভো! আমরা কিঙ্কর; কি করিব, —আজ্ঞা করুন।' প্রজাপতিগণ কহিলেন, 'হে পরেশ! আমরা আপনার সৃষ্ট প্রজাপতি। যে দুরাত্মা দৈত্যের বাধায় আমরা এতকাল প্রজাসৃষ্টি করিতে পারি নাই, যাহার নিষেধে আমরা প্রজাসৃষ্টি করি নাই,—সেই দৈত্য এই; আপনি ইহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করায় এ ভূমিসাৎ হইয়াছে। হে সত্ত্বমূর্ত্তে! আপনার অবতার জগতের মঙ্গল-স্বরূপ।' গন্ধর্ব্বগণ কহিলেন, 'বিভো! আমরা আপনার নর্ত্তক এবং নাট্যগায়ক। যে দুরাত্মা—শৌর্য্য, বীর্য্য ও শক্তি দ্বারা প্রভাবশালী হইয়া আমাদিগকে অধীন করিয়া-ছিল, আপনি তাহাকে সম্প্রতি এই দশা প্রাপ্ত করাইলেন। উৎপথবর্ত্তী কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিতে পারে?' ৪৬—৫০। চারণগণ কহিলেন, 'হরে! আপনার এই পাদপদ্ম সংসার-মোচক; আমরা ইহার আশ্রিত হইলাম; কারণ, আপনি সাধুগণের হৃদয়-পীড়ক এই অসুরকে শেষ করিলেন।' যক্ষগণ কহিলেন, 'প্রভো! আমরা মনোহর কর্ম্ম দ্বারা আপনার অনুচরগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দৈত্য আমাদিগকে নিজ-বাহক করিয়াছিল। হে পঞ্চবিংশ! ঐ দুরাত্মা হইতে লোকের যে পরিতাপ হইতেছিল, আপনি তাহা জানিয়া, হে নৃসিংহ! তাহাকে বিনাশ করিলেন।' কিংপুরুষগণ কহিলেন, 'ভগবন্! আমরা কিংপুরুষ—তুচ্ছ প্রাণী; আপনি মহাপুরুষ ঈশ্বর; এই সাধু-নিন্দিত কাপুরুষ বিনষ্ট হইল,—ইহা আপনার পক্ষে অতি সামান্য।' বৈতালিকগণ কহিল, 'সভাতে এবং যজ্ঞস্থলে আপনার অমল-যশোগান করিয়া আমরা মহতী পূজা লাভ করিতাম; এই দুর্জ্জন আমাদের ঐ পূজা আত্মবশ করিয়াছিল। হে ভগবন্! ভাগ্যক্রমে রোগের ন্যায় দুঃখপ্রদ সেই ব্যক্তি এই আপনাকর্ত্তৃক হত হইল!' কিন্নরগণ কহিল, 'হে ঈশ! আমরা আপনার অনুগত কিন্নর। এই দৈত্য আমাদিগের দ্বারা বিনাবেতনে কর্ম্ম করাইয়া লইত। হে হরে! আপনি সেই পাপি-ষ্ঠকে বিনষ্ট করিলেন। হে নরসিংহ! হে নাথ! আপনি আমাদিগের মঙ্গলজনক হউন।' বিষ্ণুপার্ষদগণ কহিলেন, 'হে শরণদ! অদ্য আমরা সর্ব্বলোক-সুখপ্রদ এই অদ্ভুত নরসিংহরূপ দেখিলাম। হে ঈশ! এই দৈত্য আপনার সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত কিঙ্কর; আমরা ইহার নিধন,—অনুগ্রহ-ফল বলিয়া বুঝিতেছি।' ৫২—৫৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

প্রহ্লাদকর্ত্তৃক ভগবানের স্তব।

নারদ কহিলেন, "ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, নিতান্ত ক্রুদ্ধ দুরাসদ ভগবানের সমীপে গমন করিতে পারিলেন না। দেবগণ প্রথমতঃ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে প্রেরণ করেন। পরে ব্রহ্মা, নিকটে অবস্থিত প্রহ্লাদকে প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন, 'হে তাত! এই প্রভু নৃসিংহ তোমার পিতার প্রতি কুপিত; তুমি সমীপে গিয়া ইহাঁর কোপ-শান্তি কর।' হে রাজন্! মহাভাগবত বালক "আচ্ছা" বলিয়া শনৈঃশনৈঃ তাঁহার সমীপে গমন করত কৃতাঞ্জলি-পুটে ভূতলে শরীর লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিলেন। শিশুকে নিজপাদ-মূলে পতিত দেখিবামাত্র ভগবান্ নৃসিংহ করুণা-পর-বশ হইলেন। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত, কালরূপ সর্পভয়ে ভীত তাহাদিগের অভয়প্রদ নিজ করকমল প্রহ্লাদের শিরোদেশে স্থাপন করিলেন। নৃসিংহ, আপনার করস্পর্শ করিবামাত্র প্রহ্লাদের সমস্ত অশুভ দূর এবং তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইল; অতএব তিনি নির্ব্বৃত হইয়া হৃদয়মধ্যে ভগবানের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর পুলকিত, হৃদয় প্রেমার্দ্র এবং নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১—৬। অনন্তর একাগ্র মনে উত্তম সমাহিত হইয়া, ভগবানে চিত্ত ও নয়ন স্থাপনপূর্ব্বক প্রেমগদ্গদ বচনে শ্রীহরিকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন,—'যাঁহাদিগের মন, সত্ত্বগুণেই বিভোর,—সেই সমস্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনি ও জ্ঞানী প্রভৃতি যে সকল মহাত্মাদিগের বচন-প্রবাহ ও বহুতর গুণ দ্বারাও যাঁহার আরাধনা করিতে পারেন নাই, সে হরি আমার স্তবে কিরূপে তুষ্ট হইবেন? আমি বিবেচনা করি,—ধন, সদ্বংশে জন্ম, রূপ, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, তেজঃ প্রভাব, শারীরিক বল, পৌরুষ, প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গযোগ,—এ সকল গুণও সেই পরম-পুরুষের আরাধনে উপযোগী নহে। সেই ভগবান্ কেবল ভক্তি দ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত দ্বাদশ-গুণ-ভূষিত বিপ্রও যদি ভগবান্ পদ্মনাভের পাদপদ্ম-পরাঙ্মুখ হন, তবে—যে চণ্ডালের মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানে

র্পিত, সে চণ্ডালকেও তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। কারণ, ঐ চণ্ডাল, কুল পাবন করিতে পারেন; কিন্তু প্রভূত গর্ব্বশালী ঐ ব্রাহ্মণ পারেন না। এই প্রভু নিজলাভ-পূর্ণ এবং দয়ালু; অতএব নিজের জন্ত অজ্ঞ-মনুষ্যদিগের নিকট পূজা লন না। কিন্তু যেমন মুখের শোভা-সম্পাদন, প্রতিবিম্ব-মুখেরও শোভাজনক হয়; তদ্রূপ ভগবানের যে, যেরূপ পূজাবিধান করে, তাহাই আত্মসুখকর হয়। অতএব আমি নীচ হইলেও, বিক্লবতাশূন্ত হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে ভগবান্ ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন করি। সেই বর্ণন দ্বারা, অবিদ্যাবশে সংসার-প্রবিষ্ট পুরুষও পবিত্র হয়। ৭—১২। হে ঈশ! এই সমস্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ ভয় পাইতেছেন। ইহাঁরা সকলেই আপনার আজ্ঞাবহ; অতএব আপনার শ্রদ্ধালু ভক্ত,— আমাদের অসুর-জাতির সদৃশ বৈরভাবে ভক্ত নহেন। আপনার মনোহর অবতার দ্বারা এইরূপ নানাবিধ ক্রীড়া কেবল এই জগতের মঙ্গলার্থ, অথবা নিজ সুখার্থ। এতএব এক্ষণে আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। অসুরকে ত অদ্য বধ করিয়াছেন। সাধুও, সর্প-বৃশ্চিকাদি হিংস্রহত্যায় আনন্দিত হয়। লোকসমস্ত নির্ব্বৃত হইয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে। হে নৃসিংহ! মানবগণ আপনার রূপ, ভয়শান্তির জন্ত স্মরণ করে। হে অজিত! আপনার এই ভয়ঙ্কর আস্য, জিহ্বা, এই সূর্য্যসদৃশ নেত্র, এই ভ্রুকুটীভঙ্গী ও উগ্রদংষ্ট্রা, এই অন্ত্রময় মাল্য, কর্ণদ্বয় ও কেশর,—শোণিতাক্ত হইয়া উন্নত হইয়াছে। আপনার গর্জ্জনে দিগ্‌গজ সকল ভীত হইয়া পলাইতেছে; কিন্তু শত্রুবিদারী-নখাগ্র হইতেও আমার ভয় হয় না। হে দীনবৎসল! দুঃসহ উগ্র সংসারচক্র-পেষণে আমি ত্রস্ত হইতেছি। যেহেতু, নিজ কর্ম্ম দ্বারা ঐ সংসারচক্রে হিংস্র-জন্তু-মধ্যে বদ্ধ হইয়া নিক্ষিপ্ত রহিয়াছি। হে উত্তম! আপনি কখন্ প্রীত হইয়া মোক্ষশরণ নিজ চরণ-যুগলে আমাকে আহ্বান করিবেন? হে দেব! যেহেতু আমি সকল যোনিতেই প্রিয়-বিয়োগ ও অপ্রিয়-সংযোগ-সম্ভূত শোকানলে সাতিশয় দগ্ধ হইতেছি। দুঃখের যাহা ঔষধ, তাহাও দুঃখ; আমি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া ঘুরিতেছি। হে ভগবন্! আমাকে আপনার দাস্যযোগ বলুন; আপনি প্রিয়-সুহৃদ্ এবং পরম দেবতা; বিরিঞ্চি-কীর্ত্তিত ত্বদীয় লীলাকথা অনুকীর্ত্তন করত আপনার চরণ-যুগলাশ্রয় পরমহংসগণের সঙ্গ-লাভে গুণ-বিমুক্ত হইয়া দুর্গমস্থান সকল উত্তীর্ণ হই। ১৩—১৮। হে নৃসিংহ! দুঃখ-সন্তপ্ত ব্যক্তির দুঃখ-নাশার্থ যে উপায় লোকে প্রসিদ্ধ আছে, আপনার উপেক্ষিত দেহীদিগের পক্ষে তাহা আত্যন্তিক উপকারী নহে। বালকের পিতা-মাতা, পীড়িতের ঔষধ এবং সাগরে মজ্জমানপ্রায় ব্যক্তির নৌকাও আত্যন্তিক রক্ষার কারণ নহে। ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব-সম্পন্ন অপর কর্ত্তাই হউন বা পরকর্ত্তাই হউন, যাহাতে, যে নিমিত্ত, যখন, যদ্দ্বারা, যেহেতু, যৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যাহার, যাহা হইতে, যাহার প্রতি, যে, যে কার্য্য যেরূপে প্রস্তুত করেন বা রূপান্তর করেন, তৎসমস্তই আপনার স্বরূপ। কালক্রমে মায়ার গুণক্ষোভ হওয়ায়, ঐ মায়া ত্বদীয় অংশ পুরুষের অনুমোদিত অনুগ্রহে মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীর সৃষ্টি করেন। ঐ মন দুর্জ্জয় কর্ম্মময়, ছন্দোময়। তাহাতেই জীবের অবিদ্যা, তদীয় ভোগার্থ ষোড়শ বিকার অর্পণ করিয়াছেন। হে অজ! এইরূপ সংসারচক্র-রূপ মন আপনি ভিন্ন অন্ত কোন্ ব্যক্তি উত্তীর্ণ হইতে পারে? হে ঈশ্বর! যিনি চিৎশক্তি দ্বারা বুদ্ধির গুণসমূহকে নিত্য জয় করিয়াছেন, আপনি সেই পুরুষ এবং আপনি কালস্বরূপ; সুতরাং কার্য্য-কারণ-শক্তি সকল আপনার অধীন। আমি এই ষোড়শার-চক্রে মায়াকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় নিষ্পীড়িত হইতেছি; হে বিভো! আপনি এই বিপন্ন ব্যক্তিকে গ্রহণ করুন। বিভো! আমি সমস্ত লোকপালদিগের লোক-স্পৃহণীয় আয়ু, সম্পত্তি এবং বিভব দেখিয়াছি; আমার পিতার কোপহাস্য-বিকৃত ভ্রূভঙ্গিমাত্রে ঐ সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছিল এবং তুমি সেই পিতাকে পরাভূত করিলে। সুতরাং দেহীদিগের ভোগের পরিণাম আমি জানি; এইজন্ত ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়, সম্পত্তি, বিভব—কোন বিষয়েই স্পৃহা করি না। কেননা, মহাবিক্রম কালাত্মক আপনি তৎসমস্তই বিনষ্ট করিয়া দেন। অতএব আমাকে নিজ ভৃত্যপার্শ্বে স্থাপন করুন। ১৯—২৪। শ্রুতিসুখ, মৃগতৃষ্ণা-সদৃশ মঙ্গল সকল কোথায়,—আর অশেষ-রোগের উদ্ভবক্ষেত্র এই কলেবরই বা কোথায়। ইহা জানিয়াও লোক মধুতুল্য দুর্লভ সুখ-লেশ দ্বারা কামাগ্নি শান্ত করিতে ব্যগ্র থাকায় দুঃখিত হইবার অবসর পায় না। হে ঈশ! রজোগুণোৎপন্ন ও তমোবহুল অসুরকুলে উৎপন্ন আমিই বা কোথায়! এবং আপনার অনুকম্পাই বা কোথায়? শিব এবং লক্ষ্মীর মস্তকে আপনার প্রসাদস্বরূপ যে করকমল অর্পিত হয় নাই, এই কৃপাবলে তাহা আমার মস্তকে অর্পণ করিলেন। আপনি জগতের আত্মা, এবং সুহৃদ্; অতএব যেমন সামান্ত লোকের 'ইহারা উত্তম, ইহারা নীচ' ঈদৃশ পরাপর-বুদ্ধি হইয়া থাকে, আপনার সেরূপ হয় না। সেবা দ্বারা কল্পবৃক্ষের ন্যায় আপনার প্রসাদ হয় এবং সেবানুরূপ ধর্ম্মাদির উদয় হইয়া থাকে; পরাপরত্ব তাহার কারণ নহে। ভগবন্! বিষয়াভিলাষী এই সমস্ত লোক এইরূপে সংসার-সর্পকূপে নিপতিত হইতেছে। আমিও তদীয় প্রসঙ্গে তাহাতে পতিত হইতেছিলাম,—এমন সময়ে হে ভগবন্! দেবর্ষি আমাকে বশীভূত করিয়া অনুগ্রহ করেন, তাহাতেই আমি সেই কূপে পতিত হই নাই। সেই আমি কিরূপে আপনার ভক্ত সাধুবৃন্দের সেবা বিসর্জ্জন করিব? হে অনন্ত! আমার পিতা অন্যায় কার্য্য করিতে অভিলাষী হইয়া খড়্গ ধারণপূর্ব্বক যখন বলিয়াছিলেন, 'আমি তোর মস্তক ছেদন করি, মদ্ভিন্ন ঈশ্বর থাকে ত তোকে রক্ষা করুক'; তখনই আপনি আমার প্রাণরক্ষা এবং আমার পিতৃবধ করিয়াছিলেন। দুইই কেবল নিজ ভৃত্য ঋষির বচন সত্য করিবার জন্ত—ইহা আমি বুঝিতেছি। ২৫—২৯। এই অখিল জগৎ এক আপনারই স্বরূপ; ইহার প্রথমে, চরমে ও মধ্যে আপনিই বিরাজমান। আপনি নিজ-মায়া দ্বারা সৃষ্ট গুণ-পরিণামাত্মক এই জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই সমস্ত গুণাবলম্বন বশতঃ নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। হে ঈশ! আপনিই এই কার্য্য ও কারণাত্মক জগৎ এবং ইহা আপনা হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু আপনি ইহা হইতে পৃথক্; অতএব আত্ম-পর—অলীক মায়ামাত্র। যাহা হইতে যাহার সৃষ্টি, স্থিতি, প্রকাশ এবং সংহার হয়,—সেই কারণ ও কার্য্য অভিন্ন। তরু যেমন পার্থিব-বীজময় এবং পৃথিবী যেমন ভূতসূক্ষ্মময়, তদ্রূপ এই সমস্ত বিশ্বই আপনার স্বরূপ। আপনি স্বয়ং এই জগৎকে আপনাতে গ্রস্ত করিয়া স্বীয় সুখ অনুভব করত নিরীহভাবে প্রলয়-জলরাশি-মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন। আপনি যোগ দ্বারা নয়ন মুদ্রিত এবং স্বপ্রকাশ দ্বারা নিদ্রা নিপীত করিয়া অবস্থাত্রয়াতীত স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক তমোযুক্ত বা বিষয়ভোক্তা হন না। এই জগৎ সেই আপনারই স্বরূপ; নিজ কালশক্তি দ্বারা প্রকৃতির ধর্ম্ম গুণত্রয়কে আপনি প্রেরণ করেন। অনন্ত-শয়ন হইতে সমাধি-বিরত হইবার সময় আপনার নাভি হইতে একার্ণব-জলে একটী মহাপদ্ম হইয়াছিল, তাহা আপনাতেই নিগূঢ় থাকে। সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে যেমন মহাবৃক্ষ হয়, ঐ পদ্ম হইতে সেইরূপ এই সমস্ত লোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পদ্ম হইতে উদ্ভূত

ব্রহ্মা, সেই পদ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দেখিতে পান নাই। পদ্মের কারণ বহির্দ্দেশে অবস্থিত ভাবিয়া, ব্রহ্মা শত বর্ষ জলে নিমগ্ন হইয়া, অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু উপাদান-কারণস্বরূপ আপনি, তাঁহার দেহে ব্যাপ্ত থাকিলেও আপনাকে জানিতে পারিলেন না। অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে কি বীজ পৃথক্‌ভাবে দৃষ্টি-গোচর হয়? সেই ব্রহ্মা বিস্মিতভাবে সেই পদ্ম আশ্রয় করিয়া বহুকাল তীব্র তপস্যা করিলে শুদ্ধচিত্ত হইলেন এবং ভূমিতে বিস্তৃত সূক্ষ্ম গন্ধের ন্যায়—পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণাদিময় স্বদেহে সন্মাত্ররূপে অবস্থিত আপনাকে দেখিতে পাইলেন। ৩০—৩৫। সহস্র বদন, সহস্র চরণ, সহস্র মস্তক, সহস্র হস্ত, সহস্র উরু, সহস্র নাসিকা, সহস্র কর্ণ, সহস্র নয়ন, সহস্র সহস্র আভরণ এবং সহস্র সহস্র অস্ত্র সম্পন্ন মায়াময় পাতালাদি-অবয়ব-শালী মহাপুরুষ আপনাকে অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা আনন্দিত হইলেন। তখন আপনি হয়গ্রীব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবদ্রোহী মহাবল মধু-কৈটভ নামক রজস্তমঃস্বরূপ অসুরদ্বয়ের বধ করিয়া ব্রহ্মাকে শ্রুতিগণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। বেদে কথিত আছে,—সত্ত্বগুণ আপনার প্রিয়তম তনু। আপনি এইরূপে মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য প্রভৃতি অবতার দ্বারা লোক সকলের পালন, জগতের প্রতিকূল ব্যক্তিদিগের বিনাশ এবং যুগ-পরম্পরাগত ধর্ম্মরক্ষা করেন, কিন্তু কলিযুগে আপনি তিরোহিত; আপনি ত্রিযুগ নামে প্রসিদ্ধ। হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমার এই মন কলুষ-দূষিত, বহির্ম্মুখ, দুর্দ্ধর্ষ, কামাতুর; সুতরাং হর্ষ, শোক, ভয় এবং ত্রিবিধ দুঃখে পীড়িত হইয়াও আপনার কথায় প্রীতিলাভ করে না। এইরূপ মন থাকিতে, দীন আমি কিরূপে আপনার তত্ত্ব বিচার করিব? হে অচ্যুত! বহু-সপত্নীর ন্যায় অতৃপ্তা রসনা একদিকে; শিশ্ন, অন্য দিকে; ত্বক্, উদর ও শ্রবণ, অন্য কোন দিকে; নাসিকা ও চপল চক্ষু, অপর দিকে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল কোন দিকে—গৃহ-স্বামীকে আকর্ষণ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। ভগবন্! এই প্রকার সংসার-বৈতরণী-নদীমধ্যে নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা পতিত,—পরস্পর-সম্ভূত জন্ম, মরণ ও অশন দ্বারা অতীব ভীত, ভেদবুদ্ধিশালী এই মূঢ় লোককে অবলোকন করত, হে পারস্থিত! অদ্যই অনু-কম্পা প্রকাশপূর্ব্বক রক্ষা করুন। ৩৬—৪১। হে ভগবন্! অখিল-গুরো! এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারহেতু আপনার সকল লোককে পার করিতে প্রয়াস কি আছে? হে আর্ত্তবন্ধো! আপনি মহাত্মা; মূঢ়জনেও আপনার অনুগ্রহ আছে। আমরা আপনার ভক্তবৃন্দকে সেবা করি, পার হইতে আমরা বড় চিন্তিত নহি। হে সর্ব্বোত্তম! আপনার বীর্য্য গানরূপ মহাসুধায় আমার চিত্ত মগ্ন হইয়াছে, তাহাতে আমি দুস্তর সংসার-বৈতরণীকেও ভয় করি না; কিন্তু তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য মায়াসুখের জন্য ভার-উদ্বহনকারী ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া আমার অতিশয় শোক হয়। হে দেব! মুনিগণ প্রায় নিজ নিজ মোক্ষ অভিলাষ করিয়া নির্জ্জনে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন,—পরের জন্য তাঁহাদের যত্ন নাই। এই সমস্ত দীন বালকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমি মুক্তি কামনা করি না। এই ভ্রান্ত-লোকের আপনি ভিন্ন আর রক্ষক দেখিতেছি না। স্ত্রীসঙ্গাদি গৃহস্থ-সুখ; তাহাতে করদ্বয়ের কণ্ডূয়নের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই দেখা যায়, অতএব উহা তুচ্ছ; দীন-ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ পাইয়াও ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। কোন ধীর-ব্যক্তি কণ্ডূয়নের ন্যায় অভিলাষকে সহ্য করিতে সমর্থ হয়। মৌন, ব্রত, শ্রুত, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, বেদব্যাখ্যা, নির্জ্জনে অবস্থান, জপ এবং সমাধি—এই যে দশটী মোক্ষসাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ,—হে পুরুষ! ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের জীবনোপায় হয়; দাম্ভিক লোকদের কখন জীবনোপায় হয়,—কখন নাও হয়। বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় কার্য্য-কারণ আপনার স্বরূপ বলিয়া বেদে উক্ত; আপনি কিন্তু রূপাদি-বর্জ্জিত। যেরূপ মথন দ্বারা কাষ্ঠে বহ্নির অনুভব হয়, সেই-রূপ জিতেন্দ্রিয়গণ, ভক্তিযোগ দ্বারা কার্য্য ও কারণ—উভয়েই আপনাকে অনুগত দর্শন করেন। অন্য প্রকারে সে জ্ঞান হয় না। আপনি,—বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকল, মন, চিত্ত এবং অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাবর্গ। হে ভূমন্! স্থূল সূক্ষ্ম—সকলই আপনি; মনোবাক্য-গোচর কোন বস্তুই আপনা হইতে ভিন্ন নহে। ৪২—৪৮। গুণাধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ, গুণিগণ, মহদাদি মনপ্রভৃতি দেব-মনুষ্যগণ—সকলেই জড়োপাধি এবং আদি ও অন্তবিশিষ্ট। হে উরুগায়! এইজন্য সুধীগণ বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়নাদি হইতে বিরত হইয়া সমাধিযোগে আপনার উপাসনা করেন। অতএব হে অর্হত্তম! আপনি পরমহংসদিগের প্রাপ্য। নমস্কার, স্তব, কর্ম্মার্পণ, পূজন, চরণ-স্মরণ ও কথাশ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত লোক আপনাতে কি প্রকারে ভক্তি লাভ করিবে?' নারদ কহিলেন, "ভক্ত, ভক্তিসহকারে এইরূপ গুণবর্ণন করিলে সেই নির্গুণ নৃসিংহ কোপ সংযত করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক প্রণত প্রহ্লাদকে কহিলেন, 'হে ভদ্র প্রহ্লাদ! হে অসুরোত্তম! তোমার মঙ্গল হউক; আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, নিজ অভিমত বর প্রার্থনা কর। আমিই মানবদিগের কামনা পূর্ণ করি। হে আয়ুষ্মন্! যে ব্যক্তি আমার প্রীতি উৎপাদন করিতে না পারে, তাহার পক্ষে আমার দর্শন দুর্লভ। আমার দর্শন পাইলে কোন ব্যক্তিকে অপূর্ণকাম বলিয়া অনুতাপ করিতে হয় না। হে মহাভাগ! আমি সর্ব্বকল্যাণের অধীশ্বর; ধীর সাধুগণ, শ্রেয়স্কাম হইয়া সর্ব্বতোভাবে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন।' নারদ কহিলেন, "অসুরোত্তম প্রহ্লাদ নিরুপাধি ভক্ত; এইজন্য লোক-প্রলোভন বর দ্বারা ভগবান্ প্রলোভিত করিলেও তিনি ঐ সকল বর লইতে ইচ্ছা করিলেন না।" ৪৯—৫৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

ভগবান্ নৃসিংহের অন্তর্দ্ধান।

নারদ কহিলেন, "রাজন্! সেই সমস্ত বর, ভক্তিযোগের অন্তরায়-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, বালক ঈষৎ হাস্য করত হৃষী-কেশকে বলিলেন, 'ভগবন্! আমি স্বভাবতঃ কামাসক্ত; এই সকল বর দ্বারা প্রলোভিত করিবেন না। আমি কামসঙ্গ হইতে ভীত হইয়া নির্ব্বিন্ন-চিত্তে মোক্ষ-কামনায় আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। প্রভো! আমার বোধ হয়, আপনি ভৃত্যলক্ষণ-জিজ্ঞাসু হইয়া সংসারের বীজ এবং হৃদয়-গ্রন্থিকে কামসমূহে সংযোজিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। নতুবা হে অখিল-গুরো! আপনি করুণাময়; আপনার এরূপ অনর্থ-প্রবর্ত্তন অসম্ভব। প্রভো! যে ব্যক্তি আপনার দুর্লভ দর্শন লাভ করিয়া আপনা হইতে সাংসারিক মঙ্গল প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে; সে বণিক্। স্বামীর নিকট যে ব্যক্তি স্বীয় কল্যাণ আশা করে, সে ভৃত্য নহে এবং যিনি নিজের প্রভুত্ব-ইচ্ছায় ভৃত্যকে মঙ্গল বিতরণ করেন, তিনিও প্রভু নহেন। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত, আপনিও আমার অভিসন্ধি-শূন্য স্বামী। অতএব রাজা এবং সেবকের ন্যায় অভিসন্ধিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। ১—৬। হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি আমাকে অভিলষিত বর নিতান্তই দান করেন, তবে আমার হৃদয়-মধ্যে যেন অভিলাষ অঙ্কুরিত না হয়,—এই বর আপনার নিকট যাচ্ঞা করি। হে ভগবন্! কাম অতীব অনিষ্টকর

হা উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, ম্পদ্, তেজ, স্মৃতি, এবং সত্য—সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। হে ণ্ডরীকাক্ষ! মানব, হৃদয়স্থিত কামনা সকল যখন পরিত্যাগ করে, নই আপনার সমান ঐশ্বর্য্য লাভে যোগ্য হইয়া থাকে। আপনি,— গবান্ পরম-পুরুষ, মহাত্মা হরি, বিচিত্র সিংহ, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, াপনাকে নমস্কার করি।' ভগবান্ কহিলেন, 'বৎস! তোমার ায় ভক্তজন ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ-কামনা করে না বটে, ন্তু এই মন্বন্তরে এস্থানে দৈত্যেশ্বর-ভোগ্য ভোগ সকল সম্ভোগ র। আমার প্রিয় কথা সকল সেবা কর; সর্ব্বভূতে বর্ত্ত-ান একমাত্র যজ্ঞাধিষ্ঠাতা আমাকে আত্মনিবেশিত করিয়া মি আমাতে অর্পণ দ্বারা কর্ম্মফল পরিত্যাগ করত যজ্ঞ ীত কর। ৭—১২। বৎস! ভোগ দ্বারা পুণ্য, পুণ্যকার্য্য রা পাপ এবং কালক্রমে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক বন্ধনমুক্ত ইলে, সুরলোক-কীর্ত্তিত বিশুদ্ধ-কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া আমাকে প্রাপ্ত ইবে। যে মানব, তোমার কৃত এই স্তব যথাচিত-কালে তোমাকে ামাকে স্মরণ করিয়া পাঠ করিবে, সে কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবে।' হ্লাদ কহিলেন, 'আপনি বরদাতা মহেশ্বর; আপনার নিকট এই র প্রার্থনা করি,—আমার পিতা আপনার ঐশ্বরিক তেজ অবগত না ইয়া যে নিন্দা করিয়াছেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ সর্ব্বলোক-গুরু াপনাকে—'ভ্রাতৃহন্তা' এই মিথ্যা-জ্ঞানের বশীভূত হইয়া যে টূক্তি করিয়াছেন, আর আপনার ভক্ত আমার প্রতি যে অত্যাচার রিয়াছেন;—হে দীনবৎসল! আমার পিতা তৎকালে আপন টাক্ষে পবিত্র হইলেও প্রার্থনা করি, যেন তিনি সকল দুরন্ত দুস্তর াপরাশি হইতে মুক্ত হন।' ১৩—১৭। ভগবান্ কহিলেন, 'হে ষ্পাপ! তোমার পিতা ও পূর্ব্বতন একবিংশতি পুরুষও পবিত্র ইয়াছে, কারণ, তুমি তাহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ;—হে াধো! তুমি কুলপাবন। যেখানে সমদর্শী, প্রশান্ত, সাধু, সদাচার-ম্পন্ন, আমার ভক্তগণ থাকে, তথায় নীচ-ব্যক্তিগণও পবিত্রতা ভ করে। হে দৈত্যেন্দ্র! যে মহৎ পুরুষ, যে বিবিধ াণি সমূহ-মধ্যে সর্ব্বপ্রযত্নে কাহারও কোন হিংসা করে . আমার ভাবে বিভোর হইয়া কামনাশূন্য হইয়াছে। ামার যে অনুগত, তাহারা আমার ভক্ত; অতএব মি আমার ভক্তদিগের উপমাস্থল। তোমার পিতা সর্ব্বতো-াবে পূত হইলেও এক্ষণে তুমি পুত্রের কর্ত্তব্য তদীয় প্রেতকার্য্য াপন কর। প্রহ্লাদ! তোমার জনক সৎপুত্রবান্; আমার ঙ্গ-স্পর্শ দ্বারাই তাহার সদ্গতি লাভ হইবে। হে তাত! এখন মি স্বীয় পৈতৃক-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদবাদী মুনিগণের লক্ষ্যন করিয়া, আমাতে মনোনিবেশপূর্ব্বক মৎপর হইয়া তদনুরূপ র্ম করিতে থাক।' ১৮—২৩। নারদ কহিলেন, "রাজন্! গবান্ যেরূপ আদেশ করিলেন, প্রহ্লাদ সেইরূপই পিতার র্দ্ধদেহিকাদি-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং দ্বিজগণ কর্ত্তৃক অভি-ক্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, দেবাদি-পরিবৃত হইয়া সেই নর-িংহরূপধারী হরিকে প্রসাদ-সুমুখ দর্শন করত পবিত্র-বাক্যে স্তব রিয়া কহিলেন, 'হে দেবদেব! হে অখিলাধ্যক্ষ! হে ভূতভাবন! পূর্ব্বজ! পাপিষ্ঠ অসুর,—আমার সৃষ্ট কোন প্রাণীর বধ্য হইবে ,—এই বর আমার নিকট লইয়াছিল। তপস্যা, যোগ ও শক্তিতে দ্ধত হইয়া সে সমস্ত ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ামাদিগের ভাগ্যক্রমে লোকপীড়ক অসুরকে আপনি নিহত রিলেন। ঐ দৈত্যের তনয় মহাভাগবত বালক প্রহ্লাদকে ত্যু হইতে যে পরিত্রাণ করিলেন,—ইহাও সুমহৎ ভাগ্য; এবং ই প্রহ্লাদ যে এক্ষণে আপনাকে সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হইলেন,— হাও সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। হে ভগবন্! আপনি পরমাত্মা। যে আপনার ধ্যান করে, আপনার এই দেহ তাহাকে সকল প্রকার ভয় হইতে এবং মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।' ভগবান্ কহিলেন, 'হে বিভো! হে পদ্মসম্ভব! অসুরগণ খল-স্বভাব; সর্পদিগকে দুগ্ধদানের ন্যায় এরূপ বর তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে।' ২৪—৩০। নারদ কহিলেন, "রাজন্! ভগবান্ এই বলিয়া এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর প্রহ্লাদ,—ব্রহ্মা, মহেশ, প্রজাপতি এবং দেবতা—এই সকল ভগবানের অংশদিগকে পূজা করিয়া, মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া, বন্দনা করিলেন। তখন পদ্মযোনি ব্রহ্মা, শুক্রাদি মুনির সহিত মিলিত হইয়া প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবদিগের আধিপত্যে স্থাপন করিলেন এবং প্রহ্লাদের প্রতি আহ্লাদ-প্রকাশ ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া পূজা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন্! বিষ্ণুর ঐ দুইজন পার্ষদ বিপ্রশাপে এইরূপে দিতির পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। পরে শত্রুভাবে চিন্তিত হরি, তাহাদিগকে নিহত করেন। পুনরায় তাহারা কুম্ভকর্ণ ও দশগ্রীব নামে দুই রাক্ষস হয়; শেষে রামচন্দ্রের বিক্রমে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩১—৩৬। তাহারা রামচন্দ্রের বাণে নির্ভিন্ন-হৃদয় হইয়া রণশায়ী হইলে, পূর্ব্বজন্মের ন্যায় তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিল। হে যুধিষ্ঠির! তাহারাই আবার সংসারে শিশুপাল ও দন্তবক্র হইয়া পুনর্ব্বার জন্মিয়াছিল; তাহারা তোমার সমক্ষেই বৈরানুবন্ধ দ্বারা ভগবানের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল। এইরূপে কৃষ্ণদ্বেষী রাজগণ শেষে ভগবানের ধ্যান-প্রভাবে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক—পেশস্কৃতের—ধ্যান দ্বারা কীটের তন্ময়ত্ব-প্রাপ্তির ন্যায়,—তন্ময় হইয়াছিল। হে যুধিষ্ঠির! তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'শিশুপাল প্রভৃতি দ্বেষ্টা হইলেও কিরূপে হরি-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল?' ভগবানে ভেদদর্শন-শূন্যা পরম-ভক্তি দ্বারা শিশুপালাদি নৃপগণ যেরূপে তাঁহার সাযুজ্য পাইল, তৎসমুদায় এই তোমায় বলিলাম। ব্রহ্মণ্যদেব মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই পবিত্র অবতার-কথা বর্ণন করিলাম। ইহাতে আদি-দৈত্যদ্বয়ের বধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ৩৭—৪২। মহা-ভাগবত প্রহ্লাদের চরিত্র, তাঁহার ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ঈশ্বর ভগবান্ হরির তত্ত্ব, প্রহ্লাদ-কৃত তদীয় গুণানুবাদ, গুণানুবর্ণন ও উত্তমাধম স্থান সকলের কালকৃত মহাব্যত্যয় এবং যদ্দ্বারা ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায়, সেই ভাগবত ধর্ম্ম,—এই সকল বিষয় ও আত্মানাত্ম-বিবেকাদি সমুদায় বিষয় বিশেষরূপে ইহাতে বর্ণিত হইল। এই পবিত্র আখ্যান বিষ্ণুবীর্য্যে উপবৃংহিত। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন, তিনি কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হন। হে রাজন্! আদি-ভগবানের সিংহলীলা এবং দৈত্যপতি ও দৈত্যযূথপতি-দিগের বধ-বিবরণ যে ব্যক্তি শুচি হইয়া পাঠ করিবেন, সাধুশ্রেষ্ঠ দৈত্যাত্মজ প্রহ্লাদের পবিত্র প্রভাব যিনি শ্রবণ করিবেন,—তিনি ভয়শূন্য হইয়া বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিবেন। মহীপতে! প্রহ্লাদ ভাগ্যবান্; আমরা মন্দভাগ্য,—এই ভাবিয়া বিষণ্ণ হইও না; মনুষ্যলোকে তোমরাও বিশেষ ভাগ্যবান্; যেহেতু, ভুবন-পাবন মুনিগণ তোমাদের গৃহে গতিবিধি করিয়া থাকেন। তোমাদের আলয়ে সাক্ষাৎ পরম-ব্রহ্ম, নররূপে গূঢ় হইয়া বাস করেন। ৪৩—৪৮। সেই শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম; তিনিই মহাজনের অন্বেষণীয় কৈবল্য-নির্ব্বাণের সুখানুভব-স্বরূপ;—তিনি তোমা-দের প্রিয়, সুহৃদ্, মাতুলপুত্র, আত্মা, পূজনীয়, আজ্ঞাকারী এবং গুরু। শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি সুরগণ নিজ বুদ্ধিবলে যাঁহার রূপ নিশ্চয় করিয়া বর্ণন করিতে পারেন না; সেই ভগবান্ মৌনব্রত, উপশম ও ভক্তিযোগ দ্বারা পূজিত হইয়া

প্রসন্ন হউন। হে রাজন্! পূর্ব্বে অনন্ত-মায়াবী ময়দানব, দেবদেব রুদ্রের যশ লুপ্ত করিলে, এই ভগবান্ই পুনরায় তদীয় কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'প্রভো! ময়দানব কোন্ কার্য্যে জগতের ঈশ্বর রুদ্রের যশ বিনষ্ট করিয়াছিল এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে তদীয়-কীর্ত্তি উপচিত করেন,—তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।" নারদ কহিলেন, "বিষ্ণুতেজঃ সংবর্দ্ধিত দেবগণ যুদ্ধে অসুরগণকে পরাজিত করিলে, তাহারা, মায়াবীদিগের পরম-গুরু ময়দানবের শরণাপন্ন হইল। সেই ক্ষমতাশালী দানব—হৈম, রৌপ্য এবং লৌহময় তিন পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন। পুরীর গমনাগমন দুর্লক্ষ্য ও পরিচ্ছদ অনসুমেয় ছিল; এবং তন্মধ্যে গৃহোপকরণ কত ছিল, তর্ক দ্বারাও তাহা জানিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। ৪৯—৫৪। হে নৃপ! অসুরদিগের সেনাপতিগণ ঐ সকল পুরী দ্বারা অলক্ষিত হইয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণ করত লোকপাল এবং লোক]সকলকে নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর লোকপাল-সহিত সকল লোক শিব-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক প্রণত হইলেন এবং সকাতর বচনে নিবেদন করিলেন, 'দেবদব! আমরা আপনারই; ত্রিপুরবাসী অসুরগণ আমাদিগকে বিনষ্ট করে, আপনি পরিত্রাণ করুন।' অনন্তর ভগবান্ সুরগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, 'ভীত হইও না।' ক্ষমতাশালী শিব স্বীয় ধনুতে শর-সন্ধানপূর্ব্বক ঐ সকল পুরীতে শর পরিত্যাগ করিলেন। হে রাজন্! সূর্য্যমণ্ডল হইতে যেমন রশ্মিসমূহ উৎপতিত হয়, সেইরূপ সেই বাণ হইতে অগ্নিবর্ণ বাণসমূহ উৎপতিত হইতে লাগিল এবং সেই সকল বাণ দ্বারা ঐ পুরীত্রয় আবৃত হইয়া পড়িল। অতএব সেই পুরত্রয়ে যে সকল অসুর-সেনাপতি বাস করিত, তাহারা বাণ দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র প্রাণশূন্য হইয়া সে স্থান হইতে নিপতিত হইল। এতদবলোকনে মায়াবী ময়দানব ঐ সকল দানবকে লইয়া আপনার নির্ম্মিত অমৃতময় কূপে নিক্ষেপ করিল। সিদ্ধ অমৃতরসে সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র ঐ সকল অসুর-সেনাপতি বজ্রতুল্য দৃঢ়াঙ্গ এবং মহাবল হইল। এইরূপে মেঘভেদী বিদ্যুদ্রূপ বৃষধ্বজের সঙ্কল্প ভগ্ন হইলে ভগবান্ বিষ্ণু ঐ বিষয়ে এক উপায় করিলেন। ৫৫—৬১। তিনি ব্রহ্মাকে বৎস করিয়া স্বয়ং গাভী হইয়া মধ্যাহ্নকালে সেই ত্রিপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেই কূপ-রসামৃত সমুদায় পান করিলেন। তত্রস্থ অসুরগণ যদিও তাহা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিল, তথাচ বিমোহিত হওয়াতে নিবারণ করিতে পারিল না। মহাযোগী হরি ঐ বিষয় অবগত হইয়া দৈবগতি স্মরণপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে সেই রসপালকদিগকে বলিলেন, 'নিজের, অন্যের কিংবা আত্মপর উভয়ের প্রতি যাহা দৈবকর্ত্তৃক উপকল্পিত হয়, তাহার অন্যথা করিতে কি সুর, কি নর, কি অন্য কোন ব্যক্তি—কেহই সমর্থ নহে।' তৎপরে ভগবান্ হরি,—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, তপস্যা, বিদ্যা ও ক্রিয়াদি দ্বারা নিজ শক্তি শম্ভুর সংগ্রাম-সাধন রথ, সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, ধনুঃ, বাণ, বর্ম্ম প্রভৃতি রচনা করিয়া দিলেন। তখন মহেশ্বর বর্ম্ম-পরিধানপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! ভগবান্ শঙ্কর শরাসনে শর সংযোজনপূর্ব্বক, মধ্যাহ্নকালে সেই দুর্ভেদ্য পুরত্রয় অনায়াসে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি-ধ্বনি হইল। বিমানারূঢ় দেব, ঋষি, পিতৃ ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ 'জয়যুক্ত হও' বলিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ হৃষ্ট হইয়া গান এবং অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। ভগবান্ ত্রিপুরারি এই প্রকারে তিনপুর দগ্ধ করিয়া ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক স্তুত হইতে হইতে স্বধামে প্রত্যাগমন করিলেন। ভগবান্ হরির এইরূপ কার্য্য; তিনি নিজ মায়া দ্বারা স্বাবলম্বিত মনুষ্যরূপের অনুরূপ চেষ্টা করেন। সেই জগদ্গুরুর ত্রিভুবন-পাবক অবিগীত-বীর্য্য এই বলিলাম,—অপর কি বলিব?" ৬২—৭০।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

মনুষ্য-ধর্ম্ম, বর্ণ-ধর্ম্ম ও স্ত্রী-ধর্ম্ম বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, মহত্তমশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের সাধুসমূহ-সম্মানিত চরিত্র শ্রবণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির আনন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্ম-নন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! মানবদিগের সনাতন ধর্ম্ম এবং বর্ণ ও আশ্রম-সমুদায়ের আচার শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি; কারণ, তাহা হইতে পুরুষ,—জ্ঞান ও ভক্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মন্! আপনি পরমেষ্ঠী প্রজাপতির সাক্ষাৎ আত্মজ এবং তপস্যা, যোগ ও সমাধি দ্বারা সকল পুত্রের মধ্যে আপনিই তাঁহার অতিপ্রিয়। নারায়ণ-ভক্ত বিপ্রগণ, গুহ্য পরম-ধর্ম্ম অবগত আছেন। ভবাদৃশ শান্তি-গুণাবলম্বী সাধুরাই দয়ালু; অপরে তাদৃশ নহেন।" নারদ কহিলেন, "যে নারায়ণ লোকদিগের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মের ঔরসে ও দাক্ষায়ণীর গর্ভে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতেছেন, সেই নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তদীয় প্রমুখাৎ শ্রুত ধর্ম্ম সকল বর্ণন করি। ১—৫। হে রাজন্! সর্ব্ববেদময় ভগবান্ হরি এবং বেদজ্ঞগণের স্মৃতিই এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের দ্বৈধস্থলে, যে ধর্ম্ম দ্বারা মনের প্রসন্নতা হয়, সেই ধর্ম্ম—এতৎসমস্ত ধর্ম্মের মূল। সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, সদসদ্-বিচার, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, দান, স্বাধ্যায়, আর্জ্জব, সন্তোষ, সমদর্শী সাধুগণের সেবা, প্রবর্ত্তক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মনুষ্যকৃত কর্ম্ম সকলের নিষ্ফলতা-জ্ঞান, বৃথা-আলাপ পরিত্যাগ, আত্মবিচার, যথোচিত রূপে প্রাণিগণকে অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া, সর্ব্বভূতে আত্মা ও দেবতাজ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণের নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, তাঁহার সেবা, পূজা, প্রণাম ও দাস্য, তাঁহার সহিত সখ্য ও তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ,—হে রাজন্! এই ত্রিংশৎ-লক্ষণাক্রান্ত পরম-ধর্ম্ম সকল মনুষ্যদিগের পক্ষে কথিত হইল। ইহার অনুষ্ঠানে সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর তুষ্ট হন। ৬—১২। সমন্ত্রক সংস্কার যাঁহাদিগের বিচ্ছিন্ন হয় নাই, অথচ ব্রহ্মা যাঁহাকে তাদৃশ-সংস্কারান্বিত বলিয়াছেন, তিনি দ্বিজ। কুল এবং আচারে পরিশুদ্ধ দ্বিজদিগের পক্ষে যজন, অধ্যয়ন, দান ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমোচিত ক্রিয়া সকল বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি ছয় কর্ম্ম; অপর দ্বিজের প্রতিগ্রহ ভিন্ন পাঁচ কর্ম্ম।* প্রজারক্ষক রাজার ব্রাহ্মণ-ভিন্ন প্রজার নিকট কর-শুল্কাদি গ্রহণই,—জীবনোপায়। বৈশ্য জাতির জীবিকা,—কৃষি বাণিজ্যাদি; বৈশ্য সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ-কুলের অনুগত থাকিবে। শূদ্রজাতির ধর্ম্ম,—দ্বিজশুশ্রূষা এবং দ্বিজশুশ্রূষাই তাহার বৃত্তি। (১) অ-স্বসংকৃত কৃষি-আদি বিবিধ অনিষিদ্ধ কার্য্য, (২) অযাচিত-দ্রব্য গ্রহণ, (৩) প্রত্যহ ধান্য-যাচ্ঞা এবং (৪) শিল অর্থাৎ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রস্বামি-পরিত্যক্ত ধান্য-কণা আহরণ বা উঞ্ছ অর্থাৎ আপণাদি-পতিত শস্যকণা সংগ্রহ—ব্রাহ্মণের এই চতুর্ব্বিধ জীবিকা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তর উত্তর প্রশস্ত। নীচজাতি, বিনা আপদে, উৎকৃষ্টবৃত্তি অবলম্বন করিবে না; আপৎকালে সকল বৃত্তি সকলের অবলম্বনীয়। ক্ষত্রিয় আপৎকালেও

---

* আপৎকালে ক্ষত্রিয়েরও যাজন ও অধ্যাপন আছে; এই-জন্য 'অপর দ্বিজের পাঁচ প্রকার কর্ম্ম' বলিয়াছেন। অনাপদে তিন প্রকার।

প্রতিগ্রহ করিবে না। ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত কিংবা সত্যানৃত দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জীবন ধারণ করিতে পারেন; শ্ববৃত্তি দ্বারা কখন জীবিকা-নির্ব্বাহ করা উচিত নহে।১৮—১৮। রাজন্! ঋত শব্দের অর্থ উঞ্ছ ও শীল, অমৃতের অর্থ অযাচিত, মৃত শব্দের অর্থ নিত্য যাচ্ঞা, প্রমৃতের অর্থ কৃষি, সত্যানৃতের অর্থ বাণিজ্য এবং শ্ববৃত্তির অর্থ নীচসেবা। শ্ববৃত্তি অতিশয় জুগুপ্সিত;—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় কখন তাহা স্বীকার করিবে না; কেননা, ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদময় এবং ক্ষত্রিয়ও সর্ব্বদেব-স্বরূপ। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, দয়া, বিষ্ণুপরায়ণতা এবং সত্য;—এই সমস্ত ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, দান, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা এবং সত্য,—এই সকল ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেব, গুরু ও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের পোষণ; আস্তিক্য; নিত্য উদ্‌যোগ এবং নৈপুণ্য,—এই সমুদায় বৈশ্যের লক্ষণ। প্রণাম, শৌচ, অকপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্রক যজ্ঞ, অচৌর্য্য, সত্য এবং গো-ব্রাহ্মণের রক্ষা,—এই কয়টী শূদ্রের লক্ষণ। ১৯—২৪। পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলতা, পতিবন্ধুর অনুবৃত্তি, সর্ব্বদা পতির নিয়ম-ধারণ,—এই কয়টী পতিব্রতাদিগের লক্ষণ ও ধর্ম্ম। সাধ্বী স্ত্রী—সম্মার্জ্জন, উপলেপন, গৃহভূষণ, গৃহের সৌগন্ধ্য-সম্পাদন ও প্রত্যহ গৃহোপকরণ-সামগ্রী পরিষ্কার করা,—এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা এবং স্বয়ং ভূষিত হইয়া, নানাবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান, বিনয়, দম, সুনৃতবাক্য ও প্রেম-প্রকাশ দ্বারা সর্ব্বদা পতিসেবা করিবেন। রমণী,—যথালাভে সন্তুষ্টা, অলোলুপা, দক্ষা, ধর্ম্মজ্ঞা, সুনৃত-বাদিনী, সাবধানা, শুচি এবং স্নিগ্ধা হইয়া অপতিত পতির ভজনা করিবে। হে রাজন্! যে নারী, লক্ষ্মীর ন্যায় পতিপরায়ণা হইয়া হরিভাবে পতির সেবা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে হরিস্বরূপ পতির সহিত, লক্ষ্মীর ন্যায় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অন্ত্যজ ও অন্ত্যাবসায়ী সঙ্কর-জাতীয়গণ, চৌর্য্যবৃত্তি বা পাপকার্য্যে রত না হইয়া কুলক্রমাগত বৃত্তি অবলম্বন করিবে। রজক, চর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি,—অন্ত্যজ। আর চাণ্ডাল, পুক্কস প্রভৃতি,—অন্ত্যাবসায়ী।২৫—৩০। মনুষ্যদিগের স্বভাবানুসারে যুগে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, বেদদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন, সেই ধর্ম্মই ইহকালে ও পরকালে তাহাদিগের সুখের হেতুভূত। স্বভাব-বিহিত বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণপূর্ব্বক নিজ কর্ম্ম করত ক্রমে ক্রমে স্বভাবজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীব নির্গুণত্ব লাভ করে। যে ক্ষেত্রে বারংবার বীজবপন হয়, সে ক্ষেত্র আপনিই নিস্তেজ হইয়া আইসে,—আর শস্য উৎপা-দনে সমর্থ হয় না; উপ্তবীজও বিনষ্ট হয়। কাম-বাসনাময় চিত্ত অতিশয় কামসেবনে বিরক্ত হইতে পারে। হে রাজন্! ঘৃত-বিন্দুসেকে অগ্নির ন্যায় স্বল্পকাম সেবনে চিত্তও শান্ত হইতে পারে না। যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলিলাম, তদন্য বর্ণেও যদি সেই লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকেও ঐ বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে।” ৩১—৩৫।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

আশ্রমধর্ম্ম-কথন।

নারদ কহিলেন, “ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুকুলে বাস করত, গুরুতে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ স্থাপনপূর্ব্বক নীচ-দাসের ন্যায় গুরুর হিতানুষ্ঠান করিবে; গুরু, অগ্নি, সূর্য্য ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবে এবং গায়ত্রী-জপ ও ত্রিকালে সন্ধ্যা করিবে। সায়ং প্রাতঃ—উভয় সন্ধ্যাকালেই মৌনী হইয়া থাকিবে। গুরু যখন আহ্বান করিবেন, তখন মন ও দেহ উত্তমরূপে স্থির করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়নের আরম্ভে ও অবসানে মস্তক দ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক গুরুচরণে প্রণাম করিতে হইবে। মেখলা, অজিন, বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু ও উপবীত ধারণ করিবে এবং কুশহস্ত হইয়া থাকিবে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ভিক্ষা করিয়া, ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে নিবেদন করিবে; পরে গুরুর নিকট অনুজ্ঞা পাইলে আপনি ভোজন করিবে,—নচেৎ উপবাস করিয়া দিনপাত করা উচিত। ১—৫। ব্রহ্মচারী,—সুশীল, মিতভোজী, কার্য্যদক্ষ ও শ্রদ্ধাশীল হইবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রীদিগের এবং স্ত্রীজিত ব্যক্তিগণের সহিত আপনার প্রয়োজন-মত ব্যবহার করিবে। গৃহস্থ-ব্যতীত ব্রহ্মচারী মাত্রেই নারী-ঘটিত কথাবার্ত্তা পরিত্যাগ করিবে; কেননা, প্রবল ইন্দ্রিয় সকল যতিরও মন হরণ করে। যুবা-শিষ্য,—যুবতী গুরুপত্নী দ্বারা আপনার কেশ-প্রসাধন, গাত্রমর্দ্দন, স্নপন ও অভ্যঞ্জনাদি-কার্য্য করাইবে না। কারণ, প্রমদা—অগ্নিতুল্য; পুরুষ—ঘৃতকুম্ভ-সদৃশ। নির্জ্জনে কন্যার সহিতও অবস্থিতি নিষিদ্ধ। অন্য সময়ে (কেশ প্রসাধনাদি ব্যতিরিক্ত সময়ে) প্রয়োজন-মত তদীয় কার্য্য করিবে। যতদিন না আত্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা দেহাদিকে আভাসমাত্র বিবেচনা করিয়া জীব স্বতন্ত্র হইতেছেন, ততদিন ভেদজ্ঞান থাকিবে। ভেদজ্ঞান হইতেই বিপর্য্যয়। ভোক্তা ও ভোগ্য—এই ভেদজ্ঞান থাকে ত স্ত্রীসঙ্গ-পরিহার কর্ত্তব্য। এ সকল ধর্ম্ম,—গৃহস্থ এবং যতির পক্ষেও জানিবে। গৃহস্থ ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ করেন বলিয়া তাঁহার গুরুবৃত্তি বৈকল্পিক। ব্রহ্মচারিগণ অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, গাত্র-সংবাহন, স্ত্রীসঙ্গ, চিত্রকর্ম্ম, আমিষ, মধু, মাল্য, চন্দন, অনুলেপন এবং অলঙ্কার ত্যাগ করিবে। দ্বিজ এইরূপে গুরুকুলে বাস করিয়া বেদাঙ্গ, উপনিষদ্ ও তিন বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং নিজের অধিকার ও ক্ষমতানুসারে বেদার্থ বিচার করিবে। যদি শক্ত হয়, তাহা হইলে গুরুর অভিমত দক্ষিণা দিয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা ভিক্ষু হইবে; অথবা ঐ গুরুকুলেই বাস করিবে। বস্তুতঃ প্রবিষ্ট না হইলেও, সকল আশ্রমীই, অধোক্ষজকে নিজ আশ্রয় জীবের সহিত অগ্নিতে, গুরুতে, আপনাতে এবং সর্ব্বভূতে নিয়ন্তৃরূপে প্রবিষ্ট বলিয়া দর্শন করিবে। হে রাজন্! ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, যতি অথবা গৃহী এইরূপ অনু-ষ্ঠানান্বিত হইলে, বিজ্ঞেয় বস্তু বিদিত হইয়া পরম-ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ৬—১৬। অতঃপর বানপ্রস্থদিগের মুনিসম্মত নিয়ম সকল বলি;—এই সমস্ত বিধি অবলম্বন করিলে, বানপ্রস্থ-মুনি নিশ্চয় মহর্লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। বানপ্রস্থ,—কৃষিজাত ফলাদি ভোজন করিবে না; কিন্তু অকৃষিজাত অপক্ব অগ্নিপক্ব ফল অথবা সূর্য্যপক্ব ফলাদিই আহার করিবে। বন্য নীবারাদি-ধান্য দ্বারা কালপ্রাপ্ত চরু ও পুরোডাশ নির্ব্বাহ করিবে; নূতন নূতন অন্নাদি লব্ধ হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত অন্নাদি পরিত্যাগ করিবে। অগ্নি-স্থাপনার্থই পর্ণকুটীর কিংবা গিরিগুহারূপ গৃহ আশ্রয় করিবে। কিন্তু স্বয়ং হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিবে। তিনি জটা ধারণ করিবেন; কেশ, রোম, নখ ও শ্মশ্রু ছেদন করিবেন না; গাত্রীয় মালিন্য পরিষ্কার করিবেন না; কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, বল্কল ও অগ্নিপরিচ্ছদ ধারণ করিবেন। তপঃক্লেশে বুদ্ধিভ্রংশ না হয়, এইজন্য মুনি যথাশক্তি বার, আট, চার, দুই কিংবা এক-বৎসর বনে বিচরণ করিবেন। ব্যাধি বা জরাদি বশতঃ স্বধর্ম্মানু-ষ্ঠানে কিংবা জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ হইলে, অনশনাদি করিবে। ১৭—২৩। অনশনাদি করিতে হইলে, প্রথমে আত্মাতে অগ্নি সমারোপণ করিয়া ‘আমি, আমার’ ইত্যাদি অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে অনুসারে উৎপত্তি, তদনুসারে শারীরিক ছিদ্র সকল,—

আকাশে; নিশ্বাস,—বায়ুতে; উষ্ণতা,—তেজে; শুক্র, শোণিত ও শ্লেষ্মা,—জলে এবং অবশিষ্ট কঠিন অংশ,—পৃথিবীতে;—এইরূপে এই সমষ্টি-স্বরূপ দেহকে নিজ-নিজ-কারণে যথাযোগ্য বিলীন করিবে এবং বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয়কে অগ্নিতে, শিল্প-সহিত করদ্বয়কে ইন্দ্রে, গতির সহিত পদদ্বয়কে বিষ্ণুতে, রতির সহিত উপস্থকে প্রজাপতিতে ও বিসর্গ-সহিত পায়ুকে মৃত্যুতে লীন করিবে। রাজন্! শব্দের সহিত শ্রোত্রকে দিঙ্মণ্ডলে, স্পর্শের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়কে বায়ুতে, চক্ষুর সহিত রূপকে তেজে, রসনের সহিত জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনী-কুমারের সহিত ঘ্রাণকে গন্ধবতী ভূমিতে বিলীন করিবে। মনোরথের সহিত মনকে চন্দ্রে, বোধ্য পদার্থের সহিত বুদ্ধিকে ব্রহ্মাতে এবং অহঙ্কারের সহিত কর্ম্ম সকল রুদ্রে লীন করিবে। এই অভিমান হইতেই 'আমি, আমার' ইত্যাদি জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রিয়া হয়। তদনন্তর চেতনার সহিত চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞে এবং গুণসঙ্গে বিকৃতিপ্রাপ্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে নির্ব্বিকার ব্রহ্মে বিলীন করিবে। অবশেষে পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কার-তত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে, মহৎতত্ত্বকে প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতিকে পরমাত্মাতে মিশাইবে। এইরূপে উপাধি লীন হইলে পর যে জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহাকে অবিনাশী জানিয়া দ্বিত-জ্ঞানশূন্য-মুনি,—কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ-বিরত হইবে।" ২৪—৩১।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সিদ্ধাবস্থা-বর্ণন।

নারদ কহিলেন, "হে রাজন্! জ্ঞানাভ্যাসে সমর্থ ব্যক্তি ঐরূপ চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক দেহমাত্রাবশেষিত হইবেন এবং এক এক গ্রামে এক এক রাত্রি অবস্থান—এই নিয়মে নিরপেক্ষ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। ইনি যদি বস্ত্র পরিধান করেন ত কেবল কৌপীন পরিধান করিবেন। দণ্ডাদি ব্যতীত অপর কোন চিহ্ন বিনা আপদে গ্রহণ করিবেন না। কেননা, সকল প্রকার চিহ্নই তাঁহার পরিত্যক্ত। ভিক্ষাজীবী হইয়া একাকী ভ্রমণ করিবেন, কোন স্থানে আশ্রয় লইবেন না। আত্মানন্দতৃপ্ত, সর্ব্বভূতমিত্র, শান্ত ও নারায়ণ-পরায়ণ হইবেন। এই বিশ্বকে কার্য্য-কারণাতিরিক্ত অব্যয় আত্মাতে অবস্থিত দেখিবেন এবং পরব্রহ্ম আত্মাকেও কার্য্য-কারণময় সর্ব্বত্র বর্ত্তমান দেখিবেন। সুপ্তি-জাগরণের সন্ধিস্থলে আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করত আত্মতত্ত্ব দর্শন করিবেন; সুতরাং বন্ধ, মোক্ষ—উভয়কেই মায়ামাত্র বোধ করিবেন। নিশ্চিত বা অনিশ্চিত দেহের নিশ্চিত মৃত্যু বা অনিশ্চিত জীবনকে অভিনন্দন করিবেন না; কেবল প্রাণীদিগের উৎপত্তি-বিনাশ-হেতু কালেরই প্রতীক্ষা করিবেন। অসৎশাস্ত্রে আসক্ত হইবেন না, কোন জীবিকা অবলম্বন করিবেন না, বাদ-বিতণ্ডাদি-সংসৃষ্ট তর্ক সকল পরিত্যাগ করিবেন এবং কোন পক্ষ আশ্রয় করিবেন না। ১—৭। প্রলোভনাদি দ্বারা শিষ্য-সংগ্রহ, বহুগ্রন্থ অভ্যাস, শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং কোথাও মঠাদি স্থাপন করিবেন না। যে ব্যক্তি শান্ত এবং যিনি সমদর্শী, সেই মহাত্মার আশ্রম ধর্ম্মহেতু নহে; অতএব (ইচ্ছানুসারে) আশ্রম-চিহ্ন ধারণ বা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। তাঁহার কোন চিহ্নই স্পষ্ট থাকিবে না, কেবল আত্মানুসন্ধানই স্পষ্ট থাকিবে। তিনি মনীষী হইয়াও আপনাকে উন্মত্ত ও বালকের ন্যায় এবং কবি হইয়াও মূকবৎ প্রদর্শন করিবেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রহ্লাদ ও অজগর-মুনির সংবাদ-সম্বলিত একটী প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দেন। একদা অজগরব্রতী মুনি, কাবেরী নদীর নিকট সহ্য-পর্ব্বতের সানুদেশে ভূতলে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের অবয়ব সকল ধূলি-ধূসরিত হওয়াতে অমল তেজ নিগূঢ় ছিল। সেই সময়ে ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ কতিপয় অমাত্যে পরিবৃত হইয়া লোকতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে করিতে ঐ মুনিকে দেখিতে পাইলেন। কর্ম্ম, আকৃতি, বাক্য এবং বর্ণাশ্রমাদির চিহ্ন দ্বারা লোকে যাঁহাকে তিনি সেই কি না—জানিতে পারে না, মহাভাগবত প্রহ্লাদ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যথাবিধি মস্তক দ্বারা তদীয় চরণ স্পর্শপূর্ব্বক বিশেষ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন,—'দেখিতেছি, প্রভো! আপনি উদ্যমশীল ও ভোগবানের ন্যায় স্থূলশরীর ধারণ করিতেছেন। উদ্যোগীদিগের ধন,—ধনবান্ লোকের ভোগ এবং ভোগবান্দিগের স্থূলদেহ হইয়া থাকে; নতুবা হয় না। হে ব্রহ্মন্! আপনি নিরন্তর শয়ান, সুতরাং নিরুদ্যোগ;—আপনার অর্থোপার্জ্জন অসম্ভব! অর্থ হইতেই ভোগ হয়। হে বিপ্র! উপভোগ না করিয়াও, যে কারণে আপনার দেহ স্থূল হইয়াছে, যদি সম্ভব হয় ত আমার নিকট তাহা বলুন। আপনি বিদ্বান্ কর্ম্মঠ, চতুর, নানাবিধ মধুরালাপে লোকের মনোহরণ করিতে পারেন এবং মধুর-প্রকৃতি; অথচ সকল লোকেই কর্ম্মে ব্যাপৃত,—ইহা দেখিয়াও শয়ন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন।' ৮—১৯। নারদ কহিলেন, "সেই মহামুনি দৈত্যপতি কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত এবং তদীয় বাক্য-সুধায় বশীভূত হইয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহাকে কহিলেন, 'হে অসুর-শ্রেষ্ঠ! তুমি জ্ঞানিগণের সম্মত; অতএব অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মানবগণের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সকল ফলই অবগত আছ। ভগবান্ নারায়ণদেব তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ অজ্ঞান সকল দূরীকৃত করিতেছেন;' তথাপি আমি যেমন শুনিলাম, তদনুসারে তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর বলিতেছি; কারণ, যে ব্যক্তি আপনার শুদ্ধিকামনা করে, তোমার সহিত তাহার সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য। রাজন্! সংসার-প্রবাহকারিণী তৃষ্ণাকে যথোচিত বিষয় সকল দ্বারাও পূরণ করিতে পারা যায় না। তদ্দ্বারা কর্ম্ম সকলে প্রবর্ত্তিত হইয়া আমি পূর্ব্বে নানাযোনিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম; কর্ম্মবলে ভ্রমণ করিতে করিতে, আমাকে সেই তৃষ্ণাই যদৃচ্ছাক্রমে এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত করাইয়াছে। হে রাজন্! এই দেহ,—স্বর্গ ও মুক্তির, কুক্কুর-শূকরাদি তির্য্যক্‌যোনির এবং এই নরযোনিরও দ্বার-স্বরূপ। কিন্তু এই মনুষ্যত্বেও সুখলাভ ও দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য স্ত্রী-পুরুষেরা কর্ম্ম করিতেছে; অথচ তাহার বিপরীত ফল দেখিয়া আমি নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়াছি। সুখই এই আত্মার স্বরূপ; যখন সকল ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়, তখন ঐরূপ স্বতই প্রকাশ পায়; আমি ভোগ সকলকে অনিত্য বিবেচনা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ন করিয়া আছি;—প্রারব্ধ মাত্র ভোগ করিয়া থাকি। এই প্রকারে সুখস্বরূপ আত্মা আপনাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন বটে, কিন্তু পুরুষার্থ বিস্মৃত হওয়াতে পুরুষেরা,—বস্তুতঃ পুরুষ ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলেও, ঘোরতর বিচিত্র সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন অজ্ঞ-ব্যক্তি তৃণ-শৈবালাদি-আবৃত জল পরিত্যাগ করিয়া, জল-কামনায় মৃগতৃষ্ণার প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ আত্মস্বরূপ হইতে অন্য পদার্থে স্বার্থদর্শী পুরুষ সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০—২১। হে রাজন্! দৈবাধীন দেহাদি দ্বারা যে ব্যক্তি আপনার সুখলাভ ও দুঃখ নিবৃত্তি কামনা করে, সেই দৈবহীন ব্যক্তির ক্রিয়া সকল বারংবার কৃত হইলেও

বিফল হইয়া যায়। সেই ক্রিয়া একরূপে ফলবতী হইলেও সেই ফলে তাহার কোন উপকার দর্শে না; কারণ, সে ব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি দুঃখে কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারে না। মুমূর্ষু ব্যক্তির পক্ষে দুঃখোপার্জ্জিত অর্থ-লাভে বা ভোগে কি ফল হইতে পারে? রাজন্! বিনাক্লেশে যে অর্থ লাভ হয়, তাহাতেও দুঃখ আছে; যেহেতু, লুব্ধ অজিতাত্মা ধনীদিগের ঐ বিষয়ে ক্লেশ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ভয় বশতঃ নিদ্রা যাইতে পারে না; সর্ব্বদা সকল ব্যক্তি হইতে শঙ্কিত হইয়া থাকে। রাজা, চৌর, শত্রু, স্বজন, পশু, পক্ষী, যাচকগণ, কাল এবং আপনা হইতে—ধনী ও প্রাণীর সর্ব্বদা বিনাশ-ভয় আছে। অতএব যাহা শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, অনুরাগ, কাতরতা এবং শ্রমাদির মূল,—বিদ্বান-পুরুষ, সেই অর্থ ও প্রাণে স্পৃহা পরিত্যাগ করিবে। রাজন্! ইহলোকে মধু-মক্ষিকা ও অজগর-সর্প আমাদিগের উত্তম গুরু। আমরা তাহাদিগের বৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়াই, এই বৈরাগ্য ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। মধুর ন্যায় কষ্ট-সঞ্চিত ধন, ধনীকে বধ করিয়া অন্যে হরণ করিবে—এই জানিয়া মধুকরের নিকট, কাম সকল হইতে বিরক্ত হইতে শিক্ষা করিয়াছি। অজগরের নিকট শিক্ষা পাইয়া আমি নিশ্চেষ্ট ও যদৃচ্ছালাভে পরিতুষ্ট থাকি। যদি কদাচিৎ লাভ না হয়, অজগরের ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে কালযাপন করি। কখন অল্প ভোজন করি, কখন প্রচুর ভক্ষণ করি, কখন সুস্বাদু অন্ন খাই, কখন বিস্বাদ খাইয়া থাকি, কখন বহুগুণযুক্ত অন্ন ভোজন হয়, কখন বা গুণহীন আহার ঘটে; কদাচিৎ কেহ শ্রদ্ধা করিয়া খাদ্য আনিয়া দেয়, কখন বা অপমান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দিয়া থাকে, কোন দিন ভোজন করিয়া পুনরায় ভোজন করি, কোন দিন বা রজনীযোগে যদৃচ্ছাক্রমে যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া থাকি। ৩০—৩৮। ক্ষৌম বসন, দুকূল, মৃগচর্ম্ম, কৌপীন, বল্কল, অন্য যে কিছু উপস্থিত হয়, তাহাই পরিধান করি। এইরূপে তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া সর্ব্বদা প্রারব্ধ ভোগ করিতেছি। কখন ধরাতলে তৃণ, পর্ণ, প্রস্তর অথবা ভস্মের উপর,—কখন বা অন্যের ইচ্ছায় অট্টালিকা-মধ্যে পর্য্যঙ্কের উপর উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়া থাকি। কখন স্নানান্তর অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া মনোহর বসন পরিধান পূর্ব্বক মাল্যভূষিত হইয়া, রথ হস্তী অথবা অশ্ব আরোহণে বিচরণ করি; কখন বা গ্রহবৎ দিগম্বর হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকি। হে রাজন্! বিষম-স্বভাব ব্যক্তিকে আমি নিন্দাও করি না, স্তবও করি না; সকলেরই কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করি এবং মহাত্মা বিষ্ণুতে আপনার ঐকাত্ম্য আকাঙ্ক্ষা করি। ভেদজ্ঞান-জনক মনোবৃত্তিতে বিকল্প, অর্থভ্রম-হেতু মনে ঐ মনোবৃত্তি এবং মন অহঙ্কারে লীন করিয়া অহঙ্কারকে মায়াতে লীন করিবে। অনন্তর মায়াকে আত্মানুভবে লীন করিয়া সত্যদর্শী মুনি নিরীহ হইয়া বিরত হইবে এবং স্বানুভবরূপে অবস্থিত থাকিবে। হে রাজন্! তুমি ভগবৎপ্রিয়, এইজন্য এই অতি গোপনীয় স্বাত্ম-বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। মন্দদৃষ্টি দ্বারা ইহলোক শাস্ত্র হইতে পৃথক্ বটে, কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে তদ্রূপ নহে।' নারদ কহিলেন, "অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ, অজগরব্রতী মুনির নিকট ঐরূপ পারমহংস্য-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে পূজা করিলেন। তদনন্তর প্রীত হইয়া মুনির অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিজগৃহাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।" ৩১—৪৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং দেশকালাদি-ভেদে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মকথন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দেবর্ষে! গৃহস্থ ব্যক্তি যথার্থতঃ যে বিধি দ্বারা এই পদবীতে গমন করিবেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক; কারণ, মাদৃশ-জনের মতি গৃহস্থধর্ম্ম-বিষয়ে অতিশয় মূঢ় হইয়া রহিয়াছে।" নারদ কহিলেন, "রাজন্! গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি কৃষ্ণার্পণপূর্ব্বক যথাযোগ্য ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠান করিয়া, যথাকালে মহর্ষিগণের উপাসনা করিবে এবং সর্ব্বদা অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতার-কথায় অবহিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শান্ত-দান্ত-জনগণে বেষ্টিত হইয়া থাকিবে। যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রী-পুত্রাদি, সুপ্তোত্থিত পুরুষের হৃদয় হইতে আপনা-আপনি দূর হইতে থাকিলে, তিনিও উহাদিগকে ত্যাগ করেন, সেইরূপ শান্তব্যক্তিদিগের সংসর্গে দেহও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করে। কিন্তু যাবৎ অর্থে আপনার প্রয়োজন, তাবন্মাত্র বিষয় সেবা করিয়া অন্তরে—দেহের ও গৃহের প্রতি বিরক্ত হইবে এবং বাহিরে—আসক্তবৎ আচরণ করত লোকমধ্যে পৌরুষ প্রকাশ করিবে। কুত্রাপি আগ্রহ করা উচিত নহে; তাহার জ্ঞাতিগণ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃদ্ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাহা বাঞ্ছা করে, সে, তাহাতেই আমোদ করিবে; পরন্তু কিছুতেই মমতা রাখিবে না। বৃষ্ট্যাদি-সম্ভূত ধান্যাদি ধন, মৃত্তিকামধ্যে প্রাপ্ত ধন, দৈবদত্ত এবং অকস্মাৎ লব্ধ যাবতীয় ধনের স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া পণ্ডিত, পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবেন। দৈবাৎ যদি অধিক লাভ হয়, তাহাতে অভিমান করিবে না; কেননা যে পরিমাণ ধনাদিতে উদর-পূর্ত্তি হয়, তাবন্মাত্রেই দেহীদিগের স্বত্ব। যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক দ্রব্যের অভিমান করে, সে চৌর; সুতরাং দণ্ডিত হইবার যোগ্য। ১—৮। অতএব মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মর্কট, ইন্দুর, সর্প, পক্ষী, মক্ষিকা ইত্যাদি যে-কোন প্রাণী গৃহে অথবা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শস্যাদি ভোজন করিলে তাহাকে নিবারণ করা উচিত নহে; বরং আপনার পুত্রের সমান দর্শন করাই কর্ত্তব্য। ফলতঃ পুত্রাদি হইতে ঐ সকল মৃগাদির কতটুকু প্রভেদ? গৃহস্থও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অতিকষ্টে উপার্জ্জন করিয়া, তাহা ভোগ করিবে না; দেশ-কাল অনুসারে যাহা দৈবক্রমে উপস্থিত হইবে তাহাই ভোগ করিবে। কুক্কুর, পতিত এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল প্রাণীকে যথাযোগ্য তাহাদের ভোগ্য-বস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। আপনার একমাত্র ভার্য্যাকে অতিথি-শুশ্রূষার্থ নিযুক্ত করিলে, যদি আপনার শুশ্রূষা ব্যাহত হয়, তথাপি সেই এক ভার্য্যাকেও কেবল অতিথি-সেবায় নিযুক্ত রাখিবে। হে রাজন্! লোকে যে ভার্য্যার নিমিত্ত আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং পিতা ও গুরুকেও বধ করিতে উদ্যত হয়, যে ব্যক্তি সেই ভার্য্যাতেও স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তাঁহা কর্ত্তৃক ঈশ্বরও বিজিত হন। এই দেহ,—অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পর্য্যবসান হইবে, অতএব এই তুচ্ছ দেহ কোথায়? এই দেহে যাহার সঙ্গে রতি হয়, সেই ভার্য্যাই বা কোথায়? আর গগন-মণ্ডলাচ্ছাদী আত্মাই বা কোথায়!—এইরূপ তত্ত্ববিচার করিলে দেহ ও ভার্য্যা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে। হে রাজন্! গৃহস্থ-ব্যক্তি দৈবলব্ধ অর্থ দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবে। পঞ্চযজ্ঞ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা আপনার জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে। যে পুরুষ এই অবশিষ্টাংশেও স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তিনিই প্রাজ্ঞ, তিনিই নিবৃত্তি-পথাবলম্বী

এবং তিনিই মহাপুরুষগণের পদবী প্রাপ্ত হন। আপন বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধনে দেব, ঋষি, মনুষ্য, ভূত ও পিতৃগণকে এবং আপনাকে নিত্য অর্চ্চনা করিলেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে অন্তর্যামীর পূজা করা হইবে। যখন নিজ অধিকার প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞসম্পত্তি সংগ্রহ হইবে, গৃহস্থ তখন বৈতানিক-বিধি-অনুসারে অগ্নি-হোত্রাদি যাগ করিবে। ১—১৬। সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তা ভগবান্ হরি, ব্রাহ্মণ-মুখে সমর্পিত হবিঃ দ্বারা যেরূপ তৃপ্ত হন, অগ্নি-মুখে হুত হবিঃ দ্বারা তাঁহার সেরূপ তৃপ্তি হয় না। অতএব ব্রাহ্মণ, দেব, মানব প্রভৃতিতে তত্তৎ কামনা করিয়া, যথাযোগ্য ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার যজ্ঞ করিবে। ব্রাহ্মণদিগের পশ্চাৎ অন্যান্য জীবেও ক্ষেত্রজ্ঞের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ধনী-ব্রাহ্মণ নিজ বিত্তবানুসারে ভাদ্রমাসে পিতা-মাতার এবং তাঁহাদের বন্ধুবর্গের অপর-পক্ষীয় শ্রাদ্ধ করিবে। এইরূপ—অয়নদ্বয়; বিষুবদ্বয়; ব্যতীপাত; ত্র্যহস্পর্শ; চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ দ্বাদশী-তিথি; শ্রবণানক্ষত্র; অক্ষয়-তৃতীয়া; কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী; হেমন্ত ও শিশির-ঋতুর চারি-মাসের চারি অষ্টকা; * মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী; মঘা নক্ষত্র ও মঘানক্ষত্র-যুক্ত পূর্ণিমায় এবং যে যে নক্ষত্র হইতে মাসের নামকরণ হয়, সেই সকল নক্ষত্র যখন সম্পূর্ণ-চন্দ্রবিশিষ্ট পৌর্ণমাসীর অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনচন্দ্রযুক্ত অনুমতি-তিথির সহিত মিলিত হয়, সেই সময়ে; যখন দ্বাদশী-তিথিতে অনুরাধা, শ্রবণা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রযোগ হয়, অথবা এই শেষোক্ত তিন নক্ষত্রে যখন একাদশী হয়, সেই সেই দিনে; আর জন্মনক্ষত্রের অথবা শ্রবণানক্ষত্রের যোগ-যুক্ত দিনে,—শ্রাদ্ধ করিবে। এই সকল কাল কেবল যে শ্রাদ্ধের নিমিত্ত প্রশস্ত—এমন নহে,—ইহারা মানবগণের পুণ্যমাত্রের বর্দ্ধক; সুতরাং এই সমস্ত সময়ে সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রেয়স্কর সমস্ত কার্য্যই করা কর্ত্তব্য। এই সকল সময়ে ধর্ম্ম্য কর্ম্ম করিলেই পরমায়ুর সাফল্য হয়। ফলতঃ ঐ সকল সময়ে স্নান, জপ, হোম, ব্রত, দেব-ব্রাহ্মণের পূজা প্রভৃতি যে সকল শ্রেয়ঃকর্ম্ম করা যায় এবং পিতৃ, দেব, মনুষ্য, ও অন্যান্য প্রাণীদিগকে যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা অক্ষয়। হে নৃপ! ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা এবং আপনার সংস্কার কালে, প্রেতের দহনা-দিতে, মৃতাহে এবং অন্যান্য আভ্যুদয়িক কর্ম্মে শ্রেয়স্কর কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ১৭—২৬। অতঃপর যে যে দেশ, ধর্ম্মাদি-শ্রেয়োজনক, তাহা বলিতেছি;—চরাচরময় ভগবানের রূপস্বরূপ সৎপাত্র যথায় বর্ত্তমান, তাহাই পরম-পবিত্র দেশ। যেখানে তপস্যা, বিদ্যা ও দয়াতে বিভূষিত ব্রাহ্মণকুল বাস করেন এবং যেখানে যেখানে ভগবান্ হরির প্রতিমা দেখা যায়, সেই সকল দেশ শ্রেয়স্পদ। যেখানে পুরাণ-বিখ্যাত গঙ্গাদি নদী, পুষ্করাদি সরোবর এবং সিদ্ধা-শ্রিত ক্ষেত্রবিদ্যমান, সেই সব স্থান এবং কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, পুলহ মুনির আশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গুনদী, সেতুবন্ধ, প্রভাস-তীর্থ, কুশস্থলী, বারাণসী, মধুপুরী, পম্পাসরোবর, বিন্দুসরোবর, নারায়ণাশ্রম, নন্দানদী, সীতা-রামের আশ্রমাদি স্থান, মহেন্দ্র মলয় প্রভৃতি কুলাচল সকল, আর যে যে স্থানে হরির প্রতিমা অধিষ্ঠিত,—সেই সকল দেশই পরম-পবিত্র। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়স্কামনা করেন, তিনি সতত ঐ সকল স্থানের সেবা করিবেন; কারণ, ঐ সকল স্থানে কর্ম্ম করিলে তাহা হইতে পুরুষদিগের সহস্রগুণ অধিক ফলোদয় হইয়া থাকে। ২৭—৩৩। হে ভূপতে! পাত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠগণ, চরাচররূপী হরিকেই পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; রাজন্! এইজন্যই তোমার রাজসূয় যজ্ঞে দেব, ঋষি, তপো-যোগাদি-সিদ্ধ মুনিগণ এবং ব্রহ্ম-নন্দনগণ উপস্থিত থাকিতেও, হরিই অগ্রপূজার পাত্ররূপে সম্মত হইয়াছিলেন। হরিই এই অসংখ্য-জীবসঙ্কুল ব্রহ্মাণ্ড-মহাবৃক্ষের মূল; অতএব তাঁহার অর্চ্চনায় সকল জীবের ও আপনার পরম তৃপ্তি হয়। হে রাজন্! মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ঋষি ও দেবতারূপ শরীর সকল, এই ভগবান্‌ই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনি সেই সকল পুরে জীবরূপে শয়ন করেন, এইজন্য ইনি পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। রাজন্! এই সকল শরীরেই হরি তারতম্য-ভাবে (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পরে অধিক—এই ভাবে) অবস্থিত; অতএব পুরুষই পাত্র। তন্মধ্যে যাহার জ্ঞান অধিক, সে উৎকৃষ্ট পাত্র। হে নৃপ! পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে অবজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া পণ্ডিতেরা ত্রেতাযুগে পূজার নিমিত্ত প্রতিমা সৃষ্টি করেন। সেই অবধি কতক-গুলি ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে প্রতিমায় হরির অর্চ্চনা করিয়া আসিতে-ছেন। কিন্তু পুরুষ-দ্বেষিগণকে প্রতিমা, পূজিত হইয়াও ইষ্টফল দান করেন না। হে রাজেন্দ্র! আবার পুরুষদিগের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ,—তপস্যা, বিদ্যা এবং তুষ্টি দ্বারা ভগবান্ হরির মূর্ত্তি ধারণ করেন, পণ্ডিতদিগের মতে তিনিই অত্যুত্তম পাত্র। রাজন্! পদধূলি দ্বারা ত্রিলোক-পাবন ব্রাহ্মণগণ, এই জগদাত্মা কৃষ্ণেরও পরম দেবতা।” ৩৪—৪২।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোক্ষলক্ষণ বর্ণন।

নারদ কহিলেন, “হে রাজন্! ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ, কর্ম্মনিষ্ঠ, কাহারাও বা তপোনিষ্ঠ, কেহ কেহ স্বাধ্যায়-নিরত, অন্য কতকগুলি প্রবচন-নিপুণ, আর কতকগুলি জ্ঞান ও যোগে পরিনিষ্ঠিত; কিন্তু যে ব্যক্তি দানের অনন্ত ফল ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠ বিপ্রকে হব্য-কব্য দান করা কর্ত্তব্য। যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের ন্যূনা-ধিক্য বিবেচনা করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকেও হব্যকব্য দান করা যাইতে পারে। শ্রাদ্ধে দেবপক্ষে দুই এবং পিতৃপক্ষে তিন, অথবা উভয় স্থলেই এক একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। আপনি অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইলেও শ্রাদ্ধে বিস্তর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে নাই।* হে রাজন্! স্বজনের অনুরোধে বিস্তর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে দেশ-কালের অনুরূপ শ্রদ্ধা, দ্রব্য, পাত্র এবং অর্চ্চন—এ সকল প্রায় সুচারুরূপ হইতে পারে না; ফলতঃ উপযুক্ত দেশ-কাল প্রাপ্ত হইলে বন্য-নীবারাদি অথবা ন্যায়ার্জ্জিত যৎকিঞ্চিৎ অন্ন ভগবান্ হরিকে নিবেদন করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধি যদি সৎপাত্রে অর্পণ করা যায়, তাহাও অক্ষয় এবং অভিলষিত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ১—৫। রাজন্! দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, প্রাণী সকল এবং আত্মা ও আত্মীয়-দিগের প্রতি যথাযোগ্য অন্নবিভাগ করিয়া দিয়া ঐ সকলকে ঈশ্বর-সদৃশ দেখিবে। হে নৃপ! শ্রাদ্ধে মৎস্য-মাংসাদি আমিষ প্রদান করিবে না এবং ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির তাহা ভোজন করাও অকর্ত্তব্য; কেননা, নীবারাদি দ্বারা যেরূপ পরম প্রীতি হয়,

---

* ফাল্গুন-মুখ্যচান্দ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে অষ্টকা-শ্রাদ্ধ কাম্য। অব-শিষ্ট তিনটী অষ্টকা নিত্য। এইজন্যই গোভিলগৃহ্যে তিনটী অষ্টকার কথা আছে।

* একালে গুণময় ব্রাহ্মণ; পূর্ব্বে শ্রাদ্ধীয় পাত্রে শাস্ত্রোক্ত গুণসম্পন্ন মূর্ত্তিমান্ ব্রাহ্মণ বসিতেন; এই নিষেধ-বিধি সেই ব্রাহ্মণের পক্ষে।

পশুহিংসায় সেরূপ হয় না। উৎকৃষ্ট-ধর্ম্মাভিলাষীদিগের পক্ষে মন, বাক্য এবং শরীর দ্বারা প্রাণিগণের যে হিংসা হয়, তাহা পরিত্যাগ করার তুল্য, পরম ধর্ম্ম আর নাই। অতএব যজ্ঞহেতু প্রধান প্রধান জ্ঞানিগণ, জ্ঞানদীপিত আত্মসংযমন অগ্নিতে কর্ম্মময় যজ্ঞ সকল আহুতি দেন। রাজন্! যে ব্যক্তি দ্রব্য-যজ্ঞ দ্বারা যাগ করে, তাহাকে দেখিয়া প্রাণী সকল ভয় পায়। তাহারা মনে করে, 'এ ব্যক্তি আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ,—কেবল প্রাণের তৃপ্তীকারী, সুতরাং ইহার করুণা নাই; নিঃসন্দেহ এ আমাদিগকে বধ করিবে।' এই কারণে সন্তুষ্ট হইয়া দৈবাধীন উপস্থিত নীবারাদি দ্বারাই অহরহঃ নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করাই ধর্ম্মজ্ঞ-ব্যক্তির উচিত কর্ম্ম। হে নৃপ! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি,—বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম এবং ছলধর্ম্ম—এই পাঁচটী অধর্ম্ম-শাখাকেও অধর্ম্মের ন্যায় ত্যাগ করিবেন। হে মহারাজ! বিধর্ম্মাদির অর্থ এই,—ধর্ম্মবোধেও কৃত হইলে যাহাতে স্বধর্ম্মের বাধ হয়, তাহার নাম বিধর্ম্ম; অন্যের উপদিষ্ট অন্যের ধর্ম্ম পরধর্ম্ম; পাষণ্ডাচার অথবা দম্ভের নাম উপধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্মশব্দমাত্র ধারণ করে, তাহার নাম ছলধর্ম্ম; পুরুষেরা আপন ইচ্ছার ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুষ্ঠান করে, তাহা ধর্ম্মাভাস; তাহা আশ্রমধর্ম্ম হইতে পৃথক্। হে রাজন্! স্বভাব-বিহিত ধর্ম্ম, কোন্ ব্যক্তির প্রশান্তি-জনক না হয়? ৬—১৪। অতএব স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্ম-বাহুল্যার্থেও পরধর্ম্ম আচরণ করা উচিত নহে। অধন ব্যক্তি, ধর্ম্মার্থ অথবা দেহনির্ব্বাহার্থেও ধনচেষ্টা করিবেন না; যে ব্যক্তি ধন-চেষ্টাশূন্য, তাহার নিশ্চেষ্টতাই মহাসর্পের ন্যায় জীবিকা-সম্পন্ন করিয়া দেয়। ফলতঃ সন্তুষ্ট আত্মারাম ব্যক্তি, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে তাহার অন্তঃকরণে যে সুখ হয়, কামলোভে অর্থ-চেষ্টায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে, সে সুখ হয় না। যেমন চর্ম্মপাদুকা-ধারীর শর্করা-কণ্টকাদি হইতে অনিষ্ট হয় না, তদ্রূপ মহাসন্তুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সকল দিক্ই মঙ্গলময়। রাজন্! সন্তুষ্ট-ব্যক্তি জলপান করিয়াও জীবন-ধারণ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়-বশীভূত ব্যক্তি, কুক্কুরের মত লালায়িত হইয়া বেড়ায়। অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের ইন্দ্রিয়-চাপল্য বশতঃ তেজ, বিদ্যা, তপস্যা, যশ এবং জ্ঞান বিনষ্ট হয়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা লোক, কামের অন্ত পাইতে পারে এবং হিংসা করিয়া ক্রোধেরও অন্ত পাইতে পারে, কিন্তু সকল দিক্ জয় ও সমুদায় পৃথ্বী ভোগ করিয়াও কোন ব্যক্তি লোভের অন্ত পাইতে পারে না। হে মহারাজ! বহুজ্ঞ এবং সংশয়চ্ছেত্তা বহুতর পণ্ডিত, সভাপতি হইয়াও, অসন্তোষের জন্য অধঃপতিত হইয়া থাকেন। সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা কাম জয় করিবে; কাম বিসর্জ্জন দ্বারা ক্রোধকে নিবারণ করিবে; অর্থে অনর্থ দর্শন করিয়া লোভজয় করিবে; তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ভয়কে পরাজয় করিবে। আত্মানাত্ম-বিবেক দ্বারা শোক-মোহ-বিসর্জ্জন, মহৎজনের সেবা দ্বারা দম্ভ-নিরসন, মৌনাবলম্বন দ্বারা যোগের প্রতিবন্ধক লোকবার্ত্তাদি-পরিত্যাগ এবং কামাদি বিষয়ে চেষ্টা পরিত্যাগ দ্বারা হিংসাকে জয় করা কর্ত্তব্য। যে সকল প্রাণী হইতে ভয়াদির সম্ভাবনা, তাহাদের হিতানুষ্ঠান করিয়া তজ্জন্য দুঃখ বিসর্জ্জন দিবে; দৈবোপসর্গ-জন্য দুঃখ যে বৃথা মনঃপীড়াদি, তাহা সমাধি দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। আত্মজন্য দুঃখকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ক্লেশকে যোগবলে পরাভূত করিবে এবং নিদ্রাকে সত্ত্বগুণের সেবা দ্বারা দূর করিয়া দিবে। ঐ সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে জয় করিবে এবং সেই সত্ত্বকে উপশম দ্বারা জয় করিবে। হে রাজন্! গুরুর প্রতি ভক্তি থাকিলে পুরুষ ঐ সমস্তকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে সমর্থ হইবে। জ্ঞান-দীপপ্রদ গুরু সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ। সে ব্যক্তি তাঁহাকে মনুষ্য মনে করে, তাহার পক্ষে সকল শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক হইয়া থাকে। ১৫—২৭। হে যুধিষ্ঠির! ঐ গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর; যোগেশ্বরেরা ইঁহারই চরণ অন্বেষণ করেন; লোকেরা যে, ইঁহাকে মানুষ বলিয়া ভাবে, তাহা তাহাদের ভ্রম। রাজন্! ইষ্টাপূর্ত্তাদি যত যত বিধি আছে, কেবল ষড়িন্দ্রিয়বর্গ-দমনই সে সকলের উদ্দেশ্য জানিবে; কিন্তু ঐ সকল বিধি তাদৃশ হইয়াও যদি যোগ সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে পণ্ডশ্রম-জনক হয় মাত্র। যেমন কৃষ্যাদি বিষয়, যোগফল মোক্ষের সাধন নহে,—প্রত্যুত সংসারের নিমিত্ত; তেমনি অসৎ বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্ত ব্যক্তির ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম মোক্ষসাধক হইতে পারে না, বরঞ্চ সংসার-প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চিত্তজয়-বিষয়ে উদ্‌যোগী, তিনি সঙ্গ ও গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস করিবেন এবং একাকী নির্জ্জনে বাস ও ভিক্ষালব্ধ পরিমিত আহার করিয়া থাকিবেন। সমতল দেশে তাঁহার উপবেশন করা কর্ত্তব্য; পবিত্র সমতল স্থানে নিজ আসন করিয়া সরল-ভাবে, যাহাতে কষ্ট না হয়, এইরূপে স্থিরতা-সহকারে উপবিষ্ট হইয়া প্রণব উচ্চারণ করিবে। পূরক-কুম্ভক-রেচক দ্বারা প্রাণ ও অপান-বায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া মন হইতে সকল কাম পরিত্যাগ করিবে। তাহার পর কামহত ভ্রমণশীল মন যে যে স্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়, সেই সেই স্থান হইতে তাহাকে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে হৃদয়-মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। হে রাজন্! যিনি নিরন্তর এই প্রকারে অভ্যাস করেন, অল্পকাল-মধ্যেই সেই ব্যক্তির চিত্ত কাষ্ঠহীন অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৭—৩৪। যে মন, কামাদি দ্বারা ক্ষুব্ধ না হয়, তাহা আর কখন বিক্ষিপ্ত হয় না; কারণ, ব্রহ্মসুখ-সংস্পৃষ্ট হওয়াতে তাহার সমস্ত বৃত্তি প্রশান্ত হইয়া যায়। পরন্তু যে গৃহাশ্রম, ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের আশ্রয়, সেই গৃহাশ্রম হইতে প্রব্রজিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় তাহার সেবা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি বান্তাশী এবং অতিশয় নির্লজ্জ। সন্ন্যাস করিয়া পুনরায় গৃহী হওয়া অসম্ভব—এমন মনে করিও না। যে সকল ব্যক্তি নিজ দেহকে অনাত্মা ও নশ্বর বিবেচনা করিয়া বিষ্ঠা, কৃমি অথবা ভস্মের সমান চিন্তা করিয়াছিল, তাহারা অতীব অসাধু বলিয়াই পুনর্ব্বার ঐ দেহকে আত্মা বোধ করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে। রাজন্! গৃহস্থ-ব্যক্তির ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রতত্যাগ, তপস্বীর গ্রাম-বাস এবং ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়-চাপল্য,—আশ্রম-বিড়ম্বনা মাত্র। এই সকল অধম আশ্রমিগণ আশ্রমাধম। তাহারা দেবমায়ায় বিমূঢ়; অতএব অনুকম্পা করিয়া তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সমস্ত বাসনা দূর হয়; তবে তিনি কি অভিলাষে এবং কিসেরই বা কারণে লোলুপ হইয়া দেহ পোষণ করিবেন? পণ্ডিতেরা এই শরীরকে রথ, ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব, ইন্দ্রিয়েশ্বর মনকে রশ্মি, শব্দাদি বিষয় সকলকে গন্তব্য-স্থান, বুদ্ধিকে সারথি এবং চিত্তকে ঈশ্বরসৃষ্ট বৃহৎ বন্ধন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ঐরূপ প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান—এই পঞ্চ এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়—এই পঞ্চ,—সমুদায়ে দশবিধ প্রাণ ঐ রথের অক্ষ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তাহার চক্র এবং অহঙ্কার-সহিত বর্ত্তমান জীব রথিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রণব ঐ রথীর ধনু; শুদ্ধ জীব তাহার শর; পরব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। ৩৫—৪২। হে রাজন্! রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অবমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য্য, অভিনিবেশ, অনবধানতা, ক্ষুধা, নিদ্রা—এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয় সকল জীবের শত্রু। তাহারা কোথাও রজঃ ও তমঃস্বভাব হয়, কোথাও বা সত্ত্ব-প্রকৃতি হইয়া থাকে। পরন্তু সত্ত্বপ্রকৃতি হইলেও সমাধি-সম্পন্ন

যতির পক্ষে পরোপকারাদি-প্রবৃত্তি শত্রুস্বরূপ; অতএব ঐ সকলকে জয় করা কর্ত্তব্য। (জীবরূপ রথী) এই মনুষ্যদেহরূপ রথের অশ্ব প্রভৃতিকে স্ববশে রাখিতে পারিলে, অতীব গুরুতর ব্যক্তির চরণ-সেবা দ্বারা শাণিত জ্ঞান-খড়্গ ধারণ করত অচ্যুত-সাহায্যে শত্রু-পরাজয়পূর্ব্বক নিরুদ্বেগ এবং আত্মানন্দে সন্তুষ্ট হইয়া, পরে ঐ রথাদি উপেক্ষা করিবে। নতুবা ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ ও সারথি, সেই প্রমত্ত-ব্যক্তিকে বিপথে চালিত করিয়া বিষয়-নামক বিষম দস্যুদল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর সেই দস্যুগণ, অশ্ব-সারথির সহিত সেই ব্যক্তিকে গুরুতর মৃত্যুভয়াবহ অন্ধকার-ময় সংসারকূপে ফেলিয়া দেয়। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত,—এই দুই প্রকার বেদোক্ত কর্ম্ম। প্রবৃত্ত-কর্ম্ম দ্বারা পুনরাবৃত্তি হয়; কিন্তু নিবৃত্ত-কর্ম্মে মুক্তিলাভ হয়। ৪৩—৪৭। রাজন্! শ্যেন-যাগাদি কর্ম্ম, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুযাগ, বৈশ্বদেব ও বলিহরণ—ইহারা দ্রব্যময় কাম্যকর্ম্ম,—অতীব আসক্তি-যুক্ত এবং অশান্তিপ্রদ। এই সমস্ত প্রবৃত্ত-কর্ম্মের নাম ইষ্ট। দেবালয়, উপবন, কূপ এবং পানীয়শালা-নির্ম্মাণ—এই সকল কর্ম্মের নাম পূর্ত্ত। হে ভূপতি! চরু পুরোডাশাদির পরিণাম; ধূমদেবতা, রাত্রিদেবতা, কৃষ্ণপক্ষ-দেবতা; দক্ষিণায়ন-দেবতা, চন্দ্রলোক, অদর্শন, ওষধি, লতা, অন্ন এবং শুক্র—ইহারা পুনর্জ্জন্মের হেতু; ইহার নাম পিতৃযান। অর্থাৎ যজ্ঞাদি-কর্ম্মফলে এক প্রকার দেহ হয়; তাহার পর সেই দেহে ধূমদেবতা-সন্নিকর্ষ হইতে চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত ভোগ, পুনশ্চ ক্রমে অবরোহণ হয়। ফলতঃ চন্দ্রলোকে ভোগাবসানে প্রথমতঃ দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্য হয়; তদনন্তর ক্রমে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা ওষধি প্রভৃতির প্রত্যেকের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া এই অবনীতলে পুনরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার পর নিষেকাদি-শ্মশানান্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলে, তাহা দ্বিজ নামক হয়। পরন্তু হে রাজন্! নিবৃত্তি-পর পুরুষ,—যাগ ও ক্রিয়া-কলাপকে জ্ঞানদীপক ইন্দ্রিয়বর্গে; ইন্দ্রিয়বর্গকে সঙ্কল্পাত্মক মনে; বৈকারিক মনকে বাক্যে; বাক্যকে বর্ণসমূহে; বর্ণসমূহকে স্বরত্রয়রূপ ওঁকারে; ওঁকারকে বিন্দুতে; বিন্দুকে নাদে; নাদকে প্রাণবায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মে লীন করিবেন। ঐরূপ নিবৃত্ত-কর্ম্মে রত পুরুষেরা যথাক্রমে অগ্নি, সূর্য্য, দিবস, পূর্ব্বাহ্ণ, শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা ও উত্তরায়ণ—এই সকলের অভিমানিনী দেবতাগণের এবং ব্রহ্মার সমীপে যথাক্রমে গমন করেন। এই প্রকারে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত ব্যক্তির ভোগাবসানে অগ্রে স্থূলোপাধি হয়; তাহার পর সেই স্থূলকে সূক্ষ্মে লয় করাইয়া সূক্ষ্মোপাধি তৈজস হয়; পরে সেই সূক্ষ্মকে কারণে লয় করাইয়া, কারণোপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পর সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে অন্বয় বশতঃ সেই কারণকে সাক্ষিস্বরূপে লয় করাইয়া তুরীয় হয়। পরিশেষে সেই সাক্ষিত্বের বিলয়ে শুদ্ধ-আত্মস্বরূপ হইতে পারে। হে রাজন্! এই পথকে পণ্ডিতেরা দেবযান বলিয়াছেন। প্রবৃত্ত-কর্ম্মচারী পুরুষেরা যেমন যথাক্রমে সেই সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় নিবৃত্ত হয়, আত্মযাজী উপশান্তাত্মা আত্মস্থ পুরুষ ঐরূপে আর নিবৃত্ত হন না। ৪৮—৫৫। পিতৃযান ও দেবযান নামে দুই পথ কল্পিত; যে ব্যক্তি ঐ মার্গ শাস্ত্র-চক্ষু দ্বারা অবগত হন, তিনি দেহস্থ হইয়াও মুগ্ধ হন না; কেননা, দেহাদির আদিতে কারণ-রূপে এবং অন্তে অবধিরূপে যে সৎবস্তু বর্ত্তমান থাকেন, যাহাতে ভোগ্য ও ভোক্তা, উচ্চ ও নীচ এবং অপ্রকাশ ও প্রকাশস্বরূপ,—এই জ্ঞানী জীবই সেই বস্তু। হে রাজন্! যেমন প্রতিবিম্ব সকল যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বতোভাবে বাধিত হইলেও বস্তু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তেমনি ইন্দ্রিয়-সমূহাত্মক দেহ অর্থরূপে কল্পিত হইলেও দুর্ঘটিত প্রযুক্ত, বাস্তবিক অর্থ নহে। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের ছায়া—এইরূপ বিবেচনায় অবলম্বন-স্বরূপ দেহাদি,—আরম্ভ, সংঘাত বা পরিণাম নহে। কেননা, তাহা অবয়ব হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নয় এবং কাহারও সহিত অন্বিতও থাকে না; সুতরাং মিথ্যা পদার্থই জানিবে। রাজন্! দেহাদি যদ্রূপ মিথ্যা, সে সকলের হেতুস্বরূপ পৃথিব্যাদিও তদ্রূপ মিথ্যা; কারণ, মহাভূত সকল অবয়বী, সুতরাং সূক্ষ্ম অবয়ব ব্যতিরেকে সে সকল হইতে পারে না; পরন্তু অবয়বী উক্ত প্রকারে অসৎ হইলে অবয়বও অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অবিদ্যার বিকল্প থাকাতে পুনঃপুনঃ আরোপ-সাদৃশ্য বশত 'ইনি সেই' এই প্রকার ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ না অবিদ্যা-নিবৃত্তি হয়, ততক্ষণ ঐ ভ্রম থাকে। স্বপ্নমধ্যে যদ্রূপ কখন কখন জাগরণের ও নিদ্রার স্বপ্ন হয়, শাস্ত্রকৃত বিধি-নিষেধও তদ্রূপ। ৫৬—৬১। অতএব মননশীল যোগী ভাবনার, ক্রিয়ার ও দ্রব্যের দ্বিতীয়-শূন্যতা আলোচনা করিয়া আত্মতত্ত্বানুভব দ্বারা জাগ্রৎপ্রভৃতি অবস্থাত্রয় নিবারণ করিয়া থাকেন। ভেদ,—বাস্তবিক নহে, এইজন্য বস্ত্র ও সূত্রের ন্যায় সকল কার্য্য ও কারণকে এক বস্তুরূপে আলোচনা করার নাম ভাবনা-দ্বৈত—ভাবনার দ্বিতীয়-শূন্যতা। আর মন, বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মে যে সমস্ত-কর্ম্ম-সমর্পণ, হে পার্থ! তাহার নাম ক্রিয়াদ্বৈত। আত্মা, পুত্র, কলত্র এবং অন্যান্য সকল দেহীর অভেদ-আলোচনা দ্বারা অর্থ ও কামের যে ঐক্য-দর্শন, তাহার নাম দ্রব্যাদ্বৈত। হে রাজন্! যে ব্যক্তির যে দ্রব্য যে উপায়ে যে স্থানে যাহা হইতে লইবার নিষেধ নাই, আপৎকাল উপস্থিত না হইলে তিনি সেই দ্রব্য দ্বারাই কার্য্য করিবেন,—অন্যবিধ দ্রব্যে কার্য্য করিতে সচেষ্ট হইবেন না। এই সকল এবং বেদ বিহিত অন্যান্য কর্ম্মতৎপর পুরুষ, গৃহে থাকিয়াও ভগবানের গতিপ্রাপ্ত এবং তাঁহার ভক্ত হইতে পারেন। হে নরদেব! তোমরা যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে বহুতর দুস্তর আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ এবং তাঁহার পাদপদ্ম-সেবা দ্বারা দিগ্মণ্ডল জয় করিয়া ভূরি ভূরি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছ, তেমনি সেই আত্মস্বরূপ তারক আশ্রয় করিয়া, এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হও। ৬২—৬৮। রাজন্! মহাজনের অবজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ভ্রষ্ট হয় এবং তাঁহাদের কৃপায় তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ কর, তাহাতেই এ বিষয়ের প্রমাণ পাইবে। পূর্ব্বকালে অতীতকল্পে আমি উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব ছিলাম; সকল গন্ধর্ব্ব আমাকে মান্য করিত। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য, সৌগন্ধ্য ইত্যাদি দ্বারা আমি সকলের অতিশয় প্রিয়দর্শন ছিলাম; সকল যুবতীই আমাকে ভাল বাসিত, আমি সদা মদমত্ত ও লম্পট হইয়া স্বপুরমধ্যে কালযাপন করিতাম। এক সময়ে দেবতাদের যজ্ঞে হরিগাথা-গান নিমিত্ত বিশ্ব-স্রষ্টাগণ,—গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে আহ্বান করিলেন। ঐ আহ্বান জানিতে পারিয়া আমিও উন্মত্তভাবে গান করিতে করিতে স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেস্থানে গমন করিলাম। আমার এই ধৃষ্টতা দেখিয়া বিশ্বস্রষ্টাগণ তেজঃপ্রভাবে আমার প্রতি এই অভিসম্পাত দিলেন যে, 'তুমি যখন আমাদিগকে অবহেলা করিতেছ, তখন আশু নষ্টশ্রী হইয়া শূদ্রতা প্রাপ্ত হও।' পরন্তু ব্রহ্মবাদী মুনিগণের সেবা ও সঙ্গ হওয়াতে দাসীগর্ভে জন্মিয়াও আমার ব্রহ্মপুত্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল। ৬৯—৭৩। হে রাজন্! গৃহস্থের এই পাপ-নাশক ধর্ম্ম তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা গৃহস্থ নিশ্চয় সন্ন্যাসীদিগের গতি লাভ করিতে পারিবে। হে রাজেন্দ্র! মনুষ্য-লোকমধ্যে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবান্; কারণ, লোকপাবন মুনিগণ তোমাদের গৃহে আগমন করেন এবং তোমাদের আলয়ে মনুষ্য-চিহ্নধারী সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে অবস্থিত। আহা! মহৎব্যক্তিদিগের অন্বেষণীয় কৈবল্য-নির্ব্বাণ-সুখের অনুভব-

রূপী সেই এই ব্রহ্ম তোমাদের প্রিয়, সুহৃদ্, মাতুলপুত্র, পূজ্য, বিধিদায়ক এবং গুরু; তবে তোমাদের সমান ভাগ্যবান্ কে আছে? রাজন্! সাক্ষাৎ শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার রূপ নিশ্চিতরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার কি বর্ণন করিব? সেই ভক্তাধীন ভগবান্,—মৌন, ভক্তি এবং উপশম দ্বারাই পুজিত হইয়া প্রসন্ন হউন।" শুকদেব কহিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির, দেবর্ষি-কথিত ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হইলেন এবং প্রেমবিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি,—শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সহিত সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম শুনিয়া যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। তোমার নিকট দাক্ষায়ণীদিগের পৃথক্ পৃথক্ বংশ কীর্ত্তন করিলাম, দেব-অসুর-মনুষ্য প্রভৃতি চরাচর লোক ঐ সকল বংশের অন্তর্গত। ৭৪—৮০। "

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

মন্বন্তর-বর্ণন।

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! যে বংশে মরীচি প্রভৃতি বিশ্ব-স্রষ্টাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই স্বায়ম্ভুব-মনু-বংশ আপনার নিকট সবিস্তারে শ্রবণ করিলাম। এখন অন্যান্য মনুদিগের বিষয় বলুন। পণ্ডিতেরা মন্বন্তর-সমূহে ভগবান্ হরির যে সকল জন্ম ও কর্ম্ম উল্লেখ করিয়া থাকেন, আপনি সেই সকল কীর্ত্তন করুন, আমরা শ্রবণ করিব। গুরো! বিশ্বকর্ত্তা হরি,—অতীত, আগামী ও বর্ত্তমান মন্বন্তর সকলের মধ্যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, করিবেন এবং করিতেছেন, তাহাও অনুগ্রহ করিয়া বলুন। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্। এই কল্পে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি ছয় জন মনু অতীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আদ্য-মনুর বংশ বর্ণন করিয়াছি; ঐ বংশে দেবতা-প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। ঐ মনুর আকূতি ও দেবহূতি নাম্নী দুইটী দুহিতা ছিলেন। ভগবান্,—ধর্ম্ম ও জ্ঞান উপদেশ করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন কালে ইঁহাদের গর্ভে কপিল ও যজ্ঞরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ কপিলের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ যজ্ঞের কথা অতঃপর বর্ণন করিব। শতরূপার স্বামী প্রভু স্বায়ম্ভুব মনু, কামভোগে বিরক্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত পত্নীর সহিত বনবাসী হইলেন। ১—৭। তিনি সুনন্দা-নদীর তীরে একপদে ভূমিস্পর্শ করিয়া একশত বৎসর ঘোর দুস্তর তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিতে করিতে তিনি এই সকল কথা কহিয়াছিলেন,—"যাহা হইতে এই বিশ্ব চৈতন্য লাভ করিতেছে, কিন্তু বিশ্ব যাঁহাকে চৈতন্য দান করিতে সমর্থ নহে; এই বিশ্ব সুষুপ্ত হইলে যিনি জাগরিত থাকেন, হায়। জীবকুল তাঁহাকে জানিতে পারিতেছে না, কিন্তু তিনি জীবকে বিলক্ষণ জানিতেছেন। এই বিশ্ব এবং ইহাতে অধিষ্ঠিত প্রাণিমণ্ডল—সকলই ঈশ্বরের চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত; ঈশ্বর সকলেই অবস্থিত রহিয়াছেন। অতএব, হে মানববৃন্দ! ঈশ্বর যাহা কিছু প্রদান করিয়াছেন, তদ্দারাই বিষয় সকল ভোগ কর, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিও না। যিনি লোকদিগকে দেখিতেছেন, কিন্তু লোক যাঁহাকে দেখিতে সমর্থ নহে এবং যাঁহার চাক্ষুষ-জ্ঞান বিনষ্ট হয় না,—সেই ভূতাশ্রয়, সঙ্গরহিত সুরবরকে পূজা কর। যাঁহার আদি, অন্ত, মধ্য নাই; আত্মীয়, পর নাই; অভ্যন্তর, বাহ্য নাই; অথচ এই বিশ্ব এবং বিশ্বের আদি প্রভৃতি যাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তিনিই সত্যস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম। তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, অনন্তনামা ঈশ্বর। তিনি জন্মরহিত, স্বপ্রকাশ, নির্ব্বিকার ও সত্যস্বরূপ হইয়াও মায়া নাম্নী নিজশক্তি দ্বারা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু এদিকে আবার নিত্যসিদ্ধ বিদ্যা দ্বারা সেই মায়াকে ত্যাগ করিয়া ক্রিয়াহীন অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন। ৮—১৩। এই দৃষ্টান্তে ঋষিরাও মুক্তি-বাসনায় অগ্রে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুরুষ অগ্রে চেষ্টা করিয়া পরে নিশ্চেষ্টতা লাভ করেন। ভগবান্ কিন্তু আত্মলাভেই পরিতৃপ্ত, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি কার্য্যের সহিত কখন লিপ্ত হন না। যাঁহারা ভগবানের অনুকরণ করেন, তাঁহারাও ধর্ম্মে আসক্ত হন না। সর্ব্বধর্ম্ম-বিধাতা ভগবান্ মানুষাবতাররূপ আত্মপথে অবস্থিতি করিয়া মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তই কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি পরম জ্ঞানী, পরিপূর্ণ ও একমাত্র প্রভু; অতএব তাঁহার অহঙ্কার ও শুভ-কামনা নাই এবং অন্য কর্ত্তৃক তিনি কার্য্যে প্রেরিত হন না। আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! মনু সমাবিষ্ট হইয়া এই মন্ত্রোপনিষদ্ উচ্চারণ করিতেছেন দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত অসুর এবং রাক্ষসগণ তাঁহাকে অবশ ভাবিয়া খাইয়া ফেলিবার নিমিত্ত তৎপ্রতি ধাবিত হইল। যজ্ঞ নামক সর্ব্বগত হরি, অসুরদিগের তাদৃশ অধ্যবসায় দেখিতে পাইয়া, আপন পুত্র যাম নামক দেবগণের সহিত দৈত্য-বধ করিলেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় মনুর নাম স্বারোচিষ; তিনি অগ্নির সন্তান। দ্যুমৎ, সুষেণ ও রোচিষ্মৎ প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে রোচন-নামা ইন্দ্র, তুষিতাদি দেবতা এবং ঊর্জ্জস্তম্ভ প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী সাত ঋষি বিদ্যমান ছিলেন। এই মন্বন্তরে বেদশিরা নামক এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম তুষিতা। তাঁহার গর্ভে বেদশিরার ঔরসে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া বিভু নামে বিখ্যাত হন। বিভু, কৌমার-ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিলে অষ্টাশীতি সহস্র ব্রতধারী ঋষি তাঁহার নিকট ব্রত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৪—২২। তৃতীয় মনুর নাম উত্তম। তিনি প্রিয়ব্রতের সন্তান। পবন, সৃঞ্জয় ও যজ্ঞহোত্র প্রভৃতি, উত্তমের পুত্র। এই মন্বন্তরে বসিষ্ঠ-নন্দন প্রমদ প্রভৃতি সাতজন ঋষি; সত্য, বেদ শ্রুত ও ভদ্র নামে দেবতা এবং সত্যজিৎ নামে ইন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম উত্তম-মন্বন্তরে ধর্ম্মের ভার্য্যা সুনৃতার গর্ভে সত্যব্রতগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া, সত্যসেন নামে আখ্যাত হন। সত্যসেন, সত্যজিতের সখা। তিনি মিথ্যাব্রতধারী, দুঃশীল, অসৎ যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে এবং প্রাণিহিংসক প্রাণীদিগকে বধ করেন। চতুর্থ মনুর নাম তামস। তিনি উত্তমের ভ্রাতা। পৃথু, খ্যাতি, নর ও কেতু প্রভৃতি, তামসের দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই মন্বন্তরে সত্যক, হরি ও বীর নামে দেবতা; ত্রিশিখ নামে ইন্দ্র এবং জ্যোতির্দ্ধাম প্রভৃতি সাত ঋষি ছিলেন। যুগধর্ম্মে কালবশে বেদ সকল বিলুপ্তপ্রায় হইলে পর, বিধৃতির যে সকল পুত্রেরা স্ব স্ব তেজ দ্বারা ঐ সমস্ত ধারণ করেন, এই মন্বন্তরে তাঁহারা বৈধৃতি নামক দেবতা হন। এই মন্বন্তরে ভগবান্

হরিমেধার পত্নী হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া হরি নামে প্রসিদ্ধ হন। হরি, কুম্ভীরের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন। রাজা কহিলেন,—হে বেদব্যাস-নন্দন! শ্রীহরি, কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রকে কি প্রকারে মুক্ত করেন?—আমরা আপনার নিকট সেই কথা শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছি। যে যে কথায় উত্তমঃশ্লোক হরির গুণ উদ্গীত হইয়া থাকে, সেই সেই কথা,—পবিত্র, ধন্য, মঙ্গলময় এবং স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! প্রায়োপবিষ্ট পরীক্ষিৎ এই প্রকারে নিয়োগ করিলে, বেদব্যাস-নন্দন মহাত্মা শুকদেব, রাজাকে প্রশংসা করিয়া, শ্রবণোৎসুক মুনিমণ্ডল-মধ্যে কহিতে আরম্ভ করিলেন। ২৩—৩৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গজেন্দ্রের উপাখ্যান।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ত্রিকূট নামে প্রসিদ্ধ এক সুন্দর গিরিবর আছে। উহা ক্ষীরোদ-সমুদ্রে বেষ্টিত। ত্রিকূট,—অযুত যোজন উন্নত এবং চারিদিকে সেই পরিমাণেই বিস্তৃত। হিরণ্ময়, লৌহময় ও রৌপ্যময় উহার তিনটী শৃঙ্গ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ও জলনিধি বিভাসিত। অন্যান্য শৃঙ্গ সকলও বিবিধ রত্ন ও ধাতুরাগে রঞ্জিত এবং অসংখ্য বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে সমাচ্ছন্ন। তথায় পর্ব্বত-বাহিনী নির্ঝরিণীর মধুর-শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত। সলিল-তরঙ্গে পর্ব্বতের মূলপ্রান্ত সিক্ত হইতেছে। গিরিরাজ, হরিৎবর্ণ মরকতের প্রভায় তত্রত্য বসুন্ধরাকে শ্যামবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে; উহার কন্দরে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, কিন্নর এবং অপ্সরোগণ সদাই বিহার করিতেছে। তাহাদিগের মধুর সঙ্গীতশব্দে গিরিরাজের গুহা সকল সদাই শব্দায়মান হইতেছে; সদর্প কেশরিকুল অন্য সিংহ-বোধে অসহিষ্ণু হইয়া সেই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করত গভীর গর্জ্জন করিতেছে। বিবিধ বন্যজন্তু দলে দলে বিচরণ করিয়া নগেন্দ্রের দ্রোণীশোভা সম্পাদন করিতেছে। গিরি-শিখরস্থ দেবোদ্যানে কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুল গান করিতেছে। স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী এবং সরোবরের পুলিনে বালুকা-নিচয় স্থানে স্থানে মণির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। সুর-কামিনীগণের স্নানহেতু যে গন্ধ উৎপন্ন হইতেছে, সেই সৌরভে তত্রত্য সলিল ও সমীরণ সুবাসিত হইয়াছে। ১—৮। সেই পর্ব্বতের দ্রোণীদেশে মহাত্মা বরুণের ঋতুমৎ নামে এক উপবন আছে। সেই উপবন, নিত্য-ফল-পুষ্পশালী দিব্যশাখিকুলে চতুর্দ্দিকে সুশোভিত। সুর-সীমন্তিনীরা ঐ উপবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। রাজন্! মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, চূত, পিয়াল, পনস, আম্র, আম্রাতক, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, মধুক, শাল, তাল, তমাল, অসন, অর্জ্জুন, অরিষ্ট, ডুম্বুর, প্লক্ষ, বট, কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বু, বদরী, অক্ষ হরীতকী, আমলকী, বিল্ব, কপিত্থ ও জম্বীর প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল ত্রিকূটের বিশালদেহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তথায় এক সুবৃহৎ সরোবর আছে। কাঞ্চনময় কমলকুল উহাতে শোভমান এবং কুমুদ, উৎপল ও শতপত্র উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। মত্ত মধুকর ও কলকণ্ঠ বিহঙ্গম-বৃন্দের মধুর স্বরে উহা পরিপূরিত রহিয়াছে। হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক ও সারসগণ উহাতে কেলি করিতেছে। জলকুক্কুট, কোয়ষ্টি ও দাত্যূহ পক্ষী সকল উহাতে বসিয়া শব্দ করিতেছে। মৎস্য ও কচ্ছপের সঞ্চরণহেতু প্রকম্পিত পদ্ম হইতে পরিভ্রষ্ট পরাগ উহার জলে মিশ্রিত হইয়াছে এবং তীরজাত কদম্ব, বেতস, নল, নীপ, বঞ্জুল, কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কুটজ, ইঙ্গুদ, স্বর্ণযূথী, নাগ, পুন্নাগ, জাতি, মল্লিকা, শতপত্র, মাধবী ও জালক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল বেষ্টন করিয়া উহার সুষমা বিস্তার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসময়ে সর্ব্ব-ঋতুর ফল-পুষ্পশালী শাখী সকলও উহার অলঙ্কারশোভা সম্পাদন করিতেছে। ১—১১। এই ত্রিকূটে একদিন উহারই কাননবাসী এক গজেন্দ্র, হস্তিনীগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কণ্টকাকীর্ণ, কীচক-বেণু-বেত্র-বিরচিত, বিস্তৃত গুল্ম (ঝোঁপ) ও বনস্পতিদিগকে ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। সিংহ, বারণ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্রক পশু, মহাসর্প এবং গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ সরভ ও চমরীগণ উহার গন্ধমাত্রেই ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু বৃক, বরাহ, মহিষ, ভল্লুক, শল্য, গোপুচ্ছ, কুক্কুর, মর্কট ও শশক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাপদ সকল উহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়-হৃদয়ে দূরে অন্যত্র চরিতে লাগিল। করিণী-পরিবৃত মদস্রাবী করভ-সমভিব্যাহারী ঐ করিরাজ রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া সরোবরের পদ্ম-পরাগযুক্ত সমীরণ দূর হইতে আঘ্রাণপূর্ব্বক দেহভারে-অচলাঙ্গ প্রকম্পিত করিতে করিতে তৃষ্ণাতুর হইয়া স-দলবলে সরোবরের সন্নিকটে সমুপস্থিত হইল। অলিকুল তাহার গণ্ডোপরি বসিয়া মদধারা পান করিতে লাগিল। রাজন্! গজেন্দ্র এইরূপে জলসমীপে আগমন করিয়া হ্রদে অবগাহন করিল এবং শুণ্ড দ্বারা পদ্ম-পরাগ-সম্পৃক্ত নির্ম্মল অমৃততুল্য জলরাশি যথেচ্ছ পান এবং শরীরে সিঞ্চন করিয়া ক্লান্তি দূর করিল;—তাহার পর সংসারী-পুরুষের ন্যায় স্বকরোদ্ধৃত বারিকণা,—হস্তিনী ও করভদিগকে পান এবং তদ্দ্বারা উহাদিগকে স্নান করাইতে লাগিল। সে মদোন্মাদে বিহ্বল ও দৈবী মায়ায় মুগ্ধ ছিল, সুতরাং অন্যের যে কষ্ট হইতেছে, তাহা দেখিতে পাইল না। সেই সরোবরে এক মহাবল কুম্ভীর ছিল। ঐ কুম্ভীর দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক সেই করীর চরণ আক্রমণ করিল। মহাবল হস্তীও সহসা এইরূপে বিপদে পতিত হইয়া যথাসাধ্য আকর্ষণ করিতে লাগিল; বলবান্ কুম্ভীরও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কুম্ভীরের প্রচণ্ড আকর্ষণে যূথপতিকে কাতর হইতে দেখিয়া দুঃখিতচিত্ত করিণীগণ, কাতরচিত্তে কেবল চীৎকার করিতে লাগিল এবং অন্যান্য হস্তী সকল উহার পার্শ্ব ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিল না। বলদৃপ্ত করী ও কুম্ভীরে পরস্পর পরস্পরকে জল-মধ্যে ও জলের বহির্ভাগে আকর্ষণপূর্ব্বক এই প্রকারে যুদ্ধ করিতে করাতে হাজার বৎসর অতীত হইল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইল না। ২০—২৯। দেবতারা এই ব্যাপারকে অতি অদ্ভুত বলিয়া স্বীকার করিলেন। ক্রমশঃ এতাদৃশ দীর্ঘকাল জলমধ্যে আকৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হইয়া যূথপতির উৎসাহশক্তি; শরীর ও ইন্দ্রিয়বল হ্রাস পাইল; কিন্তু জলচর কুম্ভীরের ঐ তিনই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। গজরাজ দেহধারী; অতএব এই প্রকারে প্রাণসঙ্কটে পতিত হইয়া আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইল না দেখিয়া অনেকক্ষণ চিন্তাকুল হইয়া রহিল। শেষে তাহার এই বুদ্ধি উদিত হইল,—"আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি; যখন আমার জ্ঞাতি এই সকল হস্তী আমাকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইতেছে না এবং আমি আপনিও আত্মত্রাণে সক্ষম হইতেছি না, তখন যে হস্তিনীগণ উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? এই যে কুম্ভীর আমায় ধরিয়াছে, এ বিধাতারই পাশ বটে; যাহা হউক, যে পরম-পুরুষ, ব্রহ্মাদিরও আশ্রয়,—আমি তাঁহারই শরণ লই। ঈশ্বরই বলদাতা। চণ্ডবেগ ও

দ্রুতবেগে ধাবমান কৃতান্তরূপী সর্পের ভয়ে ভীত ও বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিকে যিনি রক্ষা করেন এবং যাঁহার ভয়ে মৃত্যু প্রধাবিত হয়, আমি তাঁহারই শরণাগত হইলাম।” ৩০—৩৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

গজেন্দ্রের মুক্তি।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গজরাজ বুদ্ধি দ্বারা এই প্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়া হৃদয়ে মনকে ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বজন্ম-শিক্ষিত পরম জপ্যমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিল। সেই মন্ত্র এই,—“প্রকৃতি এবং পুরুষরূপী যে ভগবান্ সকল শরীরে কারণরূপে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং এই শরীর যাঁহা হইতে চেতনা লাভ করিয়াছে এবং যিনি পরমেশ্বর, আমি তাঁহাকে কেবল ধ্যান করি। যাঁহাতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন ও যৎকর্ত্তৃক এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে; যিনি স্বয়ং এই বিশ্বস্বরূপ এবং যিনি কার্য্য ও কারণ—উভয় হইতেই পৃথক্;—সেই স্বয়ম্ভুর চরণতলে শরণ লইলাম। স্বকীয় মায়া দ্বারা যাঁহাতে এই বিশ্ব কখন প্রকাশিত, আবার কখন প্রলয়ে বিলীন হইতেছে; যিনি সাক্ষিস্বরূপে কার্য্য ও কারণ উভয়কেই নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং প্রকাশক চক্ষুরাদিরও প্রকাশ হওয়াতে, যিনি স্বয়ং প্রকাশমাত্র;—তিনি আমাকে এই প্রাণসঙ্কটে রক্ষা করুন। ১—৪। কালবশে যাবতীয় লোক ও সর্ব্বকারণ লোকপালগণ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, যে ঘোর অনন্ত অন্ধকার থাকে,—সেই বিভু ঐ অন্ধকারের পারে বিরাজ করেন। অতএব দেব এবং ঋষিগণও তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন নাই। ইহাতে কোন্ প্রাণীই বা তাঁহাকে জানিতে বা বিবিধ আকৃতি-অবলম্বনকারী তাঁহার স্বরূপ কহিতে সক্ষম হইবে?—নটের ন্যায় যাঁহার চরিত্র অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, তিনি আমাকে এ প্রাণ-সঙ্কটে রক্ষা করুন। সাধু, সর্ব্বভূতে সুহৃদ্, আত্মদর্শী, সঙ্গত্যাগী মুনিগণ যাঁহার মঙ্গলপ্রদ পদ সন্দর্শন-লালসায়, বনে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি অলৌকিক ব্রত আচরণ করেন, তিনিই আমার গতি হউন। যাঁহার জন্ম নাই, কর্ম্ম নাই,—যিনি নামরহিত, রূপরহিত, নির্গুণ ও নির্দ্দোষ;—তথাপি যিনি লোকের উৎপত্তি এবং বিনাশের নিমিত্ত আপন মায়া দ্বারা সময়ে সময়ে জন্মাদি স্বীকার করিতেছেন; যিনি পরমেশ্বর; যিনি ব্রহ্ম; যিনি অনন্তশক্তি; যিনি অদ্ভুতকর্ম্মা; যিনি বহুরূপী;—তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি সকলের প্রকাশক, অথচ স্বপ্রকাশ; যিনি পরমাত্মা অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তা, অতএব বাক্য, মন ও চিত্তের দূরবর্ত্তী;—তাঁহাকে নমস্কার। নির্গুণ ও বিশুদ্ধ সন্ন্যাস দ্বারা যিনি প্রত্যক্-স্বরূপে প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং যিনি মোক্ষানন্দ অনুভবের স্বরূপ,—তাঁহাকে নমস্কার। যিনি শান্ত, ঘোর, মূঢ়, সত্ত্বাদি ধর্ম্মের অনুসরণকারী; যাঁহার বিশেষ নাই; যিনি সমতারূপী ও জ্ঞানময়, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৫—১২। ভগবন্! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্ব-অধ্যক্ষ ও সর্ব্বসাক্ষী। আপনি সকলের পূর্ব্বে অবস্থিতি করেন, অতএব আত্মার মূল এবং প্রকৃতির প্রকৃতি;—আপনাকে নমস্কার করি। আপনি যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা; বিষয়-সমূহে আপনার সৎরূপ আভাস বিদ্যমান আছে, সুতরাং অসৎ অহঙ্কার-প্রপঞ্চই আপনাকে বলিয়া দিতেছে; সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি আপনার জ্ঞাপক; অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্বকারণরূপী, স্বয়ং নিষ্কারণ। আপনি অদ্ভুত কারণ। যেরূপ নদী সকল, মহাসাগরে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ যাবতীয় আগম ও বেদ আপনাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আপনি মোক্ষরূপী; আপনিই সাধু ব্যক্তিদিগের আশ্রয়;—আপনাকে নমস্কার করি। আপনি জ্ঞানাগ্নি-স্বরূপ; আপনি, গুণরূপ কাষ্ঠে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন; আপনার মানস, গুণজন্য কার্য্যের প্রতি বিমুখ। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব-চিন্তা দ্বারা বিধি-নিষেধরূপ আগম পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি স্বয়ংই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে প্রকাশ পান;—আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি মুক্ত; আপনিই আমার ন্যায় শরণাগত পশুগণের বন্ধনপাশ মোচন করিতে সমর্থ; আপনার অপার করুণা; অধিক কি, কৃপা-বিতরণে আপনার আলস্যও নাই;—আপনাকে নমস্কার করি। আপনি যাবতীয় দেহীর মনোমধ্যে অন্তর্যামিরূপে বাস করিয়া জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; কিন্তু দেহধারিগণ আপনার শেষসীমা নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম নহে। আপনি সর্ব্বপ্রাণীর শাসক;—আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্বান্তর্যামী; তথাপি যে সকল ব্যক্তি দেহ, পুত্র, গৃহ, বিত্ত ও ভৃত্যাদিতে আসক্ত, তাহারা আপনাকে পাইতে সক্ষম হয় না; কারণ, গুণের সহিত আপনার সংস্রব নাই। যাহারা দেহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই আপনার চিন্তা করিয়া থাকে। জ্ঞানই আপনার স্বরূপ। আপনি ভগবান্;—আপনাকে নমস্কার করি। লোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-লাভের অভিলাষে যাঁহাকে উপাসনা করিয়া, আপন আপন অভীষ্ট, অন্যান্য মঙ্গল এবং অক্ষয় দেহও প্রাপ্ত হয়, তাঁহার দয়ার সীমা নাই;—তিনিই আমাকে ত্রাণ করুন। ১৩—১৯। যাঁহার পরম ভক্তগণ, মুক্ত-ব্যক্তিদিগের সেবা করাতে পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়া কেবল তাঁহারই অদ্ভুত সুমঙ্গল চরিত্রই গান করেন,—সেই অক্ষর, পরমেশ্বর, অব্যক্ত, আধ্যাত্মিক যোগের গম্য, সূক্ষ্মরূপ পদার্থের ন্যায় অতীন্দ্রিয়, অনন্ত, আদ্য এবং পরিপূর্ণ পরব্রহ্মকে নমস্কার করি। যাঁহার অত্যল্প অংশ দ্বারা নাম ও রূপভেদে ব্রহ্মাদি-দেবগণ, বেদচতুষ্টয় ও চরাচর-লোক সৃষ্ট হইয়াছে; যেমন অগ্নি হইতে তেজ এবং সূর্য্য হইতে কিরণ নির্গত হয়, আবার ঐ তেজ এবং কিরণ—অগ্নি ও সূর্য্যেতেই লীন হয়,—সেইরূপ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহপ্রবাহ যাঁহা হইতে উদ্গত এবং যাঁহাতেই লয় পাইতেছে;—তিনি দেব নহেন, অসুর নহেন, মনুষ্য নহেন, পশু নহেন, পক্ষী নহেন, স্ত্রী নহেন, নপুংসক নহেন, পুরুষ নহেন, লিঙ্গহীন কোন প্রাণিবিশেষও নহেন, ‘গুণ নহেন, কার্য্য নহেন, সৎ নহেন, অসৎ নহেন; কিন্তু ‘ইহা নহেন,’ ‘উহাও নহেন,’ এইরূপে যাবতীয় বস্তু নিষেধ করিয়া চরমে অবধি-স্বরূপে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তিনি;—সেই শেষহীনের জয় হউক। ২০—২৪। ইহলোকে সেই ভগবান্ আমাকে আশু-মোচন করুন। বাঁচিতে আমার আর ইচ্ছা নাই। এই গজজন্ম বাহ্যে ও অন্তরে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন; ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই। অজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব-প্রকাশের আবরণ-স্বরূপ;—মোক্ষকালেও নষ্ট হয় না। আমি সেই অজ্ঞান হইতে বিমুক্ত হইতে ইচ্ছা করি। ইচ্ছা করিয়া, যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, অথচ যিনি বিশ্ব হইতে বিভিন্ন, বিশ্বই যাঁহার সম্পত্তি এবং যিনি বিশ্বের আত্মা,—সেই পরমপদ পরব্রহ্মকে নমস্কার করি। ভগবদ্ধর্ম্ম-সংশ্রবে যাঁহাদিগের কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়াছে, সেই সকল যোগী যোগযুক্ত-চিত্তে যে যোগেশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁহাকে নমস্কার। আপনার শক্তিত্রয়ের বেগ সহ্য করা যায় না। আপনি বাহ্যে ইন্দ্রিয়গুণ স্বরূপে প্রতীয়মান হন এবং বিপন্ন ব্যক্তিদিগের পালন করিয়া থাকেন। আপনার অনন্ত শক্তি। যাহাদিগের ইন্দ্রিয় কুৎসিত, তাহারা আপনার পদ লাভ করিতে পারে না;—আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। যিনি অহংবুদ্ধি-রূপিণী নিজ মায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকাতে, লোকের অজ্ঞাগম্য হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার

মাহাত্মের সীমা নাই; আমি এই স্থান হইতে তাঁহারই শরণ লইলাম।" ২৪—২৯। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গজেন্দ্র, মূর্ত্তিভেদ বর্ণন না করিয়া এই প্রকারে পরম-তত্ত্বের স্তব করিল। ব্রহ্মাদি দেবগণের—বিবিধ মূর্ত্তিভেদে অভিমান আছে; সুতরাং তাঁহারা গজের নিকটে উপস্থিত না হওয়ায় সকলের আত্মা, নিখিল দেবতা স্বরূপ নারায়ণ আবির্ভূত হইলেন। চক্রধারী জগন্নাথ, গজেন্দ্রকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পীড়িত বলিয়া জানিতে পারিয়া এবং তাহার স্তোত্র শুনিয়া বেদময় গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিলেন; দেবগণ স্তব করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। গজপতি, জলমধ্য-স্থিত ভীষণ পরাক্রান্ত কুম্ভীর-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া কষ্ট পাইতেছিল; এক্ষণে গগন-মণ্ডলে গরুড়াসনে নারায়ণকে দর্শন করিয়া পুষ্পযুক্ত শুণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক অতি কষ্টে কহিল, "হে নারায়ণ! অখিল-গুরো! আপনাকে নমস্কার।" ভগবান্ বিষ্ণু গজেন্দ্রকে পীড়িত দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ গরুড়পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সকরুণ-চিত্তে সরোবর হইতে কুম্ভীরের সহিত তাহাকে উত্তোলন করিলেন। অনন্তর চক্র দ্বারা কুম্ভীরের মুখচ্ছেদন করিয়া দেব-গণের সমক্ষে গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন। ৩০—৩৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

গজেন্দ্রের স্বর্গে গমন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ব্রহ্মা, শূলপাণি প্রভৃতি দেবগণ, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ, হরির সেই অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল; গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য-গীত আরম্ভ করিল এবং ঋষি, চারণ ও সিদ্ধগণ নারায়ণের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজন্! হুহু নামা গন্ধর্ব্ব, দেবলশাপে ঐ কুম্ভীর হইয়া জন্মলাভ করেন। এক্ষণে ভগবানের কৃপায় মুক্ত হইবামাত্র তিনি অত্যাশ্চর্য্য রূপ ধারণপূর্ব্বক পুণ্যশ্লোক অব্যয় নারায়ণকে মস্তক দ্বারা নমস্কার করিয়া, তাঁহার গুণগান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নিষ্পাপ হইয়া ঈশ্বরকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করত স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। ১—৫। এদিকে গজরাজও ভগবানের করস্পর্শে অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের তুল্য কান্তি, পরিচ্ছদ—পীতবসন ও চতুর্ভুজ ধারণ করিল। গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পাণ্ড্যদেশীয় মহীপতি ছিল। তৎকালে দ্রাবিড়-দেশীয়-দিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সাধু আর কেহই ছিল না। বিষ্ণুব্রতই ইন্দ্রদ্যুম্নের একমাত্র সাধন ছিল। আত্মজ্ঞানী ইন্দ্রদ্যুম্ন কুলাচলে আশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক জটাযুক্ত-তপস্বিবেশে ভগবানের ভজনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উপাসনা-সময়ে স্নান করিয়া মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি ভগবান্ নারায়ণকে ধ্যান করিতেছেন,—এমন সময়ে মহাযশা অগস্ত্য মুনি শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার পূজা না করিয়া একদিকে মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে মুনির ক্রোধ উদ্রিক্ত হইল। তিনি কুপিত হইয়া অভিশাপ করিলেন,—"এই দুষ্ট অসাধু,—শিক্ষালাভ করে নাই, সেই হেতু আজি এ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিল। গজের বুদ্ধি জড়; এ ব্যক্তি গজ হইয়াই অজ্ঞানে নিমগ্ন হউক।" ৬—১০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ অগস্ত্য এইরূপ অভিশাপ দিয়া শিষ্যগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নও "দৈবই এই ঘটনার মূল" এই ভাবনা করিতে করিতে গজজন্ম প্রাপ্ত হইলেন। গজজন্মে আত্মস্মৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হরির আরাধনা করিতেন, সেই প্রভাবে গজ হইয়াও, পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হন নাই। পদ্মনাভ গরুড়-বাহন ভগবান্, গজেন্দ্রকে এইরূপে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে আপন পার্ষদ করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন। গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও দেবগণ তাঁহার অদ্ভুত-কীর্ত্তি গান করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! আমি তোমার নিকট কৃষ্ণের গজরাজ-বিমোক্ষণরূপ মাহাত্ম্য এই বর্ণন করিলাম। যাঁহারা এই প্রস্তাব শ্রবণ করেন, তাঁহারা স্বর্গলাভ ও যশোলাভ করেন; তাঁহাদের কলি-জন্ত পাপ-নাশ ও দুঃস্বপ্ন-নাশ হইয়া থাকে। অতএব মঙ্গলকামী দ্বিজাতিগণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া দুঃস্বপ্ন-শান্তির নিমিত্ত ইহা কীর্ত্তন করিবেন। ১১—১৫। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বভূতময় ভগবান্ নারায়ণ প্রীত হইয়া সর্ব্বভূতের সমক্ষে গজেন্দ্রকে এই কথা কহিয়াছিলেন,—"যাঁহারা শেষ-রাত্রিতে জাগরিত হইয়া সাবধানে যত্ন-সহকারে—আমাকে; তোমাকে; এই সরোবর, বন ও পর্ব্বতকে; কন্দর, বেত্র, কীচক ও বেণুর গুল্ম সকলকে; এই দেবতরু-গুলিকে; ব্রহ্মার, শিবের ও আমার আবাসভূত এই সকল শৃঙ্গকে; আমার প্রিয়তম আবাস ক্ষীরোদ-সমুদ্রকে; তেজোময় শ্বেতদ্বীপকে, আমার শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, মালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খকে; পন্নগরাজ গরুড়কে; অনন্তকে; আমার সূক্ষ্ম অংশস্বরূপা, আমার আশ্রিতা কমলা দেবীকে; বিরিঞ্চি, নারদ, মহাদেব ও প্রহ্লাদকে এবং আমি—মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহাদি অবতারে যে সকল পবিত্র কার্য্য করিয়াছি, সেই সমুদায় কার্য্যকে; সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ওঙ্কার, সত্য, গো, ব্রাহ্মণ ও ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্মকে; চন্দ্র ও কশ্যপের ধর্ম্মপত্নী দক্ষনন্দিনীদিগকে; গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা ও কালিন্দীকে; ঐরাবত, ধ্রুব, সপ্ত ব্রহ্মর্ষি এবং পবিত্রযশা মানবদিগকে স্মরণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। এই সকল আমার রূপ। হে গজরাজ! যাঁহারা রাত্রিশেষে জাগরিত হইয়া এই সকলের দ্বারা আমার স্তব করেন, মরণান্তে আমি তাঁহাদিগকে সদ্গতি দান করি।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! হৃষীকেশ এই আজ্ঞা করিয়া শঙ্খোত্তম পাঞ্চজন্য বাদনপূর্ব্বক ত্রিদশ-বৃন্দকে আনন্দিত করিতে করিতে গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ১৬—২৬।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! হরির গজেন্দ্র-বিমোচনরূপ পরম পবিত্র ও পাপনাশন কর্ম্ম তোমার নিকট এই বর্ণন করিলাম। এক্ষণে রৈবত-মন্বন্তর-কথা শ্রবণ কর। পঞ্চম মনুর নাম রৈবত। তিনি তামস-মনুর সহোদর ভ্রাতা। অর্জ্জুন, বলি ও বিন্ধ্য নামে তাঁহার কয়টি পুত্র ছিল। এই মন্বন্তরে বিভু—ইন্দ্র; ভূতরয় প্রভৃতি দেবতা এবং হিরণ্যরোম, বেদশিরা, ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ এই মন্বন্তরে শুভ্রের ঔরসে তদীয় পত্নী বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণের সহিত আপন অংশে বৈকুণ্ঠ নামে উৎপন্ন হন। লক্ষ্মীদেবীর প্রার্থনায় বৈকুণ্ঠ, তাঁহার প্রিয় সাধন করিবার জন্য বৈকুণ্ঠলোক নির্ম্মাণ করেন। লোকালোকবাসী সকলেই সেই বৈকুণ্ঠকে নমস্কার করিয়া থাকে। এ

বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য এবং পরম অভ্যুদয়শালী ভগবান্ যাহা বর্ণন করিয়াছি, তাহা অতি সামান্য; কেননা, যিনি বিষ্ণুর যাবতীয় গুণবর্ণন করিতে স্পর্দ্ধা করেন, তিনি পৃথিবীর ধূলিকণাও গণনা করিতে পারেন। ১—৬। ষষ্ঠ মনুর নাম চাক্ষুষ; ইনি চক্ষুর তনয়। পুরু, পুরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি ইঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম—ইন্দ্র; আপ্যাদি—দেবতা এবং হবিষ্মৎ ও বীরক প্রভৃতি ঋষি। চাক্ষুষ-মন্বন্তরে ভগবান্, বৈরাজের ভার্য্যা দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অজিত জলগর্ভে কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে ঘূর্ণমান মন্দর-পর্ব্বত ধারণপূর্ব্বক জলধি-মন্থন করিয়া দেবতাদিগকে পীযূষ পরিবেশন করেন। রাজা কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ যাহার নিমিত্ত, যে কারণে এবং যেরূপে ক্ষীর-সমুদ্র মন্থন ও কূর্ম্মরূপে মন্দর-পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন; যেরূপে দেবতারা অমৃত-লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, আপনি তাহা বর্ণন করুন। ভগবানের এই কর্ম্ম অতি অদ্ভুত। আমার অন্তঃকরণ মহাবিষলাবহি তাপে সন্তপ্ত হইতেছে, সেই জন্য শুভাত্মক ভগবানের মহিমা আপনি যতই কহিতেছেন,—কিছুতেই চিত্তের পরিতৃপ্তি হইতেছে না। ৭—১৩। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! রাজা পরীক্ষিৎ, ব্যাসনন্দন শুকদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, ঋষি শুকদেব, হরির পরাক্রমের প্রশংসা করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন;—রাজন্! অসুরগণ, শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধস্থলে দেবতাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল; তাহাতে অনেকানেক অমর প্রাণশূন্য হইয়া পতিত হইলেন,—আর গাত্রোত্থান করিলেন না। এদিকে দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রপ্রভৃতি লোকত্রয় শ্রীভ্রষ্ট হইলে যজ্ঞাদি-কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িল; ইন্দ্র ও বরুণাদি দেবগণ বিবিধ-মন্ত্রণা করিয়াও কোন উপায় অবধারণ করিতে না পারিয়া অবশেষে সকলেই সুমেরুর শৃঙ্গে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন এবং পরমেষ্ঠীকে প্রণাম করিয়া সমুদায় নিবেদন করিলেন। ভগবান্ পদ্মযোনি,—ইন্দ্রাদিকে নিঃসত্ত্ব ও প্রভাহীন; লোকদিগকে সাতিশয় দুর্দ্দশা-গ্রস্ত এবং অসুরদিগকে সবল-কায় দর্শন করিয়া স্থিরচিত্তে পরম-পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে প্রফুল্ল-বদনে দেবতাদিগকে কহিলেন, "আমি, ভব, তোমরা ও অসুরগণ এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও স্বেদজগণ—সকলেই যাঁহার অবতারের অংশের অংশ দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছি,—আইস,—সকলেই তাঁহার শরণাগত হই। যাঁহার বধ্য নাই, রক্ষণীয় নাই, উপেক্ষণীয় নাই, আদরণীয় নাই; তথাপি যিনি কালক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ ধারণ করেন,—তিনি দেহীর মঙ্গলের নিমিত্ত এক্ষণে সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া আছেন; এই তাঁহার স্থিতি-পালনের কাল। আমরা তাঁহার আপনার; অতএব চল, আমরা তাঁহার শরণ লই। জগদ্গুরু আমাদিগের মঙ্গল-বিধান করিবেন।" ১৪—২৩। শুকদেব কহিলেন,—হে শত্রুদমন! বিরিঞ্চি, দেবতাদিগকে এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তমোগুণের পারস্থিত পরম-ধাম ক্ষীরসাগরে গমন করিলেন এবং সেই স্থানে উপনীত হইয়া অবহিত-মনে বৈদিক-বাক্য দ্বারা অদৃষ্ট-স্বরূপ অথচ শ্রুতপূর্ব্ব পরম-পুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, "হে দেব! আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আপনি আদ্য, অনন্ত, বিকার-রহিত, সত্যস্বরূপ এবং সর্ব্বান্তর্যামী; আপনি উপাধিহীন, অচিন্ত্য ও বাক্যের অবিষয়। মনের অপেক্ষাও আপনার বেগ অধিক; বাক্য দ্বারা আপনাকে নির্ব্বাচিত করিতে পারা যায় না;—আপনাকে নমস্কার। অহো! যিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে জ্ঞাত আছেন; যিনি ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে প্রকাশ পান, অথচ যিনি সর্ব্বজ্ঞতার ন্যায় অজ্ঞান-রহিত; যাঁহার দেহ নাই; যিনি অক্ষয়; যিনি আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী—কারণ, জীবের পক্ষপাতী অবিদ্যা ও বিদ্যার সহিত সংস্পৃষ্ট নহেন; যিনি তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন;—আমরা তাঁহার শরণ লইলাম। জীবের দেহ চক্রস্বরূপ;—মায়া ইহাকে ঘূর্ণন করাইতেছে। ইহা মনোময়। দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ ইহার অর। ইহার বেগ অতি দ্রুত। ত্রিগুণ ইহার নাভি। বিদ্যুতের ন্যায় ইহার গতি চঞ্চল। অষ্ট প্রকৃতি ইহার নেমি। যিনি এই চক্রের অক্ষ,—আমরা সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। যিনি জীবের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন, অথচ জ্ঞানই যাঁহার একমাত্র স্বরূপ; যিনি প্রকৃতির দূরবর্ত্তী; যিনি অদৃশ্য; যিনি অব্যক্ত; যাঁহার অন্ত নাই, পার নাই,—ধীর-ব্যক্তি সকল যোগরূপ সাধন দ্বারা যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন; লোকে যাহাতে মুগ্ধ হইয়া আত্মার স্বরূপ জানিতে সক্ষম হয় না,—কেহই যাঁহার সেই মায়ার পরপারে গমন করিতে পারে না; যিনি মায়া ও মায়াগুণ সকল জয় করিয়াছেন; যিনি পরম ঈশ্বর এবং যিনি সর্ব্বত্রই সম-ভাবে বিচরণ করেন;—আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। ২৪—৩০। এই সকল ঋষি এবং এই সকল দেবতা—আমরা তাঁহার প্রিয়তম—তনু—সত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছি; তাঁহার সূক্ষ্ম গতি বাহ্যে এবং অভ্যন্তরেও প্রকাশ পাইতেছে; তথাপি যখন আমরা ঐ গতি জ্ঞাত হইতেছি না,—তখন অসুরাদি অজ্ঞান জীবেরা কিরূপে জানিতে পারিবে?—তাহারা ত রজঃ এবং তমোগুণ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ প্রাণী এই যে ভূমণ্ডলে বাস করিতেছে, যিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই পৃথিবীই যাঁহার দুই পদ,—সেই বৈরাজরূপী, মহাপুরুষ, মহাবিভূতিশালী ব্রহ্ম আমাদিগের প্রতি প্রীত হউন। লোক এবং লোকপালগণ যে জল হইতে উৎপন্ন হন, যে জল দ্বারা তাঁহারা বৃদ্ধি পান ও জীবিত থাকেন, সেই উদার-শক্তি-সম্পন্ন সলিল যাঁহার রেতঃ,—সেই মহৈশ্বর্য্যশালী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যে চন্দ্র,—দেবতাদিগের অন্ন, বল ও পরমায়ু; যিনি বৃক্ষ সকলের ঈশ্বর ও প্রজাগণের জন্মদাতা; সেই চন্দ্র যাঁহার মন,—সেই মহাবিভূতিশালী ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ক্রিয়াকাণ্ডের নিমিত্ত যে অগ্নির উৎপত্তি হয়; যে অগ্নি হইতে বেদরূপ ধন উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে অগ্নি জীবের উদর-মধ্যে থাকিয়া অন্ন পরিপাক করেন; সেই বহ্নি যাঁহার বদন,—সেই মহাবিভূতিশালী মহেশ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যে সূর্য্য দেবযান অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি দেবমার্গের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা; যিনি বেদময়; যিনি ব্রহ্মার উপাসনা-স্থান; যিনি মুক্তির দ্বার এবং যিনি অমৃত ও মৃত্যুরূপী; সেই ভাস্কর যাঁহার লোচন,—সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যে বায়ু চরাচরের প্রাণ, বল, উৎসাহ ও বিক্রম এবং আমরা ভৃত্যের ন্যায় সম্রাট্‌রূপ যে বায়ুর আনুগত্য করিতেছি; সেই সমীরণ যাঁহার প্রাণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে,—সেই মহৈশ্বর্য্যশালী প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার শ্রোত্র হইতে দশ দিক্; হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্রসমূহ এবং নাভি হইতে দশ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও দেহের আশ্রয়ীভূত আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে;—সেই মহাবিভূতিশালী বিভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩১—৩৮। যাঁহার বল হইতে মহেন্দ্র, প্রসাদ হইতে সুরগণ, ক্রোধ হইতে মহেশ, বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা, দেহগত ছিদ্র সকল হইতে বেদ ও ঋষিগণ এবং মেঢ্র হইতে প্রজাপতি উদ্ভূত হইয়াছেন,—সেই মহাবিভূতিশালী ভগবান্ হরি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে লক্ষ্মী, ছায়া হইতে পিতৃগণ, স্তন হইতে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠ হইতে অধর্ম্ম, উত্তমাঙ্গ হইতে স্বর্গলোক এবং বিহার হইতে অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইয়াছে,—সেই মহাবিভূতিশালী

মহেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও পরমগুহ্য বেদ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় ও বল, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য ও নৈপুণ্য এবং পদ হইতে শুশ্রূষা-বৃত্তি ও শূদ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে,—সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার অধর হইতে লোভ, উত্তরোষ্ঠ হইতে প্রীতি, নাসিকা হইতে কান্তি, স্পর্শ হইতে পশুদিগের শুভসাধক কাম, ভ্রূযুগ হইতে শমন এবং পক্ষ্ম হইতে কাল উৎপন্ন হইয়াছে,—সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। পণ্ডিতগণই,—পঞ্চভূত, কাল, কর্ম, গুণ ও অনিত্য সংসার—এই সকলকে নিরাকরণ করিতে পারেন; অতএব এই সকল দুর্নিভাব্য। জ্ঞানী লোক এই সকলকে যাঁহার অহিত-কারিণী মায়া বলিয়া নির্দেশ করেন,—সেই মহাবিভূতিশালী হরি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩১—৪৩। ভগবান্ প্রশান্ত শক্তিময়। স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়া তাঁহার আত্মা চরিতার্থ হইয়াছে; অথচ তিনি দর্শনাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা মায়াজাত গুণসমূহে আসক্ত হন না; তাঁহার লীলা বায়ুর ক্রীড়া-সদৃশ;—আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। ভগবন্! যেরূপে আমরা দেখিতে পাই, সেইরূপে আপনার আত্মা ও সস্মিত বদন প্রদর্শন করুন। আমরা বিপন্ন হইয়া দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। প্রভো! আমরা যে সকল কর্ম করিতে অসমর্থ, আপনি কালে কালে স্বেচ্ছাক্রমে প্রসিদ্ধ মূর্তি সকল ধারণ করিয়া নিজেই সে সকল কর্ম সম্পন্ন করিতেছেন। বিষয়াসক্ত দেহী যে সকল কর্ম করেন, তাহাতে কষ্ট অধিক, কিন্তু ফল সামান্য;—কোথাও বা কিছুমাত্র ফলই উৎপন্ন হয় না; কিন্তু যে সকল কর্ম আপনাতে সমর্পিত হয়, তাহা পূর্বোক্ত কর্মসমূহের ন্যায় নিষ্ফল হয় না। কর্ম অল্প হইলেও যদি ঈশ্বরে তাহা সমর্পিত হয়, তাহা হইলে উহাই শ্রম সফল করে; কেননা, ঈশ্বর পুরুষের আত্মা, প্রিয় ও হিতকারী। যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে স্কন্ধ এবং শাখা সকলেরও সেচন করা হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর আরাধনা করিলেই সমস্ত ভূতের এবং আত্মারও আরাধনা হইয়া থাকে। আপনি অনন্ত; আপনার স্বভাব ও কর্ম সকল তর্ক দ্বারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আপনি নির্গুণ অথচ সগুণ ঈশ্বর। আপনি সত্ত্বগুণকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। আমরা আপনাকে নমস্কার করি।" ৪৪—৫০।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অমৃতোৎপাদনে দেবাসুরের উদ্যোগ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! দেবগণ কর্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া ভগবান্ হরি তাঁহাদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। সহস্র সূর্যোদয় হইলে যেরূপ দীপ্তি হয়, তৎকালে তাঁহার দেহ হইতে সেইরূপ দীপ্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহাতে হঠাৎ দেবতাদিগের চক্ষু ঝলসিয়া গেল; তাঁহারা আকাশ, দিক্, পৃথিবী,—এমন কি, আপনাদিগকেও দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং ঈশ্বরকে কিরূপে দেখিতে পাইবেন? অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ও মহেশ্বর তাঁহার মরকত-শ্যামল স্বচ্ছ কান্তি দেখিতে পাইলেন। সেই শ্যামল শান্ত শরীরে নয়ন-যুগল পদ্মগর্ভের ন্যায় রক্তপ্রভা বিস্তার করিতেছিল। তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ পীতবর্ণ কৌষেয় বসনে সুন্দর সুপ্রসন্ন অঙ্গ-সকল পরিবেষ্টিত; মুখ অতি মনোরম; ভ্রূযুগল লোভনীয়। মস্তকে উৎকৃষ্ট মণিময় কিরীট, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল-যুগল এবং ভুজদ্বয়ে দুই কেয়ূর শোভমান। মনোরম কুণ্ডলদ্বয় বিলম্বিত হইয়া দুই কপোলের শোভা বিস্তার করিতেছিল; তাহাতে মুখকমল মনোহর দেখাইতেছিল। কাঞ্চী, বলয়, হার ও নূপুরে দেহ বিভাসিত; কৌস্তভ দ্বারা কণ্ঠের দীপ্তি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত। বনমালা-ভূষিতা লক্ষ্মীকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং সুদর্শনাদি অস্ত্র সকল মূর্তিমান্ হইয়া ঐ ভগবৎমূর্তির স্তব করিতেছিল। এতাদৃশ মনোহর মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মা ও শিব, দেবগণের সহিত সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং পরম-পুরুষের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৭। ব্রহ্মা কহিলেন, "ভগবন্! ইহা শ্রীমূর্তির আবির্ভাব মাত্র; আপনি নির্গুণ, সুতরাং আপনার জন্ম, স্থিতি ও বিনাশ নাই। এই জন্যই পণ্ডিতগণ আপনাকে মুক্তিসুখের সাগর-স্বরূপ বলিয়া থাকেন। তথাপি আপনি সূক্ষ্মেরও সূক্ষ্ম;—বস্তুতঃ আপনার মূর্তির ইয়ত্তা নাই। আপনার প্রভাব ভাবনা করা দুঃসাধ্য। আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে বিধাতঃ! মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিদিগের—তান্ত্রিক ও বৈদিক যোগ দ্বারা আপনার এই রূপের পূজা করা কর্তব্য। বিশ্ব এই মূর্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব আমি ইহাতে আমাদের সকলকে এবং ত্রিলোককে দর্শন করিতেছি। আপনি স্বাধীন; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সকলই আপনাতে অবস্থিত। মৃত্তিকা যেমন ঘটের আদি, মধ্য ও অন্ত, সেইরূপ আপনিও এই জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য; কারণ, আপনি প্রধানেরও শ্রেষ্ঠ। ভগবন্! আত্মাশ্রয়িণী স্বাধীনা মায়া দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি করিয়া আপনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞ যতিগণ, গুণের পরিণামেও মন দ্বারা আপনাকে নির্গুণ-স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। যেরূপ কাষ্ঠে অগ্নি, গাভীতে ঘৃত, ক্ষিতিতলে জল ও অন্ন এবং পুরুষকারে জীবিকা নিহিত আছে এবং যেরূপ মনুষ্যেরা বিশেষ বিশেষ উপায় দ্বারা কাষ্ঠাদি হইতে অগ্নি প্রভৃতি লাভ করে;—পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন,—সেইরূপ আপনি, গুণ সকলে বর্তমান আছেন। বুদ্ধিরূপ উপায় দ্বারা তাঁহারা আপনাকে গুণগণ হইতে লাভ করিয়া থাকেন। হে নাথ! হে পদ্মনাভ! আপনি আমাদিগের চিরকালের বাঞ্ছিত রত্ন। আপনি যোগৈকগম্য; এক্ষণে আবির্ভূত হইলেন। জাহ্নবী-জল-দর্শনে দাবাগ্নি-দগ্ধ গজপতিগণ যেমন সুস্থ হয়,—অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া সেইরূপ আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত হইলাম। যাবতীয় লোকপালের সহিত আমরা, যে মানসে আপনার চরণতলে শরণাগত হইয়াছি, এক্ষণে আপনি তাহা পূর্ণ করুন। আপনি বাহ্য ও অন্তরাত্মা এবং সকলের সাক্ষী; আপনাকে আর কি জানাইব? যেরূপ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল উদ্গত হয়,—সেইরূপ আমি, গিরিশ, দেবগণ ও দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ,—সকলে পৃথক্ পৃথক্ আপনা হইতে প্রকাশ পাইতেছি; অতএব আমরা আপনাদিগের মঙ্গল জানিতে পারিতেছি না, সুতরাং আপনি নিজেই দেব ও দ্বিজদিগের উপায় অবলম্বন করুন।" ৮—১৫। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ব্রহ্মাদি দেবগণ এই প্রকারে স্তব করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন; অন্তর্যামী তাঁহাদিগের যথার্থ হৃদ্গত সমস্ত অবগত হইয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন। নারায়ণ একাকীই সেই সুরকার্যে সমর্থ হইলেও সমুদ্র-মথনাদি দ্বারা ক্রীড়া করিতে অভিলাষ করিয়া সুরগণকে কহিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! হে শম্ভো! হে দেবগণ! হে গন্ধর্বগণ! যাহাতে তোমাদিগের মঙ্গল হইবে, কহিতেছি,—সকলে সমাহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। দানবগণ এক্ষণে শুক্রাচার্যের আনুকূল্য লাভ করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। যত দিন তোমরা আপনাদিগের উন্নতি করিতে না পার, ততদিনের জন্য তাহাদিগের সহিত সন্ধি কর। কার্যসিদ্ধি গুরুতর হইয়া উঠিলে সর্প ও মূষিকের ন্যায় শত্রুদিগের সহিত সন্ধি করিতে হয়;

অতএব দৈত্য ও দানবদিগের সহিত মিলিত হইয়া শীঘ্র অমৃত উৎপাদন করিতে চেষ্টা কর। মৃত্যুগ্রস্ত প্রাণীও অমৃত পান করিলে অমর হইতে পারে। ক্ষীরোদ-সাগরে যাবতীয় তৃণ, লতা, ওষধি নিক্ষেপ কর এবং মন্দর পর্ব্বতকে মন্থান-দণ্ড, বাসুকিকে রজ্জু ও আমাকে সহায় করিয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সাগরমন্থন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইতে দৈত্যদিগের ক্লেশ এবং তোমাদিগের শুভফল উৎপন্ন হইবে। হে দেবগণ! এক্ষণে অসুরেরা যাহা চাহিবে, তোমরা তাহাতে সম্মত হইও। দেখ, সন্ধি দ্বারা প্রয়োজন যেরূপ সুসিদ্ধ হয়, বিগ্রহ দ্বারা কখনই সেরূপ হয় না। সাগর হইতে যে কালকূট বিষ উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে ভীত হইও না এবং অন্যান্য যে সকল সামগ্রী লাভ হইবে, সে সকলে কখন লোভ, অভিলাষ বা অভিলাষের অসিদ্ধি হইলে, ক্রোধ করিবে না।" ১৬—২৫। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! স্বচ্ছন্দগামী পুরুষোত্তম ভগবান্ ঈশ্বর এই প্রকার আদেশ করিয়া দেবতাদিগের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও গিরিশ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব ধামে এবং দেবগণ বলির নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা যুদ্ধ-সজ্জায় আগমন করেন নাই,—তথাপি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বলির যোদ্ধৃগণ শশব্যস্তে সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইল; কিন্তু যশস্বী বলি তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। কেননা, তিনি সন্ধি ও বিগ্রহের উপযুক্ত অবসর বুঝিতে পারিতেন। সর্ব্বজয়ী বিরোচন-নন্দন চতুর্দ্দিকে অসুর-সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং সুন্দরী রমণীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দেবগণ ক্রমে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম যাহা যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, মহামতি পুরন্দর সুমিষ্ট-বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, তৎসমুদায় উল্লেখ করিলেন। তাঁহার বাক্য,—বলি, শম্বর ও অরিষ্টনেমি প্রভৃতি সভায়লোপবিষ্ট অসুরপতিদিগের এবং ত্রিপুরবাসী দানবগণের মনে লাগিল। হে শত্রুসূদন! অনন্তর অসুর ও সুরগণ সন্ধি-বন্ধনপূর্ব্বক পরস্পর মিত্র হইয়া অমৃতলাভ জন্য উদ্যত হইলেন। দেব ও দানবগণের বাহু, পরিঘের ন্যায় সুদীর্ঘ; তাঁহারা সকলেই বলদর্পিত ও সমর্থ;—বলপূর্ব্বক মন্দর-পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে সকলে সমুদ্রাভিমুখে লইয়া চলিলেন। ২৬—৩৩। কিন্তু বহুদূর ভারবহন করাতে ইন্দ্র ও বলি প্রভৃতি সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে পর্ব্বতকে পরিত্যাগ করিলেন। কনকাচল তথায় পতিত হইয়া গুরুভারে অনেকানেক দেব ও দানবদিগকে চূর্ণ করিল। গরুড়-বাহন ভগবান্ তাঁহাদিগকে সেই প্রকারে ভগ্নবাহু, ভগ্নকন্ধর, সুতরাং ভগ্নচিত্ত জানিতে পারিয়া গরুড়ারোহণে সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন এবং দেব ও দানবগণ, গিরিপতন দ্বারা পিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া, কটাক্ষে তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও ব্রণহীন হইয়া উত্থিত হইলেন। অবশেষে নারায়ণ অবলীলাক্রমে পর্ব্বতকে এক হস্তে গরুড়ের পৃষ্ঠে উত্তোলনপূর্ব্বক সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; সুরাসুরগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। তদনন্তর বিহগরাজ গরুড়, স্কন্ধ হইতে অচলকে অবতারণ করিয়া জলনিধি-সমীপে স্থাপনপূর্ব্বক নারায়ণের আজ্ঞানুসারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ৩৪—৩৯।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

সমুদ্র-মন্থনে কালকূটোৎপত্তি।

শুকদেব কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! "সাগর-মন্থনে যে অমৃত উঠিবে, তোমাকেও তাহার অংশ দিব"—দেব ও দানবগণ এইরূপ আশ্বাসবাক্যে নাগরাজ বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সেই গিরি বেষ্টন করিলেন এবং সকলে সংযত হইয়া অমৃত-লাভের নিমিত্ত মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। হরি অগ্রে, তৎপরে অন্যান্য দেবতারা বাসুকির মুখের দিক্ ধারণ করিলেন। কিন্তু দৈত্যপতিগণ, মহাপুরুষের তাদৃশ চেষ্টায় সম্মত না হইয়া কহিল, "আমরা বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকি, শাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছি; জন্ম-কর্ম্ম দ্বারা আমরা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; অতএব আমরা সর্পের লাঙ্গুল ধারণ করিব না। উহা অমঙ্গল।" এই বলিয়া তাহারা তুষ্ণীভাবে রহিল। তাহাদের ঐ কথা শুনিয়া পুরুষোত্তম সহাস্যে অমরগণের সহিত সর্পের অগ্রভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চাৎভাগ ধারণ করিলেন। হরি এইরূপে স্থান বিভাগ করিয়া দিলে, কশ্যপ-নন্দন দানবগণ পরম যত্ন-সহকারে অমৃতের নিমিত্ত জলনিধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিল। হে পাণ্ডুনন্দন! সাগর মথিত হইতে লাগিল; কিন্তু মন্দর পর্ব্বতের কোন আধার ছিল না; বলীয়ান্ দেব ও অসুরগণ যদিও তাহা ধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি গিরি অতিশয় গুরুতা প্রযুক্ত জলধিতলে বসিয়া গেল। বলবান্ দৈব এইরূপে পৌরুষ নাশ করিলেন দেখিয়া সুরাসুরগণ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া পড়িল; তাহাদের মুখকান্তি ম্লান হইয়া আসিল। কিন্তু ঈশ্বরের বীর্য্য অনন্ত এবং তাঁহার অভিসন্ধি অব্যর্থ। তিনি বিঘ্নেশ-বিরচিত ঐ বিঘ্ন দর্শনে অদ্ভুত ও বৃহৎ কচ্ছপ-শরীর ধারণপূর্ব্বক জলগর্ভে প্রবেশ করিয়া গিরিকে উদ্ধার করিলেন। কুলাচলকে উত্থিত হইতে দেখিয়া সুরাসুরগণ পুনর্ব্বার মন্থন করিতে উদ্যত হইল। কূর্ম্মরূপী ভগবান্, একটী দ্বীপের ন্যায় লক্ষযোজন-বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশে সেই গিরিবরকে ধারণ করিয়া রহিলেন। ১—৯। রাজন্! সুরাসুরবর-গণকর্ত্তৃক বাহুবীর্য্য দ্বারা চালিত, সুতরাং ভ্রাম্যমাণ নগেন্দ্রের সংঘর্ষণে পৃষ্ঠদেশে তাঁহার কণ্ডূয়ন-সুখ অনুভব হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি অসুরাকারে অসুরগণের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের বলবীর্য্য বৃদ্ধি করিলেন; দেবাকারে দেবতাদিগের দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্দীপিত করিলেন; অবোধরূপে অনন্তের অভ্যন্তরে আবিষ্ট হইয়া তাঁহারও বলবীর্য্য বৃদ্ধি করিলেন এবং সহস্র বাহু দ্বারা গিরিরাজ মন্দরের উপরিভাগ ধারণ করিয়া গগন-মণ্ডলে দ্বিতীয় গিরিরাজের ন্যায় বিরাজিত হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শম্বর প্রভৃতি সকলে স্তব করিতে করিতে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু,—ঊর্দ্ধে, নিম্নে, পর্ব্বতে, বাসুকিতে এবং দেব ও দানবদিগের মধ্যে প্রবেশ করাতে, মদমত্ত দেবাসুরগণ অধিকতর বলসম্পন্ন হইয়া এরূপ তেজে সমুদ্র-মন্থন করিতে লাগিলেন যে, জলবিহারী মকর-কুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তুগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অনন্তর নাগরাজের সহস্র কঠোর নয়ন, মুখ ও শ্বাস হইতে ধূমবহ্নি নির্গত হইল; পৌলোম, কালেয় এবং ইল্বল প্রভৃতি অসুরগণ তাহাতে দাবাগ্নিদগ্ধ শরল-বৃক্ষের ন্যায় হতপ্রভ হইয়া পড়িল। ১০—১৪। বাসাগ্নি-শিখায় দেবতাদিগেরও প্রভা মলিন এবং বস্ত্র, মালা, কঞ্চুক ও মুখ-মণ্ডল ধূম্রবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু ভগবানের বশবর্ত্তী জলদমণ্ডল তাঁহাদিগের উপর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং সমীরণ সাগর-তরঙ্গ-সঙ্গমে সুশীতল হইয়া তাঁহাদের উপর প্রবাহিত হইল; সুতরাং অসুরদিগের ন্যায় তাঁহারা নিষ্প্রভ

হইলেন না। রাজন্! সমুদ্র ঐরূপে মথ্যমান হইতে থাকিলে মীন, মকর, সর্প ও কচ্ছপ—চঞ্চল এবং তিমি, হস্তী, গ্রাহ ও তিমিঙ্গিলকুল আকুল—হইয়া পড়িল। তখন সেই সমুদ্র হইতে সর্ব্বাগ্রে হলাহল নামক অতি তীব্র বিষ উত্থিত হইল। ঐ উগ্রবেগ ভয়ঙ্কর বিষ ঊর্দ্ধে, নিম্নে এবং সর্ব্বদিকে বিসৃত হইতে লাগিল; অতএব দারুণ অসহ হইয়া উঠিল। প্রজাকুল ও প্রজাপতিগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া সদাশিবের শরণ গ্রহণ করিতে ধাবিত হইলেন; কারণ, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহারা কৈলাস-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—দেবদেব চণ্ডেশ্বর ত্রিলোকীর উৎপত্তির নিমিত্ত ভবানীর সহিত গিরিশৃঙ্গে উপবেশন করিয়া মুনিগণের নিমিত্ত তাঁহাদিগেরই মনোমত তপস্যা আচরণ করিতেছেন। দেখিয়া সকলে স্তুতিবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ১৫—২০। প্রজাপতিগণ কহিলেন, "হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে ভূতাত্মন্! হে ভূতভাবন! আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাদিগকে ত্রৈলোক্য-দহনকারী গরল হইতে রক্ষা করুন। আপনি সর্ব্ব-জগতের বন্ধন ও মুক্তির কর্ত্তা, গুরু এবং পীড়িত ব্যক্তির দুঃখহারী। এই কারণেই জ্ঞানিগণ, আপনার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে ভূমন্! হে বিভো! আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। আপনি স্বকীয় গুণশক্তি দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবনাম ধারণ করেন। আপনি পরম গোপনীয় ব্রহ্ম; আপনা হইতেই দেবতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আপনি জগদীশ্বর ও আত্মা; নানা শক্তি দ্বারা জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। আপনি বেদের প্রভব, জগতের আদি ও আত্মা। আপনার গুণ,—প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দ্রব্যের কারণীভূত। সেই রাজসাদি ত্রিবিধ অহঙ্কারও আপনি; আপনি স্বভাব; আপনি কাল; আপনি সঙ্কল্প এবং আপনি সত্য ও ঋতনামক ধর্ম্ম। ত্রিগুণাত্মক যে প্রধান পদার্থ,—আপনিই তাহার আশ্রয়। হে লোকপ্রভব! সর্ব্বদেবময় বহ্নি আপনার মুখ; পৃথিবী আপনার চরণ-কমল; কাল আপনার গতি; দিক্ সকল আপনার কর্ণ; বরুণ আপনার রসনা; আকাশ আপনার নাভি; সমীরণ আপনার নিশ্বাস; ভাস্কর আপনার নয়ন এবং সলিল আপনার শুক্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আপনার আত্মা,—উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জীবাত্মগণের আশ্রয়। হে ভগবন্! চন্দ্র আপনার মন; স্বর্গ আপনার মস্তক; বেদত্রয় আপনার মূর্ত্তি; সমুদ্র-সমূহ আপনার কুক্ষি, পর্ব্বত সকল আপনার অস্থি; যাবতীয় ওষধি ও লতা আপনার রোমরাজি; সাক্ষাৎ বেদ সকল আপনার সপ্ত ধাতু এবং ধর্ম্ম আপনার হৃদয়। হে ঈশ্বর! পঞ্চ উপনিষদ্ অর্থাৎ তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব ও ঈশান—এই পঞ্চমন্ত্র আপনার মুখ। ঐ মুখ হইতে অষ্টত্রিংশৎ মন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। সাক্ষাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসিদ্ধ শিব-নামক পরমাত্মতত্ত্ব আপনার উপরত অবস্থা। ২১—২৯। অধর্ম্মের যে সকল তরঙ্গ অর্থাৎ দম্ভ-লোভাদি দ্বারা জগতের ধ্বংস হয়, সে সকল আপনার ছায়া এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আপনার ত্রিনয়ন। আপনি শাস্ত্রকর্ত্তা; সাংখ্য আপনার আত্মা; বেদ আপনার দৃষ্টি। হে গিরিশ! আপনার পরম জ্যোতিঃ—অখিল লোকপাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা সুরেন্দ্র,—কাহারও জ্ঞেয় নহে। উহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সদ্ভাব নাই; উহা ভেদহীন ব্রহ্ম। আপনি কাম, যজ্ঞ, ত্রিপুর ও কালকূট প্রভৃতি অনেক হিংস্রক বস্তু ও ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে আপনার প্রশংসা নাই; কারণ, আপনার বিরচিত এই বিশ্ব প্রলয়কালে আপনারই নয়ন-সম্ভূত বিস্ফারস্থ স্ফুলিঙ্গ-শিখায় যে কিরূপ দগ্ধ হইয়া যায়, আপনি তাহা জানিতেও পারেন না। বিশ্বের মঙ্গলোপদেশক সাধুগণ আপনার চরণ-যুগল চিন্তা করিয়া থাকেন; তথাপি আপনি তপস্যা দ্বারা তাপিত হইতেছেন; অতএব যাহারা আপনাকে ভগবতী পার্ব্বতীর সহিত বাস করিতে দেখিয়া কামী এবং শ্মশানে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া ক্রূর ও হিংস্রক মনে করে, তাহারা নির্লজ্জ। তাহারা কি আপনার লীলা জানিতে সক্ষম হইয়াছে? আপনি সদসৎরূপী শ্রেষ্ঠ এবং অতি মহৎ। ব্রহ্মাদি দেবতারাও আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন না, তবে তাঁহারা কিরূপে আপনার স্তব করিবেন? আমরা তাঁহাদিগের সৃষ্টির মধ্যে আধুনিক; অতএব আমাদিগেরই বা আপনার স্তব করিবার শক্তি কোথায়? তবে যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎমাত্র করিলাম। হে মহেশ্বর! আমরা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আপনার অপর রূপ দর্শন করিলাম না; কিন্তু এই রূপ দেখিয়াই চরিতার্থ হইলাম। আপনার কর্ম্ম সকল অব্যক্ত; কেবল লোকের রক্ষার নিমিত্তই আপনার এই রূপ প্রকাশমান হইয়া থাকে।" ৩০—৩৫। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃদ্রূপ ভগবান্ শঙ্কর প্রজাগণের সেই বিপদ দর্শনপূর্ব্বক করুণাবলে সমধিক ব্যথিত হইয়া প্রিয়তমা সতীকে কহিলেন, "ভবানি! চাহিয়া দেখ, ক্ষীরোদ-মথন-সম্ভূত কালকূট হইতে প্রজাদিগের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা প্রাণরক্ষার নিমিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে; ইহাদিগকে অভয় দান করা আমার কর্ত্তব্য। পীড়িত ব্যক্তিকে পালন করাই সক্ষমের কার্য্য; এইজন্য সাধুরা জীবনকে ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া প্রাণীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রাণী সকল দৈবী-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের হিংসা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন, সর্ব্বাত্মা হরি সেই ব্যক্তির প্রতি প্রীত হন। ভগবান্ হরি সন্তুষ্ট হইলে, আমি চরাচরের সহিত সন্তুষ্ট হই। অতএব আমার প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থ এই গরল পান করি।" ৩৬—৪০। শুকদেব বলিলেন,—বিশ্বভাবন ভগবান্ মহেশ্বর ভবানীকে এই কথা বলিয়া সেই হলাহল পান করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী তাঁহার প্রভাব জানিতেন, অতএব তাহাতে অনুমোদন করিলেন। ভূতভাবন মহাদেব করুণাবশে সর্ব্বতোব্যাপী সেই হলাহল বিষ, করতলে লইয়া সমস্ত ভক্ষণ করিলেন। সলিল-কলুষকারী সেই বিষ মহাদেবেও স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ করিল; তাহাতে তাঁহার গলদেশ নীলবর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু ঐ নীল বর্ণ তাঁহার কণ্ঠের ভূষণ-স্বরূপ হইল। সাধু-জনেরা লোকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। অন্যের দুঃখে অনুকম্পা প্রকাশ করাই অখিলাত্মা পুরুষের উৎকৃষ্ট আরাধনা। দয়াময় দেবদেব শম্ভুর সেই কার্য্য শ্রবণ করিয়া দাক্ষায়ণী, প্রজা, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাদেব, বিষ পান করিবার সময় যে যৎকিঞ্চিৎ বিষ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল,—সর্প-বৃশ্চিকাদি দন্দশূকগণ এবং বিষৌষধি-সমূহ সেই টুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছে। ৪১—৪৬।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ভগবানের মোহিনীরূপ-ধারণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বৃষভ-বাহন গিরিশ, গরল পান করিলে, দেব ও দানবগণ আহ্লাদিত হইয়া সবলে সাগর-মন্থন করিতে লাগিলেন। সেই মন্থন হইতে সুরভি উত্থিত হইলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মলোকের পথপ্রাপক যজ্ঞীয় পবিত্র ঘৃতের নিমিত্ত সেই অগ্নিহোত্রীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শশাঙ্ক-ধবল উচ্চৈঃশ্রবা নামে ঘোটক উৎপন্ন হইল। বলি সেই অশ্বে অভিলাষ করিলেন। নারায়ণ পূর্ব্বে নিবারণ করাতে ইন্দ্র উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অনন্তর ঐরাবত নামে বারণেন্দ্র, বারিধি হইতে সমুদ্ভূত হইল। শশাঙ্কবৎ শ্বেতবর্ণ ঐরাবতের শৃঙ্গতুল্য চারি দন্ত,—ভগবান্ ভবানী-পতির কৈলাস-শোভা হরণ করিতেছিল। মহারাজ! অনন্তর ঐরাবত প্রভৃতি অষ্ট দিগ্‌গজ এবং অভ্রমু প্রভৃতি অষ্টকরিণী সমুত্থিত হইল। অবশেষে মহোদধি হইতে পদ্মরাগ কৌস্তভ নামক মণি উৎপন্ন হইল; নারায়ণ বক্ষঃস্থলে অলঙ্কার করিবার নিমিত্ত সেই মণিগ্রহণে অভিলাষ করিলেন। তাহার পর দেবলোকের ভূষণ-স্বরূপ পারিজাত পুষ্প উত্থিত হইল। রাজন্! পৃথিবীতে আপনি যেরূপ যাচকের বাসনা চরিতার্থ করিতেছেন, পারিজাত স্বর্গে সেইরূপ নিরন্তর অর্থিগণের অভিলাষ পূর্ণ করে। ক্রমে কণ্ঠদেশে পদকধারিণী, সুন্দর-বসনাবৃতা অপ্সরা সকল উদ্ভূত হইল। মনোহর গতি, বিভ্রম ও বিলোকন দ্বারা তাহারা স্বর্গবাসীদিগের আসক্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। ১—৭। পরিশেষে অঙ্গপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া হরি-পরায়ণা সাক্ষাৎ কমলা-দেবী, সুদামা পর্ব্বতের একদেশজাত বিদ্যুন্মালার ন্যায়, জলতল হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার রূপ, ঔদার্য্য, যৌবন, বর্ণ ও মহিমায় চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে সুরাসুর ও মানব—সকলেই তাঁহাতে স্পৃহা করিলেন। দেবরাজ তাঁহাকে অত্যাশ্চর্য্য আসন আনিয়া দিলেন এবং বরতরঙ্গিণী সকল মূর্ত্তিমতী হইয়া কনককুম্ভে পবিত্র বারি বহন করিয়া আনিয়া অর্পণ করিল। এইরূপ পৃথিবী,—অভিষেচন-সাধন যাবতীয় ওষধি; গোগণ,—পঞ্চগব্য এবং বসন্ত,—চৈত্র ও বৈশাখের ফলপুষ্পরাশি সমর্পণ করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ যথাবিধানে তাঁহার অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ,—মঙ্গলপাঠ আরম্ভ করিল; নটীগণ,—নৃত্য-গীত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং মেঘ সকল,—মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, গোমুখ, আনক, শঙ্খ, বেণু ও বীণা প্রভৃতি উচ্চনাদী বিবিধ বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। দিগ্‌গজেরা স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা পঙ্কজহস্তা লক্ষ্মী-দেবীকে অভিষেক করিতে প্রবৃত্ত হইল; দ্বিজগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সমুদ্র, এক যোড় পীতবর্ণ কৌষেয় বসন; বরুণ, মধুমত্ত-ভ্রমরকুল-সঙ্কুল কুসুমদাম, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা, বিবিধ ভূষণ; সরস্বতী, হার; ব্রহ্মা, পদ্ম এবং নাগগণ দুইটী কুণ্ডল আনিয়া কমলাকে প্রদান করিলেন। ৮—১৬। অনন্তর মাঙ্গলিক বেশভূষা সমাপন করিয়া দেবী কমলা, কোমল করে প্রকাণ্ড মালা লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমরগণ ঐ মালায় উপবেশন করিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতেছিল। দেবীর অলকাবলিত কুণ্ডল-যুগল কপোলদেশে দোদুল্যমান হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল, সলজ্জ হাস্যে তাঁহার বদন-মণ্ডল অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহার চন্দন-রঞ্জিত কুচযুগল পরস্পর সংলগ্ন; মধ্যভাগে ছিদ্রমাত্র অবকাশ ছিল না। তাঁহার চরণে নূপুরের মনোহর শব্দ হইতেছিল। কমল-বাসিনী স্বর্ণলতিকার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন তিনি আপনার নিত্যসহচর, নিজ আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ, চারণ ও ত্রিলোকবাসী অন্যান্য জীবগণের মধ্যে কোথাও স্বানুরূপ আশ্রয় দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন,—"যিনি তপস্বী, হয় ত তিনি ক্রোধ জয় করিতে পারেন নাই; যিনি জ্ঞানী, তিনি সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই; যাঁহাতে মহত্ত্ব আছে, হয় ত তাঁহার কামজয় হয় নাই। যিনি পরের অপেক্ষা করেন, তিনি কি ঈশ্বর? যিনি ধার্ম্মিক, ভূতের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য নাই; কেহ দান করিয়া থাকেন, কিন্তু মুক্তির নিমিত্ত নহে; যাঁহার বল আছে, কিন্তু তিনি কালের বেগ অতিক্রম করিতে পারেন না; কেহ বা গুণসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কোন সহচরের সহিত ভ্রমণ করেন না; যাঁহার দীর্ঘ পরমায়ু আছে, হয় ত তাঁহার শীল ও মঙ্গল নাই; আবার যাঁহার শীল এবং মঙ্গল—উভয়ই আছে, তাঁহার পরমায়ুর স্থিরতা নাই; যাঁহার শীল, মঙ্গল ও দীর্ঘপরমায়ু—এ সকলই আছে, তিনি নিজে অমঙ্গল এবং যিনি নির্দ্দোষ, তিনি আমাকে প্রার্থনা করেন না।" ভগবতী কমলা এইরূপ বিচার করিয়া মুকুন্দকেই বররূপে বরণ করিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন,—হরি নিত্য সদ্‌গুণশালী; তিনি অন্যের অপেক্ষা করেন না। প্রাকৃতিক গুণ তাঁহার সমীপে যাইতেও সাহস করে না; অতএব তিনি সর্ব্বোত্তম। তিনি নিরপেক্ষ হইলেও অণিমাদি গুণসমূহ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। ১৭—২৩। যাহা হউক, লক্ষ্মী, নারায়ণের স্কন্ধদেশে মনোহর কমল-মালা সমর্পণ করিলেন এবং ভূক্ষোভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সলজ্জ-স্মিত-বিভাসিত বিস্ফারিত লোচন দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি যে মাল্য অর্পণ করিলেন, মত্ত মধুকরবৃন্দ তাহার অভ্যন্তরে গান করিতেছিল। মহারাজ! ত্রিজগতের জন্মদাতা নারায়ণ আপন বক্ষঃস্থলকে বিশিষ্ট-বিভব-শালিনী ত্রিজগজ্জননী সেই লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান করিয়া দিলেন। দেবী সেই স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়া সকরুণ কটাক্ষে স্বীয় প্রজাদিগকে এবং ত্রিলোক ও লোকপতিদিগকে বর্দ্ধিত করিলেন। সস্ত্রীক দেবানুচরেরা নৃত্য-গীত করিতে লাগিল। তদুপলক্ষে শঙ্খ, তূর্য্য ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ পৃথক্ পৃথক্ শ্রুত হইতে লাগিল। ব্রহ্মা, রুদ্র ও অঙ্গিরা প্রভৃতি যাবতীয় বিশ্বস্রষ্টাগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া বিষ্ণু-প্রতিপাদক প্রকৃত-মন্ত্রে বিষ্ণুকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মীর করুণা-কটাক্ষে দেবগণ এবং প্রজাপতি ও প্রজাগণ, শীলাদি-সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হইয়া পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন; আর তিনি,—দৈত্য ও দানবদিগকে উপেক্ষা করাতে তাহাদের বল, উদ্যোগ ও লজ্জা নষ্ট হইল এবং তাহারা লোভী হইয়া পড়িল। রাজন্! অনন্তর সমুদ্র-মধ্য হইতে এক কমল-লোচনা কন্যা উত্থিত হইলেন; তাঁহার নাম বারুণী। হরির অনুমতিক্রমে অসুরেরা উঁহাকে গ্রহণ করিল। ২৪—৩০। মহারাজ! তাহার পর কশ্যপাত্মজেরা অমৃতের অভিলাষ করিয়া পুনর্ব্বার সাগর-মন্থনে প্রবৃত্ত হইল। এবার এক পরমাশ্চর্য্য পুরুষ অমৃতপূর্ণ কলস লইয়া উত্থিত হইলেন। তাঁহার বাহুদ্বয়—দীর্ঘ ও স্থূল; গ্রীবা—কম্বুতুল্য; বর্ণ—শ্যাম; বয়স—যৌবন এবং বক্ষঃস্থল—বিশাল। তিনি—মালা, পীতবসন, বিবিধ অলঙ্কার এবং উজ্জ্বল মণি-কুণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কেশের প্রান্তভাগ চিক্কণ এবং আকুঞ্চিত। তিনি রমণীগণের লোভনীয় এবং সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী। তাঁহার প্রকোষ্ঠে বলয় অপূর্ব্বশোভা সম্পাদন করিতেছিল। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশের অংশ হইতে সম্ভূত। তাঁহার নাম ধন্বন্তরি। তিনি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যজ্ঞভাগ-ভোক্তা। ধন্বন্তরির হস্তে অমৃত-কলস অবলোকন করিয়া অসুরগণ বলপূর্ব্বক তাহা হরণ করিয়া

লইল। তদ্দর্শনে বিষণ্ণমনা হইয়া দেবগণ হরির শরণাপন্ন হইলেন। ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান্ দেবগণের এইরূপ দীনতা দর্শনে কহিলেন, "তোমরা কাতর হইও না। আমি নিজ মায়া দ্বারা দৈত্যদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া তোমাদিগের কার্য্য সাধন করিব।" রাজন্! দৈত্যেরা লোভ-পরায়ণ; অমৃত-কলস অগ্রে অধিকার করিবার নিমিত্ত "আমি পূর্ব্বে", "আমি পূর্ব্বে", "তুমি নহ" এই বলিয়া তাহাদিগের পরস্পরের কলহ উৎপন্ন হইল। ৩১—৩৮। তাহাদের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা কহিল, "দেবতারাও সমান পরিশ্রম করিয়াছে, অতএব সত্রযজ্ঞের ন্যায় তাহারা ইহাতেও আপনা-দিগের অংশ পাইতে পারে। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।" রাজন্! দুর্ব্বল দানবগণ এইরূপে মাৎসর্য্যপূর্ণ হইয়া, যে সকল প্রবল সপক্ষ দৈত্য অমৃত-কলস গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সর্ব্বোপায়বেত্তা ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রমণীর বর্ণ,—উৎপলের ন্যায় শ্যাম ও দর্শনীয়; তাঁহার সকল অবয়বই সুন্দর; কর্ণযুগল পরস্পর সমান ও আভরণে বিভূষিত; কপোলযুগল মনোহর এবং নাসিকা উন্নত। নবযৌবন দ্বারা স্তন-যুগলের বৃত্ত নিঃশেষে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; পীনোন্নত-স্তনভারে উদর কৃশ হইয়া পড়িয়াছিল। আনন-গন্ধে আসক্ত হইয়া অলিকুল ঝঙ্কার করিতেছিল; তজ্জন্য চঞ্চল নয়ন যুগল নৃত্য করিতেছিল। মনোহর কেশপাশে প্রফুল্ল-মল্লিকার মালা বেষ্টিত। কমনীয় কণ্ঠে আভরণ দোদুল্যমান। বিচিত্র বাহু, বলয়ে বিভূষিত। নির্ম্মল বসনে বেষ্টিত নিতম্ব-স্বরূপ দ্বীপে কাঞ্চীদাম শোভা পাইতেছে। চারু চরণ-যুগলে নূপুরধ্বনি মুখরিত হইতেছে। তিনি সলজ্জ মধুর-হাস্যে ভ্রূধনু বিচলিত করিয়া মোহন-দৃষ্টিতে বারংবার দৈত্য-পতিদিগের অন্তঃকরণ কামবাণে বিদ্ধ করিতেছিলেন। ৩৯—৪৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

অমৃত-পরিবেশন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! 'দানবগণ সৌহৃদ্য পরিত্যাগ এবং দস্যুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে অমৃত-পাত্র হরণ ও ক্ষেপণ করিতেছিল, ইতিমধ্যে জগন্মোহিনীকে আগমন করিতে দেখিয়া মোহমুগ্ধ হইয়া ভাবিল, "অহো! ইহার কি রূপ! কি কান্তি! কি নবীন বয়স!" এই কথা কহিতে কহিতে নিকটে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার উদ্দেশ্যই বা কি? হে বামোরু! তুমি কাহার ভার্য্যা? বল, বল,—আমাদিগের মন যেন আকুল করিতেছ। আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতেছি,—মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক,—দেব, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ এবং লোকপালগণও এ পর্য্যন্ত তোমাকে স্পর্শ করে নাই। সুভ্রু! করুণাময় বিধাতা কি দেহিগণের ইন্দ্রিয়বর্গ ও চিত্তের প্রীতি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন? অথবা তুমি আপনিই যদৃচ্ছাক্রমে আসিতেছ? নিশ্চয় বোধ হইতেছে,—বিধাতাই তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব তুমি আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর। ভামিনি! আমরা আত্মীয় সকলে এক বস্তু লইয়া পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করত শত্রু হইয়া উঠিয়াছি। আমরা সকলেই কশ্যপের পুত্র, সুতরাং ভ্রাতা; সকলেরই পৌরুষ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের বিবাদ না হয়, তুমি সেইরূপ ন্যায্যমত আমাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দাও।" ১—৭। দৈত্যগণ এই কথা কহিলে পর, মায়ামোহিনী-রূপী হরি, সহাস্য মনোহর কটাক্ষে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "হে কশ্যপ-নন্দনগণ! তোমরা আমার অনুসরণ করিতেছ কেন? আমি পুংশ্চলী! পণ্ডিতেরা কখন কামিনীকে বিশ্বাস করেন না। হে দেবশত্রুগণ! কুকুর ও ব্যভিচারিণী কামিনীগণ নিত্য নূতন অন্বেষণ করে। অতএব তাহাদিগের সখ্য অনিত্য।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! মোহিনীর শ্লেষ-বাক্যে অসুরগণের চিত্ত আশ্বস্ত হইল। তখন তাহারা হৃদগত ভাবাবেশে গভীর হাস্য করিয়া তাঁহাকে অমৃত-পাত্র সমর্পণ করিল। হরি, অমৃতপাত্র গ্রহণ করিয়া ঈষৎহাস্য-বিমিশ্রিত বাক্যে কহিলেন, "আমি যাহা করিব, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, যদি তোমরা সকলেই সম্মত হও, তাহা হইলেই আমি তোমাদিগকে এই সুধা ভাগ করিয়া দিতে পারি।" প্রধান প্রধান অসুরগণ, মোহিনীর ঐরূপ বাক্য শ্রবণমাত্র স্বীকার করিয়া কহিল, "ভাল, তাহাই হইবে।" অনন্তর তাহারা উপবাস করিয়া স্নান করিল; স্নানান্তে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়ন করিলে পর, সেই সমস্ত দানবগণ গো-ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া আপন আপন প্রীতি অনুসারে নূতন বা পুরাতন বসন পরিধান-পূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র বিস্তৃত কুশের উপর উপবেশন করিল। ৮—১৫। রাজেন্দ্র! ধূপগন্ধে আমোদিত এবং মাল্য-দীপে সুশোভিত গৃহে দেব ও দানবগণ পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবিষ্ট হইলে, সেই কুম্ভস্তনী, মদ-বিহ্বলাক্ষী, করভোরু মোহিনী, অমৃত-কলস করে লইয়া, মনোহর দুকূল-বেষ্টিত শ্রোণীতটের ভারে মন্দ মন্দ পদক্ষেপ এবং কনক-নূপুরের শব্দে যেন গান করিতে করিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি লক্ষ্মীর সহচরী; নাম পরদেবতা। তাঁহার শ্রবণ বিশোভী কুণ্ডলদ্বয় কনক-বিনির্ম্মিত এবং কর্ণ, নাসিকা, কপোল ও আনন সুন্দর। তাঁহার স্তনপট্টিকার প্রান্ত-ভাগ খসিয়া পড়িতেছিল। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সুর ও অসুরগণের মোহ জন্মিল। অনন্তর মোহিনী-রূপধারী ভগবান্ চিন্তা করিলেন, "সর্পদিগকে ক্ষীরদানের ন্যায়, অসুরদিগকে সুধাদান অতি অকর্ত্তব্য; কারণ, তাহারা স্বভাবতঃ ক্রূর।" এই বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাদিগকে সুধা পরিবেশন করিলেন না। জগৎপতি,—দেব ও অসুরের দুই পংক্তি রচনা করিয়া আপন আপন পংক্তিতে উভয় দলকে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর কলস হস্তে করিয়া বহুমান-মিশ্রিত বাক্য দ্বারা দৈত্যদিগকে বঞ্চনা করিয়া দূরোপবিষ্ট দেবতাদিগকে জরা-মৃত্যুহারী সুধাপান করাইতে লাগিলেন। রাজন্! অসুরেরা নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। রমণীর সহিত বিবাদ করিতে তাহাদিগের ইচ্ছাও ছিল না। কারণ, তাঁহার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ জন্মিয়াছিল এবং প্রণয়ও অতিশয় বদ্ধমূল হইয়াছিল। অতএব পাছে প্রণয় ভঙ্গ হইয়া যায়,—এই ভয়ে ভীত হইয়া তাহারা মোহিনীকে কোন রূঢ় কথাই কহিল না। ১৬—২৩। রাজন্! রাহু, দেবচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে দেবসভায় প্রবেশ করিয়া সুধাপান করিতেছিল। চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। তখন হরি সেই অমৃতপান-কালেই ক্ষুরধার চক্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। ছিন্নশির দেহ, অমৃতের সহিত স্পৃষ্ট না হইয়া পতিত হইল। কিন্তু মস্তক অমৃতস্পর্শ-প্রযুক্ত অমর হইল। ব্রহ্মা, সূর্য্যাদির ন্যায় উহাকে গ্রহ করিয়া দিলেন। বৈর-বুদ্ধিতে ঐ গ্রহ অদ্যাপি পর্ব্বে পর্ব্বে চন্দ্র-সূর্য্যের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। রাজন্! দেবতারা নিঃশেষে অমৃত পান

রিয়াছেন,—সময় লোকভাবন ভগবান্ হরি, অসুরদিগের মধ্যেই আপন রূপ গ্রহণ করিলেন। অসুরেরা তাহা দর্শন করিতে লাগিল। সমুদ্র-মন্থনে দেব ও অসুর—উভয়েরই দেশ, কাল, হেতু, অর্থ, কর্ম্ম ও বুদ্ধি,—একই ছিল; কিন্তু ফল ভিন্ন হইল। দেবগণ, ভগবানের পাদপদ্মরজ আশ্রয় করিয়াছিলেন,—সহজেই অমৃতরূপ ফললাভ করিলেন; অসুরেরা তাহা করে নাই, সুতরাং তাহাতে বঞ্চিত হইল। মনুষ্যগণ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ভাবিয়া প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা দেহ ও পুত্রাদির নিমিত্ত যে কোন কর্ম্ম করে, ভেদাশ্রয়হেতু, মূলত্যাগ করিয়া শাখা-সেচনের ন্যায়, সে সমুদায়ই ব্যর্থ হয়। কিন্তু যদি এক ভাবিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই সকল অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই ফল লাভ হয়; বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে সমুদায় শাখা-শাখায়ও সেক করা হয়। ২৪—২৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

দেবাসুরে সংগ্রাম।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! দৈত্য-দানবগণ যত্ন-সহকারে কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেও নারায়ণ-পরাঙ্মুখ বলিয়া অমৃত প্রাপ্ত হইল না। হরি, অমৃত-সাধনপূর্ব্বক আপনার অনুগত সুরবৃন্দকে পান করাইয়া গরুড়ারোহণে প্রস্থান করিলেন; সর্ব্বপ্রাণী সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এদিকে শত্রুগণের পরমসিদ্ধি অসুরেরা সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক দেবতাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সুধাপান করিয়া হরি-চরণানুগত দেবগণের বল বৃদ্ধি হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহারা সশস্ত্রে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাগর-তীরে দেবাসুরে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে রোমাঞ্চ হয়। ঐ যুদ্ধে ক্রুদ্ধমনা শত্রুগণ পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, ভেরী ও ডমরু এবং হয়, গজ, রথ ও পদাতির শ্রবণ-ভৈরব শব্দ উত্থিত হইল। ১—৭। রণস্থলে রথী—রথীর সহিত পদাতি—পদাতির সহিত, অশ্ব—অশ্বের সহিত এবং গজ—গজের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। রাজন্! উভয় সেনার মধ্যে কেহ উষ্ট্র, কেহ গজ, কেহ গর্দ্দভ, কেহ গৌরমুখ, কেহ ভল্লুক, কেহ দ্বীপী, কেহ সিংহ, কেহ গৃধ্র, কেহ কঙ্ক, কেহ বক, কেহ শ্যেন, কেহ ভাস, কেহ তিমিঙ্গিল, কেহ শরভ, কেহ মহিষ, কেহ গণ্ডার, কেহ গাভী, কেহ বৃষ, কেহ গবয়, কেহ অরুণ, কেহ শৃগাল, কেহ ইন্দুর, কেহ কৃকলাস, কেহ শশক, কেহ মনুষ্য, কেহ ছাগ, কেহ কৃষ্ণসার, কেহ হংস, কেহ শূকর; কেহ কেহ বা অন্যান্যপ্রকার বিকটাকার জল ও স্থল-বিহারী প্রাণী বিহঙ্গোপরে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইল। দেব ও দানব-বীরগণের দুই দল সেনা,—নানাবিধ ধ্বজপট, ধবল বিমল ছত্র, মহামূল্য হীরক-দণ্ড, ময়ূরপুচ্ছ-বিনির্ম্মিত ব্যজন, চামর, সমীর-সঞ্চার-কম্পিত উষ্ণীষ ও উত্তরীয়, শক্তি, বর্ম্ম, ভূষণ, সূর্য্য-রশ্মিসংযোগে সমুজ্জ্বল নির্ম্মল প্রহরণজাল এবং যোদ্ধাগণের শ্রেণী দ্বারা, মকর-মৎস্যাদি হিংস্র-জন্তু-সমূহে সমাকুল দুইটি বিশাল সাগরের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। নৃপেন্দ্র! ময়-দানব সমুদায় আশ্চর্য্য বস্তু দ্বারা বৈহায়স নামে কামগামী একখানি অপ্রতর্ক্য ও অচিন্তনীয় রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উহা কখন দৃষ্টিগোচর, কখন বা অদৃশ্য হইত। এক্ষণে যুদ্ধোপযোগী যাবতীয় সামগ্রীই উহার উপর সংগৃহীত হইয়াছিল। দৈত্যদিগের সেনাপতি বিরোচন-নন্দন বলি রণস্থলে ঐ রথের শিখরদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং তাহার দুই পার্শ্বে ব্যজন সঞ্চালিত ও মস্তকোপরি ছত্র ধৃত হইল। তাহাতে সেই দানব উদয়াচলগামী তারাপতির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ৮—১৮। নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, দ্বিমূর্দ্ধ, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, শত্রুজিৎ, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট, রিষ্টনেমি, ত্রিপুরাধিপতি ময় এবং পৌলোম, কালেয় ও নিবাতকবচাদি অন্যান্য অসুরসেনাপতি-গণ রথারোহণে তাহার সর্ব্বদিকে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইহাদের সকলেরই হস্তে দেবতারা অনেকবার পরাস্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইহারা অমৃতের অংশ না পাইয়া কেবল ক্লেশভাগী হওয়াতে নিদারুণ ক্রোধে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চরাবী শঙ্খ সকল বাদন করিল। দিবাকর যেমন প্রস্রবণস্রাবী উদয়-গিরিতে আরোহণ করেন, সেইরূপ স্বপ্রকাশ পুরন্দর মদস্রাবী দিগ্‌বারণ ঐরাবতে আরোহণ করিয়া আকাশে অবস্থিতি করিতেছিলেন; শত্রুদিগের দর্প দেখিয়া তিনি সাতিশয় কুপিত হইলেন। ১৯—২৫। পবন, অগ্নি ও বরুণাদি লোকপাল দেবগণ, বিবিধ বাহনে আরোহণপূর্ব্বক বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা ও অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া স্ব স্ব সহচর-বর্গের সহিত দেবরাজের সর্ব্বদিকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দেব-দানবগণ পরস্পর পরস্পরের সমীপবর্ত্তী হইয়া পরস্পর পরস্পরের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পরস্পরকে আহ্বান ও তিরস্কার করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দ্র, বলির সহিত; কার্ত্তিকেয়, তারকের সহিত; বরুণ, হেতির সহিত; মিত্র, প্রহেতির সহিত; যম, কালনাভের সহিত; বিশ্বকর্ম্মা, ময়ের সহিত; ত্বষ্টা, শম্বরের সহিত; সবিতা, বিরোচনের সহিত; অপরাজিত, নমুচির সহিত; দুই অশ্বিনী-কুমার, বৃষপর্ব্বার সহিত; একাকী দিবাকর, বাণপ্রভৃতি একশত বলি-পুত্রের সহিত; চন্দ্র, রাহুর সহিত; বায়ু, পুলোমার সহিত; বেগবতী ভদ্রকালী দেবী, শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত; বৃষাকপি, জম্ভের সহিত; বিভাবসু, মহিষের সহিত; ব্রহ্মার পুত্রগণ, ইল্বল ও বাতাপির সহিত; বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্যের সহিত; শনি, নরকের সহিত; মরুদ্গণ, নিবাত-কবচদিগের সহিত; বসুগণ, কালকেয়দিগের সহিত; বিশ্বদেবগণ, পৌলোমগণের সহিত এবং রুদ্রগণ, ক্রোধবশদিগের সহিত রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৬—৩৪। অসুর ও দেবেন্দ্রগণ এই প্রকারে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ধারণ-পূর্ব্বক জিগীষু হইয়া তীক্ষ্ণবাণ, খড়্গ ও তোমর দ্বারা সকলে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং ভুশুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক প্রাস, পরশু, নিস্ত্রিংশ, ভল্ল, পরিঘ, মুদ্গর ও ভিন্দিপাল দ্বারা পরস্পরের শিরশ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। গজ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতির এবং অন্যান্য বাহন ও তাহাদিগের আরোহিগণের কাহারও বাহু, কাহারও ঊরু, কাহারও গ্রীবা, কাহারও বা পদ ছিন্ন হইয়া গেল। এইরূপে বিবিধ প্রকারে খণ্ডিত হইয়া তাহারা পতিত হইতে লাগিল এবং তাহাদিগের ধ্বজ, ধনু, কবচ ও ভূষণ সকল খণ্ডচ্যুত হইয়া পড়িল। রাজন্! রণক্ষেত্র, দেব-দানবগণের পাদপ্রহারে এবং রথচক্রের আঘাতে চূর্ণীকৃত হওয়াতে তাহা হইতে প্রচণ্ড ধূলিপটল উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল, গগনতল ও দিনদেবকে আচ্ছাদন করিল; কিন্তু পর-ক্ষণেই রণভূমি রুধির-ধারায় সিক্ত হওয়াতে ধূলিজাল নিবৃত্ত হইল। অগণ্য যোদ্ধার ছিন্নমুণ্ডে রণস্থল আচ্ছন্ন হইল। ছিন্নমুণ্ডের কুণ্ডল সকল নষ্ট হইয়া পড়িল; চক্ষু তদবস্থাতেও ক্রোধে আরক্ত এবং অধর, দন্তে দষ্ট হইয়া রহিল। বিবিধ আভরণ-ভূষিত বিশাল বাহু সকল পতিত হইয়াও অস্ত্রধারণ করিয়া রহিল এবং করভ-

সদৃশ অসংখ্য উরুও ছিন্ন হইয়া পতিত হইল। রণভূমি সেই সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকট শোভা ধারণ করিল। ৩৫—৩৯। তাহা হইতে অসংখ্য কবন্ধ উত্থিত হইল। তাহারা ভূপতিত স্ব স্ব শিরঃস্থিত চক্ষু দ্বারা দর্শনপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করিয়া যুদ্ধস্থলে সৈনিকদিগের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। অবশেষে বলি, মহেন্দ্রের প্রতি চারি এবং হস্তিপকের প্রতি এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পুরন্দর হাসিতে হাসিতে ক্ষিপ্রহস্তে তাবৎসংখ্যক শাণিত ভল্ল দ্বারা আপাতমার্গেই সমুদায় বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; উহারা লক্ষ্যে পতিত হইতে পারিল না। তাঁহার এই প্রশংসনীয় কার্য্য দর্শন করিয়া বলির ঈর্ষা উদিত হইল। তিনি তখনই প্রচণ্ড শক্তি গ্রহণ করিলেন। মহতী উল্কার ন্যায় জ্বালা-শালিনী শক্তি তাঁহার হস্তে থাকিয়া জ্বালাময় শিখা বিস্তার করিল। কিন্তু তাহা হস্তে থাকিতে থাকিতেই দেবরাজ ছেদন করিলেন। অসুররাজ তাহার পর এক এক করিয়া শূল, প্রাস, তোমর ও ঋষ্টি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ক্ষমতাশালী পুরন্দর তৎসমস্তই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অসুর অন্তর্হিত হইয়া আসুরী মায়া সৃষ্টি করিলেন। রাজন্! তখন প্রথমতঃ দেব-সৈন্যের উপর এক পর্ব্বত আবির্ভূত হইল; তাহা হইতে অসংখ্য বৃক্ষ, দাবাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং টঙ্কের ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র শিলা সকল পতিত হইয়া সুরকুলকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর মহাসর্প, দন্দশূক ও বৃশ্চিকগণ এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণ উদ্ভূত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী সকল উৎপন্ন হইয়া শত্রুমর্দ্দন করিতে লাগিল। নরনাথ! অনন্তর "ছিন্ধি, ভিন্ধি" শব্দে শূল হস্তে করিয়া বিবস্ত্রা রাক্ষসী ও বিকট রাক্ষস সকল ধাবমান হইল। ৪০—৪৮। আকাশ-মণ্ডলে ভীমনাদী নিবিড় জলদজাল, বাতাঘাত জন্য ভীষণ শব্দ করিতে করিতে অঙ্গার-বর্ষণপূর্ব্বক প্রচণ্ড-তেজে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। দৈত্য, মহৎ অগ্নি সৃষ্টি করিল; তাহা অতি প্রচণ্ড সংবর্ত্তকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল এবং বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অমরসৈন্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। প্রচণ্ড-বায়ু-জন্য তরঙ্গের আবর্ত্তে ভীষণ জলধি উদ্বেল হইয়া যেন সকল দিক্ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। অদৃশ্য-সঞ্চারী মহামায়ী দৈত্যগণ রণস্থলে এই প্রকার বিবিধ মায়া সৃষ্টি করিলে পর, সুর সৈনিকেরা খিন্ন হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কোন প্রতিকার স্থির করিতে না পারিয়া ভগবান্‌কে ধ্যান করিলেন। ধ্যান করিবা-মাত্র বিশ্বভাবন ভগবান্ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। সকলে দেখিতে পাইলেন,—পীতবাসা কমল-লোচন হরি, গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে পাদপল্লব স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার হস্তে অষ্টবিধ অস্ত্র উদ্যত রহিয়াছে এবং অঙ্গসমূহে লক্ষ্মী, কৌস্তুভ, অমূল্য কিরীট ও কুণ্ডল দীপ্তি পাইতেছে। রাজন্! যেরূপ জাগরণ উপস্থিত হইলে স্বপ্নাবস্থা দূর হয়, সেইরূপ পূজনীয় হরি রণস্থলে প্রবেশ করিলে পর, তাঁহার মহিমায় অসুরদিগের কূটযুদ্ধাদি-প্রযুক্ত মায়াজাল সহসা নিরস্ত হইল। হরিকে স্মরণ করিলে সর্ব্ববিপদ্ নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর দেবগণের ভাগ্যবলে সিংহবাহন কালনেমি, শূল ঘূর্ণিত করিয়া যুদ্ধস্থলে গরুড়কে প্রহার করিল। গরুড়ের মস্তকোপরি পতিত সেই শূল অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া নারায়ণ তদ্দ্বারাই বাহনের সহিত শত্রুকে সংহার করিলেন। হরির চক্রপ্রহারে মালী এবং সুমালী ছিন্ন-মস্তক হইয়া যুদ্ধস্থলে পতিত হইল। মাল্যবান্ তাহার পরে তাঁহার নিকটে দ্রুতগমনপূর্ব্বক বেগে গদা দ্বারা পক্ষেশ্বর গরুড়কে আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, অমনি আদি-পুরুষ চক্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৪৯—৫৭।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

দেবাসুরের সমর-সমাপ্তি।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! মহেন্দ্র ও পবনাদি দেবগণ পরম-পুরুষের পরম দয়ায় চেতনা লাভ করিলেন এবং পূর্বে যাহারা রণক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে প্রহার করিয়াছিল, তাহাদিগকে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিলেন। সুরপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বিরো-চন-নন্দন বলির প্রতি যখন বজ্র উত্তোলন করিলেন, তখন প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। বজ্রধারী ইন্দ্র, রণভূমে বিচরণকারী সুশিক্ষিত মনস্বী সম্মুখবর্ত্তী সেই বলিকে তিরস্কার করি[য়া] কহিলেন, "মূঢ়! আমরা মায়ার অধীশ্বর; তুই কপট-জীবী[র] ন্যায় আমাদিগকে মায়া দ্বারা জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্; কপটজীবী নয়ন-বন্ধনপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া বালকদিগের ধ[ন] অপহরণ করে। যাহারা মায়া দ্বারা স্বর্গে আরোহণ বা স্ব[র্গ] অতিক্রম অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে বাঞ্ছা করে, তাহারা দস্যু ও নির্বোধ; তাহারা পূর্ব্বে যে পদে অধিরূঢ় ছিল, আমি তাহা-দিগকে তদপেক্ষাও অধঃস্থাপিত পদে নিক্ষেপ করি। তুই দুষ্ট মায়াবী; অতএব মূঢ়! শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা আমি তোর্ মস্তক ছেদন করিব। এইবেলা জ্ঞাতিগণের সহিত আত্মরক্ষায় য[ত্ন] কর্।" ১—৬। বলি কহিলেন,—"অহে ইন্দ্র! এত গর্ব্ব করিতেছ কেন? লোকে কাল-প্রেরিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কীর্ত্তি, জয়, পরাজয় ও মৃত্যু—যোদ্ধামাত্রেরই ক্রমানুসারে ঘটিয়াই থাকে। অতএব বীরগণ জগৎকে কালের বশীভূত বলিয়া থাকেন; সুতরাং জয়-পরাজয়-জনিত তাঁহাদের আনন্দ বা শোক—কিছুই হয় না। তোমরা এ বিষয়ে অজ্ঞ। তোমাদের বাক্য মর্ম্মস্থানে আঘাত করিতেছে বটে, কিন্তু তোমরা জয়-পরাজয়-বিষয়ে আপনাদিগকে কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া থাক; অতএব তোমাদের জন্য স্বচ্ছন্দে শোক করা যায়। আমি তোমাদের বাক্য গ্রাহ্য করি না।" শুকদেব কহিলেন,—নৃপেন্দ্র! বীরদর্পহা বলি, ইন্দ্রকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া আকর্ণাকৃষ্ট নারাচ দ্বারা আঘাত করিলেন। সত্য-বাদী শত্রুর এই তিরস্কার সহ্য না করিয়া আখণ্ডল, অঙ্কুশাহত দ্বিপের ন্যায় তৎপ্রতি শত্রুমর্দ্দন অব্যর্থ বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বলি, ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় বিমানের সহিত পতিত হইলেন। রাজন্! দৈত্যেন্দ্র বলির জম্ভনামে এক অসুর,—সখা ও হিতকারী ছিল। সে সখাকে পতিত হইতে দেখিয়া আহত অবস্থায়ও সৌহৃদ্য আচরণপূর্ব্বক অগ্রসর হইল এবং মহাবল মহাকা[য়] সিংহবাহনে নিকটবর্ত্তী হইয়া বেগে গদা উত্তোলনপূর্ব্বক ইন্দ্রের ও ঐরাবতের স্কন্ধসন্ধিতে আঘাত করিল। ৭—১৪। গজরাজ, গদার প্রহারে একান্ত বিহ্বল হইয়া জানুদ্বয় পাতিয়া ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর মাতলি, সহস্রাশ্ব-যোজিত এক রথ আনয়ন করিলে, পুরন্দর হস্তী ত্যাগ করিয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন। দানবশ্রেষ্ঠ জম্ভ, মাতলির সেই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া জ্বলন্ত শূল দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। মাতলি ধৈর্য্যপূর্ব্বক দুঃসহ বেদনা সহ্য করিয়া রহিলেন। সুরপতি কুপিত হইয়া বজ্র দ্বারা জম্ভের মস্তক ছেদন করিলেন। নারদ-ঋষির মুখে জম্ভের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া নমুচি, বল ও পাক প্রভৃতি তাহার জ্ঞাতিগণ সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল এবং পরুষ-বাক্যে ইন্দ্রকে পীড়ন করিয়া, জলদজাল যেমন পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শরক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিল। বলাসুর বল, পরক্ষণে সহস্র অশ্বকে সহস্র বাণ দ্বারা একেবারেই বিদ্ধ করিল। পাক, একবারমাত্র সন্ধান ও মোচন করিয়া দুই বাণ দ্বারা দিব্য-ভাবে রথ এবং উপস্থিতভাবে সারথি,—উভয়কেই পৃথক্ পৃথক্ আহত

রিল ; সুতরাং রণস্থলে সেই এক অদ্ভুত হইয়া উঠিল। নমুচিও স্থলে স্বর্ণপুঙ্খ, পঞ্চদশ মহৎ বাণ দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করিয়া লভার্য-গভীর জলদের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। যেরূপ াকালীন মেঘপুঞ্জ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ অসুরগণ দিক্ হইতে বাণাবলি নিক্ষেপ করিয়া রথ ও সারথির সহিত বরাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শত্রুসৈন্যের মধ্যবর্ত্তী ব ও দেবানুচরগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, সাতিশয় হ্বল হইয়া পড়িলেন এবং নায়কহীন হইয়া, অর্ণব-গর্ভে ভগ্নপোত ণক্-বৃন্দের ন্যায় হাহাকার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ত্র-লোচন ইন্দ্র,—অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত বাণবিনির্ম্মিত পঞ্জর তে নির্গত হইলেন এবং নিশাবসানে মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, স্বীয় জ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল, আকাশ ও পৃথিবীকে বিভাসিত করিয়া ন্তি পাইতে লাগিলেন। ১৫—২৬। রাজন্! যুদ্ধস্থলে শত্রু-, সেনা বিনাশ করিতেছে দেখিয়া, বজ্রধারী সুরপতি হাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত অষ্টধার বজ্র উত্তোলন রিলেন এবং পরিবর্দ্ধক অসুর-জাতিগণের ভীতি-বিধান রিয়া, তদ্দ্বারাই বল ও পাকের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া ফেলি-ন। তাহাদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া নমুচি শোকে, রোষে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পড়িল এবং ইন্দ্রকে সংহার করিবার জন্য াণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই দৈত্য, দারুণ ক্রোধে—ত্তর-সদৃশ সুকঠিন, ঘণ্টাযুক্ত, স্বর্ণভূষণালঙ্কৃত, লৌহময় শূল গ্রহণ রিয়া "হত হইলি," বলিয়া তর্জ্জন করিতে করিতে ধাবিত হইল বং পশুরাজের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া দেবরাজের প্রতি তাহা ক্ষেপ করিল। মহাবেগশালী সেই শূল গগনতলে উত্থিত ইলে, ইন্দ্র বাণ দ্বারা উহাকে সহস্র খণ্ডে ছেদন করিলেন। জন্! ত্রিদশপতি অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া, মুণ্ডচ্ছেদন করিবার াশসে, তাহার গ্রীবাদেশে আঘাত করিলেন। দেবরাজ বলপূর্ব্বক ক্ষেপ করিলেও, প্রভাবশালী বজ্র, নমুচির ত্বক্‌মাত্রও ছেদন রিতে পারিল না। রাজন্! যে বজ্রে প্রচণ্ড দানব বৃত্রাসুরের স্তক ছিন্ন হইয়াছিল, আজি তাহা নমুচির গ্রীবাত্বকের নিকট বমানিত হইল। ২৭—৩২। তাহাতে ইন্দ্রের ভয় জন্মিল। জ্র, নমুচির অঙ্গে ব্যর্থ হইল দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—দৈবযোগে লোক-বুদ্ধি-বিমোহক এ কি ব্যাপার ঘটিল? পর্ব্বত কল পক্ষবলে ক্ষিতিতলে পতিত হইয়া দেহভারে প্রজাক্ষয় রিতে আরম্ভ করিলে, আমি যে বজ্র দ্বারা তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদ রিয়াছিলাম; বিশ্বকর্ম্মা নিজ তপস্যার সারভাগ লইয়া যে বজ্র র্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে বজ্র, বৃত্রের প্রাণসংহার করিয়াছিল; বং কোন অস্ত্রই যাহাদিগের ত্বক্‌ও ছেদন করিতে পারে নাই,—ব বজ্র তাদৃশ অনেকানেক অজেয় মহাবীরদিগকেও সংহার রিয়াছিল;—আজি সেই বজ্র ক্ষুদ্র অসুরে প্রতিহত হইল। আর হা ধারণ করিব না, এ সামান্য দণ্ডমাত্র; ইহা ব্রহ্মতেজ বটে, কন্তু প্রয়োজন সাধন করিতে সমর্থ হইল না।" ইন্দ্র এই প্রকারে ঃখ করিতেছেন, এমন সময় আকাশবাণী তাঁহাকে কহিল, "এই ানব শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা হত হইবে না। আমি ইহাকে র দিয়াছি;—শুষ্ক বা আর্দ্র পদার্থে উহার মৃত্যু হইবে না। ন্দ্র! উহাকে সংহার করিবার অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন র।" এই দৈবী বাণী শ্রবণপূর্ব্বক ইন্দ্র মনোমধ্যে চিন্তা রিয়া দেখিলেন,—ফেন উপায় ; আর্দ্রও নহে, শুষ্কও নহে। তএব সেই ফেন দ্বারা তিনি নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন। ষিগণ, মহেন্দ্রের মস্তকে মাল্য বর্ষণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই জন গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান করিতে আরম্ভ রিল; দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং নর্ত্তকীরা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ৩৩—৪১। কেশরী সকল যেমন মৃগযূথ সংহার করে, সেইরূপ বায়ু, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণও প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদিগকে নিপাত করিতে লাগিলেন। রাজন্! ব্রহ্মা, নারদকে দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। নারদ, দানবদিগের বিনাশ-দর্শনে দেবতাদিগকে বারণ করিয়া কহিলেন,—"নারায়ণের ভুজবল আশ্রয় করিয়া তোমরা অমৃতলাভ করিয়াছ এবং কমলার কৃপা-কটাক্ষে সকলে বৃদ্ধি পাইয়াছ; অতএব যুদ্ধ হইতে বিরত হও।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! মুনিবাক্য মান্য করিয়া সকলে ক্রোধবেগ সংবরণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন; অনুচরেরা গুণ-গান করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। যে সকল দানব যুদ্ধস্থলে অবশিষ্ট ছিল, তাহারা নারদের আদেশক্রমে বিপন্ন বলিকে লইয়া অস্তাচলে প্রয়াণ করিল। তাহাদের মধ্যে যাহাদিগের অবয়ব ও কন্ধরা নষ্ট হয় নাই, শুক্রাচার্য্য সেই স্থানে তাহাদিগকে সঞ্জীবনী নামক স্বীয় বিদ্যা দ্বারা পুনর্জীবিত করিলেন। শুক্রের করস্পর্শে বলির ইন্দ্রিয় ও স্মৃতিশক্তি পুনঃস্থাপিত হইল। বলি পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু লোকযাত্রা বিলক্ষণরূপে অবগত থাকাতে তিনি খিন্ন হইলেন না।" ৪২—৪৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

মোহিনীরূপ-দর্শনে মহেশের মোহপ্রাপ্তি।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! নারায়ণ মোহিনীরূপে দানবদিগকে মোহিত করিয়া ত্রিদশ-বৃন্দকে অমৃত পান করাইয়াছেন,—এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৃষভ-বাহন ব্যোমকেশ বৃষস্কন্ধে আরোহণ করিলেন এবং প্রিয়তমা উমাকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বভূতগণ-সমভিব্যাহারে যেখানে মধুসূদন অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ সাদরে হর-পার্ব্বতীকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহাদেব প্রতিপূজা করিয়া, উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিয়া কহিলেন, "হে দেবদেব! হে জগদ্ব্যাপিন্! হে জগন্ময়! হে জগদীশ! আপনি সমস্ত পদার্থের আত্মা, কারণ ও ঈশ্বর। যে সত্য ও চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্ত হয়, কিন্তু যাঁহার নিজের আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; যিনি দৃশ্য, যিনি দ্রষ্টা; যিনি ভোজ্য,—যিনি ভোক্তা;—আপনি সেই সত্যরূপ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম। ১—৫। সুখবিরাগী মঙ্গলকামী মুনিগণ ইহ-পরকালে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আপনারই চরণ-কমল পূজা করিয়া থাকেন। আপনি পূর্ণ, সুখস্বরূপ, নিত্য, আনন্দময়, অগুণ, নির্ব্বিকার, শোকহীন ব্রহ্ম। আপনা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই, অথচ আপনি সর্ব্বাতিরিক্ত; বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এবং আত্মার ঈশ্বর। বিশ্ব আপনার মুখাপেক্ষী, অথচ আপনি নিরপেক্ষ। যেরূপ একমাত্র সুবর্ণ, কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে পরিণত হইয়া দুই হয়; সেইরূপ পরম-কারণরূপী একমাত্র আপনিও কার্য্য-কারণরূপে পরিণত হইয়া, ভিন্ন হইয়া থাকেন; বাস্তবিক আপনার ভেদ নাই। আপনি উপাধিশূন্যই বটেন; কিন্তু গুণের সহিত আপনার সম্বন্ধ আছে, সেই জন্য অজ্ঞ মনুষ্যেরা আপনার ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। কেহ কেহ (বৈদান্তিকেরা)—আপনাকে ব্রহ্ম; কেহ কেহ (মীমাংসকেরা)—ধর্ম্ম; কেহ কেহ (সাংখ্যেরা)—প্রকৃতি-পুরুষ হইতে ভিন্ন পরম-পুরুষ পরমেশ্বর; কেহ কেহ (পাঞ্চরাত্রেরা)—নবশক্তিযুক্ত পরপুরুষ; আর কেহ কেহ (পাতঞ্জলেরা)—স্বাধীন ও

মোহিনী-রূপ দর্শনে মহেশের মোহ।

ENGRAVED BY. [illegible]

অবিনশ্বর মহাপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মা ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এবং আমি—আমরা সত্ত্বগুণ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছি, তথাপি আপনার মায়ায় আমাদিগের চিত্ত মোহিত হওয়াতে আপনার সৃষ্টি বুঝিতে পারিতেছি না; তবে দৈত্যগণ ও মনুষ্যাদি জীবগণ কিরূপে জানিতে সক্ষম হইবে?—রজঃ ও তম হইতে তাহাদিগের বৃত্তি ও উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি,—প্রাণিগণের চেষ্টা; এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ এবং সংসার-বন্ধন ও মোক্ষ, সকলই অবগত আছেন। বায়ু যেমন চরাচর দেহ-সমূহ এবং আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, আপনি সেইরূপ আত্মস্বরূপে সমুদায় চরাচর ব্যাপিয়া আছেন; আপনি জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং সকলের আত্মা। আপনি গুণগ্রামের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যে যে অবতার স্বীকার করিয়াছেন, সমুদায়ই দর্শন করিয়া থাকি; অত-এব আপনি যে রমণীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখিতে ইচ্ছা করি। যে রূপ দ্বারা দৈত্যদলকে বিমুগ্ধ করিয়া সুরগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন, সেই রূপ সন্দর্শন-বাসনায় আমরা আগমন করিয়াছি;—দেখিতে অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।" ৬—১৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শূলপাণি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু হৃদয়ের ভাবাবেশে গভীর হাস্য করিয়া গিরিশকে কহিলেন, "অমৃতপাত্র অপহৃত হইলে পর দেখিলাম,—স্ত্রীমূর্ত্তি দ্বারাই সুরগণের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। অতএব দৈত্যদিগের কৌতূহল উৎপাদন করিবার নিমিত্ত আমি স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলাম। হে দেবদেব! আপনার দেখিতে বাসনা হইয়াছে, অত-এব আমি আপনাকে ঐ রূপ দেখাইতেছি। উহা কামোদ্দীপক; সেই জন্য কামিগণ উহার যথেষ্ট আদর করে।" শুকদেব কহিলেন,—

মরনাথ! ভগবান্ এই কথা কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হি হইলেন। মহেশ্বর, পার্ব্বতী-সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া চারিদিকে চক্ষু বিক্ষেপ করিতে করিতে ক্ষণপরে দেখিতে পাইলেন,—বিচি পুষ্প ও রক্ত-পল্লব-শোভিত উপবনে এক পরমা সুন্দরী কামি কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহার দুকূলাবৃত নিতম্বদে মেখলা বেষ্টিত রহিয়াছে। কন্দুক উৎক্ষেপ ও ধারণ করিবা নিমিত্ত ভামিনীর অঙ্গযষ্টি আন্দোলিত হইতেছে, তাহাতে তাঁহা স্তনযুগল কম্পিত হইতেছে। স্তনযুগল, উৎকৃষ্ট মালা ও উর দেশের ভারে প্রতি পদক্ষেপে তদীয় ক্ষীণ-কটি যেন ভাঙ্গি পড়িতেছে। সুন্দরী এই ভাবে চলিতে চলিতে এক হা হইতে অন্য হাতে চরণ-কমল চালন করিতেছেন। কন্দুক নানা দিকে ভ্রমণ করিতেছে; সেই হেতু তাঁহার সুদীর্ঘ নয়নের তার চঞ্চল হইয়াছে। সুন্দর কর্ণযুগলে কনক-কুণ্ডল শোভা পাইতেছে তদ্দ্বারা কপোল-দ্বয়ের কান্তি বৰ্দ্ধিত হইতেছে। কমনীয় কপোলদ এবং কৃষ্ণবর্ণ অলকদামে মুখমণ্ডল মণ্ডিত হইয়াছে। দুকূল ও কবর শ্লথ হইয়া পড়িতেছে। মোহিনী, মনোহর বাম-হস্তে সেই দুক ও কবরী ধারণ এবং অপর-হস্তে কন্দুক তাড়ন করিয়া নিজ মা দ্বারা জগৎ মোহিত করিতেছেন। ১৪—২১। বিমোহিনী লজ্জাজনি মৃদুহাস্যে কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছিলেন; মহাদেব তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেই কটাক্ষে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি অনিমিষ-নয়নে কামিনীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কামিনীও তাঁহার প্রতি কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বৃষভবাহন এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে আপনাকে, পার্শ্বস্থিতা উমাকে এবং প্রমথদিগকে ভুলি

গলেন। অনন্তর বায়ু কামিনীর কন্দুক একবার হস্তাগ্র হইতে দূরে লইয়া গমন করিল; মোহিনী তাহা ধারণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলে, সমীরণ তাঁহার বসন ও কাঞ্চীদাম হরণ করিল। মহেশ্বর একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন; অতএব ঐ ব্যাপার দর্শন করিলেন। রুচিরাপাঙ্গী, মনোরমা সুন্দরী স্তিমিত-নয়নে দর্শন করিয়া, মহেশের জ্ঞান হরণ করিলেন। ভগবান্ ভবের মন তৎপ্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া পড়িল। কারণ কামশরে নিপীড়িত হইয়া তিনি ভবানীর সমক্ষেও লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক মোহিনীর নিকটে গমন করিলেন। কামিনী উলঙ্গ ছিলেন; অতএব মহাদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া, সাতিশয় লজ্জিত হইলেন; তথাপি হাসিতে হাসিতে পাদপান্তরাল দিয়া পলাইতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ ভবের ইন্দ্রিয়বর্গ উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি কামের বশীভূত হইয়া, যূথপতি যেমন করিণীর পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ সেই সুন্দর-ললনার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতিবেগে অনুগমন করিয়া অবশেষে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং রমণীর ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি কবরী ধারণপূর্ব্বক নিকটে আকর্ষণ করিয়া ভুজযুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ২২—২৮। হস্তী যেমন হস্তিনীকে আলিঙ্গন করে, ভগবান্ ভূতনাথ সেইরূপ আলিঙ্গন করিলে পর, বামা ইতস্ততঃ বিচলিত হইতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া পড়িল। রাজন্! অনন্তর দেবদেবের বাহুদ্বয়ের মধ্য হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নারায়ণ-বিনির্ম্মিতা বিশাল-নিতম্বিনী মায়া ধাবিত হইলেন। অনঙ্গ দহন বৈরনির্য্যাতন-বাসনাতেই স্মরহরকে পরাজয় করিয়াছিলেন! মহাদেবও কামের বশবর্ত্তী হইয়া বিচিত্রকীর্ত্তি ভগবানের পদবী অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনুসরণ করিতে করিতে, ঋতুমতী হস্তিনীর অনুগামী হস্তীর ন্যায়, সেই অমোঘবীর্য্য মহাদেবের বীর্য্য স্খলিত হইতে লাগিল। রাজন্! মহাত্মা রুদ্রের বীর্য্য যে যে স্থানে পতিত হইল, সেই সেই স্থানই রূপ্য ও স্বর্ণের ভূমি হইল। নদী, সরোবর, পর্ব্বত, বন, উপবন এবং যে কোন স্থানে ঋষিরা বাস করিতেন, মহাদেব মোহিনীর অনুসরণ করিতে করিতে সে সমুদায় স্থানেই গমন করিলেন। রেতঃ স্খলিত হইলে পর, শূলপাণি বুঝিতে পারিলেন,—দৈবী মায়া তাঁহাকে জড়ীভূত করিয়াছে। অতএব মোহ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি, জগদাত্মা অবিজ্ঞেয়-বীর্য্য নারায়ণের মাহাত্ম্য বিদিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার মায়া দ্বারা জড়ীভূত হইয়াও বিচিত্র বোধ করিলেন না। ২৯—৩৬। রাজন্! মহাদেব লজ্জিত বা অপ্রস্তুত হইলেন না দেখিয়া, সাতিশয় প্রীত হইয়া মধুসূদন আপনার পুরুষদেহ পরিগ্রহণ করিয়া কহিলেন, "হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার স্ত্রীরূপিণী মায়ায় আপন ইচ্ছায় মোহিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে যে আপন প্রকৃতি লাভ করিয়া স্থিরচিত্ত হইলেন,—ইহা সৌভাগ্যের কথা। আপনি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি একবার বশীভূত হইয়া, যাহা হাব-ভাবের জনয়িত্রী, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের অপরিহার্য্যা, মদীয়া মায়াকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে? অতএব সেই মায়া, সৃষ্ট্যাদির কারণীভূত; কালরূপী আমার সহিত রজঃ প্রভৃতি অংশে মিলিতা অর্থাৎ আমারই অধীন হইয়া আর কখন আপনাকে অভিভূত করিতে পারিবে না।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত ভগবান্ এই প্রকারে প্রশংসা ও সম্মান করিলে পর, বৃষভ-বাহন তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রমথগণের সহিত স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন। হে ভারত! অনন্তর মহেশ্বর আত্মার অংশভূতা সেই মায়ার বিষয়ে ঋষিদিগের পূজনীয়া পার্ব্বতীকে প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! পরম-দেবতা জন্মরহিত পরপুরুষের মায়া দর্শন করিলে ত? আমি সমস্ত কলার অধীশ্বর হইয়াও ঐ মায়ায় মোহিত হইলাম; অতএব যাহাদের চিত্ত অবশ, তাহারা যে তাহার বশীভূত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি সহস্র-বৎসরব্যাপী যোগ হইতে নিবৃত্ত হইলে, তুমি আমাকে যে পুরুষের কথা প্রশ্ন করিয়াছিলে, ইনিই সাক্ষাৎ সেই পুরুষ। কাল বা বেদ তাঁহার মহিমা নির্ণয় করিতে পারে না।" ৩৭—৪৪। শুকদেব কহিলেন,—বৎস! যে শার্ঙ্গধন্বা সমুদ্র-মন্থন-কালে পৃষ্ঠে করিয়া মহাগিরি ধারণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার বল-বিক্রম তোমার নিকট এই বর্ণন করিলাম। যিনি বারংবার ইহা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন, তাঁহার উদ্যম কখন ভঙ্গ হয় না; কারণ, উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন সংসারের সকল ক্লেশের নাশকারী। অভক্তজনের অপ্রাপ্য, ভক্তিলভ্য সেই চরণতরি দেবগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন; তাই ভগবান্, যুবতী মোহিনীবেশে দানবগণকে মুগ্ধ করিয়া, দেবগণকে সমুদ্র-মথনোৎপন্ন অমৃত পান করাইয়াছিলেন। আমি সেই ভগবান্‌কে ভক্তি-পুরঃসর নমস্কার করি। তিনি আশ্রিত-জনের অভিলাষ পূর্ণ করেন। ৪৫—৪৭।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বৈবস্বতাদি মন্বন্তর-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সূর্য্যের তনয় মনু, শ্রাদ্ধদেব নামে প্রসিদ্ধ। ইনি সপ্তম মনু; এক্ষণে ইনি বর্ত্তমান। ইঁহার সন্তানগণের বিবরণ শ্রবণ কর। ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও বসুমান্—এই দশজন বৈবস্বত-মনুর পুত্র। এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুদ্গণ অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এবং ঋভুগণ, দেবতা; পুরন্দর এখন ঐ দেবগণের ইন্দ্র। কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই মন্বন্তরে ইঁহারা সপ্তর্ষি। এই মন্বন্তরেও কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ভগবানের বামনরূপে জন্ম হইয়াছিল। বামন, আদিত্যগণের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। ১—৬। আমি সংক্ষেপে তোমাকে সপ্তমন্বন্তর কহিলাম; এক্ষণে ভবিষ্য-মন্বন্তর সকলের বিবরণ কহিব। ঐ সকল মন্বন্তর বিষ্ণুর শক্তিতে পরিব্যাপ্ত। সংজ্ঞা ও ছায়া নাম্নী সূর্য্যের দুই ভার্য্যা। উভয়েই বিশ্বকর্ম্মার কন্যা। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে তোমাকে ইঁহাদিগের বিষয় বলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন,—সূর্য্যের আর একটী (তৃতীয়া) ভার্য্যার নাম বড়বা। কিন্তু আমি বলি,—বড়বা সংজ্ঞারই আর এক নামান্তর। সংজ্ঞার তিন সন্তান;—যম, যমুনা ও শ্রাদ্ধদেব। ছায়ার সন্তানগণের নাম শ্রবণ কর। তাঁহার সাবর্ণি নামে এক পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা। তপতী, রাজা সংবরণের পত্নী হইয়াছিলেন। শনি, ছায়ার তৃতীয় পুত্র। সূর্য্যের বড়বা নামে যে পত্নী ছিল, তাহার গর্ভে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় উৎপন্ন হন। রাজন্! অষ্টম-মন্বন্তরে সাবর্ণি, মনু হইবেন। নির্ম্মোক ও বিরজস্ক প্রভৃতি সাবর্ণি-মনুর পুত্র। এই মন্বন্তরে দেবতাদিগের নাম,—সুতপা, বিরজা ও অমৃতপ্রভ। বিরোচন-নন্দন বলি তাঁহাদিগের ইন্দ্র হইবেন। শ্রীহরি, ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলে, তাঁহাকে বলি, এই পৃথিবী দান করেন। বলি, সপ্তম-মন্বন্তরে লব্ধ ইন্দ্রত্বপদ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের প্রসাদে পশ্চাৎ সিদ্ধ হইবেন। ভগবান্ প্রীত হইয়া এই বলিকে এক্ষণে পাতালে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি স্বর্গের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর সেই পাতালপুরীতে ইন্দ্রের ন্যায় বাস করিতেছেন। গালব, দীপ্তিমান্,

পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমার পিতা ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস—এই সাতজন অষ্টম-মন্বন্তরে ঋষি হইবেন। ইহাঁরা এক্ষণে স্ব স্ব আশ্রমে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। ৭—১৬। রাজন্! সেই সাবর্ণি-মন্বন্তরে ভগবান্, দেবগুহের ঔরসে সরস্বতীর গর্ভে সার্ব্বভৌম নামে অবতীর্ণ হইবেন। ক্ষমতাশালী সার্ব্বভৌম, পুরন্দর হইতে বলপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্য অপহরণ করিয়া বলিকে দান করিবেন। দক্ষসাবর্ণি, নবম মনু। তিনি বরুণ হইতে উৎপন্ন। ভূতকেতু ও দীপ্তিকেতু প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে দেবতাদিগের নাম,—পার ও মরীচি-গর্ভ; অদ্ভুত নামে ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান্ প্রভৃতি ঋষি হইবেন। সেই মন্বন্তরে আয়ুষ্মানের ঔরসে অম্বুধারার গর্ভে ঋষভ নামে বিখ্যাত হইয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। ঋষভ, অদ্ভুত-নামা ইন্দ্রকে সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন ত্রিভুবন ভোগ করাইবেন। ব্রহ্মসাবর্ণি, দশম মনু। তিনি উপশ্লোকের সন্তান। ভূরিষেণ প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্র। সেই মন্বন্তরে হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয় ও মূর্ত্তি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ঋষি; দেবতাদিগের নাম,—সুবাসন ও অবিরুদ্ধ,—শম্ভু তাঁহাদিগের ইন্দ্র। সেই মন্বন্তরে ভগবান্ নারায়ণ, বিশ্বস্রষ্টার গৃহে বিসূচীর গর্ভে বিষক্সেন নামে অংশাংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শম্ভুর সহিত সখ্য করিবেন। ধর্ম্মসাবর্ণি, একাদশ মনু। তাঁহার সত্যধর্ম্ম প্রভৃতি দশটী পুত্র হইবে। সেই মন্বন্তরে দেবতাদিগের নাম,—বিহঙ্গম, কামগম ও নির্ব্বাণরুচি। বৈধৃত তাঁহাদিগের ইন্দ্র হইবেন; অরুণাদি ঋষি হইবেন। ধর্ম্মসেতু, হরির অংশে আর্য্যকের ঔরসে বৈধৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোকী পালন করিবেন। ১৭—২৬। রুদ্রসাবর্ণি, দ্বাদশ মনু হইবেন। তাঁহার পুত্র,—দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি। সেই মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র; হরিতাদি দেবতা; এবং তপোমূর্ত্তি, তপস্বী ও অগ্নীধ্রক প্রভৃতি ঋষি। হরির অংশ, সত্যসহা নামা বিপ্রের ঔরসে সুনৃতার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া স্বধামা নামে বিখ্যাত হইবেন। তাঁহা হইতে ঐ মন্বন্তর অতিশয় প্রসিদ্ধ হইবে। দেবসাবর্ণি, ত্রয়োদশ মনু। চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি দেবসাবর্ণির পুত্র। সেই মন্বন্তরে সুকর্ম্মা ও সুত্রামা নামে দেবতাগণ, দিবস্পতি ইন্দ্র এবং নির্ম্মোক ও তত্ত্বদর্শী প্রভৃতি ঋষি হইবেন। ঐ সময় হরির এক অংশ, যোগেশ্বর দেবহোত্রের ঔরসে বৃহতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তাৎকালিক দিক্‌পতি নামা ইন্দ্রের সহকারী হইবেন। ইন্দ্রসাবর্ণি, চতুর্দ্দশ মনু হইবেন। উরু, গম্ভীর ও ব্রধ্ন প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। সেই মন্বন্তরে পবিত্র ও চাক্ষুষ সংজ্ঞক দেবতা; শুচি ইন্দ্র; অগ্নিবাহু, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধাদি ঋষি। হরি এই মন্বন্তরে সত্রায়ণের ঔরসে বিতানার গর্ভে বৃহদ্ভানু নামে অবতীর্ণ হইয়া মহারাজের কর্ত্তব্য ক্রিয়া সকল বিস্তার করিবেন। হে রাজন্! ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্য—এই কালত্রয়ের চতুর্দ্দশ মনুর বিবরণ তোমার নিকট এই বর্ণন করিলাম। এই চতুর্দ্দশ মনু সহস্রযুগ ভোগ করিবেন। সহস্রযুগে এক কল্প হইবে। ২৭—৩৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মন্বাদির পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যাদি বর্ণন।

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ভগবন্! পূর্ব্বোক্ত মন্বন্তরাদি সকলের ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে যিনি যে প্রকারে যাঁহাকর্ত্তৃক যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আপনি আমার নিকট তাহা বলুন। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! মনুগণ, মনুপুত্রগণ, মুনিগণ, ইন্দ্রগণ ও দেবগণ—সকলেই সেই পরম-পুরুষ নারায়ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী। যে যজ্ঞা[illegible] ঈশ্বর-অবতারের এবং মনু প্রভৃতির কথা কহিয়াছি, তাহা[illegible] সকলেই ভগবানের আদেশক্রমে জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করি[illegible] থাকেন। চারি যুগের অবসানে কালক্রমে শ্রুতি সকল বিলু[illegible] হইলে, ঋষিগণ তপোবলে উহাদিগকে পুনর্ব্বার দর্শন করেন। সেই সমস্ত হইতে পুনরায় সনাতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। তাহা[illegible] পর মনুগণ নারায়ণের আজ্ঞাক্রমে উদ্‌যুক্ত হইয়া আপন আপ[illegible] কালে অবনী-মণ্ডলে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রচার করেন। ১—৫ মনুর পুত্র সকল এবং স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির কর্ম্মজিত অধিবাসী[illegible]দিগের সহিত যজ্ঞভোজী দেবগণ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে যুগা[illegible] পর্য্যন্ত প্রজা পালন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবদ্দত্ত ত্রৈলো[illegible] ভোগ করিয়া ত্রিলোক-পালন এবং পৃথিবীতে প্রচুর বর্ষণ করেন[illegible] হরি যুগে যুগে সনকাদি সিদ্ধরূপ ধারণপূর্ব্বক জ্ঞান,—যাজ্ঞবল্ক্যা[illegible] ঋষিরূপ ধারণপূর্ব্বক কর্ম্ম,—এবং দত্তাত্রেয়াদি যোগেশ্বর-র[illegible] ধারণপূর্ব্বক যোগ উপদেশ করেন। ভগবান্,—মরীচ্যাদি-রূ[illegible] সৃষ্টি করেন; রাজরূপে দস্যুবধ করেন এবং কালরূপে শীতোষ্[illegible] বিবিধ গুণ ধারণ করিয়া সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। [illegible] ও রূপময়ী মায়া দ্বারা বিমোহিত এই নরগণ নানাশাস্ত্রে তাঁহা[illegible] স্তব করিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহাকে পায় না। রাজন্! কল্প[illegible] বিকল্পের পরিমাণ এই কহিলাম। পুরাবৃত্ত-বেত্তারা ইহার মধ্যে[illegible] চতুর্দ্দশ মন্বন্তর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৬—১১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বলি-কর্ত্তৃক স্বর্গজয়।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! হরি ঈ[illegible] হইয়াও, কি নিমিত্ত দীনজনের ন্যায় বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূ[illegible] ভিক্ষা করিয়াছিলেন? প্রার্থিত ভূমিলাভ করিয়াও, [illegible] কারণে ভগবান্ বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন? এই বিষ[illegible] জানিতে আমার বাসনা হইয়াছে। পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বরের ভিক্[illegible] আর নির্দ্দোষ বলির বন্ধন;—এই দুই আশ্চর্য্য বিষয় জানিব[illegible] জন্য আমাদিগের মহৎ কৌতূহল রহিয়াছে। শুকদেব কহিলেন,[illegible] রাজন্! ইন্দ্র,—বলির শ্রী ও প্রাণ হরণ করিলে, শুক্রাচার্য্যের ম[illegible] গ্রহে দৈত্যপতি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন; সেই জন্য [illegible] ভৃগুকুল-শিষ্য হইয়া ধন-দানপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে শুক্রা[illegible] উপাসনা করিতেন। মহাপ্রভাব ভৃগুগণ, স্বর্গজয়-অভিল[illegible] বলিকে বিধিপূর্ব্বক মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া বিশ্ব[illegible] যজ্ঞ দ্বারা এক মহাযাগ করাইলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নিতে [illegible] হোম করিলে, তাহা হইতে কাঞ্চনপট্ট-বদ্ধ একখানি রথ, ই[illegible] তুরঙ্গসদৃশ হরিবর্ণ কয়েকটী অশ্ব, সিংহশোভিত ধ্বজ, স্বর্ণনি[illegible] ধনু, অক্ষয়-বাণ-পূর্ণ দুইটী তূণ এবং দিব্য কবচ উত্থিত হই[illegible] বলি ঐ সমস্ত সামগ্রী লাভ করিলে, তদীয় পিতামহ প্রহ্লাদ তাঁহ[illegible] একগাছি অম্লান-পুষ্পমালা এবং শুক্রাচার্য্য একটী শঙ্খ প্র[illegible] করিলেন। ব্রাহ্মণেরা এইরূপে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া স্বস্ত[illegible] করিলে, বলি তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, পশ্চাৎ পি[illegible] মহ প্রহ্লাদকে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ১—৮। অনন্তর [illegible] গলদেশে মালা ধারণপূর্ব্বক ভৃগুদত্ত দিব্য-রথে আরোহণ ক[illegible] কবচ পরিধান এবং ধনু, খড়্গ ও পৃষ্ঠদেশে তূণীর গ্রহণ করিলে[illegible] কনক-নির্ম্মিত অঙ্গদে দুই বাহু দীপ্তি পাইতে লাগিল এবং ম[illegible]

মণ্ডলের প্রভা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া দৈত্যরাজ, রথে আরোহণপূর্ব্বক হুতহ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বল এবং ঐশ্বর্য্যে তাঁহারই সমকক্ষ স্বদীয় যূথপতিগণ দৃষ্টি দ্বারা যেন আকাশ-মণ্ডল পান এবং দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতে করিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। এইরূপে পরিবৃত হইয়া বিশালবাহিনী-সমভিব্যাহারে বলীন্দ্র বলি,—স্বর্গ ও পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে সমৃদ্ধ ইন্দ্রপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নন্দনাদি সুন্দর উপবন দ্বারা ইন্দ্রপুরীর শোভা অতিশয় রমণীয় হইয়াছিল। ঐ সকল উপবনস্থ দেববৃক্ষ-সমূহের শাখা,—প্রবাল, ফল এবং পুষ্পের ভরভারে অবনত; বিহঙ্গ-মিথুন তাহাতে বসিয়া কলরব করিতেছে, অমরকুল গান করিয়া বেড়াইতেছে। সেই স্থানে হংস, সারস, চক্রবাক ও কারণ্ডবকুলে সমাকীর্ণ অনেকানেক সরোবর আছে; সুর-সেবিতা প্রমদাগণ সেই সমস্ত সরোবরে জলকেলী করিয়া থাকে। আকাশগঙ্গা, পরিখারূপে ঐ ইন্দ্রপুরীকে বেষ্টন করিয়া আছেন। উহা চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ঐ প্রাচীরের উপরিভাগে সুরহাম সকল বিরচিত। পুরদ্বারের কবাট-সকল, স্বর্ণে নির্ম্মিত এবং গোপুর-সমুদয়, স্ফটিকে রচিত। রাজপথগুলি পরস্পর উত্তমরূপে বিভক্ত। বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা ইন্দ্রপুরী নির্ম্মিত। উহাতে কত কত উপবেশন-স্থান, অঙ্গণ, উপমার্গ, কোটি কোটি বিমান, চতুষ্পথ এবং বজ্র ও বিদ্রুমনির্ম্মিত বেদী শোভা পাইতেছে। উহার নারীগণের যৌবন ও সৌকুমার্য্য চিরকাল সমভাবে স্থায়ী; তাঁহারা নির্ম্মল বসন পরিধানপূর্ব্বক প্রভা দ্বারা অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন। সমীরণ ঐ পুরীতে দেব-কামিনীগণের কেশচ্যুত সুগন্ধি-মালার গন্ধ গ্রহণ করিয়া পথে পথে মৃদু-মন্দ-ভাবে প্রবাহিত হন। ৮—১৮। স্বর্ণময় গবাক্ষ সকল হইতে পাণ্ডুরবর্ণ, অগুরুগন্ধি ধূমজাল নির্গত হইয়া পথ সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সুর-সুন্দরীগণ সেই পথ দিয়া অভিসারে যাত্রা করেন। ঐ—পুরী মুক্তাময় চন্দ্রাতপ, মণিময় ও স্বর্ণময় ধ্বজদণ্ড এবং বিবিধ-পতাকা-শোভিত বহুবিধ বিমানের অগ্রভাগ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ময়ূর, কপোত এবং ভৃঙ্গকুল পুরীমধ্যে রব করিতেছে। বৈমানিকের স্ত্রীগণ, মধুর-রবে গান করিয়া পুরীর মঙ্গল-সম্পাদন করিতেছে। মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ ও দুন্দুভির শব্দে; তালে তালে বীণা, মুরজ ও এরণ্ড-নির্ম্মিত বংশীর ধ্বনিতে এবং গন্ধর্ব্বগণের নৃত্য, বাদ্য ও গীতে—ইন্দ্রনগরী অতি মনোহারিণী হইয়াছে। উহার এমনি দীপ্তি যে, তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ প্রভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরাস্ত হইয়াছে। অধার্ম্মিক, খল, প্রাণিহিংসক, মানী, কামী বা লোভী,—ঐ পুরীতে প্রবেশ করিতে পারে না। অধর্ম্ম, খলতা, প্রাণিহিংসা, শঠতা, অভিমান, কাম, লোভ ইত্যাদি দোষে যাঁহাদের অন্তঃকরণ কলুষিত নহে, কেবল তাঁহারাই তথায় যাইতে পারেন। দৈত্য-সেনাপতি বলি, দেবতাদিগের পূর্ব্বোক্ত রাজধানীকে সৈন্য দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক বহির্ভাগে অবস্থিতি করিয়া, আচার্য্যদত্ত উচ্চরাবী শঙ্খবাদন করিলেন। দেবাঙ্গনাগণের হৃদয় সেই শব্দে শিহরিত হইল। ১৯—২৩। রাজন্! ইন্দ্র, বলির সেই পরম উদ্যম জানিতে পারিয়া সমুদয় দেবগণের সহিত বৃহস্পতির নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! দেখিতেছি,—আমাদিগের পূর্ব্ববৈরী বলির উদ্যম অতি প্রচণ্ড। বোধ হয়, আমরা ইহা সহ্য করিতে পারিব না। কি কারণে ইহার তেজ এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল? অনুমান হয়,—কেহই ইহাকে দূর করিতে পারিবে না। এ যেন মুখ দ্বারা এই বিশ্ব পান, জিহ্বা দ্বারা দশদিক্ অবলেহন এবং চক্ষু দ্বারা দিক্দাহ করিয়া, প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়াছে। যে কারণে আমার শত্রু এতাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে এবং যাহা হইতে ইহার এই ইন্দ্রিয়বল, দেহবল, পরাক্রম ও এই উদ্যম বৃদ্ধি পাইয়াছে, আপনি তাহা বলুন।" বৃহস্পতি কহিলেন, "পুরন্দর! যে কারণে তোমার এই বৈরীর প্রতাপ বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি তাহা জ্ঞাত আছি। ব্রহ্মবাদী ভৃগুগণ, স্নেহ বশতঃ ইহাতে তেজঃসঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। হরি ভিন্ন তুমি কিংবা তোমার ন্যায় প্রভাবশালী কোন ব্যক্তিই মহাবল বলিকে জয় করিতে পারিবে না। ব্রহ্মতেজ ইহার বলবৃদ্ধি করিয়াছে; সুতরাং কেহই ইহাকে জয় করিতে সক্ষম হইবে না। লোক যেমন শমনের অভিমুখে থাকিতে পারে না, সেইরূপ ইহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে কেহই সক্ষম হইবে না। এক্ষণে যুক্তি এই;—তোমরা সকলে স্বর্গালয় পরিত্যাগ করিয়া অদর্শন থাক এবং যতকাল শত্রুর বিনাশ না হয়, ততকাল প্রতীক্ষা কর। এক্ষণে ইহার বিক্রম বর্দ্ধিত হইয়াছে; ব্রহ্মতেজ হেতু উত্তরোত্তর বল বর্দ্ধিতই হইবে। কিন্তু শেষে ব্রাহ্মণেরই অবমাননা করিয়া এ ব্যক্তি স্বয়ং সবংশে নাশ পাইবে। ২৪—৩১। কার্য্যদর্শী গুরু, সুমন্ত্রণা দ্বারা এই প্রকারে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সৎপরামর্শ দিলে, কামরূপী দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অদর্শন হইলেন। তাঁহারা অদর্শন হইলে পর, বলি ইন্দ্রপুরী অধিকার করিয়া জগৎত্রয় বশীভূত করিয়া লইলেন। শিষ্যবৎসল ভৃগুগণ—বিশ্বজয়ী ও বশংবদ বলিকে একশত অশ্বমেধ করাইলেন। মহামনা বলি সেই শতাশ্বমেধের প্রভাবে দশদিকে কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া নক্ষত্রপতি চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং আপনাকে কৃতকৃত্যের ন্যায় বোধ করিয়া সম্পত্তি-লক্ষ্মী সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩২—৩৬।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

কশ্যপ কর্ত্তৃক পয়োব্রত-কথন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! দেবগণ এইরূপে অদর্শন এবং স্বর্গরাজ্য দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, অদিতি অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পতি প্রজাপতি কশ্যপ বহুদিনের পর সমাধি হইতে বিরত হইয়া, তাঁহার নিরুৎসব, নিরানন্দ আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। কশ্যপ আসন-গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি পূজিত হইয়া বনিতাকে ম্লান-বদনা দেখিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! লোকে ব্রাহ্মণের, ধর্ম্মের বা মৃত্যুর বশবর্ত্তী মানবগণের ত অশুভ ঘটনা হয় নাই? হে সতি! হে গৃহিণি! গৃহিগণ যোগী না হইয়াও, যে গৃহাশ্রমে বাস করিয়া যোগফল লাভ করেন, সেই গৃহে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? ১—৫। তুমি কুটুম্ব-সেবায় ব্যগ্র থাকাতে কোন দিন কি গৃহাগত অতিথি, পূজা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন? অতিথিগণ যে গৃহে সলিল দ্বারাও অর্চ্চিত না হইয়া ফিরিয়া যান, সে গৃহ শৃগাল-রাজের বিবর-তুল্য। হে ভদ্রে! আমি প্রবাসে ছিলাম, সুতরাং তোমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন থাকিত; সেই জন্য তুমি কি কোন দিন যথাকালে অগ্নিত্রয়ে হোম করিতে ভুলিয়া গিয়াছ? গৃহস্থ-ব্যক্তি, অগ্নির পূজা করিয়া কামদুঘ লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি,—সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুর মুখস্বরূপ। মনস্বিনি! তোমার পুত্রগণের মঙ্গল ত? নানা লক্ষণ দ্বারা আমার ধারণা হইতেছে যে, তোমার অন্তঃকরণ প্রকৃতিস্থ নহে।" ৬—১০। অদিতি কহিলেন, "ব্রহ্মন্! গো, দ্বিজ, ধর্ম্ম ও লোক সকলের মঙ্গল। আমার এই গৃহও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ উৎপাদন করিতেছে। আমি যে আপনাকে ধ্যান করিয়া থাকি;

তাহাতেই পশু, অতিথি, ভৃত্য, ভিক্ষুক এবং যাহারা যাজি প্রার্থনা করে,—ইহাঁদিগের মধ্যে সকলেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি প্রজাপতি; আমাকে ধর্ম উপদেশ করিয়া থাকেন; আমার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ না হইবে? সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ-সেবী এই সকল প্রজা আপনারই মন ও দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আপনার কাছে দেবতা প্রভৃতি সকলেই সমান বটেন; কিন্তু মহেশ্বরের ভক্তকে আপনি কিছু অধিক ভাল বাসেন। নাথ! আমি ভক্তি-সহকারে আপনার পূজা করিতেছি, আমার কল্যাণ-চিন্তা করুন। সপত্নীর পুত্র দৈত্যগণ আমাদিগের শ্রী ও স্থান অপহরণ করিয়া লইয়াছে। আমাদিগকে রক্ষা করুন। শত্রুগণ আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। আমি দুঃখ-সাগরে ডুবিয়া আছি। প্রবল দৈত্যগণ আমার ঐশ্বর্য্য, শ্রী, যশ ও অধিকার অপহরণ করিয়াছে। আমার তনয়গণ যাহাতে পুনর্ব্বার ঐ সকল লাভ করিতে পারেন, আপনি বুদ্ধিবলে সেই কল্যাণ-বিধান করুন।" ১১—১৭। শুকদেব কহিলেন,—মহীপতে! অদিতি এইরূপ বলিলে পর, প্রজাপতি কশ্যপ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "অহো! বিষ্ণুমায়ার কি অসীম-শক্তি! এই জগৎ স্নেহে আবদ্ধ! আত্মা ভিন্ন ভৌতিক দেহই বা কোথায়, আর প্রকৃতি ভিন্ন আত্মাই বা কোথায়? ভদ্রে! কেই বা পতি! কেই বা পুত্র! মোহই এই বুদ্ধির কারণ। আদি পুরুষ ভগবান্ জনার্দ্দন বাসুদেবের উপাসনা কর। তিনি অন্তর্যামী ও জগদ্গুরু। সেই শ্রীহরিই তোমার মঙ্গল-বিধান করিবেন। দীনের প্রতি তাঁহার বড়ই করুণা। ভগবানের সেবাই অমোঘ; ভক্তির অন্ত কিছুতে কোন ফল ফলে না।" অদিতি জিজ্ঞাসিলেন, "ব্রহ্মন্! আমি কি উপায়ে সেই জগদ্গুরুকে উপাসনা করিব? যাহাতে তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন, তাহা বলুন। আমি পুত্রগণের সহিত অবসন্ন হইতেছি। যেরূপ বিধানে উপাসনা করিলে, সেই সত্য-প্রতিজ্ঞ দেব আমার প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হইবেন, তাহাই উপদেশ করিতে আজ্ঞা হয়।" ১৮—২৩। কশ্যপ কহিলেন, "দেবি! আমি পুত্র-কামনা করিয়া ভগবান্ কমলযোনিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে যে হরিতোষণ ব্রত উপদেশ করিয়াছিলেন, তোমাকে তাহা বলিতেছি। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশদিন পয়োব্রত ধারণ করিয়া ভক্তি-সহকারে কমল-লোচনের অর্চ্চনা করিতে হইবে। যদি সত্য হয়, তবে চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যায় বরাহোদ্ধৃত মৃত্তিকালেপন করিয়া নদীজলে স্নান করিবে এবং স্রোতে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে,—'হে দেবি! আবাস-স্থান ইচ্ছা করিয়া আদি-বরাহ তোমাকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তোমাকে নমস্কার; আমার পাপ সকল নাশ কর।' ব্রতচারীকে, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সমাহিত-চিত্তে প্রতিমায়, হোমবেদীতে, সূর্য্যে, জলে, অগ্নিতে অথবা গুরুতে দেবের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ২৪—২৮। পূজাকালে নয়টী মন্ত্র বলিয়া ভগবানের আবাহনাদি করিতে হইবে। সেই নয়টী মন্ত্র এই,—(১) 'ভগবন্! আপনি আরাধ্য মহত্তর পুরুষ ও সাক্ষী; সর্ব্বভূতের আবাসস্থান এবং আপনি সকলের অন্তঃকরণে দীপ্তি পাইতেছেন;—আপনাকে নমস্কার। (২) আপনি অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বজ্ঞ; সাংখ্য-যোগ-প্রবর্ত্তক;—আপনাকে নমস্কার। (৩) আপনি যজ্ঞফল-দাতা; যজ্ঞরূপী আপনার দুইটী মস্তক, তিনটী চরণ, চারিটি শৃঙ্গ এবং সাতটী হস্ত। ত্রয়ী বিদ্যা আপনার আত্মা;—আপনাকে নমস্কার। (৪) আপনি হর ও শিবরূপী; শক্তিধর; সর্ব্ব-বিদ্যার অধিপতি এবং ভূতগণের পতি;—আপনাকে নমস্কার। (৫) আপনি সূত্ররূপী, প্রাণ, জগতের আত্মা এবং যোগের হেতু; যোগৈশ্বর্য্য আপনার শরীর;—আপনাকে নমস্কার (৬) আপনি আদিদেব, সকলের সাক্ষিস্বরূপ, নারায়ণ-ঋষি, ক এবং হরি;—আপনাকে নমস্কার। (৭) আপনি কেশব; আপনার শরীর মরকতের তুল্য শ্যামবর্ণ; আপনি লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছেন; আপনার বসন পীতবর্ণ; আপনাকে নমস্কার। (৮) বরেণ্য! বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি পূজনীয়; বর-প্রদাতাদিগের শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতগণ মঙ্গললাভের নিমিত্ত আপনার চরণরেণু উপাসনা করেন। (৯) অহো! দেবগণ ও লক্ষ্মী, সেই চরণ-কমলের সৌগন্ধ্যে লোভ করিয়া যাঁহার চিত্তভুষ্টি বিধান করেন, সেই ভগবান্ বাসুদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' ২৯—৩৭। হে সাধ্বি! এই নয়টী মন্ত্রে ভগবান্‌কে আবাহনপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত পাদ্যাদি দিয়া পূজা করিবে। বিষ্ণুকে গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া দুগ্ধে স্নপিত করিবে; পরে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বসন উপবীত, আভরণ, পাদ্য, আচমনীয় এবং ধূপাদি দিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। সম্পত্তি থাকিলে, দুগ্ধে শালী-অন্ন পাক করিয়া পায়সের নৈবেদ্য করিবে এবং তাহাতে গুড় ও ঘৃ মিশাইয়া নিবেদনপূর্ব্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে নিবেদিত দ্রব্য, ভগবদ্ভক্তকে ভোজন করাইবে; অথবা নিে ভোজন করিবে। পূজার পর আচমনীয়-জল উৎসর্গ করি তাম্বূল নিবেদন করিতে হইবে। একশত আটবার জপ করি স্তুতি-বাক্যে ভগবানের স্তব করিবে। তৎপরে প্রদক্ষিণ করি আনন্দ-সহকারে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ৩৮—৪২ শেষে নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া দেবকে বিসর্জ্জন দিবে। পরে দুে অন্যূন ব্রাহ্মণদিগকে পায়স ভোজন করাইবে এবং ব্রাহ্মণে আজ্ঞা করিলে পর, বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত শেষভাগ স্ব ভোজন করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচারী হইয়া সেই রাত্রি যাপ করিতে হইবে। প্রভাত হইলে, প্রথম দিন যথোক্ত-বিধানে স্না করিয়া পবিত্র ও সমাহিত হইবে এবং ভগবান্‌কে স্নান কর ইয়া অর্চ্চনা করিবে। যতদিন ব্রত শেষ না হয়, ততদিন দু দ্বারা ভগবান্‌কে স্নান করাইয়া এবং স্বয়ং দুগ্ধ-পানে জীব ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজায় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই মহাব্রত আচ করিবে। হে দেবি! পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, সেইরূপ নিয়মা সারে অগ্নিতে হোম করিবে এবং ব্রাহ্মণবর্গকে ভোজন করাইবে এই প্রকারে ভগবানের আরাধনা, হোম, পূজা করিয়া এ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, দ্বাদশ দিবস অর্থাৎ প্রতিপদ হই আরম্ভ করিয়া শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত, পয়োব্রত আচরণ করিতে হ ঐ দ্বাদশ দিন ব্রহ্মচর্য্য-আচরণ, শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিম্নে শ এবং ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে। অসৎ আলাপ এবং উৎকৃষ্ট ও অপ ভোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অহিংসক এবং বাসুদেব-পরা হইয়া ত্রয়োদশী-দিবসে পঞ্চামৃত দিয়া বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিে দ্বারা শাস্ত্রোক্ত বিধানে বিষ্ণুকে স্নান করাইতে হয়। বিত্তশা পরিহারপূর্ব্বক পূজা করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধে চরুপাক করিয়া বিষ্ণু অর্পণপূর্ব্বক সমাহিত-মনে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা পরম-পুরুষের অর্চ করিবে। যাহাতে ভগবানের তুষ্টি হয়, তাদৃশ গুণযুক্ত নৈবেদ নিবেদন করা আবশ্যক। ৪৩—৫২। জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য এবং ঋত্বিক্‌দিগকেও অলঙ্কারাদি দানে পরিতুষ্ট করিবে। সতি! উহাঁদের সন্তোষ হইলেই হরির আরাধনা হইয়া থাকে অতএব যে সকল ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাশক্তি উত্তম সামগ্রী ভোজন করাইবে। গুরু ও ঋত্বিক্‌দিগ যথাযোগ্য দক্ষিণা দান করিবে। শেষ-সমাগত ব্যক্তিগণ অন্নাদি দান করিয়া তুষ্ট করিবে। দীন, অন্ধ ও দরিদ্র প্র সকলের ভোজন হইলে পর বিষ্ণুর প্রীতি জানিয়া স্বয়ং বন্ধুগ

সহিত ভোজন করিবে। ব্রতকালে প্রত্যহ নৃত্য, বাদ্য, গীত, স্তুতি, স্বস্তিবাচন এবং ভগবৎকথা দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। ইহারই নাম পয়োব্রত। ইহা দ্বারা হরিকে উত্তমরূপে আরাধনা করা হয়। আমি পিতামহের নিকট এই ব্রত শুনিয়াছিলাম; এক্ষণে আমি তোমাকে কহিলাম। তুমি এই ব্রত উত্তমরূপে আচরণ করিয়া জনার্দ্দন অব্যয় বিষ্ণুর ভজনা কর। ইহার নাম সর্ব্বযজ্ঞ; ইহাই সর্ব্বব্রত; ইহাই তপস্যার সার; ইহাই মহৎ দান; ইহাই ঈশ্বরের তুষ্টি-সাধন। হে ভদ্রে! যাহাতে শ্রীভগবান্ সন্তোষ লাভ করেন, তাহাই যথার্থ নিয়ম, তাহাই যথার্থ সংযম, তাহাই যথার্থ তপস্যা, তাহাই যথার্থ দান, তাহাই যথার্থ ব্রত, তাহাই যথার্থ যজ্ঞ; অতএব, হে সতি! তুমি সংযতমনা হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই ব্রত আচরণ কর। ইহাতে ভগবান্ তুষ্ট হইয়া শীঘ্র তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিবেন।" ৫৩—৬২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অদিতির গর্ভে ভগবানের জন্মগ্রহণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অদিতি, স্বামী মহর্ষি কশ্যপের নিকট ঐ প্রকার উপদেশ পাইয়া, আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশ দিবস এই ব্রত আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে সারথি করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্বদিগকে নিগ্রহপূর্ব্বক একাগ্রমনে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভগবান্ নারায়ণে মনঃসমাধান করিয়া অহরহঃ পয়োব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন। অদিতির এইরূপ ব্রতানুষ্ঠানে পীতবাসা চতুর্ভুজ ভগবান্ হরি,—শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। অদিতি তাঁহাকে দেখিয়া ব্যস্তে-ব্যস্তে আদর-সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রীতি-বিহ্বল হইয়া দেহের অধিকাংশ দণ্ডের ন্যায় আয়ত করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্তব করিতে তাঁহার সামর্থ্য রহিল না, তিনি নীরবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কারণ, তাঁহার নয়ন-যুগল আনন্দাশ্রুজলে প্লাবিত এবং দেহ পুলকে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল; নারায়ণ-দর্শন-জন্য যে আনন্দ জন্মিল, সেই আনন্দে তাঁহার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অদিতি নয়ন দ্বারা যেন পান করিয়া রমাপতি যজ্ঞপতি জগৎপতিকে দেখিতে দেখিতে অবশেষে প্রীতিজন্য গদ্গদ-বাক্যে ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৭। অদিতি কহিলেন,—"হে যজ্ঞেশ্বর! হে যজ্ঞপুরুষ! হে তীর্থপাদ! তীর্থ-কীর্ত্তে! হে আদ্য! আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। আপনার নাম শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়। হে ভগবন্! আপনি দীনবন্ধু। শরণাগত লোকদিগের পাপরাশি-হরণের নিমিত্তই আপনার আবির্ভাব হয়। আপনি মহৎ; বিশ্ব আপনার স্বরূপ। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আপনা হইতে হইয়া থাকে। আপনি স্বেচ্ছানুসারে মায়াগুণ গ্রহণ করেন, কিন্তু স্বরূপ পরিত্যাগ করেন না। যে পূর্ণজ্ঞান নিত্য বৃদ্ধিভাবে হইয়াই রহিয়াছে, আপনি তদ্বারা মায়ারূপ অন্ধকারকে আপনা হইতে দূরে তাড়াইয়া দেন;—আপনাকে নমস্কার করি। হে অনন্ত! আপনি তুষ্ট হইলে, ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘ পরমায়ু, অভিলষিত দেহ, অতুল ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল এবং যোগগুণ—সকলই উৎপাদন করিতে পারেন; শত্রুজয় প্রভৃতি অতি সামান্য মঙ্গলের কথা আর অধিক কি কহিব?" শুকদেব কহিলেন, রাজন্! অদিতি এইরূপ স্তব করিলে, পদ্মপলাশ-লোচন অন্তর্যামী ভগবান্ কহিলেন, "হে দেবজননি! অমর-শত্রুগণ সৌভাগ্যশ্রী বলে অপহরণ করিয়া, তোমার সন্তানদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। তুমি অনেক দিন অবধি যে ইচ্ছা করিতেছ, আমি তাহা অবগত আছি। ৮—১২। তোমার এই ইচ্ছা যে, তোমার পুত্রগণ যুদ্ধস্থলে দৈত্য-শ্রেষ্ঠদিগকে জয় করিয়া পুনর্ব্বার জয়শ্রী প্রাপ্ত হন এবং তুমি তাঁহাদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি কর। যাহাতে তোমার পুত্রগণ, দৈত্যগণকে বধ করিলে পর, তাহাদিগের নারীগণ আসিয়া দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করে এবং তুমি তাহা বসিয়া দেখ; যাহাতে তোমার পুত্রগণ বর্দ্ধিত হইয়া, দৈত্যদিগের হস্ত হইতে জয়লক্ষ্মী পুনর্ব্বার উদ্ধার করিয়া, স্বর্গধামে ক্রীড়া করেন,—ইহাই তোমার একান্ত অভিলাষ। কিন্তু দেবি! আমার বোধ হইতেছে,—এক্ষণে তুমি দানব-দলপতিদিগকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইবে না। সমর্থ ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং বিক্রম দ্বারা মঙ্গলের আশা নাই। দেবি! তোমার ব্রত-আচরণে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব এ বিষয়ে আমি উপায় চিন্তা করিব। আমার পূজা ব্যর্থ হইবে না; উহা শ্রদ্ধানুরূপ ফল প্রসব করিবে। তুমি পুত্র-রক্ষণের নিমিত্ত ব্রত দ্বারা আমার যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়াছ। আমি কশ্যপের তপস্যায় অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বীয় অংশে তোমার পুত্র হইয়া, তোমার পুত্রদিগকে পালন করিব। তুমি এক্ষণে আপনার নিষ্পাপ-পতি প্রজাপতির নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে ভজনা কর। ভজনকালে ভাবনা করিবে,—যেন আমি এইরূপে তাঁহাতে অবস্থিত আছি। ইহার পর যাহা ঘটিবে, তাহা তোমাকে কোন প্রকারে বলিব না। উহা দেবতাদিগের গোপনীয় প্রয়োজন। দেবতাদিগের রহস্য যত গুপ্ত হইবে, তদ্বারা ততই উত্তমরূপে সিদ্ধি-লাভ করা যাইবে।" ১৩—২০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ এই কথা কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অদিতি আপনার গর্ভে প্রভু হরির দুর্লভ জন্মলাভে পরম কৃতার্থ হইয়া দৃঢ়ভক্তি-সহকারে পতিকে ভজনা করিতে লাগিলেন। অব্যর্থ-দৃষ্টি তদীয় স্বামী মহর্ষি কশ্যপ সমাধিযোগে দেখিতে পাইলেন,—হরির অংশ তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইল। যেরূপ সর্ব্বত্র-সমান বায়ু, কাষ্ঠ-সংঘর্ষণ দ্বারা বনদাহক অগ্নি উৎপন্ন করে,—সেইরূপ প্রজাপতি মন স্থির করিয়া বহুকাল হইতে কঠোর তপস্যা দ্বারা যে বীর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অদিতির গর্ভে সেই বীর্য্য আধান করিলেন। সনাতন ভগবান্, অদিতির গর্ভে অধিষ্ঠান করিয়া অবস্থিত হইয়াছেন,—জানিতে পারিয়া হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, গুহ্য নাম দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, "হে উরুগায়! ভগবন্! আপনার জয় হউক;—আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মণ্যদেব;—আপনাকে নমস্কার। হে ত্রিগুণ! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। পূর্ব্বজন্মে এই অদিতির নাম পৃশ্নি ছিল; আপনি তাঁহার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। বেদ সকল আপনার গর্ভে অবস্থিতি করে; হে বিধাতঃ! লোকত্রয় আপনার নাভিস্থল; আপনি ত্রিলোকের উপরিভাগে অধিষ্ঠিত;—আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি ভুবনের আদি, অন্ত ও মধ্য; পণ্ডিতেরা আপনাকে অনন্ত-শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যেরূপ ঘোর গভীর তরঙ্গ, জল-পতিত তৃণাদি আকর্ষণ করে,—সেইরূপ কালরূপী আপনি এই বিশ্বকে প্রলয়কালে আকর্ষণ করেন। স্থাবর, জঙ্গম, প্রজা এবং প্রজাপতিগণ আপনা হইতে

উৎপন্ন হইয়া থাকেন। দেব। জলমজ্জনোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে নৌকা যেমন আশ্রয়, আপনি সেইরূপ স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণের একমাত্র আশ্রয়।" ২১—২৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বলির যজ্ঞে ভগবানের আগমন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্। ব্রহ্মা এইরূপে ভগবানের কর্ম্ম ও প্রভাব-বিষয়ে স্তব করিতে থাকিলে, জন্ম-মৃত্যু-বিরহিত, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, পীতবাসা, পদ্ম-সদৃশ-দীর্ঘ-লোচন পুরুষ, অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীহরির বর্ণ শ্যাম অথচ গৌর; মুখারবিন্দ, মকর-কুণ্ডলের প্রভায় উদ্ভাসিত; বলয়, অঙ্গদ, কিরীট, কাঞ্চীদাম এবং নূপুর শ্রী-অঙ্গে শোভা পাইতেছিল। গলদেশে যে শোভনীয় বনমালা বেষ্টিত ছিল, অলিকুল তাহার অন্তরে গুন্‌গুন্ রবে গান করিতেছিল। কণ্ঠে কৌস্তুভ-মণি সন্নিবেশিত। ভগবান্ এইরূপে আবির্ভূত হইয়া, স্বীয় দীপ্তি দ্বারা কশ্যপের গৃহান্ধকার বিনাশ করিলেন। তাঁহার জন্মসময়ে দিক্ ও সরোবর সকল প্রসন্ন হইল; প্রজাবর্গ মহা হর্ষ বোধ করিতে লাগিল; ঋতু সকল স্ব স্ব গুণপ্রকাশ করিল এবং স্বর্গ, আকাশ, অবনী, দেবগণ, গোগণ, দ্বিজগণ ও পর্ব্বতগণ—সকলেই পরম প্রীত হইলেন। ভগবান্ ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশী দিবসে শ্রবণার প্রথমাংশ অভিজিৎ-মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ দিবস চন্দ্র, শ্রবণা-নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। অশ্বিনী প্রভৃতি সমুদায় নক্ষত্র এবং বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণও অনুকূল থাকিয়া শুভাবহ হইয়াছিলেন। ১—৫। পণ্ডিতেরা বলেন—দ্বাদশীতে দিবাভাগেই হরির জন্ম হইয়াছিল। তখন সূর্য্য, দিবার মধ্যভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। উহার নাম বিজয়া দ্বাদশী। ভগবান্-বামনদেব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, আনক এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র এবং তূরীর তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। অপ্সরোগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল; গন্ধর্ব্ব-গণ গান করিতে লাগিল এবং মুনিগণ স্তব আরম্ভ করিলেন। দেব, মনু, পিতৃ, অগ্নি, সিদ্ধ, কিংপুরুষ, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, সুপর্ণ, ভুজঙ্গম ও দেবানুচরগণ,—গান ও নৃত্য করিতে করিতে কশ্যপের আশ্রমে কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬—১০। অদিতি, পরম-পুরুষকে স্বকীয় যোগমায়ায় দেহ ধারণ করিয়া গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। কশ্যপও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া "জয়" শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অব্যক্ত জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের চেষ্টা অদ্ভুত। তিনি যে প্রভা, ভূষণ ও অস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশমান দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে, নটের ন্যায়, সেই দেহ দ্বারাই বামন ব্রাহ্মণ-কুমারের মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ সেই ব্রাহ্মণকুমারকে বামনমূর্ত্তি দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং কশ্যপকে লইয়া তাঁহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সকল কার্য্য সমাধা করাইলেন। সেই বামনের উপনয়ন-কালে সূর্য্যদেব স্বয়ং সাবিত্রী-পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন; বৃহস্পতি তাঁহাকে ব্রহ্মসূত্র এবং কশ্যপ মেখলা পরিধান করাইলেন। সেই বামনমূর্ত্তি প্রভুকে বসুন্ধরা—কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি—সোম-দণ্ড, মাতা—কৌপীন-বস্ত্র, স্বর্গ—ছত্র, ব্রহ্মা—কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ—কুশ এবং সরস্বতী—অক্ষমালা দান করিলেন। বামন উপনীত হইলে পর, যক্ষরাজ তাঁহাকে ভিক্ষাপাত্র এবং সাক্ষাৎ ভগবতী অম্বিকা সতী ভিক্ষা দিলেন। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুমার এইপ্রকারে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত সামগ্রী লাভ করিয়া, স্বীয় ব্রহ্মতেজ দ্বারা ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিতা সভা অভি-ভবপূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রজ্বলিত স্থাপিত বহ্নির চতুর্দ্দিক্ সম্মার্জ্জনপূর্ব্বক কুশ-আস্তরণ এবং অর্চ্চনা করিয়া উহাতে সমিদ্-হোম করিলেন। ১১—১৯। এই সময়ে বামনদেবের শ্রুতিগোচর হইল যে, ভৃগুগণ, মহাবল দৈত্যপতি বলিকে অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়াই তিনি তথায় যাত্রা করিলেন। সমুদায় বলই তাঁহাতে আহিত; অতএব গমনকালে তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে ধরাতল কম্পিত হইতে লাগিল। রাজন্। নর্ম্মদা-নদীর উত্তরতটে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে বলির যে সকল পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ ঐ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, বামনরূপী নারায়ণ সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা বোধ করিলেন,—যেন নিকটে সা... সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। ঐ সকল পুরোহিত, যজমান বলি এবং সদস্যগণ, বামনের তেজে হতপ্রভ হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, "দিবাকর কি যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন? বৈ... নর কি আসিতেছেন? না,—সনৎকুমার সম্মুখীন হইতেছেন।" সশিষ্য ভৃগুগণ এইরূপ বামন-সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক-বিত... করিতেছেন,—ইতিমধ্যে ভগবান্—দণ্ড, ছত্র এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিয়া অশ্বমেধ-মণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। মায়াবামন-রূপধারী হরির কটিদেশ মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলায় বেষ্টিত; কৃষ্ণাজিনময় উত্তরী... যজ্ঞোপবীতসহ বামস্কন্ধে নিবেশিত; মস্তকে জটাকলাপ এ... দেহ খর্ব্ব। তাঁহাকে দেখিয়াই ভৃগুগণ তাঁহার তেজে অভি... হইলেন এবং শিষ্য ও অগ্নিগণের সহিত গাত্রোত্থান করি... অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। যজমান বলিও দর্শনীয় মনো... রূপের অনুরূপ-অবয়ব-ধারী বামনকে দর্শনপূর্ব্বক আনন্দিত হ... আসন প্রদান করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বন্দনান... পাদদ্বয় প্রক্ষালন করাইয়া মুক্তসঙ্গ মনোরম ভগবানকে পূজা ক... লেন। ধর্ম্মজ্ঞ বলি, বামনের—কুলপাপ-নাশন, সুমঙ্গল পাদো... মস্তকে ধারণ করিলেন। রাজন্। সেই পাদোদক সামান্য ন... চন্দ্রশেখর দেবদেব মহাদেব পরম ভক্তি-সহকারে ঐ পাদো... মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। ২০—২৮। বলি কহি... "ব্রহ্মন্। আপনাকে নমস্কার। সুখে আসিয়াছেন ত? ... কষ্ট হয় নাই ত? আজ্ঞা করুন,—আপনার কোন্ কর্ম্ম ক... করিব? প্রভো। বোধ হইতেছে,—আপনি ব্রহ্মর্ষিদিগের ... মূর্ত্তি তপস্যা। আপনার পদার্পণে অদ্য আমাদিগের পি... পরিতৃপ্ত হইলেন; অদ্য আমাদিগের কুল পবিত্র হইল; অদ্য যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল। হে বিপ্র-নন্দন। অদ্য ... অগ্নি-সমূহে যথাবিধি হোম করা সার্থক হইল; আপনার পা... আমার পাপ নষ্ট হইল এবং আপনার ক্ষুদ্র-চরণে অদ্য এই ... পবিত্র হইল। আপনার যাহা যাহা অভিলাষ, আমার ... তাহাই গ্রহণ করুন; অনুমান হইতেছে,—আপনি যাচ্ঞা ... আসিয়াছেন। ভূমি, স্বর্ণ, উৎকৃষ্ট বাসস্থান, মিষ্টান্ন, কন্যা, গ্রাম, অশ্ব, গজ বা রথ,—ইহার মধ্যে আপনার যাহা ইচ্ছা বলুন,—আমি তাহাই প্রদান করিতেছি। আমার নিকট গ্রহণ করুন।" ২৯—৩৬।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

বামন কর্ত্তৃক বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি-প্রার্থনা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বলির এই ধর্ম্মানুযায়ী সত্য-বাক্য শ্রবণে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন; "পারলৌকিক ধর্ম্মে কুলবৃদ্ধ শান্ত পিতামহ প্রহ্লাদ তোমার নিদর্শন; অতএব হে নরদেব! তুমি যে এই সত্য বাক্য বলিলে, ইহা ধর্ম্মযুক্ত, যশস্কর এবং তোমার কুলের উচিতই ঘটে। এই কুলে এরূপ নিঃসত্ত্ব বা কৃপণ পুরুষ কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই,—যিনি ব্রাহ্মণকে দান করিতে অস্বীকার বা "দান করিব" বলিয়া দান না করিয়াছেন। তোমাদিগের কুলে যে সকল পুরুষ জন্মিয়াছেন, তাঁহারা দানকালে অথবা যুদ্ধসময়ে অর্থী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া কদাপি পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রহ্লাদ, অমল কীর্ত্তিবিভা বিস্তার করিয়া, আকাশে তারাপতির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। তোমাদিগের এই বংশে হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া, গদা হস্তে একাকী দিগ্‌বিজয় করিয়া অখিল ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াছিলেন,—কোথাও প্রতিযোদ্ধা প্রাপ্ত হন নাই। বিষ্ণু কর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার-কালে হিরণ্যাক্ষ তাঁহার নিকট গমন করেন। নারায়ণ বহুকষ্টে তাঁহাকে জয় করিয়া, তাঁহার ভূরিবীর্য্য স্মরণ পূর্ব্বক আপনাকে বিজয়ী বলিয়া শ্লাঘা করিয়াছিলেন। ১—৬। হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু, সহোদরের সংহার-বার্ত্তা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃহন্তাকে বধ করিবার নিমিত্ত হরির আলয়ে যাত্রা করেন। মায়াবিশ্রেষ্ঠ কালজ্ঞ বিষ্ণু, শমন-সদৃশ শূলপাণি সেই কশিপুকে আগমন করিতে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—'আমি যেখানে সেখানে যাইতেছি, প্রাণীর মৃত্যুর ন্যায়, এই অসুর সেখানে সেখানে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। অতএব আমি ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করি; এক্ষণে ইহার দৃষ্টি বহির্ভাগে রহিয়াছে।' ভগবান্ এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নাসারন্ধ্র দিয়া শত্রুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ-কালে শ্বাসবায়ুতে তাঁহার সূক্ষ্মদেহ উষ্মাহিত হইয়া গেল এবং হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। কশিপু বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার শূন্য-ভবনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অন্বেষণার্থ পৃথিবী, স্বর্গ, দিঙ্মণ্ডল, আকাশ এবং সমুদ্র ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কোথাও নারায়ণকে দেখিতে পাইলেন না। তখন কহিলেন, 'আমি এই সমস্ত জগৎ অন্বেষণ করিলাম; নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে স্থান হইতে আর ফিরিয়া আইসে না, আমার ভ্রাতৃহন্তাও সেই স্থানে গমন করিয়াছে।' ৭—১২। মহারাজ! ইহকালে দেহীর শত্রুতা মৃত্যুপর্য্যন্ত এইরূপই প্রবল থাকে; কারণ, ক্রোধ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অহঙ্কার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন—তোমার পিতা, দ্বিজবৎসল ছিলেন; তিনি 'দেবগণ দ্বিজবেশ ধারণপূর্ব্বক আমার শত্রু হইয়া আসিয়াছেন'—ইহা জানিতে পারিয়াও, সেই দ্বিজবেশী দেবগণ প্রার্থনা করিলে পর, তাঁহাদিগকে আপনার পরমায়ু দান করিয়াছিলেন। গৃহমেধী ব্রাহ্মণগণ, প্রাচীন বীরগণ এবং অন্যান্য যশস্বী ব্যক্তিগণ যে সকল ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেই ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ। অতএব হে দৈত্যেন্দ্র! তোমার নিকট আমার পদের ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি ভিক্ষা করি; তুমি দাতা ও জগতের ঈশ্বর বটে; কিন্তু তোমার নিকট অন্য কিছু প্রার্থনা নাই। আবশ্যক মত প্রতিগ্রহ করিলে, বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনার প্রতিগ্রহ করিলে পাপভাগী হন না।" বলি কহিলেন, "অহো! দ্বিজতনয়! আপনার বাক্য বৃদ্ধের ন্যায়, কিন্তু আপনি বালক; অতএব আপনার বুদ্ধি অজ্ঞের তুল্য; কারণ, স্বার্থবিষয়ে আপনার বোধ নাই। আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর; একটা দ্বীপ দান করিতে পারি; কিন্তু আপনি এমনই অবোধ যে, আমাকে বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ত্রিপাদ-পরিমিত সামান্য ভূমি চাহিতেছেন! আমাকে প্রসন্ন করিয়া, অন্য-পুরুষের নিকট প্রার্থনা করা উচিত হয় না। অতএব যত পরিমাণে আপনার যথেষ্টরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, আপনি আমার নিকট তত পরিমাণ ভূমি গ্রহণ করুন।" ১৩—২০। শ্রীভগবান্ কহিলেন, "রাজন্! ত্রিলোকীর মধ্যে যে কিছু প্রিয়তম অভীষ্ট বস্তু আছে, সে সমুদায়ও অবশেন্দ্রিয় ব্যক্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমিতে সন্তুষ্ট হন না, নববর্ষ-বিশিষ্ট একটি দ্বীপলাভেও তাঁহার আশা চরিতার্থ হয় না; কারণ, তিনি প্রধান সপ্ত দ্বীপ কামনা করেন। এমনও শুনিয়াছি,—বৈণ্য ও গয় প্রভৃতি রাজগণ, সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া এবং যাবতীয় অর্থ-কাম ভোগ করিয়াও, বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণার পারে গমন করিতে পারেন নাই। সন্তুষ্ট ব্যক্তি যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত বস্তু ভোগ করিয়া, সুখে বাস করেন; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ত্রিলোক প্রাপ্ত হইয়াও সুখী হয় না। পণ্ডিতেরা বলেন,—'অর্থ ও কাম-বিষয়ে অসন্তোষই, পুরুষের সংসারের কারণ; আর যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিলে, তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু অসন্তোষ প্রযুক্ত ব্রহ্মতেজ, জলে নিপতিত অগ্নির ন্যায়, নিবিয়া যায়।' হে বরদশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকট ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমিই যাচ্ঞা করি। আমি ইহা পাইলেই, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।" ২১—২৭। শুকদেব কহিলেন,—বামন-দেবের এই কথা শ্রবণে বলি হাস্য করিয়া, "এই লউন" বলিয়া ভূমি দান করিবার নিমিত্ত জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য, বিষ্ণুর উদ্দেশ্য অবগত হইয়া (শিষ্য—বলি, বিষ্ণুকে ভূমিদান করিতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া) কহিলেন, "হে বলে! ইনি সাক্ষাৎ অব্যয় বিষ্ণু; দেবগণের কার্য্য-সাধনার্থ কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি মহান্ বিপদ্ বুঝিতে পারিতেছ না; সুতরাং ইহাকে দান করিতে স্বীকার করিয়াছ। আমি ভাল বুঝিতেছি না; দৈত্যদিগের পক্ষে মহৎ বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত। কি করিয়া ফেলিলে? এই মায়া-বামনরূপী শ্রীহরি,—তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজ, যশ ও বিদ্যা অপহরণ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন। বিশ্বই ইহাঁর দেহ; ইনি তিনপদে তিনলোক আক্রমণ করিবেন। তোমার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইবে। মূঢ়! বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া তুমি কি লইয়া থাকিবে? এই বামনের একপদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ, আর এই বিশাল দেহে গগন-মণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয় পদের গতি কি হইবে? তুমি 'দিব' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, কিন্তু তখন দিবার আর কিছুই থাকিবে না; সুতরাং স্বীকৃত-দান করিতে অসমর্থ হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিবে না;—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-হেতু তোমার নরকে বাস হইবে। ২৮—৩২। বৃত্তিসম্পন্ন পুরুষই লোকে দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও পূর্ত্তাদি-কর্ম্ম করিতে পারেন; যে দান দ্বারা অর্জ্জনোপায় নষ্ট হইয়া যায়, সে দানের প্রশংসা কুত্রাপি নাই। পুরুষ,—সম্পত্তি পাঁচভাগে বিভাগ করিয়া ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, কাম ও স্বজনের উদ্দেশে ব্যয় করিয়া থাকেন; ইহাতে ইহলোক এবং পরলোক—উভয় লোকেই তিনি সুখে কালযাপন করিতে পারেন। শ্রুতিতে এ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, আমার নিকট তাহা শুন। "হাঁ—দিব" এই যে স্বীকার শ্রুতিতে ইহাই সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎপরে "না—দিব না" এই যে উক্তি, ইহারই নাম "মিথ্যা।" সত্য,—দেহরূপ বৃক্ষের পুষ্প-ফলস্বরূপ; কারণ, শ্রুতিতে এইরূপ বর্ণিত আছে। বৃক্ষ জীবিত না

থাকিলে ঐ পুষ্প-ফল অবশ্যই নষ্ট হয়। মিথ্যা দ্বারা দেহ রক্ষা হইয়া থাকে; কারণ, মিথ্যা দেহের মূল। যেরূপ মূল উৎপাটিত হইলে বৃক্ষ শীঘ্রই পতিত ও বিশুষ্ক হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তির 'মিথ্যা' নাশ পায়, তাঁহার দেহ নিশ্চয়ই সদ্য শীর্ণ হইয়া পড়ে। পুরুষ যাহা কিছু "হাঁ—দান করিব" বলেন, তাহাতে আর তাঁহার অধিকার থাকে না; অতএব "হাঁ—দিব" এই শব্দটী অপূর্ণ; কেননা, সমস্ত সম্পত্তি দান করিলেও যাচকের আশা পূর্ণ করা যায় না, আর ইহাতে দাতার অর্থ লইয়া দূরে গমন করে। ভিক্ষুক যাহা কিছু প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি তাহাকে তৎসমস্তই দান করিতে স্বীকার করেন, তিনি নিজে ভোগ করিতে পান না; অতএব "দিব না" এই শব্দটাই পূর্ণ;—কেননা, তাহাতে অন্যের বিষয় আপনার দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু "না—দিব না" এই মিথ্যা বাক্য সর্ব্বদা কহিবে না; কারণ, যিনি সর্ব্বদা এই কথা কহেন, তিনি অকীর্ত্তিভাগী এবং জীবনসত্ত্বে মৃততুল্য হন। স্ত্রী-বশীকরণ-কালে; হাস্য-পরিহাসে; বিবাহে বরের গুণানুকীর্ত্তনে; জীবিকাবৃত্তি-রক্ষার নিমিত্ত; প্রাণ-সঙ্কটে; গোব্রাহ্মণের হিতসাধন জন্য এবং কাহারও প্রাণহিংসা উপস্থিত হইলে,—মিথ্যা-কথন দোষাবহ নহে।" ৩৬—৪৩।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ-দর্শন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গৃহপতি বলি, কুলাচার্য্য শুক্রের এই সকল কথা শুনিয়া ক্ষণকাল নীরবে অবস্থিতি করিয়া গুরুকে কহিলেন, "গুরুদেব! আপনি সত্যই কহিয়াছেন; যাহাতে কস্মিন্ কালে অর্থ, কাম, যশ এবং বৃত্তির ব্যাঘাত হয় না, গৃহস্থের তাহাই প্রকৃত-ধর্ম্ম বটে। কিন্তু আমি প্রহ্লাদের পৌত্র; 'দিব' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; এক্ষণে ধনলোভে সামান্য বঞ্চকের ন্যায় কি প্রকারে ব্রাহ্মণকে 'দিব না' বলিব? মিথ্যার ন্যায় গুরুতর অধর্ম্ম আর নাই। পৃথিবী কহিয়াছিলেন,—'মিথ্যাবাদী মানব ব্যতীত আমি সকলকেই বহন করিতে সক্ষম।' ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিতে আমার যেরূপ ভয় হয়,—নরক, দরিদ্রতা, স্থানচ্যুতি কিংবা মৃত্যু হইতেও তাদৃশ ভয় হয় না। পুরুষ পরলোকে গমন করিলে ইহলোকের পৃথিবী প্রভৃতি যে যে বস্তু তাঁহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে, সেই সেই বস্তু দ্বারা যতক্ষণ না ব্রাহ্মণের সন্তোষ জন্মে, ততক্ষণ তাহা দান করাতেই বা কি ফল? দধ্যঙ্ ও শিবি প্রভৃতি সাধুগণ দুস্ত্যজ প্রাণদান করিয়াও প্রাণীর হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা কি? ১—৭।

যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ যে সকল দৈত্যপতি এই অবনী ভোগ করিয়া গিয়াছেন, করাল কাল তাঁহাদিগের ভোগ বিনষ্ট করিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা অবনীতলে যে যশ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি অক্ষয় রহিয়াছে। হে বিপ্রর্ষে! প্রতিযোদ্ধার প্রার্থনানুসারে যুদ্ধে যিনি দেহ পরিত্যাগ করেন, এরূপ ব্যক্তি সুলভ—অনেক পাওয়া যায়; কিন্তু সৎপাত্র উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বকীয় প্রার্থিত অর্থ দান করেন,—এরূপ মনুষ্য বড়ই দুর্লভ। সামান্য অর্থীর অভিলাষ পূরণ করিয়া দরিদ্র হওয়া যখন দয়াশীল মনস্বী ব্যক্তির গৌরব-বৃদ্ধিকর, তখন আপনাদিগের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দরিদ্র হওয়ার কথা আর কি কহিব? এই ব্রাহ্মণ-কুমার যাহা বাঞ্ছা করিতেছেন, আমি তাহা ইঁহাকে দান করিব। আপনারা বেদবিহিত বিধানে যজ্ঞ ও ক্রতু দ্বারা যাঁহার যাগ করেন, ইনি যদি সেই বরদ বিষ্ণুই হন, আর শত্রুই হন; তথাপি আমি ইঁহাকে প্রার্থিত ভূমি প্র[illegible] করিব। আমি নিরপরাধী; যদি ইনি অধর্ম্মপূর্ব্বক আমাকে [illegible] করেন, তথাপি আমি, ভীরুস্বভাব ব্রাহ্মণ-রূপধারী এই [illegible] হিংসা করিব না। এই উত্তমঃশ্লোক যদি স্বীয় যশ ত্যাগ ক[illegible] ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে আমাকে যুদ্ধে বধ করিয়া পৃথিবী গ্রহণ করিবেন, অথবা মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধরা[illegible] হইবেন।" ৮—১৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! [illegible] এইরূপ অশ্রদ্ধা করিয়া আদেশ পালন না করাতে [illegible] যেন দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ [illegible] শ্রেষ্ঠ বলিকে অভিশাপ দান করিয়া কহিলেন, "তুই অজ্ঞ; [illegible] পণ্ডিত বলিয়া তোর দৃঢ় অভিমান রহিয়াছে। আমাদি[illegible] উপেক্ষা করিয়া তুই আমার শাসন অতিক্রম করিলি। [illegible] তুই শ্রীভ্রষ্ট হইবি।" নিজগুরু এইরূপ অভিশাপ করি[illegible] মহাত্মা বলি সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না; বামনকে [illegible] করিয়া জলস্পর্শপূর্ব্বক তিনি ভূমি দান করিলেন। সেই [illegible] বলির ভার্য্যা বিন্ধ্যাবলি,—মুক্তাভরণ ও মাল্যে বিভূষিত [illegible] পাদ-প্রক্ষালনোপযোগী জলপূর্ণ স্বর্ণ-কলস লইয়া স্বামীর নি[illegible] স্থাপন করিলেন। যজমান বলি পরমহর্ষে স্বয়ং বামনের [illegible] পাদযুগল ধৌত করিয়া, সেই বিশ্বপাবন জল মস্তকে [illegible] করিলেন। এই সময় স্বর্গে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সি[illegible] চারণগণ,—সকলেই আনন্দিত হইয়া ঐ মহৎ কার্য্যের প্র[illegible] করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র [illegible] বারংবার বাদিত হইতে লাগিল এবং "এই মনস্বী বলি [illegible] সুদুষ্কর কার্য্য সাধিত হইল,—ইনি কারণ জানিতে পারি[illegible] শত্রুকে ত্রিভুবন দান করিলেন"—এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্ব, [illegible] ও কিম্পুরুষগণ সুস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। ১৪—[illegible] দেখিতে দেখিতে হরির সেই বামনরূপ আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত [illegible] গুণত্রয় ঐ রূপের অন্তর্গত; সুতরাং পৃথিবী, আকাশ, দিক্, [illegible] বিবর, সমুদ্র, পশু, পক্ষী, নর, দেব ও ঋষিগণ,—সকলেই ঐ [illegible] অধিষ্ঠিত ছিলেন। বলি এবং তাঁহার ঋত্বিক্, আচা[illegible] সদস্যগণ,—মহাবিভূতিশালী সেই হরির গুণাত্মক দে[illegible] ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব এবং ভূত, ইন্দ্রিয়, বিষয়, চিত্ত ও [illegible] দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রের সেনাই যাঁহার সেনা, সেই বী[illegible] দেখিলেন,—সেই পরম-পুরুষ বিশ্বমূর্ত্তি হরির প্রপদতলে [illegible] পাদদ্বয়ে ধরণী, জঙ্ঘাযুগলে পর্ব্বত-নিকর, জানুতে পক্ষি[illegible] উরুদ্বয়ে মরুদ্গণ। দেখিলেন,—তাঁহার বসনে সন্ধ্যা, প্রজাপতি, জঘনস্থলে আপনি ও সমস্ত অসুরগণ, নাভিস্থলে [illegible] কুক্ষিদেশে সপ্তসমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রনিচয়, হৃদয়ে ধর্ম্ম, ঋত ও সত্য, মনে চন্দ্র, উরঃস্থলে পদ্মহস্তা কমলা, কণ্ঠে [illegible] ও শব্দ, বাহুচতুষ্টয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি যাবতীয় দেবতা, [illegible] দিক্ সকল, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসিকায় বায়ু, [illegible] সূর্য্য, বদনে অগ্নি, বচনে বেদ সকল, রসনায় বরুণ, ভ্রূযু[illegible] ভাগে নিষেধ ও বিধি, পক্ষ্মে দিবা ও রাত্রি, ললাটে [illegible] অধরে লোভ, স্পর্শে কাম, শুক্রে জল, পৃষ্ঠে অধর্ম্ম, প[illegible] যজ্ঞ, ছায়াতে মৃত্যু, হাস্যে মায়া এবং লোমে ওষধি। সেই বীর,—হরির নাড়ী সকলে নদী, নখে শিলা, বুদ্ধিতে [illegible] ইন্দ্রিয় সকলে দেব ও ঋষিগণ এবং গাত্রে স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন। ২১—২৯। মহারাজ! সর্ব্বাত্মা বামনের দেহে এই ত্রিভুবন দর্শন করিয়া হইল। অসহ্য তেজ সুদর্শন চক্র, মেঘের ন্যায় গভীর [illegible] শৃঙ্গ-নির্ম্মিত ধনু, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৌমোদকী গদা, [illegible] নামক শতচন্দ্র-শোভিত অসি এবং অক্ষয়বাণ-পূরিত তূ[illegible]

সকলের অধীশ্বর হরিকে বেষ্টন করিয়া সুনন্দ প্রভৃতি পার্ষদ লোকপালগণ স্তব করিতে লাগিলেন। অতুল-বিক্রম হরি,—ত্তিমান্: কিরীট, অঙ্গদ, মকর-কুণ্ডল, রত্নশ্রেষ্ঠ শ্রীবৎস, মেখলা, এবং অলিকুল-সেবিত বনমালা ধারণ করিয়া শোভা পাইতে গিলেন। ভগবান্,—এক পদ দ্বারা বলির পৃথিবী, শরীর া আকাশ এবং বাহু দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আক্রমণ করিলেন। অনন্তর ন দ্বিতীয় পদ বিস্তার করিলেন, তখন স্বর্গ তাঁহার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ হইল; কিন্তু তৃতীয় পদের নিমিত্ত কিছুই অবশিষ্ট ল না। দ্বিতীয় পদই ক্রমে ক্রমে জনলোক ও তপোলোক চক্রম করিয়া সত্যলোক স্পর্শ করিল। ৩০—৪৩।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

বিষ্ণুকর্ত্তৃক বলির বন্ধন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ বামনের সেই চরণকে লোকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা,—মরীচি-সনন্দনাদির ত বলির যজ্ঞস্থানে ভগবচ্চরণ-সন্নিধানে আসিলেন। হরির খরূপ চন্দ্রের কিরণে তাঁহার নিজ ধামের আভা তিরোহিত ,—তিনি স্বয়ংও আচ্ছন্ন হইলেন। বেদ, উপবেদ, নিয়ম, তর্ক, ইতিহাস, বেদাঙ্গ, পুরাণ এবং সংহিতা সমুদায়ও আগমন া বিষ্ণুকে নমস্কার করিলেন। যোগরূপ বায়ু-সংযোগে ল জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যে সকল ব্যক্তির কর্ম্মফল ভস্মীভূত হইয়া- এবং যে লোক কর্ম্ম দ্বারা লাভ করা যায় না,—বিষ্ণুস্মরণ- বেই যাঁহারা সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—তাঁহারাও র-উপস্থিত হইয়া হরিকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, র উল্লসিত চরণে প্রক্ষালনজল অর্পণপূর্ব্বক পূজা করিয়া -সহকারে স্তব করিতে লাগিলেন। কমলযোনি ঐ বিষ্ণুর -সরোজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধাতার কমণ্ডলু- বিষ্ণুর পাদপ্রক্ষালন-হেতু পবিত্র হইয়া স্বর্গ-নদীরূপে আকাশ- র পরিণত হইল। ঐ জল অদ্যাপি ভগবানের অমলা কীর্ত্তির আকাশতলে পতিত হইতে হইতে ত্রিভুবন সুপবিত্র করি- । ক্রমে বিষ্ণু আপন বিস্তার সঙ্কোচ করিয়া পুনর্ব্বার ং বামনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকনাথ- নুচর-বর্গের সহিত উপস্থিত হইয়া, বামনরূপী বিষ্ণুকে শীতল সুন্দর মাল্য, সুরভি চন্দন ও অনুলেপন, সুগন্ধি ধূপ, দীপ, আতপ-তণ্ডুল এবং ফল প্রভৃতি বিবিধ পূজোপহার অর্পণ া স্তব করিলেন,—বীর্য্য ও মাহাত্ম্য উল্লেখ করিয়া জয়শব্দ রণ করিলেন,—বিবিধ বাদ্য-সহকারে নৃত্য ও গান করি- ; শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ র রবে দিকে দিকে বিজয়-মহোৎসব ঘোষণা করিয়া দিল। ৮। ত্রিপদভূমি-ভিক্ষাচ্ছলে যজ্ঞদীক্ষিত বলির সমগ্র ধরাধাম ত হইল দেখিয়া অসুরেরা মহাক্রোধে কহিতে লাগিল,— াহ্মণবন্ধু,—বিষ্ণু নহে; এ প্রধান মায়াবী; ছদ্ম-ব্রাহ্মণরূপে র্য্য উদ্ধার করিতে অভিলাষ করিতেছে। এই বৈরী,—ব্রাহ্মণ- র মূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষুক হইয়া আমাদিগের স্বামীর সর্ব্বস্ব করিল। প্রভু সতত সত্যব্রত—কখনই মিথ্যা বলিতে সক্ষম । বিশেষতঃ সম্প্রতি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আছেন, [illegible] াছেন। ইনি ব্রাহ্মণদিগের হিতৈষী এবং দয়াবান্। অতএব ামনরূপী শত্রুকে বধ করিলে আমাদের ধর্ম্ম আছে; তাহাতে র শুশ্রূষা করাও হইবে।" এই কথা বলিয়া বলির অনুচর অসুরগণ, বামনকে বধ করিবার নিমিত্ত শূল ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিল এবং বলির ইচ্ছা না থাকিলেও, মহাক্রোধে বামনের প্রতি ধাবিত হইল। তাহাদিগকে ধাবমান হইতে দেখিয়া বিষ্ণুর অনুচরগণ হাস্ত করিয়া স্ব স্ব অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া,— সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্সেন, গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত প্রভৃতি সকলে অসুরসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর অনুচরগণ সকলেই অযুত-হস্তিতুল্য বল- শালী। ১—১৭। স্বীয় সৈন্তদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া, বলি শুক্রাচার্য্যের শাপ স্মরণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ দৈত্যদিগকে নিষেধ করিলেন;—"হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে নেমি! আমার কথা শুন;—যুদ্ধ করিও না,—ক্ষান্ত হও; এই কাল এক্ষণে আমাদিগের অনুকূল নহেন। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর সুখ-দুঃখোৎপাদনের কর্ত্তা, পৌরুষ দ্বারা কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। পূর্ব্বে যে ভগবান্ আমাদিগের মঙ্গলদাতা এবং দেবতাদিগের অমঙ্গলদাতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিই তদ্বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বল, অমাত্য, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্র, ওষধি কিংবা সামাদি উপায়— ইহার কোনটী দ্বারাই মনুষ্য, কালকে জয় করিতে সমর্থ নহে। পূর্ব্বে তোমরা হরির এই অনুচরদিগকে বহুবার জয় করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে ইহাঁরা দৈবকর্ত্তৃক সমৃদ্ধ হইয়াছেন, সেই জন্যই ইহাঁরা আমাদিগকে সমরে জয় করিয়া মহা গর্জ্জন করিতেছেন। দৈব যখন অনুকূল হইবেন, তখন আমরা পুনর্ব্বার ইহাঁদিগকে জয় করিতে পারিব। অতএব এই যে কাল আবার আমাদিগের আনুকূল্য করিবেন, তোমরা তাহার জন্য প্রতীক্ষা কর।" ১৮—২৪। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বলির কথা শুনিয়া দৈত্য-দলপতিগণ, বিষ্ণু-পার্ষদদিগের তাড়নাভয়ে রসাতলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর গরুড়, হরির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যজ্ঞীয় সোমলতাপানের দিবসে বরুণপাশ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন। বলিকে বন্ধন করিলে আকাশ ও পৃথিবী—সর্ব্বদিকেই মহান্ হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীহরি,—বরুণ-পাশবদ্ধ শ্রীভ্রষ্ট স্থিরপ্রতিজ্ঞ মহাযশা বলিকে কহিলেন, "হে অসুরবর! তুমি আমাকে তিনপাদ ভূমি দান করিয়াছ; আমি দুই পদে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছি; তৃতীয়-পদের পরিমিত ভূমি কোথায় আছে,—দাও। ২৫—২৯। এই সূর্য্য যতদূর পর্য্যন্ত উত্তাপ দান করেন,—যতদূর পর্য্যন্ত চন্দ্র, নক্ষত্রগণের সহিত প্রভা বিস্তার করিয়া থাকেন এবং যতদূর পর্য্যন্ত মেঘ সকল বারিবর্ষণ করে,— এই ত তোমার ততদূর পর্য্যন্ত ভূমি। আমি একপদ দ্বারা সমুদায় ভূর্লোক শরীর দ্বারা আকাশ ও দিক্ সকল এবং দ্বিতীয় পদ দ্বারা তোমার স্বর্গলোক আক্রমণ করিয়াছি। এইরূপে আমি তোমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলাম; তথাচ তুমি প্রতিশ্রুত-ভূমি দান করিতে পারিলে না; সুতরাং তোমার নরকে বাস হওয়া উচিত। অতএব গুরু শুক্রের অনুমতি লইয়া নরকে প্রবেশ কর। যিনি ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুত দান করিতে না পারেন, তাঁহার বাসনা বিফল হইয়া যায়; স্বর্গ তাঁহার অধিক দূরে থাকে, তিনি অধঃপতিত হইতে থাকেন। তুমি আপনাকে ধনবান্ জানিয়া আমাকে 'দিতেছি' বলিয়া প্রতারণা করিলে। এই প্রবঞ্চনা এবং মিথ্যা কথার ফলস্বরূপ তুমি কিছুদিন নরক- ভোগ কর।" ৩০—৩৪।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ভগবানের দ্বারপালতা স্বীকার।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ বামন, বলিকে এইরূপে নিগ্রহ করিলেন; বলি সত্য হইতে বিচলিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল না। তিনি অবিক্লব-বচনে কহিলেন, "হে হরে! হে পুণ্যশ্লোক! দেবশ্রেষ্ঠ! আমি যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছি, আপনি মনে করিতেছেন, তাহা মিথ্যা। আমি ঐ বাক্য সার্থক করিব। উহা বঞ্চনা-বাক্য নহে। আপনি ঐ তৃতীয়-পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। সাধুগণ-স্থান হইতে আমার যত ভয়; নরক, পাশবন্ধন, দুঃখ, অর্থকষ্ট বা আপনার নিগ্রহ হইতেও তত ভীত নহি। যোগ্যতম ব্যক্তি যে দণ্ড করেন, বোধ হয়, পুরুষের সে দণ্ড অতীব বাঞ্ছনীয়; কারণ, মাতা, ভ্রাতা কিংবা সুহৃদ্—ইঁহারা কেহই দণ্ড দান করিতে পারেন না। আপনি অসুরদিগের শত্রুস্বরূপে বর্ত্তমান হইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি আমাদিগের গুরু। আমরা মহা গর্ব্বে অন্ধ হইয়াছিলাম; আপনি আমাদিগের মত্ততা বিনাশ করিয়া জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিলেন। ১—৫। যোগিগণ যে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন,—শত্রুতা করিয়া অনেকানেক অসুরেরা সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই ভূরিকর্ম্মা পরম-গুরু কর্ত্তৃক আমি নিগৃহীত ও বরুণপাশে বদ্ধ হইয়াছি, ইহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ বা লজ্জা নাই। কিন্তু প্রভো! আমার প্রতি যে এই দণ্ড বিহিত হইল,—ইহা ত দণ্ড নহে—অনুগ্রহ। আমি অকিঞ্চন; এই অসামান্য অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র নহি। আপনার পরমভক্ত ও প্রিয়পাত্র প্রহ্লাদের পৌত্র বলিয়া বোধ হয়, আমাকে এই অনুগ্রহ করিলেন। আমার সেই পিতামহের সাধুবাদ প্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহার পিতা আপনার পরম বিপক্ষ। সেই হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে আপনার শত্রু হইতে আজ্ঞা করিলেও তিনি আপনারই আশ্রয় লইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল,—'দেহে প্রয়োজন কি? আয়ুশেষ হইলে দেহ অবশ্যই আমাকে পরিত্যাগ করিবে? স্বজন লইয়াই বা কি করিব? তাহারা নামমাত্র স্বজন, বাস্তবিক তাহারা দস্যু,—ধন অপহরণ করিয়া থাকে। স্ত্রী লইয়াই বা কি হইবে? স্ত্রী সংসারের কারণ। গৃহেরই বা প্রয়োজন কি? গৃহে থাকিয়া কেবল আয়ুঃক্ষয় হয় বৈ ত নয়? আমার পিতামহ অগাধবুদ্ধি প্রহ্লাদ এই প্রকার স্থির করিয়া আপনারই চরণে শরণ লইয়াছিলেন। যদিও আপনি তাঁহার আত্মীয়দিগের সংহার-কারক, তথাপি স্বজন হইতে ভীত হইয়া তিনি আপনারই চরণ-কমল আশ্রয় করিয়াছিলেন। প্রভো! আপনার ঐ চরণ আশ্রয় করিলে আর পতিত বা ভ্রষ্ট হইতে হয় না;—আর কোথা হইতেও ভয় থাকে না। আপনি আমারও শত্রু বটেন; কিন্তু দৈব হঠাৎ আমার সম্পত্তি হরণ করিয়া আমাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিল। ইহাতে আমার মঙ্গলই হইল; কেননা, সম্পত্তিতে বুদ্ধি জড়ীভূত হওয়ায়, পুরুষ, কৃতান্তের সন্নিহিত এই জীবনকে অনিশ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারে না।" ৬—১১। শুকদেব কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বলি এইরূপ কহিতেছেন,—এমন সময় প্রহ্লাদ সেই স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে বোধ হইল, যেন পূর্ণচন্দ্র ভূতলে উদিত হইলেন। তিনি শ্রীযুক্ত; তাঁহার নয়ন-যুগল পদ্মপলাশ-সদৃশ আরক্ত; কায় উন্নত; পরিধানে পীতবসন; বর্ণ শ্যাম; বাহুদ্বয় আজানু-লম্বিত। তিনি সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ। দেবেন্দ্রের

বর্পহারী বলি, নিজ পিতামহ প্রহ্লাদকে দেখিতে পাইলেন কিন্তু বন্ধন-পাশে বদ্ধ থাকাতে পূর্ব্বের ন্যায় পূজোপহার আনি তাঁহাকে দিতে পারিলেন না,—কেবল মস্তক অবনত করি প্রণাম করিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠি তিনি অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সাধুদি পতি হরি, বলির নিকট উপবেশন করিয়া আছেন;—সুনন্দ নন্দাদি অনুচরগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন—দেখিয়া মহা প্রহ্লাদ মনে করিলেন, 'পৌত্রের প্রতি ভগবানের অনু হইয়াছে।' প্রহ্লাদ ইহাতে পুলকিত হইলেন এবং হরির নিক গমনপূর্ব্বক নয়ন-জলে ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে মস্তক অবনতপূ প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনিই বলিকে সমৃদ্ধি-স ইন্দ্রপদ দান করিয়াছিলেন; এক্ষণে আবার আপনিই ত হরণ করিলেন। বোধ হইতেছে,—আপনি শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ই প্রতি বিশেষ কৃপা প্রকাশ করিলেন। শ্রী,—আত্মবি উৎপাদন করে। যে শ্রীতে বিদ্বান্ এবং সংযত ব্যক্তিও হন, সেই শ্রী থাকিতে কোন্ ব্যক্তি যথার্থ-স্বরূপে আত্মার জানিতে পারেন? আপনি ইহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছে আপনি জগদীশ্বর নারায়ণ; সর্ব্বলোকের সাক্ষী;—আপন নমস্কার।" ১২—১৭। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ব্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান মহাত্মা প্রহ্লাদের সমক্ষেই নারায় কিছু বলিবার উপক্রম করিলেন। তিনি বলিতে যাইতেছে এমন সময়ে দেখিলেন,—বলীর পত্নী বিন্ধ্যাবলিও ভগবা কিছু নিবেদন করিতে আসিল; অতএব তাঁহার সম্মানার্থ বি ক্ষণকাল তূষ্ণীভূত রহিলেন। সাধ্বী বিন্ধ্যাবলি, পতিকে পা দর্শনপূর্ব্বক ভীত হইয়া উপেন্দ্রকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতা পুটে অধোমুখী হইয়া কহিলেন, "হে ঈশ্বর! আপনি ক্রীড়ার্থ জগৎত্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন; আপনা-ভিন্ন যাহারা ইহাতে আ দিগকে কর্ত্তা বোধ করেন, তাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধি। আপনি এই ত্রি তের কর্ত্তা, পালক ও সংহর্ত্তা। 'আমি স্বতন্ত্র' এই কথাটি আপনি পুরুষকে প্রদান করেন। অতএব সে সব ব্যক্তি আপ কি দান করিতে ইচ্ছা করিবেন? তাহাদিগের কি লজ্জা না ব্রহ্মা কহিলেন, "হে ভূতনাথ! হে দেবদেব! হে জগ আপনি বলির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহাকে ে করুন। বলি, নিগ্রহ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে। বলি অক আপনাকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়াছে; কর্ম্ম দ্বারা যে 'লোক' উপার্জ্জন করিয়াছিল, তৎসমস্তই আপনাকে অর্পণ য়াছে; তদ্ভিন্ন আত্মা এবং সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াছে। কোন ব্যক্তি সরল-বুদ্ধিতে যে চরণে জলমাত্র দান এবং দূর্ব দ্বারাও পূজা করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে, এই ব্যক্তি সেই অকুণ্ঠিত-চিত্তে ত্রিলোক দান করিয়া কি শেষে নিগ্রহভোগ ক ইহাকে মুক্ত করুন।" ১৮—২৩। ভগবান্ কহিলেন, "ব্র আমি যাঁহার প্রতি দয়া করি, তাঁহার অর্থ অপহরণ করিয়া অর্থ দ্বারা মত্ততা জন্মে; তাহাতে মানব, লোককে এবং অবজ্ঞা করে। জীবাত্মা আপন কর্ম্ম-হেতু পরাধীন হইয়া কীটাদি নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে যখন নরযোনি হয়, তখন যদি জন্ম, কর্ম্ম, যৌবন, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ব জন্য গর্ব্বিত না হয়, তাহা হইলে জানিবেন, তাহার প্রতি দয়া হইয়াছে। জন্মাদি,—অভিমানজনক [illegible] নি এবং উহাই বাস্তবিক মঙ্গলের প্রতিকূল। আমার ভক্ত সকল বাধা-যুক্ত হন না। এই দৈত্যকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও কী বলি, দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছে;—শ্রী পাইয়াও বলি নাই। বিত্তহীন হইয়াছে,—স্থানচ্যুত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া

শক্রকর্ত্তৃক বিষম বদ্ধ হইয়াছে,—জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে,—বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়াছে,—গুরুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হইয়াছে; তথাপি সেই সত্যব্রত বলি সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। আমি কপটতাপূর্ব্বক ইহাকে যে ধর্ম্ম কহিয়াছি, বলি তাহাও পরিত্যাগ করে নাই। অতএব এ ব্যক্তি অতিশয় ভক্তিমান্ ও সত্যবাদী। যে স্থান দেবতাদিগেরও দুর্লভ, আমি ইঁহাকে সেই পরম স্থান দান করিয়াছি। বলি সাবর্ণি-মন্বন্তরে ইন্দ্র হইবে। যতদিন ঐ মন্বন্তর না আসিতেছে, ততদিন এ ব্যক্তি বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত সুতলে বাস করুক। তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি থাকাতে আধি, ব্যাধি, শ্রান্তি, তন্দ্রা, পরাভব এবং ভৌতিক উৎপাত তথায় হইবার সম্ভাবনা নাই। ২৪—৩২। তৎপরে হরি, বলিকে কহিলেন,—"তুমি জ্ঞাতিগণের সহিত দেবগণের বাঞ্ছনীয় সুতলে গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক। অধিক কি, লোকপালগণও তোমায় পরাস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। যে সকল দৈত্য তোমার আজ্ঞা অতিক্রম করিবে, আমার চক্র দ্বারা তাহাদিগের মস্তক ছিন্ন হইবে। আমি তোমাকে অনুচর ও পরিচ্ছদের সহিত সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব। হে বীর আমি সত্য বলিতেছি,—তুমি দেখিতে পাইবে, আমি সেই স্থানে সর্ব্বদাই উপস্থিত রহিয়াছি। দানব ও দৈত্যদিগের সাহচর্য্য-হেতু তোমার যে আসুর-স্বভাব উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থানে আমার প্রভাব অবলোকনে তোমার ঐ আসুর-স্বভাব তৎক্ষণাৎ কুণ্ঠিত হইয়া বিনষ্ট হইবে।" ৩৩—৩৬।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বলির সুতল-গমন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! পুরাণ-পুরুষ এই কথা কহিলে, সাধুজনের প্রশংসনীয় মহানুভব বলি, ভক্তি বশত ব্যগ্র হইয়া অঞ্জলি-রচনাপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু-পূর্ণ-নয়নে গদ্গদ-বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "অহো! প্রণাম করিবার নিমিত্ত যে উদ্যম করা যায়, কেবল সেই উদ্যমই আপনার ভক্ত-জনের অর্থ সিদ্ধ করে। আপনার যে দয়া পূর্ব্বে লোকপাল-দেবতারাও প্রাপ্ত হন নাই, অদ্য কেবল প্রণামোদ্যমে এই নিকৃষ্ট অসুর সেই দয়া লাভ করিল।" শুকদেব কহিলেন,—মহীপতে! বন্ধনমুক্ত বলি এই কথা কহিয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও হরিকে নমস্কার করিলেন এবং আনন্দিত-মনে অসুরগণের সহিত সুতলে প্রবিষ্ট হইলেন। হরি এইরূপে ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক অদিতির বাসনা পূর্ণ করিয়া ত্রিভুবন পালন করিয়াছিলেন। বলি প্রসাদলাভ করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন—দেখিয়া ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ কহিলেন, "মধুসূদন! শিব যাহাদিগকে বন্দনা করেন, তাঁহারাও আপনার চরণ-বন্দনা করিয়া থাকেন। আপনি জগতের বন্দনীয় হইয়াও যে অসুরদিগের দুর্গরক্ষক হইলেন,—অন্যের কথা দূরে থাউক, এ প্রসাদ কি ব্রহ্মা, কি লক্ষ্মী, কি মহেশ্বর,—কেহই লাভ করিতে পারেন না। ১—৬। হে ভক্তবৎসল! ব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁহার চরণ-কমলের মধুপান করিয়া বিভূতি ভোগ করেন, আমরা [illegible] আপনার কৃপাকটাক্ষের পথবর্ত্তী হইলাম। আমরা ত [illegible] করিয়াছি? আপনি সর্ব্বজ্ঞ; আপনিই [illegible] লীলা দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আপনি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সমদর্শী; কল্পতরুর ন্যায় আপনি ভক্তজনেরই বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তথাপি আপনি ভক্তের পক্ষপাতী। আপনার এই বিষম [illegible] অতি বিচিত্র।" ভগবান্ কহিলেন, "বৎস প্রহ্লাদ! তুমি সুতলে গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক। নিজ পৌত্রের সহিত আনন্দে কালযাপন করিয়া জ্ঞাতিগণের সুখসাধন কর। দেখিতে পাইবে,—আমি গদাহস্তে সুতলে অবস্থিতি করিতেছি। আমাকে দেখিয়া যে আহ্লাদ জন্মিবে, তদ্দ্বারা তোমার অজ্ঞান দগ্ধ হইয়া যাইবে।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! যাবতীয় অসুর-সেনাপতি বিমল-বুদ্ধি প্রহ্লাদ, বলির সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, মহাগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজন্! শুক্রাচার্য্য, ব্রহ্মবাদীদিগের সভাস্থলে পুরোহিতগণের মধ্যে, নিকটে বসিয়াছিলেন। বলি পাতালে প্রবেশ করিলে পর, হরি তাঁহাকে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! যজ্ঞকারী শিষ্যের যে কিছু যজ্ঞচ্ছিদ্র জন্মিয়াছে, আপনি তাহা অচ্ছিদ্র করুন। কর্ম্মে যে ছিদ্র জন্মিয়া থাকে, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্রই তাহা অচ্ছিদ্র হয়।" ৭—১৪। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, "ভগবন্! আপনি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞপুরুষ, ঈশ্বর। যিনি আপনাকে যাবতীয় সামগ্রী অর্পণ করিয়া পূজা করিলেন, তাঁহার কর্ম্মচ্ছিদ্র হইবার সম্ভাবনা কি? স্বরাদিভ্রংশ, ক্রমের বৈপরীত্য, দেশ, কাল, পাত্র এবং দক্ষিণাদি বস্তু হইতে যে কোন ছিদ্র উৎপন্ন হয়,—আপনার গুণানুকীর্ত্তন দ্বারা তৎসমুদায়ই অচ্ছিদ্র হইয়া যায়; তথাপি, হে ভূমন্! আপনি আদেশ করিতেছেন, অতএব আপনার আজ্ঞা পালন করি। আপনার আদেশ পালন করাই পুরুষের পরম মঙ্গল।" ভগবান্ শুক্রাচার্য্য, হরির এই আদেশ পালন করিতে স্বীকার করিয়া, বলির যে যজ্ঞচ্ছিদ্র জন্মিয়াছিল, বিপ্রর্ষিগণের সহিত তাহা অচ্ছিদ্র করিয়া দিলেন। মহারাজ! বামনরূপী হরি, বলির নিকট এইরূপে পৃথিবী-ভিক্ষা করিয়া, ভ্রাতা ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা, মহাদেব, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মনুগণ এবং দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও সনৎকুমার—সকলে সমবেত হইয়া কশ্যপ ও অদিতির আনন্দোৎপাদন এবং সর্ব্বভূতের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত বামনকে লোক ও লোকপালগণের অধিপতি করিয়া দিলেন;—যাবতীয় প্রাণীর সমৃদ্ধি-বর্দ্ধনের নিমিত্ত পালনপটু উপেন্দ্রকে বেদের, দেবতা-সমূহের, ধর্ম্মের, কীর্ত্তির, লক্ষ্মীর, মঙ্গলের, ব্রতের এবং স্বর্গ ও মোক্ষের পালনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজন্! তৎকালে সমস্ত প্রাণী নিরতিশয় আনন্দিত হইল। অনন্তর ইন্দ্র, ব্রহ্মার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক লোকপালগণে পরিবৃত হইয়া বিমানারোহণে বামনকে অগ্রে অগ্রে করিয়া, স্বর্গে লইয়া গেলেন। মহেন্দ্র, ত্রিভুবন লাভ করিয়া উপেন্দ্রের বাহুবলে রক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ভয় দূর হইল। তিনি উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধির অধিপতি হইয়া আনন্দানুভব করিতে থাকিলেন। ১৫—২৫। মহারাজ! ব্রহ্মা, শিব, সনৎকুমার, ভৃগুপ্রভৃতি মুনিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ ও বৈমানিকগণ প্রভৃতি যাবতীয় ভূতনিবহ—সকলে হরির পরমাদ্ভুত সুমহৎ কীর্ত্তি গান করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং অদিতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে কুরুনন্দন! আমি তোমার নিকট ভগবানের চরিত্র সমস্তই বর্ণন করিলাম; ইহা শুনিলে শ্রোতৃবৃন্দের পাপ নাশ হয়। যে মর্ত্ত্য, ত্রিবিক্রম ভগবানের যাবতীয় মহিমা উল্লেখ করিতে অভিলাষী হন, তিনি পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করিতে পারেন। মন্ত্র ও মন্ত্রদর্শী ঋষিগণ স্পষ্টই কহিয়াছেন,—জায়মান বা জাত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোন মানবই পূর্ণ-পুরুষের মহিমার পারে গমন করিতে সমর্থ নহেন। যিনি, অদ্ভুতকর্ম্মা দেবদেব হরির এই অবতার-চরিত শ্রবণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি

লাভ করেন। দৈব, পিত্র্য বা মানুষিক কর্ম্ম করিবার সময় যদি এই চরিত কীর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ২৬—৩১।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মৎস্য-চরিত কথন।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমরা, বিচিত্রকর্ম্মা ভগবানের মায়া-মৎস্যাবতার-বিষয়িণী আদি-কথা শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছি। লোকে মৎস্যরূপ ঘৃণাকর এবং তমোগুণ-জাত বলিয়া দুঃসহ। ঈশ্বর, কর্ম্মগ্রস্ত জীবের ন্যায় কি কারণে সেই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা যথাবৎ বর্ণন করুন। পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের চরিত্র, সকল লোকেরই প্রীতিবর্দ্ধন করে। সূত কহিলেন,—বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎ এই কথা কহিলে পর, ভগবান্ মৎস্যরূপে যাহা যাহা করিয়াছিলেন,—শুকদেব তৎসমুদয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সাধু, ধর্ম্ম এবং অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর সময়ে সময়ে অবতারগ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি বুদ্ধির গুণযোগে, বায়ুর ন্যায়, যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভূতে ভ্রমণ করেন; তাই বলিয়া স্বয়ং নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হন না; কারণ, তিনি নিজে নির্গুণ। ১—৬। রাজন্! অতীত কল্পের অবসানে ব্রহ্মার নিদ্রোৎপন্ন নৈমিত্তিক লয় লইলে ভূরাদি যাবতীয় লোক সমুদ্র-জলে প্লাবিত হয়। কালবশে বিধাতা নিদ্রিত হইয়া শয়ন করিলে পর, বেদ সকল তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটে পতিত হইল; হয়গ্রীব দৈত্য সেই সকল বেদ হরণ করিল। ভগবান্ বিষ্ণু, দানবেন্দ্র হয়গ্রীবের সেই কর্ম্ম জানিতে পারিয়া শফরী-মৎস্যরূপ ধারণ করিলেন। ঐ সময় সত্যব্রত নামে কোন এক নারায়ণ-পরায়ণ রাজর্ষি, জলমধ্যে উপবেশন করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। এই সত্যব্রতই এই কল্পে বিবস্বান্ সূর্য্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত হইয়া হরিকর্ত্তৃক মনুর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। সত্যব্রত একদিন কৃতমালা নদীতে জলতর্পণ করিতেছেন,—ইতিমধ্যে তাঁহার অঞ্জলিস্থ জলমধ্যে একটী শফরী উত্থিত হইল। হে ভরত-নন্দন! দ্রাবিড়েশ্বর সত্যব্রত অঞ্জলিস্থিত শফরীকে জলের সহিত নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। শফরী সেই পরম-কারুণিক রাজাকে সকাতরে কহিল, "হে দীনবৎসল! আমি দুর্ব্বল,—আমি আমাদিগের জ্ঞাতিঘাতী মকর-কুম্ভীরাদি হইতে ভয় পাইয়াছি; তথাপি আপনি আমাকে এই নদীজলে নিক্ষেপ করিতেছেন কেন?" রাজন্! সত্যব্রতেরই প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত নারায়ণ মৎস্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্যব্রত তাহা জানিতেন না। একণে শফরীর বাক্যে তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মনোযোগী হইলেন। দয়ালু রাজা তাহার অতি কাতর-বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহাকে কমণ্ডলু-জলে স্থাপন করিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন। ৭—১৬। শফরী এক রাত্রিতেই সেই কমণ্ডলু-মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল এবং আপন শরীরের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত স্থান না পাইয়া রাজাকে কহিল, "আমি এই কমণ্ডলু-মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেছি না; যাহাতে আমি সুখে বাস করিতে পারি, এমন পরিমাণ স্থান আমাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন।" নৃপতি তাহাকে কলস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মণিক-জলে (জালার জলে) নিক্ষেপ করিলেন। সে তাহাতে মুহূর্ত্ত-মধ্যেই তিন হস্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া কহিল, "রাজন্! এই মণিক-জলও এরূপ পর্য্যাপ্ত নহে যে, আমি ইহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারি। অতএব আমাকে বিস্তৃত স্থান দান করুন। কারণ, আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি।" রাজন্! সেই মহীপতি সত্যব্রত, মণিক হইতে তাহাকে গ্রহণ করিয়া সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। শফরী আপন দেহ দ্বারা সেই সরোবরে পড়িয়া মহামৎস্যাকারে বর্দ্ধিত হইল এবং কহিল, "রাজন্! আমি সলিল-বাসী; কিন্তু এই সরোবর-সলিলে আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। আপনি আমাকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছেন; অতএব যাহার জল শেষ না হয়, এরূপ কোন এক হ্রদে আমাকে ফেলিয়া দিন।" শফরী এই কথা কহিলে পর, সত্যব্রত তাহাকে লইয়া এক এক করিয়া যাবতীয় অক্ষয়জল জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সে এক এক করিয়া সমুদায়ই ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। রাজা অবশেষে সেই মৎস্যকে সাগর-জলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত লইয়া গেলেন। নৃপতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, শফরী কহিল, "বীর! সমধিক-বলশালী মকরাদি জলচর সকল আমাকে ভক্ষণ করিবে; অতএব এই সাগর-জলে আমাকে নিক্ষেপ করা আপনার উচিত হয় না।" ১৭—২৪। মধুরভাষী মৎস্য কর্ত্তৃক এইরূপে মোহিত হইয়া সত্যব্রত তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি কে, মৎস্যরূপে আমাদিগকে মোহিত করিতেছেন? আমরা এরূপ বীর্য্যবান্ জলচর কখন দেখি নাই বা তাহার কথা শুনি নাই। আপনি এক দিনে শতযোজন-বিস্তৃত সরোবর ব্যাপ্ত করিলেন। আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ হরি; ভূতগণের মঙ্গল-বিধান করিবার নিমিত্ত জলচর-রূপ ধারণ করিয়াছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার। বিভো! আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা; আর আমার ন্যায় বিপদ্গ্রস্ত ভক্তজনের মুখ্য আত্মা এবং আশ্রয়। আপনি লীলাচ্ছলে যে যে অবতার স্বীকার করেন, সে সমুদায়ই প্রাণিগণের মঙ্গলের কারণ। যে উদ্দেশে এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে বাসনা হইতেছে। হে পদ্মপলাশ-লোচন! আপনি সকলের বন্ধু ও প্রিয় আত্মা; দেহাদিতে অভিমান-বিশিষ্ট ইতর-জনের চরণসেবার ন্যায় আপনার চরণসেবা বিফল হয় না। আপনি এই অদ্ভুত দেহ দেখাইয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিলেন।" ২৫—৩০। শুকদেব কহিলেন, রাজা সত্যব্রত এই কথা কহিলে যুগাবসানে প্রলয়-সাগরে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত মৎস্যরূপধারী, ভক্তজন-প্রিয় জগদীশ্বর তাঁহার নিকটে আপনার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন। ভগবান্ কহিলেন, "হে শত্রুতাপন! অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ভূর্ভুবঃপ্রভৃতি ত্রৈলোক্য প্রলয়-জলধি-জলে নিমগ্ন হইবে। ত্রৈলোক্য প্রলয়জলে মগ্ন হইতে থাকিলে, আমি সেই সময় এক নৌকা প্রেরণ করিব; ঐ বৃহৎ নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি—যাবতীয় ওষধি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বীজ এবং সমুদায় প্রাণী লইয়া সপ্তর্ষিগণের সহিত সেই মহতী নৌকায় আরোহণ করিয়া, ঋষিদিগেরই ব্রহ্মতেজোবলে আলোকহীন একমাত্র সাগরে সুস্থির-চিত্তে ভ্রমণ করিবে। যখন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা, নৌকাকে আন্দোলিত করিবে, তখন আমি উপস্থিত হইব। তুমি, মহাসর্প বাসুকি দ্বারা ঐ নৌকা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া দিবে। আমি ঋষিগণের এবং তোমার সহিত নৌকা আকর্ষণ করিয়া, ব্রহ্মার নিশাবসানকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রে বিচরণ করিব। "পরব্রহ্ম" এই নামে আমার যে মহিমা আছে, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে পর, আমি প্রসাদ-স্বরূপে ঐ মহিমা তোমার হৃদয়ে পরিব্যক্ত করিব; তুমি জানিতে পারিবে।" ৩১—৩৮। রাজাকে এই কথা কহিয়া হরি অন্তর্হিত হইলেন। নারায়ণ যতদিন আজ্ঞা করিয়া গেলেন, রাজা সত্যব্রত ততদিন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তিনি পূর্ব্বাগ্র কুশ বিস্তার-পূর্ব্বক পূর্ব্বোত্তরমুখে বসিয়া মৎস্যরূপী হরির চরণ-কমল চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দেখিলেন, নিবিড় মেঘের অবিশ্রান্ত বর্ষণে

সমুদ্র বর্দ্ধিত হইয়া তীরভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বদিকে পৃথিবী প্লাবিত করিল। ভগবান্ যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সত্যব্রত সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক নৌকা তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা যাবতীয় ওষধি এবং সত্ত্ব লইয়া ঋষিগণের সহিত ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন।* মুনিগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, "রাজন্! মধুসূদনকে চিন্তা কর; তিনিই আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার এবং আমাদিগের মঙ্গল-সাধন করিবেন।" অনন্তর রাজা চিন্তা করিলে, মহাসাগর-মধ্যে এক-শৃঙ্গধারী, অযুত-যোজন-বিস্তৃত এক সুবর্ণ-মৎস্যের আবির্ভাব হইল। নৃপতি সন্তুষ্ট হইয়া, নারায়ণের আদেশানুসারে ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে বাসুকিরূপ রজ্জু দ্বারা নৌকা বন্ধন করিয়া, মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। ৩১—৪৫। রাজা কহিলেন, "অনাদ্যা অবিদ্যায় যাহাদিগের আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুতরাং যাহারা অবিদ্যা-মূলক সংসার-পরিশ্রমে কাতর,—তাহারা এই সংসারে যাঁহার কৃপায় যাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, সেই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ আপনি পরম-গুরু হইয়া আমাদিগের হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করুন। এই অজ্ঞ জন-সাধারণ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া সুখাভিলাষে, বাস্তবিক দুঃখিত-ভাবে, কর্ম্ম করিতে তৎপর হয়,—যাঁহার সেবা-ফলে তাহারা সেই অলীক সুখাভিলাষ ত্যাগ করিয়া থাকে, তিনিই আমাদিগের পরম গুরু; অতএব তিনি আমাদের মোহ-গ্রন্থি ছেদন করুন। রৌপ্য যেমন অগ্নি-সংস্পর্শে মল ত্যাগ করিয়া স্বকীয় বর্ণ লাভ করে; সেইরূপ যাঁহার সেবা করিয়া আত্মা, মলস্বরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ করে এবং স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই ঈশ্বর আপনি আমাদিগের গুরু হউন; কারণ, আপনি গুরুরও পরম-গুরু। অন্যান্য দেব ও গুরুজন সকলে একত্রিত হইয়া পুরুষকে যাঁহার প্রসাদের অযুত-ভাগের লেশমাত্রও প্রদান করিতে পারেন না, আপনি সেই ঈশ্বর; আপনার শরণাগত হইলাম। অন্ধকে অন্ধের পথপ্রদর্শক করিলে যেরূপ হয়, অজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞ-জনের গুরু হইলে সেইরূপ কষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আপনার জ্ঞান, সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশমান; সুতরাং আপনি যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক; আমরা আত্মগতি জানিতে উৎসুক হইয়াছি; অতএব আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিলাম। মনুষ্য, মনুষ্যকে যে গতি উপদেশ করে, তাহা দূষিত; শিষ্য তদ্দ্বারা অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া থাকে। কিন্তু আপনি অক্ষয়-জ্ঞান উপদেশ করেন; লোক সেই জ্ঞানলাভে নিশ্চয়ই নিজপদ লাভ করিতে পারে। আপনি সর্ব্বলোকের মিত্র, প্রিয়, ঈশ্বর, আত্মা, গুরু, জ্ঞান এবং অভীপ্সিত সিদ্ধি; আপনি হৃদয়ে বাস করিতেছেন, কিন্তু লোকের বুদ্ধি অন্য দিকে প্রবণ,—বিষয়-বাসনা তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে; সুতরাং তাহারা আপনাকে জানিতে পারিতেছে না। আমি জ্ঞানলাভের নিমিত্ত এইরূপ দেবতাশ্রেষ্ঠ বরণীয় ঈশ্বর আপনার চরণে শরণ লইলাম। ভগবন্! পরমার্থ-প্রকাশক বাক্য দ্বারা হৃদয়-সম্বৃত অহঙ্কারাদি গ্রন্থি-সকল ছেদন করিয়া দিউন। কোন্ পদ আমার নিজের, তাহাও উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক।" ৪৬—৫৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজর্ষি এই কথা বলিলে পর, আদি-পুরুষ ভগবান্ মহাসাগর-সলিলে মৎস্য-রূপে বিহার করিতে করিতে তাঁহাকে তত্ত্ব উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি সাংখ্যযোগ ও ক্রিয়া-সমন্বিত দিব্য পুরাণ-সংহিতা ব্যাখ্যা এবং আত্মজ্ঞানও বিবিধ প্রকারে উপদেশ করিলেন। নৃপতি, ঋষিগণের সহিত নৌকায় উপবিষ্ট হইয়া ভগবানের মুখে সংশয়-হীন আত্মতত্ত্ব এবং সনাতন বেদ শ্রবণ করিলেন। অনন্তর অতীত প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা গাত্রোত্থান করিলে পর, দানবারি হরি হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া তাঁহাকে বেদ প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজা সত্যব্রত, বিষ্ণুর কৃপায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া এই কল্পে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন। যে ব্যক্তি, রাজর্ষি সত্যব্রত এবং মায়া-মৎস্যরূপী শার্ঙ্গধরের বিবরণ শ্রবণ করিবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। যে মনুষ্য প্রতিদিন হরির এই অবতার-তত্ত্ব কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সকল অভিলাষ সংসিদ্ধ হয় এবং তিনি পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার শক্তি নিদ্রিত হইলে দানব তাঁহার মুখ হইতে বেদ হরণ করিয়া প্রস্থান করিলে পর, যিনি তাহাকে বধ করিয়া, বেদ উদ্ধার করিয়া, সত্যব্রত ও ঋষিদিগকে সনাতন বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন; আমি, সেই অখিল-কারণ, মায়ামৎস্যরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার করি। ৫৪—৬১।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি-বৃত্তান্ত।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—মন্বন্তর-সমুদয় এবং সেই সকল মন্বন্তরে অনন্তবীর্য্য ভগবান্ হরি যে সমস্ত বীর্য্য প্রকাশ ও কর্ম্ম করিয়াছেন, তৎসমস্ত আপনি কহিলেন—শ্রবণ করিলাম। দ্রাবিড়াধিপতি সত্যব্রত নামক রাজর্ষি, অতীত কল্পের শেষভাগে যে প্রকারে ভগবানের সেবা করিয়া জ্ঞানলাভ করেন এবং বিবস্বৎপুত্র মনু হইয়া উৎপন্ন হন, তাহাও শুনিলাম। ইক্ষ্বাকু-প্রভৃতি রাজগণ সেই বৈবস্বত মনুর তনয়; ঐ সকল রাজার পৃথক্ পৃথক্ বংশ ও বংশানুচরিত শ্রবণ করিতে আমার নিত্যই অভিলাষ হয়, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। মহাত্মন্! ঐ বংশে যে সকল ব্যক্তি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; যাঁহারা পরে হইবেন এবং যাঁহারা সম্প্রতি বর্ত্তমান আছেন,—সেই সকল পুণ্যকীর্ত্তি মানবগণের বিক্রমও যথাবৎ বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। সূত কহিলেন,—ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদিগের সভামধ্যে রাজা পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম-ধর্ম্মজ্ঞ শুকদেব পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে পরন্তপ! বহুশত বৎসরেও মনুবংশের বিস্তৃত বৃত্তান্ত বলিতে পারা যায় না; তবে আমি যথাসাধ্য প্রচুর-রূপে কীর্ত্তন করিতেছি—শ্রবণ কর। ১—৭। যে পরম-পুরুষ, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট—সকল ভূতেরই আত্মা, কল্পান্তে একমাত্র তিনিই ছিলেন,—অন্য কিছুই ছিল না। সেই পুরুষের নাভি হইতে একটী হিরণ্ময় পদ্ম উৎপন্ন হয়। হে মহারাজ! তাহা হইতে চতুরানন স্বয়ম্ভূ উদ্ভূত হন। তাঁহার মন হইতে মরীচি উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র কশ্যপ; তাঁহার ঔরসে দাক্ষায়ণী অদিতির গর্ভে বিবস্বান্ উৎপন্ন হন। হে ভারত! সেই বিবস্বান্ হইতে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে তদীয় পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে দশটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের নাম,—ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ ও কবি। হে

---

* এই প্রলয় কোনরূপ বাস্তবিক প্রলয় নহে; কিন্তু ভগবান্, সত্যব্রত রাজাকে মায়াযোগে এই প্রলয় প্রদর্শন করেন।

রাজন্! ইক্ষ্বাকু-প্রভৃতির উৎপত্তির পূর্ব্বে মনু নিঃসন্তান ছিলেন; সেই জন্য ক্ষমতাশালী ভগবান্ বসিষ্ঠ তাঁহার সন্তানার্থ মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করেন। মনুর পত্নী শ্রদ্ধা, সেই যজ্ঞে পয়োমাত্র পান করিয়া উৎকট নিয়ম ধারণপূর্ব্বক হোতার নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং প্রণাম করিয়া কন্যার জন্য প্রার্থনা করেন। অধ্বর্য্যু, 'যাগ কর' এইরূপ বলিলে, হোতা হবিগ্রহণ করিয়া মুখে বষট্‌কার উচ্চারণ এবং অন্তরে কন্যা প্রার্থনা করত যাগ করিলেন। ৮—১৪। হোতার তাদৃশ ব্যভিচারে ইলা নাম্নে কন্যা হইল। মনু কন্যা দেখিয়া অনতি-সন্তুষ্টমনে গুরুকে কহিলেন, "ভগবন্! আপনারা ব্রহ্মবাদী, আপনাদের একি বিপরীত কর্ম্ম হইল? অহো! কি কষ্ট! এ প্রকারে মন্ত্রের অন্যথা হওয়া উচিত হয় না। আপনারা ব্রহ্মজ্ঞ এবং যোগী; তপোরূপ অগ্নিতে আপনাদের অশেষ কলুষ-দগ্ধ হইয়াছে; দেবগণের ক্রিয়ায় ন্যায় অলঙ্ঘনীয় আপনাদিগের এরূপ সঙ্কল্প-বৈষম্য কিরূপে হইল?" হে রাজন্! মনুর ঐ সকল বাক্য শ্রবণানন্তর মহর্ষি বসিষ্ঠ হোতার ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিয়া সূর্য্যপুত্রকে কহিলেন, "বৎস! যদিও তোমার হোতারা অন্যথাচরণ করিয়াছেন, তথাচ আমি স্বীয় তেজে তোমাকে সৎপুত্রবান্ করিব।" হে রাজন্! ভগবান্ মহাযশা বসিষ্ঠ এইরূপ উদ্‌যোগী হইয়া মনু-কন্যা ইলার পুরুষত্ব কামনায় আদি-পুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন। তুষ্ট হইয়া ঈশ্বর ভগবান্ হরি, তাঁহার কামনানুরূপ বরদান করিলেন; তাহাতে মনুকন্যা ইলা সুদ্যুম্ন নামে শ্রেষ্ঠপুরুষ হইলেন। ১৫—২২। হে মহারাজ! বীর সুদ্যুম্ন একদা বনে মৃগয়া করিবার জন্য সৈন্ধব অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কতিপয় অমাত্যে পরিবৃত ও বর্ম্মাবৃত হইয়া মনোহর শরাসন ও পরমাদ্ভুত শর-সমুদায় ধারণ করত মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উত্তরদিকে যাইতে লাগিলেন। মেরুর অধঃস্থিত হর-পার্ব্বতীর বিহারস্থান—সুকুমার বনে প্রবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! সেই অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সুদ্যুম্ন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার ঘোটক, ঘোটকীতে পরিণত হইল। তিনি আপনাকে স্ত্রীরূপী এবং ঘোটককে বড়বা-রূপী দেখিলেন। তাঁহার অনুচর সকলেও আপনাদিগের লিঙ্গ-বাত্যয় দেখিয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্ব্বক বিমনা হইল। রাজা কহিলেন,—ভগবন্! ঐ স্থান কি কারণে ঐরূপ গুণযুক্ত হইয়াছিল এবং কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ স্থানকে তদ্রূপ করিয়াছিলেন? এবিষয়ে আমার পরম কৌতূহল হইয়াছে, আমার প্রশ্নের উত্তর করিতে আজ্ঞা হউক। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! একদা সুব্রত ঋষিগণ, ভগবান্ গিরিশের দর্শন-বাসনায় স্ব স্ব প্রভাব দ্বারা দিক্ সকলের অন্ধকার হরণ এবং অন্য প্রভার দীপ্তি নাশ করিয়া ঐ কাননে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে ভগবতী অম্বিকা দেবী বিবসনা ছিলেন। মুনিদিগকে অবলোকন করিয়া তিনি সাতিশয় লজ্জিতা হইলেন এবং ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে পতির কোল হইতে উত্থান করিয়া সত্বর কটিবসন পরিধান করিলেন। হর-গৌরীর ক্রীড়াভিনিবেশ দর্শন করিয়া সেই সকল ঋষিরও মানস স্ত্রীপ্রসঙ্গে কলুষিত হইল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই কানন হইতে নির্গত হইয়া নর-নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। ২৩—৩১। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর, প্রেয়সীর প্রিয়-কামনায় সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'এখন হইতে যে পুরুষ এ স্থানে প্রবেশ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী হইবে।' হে রাজন্! তদবধি পুরুষমাত্রে ঐ অরণ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। রাজা সুদ্যুম্ন সানুচর এইরূপ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি সেই সমস্ত স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ বুধের আশ্রম-সমীপে উপনীত হন। বুধ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন; দেখিবামাত্র তাঁহার কামোদ্ভব হইল। এদিকে সোমরাজ-তনয়কে নয়ন-গোচর করিয়া প্রমদারূপী সুদ্যুম্নেরও তাঁহাকে পতি করিতে অভিলাষ হইল। বুধ তাঁহাকে পরিগ্রহ করিয়া তদ্গর্ভে পুরূরবা নামে একটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। হে রাজন্! শুনিয়াছি,—মনুপুত্র সুদ্যুম্ন ঐরূপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কুলাচার্য্য মহর্ষি বসিষ্ঠকে স্মরণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি আসিয়া তাঁহার সেই দশা দর্শন করত কৃপা বশতঃ অতিশয় কাতর হইলেন এবং তাঁহার পুনরায় পুংস্ত্ব আশা করিয়া শঙ্কর-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক স্তব-স্তুতি করেন। হে নরনাথ! ভগবান্ ভব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য ও নিজ বাক্যের সত্যতা রক্ষা করত কহিলেন, "তোমার গোত্রজ সুদ্যুম্ন একমাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রী হইবে। এইরূপ ব্যবস্থায় ঐ রাজ-কুমার পৃথিবী পালন করিবে।" হে রাজন্! ঐ প্রকারে কুলাচার্য্য বসিষ্ঠের অনুগ্রহে যদিও সুদ্যুম্ন পুনরায় পুংস্ত্ব লাভ করিয়া ব্যবস্থাক্রমে পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন, তথাচ মাসান্তর স্ত্রীত্ব হওয়াতে লজ্জাপ্রযুক্ত গোপনে থাকিতে বাধ্য হইতেন; সুতরাং প্রজাপুঞ্জ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয় নাই। ঐ সুদ্যুম্নের তিন পুত্র ছিল;—উৎকল, গয় ও বিমল। তাঁহারা তিন জনেই ধর্ম্মপরায়ণ এবং দক্ষিণাপথ দেশের রাজা হন। প্রতিষ্ঠানপতি প্রভু সুদ্যুম্ন বৃদ্ধ হইলে, স্বীয় পুত্র পুরূরবাকে পৃথিবীর রাজ্য প্রদান করিয়া বনে গমন করিলেন। ৩২—৪২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

করূষাদি পঞ্চ মনুপুত্রের বংশ-বৃত্তান্ত।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! সুদ্যুম্ন এইরূপে বনে গমন করিলে পর, বৈবস্বত-মনু পুত্র-কামনায় শত বৎসর যমুনা-তীরে তপস্যা করিয়া পুত্র-লাভের নিমিত্ত প্রভু হরির যজ্ঞ করায় আত্ম-সদৃশ দশপুত্র লাভ করেন। সেই দশপুত্রের মধ্যে ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ। মনুর পৃষধ্র নামে যে পুত্র হইয়াছিল, গুরু তাঁহাকে গো-পালনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; অতএব তিনি বীরাসনরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক রাত্রিকালে সাবধান-ভাবে গো সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। একদিন রাত্রিতে বৃষ্টি হইতেছিল এমন সময় একটা ব্যাঘ্র আসিয়া গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল তৎক্ষণাৎ শয়ান গো সকল সভয়ে উঠিয়া গোষ্ঠমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজন্! সেই শার্দ্দূলটা বলবান্; শার্দ্দূল একটী গাভীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করায় সেই ধেনু ভয়াতুরা হইয়া কাতর ধ্বনি করিতে লাগিল। তাহার চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণে পৃষধ্র সেই শার্দ্দূলের অনুসরণ করিলেন। সেই জলদাবৃত গভীরান্ধকারময় রজনীতে পৃষধ্র না জানিয়া, শার্দ্দূল-ভ্রমে কপিলা-গাভীর শিরশ্ছেদ করেন। ব্যাঘ্রও তদীয় খড়্গাগ্র-আঘাতে ছিন্নকর্ণ হইয়া সাতিশয় ভীতচিত্তে পথিমধ্যে রক্তধারা বর্ষণ করিতে করিতে তথা হইতে পলায়ন করিল। ১—৭। শস্যপালক পৃষধ্র মনে করিয়াছিলেন,—ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে; কিন্তু রজনী প্রভাতা হইলে আপনি কপিলাকে নিহত করিয়াছেন—দেখিলেন। তিনি কপিলাকে নিহত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অজ্ঞানকৃত অপরাধী মনু-তনয়কে কুলাচার্য্য শাপ দিলেন,—"তুই ক্ষত্রবন্ধুও হইতে পারিবি না;—এই কর্ম্মফলে শূদ্র হইবি।" আচার্য্য এইরূপে অভিশাপ দিলে, পৃষধ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন; পরে ঊর্দ্ধরেতা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সর্ব্বাত্মা নির্ম্মল পরম-পুরুষ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি করিয়া তিনি একান্তিক প্রাপ্ত এবং সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেন;—সঙ্গ ত্যাগ করিলেন;—প্রশান্তচিত্ত হইলেন;—ইন্দ্রিয় দমন করিলেন

তিনি পরিগ্রহশূন্য হইয়া যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে আপনার জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং পরমাত্মায় আত্ম-সমাধানপূর্ব্বক জ্ঞানতৃপ্ত হইলেন। জড়, অন্ধ, এবং বধিরের ন্যায় হইয়া পৃথিবী-পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ আচার-সম্পন্ন মুনি পৃষধ্র, বন-গমন করিয়া প্রজ্বলিত দাবাগ্নি দেখিতে পাইলেন এবং তদ্দ্বারা দগ্ধদেহ হইয়া পর-ব্রহ্মে লীন হইলেন। ৮—১৪। মনুর কনিষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত কবি, বিষয়ে নিঃস্পৃহ হওয়ায় বন্ধু-বান্ধব সহ রাজ্য-পরিত্যাগ করত স্বপ্রকাশ পরম-পুরুষকে হৃদয়ে নিবেশিত করিয়া কৈশোর-বয়সেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। (সুতরাং তাঁহার বংশ হয় নাই)। মনুপুত্র করূষ হইতে কারূষ নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মবৎসল উত্তরাপথ-রক্ষক ক্ষত্রিয়জাতি উৎপন্ন হয়। এইরূপ ধৃষ্ট নামক মনুতনয় হইতে ধার্ষ্ট নামে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়জাতি উৎপন্ন হয়; তাহারা অবনী-মণ্ডলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হে রাজন্! নৃগ নামক যে মনুতনয়, তাঁহার পুত্র সুমতি; তাঁহার পুত্র ভূতজ্যোতিঃ, ভূতজ্যোতির পুত্র বসু। বসু হইতে প্রতীক; তাঁহার পুত্র ওঘবান্। ঐ ওঘবানেরও ওঘবান্ নামে এক পুত্র ও ওঘবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। সুদর্শন রাজা ঐ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। হে রাজন্! নরিষ্যন্ত নামে মনুপুত্র হইতে চিত্রসেন; তাঁহার পুত্র দক্ষ; দক্ষের তনয় মীঢ্বান্; তাঁহা হইতে পূর্ণ; সেই পূর্ণের পুত্র ইন্দ্রসেন; তাঁহা হইতে বীতিহোত্র; বীতিহোত্রের সত্যশ্রবা নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র উরুশ্রবা, তাঁহা হইতে দেবদত্ত উদ্ভূত হন। ১৫—২০। ভগবান্ অগ্নি অগ্নিবেশ্য নামে স্বয়ং তাঁহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষিই কানীন ও জাতূকর্ণ নামে বিখ্যাত। তাঁহা হইতেই অগ্নিবেশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। হে নৃপ! নরিষ্যন্তের বংশ বর্ণিত হইল; অতঃপর দিষ্ট-বংশ শ্রবণ কর। দিষ্টের পুত্র নাভাগ। ইতঃপর যে নাভাগের কথা বলিব, ইনি সে নাভাগ নহেন। ইনি কর্ম্মবশে বৈশ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার তনয় ভলন্দন হইতে বৎসপ্রীতি; বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু; তাঁহার পুত্র প্রমিতি। প্রমিতির পুত্র খনিত্র; তাঁহা হইতে চাক্ষুষ; চাক্ষুষের পুত্র বিবিংশতি; তাঁহার পুত্র রম্ভ। রম্ভের পুত্র পরম-ধার্ম্মিক খনীনেত্র। করন্ধম রাজা ঐ খনীনেত্রের আত্মজ। ২১—২৫। করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ; তাঁহার পুত্র মরুত্ত, তিনি চক্রবর্ত্তী হন। অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী সম্বর্ত্ত, ইঁহাকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। মরুত্তের যজ্ঞ যদ্রূপ প্রসিদ্ধ, অন্য কিছুই তদ্রূপ নহে। তাঁহার সমস্ত যজ্ঞ-পাত্রাদি হিরণ্ময় বলিয়া সুশোভন হইয়াছিল। মরুত্তের যজ্ঞে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া এবং বিপ্রবর্গ প্রচুর দক্ষিণা পাইয়া হৃষ্ট হন। এই যজ্ঞে মরুদ্গণ পরিবেষ্টা ও বিশ্বদেবগণ সভাসদ ছিলেন। মরুত্তের পুত্র দম; তাঁহার পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন; রাজ্য-বর্দ্ধনের পুত্র সুধৃতি; সুধৃতির পুত্র নর; নরের পুত্র কেবল, কেবলের পুত্র বন্ধুমান্, বন্ধুমানের পুত্র বেগবান্, বেগবানের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র রাজা তৃণবিন্দু। শ্রেষ্ঠ অপ্সরা অলম্বুষা দেবী, ভজনীয় গুণগ্রাম-ভূষিত ঐ তৃণবিন্দুকে ভজনা করে। ঐ অপ্সরার গর্ভে তৃণবিন্দুর কতিপয় পুত্র এবং ইলবিলা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হয়। যোগেশ্বর বিশ্রবা ঋষি পিতার নিকট পরমবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া ঐ ইলবিলার গর্ভে কুবেরকে উৎপন্ন করেন। ২৬—৩২। বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু—তৃণবিন্দুর এই কয় পুত্র। তন্মধ্যে বিশাল, বংশধর রাজা। তিনি বৈশালী নামে নগরী স্থাপন করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাক্ষ; ধূম্রাক্ষের পুত্র সংযম। সংযম হইতে দেবজ ও কৃশাশ্ব,—এই দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। কৃশাশ্ব হইতে সোমদত্ত জন্মগ্রহণ করেন; তিনি বহুতর অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপতি পরম-পুরুষের অর্চ্চনা করিয়া যোগেশ্বরগণের আশ্রয়ণীয় প্রধান গতি প্রাপ্ত হন। সোমদত্তের পুত্র সুমতি, তাঁহার পুত্র জনমেজয়। হে রাজন্! এই সকল নৃপতি বিশালবংশ-সম্ভূত; ইঁহারা তৃণবিন্দু রাজার যশোধর ছিলেন। ৩৩—৩৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

মনুতনয় শর্য্যাতির বংশকীর্ত্তন।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! মনুপুত্র শর্য্যাতি অতিশয় বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। সুকন্যা নামে তাঁহার এক কমল-লোচনা দুহিতা ছিল। একদা সেই কন্যার সহিত বন গমন করিয়া তিনি চ্যবন-মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সেই বনে তাঁহার তনয়া সখীগণে পরিবৃত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটনপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে ফল-পত্রাদি চয়ন করিতে করিতে একস্থানে বল্মীক-ছিদ্র-মধ্যে খদ্যোতের ন্যায় দুইটী জ্যোতি দেখিতে পাইলেন। রাজ-কুমারীর বালিকা-স্বভাব;—যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই কণ্টক দ্বারা ঐ জ্যোতি বিদ্ধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল এবং শর্য্যাতির সমভিব্যাহারী সৈন্য-সামন্তের মলমূত্র নিরুদ্ধ হইল। রাজর্ষি শর্য্যাতি তাহা লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে লোকজনকে বলিলেন, "তোমরা ত মহর্ষি চ্যবনের কোন অপরাধ কর নাই? স্পষ্ট বোধ হইতেছে,—আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি, মহর্ষির আশ্রম দূষিত করিয়া থাকিবে।" সুকন্যা ভীত হইয়া বলিলেন, "আমি না জানিয়া একটা কণ্টক দিয়া দুইটা জ্যোতি বিদ্ধ করিয়াছি।" ১—৭। তনয়ার এই কথায় শর্য্যাতি ভীত হইলেন এবং বল্মীকান্তর্হিত মুনিকে ক্রমে প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর মুনির অভিপ্রায় অবগত হইয়া আপনার ঐ দুহিতাটিকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে সমস্ত বিপদ্ অন্তরিত হইল। তিনি চ্যবনের সহ সম্ভাষণ করিয়া সমাহিত-চিত্তে নিজপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। সুকন্যা লোকের মন বুঝিতেন; তিনি পরম-কোপন চ্যবনকে পতিরূপে লাভ করিয়া সাবধানে অনুবৃত্তি দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে এক দিন অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ঐ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিবর চ্যবন যথাবিধি তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, "হে ক্ষমতাশালিন্! তোমরা দুইজন স্বর্বৈদ্য; তোমরা আমার তারুণ্য সম্পাদন করিয়া দাও;—প্রমদাগণের যাহা অভিলষিত, আমার তাদৃশ বয়স ও রূপ করিয়া দাও। তাহা হইলে তোমরা সোমপান-রহিত হইলেও আমি সোমযাগে তোমাদিগকে সোমপূর্ণ পাত্র প্রদান করিব।" ৮—১২। প্রধান বৈদ্যদ্বয় ব্রাহ্মণের প্রতি আনন্দ-প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "আচ্ছা; আপনি এই সিদ্ধ-বিনির্ম্মিত হ্রদে অবগাহন করুন।" হে রাজন্! সেই দুই স্বর্বৈদ্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এই কথা বলিয়া জরাজীর্ণ ও শিরাসন্তত-দেহ এবং বলীপলিতগাত্র ঐ মহর্ষিকে লইয়া হ্রদে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই হ্রদ হইতে বনিতাকুল, কামিনী-কুলের শোভনীয় তিনটী পুরুষ উত্থিত হইলেন। তিন জনেই সমানরূপ। তিন জনেই পদ্ম-মালা, কুণ্ডল এবং উত্তম বসন পরিধান করিয়াছিলেন। সুন্দরী, সূর্য্যকান্তি-তুল্য রূপবান্ তিনটী পুরুষ দেখিয়া, কে নিজের পতি—ইহা জানিতে পারিলেন না। সাধ্বী তখন পতি-নির্ণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের শরণাগত হইলেন। সুকন্যার পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট হইয়া

অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তাঁহার পতিকে দেখাইয়া দিলেন এবং ঋষির সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক বিমান-যোগে স্বর্গপুরে গমন করিলেন। ১৩—১৭। হে রাজন্! কিছুদিন পরে শর্য্যাতি রাজা যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত চ্যবনের আশ্রমে গিয়া দেখিলেন,—কন্যার পার্শ্বে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এক পুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন। সুকন্যা, পিতাকে দেখিয়া, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাদ-বন্দনা করিলে, অপ্রীতচিত্ত হওয়ায় শর্য্যাতি আশীর্ব্বাদ করিলেন না। রাজা কহিলেন, "এ কি করিতে কামনা করিয়াছিস্? লোক-নমস্কৃত ঋষি-স্বামীকে বঞ্চনা করিয়াছিস্? রে অসতি! তিনি জরাগ্রস্ত, সুতরাং অপ্রিয় বলিয়া, বুঝি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, এই পথিককে উপপতিভাবে ভজনা করিয়াছিস্? তুই সৎকুলোৎপন্না হইয়াও এরূপ বুদ্ধি করিতে কিরূপে সাহস করিলি! ইহাতে যে কুল দূষিত হয়! নির্লজ্জা হইয়া জার পোষণ করিতেছিস্? পিতার ও পতির কুলকে একেবারে অধঃপাতে দিতেছিস্?" পিতা এই সকল কথা বলিলে, সুকন্যা ঈষৎ সহাস্য-বদনে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "পিতঃ! ইনিই তোমার জামাতা ভৃগুনন্দন।" তাঁহার যেরূপে রূপ-যৌবন লাভ হয়, তৎসমুদায় তিনি পিতার নিকট বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে শর্য্যাতি বিস্মিত ও প্রীত হইয়া তনয়াকে আলিঙ্গন করিলেন। ১৮—২৩। হে রাজন্! তদনন্তর মহর্ষি চ্যবন, শর্য্যাতিকে সোমযাগ করাইয়া, যদিও অশ্বিনীকুমারেরা সোমপ নহেন, তথাচ আপনার তেজে তাঁহাদিগকে সোমপাত্র প্রদান করিলেন। তাহাতে সদ্যঃক্রোধ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া চ্যবনের বিনাশার্থ বজ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৃগুনন্দন দেবরাজের সবজ্র হস্ত স্তম্ভিত করিয়া দেন। অতএব যদিও পূর্ব্বে ভিষক্ বলিয়া অশ্বিনী-কুমারদ্বয় সোমযাগে বহিষ্কৃত ছিলেন, তথাচ তদবধি সকল দেবতা তাঁহাদিগকে যজ্ঞে সোমপূর্ণ পাত্র দিতে সম্মত হইয়াছেন। শর্য্যাতির তিন পুত্র—উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত, এবং ভূরিষেণ। তন্মধ্যে আনর্ত্তের রেবত নামে এক পুত্র হয়। হে অরিন্দম! ঐ রেবত সাগরাভ্যন্তরে কুশস্থলী নামে এক নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থিতিপূর্ব্বক আনর্ত্তাদি দেশ পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার রূপ-গুণশালী এক শত পুত্র জন্মে; তাহাদের মধ্যে ককুদ্মী জ্যেষ্ঠ। ২৪—২৮। ঐ ককুদ্মী, রেবতী নাম্নী স্বীয় তনয়াকে সমভিব্যাহারে লইয়া 'কে ইহার বর?'—এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তখন গন্ধর্ব্বগণ তথায় সঙ্গীত করিতেছিল,—এই হেতু তিনি ক্ষণকাল অবসর পান নাই। পরে অবকাশ পাইয়া আদি-দেবকে প্রণামপূর্ব্বক আপনার অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। তৎশ্রবণে ব্রহ্মা হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি যে যে ব্যক্তিকে মনঃস্থ করিয়াছ, তাহারা কালকর্ত্তৃক তিরোহিত হইয়াছে; এখন তাহাদের পুত্র, পৌত্র ও নপ্তাদিগের নাম বা বংশের কথাও শুনিতে পাই না। সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। তবে যাও,—দেবদেবের অংশ মহাবল বলদেব আছেন; সেই নররত্নকে আপনার কন্যারত্ন প্রদান কর। রাজন্! যাঁহার নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে পুণ্য হয়, সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভূমির ভারাবতরণার্থ নিজাংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া রাজা, ব্রহ্মার বন্দনা করিয়া নিজপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতৃগণ যক্ষভয়ে ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়া নানাদিকে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রাজা তখন বলশালী বলদেবকে আপনার সুন্দরী কন্যা দান করিয়া তপস্যার্থ নারায়ণাশ্রম বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। ২৯—৩৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নাভাগ ও অম্বরীষের বৃত্তান্ত।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! নভগের পুত্র নাভাগ। নভগ বহুকাল গুরুকুলে বাস করাতে তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অনুমান করিয়া ভ্রাতারা বিভাগকালে তাঁহার নিমিত্ত পিতৃধনের অংশ রাখে নাই; কিন্তু কিছুকাল মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া নভগ গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভ্রাতৃগণ পিতাকেই দায় বলিয়া তাঁহার অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। নভগ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার জন্য কি ভাগ রাখিয়াছ?" ভ্রাতারা উত্তর করিল, "আমরা তোমার নিমিত্ত পিতাকেই অংশ স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছি, অতএব তুমি পিতাকে গ্রহণ কর।" তাহা শুনিয়া নভগ পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ! জ্যেষ্ঠগণ আপনাকে কিজন্য আমার ভাগ স্থির করিয়া দিলেন?" পিতা কহিলেন, "বৎস! তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না। আমি তোমার জীবনোপায় বলিতেছি;—হে বিদ্বন্! আঙ্গিরস মুনিগণ সত্রকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন; কিন্তু তাঁহারা সুমেধা হইলেও, প্রতি ষষ্ঠ দিনে কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইতেছেন। অদ্য ষষ্ঠ দিন। তুমি গিয়া তাঁহাদিগকে বৈশ্বদেব-সম্বন্ধীয় দুইটী সূক্ত পাঠ করাও। কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, যখন তাঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন, তখন সত্রের অবশিষ্ট ধন তোমাকে দান করিবেন।" হে রাজন্। এই প্রকার উক্ত হইয়া নভগ তদ্রূপই করিলেন এবং সেই সকল আঙ্গিরসও আপনাদের সত্রাবশিষ্ট ধন তাঁহাকে প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ১—৫। কিন্তু নভগ যখন সেই ধন লইতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে কৃষ্ণকায় কোন পুরুষ উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া কহিলেন, "যজ্ঞভূমি-স্থিত এ সমস্ত ধন আমার।" ইহাতে নভগ কহিলেন, "এ ধন যে ঋষিরা আমাকে দিলেন।" পুরুষ বলিলেন, "আচ্ছা; তোমার পিতার নিকটেই আমাদিগের দুইজনের প্রশ্ন রহিল,—কে এ ধন পাইবে?" নভগ পিতার নিকটে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পিতা কহিলেন, ভূমিস্থিত যজ্ঞাবশিষ্ট সকল বস্তুই ভগবান্ রুদ্রের প্রাপ্য বলিয়া ঋষিগণ কোনস্থলে নিয়ম করিয়া দেন; বিশেষতঃ সেই দেবই সকলই পাইবার অধিকারী। ইহাতে যজ্ঞাবশিষ্টের কথা কি?" এতৎশ্রবণে নভগ সেই পুরুষের নিকট আসিয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন, "হে ঈশ! যজ্ঞভূমিস্থিত এ সমস্ত ধন আপনার,—এ কথা আমার পিতা বলিলেন। ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে প্রণাম দ্বারা প্রসন্ন করিতেছি।" রুদ্র কহিলেন, "তোমার পিতা ধর্ম্মবাক্য বলিয়াছেন এবং তুমিও ধর্ম্ম-বাক্য বলিতেছ, এইজন্য তুমি মন্ত্রদর্শী;—তোমাকে জ্ঞানরূপ সনাতন ব্রহ্ম প্রদান করি। আর সত্রাবশিষ্ট এই যে ধন, ইহাও তোমাকে দিলাম,—তুমি গ্রহণ কর।" ধর্ম্মবৎসল ভগবান্ রুদ্র এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি সুসমাহিত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে এই উপাখ্যান স্মরণ করিবেন, তিনি এতৎ-প্রভাবে বিদ্বান্ ও মন্ত্রজ্ঞ হইয়া অভিলষিত অর্থ প্রাপ্ত হইবেন। রাজন্! নভগপুত্র নাভাগ হইতে অম্বরীষের উৎপত্তি হয়। যে ব্রহ্মশাপ কোথাও প্রতিহত হয় না, তাহাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; অতএব তিনি মহাভাগবত ও পুণ্যবান্। ৬—১৩। রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ভগবন্! দুরত্যয় ব্রহ্মদণ্ড যাঁহার প্রতি প্রক্ষিপ্ত হইয়াও আপন শক্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই, সেই ধীমান্ রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। শুকদেব কহিলেন;—মহাভাগ অম্বরীষ,—সপ্তদ্বীপ পৃথিবী, অক্ষয় সম্পদ্ এবং ভূতলের অতুল বিভব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষ-দুর্লভ ঐ সকল বস্তু তিনি স্বপ্নকল্পিত মোহমাত্র মনে

করিতেন ; কেননা, তিনি বিভবের নশ্বরতা এবং মোহকতা অবগত ছিলেন। যে ভাব দ্বারা এই বিশ্ব লোষ্ট্রবৎ বোধ হয়, ঐ রাজা, ভগবান্ বাসুদেবে এবং তদ্ভক্ত সাধু সকলে সেই পরম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মন, শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে ; বাক্য, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ; করদ্বয়, হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ; শ্রবণেন্দ্রিয়, অচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে ; নয়নদ্বয়, যে যে গৃহে নারায়ণ-চিহ্ন আছে, সেই সেই গৃহ-দর্শনে ; অঙ্গসমূহ, ভগবৎ-ভৃত্যজনের গাত্রস্পর্শে ; ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ভগবৎ-পাদপদ্ম-সংসর্গ-সম্মত-তুলসী-সৌরভ-গ্রহণে এবং রসনা, ভগবানের প্রতি নিবেদিত অন্নাদি-আস্বাদনে নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি চরণদ্বয়কে ভগবৎক্ষেত্র পদানুসর্পণে এবং মস্তককে হৃষীকেশ-চরণবন্দনে প্রবৃত্ত রাখিয়াছিলেন। ভগবানের প্রসাদ স্বীকার করা উচিত বোধে অথচ যাহাতে ভগবদ্ভক্তের প্রতি আসক্তি থাকে, তদনুসারে বিষয়ভোগ করিতেন,—লোভ বশতঃ করিতেন না। ১৪—২০। সর্ব্বত্র আত্মা আছেন ভাবিয়া সর্ব্বদা ক্রিয়াকলাপ করিতেন। তাহার ফল, ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর অধোক্ষজে সমর্পণ করিতেন এবং ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রাজ্যপালন করিতেন। রাজা অম্বরীষ,—যে মরুপ্রদেশ, সরস্বতীস্রোতের বিপরীত দিকে, তাহাতে বশিষ্ঠ, অসিত ও গৌতমাদি ঋষিগণ-সাহায্যে অনুষ্ঠিত বহুতর অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভগবানের পূজা করিতেন। মহাবিভূতি দ্বারা ঐ সমস্ত যজ্ঞের অঙ্গ ও দক্ষিণা সুসমৃদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার যজ্ঞে সদস্য ও ঋত্বিক্ প্রভৃতি, উৎকৃষ্ট বসন এবং ভূষণাদি পরিধান করায় এবং আশ্চর্য্য-দর্শনৌৎসুক্যে নিমেষশূন্য হওয়ায় দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। রাজর্ষি অম্বরীষের অধীনস্থ মনুষ্যেরাও সুরপ্রিয় স্বর্গ প্রার্থনা করিত না,—কেবল ভগবচ্চরিত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তনে রত থাকিত। যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়মধ্যে ভগবান্ মুকুন্দকে দর্শন করেন,—স্বরূপ-সুখ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত,অতএব সিদ্ধগণের দুর্লভ বিষয় তাঁহাকে আনন্দিত করিতে পারে না। সুতরাং সে সকলও তাঁহার হর্ষ জন্মাইতে পারে নাই। ২১—২৫। সে যাহা হউক, অম্বরীষ রাজা ঐরূপ ভক্তি-যোগ ও তপস্যা-সম্বলিত স্বধর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ হরির প্রীতি উৎপাদন করিয়া ক্রমে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিলেন। কলত্র, পুত্র, মিত্র, গৃহ, গজ, বাজী ও স্যন্দন এবং অক্ষয় রত্ন, বসন-ভূষণাদি অনন্ত-কোষেও তাঁহার উপেক্ষা জন্মিয়াছিল। ভগবান্ হরি তদীয় ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া, শত্রুসৈন্যের ভয়াবহ এবং ভক্তজন-রক্ষক চক্র তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা অম্বরীষ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা-বাসনায় স্বীয় সুশীলা মহিষীর সহিত মিলিত হইয়া সংবৎসর যাবৎ দ্বাদশীব্রত ধারণ করিলেন। ২৬—২৯। একদা ব্রতাবসানে কার্ত্তিক মাসে ত্রিরাত্র উপবাসানন্তর স্নান করিয়া যমুনা-তীরে মধুবনে ভগবান্ হরির পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাভিষেকের বিধি অনুসারে সকল উপচার দিয়া অভিষেক করিয়া পরে বসন-ভূষণ, গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা একাগ্রমনে কেশবের পূজা করিয়া পরে সিদ্ধার্থ মহাভাগ ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিভাবে পূজা করিলেন। তাহার পর রাজা, ষষ্টিষষ্টি কোটি গাভী সাধু-বিপ্রদিগের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সকল গাভীর শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত ও খুর রৌপ্যময় ; গাত্রে শোভন বসন ;—সকল গাভীই, দুগ্ধবতী, রূপবতী, সুশীলা এবং অল্পবয়স্কা ;—সকলেরই বৎস ও উপকরণ ছিল। তিনি সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণদিগকে অতীব গুণসম্পন্ন সুস্বাদু অন্ন ভোজন করাইয়া সেই সকল পূর্ণকাম ব্রাহ্মণদিগের নিকট অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং পারণের উপক্রম করিলেন। তখনই সাক্ষাৎ ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার অতিথি হইলেন। ৩০—৩৫। রাজা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান, অভিবাদন ও অর্চ্চনা দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং পাদমূলে পতিত হইয়া ভোজনের জন্য অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। রাজার প্রার্থনায় দুর্ব্বাসা আনন্দ-সহকারে সম্মত হইয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিতে গেলেন ; তদনন্তর ব্রহ্ম-চিন্তা করিতে করিতে কালিন্দীর নির্ম্মল জলে নিমগ্ন হইলেন। অনেক ক্ষণ এইরূপে অতীত হইল, তথাচ দুর্ব্বাসা প্রত্যাগত হইলেন না। এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট, তন্মধ্যে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য হয়। ধর্ম্মজ্ঞ অম্বরীষ ধর্ম্মসঙ্কটে পতিত হইয়া পারণ-বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন ;—"ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষ ও অধর্ম্ম ; দ্বাদশীতে পারণ না করাও দোষ ;—কি করিলে আমার পক্ষে মঙ্গল হয় এবং অধর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না ?" "জলমাত্র পান করিয়া ব্রত সমাপন করি, যেহেতু জলমাত্র-ভক্ষণকে বিপ্রগণ ভোজন ও অভোজন দুইই বলিয়াছেন" ;—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! রাজর্ষি এই বলিয়া মনে মনে অচ্যুতকে স্মরণ করত জলপান করিয়া ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩৬—৪১। দুর্ব্বাসা ঋষি আবশ্যক-কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক যমুনার কূল হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বাসা জ্ঞানবলে তাঁহার আচরণ জানিতে পারিয়াছিলেন ও তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, এইজন্য ক্রোধে কম্পিত-কলেবর এবং ভ্রুকুটী-কুটিলানন হইয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থিত রাজাকে কহিতে লাগিলেন, "অহো ! এ ব্যক্তি কি নৃশংস ! ধন-সম্পত্তির মদে অতিশয় মত্ত হইয়াছে ; এ আর এখন বিষ্ণুভক্ত নহে, আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে ;—ইহার ধর্ম্মব্যতিক্রম দেখ। তুই অতিথিরূপে সমাগত আমাকে আতিথ্য-বিধি অনুসারে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইবার পূর্ব্বে স্বয়ং ভোজন করিয়াছিস্,—সদ্য তোকে ইহার প্রতিফল দেখাইব।" এই প্রকার বলিতে বলিতে রোষ-প্রদীপিত হইয়া মস্তক হইতে জটা উৎপাটনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রাজার নিমিত্ত কালানল-তুল্য কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন। ৪২—৪৬। সেই প্রজ্বলিত কৃত্যা, খড়্গহস্তা হইয়া পদভরে পৃথিবী কম্পিত করত আসিতেছে—দেখিয়াও অম্বরীষ স্বস্থান হইতে চলিত হইলেন না। পরম-পুরুষ মহাত্মা কর্ত্তৃক ভৃত্য-রক্ষার্থ আদিষ্ট সুদর্শন চক্র, দাবানল যেমন অরণ্যস্থ সরোষ সর্পকে দগ্ধ করে, সেইরূপ ঐ কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সেই চক্রকে আপনার প্রতি ধাবিত এবং নিজ-প্রয়াস নিষ্ফল হইতে দেখিয়া, দুর্ব্বাসা সভয়ে প্রাণরক্ষার্থ নানাদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্ ! উদ্ধৃতশিখ দাবানল যেরূপ বনস্থ সর্পের অনুসরণ করে, সেইরূপ ভগবানের চক্র ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। মুনি আপনার পশ্চাতে আগত ঐ চক্রকে দেখিয়া সুমেরুর মহাগুহায় প্রবেশ-বাসনায় মহাবেগে দৌড়িতে লাগিলেন। দশ দিক্, আকাশ, ভূমি, ভূ-বিবর, সাগর, লোক সমস্ত, লোকপাল এবং স্বর্গ,—সর্ব্বত্র গমন করিলেন, কিন্তু যে যে স্থানে ধাবমান হন, সেই সেই স্থানেই দুষ্প্রধর্ষ সুদর্শন দেখিতে পান। ভীতচিত্ত ঋষি, রক্ষক-অন্বেষণ করিয়া যখন কোন স্থানেই তাহা পাইলেন না, তখন দেব বিরিঞ্চির নিকট যাইয়া বলিলেন, "হে বিধাতঃ ! আত্মযোনে ! দুঃসহ হরিচক্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন।" ৪৭—৫২। ব্রহ্মা কহিলেন, "পরার্দ্ধের কালে ক্রীড়ার অবসানে কালস্বরূপ যে বিভু সমুদায় দগ্ধ করিতে বাসনা করিলে ভ্রূভঙ্গী মাত্রে বিশ্ব-সমেত আমার এই ধাম তিরোহিত হইবে। আমি, ভব, দক্ষ এবং ভৃগু প্রভৃতি প্রজেশ, ভূতেশ, সুরেশ ইত্যাদি অমর-নিকর, যাহার আজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া—যেরূপে লোকের হিত হয়, তদনুসারে—মস্তক দ্বারা সেই নিয়ম সকল বহন করিতেছি ; তুমি তাঁহার ভক্তের অপকার করিয়াছ,—তোমাকে রক্ষা করা আমার

সাধ্যাতীত।" বিষ্ণুচক্রোপতাপিত দুর্ব্বাসা এইরূপে বিরিঞ্চি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া কৈলাসবাসী মহাদেবের শরণাগত হইলেন। শঙ্কর কহিলেন, "হে তাত! সেই মহান্ পরমেশ্বরের উপর আমাদের প্রভুত্ব চলিবে না, যাহাতে আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সেই এই ব্রহ্মাণ্ড এবং ঈদৃশ সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড কালক্রমে তাঁহা হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই লীন হয়। বৎস! আমি, সনৎকুমার, নারদ, ভগবান্ ব্রহ্মা, মোক্ষশুক্ত কপিল, দেবল, ধর্ম্ম, আসুরি এবং মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য সিদ্ধেশগণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যাঁহার মায়া জানিতে পারি নাই, প্রত্যুত স্বয়ং তদীয় মায়ায় আবৃত হইয়া রহিয়াছি; সেই বিশ্বেশ্বরের এই শস্ত্র, আমাদিগের দুর্ব্বিষহ; অতএব তুমি তাঁহারই নিকট গিয়া শরণাপন্ন হও; তিনিই তোমার মঙ্গল-বিধান করিবেন।" ৫৩—৫৯। হে রাজন্! দুর্ব্বাসা এই প্রকারে শঙ্করের নিকটেও নিরাশ হইয়া ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীনিবাস শ্রীর সহিত তথায় বিরাজ করেন। ঐ ঋষি, বিষ্ণুচক্রানলে দগ্ধ হন,—এমন সময়ে ভগবৎপাদমূলে পতিত হইয়া কম্পিত-কলেবরে বলিলেন, "হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে সাধুজনের অভিলষিত প্রভো! আমি অপরাধ করিয়াছি। হে বিশ্বভাবন! আমাকে রক্ষা করুন। প্রভো! আপনার পরম প্রভাব না জানিয়া আমি আপনার প্রিয়-জনের দুঃখ উৎপাদন করিয়াছি। হে বিধাতঃ! এই অপরাধ হইতে আমাকে মুক্ত করুন। আপনার নাম-কীর্ত্তনে নারকীও মুক্তিলাভ করে।" ভগবান্ কহিলেন, "হে দ্বিজ! আমি ভক্তা-ধীন, সুতরাং আমি একরূপ পরাধীন; ভক্ত-জন আমার প্রিয়; সাধুভক্তেরা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! যাহা-দিগের আমিই পরাগতি, সেই সমস্ত সাধু ভক্তজন ব্যতীত আমি আপনার আত্মাকে এবং সম্পূর্ণ শ্রীকেও স্পৃহা করি না। ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি,—পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহলোক ও পরলোক—সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হন; আমি তাঁহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? ৬০—৬৫। যেমন সাধ্বী স্ত্রী; সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে হৃদয়-বন্ধন করিয়া আমাকে বশবর্ত্তী করেন। আমার সেবা দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না,—সেবাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন; কালনাশ্য অন্য বস্তু অভিলাষ করা ত পরের কথা! সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ব্যতীত কিছু জানি না। অতএব হে বিপ্র! যাঁহা হইতে তোমার এই নাশ-শঙ্কা জন্মিয়াছে, তাঁহার নিকট যাও,—বিলম্ব করিও না। তেজ, সাধুজনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে, তাহাতে প্রহর্ত্তারই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। সত্য বটে, তপস্যা ও বিদ্যা—এই উভয়ই ব্রাহ্মণদিগের মুক্তিকর, কিন্তু দুর্ব্বিনীত কর্ত্তার পক্ষে তাহা বিপরীত-ফল-জনক হয়। ব্রহ্মন্! তবে যাও, তোমার মঙ্গল হউক; মহাভাগ নাভাগ-তনয় অম্বরীষকে ক্ষমা কর গিয়া,—তাহাতেই বিপদ্-শান্তি হইবে।" ৬৬—৭১।

॥ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

দুর্ব্বাসার প্রাণরক্ষা।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! চক্রাগ্নি-তাপিত দুর্ব্বাসা ভগবানের ঐরূপ আদেশে, সংকপাৎ অম্বরীষ-সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং দুঃখিত হইয়া তদীয় চরণ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণে পাদস্পর্শ করাতে রাজর্ষি লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার তথাবিধ উদ্যম-দর্শনে কৃপাপীড়িত হইয়া ভগবচ্চক্রের স্তব আরম্ভ করিলেন; —"হে সুদর্শন! তুমি অগ্নি; তুমিই ভগবান্ সূর্য্য; তুমিই নক্ষত্র সকলের পতি চন্দ্র; তুমিই জল; তুমিই ভূমি; তুমিই আকাশ; তুমিই বায়ু; তুমিই তন্মাত্র সকল; তুমিই ইন্দ্রিয়বর্গ। হে সুদর্শন! তোমাকে নমস্কার করি। হে অচ্যুতপ্রিয়! তোমার সহস্র অর, হে সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্! হে পৃথিবীশ্বর! এই বিপ্রবরকে রক্ষা কর। তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; তুমি সুনৃত বাক্য; তুমি সমদর্শিতা; তুমি যজ্ঞমূর্ত্তি; তুমি অখিল-যজ্ঞভোক্তা; তুমি লোকপাল, সর্ব্বাত্মা ও ঈশ্বরের পরম সামর্থ্য। ১—৫। হে সুনাভ! তুমি অখিল ধর্ম্ম-সেতু; অধর্ম্মশীল অসুরদিগের ধূমকেতু-স্বরূপ; ত্রৈলোক্য-রক্ষক; বিশুদ্ধতেজা; মনোজব এবং অদ্ভুতকর্ম্মা। তোমার প্রতি নমঃ শব্দ প্রয়োগ করি,—অন্য স্তব করা অসম্ভব। হে সুদর্শন! তোমার ধর্ম্মময় তেজ দ্বারা অন্ধকার সংহৃত এবং মহাত্মাদিগের দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে। হে গীষ্পতে! তোমার মহিমা দুরত্যয়; সৎ, অসৎ, পর, অপর ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ তোমারই স্বরূপ;—সূর্য্যাদির প্রকাশও তোমা হইতেই হইয়া থাকে। হে অজিত! অনঞ্জন ভগবান্ কর্তৃক যখন তুমি নিক্ষিপ্ত হও, তখন দৈত্য-দানব-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বারংবার তাহাদিগের বাহু, উদর, ঊরু, চরণ এবং কন্ধর কর্ত্তন কর;—সমরাঙ্গনে বিরাজ করিয়া থাক। হে জগত্রাণ! তুমি সর্ব্বসহ; ভগবান্ গদাধর, খল ব্যক্তিদিগের নিগ্রহার্থই তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব আমাদিগের কুলের সৌভাগ্য নিমিত্ত এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান কর। তাহাই আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ। হে সুদর্শন! যদি দান করিয়া থাকি, যদি যজ্ঞ করিয়া থাকি, যদি আমি স্বধর্ম্মের উত্তমরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং আমাদের কুলদেবতা যদি বিপ্র হন,—তাহা হইলে এই দ্বিজের বিপদ্ দূর হউক। এক এবং সর্ব্বভূতের আত্মা বলিয়া সর্ব্বগুণাশ্রয় ভগবান্ আমাদের প্রতি যদি প্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে এই দ্বিজের বিপদ্ দূর হউক।" ৬—১১। শুকদেব কহিলেন,—সুদর্শন চক্র, বিপ্রবর দুর্ব্বাসাকে দগ্ধ করিতেছিল, রাজর্ষি ঐরূপ স্তব করিতে থাকিলে, তাহা ঐ রাজার প্রার্থনাতে প্রশান্ত হইল। দুর্ব্বাসা অস্ত্রাগ্নি-তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কল্যাণবান্ হইলেন এবং ভূপতির প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা কহিলেন, "অহো! আমি অদ্য অনন্ত-দাসদিগের অদ্ভুত মহত্ত্ব দেখিলাম! হে রাজন্! আমি কৃতাপরাধ হইলেও, তুমি আমার কল্যাণ-চেষ্টা করিলে! অথবা যে সকল ব্যক্তি, ভক্তের প্রভু ভগবান্ হরিকে বশীভূত করিয়া-ছেন, সেই সকল মহাত্মা সাধু-পুরুষের দুষ্কর অথবা দুস্ত্যজ কি আছে? যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে পুরুষ নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থ-পাদ-ভৃত্যদিগের কি অবশিষ্ট থাকে? হে রাজন্! তুমি অতি দয়ালু; আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; কারণ, আমার অপ-রাধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলে।" ১২—১৭। শুকদেব কহিলেন,—রাজা তাঁহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় উপবাসী হইয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার চরণ-যুগল ধারণ করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ভোজন করাইলেন। সাদরে সমানীত ও সর্ব্বাতিথ্য-সম্পাদক আতিথ্য-স্বীকারে মহর্ষি পরিতৃপ্ত হইয়া সাদরে রাজাকে বলিলেন, "তুমিও আহার কর। তুমি পরম ভাগবত; তোমার দর্শন, তোমার সহিত আলাপ এবং তোমার আত্মমেধা-জনক আতিথ্য গ্রহণে সন্তুষ্ট ও অনুগৃহীত হইলাম। স্বর্গবাসিনী সুরাঙ্গনা সকল তোমার এই বিশুদ্ধ কর্ম্ম সর্ব্বদাই গান করিবেন এবং পৃথিবীও প্রাণবহুল জগত্ তোমার পবিত্র-কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে।" ১৮—২১। শুকদেব কহিলেন,—মহর্ষি দুর্ব্বাসা

পরিতুষ্টচিত্তে এরূপ কহিয়া রাজর্ষি অম্বরীষের সহিত সম্ভাষণানন্তর আকাশপথে কুতার্কিকশূন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। মুনি চলিয়া গেলে এক বৎসর অতীত হইয়াছিল, রাজা তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষী হইয়া ততদিন জলমাত্র পান করিয়াছিলেন। মুনি প্রত্যাগত হন নাই। তদনন্তর এক্ষণে দুর্ব্বাসা আসিয়া পুনঃপ্রস্থান করিলে পর, অগ্রে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করায়, যে, ভোজ্য পবিত্র হইয়াছিল তাহা ভোজন করিলেন এবং ঋষির ব্যসন ও পরিত্রাণের বিষয় স্মরণ করিয়া, আপনার ধৈর্য্যাদিরূপ বীর্য্যও ভগবানের প্রভাব-মূলক বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এতাদৃশ বিবিধ গুণশালী রাজা অম্বরীষ, ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা পরমাত্মা বাসুদেব-ব্রহ্মে ভক্তিবন্ধন করিতে লাগিলেন। শুকদেব কহিলেন,—অনন্তর ঐ বীর অম্বরীষ, ভগবান্ বাসুদেবে মনোনিবেশপূর্ব্বক আত্মসম-শীল তনয়দিগের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনপ্রবেশ করিলেন। তদীয় গুণপ্রবাহ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। হে রাজন্! অম্বরীষ ভূপতির এই পবিত্র উপাখ্যান যে ব্যক্তি কীর্ত্তন এবং সতত ধ্যান করিবেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত হইবেন। যে সকল মানব ভক্তিপূর্ব্বক মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা সকলেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে অনায়াসে মুক্তিপদ লাভ করিতে পারিবেন। ২২—২৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অম্বরীষের বংশ-বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অম্বরীষের তিন পুত্র;—বিরূপ, কেতুমান্ ও শম্ভু। তন্মধ্যে বিরূপের তনয় পৃষদশ্ব; তাঁহার সন্তান রথীতর। রথীতরের পুত্র বা কন্যা কিছুই হয় নাই; এজন্য তাঁহার প্রার্থনানুসারে মহর্ষি অঙ্গিরা তদীয় ভার্য্যায় তেজঃসম্পন্ন কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। হে রাজন্! রথীতরের ক্ষেত্রে প্রসূত হওয়াতে রথীতর-গোত্র হইয়াছিল এবং অঙ্গিরার ঔরসে উৎপত্তি নিমিত্ত আঙ্গিরস বলিয়াও বিখ্যাত হয়। তাঁহারা ক্ষেত্রজ ব্রাহ্মণ বলিয়া অপরাপর রথীতর-সন্তানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হাঁচিবার সময় মনুর ঘ্রাণ হইতে ইক্ষাকুর জন্ম হয়। ঐ ইক্ষাকুর একশত সন্তান। বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডক তাহাদিগের জ্যেষ্ঠ। সেই শতপুত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশতি জন আর্য্যাবর্ত্তের অগ্রভাগে; পশ্চাদ্ভাগে পঞ্চবিংশতি জন; মধ্যস্থলে তিন জন এবং অন্যান্য ভাগে অন্যান্য পুত্রেরা রাজা হইয়াছিলেন। ১—৫। এক দিবস রাজা ইক্ষাকু, অষ্টকা-শ্রাদ্ধ করিবার জন্য বিকুক্ষিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বিকুক্ষে! যাও—পবিত্র মাংস আনয়ন কর,—বিলম্ব করিও না।" বিকুক্ষি, "আচ্ছা" বলিয়া বনগমনপূর্ব্বক ক্রিয়াযোগ্য বহুতর মৃগবধ করিলেন। তিনি অতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় বিস্মৃতিক্রমে একটা শশক ভক্ষণ করিলেন। তাহার পর তিনি অবশিষ্ট মাংস পিতৃসমীপে আনিয়া দিলেন। ইক্ষাকু সেই মাংসের প্রোক্ষিত-সংস্কারার্থ বশিষ্ঠ-দেবকে ডাকিলে, সেই মুনি বলিলেন, "এ মাংস দূষিত হইয়াছে, ইহা কার্য্যে হইবে না।" ইক্ষাকু, বশিষ্ঠোক্ত পুত্রের সেই কার্য্য জানিয়া রোষ বশতঃ তাঁহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন; কারণ, শাস্ত্রীয় মাংসের অগ্রভাগ গ্রহণ করাতে তাঁহার মর্য্যাদা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইহার পর, ইক্ষাকু, বশিষ্ঠের সহিত আত্মজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং যোগী হইয়া যোগ দ্বারা কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমপদ লাভ করিলেন। ৬—১০। পিতা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে বিকুক্ষি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং 'শশাদ' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পৈতৃকরাজ্য গ্রহণপূর্ব্বক পালন ও বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্ হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শশাদের পুত্র পুরঞ্জয়। তিনি ইন্দ্রবাহ নামেও কথিত এবং ককুৎস্থ বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন। যে সকল কর্ম্ম বশত তাঁহার নাম-বাহুল্য হয়, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দানবদিগের সহিত দেবগণের বিশ্ব-সংহারক সমর হয়। দেবতারা দৈত্যগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ঐ বীরকে আপনাদের সাহায্যার্থ বরণ করেন। পুরঞ্জয় ইন্দ্রকে বাহন হইতে বলিলে, বিশ্বাত্মা দেবদেব প্রভু বিষ্ণুর বাক্যে ইন্দ্র মহাবৃষভ হন। এইজন্য তাঁহার 'ইন্দ্রবাহ' নাম হয়। তদনন্তর যুদ্ধার্থী পুরঞ্জয় বর্ম্ম সন্নদ্ধ করিয়া দিব্য ধনু ও শাণিত শরনিকর গ্রহণপূর্ব্বক সুরগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সেই বৃষভের ককুদে আরোহণ করিলেন; তাহাতে "ককুৎস্থ" নাম হয়। ১১—১৫। পরে পুরঞ্জয়, মহাত্মা পরম বিষ্ণুর তেজে বর্দ্ধিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত পশ্চিমদিকে দৈত্য-পুরী নিরুদ্ধ করিলেন। দানবগণের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইল। যে সকল দৈত্য সমরে তাঁহার সম্মুখীন হইল, তিনি তাহাদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হতমান দৈত্যগণ, প্রলয়ানল-তুল্য অতি প্রখর তদীয় বাণপাতাভিমুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব আলয়ে পলায়ন করিল। রাজর্ষি নগর জয় করিয়া দানবদিগের শ্রীগণ, ও ধনরাশি বজ্রপাণিকে প্রদান করিলেন। ঐ সকল কর্ম্ম দ্বারা তদবধি তিনি পুরঞ্জয়াদি নামে আখ্যাত হইলেন। পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনাঃ; তাঁহার সন্তান পৃথু; তাঁহার পুত্র বিশ্বগন্ধি; বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র; চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের সুত শ্রাবস্ত; তিনি শ্রাবস্তী পুরী নির্ম্মাণ করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব; বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব। এই মহাবল রাজা মহর্ষি উতঙ্কের প্রীতি-সাধনার্থ একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া ধুন্ধু-নামা অসুরকে সংহার করেন; সেই জন্য তিনি 'ধুন্ধুমার' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ ধুন্ধুর মুখাগ্নি দ্বারা সকলেই জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল। হে ভারত! কেবল দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব নামে তিনজন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ১৬—২৩। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব; হর্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ; নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব; ইনি অনপত্য হইয়া অরণ্যে গমন করেন। শত ভার্য্যার সহিত তিনি বিষণ্ণভাবে থাকিতেন। ঋষিগণ তাঁহার প্রতি দয়ালু হইয়া সমাহিতচিত্তে ঐন্দ্রযাগ করেন। একদিন যুবনাশ্ব নিশাকালে তৃষিত হইয়া যজ্ঞ-সদনে প্রবেশ করিলেন এবং ঋত্বিক্ বিপ্রগণকে শয়ান দেখিয়া, তাঁহাদিগকে জাগরিত করা অনুচিত বিবেচনায়, সম্মুখে যাহা পাইলেন, সেই মন্ত্রপূত জল আপনিই পান করিয়া ফেলিলেন। প্রভো! পুরোহিতেরা নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন,—কলসে জল নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কর্ম্ম কাহার? পুত্রোৎপাদক জল কে পান করিল?" ২৪—২৮। অনন্তর যখন বিদিত হইল,—ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া রাজা ঐ জল স্বয়ং পান করিয়াছেন, তখন "অহো দৈববলই বল" বলিয়া ঋষিগণ, ঈশ্বরকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর সময় পূর্ণ হইলে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া চক্রবর্ত্তি-লক্ষণাক্রান্ত একটী তনয় উৎপন্ন হইল। "এই কুমার স্তন্য-পানার্থ অতীব রোদন করিতেছে, কি পান করিবে?"—ঋষিগণ দুঃখিতভাবে এই কথা বলিলে, দেবরাজ ইন্দ্র "বৎস! রোদন করিও না, 'মাং ধাতা' অর্থাৎ "আমাকে পান করিবে" বলিয়া তাঁহাকে আপনার তর্জ্জনী অর্পণ করিলেন। দেব! ব্রাহ্মণের প্রসাদে মান্ধাতার পিতা যুবনাশ্বের প্রাণত্যাগ হয় নাই; তপস্যা দ্বারা সেই স্থানেই কালান্তরে

সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রাজন্! দস্যুগণ ঐ মান্ধাতার প্রতাপে উদ্বিগ্ন হইয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছিল; ইহাতে ইন্দ্র তাঁহার অন্য এক নাম 'ত্রসদ্দস্যু' রাখেন। তদনন্তর যুবনাশ্ব-তনয় প্রভু মান্ধাতা সম্রাট্ হইয়া ভগবান্ অচ্যুতের তেজে একাকী সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিলেন এবং আত্মজ্ঞ হইয়াও, প্রচুর দক্ষিণা দিয়া, বহুতর যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞরূপী সর্ব্বদেবময় সর্ব্বাত্মক অতীন্দ্রিয় সেই দেবের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দ্রব্য, মন্ত্র, বিধি, যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক্, ধর্ম্মোপদেশ এবং কাল—এই সমস্ত সেই পরম-পুরুষের স্বরূপ। হে রাজন্! সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐ রাজা, শশবিন্দুর দুহিতা ইন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং যোগী মুচুকুন্দ—এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদিগের ভগিনী পঞ্চাশটী। তাহারা সকলেই সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করে। ৩৪—৩৮। হে রাজন্! সৌভরি যমুনার জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে করিতে একদা মৈথুন-ধর্ম্মী মীনরাজের নির্ব্বৃতি দর্শন করেন এবং ঐরূপ করিতে তাঁহারও স্পৃহা জন্মে। তিনি মান্ধাতার নিকট গিয়া বিবাহার্থী একটি কন্যা যাচ্ঞা করিলেন। মান্ধাতা তাঁহার প্রার্থনায় এই কথা বলিলেন,—"ব্রহ্মন্! ভাল কথা।—স্বয়ংবরে আমার কন্যা গ্রহণ করুন।" সৌভরি তৎশ্রবণে মনে করিলেন, "আমি জরাজীর্ণ, আমার কেশ পলিত এবং আমার মস্তক সতত কম্পমান; আর আমি তাপস;—এইজন্য আমাকে স্ত্রীদিগের অপ্রিয় বিবেচনা করিয়া রাজা এইরূপে নিরাকৃত করিতেছেন। যাহা হউক, যাহাতে মনুজেন্দ্র-রমণীগণের কথা কি, সুরস্ত্রীগণেরও অভীপ্সিত হইতে পারি, আমি আপনাকে সেইরূপ করিব।" এই বলিয়া মুনি সৌভরি তদর্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন। রাজন্! প্রতিহারী তাঁহাকে রাজকন্যাদিগের সমৃদ্ধিশালী অন্তঃপুরে লইয়া গেল। তপঃপ্রভাবে তাঁহার উত্তম রূপ হওয়ায় পঞ্চাশৎ রাজকন্যা সেই একমাত্র মুনিকে পতিত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার জন্য তাঁহারা সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক "ইনি আমারই যোগ্য;—তোমাদিগের নহেন" বলিয়া বিষম কলহ করিতে লাগিলেন; কেননা সকলেরই চিত্ত তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। ৩৯—৪৪। তাঁহার অপার তপঃপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক ভবন অমূল্য পরিচ্ছদে,—নানাবিধ বন, উপবন, নির্ম্মল সলিল ও সরোবর সকলে এবং সৌগন্ধী কহ্লার-কাননে—সুশোভিত হইল। যাবতীয় গৃহে দাস-দাসী সকল সুন্দররূপ অলঙ্কৃত এবং সর্ব্বত্র পক্ষী, ভ্রমর ও বন্দিগণ মধুরস্বরে গান আরম্ভ করিল। তাহাতে বহ্বৃচ মুনি,—মহামূল্য শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, স্নান ও অনুলেপনাদি-সম্পন্ন হইয়া সকল ভবন ও উপবনাদিতে সেই সমস্ত ভার্য্যার সহিত সর্ব্বদা বিহার করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সৌভরির গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি মান্ধাতার সুমহৎ বিস্ময় জন্মিল। তিনি সাম্রাজ্য-সম্পত্তি সম্পন্ন বলিয়া যে গর্ব্ব করিতেন, তাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। সৌভরি ঐরূপে গৃহাশ্রমে অভিরত হইয়া যদিও বিবিধ সুখে বিষয়-ভোগ করিতে লাগিলেন, তথাচ ঘৃতবিন্দু-পাতে যেরূপ বহ্নির পরিতৃপ্তি হয় না, তদ্রূপ কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইল না। ৪৫—৪৮। একদা বহ্বৃচাচার্য্য সৌভরি, উপবিষ্ট হইয়া আপনার মৎস্য-সঙ্গম-জনিত তপোভ্রংশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন,—"হায়! আমি তপস্বী, সাধু ও ব্রতাচারী ছিলাম; আমার সর্ব্বনাশ দেখ। জলমধ্যে জলচর-সঙ্গে থাকাতে বহুকালের উপার্জ্জিত তপস্যা বিনষ্ট করিলাম। মুমুক্ষু-ব্যক্তি, মৈথুনধর্ম্মী জীবগণের সংসর্গ ত্যাগ করিবেন; ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে বহির্ম্মুখ না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবেন। বিজনে একাকী থাকিয়া অনন্ত ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবেন। যদি সং করিতে হয় ত ঈশ্বর-ব্রতপরায়ণ সাধুদিগের সহিতই সঙ্গ করি আমি একাকী জলমধ্যে তপস্যা করিতেছিলাম; তথায় মৎস্য-সং বশতঃ দারপরিগ্রহ করিতে আমার বাসনা হইলে, তাহাতে পঞ্চা সংখ্যক হইয়াছিলাম; তাহাদিগের পুত্র হওয়ায় এখন সঙ্খ্য হইয়াছি,—তথাচ ঐহিক-পারত্রিক কার্য্যবিষয়ক মনোরথ সক অন্ত পাইতেছি না; কারণ, মায়াগুণে আমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়া —তজ্জন্যই বিষয়েই পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেছি।" হে রাজ সৌভরি এইরূপে গৃহাশ্রমে বাস করিতে করিতে বিরক্ত হই বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। তাঁ সাধ্বী পত্নীগণও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। আত্মজ্ঞ ঐ যাহাতে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তাদৃশ তীব্র তপস্যা করিয়া অগ্নি সহিত আত্মাকে পরমাত্মায় যোগ করিলেন। আপনাদিগের পতি ঐ প্রকার পরব্রহ্মে বিলয় অবলোকন করিয়া, যেমন শিখা স নির্ব্বাণ-অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণ হয়, তাঁহার পত্নী সকলও সে রূপ তদীয় প্রভাবে তাঁহার সহগামিনী হইলেন। ৪৯—৫৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

শুকদেব কহিলেন,—অম্বরীষ নামে বিখ্যাত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান্ধা তনয়, স্বীয় পিতামহ যুবনাশ্ব কর্ত্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলে অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব। তাহার তনয় হারীত। অম্বরীষ, যুব এবং হারীত—ইঁহারা মান্ধাতৃ-গোত্রের প্রবর। উরগগণ, পুরুকুৎ আপনাদের নর্ম্মদা নাম্নী ভগিনী দান করেন। ভুজগেন্দ্রের নিয়ো সেই নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া গিয়াছিলেন। বিষ্ণুশ ধর পুরুকুৎস, সেই স্থানে বধ্য গন্ধর্ব্বগণকে বধ করেন। " উপাখ্যান স্মরণ করিলে সর্পভয় হইবে না"—তাঁহাকে নাগ এই বর দেন। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্যু; তিনি অনরণ্যে পিতা। অনরণ্যের পুত্র হর্য্যশ্ব; হর্য্যশ্বের পুত্র প্রারুণ; প্রারু পুত্র ত্রিবন্ধন। ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত; তিনি ত্রিশঙ্কু না বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পিতৃশাপে চণ্ডাল হন; কিন্তু গ বিশ্বামিত্রমুনির প্রভাবে সশরীরে স্বর্গ-গমন করেন। ত্রি অদ্যাবধি আকাশে দৃষ্টিগোচর হন। দেবতারা তাঁহাকে অধোমুখ করিয়া স্বর্গ হইতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন; মহ বিশ্বামিত্র স্বীয় বলে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। ১—৬। ত্রিশ পুত্র হরিশ্চন্দ্র। এই হরিশ্চন্দ্রেরই নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বসি পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইয়া অনেক বৎসর ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করি ছিলেন। নিঃসন্তান বলিয়া হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতে দেবর্ষি নারদের উপদেশে বরুণের শরণাপন্ন হইয়া রাজা প্রার্থনা করিলেন,—"হে দেব! আমার একটী পুত্র হউক,— দিউন। প্রভো যদি আমার বীর-তনয় উৎপন্ন হয়, তা হইলে সেই পুরুষ-পশু দ্বারা আমি আপনার যজ্ঞ করিব বরুণ, "তথাস্তু" বলিলে, তাঁহার রোহিত নামে পুত্র জন্মি "রাজন্! তোমার ত পুত্র জন্মিয়াছে, ইহা দ্বারা আমার যাগ ক এই কথা বরুণ বলিলেন। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "হে দেব! দশ দি অতীত হইলে পশু পবিত্র হইবে; দশ দিবস গত হউক, ক করিব।" দশ দিবস অতিক্রান্ত হইবামাত্র বরুণ পুনরায় আসি বলিলেন, "যাগ কর।" রাজা কহিলেন, "দন্ত জন্মিলেই প পবিত্র হয়।" অনন্তর দন্ত জন্মিলে, বরুণ আসিয়া কহিলে

"রাজন্! তোমার পুত্রের দন্ত জন্মিয়াছে, এখন যাগ কর।" হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "ইহার দন্ত সকল যখন পতিত হইবে, তখন এ পশু মেধ্য হইবে।" দন্ত নিপতিত হইলে, বরুণ কহিলেন, "রাজন্! পশুর দন্ত সকল পতিত হইয়াছে; এখন আমার যাগ কর।" হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "যখন পশুর দন্ত পুনর্ব্বার উঠিবে, তখন পবিত্র হইবে।" দন্ত উঠিলে, বরুণ বলিলেন, "তোমার তনয়ের দন্ত পুনর্ব্বার উদ্গত হইয়াছে, এখন যজ্ঞ কর।" ইহাতে হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "হে বরুণদেব! ক্ষত্রিয়-পশু বর্ম্ম-ধারণাই হইলে, শুচি হইয়া থাকে।" ৭—১৪। পুত্রানুরাগ বশতঃ স্নেহবদ্ধ হইয়া রাজা এইরূপে বঞ্চনা করত যে যে কাল উল্লেখ করিতে লাগিলেন, বরুণ সেই সেই কালেরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলেন। ইতিমধ্যে রোহিত, পিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া নিজ প্রাণ-রক্ষণ-বাসনায় ধনুর্ব্বাণ-পুরঃসর অরণ্যে প্রয়াণ করিলেন। পিতা বরুণগ্রস্ত হওয়ায় উদরী-রোগাক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া রোহিত রাজধানীতে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু ইন্দ্র তাঁহার নিকটে আসিয়া নিষেধ করিয়া কহিলেন, "তীর্থক্ষেত্র নিষেবণপূর্ব্বক পৃথিবী-পর্য্যটন অতিশয় পুণ্যজনক, তুমি তাহাই কর।" তাহাতে রোহিত সংবৎসর-কাল অরণ্যে বাস করিলেন। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে যখন যখন রোহিত প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করেন, সেই সেই সময়েই ইন্দ্র বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশে তাঁহার নিকট আসিয়া ঐরূপ বলিতে লাগিলেন। রোহিত ষষ্ঠসংবৎসর পর্য্যন্ত অরণ্যে বিচরণ করিয়া, নগরে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে অজীগর্ত্তের নিকট হইতে তদীয় মধ্যম-পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং পিতাকে দিয়া প্রণাম করিলেন। ১৫—২০। তদনন্তর মহাযশা প্রসিদ্ধ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র নরমেধ দ্বারা বরুণাদি দেবতার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; তাহাতে উদরীরোগ হইতে মুক্ত হইলেন। সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র—হোতা; আত্মবান্ যমদগ্নি—অধ্বর্য্যু; বশিষ্ঠ—ব্রহ্মা এবং অয়াস্য মুনি—উদ্গাতা হইয়াছিলেন। হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হিরণ্ময় রথ প্রদান করেন। হে মহারাজ! শুনঃশেফের মাহাত্ম্য পরে বলিব। হে পরীক্ষিৎ! সভার্য্য হরিশ্চন্দ্রের সত্য, সামর্থ্য এবং ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া বিশ্বামিত্র সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহাকে তিনি পরম-জ্ঞান প্রদান করেন। অতএব ঐ রাজা, মনকে পৃথিবীর সহিত, পৃথিবীকে জলের সহিত, জলকে তেজের সহিত, তেজকে বায়ুর সহিত, বায়ুকে আকাশের সহিত, আকাশকে অহঙ্কারের সহিত এবং অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বের সহিত মিলিত করিয়া বিজ্ঞানকার ব্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক জ্ঞানাংশকে আত্মরূপে ধ্যান করত জ্ঞানের আত্মার আবরক অজ্ঞানকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে নির্ব্বাণসুখ-সংবিদ্ দ্বারা জ্ঞানাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্ত-বন্ধন হইয়া অনির্দ্দেশ্য ও অপ্রতর্ক্য স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিলেন। ২১—২৭।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

সগর-বংশের বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রোহিতের পুত্র হরিত। হরিত হইতে চম্প উৎপন্ন হন; তিনি চম্পাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চম্পের পুত্র সুদেব, সুদেবের পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভরুক, ভরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহুক। হৈহয় ও তালজঙ্ঘগণ পৃথিবী আক্রমণ করিলে, তিনি ভার্য্যার সহিত বনে প্রস্থান করেন। সেই স্থানে বৃদ্ধ হইলে পর আয়ুঃশেষে তাঁহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার মহিষী অনুমৃতা হইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে সগর্ভা জানিয়া সে উদ্যোগ হইতে নিবারণ করেন। হে রাজন্! সপত্নীগণ তাঁহাকে গর্ভবতী জানিয়া অন্নের সহিত গর (বিষ) প্রদান করিয়াছিল। গর সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই পুত্র মহাযশা সগর নামে বিখ্যাত হন। সগর সম্রাট হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদের হইতেই সাগর বিখ্যাত হইয়াছে। হে রাজন্! সগর রাজা স্বীয় গুরু ঔর্ব্ব-ঋষির বাক্যে তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয় এবং বর্ব্বরদিগের প্রাণবধ করেন নাই,—বিকৃতবেশী করিয়াছিলেন। ১—৫। তিনি কাহাকে মুণ্ডিত অথচ শ্মশ্রুধারী; কাহাকে মুক্তকেশ অথচ অর্দ্ধ-মুণ্ডিত, কাহাকে অন্তর্ব্বাস-বিহীন, কাহাকে বা বহির্ব্বাস-হীন করেন। তিনি, মহর্ষি ঔর্ব্বের উপদিষ্ট উপায় দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বদেবময় পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করেন। পুরন্দর সেই যজ্ঞে, তাঁহার উৎসৃষ্ট পশু হরণ করিলেন। সগরের দুই ভার্য্যা;—সুমতি ও কেশিনী। সুমতির দর্পিত পুত্রগণ পিতৃ-আজ্ঞা পালন করত অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ খনন করেন। অনন্তর উত্তর-পূর্ব্বদিকে ভগবান্ কপিলের সন্নিধানে সেই ঘোটক তাহাদের নয়ন-গোচর হইল। ইন্দ্রের মায়ায় তাহাদিগের বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল, এইজন্য "এই ব্যক্তি অশ্বচোর,—নয়ন নিমীলন করিয়া রহিয়াছে। এ পাপাত্মাকে এখনি মারিয়া ফেল,—মারিয়া ফেল" বলিয়া ষষ্টিসহস্র সহোদর অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন কপিল নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিলেন। ৬—১০। মহৎ ব্যক্তির অপমান করায় তাহাদিগের নিজ নিজ দেহস্থিত অনলই তাহাদিগকে ক্ষণমধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। 'সগর-তনয়গণ কপিল-কোপে দগ্ধ হইয়াছিল'—ইহা কেহ কেহ বলেন; কিন্তু সে কথা ন্যায্য নহে। কারণ, ভগবান্ কপিল শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি, তাঁহার আত্মা ত্রিলোক-পাবন; তাঁহাতে তমোগুণ কখন সম্ভবে না;—আকাশে কি পার্থিব ধূলি থাকিতে পারে? যিনি এই সংসার-সাগরে সাংখ্যময়ী দৃঢ়া তরণী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন,—যে তরণী দ্বারা মুমুক্ষু-ব্যক্তি দুরত্যয় মৃত্যুপথ-স্বরূপ ভবসাগর পার হইতেছে; সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্ম-স্বরূপ মহামুনির শত্রু-মিত্রাদি ভেদ-দৃষ্টি বা কিরূপে সম্ভব হয়? সগর-রাজার ঔরসে কেশিনীর গর্ভে যে পুত্র হয়, তাঁহার নাম অসমঞ্জস। তাঁহার পুত্র অংশুমান্। তিনি পিতামহ হিতে রত থাকিতেন। অসমঞ্জস আপনাকে অযোগ্যাচারী বলিয়া দেখাইতেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন; সঙ্গ বশতঃ যোগভ্রষ্ট হন। পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত তাঁহার স্মরণ ছিল; সুতরাং বিবিধ উপায়ে সঙ্গ-পরিহারের চেষ্টা করিতেন। তিনি লোকে গর্হিত আচরণ এবং জ্ঞাতিগণের অপ্রীতি-সাধন করিতেন;—তিনি কতকগুলি ক্রীড়াসক্ত বালকদিগকে সরযূ-জলে নিক্ষেপ করিতেন, তাহাতে অযোধ্যাবাসী লোক সকল বড় উদ্বিগ্ন হইল। এই প্রকার কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহার পিতা সগর, অপত্যস্নেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন; তিনি নিজ যোগৈশ্বর্য্য-প্রভাবে নিহত বালকদিগকে দেখাইয়া দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করেন। হে রাজন্! অযোধ্যাবাসী লোকেরা সেই সমস্ত বালক-বৃন্দকে পুনরাগত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল এবং সগর-রাজাও পুত্রের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ১১—১৮। যে পথ পিতৃব্যগণের গমন দিকে গমন করিয়াছে, রাজা সগরের আদেশে অংশুমান্ অশ্বের অনুসন্ধান করিতে সেই পথেই প্রস্থান করিলেন। দেখিলেন,—তুরঙ্গ নিকটে ভস্ম রহিয়াছে। মহাত্মা অংশুমান্, কপিল-মুনিকে পরমাত্মস্বরূপ উপবিষ্ট দেখিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সমাহিত-চিত্তে প্রণত-

তা স্তব করিতে লাগিলেন,—"অজ্ঞ অর্ব্বাচীন মাদৃশ ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক,—আমরা যাঁহার শরীর, মন ও বুদ্ধি দ্বারা কৃত, বিবিধ সৃষ্টির অন্তর্গত সেই ব্রহ্মাও সমাধি বা যুক্তি দ্বারা আপনাকে দেখিতে বা বুঝিতে পারেন নাই; কেননা, আপনি তাঁহা অপেক্ষা প্রধান পরমেশ্বর। হে দেব! যে সকল ব্যক্তি দেহধারী, আপনি তাহাদিগের আত্মাতে সম্যক্ অবস্থিত হইলেও, তাহারা আপনাকে জানিতে পারে না,—গুণ সকলই দর্শন করে। অথবা গুণও তাহাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না,—তাহারা কেবল তমই দেখিতে পায়; কারণ, ত্রিগুণা বুদ্ধিই তাহাদিগের প্রধান এবং বহির্দ্দিকেই তাহাদের জ্ঞান। কেননা, তাহাদের চিত্ত আপনার মায়ায় বিমোহিত হইয়াছে। প্রভো! আপনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি; অতএব যে সকল ব্যক্তির মায়াগুণ-সম্ভূত ভেদজ্ঞান এবং মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সনন্দনাদি মুনিগণই আপনাকে চিন্তা করিতে পারেন। আমি মূঢ়, আপনাকে কিরূপে চিন্তা করিব?—কিরূপে আপনাকে জানিতে পারিব? হে প্রশান্ত! আমি আপনাকে কেবল নমস্কার করি। আপনি পুরাণ পুরুষ; মায়ার গুণ সকল—সৃজনাদি আপনার কার্য্য এবং ব্রহ্মাদি আপনার রূপ। আপনি পুণ্য-পাপ-রহিত; নাম-রূপ-শূন্য। আপনি জ্ঞান উপদেশ করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করিয়াছেন। বিভো! এই লোক আপনার মায়ায় বিরচিত হইয়াছে; ইহাতে বস্তুবুদ্ধি করিয়া কাম, লোভ, ঈর্ষা এবং মোহে ভ্রান্ত-চিত্ত মানব সকল গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু হে ভগবন্! হে সর্ব্বভূতাত্মন্! আপনার কৃপায় আপনার দর্শন লাভ হওয়াতে অদ্য আমাদিগের কাম, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপ দৃঢ়তর মোহপাশ ছিন্ন হইল।" ১৯—২৬। শুকদেব কহিলেন,—হে নৃপ! এইরূপে স্তব করিয়া প্রভাব সকল গান করিলে পর, ভগবান্ কপিল অনুগ্রহ-প্রকাশপুরঃসর অংশুমান্‌কে কহিলেন, "বৎস! তোমার পিতামহের পশু—এই অশ্ব লইয়া যাও। তোমার এই দগ্ধ পিতৃগণ গঙ্গাজল পাইলে সদ্গতি পাইবেন, নতুবা নহে।" অনন্তর অংশুমান্, মুনিকে মস্তক দ্বারা প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রসন্ন করত যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করিলেন। সগর রাজা তদ্দ্বারা যজ্ঞশেষ সমাপ্ত করিলেন। পরে নিঃস্পৃহ হইয়া অংশুমানের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক ঔর্ব্বোপদিষ্ট মার্গানুসারে বন্ধনমুক্ত হইয়া অনুত্তম গতি প্রাপ্ত হইলেন। ২৭—৩০।

॥ অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

ভগীরথের গঙ্গানয়ন।

শুকদেব কহিলেন,—যেমন সগর রাজা পৌত্র-হস্তে-রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তপস্যা করেন, সেইরূপ অংশুমান্‌ও পুত্রকে রাজ্য দিয়া গঙ্গানয়ন-কামনায় বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। কিয়ৎকাল পরে তিনি কাল-গ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পুত্র দিলীপও তাঁহার ন্যায় গঙ্গানয়নে অসমর্থ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। দিলীপের সন্তান ভগীরথ। ইনি গঙ্গানয়ন-কামনায় সুমহৎ তপস্যা করিলেন। তাহাতে গঙ্গাদেবী ইঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আসিয়াছি।" ভগীরথ তৎশ্রবণে অবনত হইয়া আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। গঙ্গা দেবী কহিলেন, "রাজন্! আমি যখন আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইব, কে আমার বেগ ধারণ করিবে? রাজন্! কেহ বেগ ধারণ না করিলে, ভূতল ভেদ করিয়া রসাতলে গিয়া পড়িব! আমি পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না; কারণ, মনুষ্যেরা আমাতে পাপ প্রক্ষালন করিবে, সেই পাপ আমি কোথায় ক্ষালন করিব? সে বিষয়ে উপায় চিন্তা কর।" ১—৫। ভগীরথ কহিলেন, "মাতঃ! সন্ন্যাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ লোক-পাবন; তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গ-সঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। তাঁহাদিগের শরীরে অঘহারী হরি বর্ত্তমান আছেন। যিনি সকল শরীরে আত্মা এবং শাটী যেমন সূত্রে ওত-প্রোত থাকে, তদ্রূপ এই বিশ্ব যাঁহাতে ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে, সেই রুদ্র আপনার বেগ ধারণ করিবেন।" হে কৌরব্য! রাজা ভগীরথ, গঙ্গাকে এই বলিয়া তপস্যা দ্বারা ভগবান্ শিবকে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের সন্তোষ হইল। সর্ব্বলোক-হিতৈষী ভগবান্ শিব, ভগীরথের কথিত বিষয়ে "তথাস্তু" বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক হরিচরণ-পূত-সলিলা গঙ্গাকে সাবধানে ধারণ করিলেন। যেস্থানে স্বীয় প্রপিতামহগণের দেহ সকল ভস্মীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, রাজর্ষি ভগীরথ তথায় ভুবন-পাবনী গঙ্গাকে লইয়া গেলেন। ৬—১০। তিনি বায়ুবৎ-বেগগামী রথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন; ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়া সকল দেশ পবিত্র করত নির্দ্দগ্ধ সগর-নন্দনদিগকে স্বীয় সলিলে সেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! সগরাত্মজেরা, ব্রাহ্মণের অবমাননা করায় হত হইয়াও কেবল দেহ-ভস্ম দ্বারা তদীয় জলস্পর্শ মাত্রে স্বর্গে গমন করিল। সগর-তনয়গণ, ভস্মীভূত অঙ্গ দ্বারা যাঁহাকে স্পর্শ করায় স্বর্গগামী হইল, যাহারা ধৃতব্রত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করে, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব? এস্থলে গঙ্গা-দেবীর যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা সবিশেষ আশ্চর্য্য নহে। অমল মুনিগণ শ্রদ্ধা-সহকারে যে অনন্তে মনোনিবেশ করিয়া দুস্ত্যজ দেহ-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হন,—ভব-নাশিনী গঙ্গা সেই অনন্তদেবের চরণারবিন্দ-প্রসূতা। ১১—১৫। ভগীরথের পুত্র শ্রুত; শ্রুতের পুত্র নাভ; তাঁহা হইতে সিন্ধুদ্বীপ উৎপন্ন হন। সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতায়ু উৎপন্ন হন। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ; তিনি নলের সখা। রাজা ঋতুপর্ণ, নলকে অক্ষহৃদয় দিয়া তাঁহা হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম; তাঁহার তনয় সুদাস। সুদাসের পুত্র সৌদাস, মদয়ন্তীর স্বামী ছিলেন। তিনি মিত্রসহ বা কল্মাষপাদ নামেও আখ্যাত হইয়া থাকেন। বশিষ্ঠ-শাপে রাক্ষস এবং নিজ কর্ম্মফলে নিঃসন্তান হন। পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! মহাত্মা সৌদাসের প্রতি কি নিমিত্ত কুলগুরু অভিশাপ দেন, ইহা শুনিতে অভিলাষ করি যদি গোপনীয় না হয়, বলিতে আজ্ঞা হউক। ১৬—১৯। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সৌদাস রাজা মৃগয়া করিতে করিতে একটি রাক্ষস বধ করিলেন; কিন্তু তাহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই নিশাচর, ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক হইয়া চলিয়া গেল। সে রাজার অনিষ্ট-চিন্তা করিয়া পাচকরূপ ধারণ করি[য়া] এবং তাঁহার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। সে ভোজনার্থী বশিষ্ঠের জন্য নরমাংস পাক করিয়া আনিল। ভগবা[ন্] বশিষ্ঠ, যে মাংস পরিবেশন করা হইতেছিল, সেই মাংসকে যখ[ন] নরমাংস দেখিয়া ক্রোধ বশতঃ রাজাকে "নরমাংস ব্যবহার করা[য়] রাক্ষস হইবি" বলিয়া শাপ দিলেন; কিন্তু ঐ কার্য্য রাক্ষস-কৃ[ত] জানিয়া "দ্বাদশ বর্ষ-কাল শাপ-ফল ভোগ হইবে" বলিলেন। রাজা বিনা অপরাধে অভিশপ্ত হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া জলগ্র[হণ]পূর্ব্বক গুরুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। মদয়ন্তী কর্ত্[ক]

নিবারিত হওয়ায় সেই ভীরুজন—দিঙ্মণ্ডল, গগনমণ্ডল এবং ভূমণ্ডল এ সকলস্থান জীবময় দেখিয়া নিজ পদদ্বয়েই পরিত্যাগ করিলেন; সেই জন্য তিনি রাক্ষস-ভাবাপন্ন এবং কল্মাষপাদ হইলেন। হে রাজন্! সৌদাস রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষস হইয়া অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা রতিক্রীড়াসক্ত বনবাসী দ্বিজ-দম্পতী দেখিতে পাইলেন এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন। অকৃতার্থা তদীয় পত্নী বলিতে লাগিলেন,—"আপনি রাক্ষস নহেন, —ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের মধ্যে একজন মহারথ। হে বীর! আপনি মদয়ন্তীর স্বামী,—অধর্ম্ম করা আপনার উচিত নহে। আমি সন্তানার্থিনী; আমার স্বামী ব্রাহ্মণ এবং আমার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই; ইহাঁকে আমায় ভিক্ষা দিন। হে রাজন্! এই মানব-দেহে পুরুষদিগের অখিল পুরুষার্থ সাধন হয়, অতএব দেহ-নাশই সর্ব্বার্থনাশ বলিয়া কথিত হয়। আরও দেখুন, এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান্; তপঃ, শীল ও গুণযুক্ত; আর সর্ব্বভূতে আত্মভাবে অবস্থিত থাকিয়াও গুণসম্বন্ধ বশতঃ অন্তর্হিত মহাপুরুষ নামক পরব্রহ্মের ইনি আরাধনা করিতে ইচ্ছা রাখেন। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি রাজর্ষি-প্রবর; পিতা হইতে সন্তানের ন্যায় আপনা হইতে এই ব্রহ্মর্ষির বধ হওয়া অসম্ভব। রাজন্! কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি যে সৌহৃদ্যাচরণ,—বিদ্যা-বিবেক-সম্পন্ন বুধগণ তাহাকেই শীল বলিয়া থাকেন। আপনি সাধুজনের সম্মত; গোবধের ন্যায় অপাপ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মবধ কিরূপে সাধু বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন? হায়! আমি যাঁহা ব্যতীত ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারিব না, আমার সেই পতিকে যদি আপনি নিতান্তই ভক্ষণ করেন ত আমি মৃতপ্রায়; তবে অগ্রে আমাকে ভক্ষণ করুন।" ২০—৩৩। বিপ্রপত্নী অনাথার ন্যায় হইয়া ঐ প্রকার করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে থাকিলেও তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ব্যাঘ্র যেমন পশু খায়, সেই শাপমোহিত রাজা সেইরূপ ব্রাহ্মণকে খাইয়া ফেলিলেন। গর্ভাধান করিতে উদ্যত স্বামীকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিল দেখিয়া, ব্রাহ্মণী নিজের জন্য শোক করিতে করিতে কুপিতা হইয়া ঐ মহীপতির প্রতি এই শাপ দিলেন,— "রে পাপ! যেহেতু তুই আমার পতিকে রতি হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভক্ষণ করিলি, এইজন্য তোরও রতি হইতে মৃত্যু হইবে।" হে রাজন্! পতিলোক-পরায়ণা সেই ব্রাহ্মণী, মিত্রসহ রাজার প্রতি এই অভিশাপ দিয়া, পতির অস্থি সকল প্রজ্বলিত অনলে নিক্ষেপ করত সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ও তদ্দ্বারা স্বামীর গতি প্রাপ্ত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে নরপতি সৌদাসের শাপ-মোচন হইল। তদনন্তর তিনি একদিন মৈথুনার্থ উদ্যত হইলে তাঁহার মহিষী, ব্রাহ্মণীর শাপ বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক ঐ উদ্যম হইতে নিবারণ করিলেন। হে রাজন্! সৌদাস রাজা তদবধি স্ত্রী-সম্ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করেন এবং নিজকর্ম-দোষে নিঃসন্তান হন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার অনুমতিক্রমে তদীয় পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভোৎপাদন করিয়া দিলেন। ঐ রাজমহিষী সাত বৎসর সেই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকিলেন,—প্রসব করিতে পারিলেন না। তদনন্তর বশিষ্ঠ অশ্ম দ্বারা তদীয় গর্ভে আঘাত করিলেন, তাহাতেই সেই গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্র অশ্মক বলিয়া বিখ্যাত হইল। ৩৪—৪০। উক্ত অশ্মক হইতে বালিক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। স্ত্রীলোকেরা বেষ্টন করিয়া, পরশুরাম হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এইজন্য 'নারীকবচ' বলিয়া এবং পৃথ্বী নিঃক্ষত্রা হইলে তিনিই ক্ষত্রকুলের মূল হইয়াছিলেন, এইজন্য 'মূলক' বলিয়াও উক্ত হন। বালিক হইতে দশরথ; দশরথ হইতে ঐড়বিড়ি; ঐড়বিড়ি হইতে রাজা বিশ্বসহ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র খট্বাঙ্গ সম্রাট্ হইয়াছিলেন। খট্বাঙ্গ রাজা অতিশয় দুর্জ্জয় ছিলেন। তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যদিগকে বধ করেন; তাহাতে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলে, রাজা বলিয়াছিলেন, "আমার পরমায়ু কত প্রথমে বলুন।" তিনি দেবগণ-প্রমুখাৎ মুহূর্ত্ত মাত্র পরমায়ু অবশিষ্ট আছে, অবগত হইয়া তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিমান-যোগে শীঘ্র স্বীয় পুরে আগমন-পূর্ব্বক পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার এই নিশ্চয় হয়,—"কুলদেবতা ব্রহ্মকুল অপেক্ষা—আমার প্রাণ, আত্মজ, ধন-সম্পত্তি, পৃথিবী, রাজ্য এবং বনিতাও আমার প্রিয়তর নহে আর আমার মতি কদাচিৎ অত্যল্পও অধর্ম্মে রত হয় না এবং পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আমি দেখিতে পাই না। অতএব ত্রিভুবনের দেবগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত-গ্রহণের বর দিতেছিলেন বটে, কিন্তু আমার চিন্তা ভূতভাবনেই নিরত; সুতরাং আমি তাহাও প্রার্থনা করি নাই। ইন্দ্রিয়-বিক্ষিপ্ত-বুদ্ধি দেবগণও স্বীয় হৃদয়ে অবস্থিত প্রিয় আত্মাকে নিত্য দেখিতে পান না,—অন্যের কথা দূরে থাকুক। পরমেশ্বর-মায়াকৃত গন্ধর্ব্ব-নগরোপম গুণসমূহে স্বভাবসিদ্ধ আর্দ্র-আসক্তি, ভগবচ্চিন্তা দ্বারা পরিহার করিয়া সেই ভগবানের শরণাগত হই।" হে রাজন্! খট্বাঙ্গ রাজা, নারায়ণ-সংসৃষ্ট বুদ্ধিযোগে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইলেন। যিনি সূক্ষ্ম, অমূর্ত্ত অথচ শূন্যরূপে কল্পিত পরব্রহ্ম,—ভক্তজন যাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন, তিনিই আত্মস্বরূপ। ৪১—৫০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯॥

দশম অধ্যায়।

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন—রাজন্! খট্বাঙ্গ রাজার পুত্র দীর্ঘবাহু; তাঁহা হইতে মহাযশস্বী রঘু উৎপন্ন হন। ঐ রঘুর তনয় অজ। হে মহারাজ! ঐ অজ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্রহ্মময় হরি, দেবগণের প্রার্থনায় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এই চারি নামে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া ঐ দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক সীতাপতি রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তুমিও বারংবার তাহা শ্রবণ করিয়াছ; তথাপি সংক্ষেপে বলিতেছি—শ্রবণ কর। ১—৩। যিনি পিতৃসত্য-পালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, প্রিয়ার করস্পর্শেও যে পদযুগলের ব্যথা জন্মিত, সেই কোমল পদদ্বয়ে, বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন;—বানরেন্দ্র হনুমান্ এবং অনুজ লক্ষ্মণ যাঁহার পথশ্রান্তি অপনয়ন করিয়া দিতেন; শূর্পণখার বৈরূপ্য সম্পাদন করাতে রাবণ যে প্রিয়া-বিরহ উৎপাদন করে, তজ্জন্য রোষে যাঁহার ভ্রূকুটি দেখিয়া সমুদ্র ভীত হইয়াছিলেন;— যিনি তাহাতে সেতুবন্ধন করিয়া খলরূপী গহনের দাবানল-স্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই কোশলেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন। তিনি লক্ষ্মণের সমক্ষে, তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে মারীচাদি প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে একাকী নিহত করিয়াছিলেন। ১—৫। তিনি সীতার স্বয়ম্বর-গৃহে লোক-বীরগণের সভাস্থলে বালগজের ন্যায় লীলা প্রকাশ করত ত্রিশত বাহকানীত পিনাকধনু গ্রহণ, জ্যারোপণ এবং আকর্ষণ করিয়া, ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় মধ্যভাগে ভগ্ন করেন। পূর্ব্বে স্বীয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া যাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার গুণশীল, বয়স ও

অঙ্গসৌষ্ঠব নিজের অনুরূপ, সেই লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবীকে ধনু-র্ভঞ্জপণে লাভ করিয়া পথে আসিতেছেন,—এমন সময়ে পৃথিবীকে যে ব্যক্তি একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করেন, সেই পরশুরামের চির-সঞ্চিত গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। রাজন্! কিছুদিন পরে শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার আয়োজন হইতে লাগিল। কোন সময়ে কেকয়ীর প্রতি তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন,—"যে বর চাহিবে, তাহাই তোমায় দান করিব।" অতএব রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-সময়ে ঐ কেকয়ী, ভরতের যৌবরাজ্য ও রামচন্দ্রের বনবাস প্রার্থনা করিল। তখন—যদিও পিতা স্ত্রৈণ, তথাপি তাঁহাকে সত্যপাশে বদ্ধ বিবেচনা করিয়া, রামচন্দ্র তদীয় নিদেশ মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং যোগী-পুরুষ যেমন দুস্ত্যজ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তিনি সেইরূপ রাজ্য, শ্রী, প্রণয়ী, সুহৃদ্ ও নিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সভার্য্য হইয়া বনগমন করিলেন। অরণ্যমধ্যে অশুদ্ধমতি রাক্ষস-ভগিনীর রূপ বিকৃত করিয়া খর, দূষণ, ত্রিশিরা—এই কয়জন প্রধান বন্ধুর সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনষ্ট করিলেন এবং অসহ্য-ধনু-হস্তে সতত ভ্রমণ করিয়া কষ্টে বনে বাস করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! শূর্পণখার প্রমুখাৎ জনক-তনয়ার কথা শ্রবণে কামানল প্রজ্বলিত হওয়াতে রাবণ মারীচকে রামাশ্রম-সন্নিধানে প্রেরণ করে। মারীচ, অদ্ভুত মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া গেল। তখন রামচন্দ্র, রুদ্র যেমন দক্ষকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মারীচকে বাণাঘাতে সত্বর বিনষ্ট করেন। ৬—১০। অনন্তর রাক্ষসাধম রাবণ, রাম-লক্ষ্মণের অসাক্ষাতে বৃকের ন্যায় বিদেহ-রাজ-দুহিতাকে অপহরণ করিলে, রামচন্দ্র প্রিয়া-বিরহিত হইয়া, "স্ত্রীসঙ্গীদিগের এইরূপ দুঃখ" ইহা ব্যক্ত করত, ভ্রাতার সহিত দীনবৎ বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা সীতার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নিমিত্ত রাবণের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিহত জটায়ুর শাস্ত্রোক্ত সংকার হয় নাই; অতএব তিনি তাহার সংকার করিলেন; পরে কবন্ধ-বধ করিলেন। তদনন্তর বানর-যূথের সহিত সখ্য করিয়া বালি-বধানন্তর ঐ সকল বানর দ্বারা তিনি প্রিয়ার অবস্থা অবগত হইলেন; পরে বানরসৈন্য সহ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। তিনি মানবাবতার হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শিব ও ব্রহ্মাও তাঁহার চরণপদ্ম অর্চ্চনা করিতেন। রামচন্দ্রের ক্রোধলীলা-কুটিল-কটাক্ষপাতে যাঁহার নক্র-মকরাদি জলজন্তুগণ সংভ্রম-বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল,—ভয়ে যাঁহার তরঙ্গ-গর্জ্জন নিস্তব্ধ হইয়াছিল;—সেই সমুদ্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া মস্তকে পূজাদ্রব্য লইয়া তদীয় পাদপদ্ম-সমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে ভূমন্! আমরা জড়মতি বলিয়া এতদিন আপনাকে জানিতে পারি নাই। আপনি নির্ব্বিকার আদি-পুরুষ ও জগদীশ্বর;—যাঁহার বশবর্ত্তী সত্ত্বগুণ হইতে সুরগণ, রজোগুণ হইতে প্রজাপতি সকল এবং তমোগুণ হইতে ভূতপতি সকল উৎপন্ন হন, আপনি সেই গুণেশ্বর। প্রভো! ইচ্ছা-মত গমন করুন। বিশ্রবার বিষ্ঠা-তুল্য ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক দুরাত্মা রাবণকে বধ করুন এবং আপনার পত্নীকে প্রাপ্ত হউন। হে বীর! যশোবিস্তারের জন্য ইহাতে সেতুবন্ধন করুন। দিগ্বিজয়ী রাজগণ সেতুসমীপে আসিয়া আপনার যশ গান করিবে।" ১১—১৫। হে রাজন্! সাগরের ঐরূপ বচন শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বিবিধ পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বারা তাহার উপর সেতুবন্ধন করিলেন। সেই সকল গিরি-শিখরে ভূরি ভূরি তরু ছিল; তৎসমুদায়ের শাখা কপীন্দ্রদিগের হস্ত দ্বারা আন্দোলিত কম্পিত হইয়াছিল। সেতুবন্ধন হইলে পর বিভীষণের পরামর্শক্রমে সুগ্রীব, নীল, হনুমান্ প্রভৃতি সেনাগণ সহিত রঘুপতি লঙ্কায় প্রবেশ করেন। সীতার অন্বেষণ সময়ে হনুমান্ সেই লঙ্কা অগ্রেই দগ্ধ করিয়াছিলেন। কপীন্দ্রদিগের সেনাগণ তত্রস্থ ক্রীড়া-স্থান, ধান্যাগার, কোষ, দ্বারা, পুরদ্বার, সভা, বলভী ও কপোত-পালিকা রুদ্ধ করিল এবং বেদী, পতাকা, স্বর্ণকুম্ভ ও চতুষ্পথ সমুদায় ভগ্ন করিয়া দিল; সুতরাং ঐ লঙ্কাপুরী গজকুলা-ক্রান্তা তটিনীর ন্যায় ঘূর্ণিত হইল। রক্ষঃপতি রাবণ ইহা দেখিয়া নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক, প্রহস্ত, অতিকায় ও বিকম্পনাদি সমস্ত অনুচরবর্গকে এবং ইন্দ্রজিৎ ও কুম্ভকর্ণকে প্রেরণ করিল। ১৬—১৮। অসি, শূল, ধনু, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, শর, তোমর, খড়্গাদি বিবিধ শস্ত্রে অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-পুঙ্গবের বিরুদ্ধে রামচন্দ্র,—লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান্, গন্ধমাদন, নীল, অঙ্গদ, জাম্বুবান্ এবং পনসাদি সেনাপতি-সমন্বিত হইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। হে রাজন্! রঘুপতির সেনাপতিগণ,—সীতাহরণ করায় যাহার মঙ্গল-রাশি বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই রাবণের হস্তী, পদাতি, রথ ও অশ্বারোহীদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আক্রমণ করিয়া বৃক্ষ, পাষাণ, গদা ও বাণ-ক্ষেপণপূর্ব্বক তাহা-দিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যদিগের বিনাশ দর্শন করিয়া রাক্ষসরাজ পুষ্পক-বিমানে আরোহণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল এবং মাতলি-আনীত প্রভাশালী স্বর্গ-রথে আরূঢ় হইয়া বিরাজমান রামচন্দ্রকে নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা সকল আঘাত করিল। ১৯—২১। চন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "অরে রাক্ষস-পুরীষ! তুই অসৎ; কুকুর যেমন অসমক্ষে গৃহে প্রবেশ করিয়া, কোন সামগ্রী চুরি করিয়া লইয়া যায়, তুই সেইরূপ অসাক্ষাতে আমার কান্তা অপহরণ করিয়াছিস্। তুই অতি নির্লজ্জ; কালের ন্যায় অলঙ্ঘ্যবীর্য্য আমি এখনি তোর জুগুপ্সিত কর্ম্মের প্রতিফল দিতেছি।" এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া তিনি ধনুকে যে শরযোজনা করিয়াছিলেন, তাহা নিক্ষেপ করিলেন;—বজ্রতুল্য সেই বাণ রাবণের হৃদয় ভেদ করিল। দশমুখ রাবণ, দশমুখে শোণিত বমন করিতে করিতে ক্ষীণপুণ্য সুকৃতীর ন্যায় বিমান হইতে পড়িয়া গেল। রাক্ষসগণ তখন হাহাকার করিতে লাগিল। ১৯—২৩। তদনন্তর সহস্র সহস্র রাক্ষসী, লঙ্কা হইতে নির্গত হইয়া মন্দোদরী নাম্নী রাবণ-বনিতার সহিত রোদন করিতে করিতে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণের বাণে নির্ভিন্ন নিজ নিজ বন্ধুগণকে আলিঙ্গন করিয়া তাহারা আপনা-আপনি করাঘাত করত করুণ-স্বরে রোদন করিতে করিতে কহিল, "হা নাথ! আমরা মরিলাম। হে রাবণ! তুমি লোক-রাবণ ছিলে; তুমি না থাকায় এই লঙ্কাপুরী শত্রু-নিপীড়িত হইতেছে,—এক্ষণে কাহার শরণ লইব? হে মহাভাগ! তুমি কামবশ হইয়া জনক-নন্দিনীর তেজ ও অনুভাব জানিতে পার নাই; তাহাতেই এই দশা প্রাপ্ত হইলে। হে কুলনন্দন! তুমি লঙ্কাকে ও আমাদিগকে বিধবা, দেহকে গৃধ্রভক্ষ্য এবং আত্মাকে নরকভাগী করিলে।" ২৪—২৮। শুকদেব কহিলেন,—অনন্তর বিভীষণ, কোশলাধিপতি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া পিতৃযজ্ঞ-বিধানক্রমে জ্ঞাতিদিগের ঔর্দ্ধ-দৈহিক ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করিলেন। তাহার পর ভগবান্ রামচন্দ্র, অশোক-বনিকাশ্রমে শিংশপা-তরুমূলে নিজ-বিরহ-পীড়িতা, ক্ষীণা ও দীনা প্রিয়তমা জানকীকে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রামচন্দ্রের দয়া হইল। স্বামি-দর্শনে সীতার অতীব আনন্দ হইল এবং সেই আনন্দে তাঁহার বদনারবিন্দ বিকসিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যের আধিপত্য, লঙ্কা এবং কল্পান্ত পর্য্যন্ত পরমায়ু প্রদান করিয়া, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব দ্বারা জনক-তনয়াকে পুষ্পক-বিমানে বসাইয়া, পরে হনুমানের সহিত আপনি রথারূঢ় হইলেন। এইরূপে ব্রত সমাপনপূর্ব্বক রাক্ষসরাজ

বিভীষণকেও সমভিব্যাহারে লইয়া অযোধ্যা-যাত্রা করিলেন। পথে লোকপাল-প্রদত্ত কুসুম-নিকরে রামচন্দ্রের শরীর আবৃত হইল। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ পরম আনন্দে তদীয় চরিত্র গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ২১—৩৩। রামচন্দ্র আসিতে আসিতে শুনিলেন,—ভ্রাতা ভরত অযোধ্যার বহির্ভাগে শিবির করিয়া জটিল, বল্কলাম্বরধারী ও স্থণ্ডিলশায়ী হইয়া আছেন,—প্রাণ-ধারণার্থ গোমূত্র-পক্ব যবান্ন মাত্র ভোজন করেন; অতএব মহাকারুণিক রামচন্দ্র তাঁহার জন্য সন্তাপ করিতে লাগিলেন। ভরত তদীয় পাদুকা মস্তকে লইয়া পৌর, অমাত্য এবং পুরোহিতগণের সহিত জ্যেষ্ঠকে আনিবার জন্য স্বীয় শিবির নন্দিগ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদগান করিতে করিতে চলিলেন। স্বর্ণরুম-সিতাগ্র পতাকা; স্বর্ণময়, বিচিত্রধ্বজ-ভূষিত, উত্তম অশ্বযুক্ত এবং স্বর্ণ-পরিচ্ছদ-সম্পন্ন রথ; সুবর্ণ-বর্ম্মাবৃত যোদ্ধৃগণশ্রেণী, বারাঙ্গনা এবং পাদচারী বহুতর ভৃত্য তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। মহাত্মা ভরত,—রাজযোগ্য ছত্র-চামরাদি ও নানাবিধ বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া চলিলেন এবং শ্রীরামের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তৎসমস্ত রাজ-চিহ্ন সমর্পণপূর্ব্বক অগ্রজের পদতলে পতিত হইলেন। ৩৪—৩৮। প্রেমাশ্রু-ধারায় ভরতের হৃদয় ও নয়ন আকুল হইল। তিনি প্রথমে কৃতাঞ্জলিপুটে পাদুকাদ্বয় সম্মুখে স্থাপন করিলেন, পরে অশ্রুপূর্ণ-লোচন হইয়া নয়নজলে স্নান করাইতে করাইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। ইহার পর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা—ইঁহারা ব্রাহ্মণ এবং কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে নমস্কার করিলেন। তাহার পর প্রজারা তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে লাগিল। উত্তর-কোশলস্থ সমস্ত মানব বহুকালের পর আপনাদিগের অধিপতিকে আগত দেখিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইল এবং স্ব স্ব উত্তরীয়-বসন কম্পিত করিয়া আনন্দে পুষ্পমালা বর্ষণ ও নৃত্য করিতে লাগিল। ভরত—পাদুকাযুগল, বিভীষণ ও সুগ্রীব—ব্যজনশ্রেষ্ঠ চামর, পবন-তনয়—শ্বেতচ্ছত্র এবং সীতা—তীর্থ-জল-পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। নৃপ! শত্রুঘ্ন—ধনুক ও তূণ, অঙ্গদ—খড়্গ এবং ঋক্ষরাজ—স্বর্ণময় চর্ম্ম ধারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ৩৯—৪৩। যখন নারীগণ পুষ্পকারূঢ় রঘুপতির প্রশংসা এবং স্তব করিতে লাগিল, তখন গ্রহগণের সহিত সমুদিত নিশাকরের ন্যায় তাঁহার শোভা হইয়াছিল। অতঃপর ভ্রাতাকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া রামচন্দ্র উৎসবান্বিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্র রাজভবনে প্রবেশ করিলে জননী, বিমাতৃগণ, অন্যান্য গুরুজন এবং বয়স্য ও কনিষ্ঠগণ তাঁহাকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ-পূজাদি করিলেন। তিনিও সকলকে যথারীতি পূজা, সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। পশ্চাৎ সীতা এবং লক্ষ্মণও যথানিয়মে ইঁহাদিগের সন্নিধানে গমন করিলেন। প্রাণ পাইলে দেহ যেমন উত্থিত হয়, সেইরূপ স্ব স্ব তনয় পাইবামাত্র মাতৃগণ সহসা উত্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া অশ্রুজল দ্বারা অভিষেক করত শোকসন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বসিষ্ঠ-মুনি রামচন্দ্রের জটা মোচন করাইয়া, কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া চতুঃসাগর-জলাদি দ্বারা ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অভিষেক করিলেন। ৪৪—৪৮। রামচন্দ্র এইরূপে শিরঃস্নাত হইয়া প্রথমে সুশোভন বসন পরিধান করিলেন, পরে মাল্য ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, বসন-ভূষণে ভূষিত ভ্রাতৃবর্গ ও ভার্য্যার সহিত বিরাজমান হইলেন। তদনন্তর ভরত প্রণাম-পূর্ব্বক প্রণয় করিলে তিনি রাজ-সিংহাসন গ্রহণ করিলেন এবং স্বধর্ম্ম-নিরত ও বর্ণাশ্রম-গুণান্বিত প্রজাপুঞ্জকে পিতৃবৎ পালন করিতে লাগিলেন। প্রজারাও তাঁহাকে পিতা বলিয়া মান্য করিতে লাগিল। সর্ব্বভূত-সুখাবহ ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র রাজা হইলে পর, ত্রেতাযুগও সত্যকালের সমান হইল। হে ভরতর্ষভ! সমুদ্র, নদ, নদী, গিরি, বন, দ্বীপ, বর্ষ—সকলই প্রজাদিগের অভিলষিত-প্রদ হইয়াছিল। অধোক্ষজ রামচন্দ্রের রাজত্বে রাজ্যমধ্যে আধি, ব্যাধি, জরা, শোক, দুঃখ, ভয়, গ্লানি, অথবা ক্লান্তি—কিছুই রহিল না। ইচ্ছা না করিলে মৃত্যু কাহাকেও আক্রমণ করিতে সমর্থ হইত না। রামচন্দ্র শুচি ও একপত্নী-ব্রতধর হইয়া লোকদিগকে, রাজর্ষিদিগের অনুষ্ঠিত গৃহস্থ-ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করত স্বয়ং তাহা আচরণ করিতে লাগিলেন। তাবজ্জা সীতাদেবী বিনয়াবনতা হইয়া প্রণয়, আনুগত্য, শীলতা, ভয় এবং লজ্জা দ্বারা তদীয় চিত্ত হরণ করিতে লাগিলেন। ৪৯—৫৫।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র আচার্য্য-সমন্বিত হইয়া উত্তমোত্তম যাগ-যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বদেবময় পরমদেব আপনারই অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। যজ্ঞান্তে হোতাকে পূর্ব্বদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্ এবং উদ্গাতাকে উত্তরদিক্ দান করিলেন। ঐ সকল দিকের মধ্যস্থিত যত ভূমি ছিল, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণেরই পাওয়া উচিত বিবেচনায় তিনি নিঃস্পৃহ হইয়া অবশিষ্ট সমস্ত, আচার্য্যকে দিলেন। এইরূপে রামচন্দ্রের বসন ও ভূষণমাত্র অবশিষ্ট রহিল। রাজমহিষী জানকীরও আভরণমাত্র অবশিষ্ট ছিল। পরন্তু ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ বাৎসল্য অবলোকন করিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণেরা অতীব প্রীত হইলেন এবং স্তব করিতে করিতে সেই সমস্ত বস্তু প্রত্যর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভগবন্! হে ভুবনেশ্বর! আপনি যখন আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রভা দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-তিমির বিনাশ করিয়াছেন, তখন আপনি আমাদিগকে কি না দিয়াছেন?—তখন আপনাকর্ত্তৃক আমরা সকলই পাইয়াছি। হে পবিত্রকীর্ত্তে! রাম! আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, অকুণ্ঠ-মেধাবী;—আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আপনি অগ্রগণ্য; মুনিগণও স্ব স্ব চিত্তে আপনার চরণ-যুগল চিন্তা করেন।" ১—৭। তদনন্তর কোন সময় রামচন্দ্র, তাঁহার প্রতি রাজ্যবাসী লোক কিরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে—জানিবার ইচ্ছায় রাত্রিতে ছদ্ম-বেশে লুকায়িতভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন,—একব্যক্তি তাহার ভার্য্যাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছে, "আমি তোকে ভরণ-পোষণ করিব না; তুই দুষ্টা ও অসতী,—পরের গৃহে থাকিস্। রামচন্দ্র স্ত্রৈণ; সেই জন্য সীতাকে পালন করিতেছেন। আমি রাম নহি। আর তোকে গ্রহণ করিব না।" এই কথা শুনিবামাত্র, অবাধ্য অজ্ঞান বহুমুখ লোক হইতে ভীত হইয়া রামচন্দ্র, সীতাকে পরিত্যাগ করিলেন। স্বামি-পরিত্যক্তা হইয়া জনকনন্দিনী, গর্ভাবস্থায় মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেই স্থানে সময় পূর্ণ হইলে তাঁহার দুইটী যমজ পুত্র প্রসূত হইল। সেই সন্তানদ্বয়, কুশ ও লব—এই দুই নামে বিখ্যাত হয়। মহর্ষি বাল্মীকি, তাহাদিগের জাত-কর্ম্মাদি সমুদায় সংস্কার করেন। এ দিকে অযোধ্যায় লক্ষ্মণের দুইটী পুত্র জন্মিল; তাহাদের নাম,—অঙ্গদ ও চিত্রকেতু। ভরতেরও দুই পুত্র; একের নাম,—তক্ষ, দ্বিতীয়ের নাম

পুষ্কল। সুবাহু ও শ্রুতসেন নামে শত্রুঘ্নেরও দুই পুত্র হয়। ঐ সময়ে ভরত, দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিয়া কোটি কোটি গন্ধর্ব্ব নিহত করিলেন এবং তাহাদের ধন আনিয়া তৎসমুদায় রাজাকে দান করিলেন। শত্রুঘ্ন, মধুপুত্র লবণ রাক্ষসের প্রাণ-সংহার করিয়া মধুবনে মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ৮—১৪। জনক-তনয়া সীতা, ভর্ত্তাকর্ত্তৃক বনমধ্যে বিবাসিত হইয়া যে দুইটী তনয় প্রসব করেন, কিয়দ্দিন পরে তিনি তাহাদিগকে বাল্মীকি-মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বীয় পতি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভূ-বিবরে প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্র তাহা শুনিয়া এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে শোক-সংবরণ করিতে যত্ন পাইলেন বটে, কিন্তু প্রেয়সীর সেই সকল গুণরাশিস্মরণ করিয়া, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও সম্পূর্ণরূপে তাহা নিরোধ করিতে পারিলেন না। স্ত্রী-পুরুষের আসক্তি, সর্ব্বত্রই এইরূপ ভয়প্রদ। ফলতঃ ঈশ্বরদিগেরও যখন উহা ভয়াবহ হইল, তখন গৃহাসক্ত-চিত্ত গ্রাম্য-পুরুষদের কথা কি? সে যাহা হউক, ঐ প্রভু, অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর যাবৎ অগ্নিহোত্র করিলেন; তাহার পর দণ্ডকারণ্যের কণ্টকে আপনার যে চরণ-কমল বিদ্ধ হইয়াছিল,—স্মরণকারী ভক্ত-জনের হৃদয়মধ্যে তাহা স্থাপন করিয়া নিজধাম প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! রামচন্দ্রের সমুদ্র-বন্ধন ও অস্ত্রসমূহ দ্বারা রাক্ষস-বধ ইত্যাদি কার্য্য যদিও কবিগণ অদ্ভুত বলিয়া বর্ণন করিতেছেন, তথাচ তাহা তাঁহার যশ নহে। কেননা, যাঁহার প্রভাব,—আতিশয্য ও সাম্যবর্জ্জিত;—শত্রুবধে কপিগণ কি তাঁহার সহায় হইবার যোগ্য? দেবগণের প্রার্থনায় লীলার্থই ভগবান্ ঐ অবতার স্বীকার করিয়াছিলেন। ঋষিগণ, যাঁহার পাপনাশিনী ও দিগ্‌গজগণের আবরণ-বস্ত্রস্বরূপ দিগন্ত-ব্যাপিনী নির্ম্মলকীর্ত্তি অদ্যাপিও রাজসভাতে গান করেন এবং দেবগণ ও রাজগণ কিরীট দ্বারা যাঁহার চরণবিন্দ সেবা করেন, সেই রঘুপতির শরণাপন্ন হই। যাঁহারা রামচন্দ্রকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিয়াছিলেন, কিংবা তাঁহাকে উপবেশন করাইয়াছিলেন; যাঁহারা তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন,—সেই সমস্ত কোশলবাসিগণ, যোগি-গণের গম্য স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে রাজন্! যে পুরুষ শ্রীরাম-চন্দ্রের এই উপাখ্যান শ্রবণ করিবেন, তিনি উপশম-রত হইয়া কর্ম্মবন্ধ হইতে নিশ্চয় বিমুক্ত হইবেন। ১৫—২৩। পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ভগবান্ রামচন্দ্র, স্বয়ং কিরূপ আচরণ করিতেন? আপনার অংশস্বরূপ তিন ভ্রাতার প্রতিই বা তিনি কিরূপ ব্যবহার করিতেন? সাক্ষাৎ পরমেশ্বর স্বরূপ রামচন্দ্রের প্রতি সেই ভ্রাতৃগণ, প্রজাপুঞ্জ এবং পুরবাসী সকলেই বা কি প্রকার আচরণ করিতেন? শুকদেব কহিলেন,—ত্রিভুবনের ঈশ্বর রামচন্দ্র, সিংহা-সন গ্রহণ করিবার পর ভ্রাতাদিগকে দিগ্বিজয়ার্থ আদেশ করেন এবং জ্ঞাতিগণের প্রতি আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া সহচরগণ-সহিত স্বয়ং নগরী নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার রাজ্যাভিষেক-কাল হইতে অযোধ্যাপুরীর পথ অনবরত সুবাসিত জলে ও হস্তি-গণের মদজলে সিক্ত থাকিত। ঐ পুরী, নিজ স্বামী প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল। তত্রস্থ প্রাসাদ, গোপুর, সভা, চৈত্য, দেবায়তন প্রভৃতিতে জলপূর্ণ সুবর্ণকুম্ভ সতত বিন্যস্ত থাকিত। পতাকা শোভা পাইত। বৃন্ত-সহিত গুবাক, রম্ভা, সুশোভন বসন-পট্টিকা, আদর্শ, বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা স্থানে স্থানে নিরত মঙ্গল-তোরণ রচিত হইত। যেখানে যেখানে রামচন্দ্র গমন করিতেন,—পুরজনগণ, উপায়নহস্তে সেই সেই স্থানেই উপস্থিত হইত এবং এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত,—"হে দেব! আপনার পূর্ব্বোদ্ধৃত এই পৃথিবীকে রক্ষা করুন।" ২৪—২৯। রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জ, বহুকালের পর আপনাদের অধিপতির আগমন-সমাচার অবগত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়াছিল এবং অতৃপ্ত-লোচনে কমল-লোচন রামচন্দ্রকে দর্শন করত তাঁহার উপর পুষ্প-বৃষ্টি করিয়াছিল। রামচন্দ্রের আত্মীয় পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণ, পূর্ব্বে যে রাজভবন ভোগ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র যখন তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হন, তখন অনন্ত অখিল রত্নাদির কোষে তাহা পরিপূর্ণ এবং বহু মহামূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত ছিল। সেই ভবন,—বিদ্রুমময় দ্বার-দেহলী, বৈদূর্য্যময় স্তম্ভশ্রেণী, অতি স্বচ্ছ ও মরকতময় গৃহতল, স্ফটিকময় ভিত্তি, বিচিত্র পুষ্পমাল্য, উৎকৃষ্ট পট্টিকা, বসন, রত্ন-সমূহের কিরণজাল, চৈতন্যতুল্য উজ্জ্বল মুক্তাফল, কমনীয় ভোগ-সাধন দ্রব্যসমূহ এবং সুগন্ধ ধূপ-দীপ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। আর পুষ্পভূষিত, অলঙ্কারের অলঙ্কার স্বরূপ, দেবসদৃশ নর-নারীগণ, তথায় অবস্থিতি করিত। আত্মারামদিগের অগ্রগণ্য ভগবান্ রামচন্দ্র সেই ভবনে স্বীয় প্রণয়িনী প্রিয়ার সহিত ক্রীড়া করিতেন। তিনি ধর্ম্মকে পীড়া না দিয়া বহু বৎসর যাবৎ যথাকালে অভিলষিত ভোগ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন মানব-মাত্র নিরন্তর তাঁহার পাদপদ্মের অনুধ্যান করিত। ৩০—৩৬।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীরাম-তনয় কুশের বংশ-বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! শ্রীরাম-তনয় কুশের পুত্র অতিথি; অতিথির পুত্র নিষধ। তাঁহার পুত্র নভ; নভের পুত্র পুণ্ডরীক; পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা; ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক; দেবানীকের পুত্র হীন; হীনের পুত্র পারিষাত্র, পারিষাত্রের পুত্র বলস্থল। বলস্থলের পুত্র বজ্রনাভ; ইনি সূর্য্যের অংশে উৎপন্ন হন। বজ্রনাভের পুত্র সগণ; তাঁহার সুত বিধৃতি। ঐ বিধৃতি হইতে হিরণ্যনাভের উৎপত্তি হয়। হিরণ্যনাভ, জৈমিনির শিষ্য এবং যোগাচার্য্য ছিলেন। যদ্দ্বারা মহতী সিদ্ধি ও হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ হয়, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ইহাঁর নিকট, সেই অধ্যাত্মযোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এই হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প; পুষ্পের পুত্র ধ্রুবসন্ধি; ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন; সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; তাঁহার পুত্র শীঘ্র; শীঘ্রের পুত্র মরু; তিনি যোগসিদ্ধ হইয়া কলাপগ্রামে অব-স্থিতি করিতেছেন। তিনি কলিযুগের অবসানে সূর্য্যবংশ বিনষ্ট হইতেছে—দেখিয়া পুত্রোৎপাদন দ্বারা ঐ বংশ পুনঃ-প্রবর্ত্তিত করিবেন। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত; প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি; সন্ধির পুত্র অমর্ষণ, অমর্ষণের পুত্র মহস্বান্; মহস্বানের পুত্র বিশ্ববাহু; তাঁহার পুত্র প্রসেনজিৎ; তাঁহা হইতে তক্ষক উৎপন্ন হন। তক্ষকের পুত্র বৃহদ্বল; ইনি তোমার পিতা অভি-মন্যুর হস্তে সমরে নিহত হন। ১—৮। ইহাঁরা ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অতীত নরপতি। পরে যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামে পুত্র রাজা হইবেন। ক্রিয়াবান্ বৎসবৃদ্ধ, তাঁহার পুত্র হইবেন। বৎসবৃদ্ধের পুত্র প্রতিব্যোম; প্রতিব্যোমের পুত্র ভানু; ভানু হইতে সেনাপতি দিবাকের জন্ম হইবে। তাঁহার তনয় সহদেব; সহদেবের পুত্র বৃহদশ্ব; বৃহদশ্বের পুত্র ভানুমান্। সেই ভানুমানের পুত্র প্রতীকাশ; তাঁহা হইতে সুপ্রতীক উদ্ভূত হইবেন। তদনন্তর মরুদেব; তৎপরে সুনক্ষত্র; তাহার পর পুষ্কর জন্ম গ্রহণ করিবেন। পুষ্করের পুত্র অন্তরীক্ষ; অন্তরীক্ষের পুত্র সুতপা;

তাঁহার পুত্র অমিত্রজিৎ। অমিত্রজিতের পুত্র বৃহদ্রাজ; বৃহদ্রাজের পুত্র বর্হি; বর্হির পুত্র কৃতঞ্জয়; কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়; রণঞ্জয় হইতে সঞ্জয় জন্মিবেন। সঞ্জয়ের সুত শাক্য; তাঁহার পুত্র শুদ্ধোদ; শুদ্ধোদের পুত্র লাঙ্গল। লাঙ্গল হইতে প্রসেনজিৎ; তাঁহা হইতে ক্ষুদ্রক; ক্ষুদ্রক হইতে সুমিত্র উৎপন্ন হইবেন। ইঁহারা বৃহদ্বলের বংশ। ইক্ষ্বাকুবংশ সুমিত্রান্ত হইবে। কারণ, সুমিত্র; রাজা হইলে পর কলিযুগে ঐ বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। ১—১৬।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমির বংশ-বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—ইক্ষ্বাকু-তনয় নিমি সত্র আরম্ভ করিয়া মহর্ষি বসিষ্ঠকে ঋত্বিক্-কর্ম্মে বরণ করিলে, ঐ মুনি বলিলেন, "অগ্রে ইন্দ্র আমাকে বরণ করিয়াছেন; ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপন না করিয়া তোমার যজ্ঞে বৃত হইতে পারি না। যাবৎ ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপন না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর।" এ কথায় নিমি, মৌনী হইয়া রহিলেন। বসিষ্ঠও ইন্দ্রযজ্ঞ করিতে গেলেন। জিতেন্দ্রিয় নিমি, জীবনের অস্থিরতা জানিয়া গুরু না আসিতে আসিতে অন্য ঋত্বিক্ দ্বারা সত্র আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনন্তর বসিষ্ঠ, ইন্দ্রসত্র সমাপন করিয়া আসিয়া, শিষ্যের অন্যায়-কার্য্য দর্শনে এই অভিশাপ দিলেন,—"পণ্ডিতাভিমানী এই নিমির শীঘ্র দেহপাত হউক।" কুলগুরু ঐ প্রকারে অধর্ম্মবর্ত্তী হওয়াতে নিমিও তাঁহাকে এই অভিশাপ দিলেন—"তুমি লোভ-পরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলে না; অতএব তোমারও দেহ পতিত হউক।" ১—৫। এই বলিয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানী নিমি নিজ দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। সেই সময় বসিষ্ঠ-ঋষিরও শরীরপাত হইল; মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে বসিষ্ঠ পুনরুৎপন্ন হন। ঋত্বিক্ মুনিশ্রেষ্ঠগণ, গন্ধবস্তু-মধ্যে নিমির দেহ স্থাপন করিয়া সত্রযাগ সমাপ্ত করিলেন এবং তাহাতে উপস্থিত দেবগণকে বলিলেন, "আপনারা যদি প্রসন্ন ও সমর্থ হন, তাহা হইলে নিমিরাজের এই দেহ সজীব হউক।" ইহাতে দেবতারা "তথাস্তু" বলিলে, নিমি গন্ধবস্তু মধ্য হইতে বলিলেন, "আর কখনই যেন আমার দেহ-বন্ধ না হয়। হরিসেবক মুনিরা বিয়োগ-ভয়ে কাতর হইয়া কদাপি দেহ-সম্বন্ধ বাঞ্ছা করেন না,—মুক্তির নিমিত্ত কেবল ভগবানের পাদপদ্ম ভজনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যদেহ,—দুঃখ, শোক ও ভয়ের আবাস; তাহা আর আমি ধারণ করিতে বাসনা করি না; কারণ, জলে মৎস্যের ন্যায় সর্ব্বত্র দেহের মৃত্যু-সম্ভাবনা রহিয়াছে।" ৬—১০। দেবতারা কহিলেন, "তবে দেহশূন্য হইয়াই দেহী সকলের লোচনে যথেচ্ছাক্রমে বাস করুন।" অধ্যাত্ম-সংস্থিত নিমি, চক্ষুর উন্মেষ-নিমেষ দ্বারা লক্ষিত হন। পরন্তু তদনন্তর মহর্ষিরা বিবেচনা করিলেন,—অরাজক-রাজ্যে প্রজাজনের সর্ব্বদা ভয়-সম্ভাবনা। অতএব সকলে রাজপুত্র-কামনা করিয়া ঐ নিমির দেহ মন্থন করিলেন; তাহাতে তাঁহার মৃতদেহ হইতে একটী কুমার উৎপন্ন হইল। সেই নিমি-তনয়ের ঐরূপ জন্মহেতু তাঁহার 'জনক' নাম হয়। পিতার বিদেহ-অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করাতে 'বৈদেহ'; মথন দ্বারা জাত, এইজন্য 'মিথিল' বলিয়াও খ্যাত হন। তিনি মিথিলাপুরী নির্ম্মাণ করেন। ১১—১৩। জনকের পুত্র উদাবসু; উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন; নন্দিবর্দ্ধনের তনয় সুকেতু; সুকেতুর পুত্র দেবরাত; দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ; বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য্য; মহাবীর্য্যের পুত্র সুধৃতি; সুধৃতির পুত্র ধৃষ্টকেতু; ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব; হর্য্যশ্বের পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রতীপ; প্রতীপের পুত্র কৃতরথ; তাঁহার পুত্র দেবমীঢ়; দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত; বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি; মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত; কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা; মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা; স্বর্ণরোমার পুত্র হ্রস্বরোমা; হ্রস্বরোমার পুত্র সীরধ্বজ। সীরধ্বজের কন্যা সীতা; সীরধ্বজ রাজা যজ্ঞার্থ ভূমি-কর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সীর অর্থাৎ লাঙ্গল-পদ্ধতির অগ্রভাগ হইতে সীতার জন্ম হয়। এইরূপে সীর তাঁহার কীর্ত্তিসূচক হওয়ায়, তাঁহার নাম সীরধ্বজ হইয়াছিল। ১৪—১৮। সীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ; তাঁহার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ। ধর্ম্মধ্বজের দুই পুত্র;—কৃতধ্বজ এবং মিতধ্বজ। তন্মধ্যে কৃতধ্বজ হইতে কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজ হইতে খাণ্ডিক্য উৎপন্ন হন। হে রাজন্! কৃতধ্বজের পুত্র আত্ম-বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজ-ভয়ে পলায়ন করেন। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান্; তাঁহার পুত্র শতদ্যুম্ন; শতদ্যুম্নের পুত্র শুচি। ঐ শুচি হইতে সনদ্বাজ উৎপন্ন হন। সনদ্বাজের পুত্র ঊর্দ্ধকেতু; ঊর্দ্ধকেতুর পুত্র পুরুজিৎ; পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি; অরিষ্টনেমির পুত্র শ্রুতায়ু; শ্রুতায়ুর পুত্র সুপার্শ্ব। সুপার্শ্ব হইতে চিত্ররথ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র ক্ষেমাধি; ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ; সমরথের পুত্র সত্যরথ; সত্যরথের পুত্র উপগুরু। তাঁহার ঔরসে অগ্নির অংশে উপগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। উপগুপ্তের পুত্র বস্বনন্ত; বস্বনন্তের পুত্র যুযুধান; যুযুধানের পুত্র সুভাষণ; সুভাষণের পুত্র শ্রুত; শ্রুতের পুত্র জয়; জয়ের পুত্র বিজয়। বিজয় হইতে ঋত উৎপন্ন হন। ঋতের পুত্র শুনক; শুনকের পুত্র বীতহব্য; বীতহব্যের পুত্র ধৃতি; ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব; তাঁহার পুত্র কৃতি। তিনি শ্রেষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। হে রাজন্! এই সকল মহীপাল মিথিলা-দেশীয়, ইঁহারা আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং যোগীশ্বর-দিগের প্রসাদে গৃহে বাস করিয়াও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-নির্ম্মুক্ত ছিলেন। ১৯—২৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সোমবংশ-বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অনন্তর পবিত্রতা-জনক সোম-বংশের বিবরণ বলিতেছি—শ্রবণ কর। ঐ বংশেই পুণ্যকীর্ত্তি ঐল প্রভৃতি ভূপতিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! সহস্রশীর্ষা পরম-পুরুষ ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন; তাঁহার পুত্র অত্রি। তিনি গুণসমূহে পিতৃতুল্য ছিলেন। সেই অত্রির নেত্র হইতে অমৃতময় সোম নামক পুত্র উৎপন্ন হন। ভগবান্ ব্রহ্মা,—ঐ সোমকে বিপ্র, ওষধি ও নক্ষত্র সকলের আধিপত্য প্রদান করেন; তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন। একদা ঐ সোম দর্পহেতু বল-প্রকাশপূর্ব্বক বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিয়াছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি অনেকবার সোমের নিকট ভার্য্যা-প্রত্যর্পণের জন্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু মদ-মত্ততা প্রযুক্ত সোম, গুরুপত্নী পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার নিমিত্তই সুর ও অসুরগণ-মধ্যে মহা বিগ্রহ উপস্থিত হইল। ১—৫। বৃহস্পতির উপর শুক্রাচার্য্যের দ্বেষভাব ছিল, এ কারণ তিনি আপনার শিষ্য অসুরগণের সহিত সোমের পক্ষ হইলেন। এদিকে ভগবান্ হর ভূতগণে পরিবৃত হইয়া নিজ

গুরুপুত্র বৃহস্পতির পক্ষ হইলেন। ইন্দ্রও সমুদায় দেবতার সহিত মিলিত হইয়া আপনাদের গুরু বৃহস্পতির অনুবর্ত্তী হইলেন। তাহার পরেই তারার নিমিত্ত সুর ও অসুর-বিনাশক সমর হইল। হে রাজন্! কিয়দ্দিন যুদ্ধ হইলে পর অঙ্গিরা ব্রহ্মার নিকট ঐ বিষয় নিবেদন করিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা সোমকে ভর্ৎসনা করিলেন। তদনুসারে সোম, তারাকে তদীয় স্বামিহস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। বৃহস্পতি, স্বীয় ভার্য্যাকে গর্ভবতী বলিয়া জানিলেন। "রে দুর্ব্বুদ্ধি! আমার ক্ষেত্রে অন্যের আহিত বীজ ধারণ করিস্! শীঘ্র ত্যাগ কর্,—ত্যাগ কর্। অরে অসতি! তুই স্ত্রীজাতি এবং আমি সন্তানার্থী; অতএব তোকে ভস্মসাৎ করিব না"—পতির এই সকল কথায় তারা লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গর্ভ হইতে কনকপ্রভ কুমার পরিত্যাগ করিলেন। হে রাজন্! পরম সুন্দর কুমার-দর্শনে তৎপ্রতি বৃহস্পতি ও সোম—উভয়েরই স্পৃহা জন্মিল। ৬—১০। "আমার এই বালক, তোমার নহে"—এইরূপ দুইজনে বিবাদ করিতে থাকিলে ঋষিগণ ও দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কাহার পুত্র?" তারা লজ্জিত হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই বালক কুপিত হইয়া জননীর প্রতি বলিতে লাগিল—"অরে অসতি! অলীক লজ্জায় কাজ কি? কেন বলিতেছ না; শীঘ্র আমার নিকট আপনার দোষ বল।" অনন্তর ব্রহ্মা ঐ তারাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া সান্ত্বনা করত জিজ্ঞাসা করিলেন; তারা ধীরে ধীরে বলিলেন,—"সোমের।" তখনই সোম (চন্দ্র) সেই পুত্র লইয়া গেলেন। লোককর্ত্তা বিধাতা, ঐ বালকের গম্ভীর বুদ্ধি দেখিয়া 'বুধ' নাম রাখিয়াছিলেন। হে রাজন্! নক্ষত্রপতি সোম, সেই পুত্র হইতে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হন। ১১—১৪। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে,—ঐ বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। তিনি অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রালয়ে তাঁহার রূপ, গুণ, ঔদার্য্য, শীলতা, ধন ও বিক্রম গান করেন। উর্ব্বশী তাহা শুনিয়া কামশরে নিপীড়িত হইল এবং ঐ রাজার নিকট আগমন করিল। মিত্রাবরুণের শাপে উর্ব্বশী মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন সে, পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবাকে কন্দর্পতুল্য রূপবান্ শ্রবণ করিয়া অধীর-ভাবে তাঁহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইল। হে রাজন্! উর্ব্বশীকে অবলোকন করিয়া পুরূরবারও নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। রাজা রোমাঞ্চিত হইয়া সুমধুর বচনে কহিলেন, "হে বরারোহে! আসিতে ত ক্লেশ হয় নাই? উপবেশন কর; বল,—আমি কি করিব? আমার সহিত বিহার কর। বহুকাল আমাদের উভয়ের সুখে বিহার হউক।" ১৫—১৯। উর্ব্বশী কহিল, "হে সুন্দর! তোমার প্রতি কাহার মন ও নয়ন আসক্ত না হয়? তোমার বক্ষঃস্থলে প্রাপ্ত হইলে বিহারে ইচ্ছা এতাদৃশ বলবতী হয় যে, কেহই তথা হইতে অপগত হইতে চাহে না। হে মানদ! এই দুইটী মেষ ন্যাসরূপে রক্ষা কর। আমি তোমার সহিত বিহার করিব। কারণ, যে পুরুষ শ্লাঘ্য, সেই ব্যক্তিই রমণীদিগের বরণীয়। কিন্তু হে বীর! ঘৃতমাত্র আমার ভক্ষ্য হইবে; আর মৈথুনকাল ব্যতীত অপর সময়ে তোমাকে উলঙ্গ দেখিব না। পুরূরবা তদীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং সে যাহা যাহা বলিল, তৎসমুদায়ই অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন; "সুন্দরি! তোমার আশ্চর্য্য রূপ ও আশ্চর্য্য ভাব দেখিলেই নর-লোকের মোহ হয়। তুমি স্বর্গবাসিনী দেবী, স্বয়ং আগমন করিয়াছ;—কোন্ মনুষ্য তোমার সেবা না করিবে?" এই কথা বলিয়া পুরুষ-প্রধান পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত দেবগণের ক্রীড়াস্থল চৈত্ররথ প্রভৃতি স্থানে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। উর্ব্বশীও যথাযোগ্যরূপে ঐ কার্য্য সম্পাদনে ব্যাপৃতা রহিল। উর্ব্বশীর গাত্রে পদ্মকিঞ্জল্কের গন্ধ-তুল্য সুগন্ধ বহিত; রাজা তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তদীয় বদন-সৌরভে প্রলোভিত হইয়া অনেক দিন পরম আমোদে অতিবাহিত করিলেন। ২০—২৫। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র, উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া, 'আমার সভা উর্ব্বশী ব্যতীত শোভা পায় না' এই বলিয়া উর্ব্বশীকে আনয়ন করিতে গন্ধর্ব্বদিগকে পাঠাইলেন। মধ্যরাত্রে গাঢ় অন্ধকারে জগৎ সমাচ্ছন্ন হইলে ঐ সকল গন্ধর্ব্ব, মর্ত্ত্যলোকে গমন করিল এবং পুরূরবার নিকট উর্ব্বশী যে দুইটী মেষ ন্যাস-রূপে রাখিয়াছিল, তাহা হরণ করিয়া আনিল। উর্ব্বশী সেই দুইটী মেষকে পুত্রতুল্য জ্ঞান করিত; গন্ধর্ব্বগণ যখন তাহাদিগকে লইয়া যায়, তখন তাহারা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। উর্ব্বশী তাহা শুনিতে পাইয়া কহিল, 'হা! আমি এই কুৎসিত-স্বামি-হস্তে পড়িয়া মরিলাম! ইনি নপুংসক, আপনিই আপনাকে বীর বলিয়া অভিমান করেন। ইহাঁর প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমি নষ্ট হইলাম; আমার অপত্যগুলি দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইল! অহো! ইনি দিবসে পুরুষ; কিন্তু রাত্রিতে নারীর ন্যায় ভীত হইয়া শুইয়া আছেন।' হস্তী যেরূপ অঙ্কুশে বিদ্ধ হয়, সেইরূপ উর্ব্বশীর এতাদৃশ বাক্যশরে বিদ্ধ হইয়া পুরূরবা সেই রাত্রিতেই নিস্ত্রিংশ গ্রহণপূর্ব্বক রোষে বিবস্ত্র হইয়া মেষাপহারকদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। ২৬—৩০। তদ্দর্শনে গন্ধর্ব্বগণ তৎক্ষণাৎ সেই দুই মেষ পরিত্যাগ করিল এবং বিদ্যুৎস্ফুরণ করিতে লাগিল। রাজা, মেষশাবক লইয়া স্বস্থানে আগমন করিলেন; কিন্তু তখন উর্ব্বশী তাঁহাকে উলঙ্গ দেখিল ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় প্রস্থান করিল। পুরূরবা, শয্যাতে জায়া উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া বিমনা হইলেন। তাঁহার চিত্ত উর্ব্বশীতে ন্যস্ত ছিল। কাতর হইয়া শোকাবেগে উন্মত্তের ন্যায় ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী-তীরে সেই অপ্সরা এবং তদীয় পাঁচটী সখীকে দেখিতে পাইয়া পুরূরবা হৃষ্ট-বদনে এই সুন্দর কথাগুলি বলিতে লাগিলেন,—"অয়ি প্রিয়ে দাঁড়াও,—দাঁড়াও; অয়ি ঘোরে! আমাকে সুখী না করিয়া তোমার ত্যাগ করা উচিত হয় না;—এস, একত্র বসিয়া কথা কহি। দেবি! আমার এই অতি কমনীয় কলেবর তুমি দূরে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছ; দেখ,—ইহা এইখানে পতিত হয় এবং তোমার প্রসাদ-পাত্র না হওয়াতে, এই দেখ, গৃধ্র ও ও বৃকগণ ইহাকে খাইয়া ফেলে।" ৩১—৩৫। উর্ব্বশী কহিল, "রাজন্! মরিও না। তুমি পুরুষ, ধৈর্য্য অবলম্বন কর; এই সকল বৃক তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। হে রাজন্! স্ত্রীদিগের সখ্য কুত্রাপি থাকে না, তাহাদের হৃদয় বৃকদিগের হৃদয়-তুল্য। রমণীগণ, স্বভাবতঃ অকরুণ, ক্রূর ও ক্ষান্তিরহিত; প্রিয়ের নিমিত্ত দুঃসাধ্যাদিতে সাহস করিয়া থাকে এবং অল্প বিষয়ের নিমিত্তও বিশ্বস্ত পতি অথবা ভ্রাতার প্রাণবধ করে। যাহারা পুংশ্চলী—স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়ায়, তাহারা ত সৌহার্দ্দকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছে; কেবল নূতন নূতন পুরুষের প্রতি তাহাদিগের অভিলাষ। হে পার্থিব! তুমি সংবৎসরান্তে একরাত্রি মাত্র আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে, তাহাতেই তোমার অপরাপর সন্তান উৎপন্ন হইবে।" হে রাজন্! এই কথায় পুরূরবা তাঁহাকে গর্ভবতী বুঝিয়া নগরে গমন করিলেন। এক বৎসর-শেষে পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। উর্ব্বশীকে বীর-প্রসবিনী দেখিয়া পুরূরবা পরম আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত একরাত্রি বাস করিলেন। উর্ব্বশী, নৃপতিকে বিরহাতুর দেখিয়া কহিলেন, "গন্ধর্ব্বদিগকে অনুনয় কর; ইঁহারা আমাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবেন।" হে রাজন্! উর্ব্বশীর ঐ কথায় পুরূরবা গন্ধর্ব্বদিগের স্তব

করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন। কামার্ত্ত রাজা অগ্নিস্থালীকেই উর্ব্বশী মনে করিয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে জানিতে পারিলেন যে, ইহা উর্ব্বশী নহে। তদনন্তর সেই অগ্নিস্থালী বন-মধ্যে স্থাপন করিয়া, গৃহে গমনপূর্ব্বক নিত্য নিশাভাগে উহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাহাতে ত্রেতাযুগ আরম্ভ সময়ে তদীয় হৃদয়ে কর্ম্মবোধক বেদত্রয় প্রাদুর্ভূত হইল। ৩৬—৪৩। পরে তিনি পুনরায় অগ্নিস্থালীর নিকট গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন,—শমীবৃক্ষের গর্ভে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। অতএব এতন্মধ্যে অগ্নি আছে—ইহা বুঝিতে পারিয়া উর্ব্বশী-লোক-প্রাপ্তি কামনায় রাজা সেই অশ্বত্থ দ্বারা দুইটী অরণি নির্ম্মাণ করিলেন। মন্ত্রানুসারে নিম্ন অরণিটাকে উর্ব্বশী এবং উত্তর অরণিকে আপন স্বরূপ বোধ করিয়া, এই দুয়ের মধ্যে যে কাষ্ঠখণ্ড ছিল, তাহাকে পুত্ররূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন। পুরূরবার অরণি-মন্থন দ্বারা জাতবেদা অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। সেই অগ্নি, ত্রয়ী-বিদ্যা-বিহিত আধান-সংস্কার দ্বারা আহবনীয়াদি ত্রিরূপ হইলে পর, রাজা সেই ত্রিবৃৎ অগ্নিকে স্বীয় পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন এবং উর্ব্বশী-লোক কামনা করিয়া তদ্দারা সর্ব্বদেবময় যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হরির যজ্ঞ করিলেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বপ্রকার বাক্যের বীজস্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ; নারায়ণই একমাত্র দেবতা; অগ্নিও একমাত্র এবং বর্ণও একমাত্র ছিল। রাজন্! ত্রেতাযুগের প্রথমে পুরূরবা হইতে তিনটী বেদ হয়। ঐ রাজা অগ্নিরূপ প্রজা দ্বারা গন্ধর্ব্ব-লোক প্রাপ্ত হন। ৪৪—৪৯।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পরশুরাম কর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার ছয়টী পুত্র হয়;—আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় ও জয়। ইহাদের মধ্যে শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্; সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়; রয়ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত, বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক। যে জহ্নু এক গণ্ডূষে গঙ্গা পান করিয়াছিলেন, তিনিই ঐ হোত্রক হইতে উদ্ভূত হন। ঐ জহ্নুর পুত্র পূরু; তাঁহার পুত্র বলাক; বলাকের পুত্র অজক; অজকের পুত্র কুশ; কুশের কুশাম্বু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ—এই চারি পুত্র; তন্মধ্যে কুশাম্বু হইতে গাধি উৎপন্ন হন। ঐ গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা হয়। দ্বিজবর ঋচীক গাধির নিকট সেই কন্যা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাতে গাধি, তাঁহাকে অনুপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া নিবেদন করেন, "ব্রহ্মন্! যাহাদের জ্যোতি চন্দ্রের তুল্য এবং একদিকের কর্ণ শ্যাম বর্ণ, তাদৃশ সহস্র সংখ্যক অশ্ব আমায় কন্যার শুল্ক প্রদান করুন। আমরা কুশিক-বংশোদ্ভব।" ১—৫। এই কথা শ্রবণে ঋষি, রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া বরুণ-সমীপে গমন করেন এবং তথা হইতে আনীত তাদৃশ অশ্ববৃন্দ, রাজাকে অর্পণ করিয়া সেই বরাননাকে বিবাহ করেন। কিয়ৎকাল পরে ঋচীকের পত্নী ও শ্বশ্রূ পুত্র কামনা করিয়া যথাবিধি চরু করিতে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে তিনি পত্নীর নিমিত্ত ব্রহ্মমন্ত্রে এবং শ্বশ্রূর নিমিত্ত ক্ষাত্রমন্ত্রে চরুপাক করিয়া স্নান করিতে গেলেন। আপন চরু হইতে কন্যার চরু শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া, মাতা সত্যবতীর নিকট তদীয় চরু প্রার্থনা করিলেন; সত্যবতীও মাতাকে তাহা প্রদান করিলেন এবং মাতার চরু আপনি ভোজন করিলেন। অনন্তর মুনি প্রত্যাগত হইয়া ঐ বিষয় অবগত হইলেন এবং পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অতি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ, চরু-বিপর্য্যয় করাতে তোমার পুত্র ভয়াবহ ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি হইবে এবং তোমার ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ হইবেন।" এতৎশ্রবণে সত্যবতী ভীতা হইলেন এবং বিবিধ বিনয়-সহকারে মুনিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! যেন এরূপ না হয়।" ভার্গব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে তোমার পৌত্র ভয়ানক হইবে।" তাহার পরে সত্যবতীর জমদগ্নি নামে তনয় উৎপন্ন হইল। অতঃপর সত্যবতী লোকপাবনী মহাপুণ্যা কৌশিকী নাম্নী নদী হইলেন। জমদগ্নি রেণু-কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ঐ ভার্গব ঋষির (জমদগ্নির) ঔরসে বসুমান্ প্রভৃতি সন্তান উদ্ভূত হয়। ইঁহাদের কনিষ্ঠ "রাম" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি হৈহয়-বংশ নাশ করেন এবং তাঁহাকে পণ্ডিতগণ বাসুদেবের অংশ বলিয়া থাকেন। তিনি এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়-জাতিরা রজঃ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া সাহঙ্কার ও বেদ-বিরুদ্ধাচারী হওয়াতে ভূমণ্ডলের ভার-স্বরূপ হইয়াছিল, অতএব তাহারা অল্প অপরাধ করিলেও পরশুরাম তাহাদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। ৬—১৫। রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ, ভগবান্ পরশুরামের কি অপরাধ করিয়াছিল যে, তাহাতে বারংবার ক্ষত্রিয়কুল বিনষ্ট হয়? শুকদেব কহিলেন,—হৈহয়দিগের অধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরিচর্য্যা দ্বারা নারায়ণের অংশের অংশ ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া, সহস্র বাহু এবং অরাতিগণ-মধ্যে দুর্দ্ধর্ষত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অব্যাহত ইন্দ্রিয়, সামর্থ্য, সম্পদ্, প্রভাব, বীর্য্য, বল ও যোগেশ্বরত্বও লাভ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে অণিমাদি গুণ বিরাজমান, তিনি তাদৃশ ঐশ্বর্য্যও লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি পবনের ন্যায় অপ্রতিহত-গতি হইয়া নিখিল লোকে বিচরণ করিতেন। মদমত্ত অর্জ্জুন বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া বহুতর রমণীরত্ন সহিত নর্ম্মদাজলে ক্রীড়া করত বাহু দ্বারা সেই নদীর স্রোত রোধ করেন। সেই সময় রাবণ দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া মাহিষ্মতী-পুরী-সমীপে শিবির স্থাপন করেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, জলপ্রবাহ রুদ্ধ করায় নদীর স্রোত প্রতিকূল হইয়া তট-নিকট প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিল; প্রতিকূল-বাহিনী নদী-জলে তাহার শিবির প্লাবিত হইয়া গেল। বীরমানী দশানন, অর্জ্জুনের সে কার্য্য সহ্য করিতে পারিল না; তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কার্ত্তবীর্য্য, স্ত্রীগণের সমক্ষেই তাহাকে বানরের ন্যায় অবলীলাক্রমে ধরিয়া মাহিষ্মতী-নগরীতে রুদ্ধ করিয়া রাখেন; শেষে কিছুদিন পরে অবজ্ঞাক্রমে ছাড়িয়া দেন। ১৬—২২। তিনি একদা মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া, বিজন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে জমদগ্নি-মুনির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তপোধন, কামধেনু দ্বারা অমাত্য, সৈন্য ও বাহনাদি বাহন সহিত নরদেবের আতিথ্য সম্পাদন করিলেন। মুনির ধেনু-রত্নকে আপনার ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতে হৈহয়গণ-সহ অর্জ্জুন ঐ হোম-ধেনু লইতে অভিলাষী হইলেন; সুতরাং আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইলেন না। অহঙ্কার বশতঃ স্বীয় পুরুষদিগকে ঋষির হোম-ধেনু হরণ করিতে আদেশ করিলেন; তাহাতে তাহারা রোরুদ্যমানা সবৎসা সেই ধেনুকে বলপূর্ব্বক মাহিষ্মতী-নগরে লইয়া গেল। অনন্তর রাজা নির্গত হইলে পর মুনিসত্তম পরশুরাম আশ্রমে আসিলেন। অর্জ্জুনের দৌরাত্ম্য-বার্ত্তা শ্রবণমাত্র তিনি আহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরশুরাম ঘোর পরশু, তূণ, ধনু এবং বর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সিংহ যেমন যূথপতি

হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাজার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কার্ত্তবীর্য্য পুরী প্রবেশ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,—ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম কৃষ্ণাজিন পরিধানপূর্ব্বক পরশু, বাণ প্রভৃতি আয়ুধ সহিত ধনুর্দ্ধারণ করিয়া মহাবেগে আগমন করিতেছেন এবং সূর্য্যতুল্য দ্যুতিশালী তদীয় জটাসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তিনি গদা, অসি, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নী ও শক্তি-অস্ত্র-ধারী, হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিসঙ্কুল সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনা পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু ভগবান্ পরশুরাম একাকীই তৎসমস্ত বিনষ্ট করিলেন। ২২—৩০। মন ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ পরসৈন্য-নাশক এই রাম যেখানে যেখানে পরশু প্রহার করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই বিপক্ষ-পক্ষ ছিন্ন-বাহু, ছিন্ন-উরু ও ছিন্ন-কন্ধর হইয়া ধরণীতলে পড়িতে লাগিল এবং তাহাদের অশ্ব, সারথি—সমস্তই নিহত হইল। হৈহয়পতি অর্জ্জুন দেখিলেন,—রণাঙ্গণ রুধির-ধারায় কর্দ্দমময় হইয়া উঠিয়াছে এবং পরশুরামের কুঠার ও বাণ-প্রহারে নিজ সৈন্যগণের বর্ম্ম, ধ্বজ, ধনু, বাণ এবং কলেবর সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে ও প্রায় সকল সৈন্যই যুদ্ধে পতিত হইয়াছে, অতএব রোষপ্রকাশপূর্ব্বক স্বয়ং সমরে আগমন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন, পরশুরামকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় বাহু সকল দ্বারা একেবারে পঞ্চশত ধনু গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চশত সুতীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিলেন। অস্ত্রধরাগ্রগণ্য পরশুরাম একমাত্র-ধনু-যোজিত শর-নিকর দ্বারা অর্জ্জুনের সেই সমস্ত ধনু যুগপৎ কাটিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন স্বীয় ভুজসমূহে সমর-সাধন ভূরি ভূরি পর্ব্বত ও বৃক্ষ লইয়া মহাবেগে রণ-মধ্যে পরশুরামের প্রতি ধাবমান হইলেন। জামদগ্ন্য কঠোরধার কুঠার দ্বারা, সর্পফণার ন্যায়, তদীয় বাহু সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ছিন্ন-বাহু অর্জ্জুনের গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ মুণ্ড ছেদন করিলেন। হে রাজন্! পিতা নিহত হইবামাত্র তাঁহার দশ সহস্র পুত্র ভয়ে পলায়ন করিল। পরবীর-ঘাতী পরশুরাম বৎস সহিত হোমধেনু ফিরাইয়া লইয়া আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পরিক্লিষ্টা সেই গাভীকে পিতৃ-হস্তে সমর্পণ করিলেন। আপনার কৃত কর্ম্ম—পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট বর্ণন করিলেন, তখন তৎশ্রবণে মুনিবর জমদগ্নি কহিলেন, "রাম! রাম! মহাবাহো! তুমি পাপ করিয়াছ; যেহেতু সর্ব্বদেব-স্বরূপ ঐ রাজাকে নিহত করিয়াছ। হে তাত! আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষমাগুণে পূজ্য হইয়াছি। ঐ ক্ষমাগুণ দ্বারাই ব্রহ্মা লোকগুরু হইয়া পারমেষ্ঠ্য-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে বৎস! ক্ষমা দ্বারাই সূর্য্যপ্রভার ন্যায় ব্রহ্মশ্রী শোভা পাইয়া থাকে এবং ক্ষমাশীল পুরুষ-দিগের প্রতি ভগবান্ ঈশ্বর হরি আশু সন্তুষ্ট হন। হে পুত্র! অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়রাজ-বধ, ব্রহ্মবধ অপেক্ষাও গুরু। অতএব তুমি ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া তীর্থ-সেবা দ্বারা পাপ-মোচন কর।" ৩১—৪১।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র-বংশবিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! পিতার উপদেশে পরশু-রাম "যে আজ্ঞা" বলিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। একদা মুনিপত্নী রেণুকা, গঙ্গায় গমন করিয়া, তথায় গন্ধর্ব্বরাজ পদ্মমাল্য ধারণপূর্ব্বক অপ্সরাগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন—দেখিলেন। রেণুকা জল আনয়ন করিতে ঐ নদীতে গিয়াছিলেন, ক্রীড়াসক্ত গন্ধর্ব্বরাজকে দর্শন করত তাঁহার প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদিকে হোম-সময় যে অতিক্রান্ত হইতে লাগিল, তাহা তাঁহার স্মরণ রহিল না। পরে দেখিলেন,—কাল অতীত হইয়াছে। তখন মুনি-শাপ-ভীতা মুনিপত্নী আসিয়া কলসটী অগ্রে রাখিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে পত্নীর ব্যভিচার জ্ঞাত হইয়া মুনি ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "পুত্রগণ! এই পাপীয়সীকে বধ কর।" কিন্তু তাহারা তাহা করিল না। রাম, পিতৃ-আদেশে ভ্রাতৃগণকে ও জননীকে ছেদন করিলেন। তিনি পিতার সমাধি ও তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন। সত্যবতী-তনয় জমদগ্নি মুনি প্রীত হইয়া পরশুরামকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাহাতে জামদগ্ন্য রাম এই বর চাহিলেন,—"হত ব্যক্তিগণ পুনর্জ্জীবিত হউন এবং ইঁহাদের ঐ বধ যেন কদাপি স্মরণপথে উদিত না হয়।" হে রাজন্! বর দিলে পর, সেই সকল হত ব্যক্তি কুশলযুক্ত হইয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল। পরশুরাম, পিতার তপোবীর্য্য বিশেষরূপে পরি-জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই সুহৃদ্বধ করেন। হে রাজন্! কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের যে সকল পুত্র ছিল, তাহারা পরশুরামের বীর্য্যে পরাভূত হইয়া আপনাদের পিতার বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারে নাই। ১—৯। একদা পরশুরাম আশ্রম হইতে ভ্রাতৃগণের সহিত বনগমন করিলে, ঐ সকল অর্জ্জুন-তনয়েরা ছিদ্র পাইয়া বৈরসাধন-মানসে তথায় গমন করিল এবং অগ্নিগৃহের মধ্যে রামজনক জমদগ্নি-মুনিকে, ভগবানে চিত্তনিবেশ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, সেই পাপাত্মারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিহত করিল। পরশুরামের মাতা কাতরভাবে পতিপ্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তথাপি সেই নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়াধমগণ বলপূর্ব্বক তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া লইয়া গেল। সতী রেণুকা দুঃখ-শোকে পীড়িতা হইয়া আপনিই আপনাকে আঘাত করত, "রাম! রাম! তাত! তাত!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিলেন। দূর হইতে "হা রাম!" এই আর্ত্তধ্বনি শুনিবামাত্র সকল ভ্রাতৃগণ ত্বরায় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, পিতা নিহত হইয়াছেন। তাঁহারা দুঃখ, ক্রোধ, অধৈর্য্য এবং পীড়াবেগে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। "হা তাত! হা সাধো! হা ধর্ম্মিষ্ঠ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি স্বর্গে গমন করিলেন"—এইরূপ বিবিধ বিলাপ করিয়া পরশুরাম, পিতার মৃতদেহ ভ্রাতাদিগের নিকট রাখিলেন এবং পরশ্বধ গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিতে মনঃস্থ করিলেন। হে রাজন্! পরশুরাম, ব্রহ্মঘাতীদিগের আধিপত্যে হতশ্রী মাহিষ্মতী পুরী গমন করিয়া তাহার মধ্যস্থলে অর্জ্জুন-পুত্র-দিগের মস্তক দ্বারা মহাগিরি নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর পরশুরাম তাহাদের শোণিতে একটী ভয়ানক নদী নির্ম্মাণ করিলেন; সেই সরিৎ ব্রহ্মদ্বেষীদিগের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ। তদনন্তর ক্ষত্রিয়-জাতি অন্যায়বর্ত্তী হইলে পর, পিতৃবধ হেতু করিয়া তিনি এক-বিংশতি বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিলেন। এইরূপে তৎকর্ত্তৃক সমন্তপঞ্চক স্থানে নয়টী শোণিতময় হ্রদ নির্ম্মিত হইল। ১০—১৯। পরশুরাম, নিহত পিতার মস্তক তদীয় দেহে যোজিত করিয়া কুশোপরি স্থাপনপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদেবময় আত্মার অর্চ্চনা করিলেন। সেই যজ্ঞে হোতাকে পূর্ব্বদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ-দিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্, উদ্গাতাকে উত্তরদিক্, অন্যান্য ঋত্বিক্-গণকে অবান্তরদিক্ সকল, কশ্যপকে মধ্যস্থল এবং উপদ্রষ্টাকে আর্য্যাবর্ত্ত দেশ দক্ষিণা দিয়া তাহার পর সদস্যদিগকেও যথাযোগ্য ভূমি দক্ষিণা দিলেন। তদনন্তর মহানদী সরস্বতীতে তিনি অবভৃথ স্নান করিয়া অশেষ কলুষ প্রক্ষালনপূর্ব্বক মেঘমুক্ত দিবা-করের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ভৃগুকে জমদগ্নি,

রামপূজিত হওয়াতে স্মৃতি-লক্ষণ স্বীয় শরীর লাভ করিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডলে সপ্তম ঋষি হইলেন। হে রাজন্! কমল-লোচন ভগবান্ রামদগ্ন্য রামও আগামী মন্বন্তরে বেদ-প্রবর্ত্তক হইবেন। তিনি দণ্ড এবং প্রশান্তচিত্ত হইয়া অদ্যাপি মহেন্দ্র-পর্ব্বতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণ সতত তাঁহার বিচিত্র চরিত্র গান করিতেছে। এই প্রকারে ভগবান্ বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি, ভৃগু-কুলে অবতীর্ণ হইয়া বহুবার ক্ষত্রিয়বধ করিয়া ভূমির পরম ভার হরণ করিয়াছিলেন। রাজন্! গাধি হইতে প্রদীপ্ত-অনলের ন্যায় মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র উৎপন্ন হন। তিনি তপঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র উদ্ভূত হয়, তন্মধ্যে যদিও কেবল মধ্যমের নাম মধুচ্ছন্দঃ, তথাচ সকল পুত্রই মধুচ্ছন্দঃ বলিয়া উক্ত হইতেন। ২০—২৯। মহাতপা বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশীয় অজীগর্ত্ত-তনয় শুনঃ-শেফকে দেবরাত নামক পুত্র করিয়া আপনার অন্যান্য সন্তানদিগকে লিয়াছিলেন, "তোমরা ইহাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া মনে কর।" পিতৃ-ক্রীত পুরুষ-পশু শুনঃশেফ, হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণের স্তব করিয়া পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হন; সুতরাং তিনি ভৃগুবংশীয় হইলেও দেবযজনে রাত (প্রদত্ত) হওয়াতে গাধিবংশে দেবরাত বলিয়া খ্যাত হইলেন। বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দঃ নামা যে কল জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন, তাঁহারা শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া মনা করিতে আপনাদের অমঙ্গল জ্ঞান করিলেন, অতএব মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন, "তোরা অতি দুর্জ্জন; তোরা ম্লেচ্ছ হইবি।" তৎপরে মধ্যম পুত্র মধুচ্ছন্দঃ, পঞ্চাশৎ কনিষ্ঠের সহিত জনক-সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের পিতা, আমাদের জ্যেষ্ঠত্ব অথবা কনিষ্ঠত্ব যাহা অনুমতি করেন, আমরা তাহাই স্বীকার করিব।" ইহা বলিয়া তাঁহারা মন্ত্রদর্শী শুনঃশেফকে আপনাদের জ্যেষ্ঠ করিলেন এবং সকলে বলিলেন, "আমরা সকলেই তোমার কনিষ্ঠ হইলাম।" বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া পুত্রদিগকে কহিলেন, "হে বৎসগণ! তোমরা আমার মান রাখিয়া আমাকে পুত্রবান্ করিলে;—তোমরাও পুত্রবান্ হইবে। হে কুশিকগণ! এই দেবরাত তোমাদের কৌশিক গোত্রই, যেহেতু তিনি আমার পুত্র হইয়াছেন; অতএব তোমরা ইঁহার অনুগত হও।" বিশ্বামিত্রের তদ্ভিন্ন অষ্টক, হারীত, জয়, ক্রতুমান্ প্রভৃতি আরও অনেক সন্তান ছিল। এইরূপে বিশ্বামিত্র-পুত্রগণ দ্বারা কৌশিক-গোত্র নানাবিধ হয়। অন্য প্রবর প্রাপ্ত হয়। দেবরাতকে জ্যেষ্ঠ করাতেই ঐরূপ হইয়াছে। ৩০—৩৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

ক্ষত্রবৃদ্ধাদির বংশ-বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজেন্দ্র! পুরূরবার আয়ুনামে যে পুত্র হয়, তাঁহার পাঁচ পুত্র;—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রাভ এবং অনেনা। তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ শ্রবণ কর। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র। তাঁহার তিন পুত্র;—কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ। তন্মধ্যে গৃৎসমদ হইতে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র শৌনক, তিনি বহ্বৃচ-শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কাশ্যের পুত্র কাশি; কাশির পুত্র রাষ্ট্র; রাষ্ট্রের পুত্র দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি; তিনি আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তক, যজ্ঞভাগভোজী বাসুদেবের অংশ, স্মৃতমাত্র হইবামাত্র রোগ বিনাশ করেন। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্; কেতুমানের পুত্র ভীমরথ; ভীমরথের পুত্র দিবোদাস; দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান্। তিনি প্রতর্দ্দন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব বলিয়াও উক্ত হইতেন। ঐ দ্যুমানের অলর্ক প্রভৃতি অনেক সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে অলর্ক ষষ্টি সহস্র ষষ্টি শত (৬৬০০০) বৎসর যাবৎ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অলর্ক ব্যতীত কোন যুবা ততকাল রাজ্যভোগ করেন নাই। ১—৭। ঐ অলর্কের পুত্র, সন্ততি; সন্ততির পুত্র সুনীথ; সুনীথের পুত্র নিকেতন; নিকেতনের পুত্র ধর্ম্মকেতু; ধর্ম্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু। সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু; তাঁহা হইতে ক্ষিতীশ্বর সুকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র বীতিহোত্র; তাঁহার পুত্র ভর্গ; ভর্গের পুত্র ভার্গ-ভূমি। হে পরীক্ষিৎ! এই সকল ভূপাল, কাশিবংশীয়; ইঁহারা ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশোৎপন্ন। রাভের পুত্র রভস; রভসের পুত্র গম্ভীর; গম্ভীর হইতে অক্রিয় উৎপন্ন হন। অক্রিয়ের পুত্র ব্রহ্মবিৎ। অতঃপর অনেনার বংশ বিবরণ শ্রবণ কর। অনেনার পুত্র শুদ্ধ। শুদ্ধের পুত্র শুচি। তাঁহা হইতে ধর্ম্ম-সারথি চিত্রকৃৎ উৎপন্ন হন। চিত্রকৃর পুত্র শান্তরজা। তিনি কৃতকার্য্য ও জ্ঞানী ছিলেন। হে রাজন্! রজির অপরিমিত বলশালী শত সন্তান উৎপন্ন হয়। ৮—১২। একদা তিনি দেবতাদিগের প্রার্থনায় দানব বধ করিয়া দেবরাজকে স্বর্গপুরী প্রদান করেন। তাহাতে মহেন্দ্র তদীয় চরণ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ পুরী তাঁহার হস্তে দিয়া প্রহ্লাদাদি রিপুভয়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। পরন্তু রজির মৃত্যু হইলে পর দেবরাজ, তদীয় তনয়দিগের নিকট যখন স্বর্গ যাচ্ঞা করিলেন, তখন তাহারা প্রত্য-র্পণ করিল না; আপনারা স্বর্গাধিপ হইয়া যজ্ঞভাগ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে লাগিল। অতএব দেবগুরু বৃহস্পতি, রজিপুত্রদিগের বুদ্ধি-ভ্রংশার্থ অভিচার-বিধান দ্বারা হোম আরম্ভ করিলেন; তাহাতে অচিরেই তাহারা নীতিপথ হইতে স্খলিত হইল এবং দেবরাজ অনায়াসে সে সকলকে বধ করিলেন;—একজনও অবশিষ্ট রহিল না। ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ; কুশের পুত্র প্রতি; প্রতির সন্তান সঞ্জয়; তাঁহার তনয় জয়। জয়ের পুত্র হর্য্যবল নরপতি। হর্য্য-বলের পুত্র সহদেব; তাঁহার পুত্র হীন; হীনের পুত্র জয়সেন; জয়সেনের পুত্র সঙ্কৃতি; তাঁহার পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মনিষ্ঠ মহারথ জয়। এই সকল নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধ-বংশীয়। অনন্তর নহুষ-বংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ১—১৭।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

যযাতির বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—শরীরীর ছয় ইন্দ্রিয়-তুল্য নহুষ রাজার যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, বিয়তি ও কৃতি নামে ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যতি রাজ্যের পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং যদিও পিতা রাজ্য প্রদান করিলেন, তথাচ গ্রহণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কারণ, তাঁহার ধারণা হইল যে, তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে পুরুষ, আত্ম-বোধ-বিহীন হইয়া থাকে। ইন্দ্রাণীর প্রতি ধৃষ্টতা প্রকাশ করায় অগস্ত্যাদি বিপ্রগণ, পিতাকে স্বর্গচ্যুত এবং অজগররূপে পরিণত করিলে, যযাতিই রাজা হইলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে চারিদিক্ শাসন করিতে আজ্ঞা দেন এবং স্বয়ং—শুক্রাচার্য্য ও বৃষপর্ব্বার কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক কৃতদার হইয়া পৃথিবী পরিরক্ষণে প্রবৃত্ত হন।" রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগ-বান্ শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মর্ষি, নহুষ-পুত্র যযাতি ক্ষত্রিয়;—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোম বিবাহ কিরূপে হইয়াছিল? ১—৫।

শুকদেব কহিলেন,—একদা দানবেন্দ্র বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র সখী এবং শুক্রকন্যা দেবযানীর সমভিব্যাহারে পুরোদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন। উদ্যানে অসংখ্য পাদপ পুষ্পিত হইয়াছিল। তথায় পদ্ম-সরোবর-পুলিনে অলিকুল কলস্বরে গান করিতেছিল। ঐ সমস্ত কমল-নয়না রমণীগণ কূলে বস্ত্র রাখিয়া জলাশয়ে অবরোহণপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের প্রতি জলক্ষেপ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এই সময় দৈবাৎ দেবদেব গিরিশ, দেবীর সহিত বৃষোপরি আরোহণ করিয়া ঐ দিক্ দিয়া গমন করিতেছেন—দেখিয়া ঐ সকল কন্যার অতিশয় লজ্জা হইল। তাঁহারা সহসা তীরে উত্থিত হইয়া স্ব স্ব বসন পরিধানার্থ ব্যগ্র হইলেন। ব্যস্ততা প্রযুক্ত জানিতে না পারাতে গুরুকন্যার বস্ত্র আপনার মনে করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা পরিধান করিলেন। তদ্দর্শনে দেবযানী কুপিতা হইয়া কহিলেন, "অহো! এ দাসীটার অন্যায় কর্ম্ম দেখ! কুক্কুরীর যজ্ঞীয়-ঘৃত-ভোজনের ন্যায় এই দাসী আমার পবিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। যাঁহারা তপস্যা দ্বারা জগৎ সৃজন করিয়াছেন, যাঁহারা পরম পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাঁহারা ব্রহ্ম ধারণ করিতেছেন, যাঁহারা মঙ্গলময় বেদমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সকল লোকনাথ, সুরেশ্বরগণ ও ভগবান্ বিশ্বাত্মা বিশ্ব-পাবন শ্রীনিবাস যাঁহাদিগকে বন্দনা ও যাঁহাদিগের উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণজাতি মাত্রেই পূজ্য; তন্মধ্যে আবার আমরা ভৃগুবংশে উৎপন্ন। ইহার পিতা অসুর আমাদের শিষ্য; এ অসতীর স্পর্দ্ধা দেখ,—শূদ্রজাতির বেদধারণের ন্যায় আমাদের পরিধেয়-বসন পরিধান করিল।" হে রাজন্! শুক্রপুত্রী দেবযানী ঐ প্রকারে তিরস্কার করিতে থাকিলে, শর্ম্মিষ্ঠা রুষ্টা হইয়া, ধর্ষিতা সর্পিণীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং রোষভরে অধর দংশন করিয়া কহিল, "অরে ভিক্ষুকি! আপনাদিগের আচরণ না জানিয়া বড়ই যে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলি? কাকের ন্যায় তোরা কি আমাদের গৃহের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিস্ না?" ৬—১৬। এইরূপ বিবিধ পরুষ-বচন প্রয়োগ দ্বারা গুরুকন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া রোষে বসন হরণপূর্ব্বক তাঁহাকে কূপে ফেলিয়া দিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা স্বগৃহে গমন করিলে পর, যযাতি-রাজা মৃগয়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং জলার্থী হইয়া ঐ কূপ-সমীপে গমন করিবামাত্র দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন। রাজা দয়ালু হইয়া সেই নগ্না দেবযানীকে আপনার উত্তরীয় বসন পরিতে দিলেন, পরে স্বীয় হস্ত দ্বারা তদীয় কর-ধারণ করিয়া কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন। শুক্র-দুহিতা কূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়া প্রেম-নির্ভর-বচনে যযাতিকে কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! পর-পুরঞ্জয়! আপনি আমার পাণি গ্রহণ করিলেন, আমি আপনার গৃহীতা হইলাম; প্রার্থনা করি,—যে কর একবার গ্রহণ করিলেন, অন্য-ব্যক্তি যেন সেই কর পুনরায় গ্রহণ না করে। হে বীর! আমি কূপমধ্যে রহিয়াছিলাম, এ সময় যখন আপনার দর্শন পাইলাম, তখন আমাদিগের দুই জনের এই সম্বন্ধ নিশ্চয় পরমেশ্বরই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন,—ইহা মনুষ্যকৃত নহে। হে মহাবাহো! আমি পূর্ব্বে বৃহস্পতির পুত্র কচকে শাপ দিয়াছিলাম; তিনিও আমাকে প্রতিশাপ দেন; তৎফলে আমার ব্রাহ্মণ স্বামী হইবে না।" রাজা যযাতি অশাস্ত্রীয় বলিয়া অনভিপ্রেত হইলেও ইহা দৈব-ঘটনায় উপস্থিত এবং দেবযানীর প্রতি আপনার চিত্ত আসক্ত বুঝিয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। অনন্তর রাজা গমন করিলে দেবযানী সেই স্থানে রোদন করিতে করিতে পিতার নিকট শর্ম্মিষ্ঠার সমুদয় কার্য্য নিবেদন করিলেন। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য দুঃখিত হইয়া পৌরোহিত্য-বৃত্তির কুৎসা ও উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে কন্যার সহিত নগর হইতে নির্গত হইলেন। এই বৃত্তান্ত বৃষপর্ব্বার শ্রুতি-গোচর হইবামাত্র তিনি ভাবিলেন,—"শুক্রাচার্য্য দেবগণকে 'অসুর জয় করাইয়া দিব' এই অভিপ্রায় করিয়াছেন।" ইহা বুঝিয়া, বৃষপর্ব্বা পথিমধ্যে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া মস্তক লুণ্ঠিত করত কোপশান্তি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শুক্রের ক্রোধ ক্ষণার্দ্ধমাত্র থাকিত; তিনি শিষ্যকে বলিলেন, "রাজন্! আমার কন্যা যাহা বলেন, ইহাঁর অভিলাষ সম্পাদন কর; আমি ইহাঁকে ত্যাগ করিতে পারি না।" এতৎশ্রবণে গুরুকন্যার প্রসন্নতা প্রতীক্ষা করিয়া বৃষপর্ব্বা অবস্থিত হইলে, দেবযানী আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমি পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া যেখানে যাইব, তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে সখী-সহিত সেই স্থানে আমার অনুগামিনী হইতে হইবে।" 'আচার্য্য চলিয়া গেলে আপনাদিগের সঙ্কট; এখানে থাকিলে গুরুতর প্রয়োজন-সিদ্ধির সম্ভাবনা'—বিবেচনা করিয়া, পিতা দেবযানীকে সখী-সমেত শর্ম্মিষ্ঠাকে প্রদান করিলেন। পিতৃদত্ত শর্ম্মিষ্ঠা সহস্রসখী-সহিত দাসীর ন্যায় দেবযানীর পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর শুক্রাচার্য্য, শর্ম্মিষ্ঠা সহিত দেবযানীকে যযাতি-হস্তে সম্প্রদানকালে কহিয়া দিলেন,—"রাজন্! কদাপি তুমি শর্ম্মিষ্ঠাকে শয়ন-সঙ্গিনী করিও না।" ১৭—৩০। হে রাজন্! শর্ম্মিষ্ঠা দেখিলেন,—দেবযানী স্বামি-সহবাসে পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়াছেন, অতএব ঋতুকালে নির্জ্জনে আপনার সখী-পতি যযাতি রাজার নিকট পুত্রোৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিলেন। "রাজপুত্রী, পুত্র-উৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিতেছে এবং ইহা ধর্ম্মসঙ্গতও বটে"—ধর্ম্মজ্ঞ রাজা এই ভাবিয়া, যদিও শুক্রাচার্য্যের বাক্য স্মরণ হইল, তথাচ দৈবপ্রাপ্তি-জ্ঞানে শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সঙ্গম স্বীকার করিলেন। দেবযানী,—যদু ও তুর্ব্বসুকে এবং বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা,—দ্রুহ্য, অনু এবং পুরুকে প্রসব করেন। হে রাজন্! আপনার ভর্ত্তা হইতে অসুর-তনয়ার গর্ভোৎপত্তি হইয়াছিল—অবগত হইবামাত্র দেবযানী মানিনী হইয়া সক্রোধে অসুরগুরুর পিতৃগৃহে গমন করিলেন। যযাতি অতিশয় কামুক ছিলেন, প্রেয়সীর রোষ দেখিয়া বিনয়বাক্যে প্রসন্ন করিতে করিতে পশ্চাদ্গামী হইলেন; কিন্তু পাদ-সংবাহনাদি দ্বারাও প্রসন্ন করিতে পারিলেন না। তৎশ্রবণে শুক্র কুপিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে স্ত্রীকাম! তুমি মিথ্যাপুরুষ! রে মন্দ! মনুষ্যগণের বিরূপকারিণী জরা তোমাকে আক্রমণ করুক্।" যযাতি কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনার দুহিতাকে সম্ভোগ করিয়া অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই।" শুক্র বলিলেন, "যিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে চাহিবেন, তুমি তাঁহার যৌবনের সহিত ইচ্ছামত তোমার জরা বিনিময় করিতে পারিবে।" হে রাজন্! যযাতি এইরূপে জরা-সংক্রমণের ব্যবস্থা পাইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে বলিলেন, "হে তাত! যদু! তুমি আমার এই জরা গ্রহণ এবং আমাকে তোমার যৌবন প্রদান কর। বৎস! তোমার মাতামহ আমাকে এই জরাগ্রস্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু আমি এখনও বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই,—তোমার যৌবনে আমি কতিপয় বৎসর বিহার করি।" যদু কহিলেন, "পিতঃ! আপনি অসময়ে জরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ জরাগ্রস্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারিব না। ভোগ্য সুখভোগ না করিয়া পুরুষ তাহাতে বিতৃষ্ণ হইতে পারে না।" হে ভারত! পিতা আদেশ করিলে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য এবং অনুও ঐরূপে অস্বীকার করিলেন; তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না,—অনিত্য পদার্থকে নিত্য জ্ঞান করিতেন। অনন্তর যযাতি, বয়সে কনিষ্ঠ কিন্তু গুণে জ্যেষ্ঠ পুরুকে কহিলেন, "বৎস! অগ্রজদিগের ন্যায় আমার প্রার্থনা তোমার অস্বীকার করা উচিত নহে।" ৩১—৪২। পুরু কহিলেন, "হে নরনাথ! যাঁহার প্রসাদে

পরম-পদ লাভ করা যায় এবং যাঁহা হইতে দেহ উৎপন্ন,—সেই পিতার ইহলোকে কোন্ ব্যক্তি প্রত্যুপকার করিতে পারে? তথাপি যে পুত্র পিতার চিন্তিত বিষয় আপনা হইতে সম্পাদন করে, তাহাকে উত্তম বলা যায়; আদেশিত হইয়া কার্য্যকারী পুত্র,—মধ্যম; অশ্রদ্ধায় পিতৃনিয়োগ-পালনকারী পুত্র,—অধম। কিন্তু যে পুত্র আদিষ্ট হইয়াও আদেশ সম্পাদন না করে, সে,—পুত্র নহে,—পিতার বিষ্ঠা মাত্র।" পুত্র ষষ্টিতে পিতার জরা গ্রহণ করিলেন, রাজাও পুত্র-যৌবন দ্বারা যথোচিত বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! যযাতি-রাজা সপ্ত-দ্বীপের অধিপতি ছিলেন; সম্যক্প্রকারে পুত্রবৎ প্রজাপালন করিয়া ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। পুত্রের যৌবন গ্রহণ করাতে সকল ইন্দ্রিয়ই প্রবল ও অব্যাহত হইল। এদিকে দেবযানীও মন, বাক্য, দেহ এবং অন্যান্য বস্তু দ্বারা নির্জ্জনে অনুদিন প্রিয়তমের পরম প্রীতি জন্মাইতে আরম্ভ করিলেন। যযাতি-রাজা ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিয়া বহু বহু যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বদেবময় সর্ব্ব-বেদস্বরূপ যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ হরির অর্চনা করিয়াছিলেন। আকাশে জলদাবলির ন্যায় যাঁহাতে এই জগৎ বিরচিত হইয়া, স্বপ্ন, মায়া ও কল্পনার ন্যায় কখন প্রকাশিত ও কখন লীন হইতেছে;—রাজা মঙ্গল-কামনাশূন্য হইয়া সেই অন্তর্যামী পরম সূক্ষ্ম ভগবান্ নারায়ণকে হৃদয়ে স্থাপন করত তদুদ্দেশে যজ্ঞ করিলেন। সর্ব্বভূমিপতি যযাতি এইরূপে মন প্রভৃতি ছয় দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ৪৩—৫১।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

যযাতির মুক্তিলাভ।

শুকদেব কহিলেন,—যযাতি রাজা এইরূপ স্ত্রৈণ হইয়া বিষয় ভোগ করিতে করিতে আপনার সর্ব্বনাশ বুঝিতে পারিলেন; অতএব নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া প্রেয়সীর নিকট এই ইতিহাস বর্ণন করিলেন;—"হে ভৃগু-নন্দিনি! যে গ্রামবাসী মাদৃশ জনের আচরণ দেখিয়া বনবাসী ধীরগণ শোক করেন; সেই ব্যক্তির চরিত্র ইহাতে বর্ণিত আছে। একটী ছাগ, বনমধ্যে আপনার অভীষ্ট-বিষয় অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ দোষে কূপে পতিত এক ছাগীকে দেখিতে পাইল। সেই ছাগ অতিশয় কামী। ঐ ছাগীর উদ্ধারোপায় চিন্তা করিয়া, সে কূপতটে আপনার শৃঙ্গাগ্র দ্বারা মৃত্তিকাদি উদ্ধরণপূর্ব্বক নির্গমন-পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। সেই সুশ্রোণী ছাগী, কূপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই ছাগের প্রতিই অভিপ্রায়বতী হইল। সেই ছাগী ঐ ছাগকে বরণ করিলে, অন্যান্য বহুতর ছাগীও স্থূলকায় বহুল-শ্মশ্রু রেতঃ-সেচক এবং মৈথুনাভিজ্ঞ দেখিয়া ঐ ছাগের প্রতি অভিলাষিণী হইল। সেই একমাত্র ছাগ-পুরুষ অনেক ছাগীর আসক্তি-বৃদ্ধি করত কামগ্রহ-গ্রস্ত হইয়া বিহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। আপনি যে কে, তাহা আর তাহার মনে থাকে না। কিন্তু যে ছাগী কূপে পড়িয়াছিল, সে তজ্জন্য ছাগীকে আপনা হইতে বিরক্তা ও তাহার সহিত ঐ ছাগকে বিহারাসক্ত নিরীক্ষণ করিয়া, ছাগের ঐ কর্ম সহ্য করিতে পারিল না। [illegible] সেই [illegible]—বাস্তবিক শত্রু, [illegible] ইন্দ্রিয়সুখসেবী ছাগকে [illegible] ত্যাগ করিয়া [illegible] প্রতিপালকের নিকট গমন করিল। স্ত্রৈণ ছাগও [illegible] পথে অনুনয় করিতে করিতে ছাগীর অনুগমন করিল; কিন্তু পথিমধ্যে তাহাকে ধরিতেই পারিল না। ঐ ছাগীর অধিবাসী ব্রাহ্মণ ক্রোধে ছাগের লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছিন্ন করিয়া দিলেন; কিন্তু উপায়জ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য ঐ অণ্ড যোজনা করিলেন। ১—১০। ভদ্রে! ঐ ছাগ ঐ প্রকারে রতিশক্তি-যুক্ত হইয়া কূপ-লব্ধা সেই ছাগীর সহিত বিষয়-ভোগে বহুকাল যাপন করিল; কিন্তু কামসেবা দ্বারা অদ্যাপি তাহার পরিতোষ জন্মে নাই। হে সুভ্রূ! ঐ ছাগের ন্যায় আমিও তোমার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া অতিশয় দীন হইয়াছি। তোমার মায়ায় মোহিত হওয়াতে আমি আপনাকে জানিতে পারিতেছি না। পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু এবং স্ত্রী আছে, তৎসমুদায়ও সম্পূর্ণরূপে কামহত পুরুষের চিত্তকে তৃপ্ত করিতে পারে না। বিষয় সকলের উপভোগ দ্বারা কাম কদাপি উপশমিত হয় না; বরঞ্চ ঘৃত দ্বারা অগ্নির ন্যায় বিষয়-ভোগে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। ১১—১৪। যখন পুরুষ, সকল প্রাণীতে রাগ-দ্বেষাদি বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হয়, তখন তাহার সকল দিক্ই সুখময় হইয়া উঠে। যাহা পরিত্যাগ করা দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণের দুঃসাধ্য এবং স্বয়ং জীর্ণ হইতে থাকিলেও যাহা জীর্ণ হয় না,—সেই দুঃখরাশি-বহনকারিণী তৃষ্ণাকে সুখার্থী পুরুষ আশু পরিত্যাগ করিবেন। ভগিনী কিংবা কন্যার সঙ্গেও নির্জ্জনে একাসনে থাকা বিধেয় নহে; কারণ, ইন্দ্রিয়চয় অতিশয় বলবান্,—বিদ্বান্ পুরুষকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। মুহুর্মুহুঃ বিষয়-সেবায় আমার পরিপূর্ণ সহস্র বৎসর গত হইল, তথাপি অনুদিন সেই সকল বস্তুর প্রতি তৃষ্ণাই জন্মিতেছে; অতএব এক্ষণে আমি সেই তৃষ্ণাকে বিসর্জ্জন দিয়া পরব্রহ্মে মন সমাহিত করিব এবং সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্বরহিত ও নিরহঙ্কার হইয়া মৃগগণের সহিত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব। প্রিয়ে! যিনি, বিষয়-সমূহ ও আত্মনাশকে অসৎ জানিয়া তাহার চিন্তা বা উপভোগ না করেন, তিনিই সংসার-বন্ধন ও আত্মনাশ বুঝিতে পারেন এবং তিনিই আত্মদর্শী।" ১৫—২০। হে রাজন্! যযাতি রাজা পত্নীকে এই বলিয়া কনিষ্ঠ-পুত্র পূরুকে তদীয় বয়স প্রত্যর্পণপূর্ব্বক স্পৃহাশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট হইতে আপনার জরা গ্রহণ করিলেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে দ্রুহ্যকে, দক্ষিণ-দিকে যদুকে, পশ্চিমদিকে তুর্ব্বসুকে ও উত্তরদিকে অনুকে অধীশ্বর করিলেন এবং অখিল ভূমণ্ডলের আধিপত্যে গুণশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে অভিষিক্ত করিয়া অগ্রজাত-তনয়দিগকে পূরুর বশে স্থাপনপূর্ব্বক আপনি বনে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! রাজা যযাতি, বহুতর বৎসর পর্য্যন্ত শব্দাদি-বিষয়-সমূহে ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুখ-সম্ভোগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ঐ প্রকারে উপরতস্পৃহ হইবামাত্র,—পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইলে যেমন পক্ষিশাবক নীড় পরিত্যাগ করে,—তিনি সেইরূপ ক্ষণমধ্যে ইন্দ্রিয়সুখ বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া রহিলেন; তাঁহার আত্মানুভব দ্বারা ত্রিগুণাত্মক উপাধি দূর হইল। এইরূপে সেই প্রসিদ্ধ রাজা, নির্ম্মল পরব্রহ্ম বাসুদেবে ভাগবতী-গতি লাভ করিলেন। ২১—২৫। স্ত্রী-পুরুষের স্নেহ-চেষ্টা বশতঃ পরিহাসচ্ছলে যে ইতিহাস উক্ত হইল,—দেবযানী তাহাকে বুঝিতে পারিলেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে মুক্তিমার্গে উৎসাহ দেওয়া হইল। ভৃগুতনয়া সেই দেবযানী, প্রপাপগামী [illegible] ন্যায় ঈশ্বর-পরতন্ত্র সুহৃদগণের সহবাসকে প্রভুর মায়া-রচিত বোধ করিলেন এবং স্বপ্নতুল্য বোধে সর্ব্বত্র সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে মনোনিবেশপূর্ব্বক লিঙ্গ উপাধি পরিত্যাগ করিলেন।—ভগবন্! আপনি বিধাতা, বাসুদেব, সর্ব্বভূতের নিবাসভূমি, শান্ত, অতি বৃহৎ;—আপনাকে নমস্কার করি। ২৬—২৯।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

পুরুবংশ-বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—হে ভারত! সম্প্রতি পুরুর বংশ-বিবরণ বলি—শুন। ঐ বংশে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অনেক রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি পুরুবংশে উৎপন্ন হন। পুরু হইতে জনমেজয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র প্রচিন্বান্। তাঁহা হইতে প্রবীর জন্মগ্রহণ করেন। প্রবীরের পুত্র মনস্যু; তাঁহা হইতে চারুপদের উৎপত্তি হয়। চারুপদের পুত্র সুদ্যু; সুদ্যুর পুত্র বহুগব; বহুগবের পুত্র সংযাতি; সংযাতির পুত্র অহংযাতি, অহংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্ব, ঘৃতাচী-অপ্সরার গর্ভে দশটী পুত্র উৎপাদন করেন;— ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু। বনেয়ু, সর্ব্বকনিষ্ঠ। হে রাজন্! ইন্দ্রিয়গণ যেমন জগদাত্মা প্রাণের বশবর্ত্তী, সেইরূপ ঐ দশ পুত্রও রৌদ্রাশ্বের বশীভূত ছিল। ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাব। রন্তিনাবের সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ—এই তিন পুত্র। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব; কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। রাজন্! রন্তিনাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুমতি; সুমতির পুত্র রেভি; রেভির পুত্র দুষ্মন্ত। রাজা দুষ্মন্ত একদা মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় একটী রমণী অধ্যাসীনা হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় শরীরের প্রভায় আশ্রমপদ আলোকিত করিতে-ছিলেন। দেবমায়ার সদৃশী সেই তরুণীকে দেখিবামাত্র রাজা মুগ্ধ হইলেন এবং সেই সুন্দরীকে দর্শন করিবামাত্র অতীব আনন্দিত ও শ্রমশূন্য হইলেন। পরে কতিপয় সেনায় পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকটে গমনপূর্ব্বক সেই বরারোহার সহিত সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন। তিনি কামপীড়িত হইয়া হাসিতে হাসিতে মধুর-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে কমলপত্র-নয়নে! তুমি কে? হে হৃদয়-হারিণি! তুমি কাহার কন্যা? তুমি নির্জ্জন বনে কি করিতেছ? হে সুমধ্যমে! পুরুবংশীয়দিগের চিত্ত কদাপি অধর্ম্মে রত হয় না; আমার অন্তঃকরণ তোমাতে অনুরক্ত হইতেছে, অতএব আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে,—তুমি ক্ষত্রিয়-তনয়া।" ১—১২। শকুন্তলা কহিলেন, "রাজন্! আমি বিশ্বামিত্রের কন্যা, মেনকা আমার জননী। মেনকা বনমধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান। ভগবান্ কণ্ব এ বিষয় অবগত আছেন। হে বীর! আপনার কি করিব,—আজ্ঞা করুন। হে কমল-লোচন! আসন পরিগ্রহ করুন; আমাদের পূজা গ্রহণ করুন;—এখানে নীবার-তণ্ডুল আছে, ভোজন করুন;—যদি অভিরুচি হয়, অবস্থিতি করুন।" দুষ্মন্ত কহিলেন, "হে সুভ্রু! তুমি কুশিক-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ,—তোমার এরূপ আচরণ উপযুক্তই বটে; যেহেতু, রাজ-কন্যারা সদৃশ বরকে স্বয়ং বরণ করিয়া থাকেন।" শকুন্তলা এ কথায় "তাহাই করিলাম" বলিয়া স্বীকার করিলে, দেশ-কাল-বিধানজ্ঞ রাজা, গান্ধর্ব্ব-বিধি অনুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। রাজর্ষি দুষ্মন্ত অমোঘবীর্য্য। সেই মহিষীতে বীর্য্যাধান করিয়া তিনি পরদিবস স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে শকুন্তলাও এক পুত্র প্রসব করেন। মহর্ষি কণ্ব, বনমধ্যেই কুমারের উচিত-মত জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিলেন। হে রাজন্! সেই বালক বলপূর্ব্বক সিংহ ধরিয়া আনিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিত। ১৩—১৮। অমেয়বিক্রমশালী শকুন্তলা, ভগবান্ হরির অংশের অংশে উৎপন্ন নিরতিশয় বিক্রমশালী পুত্রকে লইয়া ভর্ত্তৃ-সন্নিধানে গমন করিলেন; কিন্তু যখন রাজা, নির্দ্দোষ পুত্র-কলত্রকে পরিগ্রহ করিলেন না, তখন এক দৈববাণী হইল;—সকল প্রাণীই তাহা শুনিতে পাইল;—"অহে দুষ্মন্ত! মাতা ভস্ত্রা—চর্ম্মপাত্রবৎ আধার মাত্র,—পিতারই পুত্র; কারণ, আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়; অতএব আপন পুত্রকে গ্রহণ করিয়া পালন কর,—শকুন্তলার অবমাননা করিও না। হে নরদেব! যে ব্যক্তি রেতঃসেক করে, পুত্র তাহাকেই যমভবন হইতে নিস্তার করিয়া থাকে। তুমিই এই গর্ভাধান করিয়াছিলে, শকুন্তলা সত্য কহিতেছে।" ১৯—২২। অনন্তর রাজা দুষ্মন্ত সেই পুত্র-কলত্র গ্রহণ করেন। পিতা দেহ ত্যাগ করিলে মহাযশস্বী পুত্র ভরত সম্রাট্ হইলেন। ভরত, ভগবান্ হরির অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহার মহিমা মহী-মণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিগীত হয়। তাঁহার দক্ষিণ-হস্তে চক্র এবং পদ-দ্বয়ে পদ্মকোষের চিহ্ন বিরাজমান ছিল। সেই অধিরাজ বিভু ভরত মহা অভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, গঙ্গাকূলে ক্রমে পঞ্চপঞ্চাশৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সেই রাজা মমতা-তনয়কে ভরদ্বাজকে পুরোহিত করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট ধন-দানপূর্ব্বক যমুনাতীরে অষ্টসপ্ততি অশ্বমেধীয় অশ্ব যথাক্রমে বন্ধন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! প্রকৃষ্টগুণবৎ দেশে মহারাজ ভরতের অগ্নি প্রণীত ছিল। সেই অগ্নিপ্রণয়ন কালে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ এক এক বদ্ধ* গাভী বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাজ! ভরত এইরূপে একেবারে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধনপূর্ব্বক নৃপগণকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া দেবতাদিগেরও বিভব অতিক্রমণ করেন; কারণ, তিনি ভগবান্ হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মষ্ণার নামক কোন কোন কর্ম্মে শ্বেতদন্ত চতুর্দ্দশ নিযুত শ্রেষ্ঠ হস্তীকে হিরণ্য-পরিবৃত করিয়া দান করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভরত যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন,—যেমন বাহু দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী নৃপগণের পক্ষে তাহা অপ্রাপ্য। তিনি দিগ্বিজয় করিতে গিয়া কিরাত, হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ, শক এবং অন্যান্য অব্রহ্মণ্য নৃপতি ও সমস্ত ম্লেচ্ছজাতিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে সকল দানব, দেবগণকে জয় করিয়া এবং বিজিত দেবগণের মহিলাদিগকে লইয়া রসাতলে বাস করিতেছিল, মহাত্মা ভরত তাহাদিগকে বধ করিয়া, সেই সকল দেবাঙ্গনাকে পুনরায় আনয়ন করেন। ২৩—৩১। হে রাজন্! মহাত্মা ভরতের রাজত্ব সময়ে স্বর্গ ও পৃথিবী প্রজাকুলের সর্ব্বদা সকল অভিলাষ সম্পাদন করিত। ঐ রাজা সপ্তবিংশতি সহস্র সংবৎসর রাজ্যশাসন করিয়া সকলদিকেই আজ্ঞা প্রবর্ত্তিত করিয়া-ছিলেন। কিয়ৎকাল রাজ্যভোগের পর সম্রাট্ ভরত লোক-পালাধিক ঐশ্বর্য্য, অধিরাজ-সম্পত্তি, দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য ও আত্মপ্রাণ— সকলই অলীক বিবেচনা করিয়া, বিষয়-বিতৃষ্ণ হইলেন। রাজন্! তাঁহার বিদর্ভ-দেশীয়া সুসম্মতা তিনটী পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের একটী পুত্র হইলে, রাজা তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"এ পুত্র আমার অনুরূপ নহে।" সেই সময় হইতে তাঁহাদিগের যত পুত্র হইত, সে সকলকে "রাজা পাছে 'অননুরূপ' বলেন এবং তাঁহাদিগকে 'ব্যভিচারিণী' ভাবিয়া ত্যাগ করেন,"—এই আশঙ্কায় রাণীরা স্ব স্ব সন্তান বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেন। এইরূপে বংশ ব্যর্থ হওয়াতে মহারাজ ভরত, অনুরূপ-পুত্র-কামনায় মরুৎস্তোম নামক যাগ করিয়াছিলেন; তাহাতে মরুদ্গণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার হস্তে ভরদ্বাজ নামক পুত্র সমর্পণ করিলেন। গর্ভবতী ভ্রাতৃ-পত্নীতে বৃহস্পতি মৈথুন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে নিবারণ করে। বৃহস্পতি বালককে শাপ দিয়া বীর্য্য ত্যাগ করেন। "স্বামী পাছে 'ব্যভিচারিণী' বলিয়া ত্যাগ

* তের হাজার চৌরাশী সংখ্যায় এক 'বদ্ধ' কথিত হয়।

করেন”—এই ভয়ে ভীতা হইয়া মমতা যখন সেই কুমারটিকে ত্যাগ -িতে ইচ্ছা করেন, তখন দেবগণ বৃহস্পতির মমতা-ঘটিত ত্রের নাম-নির্বাচনার্থ এই শ্লোক গান করেন;—“মূঢ়ে! ‘দ্বাজকে’ (একের ক্ষেত্রজ, অপরের বীর্য্যজ পুত্রকে) ন. কর” এবং “তুমি এই দ্বাজকে ভরণ কর”,—পরস্পর কথা বলিয়া পিতা মাতা (বৃহস্পতি ও মমতা) চলিয়া যায়, সেই পুত্র ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত হন। হে রাজন্! তারা এই প্রকার কহিতে থাকিলেও ব্যভিচারোৎপন্ন সেই কেকে ব্যর্থ বোধ করিয়া, উতথ্য ভার্য্যাকে ত্যাগ করেন। দ্গণ তাহাকে লইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। যখন তবংশ বিতথ হইবার উপক্রম হইল, সেই সময় তাঁহারা ঐ াকে সেই ভরদ্বাজ নামক পুত্রটী সমর্পণ করিলেন। ৩২—৩৯।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

রন্তিদেব ও অজমীঢ়াদির কীর্ত্তি-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—হে পাণ্ডুনন্দন! বিতথের * পুত্র মন্যু। ়া হইতে বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর এবং গর্গ—এই পাঁচ পুত্র পন্ন হয়। নরের পুত্র সঙ্কৃতি; সঙ্কৃতির পুত্র গুরু এবং রন্তিদেব। রাজন্! রন্তিদেবের মহিমা ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদা ত হইয়া থাকে। তাঁহার বিত্ত নিরন্তর ব্যয়ে নিযুক্ত ছিল। নি স্বয়ং বুভুক্ষিত থাকিয়াও যেমন লব্ধ হইত—তৎক্ষণাৎ দান রিতেন। ঐ নরপতি সমুদায় বিত্ত দান করায় নির্দ্ধন হইয়া, ারিবারে ক্ষুধায় অবসন্ন হন;—জলমাত্রও পান না করিয়া তাঁহার াটচল্লিশ দিন অতীত হইয়াছিল। পরিবার সকল আহার ভাবে কষ্ট পাইতে লাগিল আপনিও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কম্পান্বিত লেবর হইলেন। ঊনপঞ্চাশ দিবসের প্রাতঃকালে ঘৃত, পায়স, যাব এবং জল উপস্থিত হইল। রাজ ভোজন করিতে যান, এমন য় একজন ব্রাহ্মণ-অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দ্ধাসহকারে সর্ব্বত্র হরিকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক সাদরে তাঁহাকে সই সকল দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে লিয়া গেলেন। তদনন্তর সেই বিভাগাবশিষ্ট অন্নাদি স্বীয় রিবারদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিতে যাইবেন, স সময়েও একজন শূদ্র আসিয়া তাঁহার অতিথি হইল। রন্তিদেব, গবান্ হরিকে স্মরণ করিয়া সেই বিভক্ত-অবশিষ্ট দ্রব্য তাহাকেও াগ করিয়া দিলেন। ১—৭। ভোজনান্তে শূদ্র-অতিথি বিদায় ইয়া গেলে, বহুতর কুকুরে পরিবৃত আর এক ব্যক্তি অতিথি াসিয়া কহিল, “রাজন্! আমার এই কুকুরগণ ও আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আহার প্রদান করুন।” রাজা ঐ ব্যক্তিরও হুসম্মান করিলেন এবং সমাদরপূর্ব্বক সেই অবশিষ্ট অন্ন সেই কল কুকুর ও কুকুর-পতিকে প্রদান করিয়া কুকুর ও কুকুর-পতিকে নমস্কার করিলেন। একজনের তৃষ্ণা দূর হইতে পারে;—এইরূপ জলমাত্র অবশিষ্ট রহিল, রাজা তাহাই পান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন,—ইত্যবসরে এক জন পুক্কশ আসিল এবং সকরুণ-বচনে কহিল, “মহারাজ! আমি অতিশ্রান্ত হইয়াছি, এই অপবিত্র ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ জল দিউন।” সেই ব্যক্তির ঐ করুণ-বচন এবং বিপুল-শ্রমের বিবরণ শ্রবণ করিয়া রন্তিদেবের অতিশয় দয়া হইল। তিনি দুঃখিত হইয়া অমৃতময় বাক্যে কহিলেন, “আমি পরমেশ্বরের সন্নিধানে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত গতি অথবা মুক্তির কামনা করি না, আমার প্রার্থনা এই,—আমি যেন সমস্ত দেহীর অন্তঃস্থিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হই এবং যেন আমা হইতে সকল দেহীর দুঃখ দূরীভূত হয়। এই দীন জীবন-ধারণার্থ বাসনা করিতেছে; ইহার জীবনার্থ জলার্পণ করিলেই আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, গাত্রঘূর্ণি, কার্পণ্য, ক্লান্তি, শোক, বিষাদ ও মোহ সমুদায় নিবৃত্ত হইবে।” এই প্রকার কহিয়া স্বাভাবিক দয়ালু মহারাজ রন্তিদেব স্বয়ং পিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়াও সেই পুক্কশকে আপনার পানীয় প্রদান করিলেন। ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের ফলপ্রদ বিষ্ণু-নির্ম্মিত ত্রৈলোক্যেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহারাজ রন্তিদেবের ধৈর্য্য-পরীক্ষার্থ প্রথমত মায়া ব্রাহ্মণাদিরূপে আসিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া স্ব স্ব যথার্থ রূপ ধারণ করিলেন। ৮—১৫। মহারাজ রন্তিদেব সেই সকল দেবতাগণকে প্রণাম-পূর্ব্বক নিঃসঙ্গ ও নিঃস্পৃহ হইয়া কেবল ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত-নিবেশ করিয়াছিলেন,—উহাঁদের নিকট কিছুই চাহেন নাই। রাজন্! রন্তিদেব নরপতি ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্যের নিকট ফলের প্রতীক্ষা না করিয়া আপনার চিত্তকে ঈশ্বরাবলম্বী করাতে তাঁহার নিকট গুণময়ী মায়া স্বপ্নবৎ হইয়া আত্মাতেই বিলীন হইয়াছিল; তাঁহার অনুগামী জনগণ তদীয় প্রভাবে সকলেই নারায়ণ-পরায়ণ যোগী হইয়াছিলেন। গর্গ হইতে শিনি উৎপন্ন হন। শিনির পুত্র গার্গ্য। ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ইনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মহাবীর্য্য হইতে দুরিতক্ষয় উৎপন্ন হন। দুরিতক্ষয়ের তিন পুত্র,—ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি। তাঁহারা তিনজনে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, তিনি হস্তিনাপুর নির্ম্মাণ করেন। হস্তীর তিন পুত্র,—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। অজমীঢ় হইতে বৃহদিষু নামে অন্য এক পুত্রও জন্মে; তাঁহার পুত্র বৃহদ্ধনু। বৃহদ্ধনুর পুত্র বৃহৎকায়; বৃহৎকায়ের পুত্র জয়দ্রথ; জয়দ্রথের পুত্র বিশদ; বিশদের পুত্র স্যেনজিৎ। স্যেনজিতের পুত্র—রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য এবং বৎস। রুচিরাশ্বের পুত্র পার;—পারের পুত্র পৃথুসেন। পারের নীপ নামে যে আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার একশত পুত্র হয়। ঐ নীপই শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্তকে উৎপাদন করেন। সেই ব্রহ্মদত্ত যোগী। তিনি স্বীয় ভার্য্যা সরস্বতী দেবীর গর্ভে বিষ্বক্‌সেন নামে এক সন্তান উৎপাদন করেন। বিষ্বক্‌সেন জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ বিষ্বক্‌সেন হইতে উদক্‌সেন এবং তাঁহা হইতে ভল্লাট উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহাঁরাই বৃহদিষুর বংশে উদ্ভূত হন। ১৬—২২। দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর; যবীনরের পুত্র কৃতিমান্। কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি; সত্যধৃতির পুত্র দৃঢ়নেমি; দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার্শ্ব; সুপার্শ্বের পুত্র সুমতি; সুমতির পুত্র সন্নতিমান্, সন্নতিমানের পুত্র কৃতী; তিনি হিরণ্যনাভের নিকট যোগপ্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্যসামের ছয়খানি সংহিতা বিভাগপূর্ব্বক অধ্যাপন করেন। ঐ কৃতী হইতে উগ্রায়ুধের উৎপত্তি হয়। তাঁহার পুত্র ক্ষেম্য; ক্ষেম্যের পুত্র সুবীর। সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়; রিপুঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের নলিনী নামে যে ভার্য্যা ছিল, তাঁহার গর্ভে নীল নামে এক সন্তান উৎপন্ন হয়। তাঁহার পুত্র শান্তি; শান্তির পুত্র সুশান্তি; সুশান্তির পুত্র পুরুজ; পুরুজের পুত্র অর্ক; অর্কের পুত্র ভর্ম্যাশ্ব। তাঁহার মুদ্গল, যবীনর, বৃহদিষু, কাম্পিল্য এবং সঞ্জয়—এই পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয়। ভর্ম্যাশ্ব একদা কহিয়াছিলেন, “আমার পাঁচটী পুত্র পঞ্চ বিষয়

* ভরতবংশ বিতথ (বিফল) হইবার উপক্রম হইলে ভরদ্বাজকে অর্পণ করা হয়, এইজন্য ভরদ্বাজের নাম ‘বিতথ’।

রক্ষণে সমর্থ। এই কারণে পরে তাহাদের পঞ্চাল সংজ্ঞা হয়। মুদ্গল হইতে ব্রাহ্মণ-জাতির মৌদ্গল্য-গোত্র সম্ভূত হয়। ভর্ম্যাশ্ব-পুত্র মুদ্গলের যমজ অপত্য হয়। পুত্রের নাম—দিবোদাস এবং কন্যার নাম অহল্যা। সেই অহল্যায় গৌতম হইতে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি;—তিনি ধনুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র শরদ্বান্। উর্ব্বশী-দর্শনে শরদ্বানের শুক্র শরস্তম্বে পতিত হইয়া শুভ যমজ অপত্য হইয়াছিল। শান্তনু রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া দৈবাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পান এবং কৃপা-পরবশ হইয়া অপত্য-যুগলকে লইয়া আইলেন। সেই বালকের নাম,—কৃপ; বালিকার নাম,—কৃপী। কৃপী দ্রোণাচার্য্যের পত্নী হইয়াছিলেন। ২৩—৩৬।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জরাসন্ধ, যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনাদির বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু; মিত্রায়ুর পুত্র চ্যবন; চ্যবনের পুত্র সুদাস; সুদাসের পুত্র সহদেব; সহদেবের পুত্র সোমক। সোমকের একশত সন্তান জন্মে; তন্মধ্যে জন্তু জ্যেষ্ঠ এবং পৃষৎ কনিষ্ঠ। ঐ পৃষৎ হইতে সর্ব্বসম্পদ্‌যুক্ত দ্রুপদ জন্মগ্রহণ করেন। সেই দ্রুপদ হইতে দ্রৌপদী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির জন্ম হয়। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। ইহাঁরা ভর্ম্যাশ্ব-বংশীয় পাঞ্চাল। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে যে অন্য এক পুত্র ছিল, তাঁহার পুত্র সম্বরণ। ঐ সম্বরণের ঔরসে সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্রপতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। সেই কুরুর চারি পুত্র;—পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু ও নিষধ। সুধনুর পুত্র সুহোত্র; সুহোত্রের পুত্র চ্যবন; চ্যবনের পুত্র কৃতী। কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু। বসুর বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র এবং চেদিপ ইত্যাদি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই চেদিদেশের রাজা ছিলেন। ১—৬। বৃহদ্রথ হইতে কুশাগ্রের জন্ম হয়। কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ; ঋষভের পুত্র সত্যহিত; সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান্; তাঁহার পুত্র জহু। হে রাজন্! বৃহদ্রথের অন্য ভার্য্যায় দুই খণ্ড সন্তান জন্মিয়াছিল। তাহাদের জননী তাহাদিগকে তদ্রূপ দেখিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। পরে জরা রাক্ষসী দেখিতে পাইয়া "জীবিত হও, জীবিত হও" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে সেই দুই খণ্ড মিলাইয়া দিয়াছিল। তাহাতে সেই বালক সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হইয়া জরাসন্ধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব; সহদেবের পুত্র সোমাপি; তাঁহা হইতে শ্রুতশ্রবার উৎপত্তি হয়। কুরুপুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান। জহ্নুর তনয় সুরথ; সুরথ হইতে বিদূরথের জন্ম হয়। বিদূরথের পুত্র সার্ব্বভৌম; সার্ব্বভৌমের পুত্র জয়সেন; জয়সেনের পুত্র রাধিক; তাঁহা হইতে অযুতায়ুর উৎপত্তি হয়। অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন; তাঁহার পুত্র দেবাতিথি। দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ; ঋক্ষ হইতে দিলীপ উৎপন্ন হন। দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র;—দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য-গমন করেন। শান্তনু রাজা হন। পূর্ব্বজন্মে ইহাঁর নাম মহাভিষ ছিল। ইনি কর দ্বারা যে কোন জরাগ্রস্ত পুরুষকে স্পর্শ করিতেন, সেই ব্যক্তিই যৌবন প্রাপ্ত হইত এবং উৎকৃষ্ট শান্তিলাভ করিত; এই কর্ম্ম দ্বারা ইহাঁর নাম শান্তনু হয়। কোন সময়ে শান্তনু-রাজার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি হয় নাই। তখন রাজা উদ্বিগ্নচিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ বিষয়ে এইমাত্র কহিয়াছিলেন, "মহারাজ! অগ্রজ-সত্ত্বে রাজ্যভোগ করায় আপনি পরিবেত্তা হইয়াছেন। রাষ্ট্র-বৃদ্ধির জন্য শীঘ্র অগ্রজকে আনাইয়া রাজ্য দান করুন।" ৭—১৫। ব্রাহ্মণেরা ইহা বলিলে, শান্তনু অগ্রজকে রাজা হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে শান্তনুর মন্ত্রী, কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের পাষণ্ডমত-পোষক বাক্যে দেবাপি, বেদমার্গ-ভ্রষ্ট হন এবং বেদনিন্দা করেন। অতএব বেদনিন্দা দ্বারা পাতিত্য ঘটাতে দেবাপি রাজ্যের অনুপযুক্ত হইলেন; সুতরাং অনন্তর শান্তনুর রাজ্যভোগে আর কোন দোষ রহিল না। তখন যথাকালে বর্ষণ হইতে থাকিল। তদবধি দেবাপি যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক কলাপ-গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। কলিযুগে চন্দ্রবংশ বিনষ্ট হইলে সত্যের প্রথমে তিনি ঐ বংশ স্থাপন করিবেন। বাহ্লীক হইতে সোমদত্তের উৎপত্তি হয়। সোমদত্তের তিন পুত্র;—ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে আত্মজ্ঞ ভীষ্ম জন্মিয়াছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, মহাভাগবত, বিদ্বান্ এবং বীরসমূহের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি সংগ্রামে পরশুরামেরও সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলেন। শান্তনুর ঔরসে দাস-কন্যার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ। চিত্রাঙ্গদ, চিত্রাঙ্গদ নামক জনৈক গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। কন্যাকালে দাসকন্যার গর্ভে, মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ভগবান্ হরির অংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি অবতীর্ণ হন। তিনি বেদরক্ষক। আমি তাঁহার পুত্র এবং তাঁহার নিকট এই ভাগবতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি তাঁহার সমগুণাবলম্বী পুত্র, এইজন্য সেই ভগবান্ বাদরায়ণ নিজ শিষ্য পৈল প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমারই নিকট পরম গুহ্য ভাগবতশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত বিচিত্রবীর্য্য কাশিরাজের দুই কন্যা—অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ দুই কন্যা স্বয়ংবর হইতে বলপূর্ব্বক আনীত হন। দুই ভার্য্যাতে আসক্ত হওয়াতে বিচিত্রবীর্য্য অল্পকাল মধ্যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া কাল-কবলিত হন। তাঁহার সন্তান-সন্ততি হয় নাই। তাঁহার সহোদর ভগবান্ বেদব্যাস মাতৃনিয়োগে তদীয় ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর এই তিনটী পুত্র উৎপন্ন করিয়া দেন। রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র ও দুঃশলা-নামে এক কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ। ১৬—২৬। পাণ্ডু শাপবশত মৈথুন ব্যাপারে নিষিদ্ধ হন। তদীয় পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম, ইন্দ্র ও বায়ু হইতে যুধিষ্ঠিরাদি তিন মহারথ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মাদ্রী নামে যে ভার্য্যা ছিল, তাহাতে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। ঐ পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদী। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব হইতে তাঁহার গর্ভে পাঁচটী সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা তোমার পিতৃগণ। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম হইতে শ্রুতসেন, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা উৎপন্ন হন। হে রাজন্! ঐ পঞ্চপাণ্ডবের অন্যান্য ভার্য্যায় অন্যান্য কতকগুলি পুত্রও জন্মিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের ঔরসে পৌরবীর গর্ভে দেবক; ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ ও কালীর গর্ভে সর্ব্বগত; সহদেবের ঔরসে পর্ব্বত-নন্দিনী বিজয়ার গর্ভে সুহোত্র; নকুলের ঔরসে করেণুমতীর গর্ভে নরমিত্র; অর্জ্জুনের ঔরসে উলূপীর গর্ভে ইরাবান্, মণিপুর-রাজ-দুহিতার গর্ভে বভ্রুবাহন এবং সুভদ্রাগর্ভে তোমার পিতা অভিমন্যু উৎপন্ন হন। বভ্রুবাহন মণিপুর রাজার পুত্রিকা-পুত্র বলিয়া তাঁহারই পুত্র। অভিমন্যু সমস্ত অতিরথ বীরের বিজেতা এবং মহারথ ছিলেন। তাঁহার ঔরসে উত্তরার গর্ভে তোমার জন্ম হয়। রাজন্! অশ্বত্থামার

ব্রহ্মাস্ত্রভেজে কুরুবংশ পরিক্ষীণ হইতেছিল, তুমিও তাহাতে বিনষ্ট হইতে; কেবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে কৃতান্তের কর হইতে জীবন-সহিত মোচিত হইয়াছ। ২৭—৩৪। হে তাত! তোমার একণে জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন—এই চারি পুত্র। জনমেজয়, তক্ষক হইতে তোমার মৃত্যু-বিবরণ অবগত হইয়া রোষ বশতঃ সর্পসত্রের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যজ্ঞাগ্নিতে সর্প সকল হোম করিবেন। তোমার ঐ পুত্র পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং কলষ-তনয় তুর-নামক ঋষিকে পুরোহিত করিয়া অন্যান্য বহুতর যজ্ঞও করিবেন। হে রাজন্! এই জনমেজয়ের শতানীক নামে একপুত্র জন্মিবেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্য মুনির নিকট বেদপাঠ করিয়া ক্রিয়াজ্ঞান, শৌনক হইতে আত্মজ্ঞান এবং কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবেন। শতানীকের পুত্র সহস্রানীক; সহস্রানীকের পুত্র অশ্বমেধজ; অশ্বমেধজের পুত্র অসীমকৃষ্ণ; তাঁহার পুত্র নেমিচক্র। হস্তিনাপুর, নদী দ্বারা বিনষ্ট হইলে, তিনি কৌশাম্বী নগরে সুখে বাস করিবেন। নেমিচক্রের পুত্র উপ্ত; উপ্তের পুত্র চিত্ররথ; তাঁহা হইতে শুচিরথ জন্মিবেন। শুচিরথের পুত্র বৃষ্টিমান্; তাঁহার পুত্র সুষেণ; সুষেণের পুত্র মহীপতি। মহীপতির পুত্র সুনীথ; তাঁহার পুত্র নৃচক্ষু; তাঁহা হইতে সুখীনল জন্মগ্রহণ করিবেন। সুখীনলের পুত্র পরিপ্লব; পরিপ্লবের পুত্র সুনয়; তাঁহার পুত্র মেধাবী; মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়; তাঁহা হইতে দূর্ব্ব জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার পুত্র তিমি; তিমির পুত্র বৃহদ্রথ; বৃহদ্রথের পুত্র সুদাস; সুদাসের পুত্র শতানীক; শতানীকের পুত্র দুর্দ্দমন; দুর্দ্দমনের পুত্র মহীনর; মহীনরের পুত্র দণ্ডপাণি; দণ্ডপাণির পুত্র নিমি; নিমির ঔরসে ক্ষেমক উৎপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপাদক দেবর্ষি-আদৃত-বংশ কলিযুগে ক্ষেমক রাজা পর্য্যন্ত থাকিবে। হে রাজন্! মগধ-বংশে যে সকল নরপতি হইবেন, অনন্তর তাঁহাদের বিবরণ বলি। জরাসন্ধ-তনয় সহদেবের পুত্র মার্জ্জারি। সেই মার্জ্জারি হইতে শ্রুতশ্রবা জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার পুত্র যুতায়ু; তাঁহার পুত্র নিরমিত্র; নিরমিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র; সুনক্ষত্রের পুত্র বৃহৎসেন; বৃহৎসেনের পুত্র কর্ম্মজিৎ; কর্ম্মজিতের পুত্র সুতঞ্জয়; সুতঞ্জয়ের পুত্র বিপ্র; তাঁহার পুত্র শুচি, শুচির পুত্র ক্ষেম; ক্ষেমের পুত্র সুব্রত; সুব্রতের পুত্র ধর্ম্মসূত্র; ধর্ম্মসূত্রের পুত্র সম; সমের পুত্র দ্যুমৎসেন; দ্যুমৎসেনের পুত্র সুমতি; তাঁহা হইতে সুবল জন্মিবেন। সুবলের পুত্র সুনীথ; সুনীথের পুত্র সত্যজিৎ; সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ; তাঁহা হইতে রিপুঞ্জয় জন্মিবেন। বৃহদ্রথ-বংশীয় ভূপালগণ আর সহস্র বৎসর থাকিবেন। ৩৫—৪৯।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অনু, দ্রুহ্যু, তুর্ব্বসু ও যদুর বংশ-বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অনুর তিন পুত্র;—সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু। সভানরের পুত্র কালনর; কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়; সৃঞ্জয় হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল; মহাশালের পুত্র মহামনা। মহামনার দুই পুত্র;—উশীনর এবং তিতিক্ষু। উশীনরের চারি পুত্র;—শিবি, বর, কৃমি এবং দক্ষ। শিবি হইতে বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র, কেকয়,—এই চারি সন্তান উৎপন্ন হয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ; তাঁহার পুত্র হোম; তাঁহার পুত্র সুতপা; সুতপা হইতে বলি উৎপন্ন হন। ঐ বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং ওড্র নামে নরপতিগণ উৎপন্ন হন। ১—৫। তাঁহারা পূর্ব্বদেশে স্ব স্ব নামে ছয় রাজ্য স্থাপন করেন। অঙ্গ হইতে খলপান জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার তনয় দিবিরথ; দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ; তাঁহা হইতে চিত্ররথ। চিত্ররথের সন্তান হয় নাই। তিনি রোমপাদ নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সখা দশরথ, তাঁহাকে শান্তা নাম্নী নিজ কন্যা দান করিয়াছিলেন। হরিণী-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রোমপাদ রাজার রাজ্যে কিয়ৎকাল দেবতা বারিবর্ষণ না করাতে রাজার অনুমতিক্রমে বরাঙ্গনাগণ, তপোবনে যাইয়া গীত, বাদ্য, নাট্য দ্বারা এবং বিভ্রম, বিলাস, আলিঙ্গন ও সভাজন দ্বারা ঐ ঋষিকে আনয়ন করে। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন মাত্রে বারিবর্ষণ হয়। অনন্তর ঐ মুনি, নিঃসন্তান রাজার জন্য ইন্দ্রযাগ করিয়া পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। নিঃসন্তান দশরথও তাঁহার সাহায্যে পুত্র লাভ করেন। রোমপাদ হইতে চতুরঙ্গ উৎপন্ন হন। তাঁহার সন্তান পৃথুলাক্ষ। পৃথুলাক্ষ হইতে বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা এবং বৃহদ্ভানু—এই তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। বৃহদ্রথ হইতে বৃহন্মনা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তনয় জয়দ্রথ; জয়দ্রথের পুত্র বিজয়। তাঁহার সম্ভূতী নাম্নী ভার্য্যায় ধৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত; তাঁহার পুত্র সৎকর্ম্মা; তাঁহা হইতে অধিরথের উদ্ভব হয়। এই ব্যক্তিই গঙ্গাতটে ক্রীড়া করিতে করিতে কুন্তীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মঞ্জুষার মধ্যে কানীন শিশু প্রাপ্ত হইয়া, আপনি নিঃসন্তান বলিয়া তাহাকে নিজ তনয় করিয়াছিলেন। হে রাজন্! ঐ বালকের নাম কর্ণ; তাঁহার সন্তান বৃষসেন। দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু; তাঁহার তনয় সেতু; সেতুর সন্তান আরব্ধ; তাঁহার সুত গান্ধার; তৎপুত্র ধর্ম্ম; তাঁহা হইতে ধৃত উৎপন্ন হন। ধৃতের সুত দুর্মদ; তাঁহা হইতে প্রচেতার উদ্ভব হয়। ঐ প্রচেতার শত সন্তান; তাহারা উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়াছে। তুর্ব্বসুর সন্তান বহ্নি; তাঁহার সুত ভর্গ; তাঁহা হইতে ভানুমানের জন্ম হয়। ভানুমানের সুত ত্রিভানু; তাঁহার তনয় উদারমতি করন্ধম; করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। তিনি অপুত্রতা প্রযুক্ত পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে তনয় করেন। সেই দুষ্মন্ত রাজ্যাভিলাষী হইয়া পুনরায় আপন বংশে প্রবিষ্ট হন। হে নরবর! অতঃপর যযাতির জ্যেষ্ঠতনয় যদুর বংশ বর্ণনা করি। ঐ বংশ অতিশয় পবিত্র; উহা মনুজ-মণ্ডলীর সকল কলুষ-নাশক। যে বংশে ভগবান্ পরমাত্মা নরাকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই যদুবংশ-বিবরণ শ্রবণ করিলে, মানবমাত্রে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল এবং রিপু নামে যদুর চারি পুত্র হয়। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। তাঁহার তিন পুত্র;—মহাহয়, রেণুহয় এবং হৈহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্ম; তাঁহার পুত্র নেত্র; নেত্রের পুত্র কুন্তি; কুন্তি হইতে সোহঞ্জি উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মহিষ্মান্; মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রসেন। ৬—২২। ভদ্রসেনের দুই সন্তান;—দুর্মদ ও ধনক। ধনকের চারি পুত্র;—কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা এবং কৃতৌজা। কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন। তিনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং ভগবানের অংশ দত্তাত্রেয়-সকাশাৎ যোগতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। অন্য কোন নরপতি,—যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগ, বেদাধ্যয়ন, শৌর্য্য, বীর্য্য ও দয়াদিতে ঐ মহাত্মার সমান হইতে পারিবেন না। ঐ রাজা অব্যাহত-পরাক্রম হইয়া পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষয় ষড় ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করেন। তাহাতে তাঁহার স্মরণ বা বিত্ত কদাপি নষ্ট হইত না। ঐ অর্জ্জুনের সহস্র তনয় হয়। তন্মধ্যে পাঁচজন মাত্র সংগ্রামে অবশিষ্ট ছিল। তাহাদের নাম,—জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু

এবং উর্জ্জিত। তন্মধ্যে জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ; তাঁহার শত সন্তান হয়। তালজঙ্ঘ নামক ঐ সকল ক্ষত্রিয়কে সগর সংহার করেন। তালজঙ্ঘের শত-সন্তান-মধ্যে বীতিহোত্র জ্যেষ্ঠ। বৃষ্ণি মধুর পুত্র। সেই মধুর একশত পুত্র হয়; তন্মধ্যে বৃষ্ণি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। রাজন্! যদু, মধু এবং বৃষ্ণির জন্য ঐ বংশ—যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণি নামে অভিহিত হয়। যদুপুত্র ক্রোষ্টুর পুত্র বৃজিনবান্; বৃজিনবানের পুত্র স্বাহিত; তাঁহার তনয় বিশদ্গু; বিশদ্গুর পুত্র চিত্ররথ; তাঁহা হইতে মহাযোগী মহাভাগ শশবিন্দুর উদ্ভব হয়। তিনি সেই সেই জাতির শ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ মহারত্নের স্বামী এবং অপরাজিত রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। ২৩—৩১। তাঁহার দশ সহস্র পত্নী। প্রত্যেক পত্নীতে এক এক লক্ষ সন্তান হওয়াতে তাঁহা হইতে দশ সহস্র লক্ষ অর্থাৎ শতকোটি সন্তান উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত পুত্র মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্ত্তি, পুণ্যযশা ইত্যাদি ছয়জন প্রধান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পৃথুশ্রবার সন্তান ধর্ম্ম; তাঁহার পুত্র উশনা। তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। উশনার আত্মজ রুচক। তাঁহার পাঁচ পুত্র;— পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু এবং জ্যামঘ। ইহাঁদের মধ্যে জ্যামঘের ভার্য্যা শৈব্যা। জ্যামঘ নিঃসন্তান ছিলেন, তথাপি ভার্য্যার ভয়ে অন্য দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি একদা শত্রুভবন হইতে ভোজ্যা নাম্নী একটী কন্যা হরণ করিয়া আনিতেছিলেন; সেই কন্যাকে রথস্থা দেখিয়া, শৈব্যা ক্রুদ্ধা হইয়া পতিকে বলিলেন, “এ কে? কাহাকে রথে করিয়া আনিতেছ?” “ইনি তোমার স্নুষা”—জ্যামঘ এই কথা বলিলে, শৈব্যা বিস্ময়াম্বিতা হইয়া কহিল, “আমি বন্ধ্যা, আমার সপত্নীও নাই; আমার স্নুষা,—এ কথা কিরূপে যুক্ত হইল?” জ্যামঘ কহিলেন, “হে রাজ্ঞি! তুমি যে তনয় প্রসব করিবে, ইনি তাহারই পত্নী হইবেন।” হে রাজন্! বিশ্বদেব এবং পিতৃগণ জ্যামঘের ঐ বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর শৈব্যা গর্ভ ধারণ করেন এবং যথাযোগ্য-কালে তিনি একটী কুমার প্রসব করেন। সেই কুমার বিদর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়া, পরে ঐ সাধ্বী স্নুষার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩২—৩৮।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

বিদর্ভের পুত্রগণের বংশ-বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বিদর্ভ সেই পত্নীর গর্ভে কুশ ও ক্রথ নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন; বিদর্ভ-কুলনন্দন রোমপাদ তাঁহার তৃতীয় তনয়। রোমপাদের পুত্র বভ্রু; বভ্রু হইতে কৃতি উৎপন্ন হন। কৃতির পুত্র উশিক; তাঁহা হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি নরপতির উৎপত্তি হয়। হে রাজন্! বিদর্ভ-তনয় ক্রথের পুত্র কুন্তি। তাঁহার পুত্র বৃষ্ণি; বৃষ্ণির পুত্র নির্ব্বৃতি; নির্ব্বৃতির পুত্র দশার্হ; দশার্হের পুত্র ব্যোম; ব্যোমের পুত্র জীমূত; জীমূতের পুত্র বিকৃতি; বিকৃতির পুত্র ভীমরথ; ভীমরথ হইতে নবরথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র দশরথ; দশরথের পুত্র শকুনি; শকুনির পুত্র করম্ভি; করম্ভির পুত্র দেবরাত; দেবরাতের তনয় দেবক্ষত্র; তাঁহার পুত্র মধু; মধু হইতে কুরুবশ উৎপন্ন হন। কুরুবশের সুত অনু; তাঁহার পুত্র পুরুহোত্র; পুরুহোত্রের পুত্র আয়ু; তাঁহা হইতে সাত্বতের উৎপত্তি হয়। হে আর্য্য! সাত্বতের সাত পুত্র;—ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক এবং মহাভোজ। ভজমানের দুই পত্নী। এক পত্নীতে নিম্লোচি, কিঙ্কণ এবং ধৃষ্টি—এই তিন পুত্র; অন্য পত্নীতে শতজিৎ, সহস্রাজিৎ এবং অযুতাজিৎ—এই তিন পুত্র হয়। ১—৮। দেবাবৃধের সন্তান বভ্রু। তাঁহাদের পিতাপুত্রের প্রসঙ্গে ঋষিগণ দুই শ্লোক গান করিয়া থাকেন, যথা;—“আমরা দূর হইতে যেরূপ শুনিতে পাই, নিকটে সেইরূপ দর্শনও করিয়া থাকি। বভ্রু মানুষদিগের শ্রেষ্ঠ, আর দেবাবৃধ দেবতার সমান। ষট্ সহস্র ত্রিসপ্ততি সংখ্যক পুরুষ,—বভ্রু ও দেবাবৃধের উপদেশে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।” সাত্বতের সন্তান মহাভোজ অতিশয় ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তাঁহার বংশে ভোজগণের উৎপত্তি হয়। হে পরন্তপ! সাত্বত-পুত্র বৃষ্ণির দুই তনয়;—সুমিত্র ও যুধাজিৎ। যুধাজিতের পুত্র শিনি এবং অনমিত্র। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের দুই পুত্র;—সত্রাজিৎ এবং প্রসেন। হে রাজন্! অনমিত্রের শিনি নামে অন্য এক পুত্র ছিল; তাঁহার তনয় সত্যক। সেই সত্যকের পুত্র যুযুধান; তাঁহার পুত্র জয়; জয়ের পুত্র কুণি; কুণি হইতে যুগন্ধরের জন্ম হয়। অনমিত্রের বৃষ্ণি নামে অপর এক তনয় ছিল। তাঁহার পুত্র শ্বফল্ক। তাঁহা হইতে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর এবং আর দ্বাদশটী বিখ্যাত সন্তান জন্মে। তাহাদের নাম—আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুরি, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুকর্ম্মা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ এবং প্রতিবাহ। ইহাদের সুচারা নাম্নী এক ভগিনীও হইয়াছিল। অক্রূরের দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। চিত্ররথের পৃথু, বিদূরথ প্রভৃতি বহুতর সন্তান হইয়াছিল; তাঁহারা সকলেই বৃষ্ণি-কুলনন্দন। কুকুর, ভজমান, শুচি, কম্বলবর্হিষ—এই চারিজন অন্ধক-তনয়। তন্মধ্যে কুকুরের পুত্র বহ্নি; বহ্নির পুত্র বিলোমা; বিলোমার পুত্র কপোতরোমা; তাঁহার পুত্র অনু। তুম্বুরু ঐ অনুর সখা ছিলেন। অনুর পুত্র অন্ধক; তাঁহা হইতে দুন্দুভি উৎপন্ন হন। তাঁহার তনয় অবিদ্য। অবিদ্যের পুত্র পুনর্ব্বসু। পুনর্ব্বসুর পুত্র আহুক এবং কন্যা আহুকী। আহুকের দুই তনয়;—দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের চারি পুত্র;—দেববান্, উপদেব, সুদেব এবং দেববর্দ্ধন। হে রাজন্! তাঁহাদিগের ধৃতদেবা প্রভৃতি সাত ভগিনী ছিল, যথা;—ধৃতদেবা শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা এবং দেবকী। ঐ সাত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। হে রাজন্! উগ্রসেনের পুত্র,—কংস, সুনাম, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি এবং তুষ্টিমান্। এতদ্ব্যতীত—কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ ও রাষ্ট্রপালিকা নামে উগ্রসেনের পাঁচ কন্যা ছিল। ইহাঁরা, বসুদেবানুজ দেবভাগাদির ভার্য্যা হইয়াছিলেন। ৯—২৫। চিত্ররথাত্মজ বিদূরথ হইতে শূর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সন্তান ভজমান; তাঁহা হইতে শিনির জন্ম হয়। শিনির তনয় ভোজ; তাঁহার তনয় হৃদিক। তাঁহা হইতে দেবমীঢ়, শতধনু ও কৃতবর্ম্মা—এই তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। দেবমীঢ়ের তনয় শূর। তাঁহার মারিষা নামে এক পত্নী ছিল। শূর, মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক ও বৃক নামে দশটী নিষ্পাপ তনয় উৎপাদন করেন। বসুদেবের জন্মকালীন স্বর্গে দেবতাদিগের দুন্দুভি এবং ঢক্কা বাদ্য হইয়াছিল, এইজন্য সেই হরির প্রাদুর্ভাব-আশ্রয় বসুদেব, আনক-দুন্দুভি নামেও অভিহিত হইতেন। ইহাঁদিগের পাঁচ ভগিনী;—পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী। শূর, আপনার সখা কুন্তিরাজকে অপুত্রক দেখিয়া আপনার কন্যা পৃথাকে দান করিয়াছিলেন। পৃথা, দুর্ব্বাসাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকটে ‘দেবহূতি’ নামক বিদ্যা প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি সেই বিদ্যার সামর্থ্য-পরীক্ষার্থী হইয়া সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন। পরন্তু ঐ দেব

তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহার অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। তিনি সবিনয়-বচনে নিবেদন করিলেন,—"হে দেব! আমি কেবল পরীক্ষার্থই বিদ্যা-প্রয়োগ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি গমন করুন;—আমাকে ক্ষমা করুন।" ইহাতে ভাস্কর কহিলেন, "দেবদর্শন ব্যর্থ হয় না,—আমি তোমার গর্ভাধান করিব। তোমার যোনি যাহাতে দুষ্ট না হয়, আমি তাহা করিয়া দিব।" এইরূপ কহিয়া তাহাতে গর্ভাধানপূর্ব্বক সূর্য্যদেব গমন করেন। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় দিবাকরের তুল্য পৃথার একটী কুমার উৎপন্ন হইল। পৃথা, লোকভয়ে ভীতা হইয়া সেই তনয়কে নদীজলে পরিত্যাগ করিলেন। তোমার প্রপিতামহ সত্যবিক্রম পাণ্ডু ঐ পৃথার পাণিগ্রহণ করেন। ২৩—৩৬। শ্রুতদেবাকে করূষ-বংশীয় বৃদ্ধশর্ম্মা বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দিতিসুত দন্তবক্র, ঋষি-শাপগ্রস্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। কেকয়-বংশীয় ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচটী পুত্র জন্মিয়াছিল। জয়সেন, রাজাধিদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার তনয় শিশুপাল। তাহার উৎপত্তি-বিবরণ বলিয়াছি। দেবভাগের ঔরসে কংসার গর্ভে চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল; দেবশ্রবার ঔরসে কংসবতীর গর্ভে সুবীর এবং ইষুমান্; কঙ্কের ঔরসে কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ; সৃঞ্জয়ের ঔরসে রাষ্ট্রপালীর গর্ভে বৃষ এবং দুর্ম্মর্ষণ প্রভৃতি; শ্যামকের ঔরসে শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ; বৎসকের ঔরসে মিশ্রকেশী অপ্সরার গর্ভে বৃকাদি; বৃকের ঔরসে দূর্ব্বাক্ষীর গর্ভে তক্ষ ও পুষ্করমাল প্রভৃতি; সমীকের ঔরসে সুদামনীর গর্ভে সুমিত্র, অর্জ্জুনপাল প্রভৃতি এবং আনকের ঔরসে কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয় উৎপন্ন হন। পৌরবী, রোহিণী ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা এবং দেবকী প্রভৃতি বসুদেবের অনেক পত্নী ছিল। তন্মধ্যে রোহিণীর গর্ভে বলদেব, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব এবং কৃতাদি পুত্র উৎপন্ন হয়। পৌরবীতে সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্ম্মদ, ভদ্র ও ভূত প্রভৃতি দ্বাদশটী সন্তান জন্মে। মদিরার গর্ভে নন্দ, উপনন্দ, কৃতক এবং শূর প্রভৃতি উৎপন্ন হন। ভদ্রা কেশি নামে কুলনন্দন একমাত্র পুত্র প্রসব করেন। রোচনার গর্ভে হস্ত, হেমাঙ্গদ প্রভৃতি পুত্র হয়। বসুদেব, ইলার গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতি যদু-শ্রেষ্ঠগণকে উৎপাদিত করেন। ধৃতদেবার গর্ভে বসুদেব হইতে বিপৃষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন শান্তিদেবার গর্ভে প্রশম, প্রথিত প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হয়। উপদেবা-গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশটী সন্তান; শ্রীদেবাগর্ভে বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয়টী পুত্র এবং দেবরক্ষিতা গর্ভে গদ প্রভৃতি নয় সন্তান উৎপন্ন হয়। যেমন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, বসু সকলকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বসুদেব, সহদেবা-গর্ভে প্রবর, শ্রুতমুখ্য প্রভৃতি অষ্ট তনয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। দেবকীতেও বসুদেবের অষ্ট তনয় হয়, তাঁহাদের নাম,—কীর্ত্তিমান্, সুষেণ ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দ্দন, ভদ্র নাগরাজের অবতার সঙ্কর্ষণ; রাজন্! স্বয়ং হরি,—বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম-পুত্র হইয়াছিলেন। তোমার পিতামহী মহাভাগা সুভদ্রাও তাঁহাদিগের হইতে উৎপন্ন হন। ফলতঃ যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষয় এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সময়ে ভগবান্ হরি আপনাকে সৃজন করিয়া থাকেন। ৩৭—৫৩। হে রাজন্! যদ্যপি তিনি মায়া-নিয়ন্তা, সঙ্গবিহীন, সর্ব্বসাক্ষী এবং সর্ব্বগত; তাঁহার মায়া-বিনোদ ব্যতিরেকে জন্ম অথবা কর্ম্মের হেতু আর কি হইতে পারে? তাঁহার মায়াচেষ্টা জীবের পক্ষে অনুগ্রহ-স্বরূপ; কারণ, তাহাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদান,—তদ্দ্বারা যদি প্রকৃতি বিধৃতি হওয়াতে তাহা জীবের পক্ষে মোক্ষেরও কারণ হইয়া থাকে। রাজন্! বহু বহু অক্ষৌহিণী-পতি নৃপতি-চিহ্নধারী অসুরগণ, পৃথিবী আক্রমণ করাতে ধরা মহাভারাক্রান্তা হইয়াছিলেন; তাঁহার ভার-হরণার্থ ভগবানের ঐরূপ অবতার হইয়া থাকে। কারণ, যে সকল কর্ম্ম, দেবেশ্বরগণ মনের দ্বারাও তর্ক করিয়া উঠিতে পারেন না,—ভগবান্ মধুসূদন, সঙ্কর্ষণের সহিত তৎসমস্তই অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করেন। রাজন্! ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। যদিও সঙ্কল্পমাত্রেই তিনি ভূভার হরণে সমর্থ ছিলেন, তথাপি কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মিবে, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক দুঃখ, শোক ও তমোগুণের নাশক পবিত্র যশ বিস্তার করিয়াছেন। ঐ যশ, সাধু-পুরুষদিগের কর্ণামৃত এবং শ্রেষ্ঠ-তীর্থ স্বরূপ; একবার মাত্র তাহা শ্রোত্ররূপ অঞ্জলি দ্বারা পান করিলে, পুরুষ কর্ম্ম-বাসনা পরিত্যাগ করিতে সম্যক্‌রূপে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডুবংশীয় সকল মানব-মণ্ডলই নিরন্তর ভগবানের চরিত্রের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। সেই ভগবান্ স্নিগ্ধ সস্মিত-দর্শন, উদার-বচন, বিক্রম-লীলা ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত মনুষ্য-লোককে আনন্দিত করিয়াছিলেন। মকর-কুণ্ডল থাকাতে কর্ণদ্বয়ের ও কপোল-যুগলের কেমন শোভা হইত! বিলাস-সম্বলিত হাস্য সেই মুখে লাগিয়াই থাকিত। তজ্জন্য যেন নিত্যই উৎসব হইত। সেই বদন, দৃষ্টি দ্বারা পান করিয়া নর ও নারীদিগের পরিতৃপ্তি হয় নাই; তাঁহার ভুবন-মোহন রূপ দেখিয়া তাহারা আহ্লাদিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নয়নের নিমেষ অসহিষ্ণু হইয়া নিমেষকর্ত্তা নিমির প্রতি বারংবার কোপ করিত। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপে জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পর মনুষ্যাকার হইয়া পিতৃগৃহ হইতে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন। তথায় রিপুবিনাশ করিয়া ব্রজবাসীদিগের প্রয়োজন-সাধন করেন। তৎপরে বহুতর দারপরিগ্রহ করিয়া সেই সকলে শত শত সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন এবং লোকসমাজে স্বকীয় বেদমার্গ বিস্তার করিয়া ভূরি ভূরি যজ্ঞ দ্বারা নিজেরই অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কুরুদিগের মধ্যে সমুত্থিত কলহকে হেতু করিয়া দৃষ্টি দ্বারা যুদ্ধে রাজগণের সৈন্য সংহার করত পৃথিবীর গুরুভার হরণ এবং অর্জ্জুনের জয়ঘোষণা করিয়া, উদ্ধবকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া, শ্রীহরি নিজধামে গমন করিয়াছিলেন। ৫৭—৬৭।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

নবমস্কন্ধ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

কংসকর্ত্তৃক দেবকীর ছয় পুত্র বধ।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে কহিলেন,—চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশের বিস্তৃত বিবরণ আপনি বলিলেন; উভয়-বংশীয় নৃপতিগণের পরমাশ্চর্য্য চরিত্রও বর্ণন করিলেন; ধর্ম্মশীল যদুর বংশও কীর্ত্তন করিয়াছেন;—এক্ষণে সেই বংশে অংশে * অবতীর্ণ ভগবান্ বিষ্ণুর বীর্য্য-বিষয়ক কথা বলুন। ভূতভাবন ভগবান্, যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া যে যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন,—আপনি আমাদিগের নিকট

* প্রশ্নকর্ত্তা মহারাজ পরীক্ষিতের নিজ জ্ঞানানুসারেই কথিত।

সে সমুদায় বিস্তাররূপে বলুন। মুক্ত-ব্যক্তিগণও সেই উত্তমঃশ্লোকের গুণ সদা কীর্ত্তন করেন; উহা মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণের একমাত্র উপায়-স্বরূপ, কারণ, ভবব্যাধির ঔষধ এবং উহা বিষয়ী ব্যক্তিগণের এক-মাত্র পরম বিষয়, কারণ, শ্রোত্রহর ও মনোহর। পশুঘাতী * ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষ উহাতে বিরক্ত হইতে পারে? অমরজয়ী অতি-রথ ভীষ্মাদি-রূপ-তিমিঙ্গিল-পূর্ণ কৌরব-সৈন্যসাগর পার হওয়া সুকঠিন। আমার পিতামহগণ সেই পাদদ্বয়কে তরণী করিয়া গোষ্পদের ন্যায় সেই সাগর অনায়াসে পার হইয়াছিলেন। কুরু-পাণ্ডব-বংশের নিদান স্বরূপ আমার এই দেহ, অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে, যিনি, শরণাপন্না আমার মাতার গর্ভে চক্র ধারণ করত প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন—যিনি কালস্বরূপে অখিল-প্রাণীর অভ্যন্তর ও বাহ্যে অবস্থিতি করত মোক্ষ ও সংসার প্রদান করিতেছেন,—সেই মায়া-মনুষ্য ভগবানের বীর্য্য সকল আপনি বলুন। আপনি বলিলেন,—দেব সঙ্কর্ষণ রোহিণীর নন্দন; তিনিই আবার দেহান্তর ধারণ না করিয়াই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ভগবান্ মুকুন্দ কি কারণে পিতার আলয় হইতে ব্রজে গমন করেন? সাত্বতপতি ভগবান্, জ্ঞাতিগণের সহিত কোথায় বাস করেন? কেশব,—ব্রজ ও মধুপুরে বাস করত কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন? জননীর ভ্রাতা—সুতরাং অবধ্য কংসকেই বা কেন সাক্ষাৎসম্বন্ধে বধ করিয়া-ছিলেন? মানুষ-দেহ ধারণ করিয়া ভগবান্ বৃষ্ণিগণের সহিত যদুপুরে কতকাল বাস করিয়াছিলেন? তাঁহার কতগুলি ভার্য্যা ছিল? হে মুনে। হে সর্ব্বজ্ঞ! এই সকল এবং অন্যান্য বিস্তৃত কৃষ্ণ-চরিত আমার নিকট বলুন। ইহা শুনিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আপনার বদন হইতে যে হরিকথা-রূপ সুধা ক্ষরিত হইতেছে, আমি তাহা প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছি; তাহাতেই,—যদিও আমি জলাহারমাত্রও ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি ক্ষুধা আমাকে পীড়ন করিতে সমর্থ হইতেছে না। ১—১৩। সূত কহি-লেন,—হে ভৃগুনন্দন। এই সমীচীন কথা শুনিয়া পরম ভাগবত বৈয়াসকি শুকদেব, পরীক্ষিতের প্রশংসা করিয়া কলি-কলুষ-নাশক শ্রীকৃষ্ণ-চরিত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন;—হে রাজর্ষি-সত্তম! তোমার বুদ্ধি সম্যকরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া উপযুক্ত বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছে; কারণ, বাসুদেবের কথায় তোমার নৈষ্ঠিকী রতি জন্মি-য়াছে। বিষ্ণুর পাদোদক অর্থাৎ গঙ্গা যেমন স্নানকারীর তিন পুরু-ষকে পবিত্র করে, তদ্রূপ বাসুদেব-বিষয়ক প্রশ্ন,—বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা—তিন ব্যক্তিকেই পবিত্র করে। হে মহারাজ! দর্পিত রাজরূপ-ধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনারূপ ভূরিভারে আক্রান্ত হইয়া অবনী ব্রহ্মার শরণ লইলেন। সেই খিন্না পৃথিবী, গাভী-রূপ ধারণ করিয়া, অশ্রুমুখী হইয়া, করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় ব্যসন নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া শঙ্কর ও দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ধরণীর সহিত ক্ষীর-সাগরের তীরে গমন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সমাহিত-চিত্তে, যে বেদমন্ত্রে নারায়ণের স্তব করিতে হয়, সেই মন্ত্রে জগন্নাথ দেবদেব ধর্ম্মপালক নারা-য়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিধাতা এক আকাশ-বাণী শুনিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, 'হে অমরগণ! ভগবান্ যাহা কহিলেন, তোমরা আমার নিকট তাহা শুনিয়া শীঘ্র সেইরূপ বিধান কর,—বিলম্ব করিও না। নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই ভগবান্ পৃথিবীর বিপদ বিদিত আছেন। তোমরা আপন আপন অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর। ঈশ্বরের ঈশ্বর সেই হরি, অবিলম্বেই আপনার কালশক্তি দ্বারা পৃথিবীর ভার নাশ করত ভূতলে বিহার করিবেন। পরম-পুরুষ ভগবান্ শীঘ্রই বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার প্রিয়-সাধন করিবার নিমিত্ত দেবাঙ্গনাগণ অবনীতলে উৎপন্ন হউন। বাসুদেবের অংশ, সহস্র-বদন স্বরাট্ অনন্তদেব, ভগবানের প্রিয়-কামনার অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিবেন। যে ভগবতী বিষ্ণুমায়া জগৎ মোহিত করেন, তিনি ভগবানের আদেশে কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত যশোদার গর্ভে অংশে অবতীর্ণ হইবেন।" ১৪—২৫। শুকদেব কহিলেন,—প্রজাপতিনাথ বিভু, দেবগণকে এই আজ্ঞা করিয়া বিবিধ আশ্বাস-বাক্যে অব-নীকে সান্ত্বনা দান করত স্বীয় ধামে গমন করিলেন। পূর্ব্বে যদুপতি শূরসেন মথুরা-নগরীতে বাস করত; মাথুর এবং শূরসেন-দিগের বিষয় ভোগ করিতেন। সেই হেতু তদবধি মথুরা যাদব-ভূপতির রাজধানী হয়। ভগবান্ হরি সদা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। একদা সেই নগরীতে শূরবংশীয় বসুদেব বিবাহ করিয়া স্বগৃহে যাত্রা করিবার নিমিত্ত নবোঢ়া দেবকীর সহিত রথে আরোহণ করিলেন। উগ্রসেন-তনয় কংস, দেবকীর প্রিয় কামনায় সুবর্ণময় শত শত রথ সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং ভগিনীর রথের অশ্বদিগের রশ্মি গ্রহণ করিলেন। দুহিতৃ-বৎসল দেবক দুহিতাকে যানের সহিত স্বর্ণমালা-ধারী চারিশত গজ, সার্দ্ধ অযুত অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিত দুই শ সুকুমারী দাসী—যৌতুক দিয়াছিলেন। বৎস। বর ও বধূ যাত্রাকালে দুন্দুভি, শঙ্খ, তূর্য্য ও মৃদঙ্গ সকল মঙ্গল্য শব্দ করিতে লাগিল। এমন সময়ে পথিমধ্যে অশরীরী আকাশবাণী কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"রে অবোধ! তুই যাহাকে বহন করিতে ছিস্, ইঁহার অষ্টম-গর্ভ-জাত সন্তান তোর প্রাণ বধ করিবে ভোজগণের কুলদূষণ সেই পাপ কংস এই কথা শুনিয়া খড়্গ লই ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার কেশ গ্রহণ করি মহাভাগ বসুদেব, সেই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর কংসকে সান্ত্বনা করত কা লেন, "শূরগণ তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন; তু ভোজবংশের যশস্কর। যিনি এরূপ ব্যক্তি, তিনি উদ্বাহপর্ব্বে করিয়া ভগিনীকে বধ করিবেন? বীর। দেহধারীর মৃত্যু দে সহিত জন্মগ্রহণ করে; অদ্যই হউক, আর শত বৎসর পরে হউক, প্রাণীর মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে। এই দেহ নাশ হইলে কর্ম্মানুবর্ত্তী দেহী, দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাক্তন শরীর ত করে। যেমন পুরুষ গমনকালে এক পদ ভূমিতে স্থাপন করি অপর পদে ভূমি পরিত্যাগ করে,—যেরূপ জলৌকা তৃণ অবলম্বন করিয়া, পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে; সেইরূপ কর্ম্ম বর্ত্তমান জীবও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় দ বা শ্রবণ জন্য সংস্কার মনোমধ্যে জন্মিলে, নিবিষ্টচিত্তে ঐ বা শ্রুত বিষয় ভাবিতে ভাবিতে পুরুষ যেরূপ জাগ্রদবস্থা দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের অনুরূপ অনির্ব্বচনীয় রূপ স্বপ্নে দর্শন করে সেইরূপ জীব কর্ম্ম বশতঃ মরণপূর্ব্ব দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্র শরীর পরিত্যাগ করে। দেহের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির সময় নানা বি রাত্মক মন, কল্পাভিমুখে কর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, মায়া দ্বারা দেহরূপে বিরচিত পঞ্চভূতগণের মধ্যে যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়,— সেই রূপেই দেহী জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। জ্যোতি জ্যো পদার্থ যেরূপ তৈল-ঘৃত-জলাদি পার্থিব-পদার্থে প্রতিবিম্বিত হ বায়ু দ্বারা কম্পিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ

* "বিনা পশুঘ্নাৎ" এই মূলের পাঠে "বিনাৎপশুঘ্নাৎ" এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তাহার অর্থ এই 'যাহা হইতে শোক অপগত হইয়াছে, তাহাই 'অপশুক্' অর্থাৎ আত্মা; তাহাকে যাহারা হনন করে, অর্থাৎ 'আত্মঘাতী।' শ্রীধরস্বামী এরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন।

এই অবিদ্যা-রচিত গুণের অনুগত হইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হয়। এবম্প্রকার-গুণবিশিষ্ট যে পুরুষ আপনার মঙ্গল কামনা করেন, তিনি কাহারও উপর কখন হিংসা করিবেন না। কারণ, যিনি অন্যের হিংসা করেন—অন্য হইতে তাঁহারও হিংসা হইবার সম্ভাবনা আছে এবং পরকালে যম হইতে যন্ত্রণারও সম্ভাবনা আছে। তোমার এই কনিষ্ঠা ভগিনী—বালিকা, দীনা, কাতরা ;—ভয়ে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অচেতনপ্রায় হইয়াছেন। তুমি দীনবৎসল ; এই কল্যাণীকে বধ করা তোমার উচিত হয় না।" ২৮—৪৫। শুকদেব কহিলেন,—হে কৌরব্য! কংস একে অতি নির্দ্দয়, তাহাতে আবার দৈত্যদিগের পরামর্শের অনুগামী হইয়াছিল ; সুতরাং বসুদেব এইরূপে মিত্রতা-প্রয়োগ ও ভয়প্রদর্শন করিয়া বুঝাইলেও, কংস নিবৃত্ত হইল না। বসুদেব তাহার সেই নির্ব্বন্ধ অবগত হইয়া, কিরূপে উপস্থিত-কালের প্রতীকার করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া এই উদ্ভাবন করিলেন ;—'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি,—আপন বুদ্ধি ও বল অনুসারে, মৃত্যুকে নিবারণ করিবে। তাহাতে যদি নিবারণ করিতে না পারে, তাহা হইলে দেহীর অপরাধ নাই। আমি, মৃত্যুরূপী এই কংসকে পুত্র সকল সমর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিয়া, এই দীনা অবলাকে মোচন করি। পরে যখন আমার পুত্র জন্মিবে, তখন যাহা হয়,—হইবে ; এখন ত দেবকী রক্ষা পাউক। হয় ত আমার পুত্র জন্মিবার মধ্যে কংসের মৃত্যুও হইতে পারে। আর যদি কংস না-ই মরে ; আমার পুত্রও ত ইহাকে বিনাশ করিতে পারে। বিধাতার ব্যবস্থা কে অন্যথা করিতে পারে ? 'পুত্রদান করিব', এই অঙ্গীকারে আপাততঃ উপস্থিত মৃত্যু নিবৃত্ত হইতে পারে ; কালান্তরে যদি পুনর্ব্বার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে আমার কোন অপরাধ নাই। অগ্নির কাষ্ঠ-সংযোগ ও বিয়োগ,—অদৃষ্টই একমাত্র কারণ ; অর্থাৎ গ্রামে গৃহস্থের গৃহে আগুন লাগিলে, দাহ করিতে করিতে সেই অগ্নি কখন বা নিকটস্থ গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থ গৃহাদি যে দাহ করে, তাহার হেতু—যেরূপ অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে,—সেইরূপ প্রাণীর জন্ম ও মৃত্যু অদৃষ্টমাত্র।' আপনার যতদূর জ্ঞান, ততদূর এইরূপ বিবেচনা করিয়া বসুদেব বহুমান-পুরঃসর সেই পাপ কংসকে পূজা করিলেন এবং উৎফুল্ল-বদনে হাসিতে হাসিতে অথচ বিমনে সেই খল নির্লজ্জ কংসকে আবার কহিলেন, "হে সৌম্য! আকাশ-বাণী যেরূপ কহিল, এই দেবকী হইতে তোমার সেরূপ ভয়-সম্ভব নহে। ইহার সকল পুত্রকে তোমার হস্তে অর্পণ করিব ; যেহেতু, তাহাদিগের হইতেই ত তোমার ভয়।"৪৬—৫৩। শুকদেব কহিলেন,—কংস তাঁহার কথা যুক্তিযুক্ত বুঝিয়া ভগিনী-বধ হইতে নিবৃত্ত হইল। বসুদেবও প্রীত হইয়া হাসিতে হাসিতে স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্ব-দেবময়ী দেবকী প্রতি বৎসর এক একটী করিয়া অষ্ট তনয় এবং এক তনয়া প্রসব করিলেন। বসুদেব মিথ্যাভয়ে বিহ্বল হইয়া অতি কষ্টে কীর্ত্তিমান্ নামক প্রথম পুত্রটীকে কংসের হস্তে দিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ সাধুগণ কি না সহ্য করিতে পারেন ? বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কোন্ বস্তুর অপেক্ষা রাখেন ? কুৎসিত ব্যক্তির অকার্য্য কি আছে ? হরি-ভক্তগণের দুস্ত্যজ কি আছে ? রাজন্! বসুদেবের এইরূপ সাধুত্ব এবং সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া কংস সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এই পুত্রকে লইয়া যাও ; ইহা হইতে আমার ভয় নাই। তোমাদিগের অষ্টম পুত্র হইতেই আমার মৃত্যু বিহিত হইয়াছে।" ৫৪—৬০। বসুদেব "তাহাই করিব" বলিয়া গমন করিলেন, কিন্তু কংসের সে বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস হইল না ; কারণ, কংস,—অসৎ ও অজিতাত্মা। হে রাজন্! "ব্রজবাসী নন্দ-প্রভৃতি গোপ ; ঐ সকল গোপের স্ত্রী ; বসুদেবপ্রভৃতি যদুনায় বৃষ্ণিবংশীয় ; দেবকীপ্রভৃতি যদুস্ত্রী ; বসুদেব ও নন্দকুলের জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্ ; এবং যাঁহারা কংসের অনুগত,—তাঁহারা সকলেই দেবতাতুল্য"—নারদ, কংসকে এই কথা বলিয়া দিলেন। নারদ, কংসকে আরও বলিয়া দিলেন যে, "দেবগণকর্ত্তৃক পৃথিবীর ভারভূত অসুরদিগের সংহারের উদ্যোগ হইতেছে।" নারদ চলিয়া গেলে "যদুগণ দেবতা এবং বিষ্ণু তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হইবেন",—এই কথা জানিতে পারিয়া কংস,—বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করত আপন গৃহে রাখিল। তাঁহাদিগের যেমন পুত্র জন্মিতে লাগিল, অমনি কংস আপনার নিধন-কারণ বিষ্ণু মনে করিয়া, এক একটী করিয়া বধ করিতে আরম্ভ করিল। ধরামণ্ডলে লুব্ধ-রাজা মাত্রেই স্ব স্ব প্রাণ-পরিতোষ-কামনায় মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুদিগকে বধ করে। পূর্ব্বে নিজে যখন এই পৃথিবীতে কালনেমি অসুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন বিষ্ণু তাহাকে বধ করিয়াছিলেন,—ইহা জ্ঞাত থাকাতে, কংস যদুগণের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল। যদু, ভোজ ও অন্ধক-দিগের অধিপতি নিজ পিতা উগ্রসেনকে বদ্ধ রাখিয়া মহাবল কংস, শূরসেনদিগের রাজ্য ভোগ করিতে থাকিল। ৬১—৬৯।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বলদর্পিত কংস, মগধ-বাসীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রলম্ব, বক, চানূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘ, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, ভৌম ও অন্যান্য অসুর-রাজদিগের সহিত মিলিত হইল এবং যদুদিগকে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার নিদারুণ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া তাঁহারা,—কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ এবং কোশলরাজ্যে পলায়ন করিলেন। কেবল কতকগুলি জ্ঞাতি, চিত্তানুবর্ত্তনপূর্ব্বক কংসের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। কংসকর্ত্তৃক ক্রমে ছয় সন্তান নাশ প্রাপ্ত হইলে, দেবকীর হর্ষ ও শোক-জনক সপ্তম গর্ভ উৎপন্ন হইল। ঐ গর্ভ বিষ্ণুর কলা। লোকে উহাকে অনন্ত নামে বিখ্যাত করিয়া থাকেন। দুষ্ট কংস ঐরূপ অত্যাচার করায় বিশ্বাত্মা ভগবান্ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অনুগত যদুগণ কংসের ভয়ে ভীত হইয়াছেন। তখন তিনি যোগমায়াকে আদেশ করিলেন, "দেবি! ভদ্রে! গোপ ও গোপগণে অলঙ্কৃত ব্রজধামে যাও। নন্দগোকুলে বসুদেবের পত্নী রোহিণী বাস করিতেছেন। বসুদেবের অন্যান্য পত্নীও কংসভয়ে ভীত হইয়া অলক্ষিত স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন। অনন্ত নামক আমার অংশ, দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। শুভে! তাহার পর আমি পূর্ণ রূপে দেবকীর নন্দন হইয়া জন্মিব এবং তুমি, নন্দের পত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। মনুষ্যগণ তোমাকে সর্ব্বকাম ও সকল বরের অধীশ্বরী ও প্রদাত্রী বলিয়া নানা উপহার এবং বলি দ্বারা তোমার পূজা করিবে। পৃথিবীতে তুমি নানা নামে বিখ্যাত হইবে, যথা ;—দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা। গর্ভ সঙ্কর্ষণ করিয়া লওয়াতে," পৃথিবীতে ঐ গর্ভসম্ভূত সন্তান 'সঙ্কর্ষণ' নামে অভিহিত হইবেন। তদ্ব্যতীত তিনি লোকের মনোরঞ্জন করাতে 'রাম' এবং বলের আধিক্য বশতঃ 'বলভদ্র'
[illegible]

দেশ পাইয়া, "তাহাই করিব" বলিয়া মায়া তাঁহার আদেশ হণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, অবনীতে আসিয়া সেইরূপ রিলেন। যোগনিদ্রা, দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীর গর্ভে পন করাতে, পুরবাসিগণ "হায়। দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল।"— ই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা তদ্বিবরণ কিছুই জানিতে পারিল না। ১৪।১৫। এদিকে ভক্তের ভয়-দাতা ভগবান্‌ও পূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। সুদেব মনোমধ্যে শ্রীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দিবাকরের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া যাবতীয় ভূতের দুরাসদ এবং বড়ই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর যেরূপ পূর্ব্বদিক্ শশাঙ্ককে ধারণ করে, সেইরূপ দীপ্তি-শালিনী শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী, বসুদেব কর্ত্তৃক অর্পিত অচ্যুতাংশ স্বীয় মন দ্বারা ধারণ করিলেন। রাজন্! ভগবান্ সর্ব্বাত্মা; সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই দেবকীর আত্মায় বর্ত্তমান ছিলেন। যাঁহাতে সমস্ত জগৎ বাস করিতেছে, দেবী তাঁহার আবাস-স্থান হইয়া আপনিই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু সর্ব্বজনকে আনন্দিত করিতে পারিলেন না; কারণ, ঘটাদির মধ্যে যেরূপ দীপশিখা এবং জ্ঞানবঞ্চক ব্যক্তির অভ্যন্তরে সুন্দর-কথা রুদ্ধ থাকে, সেইরূপ তিনি কংসের আলয়ে রুদ্ধ ছিলেন। একদা কংস সেই শুচিস্মিতা দেবকীকে দীপ্তি দ্বারা ভুবন উদ্দ্যোতিত করিতে দেখিয়া কহিল, "নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে,—আমার প্রাণহর হরি ইহার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছে। আমার গৃহমধ্যে দেবকীর এরূপ দীপ্তি আর [illegible] করা কর্ত্তব্য? পুরুষ স্বার্থপর হইয়াও কখন স্ত্রীবধ দ্বারা বিক্রম নাশ করেন না। দেবকীকে বধ করিলে স্ত্রীবধ, ভগিনীবধ ও গর্ভিণীবধ করা হইবে; তাহাতে যশ, শ্রী এবং পরমায়ু দিন দিন ক্ষয় পাইতে থাকিবে। যে ব্যক্তি কেবল হিংসা করিয়া জীবন ধারণ করে, সে জীবন্মৃত। সেই পাপী যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন সকলের নিন্দাভাজন হইয়া জীবনধারণ করে; মরণান্তে সে নিশ্চয়ই পাপীর নরকে গমন করিয়া থাকে।" প্রভাব-সম্পন্ন কংস এই ঘোর চিন্তা হেতু স্ত্রীবধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া হরির প্রতি বৈর-বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। দিবা-রাত্রির মধ্যে সে মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইল না;—উপবেশন, অবস্থিতি, ভোজন, পান, ভ্রমণ ও শয়ন,—সর্ব্বসময়েই হৃষী-কেশকে চিন্তা করিয়া জগৎ তন্ময় দেখিতে লাগিল। ১৬—২৪। হে রাজন্! এই সময়ে ব্রহ্মা ও মহাদেব,—নারদাদি মুনি এবং অনুচর দেবগণের সমভিব্যাহারে দেবকীর নিকট আগমন করিয়া বাক্য দ্বারা কামবর্ষী হরির স্তব করিতে লাগিলেন,—"ভগবন্! আপনি সত্যব্রত; সত্যই আপনার সঙ্কল্প; সত্যই আপনার প্রাপ্তি-সাধন; আপনি তিন কালে সত্য, সত্যের কারণ এবং সত্যে অবস্থিত; আপনি সত্যের সত্য। ঋত ও সত্য,—আপনি এই দুয়ের প্রবর্ত্তক। অতএব আপনি সত্যময়। এইরূপে সকল প্রকারেই আপনি সত্যাত্মক হইয়াছেন,—আমরা, সত্যরূপী আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এই দেহপ্রপঞ্চ আদিবৃক্ষ-স্বরূপ। এক প্রকৃতি ইহার আশ্রয়; সুখ দুঃখ ইহার দুই ফল; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ ইহার মূল; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহার চারি রস; পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইহার জ্ঞান; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা ইহার ছয় স্বভাব; রস, শোণিত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সাতটী ইহার ত্বক; পাঁচ ইন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,—এই আটটী ইহার বিটপ; নবদ্বার ইহার নব ছিদ্র এবং দশ প্রাণ ইহার পত্র। জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইটী পক্ষী ইহাতে বাস করিতেছে। একমাত্র আপনিই, কার্য্যস্বরূপ এই বৃক্ষের উৎপত্তি-স্থান, লয়-স্থান ও পালন-কর্ত্তা। যাঁহাদিগের জ্ঞান আপনার মায়ায় আচ্ছন্ন, তাঁহারা আপনাকেই নানারূপ দর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষেরা সেরূপ দেখেন না। ভগবন্! জ্ঞানস্বরূপ আপনি যাবতীয় জীবের কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত বারংবার সত্ত্বগুণময় বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন; ঐ সকল রূপ, ধার্ম্মিকদিগের সুখ-সাধন এবং খলদিগের বিনাশকর। অতএব আপনাকে ঐরূপ বর্ণন করা আমাদের অনুচিত নহে। হে কমল-লোচন! আপনি নির্ম্মল সত্ত্বগুণের নিকেতন। নির্ম্মল-সত্ত্বনিষ্ঠ বিবেকী ব্যক্তিগণ সমাধিযোগে আপনাতে বিনিবেশিত চিত্তকে নিমিত্ত করিয়া, মহৎ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত ভবদীয় চরণরূপ তরণী আশ্রয়পূর্ব্বক ভব-সাগরকে গোষ্পদ-জলতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। ভক্ত-গণের প্রতি আপনি কৃপা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা আপনাকেই অধিক ভাল বাসেন; অন্যের পক্ষে ভয়ানক ভবসাগর তাঁহারা নিজে পার হইয়া ভবদীয় চরণতরি এই স্থানেই রাখিয়া যান। ২৫—৩১। হে অম্বুজ-নয়ন! আপনার ভক্ত ভিন্ন অন্যান্য যাহারা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা কষ্টে যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াছেন, অবশেষে তাহা হইতে পতিত হন; কারণ, আপনাতে ভক্তি নাই বলিয়া তাঁহাদিগের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় নাই; এবং তাঁহারা আপনার শ্রীচরণ অবহেলা করিয়া থাকেন। হে কেশব! যাহারা আপনার ভক্ত, যাঁহারা আপনাতেই সৌহৃদ্য বন্ধন করিয়া থাকেন,—তাঁহাদের সেরূপ দুর্গতি হয় না; আপনা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা বিঘ্নকারীদিগের মস্তকোপরি নির্ভয়ে বিচরণ [illegible] লোক-পালনের নিমিত্ত কর্ম্ম-ফলজনক সত্ত্ব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। লোকে ঐ মূর্ত্তিযোগে বেদ, ক্রিয়া, যোগ, তপস্যা ও সমাধি দ্বারা আপনার পূজা করিতে সক্ষম হয়। আপনি শরীর আশ্রয় না করিলে পূজার অভাবে কর্ম্মফল সিদ্ধ হইত না। হে বিধাতঃ! যদি সত্ত্ব আপনার দেহ না হইত, তাহা হইলে, অজ্ঞান ও ভেদের বিনাশ-সাধক বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিত না; কারণ, গুণ সকলে যে প্রকাশ লক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা আপনার কেবল অনুমানই করা যাইতে পারে। অনুমান এইরূপে করা যায়,—'আপনি গুণসাক্ষী; বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া প্রমাতা হওয়াতে আপনার গুণ প্রকাশ হইল।' এরূপ অনুমানই করা যাইতে পারে,—আপনাকে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না। দেব! আপনি গুণ-কর্ম্মাদির সাক্ষী এবং মন ও বাক্য দ্বারা কেবল আপনার গতির অনুমান করা হয় মাত্র; অতএব আপনার নাম ও রূপ—গুণ, কর্ম্ম বা জন্ম দ্বারা নিরূপণ করিতে পারা যায় না। তথাপি ভক্তেরা উপাসনাদি-কার্য্যে আপনাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া থাকেন। ৩২—৩৬। যিনি, আপনার মঙ্গলময় নাম ও রূপ শ্রবণ বা উচ্চারণ করেন,—অন্যকে শ্রবণ করান,—চিন্তা করেন এবং আপনার কমল-চরণ-যুগের সেবায় মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না। আহা! কি সুখের বিষয়! আপনি ঈশ্বর, আপনার জন্মমাত্রেই আপনার চরণভূতা এই ধরিত্রীর ভার অপনীত হইল। অহো! কি মঙ্গলের বিষয়! আপনি কৃপা করিয়া আপনার চরণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশাদি চিহ্ন দ্বারা পৃথিবী এবং সুরলোক পবিত্র করিবেন,—আমরা দেখিতে পাইব। হে ঈশ! আপনি অসংসারী, সুতরাং আপনার জন্মের কারণ ক্রীড়া ভিন্ন অন্য কিছুই অনুমান করিতে পারি না। জীবাত্মার যে জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, সেও আপনার অবিদ্যা কর্ত্তৃকই উৎপাদিত হয়; বস্তুতঃ জীবাত্মারও জন্মাদি কিছুই নাই। আপনি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও দেবে অবতীর্ণ হইয়া ভুবন ও আমাদিগকে যেরূপ পালন করিয়াছেন,—হে যদুশ্রেষ্ঠ! সেইরূপ এখনও

অবনীর গুরুভার হরণ করুন। [আমরা এই আপনাকে প্রণাম করিলাম।] দেবকি! ভাগ্যক্রমে পরম-পুরুষ শ্রীহরি আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত পূর্ণরূপে তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কংসকে আর ভয় করিও না, তাহার মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে; তোমার এই পুত্র যদুদিগের রক্ষাকারী হইবেন।" রাজন্! যাঁহার রূপ সর্ব্বপ্রত্যক্ষভূত; সেই পুরুষের এইরূপ স্তব করিয়া দেবগণ,—ব্রহ্মা ও মহাদেবকে অগ্রে লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ৩৭—৪১।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! অনন্তর যৎকালে, কাল সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন এবং সাতিশয় রমণীয় হইয়া উঠিল,—রোহিণী-নক্ষত্র উদিত ও তাহার সহিত অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র সকল ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল,—দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল; যখন আকাশে তারকা-সমূহ স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল,—অবনীর পুর, গ্রাম, ব্রজ ও আকরাদিতে বহুল মঙ্গল প্রবর্ত্তিত হইল,—নদী সকলের সলিল নির্ম্মল-ভাব ধারণ করিল,—জলাশয়ের কমল-জন্য শোভা হইল,—বন-বৃক্ষগণের স্তবক ফুটিয়া উঠিল ও তাহাতে বিহঙ্গকুল মনের আনন্দে গান করি[illegible], [illegible] বায়ু পবিত্র-গন্ধবাহী, পবিত্র এবং সুখস্পর্শ হইয়া বাহিত হইতে লাগিল; যৎকালে দ্বিজাতিদিগের অগ্নি সকল শান্তভাবে জ্বলিতে আরম্ভ করিল,—অসুরদ্বেষী সাধুদিগের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল,—বিষ্ণুর জন্মকাল আসন্ন প্রায় দেখিয়া কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ গান, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব এবং বিদ্যাধরী সকল অপ্সরাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল; যৎকালে দেব ও ঋষিসমূহ হর্ষান্বিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন;—সেই সময় ঘনতিমিরাবৃত নিশীথে ভগবান্ ভূমিষ্ঠ হইলেন। তৎকালে সাগরের সঙ্গে সঙ্গে জলধর মন্দ-মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল। পূর্ব্বদিক্ হইতে পূর্ণিমা-চন্দ্রের ন্যায়, দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। ১—৮। বসুদেব দেখিলেন,—সেই বালক বড়ই অদ্ভুত। তাঁহার নয়ন কমলতুল্য প্রশস্ত; তিনি চতুর্ভুজ; তাহাতে শঙ্খ ও গদাদি অস্ত্র সকল উদ্যত। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভা পাইতেছে; গলদেশে কৌস্তভ মণি; পরিধান পীতবসন; বর্ণ, নিবিড় মেঘের ন্যায় মনোহর। অপরিসীম কেশকলাপ,—মহামূল্য বৈদূর্য্য, কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় দেদীপ্যমান। অত্যুত্তম মেখলা, অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলঙ্কার দ্বারা শরীরের শোভা সম্পাদিত হইতেছে। বসুদেব বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে পুত্ররূপী হরিকে নিরীক্ষণ করিয়া মন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে দশ সহস্র গো দান করিলেন। তৎকালে তিনি বদ্ধাবস্থায় ছিলেন, সুতরাং বস্তুতঃ দান হইবার সম্ভাবনা কি? কৃষ্ণ তাঁহার পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন,—এই আনন্দে বসুদেব উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ স্বীয় প্রভা দ্বারা সূতিকাগারের শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অনন্তর তাঁহাকে পরম-পুরুষরূপে স্থির করিয়া মহাত্মা বসুদেব অবনতকায়, শুদ্ধমতি, কৃতাঞ্জলি এবং তাঁহার প্রভাবে নির্ভয় হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বসুদেব কহিলেন, "অহো! আপনাকে জানিতে পারিলাম, আপনি প্রকৃতির পরম-পুরুষ;—আমার কি সৌভাগ্য! আজি আমি আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। ভগবন্! আপনি নিরবচ্ছিন্ন অনুভব ও আনন্দ-স্বরূপ; সকল বুদ্ধির সাক্ষী। আপনি নিজ মায়া দ্বারা এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন না,—কেবল প্রবিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন মাত্র। মহদাদি তত্ত্ব সকল, ষোড়শ বিকারের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করে; পৃথক্ থাকিয়া তাহারা বিশিষ্ট কার্য্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া উহারা উহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বলিয়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাস্তবিক প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, ঐ সকল তত্ত্ব কারণ-রূপে পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। ৯—১৬। এইরূপ রূপাদি-জ্ঞান দ্বারা যাহাদিগের স্বরূপ অনুমান করিতে হয়, আপনি সেই সকল বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহাদিগের সহিত আপনার প্রত্যক্ষ হয় না। আপনি সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বব্যাপক, পরমার্থ বস্তু; অতএব অপরিচ্ছিন্ন; সুতরাং আবরক না থাকাতে, আপনার অন্তর্ব্বহির্ভেদই নাই। ভগবন্! আপনার অন্তর্যামিত্ব-রূপে প্রবেশই যখন মুখ্য নহে, তখন দেবকীগর্ভে প্রবেশ কিরূপে হইবে? অতএব আপনি কেবল অনুভব ও আনন্দ-স্বরূপ; আপনাকে যে জানিতে পারিলাম, এই আমার পরম সৌভাগ্য। যে ব্যক্তি, আত্মার দৃশ্য-গুণ দেহাদিকে আত্মব্যতিরেকে পৃথক্‌রূপে বর্ত্তমান বস্তু বলিয়া জ্ঞান করে, সে মূর্খ; কারণ, তাহার ভেদজ্ঞান আছে। যে দেহাদিকে বিচার করিয়া দেখিলে কেবল বাক্য ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া বোধ হয় না;—সুতরাং যাহা বাস্তবিক বলিয়া [illegible] বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করিতেছে। প্রভো! তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়া থাকেন,—আপনা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, অথচ আপনার গুণ নাই, বিকার নাই। অথবা আপনি ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম; আপনাতে এ উভয়ের বিরোধ হইতে পারে না। আপনি গুণের আশ্রয়; গুণ সকল কর্ত্তৃক সৃষ্ট্যাদি আপনাতে আরোপিত হইয়া থাকে। আপনি নিজ মায়া দ্বারা ত্রিলোকের পালনার্থ আপন শুক্লবর্ণ; সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণ-সংবর্দ্ধিত রক্তবর্ণ এবং ধ্বংসের জন্য তমোগুণ-যোগে কৃষ্ণবর্ণ, স্বীকার করিয়া থাকেন। হে অখিলেশ্বর! হে বিভো! আপনি, এই সমস্ত লোকের রক্ষার নিমিত্ত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া আমার আলয়ে অবতীর্ণ হইলেন। রাজন্য-নামধারী কোটি কোটি অসুর-সেনাপতির সহিত যে সকল সেনা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, আপনি সেই সকলকে সংহার করিবেন। হে সুরেশ্বর! দুষ্ট কংস,—আমার গৃহে আপনার জন্ম হইবে শুনিয়া, আপনার অগ্রজদিগকে বধ করিয়াছে। প্রহরিগণ আপনার জন্ম-সংবাদ তাহাকে জ্ঞাপন করিলে, সে অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এখনই আগমন করিবে।" ১৭—২২। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অনন্তর কংসভীতা দেবকী পুত্রের মহাপুরুষ-লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভগবন্! বেদে যাহা একমাত্র আদ্য কারণ, সুতরাং অব্যক্ত, বৃহৎ, চেতন, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, সত্তামাত্র, নির্ব্বিরোধ ও নিরীহ বস্তু বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, আপনি সাক্ষাৎ সেই বিষ্ণু। আপনি অধ্যাত্মদীপ, অতএব বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রকাশক। দ্বিপরার্দ্ধ নামক কালের অবসানে চরাচর লোক বিনষ্ট হইবার পর মহাভূত সকল যখন আদিভূতে এবং ব্যক্ত, প্রকৃতিতে প্রবেশ করে,—তখন একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। তৎকালে অশেষাত্মক প্রধানে আপনার প্রজ্ঞা হয়; আপনি চিন্তা করিতে থাকেন,—'এই প্রধান আমাতে বিলীন হইয়া আছে; পুনর্ব্বার ইহাকে প্রকাশ করিতে হইবে।' নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত এই যে দ্বিপরার্দ্ধরূপ-কালে এই বিশ্বের পরিবর্ত্তন হইতেছে, হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক! ইহাকেই

আপনার লীলা বলা যায়। আপনি এতাদৃশ এবং অভয়দান; অদ্য আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। মর্ত্ত্যবাসী, মৃত্যুরূপ বিষধর হইতে ভীত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক সকল লোকের নিকটেই গমন করিয়াছিল; কিন্তু এরূপ এক ব্যক্তিকেও নির্ভয় দেখিতে পায় নাই। অদ্য কোন এক অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়-বলে আপনার চরণ-কমল লাভ করিয়া সুস্থচিত্তে শয়ন করিয়া আছে; মৃত্যু ইহাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে। সেই আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ভৃত্যজনের ভয়হারী; আমরা উগ্রসেনের পুত্র ঘোর কংস হইতে ভয় পাইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি আপনার এই ধ্যানযোগ্য ঐশ্বর-রূপ চর্ম্মচক্ষুর প্রত্যক্ষ-গোচর করিবেন না। হে মধুসূদন! আমার গর্ভে আপনার জন্ম হইয়াছে,—পাপী কংস যেন ইহা জানিতে না পারে। আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল; অতএব আপনার জন্যই কংস হইতে ভয় পাইতেছি। হে বিশ্বাত্মন্! আপনার এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-সমন্বিত চতুর্ভুজ অদ্ভুত রূপ তিরোহিত করুন। প্রলয়ের অবসানে আপনি যখন নিজদেহে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন, তখন বিশ্বের কোন বস্তুরই তথায় স্থান-সঙ্কোচ হয় না; সেই আপনি যে আমার গর্ভে জন্মিলেন, মনুষ্য-লোকের নিকট ইহা এক প্রকার বিড়ম্বনা।" ২৩—৩১। ভগবান্ কহিলেন, "হে সতি! পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে তোমার পৃশ্নি নাম ছিল। তৎকালে এই নিষ্পাপ বসুদেব, সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। ব্রহ্মা [illegible] সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করিলে, তোমরা ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযত করিয়া তপস্যা আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে। বর্ষা, বাত, রৌদ্র, শিশির, গ্রীষ্ম প্রভৃতি কালগুণ সকল তোমাদিগের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, তোমরা প্রাণায়াম দ্বারা মনোমল ধৌত করিলে এবং শীর্ণপত্র ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া রহিলে। আমার নিকট অভিলষিত ফললাভ করিতে বাঞ্ছা করিয়া শান্তচিত্তে আমার আরাধনা করিতে লাগিলে। ভদ্রে! আমাতে চিত্ত বন্ধনপূর্ব্বক তোমরা এইরূপ পরম দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, দ্বাদশ সহস্র দিব্য বৎসর অতীত হইয়া গেল। হে নিষ্পাপে! তখন তপস্যা, শ্রদ্ধা ও নিত্য ভক্তি-যোগ দ্বারা চিন্তিত হইয়া, বরদশ্রেষ্ঠ আমি তোমাদিগের উপর প্রসন্ন হইলাম এবং বর দান করিতে ইচ্ছা করিয়া এই শরীর ধারণ করতই আবির্ভূত হইয়া কহিলাম, 'বর প্রার্থনা কর।' এই কথায় তোমরা আমার সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। তোমরা দুই স্ত্রীপুরুষে গ্রাম্যসুখ ভোগ কর নাই এবং তোমাদিগের পুত্রও হয় নাই; সুতরাং তোমরা আমার নিকটে "মুক্তি" বর চাহ নাই;—আমার মায়া তোমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ৩২—৩৯। আমি প্রস্থান করিলে, তোমরা মৎসদৃশ পুত্ররূপ বরলাভে সফল-মনোরথ হইয়া গ্রাম্য-ভোগ উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে। আমি লোকমধ্যে শীল, ঔদার্য্য ও গুণে আমার সমান অন্য ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া তোমার পুত্র হইয়া পৃশ্নিপুত্র নামে বিখ্যাত হইলাম। মনে করিয়া দেখ,—দ্বিতীয় জন্মে আবার তোমাদিগেরই পুত্র হইয়াছিলাম; তৎকালে আমি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করি,—ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বলিয়া 'উপেন্দ্র' এবং আকৃতি খর্ব্ব বলিয়া 'বামন' নামে বিখ্যাত হই। এই জন্মেও সেই আমিই সেই শরীর ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই তোমাদিগেরই পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলাম। হে সতি! আমি এই যাহা কহিলাম, ইহা সত্য। পূর্ব্বে আমি এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহা স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে এই রূপ দেখাইলাম। তাহা না হইলে মনুষ্যরূপ দেখিয়া তোমরা কখনই চিনিতে না। পুত্রভাবেই হউক, আর ব্রহ্মভাবেই হউক, তোমরা আমাকে সর্ব্বদা চিন্তা এবং আমার প্রতি স্নেহ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবে। ৪০—৪৫। শুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ এই কথা কহিয়া নীরব হইলেন এবং নীজ মায়াযোগে তখনই মাতা পিতার সমক্ষেই সামান্য শিশুরূপে পরিণত হইলেন। অনন্তর বসুদেব, ভগবানের আজ্ঞাক্রমে পুত্রকে লইয়া সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইবার উদ্‌যোগ করিলেন, এদিকে যোগমায়া জন্মরহিত হইয়াও নন্দজায়াকে নিমিত্তমাত্র করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই মায়ার প্রভাবে দ্বারপাল ও পৌরজন-বর্গের সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হইল;—তাহারা সকলেই ঘোরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। দ্বার সকল, বৃহৎ কবাট এবং লৌহময় অর্গল ও শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ থাকাতে অতিক্রম করা অতিশয় দুরূহ বটে; কিন্তু বসুদেব, কৃষ্ণকে লইয়া নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার-রাশির ন্যায় তৎসমুদায় আপনা-আপনিই খুলিয়া গেল। জলদ-সমূহ অতি নিকটে গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তদেব, ফণা দ্বারা জল নিবারণ করিতে করিতে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অবিরত ধারা-বর্ষণে যমুনা, গভীর জলরাশির বেগজন্য তরঙ্গ-মালায় ফেনিল এবং ভয়ানক শত সহস্র আবর্ত্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু সিন্ধু যেরূপ রামচন্দ্রকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন, যমুনা সেইরূপ বসুদেবকে পথ প্রদান করিল। ৪৬—৫০। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নন্দব্রজে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—তত্রত্য গোপগণ নিদ্রায় একবারে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া, শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিলেন [illegible] পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অতঃপর দেবকীর শয্যায় সেই কন্যাকে রক্ষা করিয়া, চরণদ্বয়ে পুনর্ব্বার লৌহশৃঙ্খল বন্ধনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় বদ্ধাবস্থায় রহিলেন। নন্দপত্নী যশোদা কেবল এইমাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন যে, যাহা হউক—একটা জন্মিয়াছে। তিনি পরিশ্রান্ত ও মায়াবশে অপহৃত-স্মৃতি হইয়াছিলেন; অতএব যাহা জন্মিয়াছিল, তৎকালে তাহার চিহ্ন অর্থাৎ পুত্র কি কন্যা স্থির করিতে পারেন নাই। ৫১—৫৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অসুরদিগের মন্ত্রণা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বসুদেবের পুনরাগমনে বহির্দ্বার, অন্তর্দ্বার এবং পুরদ্বার—সকলই পূর্ব্বের ন্যায় বদ্ধ রহিল। অনন্তর বালকের রব শ্রবণপূর্ব্বক দ্বারপালগণ উত্থিত হইয়া সত্বর-গমনে কংসকে দেবকীর সেই অষ্টম-প্রসব-বার্ত্তা নিবেদন করিল; রাজা উহারই নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। "এই আমার কাল"—এই ভাবিয়া বিহ্বলভাবে সে শীঘ্র শয্যা হইতে উত্থিত হইল এবং উন্মুক্ত-কেশে স্খলিত-পদে সত্বর সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সতী দেবকী সদুঃখে নির্দ্দয় ভ্রাতাকে কহিলেন, "হে কল্যাণ! এটি তোমার ভাগিনেয়ী। স্ত্রীবধ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। ভ্রাতঃ! কালপ্রেরিত হইয়া অগ্নিতুল্য তুমি অনেকগুলি শিশু বধ করিয়াছ। একটী সন্তান আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি ত তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী; তাহাতে আবার পুত্র বিনষ্ট হওয়াতে বড়ই কাতর হইয়াছি। ভ্রাতঃ! অভাগিনীকে শেষ-সন্ততিটি দান করা তোমার উচিত হইতেছে।" ১—৬। শুকদেব কহিলেন—রাজন্! দেবকী সেই কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া নিতান্ত কাতরার ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; তথাপি খল

কংস তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া হস্ত হইতে কন্যাটী কাড়িয়া লইল, এবং সেই সদ্যোজাতা ভগিনী-সুতার পা ধরিয়া শিলাপৃষ্ঠে আছাড় মারিল। কঠোর স্বার্থ বশতঃ তাহার আত্মীয়স্নেহ উন্মূলিত হইয়াছিল। মহারাজ! দুষ্ট কংস সেই বিষ্ণুর অনুজাকে শিলা-তলে নিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি তাহার হস্ত হইতে ঊর্দ্ধে আকাশে উত্থিত হইলেন এবং দেবী হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দেবীর অষ্ট ভুজ; তাহাতে তিনি ধনু, শূল, বাণ, চর্ম্ম, অসি, খড়্গ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছিলেন। দেহ,—দিব্য মাল্য, বসন, লেপন ও রত্নাভরণে ভূষিত। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর ও উরগগণ পূজোপহার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার স্তবগান করিতে-ছিল। দেবী কহিলেন, "রে দুর্ম্মতে। আমাকে বধ করিয়া তোর কি হইবে? তোর্ পূর্ব্বশত্রু তোর্ অন্তক হইয়া কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং অন্যান্য নির্দ্দোষ শিশুকে আর বৃথা বধ করিস্ না।" ৭—১২। ভগবতী মায়া-দেবী কংসকে এই কথা কহিয়া বারাণসী প্রভৃতি নানা স্থানে নানা নামে বিখ্যাত হইলেন। কংস সেই মায়ার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়া বিনীতভাবে কহিল, "হে ভগিনি! হে ভগিনীপতি। তোমরা আমার আত্মীয়; কিন্তু রাক্ষস যেরূপ শিশু বধ করে, সেইরূপ পাপাত্মা আমি তোমাদিগের কতকগুলি পুত্র সংহার করিয়াছি; ইহাতে আমার কারুণ্য ত্যাগ হইয়াছে,—জ্ঞাতি ও বান্ধব পরিত্যক্ত হইয়াছেন। আমি খল। জানি না, মৃত্যুর পর কোন্ লোকে স্থান হইবে? ব্রহ্মঘাতীর ন্যায় আমি জীবন্মৃত হইয়া [illegible] মানুষ নহে,—দেবতারাও মিথ্যাবাদী। দেবগণের কথায় বিশ্বাস করিয়াই আমি ভগিনীর পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি। হে মহাভাগ দম্পতী। পুত্রদিগের নিমিত্ত দুঃখ করিও না। তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে। প্রাণিসমূহ দৈবের অধীন; সর্ব্বদা একত্র থাকিতে পারে না। ১৩—১৮। যেরূপ পৃথিবীতে পার্থিব ঘটাদি উৎপন্ন হইয়া আবার ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু মৃত্তিকা অবিকৃতই থাকে; সেইরূপ দেহাদিই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়,—আত্মা তদবস্থই আছেন; উহাদিগের বিকার হইলে আত্মার বিকার হয় না। যাঁহারা যথার্থ-রূপে ইহা জানেন না, তাঁহাদিগেরই দেহে আত্ম-বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে; সেই বুদ্ধিহেতু ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়; সেই ভেদজ্ঞান হইতে পুত্রাদি-দেহ সহ যোগ ও বিয়োগ হয়। সেই দেহের সহিত যোগ ও বিয়োগ হইতে সুখ-দুঃখ হইয়া থাকে; জ্ঞানোদয় না হইলে সংসার-নিবৃত্তি হয় না। ভদ্রে। যদিও আমি তোমার পুত্রগণকে বধ করিয়াছি, তথাপি তাহাদিগের নিমিত্ত দুঃখ করিও না। কেহই স্বাধীন নহে; সকলকেই আপন আপন কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। 'আমি হন্তা' এবং 'আমি হত হইলাম'—এইরূপ বোধ আত্মার প্রতি যতদিন দেহাভিমানী অজ্ঞ-ব্যক্তির থাকে, ততদিন সে, দেহের নাশ হইলেই, 'আমার নাশ হইল' ভাবিয়া পরের বৈরী হয় ও পরকে আপনার বৈরী করে। তোমরা দুই জনই সাধু ও বন্ধু-বৎসল; আমার দুর্ব্বৃত্ততা ক্ষমা কর।" কংস এই কথা কহিয়া, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ভগিনী ও ভগিনী-পতির চরণ ধারণ করিল। সেই মায়ারূপিণী কন্যার কথায় বিশ্বাস হওয়াতে, সে, দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়া তাঁহাদের প্রতি তাহার যে সুহৃদ্ভাব ছিল, তাহা প্রদর্শন করিল। ১৯—২৪। ভ্রাতাকে পরিতাপ করিতে দেখিয়া দেবকী তাহার প্রতি কোপ ত্যাগ করিলেন। বসুদেবও রোষ পরিত্যাগ করিয়া সহাস্যে তাহাকে কহিলেন, "দেহীদিগের পক্ষে যাহা বলিলেন, তাহা এই প্রকারই বটে। 'অহংবুদ্ধি, অবিদ্যা হইতে জন্মিয়া থাকে; সেই অহংবুদ্ধি হইতে "ইনি, আপন" "ইনি, পর" এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ভেদদর্শী জীবগণ দেহকে নিমিত্ত করিয়া শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের দেহ বিনাশ করিয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বাত্মা জগদীশ্বর যে, তাহাদিগের সমস্ত কার্য্য দেখিতেছেন, তাহা তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না।" বসুদেব ও দেবকী প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে, কংস তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই রাত্রি প্রভাত হইলে কংস মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিল এবং কন্যারূপিণী মায়া যাহা যাহা কহিয়া গিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাহাদিগের নিকট উল্লেখ করিল। দেবতাদিগের প্রতি জাতক্রোধ মূর্খ দেবশত্রু দানবগণ, কংসের কথা শুনিয়া কহিল, "হে ভোজেন্দ্র! যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে যে সকল শিশুর বয়ঃক্রম দশদিন অতিক্রম করে নাই এবং যাহাদিগের দশ দিন অতীত হইয়াছে,—পুর, নগর ও ব্রজাদিতে গমন করিয়া তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিব। দেবতারা সমরভীরু; আপনার ধনুকের ছিলার শব্দে তাহাদিগের মন নিরন্তর উদ্বিগ্ন রহিয়াছে; সুতরাং, তাহারা যুদ্ধোদ্যম করিয়া কি করিবে? ২৫—৩২। আপনি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিয়াছিল; কোন কোন দেব ভীত হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার দয়া প্রার্থনা করিয়াছিল; কেহ কেহ বা মুক্তকচ্ছ ও মুক্তশিখ হইয়া বলিয়াছিল,—"আমরা ভয় পাইয়াছি।" [illegible] নাই; কারণ, তাহারা অস্ত্র-শস্ত্র ভুলিয়া গিয়াছিল এবং বিমুখ হইয়াছিল। তাহাদিগের রথ ছিল না; তাহাদের ধনু ভগ্ন হইয়াছিল; যুদ্ধ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি ছিল না। যেখানে ভয় নাই, দেবতারা সেই স্থানেই বীরত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা যুদ্ধ ভিন্ন অন্য সকল স্থলেই আত্মশ্লাঘা করিতে ক্রটী করে না। তাহাদিগকে ভয় কি? নারায়ণ ত নির্জ্জনেই বাস করে; সে কি করিতে পারে? শিব বনবাসী; তাহা হইতে কি হইবে? ইন্দ্রের বীর্য্য অতি সামান্য; আর ব্রহ্মা ত তপস্বী; তবে তাহাদিগের সাধ্য কি? দেখুন, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও দেবতারা কিছুই করিতে পারিবে না সত্য; তথাপি তাহারা আমাদিগের শত্রু;—তাহাদিগকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। অতএব তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য আমাদিগকে নিযুক্ত করুন। দেহ-জাত রোগ রোগী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া বদ্ধমূল হইলে যেরূপ তাহা দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে; যেরূপ ইন্দ্রিয়-সমূহ উপেক্ষিত হইলে আর তাহাদিগকে বশীভূত করা অসাধ্য,—সেইরূপ প্রবল শত্রু বদ্ধমূল হইলে তাহাকে উৎপাটন করা দুঃসাধ্য। ৩৩—৩৮। যে স্থানে সনাতন ধর্ম্ম; সেই স্থানে বিষ্ণুর বসতি। বিষ্ণুই দেবতা-গণের প্রধান। আর বেদ, ব্রাহ্মণ, গো, তপস্যা, যজ্ঞ এবং দক্ষিণা,—সেই ধর্ম্মের মূল। অতএব রাজন্! সর্ব্ব প্রযত্নে ব্রহ্ম-বাদী তপস্বী যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণদিগকে এবং ঘৃতোৎপাদিনী গো সকলকে সংহার করিতে আরম্ভ করি। গো, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, ক্ষমা ও বিবিধ যজ্ঞ, এই সকল বিষ্ণুর মূর্ত্তি। বিষ্ণুই সকল দেবতার অধ্যক্ষ;—অসুরদ্বেষী ও অন্তর্যামী বিষ্ণুই হর ও বিরিঞ্চি প্রভৃতি যাবতীয় দেবতার আদি-কারণ। অতএব ঋষিদিগকে বধ করিলেই বিষ্ণুকে বধ করা হইবে।" দুর্ব্বুদ্ধি কংস, দুষ্ট মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মবধ করাই শ্রেয় বোধ করিল এবং হিংসাপ্রিয় কামরূপধারী দৈত্যদিগকে সাধুজন-হিংসার্থ আজ্ঞা করিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইল। সেই দুর্দ্দান্ত অসুর-গণের অন্তঃকরণ তমোগুণে আচ্ছন্ন; তাহারা সাধুদিগের দ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যু তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল।

হে পরীক্ষিৎ! মহতের অবমাননায় পুরুষের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি লোক, মঙ্গল ও সমুদায় ইষ্ট নষ্ট হইয়া যায়। ৩০—৪৬।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

নন্দ ও বসুদেবের সংবাদ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! পুত্র উৎপন্ন হইতে দেখিয়া উদারমনা নন্দ আনন্দিত হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিলেন এবং স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া যথাবিধি পুত্রের জাতকর্ম্ম এবং পিতৃ পূজা ও দেবপূজা করাইলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে অলঙ্কৃত ধেনু, রত্নসমূহ এবং স্বর্ণরস-সিক্ত বসনে আবৃত সপ্ত তিল-পর্ব্বত দান করিলেন। দ্রব্যসমূহ যেমন কাল, স্নান, শৌচ, সংস্কার, তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও সন্তুষ্টি দ্বারা শুদ্ধ হয়, আত্ম-জ্ঞান দ্বারা আত্মা সেইরূপ শুদ্ধ হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, নন্দব্রজে সেই আনন্দের দিনে বংশকীর্ত্তক বন্দী, সূত ও মাগধগণ স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন; গায়কেরা গান আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে ভেরী ও দুন্দুভি বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল। সমগ্র ব্রজধাম,—বিচিত্র ধ্বজ, পতাকা, মালা, চেলপট্টি, [illegible] গৃহাভ্যন্তর সুমার্জ্জিত ও ধৌত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ১—৬। গাভী, বৃষ ও বৎস সকল, তৈল ও হরিদ্রায় রঞ্জিত এবং বিচিত্র ধাতু, ময়ূর-পুচ্ছ, মালা, বসন ও কনকদাম দ্বারা অলঙ্কৃত হইল। গোপগণ,—বহুমূল্য বসন, আভরণ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষে ভূষিত হইয়া হস্তে নানা উপহার লইয়া নন্দালয়ে আসিতে লাগিল। যশোদার পুত্র জন্মিয়াছে, শুনিয়া গোপী সকল আনন্দিত হইল এবং বস্ত্র, অলঙ্কার ও অঞ্জনাদি দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিতে লাগিল। বিশাল-নিতম্বা, ত্রিবলী-শোভিতা গোপীগণের মুখ-কমল নবকুঙ্কুম-কিঞ্জল্ক দ্বারা অলঙ্কৃত হইল। তাহারা পূজোপ-হার লইয়া দ্রুতপদে নন্দের আলয়ে গমন করিতে লাগিল। গমনবেগে তাহাদিগের পীন-পয়োধর কম্পিত হইতে থাকিল। তাহাদিগের পরিধানে বিচিত্র বসন, শ্রবণে মণিকুণ্ডল দোদুল্যমান, কণ্ঠে সুন্দর সুন্দর পদক লম্বিত। বিবিধ কনক-ভূষণে ভূষিতা হইয়া সেই গোপী সকল যখন নন্দের গৃহে গমন করিতে লাগিল, তখন পথিমধ্যে তাহাদিগের কেশপাশ হইতে মাল্য বর্ষণ হইতে লাগিল এবং কুণ্ডল, পয়োধর ও হার দুলিতে আরম্ভ করিল; তাহাতে তাহাদিগের অপূর্ব্ব শোভা হইল। তাহারা "চিরং জীব" বলিয়া বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া লোকের গাত্রে হরিদ্রা-চূর্ণ, তৈল ও জলসেক করত উচ্চরবে মধুর গান আরম্ভ করিল। ৭—১২। জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ, নন্দের ব্রজে আবির্ভূত হইলে, সেই মহোৎসবে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল। গোপ সকল আনন্দে পুলকিত হইয়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও বারি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে অভিষিক্ত এবং নবনীত দ্বারা বিলেপন করিয়া, পরস্পরের প্রতি ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিল। নন্দ তাহাদিগকে প্রসাদ-স্বরূপ নানাবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও গো প্রদান করিলেন। পৌরাণিক, মাগধ, বন্দী এবং অন্যান্য যে সমস্ত বিদ্যোপজীবিগণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা যাহা যাহা চাহিল, নন্দ তাহা তাহা দান করিয়া, তাঁহাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। মহাভাগা রোহিণী, বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া এবং আপন পুত্রের মঙ্গল-কামনায় দিব্য বসন, মালা ও কণ্ঠাভরণে ভূষিত হইয়া অভ্যাগতের আরাধনা-পূর্ব্বক যথাসাধ্য দান করিলেন। তদ্দৃষ্টে নন্দ ও গোপগণের যথেষ্ট আনন্দ জন্মিল। ১৩—১৭। সেই অবধি নন্দের ব্রজ সর্ব্ব-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইল এবং বিষ্ণুর বাসজন্য তাহা বিশেষ-গুণনিচয়ে বিভূষিত হইয়া লক্ষ্মীর বিহারভূমি হইয়া উঠিল। তদনন্তর নন্দ, গোপদিগকে গোকুল-রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, কংসকে বার্ষিক রাজস্ব দান করিবার নিমিত্ত মথুরায় গমন করিলেন। বসুদেব তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া এবং রাজাকে তাঁহার কর দান করা হইয়াছে,—জানিতে পারিয়া, তদীয় আবাসে গমন করিলেন। নন্দ সখাকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং যেরূপ দেহ, প্রাণ পাইলে উত্থিত হয়, সেইরূপ ব্যস্তে-ব্যস্তে উত্থিত হইয়া প্রীতি ও প্রেমে বিহ্বলভাবে বাহু-যুগল দ্বারা প্রিয়তম বসুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজন্! বসুদেব পূজা পাইয়া উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিলেন এবং সাদরে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ; এ পর্য্যন্ত তোমার পুত্র হয় নাই; পুত্রের আশাও ত্যাগ করিয়াছিলে; এক্ষণে যে তোমার পুত্র হইল, ইহা পরম ভাগ্যের কথা। ভাগ্যক্রমে তোমার যেন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে; কারণ, তুমি সংসার-চক্রে অবস্থিতি করিয়া অদ্য দুর্লভ প্রিয়দর্শন লাভ করিলে। ১৮—২৪। আত্মীয় সকলের প্রত্যেকের কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন; অতএব স্রোতের বেগে বাহ্যমান তৃণ-কাষ্ঠাদির ন্যায় প্রিয়জন সকলের একত্র বাস ঘটিয়া উঠে না। তুমি বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া পশুচারণ-যোগ্য বৃহৎ বনে বাস করিতেছ, সে বনের ত কোন বিকার উপস্থিত হয় নাই? [illegible] বৃক্ষ-লতাদি আছে ত? আমার এক পুত্র নিজ জননীর সহিত তোমাদিগের ব্রজে রহিয়াছে; তোমরা তাহাকে পালন করিয়া থাক; সে তোমাকেই পিতা বলিয়া জানে। সে ত সুখে জীবিত আছে? যে ত্রিবর্গ আত্মীয়দিগের সুখ সম্পাদন করে, শাস্ত্রে সেই ত্রিবর্গই সাধ্য বলিয়া পুরুষের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। আত্মীয়গণ ক্লিষ্ট হইলে, ত্রিবর্গের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।" নন্দগোপ কহিলেন, "অহো! কংস তোমার দেবকীগর্ভ-জাত অনেক পুত্র সংহার করিয়াছে; শেষে একটী মাত্র কনিষ্ঠা কন্যা অবশিষ্ট ছিল, সেও স্বর্গে গমন করিল? অদৃষ্টেই লোকের শেষ হইয়া থাকে; এবং অদৃষ্টই লোকের সর্ব্বস্ব। যিনি অদৃষ্টকে সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞাত আছেন, তিনি কিছুতেই কাতর হন না।" বসুদেব কহিলেন, "তোমাদিগের বার্ষিক কর দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদের সাক্ষাৎ হইল; আর অধিক দিন এ স্থানে অবস্থিতি করা উচিত নহে। কেননা, গোকুলে নানা উৎপাত; অতএব শীঘ্র প্রস্থান কর।" শূর-নন্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া নন্দাদি গোপ সকল তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বৃষ-বাহ-শকট-যোগে গোকুলে প্রস্থান করিলেন। ২৫—৩২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পূতনা-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! নন্দ যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ভাবিলেন,—"বসুদেব মিথ্যা কহেন না; তবে কি বাস্তবিকই ব্রজে কোনরূপ উৎপাত আরম্ভ হইল?" উৎপাত-পাতের আশঙ্কা হওয়াতে তিনি হরির শরণাগত হইলেন। বাস্তবিকও তৎকালে কামচারিণী, বালক-ঘাতিনী, ঘোরা পূতনা,—কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিশুহত্যা করিবার নিমিত্ত পুর, গ্রাম ও ব্রজাদিতে বিচরণ

করিতেছিল। নন্দ ঐরূপ শঙ্কা করিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল,—"যে স্থানের অধিবাসী সকল আপন আপন কার্য্য সকলে ভক্তপতি ভগবানের রাক্ষস-নাশক-নাম-শ্রবণাদি না করে, সেই স্থানেই রাক্ষসের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে; কিন্তু যে স্থানে তিনি সাক্ষাৎ বাস করিতেছেন, সে স্থানে শঙ্কা কি?". মহারাজ! কামচারিণী খেচরী পূতনা ঐ সময়ে একদা নন্দ-গোকুলের নিকট উপস্থিত হইয়া মায়া দ্বারা উৎকৃষ্ট-কামিনীর বেশ ধারণপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। কামিনীর কেশপাশ মল্লিকাপুষ্পে গ্রথিত। মধ্যদেশ—একদিকে বিশাল নিতম্ব এবং অন্যদিকে পীনোন্নত পয়োধর-যুগলে আক্রান্ত হইয়া কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রখানি পরম রমণীয়। কর্ণভূষণের শোভায় এবং দেদীপ্যমান কুণ্ডলের কান্তি দ্বারা গণ্ডদ্বয় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হস্তে একটী পদ্ম স্থাপিত। ভাবিনী,—মনোহর হাস্য এবং কটাক্ষ-সহকৃত অবলোকন দ্বারা ব্রজবাসিগণের মন হরণ করিতেছিল। গোপীগণ তাহাকে দর্শন করিয়া মনে করিল,—নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে গোকুলে অবতীর্ণ হওয়াতে কমলা স্বামি পতিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শরীর ধারণ করিয়া আগমন করিতেছেন। অতএব কেহ তাহাকে কোথাও যাইতে নিষেধ করিল না। ১—৬। রাজন্! নারীরূপিণী পূতনা, বালকদিগের গ্রহস্বরূপ। সেই কামচারিণী শিশু অন্বেষণ পূর্ব্বক যদৃচ্ছাক্রমে নন্দের গৃহে বিচরণ করিতে করিতে শয্যার উপর বালককে দেখিতে পাইল। সেই বালক যে অসাধুদিগের অন্তকারক এবং তিনি যে ভস্মাচ্ছাদিত [illegible] অসীম তেজ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, খেচরী পূতনা তাহা জানিত না; সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া তাহার ভয় হইল না। চরাচরাত্মা ভগবান্ হরি দেখিলেন,—এ, ললনা নহে,—শিশুঘাতিনী রাক্ষসী; অতএব তাহার বিনাশ-বাসনায় নয়ন-যুগল নিমীলিত করিয়া রহিলেন। যেরূপ কোন ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ রজ্জুবোধে কালসর্প ক্রোড়ে তুলিয়া লয়, সেইরূপ পূতনা, দুষ্টদিগের অন্তক সেই অনন্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। কোষের অভ্যন্তর-নিহিত অসির ন্যায় পূতনার অন্তর তীক্ষ্ণ ছিল বটে, কিন্তু বাহ্য-ব্যবহার জননীর ব্যবহারের ন্যায় অতিশয় স্নেহময়। তাহার আকৃতিও উৎকৃষ্ট-মহিলার আকৃতির ন্যায় দেখা যাইতেছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের জননীদ্বয় গৃহের মধ্যে তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক তাহার দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন;—নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর ঘোরা ললনা সেই স্থানে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া দুর্জ্জর-বিষ-পূরিত, জীবন নাশক স্তন তাঁহার মুখে প্রদান করিল। ভগবান্ হরি ক্রুদ্ধ হইয়া করযুগল দ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে পেষণপূর্ব্বক তাহার প্রাণের সহিত পান করিলেন। ৭—১০। সমুদায় মর্ম্মস্থানে যাতনা উপস্থিত হওয়াতে রাক্ষসী "ছাড়" "ছাড়",—'আর নয়' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত এবং নয়ন-যুগল বিবৃত হইয়া পড়িল। অতি যাতনায় সে বারংবার হস্ত-পদ বিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার গভীর চীৎকার-শব্দে পর্ব্বতগণের সহিত পৃথিবী ও গ্রহগণের সহিত আকাশ বিচলিত হইল; রসাতল ও দিগ্বধূ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং লোক সকল বজ্রপাত হইল—মনে করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে আরম্ভ করিল। রাজন্! স্তনে এইরূপে যাতনা হওয়াতে রাক্ষসী নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক হৃত-জীবন হইয়া কেশ, চরণ-যুগল ও ভুজদ্বয় বিস্তৃত করিয়া, বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, গোষ্ঠে পতিত হইল। হে রাজেন্দ্র! তাহার দেহ পতিত হইয়াও ছয় ক্রোশের মধ্যবর্ত্তী পাদপাদি চূর্ণ করিল। সকলে তাহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহার দংষ্ট্রাগুলি, ঈশার ন্যায় তীক্ষ্ণ। নাসারন্ধ্র, গিরি-গহ্বরের ন্যায় বিস্তীর্ণ। স্তন দুইটী, গণ্ডশৈলের সদৃশ প্রকাণ্ড। কেশগুলি রক্তবর্ণ ও প্রকীর্ণ। অক্ষিযুগল, অন্ধকূপের ন্যায় গভীর। দুই পুলিনের ন্যায় দুই জঘন অতিশয় ভয়াবহ। ভুজদ্বয় ও অঙ্ঘ্রিযুগল যেন কয়েকটী বদ্ধ সেতু। উদর যেন শুষ্কতোয়া হ্রদ। ইতিপূর্ব্বে ঐ রাক্ষসীর শব্দে গোপ ও গোপীগণের হৃদয়, কর্ণ ও মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে তাহারা তাহার সেই দেহ দর্শন করিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইল। বালক কিন্তু অকুতোভয়ে তাহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিতেছিলেন। গোপী সকল আকুল হইয়া শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে তুলিয়া লইল। ১১—১৮। যশোদা ও রোহিণীর সহিত তাহারা সকলে গোপুচ্ছ-ভ্রমণাদি দ্বারা বালকের সর্ব্বপ্রকারে সুচারুরূপে রক্ষাবিধান আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ গোমূত্র, পশ্চাৎ গোধূলি দ্বারা বালককে স্নান করাইয়া ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি দ্বাদশ নাম লিখিয়া দিল। তাহার পর আচমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গে এবং দুই করে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গাদি একাদশ বীজন্যাস করিয়া, পরে বালকেরও অঙ্গাদিতে ঐপ্রকার করিল এবং বলিল, 'অজ, তোমার অঙ্ঘ্রিযুগল; মণিমান্, তোমার জানুদ্বয়; যজ্ঞ, তোমার উরুদ্বয়; অচ্যুত, তোমার কটিতট; হয়গ্রীব, তোমার জঠর; কেশব, তোমার হৃদয়; ঈশ, তোমার বক্ষঃস্থল; সূর্য্য, তোমার কণ্ঠ; বিষ্ণু, তোমার ভুজ; উরুক্রম, তোমার মুখ এবং ঈশ্বর, তোমার মস্তক রক্ষা করুন। চক্রধারী [illegible] গদাধারী হরি, তোমার পশ্চাদ্ভাগে; ধনুর্দ্ধারী মধুসূদন এবং অসিধারী অজ, তোমার দুই ভুজপার্শ্বে; শঙ্খধারী বিষ্ণু, কোণ সকলে; উপেন্দ্র, উপরিভাগে; তার্ক্ষ্য, অধোভাগে এবং হলধর পুরুষ, চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হউন।" এইরূপ বহির্ভাগের রক্ষা বিধান করিয়া পরে অভ্যন্তর রক্ষাপূর্ব্বক কহিতে লাগিল,—'হৃষীকেশ, তোমার ইন্দ্রিয় সকল; নারায়ণ, প্রাণ সকল; শ্বেত-দ্বীপপতি, চিত্ত; যোগেশ্বর, মন; পৃশ্নিনন্দন বুদ্ধি এবং পরম ভগবান্, তোমার আত্মা রক্ষা করুন। তুমি যখন ক্রীড়া করিবে, তখন গোবিন্দ; যখন শয়ন করিয়া থাকিবে, তখন মাধব; যখন গমন করিবে, তখন বৈকুণ্ঠ; যখন উপবেশন করিয়া থাকিবে, তখন শ্রীপতি এবং যখন ভোজন করিবে, তখন সমুদায় গ্রহের ভয়োৎপাদক যজ্ঞভুক্,—তোমাকে রক্ষা করুন। ডাকিনী, রাক্ষসী ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বালক-গ্রহ সকল; ভূতগণ; ভূতমাতৃগণ; পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস ও বিনায়কগণ; কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা ও পূতনা প্রভৃতি মাতৃকাগণ; দেহ ও প্রাণনাশক অপস্মার ও উন্মাদ রোগসমূহ; স্বপ্নদৃষ্ট মহৎ উৎপাত সকল এবং বৃদ্ধ বালক-গ্রহ সকল;—যে যত আছে, সকলেই বিষ্ণুর নাম-উচ্চারণে ভীত হইয়া নষ্ট হউক।" ১৯—২৯। রাজন্! গোপীগণ স্নেহবদ্ধ হইয়া এই প্রকার মঙ্গল-বিধান করিলে, মাতা, সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইলেন। এই সময়ে নন্দাদি গোপগণ, মথুরা হইতে ব্রজে আগমন করিতেছিলেন। তাঁহারা পূতনার দেহ দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে,—বসুদেব ঋষি বা যোগেশ্বর হইয়াছেন; কারণ, তিনি যে উৎপাতের কথা কহিয়াছিলেন, তাহাই ত দেখা যাইতেছে।" অনন্তর ব্রজবাসিগণ কুঠার দ্বারা পূতনার কলেবর ছেদন করিয়া এক এক অবয়ব দূরে দূরে নিক্ষেপ করিল এবং কাষ্ঠে বেষ্টন করিয়া দাহ করিয়া ফেলিল। দেহ যখন দগ্ধ হইতে লাগিল, তখন তাহা হইতে অগুরু-সৌরভের ন্যায় সৌরভ-বিশিষ্ট ধূম নির্গত হইল। কৃষ্ণ পান করাতে তৎক্ষণমাত্রে উহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নরশিশু-ঘাতিনী, শিশিতাশনা, রাক্ষসী পূতনা, প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে স্তন পান করাইয়াও

সদ্গতি প্রাপ্ত হইল; কিন্তু যে গোপীগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে মাতার ন্যায় পরমাত্মা কৃষ্ণকে প্রিয়তম বস্তু দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কথা আর কি কহিব। ৩০—৩৬। যে দুইখানি চরণকমল ভক্তের হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজিত; লোকবন্দিত দেবতাদি যে দুই পদ বন্দনা করিয়া থাকেন;—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই দুই পদ দ্বারা যাহার অঙ্গ আক্রমণ করিয়া স্তনপান করিলেন, সে যখন রাক্ষসী হইয়াও জননীর গতি—স্বর্গ লাভ করিল; তখন মুক্তিপ্রদ দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ যে সকল গাভীর ও মাতৃতুল্য গোপীদিগের পুত্র-স্নেহ-ক্ষরিত স্তন্য পান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে উৎকৃষ্ট-গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রাজন্! সেই সকল গোপী নিরন্তর কৃষ্ণকে পুত্ররূপে দর্শন করিত; সুতরাং অজ্ঞানজন্য সংসার-পাশে আর তাহারা বদ্ধ হইতে পারে না। যে সকল ব্রজবাসী দূরে গমন করিয়াছিল, তাহারা চিতাধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া, "এ কি। কোথা হইতে এরূপ সৌরভ আসিতেছে।" এই কথা কহিতে কহিতে ব্রজে আগমন করিল এবং গোপগণের মুখে,—পূতনার আগমন হইতে যাবতীয় বৃত্তান্ত, তাহার বধ এবং বালকের কোন অমঙ্গল ঘটে নাই,—এই সকল বিবরণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ। উদারচেতা নন্দ প্রবাস হইতে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তক আঘ্রাণানন্তর পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। যে মানব কৃষ্ণের এই পূতনা-মোক্ষণরূপ বাল-চরিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, [illegible] ৩৮।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

শকট-ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্ত-বধ।

বিষ্ণুপদ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ ঈশ্বর হরি, যে যে অবতার স্বীকার করিয়া যে-যে কর্ম্ম করেন, প্রভো! সে সকলই আমাদিগের শ্রুতি-মনোহর ও হৃদয়-সন্তর্পণ। ঐ সকল কর্ম্ম শ্রবণ করিলে, মনোমল ও বিবিধ তৃষ্ণাদি দূরীভূত হয়, অচিরাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া উঠে, হরিতে ভক্তি জন্মে এবং হরি-ভক্তজনের সহিত সখ্য হইয়া থাকে। যদি অনুগ্রহ হয়, তাহা হইলে সেই মনোহর হরি-চরিত্র বলিতে আজ্ঞা হউক। কৃষ্ণ মনুষ্যলোকে আগমনপূর্ব্বক মনুষ্যের অনুকরণ করিয়া বাল্য-কালে আরও অনেক অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন। অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় বর্ণন করুন। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! কোন সময় বালকের অঙ্গ-পরিবর্ত্তন এবং জন্মদিন উপলক্ষে অভিষেক-উৎসব আরম্ভ হইল। সেই মহোৎসবে যে সকল নারী সমবেত হইল, সাধ্বী যশোদা তাহাদিগের মধ্যে বাদিত্র, সঙ্গীত ও দ্বিজগণের মন্ত্র-বাচন দ্বারা পুত্রের অভিষেক করাইলেন। পুত্রের মজ্জনাদি সমাপন হইলে এবং ব্রাহ্মণগণ অন্ন প্রভৃতি ভোজ্য, বসন, মালা ও অভীষ্ট ধেনু লাভ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিলে, নন্দপত্নী দেখিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে নিদ্রা আসিয়াছে; অতএব তাঁহাকে আস্তে আস্তে শয়ন করাইলেন। নবনিদ্রীর মন অঙ্গ-পরিবর্ত্তনোৎসবে উৎসুক ছিল। অভ্যাগত ব্রজবাসীদিগের সংবর্দ্ধনায় ব্যাপৃত থাকাতে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং বালক যে তৎপরে রোদন করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল না। বালক, শকটের নিয়ে শয়ন করিয়াছিলেন; স্তনপান করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে তিনি দুই চরণ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। শকট তাঁহার ক্ষুদ্র ও কোমল চরণ-যুগল দ্বারা আহত হইয়া উলটিয়া পড়িল। তাহাতে দধি-দুগ্ধাদি নানারসে পরিপূর্ণ যে সকল কাংস্যাদি-নির্ম্মিত পাত্র ছিল, সে সমুদায় ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার চক্র ও অক্ষ উলটিয়া পড়িল এবং কূবর ভগ্ন হইল। ১—৭। যশোদা, সমাগত ব্রজ-স্ত্রীগণ এবং নন্দ প্রভৃতি গোপগণ,—সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনপূর্ব্বক ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন,—"একি! শকট কি আপনা-আপনি উলটিয়া পড়িল?" গোপ ও গোপীগণ বুদ্ধি দ্বারা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তখন সেখানে যে সকল বালক উপস্থিত ছিল, তাহারা কহিল, "বালক রোদন করিতে করিতে পাদ দ্বারা এই শকট ফেলিয়া দিয়াছেন।" কিন্তু গোপ-গোপীগণ বালকদের কথায় প্রত্যয় করিল না। তাহারা শিশুর অপ্রমেয় বলের বিষয় জানিত না। যশোদা গ্রহাশঙ্কায় রোরুদ্যমান পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক বিপ্রের দ্বারা রাক্ষস-নামক বেদমন্ত্রে তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করাইয়া স্তনপান করাইলেন। বলশালী গোপগণ পরিচ্ছদের সহিত বালককে পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে স্থাপন করিলে পর, ব্রাহ্মণেরা গ্রহাদির হোম করিয়া, দধি, অক্ষত, কুশ ও বারি দ্বারা তাঁহার মঙ্গল-বিধান করিলেন। রাজন্! "অসূয়া, অনৃত, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা ও অভিমান,—যে সকল বিপ্রের পবিত্র অন্তঃকরণ স্পর্শও করিতে পারে না, তাঁহারা যে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহা কখনই বিফল হয় না"—এই মনে করিয়া নন্দগোপ সমাহিত-মনে বালককে আনয়ন করিয়া, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সাম, ঋক্ ও যজু দ্বারা সংস্কৃত, পবিত্র ওষধি-সম্পৃক্ত জলে স্নান করাইলেন এবং স্বস্ত্যয়ন ও হোম করাইয়া। [illegible] ব্রাহ্মণদিগকে মহাগুণ অন্ন, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন গাভী, বস্ত্র, মাল্য ও রত্নহার দান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা বেদবেত্তা ও যোগী; তাঁহারা যে সকল আশীর্ব্বাদ করিলেন, সে সকল কখনই নিষ্ফল হয় নাই। ৮—১৭। রাজন্! একদা সতী যশোদা পুত্রকে কোলে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন;—ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্রকে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় গুরু বোধ হইল; তিনি আর তাঁহাকে কোলে রাখিতে পারিলেন না। অতি গুরু-ভারে পীড়িত ও বিস্মিত হইয়া পুত্রকে ভূমিতে রাখিয়া, তিনি মহাপুরুষের ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে কংসভৃত্য তৃণাবর্ত্ত নামে দৈত্য, রাজাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চক্রবাক-রূপে ভূতলোপ-বিষ্ট বালককে হরণ করিল। অসুর সুমহৎ ঘোর শব্দে দিক্‌বিদিক্ ধ্বনিত করিয়া ধূলিপটল দ্বারা সমগ্র গোকুল আচ্ছাদনপূর্ব্বক সকলের দৃষ্টি হরণ করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে গোষ্ঠ,—ধূলিতে ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যশোদা সেস্থানে পুত্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। সকলেই সেই প্রচণ্ড বাত্যায় বিমোহিত হইল। তৃণাবর্ত্ত-বিক্ষিপ্ত করক দ্বারা আহত হইয়া, কেহ আপনাকে বা অন্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল না। প্রখর বাত্যাচক্র হইতে এইরূপে পাংশুবর্ষণ হইতে থাকিলে, অবলা মাতা পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু দেখিতে না পাইয়া মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮—২৫। অনন্তর বায়ুর পাংশুবর্ষণ-বেগ শান্ত হইলে, গোপীগণ বালকের ক্রন্দন শব্দ শুনিতে পাইল এবং অশ্রুপূর্ণ-মুখে সেই স্থানে আগমন করিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত তাপিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তৃণাবর্ত্ত বাত্যারূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়াছিল; ক্রমে তাহার বেগ প্রশমিত হইয়া আসিল। সে আকাশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া অদ্ভুতভাবে ভারী হওয়াতে, আর গমন করিতে পারিল না। অত্যন্ত গুরুভারে বালক তাহার সম্বন্ধে পর্ব্বততুল্য বোধ হইতে লাগিল। বাল

তাহার গলদেশ ধারণ করিয়াছিলেন; অতএব সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। কিন্তু তিনি অদ্ভুত বালক; সে তাঁহার করবেষ্টন ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইল না। গলদেশ আক্রান্ত হওয়াতে, দৈত্যের অঙ্গ নিশ্চেষ্ট হইল এবং নয়নদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল। সে অস্পষ্ট শব্দ করিতে করিতে জীবনশূন্য হইয়া ব্রজে পতিত হইল। স্ত্রী সকল একত্রিত হইয়া বিলাপ করিতেছিল; তাহারা দেখিতে পাইল,—সেই ভীষণ রাক্ষস, রুদ্র-বাণচ্ছিন্ন পুরের ন্যায় শিলাতলে পতিত হইল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল। ২৫—২৯। কৃষ্ণ তাহার বক্ষঃস্থল অবলম্বন করিয়া ছিলেন; রমণীগণ তাঁহাকে লইয়া যশোদাকে অর্পণ করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল। রাক্ষস, বালককে লইয়া আকাশ-পথে উঠিয়াছিল, তথাপি তিনি মৃত্যু মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন;—কোন আঘাতই হইল না। গোপী এবং নন্দপ্রভৃতি গোপগণ তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থায় পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দ-সহকারে কহিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! রাক্ষস, বালককে হত্যা করিয়াছিল, তথাপি কুমার পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া আসিল; অথবা হিংস্র খল ব্যক্তি আপন পাপেই মরিয়া থাকে, কিন্তু সাধু-ব্যক্তি, সর্ব্বপ্রাণীকে সমান দর্শন করাতে বিপদ্-মুক্ত হইয়া থাকেন। আমরা কি তপস্যা করিয়াছিলাম না,— বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলাম না,—সরোবরাদি খনন করিয়া দিয়াছিলাম না, দান করিয়াছিলাম না—প্রাণীদিগের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, তাহারই প্রভাবে বালক মৃত হইয়াও ভাগ্যক্রমে পুনর্ব্বার স্বজনদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিল?" গোপরাজ নন্দ, বৃহৎ-বনে বারংবার আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বসুদেব-বাক্য যথার্থ বোধ করিয়া বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন। একদা নন্দকামিনী যশোদা স্নেহভরে বালককে ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছিলেন। বালক প্রকৃষ্ট রূপে স্তনপান করিলে পর, জননী তাঁহার সুন্দর হাস্য-শোভিত মুখে চুম্বনাদি করিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভণ করিলে যশোদা দেখিলেন,—তাঁহার মুখমধ্যে আকাশ, অন্তরীক্ষ, জ্যোতির্ম্মণ্ডল, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সাগর, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, বন এবং স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী বিরাজ করিতেছে। রাজন্! হঠাৎ বিশ্ব দর্শন করিয়া, যশোদার কম্প উপস্থিত হইল। মৃগশাবাক্ষী গোপাঙ্গনা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নয়ন-যুগল মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। ৩০—৩৭।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! যদুদিগের পুরোহিত মহাতপা গর্গ, বসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া একদা নন্দের ব্রজে আগমন করিলেন। নন্দ তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে গাত্রোত্থান ও বিষ্ণু-বুদ্ধিতে প্রণাম করিয়া পূজা করিলেন। ঋষি, আতিথ্য-লাভ করিয়া সুখে উপবেশন করিলে পর, গোপরাজ মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন্! দীনচেতা গৃহী-নরগণের মঙ্গল-সাধন করিবার নিমিত্তই মহৎ-ব্যক্তিরা স্ব স্ব আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। জ্যোতিগণের গতি-বোধক যে জ্যোতিঃশাস্ত্রে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মে, আপনি সাক্ষাৎ সেই জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; মনুষ্য ঐ শাস্ত্র দ্বারা কার্য্য-কারণ জানিতে সক্ষম হয়। আপনি বেদবেত্তাদিগেরও শ্রেষ্ঠ; অতএব এই দুইটী বালকের সংস্কার করা আপনার উচিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ কেবল জন্মহেতুই যাবতীয় মনুষ্যের গুরু; আপনি সংস্কার করিলে তাহা গুরুকৃতই হইবে।" ১—৬। গর্গ কহিলেন, "গোপরাজ! আমি যদুদিগের আচার্য্য বলিয়া পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছি। যদি তোমার পুত্রের সংস্কার করি, তাহা হইলে কংস মনে করিবে,—ইনি দেবকীর পুত্র। তোমার ও বসুদেবের যে পরস্পর সখ্য আছে, পাপমতি কংস তাহা বিলক্ষণ জানে এবং "দেবকীর অষ্টম-সন্ততি কখন কন্যা হইতে পারে না"—দেবকী-দুহিতা মহামায়ার এই বাক্য তাহার মনে দিবারাত্রি জাগরূক রহিয়াছে; অতএব পাছে সে আশঙ্কা করিয়া বালককে বিনাশ করে। তাহা হইলে আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে।" নন্দ কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি এই গোব্রজে গোপনে কেবল স্বস্তিবাচনটী করিয়া দ্বিজাতি-যোগ্য সংস্কার সকল সম্পাদন করুন; আপনাকে কেহই,—অন্য কি, আমাদিগের আত্মীয়-কুটুম্বেরাও দেখিতে পাইবে না।" ৭—১০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বিপ্র নিজে ঐ কার্য্য করিতেই আগমন করিয়াছিলেন; এক্ষণে এইরূপে প্রার্থিত হইয়া গুপ্তভাবে নির্জ্জনে দুই বালকের নাম করণ করিয়া কহিলেন,—"এই রোহিণীর পুত্র গুণ দ্বারা আত্মীয়দিগকে আনন্দিত করিতেছেন; অতএব ইঁহার নাম 'রাম' হইবে। ইঁহার বলও অধিক; এই কারণে ইঁহাকে 'বল' বলিয়াও জানিবে। আরও ইনি পরস্পরকে শিক্ষা দিয়া যদুদিগের মধ্যে মেল করিয়া দিবেন; এই নিমিত্ত ইঁহাকে 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়াও ডাকিবে। তোমার পুত্রটী যুগে যুগে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইঁহার বর্ণ তিন প্রকার হইয়াছিল;—শুক্ল, রক্ত ও পীত। এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন; অতএব ইঁহার একটী নাম 'কৃষ্ণ' হইবে। হে শ্রীমন্! তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে কোন সময়ে বসুদেবের পুত্র হইয়াছিলেন; অতএব ইনি 'বাসুদেব' নামেও অভিহিত হইবেন। তোমার পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের উপযুক্ত বিস্তর নাম এবং রূপ আছে। আমি সে সমুদায় জ্ঞাত নহি;—লোকেও জানে না। হে গোপ! এই গোকুল-নন্দন তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন; ইঁহার সাহায্যে তোমরা সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। হে ব্রজপতে! পূর্ব্বে দস্যুগণ সাধুদিগের উপর উৎপাত করাতে অরাজক উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় ইনি সাধুদিগকে রক্ষা করেন; তাহাতে তাঁহারা বৃদ্ধি পাইয়া, দস্যুদিগকে জয় করিয়াছিলেন। যে সকল মনুষ্য এই মহাভাগকে ভাল বাসেন, যেমন অসুরেরা বিষ্ণুর অনুচরদিগকে পরাজয় করিতে পারে না, সেইরূপ শত্রুগণ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয় না। নন্দ! তোমার এই পুত্র—গুণগ্রাম, শ্রী, কীর্ত্তি ও প্রভাবে নারায়ণের তুল্য; তুমি সাবধান হইয়া ইঁহাকে পালন কর।" ১১—১৯। শুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! এই প্রকার আদেশ করিয়া গর্গ স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। নন্দ সানন্দে আপনাকে সমুদায় মঙ্গলে পরিপূর্ণ বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাল গত হইতে লাগিল। রাম ও কেশব গোকুল-মধ্যে জানু ও হস্তদ্বয় দ্বারা বিচরণ করিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তাঁহারা পাদযুগল আকর্ষণ করিয়া বেগে বিচরণ করিতেন, তখন কিঙ্কিণী-জালের অতিশয় শব্দ হইত। তাঁহারা সেই শব্দে আনন্দিত হইতেন এবং যেন মুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণকারী ব্রজবাসীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন; আবার যেন চিনিতে পারিয়া, আপনাদিগের মাতার নিকট ফিরিয়া আসিতেন। পঙ্করূপ অঙ্গরাগে উত্তম জাতীয় সুন্দর দেহ অধিকতর সুন্দর দেখাইত। স্নেহে তাঁহাদিগের জননী-দ্বয়ের স্তনে ক্ষীরধারা ক্ষরিত হইতে থাকিত। তাঁহারা দুই জনে দুই জনকে

বাহুযুগল দ্বারা তুলিয়া লইয়া স্তন পান করাইতেন এবং মুগ্ধ হইয়া শোভিত, স্বল্পদর্শন মুখ অবলোকন করিতে থাকিতেন। ক্রমে তাঁহাদিগের বালক্রীড়ার কাল উপনীত হইল। ক্রীড়া করিতে করিতে যখন তাঁহারা গোবৎসের পুচ্ছ ধারণ করিতেন, বৎস সকল তাঁহাদিগের দুই জনকে আকর্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইত; তখন ব্রজ-কামিনীরা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া হাস্য ও আনন্দ প্রকাশ করিত। যখন দুই জননী, ক্রীড়া-রত অতিচপল বালক-যমকে শৃঙ্গী, অগ্নি, দংষ্ট্রী, সর্প, জল, পক্ষী ও কণ্টকাদি হইতে রক্ষা এবং গৃহকর্ম—এক কালে এই উভয় সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতেন না; তখন তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইত; কি করিবেন,—ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেন না। ২০—২৫। হে রাজর্ষে! রাম-কৃষ্ণ অল্পকালের মধ্যেই জানু-ঘর্ষণ ব্যতীত বলপূর্ব্বক পাদ দ্বারা বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর ভগবান্ কৃষ্ণ-রাম, ব্রজ-বালকদিগের সহিত ব্রজ-মহিলাগণের আনন্দ উৎপাদনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। গোপীগণ, কৃষ্ণের মনোহর বাল-চাপল্য দর্শন-পূর্ব্বক আগমন করিয়া তাঁহার মাতাকে শুনাইয়া কহিতে লাগিল,—"তোমার এই বালক কখন অসময়ে বৎসদিগকে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাতে কেহ ভর্ৎসনা করিলে হাসিতে থাকে; কখন বা চৌরের উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক স্বাদু দধি-দুগ্ধ হরণ করিয়া ভক্ষণ করে; ভক্ষণ করিয়া বানরদিগকে ভাগ করিয়া দেয়। বানরেরা ভক্ষণ না করিলে, ভাণ্ডগুলি ভগ্ন করিয়া ফেলে। দ্রব্য না পাইলে গৃহস্থের প্রতি কুপিত হইয়া, তাহাদিগের শিশুগণকে কাঁদাইয়া দেয়। যদি হস্ত-প্রসারণ করিয়া কোন দ্রব্য না পায়, তাহা হইলে পীঠ ও উদূখলাদি দ্বারা উপায় রচনা করিয়া তাহা হস্তগত করে। শিক্যস্থ ভাণ্ডের মধ্যে যে দধি-দুগ্ধাদি থাকে, তাহা গ্রহণ করিতে মন হইলে, সেই সকল ভাণ্ডে ছিদ্র করিয়া দেয়। তোমার পুত্র ছিদ্র করিতে বিলক্ষণ পটু। একে ইহার অঙ্গ স্বভাবতঃ সমুজ্জ্বল, তাহাতে আবার মণিমালা সংলগ্ন আছে; গোপী সকল গৃহকার্য্যে ব্যগ্র থাকিলে বালক অন্ধকার-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আপনার উক্তপ্রকার অঙ্গকে প্রদীপ করিয়া প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। ২৬—৩০। এইরূপ বিবিধ-প্রকার দৌরাত্ম্য করে। কখন সুমার্জ্জিত গৃহে পুরীষ পরিত্যাগ করে, কখন বা চৌরের উপায় অবলম্বন করিয়া দ্রব্যাদি হরণ করিয়া লয়। এদিকে তোমার নিকট যেন সাধুর ন্যায় রহিয়াছে।" ব্রজ-কামিনীরা কৃষ্ণের সভয়-নয়ন-শোভী শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া এইরূপ গুণব্যাখ্যা করিলে, যশোদা হাসিতে লাগিলেন। তিরস্কার করিতে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি হইল না। একদা রাম প্রভৃতি গোপ-বালকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে আসিয়া মাতা যশোদাকে নিবেদন করিল,—"কৃষ্ণ, মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে।" হিতৈষিণী যশোদা শিশুর হস্তযুগ ধারণপূর্ব্বক ভয়-চকিত-লোচন পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "রে দুর্ব্বিনীত! নির্জ্জনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিস্ কেন? এই সকল ব্রজ-বালক এবং তোর্ জ্যেষ্ঠ রামও বলিতেছে।" কৃষ্ণ কহিলেন, "মা! আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই; ইহারা সকলেই মিথ্যা কহিতেছে। সকলের সমক্ষেই আমার মুখ দর্শন কর; দেখ,—ইহাদিগের বাক্য মিথ্যা কি না।" ৩১—৩৫। যশোদা কহিলেন, "তবে মুখব্যাদান কর। "রাজন্! ভগবান্ হরি ক্রীড়াচ্ছলে মানুষ-শিশুর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হয় নাই। তিনি ঐ কথা শ্রবণ করিয়া মুখব্যাদান করিলেন। যশোদা তন্মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন,—স্থাবর; জঙ্গম; অন্তরীক্ষ; দিক্ সকল; গিরি, সাগর ও দ্বীপগণের সহিত ভূগোলক; প্রবহ-বায়ু; বৈদ্যুত-অগ্নি; চন্দ্র ও তারকা-মণ্ডলের সহিত জ্যোতিশ্চক্র; জল; তেজ; আকাশ; স্বর্গ; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতা সকল; ইন্দ্রিয়বর্গ; মন; শব্দাদি বিষয় এবং গুণত্রয় ইত্যাদি সমুদায় বিশ্ব বিরাজ করিতেছে। পুত্রের ব্যাদিত-বদন মধ্যে এককালেই সেইরূপে জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম্ম ও কর্ম্মজন্য সংস্কার দ্বারা চরাচর শরীর সকলের ভেদ হইতেছে, সেই বিচিত্র বিশ্ব এবং একপার্শ্বে ব্রজ ও আপনাকে দর্শন করিয়া যশোদার ভয় হইল। তিনি কহিতে লাগি-লেন,—"এ কি স্বপ্ন, না,—দৈবী মায়া? না,—আমার বুদ্ধির বিকার অথবা আমার এই শিশু-সন্তানেরই কোন স্বাভাবিক নিজ ঐশ্বর্য্য? আমার পুত্রের ঐশ্বর্য্যই বটে। অতএব কায়মনোবাক্য দ্বারা যে পদের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারা যায় না; জগৎ যে পদ আশ্রয় করিয়াছে এবং যে পদ দ্বারা ও যে পদ হইতে ইহা প্রকাশ পাইতেছে,—আমি সেই নিরতিশয় দুর্জ্ঞেয় পদকে নমস্কার করি। 'আমি যশোদা নাম্নী গোপী; এই নন্দগোপ আমার পতি, এই কৃষ্ণ আমার পুত্র; আমি ব্রজেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী, এই গোপী, গোপ ও গোধন—সমস্তই আমার' এই সকল কুমতি যাঁহার মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই আমাকে ত্রাণ করুন।" ৩৬—৪২। গোপিকা এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে পর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি পুত্রস্নেহ-রূপিণী বৈষ্ণবী-মায়া প্রয়োগ করিলেন; অমনি গোপীর আত্মজ্ঞান নষ্ট হইল। তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া হৃদয়-মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহে অচেতন হইলেন। বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র এবং ভক্তগণ যে হরির মাহাত্ম্য গান করেন, যশোদা মায়ায়, বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে আপন পুত্র মনে করিলেন। পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! নন্দ ও যশোদাই বা এরূপ কি মহা-ফলোৎপাদক মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, পণ্ডিতেরা কৃষ্ণের যে পাপনাশক উদার-বাল্যলীলা অদ্যাপি গান করিয়া থাকেন, কৃষ্ণের মাতা পিতা বসুদেব ও দেবকী—তাহা দর্শন করিতে পান নাই, কিন্তু ইহাঁরা দর্শন করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্, যশোদার স্তনপান করিলেন? ৪৩—৪৭। শুকদেব কহিলেন,—বসুগণের প্রধান দ্রোণ নামক বসু, ধরা নাম্নী ভার্য্যার সহিত ব্রহ্মার আদেশ পালন করিতে উদ্যুক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, "আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে পর, লোকে যে ভক্তি দ্বারা দুর্গতি হইতে উদ্ধার পায়, বিশ্বেশ্বর-হরিতে আমাদিগের যেন সেই পরম ভক্তি জন্মে।" তাহাতে ব্রহ্মা স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এইজন্য সেই দ্রোণ ব্রজে মহাযশা নন্দ, আর সেই ধরা যশোদা নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ভরত-নন্দন! সেই হেতু যাবতীয় গোপ-গোপীর মধ্যে ঐ দম্পতীরই পুত্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দনে অধিকতর ভক্তি হইয়াছিল। বিভু কৃষ্ণ, ব্রহ্মার আজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত, রামের সহিত ব্রজে বাস করিয়া, আপন লীলা দ্বারা তাঁহা-দিগের দুই জনের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ৪৮—৫২।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! একদা গৃহের দাসী সকল কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকাতে, নন্দগেহিনী যশোদা স্বয়ং দধিমন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি এইমাত্র কৃষ্ণের যে যে শৈশব-চরিত কীর্ত্তন করিয়াছি, স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, গোপী দধি-মন্থন-সময়ে সেই সকল গান করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্ম সূত্র

দ্বারা কটিদেশ বদ্ধ করিয়া ক্ষৌম-বসন পরিধান করিয়াছিলেন। তদীয় পয়োধর-যুগল কম্পিত এবং পুত্রস্নেহ হেতু তাহা হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। রজ্জুর আকর্ষণ-হেতু ক্লান্ত বাহুযুগলে কঙ্কণ এবং কর্ণে কুণ্ডলদ্বয় দুলিতেছিল, বদন ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর কবরী হইতে মালতী-মালা ভ্রষ্ট হইতেছিল। জননী এই বেশে দধিমন্থন করিতেছেন,—এমন সময় হরি স্তনপান করিবার অভিলাষে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক মন্থানদণ্ড ধারণ করিয়া তাঁহাকে মন্থন করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে তাঁহার অতীব আনন্দ হইল। মাতা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার হাস্যবদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্নেহ বশতঃ দুগ্ধস্রাবী স্তনপান করাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চুল্লীর উপর যে দুগ্ধ রক্ষিত ছিল, অতিতাপহেতু তাহা উচ্ছলিত হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে যশোদা, কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বেগে তদভিমুখে গমন করিলেন। স্তনপান করিয়া কৃষ্ণের তখনও তৃপ্তি হয় নাই; অতএব তিনি কুপিত হইলেন। দন্ত দ্বারা স্ফুরিত রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দংশন করিয়া, তিনি কপট ক্রন্দন করিতে করিতে শিলাপুত্র (নুড়ি) দ্বারা দধিভাণ্ড ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জনে নবনীত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৬। গোপী, সুতপ্ত দুগ্ধ-কটাহ নামাইয়া রাখিয়া পুনর্ব্বার দধি-মন্থন-স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—দধিপাত্র ভগ্ন হইয়াছে। কৃষ্ণকেও সেই স্থানে দেখিতে পাইলেন না। অতএব নিজ পুত্রেরই কার্য্য নিশ্চয় করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখনই গৃহের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,—কৃষ্ণ উদূখল উণ্টাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া, শিক্যস্থ নবনীত বানরদিগকে যথেচ্ছ দান করিতেছেন। চৌর-কর্ম্ম করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নয়ন চকিত হইয়াছে। যশোদা দর্শন করিয়া মৃদুপদ-সঞ্চারে পুত্রের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিলেন;—পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,—মাতা যষ্টি লইয়া উপস্থিত। অমনি যেন ভীত হইয়া, উদূখল হইতে অবরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। রাজন্! যোগীদিগের মন তপস্যা দ্বারা তদাকারে পরিণত হইয়াও যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই, সুমধ্যমা যশোদা তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। বিচলিত বিশাল নিতম্বের ভরে তাঁহার গতিরোধ হইতে লাগিল। বেগবশে কম্পমান-কেশবন্ধ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুষ্প সকল পশ্চাদ্ভাগে পড়িতে লাগিল;—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। জননী এই ভাবে কিয়দ্দূর অনুগমন করিয়া কৃষ্ণকে ধারণ করিলেন। দেখিলেন,—অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কৃষ্ণ ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি আপন হস্তে চক্ষুর্দ্বয় মর্দ্দন করিতেছেন; তাহাতে দুই চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে অঞ্জন লিপ্ত হইয়াছে, আর নয়ন-যুগল ভয়ে বিহ্বল হইয়াছে। অতএব যশোদা হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ৭—১১। পুত্র, ভয় পাইয়াছেন দেখিয়া পুত্রবৎসলা, যষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম জ্ঞাত ছিলেন না। যাঁহার অভ্যন্তর, বাহ্য, পূর্ব্ব ও পর নাই;—যিনি জগতের পূর্ব্ব, পর ও বাহ্য এবং যিনি জগন্ময়; গোপিকা, অর্ভকরূপ-ধারী সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে পুত্র মনে করিয়া, সামান্য পুত্রের ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন। গোপিকা আপনার অপরাধী পুত্রকে যে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতেছিলেন, সেই রজ্জু দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে তিনি তাহাতে অপর একগাছি রজ্জু যোগ করিলেন। তাহাও যখন সেই পরিমাণে ন্যূন হইল, তখন তিনি তাহাতে আর এক রজ্জু বন্ধন করিলেন। তাহাও দুই অঙ্গুল ন্যূন হইয়া পড়িল; অতএব তাহাতেও তাঁহাকে বন্ধন করা হইল না। এইরূপে আপনার এবং গোপীগণের গৃহেও যাবতীয় রজ্জু ছিল, সমুদায় যোগ করিয়াও যশোদা যখন কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিলেন না, তখন বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন; গোপীদিগেরও সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। ১২—১৭। বন্ধন-প্রয়াস হেতু যশোদার গাত্র প্রভৃতি ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়াছিল। কবরী হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়াছিল। কৃষ্ণ আপন জননীর পরিশ্রম দর্শনে কৃপা করিয়া স্বয়ং বদ্ধ হইলেন। হে পরীক্ষিৎ! হরি আত্মবশই বটেন। ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় পদার্থ তাঁহারই বশবর্ত্তী। তথাপি তিনি যে ভক্তের বশ, তাহা এইরূপে দেখাইলেন। মুক্তিদাতা কৃষ্ণ হইতে গোপী যে প্রসাদ লাভ করিলেন,—বিরিঞ্চি, হর বা হরির অঙ্গাশ্রয়িণী লক্ষ্মীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই। ভক্তগণ, গোপিকা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ সহজে লাভ করেন, আত্মভূত জ্ঞানিগণ তত সহজে লাভ করিতে পারেন না। যাহা হউক, জননী গৃহকার্য্যে ব্যগ্র হইলে, যমলার্জ্জুন নামে দুইটী বৃক্ষের দিকে কৃষ্ণের দৃষ্টি পড়িল। ঐ দুই বৃক্ষ পূর্ব্বজন্মে কুবেরের দুই পুত্র ছিল। গর্ব্বান্ধতা বশতঃ নারদের শাপহেতু বৃক্ষ হয়। তাহাদের নাম নলকূবর ও মণিগ্রীব। তাহারা দুইজনেই অতিশয় শ্রীযুক্ত ছিল। ১৮—২৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন।

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই দুই ব্যক্তি কি কারণে অভিশপ্ত হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করুন। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! উক্ত দুই পুত্র অতি গর্ব্বিত ও মদমত্ত; তাহারা রুদ্রের অনুচর হইয়া কৈলাস-পর্ব্বতের রমণীয় পুষ্পিত উপবনে এবং মন্দাকিনীতে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। সুরাপানে তাহাদিগের চক্ষু নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতে থাকিত। রমণীগণ সঙ্গে লইয়া গান করিতে করিতে সেই দুই দুর্ব্বিনীত যক্ষরাজ-তনয় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিত। একদিন তাহারা সুরধুনীর কমলালঙ্কৃত জলে অবগাহন করিয়া, করী যেরূপ করিণীদিগের সহিত ক্রীড়া করে, যুবতীদিগের সহিত সেইরূপ বিহার করিতে আরম্ভ করিল। হে কৌরব! এই সময়ে ভগবান্ দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া তিনি ক্ষিপ্ত বোধ করিলেন; কারণ, বিবস্ত্র গন্ধর্ব্ব-মহিলাগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, শাপভয়ে ব্যস্তে-ব্যস্তে বস্ত্র পরিধান করিল; কিন্তু ঐ দুই গর্ব্বান্ধ গন্ধর্ব্ব উলঙ্গ থাকিলেও সেরূপ করিল না। ১—৬। দেবর্ষি নারদ দেখিলেন,—কুবেরের দুই পুত্র মদিরায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদিগের চক্ষু ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়াছে। দেখিয়া কৃপা করিবার নিমিত্ত শাপ দিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, 'অহো! ঐশ্বর্য্য-মদে স্ত্রী, দ্যূত এবং মদ্য—তিনই আছে; এইজন্য ইহাতে পুরুষের যাদৃশ বুদ্ধিভ্রংশ হয়,—কি অভিজাত্যাদি, কি রজোগুণের কার্য্য হাস্যাদি, কিছুতেই সেরূপ বুদ্ধিভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব বশতই অজিতাত্মা নির্দ্দয় ব্যক্তিগণ, নশ্বর দেহকে অজর ও অমর বিবেচনা করিয়া পশুহত্যা করিয়া থাকে। এই নশ্বর দেহ,—নরদেব, ভূদেব প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হইলেও অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্ম নাম প্রাপ্ত হইবে। তবে যে ব্যক্তি এই দেহের নিমিত্ত প্রাণিহিংসা করে, সে কি স্বীয় প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়াছে? দেহ কি অন্নদাতার? না,—পিতার? না,—মাতার? না,—মাতামহের? না,—ক্রেতার? না,—বলি-ব্যক্তির? না,—অগ্নির? না,—কুক্কুরের? ফলতঃ কিছুই জানা যায় না। যখন এইরূপ সন্দেহ, তখন ত

দেহ সাধারণের। ইহা অব্যক্ত-বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার সেই অব্যক্ত-বস্তুতেই বিলীন হইবে। অসৎ ব্যতীত কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই দেহকে আত্মা ভাবিয়া প্রাণিহত্যা করিতে যাইবেন? ৭—১২। ঐশ্বর্য্য-মদে যাঁহাদিগের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, দরিদ্রতাই তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট অঞ্জন। দরিদ্র-ব্যক্তি নিজের সহিত তুলনা করিয়া সকলকেই শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে। যাঁহার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, তিনি মুখ-ম্লানিতাদি-চিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারেন,—সকল ব্যক্তিরই দুঃখ সমান। অন্তে সেই ব্যথা পায়, তাহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। কিন্তু যাঁহার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, তিনি সেরূপ পরের দুঃখ বুঝিতে পারেন না; সুতরাং পরের উপকার করিতে পারেন না। যিনি দরিদ্র, তাঁহার "আমি" ও "আমার" এইরূপ গর্ব্ব দূর হইয়া যায়। তিনি ইহলোকে যাবতীয় গর্ব্ব হইতেই মুক্ত। যদৃচ্ছাক্রমে তিনি যে কষ্ট ভোগ করেন, তাহাই তাঁহার পরম তপস্যা। অন্নহীন দরিদ্রের দেহ, ক্ষুধায় প্রত্যহ ক্ষীণ হইয়া আইসে; ইন্দ্রিয় সকল নীরস হইয়া পড়ে;—তাহাতে লোভ এবং তৃষ্ণারও শান্তি হয়। সমদর্শী সাধুগণ, দরিদ্রেরই সাহচর্য্য করেন। সাধুসঙ্গ-লাভে দরিদ্র ব্যক্তি, তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া থাকেন। সমদর্শী নারায়ণ-চরণ-প্রয়াসী সাধুগণ, ধন-গর্ব্বিত অসদাশ্রয় অসাধু লইয়া কি করিবেন? তাহারা ত তাঁহাদিগের উপেক্ষণীয়। অতএব আমি,—মদমত্ত, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে অন্ধীকৃত স্ত্রৈণ, অজিতাত্মা এই দুই গন্ধর্ব্বের অজ্ঞানকৃত অহঙ্কার নাশ করিব। ইহারা লোকপালের তনয়; কিন্তু অজ্ঞানে এমনই আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং ইহাদিগের গর্ব্ব এমনই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, আপনারা যে উলঙ্গ হইয়া রহিয়াছে, তাহা একবার ভাবিতেছে না। সুতরাং ইহারা স্থাবর হইবার যোগ্য। স্থাবর হইলেও, ইহাদিগের স্মৃতি আমার প্রসাদে ও অনুগ্রহে নষ্ট হইবে না। স্মৃতি নষ্ট না হইলে ইহাদের ভয় থাকিবে, তাহাতে ইহারা আর কখনও এরূপ আচরণ করিতে পারিবে না। এক শত দিব্য বৎসর অতীত হইলে, ইহারা বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে আসিয়া ভক্তিরসিনী ভক্তি প্রাপ্ত হইবে।" ১৩—২২। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! দেবর্ষি এই কথা কহিয়া বৈকুণ্ঠধামে প্রতিগমন করিলেন। নলকূবর ও মণিগ্রীব তাঁহার শাপে অচিরে দুই যমলার্জ্জুন হইলেন। হরি, ভাগবত-প্রধান ঋষির বাক্য সার্থক করিবার নিমিত্ত, যেখানে ঐ দুই যমলার্জ্জুন ছিল, অল্পে অল্পে সেই স্থানে গমন করিলেন। "দেবর্ষি, আমার প্রিয়তম; সেই দুই যমলার্জ্জুনও এই; অতএব মহাত্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সফল করিব" এই মনে করিয়া কৃষ্ণ, যমজ সেই দুই অর্জ্জুন-বৃক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং প্রবেশ করিবার পরেই উদূখলটা উল্টাইয়া পড়িল। তাঁহার উদরে রজ্জু বদ্ধ ছিল, সুতরাং উদূখল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক সেই উদূখল আকর্ষণ করিয়া, দুই বৃক্ষের মূলবন্ধ উৎপাটন করিলেন। কৃষ্ণের বিক্রমে ঐ বৃক্ষদ্বয়ের স্কন্ধ, পত্র ও শাখাসমূহে সাতিশয় কম্প উপস্থিত হইল; তখনই ভয়ানক শব্দ করিয়া দুইটাই পতিত হইল। ২৩—২৭। মহারাজ! ঐ দুই বৃক্ষ হইতে অগ্নির ন্যায় দুই সিদ্ধ পুরুষ বহির্গত হইয়া উৎকৃষ্ট কান্তি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিতে লাগিলেন এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া, মস্তক দ্বারা অখিললোক-নাথ কৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নম্র ও বিনয়-বচনে কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! আপনি বালক নহেন,—আদ্য শ্রেষ্ঠ-পুরুষ, পরম-ব্রহ্ম। ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই বিশ্ব আপনার রূপ। একমাত্র আপনি,—সর্ব্বভূতের দেহ, প্রাণ, আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। আপনি,—অব্যয়, ঈশ্বর, ভগবান্ বিষ্ণু; অতএব আপনিই কাল। প্রভো! আপনিই মহান্ অর্থাৎ কার্য্য; আপনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী সূক্ষ্ম প্রকৃতি। ভগবন্! আপনিই পুরুষ, আপনিই সর্ব্ব-ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যক্ষ; অতএব আপনি সর্ব্বস্বরূপ। হে বিভো! আপনি দ্রষ্টা, এইজন্য দৃশ্যস্বরূপে বর্ত্তমান প্রাকৃত-বিকাররূপ ইন্দ্রিয়াদি আপনাকে গ্রহণ করিতে পারে না। সর্ব্বজীবাদির উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতে আপনার সত্তা রহিয়াছে; অতএব দেহাদিতে আবৃত কোন্ জীব আপনাকে জানিতে পারিবে? আপনি,—ভগবান্, বাসুদেব, বিধাতা, ব্রহ্ম। আপনাকে নমস্কার করি। যে সকল গুণ আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়, সেই সকল গুণ আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে;—আপনাকে নমস্কার। আপনার শরীর নাই বটে; কিন্তু যে সকল অতুল আতিশয্য-সম্পন্ন বীর্য্য দেহীর পক্ষে অসম্ভব, সেই সকল বীর্য্য দর্শন করিয়া দেহীদিগের মধ্যে আপনার অবতার জানিতে পারা যায়। সকলের অধিপতি সেই আপনি, সর্ব্ব-লোকের উন্নতি ও বিভবের নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ণাবতার হইয়াছেন। হে পরম-কল্যাণ! হে বিশ্বমঙ্গল! আপনাকে নমস্কার। আপনি বাসুদেব, শান্ত ও যদুপতি;—আপনাকে নমস্কার। ২৮—৩৬। হে ভূমন্! আমরা আপনার কিঙ্করানুকিঙ্কর। ঋষির অনুগ্রহে আপনার দর্শন পাইলাম। আমাদিগের বাক্য আপনার গুণকীর্ত্তনে, কর্ণদ্বয় আপনার মহিমা শ্রবণে, করযুগল আপনার চরণ-সেবায়, চিত্ত আপনার চরণ-যুগল-চিন্তনে, মস্তক আপনার আবাসভূত জগতের প্রণামে এবং দৃষ্টি আপনার মূর্ত্তিভূত সাধুদিগের দর্শনে যেন নিযুক্ত থাকে।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ গোকুলেশ্বর, রজ্জু দ্বারা উদূখলে বদ্ধ ছিলেন; দুই গুহ্যক এই প্রকারে তাঁহার স্তব করিলে পর, হাস্যমুখে তাঁহাদিগের দুই ব্যক্তিকে কহিলেন, "তোমরা উভয়েই ঐশ্বর্য্য-মদে অন্ধীকৃত হইয়াছিলে; তখন দেবর্ষি নারদ তোমাদিগের প্রতি শাপ দিয়া অধঃপাতনরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন,—আমি পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছিলাম। যেরূপ দিবাকরকে দর্শন করিলে পুরুষের চক্ষুর বন্ধন থাকে না, সেইরূপ যাঁহারা স্বধর্ম্মবর্ত্তী ও আত্মবেত্তা, সুতরাং যাঁহারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন,—আমার দর্শনে তাঁহাদের আর সংসার-বন্ধন থাকিতে পারে না। অতএব হে নলকূবর! তোমরা দুই জনে গৃহে গমন কর। আমার প্রতি তোমাদিগের প্রীতি জন্মিয়াছে; সুতরাং তোমাদিগের আর সংসার-সম্ভাবনা নাই।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! এই কথা শ্রবণে গন্ধর্ব্বদ্বয়, উদূখল-বদ্ধ কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ, পুনঃপুনঃ প্রণাম ও আমন্ত্রণ করিয়া উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন। ৩৭—৪৩।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

বৎসাসুর ও বকাসুর বধ।

শুকদেব কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বৃক্ষ-যুগলের পতনশব্দে বজ্রপাত হইল এই আশঙ্কা করিয়া নন্দপ্রভৃতি গোপ সকল সেই স্থানে উপনীত হইলেন। দেখিলেন,—যমলার্জ্জুন ভূমিতে পতিত হইয়া রহিয়াছে। পতনের কারণ, উদূখলাকর্ষণকারী, রজ্জুবদ্ধ বালক সম্মুখে রহিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহারা কারণ স্থির করিতে না পারিয়া, "এ কাহার কর্ম্ম? কি কারণ হইতে হইল? কি আশ্চর্য্য!" এইরূপ কহিতে কহিতে উৎপাত-আশঙ্কায় ভীত হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

বালকেরা কহিল, "কৃষ্ণ মধ্যভাগে প্রবেশপূর্ব্বক বক্রীভূত উদূখল আকর্ষণ করিয়া, এই দুইটা বৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছে। কেবল:তাহাই নহে; বৃক্ষ হইতে আমরা দুই দিব্য-পুরুষকেও বহির্গত হইতে দেখিয়াছি। রাজন্! বালক কৃষ্ণ, যেই দুই বৃক্ষ উৎপাটন করিয়াছেন—ইহা অসম্ভব বলিয়া গোপগণ বালকদিগের কথায় প্রত্যয় করিল না। তন্মধ্যে কেহ কেহ মনে করিল,—'হইলেও হইতে পারে।' ১—৫। নন্দ তাঁহার পুত্রকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া উদূখল আকর্ষণপূর্ব্বক বিচরণ করিতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ বাল্য-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কখন গোপীগণ কর্ত্তৃক করতালাদি দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া নৃত্য করিতেন, কখন বা মুগ্ধভাবে দারুযন্ত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের বশীভূত হইয়া গান করিতে থাকিতেন এবং তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে কোন বস্তু আনয়ন করিতেন। আজ্ঞা পাইলে যেন আনিতে সামর্থ্য নাই,—এই ভাব প্রকাশ করিয়া পীঠ-উত্থাপন বা পাদুকাদি-ধারণ মাত্র করিতেন; না হয়, আত্মীয়দিগের হর্ষ উৎপাদন পূর্ব্বক কেবল হস্ত প্রসারণ করিতেন। যাহারা তাঁহার প্রকৃত মহিমা জানিতেন,—নিজে যে, ভৃত্যের বশীভূত, তাহা দেখাইবার জন্য হরি বিবিধ বাল্য-লীলায় তাঁহাদের আনন্দ উৎপাদন করিতেন। রাজন্! একদা ফল-বিক্রয়ার্থিনীর "ফল চাই?" এই কথা শুনিয়া সর্ব্বফল-দাতা শ্রীকৃষ্ণ ফলার্থী হইয়া ধান্য-গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্রুতপদে গমন করিলেন। ধান্য পড়িতে পড়িতে চলিল। ফল-বিক্রয়িণী তাঁহার সেই দুই হস্ত যেমন ফলে পূর্ণ করিয়া দিল, অমনি তাহার ভাণ্ড বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ হইল। ৬—১১। রাজন্! অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন হইলে পর রাম ও কৃষ্ণ একদিন নদীর তীরে গমন করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন; সেই সময়ে রোহিণী তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ক্রীড়াসক্ত পুত্রদ্বয় তাঁহার আহ্বান-শব্দ শুনিয়াও যখন আসিল না, তখন পুত্র-বৎসলা রোহিণী, যশোদাকে তথায় প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ,—অগ্রজ ও বালকদিগের সহিত বেলা অতিক্রম করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন—দেখিয়া পুত্রস্নেহ হেতু যশোদার স্তনযুগল প্রস্রুত হইতে লাগিল। তিনি ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন,—"রে কৃষ্ণ! রে কমল-নয়ন বৎস! আয়, স্তন পান কর,—আর খেলায় কাজ নাই; ক্ষুধায় শ্রান্ত হইয়াছিস্,—ভোজন করিবি—চল্। বৎস, কুলনন্দন রাম! কনিষ্ঠকে লইয়া শীঘ্র আইস। কৃষ্ণ! কোন্ প্রাতঃকালে ভোজন করিয়াছ। দেখিতেছি,—ক্রীড়া করিয়া শ্রান্ত হইয়াছ। ব্রজপতি নন্দ, ভোজন করিতে বসিয়া তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আয়, আমাদিগের ইষ্ট সাধন করিবি। বালকগণ! তোরা আপন আপন গৃহে গমন কর্। বৎস কৃষ্ণ! তোর অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছে; স্নান করিবি—আয়। আজ তোর্ জন্মনক্ষত্র; পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গো দান করিবি—চল্। দেখ্,—তোর বয়স্যদিগকে দেখ্; উহাদিগের জননীরা উহাদিগকে স্নান করাইয়া উত্তমরূপে সাজাইয়া দিয়াছে। তুইও স্নান করিয়া সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আহার করিয়া আসিয়া ক্রীড়া করিবি।" রাজন্! স্নেহময়ী যশোদা, অশেষ-শেখর অচ্যুতকে এইরূপে পুত্র মনে করিয়া হস্ত-ধারণপূর্ব্বক বালকের সহিত নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং অবশেষে মঙ্গল্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিলেন। ১২—২০। মহারাজ! বৃহৎ-বনমধ্যে নিত্য অনেক মহোৎপাত হইতে লাগিল,—দেখিয়া নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণ সকলে একত্রিত হইলেন এবং কি কার্য্য করিলে গোকুলের মঙ্গল হইবে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই সভায় উপনন্দ নামে একজন জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ গোপ ছিল। সে ব্যক্তি দেশ, কাল ও কার্য্যের তত্ত্বজ্ঞ এবং রাম-কৃষ্ণের হিতকারী। উপনন্দ কহিল, "যদি গোকুলের হিত-সাধন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাদিগের এই বন হইতে উঠিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এই স্থানে ব্রজের নাশের নিমিত্ত নিত্য নানা মহা মহা উৎপাত ঘটিতে লাগিল। এই বালক, বালঘ্নী রাক্ষসীর হস্ত হইতে দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছে। শকট যে ইহার উপর পতিত হয় নাই, সে নিশ্চয়ই নারায়ণের অনুগ্রহ। চক্রবাতরূপী দৈত্য ইহাকে আকাশ-পথে লইয়া বিপদে ফেলিয়াছিল; এ সেই শিলাতলে পতিত হয়;—কেবল সুরেশ্বর কর্ত্তৃক বালক রক্ষিত হইয়াছে। তাহার পর বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এ বা অন্য কোন বালক যে মরে নাই, সেও কেবল নারায়ণের অনুগ্রহ। যে পর্য্যন্ত আর কোন উৎপাত বা অমঙ্গল ব্রজকে আক্রমণ না করে, তাহার মধ্যে চল, আমরা বালকদিগকে লইয়া অনুচর-সমভিব্যাহারে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাই। বৃন্দাবন নামে এক পবিত্র বন আছে; তাহা,—পর্ব্বত, তৃণ ও লতায় সমাকীর্ণ। তাহা নূতন নূতন অবান্তর বনে পরিবেষ্টিত। পশুগণ তথায় স্বচ্ছন্দে চরিতে পারিবে; গো, গোপী এবং গোপগণও সুখে বাস করিবে। যদি তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, চল, অদ্যই আমরা সেই বনে যাই। শকট সকল যোজনা কর; বিলম্ব করিও না। গোধন অগ্রে অগ্রে চলুক।" ২১—২৯। এই কথা শ্রবণ করিয়া যাবতীয় গোপ একমত হইয়া "সাধু" "সাধু" বলিয়া আপন আপন শকট-সমূহ যোজনা করিল এবং তাহার উপর পরিচ্ছদ সকল স্থাপন করিয়া বৃন্দাবনের অভিমুখে প্রস্থিত হইল। রাজন্! গোপগণ পরম যত্ন-সহকারে শকটের উপর সমুদায় উপকরণ এবং বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীদিগকে স্থাপন করিল; অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গোধন অগ্রে করিয়া শৃঙ্গ ও তূর্য্যের শব্দ করিতে করিতে পুরোহিত-সমভিব্যাহারে চারিদিক্ হইতে যাত্রা করিল। গোপীগণ রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তাহাদের সহিত যাইতে লাগিল। তাহাদের কুচমণ্ডল কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত, কর্ণে রমণীয় কুণ্ডল এবং পরিধান বিচিত্র বসন। যশোদা এবং রোহিণীও এক রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ ও রামের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন; কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। রাজন্! বৃন্দাবন সর্ব্বকালেই সুখাবহ। গোপগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া শকট-পুঞ্জ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপন পূর্ব্বক সেই স্থানে গোকুলের বাসস্থান করিল। রাজন্! রাম-কৃষ্ণ,—বৃন্দাবন ও যমুনা-পুলিন দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৩০—৩৬। রাম-কৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাল্যলীলা এবং মধুর-বাক্যে ব্রজবাসীদিগের আনন্দ উৎপাদন করিয়া উপযুক্ত বয়সে গো-চারণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নানাপ্রকার ক্রীড়ায় তাঁহাদিগের কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। নানা পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাঁহারা গোপাল-বালকদিগের সহিত বৃন্দাবনের সন্নিকটে বৎসচারণ করিতে লাগিলেন। কখন বেণু বাদন করেন; কখন বিল্ব ও আমলক-ফলাদি দ্বারা ক্ষেপণ (লাটিম) কল্পনা করিয়া উৎক্ষেপণ করেন; কখন কিঙ্কিণীযুক্ত পাদ দ্বারা পৃথিবী তাড়ন করিয়া খেলাইয়া বেড়ান; কখন কখন বা বৎসদিগের গাত্রে কম্বলাদি জড়িত করিয়া কৃত্রিম গোরূপ করেন এবং আপনারাও সেইরূপ বৃষের ন্যায় হইয়া তদনুরূপ শব্দ করিতে করিতে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন। কখন বা শব্দ দ্বারা বিবিধ জন্তুর অনুকরণ করেন। কৌমারকালে রাম-কৃষ্ণ এইরূপে সামান্য বালকের ন্যায় দুই জনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন, কৃষ্ণ ও বলদেব, বয়স্যদিগের সহিত যমুনা-তীরে

স্ব স্ব বৎস সকল চারণ করিতেছেন,—এমন সময় তাঁহাদিগের বিনাশ-বাসনায় এক দৈত্য আগমন করিল। হরি, সেই দৈত্যকে বৎসরূপ ধারণপূর্ব্বক বৎসগণের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া, বলদেবকে দেখাইলেন। তৎপরে, যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে অল্পে অল্পে তাহার নিকটে গমন করিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগের দুই পদ ধারণপূর্ব্বক শূন্যমার্গে ঘুরাইতে লাগিলেন এবং কপিথ-বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন। কপিথ সকল বৃহৎ শরীরের ভরে ভগ্ন হইয়া পড়িল এবং অসুর সেই বৃক্ষের সহিত ভূমিতলে পতিত হইল। ৩১—৪৩। বালকেরা তাহাকে নিহত হইতে দেখিয়া "সাধু" "সাধু" বলিয়া উঠিল এবং দেবগণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজন্! সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ-পালক রাম-কৃষ্ণ গোপালবেশে প্রাতঃকালের ভোজ্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়া গোবৎস সকল চারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন সকল গোপাল-বালক জলাশয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক স্ব স্ব বৎসদিগকে জল পান করাইয়া আপনারাও পান করিল। সেই সময়ে তাহারা দেখিতে পাইল,—সেই স্থানে বজ্র-ভগ্ন, ভূমিপতিত গিরিকূটের ন্যায় এক বৃহৎ প্রাণী উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। সে এক মহাসুর অসুর; বকরূপ ধারণ করিয়াছিল। সে অতি বলবান্ এবং তাহার তুণ্ডদ্বয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সেই বকাসুর বেগে আগমন করিয়া কৃষ্ণকে গ্রাস করিল। তাহা দেখিয়া রাম প্রভৃতি বালকেরা প্রাণহীন ইন্দ্রিয়-বর্গের ন্যায় বিচেতন হইয়া পড়িলেন। এদিকে কৃষ্ণ, বককর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া অগ্নির ন্যায় তাহার গলদেশ দাহ করিতে লাগিলেন। জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বক সেই জগজ্জনক কৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ উদ্গার করিল এবং ক্রোধে তুণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার নিকটে ছুটিয়া আসিল। সাধুদিগের আশ্রয় কৃষ্ণ দুই করে সম্মুখপাতী কংসসখা বকের দুই তুণ্ড ধারণপূর্ব্বক স্বর্গবাসীদিগের আনন্দ উৎপাদন করিয়া, বালকদিগের সমক্ষে অবলীলাক্রমে তাহাকে তৃণবৎ বিদারণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সুরলোক-বাসীরা বকারির উপর নন্দন-কাননের মল্লিকাদি পুষ্প বর্ষণ করিলেন এবং ঢকা ও শঙ্খবাদ্য এবং বিবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে গোপাল-বালকেরা বিস্মিত হইল। ৪৪—৫২। রামপ্রভৃতি বালকেরা বকের মুখ হইতে কৃষ্ণকে মুক্ত হইতে দেখিয়া, ইন্দ্রিয়বর্গ যেরূপ স্বস্থান-প্রত্যাগত প্রাণ পাইয়া সুস্থ হয়, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সেইরূপ সুখী হইল; পরে বৎসগণকে একত্র করিয়া ব্রজ-ধামে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। গোপ-গোপীগণ তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং অত্যন্ত আনন্দহেতু আদরে পূর্ণ হইয়া, কৃষ্ণ যেন পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—এই ভাবে উৎসুক চিত্তে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল—তাহাদিগের নয়ন আর তৃপ্ত হইল না। অনন্তর তাহারা কহিতে লাগিল,—"কি আশ্চর্য্য! আহা, এই বালকের কতবার মৃত্যুই উপস্থিত হইল! কিন্তু যাহা-দিগের হইতে পূর্ব্বে অন্তের ভয় হইয়াছিল, তাহারাই ইহার হস্তে নিহত হইল। ইহারা ঘোরদর্শন হইয়াও ত ইহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইল না; হিংসা করিতে ইহার নিকটে আসিয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় আপনারাই তৎক্ষণমাত্রে দগ্ধ হইয়া গেল! কি আশ্চর্য্য! বেদবেত্তাদিগের বাক্য কখন মিথ্যা হয় না; মহর্ষি গর্গ যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপই ঘটিল।" নন্দপ্রভৃতি গোপগণ এই প্রকারে আনন্দ-প্রকাশপূর্ব্বক রাম-কৃষ্ণের কথা কহিয়া আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভব-বেদনা তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতে পারিল না। ৫৩—৫১।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

অঘাসুর-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! একদা কৃষ্ণ বনেই বাল্য-ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং গোপাল-বয়স্যদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া মনোহর শৃঙ্গধ্বনি করিতে করিতে বৎসদিগকে অগ্রে লইয়া ব্রজ হইতে বিনির্গত হইলেন। সহস্র সহস্র স্নেহশীল বালক—সুন্দর শিক্য, বেত্র, শৃঙ্গ ও বেণু হস্তে লইয়া স্ব স্ব সহস্রাধিক বৎস সকলকে অগ্রে করিয়া আনন্দে বাহির হইল। সকলে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য বৎসের সহিত স্ব স্ব বৎসদিগকে যূথবদ্ধ করিয়া লইল এবং চারণ করিতে করিতে করিতে সেই সেই বনে বালক্রীড়া করিয়া বিহার করিতে লাগিল। তাহারা—কাচ, মুক্তা, মণি ও স্বর্ণ দ্বারা সজ্জিত ছিল,—তথাপি বন হইতে ফুল, প্রবাল, প্রবাল-স্তবক, পুষ্প, ময়ূরপুচ্ছ ও ধাতু দ্বারা আপনাদিগকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল; পরস্পর পরস্পরের শিক্যাদি অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং যেমন ঐ সকল বস্তু প্রকাশিত হইয়া পড়িল, অমনি দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তত্রত্য বালকেরা হাসিতে হাসিতে দূর হইতে পুনর্ব্বার আনিয়া দিতে লাগিল। ১—৫। কৃষ্ণ, শোভাদর্শন করিবার নিমিত্ত দূরে গমন করিলে, অমনি সকলে "আমি অগ্রে" "আমি অগ্রে" এই বলিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। কেহ কেহ বংশীবাদন,—কেহ কেহ শৃঙ্গবাদন,—কোন কোন অর্ভক, ভৃঙ্গদিগের সহিত গান,—আর কেহ কেহ কোকিলগণের সহিত কূজন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ উড্ডীয়মান বিহগগণের ছায়ার সহিত দৌড়িতে লাগিল; কেহ বা মরালগণের সহিত সুন্দররূপে চলিতে লাগিল; কেহ কেহ বক-সমূহের সহিত বসিয়া রহিল; কেহ কেহ ময়ূর-বৃন্দের সহিত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন বালক, বৃক্ষশাখারূঢ় বানর-শিশুদিগের লাঙ্গূল ধরিয়া টানিতে লাগিল; কেহ বা তাহাদিগের সহিত দন্তপ্রদর্শন প্রভৃতি অঙ্গ-বিকৃতি করিতে লাগিল; কেহ কেহ তাহাদিগের সহিত গাছে উঠিয়া এক শাখা হইতে শাখান্তরে লম্ফ দিতে আরম্ভ করিল, আর কেহ বা নির্ঝরে অভিষিক্ত হইয়া ভেকগণের সহিত ক্ষুদ্র তটিনী সকল উল্লঙ্ঘন, প্রতিবিম্ব সকলকে উপহাস এবং প্রতিধ্বনির প্রতি আক্রোশ করিতে লাগিল। রাজন্! যে ভগবান্ হরি,—বিবজ্জনের পক্ষে স্বপ্রকাশ পরম সুখস্বরূপ, ভক্ত-জনের পক্ষে আত্মপ্রসাদ পরম-দেবতা এবং মায়ামূঢ় ব্যক্তির পক্ষে নর-বালক রূপে প্রতীয়মান, গোপ-বালকেরা তাঁহার সহিত এই প্রকারে বিহার করিতে লাগিল;—নিশ্চয়ই তাহারা পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য-সঞ্চয় করিয়াছিল। বজিতাত্মা যোগিগণ বহুজন্ম কষ্ট করিয়াও যাহার পদধূলি লাভ করিতে পারেন না,—তিনি নিজে যাহাদিগের চক্ষুর গোচর হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রজবাসীর সৌভাগ্য আর কি অধিক বলিব? ৬—১২। রাজন্! একদা বাল-কেরা এইরূপে বনবিহার করিতেছিল,—এমন সময়ে অঘ না[illegible] একটা ভয়ঙ্কর অসুর তাহাদিগের সুখক্রীড়া দেখিয়া যেন অসহি[illegible] হইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অঘাসুর বড়ই দুর্দান্ত দেবগণ অমৃতপান করিয়া অমর হইলেও, স্ব স্ব প্রাণরক্ষা অভিলাষী হইয়া নিরন্তর যাহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেন। সে অঘাসুর,—পূতনা ও বকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কংসপ্রেরিত হইয়া কৃষ্ণ-প্রভৃতি বালকদিগকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল,—"এ[illegible] শিশু, আমার সহোদর ও সহোদরাকে বধ করিয়াছে, অত[illegible] অদ্য আমি ইহাকে সদলে বধ করিব। এই সকল বালক [illegible]

আমার আত্মীয় ও সুহৃদ্‌দিগকে তিলোদকরূপে কল্পিত করিয়াছে, তখন ব্রজবাসী সকল বিনষ্টই হইয়া রহিয়াছে। কারণ, ইহারা তাহাদের প্রাণস্বরূপ। প্রাণ বহির্গত হইলে দেহে আর কি কার্য্য হইতে পারে?" দুর্ম্মতি অসুর এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যোজন-বিস্তৃত বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় স্থূল বৃহৎ আজগর দেহ ধারণ করিল এবং গুহার ন্যায় মুখ 'হাঁ' করিয়া গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে শয়ন করিয়া রহিল। তাহার নিম্ন-ওষ্ঠ পৃথিবী ও উত্তর-ওষ্ঠ মেঘ স্পর্শ করিল। দুই সৃক্কণী, দুই দরীর ন্যায় বিস্তীর্ণ রহিল। দন্ত সকল এক একটী গিরিশৃঙ্গের সদৃশ দৃষ্ট হইল। মুখাভ্যন্তর, ঘোর অন্ধকার তুল্য; জিহ্বা, পথের ন্যায় বিস্তৃত; নিশ্বাস, সাক্ষাৎ পবন; চক্ষুর্দ্বয় দাবাগ্নির ন্যায় খরস্পর্শ বোধ হইল। ১৩—১৭। তাহাকে দেখিয়া বালকদিগের বৃন্দাবন-লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হইল। সকলে লীলাচ্ছলে উহাকে ব্যাদিত অজগর-বদনের সহিত উৎপ্রেক্ষা করিয়া কহিতে লাগিল,—"বয়স্যগণ! বল দেখি,—আমাদিগের পুরোবর্ত্তী এই একটা প্রাণীর আকার দেখা যাইতেছে; ইহা আমাদিগকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত সর্পের ন্যায় মুখ-ব্যাদান করিয়া আছে কি না? তাহাই বটে; ঐ দেখ,—সূর্য্য-কিরণ-স্পর্শে রক্তবর্ণ জলদজাল উহার উত্তর-ওষ্ঠ এবং ঐ জলধরের প্রতিচ্ছায়া দ্বারা আরুণীকৃত ভূমি উহার নিম্ন-ওষ্ঠ স্বরূপ হইয়াছে। বাম ও দক্ষিণদিকের দুইটা গিরি-গুহা ওষ্ঠ-প্রান্তভাগের সদৃশ দৃষ্ট হইতেছে এবং এই সকল গিরিশৃঙ্গ উহার দংষ্ট্রার তুল্য দেখা যাইতেছে। বিস্তৃত দীর্ঘ পথ উহার জিহ্বাকে স্পর্দ্ধা করিতেছে; আর এই সকল গিরিশৃঙ্গের মধ্যগত অন্ধকার উহার মুখাভ্যন্তরের সদৃশ দেখাইতেছে। দাবাগ্নিতপ্ত অত্যুষ্ণ বায়ু উহার নিশ্বাসের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং দাবাগ্নি-দগ্ধ প্রাণীদিগের দুর্গন্ধ, সর্পদেহের অন্তর্গত আমিষ-গন্ধের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। এ কি আমাদিগকে গ্রাস করিবে? আমরা ত বিনষ্ট হইব না। যদি এ সর্পই হয়, তাহা হইলে, বকাসুরের ন্যায়, কৃষ্ণের হস্তে এখনই বিনষ্ট হইবে!" এই বলিয়া বালক-গণ, বকারি ভগবান্ হরির কমনীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কর-তালি দিয়া অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিল। ১৮—২৪। বালকেরা না জানিয়া এই প্রকার যে সকল কথা বলিল, ভগবান্ তাহা শুনিয়া চিন্তা করিলেন,—"বাস্তবিক সর্প-দেহধারী অসুর আমার আত্মীয়দিগের পক্ষে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।" সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী হরি এই যাথার্থ্য স্থির করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিতে মনঃস্থ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে বালকেরা স্ব স্ব বৎস সকল লইয়া অসুরের উদর-মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু রাক্ষস তাহাদিগকে গলাধঃকরণ করিল না; কেননা, সে আত্মীয়দিগের বিনাশ স্মরণ করিয়া, বকারি শ্রীহরির প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। নিখিললোকের অভয়-প্রদাতা কৃষ্ণ সেই দীন বালক-বৃন্দকে স্বীয় কর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যুর জঠরাগ্নির তৃণীভূত হইতে দেখিয়া ইহা ভাগ্যকৃত মনে করিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তিনি ভাবিলেন,—"এস্থলে কি কর্ত্তব্য? এই খল অসুরও মরিবে, অথচ বালকদিগেরও প্রাণনাশ হইবে না,—এই দুই কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে?" অতঃপর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সর্ব্বদর্শী হরি, সর্পের বদনে প্রবেশ করিলেন। দেবতারা মেঘের অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া আমরি হাহাকার শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং অঘাসুরের বান্ধব কংসপ্রভৃতি রাক্ষসগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ২৫—২৬। অব্যয় ভগবান্ কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া, ঐ সর্পের গলদেশে বালক ও বৎসগণের সহিত আপনাকে অতিবেগে বর্দ্ধিত করিলেন। তাহাতে অসুরের কণ্ঠ নিরুদ্ধ এবং দুই লোচন বহির্গত হইল। সে প্রাণশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবিলম্বেই বায়ু, তাহার দেহ মধ্যে রুদ্ধ হওয়াতে পূর্ণ হইয়া, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। সেই বায়ুর সহিতই যাবতীয় ইন্দ্রিয় নির্গত হইল। তখন কৃষ্ণ অমৃতদৃষ্টি দ্বারা বিগত-জীবন বৎস এবং বয়স্যদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাহাদিগের সহিত বাহির হইলেন। ঐ সর্পের স্থূলদেহস্থ শুদ্ধ-সত্ত্বময় অদ্ভুত মহৎ জ্যোতি, স্বীয় তেজে দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া ঈশ্বরের নির্গমন-প্রতীক্ষায় আকাশে অব-স্থিতি করিয়া ছিল; হরি নির্গত হইবামাত্র সেই জ্যোতি দেবতা-দিগের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণে গিয়া প্রবেশ করিল। অনন্তর দেববৃন্দ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন; অপ্সরোগণ নাচিতে লাগিল; সুগায়কগণ গীত এবং বিদ্যাধরেরা বাদ্য করিতে লাগিল; বিপ্রগণ স্তব এবং গণ সকল জয়ধ্বনি, যাঁরা আপনাদিগের কার্য্যসাধক শ্রীকৃষ্ণের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিবিধ উৎসব-সম্পন্ন অদ্ভুত স্তব, সুন্দর বাদ্য, গীত ও জয় প্রভৃতি সেই মঙ্গল-শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক পিতামহ ব্রহ্মা শীঘ্র তথায় আগমন করিয়া, ঈশ্বরের মহিমা দর্শনে বিস্মিত হই-লেন। ৩০—৩৫। রাজন্! বৃন্দাবন-মধ্যে অজগরের অদ্ভুত চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রজবাসীদিগের ক্রীড়ার্থ মহাবিল হইয়া-ছিল। হরি পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে অঘাসুররূপী মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধরণরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্রজবালকেরা সেই কর্ম্ম দেখিয়াছিল, তাহারা, শ্রীহরি ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিলে পর, ব্রজমধ্যে বলিয়াছিল—"অদ্যই ঐ ব্যাপার ঘটিয়াছে।" অসাধু-ব্যক্তি কোন মতেই ভগবানের সমান-রূপতা লাভ করিতে পারে না, কিন্তু অঘাসুর কেবল তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শ হেতু পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, সেই সমান-রূপতা প্রাপ্ত হইল;—মায়া-মনুষ্য-বালক, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের শ্রেষ্ঠ, বিধাতার পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে। যাঁহার কেবল শ্রীমূর্ত্তির মনোময়ী প্রতিকৃতি অন্তঃকরণ-মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রহ্লাদাদি পরম ভক্ত-দিগকে ভাগবতী গতি দান করিয়াছিল, সেই নিত্য-আত্মসুখানুভব দ্বারা মায়ার নিরাসকর্ত্তা ভগবান্ স্বয়ং সেই অসুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তবে সে মুক্ত না হইবে কেন? ৩৬—৩৯। সূত কহিলেন,—দ্বিজগণ! যদুকুল-দেবতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজা পরীক্ষিৎ, আত্মদাতার এই প্রকার বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া শুক-দেবকে ঐ পবিত্র চরিতই পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন; হরি-চরিত শ্রবণে তাঁহার মন একান্ত বশীভূত হইয়াছিল। রাজা কহিলেন,—ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করা হইয়াছে, তাহা কি করিয়া বর্ত্তমান-কালীন হইতে পারে? দেখুন,—হরি পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, বালকেরা সেই কর্ম্ম, ষষ্ঠবর্ষে অনুষ্ঠিত বলিবে কেন? হে মহাযোগিন্! এই প্রশ্নের উত্তর করুন। গুরো! আমাদিগের অত্যন্ত কুতূহল জন্মিয়াছে। নিশ্চয়ই এ হরির মায়া। আমরা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়-জাতি বটি; কিন্তু সংসার-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য; কারণ, আপনার মুখ হইতে পুণ্য কৃষ্ণ-কথামৃত কেবল পান করিতেছি। সূত কহিলেন,—ভাগবত-শ্রেষ্ঠ শৌনক! রাজা পরীক্ষিৎ আত্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া যে অনন্তকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, সেই অনন্ত যদিও শুকদেবের যাবতীয় ইন্দ্রিয় অপহরণ করিলেন, তথাপি তিনি কষ্টে পুনর্ব্বার বাহ্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর-দানে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪০—৪৪।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মার মোহনাশ।

শুকদেব কহিলেন,—হে মহাভাগ! হে ভাগবত-শ্রেষ্ঠ! উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি ঈশ্বরের কথামৃত বার বার পান করিয়াও প্রশ্ন দ্বারা উহাকে নূতন করিতেছ। হরি-কথাই যে সকল সারগ্রাহী সাধুদিগের বাক্য, কর্ণ ও অন্তঃকরণ স্বরূপ, তাঁহাদিগের এইরূপ স্বভাব যে, স্ত্রৈণদিগের নিকট স্ত্রী-বিষয়িণী কথার ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে নিত্য নূতন নূতন হরি-বিষয়িণী কথা হইয়া থাকে। রাজন্! মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর,—অতি গূঢ় রহস্য তোমাকে কহিতেছি; গুরুগণ প্রিয় শিষ্যকে গুহ্য-বিষয়ও উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, অঘ-বদনরূপ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার পর, বৎসপালদিগকে যমুনা-পুলিনে লইয়া আসিয়া কহিলেন, "আহা, বয়স্যগণ! এই পুলিন অতি রমণীয়! আমাদিগের যাবতীয় ক্রীড়াদ্রব্যই ইহাতে রহিয়াছে; স্বচ্ছ বালুকা সকল, অতি কোমল বিকসিত কমল-সমূহের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অলি ও বিহঙ্গকুল জলে বসিয়া শব্দ করিতেছে; পুলিনব্যাপী এই সকল বৃক্ষ ঐ শব্দের প্রতিধ্বনি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। আইস, আমরা এই স্থানে সকলে ভোজন করি; বেলা অতিক্রান্ত হওয়াতে ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি। বৎসগণ জলপান করিয়া নিকটে তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করুক।" ১—৬। বালকেরা "তাহাই হউক" বলিয়া বৎসদিগকে শ্যামল তৃণরাজির উপর বন্ধন করিয়া এবং শিক্য সকল মোচন করিয়া সানন্দে ভগবানের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। প্রফুল্ল-নয়ন ব্রজ-বালকেরা বনমধ্যে কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে সারি সারি মুখামুখি করিয়া উপবেশন করাতে পদ্ম-কর্ণিকার চতুষ্পার্শস্থ পত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কেহ কেহ পুষ্প, কেহ কেহ পত্র, কেহ কেহ পল্লব, কেহ কেহ অঙ্কুর, কেহ কেহ ফল, কেহ কেহ শিক্য, কেহ কেহ ত্বক্, কেহ কেহ বা শিলার পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই পরস্পর স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন ভোজন-রুচি প্রদর্শন করিয়া হাসিয়া ও হাসাইয়া ভগবানের সহিত ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ যজ্ঞভোক্তা হইয়াও বালকের ন্যায় কেলি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উদর-বসনের মধ্যে বেণু, বাম-কক্ষে শৃঙ্গ, বাম-হস্তে বেত্র, অঙ্গুলি সকলে প্রাসোচিত বিবিধ ফল এবং দক্ষিণ-হস্তে দধ্যোদনের গ্রাস ধারণ করিয়া মধ্য ভাগে কর্ণিকার ন্যায় অবস্থিতি পূর্ব্বক, আপন পরিহাস-বাক্যে আপনার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট বন্ধুদিগকে হাস্য করাইয়া, ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গবাসী ও মর্ত্ত্য বাসিরা আশ্চর্য্য হইয়া ঐ ব্যাপার দেখিতেছিল। বৎস-পালক ব্রজ-বালকগণ, অচ্যুতের সহিত একাত্মা হইয়া এইরূপে ভোজন করিতেছে—ইতিমধ্যে বৎসগণ তৃণ-লোভে দূরবর্ত্তী বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ৭—১২। তাহাতে বালকদিগের ভয় হইল। কৃষ্ণ জগতের ভয়েরও ভয়; তিনি মিত্রদিগকে ভীত দেখিয়া কহিলেন, "ভোজন হইতে বিরত হইও না, আমি তোমাদিগের বৎস সকল আনিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি হস্তে খাদ্যগ্রাস লইয়া গিরি, দরী, কুঞ্জ ও গহ্বর সকলে আত্মীয়গণের বৎসদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা ইতিপূর্ব্বে আকাশে অবস্থিতিপূর্ব্বক কৃষ্ণের অঘাসুর হইতে বালকদিগকে উদ্ধার-করণ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। মায়া-বালকরূপী ভগবানের অন্য এক মনোহর মহিমা দর্শন করিবার অভিলাষে তিনিই এই অবসরে আগমন করিয়া, তাঁহার বৎস ও বালকদিগকে লইয়া অন্য স্থানে রক্ষা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ, বৎসদিগকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া পুলিনে ফিরিয়া আসিলেন। সে স্থানেও বৎসপালদিগকে দেখিতে না পাইয়া, তিনি তাহাদিগকে অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি বৎস ও বৎসপালদিগকে না দেখিয়া সহসা জানিতে পারিলেন,—এ সকলই ব্রহ্মার কার্য্য। তখন গোপাল বালকদিগের জননীগণের এবং ব্রহ্মার সন্তোষ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত, বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বর নিজেই বৎসগণ ও বৎসপালদিগের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে, বৎসদিগকে যদি আনিয়া দেন, তাহা হইলে ব্রহ্মার মোহ হয় না এবং যদি স্বয়ং বৎসপালগণে পরিণত না হন, তাহা হইলে তাহাদিগের জননীরা শোকে আচ্ছন্ন হইবে। এইজন্য হরি দুই রূপই হইলেন। যে বৎসের ও বৎসপালের যেরূপ ক্ষুদ্র-শরীর-প্রমাণ; যাহার যে পরিমাণে হস্ত ও পদাদি; যাহার যেরূপ যষ্টি, শৃঙ্গ, বেণুদল ও শিক্য; যাহার যে প্রকার ভূষণ ও বসন; যাহার যেরূপ শীল, গুণ, নাম, আকৃতি ও বয়স; এবং যাহার যেরূপ আহার-বিহারাদি;—হরি সেইরূপ সর্ব্বরূপে প্রকাশ পাইয়া, "সর্ব্বজগৎ বিষ্ণুময়" এই বাক্য বস্তুতঃ সার্থক করিয়া দিলেন। ১৩—১৯। ভগবান্ আপনিই এইরূপ সর্ব্বাত্মা হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং প্রযোজক হইয়া আত্মস্বরূপ বৎসদিগকে শাসন করিতে করিতে আপন বিহার দ্বারাই ক্রীড়া করিয়া চলিলেন। রাজন্! তিনি বিশেষ বিশেষ গোপ-বালক-রূপী হইয়াছিলেন; ব্রজে প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ বৎসদিগকে পৃথক্ পৃথক্ গোষ্ঠে স্থাপনপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ বালকের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। বালকদিগের জননীরাও বেণুরব শ্রবণ করিয়া আস্তে-ব্যস্তে উত্থিত হইলেন এবং স্ব স্ব পুত্রবোধে পর-ব্রহ্মকে বাহুযুগল দ্বারা গাঢ়রূপে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া, স্নেহ বশতঃ ক্ষরিত স্তনদুগ্ধরূপ অমৃত তুল্য সুস্বাদু মদ্য পান করাইলেন। রাজন্! যে কালে যে ক্রীড়া করিবার নিয়ম, মধুসূদন তদনুসারে এইরূপে সায়ংকালে আগমনপূর্ব্বক সুন্দর আচরণ দ্বারা জননীদিগকে আনন্দিত করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে মর্দ্দন, মজ্জন, লেপন, অলঙ্কার-পরিধাপন, তিলক-ধারণ ও ভোজন করাইয়া এবং তাঁহার রক্ষা বিধান করিয়া লালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর গাভী সকলও শী[ঘ্র] গোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক হুম্বার শব্দে স্ব স্ব বৎসদিগকে একত্রি[ত] করিয়া, বারংবার অবলেহন করিতে করিতে, উধঃক্ষরিত দু[গ্ধ] পান করাইতে লাগিল। ২০—২৪। পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাভী এবং গোপীদিগের মাতৃভাব ছিল; তবে বিশেষে[র] মধ্যে এই যে, এক্ষণে স্নেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। তখন হরি[র] উহাদিগের প্রতি পুত্রভাব ছিল; তবে এক্ষণকার মত মা[য়া] ছিল না। পূর্ব্বে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যেরূপ অধিক স্নে[হ] ছিল, এক্ষণে নিজ নিজ পুত্রের প্রতি সেইরূপ স্নেহ এ[ক] বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে অসীমরূপে বর্দ্ধিত হই[তে] লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বৎসপাল হইয়া, বৎস ও তাহাদি[গের] পালকগণের রূপ ধারণপূর্ব্বক আপনি আপনাকে পা[লন] করিতে করিতে বন ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতে লাগিলে[ন]। রাজন্! এক বৎসর পূর্ণ হইতে পাঁচ বা ছয় দিন অব[শিষ্ট] আছে,—এমন সময়ে কৃষ্ণ এক দিন রামের সহিত বৎসচা[রণ] করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিলেন। অতিদূরে গোব[র্দ্ধন] গিরির শিখরদেশে গাভী সকল চরিয়া বেড়াইতেছিল। তা[হারা] সেই স্থান হইতে দেখিতে পাইল,—ব্রজের নিকটে তাহাদি[গের] বৎস সকল চরিতেছে; দেখিয়া আপনাদিগকে বিস্মৃত হই[য়া]

এইরূপে যাবতীয় গো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া হুম্বার ত্যাগপূর্ব্বক রক্ষকদিগকে অগ্রাহ্য এবং দুর্গম মার্গ অতিক্রম করিয়া, দ্রুতপদে ব্রজের নিকট আগমন করিল। দ্রুতপদে দৌড়িয়া আসিবার সময় বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদিগের দুই পদ; সকলেই ককুদ্‌ভাগে গ্রীবা স্থাপন এবং মুখ ও পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিয়া ধাবমান হইয়া আসিতেছে। গাভী সকলের দুগ্ধ চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হইতেছিল।২৫—৩০। তাহাদিগের পুনর্ব্বার বৎস জন্মিয়াছিল, তথাপি গোবর্দ্ধনের তলদেশে বৎসদিগের সহিত মিলিত হইয়া, গ্রাস করিবার ন্যায় তাহাদের অঙ্গ-লেহনপূর্ব্বক আপন আপন উধোনিঃসৃত দুগ্ধ পান করাইতে আরম্ভ করিল। গোপগণ ঐ সকল গাভীদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; তজ্জন্য লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। দুর্গম পথ অতিক্রম করাতে তাহারা অতিশয় শ্রান্ত হইয়াও পড়িয়াছিল; এক্ষণে বৎসগণের সহিত আপন আপন পুত্রদিগকে দেখিতে পাইয়া প্রেমরস উৎপন্ন হইল। তাহাতে তাহাদিগের মন নিমগ্ন হইল অনুরাগ জন্মিল এবং ক্রোধ দূরে গেল। তাহারা বালকদিগকে ক্রোড়ে করিয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন এবং মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিল। বৃদ্ধ গোপ সকল, বালকগণের আলিঙ্গনে অতিমাত্র মনস্তুষ্টি লাভ করিয়াছিল; পরে যদিও অতিকষ্টে অমে অমে আলিঙ্গন পরিত্যাগ করিল, তথাপি মনে হওয়াতে, তাহাদিগের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ৩১—৩৪। যে সকল শিশু স্তন পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগের উপরেও ব্রজবাসীদিগের প্রেমবৃদ্ধি অনুক্ষণ অধিক হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, রাম তাহার কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। এইজন্য বলদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"একি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যেরূপ প্রেম বৃদ্ধি পাইত, এক্ষণে আপন আপন পুত্রদিগের প্রতি তাহাদের সেইরূপ প্রেম বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? আমার মনও যে তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহার্দ্র হইতেছে? এ কি মায়া? এ মায়া কোথা হইতে আসিল? এ কি দৈবী, মানুষী, না,—আসুরী মায়া? নিশ্চয় বোধ হইতেছে,—এ আমারই প্রভুর মায়া; এ মায়া যে আমাকেও মোহিত করিতেছে!" যদুনন্দন এই চিন্তা করিয়া জ্ঞানময় চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—সমস্ত বৎস, সমস্ত বৎসপাল—সমুদায়ই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। পরে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই কৃষ্ণ! আমি পূর্ব্বে জানিতাম,—এই সকল বৎস, ঋষিদিগের এবং এই সকল বৎসপাল, দেবতাদিগের অংশ; কিন্তু এক্ষণে সেরূপ আর দেখিতেছি না। এখন দেখিতেছি,—যত সকল ভেদের আশ্রয় হইলেও, সকলেই তুমি বর্ত্তমান রহিয়াছ। অতএব তুমি কি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ হইলে—বল।" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রভু সংক্ষেপতঃ সমুদায় ব্যক্ত করিলে পর, সমস্ত বিষয় বলদেবের পরিজ্ঞাত হইল।৩৫—৩৯। মহীপতে! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সেই মায়ারচিত বৎস ও বৎসপালদিগের সহিত লীলা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এক বৎসর অতীত হইল। রাজন্! তাহা ব্রহ্মার এক ক্রটিকাল। পদ্মযোনি নিজ পরিমাণে সেই ক্রটিমাত্র কাল পরে আসিয়া দেখিলেন,—কৃষ্ণ পূর্ব্বের ন্যায় অনুচরগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। যাহা হউক, পদ্মযোনি, কৃষ্ণকে অনুচরগণের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন,—"গোকুলে যত বালক ও বৎস ছিল, সকলেই আমার মায়া-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে,—এখনও গাত্রোত্থান করে নাই; তবে এগুলি এই সকল আমার কোথা হইতে আসিল? বিষ্ণুর মায়াতেই ঐ রূপে, যে তত্তুল্যই এক বৎসর করিয়া ক্রীড়া করিতেছে!" অনেকবার এইরূপ তর্ক করিয়াও ব্রহ্মা, কোন্ গুলি প্রকৃত, আর কোন্ গুলি মিথ্যা,—কোনপ্রকারেই স্থির করিতে পারিলেন না। অজ, এইরূপে মোহশূন্য বিশ্বমোহন বিষ্ণুকে মোহিত করিতে গিয়া, আপনার মায়া দ্বারা আপনিই মোহিত হইয়া পড়িলেন। যেরূপ নীহার-জন্য অন্ধকার, তমিস্রা রজনীতে স্বয়ং পৃথক্ আবরণ করিতে পারে না,—রজনীর অন্ধকারেই লীন হইয়া পড়ে; এবং যেরূপ খদ্যোত দিবসে স্বয়ং পৃথক্ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ, যে ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তির প্রতি মায়া-প্রয়োগ করেন, তাঁহার নীচ মায়া তাঁহার নিজেরই সামর্থ্যনাশ করিয়া থাকে। ৪০—৪৫। মহারাজ! তদ্ভিন্ন অন্য এক আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ কর। ব্রহ্মা দর্শন করিতেছিলেন—ইতিমধ্যে সহসা তাঁহার নয়নগোচর হইল—কি বৎস, কি বৎসপাল, কি যষ্টি-শৃঙ্গাদি, সকলই মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ। সকলেরই পরিধান পীত পট্টবস্ত্র; সকলেই চতুর্ভুজ; সকলেরই হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; সকলেরই মস্তকে কিরীট; সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল; সকলেরই গলদেশে হার ও বনমালা; সকলেরই বাহুতে শ্রীবৎসের প্রভাযুক্ত অঙ্গদ; সকলেরই করে রত্ননির্ম্মিত কম্বুতুল্য কঙ্কণ এবং সকলেই নূপুর, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। বহুপুণ্য ব্যক্তি সকল যে কোমল নূতন তুলসীদল অর্পণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সকলেরই আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল হাস্য এবং অরুণবর্ণ কটাক্ষ-দৃষ্টি দ্বারা সকলেই যেন সত্ত্ব ও রজোগুণ দ্বারা ভক্ত-মনোরথের স্রষ্টা ও পালক হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন; আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় চরাচর মূর্ত্তিমান্ হইয়া নৃত্য-গীতাদি বিবিধ পূজাসাধন দ্বারা সকলেরই যেন পৃথক্ উপাসনা করিতেছে। সকলেই অণিমাদি মহিমা, অজা প্রভৃতি শক্তি এবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ভগবানের মায়ায় যে অণিমাদির সহকারী কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম ও গুণ প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য অধঃকৃত হইয়াছে, সেই কালাদি মূর্ত্তিমান্ হইয়া সকলেরই উপাসনায় প্রবৃত্ত। সকলেরই সত্য-জ্ঞানরূপ, অনন্ত-মূর্ত্তি, বিজাতীয়ভেদ-শূন্য এবং সর্ব্বদা একরূপ। অতএব আত্মজ্ঞান যাঁহাদিগের চক্ষু, ঐ সকল মূর্ত্তির ভূরি-মাহাত্ম্য তাঁহাদিগেরও স্পর্শযোগ্য নহে। রাজন্! যে পরব্রহ্মের জ্যোতিতে এই চরাচর সমগ্র বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মা এইরূপে একবারেই জগৎ তদ্রূপ দর্শন করিলেন;—দেখিয়া অতি কৌতুকে হংসপৃষ্ঠেই উলটিয়া পড়িলেন। ঐ সকল মূর্ত্তির তেজে তাঁহার একাদশ ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হওয়াতে তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন; তাহাতে বোধ হইল যেন ব্রজাধিষ্ঠাতৃ-দেবতার সমীপে একখানি চতুর্ম্মুখ কনক-প্রতিমা বিরাজ করিতেছে। ৪৬—৫৬। যে ব্রহ্ম বাণীর অতীত, তর্কের অগোচর, অসাধারণ-মহিমা-সম্পন্ন, স্বপ্রকাশ, সুখস্বরূপ, জন্ম-রহিত ও প্রকৃতির পর এবং "তাহা নহে" "তাহা নহে" এইরূপ সর্ব্ব-নিরসন দ্বারা যিনি স্বপ্রকাশক,—সেই ব্রহ্মা "একি!" এই বলিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন;—আর দর্শন করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া স্বীয় অদ্ভুত মায়া-যবনিকা তুলিয়া লইলেন। অনন্তর ব্রহ্মার বহির্দৃষ্টি লাভ হইল। মৃত-ব্যক্তি যেমন কথঞ্চিৎ উত্থিত হয়, সেইরূপে তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতি কষ্টে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করিয়া আপনার সহিত এই জগৎকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জীবের আহারোৎপাদক বিবিধ পাদপ-পুঞ্জে সমাকীর্ণ, নানা অভীষ্ট দ্রব্যে চতুর্দ্দিকে পরিপূর্ণ বৃন্দাবন তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। যাঁহাদিগের স্বভাবজাত বৈর অনিবার্য্য,—সেই সকল প্রাণী বৃন্দাবনে মিত্রভাবে একত্র বাস

করিতেছিল। আর শ্রীকৃষ্ণ বাস করাতে, ক্রোধ-লোভাদি তথা হইতে বিদায় লইয়াছিল। ৫৭—৬০। ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন,—সেই শ্রীবৃন্দাবন-মধ্যে অদ্বয়, পর, অনন্ত, অগাধ-বোধ, এক ব্রহ্ম,—গোপ-বালকের নাট্য অবলম্বনপূর্ব্বক, হস্তে খাদ্য-সামগ্রীর গ্রাস লইয়া পূর্ব্বের স্থায়ই ইতস্ততঃ বৎস এবং সখাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা স্বীয় বাহন হইতে অবতরণ করিলেন এবং পৃথিবীতে সুবর্ণ-দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া চারি মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা পাদযুগলে প্রণাম করত আনন্দাশ্রুরূপ জলে অভিষেক করিতে লাগিলেন। শ্রীহরির পূর্ব্বদৃষ্ট মহিমা যতবার তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল, ততবারই উত্থিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। এইরূপে বিরিঞ্চি অনেকক্ষণ অবস্থিতি করিলেন। পরে অল্পে অল্পে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক লোচনদ্বয় মার্জ্জন করিলেন এবং কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া নতকন্ধর, কৃতাঞ্জলি, বিনীত এবং সংযতচিত্ত হইয়া কম্পিত-কলেবরে গদ্গদবাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬১—৬৪।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে স্তবনীয়। তোমার প্রসন্নতা নিমিত্ত তোমাকেই স্তব করি। তোমার নবীন-নীরদ-সদৃশ শ্যাম-কলেবরের বিদ্যুৎবৎ পীতবসন শোভা পাইতেছে। গুঞ্জা-নির্ম্মিত কর্ণ-ভূষণ এবং ময়ূরপুচ্ছে তোমার মুখ-মণ্ডলের* কান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। গলদেশে বনমালা। খাদ্য-সামগ্রীর গ্রাস, বেত্র, শৃঙ্গ ও বংশী—এই সকল চিহ্ন দ্বারা তোমার অপূর্ব্ব শোভা হইতেছে। হে নন্দ-নন্দন। তোমার চরণ-যুগল অতি কোমল। হে দেব। তোমার এই দেহ ভক্তজনের মনোমত। ইহা হইতে আমার প্রতিও কৃপা প্রকাশিত হইতেছে। ইহা সুলভ করিবার জন্য প্রকাশিত হইলেও ইহা শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ-জন্য,—ভূতগণের দ্বারা নির্ম্মিত নহে; সুতরাং নিয়ন্ত্রিত মন দ্বারাও কেহ ইহার মাহাত্ম্য জানিতে পারে না। প্রভো। যখন এই গুণময় রূপেরই মহিমা জানা যায় না, তখন তোমার সাক্ষাৎ ও আত্মসুখানুভব স্বরূপের মহিমা কে জানিতে পারিবে? হরি। তোমার মহিমা এইরূপে দুর্জ্ঞেয় হইলেও সংসার-পাশ হইতে মুক্তিলাভের অসম্ভাবনা দেখি না; কেননা, যাঁহারা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অসমার প্রয়াস ব্যতিরেকেও স্বস্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক সাধুজন-কথিত, কর্ণ-গত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেহ, বাক্য ও মন দ্বারা উহার আদর করত কেবল জীবন-ধারণ করেন, হে অজিত। তাঁহারা ত্রিলোকের মধ্যে তোমাকে জয় করিতে পারেন;—তাঁহাদিগের পক্ষে তুমি দুর্লভ নহ। যাহারা সূক্ষ্মপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূলপ্রমাণ তুষ সকল তাড়ন করে, তাহাদিগের যেরূপ কোন ফল লাভ হয় না; সেইরূপ যাঁহারা তোমাতে মঙ্গলালয় ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভেই যত্ন করেন, তাঁহাদিগের ক্লেশ স্বীকারই সার। হে অপরিচ্ছিন্ন। হে অচ্যুত। এই পৃথিবীতে অনেকে প্রথমতঃ যোগী হইয়াও, জ্ঞানলাভ করিতে না পারায় তোমার প্রতি লৌকিক চেষ্টা সকল ও নিজ নিজ কর্ম্ম অর্পণ এবং তোমার কথা অবিরত শ্রবণ করেন; তাহাতে তোমার প্রতি তাঁহাদের যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তিযোগেই তাঁহারা আত্মাকে জানিতে পারিয়া তোমার উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত করিয়াছেন; অতএব ভক্তি দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। ১—৫। হে ভূমন্। কি সগুণ, কি অগুণ, তুমি উভয় প্রকারেই দুর্ব্বোধ; তথাপি যাঁহারা ইন্দ্রিয়-বর্গকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তঃকরণমধ্যে রুদ্ধ রাখিয়াছেন,—তাঁহারা বিশেষাকার-রহিত বিষয়-হীন স্বপ্রকাশ বলিয়া স্ফূর্ত্তিশালী, আত্মাকার-প্রাপ্ত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইতে বরং অগুণ নারায়ণ-স্বরূপ তোমার মহিমা কথঞ্চিৎ জানিতে পারেন। কিন্তু যে নিপুণ-ব্যক্তি সকল বহু জন্মে পৃথিবীর পরমাণু, শূন্যের হিমকণা, বা গগন-মণ্ডলের নক্ষত্রাদির কিরণের পরমাণু সকলও গণনা করিতে পারেন; তাদৃশ কোন ব্যক্তিও এই বিশ্বের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ, গুণের অধিষ্ঠাতা তোমার গুণগণ গণনা করিতেও সমর্থ নহেন। অতএব যিনি আদরপূর্ব্বক তোমার অনুগ্রহ প্রতীক্ষা করিয়া আত্মকৃত কর্ম্ম-ফল উপভোগপূর্ব্বক অন্তঃকরণ, বাক্য ও দেহ দ্বারা তোমাকে নমস্কার করত জীবিত থাকেন, তিনিই মুক্তি-ধনে অধিকারী হইতে পারেন; ফলতঃ জীবিত না থাকিলে যেমন দায়ে (পৈতৃক ধনে) অধিকার থাকে না, সেইরূপ ভক্তের জীবন ভিন্ন মুক্তিরও অন্য অধিকারোপায় নাই।" হে রাজন্। ব্রহ্মা এই প্রকারে স্তব করিয়া পরে ক্ষমালাভের নিমিত্ত স্বীয় অপরাধ উল্লেখ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে ঈশ্বর। আমার দৌর্জ্জন্য দর্শন কর। তুমি অনন্ত, আদ্য, পরমাত্মা এবং মায়াজীবী-দিগেরও বিমোহক; আমি এমনই মূঢ় যে, তোমাতেও মায়া বিস্তার করিয়া নিজ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অহো। অগ্নি হইতে উত্থিত শিখা যেমন অগ্নির নিকট কিছুই নহে, সেইরূপ আমিও তোমার নিকট কিছুই নহি। আমাকে ক্ষমা কর। রজোগুণ হইতে আমার উৎপত্তি, অতএব না জানিয়া, "আমিই জগৎকর্ত্তা" এই গর্ব্বে আমার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়াছিল; সুতরাং ভাবিয়াছিলাম, তুমি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর আছেন। এক্ষণে আমাকে ভৃত্য-জ্ঞানে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। ৬—১০। আমার নিজ পরিমাণে সপ্তবিতস্তি মাত্র পরিমিত এই প্রকৃতি-অহঙ্কার-আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথিবী-ঘটিত ব্রহ্মাণ্ড যদিও আমার দেহ, তথাপি তোমার রোম-বিবর সকল এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুর গতায়াতের গবাক্ষ; অতএব আমি তোমার মহিমা জানিতে পারিব, ইহা কি কখন কোন রূপে সম্ভব হইতে পারে? হে অজ। গর্ভস্থিত বালক যে পাদদ্বয় দ্বারা প্রহার করে, মাতা কি তাহাতে তাহার অপরাধ গ্রহণ করেন? স্থূল ও সূক্ষ্ম, কার্য্য-কারণ নামে কথিত এই সমুদায় পদার্থের মধ্যে কোনটাই তোমার উদরের বহির্ভূত নহে। 'প্রলয়কালে পরস্পর মিলিত সমুদ্র-জলে, নারায়ণের উদরের নাভিপ্রদেশ হইতে ব্রহ্মা বহির্গত হইয়াছিলেন'—এই বাক্যটী সত্য বটে; তথাপি ঈশ্বর। আমি কি তোমা হইতে নির্গত হই নাই? তুমি সর্ব্বদেহীর আত্মা এবং যাবতীয় লোকের সাক্ষী; তবু কি তুমি নারায়ণ নহ? নর হইতে উৎপন্ন চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং জল যাঁহার আশ্রয় বলিয়া, যিনি নারায়ণ নামে বিখ্যাত, তিনিও তোমার মূর্ত্তি। হে দেব। 'জগতের আশ্রয়ভূত তোমার এই দেহ, জলের মধ্যে অবস্থিত ছিল'—এই কথা যদি সত্য হইত, হে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য। তাহা হইলে, তৎকালেই পদ্মনাল-মধ্যে জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, শত বৎসর অন্বেষণ করিয়াও তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন?—অন্তঃকরণ মধ্যেও দৃষ্ট হও নাই কেন? আবার সেই সময় তপস্যা করিবার পরেই আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়াছিলে কেন? ১১—১৫। হে মায়া-বিনাশক। এই সমুদায় প্রপঞ্চ বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে বটে, তথাপি উদরমধ্যে জননীকে ইহা দেখাইয়া তুমি

* মুখমণ্ডল—চিবুক হইতে মস্তক।

এই অবতারেই মায়া প্রদর্শন করিলে। যখন তোমার নিজের সহিত এই বিশ্ব,—তোমার উদরে যেরূপ প্রকাশ পায়, বাহিরেও ঠিক সেইরূপ প্রকাশিত হইতেছে, তখন এই সমস্ত মায়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এখনই যে তুমি আমাকে দেখাইলে যে, তুমি ব্যতীত সমস্ত বিশ্বই মায়া! তুমি প্রথমে এক ছিলে; পরে সমস্ত ব্রজবালক এবং বৎসরূপ ধারণ করিলে। তদনন্তর দেখিলাম,—সমস্তই চতুর্ভুজ-রূপে বর্তমান; আমি, নিখিল-তত্ত্বের সহিত সে সমুদয় মূর্তির উপাসনা করিতেছি। তৎপরে সেই সমস্ত ব্যক্তি চতুর্ভুজ হইয়াও ততগুলি ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতিভাত হইল। এক্ষণে সেই তুমি সেই অপরিমিত অদ্বয় ব্রহ্মমাত্র-রূপে বিরাজ করিতেছ। প্রভো! তুমিই প্রকৃতিস্থ আত্মা। যে সকল ব্যক্তি তোমার স্বরূপ অবগত নহে, তাহাদিগের পক্ষে নিজেই নিজ-মায়া বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতেছ; যেমন;—জগতের সৃষ্টিতে আমি, পালনে আপনি এবং সংহারে ত্রিলোচন। প্রভো! বিধাতঃ! ঈশ্বর! তুমি অজ; তথাপি দেবতা, ঋষি, নর, তির্য্যক্‌জাতি এবং জলচর—ইহাদিগের মধ্যে যে তোমার জন্ম হয়, সে কেবল অসাধুদিগের দুর্মদ-দমন এবং সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত। ১৬—২০। হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরমাত্মন্! হে যোগেশ্বর! ত্রিলোকের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোথায়, কোন্ প্রকারে, কোন্ কালে তোমার লীলা বিদিত হইতে পারে? তুমি যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছ; অতএব এই অসৎস্বরূপ, স্বপ্নসদৃশ, সন্তত-প্রকাশ অশেষ বিশ্ব,—নিত্যসুখ এবং বোধ-স্বরূপ তোমাতে তোমারই মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়া, তোমাতেই লয় পাইলেও সৎ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এক তুমিই সত্য; কারণ, তুমি আত্মা এবং পুরুষ, সুতরাং সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের পূর্ব্বে বর্তমান বলিয়া আদ্য। আর তুমি নিত্য; এবং অনন্ত ও অদ্বয় বলিয়া পরিপূর্ণ। তোমার সুখ নিরবচ্ছিন্ন। তোমার ক্ষয় নাই,—বিনাশ নাই। তুমি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্ম্মল এবং উপাধিহীন। যাঁহারা এবংবিধ ও যাবতীয় আত্মারই আত্ম-স্বরূপ তোমাকে মুখ্য আত্ম-স্বরূপে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা দিবাকররূপী গুরু হইতে লব্ধ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সংসাররূপ মিথ্যাসাগর উত্তীর্ণ হন। যেরূপ রজ্জুতে মহাসর্পের উৎপত্তি ও অদর্শন হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহারা আত্মাকেই আত্মা বলিয়া না জানেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে সেই অজ্ঞান হইতে এই নিখিল প্রপঞ্চ প্রকাশিত হয়, আবার জ্ঞান হইলেই লয় পায়। ২১—২৫। ভব-বন্ধন ও মোক্ষ—এই দুইটী নামই অজ্ঞান-মূলক দেখিতে পাওয়া যায় যে, সত্য এবং প্রাজ্ঞভাব হইতে এই দুইটীর পার্থক্য নাই; বিচার করিয়া দেখ,—সূর্য্যে যেরূপ দিন-রাত্রি নাই, শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মেও সেইরূপ বন্ধ-মোক্ষ নাই। অজ্ঞ-জনের কি অজ্ঞতা! তুমি আত্মা; তোমাকে আত্মা ভিন্ন (দেহাদি) এবং দেহাদিকে আত্মা বোধ করিতেছে। আত্মাকে কি বাহিরে অন্বেষণ করিতে হয়? হে অনন্ত! সাধু সকল, জড়-পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, দেহের মধ্যেই আত্মার অনুসন্ধান করেন। নিকটে সর্প নাই বটে, তথাপি সর্পের অস্বীকার না করিয়া কি লোকে উহাকে রজ্জু বলিয়া জানিতে পারে? ভগবন্! জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ সত্য বটে; তথাপি দেব! যিনি তোমার চরণ-কমলের এক অংশেরও প্রসাদ-লেশ-মাত্র লাভে অনুগৃহীত হইয়াছেন, তিনিই তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন; তদ্ভিন্ন অন্য যে কেহ হউন না কেন, অর্থাৎ পরিত্যাগ না করিয়া চিরকাল বিচার করিলেও জানিতে সমর্থ হন না। অতএব নাথ! এই জন্মেই হউক, আর পশু-পক্ষী প্রভৃতির মধ্যে অন্য কোন জন্মেই হউক, তোমার জনগণের এক জন হইয়া তদীয় পদ যাহাতে সেবা করিতে পারি, আমার যেন সেইরূপ সৌভাগ্য লাভ হয়। ২৬—৩০। অহো! ব্রজের গাভী ও কামিনীকুল অতি ধন্য!—বিভো! তুমি বৎসতর ও পুত্ররূপে আনন্দে তাহাদিগের স্তন্যামৃত পান করিতেছ! যাবতীয় যজ্ঞও অদ্যাপি তোমার তৃপ্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই! অহো! নন্দগোপ, প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য!—পরমানন্দ-স্বরূপ, পূর্ণ, সনাতন ব্রহ্ম তাঁহাদিগের, আত্মীয়! হে অচ্যুত! অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা শর্ব্ব, একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা এবং আমি,—আমরা এই সকল ব্রজবাসীদিগের ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা জন্মহীন তোমার পাদপদ্মের মকরন্দরূপ আসব অনবরত পান করিতেছি, তাহাতেই আমাদিগের কি মহৎ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। এই জীবলোকে, তন্মধ্যে বনে, তাহাতে আবার গোকুলে যে জন্ম, সেই পরম ভাগ্য; কারণ, গোকুলে জন্ম হইলে কোন না কোন গোকুলবাসীর পদরজ দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যাইতে পারে। প্রভো! গোকুল-বাসীরা কিসে এত ধন্য? তাহার কারণ, বেদ সকল অদ্যাপি যে মুকুন্দের পাদধূলি অন্বেষণ করিতেছে, সেই মুকুন্দই ব্রজবাসীদিগের নিখিল জীবন। ৩১—৩৪। দেব! তোমার ভক্তের অনুকরণমাত্র করিয়া যখন পূতনা, বকাসুর ও অঘাসুর প্রভৃতি রাক্ষসগণ, আত্মীয়গণের সহিত তোমাকে লাভ করিয়াছে, তখন যে তুমি এই ব্রজবাসীদিগকে সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন ফল দান করিবে,—আমাদিগের চিত্ত সর্ব্বত্র বিচার করিয়া তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না; কারণ, তুমি ব্রজবাসীদিগের গৃহ, ধন, বন্ধু, প্রিয়জন, পুত্র, প্রাণ ও অভিলাষের এক মাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহাদিগকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল না দিলে পর্য্যাপ্ত হইবে কেন? হে শ্রীকৃষ্ণ! যতদিন লোক, 'তোমার' হইতে না পারে, ততদিনই তাহাদিগের রাগাদি—চৌর, গৃহ—কারাগৃহ এবং মোহ—পদশৃঙ্খল-স্বরূপ হইয়া থাকে। বিভো! তুমি নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াও বিপন্ন জন-সমূহের আনন্দ সন্দোহ বিস্তার করিবার নিমিত্ত অবনীতলে প্রপঞ্চের অনুকরণ করিতেছ। প্রভো! যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানুন; তোমার বৈভব কিন্তু আমার কায়মনোবাক্যের বিষয় নহে। আজ্ঞা কর,—আমি গমন করি। তুমি সর্ব্বদর্শী, অতএব সকলই অবগত আছ। তুমিই জগতের অধীশ্বর; অতএব মমতার আস্পদ এই জগৎ ও দেহ তোমাতে অর্পণ করিলাম। হে কৃষ্ণ! হে বৃষ্ণি-কুল-কমলের প্রকাশকারিন্ দিবাকর! হে পৃথিবী, দেব, দ্বিজ ও পশুরূপ সাগরের বৃদ্ধিসাধক চন্দ্র! হে পাষণ্ড-ধর্ম্মরূপ-নিশাকালীন অন্ধকারের দূরীকর্তা! হে পৃথিবী-নিবাসি-রাক্ষস-নাশক! হে সূর্য্য প্রভৃতি পূজ্য সকলের পরমপূজ্য! যতদিন কল্প থাকিবে, তোমাকে ততদিন পর্য্যন্ত নমস্কার করিলাম।" ৩৫—৪০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা—মহাপুরুষের এইরূপ স্তব করিলেন এবং তিনবার প্রদক্ষিণ ও চরণ-যুগলে প্রণাম করিয়া অভিপ্রেত স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আত্মযোনি ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া পূর্ব্বাবস্থিত বৎস সকলকে যমুনাতটে আনয়ন করিলেন; পুলিনও আবার পূর্ব্বের ন্যায় সখাগণে পরিবৃত হইল। হে রাজন্! আপনাদিগের প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে যদিও বালকদিগের ক্ষণকাল এক বৎসরের অধিক বোধ হইত, তথাপি তাহারা মায়ায় মুগ্ধ হওয়াতে, এক বৎসর অতীত হইলেও ক্ষণার্দ্ধমাত্র বোধ করিল। যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জগৎ ক্ষণে ক্ষণে আত্মাকে ভুলিয়া যায়—সংসারে সেই মায়ায় যাহাদিগের চিত্ত মুগ্ধ হয়, তাহারা কি না ভুলিতে পারে? ব্রজ-বালকেরা কৃষ্ণকে কহিল, "সখে! তুমি ত বিলক্ষণ বেগে আগমন করিয়াছ? আমরা একজনও গ্রাস ভক্ষণ করি নাই। এদিকে এস, খাও, বিলম্ব করিও না।" হৃষীকেশ হাস্য করিলেন

এবং বালকদিগের সহিত ভোজন করিয়া অজগরের চর্ম দর্শন করিতে করিতে বন হইতে ব্রজধামে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে পুণ্যশ্লোক কৃষ্ণ, ব্রজ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্প ও নব-ধাতুসমূহে তাঁহার শ্রী-অঙ্গ চিত্রিত ছিল। তিনি উচ্চরাবী বংশী ও শৃঙ্গের শব্দে উৎসব-পূর্ণ হইয়া আদরপূর্ব্বক বৎসদিগকে ডাকিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, গোপাঙ্গনাগণের নয়ন-পঙ্কজের উৎসব স্বরূপ। রাজন্! বালকেরা ব্রজমধ্যে বলিতে লাগিল,—"যশোদা ও নন্দের এই পুত্র অদ্য মহাসর্প বধ করিয়াছে। আমরা ইহা হইতে রক্ষা পাইয়াছি।" ৪১—৪৮। রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! কৃষ্ণ পরের ছেলে। নিজ নিজ পুত্রদিগের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যে স্নেহ ছিল, তাঁহার প্রতি তাহারা তদপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ করিত কেন? আপনি তাহা উল্লেখ করুন।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! আত্মাই যাবতীয় ভূতের প্রিয়; পুত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয়। অতএব রাজেন্দ্র! স্ব স্ব আত্মার প্রতি শরীরিগণের যেরূপ স্নেহ হয়,—মমতাশ্রয়ী ধন, পুত্র ও গৃহাদির প্রতি সেরূপ হয় না। হে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ! যাহারা দেহকেই আত্মা বলেন, তাঁহাদিগেরও দেহ যেরূপ প্রিয়, দেহের অনুবর্ত্তী-পুত্রাদি সেরূপ নহে। দেহ, মমতা-ভাজন বটে; কিন্তু আত্মার ন্যায় প্রিয় নহে। দেখ,—দেহ যদিও জীর্ণ হয়, তবুও জীবনের আশা প্রবল থাকে; অতএব নিজের আত্মাই সর্ব্বদেহীর প্রিয়তম,—এই চরাচর জগৎ সমস্তই আত্মার জন্যই প্রিয়। কৃষ্ণকে যাবতীয় আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। তিনি জগতের মঙ্গলার্থ মায়াযোগে এই পৃথিবীতে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। ৪৯—৫৫। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বজগতের কারণরূপে জানেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে চরাচর সমস্তই তদ্বস্বরূপ; তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই। যাবতীয় বস্তুর পরমার্থ কারণে অবস্থিত কৃষ্ণ সেই কারণেরও কারণ; অতএব তদ্ভিন্ন অন্য কি থাকিতে পারে? মহৎব্যক্তি সকল, পুণ্য-যশা মুরারির যে পাদপল্লব-তরী পূজা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সেই তরী আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায়। তাঁহারা পরমপদ বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারেন;—বিপদের আশ্রয় সংসার-রূপ কারাগারে তাঁহাদিগকে আর আসিতে হয় না। রাজন্! তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে;—"হরি পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ষষ্ঠবর্ষে কিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছিল"—আমি তোমার নিকট তাহা এই সমস্ত ব্যাখ্যা করিলাম। যে ব্যক্তি মুরারির—বন্ধুগণের সহিত এই আচরণ, অঘাসুর-হনন, শাদ্বলে ভোজন, গুপ্ত-সত্ত্বাত্মক বৎস ও বৎসপালাদি রূপ এবং ব্রহ্মকৃত স্তুতি,—শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তিনি সমুদায় পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন। হে মহীপাল! রাম-কৃষ্ণ এইরূপ সেতুবন্ধন এবং বালকদিগের সহিত উল্লম্ফন-প্রলম্ফন প্রভৃতি লীলার দ্বারা ব্রজে, লীলার আকর কৌমারকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৫৬—৬১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ধেনুক-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! রাম-কৃষ্ণ ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিয়া ব্রজমধ্যে পশুপালদিগের আদৃত হইলেন এবং সখাগণ-সমভিব্যাহারে গো-চারণপূর্ব্বক চরণস্পর্শ দ্বারা সর্ব্বাদিক শ্রীবৃন্দা-বনকে পবিত্র করিতে লাগিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইয়া বংশী বাজাইতে বাজাইতে, পশুপাল অগ্রে লইয়া, বলরামের সহিত সেই কুসুমাকর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোপ-গণ যশোগান করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভগবান্ দেখিলেন, বন,—কলকণ্ঠ বিহঙ্গ, ভৃঙ্গ এবং মৃগসমূহে সমাকীর্ণ; তথায় মহতের অন্তঃকরণ-সদৃশ স্বচ্ছ সরোবর সকল কমল-মালায় অলঙ্কৃত রহিয়াছে—সমীরণ সেই সমস্ত সরসীর সুশীতল শীকর-কণা বহন ও পদ্মগন্ধ হরণ করিয়া বনের চতুর্দ্দিকে বিহার করিতেছে। দেখিয়া গোবিন্দের বিহারে প্রবৃত্তি হইল। বনমধ্যে বনস্পতিদিগকে গুরুতর ফল-পুষ্পভারে অবনত হইয়া অরুণ-পল্লব-কান্তির সহিত শাখাগ্র দ্বারা তদীয় পাদদ্বয় স্পর্শ করিতে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং হাস্য করত অগ্রজকে কহিলেন, "আশ্চর্য্য! যে পাপে এই সকল বৃক্ষের বৃক্ষজন্ম হইয়াছে, সেই পাপ ক্ষয় করিবার নিমিত্ত ইহারা ফল-পুষ্পসমূহের উপকরণ লইয়া, শাখাগ্র দ্বারা আপনার অমরার্চ্চিত পদাম্বুজে নমস্কার করিতেছে। হে আদিপুরুষ! এই সকল ভ্রমর আপনার সর্ব্বলোক-পাবন সুযশ গান করিয়া, আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। হে অনন্ত! নিশ্চয় ইহারা আপনার সেবক ঋষিগণ। দেখুন,—আপনি বনমধ্যে গূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তথাপি ইহাঁরা আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না; আপনি ইহাঁদিগের আত্ম-দৈবত। হে পূজ্য! এই সকল বনবাসী ধন্য! এই সকল ময়ূর আপনাকে গৃহে সমাগত দেখিয়া আনন্দভরে আপনার নিকট নৃত্য করিতেছে এবং এই হরিণীগণ গোপীদিগের ন্যায় আনন্দে দৃষ্টি-বিক্ষেপ ও কোকিলকুল সূক্ত গান করিয়া আপনার সন্তোষ উৎপাদন করিতেছে; সাধুদিগের স্বভাবই এই। অদ্য পৃথিবী, তৃণ ও গুল্মপুঞ্জ আপনার পাদস্পর্শ করিয়া; বৃক্ষ লতা সকল আপনার নখ দ্বারা ছিন্ন হইয়া; নদী, গিরি, পক্ষী ও মৃগকুল আপনার সদয় দৃষ্টিলাভ করিয়া এবং যাহাতে লক্ষ্মী স্পৃহা করেন, গোপীগণ লক্ষ্মীরও স্পৃহনীয় আপনার সেই ভুজমধ্য প্রাপ্ত হইয়া, ধন্য ও কৃতার্থ হইল।" ১—৮। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীপতি শ্রীমান্ এই প্রকারে অনুচরগণের সমভিব্যাহারে আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বৃন্দাবনের মধ্যে পশু-চারণপূর্ব্বক গিরিনদীর তীরে বিহার করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সহচরগণ তদীয় লীলা গান করিতে থাকিলে, বলরামের সঙ্গে মদান্ধ অলিকুলের গানের সহিত তিনিও গান করিলেন; কখন মধুর-বাক্যে জল্পনকারী শুকের সহিত কথা কহিলেন; কখন বা কোকিলের মধুর-ধ্বনি অনুকরণ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন; কখন কলহংসের মধুর-নাদের সহিত মধুর-রব করিতে থাকিলেন; কখন বা বয়স্তদিগকে হাসাইয়া ময়ূরের সহিত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন; কখন বা গো এবং গোপগণের মনোহারী গম্ভীর বাক্যে নাম ধরিয়া দূরগত পশুদিগকে প্রীতি-সহকারে প্রত্যানয়ন করিতে থাকিলেন। কখন চকোর, বক, চক্রবাক, ভারদ্বাজ ও ময়ূরগণের অনুকরণ করিয়া শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইলেন; কখন বা দেখাইলেন,—যেন পশুদিগের মধ্যে ব্যাঘ্র ও সিংহ হইতে ভয় পাইয়াছেন। কখন ক্রীড়াশ্রান্ত বলরামকে গোপের ক্রোড়রূপ উপধানে শয়ন করাইয়া, নিজে পাদ-সংবাহনাদি দ্বারা সেবা করিয়া, তাঁহার শ্রমদূর করিতে থাকিলেন; কখন বা দুই ভ্রাতা পরস্পর হস্ত ধারণ করত হাস্য করিতে করিতে নৃত্য, গীত, লম্ফ ও ক্ষোভণাদি করিয়া, যে সকল বালক যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কখন নিযুদ্ধ-জনিত শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষের মূলদেশে, গোপের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন। মহারাজ! সেই সময় কোন কোন পুণ্যবান্ গোপ বালক শ্রীকৃষ্ণের পাদ-সংবাহন করিত; কেহ কেহ বা ব্যজন দ্বারা বীজন

করিতে থাকিত; কেহ কেহ বা স্নেহাভিষিক্ত-চেতা হইয়া মৃদুস্বরে মহাত্মার অনুরূপ মনোরম গীত সকল গান করিতে আরম্ভ করিত। ৯—১৮। কমলা যাঁহার পদ-পল্লব সেবা করেন, সেই ঈশ্বর আপনার স্বরূপ গোপন করিয়া আপন মায়া দ্বারা ক্রীড়ায় গোপ-বালকের অনুকরণপূর্ব্বক সামান্য বালকদিগের সহিত সামান্য বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; তথায় মধ্যে মধ্যে তাঁহাতে ঈশ্বর-চেষ্টিতই প্রকাশ পাইত। রাম-কৃষ্ণের সখা শ্রীদাম নামে গোপাল এবং সুবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য গোপ-বালকগণ একদা প্রণয়-সহকারে এই কথা কহিল,—"হে রাম! হে মহাবল রাম! হে দুষ্টদমন কৃষ্ণ! এস্থান হইতে অতি নিকটে এক বৃহৎ তালবন আছে; উহাতে নিত্য অনেক ফল পড়িয়া থাকে এবং পড়িয়াও আছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর ঐ সকল ফল রক্ষা করিতেছে। হে রাম! হে কৃষ্ণ! সে অতি বীর্য্যশালী অসুর; গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া তথায় নিরন্তর বাস করিতেছে। তাহার তুল্য বলশালী অন্যান্য জ্ঞাতিগণও তাহার সমভিব্যাহারে আছে। হে শত্রুঘ্ন! সে মনুষ্য আহার করে, সুতরাং সকল লোকেই তাহার ভয়ে ভীত; অতএব সে-স্থানে যে সকল সুগন্ধি ফল রহিয়াছে, সে সকল এ পর্য্যন্ত কেহই ভোজন করিতে পারে নাই। এই দেখ সর্ব্বতঃ-প্রসারী সেই সুগন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৯—২৫। এই গন্ধে আমাদিগের চিত্ত আমোদিত হওয়াতে ফলের প্রতি বড়ই লোভ হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! আমাদিগকে ঐ সকল ফল দান কর। রাম! অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, চল,—গমন করা যাউক।" রাজন্! প্রভু রাম-কৃষ্ণ মিত্রগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের অভীষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত, হাসিতে হাসিতে গোপগণের সহিত তালবনে গমন করিলেন। বলদেব তালবন মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গজগজের ন্যায় বলপূর্ব্বক বাহু-দ্বারা তাল-বৃক্ষ সকল কম্পিত করিয়া ফল পাতন করিতে লাগিলেন। ফল-সমূহের পতন-শব্দ শ্রবণ করিয়া, গর্দ্দভরূপী অসুর, পর্ব্বতের সহিত ভূতল কম্পিত করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিল;—আসিয়াই পশ্চাদ্ভাগের দুই পদ দ্বারা বলপূর্ব্বক রামের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া, গর্দ্দভের ন্যায় বিকট রব করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। রাজন্! ক্রুদ্ধ গর্দ্দভ, পুনর্ব্বার আগমন করিয়া সক্রোধে বলরামের প্রতি পশ্চাৎ ভাগের দুই পদ প্রক্ষেপ করিল। রাম এক হস্তে তাহার দুই চরণ ধারণপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়া, তাল-বৃক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেইরূপ ভ্রমণেই তাহার জীবন-ত্যাগ হইয়াছিল। অত্যুচ্চ তালবৃক্ষ, গর্দ্দভ-শরীর দ্বারা আহত হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া ভগ্ন হইল। সেই পার্শ্বস্থ বৃক্ষ অপরকে এবং সেই অপর বৃক্ষ অন্য একটাকে কম্পিত করিল। বলদেব লীলাক্রমে গর্দ্দভের যে দেহ প্রক্ষেপ করিলেন, তদ্দ্বারা হতাহত হইয়া যাবতীয় তালবৃক্ষ মহাবাত্যায় চালিত হইয়াই যেন কম্পিত হইতে লাগিল। মহারাজ! ভগবান্ জগদীশ্বর অনন্তের এই কার্য্য আশ্চর্য্য নহে, তন্তু-সমূহে বস্ত্রের ন্যায়, এই বিশ্ব তাঁহাতে ওত-প্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। ২৬—৩৫। ধেনু-কের জ্ঞাতি যে সকল অন্যান্য গর্দ্দভ ছিল, বান্ধবটিকে হত হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহারা,—কৃষ্ণ ও রামকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিল। রাজন্! তাহারা যেমন ছুটিয়া আসিতে লাগিল, রাম-কৃষ্ণ অমনি অবলীলাক্রমে এক এক জনকে ধরিয়া পশ্চাৎ-পদ-ধারণ-পূর্ব্বক সকলকে তালবৃক্ষগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বনভূমি—অসংখ্য দৈত্যশরীর এবং তালবৃক্ষের মস্তকে ব্যাপ্ত হইয়া, মেঘরাজি দ্বারা আচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। রাম-কৃষ্ণের সেই অদ্ভুতকর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, দেবতা প্রভৃতি সকলে পুষ্পবর্ষণ, দুন্দুভিধ্বনি এবং নানা প্রকারে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি সকলেই নির্ভয়ে সেই তালবন-মধ্যে তালফল গ্রহণ করিতে লাগিল এবং পশুগণ তৃণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাজন্! যাঁহার নামাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে পবিত্রতা জন্মে, সেই কমল-পত্রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে অগ্রজের সহিত ব্রজে গমন করিলেন। গোপগণ স্তব করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গাভীগণের খুরোদ্ধূত ধূলিস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের কেশপাশ ধূসরিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ এবং বন্যকুসুম বদ্ধ ছিল; তাঁহার লোচনদ্বয় অতি মনোহর; তিনি মনোহর ভাবে হাস্য এবং বংশীবাদন করিতেছিলেন। গোপ-গণ তাঁহার কীর্ত্তি, গান করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গোপীদিগের নয়ন উৎসুক ছিল। এক্ষণে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকলে মিলিয়া নিকটে আসিল। ৩৬—৪২। দিবসে কৃষ্ণের বিরহে যে তাপ জন্মিয়াছিল, ব্রজকামিনীগণ নয়নভৃঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণের মুখমধু পান করিয়া তাহা দূর করিল। কৃষ্ণও তাহাদিগের সলজ্জ হাস্য ও বিনয়-মণ্ডিত কটাক্ষ-বিক্ষেপ-রূপ পূজা গ্রহণ করিয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন। পুত্রবৎসলা যশোদা এবং রোহিণী, দুই পুত্র রাম ও কৃষ্ণকে কোলে লইয়া সময়ের সমুচিত উৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাম-কৃষ্ণ মজ্জন ও উদ্বর্ত্তনাদি দ্বারা পথশ্রান্তি দূর করিলেন; সুন্দর বসন পরিধানপূর্ব্বক দিব্য মাল্য ও গন্ধে ভূষিত হইলেন এবং জননীদ্বয় যে সুস্বাদু অন্ন আনিয়া দিলেন, তাঁহা-দিগের আদরের সহিত তাহা আহার করিয়া উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়নপূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। রাজন্! সেই ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে বৃন্দাবন-বিচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, একদিন বলরামকে না লইয়া, সখাদিগের সমভিব্যাহারে কালিন্দীর তীরে গমন করিলেন। সেই স্থানে গো এবং গোপগণ গ্রীষ্মে তাপিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কালিন্দীর বিষ-দূষিত জল পান করিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দৈববশে চিত্ত মুগ্ধ হওয়াতে, সেই বিষজল পান করিয়া সকলে বিচেতন হইয়া নদী-সৈকতে পতিত হইল। কৃষ্ণ স্বয়ং তাহা-দিগকে তাদৃশ দশা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া অমৃত-বর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিলেন। তৎক্ষণমাত্রেই তাহাদিগের স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিল। রাজন্! তাহারা জলের সন্নিকট হইতে উত্থিত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং আশ্চর্য্যের সহিত সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। মনে করিল,—তাহারা বিষপানে পরলোক-গামী হইয়াও যে, পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিল, কেবল গোবিন্দের করুণা-দৃষ্টিই তাহার প্রতি কারণ। ৪৩—৫২।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

কালিয়-দমন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! কালসর্প দ্বারা কালিন্দীর জল দুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ উহার শুদ্ধি-সাধন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি ঐ সর্পকে নিগৃহীত করিয়া তথা হইতে তাহাকে নিঃসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্, অগাধ জলের মধ্যে কি প্রকারে সর্পের নিগ্রহ করিয়াছিলেন? আর সেই সর্প জলচর

না হইয়াও কিরূপে বহুযুগ ব্যাপিয়া জলমধ্যে বাস করিয়াছিল? ব্রহ্মন্! সর্ব্বব্যাপী, স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্রবর্ত্তী সেই ভগবান্, গোপালন-বশে যে যে উদার কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সকল কার্য্য অমৃতস্বরূপ; বহুসেবনেও তাহাতে কাহারও বিতৃষ্ণা হইতে পারে না। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! কালিন্দীর মধ্যে এক হ্রদ ছিল; কালিয় তাহার অভ্যন্তরে বাস করিত। ঐ সর্পের বিষাগ্নি-সংযোগে ঐ হ্রদের জল সর্ব্বদা ফুটিতে থাকিত। এমন কি, পক্ষিকুল উহার উপর দিয়া উড়িয়া যাইলেও উহাতে পতিত হইত। ঐ হ্রদের বিষোদক-কণা বহন করিয়া বায়ু যাহাকে স্পর্শ করিত, সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইত। খলদিগকে দমন করিবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি—সেই ভীম-বেগ বিষবীর্য্য এবং তদ্দ্বারা নদীকে দূষিত দর্শন করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং দৃঢ়রূপে কাঞ্চী বন্ধন করিয়া বাহ্বাস্ফোটন-পূর্ব্বক সেই অত্যুচ্চ বৃক্ষ হইতে হ্রদজলে পতিত হইলেন। পুরুষ-শ্রেষ্ঠের পতনবেগে সর্পগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেই ব্যাকুলিত সর্পগণের বিষে কালিয়-হ্রদের জলরাশি স্ফীত হইয়া উঠিল। হে ধীমন্! ঐ স্ফীত জলরাশির বিষ-কষায়িত ভয়ঙ্কর তরঙ্গ শত ধনু ব্যাপিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতে লাগিল। রাজন্! গজরাজ-তুল্য বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই হ্রদে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার ভুজদণ্ড দ্বারা জল ঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করিল। ঐ জলের শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং নিজ ভবন আক্রান্ত হইল দেখিয়া, সর্প সহ্য করিতে পারিল না; সে তৎক্ষণাৎ নিকটে আগমনপূর্ব্বক সেই দর্শনীয়, সুকুমার, শ্রীবৎস ও পীত-বসন-ধারী, পদ্মগর্ভাভ-চরণ, নির্ভয়ে ক্রীড়াকারী, হাস্যশোভিত-বদন শ্রীনন্দ-নন্দনের মর্ম্মস্থানে ক্রোধপূর্ব্বক দংশন করিয়া ভোগ দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিল। ১—৯। শ্রীকৃষ্ণই যাহাদিগের প্রিয়,—শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল সখা গোপালগণ তাঁহাতে আত্মা, আত্মীয়, প্রয়োজন, শ্রী ও অভিলাষ—সমস্তই সমর্পণ করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে সর্পদেহ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইতে দেখিয়া সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িল এবং দুঃখ, অনুতাপ ও ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। গাভী, বৃষ, বৎস ও বৎসতরী সকল নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া শোকসূচক শব্দ করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীত হইয়া এই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যে, দেখিয়া বোধ হইল,—যেন তাহারা ক্রন্দন করিতেছে। এদিকে ব্রজপুরে পৃথিবী, আকাশ ও আত্মাতে আসন্নভয়-সূচক অতি দারুণ ত্রিবিধ মহোৎপাত ঘটিতে লাগিল। সেই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ, রামকে না লইয়া গোচারণ করিতে গমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, নন্দপ্রভৃতি গোপগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের স্বরূপ জানিতেন না। কৃষ্ণ, তাঁহাদিগের প্রাণ ও মন ছিলেন; অতএব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সেই সমস্ত অরিষ্ট-লক্ষণ দর্শন করিয়া মনে করিল,—"বুঝি কৃষ্ণ নিহত হইয়াছেন।" ১০—১৪। অতএব দুঃখ, শোক ও ভয়ে কাতর হইয়া তাহারা কৃষ্ণদর্শন-বাসনায় দীনভাবে গোকুল হইতে নির্গত হইল। মধুকুল-জাত ভগবান্ বলদেব, তাহাদিগকে তাদৃশ কাতর হইতে দেখিয়া হাস্য করিলেন, কিছুই বলিলেন না; কারণ, তিনি অনুজের প্রভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। রাজন্! গোপ-গোপীগণ, প্রিয় কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে, তদীয় ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত পদচিহ্ন দ্বারা সূচিত পথ ধরিয়া যমুনাতীরে গমন করিল। মহারাজ! যেরূপ যোগিগণ বেদমার্গে বিশেষ বিশেষ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পরম-তত্ত্বের অন্বেষণ করেন, সেইরূপ গোপ-গোপীগণ,—গোসমূহ যে পথে গমন করিয়াছে, সেই পথে ভক্তাস্তের পদপঙ্ক্তির মধ্যে বিশেষ বিশেষ পদচিহ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক পদ্ম, যব, অঙ্কুশ, বজ্র ও ধ্বজ দ্বারা চিহ্নিত ভগবৎ-পদচিহ্ন সকল নিরীক্ষণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। দূর হইতে হ্রদের মধ্যে কৃষ্ণকে ভুজঙ্গ-শরীর দ্বারা বেষ্টিত, জলাশয়ের তীরে গোপালদিগকে অচেতন এবং চতুর্দ্দিকে পশুগণকে ক্রন্দন করিতে দর্শন করিয়া নিদারুণ দুঃখে সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গোপীদিগের মন ভগবান্ অনন্তে অনুরক্ত ছিল; সেই প্রিয়তম কৃষ্ণ সর্পগ্রস্ত হইলে, তাঁহার সৌহৃদ্য, হাস্য, দৃষ্টি ও বাক্য স্মরণপূর্ব্বক নিরতিশয় দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া, প্রিয়-বিরহিত ত্রিলোককে শূন্য বোধ করিতে লাগিল। কৃষ্ণজননী, পুত্রের নিমিত্ত যারপর নাই কাতর হইলেন। তাঁহারা নিকটে গমন করিয়া শোক করিতে করিতে ব্রজ-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণেরই কথা কহিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণের নয়ন অর্পণ করিয়া মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিলেন। কৃষ্ণ, নন্দাদি গোপ সকলের প্রাণ। তাঁহারা শোকে বিহ্বল হইয়া সরোবরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণের প্রভাববেত্তা ভগবান্ বলরাম তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। কৃষ্ণ মানব-স্বভাব অনুকরণ করিতেছিলেন। তিনি আপনাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া এবং স্ত্রী ও বালক প্রভৃতি সমুদায় গোকুলবাসী তাঁহারই নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই অবস্থায় থাকিয়াই সর্পবন্ধন হইতে উত্থিত হইলেন। হরির বৃদ্ধি-প্রাপ্ত শরীর দ্বারা ভুজঙ্গের শরীর ব্যথিত হইল। সে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া সক্রোধে ফণা সকল উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার দিকে কেবল চাহিয়া রহিল এবং ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার নসারন্ধ্র দিয়া বিষ বহির্গত হইতেছিল, চক্ষু সকল মণ্ডক-পাকপাত্রের ন্যায় সন্তপ্ত এবং মুখসমূহে শিখাসমূহ সংলগ্ন হইয়াছিল। ১৫—২৪। সর্প দ্বিশিখ জিহ্বা দ্বারা দুই সৃক্বণী লেহন এবং দারুণ বিষাগ্নি-সংযুক্ত দৃষ্টি ক্ষেপণ করিতেছিল; কৃষ্ণ গরুড়ের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; ভুজঙ্গও পলায়নের সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ পরিভ্রমণের দ্বারা তাহার বল হ্রাস হইয়া পড়িল এবং স্কন্ধসমূহ উন্নত হইয়া উঠিল। তখন অখিল-কলার আদ্যগুরু আদিপুরুষ তাহাকে আনত করিয়া, তাহার মস্তক-নিকরে আরোহণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহার শিরোমণি-সমূহের সম্পর্কে তাঁহার পাদাম্বুজ অত্যন্ত অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকে নৃত্য করিতে উদ্যত দেখিবামাত্র গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ ও দেববধূগণ প্রীতিপূর্ব্বক মৃদঙ্গ, পণব, আনকের বাদ্য ও গীত করিতে লাগিলেন এবং পুষ্পোপহার বর্ষণ করিতে করিতে প্রণতি-সহকারে তাঁহার নিকট সহসা উপস্থিত হইলেন। রাজন্! সেই দুষ্ট সর্প ক্ষীণ-জীবন হইলেও প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন করিতেছিল। তাহার একশত প্রধান মস্তকের মধ্যে যে যে মস্তক নত না হইল, দুষ্টের দমনকারী কৃষ্ণ, নৃত্যচ্ছলে পাদবিক্ষেপ দ্বারা সেই সেই মস্তক মর্দ্দন করিলেন। তাহাতে মুখ ও নাসিকা-বিবর দ্বারা রুধির বমন করিয়া ভুজঙ্গবর একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল। সে পুনরায় ক্রোধে দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া নয়ন-সমূহ দ্বারা বিষোদ্গার করিতে থাকিলে, তাহার মস্তক রাজির মধ্যে যে যে মস্তক উন্নত হইতে লাগিল, কৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে পদ দ্বারা সেই সেই মস্তক মর্দ্দিত করিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাহার মঙ্গলসাধন করিলেন। তাহা দেখিয়া দেব ও গন্ধর্ব্বগণ পরম আনন্দিত হইয়া অনন্তশরীর-শায়ী নারায়ণের ন্যায় যশোদা-নন্দনকে বিবিধ পুষ্পোপহার দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। রাজন্! কৃষ্ণের বিবিধপ্রকার তাণ্ডবে সর্পের সহস্রফণা মর্দ্দিত এবং গাত্র ভগ্ন হইয়া গেল। সে মুখ-সমূহ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে মনে মনে চরাচর-গু

পুরাণ-পুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইল। নিখিল-জগৎ যাঁহার উদরে স্থিত,—সর্প সেই যশোদা-তনয়ের অতি-ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং তদীয় পার্ষ্ণিপ্রহারে তাহার ফণাছত্র সকল অত্যন্ত ভগ্ন হইয়াছে দেখিয়া, তাহার পত্নীগণ মুক্তকেশা, আলুলায়িত-বসনা এবং দুঃখযুক্তা হইয়া নারায়ণের নিকট আগমন করিল। অতি বিহ্বল-চিত্তা সেই সকল সাধ্বী, শিশুদিগকে অগ্রে লইয়া আগমনপূর্ব্বক তদীয় চরণতলে পতিত হইয়া ভূতপতিকে প্রণাম করিল এবং পাপাত্মা পতির মোক্ষ-কামনায় আশ্রয়-দাতার আশ্রয় লইল। ২৫—৩২। নাগপত্নীগণ কহিল, "ভগবন্! আপনি এই কৃত-পাপের যে দণ্ড দিলেন, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। খলকে দণ্ড দিবার জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। সন্তান ও শত্রুর প্রতি আপনার সমান দৃষ্টি। আপনি ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দণ্ড করেন। ইহাতে আমাদিগের প্রতি নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করা হইল; কারণ, আপনি অসৎ ব্যক্তিদিগের প্রতি যে দণ্ডবিধান করেন, তাহাতে তাহাদিগের পাপ নষ্ট হয়। এই দেহীরও সর্পশরীর দুষ্ট হইতেছে; অতএব আপনার ক্রোধ আমাদিগের পক্ষে মঙ্গল-সাধন। কিন্তু এক কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলুন,—হে হরি! ইনি কি পূর্ব্বজন্মে স্বয়ং অভিমানশূন্য হইয়া অপরের সম্মান-বিধান করিয়া সুন্দররূপে তপস্যা করিয়াছিলেন, না,—সর্ব্বলোকে দয়া করিয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, আপনি সর্ব্বজীবের জীবনদাতা হইয়া ইঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন? আপনার যে চরণরেণু লাভ করিবার অভিলাষে লক্ষ্মী শ্রী হইয়াও, সর্ব্বকাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতধারণ করিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন,—কোন্ মহাপুণ্যবলে আজি এই ভুজঙ্গ আপনার সেই কমলা-বাঞ্ছিত পাদরজঃ মস্তকে ধারণ করিতে পারিল?—দেব! আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি না। যে সকল জীব আপনার পাদরেণু প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্বর্গ, চক্রবর্ত্তিত্ব, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মুক্তিও কামনা করেন না। সংসারচক্রে ভ্রম্যমাণ জীব "আমার সেবা হউক" বলিয়া যে পাদরজঃ ইচ্ছা করিলে, লক্ষ্মী লাভ করিতে পারে এবং প্রেমাদি অন্য উপায় দ্বারা যে পদরেণু প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর; অহো! নাথ! এই অহীন্দ্র, তমোগুণান্বিত এবং ক্রোধবশ হইয়াও সেই পাদরজঃ প্রাপ্ত হইলেন! ইঁহাকে ধন্য বলিতে হইবে। আপনি ভগবান্; অন্তর্যামি-রূপে যাবতীয় দেহে বিরাজমান আছেন, অথচ ঐ সকল দেহ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন; যেহেতু আপনি আদি কারণ; সুতরাং পূর্ব্বে বর্ত্তমান, অতএব আকাশাদি ভূতগণের আশ্রয়-স্বরূপ। আপনি কারণের অতীত;—আপনাকে নমস্কার। আপনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আকর; কারণ, আপনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, অবিকারী, অগুণ ও অনন্তশক্তি ব্রহ্ম। আপনাকে নমস্কার। আপনি কালস্বরূপ; কালশক্তির আশ্রয় এবং কালের অবয়ব সকলের সাক্ষী; অতএব বিশ্বরূপ;—বিশ্বের দ্রষ্টা, কর্ত্তা ও হেতু। ৩৩—৪১। ভূত, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত,—আপনার স্বরূপ। ত্রিগুণ অভিমান দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া, আপনি আপনার অংশভূত আত্মা সকলকে জানিতে দিতেছেন না। আপনি অনন্ত; সুতরাং সূক্ষ্ম। আপনি কূটস্থ, সর্ব্বজ্ঞ। আপনি নানা বাদানুবাদের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। শব্দ ও অর্থ, আপনার শক্তি;—আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রমাণ সকলের মূল; চক্ষুরাদিরও চক্ষুরাদি-স্বরূপ; অতএব আপনি কবি অর্থাৎ নিরপেক্ষ জ্ঞানশালী এবং শাস্ত্র-সমূহের যোনি। আপনি প্রবৃত্ত, নিবৃত্ত ও চরম বস্তু;—আপনাকে নমস্কার। হরি! আপনি গুরু-সত্ত্বে প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ;—আপনাকে নমস্কার। আপনি অন্তঃকরণ সকলের প্রকাশক। আপনি অন্তঃকরণ-সমূহ দ্বারা আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অন্তঃকরণ সকলের বৃত্তি দ্বারা আপনার অনুমান হইয়া হইয়া থাকে। আপনি যাবতীয় অন্তঃকরণের দ্রষ্টা, অতএব অগোচর;—আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! আপনার মহিমা অতর্ক্য এবং আপনি সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তির প্রকাশের হেতু বলিয়া অনুমানের যোগ্য। আর আপনি ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রবর্ত্তক, কিন্তু আত্মারাম এবং আত্মারামতাই আপনার স্বভাব;—আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনি স্থূল ও সূক্ষ্মের গতি। আপনি সমুদায়ের অধিষ্ঠাতা। এই বিশ্ব আপনাতে অধিষ্ঠিত নহে, অথচ আপনি বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বের দ্রষ্টা ও বিশ্বের হেতু;—আপনাকে নমস্কার। বিভো! আপনার চেষ্টা নাই, কিন্তু কালশক্তি ধারণ করিয়া আপনিই গুণগণ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। সংস্কাররূপে বর্ত্তমান বিশেষ বিশেষ স্বভাব সকল, বুদ্ধিশক্তি দ্বারা উদ্বোধন করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন; আপনার অব্যর্থ লীলা! ত্রিলোকীর মধ্যে শান্ত, অশান্ত বা মূঢ়যোনি-জাত জীবসমূহ সেই কালরূপী আপনারই ক্রীড়োপকরণ। তথাপি আমাদের বোধ হয়, অধুনা শান্ত জনেরাই আপনার প্রিয়; আপনি সাধুজনের ধর্ম্ম-প্রতিপালন নিমিত্তই চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং শান্তদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই আপনি অবস্থিত। আপনি জগতের স্বামী; নিজ ভৃত্যের প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। হে শান্তাত্মন্! এ ব্যক্তি অতি মূঢ়,—আপনাকে জ্ঞাত নহে; ইহাকে ক্ষমা করা আপনার উচিত। ভগবন্! প্রসন্ন হউন। সর্পের প্রাণ যায়। আমরা ইঁহার পত্নী; ইনি মরিলে আমাদের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইবে। আমাদিগের স্বামীকে প্রাণ দান করুন। আমরা আপনার কিঙ্করী; কি করিতে হইবে,—আজ্ঞা করুন। আপনি যাহা আজ্ঞা করেন, যে ব্যক্তি তদনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করেন, তিনি সর্ব্বস্থানেই ভয় হইতে মুক্ত থাকেন।" ৪২—৫১। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! নাগ-রমণীগণ এই ভাবে সম্যক প্রকারে স্তব করিলে পর, ভগবান্,—পাদ-প্রহারে মূর্চ্ছিত, ভগ্নশিরা সর্পকে পরিত্যাগ করিলেন। কালিয় অল্পে অল্পে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণলাভ করিয়া অতিকষ্টে নিশ্বাস ছাড়িয়া কাতর-বচনে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া হরিকে কহিল, "নাথ! আমরা জন্ম হইতেই খল, তমোগুণাবলম্বী এবং দীর্ঘ কোপশীল। যে স্বভাব হইতে শরীর উৎপন্ন হয়, সে স্বভাব ত্যাগ করাও দুঃসাধ্য। হে বিধাতঃ! আপনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। নানাগুণে সৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাতে স্বভাব, বীর্য্য, বল, যোনি, বীজ, চিত্ত ও আকৃতি নানাপ্রকার হইয়াছে। ভগবন্! আমরা এই বিশ্বের মধ্যে সর্পজাতি; কি প্রকারে আপনার দুস্ত্যজ মায়া পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইব? সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর আপনিই মায়া পরিত্যাগ করাইতে পারেন। দয়া বা দণ্ড,—এই দুয়ের মধ্যে যাহা ভাল বিবেচনা হয়, আমাদিগের প্রতি তাহাই করুন।" ৫২—৫৯। শুকদেব কহিলেন,—মহীপতে! ভগবান্ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সর্প! তুমি এখানে থাকিতে পাইবে না; জ্ঞাতি, পুত্র ও স্ত্রীসমূহ লইয়া সাগরে যাও,—বিলম্ব করিও না। গো, ব্রাহ্মণ এই নদীর জল পান করিয়া থাকেন; তুমি এখানে থাকিলে তাঁহারা আর আসিতে পারিবেন না। আর আমি যে তোমার এই দণ্ডবিধান করিলাম, যে ব্যক্তি উভয় সন্ধ্যাতে ইহা স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন, তোমরা তাঁহাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না। মদীয় ক্রীড়া-স্থান-ভূত এই হ্রদে স্নান করিয়া,

যিনি জল দ্বারা দেবাদির তর্পণ এবং উপবাস করিয়া স্মরণপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। তুমি এই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া রমণক দ্বীপে গমন কর। মদীয় বাহন গরুড় তোমার কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না। আর তোমার মস্তকে যখন আমার পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিল, তখন গরুড় হইতে তোমার ভয় নাই।" ঋষি কহিলেন,—রাজন্! অদ্ভুত-কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ পরিত্যাগ করিলে পর, নাগ ও তাহার পত্নীগণ আনন্দিত হইয়া দিব্যবস্ত্র, মণি, মহামূল্য অলঙ্কার, দিব্য গন্ধ, দিব্য অনুলেপন এবং মহতী উৎপলমালা দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। কালিয়, গরুড়ধ্বজ জগন্নাথের পূজাপূর্ব্বক প্রসাদন করিল এবং অবশেষে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে আনন্দে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া স্ত্রী, পুত্র এবং বন্ধুবর্গ লইয়া সমুদ্র-মধ্যস্থ রমণক দ্বীপে গমন করিল। ক্রীড়ার্থ মানুষরূপী ভগবানের অনুগ্রহে সেই অবধি কালিন্দীর জল বিষশূন্য হইয়া অমৃততুল্য সুস্বাদু হইয়াছে। ৬০—৬৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

দাবাগ্নি-মোক্ষণ।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! কালিয় কি জন্য নাগগণের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল? সে গরুড়ের কি অপ্রিয় করিয়াছিল? শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বে এই নির্দ্ধারিত হয় যে, সর্পের আগম্ভ ভক্ষ্য-অন্ন দ্বারা গরুড়ের উদ্দেশে মাসে মাসে বনস্পতির মূলে বলিদান করিবে। নাগগণ আপন আপন রক্ষার নিমিত্ত পর্ব্বে পর্ব্বে মহাত্মা গরুড়কে সেই সমস্ত বলিভাগ প্রদান করিত। কিন্তু কদ্রুতনয় কালিয়,—বিষ ও বিক্রমে উন্মত্ত হইয়া গরুড়কে অগ্রাহ্য করত বলিপ্রদান করিত না, প্রত্যুত অন্যে যে বলি দিত, তাহাও ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। রাজন্! এই ব্যাপার শ্রবণে ভগবৎপ্রিয় গরুড়ের ক্রোধ হইল। তিনি তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত মহাবেগে তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। বিষায়ুধ, করালজিহ্ব, উচ্ছ্রিত-ভীমলোচন, দন্তায়ুধ কালিয়, তাঁহাকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া, অনেক ফণা উত্তোলনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল এবং জিহ্বা ও দন্ত দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। মধুসূদনের আসনবাহী, প্রচণ্ড বেগে, ভীম-বিক্রম গরুড় স্বর্ণ-প্রভ বাম পক্ষ দ্বারা কদ্রুতনয়কে আহত করিলেন। কালিয়, গরুড়ের পক্ষাঘাতে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং তাহার অগম্য হ্রদাক্রম্য কালিন্দীর হ্রদে প্রবেশ করিল। ১—৮। রাজন্! কালিন্দী-হ্রদ কি কারণে গরুড়ের অগম্য হইয়াছিল, তাহাও বলিতেছি—শ্রবণ কর। একদা গরুড়, ঐ হ্রদে একটী মৎস্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। সৌভরি তাঁহাকে নিবারণ করিলেন; কিন্তু ক্ষুধিত গরুড় তাঁহার নিষেধ গ্রাহ্য না করিয়া উহাকে নাশ করিলেন। মীনস্বামী নষ্ট হওয়াতে দীন মীনগণকে সাতিশয় দুঃখিত হইতে দেখিয়া সৌভরি সেই স্থানের মঙ্গল-বিধান করিবার নিমিত্ত কৃপাবশতঃ কহিলেন, "অতঃপর গরুড় এই স্থানে প্রবেশ করিয়া যদি কোন প্রাণীকে* আহার করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মরিবেন; —আমি সত্য কহিলাম।" কালিয় ভিন্ন অন্য কোন সর্পই এই বৃত্তান্ত জানিত না। সেইজন্য সে গরুড় হইতে ভীত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্বাসিত হয়। রাজন্! এদিকে শ্রীকৃষ্ণ,—দিব্য মাল্য, গন্ধ এবং দিব্য ব[স্ত্র] দ্বারা মণ্ডিত, মহামণিগণে অলঙ্কৃত এবং সুবর্ণে বিভূষি[ত] হইয়া, হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লব্ধপ্রাণ ইন্দ্রিয়-বর্গের ন্যায়, যাবতীয় গোপ উত্থান করিল এ[বং] আনন্দপূর্ণ-মনে প্রীতি-সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। হে কৌরব! যশোদা, রোহিণী, নন্দ, অন্যান্য গোপ ও গোপীগণ,—[কৃষ্ণ] কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টা-লাভ করিল; এমন কি, [শু]ষ্ক পাদপ-দলও তাঁহার দর্শনে সদ্য প্ররোহিত হইয়া উঠিল। বলদে[ব] কৃষ্ণের প্রভাব অবগত ছিলেন; তিনি অচ্যুতকে আলিঙ্গন করি[য়া] হাস্য করিলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহ[ার] বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। গাভী, বৃষ এবং বৎস সকল সাতিশয় আনন্দ লাভ করিল। গুরুদেব ব্রাহ্মণগণ সস্ত্রীক নন্দে[র] নিকটে আসিয়া কহিলেন, "রাজন্! তোমার পরম ভাগ্য; সেই জন্য তোমার পুত্র কালিয় কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াও মুক্ত হইয়া আসিল। কৃষ্ণ-মুক্তির জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান কর।" হে রাজন্! নন্দও প্রীতচিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে বহু গো এবং সুবর্ণ দান করিলেন। ১—১৮। মহাভাগা যশোদা সতী, নষ্টপুত্র লাভে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কোলে লইয়া বারংবার আনন্দাশ্রু মোচন করি[তে] লাগিলেন। গোগণ এবং ব্রজবাসী সকলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ক্ল[ান্তি] শ্রমে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছিল; সেইজন্য কালিন্দীর তটে সে[ই] স্থানেই সেই নিশা বাস করিল। ইতিমধ্যে রজনী দ্বিপ্রহরে[র] সময় এরণ্ড-বন হইতে দাবাগ্নি উত্থিত হইয়া নিদ্রিত ব্রজবাসী[-]দিগের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া দাহ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর দহ্যমান ব্রজবাসিগণ শশব্যস্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মায়া[-]মনুষ্য শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়া কহিল, "হে মহাভাগ কৃষ্ণ! অমিত-বিক্রম রাম! আমরা তোমাদিগের। এই ঘোরতর অ[গ্নি] আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। প্রভো! আমরা তোমার মি[ত্র], আত্মীয়, স্বজন; এই সুদুস্তর কালাগ্নি হইতে আমাদিগকে উ[দ্ধার] কর। আমরা মৃত্যু হইতে ভীত নহি; পাছে তোমার চ[রণ] হইতে আমাদিগকে বিযুক্ত হইতে হয়,—এই ভয়েই আমরা ব্যা[কুল] হইয়াছি। আমরা তোমার ঐ অভয় চরণ পরিত্যাগ করি[তে] পারিতেছি না।" অনন্তশক্তিধারী, জগদীশ্বর, স্বজনদিগের এ[ই] প্রকার কাতরতা দর্শন করিয়া সেই ভীষণ দাবানল পান করি[য়া] ফেলিলেন। ১৯—২৫।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রলম্ব-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়-স্বজন[গণ] সমভিব্যাহারে গোকুল-মণ্ডিত ব্রজধামে প্রবেশ করিলেন। আ[নন্]দিতচিত্ত জ্ঞাতিগণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার স[ঙ্গে] সঙ্গে চলিল। গোপালন যে মায়ার ছলমাত্র,—রাম-কৃষ্ণ সে মায়াযোগে শ্রীবৃন্দাবন-মধ্যে এইরূপে বিহার করিতে লাগিলে[ন]। ইতিমধ্যে শরীরীদিগের অনভিপ্রিয় নিদাঘ ঋতু সমাগত হই[ল]; কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ যে বৃন্দাবন-মধ্যে রামের সহিত বসতি করি[তে]ছিলেন, সেই বৃন্দাবনের গুণে নিদাঘও বসন্তের তুল্য শোভা ধা[রণ] করিল। সেই গ্রীষ্মকালেও নির্ঝরনিনাদে ঝিল্লীদিগের শব্দ ... রব আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বৃন্দাবন ঐ সকল নির্ঝরের ... কণার সুস্নিগ্ধ তরুসমূহে নিরন্তর মণ্ডিত হইয়া রহিল। যে ...

দিগের সন্তাপ জন্মিল না; কারণ, সুমন্দ সমীরণ,—নদী, সরোবর ও প্রস্রবণের শীতল শীকররাশি এবং কহ্লার, পদ্ম ও উৎপলের পরাগ বহন করিয়া মন্দমন্দ ভাবে বহিতে লাগিল। অগাধ-জলবিশিষ্ট নদী সকলের তরঙ্গ, তাহাদিগের তটস্পর্শ করিয়া পুলিনের পঙ্ক নিরন্তর দ্রব করিতে লাগিল। সূর্য্যের কিরণ, বিষের ন্যায় তীব্র হইলেও, তাদৃশ-সৈকত-শালিনী শ্রীবৃন্দাবন-ভূমির রস ও শষ্প তৃণ শুষ্ক করিতে পারিল না। রমণীয় বন, কুসুমে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল; তাহাতে বিবিধ মৃগ ও বিহঙ্গগণ শব্দ করিতে লাগিল, ময়ূর ও ভ্রমর মধুর-গীত ধরিল এবং কোকিল ও সারস অব্যক্ত রব করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সহিত গোপ ও গোধন-পরিবৃত হইয়া বেণু বাজাইতে বাজাইতে ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে সেই বনে প্রবিষ্ট হইলেন। ১—৮। প্রবাল, ময়ূরপিচ্ছ, পুষ্প-স্তবকের মালা ও ধাতু দ্বারা ভূষণ রচনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি গোপ-বালকগণ নৃত্য, বাহু-যুদ্ধ ও ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে থাকিলে, কোন কোন গোপাল গান করিতে লাগিল; কোন কোন গোপাল করতালি ও শৃঙ্গ বাজাইতে আরম্ভ করিল; কেহ বা প্রশংসা করিতে লাগিল। নট যেরূপ নটের উপাসনা করে, সেইরূপ দেবরূপী গোপজাতি, গোপালরূপী রাম-কৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎকালে কাকপক্ষ-ধারী রাম-কৃষ্ণ কখন ভ্রমণ, উল্লম্ফন, উৎক্ষেপণ, আস্ফোটন, আকর্ষণ ও বাহুযুদ্ধ দ্বারা ক্রীড়া করিলেন। কখন অন্যান্য গোপগণ নৃত্য করিতে থাকিলে, রাম-কৃষ্ণ গায়ক ও বাদক হইয়া সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক প্রশংসা করিতে থাকিলেন; কোথাও বিল্ব, কোথাও কুম্ভবৃক্ষের ফল, কোথাও বা আমলক-মুষ্টি দ্বারা ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন; কখন অস্পৃশ্য হইয়া অন্যকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত দৌড়াইয়া যাইলেন; কখন বা চক্ষু বুজিয়া অন্ধ হইলেন। কখন বা মৃগ ও পক্ষীর ন্যায় বিচরণ এবং শব্দাদি করত ক্রীড়ায় মত্ত হইলেন; কখন ভেকের ন্যায় লাফাইতে প্রবৃত্ত হইলেন; কখন হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে দোলায় দুলিতে থাকিলেন। কখন বা রাজা হইয়া বিবিধ কৌতুকে কাল কাটাইলেন। রাম-কৃষ্ণ এইরূপে লোক-প্রসিদ্ধ বিবিধ ক্রীড়া দ্বারা বৃন্দাবনের নদী, পর্ব্বত, গহ্বর, কুঞ্জ, কানন ও সরোবর সকলে সদা ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৯—১৬। উভয় ভ্রাতায় একদা গোপগণের সহিত সেই বৃন্দাবন-মধ্যে পশুচারণ করিতেছেন, এমন সময় প্রলম্ব নামে অসুর, রাম-কৃষ্ণকে হরণ করিবার নিমিত্ত গোপরূপী হইয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে জানিতে পারিলেন এবং সংহার করিতে মানস করিয়া, সখাভাব গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। বিহারাভিজ্ঞ ভগবান্ সেই সেই স্থানে গোপালদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে গোপগণ! আইস,—আমরা বয়স ও বলাদি অনুসারে দুই দল হইয়া বিহার করি।" তদনুসারে গোপগণ সেই ক্রীড়ায় রাম-কৃষ্ণকে নায়ক করিল এবং কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণের, আর কতকগুলি বলরামের পক্ষ আশ্রয় করিয়া নানাবিধ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। ঐ সকল ক্রীড়ায় যাহারা পরাজিত হইবে, তাহারা জেতৃদিগকে বহন করিবে এবং জেতারা পরাজিতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বেড়াইবে। গোপগণ এইরূপে পরস্পর বাহক ও বাহ্য হইয়া গোধন চারণ করিতে করিতে কৃষ্ণকে অগ্রে লইয়া ভাণ্ডীরক নামক বনের নিকট উপস্থিত হইল। যখন রামের পক্ষ শ্রীদাম প্রভৃতি ক্রীড়ায় জয়ী হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি তাহাদিগকে বহন করিতে লাগিলেন। পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদামকে বহন করিয়া ছিলেন এবং ভদ্রসেন—বৃষভকে ও প্রলম্ব—বলরামকে বহন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের তেজ অসহ মনে করিয়া, তাঁহার দৃষ্টি-পরিহার-বাসনায় দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব, রামকে নির্দ্দিষ্ট স্থানের বহুদূরে লইয়া গমন করিল। দৈত্যের দেহ নিবিড়-নীরদতুল্য কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। পর্ব্বতরাজের ন্যায় গুরুভার রামকে বহন করাতে সেই অসুর তড়িন্মালায় দীপ্তিশালী, চন্দ্রবাহী মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১৭—২৬। তাহার শরীর আকাশমার্গে অতি বেগে ছুটিতেছিল; দুইটী নয়ন হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল এবং ভয়ানক দৃষ্টি ভ্রূকুটিতটে সংলগ্ন হইয়াছিল। তাহার কেশকলাপ জ্বলন্ত অনলশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল এবং কিরীট ও কুণ্ডলের জ্যোতিতে তাহা অদ্ভুত দ্যুতিময় হইয়া উঠিল। বলরাম সেই ভীমদেহ দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। পরক্ষণেই তাঁহার স্মৃতি উদয় হইল। তিনি ভয় ত্যাগ করিলেন এবং যেরূপ ইন্দ্র বজ্রের বেগে গিরিকে তাড়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ—যে শত্রু স্বকীয় দলবল হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, বলভদ্র রোষপূর্ব্বক দৃঢ়-মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। হে রাজন্! আহত হইবামাত্র সে বিদীর্ণশিরা হইল; তাহার মুখ হইতে রক্তবমন হইতে লাগিল; তাহার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইল। সে প্রাণশূন্য হইয়া, ইন্দ্রের অস্ত্র দ্বারা আহত পর্ব্বতের ন্যায় এক ভৈরব-রব করিয়া নিপতিত হইল। বলশালী বলদেব, প্রলম্বকে সংহার করিলেন দেখিয়া, গোপগণ বিস্মিত হইল ও বার বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। কেহ কেহ আশীর্ব্বচন উচ্চারণপূর্ব্বক প্রশংসার যোগ্যপাত্র মহাবল বলরামের প্রশংসা করিতে থাকিল এবং প্রেমে বিহ্বলচিত্ত হইয়া, মরণান্তর প্রত্যাগতের ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আরম্ভ করিল। পাপ প্রলম্ব বিনষ্ট হইলে দেবগণ পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া বলদেবের উপর মালা বর্ষণপূর্ব্বক "সাধু সাধু" বলিয়া বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ২৭—৩২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

পশু ও গোপবালকদিগকে দাবাগ্নি হইতে মোচন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! একদা গোপগণ ক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছে,—এমন সময়ে তাহাদিগের গোগণ স্বেচ্ছাক্রমে চরিতে চরিতে তৃণলোভে বহু-দূরবর্ত্তী গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অজা, গাভী এবং মহিষীগণ এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল,—হঠাৎ দাবাগ্নিতে সন্তপ্ত এবং তৃষিত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে অবশেষে ঈষিকা-অটবীমধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে কৃষ্ণ-রামাদি গোপালগণ, পশুগণকে না দেখিয়া, অনুতপ্ত-হৃদয়ে উহাদিগের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। পশুগণই গোপগণের জীবন-উপায়। সেই জীবন-উপায় নষ্ট হওয়াতে অচেতনপ্রায় হইয়া সকলে গোগণের খুর ও দন্ত দ্বারা ছিন্ন তৃণ এবং পদ দ্বারা অঙ্কিত ভূমি দর্শন করিয়া তাহাদিগের পথ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে মুঞ্জবনের মধ্যে পথভ্রষ্ট, রোরুদ্যমান স্বীয় গোধন-সমূহ নয়ন-গোচর হইল;—যদিও গোপালগণ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তথাচ তাহারা তথা হইতে নিবৃত্ত হইল না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে আহ্বান করিলে, গাভী সকল আপন আপন নামের শব্দ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রতিনাদ করিল। অনন্তর বনবাসীদিগের ক্ষয়কারী ভীষণ অগ্নি, বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া, প্রচণ্ড লেলিহান শিখাসমূহ দ্বারা যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গম গ্রাস করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে চারিদিক্ হইতে প্রাদুর্ভূত হইল।

গো এবং গোপগণ সেই দাবাগ্নিকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যেরূপ মনুষ্যগণ মৃত্যুভয়ে পীড়িত হইয়া হরিকে কহিয়া থাকে, গোপগণ সেইরূপ কাতর হইয়া রাম ও কৃষ্ণকে কহিল, "হে কৃষ্ণ! হে রাম! আমরা দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কাতর হইয়াছি; আমাদিগকে রক্ষা করা উচিত। হে কৃষ্ণ! হে মহাবীর্য্য! যাঁহারা তোমার বন্ধু, তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে দেওয়া তোমার উচিত হয় না। হে সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ! তুমিই আমাদিগের নাথ ও চরম আশ্রয়।" ১—১০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ হরি বন্ধুগণের কাতর-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভয় করিও না; নয়ন নিমীলন কর।" তদনুসারে গোপগণ লোচন মুদ্রিত করিলে, যোগাধীশ্বর ভগবান্ মুখ দ্বারা সেই ভয়ানক অগ্নি পানপূর্ব্বক নির্ব্বাণ করিয়া, তাহাদিগকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিলেন। অনন্তর গোপগণ চক্ষু চাহিয়া দেখিল,—তাহারা পুনর্ব্বার ভাণ্ডীর-বনে আনীত হইয়াছে এবং গোগণ ও তাহারা নিজে ভীষণ দাবাগ্নির গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সেই অনির্ব্বচনীয় যোগবীর্য্য ও যোগমায়ার অদ্ভুত প্রভাব এবং আপনাদিগের দাবাগ্নি হইতে মোচনরূপ মঙ্গলের বিষয় ভাবিয়া, তাহারা কৃষ্ণকে দেবতা জ্ঞান করিল। সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে, জনার্দ্দন, গো-পাল ফিরাইয়া বংশীধ্বনি করিতে করিতে রামের সহিত গোষ্ঠে যাত্রা করিলেন; গোপগণ তাঁহার স্তব করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গোবিন্দকে দর্শন করিয়া গোপীদিগের পরম আনন্দ উদ্ভূত হইল। গোবিন্দ ব্যতীত ঐ সকল গোপীর ক্ষণকালকেও শত যুগ বলিয়া বোধ হইত। ১১—১৬।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

বর্ষা ও শরদ্বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গোপগণ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দাবাগ্নি হইতে তাহাদিগের নিজের রক্ষণ এবং প্রলম্ববধ-রূপ রাম-কৃষ্ণের অদ্ভুতকর্ম্ম স্ত্রীদিগের নিকট উল্লেখ করিল। বৃদ্ধ গোপ এবং গোপীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা মনে করিল,—রাম ও কৃষ্ণ—দুই দেবতাশ্রেষ্ঠ;—লীলার নিমিত্ত ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিছুদিন পরে বর্ষা সমাগত হইল। বর্ষায় সমুদায় প্রাণীর উদ্ভব হয় এবং দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বল ও নভঃস্থল সংক্ষুভিত হইয়া থাকে। বর্ষার আবির্ভাবে আকাশ,—নিবিড়, নীল ও বিদ্যুৎগর্জ্জন-পূরিত নীরদ দ্বারা আচ্ছন্ন অস্পষ্ট-জ্যোতি সগুণ ব্রহ্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সূর্য্য অষ্টমাস ধরিয়া যে সলিল-সম্পত্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কাল উপস্থিত হইলে, স্বীয় কর দ্বারা তাহা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যেরূপ কৃপালু ব্যক্তিগণ, সন্তপ্ত জনকে দর্শন করিয়া দয়া বশতঃ তাহার তৃপ্তির নিমিত্ত জীবনও পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ প্রচণ্ড-বায়ু-চালিত, বিদ্যুন্মালা-মণ্ডিত মহামেঘ-সমূহ,—বিশ্বের তৃপ্তিসাধন বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। যেমন কাম্য-তপশ্চারীর শরীর সেই তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়া পুষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি শীর্ণকৃশা মেদিনী, বর্ষা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পুষ্টি লাভ করিল। নিশার প্রারম্ভে গ্রহগণ আচ্ছন্ন হইয়া রহিল, খদ্যোতপুঞ্জ জ্বলিতে লাগিল;—কলিযুগে পাপবলে পাষণ্ডেরাই দীপ্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা হীনপ্রভ হইয়া পড়েন। যেরূপ নিত্য-কর্ম্মের অবসানে আচার্য্যের শব্দ শ্রবণে তাঁহার শিষ্য ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, সেইরূপ ইতিপূর্ব্বে যে সকল ভে[ক] মৌনভাবে শয়ন করিয়াছিল, মেঘধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহা[রা] শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ১—৯। শুষ্কপ্রায় তটিনীকুল,—ইন্দ্রি[য়] পরবশ পুরুষের দেহ, ধন ও সম্পত্তির ন্যায় উৎপথে গমন করি[তে] লাগিল। পৃথিবী কোন স্থানে তৃণ দ্বারা নীলীকৃতা, কোন স্থা[নে] ইন্দ্রগোপ কীট দ্বারা রক্তীভূতা, কোন স্থানে বা ছত্রাক দ্বারা কৃ[ত] চ্ছায়া হইয়া নরপতিগণের সেনাসম্পত্তির ন্যায় শোভা পাই[তে] লাগিল। ক্ষেত্র সকল, শস্য-সম্পত্তি দ্বারা কৃষকদিগের আনন্দ উৎ[]পাদন করিল;—মানী ব্যক্তি সকল যে দুঃখ প্রদান করেন, তা[হা] দৈবের অধীন; তাঁহারা জানিয়া কাহাকেও দুঃখে পাতিত করে[ন] না। হরির সেবা করিয়া লোকে যেমন সৌন্দর্য্য লাভ করে, সেইরূ[প] সমুদায় জল-স্থলবাসী, নবজলে অভিষিক্ত হইয়া মনোহর রূপ ধা[রণ] করিল। বায়ু-সঙ্গত তরঙ্গিত সিন্ধু, নদীর সহিত মিলিত হইয়া অপক্ব যোগীর গুণযুক্ত, ভোগ-সঙ্গত চিত্তের ন্যায় ক্ষোভিত হই[তে] লাগিল। যাঁহাদিগের চিত্ত ভগবানে আসক্ত, তাঁহারা ব্যস[ন] দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যেমন ব্যথিত হন না, সেইরূপ পর্ব্বতরাজি বর্ষা-ধারায় আহত হইয়াও ক্লিষ্ট হইল না। পথ সকল দুর্গ[ম] হইয়া পড়িল; যেমন ব্রাহ্মণগণ অভ্যাস না করাতে শ্রুতি সকল কালক্রমে লুপ্ত প্রায় হইয়া আইসে; তৃণে আচ্ছন্ন হওয়া[তে] তৎসমুদায়ও তদ্রূপ পথ বলিয়া স্পষ্ট জ্ঞাত হইল না। গুণী পুরু[ষে] পুংশ্চলীর ন্যায়, অস্থির-সৌহৃদ্যা চপলা, লোকোপকারী জলদ-সমু[]দায়ে স্থির হইয়া অবস্থিতি করিল না। গুণ-সমষ্টি-ময় প্রপঞ্চে নির্গু[ণ] পুরুষের তুল্য, গর্জ্জিতশব্দ-পূরিত আকাশে গুণশূন্য ইন্দ্রধনু শোভ[া] পাইতে লাগিল। যেরূপ জীব স্বীয় চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশি[ত] অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে না, সেইরূপ চ[ন্দ্র] স্বকীয় জ্যোৎস্না দ্বারা প্রকাশিত জলদজালে আবৃত হইয়া দীপ্তি পাইলেন না। ১০—১৯। গৃহে বাস করাতে যাঁহাদিগের অন্তঃ[]করণ সন্তপ্ত হইতেছে, সেই সকল বিরাগী পুরুষ হরিভক্তে[র] গৃহে সমাগত দেখিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হন, ময়ূর সকল সেইরূপ মেঘে[র] সমাগমে হৃষ্ট হইয়া উহার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। উৎকট তপশ্চরণের শ্রান্তিহেতু যে সকল ঋষি কৃশ হন, তাঁহা[রা] যেমন পরে তপস্যাসিদ্ধ কাম সকল উপভোগ করিয়া নানারূ[প] শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, নিদাঘতপ্ত শীর্ণ বৃক্ষ সকল তেমনি মূল দ্বারা জল পান করিয়া বিবিধপ্রকার দেহ ধারণপূর্ব্বক শোভ[া] পাইতে লাগিল। রাজন্! গৃহস্থাশ্রমে ভয়ানক কর্ম্ম সকলের অভাব নাই, তথাপি দুরাশয় নীচ ব্যক্তি সকল গৃহে বাস করিতে ভালবাসে; এইরূপ চক্রবাক সকলও তীরে পঙ্ক ও কণ্টকাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত সরোবর-সমূহে বসতি করিতে আরম্ভ করিল। যেরূপ কলিতে পাষণ্ডদিগের কুতর্কে বেদমার্গ বিনষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ ইন্দ্র বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জলবেগ দ্বারা সেতু সকল বিভগ্ন হইয়া পড়িল। যেমন নরপতিগণ পুরোহিতকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সময়ে বিবিধ কাম প্রদান করিয়া থাকেন, তেমনি নীরদ-নিচয় পবনকর্ত্তৃক চালিত হইয়া প্রাণীদিগের উপর অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। বন-উপবনাদি এইরূপ উৎকৃষ্ট সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিল এবং তাহাতে খর্জ্জুর ও জম্বু সকল পক্ক হইলে, হরি বলরামকে সঙ্গে লইয়া গো-পাল এবং গোপালগণে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ধেনু[]গণ উধোভারে আক্রান্ত হওয়াতে যথাযথ ধীরে ধীরে গমন করিত; এক্ষণে ভগবান্ আহ্বান করাতে প্রীতি বশত দ্রুত পাদ-নিক্ষেপে গমন করিতে লাগিল। গমনকালে তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে আরম্ভ হইল। ভগবান্ বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন,—বনবাসিগণ সকলেই আনন্দিত

হইয়াছে; পাদপ-নিকর মধু বর্ষণ করিতেছে এবং গিরি হইতে জলধারা পতিত হইতেছে,—গুহা সকল ঐ ধারাপতনের শব্দে পূরিত হইয়াছে। মহারাজ! বনমধ্যে বৃষ্টি পতিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কখন বনস্পতির তলে, কখন বা গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক বলরামের সহিত কন্দ, মূল ও ফল আহার করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দধি-অন্ন আনীত হইলে, বলদেবের সহিত জল-সমীপবর্ত্তী শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া সহভোজী গোপগণ-সমভিব্যাহারে ভোজন করিতেন। বনমধ্যে স্বকীয়-উধোভারে পরিশ্রান্ত গাভী সকল, বৃষ ও বৎসগণ পরিতৃপ্ত হইয়া নবতৃণের উপর শয়নপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রোমন্থন করিতেছিল; ভগবান্ ঐ সকলকে এবং সর্ব্বকালীন-সুখ-দায়িনী বর্ষালক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন ও স্বীয় শক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ঐ বর্ষালক্ষ্মীর সমাদর করিলেন। এবংবিধ ক্রীড়া-কৌতূহলে আসক্ত থাকিয়া রাম ও কেশব এইরূপে ব্রজমধ্যে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষার অপগম এবং শরৎ ঋতুর সমাগম হইল। তখন আকাশে মেঘ আর দৃষ্টিগোচর হইল না। জল নির্ম্মল হইল। বায়ু ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিল। ২০—৩২। পুনর্ব্বার যোগ সাধন করিয়া ভ্রষ্টযোগীর চিত্তের ন্যায়, পদ্মোদ্ভাবনশালিনী শরতের সমাগমে সরোবর সকল আপনাদের স্বভাব লাভ করিল। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে, আশ্রমী ব্যক্তি অমঙ্গল হইতে নিস্তার পায়; সেইরূপ শরৎ,—আকাশের মেঘ, বর্ষার আধিক্য বশতঃ প্রাণীর একত্র বাস, পৃথিবীর পঙ্ক এবং সলিলের কলুষতা নাশ করিল। যেমন মুক্তপাশ মুনিগণ বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত হইয়া শোভা পান, তেমনি মেঘ-নিকর সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শুভ্র-কান্তি ধারণ করিয়া শোভিত হইল। যেমন জ্ঞানিগণ যথাকালে জ্ঞানামৃত কোথাও দান করেন, কোথাও বা না করেন;—বর্ষার অপগমে গিরিকুল সেইরূপ কোথাও নির্ম্মল বারি ত্যাগ করিল, কোথাও বা করিল না। যেরূপ মূঢ় পরিবারী মনুষ্যগণ, পরমায়ুর প্রত্যহ ক্ষয় বুঝিতে পারে না, সেইরূপ স্বল্প-জল-বিহারী জলচরগণ জলরাশির নিত্য ক্রমিক হ্রাস জানিতে পারিল না। দীন দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয় পরিবারীর ন্যায়, স্বল্প-জল-বিহারী জলচরেরা শরৎকালীন সূর্য্যের তাপে সন্তপ্ত হইতে লাগিল। যেরূপ ধীর ব্যক্তি আত্ম-ভিন্ন দেহাদিতে মমতা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভূমি, পঙ্ক এবং লতাসমূহ অপক্কতা পরিত্যাগ করিল। সমগ্ররূপে ক্রিয়া নিবৃত্ত হইলে, মুনি যেমন বেদপাঠ পরিত্যাগ করেন, শরৎকাল-সমাগমে জল নিশ্চল হওয়াতে, সমুদ্র তেমনি তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। ৩৩—৪০। প্রাণ, ইন্দ্রিয়মার্গ দ্বারা ক্ষরিত হইয়া থাকে;—যেরূপ যোগিগণ ঐ ইন্দ্রিয় পথ রোধ করিয়া প্রাণ ধারণ করেন, সেইরূপ কৃষকগণ দৃঢ় আলবাল দ্বারা কেদার-মধ্যে জল রুদ্ধ করিয়া রাখিল। যেমন বিদ্যা দ্বারা দেহাভিমানের এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীদিগের তাপ সকল নাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি নিশাকালে শশাঙ্ক, শারদীয়-সূর্য্যকর-তপ্ত জীবগণের সন্তাপ হরণ করিতে লাগিলেন। যেমন রজস্তমোবর্জ্জিত চিত্ত, বেদের পথ সকল প্রদর্শন করিয়া শোভা পাইয়া থাকে, আকাশ, শরৎ-সমাগমে নির্ম্মলীভূত তারকাবৃন্দ প্রকাশ করিয়া নিশাকালে সেইরূপ শোভিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলে পরিবৃত হইয়া স্বীয় চক্র ধারণপূর্ব্বক যেরূপ শোভা পাইয়া থাকেন, নিশানাথ আকাশে তারকা-নিকরে পরিবৃত অখণ্ড-মণ্ডল দ্বারা সেইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। যেমন কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপীগণ ভিন্ন অপরে বরং কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সন্তাপ দূর করিয়া থাকে, সেইরূপ কুসুমিত কাননসমূহের সদ-শীতোষ্ণ বায়ু সেবন করিয়া, জনমাত্রেই তাপ পরিত্যাগ করিল। যে সকল ক্রিয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে ফলের কামনা না থাকিলেও, বিবিধ ফল বলপূর্ব্বক অনুগমন করাতে, যেমন সেই সকল ক্রিয়া, যাবতীয় ভোগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেইরূপ ইচ্ছা না থাকিলেও, শরৎকালে স্বামিগণ বলপূর্ব্বক অনুগমন করাতে গাভী, মৃগী, পক্ষিণী ও নারীগণ গর্ভিণী হইয়া উঠিল। রাজন্! যেরূপ রাজার উদয়ে দস্যু ব্যতীত যাবতীয় লোক হৃষ্ট হয়, সেইরূপ সূর্য্যের উদয়ে কুমুদ ব্যতীত যাবতীয় জলজ-কুসুম প্রফুল্লিত হইল। গ্রাম ও নগরে নবান্ন-ভোজনের নিমিত্ত বৈদিক এবং ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য লৌকিক বিবিধ মহোৎসব হইতে লাগিল। হরির দুই অংশ দ্বারা পৃথিবী সাতিশয় শোভা ধারণ করিল। কৃষিবন্ধ-রোগাদির প্রভাবে সিদ্ধ-পুরুষেরা আয়ু দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া, কাল আগত হইলে যেমন যোগাদি-প্রাপ্য স্ব স্ব দেহ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ বণিক্, মুনি, রাজা ও স্নাতকেরা বর্ষার জন্য স্ব স্ব স্থানে রুদ্ধ ছিলেন,—এক্ষণে বহির্গত হইয়া আপন আপন ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। ৪১—৪৯।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

গোপিকাগণের গীত।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শরৎ-সমাগমে বনের জল স্বচ্ছ হইল এবং সমীরণ পদ্মাকর-সংসর্গে সুগন্ধ হইয়া বহিতে লাগিল, ভগবান্,—গো এবং গোপালগণ-সমভিব্যাহারে লইয়া সেই বনে প্রবেশ করিলেন। ফুল্ল পাদপ-শ্রেণীর উপর মত্ত-ভৃঙ্গ এবং বিহঙ্গগণ বসিয়া রব করিতেছিল; তাহাদিগের শব্দে বনের সরোবর, নদী ও পর্ব্বত সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। মধুসূদন সেই বনে প্রবেশ করিয়া বলরাম ও বালকগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে বংশী বাদন করিলেন। কৃষ্ণের সেই বেণুর গীত শুনিয়া গোপীদিগের মনে মনোভবের উদ্ভব হইল; তাহাতে কেহ কেহ পরোক্ষে আপন সখীদিগের নিকট তাঁহার গুণবর্ণন করিতে লাগিল। কিন্তু বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহার চরিত্র স্মরণ হওয়াতে, কন্দর্পের আবেগে তাহাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; অতএব তাহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হইল না। তাহাদিগের মনে হইতে লাগিল,—নটবর শ্রীনন্দ-নন্দন, অধর-সুধায় বেণুর রন্ধ্রপূরণ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত মুকুট, দুই কর্ণে কর্ণিকার-কুসুম, পরিধানে কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন এবং গলে বৈজয়ন্তী মালা শোভা পাইয়াছিল। গোপীগণ তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতে লাগিল। বৃন্দাবন তদীয় পদচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া রতি-জনক হইয়া উঠিল। হে রাজন্! সর্ব্বভূত-মনোহর বেণুরব শ্রবণ করিয়া যাবতীয় ব্রজকামিনী এই প্রকার বর্ণন করিতে করিতে পরমানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে যেন পদে পদে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। ১—৬। গোপীরা কহিল, "হে সখীগণ! এক্ষণে ব্রজেশ্বর-দুই-ভ্রাতা রাম-কৃষ্ণ, বয়স্যদিগের সহিত পশুপাল লইয়া বনে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহাদিগের বদনে বেণু সংলগ্ন রহিয়াছে এবং তাহা হইতে স্নিগ্ধ কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, যাঁহারা সেই দুই বদনারবিন্দের মকরন্দ পান করিতেছেন; তাঁহারাই যে ফল পাইলেন,—যাহাদিগের চক্ষু আছে, তাহাদিগের চক্ষুর ফল তাহার অধিক আর নাই।" তৎশ্রবণে অন্যান্য ব্রজ-কামিনীরা কহিল, "অহো! গোপদিগের কি আশ্চর্য্য পুণ্য! রাম ও কৃষ্ণ সময়ে সময়ে তাহাদিগের সভামধ্যে নীল ও পীত অম্বরে বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া অতিশয় শোভায় বিরাজ করেন।

তাঁহাদিগের সেই নীল ও পীত বসনে আম্র-মুকুল, ময়ূরপুচ্ছ, উৎপল ও পদ্মমালা মধ্যে মধ্যে ঈষৎ সংলগ্ন থাকাতে অনির্ব্বচনীয় শোভা হয়।" অন্যান্য গোপীগণ কহিল, "হে গোপীগণ! এই বংশী কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্যই করিয়াছিল! দেখ,—দামোদরের যে অধর-সুধা কেবল গোপিকাদিগেরই ভোগ্য, এ রসমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, একাকী তৎসমস্তই ভোগ করিতেছে। যাহাদিগের জলে ইহার পুষ্টি হইয়াছিল, ইহার এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্য দর্শনে সেই সকল নদীর বিকশিত কমলরূপ রোমরাজি শিহরিয়া উঠিয়াছে। বংশে ভগবৎ-সেবক পুত্রসন্ত সমুদ্ভূত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া কুলবৃদ্ধেরা যেমন আনন্দে অশ্রুমোচন করিতে থাকেন; এই বংশীর এতাদৃশ পুণ্য দর্শনে ইহার বংশপতি সেই সকল বৃক্ষ মধু-ধারারূপ অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।" কোন কোন কামিনীরা কহিল, "সখি! দেখ, দেখ! শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-যুগলের সংসর্গে কেমন শোভা পাইতেছে! গোবিন্দের বেণুরব শ্রবণে মত্ত হইয়া ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। উহাদিগের নৃত্য দেখিয়া, বনের অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে পর্ব্বতের সানু সকলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুধন্য বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে।" আর আর কামিনীরা কহিল, "সখি! হরিণীগণ পশুযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা ধন্য। কারণ, ইহারা বেণুরব শ্রবণে কৃষ্ণসারদিগের সহিত একত্র হইয়া, বিচিত্র-বেশধারী শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণয়দৃষ্টি দ্বারা বিরচিত পূজা প্রদান করিতেছে।" অন্য গোপী কহিল, "গোপীগণ! শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও চরিত্র দর্শন করিলে কোন্ মহিলার না আনন্দ জন্মে? তাঁহাকে অবলোকন এবং তাঁহার বেণুর স্পষ্ট গীত শ্রবণ করিয়া, দেব-কামিনীগণও প্রিয়ের ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়াও মদনাবেগে অস্থির হইয়া উঠেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কবরী হইতে কুসুম ভ্রষ্ট হইতে থাকে এবং নীবী শ্লথ হইয়া পড়ে। উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-বিনির্গত গীতামৃত পান করিলে, গাভী সকল মনোমধ্যে চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দণ্ডায়মান থাকে। দুগ্ধ পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বৎস সকলও যদি উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে ঐ গীত-সুধা পান করে, তাহা হইলে স্তন-ক্ষরিত ক্ষীরগ্রাস তাহাদিগের মুখেই থাকে এবং নয়নও ঐ প্রকারেই অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। ৭—১৩। সখি! এই বনে যে সকল পক্ষী আছে, ইহারা মুনি হইবার যোগ্য; ঐ দেখ,—যেরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায়, ইহারা সেইরূপে মনোহর পত্র-মণ্ডিত বৃক্ষ সকলে আরোহণপূর্ব্বক অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া মুদিত-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে। সচেতনের কথা দূরে থাকুক, মুকুন্দের গীত শ্রবণ করিয়া নদী সকলও আবর্ত্তচ্ছলে কামোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে। ঐ কামোদ্রেকে উহাদিগের বেগ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। উহারা তরঙ্গরূপ বাহুতে কমলোপহার লইয়া, আলিঙ্গন আচ্ছাদন করিয়া মুরারি-চরণ ধারণ করিতেছে। রাম ও গোপালগণের সহিত আপনাদের সখাকে বেণু বাদন করিতে করিতে ব্রজের পশুপাল চারণ করিতে দেখিয়া মেঘ-সমূহ মস্তকোপরি উদিত হইতেছে এবং প্রেমে প্রবৃত্ত হইয়া কুসুমসম-তুষার-সম্পৃক্ত নিজ নিজ দেহ দ্বারা তাঁহার ছত্র রচনা করিতেছে। শবরাঙ্গনারাও চরিতার্থ হইল; কারণ, ঐ কুঙ্কুম বনিতাদিগের স্তনে অনুলিপ্ত, পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পঙ্কজপার্শ্বে [illegible] হইয়া থাকে; হরির পুনঃপুনঃ বন-ভ্রমণ হেতু তাহা তদীয় চরণাম্বুজ হইতে খলিত হইয়া তৃণরাজিতে সংলগ্ন হয়, [illegible] স্মরব্যথা উদিত হওয়াতে, শবরীগণ সেই কুঙ্কুম [illegible] কুচতটে অনুলেপনপূর্ব্বক ঐ ব্যথা নাশ করিতেছে। দেখ, [illegible] অবলাগণ! এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত হরির দাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ, রাম-কৃষ্ণকেদর্শন পূর্ব্বক ইহা আনন্দিত হইয়া পানীয়, সুন্দর তৃণ, কন্দর, কন্দ ও মূল দ্বারা ঐ গোপাল-সমভিব্যাহারী রাম-কৃষ্ণের পূজা করিতেছে। হে সখীগণ! দেখ, কি আশ্চর্য্যের বিষয়! রাম-কৃষ্ণ পাদ-বন্ধন-রজ্জু ও পাশ লইয়া গোপালগণের সহিত গাভীদিগকে এক বন হইতে অন্য বনে লইয়া যাইতেছেন; ইঁহাদিগের মধুরাক্ষর মহাবেণু-নাদ শ্রবণ করিয়া, জঙ্গমদিগের নিস্পন্দতা এবং বৃক্ষ সকলের পুলক জন্মিতেছে।" ভগবান্ বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে করিতে যে যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, গোপিকাকুল এই প্রকারে সেই সকল বর্ণন করিতে করিতে তন্ময়তা লাভ করিয়াছিল। ১৪—২০।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গোপীগণের বস্ত্র-হরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! হেমন্ত-কালের প্রথম মাসে নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্য-ভোজন করিয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনরূপ ব্রত আরম্ভ করিল। রাজন্! কুমারিকা সকল অরুণোদয়ে কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া জলের সন্নিকটে বালুকাময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া এবং সুগন্ধি, গন্ধ, মাল্য, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট উপকরণ-সামগ্রী এবং তাম্বূল দ্বারা, "হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! নন্দগোপের পুত্রকে আমাদিগের স্বামী করিয়া দিউন;—আপনাকে নমস্কার করি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া। পূজা করিতে লাগিল "কৃষ্ণই আমাদিগের পতি হউন" এই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক কুমারীগণ এই প্রকারে একমাস ব্রত আচরণ করিয়া ভদ্রকালীর পূজা করিয়াছিল। তাহারা প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের বাহু ধারণ করিয়া কালিন্দীতে স্নান করিতে যাইবার সময় আপন আপন নামের সহিত কৃষ্ণের গুণগান করিতে থাকিত। একদিন সেই সমস্ত ব্রজকুমারী, নদীতে আগমন করত আর আর দিনের ন্যায় তীরে স্ব স্ব বস্ত্র রাখিয়া কৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে আনন্দে জলক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। যোগেশ্বরের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাহাদিগের কর্ম্মের ফলদান করিবার নিমিত্ত বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগের বস্ত্র সকল অপহরণপূর্ব্বক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া হাস্যকারী বালকদিগের সহিত হাসিতে হাসিতে পরিহাস করিয়া কহিলেন, "হে অবলাগণ! তোমরা এই স্থানে আগমন করিয়া স্বচ্ছন্দে আপন আপন বসন গ্রহণ কর; আমি সত্য বলিতেছি,—পরিহাস করিতেছি না; কারণ, তোমরা ব্রতাচরণে অত্যন্ত কৃশা হইয়াছ; আমি যে মিথ্যা কহি না, তাহা এই সকল বালক জ্ঞাত আছে। হে সুমধ্যমা সকল! একে একে হউক, আর সকলে একত্রিত হইয়াই হউক, আসিয়া বস্ত্র লইয়া যাও।" ১—১১। তাঁহার এই পরিহাস দেখিয়া গোপিকাগণ প্রেমে বিহ্বল ও লজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করত হাসিতে লাগিল,—জল হইতে তীরে উঠিতে পারিল না। গোপীদিগের চিত্ত ক্রীড়ায় আকৃষ্ট; শীতল জলে আকণ্ঠ-মগ্ন হইয়া থাকাতে তাহাদের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। [illegible] অবস্থায় [illegible] কথা শুনাইয়া তাহারা [illegible] কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "কৃষ্ণ! অন্যায় করিও না; তুমি নন্দ-গোপের পুত্র, তোমাকে আমরা ভালবাসি।

অতএব এই পাপ দূর করিবার নিমিত্ত মস্তকে অঞ্জলি ধারণ-পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে নমস্কার করিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।” রাজন্! ভগবান্, বিবস্ত্রাবস্থায় অবগাহনে এইরূপ দোষ আরোপ করিলে, কুমারীগণ মনে করিল,—‘বুঝি যথার্থই আমাদের ব্রতভঙ্গ হইল।’ তদনুসারে তাহারা ব্রতপূরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেই ব্রতের এবং অন্যান্য বিবিধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করিল। কারণ, তাহারা জানিত যে, তিনিই পাপ নাশ করিয়া থাকেন। দেবকী-নন্দন ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাদিগকে সেই প্রকারে অবনত হইতে দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সদয় হইয়া তাহাদিগকে বস্ত্রদান করিলেন। ১৯—২১। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজকুমারীদিগকে বঞ্চনা করিলেও, নির্লজ্জা করিলেও, উপহাসাস্পদ করিলেও, বস্ত্রহরণ করিলেও,—অধিক কি, ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালনা করিলেও, সেই সকল অবলা তাহাতে দোষ গ্রহণ করিল না; কারণ, প্রিয়সঙ্গ বশতঃ তাহারা বড়ই সুখী হইয়াছিল। রাজন্! বসন পরিধান করিয়া অবলা সকল সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল না; কারণ প্রিয়-সঙ্গমে বশীভূত হওয়াতে, তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাহাতেই তাহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সকল অবলা তাঁহার নিজ পাদ-স্পর্শ কামনা করিয়াই ব্রত ধারণ করিয়াছে,—তাহাদিগের এই উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া ভগবান্ দামোদর তাহাদিগকে কহিলেন, “হে সাধ্বী সকল! আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার অর্চ্চনা করাই তোমাদিগের সঙ্কল্প; উহা আমার অনুমোদিত; অতএব উহা সফল হওয়া উচিত হইতেছে। যাহাদিগের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট, তাঁহাদিগের বাসনাকে পুনর্ব্বার ফলভোগ করিতে হয় না; ভর্জ্জিত বা পক্ব বীজের প্রায়ই অঙ্কুর উদগত হয় না। হে অবলাগণ! তোমরা ব্রজে গমন কর; সিদ্ধ হইয়াছ। সতীগণ! আগামিনী যামিনী সকলে তোমরা আমার সহিত বিহার করিতে পাইবে; আমাকেই উদ্দেশ করিয়া তোমরা ভগবতীর অর্চ্চন রূপ ব্রত করিয়াছ।” ২২—২৮। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! কৃতার্থা কুমারিকাগণ ভগবানের এই আদেশ পাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে অতি কষ্টে ব্রজে গমন করিল। অনন্তর ভগবান্ দেবকী-নন্দন অগ্রজের সহিত গোপগণ-সমভিব্যাহারে গোচারণ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে দূরে গমন করিলেন। তথায় হেমন্তের প্রখর-রৌদ্রে পাদপ-মূলকে আপনাদের মস্তকে ছত্রের ন্যায় ছায়া দান করিতে দেখিয়া ব্রজবাসীদিগকে কহিলেন, “হে স্তোককৃষ্ণ! হে অংশো! হে শ্রীদামন্! হে সুবল! হে অর্জ্জুন! হে বিশাল! হে বৃষভ! হে ওজস্বিন্! হে দেবপ্রস্থ! হে বরূথপ! এই সকল মহাভাগ বৃক্ষকে দর্শন কর; ইহারা পরের প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত নির্জ্জনে জীবিত রহিয়াছে। দেখ,—স্বয়ং বাত, বর্ষা, রৌদ্র ও হিম সহ্য করিয়া আমাদিগকে ঐ সকল হইতে রক্ষা করিতেছে। অহো! ইহাদিগের জন্ম অতিশয় উৎকৃষ্ট। ইহারা সকল প্রাণীর উপজীব্য। দয়ালু ব্যক্তির নিকট হইতে যাচকের ন্যায়, ইহাদিগের নিকট হইতে প্রাণিগণ কখনই বিমুখ হয় না। ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অস্থি ও পল্লবাদির অঙ্কুর দ্বারা নিরন্তর বাসনা পূরণ করে। প্রাণিদিগের মধ্যে প্রাণ, সম্পত্তি ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা মঙ্গল আচরণ করাই জীবগণের জন্মের ফল।” এই প্রকারে প্রশংসা করিয়া প্রবাল-স্তবক, ফল-পুষ্প ও পত্ররাশির ভরে অবনত শাখী সকলের মধ্য দিয়া, ভগবান্ যমুনা-তীরে উপস্থিত হইলেন। রাজন্! গোপগণ সেই স্থানে অতি স্বচ্ছ পবিত্র মধুর বারি, গো-সমূহকে পান করাইয়া, স্বয়ং আপনারা যথেচ্ছ পান করিল। কালিন্দীর উপবনে যথেচ্ছ গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গোপগণ,—শ্রীকৃষ্ণ ও রামের নিকট উপস্থিত হইয়া বক্ষ্যমাণ কথা কহিতে আরম্ভ করিল। ২৯—৩৮।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পূজাগ্রহণ।

গোপগণ কহিল,—“হে রাম! হে মহাবীর্য্য রাম! হে দুষ্টদমন শ্রীকৃষ্ণ! আমরা ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছি, ইহার শান্তিবিধান করা তোমাদিগের উচিত হইতেছে।” শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গোপগণ এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিলে পর, দেবকী-নন্দন ভগবান্, অনুরক্তা বিপ্র-কামিনীদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার মানসে এই কথা কহিলেন,—“তোমরা দেবযজ্ঞে গমন কর। বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকামনা করিয়া আঙ্গিরস নামক যাগে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। হে গোপগণ! আমরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি। তোমরা সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ আর্য্যের ও আমার নাম উল্লেখ করিয়া অন্ন যাচ্ঞা কর।” গোপগণ ভগবানের এই আদেশ পাইয়া সেই স্থানে গমন করিয়া এবং ভূমিতে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়া কহিল, “হে ব্রাহ্মণগণ! শ্রবণ করুন; আমরা, আজ্ঞাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আসিলাম। আপনাদের মঙ্গল হউক; আমরা গোপ, রাম আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাম ও কৃষ্ণ এই স্থানের নিকটে গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের ইচ্ছা,—আপনাদিগের অন্ন ভোজন করেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ! যদি আপনাদিগের শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অন্নদান করুন; তাঁহারা প্রার্থনা করিতেছেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ সকল! দীক্ষা আরম্ভ করিয়া অগ্নিষোমীয় পশুমারণের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্নগ্রহণ করিলে দোষ হয়; তদ্ভিন্ন সৌত্রামণী দীক্ষা ও অন্য দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না।” ১—৮। রাজন্! সেই সকল ব্রাহ্মণ এই প্রকার ভগবানের যাচ্ঞা শুনিয়াও শুনিল না। সামান্য স্বর্গাদিতে আশা করিয়া তাহারা ক্লেশাধীন কর্ম্মই করিত এবং আপনাদিগকে বৃথা জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া মানিত। সেইজন্য ভগবানের এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াও গ্রাহ্য করিল না। উক্ত ব্রাহ্মণদিগের আত্মা মর্ত্ত্য-বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়াছিল; তাহারা—দেশ, কাল, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম যাঁহার স্বরূপ, সেই পরম ব্রহ্ম, অধোক্ষজ সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে মর্ত্ত্য বোধ করিয়া মান্য করিল না। হে পরন্তপ! যখন তাহারা “হাঁ” “না” কিছুই বলিল না, তখন গোপগণ নিরাশ হইয়া কৃষ্ণ ও রামের নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যথাবৎ বর্ণন করিল। ভগবান্ জগদীশ্বর তাহা শ্রবণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া পুনর্ব্বার গোপদিগকে কহিলেন, “গোপাল গণ! পরাভূত কাহাকে হইতে না হয়? যাঁহারা কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। তোমরা বিপ্রপত্নীদিগকে গিয়া বল,—আমি, রামের সহিত উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহারা তোমাদিগকে অন্ন দিবেন; তাঁহারা আমাকে চিত্ত দিয়াছেন; অতএব আমাতে বাস করিতেছেন।” অনন্তর গোপগণ পত্নীশালায় উপস্থিত হইয়া দেখিল,—বিপ্রপত্নীগণ সুন্দর অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যাজকের

প্রণতিপূর্ব্বক বিনীত হইয়া এই কথা কহিল,—"বিপ্রপত্নী সকল! আপনাদিগকে নমস্কার। আমাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন;—শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানের নিকটে অবস্থান করিতেছেন। তিনি,—গোপালগণ ও বলরামের সহিত গোচারণ করিতে করিতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং অতিশয় ক্ষুধিত হইয়াছেন। আপনারা তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে অন্নদান করুন।" অচ্যুতের কথায় বিপ্রপত্নীদিগের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল; সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক ছিলেন। এক্ষণে তিনি আগমন করিয়াছেন—শুনিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ১—১৮। দীর্ঘকাল শ্রবণ করাতে, তাঁহাদিগের চিত্ত ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকে বদ্ধ হইয়াছিল; অতএব পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ নিবারণ করিলেও সাগরাভিমুখিনী নদীর ন্যায় সকলেই পাত্রে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় অন্ন লইয়া প্রিয়ের নিকট দৌড়িয়া চলিলেন। যমুনা-তীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন,—কেশব অশোক-বৃক্ষের নবপল্লবে বিভূষিত যমুনার উপবনে গোপগণ এবং অগ্রজের সহিত বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ শ্যাম, পরিধানে পীত-বসন, গলে বনমালা; ময়ূরপিচ্ছ, ধাতু ও প্রবাল দ্বারা তাঁহার বেশ রচিত হওয়াতে তিনি নটের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি অনুচরের স্কন্ধদেশে এক হস্ত স্থাপন করিয়া, অপর হস্তে একটী লীলা-কমল ঘুরাইতেছেন। তাঁহার কর্ণযুগলে উৎপল, গণ্ডদ্বয়ে অলক এবং মুখপদ্মে হাস্য বিলসিত হইতেছে। বারংবার প্রিয়তমের যে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম সকল শ্রুত হইয়া কর্ণপূরণ করিয়াছিলেন, তদ্‌যোগে ঐ সকল ব্রাহ্মণীর মন শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাঁহারা এক্ষণে সেই প্রকারে চক্ষু-রন্ধ্র দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রাজ্ঞপুরুষের আলিঙ্গনে অহংবুদ্ধির ন্যায় সকল সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল মহিলাগণ আশা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—জানিতে পারিয়াও অখিল-দর্শী সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ হাস্যমুখে কহিলেন, "হে মহাভাগা সকল! সুখে আগমন হইল ত? উপবেশন কর। কি করিতে আজ্ঞা? আমাদিগকে দর্শন করিবার বাসনায় যে উপস্থিত হইলে, তাহা তোমাদিগের সমুচিতই বটে। যাঁহারা বিবেকী—বিবেক দ্বারা স্ব স্ব প্রয়োজন দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা—প্রিয় আত্মা আমার প্রতি ফলবাঞ্ছা-বিরহিত, নিরবচ্ছিন্ন, যথোচিত—সাক্ষাৎ ভক্তি করেন। প্রাণ, বুদ্ধি, মন, জ্ঞাতি, আত্মা, জায়া, পুত্র ও সম্পত্তি প্রভৃতি যাঁহার সম্পর্কীয় বলিয়াই প্রিয়, তাঁহার অপেক্ষা প্রিয় আর কে? অতএব তোমরা কৃতার্থ হইলে; এক্ষণে দেবযজ্ঞে গমন কর। যদিও তোমাদের আর যাগ-যজ্ঞ আবশ্যক নাই, তথাপি গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ তোমাদিগের স্বামী সকল তোমাদিগকে লইয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ সমাপন করিবেন।" বিপ্রপত্নীগণ কহিলেন, "বিভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা আপনার উচিত হয় না। বেদ সত্য করুন। আমরা সমস্ত বন্ধুকে অবজ্ঞা করিয়া, আপনার অবজ্ঞা-প্রদত্ত তুলসীদামও কেশে করিয়া বহন করিতে আপনার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পতি, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি এবং বন্ধুগণও আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। অতএব হে রিপুদমন! যাহাতে আমাদিগের অন্য গতি না হয়, আপনি তাহা করিয়া দিউন। আমরা আপনার পাদপদ্মে শরণ লইলাম।" ১৯—৩০। শ্রীভগবান্ কহিলেন, "পতি, পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রাদি এবং লোকেও তোমাদিগকে দোষী করিতে পারিবে না। আবার আমার দেবতারাও তোমাদিগের আচরণে সম্মত হইবেন। এই জগতে অঙ্গে অঙ্গে মিলন হইলেই যে মনুষ্যদিগের সুখ বা স্নেহ বৃদ্ধি হয়,—এরূপ নহে; তোমরা আমাতে মন সমর্পণ করিয়াছ, অতএব আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমার নামাদি-শ্রবণ, আমাকে দর্শন ও চিন্তা, এবং আমার গুণকীর্ত্তন করিলে, যেরূপ আমাতে প্রেম জন্মে, কেবল আমার নিকটে থাকিলেও সেরূপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলে, ঐ সকল বিপ্রপত্নী পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থানে আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও দোষ দর্শন না করিয়া স্ত্রীদিগকে লইয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন। একটী কামিনী স্বামী কর্ত্তৃক ধৃত হওয়াতে কৃষ্ণদর্শনে আসিতে পারেন নাই; সেইজন্য তিনি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবান্‌কে হৃদয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মের অনুগামী দেহ পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে প্রভু ভগবান্ গোবিন্দ গোপদিগকে সেই চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করাইয়া আপনিও ভোজন করিলেন। লীলার নিমিত্ত নর-শরীরধারী ভগবান্ এইরূপে নরলোকের অনুকরণ করিয়া রূপ, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা গো, গোপ এবং গোপীদিগকে ক্রীড়া করাইয়া স্বয়ং ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর, "নররূপ-ধারী দুই বিশ্বেশ্বরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, আমরা অপরাধী হইয়াছি" এই ভাবিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে স্ত্রীদিগের অলৌকিক ভক্তি এবং আপনাদিগকে সেই ভক্তিতে হীন দর্শন করিয়া, অনুতাপ-সহকারে তাঁহারা আপনাকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "আমরা অধোক্ষজের প্রতি বিমুখ; আমাদিগের ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, ব্রতে ধিক্; বহুজ্ঞতায় ধিক্, কুলে ধিক্, কর্ম্মে ধিক্, নৈপুণ্যে ধিক্। নিশ্চয়ই জানিতেছি যে, ভগবানের মায়া যোগীদিগকেও মোহিত করিয়া ফেলে। কারণ, আমরা নর-গুরু ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বার্থ বুঝিতে পারিলাম না। অহো! জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণে স্ত্রীদিগেরও ভক্তি দর্শন কর। এই ভক্তি উহাদিগের গৃহনামক মৃত্যুপাশ ছেদন করিয়াছে। ৩১—৪১। ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদিগের উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই। ইহারা গুরুকুলে বাস করে নাই; তপশ্চাচরণ করে নাই; আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করে নাই। ইহাদিগের শৌচ নাই; সন্ধ্যা-বন্দনাদি শুভ কার্য্য নাই। তথাপি যোগেশ্বরের ঈশ্বর উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে ইহাদিগের দৃঢ়া ভক্তি! আমাদিগের সংস্কারাদি আছে; কিন্তু তাদৃশ ভক্তি হইতে বিচ্যুত। নিশ্চয়ই জানিতেছি,—আমরা স্বার্থ ভুলিয়া গৃহচেষ্টায় প্রমত্ত ছিলাম; সাধুদিগের গতি ভগবান্, গোপদিগের বাক্য দ্বারা আমাদিগকে সম্প্রতি স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাহা না হইলে পূর্ণকাম, কৈবল্যাদি আশীর্ব্বাদের অধিপতি, আমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিবেন কেন? নিশ্চয় ইহা ভগবানের ছলনা মাত্র। লক্ষ্মী, পাদস্পর্শ কামনা করিয়া আপন চাপল্য-দোষ পরিহারপূর্ব্বক অন্যান্যকে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার যাঁহাকে ভজনা করেন, তাঁহার যাচ্ঞা দেখিয়া মনুষ্যদিগের কেবল বিস্ময় জন্মে। দেশ,—কাল, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম যাঁহার স্বরূপ, সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ যোগেশ্বরের ঈশ্বর বিষ্ণু, যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—আমরা শ্রবণ করিয়াছি; তথাপি এমনই মূঢ় যে, জানিতে পারিলাম না। যে অকুণ্ঠিত-মেধাশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় বুদ্ধি মোহিত হওয়াতে আমরা কর্ম্মমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছি, তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি আদ্য পুরুষ। তাঁহার মায়ায় আত্মা মোহিত হওয়াতে, আমরা তাঁহার প্রভাব বুঝিতে পারি নাই; সেই জন্য অপরাধ করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগকে তাঁহার ক্ষমা করা উচিত।" হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণ এই প্রকারে আপনাদিগের অপরাধ স্মরণ করিয়া

ব্রজ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু কংসের ভয়ে ভীত হইয়া যাইতে পারিলেন না। ৪৭—৫২।

[ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বিপ্রগণ, কংসভয়ে স্ব স্ব আশ্রমে থাকিয়াই ভগবানের পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সহিত ব্রজে বাস করিতে করিতে দেখিলেন,—গোপগণ ইন্দ্র-যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছে। সর্ব্ব-দর্শন ভগবান্ তাহার তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি বিনয়ে অবনত হইয়া নন্দপ্রভৃতি বৃদ্ধ গোপদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "পিতঃ! আপনারা কেন এত ব্যস্ত হইয়াছেন? কাহার উদ্দেশে, কিসের দ্বারা,এই যজ্ঞ সম্পন্ন করা হইবে? ইহার ফলই বা কি?—আমাকে বলুন। শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। যাঁহারা সকলকেই আত্মবৎ দর্শন করেন, সুতরাং যাঁহাদিগের নিজ ও পর জ্ঞান নাই; ভেদ-জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত যাঁহাদের অমিত্র নাই, উদাসীন নাই;—তাঁহাদিগের কোন কার্য্যই গোপনীয় নাই। আর ভেদ-জ্ঞান থাকিলেও উদাসীনকেই শত্রুর ন্যায় পরিত্যাগ করা আবশ্যক। সুহৃদ্গণ আত্মতুল্য, সেইজন্য মন্ত্রণাবিষয়ে তাহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত নহে। মনুষ্যের মধ্যে কেহ জানিয়া, আর কেহ না জানিয়া, কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যিনি জ্ঞান বশতঃ করেন, তাঁহারই কার্য্য সুসিদ্ধ হয়; যিনি অজ্ঞান-সহকারে করেন, তাঁহার কার্য্য সেরূপ সুসিদ্ধ হয় না। আপনাদিগের কর্ম্ম কি শাস্ত্র-অনুসারেই বিচার করিয়া আরব্ধ হইয়াছে? না,—লৌকিক আচারমতে অনুষ্ঠিত হইতেছে?—এই বিষয় আমাকে যুক্তির সহিত বলুন।" ১—৭। নন্দ কহিলেন, "তাত! ভগবান্ ইন্দ্র পর্জ্জন্যরূপী। মেঘ সকল তাঁহার প্রিয়তম-মূর্ত্তি। উহারা জীবগণের প্রীতি-সাধন, প্রাণ-প্রদ সলিল বর্ষণ করিয়া থাকে। বৎস! সেই মেঘ সকলের পতি যে জল বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই জলে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, আমরা তদ্দ্বারা তাঁহার যজ্ঞ করিয়া থাকি। যজ্ঞ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, মনুষ্য,—ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসিদ্ধির নিমিত্ত তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করে। পুরুষদিগের যে কোন বৃত্তি, ব্যবসায়,—বর্ষাঋতুই সেই সমুদায়ের ফলোৎপাদক। এই ধর্ম্ম বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি,—কাম, দ্বেষ, ভয় বা লোভ বশতঃ এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার কখনই মঙ্গল হয় না।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! নন্দের এবং অন্যান্য ব্রজবাসীর এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ, ইন্দ্রের প্রতি ক্রোধ জন্মাইবার নিমিত্ত পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ! জন্তু কর্ম্ম-বশেই জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মবশেই লয় পায় এবং কর্ম্মবশেই সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। আর যদি অন্যের কর্ম্মে ফলদাতা একজন ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে, তিনিও কর্ম্ম-কর্ত্তাকেই ভজনা করেন; কারণ, যে কর্ম্ম না করে, তিনি তাহাকে ফল দান করিতে পারেন না। ৮—১৪। অতএব জীবগণকে যখন কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করিতে হইতেছে, তখন তাহাদের ইন্দ্রে প্রয়োজন কি? প্রাক্তন-সংস্কারের অনুসারে মনুষ্যদিগের ভাগ্যে যাহা বিহিত হইয়াছে, তিনি তাহার কখনই অন্যথা করিতে পারেন না। মনুষ্য—স্বভাবেরই অধীন, স্বভাবেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। দেবতা, অসুর ও মনুষ্য, স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। জীব কর্ম্মবশে উচ্চ-নীচ দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মবশেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কর্ম্মবশেই শত্রু, মিত্র বা উদাসীন হইতে দেখা যায়; সুতরাং কর্ম্মই ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ, স্বকর্ম্মকারী জীব, কর্ম্মেরই পূজা করিবে। যথার্থ যাহা দ্বারা জীবিত থাকা যায়, সেই ইহার দেবতা। যেমন অসতী নারী উপপতি হইতে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ যিনি এক বস্তুর কৃপায় জীবন ধারণ করিয়া অন্য বস্তুর সেবা করেন, তিনি সে বস্তুর নিকট হইতে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ—বেদাধ্যাপন, ক্ষত্রিয়—পৃথিবী-শাসন, বৈশ্য—বার্ত্তা এবং শূদ্র—ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ১৫—২০। বার্ত্তা চারি প্রকার;—কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও কুসীদ। তন্মধ্যে আমরা গো-পালন করিয়া থাকি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—স্থিতি, সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণ। এই বিশ্ব এবং অন্যান্য জগৎ রজঃ হইতে উৎপন্ন হয়। মেঘসমূহ রজঃ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সর্ব্বত্র বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। বারি হইতে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে প্রজা জীবিত থাকে; অতএব ইন্দ্রে কি আবশ্যক? আমাদিগের পুর, জনপদ, গ্রাম, গৃহ—কিছুই নাই। আমরা বনবাসী। অতএব গোগণ ব্রাহ্মণগণ এবং পর্ব্বত,—এই সকলের উদ্দেশেই যজ্ঞ করা উচিত ইন্দ্রের যজ্ঞের নিমিত্ত যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে তদ্দ্বারাই ঐ যজ্ঞ সমাপন করুন। পায়স প্রভৃতি সূপ বিবিধরূপ পকান্ন পাক করা যাউক। সংযাব, অপূপ ও শষ্কুলী প্রস্তুত করা হউক এবং সকল গাভীকেই দোহন করা যাউক। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে হোম করুন। আপনারা তাঁহাদিগকে বহু অন্ন এবং ধেনু দক্ষিণাস্বরূপ দিউন। শ্বপা চণ্ডাল ও পতিত প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিকেও, যাহার যেরূপ প্রাপ্য, তদনুসারে উপযুক্ত অন্নদান করুন। গোদিগকে তৃণ দা এবং গিরিকে বলি দান করুন। ভোজনান্তে উত্তম অলঙ্কা ও উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং চন্দনলেপন করিয়া গো, বিপ্র অগ্নি ও পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করুন। হে পিতঃ! এই আমার মত যদি ভাল বোধ করেন, করুন। এই যজ্ঞ গো-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির এ আমারও অভীপ্সিত।" ২১—৩০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্ কালরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিয়া বাক্য বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া নন্দাদি গোপ সকল স হইলেন এবং তাঁহাকে বহুল সাধুবাদ দান করিয়া, তাঁহার কথা সারে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। স্বস্তিবাচন করাইয়া সাদ গিরি ও ব্রাহ্মণদিগকে সেই সামগ্রী উপহার দিয়া, গোদিগ তৃণদান করিলেন এবং গোধন অগ্রে লইয়া গিরি প্রদক্ষিণ করি লাগিলেন। গোপীরাও উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া উৎকৃষ্ট-বৃষভ-শকটে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিসমূহ গান করিতে করি গিরি-প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিতে লা লেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাসজনক অন্যপ্রকার রূপ ধারণ করি "আমি পর্ব্বত" এই বলিয়া রাশি রাশি বলি ভোজন করিতে আ করিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর বিশাল হইয়া উঠিল। অন ব্রজবাসীদিগের সহিত আপনিই সেই পর্ব্বতরূপী আপনাকে নম করিয়া কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! সকলে দেখ, এই পর্ব্বত মূর্ত্তি হইয়া আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন। ইনি কামর বনবাসী মনুষ্য সকল ইঁহাকে অবজ্ঞা করে, সেইজন্য ইনি তা দিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। আমরা—আপনাদিগের ও গোপগণের মঙ্গলের নিমিত্ত ইঁহাকে নমস্কার করি।" শ্রীকৃ আজ্ঞায় এই প্রকার যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়া, গোপগণ তাঁ সহিত ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন। ৩১—৩৮।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

গোবর্দ্ধন-ধারণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! নিজের পূজা ভঙ্গ হইয়াছে শুনিয়া ইন্দ্র,—কৃষ্ণাধীন নন্দাদি গোপের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া ইন্দ্রের গর্ব্ব। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সংবর্ত্তক নামক প্রলয়কারী মেঘগণকে প্রেরণ করিলেন এবং কহিলেন, "অহো! বনবাসী গোপগণের ধন-ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বের কি মাহাত্ম্য! তাহারা সামান্য মানুষ কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া দেবতার অবজ্ঞা করিল! আত্ম-স্মরণরূপা বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, অজ্ঞ ব্যক্তি, যেমন অসমর্থ—অতএব নামমাত্রে নৌকাস্বরূপ কর্ম্মময় যজ্ঞ দ্বারা ভবসাগর পার হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ গোপগণ,—বাচাল, বালক, অবিনীত, পণ্ডিতমানী, অজ্ঞ, মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া আমার অপ্রিয় আচরণ করিল! ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত এই সকল গোপই কৃষ্ণকর্ত্তৃক বৃংহিত হইয়াছে; ইহাদিগের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব দূর কর,—পশু সংহার কর। আমিও ঐরাবতে আরোহণ করিয়া মহাবেগে দেবগণের সহিত নন্দের গোষ্ঠধ্বংস করিতে অবিলম্বেই গমন করিতেছি।১—৭ শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! মেঘ সকল, ইন্দ্রের এই আজ্ঞা পাইয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইল এবং বলপূর্ব্বক বর্ষণ করিয়া নন্দ-গোকুলের, উৎপাত-উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। বিদ্যুন্মালায় উজ্জ্বলীকৃত হইয়া বজ্র দ্বারা গর্জ্জন করিতে করিতে প্রচণ্ড বায়ুগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, তাহারা জল-শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল। জলদজাল নিরন্তর স্থূণার ন্যায় স্থূল জলধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পৃথিবী জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল; তাহাতে তাহা আর নিম্নোন্নত বোধ হইল না। মহাবর্ষণ এবং মহাবায়ু দ্বারা পশু সকল কাঁপিতে লাগিল। গোপ-গোপীরাও শীতার্ত্ত হইয়া গোবিন্দের শরণাগত হইল। মস্তক ও শিশু-সন্তানদিগকে আচ্ছাদন করিয়া জল-ধারায় পীড়িত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইল। গোপগণ তাঁহার শরণ লইয়া কহিল, "হে কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! তুমিই গোকুলের নাথ। হে ভক্ত-বৎসল! কুপিত ইন্দ্র হইতে আমাদিগকে রক্ষা করা তোমরই কর্ত্তব্য।" ভগবান্ গোকুলকে শিলাবর্ষণ ও অতিবাত দ্বারা হন্যমান এবং চেতনশূন্য দেখিয়া পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন যে, উহা কুপিত ইন্দ্রের কার্য্য। তিনি ভাবিলেন, "আমরা ইন্দ্রের যজ্ঞ ভঙ্গ করাতে তিনি নাশ করিবার নিমিত্ত, অকাল-প্রবৃত্ত—অতএব অত্যুগ্র অতিবাত-সহকৃত শিলাময় জলধারা বর্ষণ করিতেছেন। আমি স্বীয় ক্ষমতায় ইহার প্রতিকার করিব। ইঁহারা মোহ বশত আপনাদিগকে লোকের ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করেন; আমি ইঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব-রূপ তম বিনাশ করিব। যে সকল দেবতার সৎভক্তি আছে, তাঁহারা গর্ব্ব বশতঃ কখন আপনাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবেন না। আমি যে অভিমান-ভঙ্গ করি, অসাধুদিগের তাহাতে বিনয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমিই গোষ্ঠের শরণ্য ও নাথ। গোষ্ঠ আমারই পরিবার। আমি আত্মযোগ দ্বারা এই গোষ্ঠ রক্ষা করিব, ইহা আমি নিশ্চয় করিলাম।" ৮—১৮। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া, বালক যেরূপ ছত্রাক ধারণ করে, সেইরূপ স্বীয় হস্তে করিয়া অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধন গিরি উত্তোলন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ গোপদিগকে কহিলেন, "হে পিতঃ! হে মাতঃ! হে ব্রজবাসিগণ! যথাসুখে গোধনের সহিত গিরিকন্দরে প্রবেশ করুন। আপনারা ভয় করিবেন না যে, আমার হস্ত হইতে পর্ব্বত পড়িয়া যাইবে। বাত এবং বৃষ্টিকেও ভয় করিবেন না। আপনাদিগের তাহা হইতে উদ্ধার করিবারই উপায় করা হইল।" কৃষ্ণের আশ্বাসে আশ্বস্ত-মনা হইয়া ব্রজবাসিগণ তাঁহার বাক্যানুসারে ধন, শকট-মণ্ডলী এবং ভৃত্য-পুরোহিতাদি উপজীবীদিগকে লইয়া যথাসুখে গিরিকন্দরে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা ও সুখেচ্ছা ত্যাগ করিয়া সাতদিন কাল পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন; মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না; ব্রজবাসী সকলেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম দর্শন করিয়া ইন্দ্রেরও অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। তিনি গর্ব্ব ও অভিমান ত্যাগ করিয়া আপন মেঘ সকলকে নিষেধ করিলেন। অনন্তর আকাশ মেঘশূন্য হইল; তাহাতে সূর্য্য প্রকাশ হইলেন। বাত ও দারুণ বর্ষণ নিবৃত্তি পাইল। তদ্দর্শনে গোবর্দ্ধনধারী শ্রীহরি, গোপদিগকে কহিলেন, "হে গোপগণ! স্ত্রী, ধন-সম্পত্তি ও বালকদিগকে লইয়া বাহির হও; ভয় নাই; বাত ও বর্ষণ থামিয়াছে, নদীর জলও কমিয়া গিয়াছে।" ১৯—২৬। তখন স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ-গোপগণ আপন আপন গোধন-সমভিব্যাহারে শকটে উপকরণ-সামগ্রী স্থাপন করিয়া অল্পে অল্পে বাহিরে আসিল। প্রভু ভগবান্ও সকলের সমক্ষে ঐ পর্ব্বতকে পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে রাখিয়া আসিলেন। ব্রজবাসী সকল প্রেমে পূর্ণ হইয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক যাহার যেরূপ উচিত, তদনুসারে তাঁহাকে আলিঙ্গনাদি করিল। গোপীরাও আনন্দে স্নেহপূর্ব্বক দধি, আতপ-তণ্ডুল ও জল দ্বারা তাঁহার পূজা এবং তাঁহার প্রতি উত্তম উত্তম আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং বলীর অগ্রগণ্য রাম স্নেহে বিহ্বল হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্বর্গে দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ আনন্দে স্তব ও তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন; শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজিতে আরম্ভ হইল এবং দেবগণের আদেশে তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতি সকল গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনুরক্ত রাখালগণে পরিবৃত হইয়া, বলরামের সহিত শ্রীহরি ব্রজধামে যাত্রা করিলেন; গোপিকারা সানন্দ-চিত্তে তাঁহার তাদৃশ হৃদয়গ্রাহী কার্য্য সকল গান করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ২৭—৩৩।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

নন্দ ও গোপগণের কথোপকথন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গোপগণ কৃষ্ণের বীর্য্য জানিত না; তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার কার্য্যসমূহ দর্শন করিয়া তাহারা বিস্মিত হইল এবং একত্র মিলিয়া কহিতে লাগিল, "কিপ্রকারে গোপ-জাতির মধ্যে এই অদ্ভুত বালক জন্মিল? এই মানব-জন্ম ত ইহার যোগ্য নহে; কারণ, ইহার যে সকল কর্ম্ম দেখিতেছি, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য। যেরূপ গজরাজ পদ্ম ধারণ করে, সেইরূপ সাত বৎসরের এই শিশু কিপ্রকারে অবলীলায় গিরিরাজ ধারণ করিল! কাল যেমন জীবের আয়ুঃশোষণ করে, সেইরূপ এই বালক নয়ন-যুগল ঈষৎ নিমীলিত করিয়া, কি প্রকারেই বা প্রাণের সহিত মহাবল-শালিনী পূতনার স্তন্যপান করিয়াছিল! তিনমাস বয়ঃক্রম কালে যখন শকটের নীচে শুইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুই পদ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছিল, তখন ইহার পাদাগ্র দ্বারা আহত হইয়া শকট কিরূপে উলটিয়া পড়িয়াছিল। এক বর্ষের হইয়া, একদিন বসিয়া আছে,—এমন সময় দৈত্য তৃণাবর্ত্ত ইহাকে হরণ করিয়া আকাশ-মার্গে উত্থিত হইয়াছিল; কিন্তু বালক তাহার কণ্ঠ ধারণ করত ব্যথিত

করিয়া উহাকে কেমন করিয়াই বা বধ করিল! আর একদিন নবনীত অপহরণ করিয়াছিল বলিয়া জননী উহাকে বন্ধন করেন; এ সেই অবস্থায় দুই অর্জ্জুন-বৃক্ষের মধ্যে গমন করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা দুই বৃক্ষকে কিপ্রকারে পাতিত করিল। ১—৭। রাম ও বালক-দিগের সহিত বনে গোচারণ করিতে করিতে বধোদ্যত শত্রু বককেই বা কিরূপে মুখ ধরিয়া বিদারণপূর্ব্বক মারিয়া ফেলিল! মারিতে বাসনা করিয়া বৎসাসুর বৎসরূপ ধরিয়া বৎসপাল-মধ্যে প্রবেশ করিলে, কেমন করিয়া তাহাকে সংহার করিয়া অবলীলাক্রমে তাহার শরীর দ্বারা কপিথ-ফল পাতন করিয়াছিল। বলরামের সহিত মিলিত হইয়া গর্দ্দভাসুর ও তাহার জ্ঞাতিগণকে নিপাতিত করিয়া কিরূপেই বা পরিপক্ক-ফল-পুরিত তালবনের মঙ্গল বিধান করিল! কি করিয়াই বা বলশালী বলরামকে দিয়া প্রলম্বকে নাশ করাইয়া, দাবাগ্নি হইতে ব্রজের পশু ও গোপদিগকে রক্ষা করিল! কি করিয়া অতি তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পকে বলপূর্ব্বক দমন ও গর্ব্বহীন করিয়া হ্রদ হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিল এবং কালিন্দী-সলিলের বিষনাশ করিল! নন্দ! তোমার বালকের প্রতি আমাদিগের সকলের দুস্ত্যজ অনুরাগ জন্মিয়াছে। ইহারও আমাদিগের প্রতি এ প্রকার স্বাভাবিক অনুরাগ কেন? কোথা এই সপ্তম-বর্ষীয় বালক; আর কোথা সেই উন্নত মহাগিরি গোবর্দ্ধন! তথাপি বালক তাহা অবলীলাক্রমে করে ধারণ করিল। হে ব্রজনাথ! তোমার বালকের প্রতি আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে।" ৮—১৪। নন্দ কহিলেন, "হে গোপগণ! আমার কথা শুন। এই বালকের প্রতি তোমাদিগের যে সন্দেহ আছে, তাহা দূর কর। গর্গ এই বালককে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি—শুন;—'ইনি যুগে যুগে শরীর-ধারণ করিয়া থাকেন। শুক্ল, রক্ত, ও পীত—ইঁহার এই তিন বর্ণ। সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে কখন বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—এইজন্য পণ্ডিতেরা ইঁহাকে শ্রীমান্ 'বাসুদেব' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তোমার এই পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ অনেক রূপ ও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তৎসমস্তই আমি জ্ঞাত নহি; লোকেও জ্ঞাত নহে। ইনি গো এবং গোকুলের আনন্দ উৎপাদন করিয়া তোমাদিগের মঙ্গল-বিধান করিবেন। তোমরা ইঁহার সাহায্যে সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবে। ১৫—১৯। হে ব্রজপতে! পূর্ব্বে দস্যুগণ সাধুদিগের পীড়া উৎপাদন করিলে এবং দেশ অরাজক হইয়া পড়িলে ইঁহা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। ইঁহার অনুগ্রহে প্রজারা সমৃদ্ধি লাভ করত দস্যুদিগকে জয় করিয়াছিলেন। যে সকল মনুষ্য এই মহাভাগে প্রেম করেন,—অসুরেরা যেমন বিষ্ণুর পক্ষীয়দিগকে অভিভূত করিতে পারে না, সেইরূপ শত্রুগণ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। অতএব নন্দ! এই কুমার—গুণ, শ্রী, কীর্ত্তি ও প্রভাবে নারায়ণের সদৃশ।' অতএব গোপগণ! ইঁহার কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই, গর্গ আমায় সাক্ষাৎ এই আদেশ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলে পর, আমি সেই অবধি কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ মনে করিয়া আসিতেছি। কারণ, কৃষ্ণ ক্লেশ নাশ করিতেছেন।" ব্রজবাসিগণ নন্দের মুখে গর্গের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময় পরিত্যাগ করিল এবং আনন্দিত হইয়া নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিল। যজ্ঞ-ভঙ্গ জন্য ক্রোধহেতু ইন্দ্র বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বজ্র, করকা ও পবন-বাতে ব্রজের গোপ, গোপাঙ্গ ও স্ত্রী সকল ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল; যিনি দয়া বশতঃ হাস্য করিয়া, বালক যেমন ছত্রাক ধারণ করে, তেমনি অবলীলাক্রমে উৎপাটনপূর্ব্বক এক হস্তে গিরি ধারণ করিয়া,—স্বয়ং যে যজ্ঞের রক্ষক, সেই ব্রজ রক্ষা করিয়াছিলেন; সেই ইন্দ্রের গর্ব্বাপহারী গোবিন্দ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ২০—২৫।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণ এবং বর্ষা হইতে ব্রজ রক্ষা করিলে, ইন্দ্র এবং গোলক হইতে সুরভি কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন। আজ্ঞাকারী পুরন্দর লজ্জিতভাবে আগমন করিয়া সূর্য্যসম-কান্তি-সম্পন্ন কিরীট দ্বারা বিজনে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিলেন। "আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর"—এই বলিয়া তাঁহার যে গর্ব্ব ছিল, অমিত-তেজা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, তাহা নাশ পাইয়া-ছিল। তিনি করযোড়ে কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভগবন্! আপনার স্বরূপে রজঃ ও তমোগুণের সত্তা নাই, সুতরাং তাহা শান্ত, একরূপ, অতএব প্রচুর-জ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ। মায়ার কার্য্য এই সংসার আপনাতে নাই; কারণ, অজ্ঞান হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব হে ঈশ্বর! লোভাদি যাহা কিছু—অজ্ঞান ও দেহ-সম্পর্ক হইতে জনিত; জীবে যাহার সদ্ভাব দর্শন করিলে, তাহাকে অজ্ঞান বলিয়া জানা যায়,—সে সকল আপনাতে কিরূপে থাকিবে? তথাপি আপনি ধর্ম্মরক্ষার জন্য ও খলের নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত দণ্ড ধারণ করিতেছেন। অতএব দণ্ডার্থই আমার এই মানভঙ্গ করিলেন। ১—৫। আপনি জগৎ-সমূহের পিতা, গুরু, অধীশ্বর এবং দুর্নিবার্য্য কাল; হিতের নিমিত্ত আপন ইচ্ছায় নানাদেহ গ্রহণপূর্ব্বক দণ্ডধারণ করিয়া,—যাঁহারা আপনাদিগকে জগতের ঈশ্বর ভাবেন, তাঁহাদিগের অভিমান নাশ করিয়া, ক্রীড়া করিয়া থাকেন। আমার ন্যায় যে সকল অজ্ঞ-ব্যক্তি আপনাকে আপনি জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান করে; তাহারা ভয়কালেও আপনাকে ভয় না পাইতে দেখিয়া, ঐ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক গর্ব্বশূন্য হয় এবং আপনার প্রতি ভক্তিস্বরূপ আর্য্যবর্ত্ম সেবা করে। অতএব আপনার চেষ্টাই খলগণের দণ্ড। আমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ছিলাম,—আপনার প্রভাব জানিতাম না; অপরাধ করিয়াছি। আমার চিত্ত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রভো! আমাকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। হে ঈশ্বর! আমার এরূপ কুবুদ্ধি যেন আর কখন না হয়। হে অধোক্ষজ! হে দেব! যাহারা স্বয়ং পৃথিবীর ভারস্বরূপ ও বহুবিভারের উৎপত্তিসাধনের হেতু সেই সেনাপতিদিগের সংহারের নিমিত্ত এবং যাঁহারা আপনার চরণ সেবা করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত আপনার পৃথিবীতে নররূপে অবতার হইয়াছে। আপনি অন্তর্যামী, অথচ সকলে বসতি করেন বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন। আপনি যাদবগণের অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—আপনাকে নমস্কার। আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-মূর্ত্তি; স্বেচ্ছাক্রমে দেহ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বাতীত ও সর্ব্ব-বীজময়;—আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! আমি অভিমানী; সুতরাং আমার ক্রোধও অতি প্রচণ্ড। যজ্ঞ নষ্ট হওয়াতে জল বর্ষণ ও বায়ু দ্বারা এই ব্রজ নাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। হে ঈশ্বর! আপনি আমার গর্ব্বনাশ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্যম ব্যর্থ হওয়াতে আমার গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে। আপনি ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা; আমি আপনার শরণ লইতে আগমন করিলাম।" ৬—১৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ইন্দ্র এইরূপে স্তুতিকীর্ত্তন করিলে পর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে তাঁহাকে কহিলেন, "ইন্দ্র! তুমি ঐশ্বর্য্যে মত্ত

মত্ত হইয়াছিলে। তুমি আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে,—এই জন্ত আমি অনুগ্রহ করিয়াই তোমার এই যজ্ঞ-ভঙ্গ করিয়াছি। লোকে ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়া আমাকে ভুলিয়া যায়। আমি যে দণ্ড হস্তে করিয়া আছি, তাহারা তাহা দেখিতে পায় না। উহার মধ্যে আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকেই সম্পত্তি হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকি। দেবেন্দ্র! এক্ষণে গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক;—আমার আজ্ঞা পালন করিবে। তোমরা গর্ব্বশূন্য ও সাবধান হইয়া স্ব স্ব পদে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিবে।" অনন্তর মনস্বিনী সুরভি আপন বংশীয়দিগের সহিত একত্রিত হইয়া, গোপরূপী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কারপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বের উৎপাদক! হে অচ্যুত! হে লোকনাথ! আপনি আমাদিগকে দেবেন্দ্রের ক্রোধজনিত ধ্বংস হইতে রক্ষা করিলেন। আপনি আমাদিগের পরম-দেবতা। অতএব হে জগৎপতে! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও সাধু-ব্যক্তি সকলের মঙ্গলের নিমিত্তই আপনি আমাদিগের ইন্দ্র হউন। ব্রহ্মা আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন; আমরা আপনাকে আমাদিগের ইন্দ্রত্বে অভিষেক করিব। হে বিশ্বাত্মন্! আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ১৪—২১। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সুরভি, ভগবান্‌কে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া স্বীয় দুগ্ধ দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। দেব-মাতৃগণের আজ্ঞা পাইয়া ইন্দ্র, দেবশ্রেষ্ঠদিগের সহিত একত্রিত হইয়া ঐরাবতের শুণ্ড দ্বারা মুক্ত আকাশ-গঙ্গার জল দ্বারা দাশার্হকে অভিষেক এবং "গোবিন্দ" বলিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন। তুম্বুরু এবং গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণ প্রভৃতি সকলে সেই স্থানে আগমন করিয়া হরির কলুষ-নাশন চরিত্র গান করিতে লাগিলেন। সুরাঙ্গনা সকল আনন্দিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। দেব-প্রধানগণ তাঁহার স্তব করিতে এবং তাঁহার উপর অদ্ভুত পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। লোকত্রয় পরম আনন্দ লাভ করিল এবং গো সকল দুগ্ধ দ্বারা ধরাতল আর্দ্র করিয়া তুলিল। যাবতীয় নদীতে নানা-রসের প্রবাহ বহিতে লাগিল; পাদপকুল মধু-ক্ষরণ করিতে লাগিল; ওষধিসমূহ বর্ষণ-ব্যতিরেকেও পক্ব হইয়া উঠিল এবং মণি সকল অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে শোভা ধারণ করিল। হে কুরুনন্দন! শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকে—এই সকল প্রাণী, স্বভাবতঃ খল হইলেও, পরস্পরের প্রতি শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। ইন্দ্র, গো-গোকুলপতি গোবিন্দকে এই প্রকারে অভিষেক করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া দেবাদি-সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন। ২২—২৮।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বরুণালয় হইতে নন্দের মোচন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গোপরাজ নন্দ একাদশীতে উপবাস করিয়া জনার্দ্দনের অর্চনা করিলেন এবং দ্বাদশীতে স্নান করিবার নিমিত্ত কালিন্দীর জলে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি আসুরী-বেলা অগ্রাহ্য করিয়া রাত্রিতে জলে অবগাহন করিয়াছিলেন,—এই নিমিত্ত বরুণের দূত এক অসুর তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বরুণের নিকট লইয়া গেল। গোপগণ তাঁহাকে না দেখিয়া 'হে রাম! হে কৃষ্ণ!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাজন্! কৃষ্ণ, পিতাকে বরুণ লইয়া গিয়াছেন,—শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরদেব ভীত গোপদিগকে অভয়দান করিলেন এবং বরুণের নিকটে গমন করিলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া লোকপাল নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং মহতী সপর্য্যা দ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিয়া কহিলেন, "প্রভো! অদ্য আমার দেহধারণ সার্থক হইল। অদ্য যথার্থই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলাম। ভগবন্! যাঁহারা আপনার চরণ সেবা করেন, তাঁহারা মোক্ষপদ লাভ করেন। অদ্য সেই জন্ম আমার সংসার-নিবৃত্তি হইল। আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী ও পূর্ণব্রহ্মরূপ। যে মায়া, ভ্রান্তি উৎপাদনের নিমিত্ত ত্রিলোক-সৃষ্টি কল্পনা করে, আপনাতে তাহার সম্ভাব নাই; অতএব আপনি যাবতীয় জীবের নিয়ন্তা;—আপনাকে নমস্কার। আমার ভৃত্য মূঢ়; তাহার কার্য্যাকার্য্য বোধ নাই। সে না জানিয়া আপনার পিতাকে আনয়ন করিয়াছে। অতএব, প্রভো! ক্ষমা করুন। হে পিতৃবৎসল গোবিন্দ! আপনার পিতা এই রহিয়াছেন,—লইয়া যাউন।" ১—৮। শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অখিলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে প্রসাদিত হইয়া, আপন পিতাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে ও নন্দকে দেখিয়া বন্ধুগণ আনন্দিত হইলেন। গোপরাজ নন্দ, বরুণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অর্চনা দর্শন করত বিস্মিত হইয়া জ্ঞাতিগণের নিকট সমস্ত উল্লেখ করিলেন। রাজন্! জ্ঞাতিগণের চিত্ত উৎসুক ছিল; তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর ভাবিয়া কহিতে লাগিলেন,—"ভগবান্ অবশ্যই আমাদিগকে তাঁহার স্বীয় সূক্ষ্ম পদে লইয়া যাইবেন।" অখিলদর্শী ভগবান্ আত্মীয়দিগের এই সঙ্কল্প জানিয়া উহা সাধন করিবার নিমিত্ত কৃপা বশতঃ চিন্তা করিলেন,—"মনুষ্য,—এই লোকে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মের যোগে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট গতিতে ভ্রমণ করিয়া আপন গতি জানিতে পারে না।" মহাকারুণিক বিভু ভগবান্ এই চিন্তা করিয়া গোপ-দিগকে প্রকৃতির পরবর্ত্তী আপন বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন করিলেন। যাঁহার কোন বাধক নাই; যিনি অজড়; যিনি অপরিচ্ছিন্ন; যিনি স্বপ্রকাশ; যিনি নিত্য এবং সমাহিত; মুনিগণ সত্ত্ব-বর্জ্জনের পর, যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন,—ভগবান্ কৃপা করিয়া প্রথমতঃ গোপদিগকে সেই ব্রহ্মরূপ দেখাইলেন। তাহার পর তাহাদিগকে ব্রহ্ম-হ্রদের নিকটে লইয়া গেলেন। তাহারা উহাতে নিমগ্ন হইয়া বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিল; অক্রুর ঐ হ্রদেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে ঐ পদ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উত্তোলন করিলে, তাঁহাকে পূর্ব্বেরই ন্যায় দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পরমানন্দে সুখী হইয়া বিবিধ বেদবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। ৯—১৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

রাস-বিহারারম্ভ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্, গোপ-কুমারীদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, "আগামিনী যামিনীতে তোমরা আমার সহিত বিহার করিতে পাইবে।" সেই শারদীয়া শোভনীয়া যামিনী সমাগত হইল। সেই সুখময়ী যামিনীতে মল্লিকা-পুষ্পসমূহ প্রস্ফুটিত হইল দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়া আশ্রয়পূর্ব্বক বিহার করিতে মানস করিলেন। গগনে শশধর সমুদিত হইলেন। নায়ক যেমন অনেক দিনের পর আগমন করিয়া কুঙ্কুমরাগে স্বীয় প্রেয়সীর মুখরঞ্জন করেন, নিশানাথ তেমনি সুখময় কর দ্বারা অরুণ-রাগে পূর্ব্বদিকের মুখরঞ্জন করিয়া জনগণের ক্লেশ-বিমোচন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী-দেবীর বদন-মণ্ডল-তুল্য শশধর অখণ্ড-মণ্ডল ও

সূষম কুঙ্কুম-রাগের ন্যায় অরুণবর্ণ হইয়া উদিত হইলেন। বনরাজি তাঁহার স্নিগ্ধ-কিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ, বামলোচনাদিগের বিমোহনকারী মধুর গীতি গান করিলেন। তৎকর্তৃক ব্রজ-কামিনীদিগের মন সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হইল। তাহারা সেই আনন্দ-দীপক গীত শ্রবণ করিয়া, আপনাদিগের উদ্যোগ পরস্পরকে না জানাইয়া, তাঁহার নিকট যাইতে লাগিল। যাইবার সময় বেগে তাহাদিগের কুন্তলমালা দুলিতে লাগিল। কোন কোন গোপী দুগ্ধদোহন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের গীত শ্রবণমাত্র স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াই সমুৎসুক ভাবে যাত্রা করিল। কেহ চুল্লীতে দুগ্ধ চাপাইয়া, কেহ কেহ বা পক্ব গোধূম-কণা না নামাইয়া গমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পরিবেশন করিতেছিল; কেহ কেহ শিশুগণকে স্তন্যপান করাইতেছিল; কেহ কেহ বা স্বামীর সেবা করিতেছিল; কিন্তু তাহারা সে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াই প্রস্থান করিল। কেহ কেহ ভোজন করিতে বসিয়াছিল; আহার সম্পূর্ণ হইতে না-হইতেই অন্নত্যাগ করিয়া গমন করিল। কেহ কেহ অনুলেপন, কেহ কেহ গাত্রমার্জ্জন, কেহ কেহ বা লোচনে অঞ্জনদান করিতেছিল;—সমাপন না করিয়াই ধাবিত হইল।' কোন কোন রমণী বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাত্রা করিল। সত্বর-গমনার্থ ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাহাদিগের বসন ও ভূষণ উর্দ্ধাধোধারণ দ্বারা স্থানত ও স্বরূপত বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইল। পিতা, পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন, তথাপি তাহারা নিবৃত্ত হইল না; কারণ, গোবিন্দ কর্তৃক তাহাদের চিত্ত অপহৃত হওয়াতে তাহারা মোহিত হইয়াছিল। অন্তঃপুর-বাসিনী, কোন কোন গোপী বাহির হইতে না পাইয়া ঈষৎনিমীলিত-লোচনে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই একমাত্র হরির প্রতি তাহাদিগের চিত্ত অনুদিন নিবিষ্ট ছিল। এক্ষণে তাঁহারই বিষয় কেবল চিন্তা করিতে লাগিল। প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহে যে সন্তাপ জন্মিল, তাহাতেই এই সমস্ত গোপিকার অশুভ ক্ষয় পাইল এবং চিন্তা-যোগে প্রাপ্ত হইয়া অচ্যুতকে আলিঙ্গন করাতেই যে সুখ-সম্ভোগ হইল, তাহাতেই তাহাদের পুণ্যেরও শেষ হইল; সুতরাং যদিও তাহাদিগের উপপতি-বোধ ছিল, তথাপি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়াতে তৎকালীন সুখ-দুঃখ দ্বারা অশেষ কর্ম্মক্ষয় করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিল। ১—১১। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনে! গোপিকারা কৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়াই জানিত; তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া তাহাদের জ্ঞান ছিল না। তবে কিরূপে তাহাদিগের সংসার বিরত হইল? তাহাদিগের বুদ্ধি ত গুণেই আসক্ত ছিল? শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! আমি পূর্ব্বে এ কথা কহিয়াছি। শিশুপাল হৃষীকেশের শত্রুতা করিয়াও যখন সিদ্ধ হইয়াছিল, তখন যাহারা তাঁহার প্রিয়া, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব। রাজন্! ভগবান্ অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও গুণের নিয়ন্তা। জনগণের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্তই তাঁহার রূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। কামই হউক, ক্রোধই হউক, ভয়ই হউক, স্নেহই হউক, ভক্তিই হউক, আর সখ্যই হউক,—ইহার একটী মাত্র দ্বারা যাঁহার চিত্ত অচ্যুতের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে, তিনি তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। তুমি,—ভগবান্, অজ, যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে এরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিও না; তাঁহা হইতে স্থাবরাদিও মুক্ত হইয়া থাকে। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ভগবান্, সেই ব্রজকামিনীদিগকে নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বাক্চাতুরীতে বিমোহিত করিয়া কহিলেন, 'হে মহাভাগা সকল! সুখে আগমন হইল ত? তোমাদিগের কি ইষ্টসাধন করিব,—বল?' ব্রজের মঙ্গল ত? তোমাদিগের আসিবার কারণ কি? ১২—১৮। এই রজনী ঘোররূপা; ইহাতে ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। হে সুমধ্যমাগণ! এস্থানে অবলাজনের অবস্থিতি করা উচিত নহে। তোমাদিগের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামী—সকলেই দেখিতে না পাইয়া তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন। বন্ধুদিগের আশঙ্কা উৎপাদন করিও না।" এতদ্বচন-শ্রবণে গোপীগণ ঈষৎ প্রণয়কোপে অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, "কুসুমিত কানন, পূর্ণিমা-শশধরের রজত-কিরণে রঞ্জিত হইয়াছে; যমুনানিলের লীলাগতি দ্বারা কম্পমান তরুপল্লব-নিকরে ইহার শোভা হইয়াছে। তোমরা যদি দেখিতে আসিয়া থাক, দেখিলে; এক্ষণে গোষ্ঠে প্রতিগমন কর,—বিলম্ব করিও না। তোমরা সতী; গৃহে গিয়া নিজ নিজ পতির সেবা কর। বৎস ও বালকগণ রোদন করিতেছে; তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাও। আর যদি আমার প্রতি স্নেহে চিত্ত বশীভূত হওয়াতেই আগমন করিয়া থাক, তাহাতেও দোষ নাই; কারণ, আমাতে যাবতীয় জন্তই প্রীত হইয়া থাকে। হে কল্যাণী সকল! অকপটে স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুগণের সেবা এবং সন্তানের পোষণই রমণীজনের পরমধর্ম্ম। অপাতকী স্বামী দুঃশীল হউন, দুর্ভগ হউন, বৃদ্ধ হউন, জড় হউন, আর নির্দ্ধনই বা হউন সদ্গতির অভিলাষিণী পত্নীর তাঁহাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য হয় না। কুল-কামিনীদিগের জারসেবন স্বর্গচ্যুতির প্রধান কারণ। ইহ অযশস্কর, তুচ্ছ, দুঃখসম্পাদ্য, ভয়াবহ এবং সর্ব্বত্র নিন্দিত। আমা নামশ্রবণ, আমাকে ধ্যান ও আমার গুণকীর্ত্তন করিলে, আমাতে যেরূপ প্রীতি জন্মে; আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ জন্মে না। অত এব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।"১৯—২৭। শ্রীশুকদেব কহিলেন—রাজন্! গোবিন্দের এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, গোপীগ ভগ্নমনোরথ ও বিষণ্ণ হইয়া দুর্ব্বার চিন্তায় নিমগ্ন হইল। শোকহেতু তাহাদিগের ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তাহাতে বিম্বাধ শুকাইয়া গেল। তাহারা গুরু-দুঃখভারে আক্রান্ত হইয়া অবনত-মু চরণ দ্বারা ভূমি-বিলিখন এবং কজ্জল-সম্পৃক্ত অশ্রুধারায় কুচতটে কুঙ্কুম ধৌত করিয়া তূষ্ণীভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। গো সকল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার নিমিত্ত অন্যান্য অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি তাহাদের অতী প্রিয়তম; এক্ষণে তাঁহার মুখে শত্রুর ন্যায় বাক্য শ্রবণ করি তাহারা ঈষৎ কুপিতা হইল;—কোপে তাহাদের কণ্ঠরোধ করিল তাহারা অশ্রুরুদ্ধ লোচন মার্জ্জনা করিয়া গদ্গদবাক্যে কহি আরম্ভ করিল,—'বিভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার উচি হয় না। আমরা সমুদায় বিষয়-বিভব পরিত্যাগ করিয়া তোম পাদমূল ভজনা করিয়াছি। হে স্বাধীন! যেরূপ দেব আদিপুরুষ-মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগ গ্রহণ কর। 'পতি, পুত্র ও বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীদিগের স্বধ হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি এই যে উপদেশ দিলে, আমরা ইহাই করি এই উপদেশ-দাতা ঈশ্বর তোমাকে সেবা করিলেই আমাদিগে পতি-পুত্রাদির সেবা করা হইবে; কারণ, তুমিই শরীরীদিগে প্রিয়তম, বন্ধু, আত্মা ও নিত্যপ্রিয়। শাস্ত্রকুশল ব্যক্তি তোমাতেই প্রেম করিয়া থাকেন। পতি-পুত্রাদি দুঃখদায় তাহাদিগকে লইয়া কি হইবে? অতএব হে পরমেশ্বর! আমাদিগে প্রতি প্রসন্ন হও। হে কমললোচন! অনেকদিন হইতে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা ছেদন করিও ন আমাদিগের যে চিত্ত, যে করযুগ এতকাল স্বচ্ছন্দে গৃহকার্য্যেই থাকিত, তুমি তাহা হরণ করিয়াছ। তোমার পাদমূল হই চরণ-যুগল একপদও চলে না। অতএব ব্রজে কি করিয়া করি? কিই বা করিব? তোমার হাস্যময় দৃষ্টি ও মধুর গী

যে মদনাগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি তোমার অধরসুধা-ধারায় তাহা সিক্ত কর। নতুবা সখে! আমরা বিরহাগ্নিতে দগ্ধ-দেহ হইয়া, ধ্যানযোগে তোমার পাদমূলের সন্নিধি প্রাপ্ত হইব। হে অম্বুজাক্ষ! তোমার পদতল কমলার আনন্দ উৎপাদন করে। হে অরণ্যজন-প্রিয়! তোমার সেই পাদতল যে অবধি স্পর্শ করিয়াছি এবং সেই অরণ্যের মধ্যে তুমি যে অবধি আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছ, সেই অবধি আমরা অন্যের নিকটে থাকিতে পারি না। ২৮—৩৬। যে কমলার কটাক্ষ লাভ করিবার নিমিত্ত অন্যান্য দেবতা সর্ব্বদা ব্যস্ত, সেই লক্ষ্মী হৃদয়ে স্থান পাইয়াও তুলসীর সহিত একত্রে ভৃত্যভুক্ত যে পাদরজ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহার ন্যায় সেই চরণরেণুর শরণাপন্ন হইলাম। অতএব হে পাপনাশক! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার উপাসনা করিব বলিয়া আগমন করিয়াছি। তোমার সুন্দর হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া আমাদিগের তীব্র কামাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে; আমরা তাহাতে তাপিত হইতেছি। হে পুরুষভূষণ! আমাদিগকে দাসী হইতে দেও। তোমার বদন সুন্দর অলকাদামে আবৃত; উহার দুই গণ্ডস্থলে দুই কুণ্ডল শোভা বিস্তার করিতেছে এবং অধরে সুধা রহিয়াছে; উহা হইতে হাস্যের সহিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তোমার দুই ভুজদণ্ড অভয় দান করে। তোমার বক্ষঃস্থল, লক্ষ্মীর একমাত্র রতিজনক। এই সকল দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইলাম। ত্রিলোকীর মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে, যে তোমার মধুর-পদরূপ অমৃতময় বেণুগীতে মোহিত হইয়া সৎপথ হইতে বিচলিত না হয়? তোমার এই ত্রৈলোক্য-মোহন রূপ নিরীক্ষণ করিয়া গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং মৃগগণেরও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। নিশ্চয় জানিতেছি,—যেরূপ আদি-পুরুষ, দেবলোকের রক্ষক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তুমি সেইরূপ ব্রজের পীড়াপহারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অতএব, হে পীড়িতের বন্ধু! আমাদিগের উত্তপ্ত স্তনমণ্ডলে ও মস্তকে তোমার করকমল দান কর; আমরা তোমার কিঙ্করী।" ৩৭—৪১। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! যোগেশ্বরের ঈশ্বর, আত্মারাম; তথাপি সেই সকল গোপীর এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক দয়া বশতঃ হাস্য করিয়া তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন। উদারকর্ম্মা অচ্যুতের হাস্য ও দন্তপঙ্‌ক্তি হইতে কুন্দকুসুমের আভা বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি, প্রিয়-দর্শন-হেতু উৎফুল্লমুখী সেই সকল গোপিকায় বেষ্টিত হইয়া, তারকামণ্ডল-পরিবৃত শশাঙ্কের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, শত-বনিতার মধ্যে যূথপতি হইয়া কখন স্বয়ং গান করত, কখন বা গান শ্রবণ করত বৈজয়ন্তী-মালা ধারণপূর্ব্বক অরণ্যানী শোভিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কালিন্দীর সেই জ্যোৎস্না-স্নাত পুলিন, শীতল বালুকা-সমূহে পরিপূর্ণ ছিল; কুমুদগন্ধি সুশীতল গন্ধবহ তথায় মন্দ মন্দ ভাবে প্রবহমাণ। শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোহর পুলিনে প্রবেশ করিয়া বাহু-প্রসারণ, আলিঙ্গন এবং কর, অলক, উরু নীবী ও স্তন স্পর্শ করিলেন; অপিচ পরিহাস, নখাগ্রপাত, ক্রীড়া, কটাক্ষবিক্ষেপ ও হাস্য দ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের মদন-উদ্বোধন করিয়া তাহাদিগকে বিহার করাইতে লাগিলেন। অনাসক্ত-চিত্ত ভগবানের নিকট এইরূপ মান লাভ করিয়া গোপিকাগণ মানিনী হইয়া উঠিল এবং আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে যাবতীয় স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ বোধ করিতে লাগিল। অচ্যুত তাহাদিগের সেই সৌভাগ্য-গর্ব্ব, অভিমান দর্শন করিয়া, উহার শান্তিবিধান করিবার ও তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবার নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। ৪২—৪৮।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বিরহবিহ্বলা গোপীদিগের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! যূথপতির অদর্শনে করিণীগণ যেমন ব্যাকুল হয়, ভগবান্ হঠাৎ অন্তর্হিত হইলে, তাঁহাকে না দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ তদ্রূপ তাপিত হইতে লাগিল। গতি, অনুরাগ, হাস্য, বিভ্রমদৃষ্টি, মনোরম আলাপ, বিলাস ও বিভ্রম দ্বারা প্রমদাগণের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে, তাহারা তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে রমাপতির বিবিধ চেষ্টা অনুকরণ করিতে লাগিল। প্রিয়ের গতি, হাস্য, বিলোকন ও আলাপাদিতে প্রিয়া সকলের মূর্ত্তি আবিষ্ট হইয়াছিল; অতএব তাহাদিগের বিহার ও বিভ্রম, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই হইল; সুতরাং সব সেই কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর "আমিই এই কৃষ্ণ" এই প্রকার কহিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে তাঁহার অন্বেষণে উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল এবং যিনি আকাশের ন্যায় প্রাণীদিগের বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই পরম-পুরুষের কথা বনস্পতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে ন্যগ্রোধ! শ্রীনন্দের নন্দন,—প্রেম ও হাস্য-বিলসিত কটাক্ষ দ্বারা আমাদিগের চিত্ত অপহৃত করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? হে কুরবক! হে অশোক! হে নাগ! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! যাঁহার হাস্য মানিনীদিগের মান হরণ করে, সেই রামানুজ কি এই দিক্ দিয়া গমন করিয়াছেন? হে কল্যাণি তুলসি! হে গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে! তোমার অতিপ্রিয় অচ্যুত অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন। তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! মাধব কি করস্পর্শ দ্বারা তোমাদিগের আনন্দ উৎপাদন করিয়া এই পথ দিয়া গমন করিয়াছেন? হে চূত! হে পিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্বু! হে অর্ক! হে বিল্ব! হে বকুল! হে আম্র! হে কদম্ব! হে নীপ! হে পরপ্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন যমুনাতীরবাসী অন্যান্য বৃক্ষ সকল! শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গমন করিয়াছেন?—তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? আমাদিগের চিত্ত শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আহা, পৃথিবি! তুমি কি তপস্যাই করিয়াছিলে! কেশবের পাদস্পর্শে তোমার আনন্দ জন্মিয়াছে; সেই জন্যই বুঝি তুমি বৃক্ষরাজি দ্বারা রোমাঞ্চিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। এই আনন্দ কি পাদস্পর্শ হইতে হইয়াছে? না,—ত্রিবিক্রমের চরণ লাভ হইতে জন্মিয়াছে? কিংবা তাহারও পূর্ব্বে বরাহের শরীর-সম্পর্কে জন্মিয়াছে? ১—১০। হে হরিণ-পত্নীগণ! আমাদিগের অচ্যুত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তোমাদিগের নয়নের তৃপ্তি দান করত প্রিয়ার সহিত কি এই স্থানে আসিয়াছিলেন? এই যে এই স্থানে কুলপতি শ্রীকৃষ্ণের—প্রিয়ার অঙ্গসম্পর্ক হেতু কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত কুন্দকুসুম-মালার গন্ধ বহির্গত হইতেছে। হে তরুগণ! কমললোচন, করে কমল-ধারণপূর্ব্বক প্রিয়ার স্কন্ধদেশে বাহু সমর্পণ করিয়া তুলসীর অলিকুল-সমভিব্যাহারে এইস্থানে বিচরণ করিতে করিতে কি প্রণয়-দৃষ্টিতে তোমাদিগের প্রণতি অভিনন্দন করিয়াছেন? সখি! এই সকল লতাকে জিজ্ঞাসা কর। ইহারা প্রিয়তমের বাহু আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই দেখা যাইতেছে,—শ্রীকৃষ্ণ নখ দ্বারা ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। অহো! সেইজন্য ইহাদিগের গাত্র পুলকিত হইয়া রহিয়াছে।" রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অতিশয় বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণাত্মিকা গোপিকাগণ এই প্রকার উন্মত্ত-বাক্য কহিতে কহিতে অবশেষে তাঁহার বিবিধ ক্রীড়া অনুকরণ

করিতে লাগিল। এক গোপী কৃষ্ণ হইল; আর এক গোপিকা পূতনা হইয়া তাহাকে স্তনপান করাইতে আরম্ভ করিল। একজন শকট হইল; অপর একজন কৃষ্ণ হইয়া তাহাকে পাদপ্রহার করিল। এক রমণী শ্রীকৃষ্ণের বাল্য অনুকরণ করিল; অন্য এক রমণী দৈত্য হইয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইল। কেহ বা গোপগণের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিল। দুই কামিনী কৃষ্ণ ও রাম হইল; কতকগুলি রমণী গোপ হইল। একজন বৎসাসুরের বেশধারিণীকে, আর একজন বকাসুরের অনুকরণকারিণীকে নিহত করিল। একজন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেণুবাদন করিতে করিতে দূরাগত গোদিগকে আহ্বান করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল; আর কতকগুলি 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ-মনস্কা কোন গোপী, অন্য এক গোপীর স্কন্ধে ভুজ-স্থাপনপূর্ব্বক বিচরণ করিতে করিতে অপর গোপীদিগকে কহিতে লাগিল,—"আমি কৃষ্ণ; কেমন মনোহর রূপে গমন করিতেছি দেখ। বাত ও বর্ষার ভয়ে ভীত হইও-না। আমি উহা হইতে রক্ষার উপায় স্থির করিয়াছি।" ১১—২০। এই কথা কহিয়া একহস্তে আপনার উত্তরীয় বসন ঊর্দ্ধে ধারণ করিল। রাজন্! এক কামিনী, আর এক কামিনীর মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক পদাঘাত করিতে করিতে কহিল, "রে দুষ্ট সর্প! প্রস্থান কর্; আমি খল-ব্যক্তিদিগের দণ্ডকর্ত্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" এক মহিলা কহিল, "হে গোপগণ! ভয়ানক দাবাগ্নি দেখ। তোমরা চক্ষু মুদ্রিত কর; আমি এখনিই তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছি।" এক কুরঙ্গনয়না ক্ষীণাঙ্গী, অন্য এক গোপী কর্ত্তৃক মাল্য দ্বারা উদূখলে বদ্ধ হইয়া ভীতের ন্যায় বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক ভয়ের অভিনয় করিতে লাগিল। গোপিকাগণ উক্ত প্রকারে পুনর্ব্বার বৃন্দাবনের তরু-লতাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনভূমিতে পরমাত্মার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। দেখিয়া কহিতে লাগিল,—"ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র ও অঙ্কুশ দেখিয়া নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে,—এই সকল পদচিহ্ন মহাত্মা শ্রীনন্দনন্দনের।" মহারাজ! অবলাগণ সেই সকল পাদচিহ্ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল,—ঐ সকল পাদচিহ্নের সহিত কামিনীর পাদচিহ্ন সকল মিশ্রিত রহিয়াছে। দেখিয়া কাতর হইয়া কহিতে লাগিল,—"এই সকল কোন্ কামিনীর পদপঙ্ক্তি! করিণীর ন্যায় কোন্ কামিনী করিসদৃশ শ্রীনন্দনন্দনের অনুসরণ করিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাহার স্কন্ধদেশে স্বীয় প্রকোষ্ঠ বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই রমণী আরাধনা দ্বারা নিশ্চয়ই ভগবান্ ঈশ্বর হরিকে তুষ্ট করিয়াছে। নতুবা শ্রীগোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নির্জ্জনে লইয়া যাইবেন কেন? হে সখীগণ! শ্রীগোবিন্দের এই সকল পদরেণু অতি পবিত্র। ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও লক্ষ্মী-দেবী পাপক্ষালনের নিমিত্ত এই সকল মস্তকে ধারণ করেন; আইস, আমরা এই সকল পুণ্যপ্রদ চরণরেণুতে স্নান করি। সেই কামিনীর এই সকল পাদচিহ্ন আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিতেছে; কারণ, সে গোপীদিগকে লুকাইয়া নির্জ্জনে অচ্যুতের অধর-পান করিতেছে। ২১—৩০। এই স্থানে তাহার পাদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে না। ইহাতেই জানা যাইতেছে, তৃণাঙ্কুর দ্বারা প্রেয়সীর সেই সুগঠন পাদতল ক্ষত হইয়াছিল বলিয়া, প্রিয় তাহাকে স্কন্ধে করিয়া গিয়াছেন। গোপী-সকল! দেখ, দেখ, কামী শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বহন করিয়া ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন; সেইজন্য এই স্থানে তাঁহার পদ সকল অধিক মগ্ন হইয়া গিয়াছে। কমলাক্ষ কুসুমের নিমিত্ত এই স্থানে কান্তাকে অবতরণ করাইয়াছিলেন। প্রিয় এই স্থানে প্রিয়ার নিমিত্ত পুষ্প-চয়ন করিতেছিলেন; দেখ, পদ্মিণীতে পদদ্বয়ের অগ্রভাগ মাত্র রাখিয়াছিলেন; সেইজন্য দুই পাদচিহ্ন অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কামী এই স্থানে কামিনীর কেশবন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিশ্চয়ই এই স্থানে বসিয়া, প্রিয়ার জন্য ঐ সকল পুষ্প চূড়ার আকারে বন্ধন করিয়াছিলেন।" শুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, আপনা-আপনিই ক্রীড়া করেন; স্ত্রীদিগের বিভ্রম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না; তথাপি কামি-পুরুষদিগের দৈন্য এবং স্ত্রীগণের দুরাত্মতা প্রদর্শন করত প্রেয়সীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঐ সকল গোপী এই প্রকারে পদ-চিহ্নাদি প্রদর্শন করিয়া বিগতচেতনের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া, যে রমণীকে বনমধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি "গোপীরা এই প্রিয়ের প্রতি অভিলাষবতী; তথাপি ইনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা করিতেছেন" এই মনে করিয়া আপনাকে সমুদায় কামিনীর শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। ৩১—৩৬। অনন্তর তিনি বন প্রদেশে গমন করিয়া গর্ব্বিত-ভাবে কেশবকে কহিলেন, "আমি চলিতে পারি না; যে স্থানে ইচ্ছা কর, তুমি আমাকে বহন করিয়া সেই স্থানে লইয়া চল।" এই কথা শুনিয়া কেশব প্রিয়াকে কহিলেন, "স্কন্ধে আরোহণ কর।" অনন্তর তিনি যেমন আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ অমনি অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন সেই কামিনী অনুতাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হা নাথ! হা প্রিয়তম! হা রমণ! হা মহাবাহো! কোথায় রহিলে? সখে! আমি দুঃখিনী; তোমার কিঙ্করী। তুমি কোথায় আছ, আমাকে দেখা দাও।" মহারাজ! এদিকে গোপী সকল, ভগবানের পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল,—তাহাদিগের সখী প্রিয়-বিচ্ছেদে মোহিত ও দুঃখিত হইয়া নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার মুখে, মাধবের নিকট হইতে মানলাভ এবং দুরাত্মতাহেতু অবমাননা-প্রাপ্তি শ্রবণ করিয়া, তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহার পর যত-ক্ষণ জ্যোৎস্না রহিল, ততক্ষণ বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শেষে অন্ধকার উপস্থিত হইল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু কাহারই গৃহ মনে পড়িল না। কারণ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ই আলাপ করিত, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কার্য্য করিত এবং শ্রীকৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং সকলে তাঁহারই গুণ সকল গান করিতেছিল। এইরূপে তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার যমুনাপুলিনে আগমন করিল এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমনে অভিলাষিণী হইয়া সকলে একত্রে তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল। ৩৭—৪৪।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

গোপীগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণাগমন-প্রার্থনা।

গোপীগণ কহিল, 'হে কান্ত! তোমার জন্ম দ্বারা আমাদের ব্রজমণ্ডল সাতিশয় উৎকর্ষশালী হইয়াছে এবং লক্ষ্মী ইহাকে ভূষিত করিয়া ইহাতে নিরন্তর বাস করিতেছেন। ইহাতে ব্রজের সকলেই সুখী। কিন্তু নাথ! যাহারা তোমারই নিমিত্ত প্রাণ-ধারণ করিতেছে, সেই তোমার অনুরাগিণীরা তোমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্থানে দিকে দিকে তোমার অন্বেষণ করিতেছে। অতএব আমাদিগের নয়নপথে আবির্ভূত হও। হে সুরতনাথ! হে বরদেশ্বর! তোমার চক্ষু, শরৎকালীন সুজাত সুন্দর সরোজের অভ্যন্তর-কান্তি হরণ করিয়াছে; আমরা তোমার বিনা-বেতনের কিঙ্করী, তুমি আমাদিগকে ঐ চক্ষু দ্বারা আঘাত

করিয়াছ, তাহাতে কি বধ করা হয় না? হে শ্রেষ্ঠ! তুমি আমাদিগকে—বিষ-জল-পান-জন্য নাশ, অঘাসুর, বর্ষা-বাত, বজ্রপাত অগ্নি, বৃষভাসুর, ব্যোমাসুর এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ভয় হইতে বারংবার রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে তবে উপেক্ষা করিতেছ কেন? তুমি যশোদার নন্দন নহ; যাবতীয় প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী। তুমি ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বের পালনের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমরা তোমার ভক্ত; অতএব আমাদের প্রার্থনা পূরণ কর। হে যদুকুল-ধুরন্ধর! যাঁহারা সংসারভয়ে তোমার চরণে শরণ লন, তোমার করপদ্ম তাঁহাদিগকে অভয় দান করিয়া অভিলাষ পূরণ করে। ঐ করকমল, কমলার হস্তধারণ করিয়া থাকে। তুমি আমাদিগের মস্তকে ঐ করপদ্ম দান কর। হে ব্রজবাসীদিগের আর্তিহর! হে বীর! তোমার হাস্য, তোমার ভক্তজনের গর্ব্বনাশ করে। হে সখে! আমরা তোমার দাসী, তুমি আমাদিগকে ভজনা কর,—এই রমণীদিগকে মনোহর বদন-কমল প্রদর্শন কর।* তোমার পাদপদ্ম,—প্রণত-দেহীর পাপনাশ এবং পশুদিগেরও অনুগমন করে। লক্ষ্মী উহাঁতে বাস করিতেছেন; তুমি ফণীর ফণায় উহা অর্পণ করিয়াছিলে। এক্ষণে আমাদিগের কুচতটে দান করিয়া অনঙ্গ-ব্যথা অপহরণ কর। হে কমল-লোচন! আমরা তোমরা কিঙ্করী; মধুর-পদ-গ্রথিত পণ্ডিতগণেরও হৃদয়গ্রাহী বাক্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, অধর-সুধা দ্বারা আমাদিগকে পুনরুজ্জীবিত কর। পৃথিবীতে যাঁহারা,—তপ্তজনের জীবন-প্রদ, কবিগণ কর্তৃক স্তুত, কাম ও কর্ম্ম নিবারক, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলসাধক, ত্বদীয় স্নিগ্ধ কথামৃত সবিস্তারে উচ্চারণ করেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে অনেক দান করিয়াছিলেন। ১—৯। হে প্রিয়! হে কপট! যাহা চিন্তা করিলে মঙ্গল হয়, তোমার সেই হাস্য, সেই প্রেম-রঞ্জিত কটাক্ষ, সেই বিহার এবং সেই হৃদয়-গ্রাহিণী নিভৃত-সঙ্কেত-ক্রীড়া স্মরণ করিয়া আমাদিগের চিত্ত ক্ষুভিত হইতেছে। হে কান্ত! হে নাথ! যখন তুমি পশুচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, তখন তোমার কমলবৎ কোমল চরণ,—কঙ্কর ও তৃণাঙ্কুর হইতে যাতনা পাইবে, এই চিন্তায় আমাদিগের মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। হে বীর! দিনশেষে তুমি যখন ধেনু লইয়া ফিরিয়া আইস; তখন নিবিড় ধূলিপটলে ধূসরিত নীলবর্ণ কুন্তলে আবৃত বদন-কমল প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের মনে মদনপীড়া উজ্জীবিত করিয়া দাও, কিন্তু কিছুতেই সঙ্গ দাও না; ইহাতে তোমাকে কপট বলিব না ত কি বলিব? হে রমণ! হে আর্তিহর! তোমার ঐ চরণ-কমল,—প্রণত-জনের অভিলাষপূরক, লক্ষ্মীর করকমল দ্বারা সেবিত, পৃথিবীর ভূষণ, আপৎকালে চিন্তনীয়, সেবাকালেও সুখ-প্রদ; এক্ষণে উহা আমাদিগের স্তনতটে প্রদান কর। তোমার অধরামৃত,—সুরত-বর্দ্ধন ও শোকনাশন; শব্দায়মান বেণু সুন্দররূপে উহা চুম্বন করিয়া থাকে। ঐ অধরামৃতে মানবগণের সার্ব্বভৌমাদি সুখেচ্ছাও বিস্মরণ হয়। তুমি আমাদিগকে সেই অধরসুধা বিতরণ কর। ১০—১৪। দিবসে যখন তুমি বৃন্দাবনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া লোকের ক্ষণার্দ্ধ কালকেও যুগ বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর দিনান্তে তুমি প্রত্যাগত হইলে কোথায় তোমার কুটিল-কুন্তল-শোভিত বদন অনিমিষ-নয়নে প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করিব,—তাহাও হয় না;—এই ব্রহ্মা আমাদিগের চক্ষুর পক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন। হে অচ্যুত! তুমি গীতের গতি অবগত আছ; তোমার উচ্চ-গীতে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও বান্ধবদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। হে শঠ! রাত্রিকালে শরণাগতা কামিনীদিগকে তুমি ভিন্ন আর কে পরিত্যাগ করিতে পারে? তোমার কামোৎপাদিনী নিভৃত-সঙ্কেত-ক্রীড়া, সহাস্য বদন, সপ্রেম কটাক্ষ এবং লক্ষ্মীর আবাসভূত বিশাল বক্ষঃস্থল দেখিয়া আমাদিগের অত্যন্ত স্পৃহা জন্মে,—মন তাহাতে বারংবার মুগ্ধ হয়। সখে! তোমার আবির্ভাব ব্রজ-বনবাসীদিগের দুঃখনাশক এবং অখিল-মঙ্গল-স্বরূপ। তোমার সঙ্গাকাঙ্ক্ষায় আমাদিগের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। যাহা তোমার নিজ জনগণের হৃদ্রোগ নাশ করে, কার্পণ্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে সেই ঔষধ কিঞ্চিৎ দান কর। হে প্রিয়! তুমিই আমাদিগের জীবন; পাছে ব্যথা লাগে,—এই আশঙ্কায় আমরা তোমার যে চরণ-কমল আমাদিগের কঠিন কুচতটে সন্তর্পণে ধারণ করি, তুমি সেই পাদপদ্ম দ্বারা কাননে ভ্রমণ করিতেছ। সূক্ষ্ম পাষাণাদি হইতে কি উহার ব্যথা হইতেছে না?—এই ভাবিয়া আমাদিগের হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে।" ১৫—১৯।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গোপিকাগণ, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লালসায় এই প্রকারে গান ও বহু প্রকার বিলাপ করিতে করিতে সুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে—এমন সময় হাস্য-বদন, পীতাম্বর, বনমালী, সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথরূপী শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের নিকট আবির্ভূত হইলেন। প্রিয়তমকে সম্মুখে দেখিয়া গোপীরা আনন্দিত হইল; তাহাদের নয়ন-কমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রাণ ফিরিয়া আসিলে হস্ত-পদাদি যেমন নড়িয়া উঠে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণাগমে যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া সকলে একেবারে উত্থিত হইল। কোন গোপী আনন্দে যদু-নন্দনের করকমল করপুটে ধারণ করিল। কেহ তাঁহার চন্দন-চর্চ্চিত বাহু, স্কন্ধদেশে অর্পণ করিল। কোন রমণী চর্ব্বিত তাম্বূল অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিল। কোন বিরহ-সন্তপ্তা গোপবালা তাঁহার পাদযুগল লইয়া স্বীয় স্তনযুগে রাখিল। আর এক অবলা প্রণয়কোপে বিহ্বল হইয়া ভ্রূকুটী বিরচনপূর্ব্বক ওষ্ঠাধর দংশন করিতে করিতে তীব্র কটাক্ষ-বিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কামিনী অনিমিষ লোচনযুগলে তাঁহার আনন-কমল বারংবার মনের সাধে পান করিতে লাগিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চরণ-দর্শনে সাধুদিগের যেমন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ সেই অবলার কিছুতেই পিপাসা-শান্তি হইল না। কোন মহিলা নেত্রমার্গ দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে লইয়া গিয়া, নেত্রদ্বয় নিমীলন করিল এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুলকিত-শরীরা ও আনন্দময়ী হইয়া যোগীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাজন্! যেমন মুমুক্ষু-ব্যক্তিরা ঈশ্বরপ্রাপ্ত হইয়া সংসার-তাপ মোচন করে, সেইরূপ কেশব-দর্শন-জন্য পরমানন্দে সুখী হইয়া, গোপিকারা সকলেই বিরহ-জন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিল। তাত! ভগবান্ অচ্যুত, বিধূতপাপা সেই সকল গোপিকায় পরিবৃত হইয়া, সত্বাদি গুণ দ্বারা সেবিত পরমাত্মার ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১—১০। মদন-মোহন সেই সকল গোপিকাকে লইয়া কালিন্দীর সুখকর পুলিনে গমনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ পুলিনে, অলিকুল, বিকাশোন্মুখ

---

* এই অনুবাদটি টীকাকারের মতে করা হইয়াছে। ইহার আর একটি উত্তম অনুবাদ এই,—হে আত্মীয়! তোমার হাস্য রমণীগণের গর্ব্বনাশক। * * * আমাদিগকে ভজনা কর এবং স্বীয় মনোহর বদন-কমল প্রদর্শন কর।

কুন্দ-মন্দারের সংসর্গে সুরভিত সমীরণে চালিত হইতেছিল; শরচ্চন্দ্রের কিরণজালে উহার নৈশ অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল এবং কালিন্দী, তরঙ্গরূপ কর দ্বারা উহাতে কোমল বালুকা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপিকাগণের মনোব্যথা নাশ পাইল। শ্রুতিসমূহ যেমন কর্ম্মকাণ্ডে পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া কর্ম্মের অনুগমনপূর্ব্বক যেন অপূর্ণকামের ন্যায় থাকে; পরে জ্ঞানকাণ্ডে পরমেশ্বরকে দেখিয়া, আহ্লাদে পূর্ণকাম হইয়া কামানুবন্ধ পরিত্যাগ করে; শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপকামিনী সকলের কাম সেইরূপ পূর্ণ হইল। তাহারা কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিত স্ব স্ব উত্তরীয় বসন দ্বারা অন্তর্যামী ভগবানের আসন রচনা করিয়া দিল। যোগীশ্বরের হৃদয়ে যাঁহার আসন বিস্তৃত আছে, আজি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপী-সভা-গত হইয়া তাহাদিগের কল্পিত সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ত্রৈলোক্যে যত শোভা আছে, তিনি তত শোভার একমাত্র স্থানভূত শরীর ধারণ করিয়া গোপী-মণ্ডলীর মধ্যে সম্মানিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। গোপিকারা হাস্য-সম্বলিত লীলা-কটাক্ষ-বিভ্রম-শোভিত ভ্রূ এবং অঙ্কস্থাপিত-কর-চরণ-মর্দ্দন দ্বারা সেই অনঙ্গোদ্দীপক গোবিন্দের সম্মাননা করিয়া ঈষৎ কুপিত ভাবে কহিতে আরম্ভ করিল,—'শ্রীকৃষ্ণ! কোন্ ব্যক্তি একজন ভজনা করিলে পর, তাহাকে ভজনা করেন? কোন্ ব্যক্তি ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তিই বা উভয়ের কাহাকেও ভজনা করেন না? সখে! এ কিরূপ? আমাদিগকে বল।' ১১—১৬। শ্রীভগবান্ কহিলেন, "হে সখীগণ! যাঁহারা স্বার্থসাধন করিতে সচেষ্ট, তাঁহারাই পরস্পর ভজনা করিয়া থাকেন। তাহাতে ধর্ম্ম বা সৌহার্দ্দ নাই; স্বার্থই তাহার উদ্দেশ্য,—তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু যাহারা ভজনা করে না, যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগকে ভজনা করেন, পিতামাতার ন্যায় তাঁহারা দুই প্রকার;—এক দয়ালু; দ্বিতীয় স্নেহময়। উক্ত ভজনা দ্বারা দয়ালু ব্যক্তিরা নিষ্কৃতি-ধর্ম্ম এবং স্নেহময় ব্যক্তিরা সৌহৃদ্য লাভ করিয়া থাকে। এস্থলে অনিন্দিত ধর্ম্ম ও সৌহার্দ্দ—দুইই আছে। যাঁহারা আত্মারাম, আপ্ত-কাম, অকৃতজ্ঞ, বা গুরু-দ্রোহী, তাঁহারা—যাহারা ভজনা না করে, তাহাদিগের কথা দূরে থাকুক, যাহারা ভজনা করে, তাহাদিগকেও ভজনা করেন না। হে সখীগণ! আমি কিন্তু,—যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেও ভজনা করি না। কেননা, তাহা হইলে তাঁহারা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিতে থাকিবেন। যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া, যদি সেই ধন হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই ধনেরই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অন্য চিন্তা ভুলিয়া যায়। হে অবলা সকল! এইরূপ তোমরাও আমার নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া লোক ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়াছ; তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিবে, এইজন্য আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম; অথচ তোমরা না দেখিতে পাও, এইরূপে তোমাদিগকেই ভজনা করিয়াছিলাম। অতএব, হে প্রিয়া সকল! প্রিয়ের প্রতি দোষারোপ করা তোমাদিগের উচিত নহে। তোমারা দৃঢ়তর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার সহিত মিলিত হইলে। এই মিলনের কিছুতেই নিন্দা করা যাইতে পারে না। আমি দেবতার পরমায়ু পাইলেও তোমাদিগের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না! অতএব তোমাদিগের সুশীলতা দ্বারাই আমি ঋণী হইলাম;—প্রত্যুপকার দ্বারা হইতে পারিলাম না।" ১৭—২২।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সাতিশয় কোমলচিত্তা গোপিকা-গণ ভগবানের এই প্রকার সান্ত্বনা-বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পূর্ণকামা হইয়া বিরহজন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিল এবং তাহারা পরমানন্দে পরস্পর বাহু দ্বারা বাহুবন্ধন করিল। শ্রীগোবিন্দ সেই সকল স্ত্রীরত্নে বেষ্টিত হইয়া রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। তিনি রাসোৎসব আরম্ভ হইলে গোপী-মণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, দুই-দুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপিকাদিগের কণ্ঠধারণ করিলেন। তাহাতে প্রত্যেক গোপিকা মনে করিতে লাগিল,—"শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে রহিয়াছেন।" রাস আরম্ভ হইবামাত্র নভোমণ্ডলে দেবতাবৃন্দ সস্ত্রীক সমাগত হইলে, তাঁহাদের বিমান-সমূহে গগন পরিব্যাপ্ত হইল। আকাশ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে আরম্ভ করিল এবং সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশোগানে প্রবৃত্ত হইল। রাসমণ্ডলে প্রিয়-সঙ্গতা কামিনীদিগের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গোপিকার মধ্যে স্বর্ণবর্ণ মণিগণে মণ্ডিত মরকত-মণির ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। পদন্যাস, ভুজকম্পন, সহাস্য ভ্রূবিলাস, বঙ্কিম-কটিতট-কম্পিত-কুচমণ্ডল, বিস্রস্ত বসন এবং গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডল দ্বারা কৃষ্ণকামিনীদিগের বদনকমল ঘর্ম্মে আপ্লুত হইল তাহাদিগের কবরী ও কাঞ্চী শ্লথ হইয়া পড়িল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণে গুণগান করিতে করিতে মেঘচক্রে তড়িন্মালার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। নানারাগে রঞ্জিতকণ্ঠী গোপীগণ নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে আনন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিল সেই গানে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে সকল স্বর যেপ্রকার আলাপ করিতেছিলেন, গোপীগণ, তাহাদের সমবেত গীত সকলের সহিত না মিলিয়া বিবিধ প্রকারে স্বয়ং আলাপ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে আনন্দিত হইয়া সাদরে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া তাহার প্রশংসা করিলেন। গোপী সেই স্বরালাপকে ধ্রুবতালে পরিণত করিয়া গান করিতে লাগিল। শ্রীনন্দ-নন্দন তাহা যথেষ্ট সমাদর করিলেন। রাসে পরিশ্রান্ত হওয়াতে, কোন গোপী বলয় ও মল্লিকা শ্লথ হইয়া পড়িল। সে বাহু দ্বারা পার্শ্বস্থ মাধবের স্কন্ধ ধারণ করিল। ১—১০। এক গোপী—গলদেশে বেষ্টিত উৎপলের ন্যায় সুগন্ধি, চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীকৃষ্ণের করকমল আঘ্রাণপূর্ব্বক রোমাঞ্চিত হইয়া চুম্বন করিল। নৃত্য করিতে করিতে কামিনী কূলের কুণ্ডল দুলিতে লাগিল। সেই কুণ্ডলের আভায় ভগবানের গণ্ডস্থল শোভিত হইল। কোন গোপী নিজের গণ্ডস্থল ভগবানের তাদৃশ গণ্ডস্থলে যোজনা করিল; তিনি তাহাকে চর্ব্বিত তাম্বূল দান করিলেন। আর এক গোপী গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিল তাহার দুই পাদের নূপুর ও মেখলা বাজিতে লাগিল। সে শ্রমশেষে শ্রান্ত হইয়া পার্শ্বস্থ অচ্যুতের মঙ্গলকর করকমল স্তনযুগে স্থাপন করিল। গোপিকাগণ কমলার একান্ত বল্লভ; কান্ত অচ্যুতকে প্রাপ্ত এবং তাঁহার বাহু দ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হইয়া গান করিতে করিতে বিহার করিতে আরম্ভ করিল। ভ্রমরগণ রাস-সভায় গান করিতেছিল; গোপী সকল সেই সভায় বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণী বাদ্যের সহিত যখন ভগবানের সমভিব্যাহারে নৃত্য করিতে লাগিল, তখন কর্ণোৎপল, অলক-ভূষিত কপোল ও ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা তাহাদিগের বদন-মণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল এবং তাহাদিগের চঞ্চল কেশ হইতে মালা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। রাজন্! বালক যেমন আপনার প্রতিবিম্ব লইয়া ক্রীড়া ক

তেমনি ভগবান্ রমাপতি এই প্রকারে আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধ কটাক্ষ-বিক্ষেপ এবং উদ্দাম-বিলাস ও হাস্য দ্বারা ব্রজ-সুন্দরীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গসঙ্গ হইতে যে নিরতিশয় আনন্দ জন্মিল, তাহাতে ব্রজাঙ্গনাদিগের ইন্দ্রিয় সকল আকুল হইয়া পড়িল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তাহারা,—ভ্রষ্ট মালা, আভরণ; কেশ, দুকূল বা কুচপট্টিকা সকল পূর্ব্বের ন্যায় যথাবৎ ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। শ্রীকৃষ্ণের বিহার-দর্শনে খেচর-কামিনীরা স্মরশরে পীড়িত হইয়া মুগ্ধ হইলেন। চন্দ্রমাও তারকাগণের সহিত বিস্মিত হইলেন; বিস্মিত হইয়া নিজ গতি ভুলিয়া গেলেন, সুতরাং রজনী দীর্ঘ হইয়া উঠিল এবং বিহারও অনেকক্ষণ ধরিয়া হইল। ১১—১৮। ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও, যতগুলি গোপী, লীলাক্রমে আপনাকে ততগুলি করিয়া, তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রাজন্! অনেকক্ষণ ক্রীড়া করিয়া যখন তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন সেই দয়ালু ভগবান্ প্রেমবশে শুভ-হস্ত দ্বারা তাহাদিগের মুখকমল মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার নখস্পর্শে গোপীদিগের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল; তাহারা প্রভাশালী স্বর্ণকুণ্ডল ও তাহার দীপ্তি-মণ্ডিত গণ্ডদ্বয়ের শোভা এবং শুভ হাস্য ও কটাক্ষ-বিক্ষেপ দ্বারা ভগবানের সম্মাননা করিয়া, তাঁহার কীর্ত্তিবিচয় গান করিতে লাগিল। অবশেষে ভগবান্, করিণীগণে পরিবৃত, ভগ্নসেতু, শ্রান্ত গজরাজের ন্যায় শ্রমনাশ করিবার নিমিত্ত সেই সকল গোপিকার সহিত সলিলে অবতরণ করিলেন। অঙ্গসঙ্গ দ্বারা মর্দ্দিত, অতএব কুচকুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত মালার গন্ধর্ব্বপতিতুল্য মধুকরগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। রাজন্! জলের মধ্যে যুবতী সকল হাসিতে হাসিতে, প্রেম-সহকারে চারিদিক্ হইতে জলপ্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিল এবং দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও, গজরাজের লীলা ধারণপূর্ব্বক এইরূপে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রমর ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া, করিণীগণ-সমভিব্যাহারী মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায়, উপবনে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্থলজ ও জলজ পুষ্পের গন্ধবাহী সমীরণ ঐ উপবনের দিগন্তে প্রবাহিত হইতেছিল। মহারাজ! সত্যসঙ্কল্প, অনুরাগিণী-রমণী-মণ্ডলে পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে শুক্র রুদ্ধ রাখিয়া, নিশাকর-কর-শোভিত এবং কাব্যে যে সমস্ত শরৎকালীন রসের কথা কথিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত রসের আশ্রয়ী-ভূত নিশা সকল উক্ত প্রকারে সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯—২৫। রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের দণ্ড-বিধান করিবার নিমিত্তই জগদীশ্বর ভগবান্ অবনীতে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মন্! তিনি ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে পরদার-সম্ভোগরূপ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? যদুপতি আপ্তকাম; তথাপি তাঁহার এরূপ নিন্দনীয় আচরণের অভিপ্রায় কি? আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ঈশ্বরদিগের ধর্ম্মাতিক্রম এবং সাহস দেখা গিয়াছে। তেজস্বীদিগের তাহাতে দোষ হয় না। অগ্নি যেমন সকলই ভোজন করিয়া থাকেন, তেমনি ঈশ্বরের কোন বিষয়ে দোষস্পর্শ সম্ভবে না। যাঁহারা ঈশ্বর নহেন, তাঁহারা কখনও এতাদৃশ আচরণ করিবেন না; রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি মূঢ়তা-বশতঃ বিষপান করিলেই মরিয়া যাইবেন। ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য। আচরণও কখন কখন সত্য। অতএব তাঁহারা যাহা বলেন,—যাঁহাদিগের বুদ্ধি আছে,—তাঁহারা তাহাই করিবেন। প্রভো! এই সকল ব্যক্তির অহঙ্কার নাই,—মঙ্গলানু- [illegible] ইঁহাদিগের কোন অর্থের সম্ভাবনা নাই; অমঙ্গল-আচরণ হইতে অনর্থেরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যিনি তির্য্যক্, মর্ত্ত্য ও দেবতা প্রভৃতি নিখিল জীবের ঈশ্বর, যিনি যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি,—তাঁহার কুশলাকুশল সম্ভাবনা কোথায়? ২৬—৩৩। যাঁহার চরণারবিন্দের সেবক পরিতৃপ্ত ভক্তগণ এবং জ্ঞানিগণও যোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধ দূর করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন,—আর কখনও সংসারে বদ্ধ হন না; তিনি স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করেন, তাঁহার বন্ধ কিরূপে হইতে পারে? যিনি গোপীদিগের, গোপীর স্বামীদিগের এবং যাবতীয় দেহীর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন; তিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, তিনিই ক্রীড়াচ্ছলে দেহধারণ করিয়াছিলেন। জীবের মঙ্গল-সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি মনুষ্য-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ঐরূপ বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন; জীব ঐ সকল কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারিবে। রাজন্! ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে নাই; কারণ, তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহারা মনে করিত,—তাহাদিগের স্ব স্ব পত্নী, তাহাদিগেরই পার্শ্বে অবস্থিত আছে। অনন্তর ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ-প্রিয়া গোপীগণ, বাসুদেবের আদেশ পাইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। যিনি ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকথা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ ও বর্ণন করিবেন, তিনি ত্বরায় ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া, ধীর-চিত্তে অবিলম্বে কাম-রূপ মানসিক পীড়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন। ৩৪—৩৯।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সুদর্শন-মোচন ও শঙ্খচূড়-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! কোন সময়ে দেবযাত্রা উপস্থিত হইলে, গোপগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বৃষভযুক্ত শকটে আরোহণ-পূর্ব্বক উপবনে গমন করিল। তথায় সরস্বতীতে স্নান করিয়া বিবিধ উপকরণ দ্বারা ভক্তি-সহকারে দেবদেব পশুপতির এবং শ্রীমতী অম্বিকাদেবীর পূজা করিল। "দেব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন" এই মানসে সকলেই সাদরে বহু ব্রাহ্মণদিগকে গাভী, সুবর্ণ, বসন এবং সুমিষ্ট মধু-মিশ্রিত অন্ন দান করিতে লাগিল। নন্দ ও সুনন্দাদি মহাভাগ গোপগণ জলমাত্র পান করিয়া উপবাস করিয়া রহিলেন এবং ব্রত-ধারণপূর্ব্বক সেই রাত্রি সরস্বতী-নদীর তীরে বাস করিলেন। নন্দ বনমধ্যে শুইয়া আছেন,—এমন সময়ে একটা মহাসর্প ক্ষুধিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিল। সর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইতে না হইতে "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করিতেছে; আমার জীবন বিপন্ন; বৎস! আমাকে উদ্ধার কর" এই বলিয়া মহা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকারধ্বনি শ্রবণে গোপালগণ সহসা গাত্রোত্থান করিল এবং তাঁহাকে সর্পগ্রস্ত দেখিয়া বিভ্রান্তচিত্তে মশাল দ্বারা উহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। ভুজঙ্গম, প্রজ্বলিত অঙ্গার দ্বারা দহ্যমান হইয়াও তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। অনন্তর ভক্তের পতি ভগবান্ আসিয়া সর্পকে চরণপ্রহার করিলেন। ভগবানের শ্রীচরণ-স্পর্শে অশুভ বিদূরিত হওয়াতে সর্প স্বদেহ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাধর-বন্দিত পরম মনোহর শ্রীমান দেহ ধারণ করিল এবং তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ১—৯। হৃষীকেশ সেই স্বর্ণমালাধারী পুরুষকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কে, উত্তম দীপ্তি ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছ? তুমি অদ্ভুত-দর্শন। কি প্রকারেই বা অবশ হইয়া এইরূপ নিন্দিত-গতি

প্রাপ্ত হইয়াছিলে?" সর্প কহিল, "প্রভো। আমি এক গন্ধর্ব্ব; কমলার কৃপা এবং নিজ রূপ-সম্পত্তি হেতু আমি সুদর্শন নামে প্রসিদ্ধ ছিলাম। একদা নিজরূপে গর্ব্বিত হইয়া বিমানারোহণে দিগ্মণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে অঙ্গিরো-বংশসম্ভূত বিরূপ মুনিগণকে উপহাস করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা অভিশাপ দেওয়াতে আমি সর্পযোনি প্রাপ্ত হই। সেই দয়ালু ঋষিগণ আমার প্রতি কৃপা করিয়াই আমাকে শাপ দিয়াছিলেন; সেইজন্যই আজ আপনার ত্রিলোক-বন্দিত চরণ স্পর্শ করিতে আসিলাম। ত্রিলোকনাথ! আপনার শ্রীচরণ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া, আমার সকল অশুভ দূর হইল। হে দুঃখনাশন! ভবভয়-ভঞ্জন! এক্ষণে আদেশ করুন,—আমি নিজ পুরে গমন করি। হে মহাযোগিন্! হে মহাপুরুষ! আমি প্রপন্ন। হে দেব! হে সর্ব্বলোকেশ্বরের প্রভু! আমাকে অনুজ্ঞা করুন। হে অচ্যুত! আপনাকে দেখিবামাত্র আমি ব্রহ্মদণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া লোকে শ্রোতাদিগকে ও আপনাকে তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে, তখন তাঁহার পাদ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া যে, সে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?" ১০—১৭। রাজন্! সুদর্শন এইরূপে অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। শ্রীনন্দেরও বিপদ্ দূর হইল: ব্রজবাসিগণ, কৃষ্ণের অসাধারণ বৈভব দর্শনে বিস্মিত হইল এবং সেই স্থানে ব্রত সমাপন করিয়া সাদরে সেই কথা কহিতে কহিতে পুনর্ব্বার ব্রজে আসিল। কিয়দ্দিনানন্তর অদ্ভুতদর্শন রাম ও কৃষ্ণ, রজনীতে বনে ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সুন্দর অলঙ্কার, অনুলেপন, মাল্য ও নির্ম্মল বসন দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন। কামিনীগণ তদ্গতপ্রাণা হইয়া সুললিত-স্বরে তাঁহাদিগের গুণগান করিতে লাগিল। তখন রজনীর প্রথম যাম। চন্দ্রমা ও তারকা-মণ্ডলে আকাশ অলঙ্কৃত এবং কুমুদগন্ধি সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছিল। রাম-কৃষ্ণ সেই নিশারম্ভের সম্মান করিলেন। দুই জনে এককালে সমগ্র স্বরের মূর্চ্ছনা করিয়া, যেরূপে প্রাণিগণের মন ও কর্ণের তুষ্টি জন্মে, সেইরূপে গান করিতে লাগিলেন। সেই মনোহর গীত শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণের দেহ হইতে অজ্ঞাতসারে দুকূল এবং কেশ হইতে মালা খসিয়া পড়িল। ১৮—২৪। রাম-কৃষ্ণ প্রমত্তের ন্যায় হইয়া এইরূপে স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতেছেন,—এমন সময়ে শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত কুবেরের অনুচর তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার সম্মুখে তাঁহাদের একান্ত অনুগতা সেই অবলাদিগকে হঠাৎ নিঃশঙ্কচিত্তে উত্তরদিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। মহিলারা "হে কৃষ্ণ! হে রাম!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন রাম-কৃষ্ণ শার্দ্দূল-গ্রস্তা গাভী-সদৃশী সেই সমস্ত বিপন্না গোপিকা-দিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দুর্ব্বৃত্ত যক্ষ অতিশীঘ্র গমন করিতেছিল; তাঁহারা "ভয় করিও না" এই শব্দ করিয়া, শালবৃক্ষ হস্তে লইয়া প্রবল-বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। সেই মূঢ় শঙ্খচূড়,—কাল ও মৃত্যুর ন্যায় তাঁহাদিগের দুই জনকে আসিতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইল এবং স্ত্রীদিগকে ত্যাগ করিয়া বাঁচিবার বাসনায় দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে, যে যে স্থানে দৌড়িয়া গেল, শ্রীহরি তাহার শিরোরত্ন হরণ করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই সেই স্থানেই ধাবমান হইলেন। রাজন্! বলদেব, স্ত্রীগণের রক্ষক-স্বরূপ হইয়া রহিলেন। বিভু অতিদূরে গমন করিয়া মুষ্টি দ্বারাই চূড়ামণির সহিত সেই দুরাত্মার মস্তক ছেদন করিলেন এবং স্ত্রীগণের সমক্ষেই সেই উজ্জ্বল শিরোমণি আনিয়া প্রীতিপূর্ব্বক বলরামকে দান করিলেন। ২৫—৩২।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপবালাদিগের সন্তাপ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ব্রজাঙ্গনাদিগের, নিশাভাগ কৃষ্ণ-সহ বিহারে পরম-সুখে অতিবাহিত হইত; কিন্তু দিবাভাগে তিনি বনে গমন করিলে, গোপীদিগের চিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা গান করিয়া অতি কষ্টে দিনযাপন করিত। গোপীগণ কহিত,—"হে সখীবৃন্দ! মুকুন্দ যখন বাম-বাহুমূলে বাম-কপোল স্থাপনপূর্ব্বক জ্রনর্ত্তন করিতে করিতে কোমল অঙ্গুলি দ্বারা সপ্ত ছিদ্র রোধ করিয়া অধরার্পিত বংশী বাদন করেন, তখন সেই বংশী-রব শুনিয়া সিদ্ধগণের নিকটে অবস্থিত সিদ্ধাঙ্গনাদিগের প্রথমতঃ বিস্ময় জন্মে, তাহার পর স্মরশরে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া মোহিত হইয়া পড়ে; কারণ, তাহাদের কটিবাস খসিয়া গেলেও তাহারা তখন বস্ত্রবন্ধন করিতে ভুলিয়া যায়। হে অবলাগণ! এক আশ্চর্য্য ঘটনা শুন;—যাঁহার হাস্য হারের ন্যায় স্ফূর্ত্তি পায়, যাঁহার বক্ষঃস্থলে কমলা স্থির-সৌদামিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন এবং যিনি পীড়িত-জনের আনন্দোৎপাদন করেন, সেই শ্রীনন্দনন্দন যখন বেণু বাদন করেন, তখন—দূরে থাকিলেও, চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে, ব্রজের বৃষ, মৃগ ও গাভীগণ দন্ত দ্বারা কবল ধারণ এবং কর্ণ উর্দ্ধীকৃত করিয়া নিদ্রিতের ন্যায়, চিত্রার্পিতের ন্যায়, দলে দলে দাঁড়াইয়া থাকে। হে সখীগণ! গোবিন্দ,—বলরাম ও গোপালগণের সহিত ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু ও পলাশ দ্বারা মল্লবেশের অনুকারী বেশ ধারণ করিয়া যখন গোদিগকে আহ্বান করেন, তখন পবন-বাহিত তদীয় পাদরজ আকাঙ্ক্ষা করাতে নদী সকলের গতিভঙ্গ হয়; কিন্তু নিশ্চয়ই আমাদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও পুণ্য অতি অল্প; কারণ, প্রেমবশে তাহাদিগের তরঙ্গরূপ কর একবার কেবল কম্পিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই নিশ্চল হইয়া পড়ে। ১—৭। আদি-পুরুষের ন্যায় তাঁহার লক্ষ্মী নিশ্চলা, দেবতাদি তাঁহার বীর্য্য বর্ণনা করিয়া থাকেন। বনে প্রবেশ করিয়া তিনি যখন গিরিতটে বিচরণকারিণী গাভীদিগকে বেণুর গানে আহ্বান করেন, তখন—শ্রীবিষ্ণু প্রকাশ পাইতেছেন,—ইহা জ্ঞাপন করিয়াই যেন, ভার-হেতু নম্রশাখা পুষ্প-ফলাঢ্য বনলতা ও পাদপ-চয় প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে। বনমালা মধ্যস্থিতা দিব্যগন্ধা তুলসীর মধু গ্রহণে মত্ত হইয়া অলিকুল যে অনুকূল উচ্চ গীত করে, তাহার সমাদর করিয়া সুন্দরশ্রেষ্ঠ যখন অধরে বেণু যোজনা করেন, আহা! তখন সরোবরস্থ সমস্ত সারস, হংস ও অন্যান্য বিহঙ্গগণ মনোহর গীতে হৃতচিত্ত হইয়া আগমন-পূর্ব্বক সংযত-চিত্তে, নিমীলিত-নয়নে, নীরবে হরির উপাসনা করে। হে গোপিকাগণ! মাল্যনির্ম্মিত দুই কর্ণভূষণ দ্বারা তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে। তিনি যখন বলরামের সহিত পর্ব্বতের সানুদেশ হর্ষিত করিয়া বংশীরব পূরণ করেন, তখন জলদকুল মহতের অতিক্রম করিতে ভীতচিত্ত হইয়া বেণুরবের সঙ্গে সঙ্গে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে থাকে এবং বিশ্বের আর্ত্তিহরণে সম-ধর্ম্মতা হেতু স্বীয় সুহৃদ্ সেই গোবিন্দের উপর পুষ্প বর্ষণ করিয়া ছায়া দ্বারা তাঁহার ছত্র রচনা করিয়া দেয়। হে যশোদে! তোমার তনয় নানা প্রকার গোপক্রীড়ায় অতি নিপুণ। তিনি বেণুবাদ্য-বিষয়ে যে সকল স্বরজাতি নিজে শিক্ষা করিয়াছেন, অধরে বেণু দিয়া যখন সেই সকল আলাপ করিতে থাকেন,—তখন ইন্দ্র, মহাদেব ও ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরেশ্বরগণও হ্রস্ব, মধ্য ও দীর্ঘ-ভেদক্রমে সেই সমস্ত গীত আলাপন শ্রবণ করিয়া, পণ্ডিত হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হন।

ংকালে গীতধ্বনিরাগে তাঁহাদের কন্ধর ও চিত্ত আনত হইয়া াড়ে। তাঁহারা সেই সকল স্বরালাপের ভেদ নিশ্চয় করিতে ারেন না। হে গোপিকাগণ। শ্রীকৃষ্ণ যখন পদ্ম ও অঙ্কুশ দ্বারা ধচিত্ররূপে চিহ্নিত স্বকীয় চরণ-পঙ্কজ দ্বারা ব্রজভূমির গোখুর-হার-জন্ত ব্যথা শান্ত করিয়া গজরাজ-গমনে ভ্রমণ করেন, তখন াহার বিলাস-সহকৃত বঙ্কিম কটাক্ষ আমাদিগের কামাবেগ ংপাদন করে;—আমরা বৃক্ষের দশা প্রাপ্ত হইয়া মোহহেতু বসন া কবরী বন্ধন করিতে ভুলিয়া যাই। ৮—১৭। তিনি গাভী াণনা করিবার নিমিত্ত গ্রথিত মণিমাল এবং প্রিয়গন্ধা তুলসীর ালা ধারণ করিয়া থাকেন। যখন প্রণয়ী অনুচরের স্কন্ধে ভুজ াপন করিয়া চতুর্দ্দিকে গো-গণনা করিতে করিতে গান করেন, খন বাদিত-বেণু-রবে হৃতচিত্তা হইয়া কৃষ্ণসার-সেবিনী হরিণীগণ, ণসাগর শ্রীকৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আইসে এবং পরিত্যক্ত-গৃহাশা গাপিকাদিগের ন্যায় তাঁহার নিকটেই অবস্থিতি করিতে থাকে। হে নিষ্পাপে! তোমার তনয় কৃষ্ণ কৌতুকবশে কুন্দমালা দ্বারা, বেশ-চনাপূর্ব্বক যখন গোধনে পরিবৃত হইয়া প্রণয়ীদিগের আনন্দোৎপাদন করিতে করিতে যমুনায় ভ্রমণ করেন, তখন সুমন্দ সমীরণ, চন্দনের স্পর্শ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সম্মাননা করিয়া অনুকূলরূপে বহিতে থাকে এবং উপদেবতাগণ স্তুতিপাঠক হইয়া বাদ্য, গীত ও পূজোপহার দ্বারা চতুর্দ্দিকে তাঁহার উপাসনা করেন। সখি! এক্ষণে দিবা াবসান হইয়াছে; দেবকী-জঠর-জাত গোকুল-চন্দ্রমা যাবতীয় গোধন একত্রিত করিয়া আপনাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বেণুনাদ করিতে করিতে ঐ আসিতেছেন! উনি পরম দয়াবান্; গোবর্দ্ধন-গিরি ধারণ করিয়াছিলেন; অতএব ব্রজে এই যে গাভীগণ বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন। বোধ হয় পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণ উহাঁর চরণবন্দনা করিতেছেন। ঐ শুন,—অনুচরেরা উহাঁর কীর্ত্তি গান করিতেছেন। দেখ, দেখ! উহাঁর কান্তি পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তথাপি লোচনের সমধিক আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। উহাঁর মালা সকল খুরোদ্ধূত ধূলিপটল দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে। ঐ দেখ,—দিনান্তে নিশাপতির ন্যায় হৃষ্ট-বদন যদুপতি ব্রজে বদ্ধা গাভীদিগের দুরন্ত মনস্তাপ দূর করিয়া, গজেন্দ্র-লীলায় নিকটে আগমন করিতেছেন। দেখ, দেখ! উহাঁর নয়ন-যুগল মদে ঈষৎ ঘূর্ণিত হইতেছে। উনি মিত্র বন্ধুদিগের আহ্লাদ উৎপাদন করিতেছেন। উহাঁর গলদেশে বনমালা। গণ্ডস্থল কর্ণকুণ্ডলের কান্তিতে শোভমান; সেই-জন্য বদন ঈষৎপক্ব বদরের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্ত ও মন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত ছিল, তাহাতে তাঁহাদের পরম আনন্দ হইত। এইজন্য বিরহেও তাঁহারা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিয়া সুখী হইতেন। ১৮—২৬।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

কংসের মন্ত্রণা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ঐ সময় অসুর অরিষ্ট, বৃষের আকার ধারণ করিয়া খুর দ্বারা পৃথিবীকে ক্ষত-বিক্ষত ও কম্পিত করিতে করিতে গোষ্ঠে আগমন করিল। তাহার ককুদ্ ও দেহ প্রকাণ্ড। সে বিকট শব্দ-সহকারে চরণ দ্বারা পৃথিবী-বিদারণ, পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া শৃঙ্গাগ্র দ্বারা প্রাচীর-ভঙ্গ এবং মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প পুরীষ-পরিত্যাগ করিতেছিল। তাহার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত। তাঁহার শব্দ এমনই ভয়ানক যে, তাহাতে অকালে গাভী ও নারীগণের গর্ভপাত হইল। জলধরজাল তাহার বিশাল স্কন্ধপৃষ্ঠকে পর্ব্বত মনে করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহার শৃঙ্গ অতীব তীক্ষ্ণ। ঐ বৃষকে দেখিয়া গোপ-গোপীগণ ভীত হইল এবং পশুগণ ভীত হইয়া গোকুল ত্যাগ করিতে লাগিল। গোকুল-বাসিগণ, "হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! রক্ষা কর" বলিয়া সকলেই গোবিন্দের শরণাপন্ন হইল। গোকুল ভয়ে বিহ্বল হইল দেখিয়া ভগবান্ "ভয় করিও না" এই বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং বৃষভাসুরকে ডাকিয়া কহিলেন, "রে দুর্ব্বৃত্ত! তোর ন্যায় দুষ্ট দুরাত্মাদিগের শাসনকর্তা আমি বর্ত্তমান থাকিতে অনর্থক পশুপাল-দিগকে ভয় দেখাইতেছিস্?" রাজন্! অচ্যুত শ্রীহরি এই কথা বলিয়া বাহু আস্ফোটন করত করতল-শব্দে অরিষ্টকে কোপিত করিলেন এবং ভুজঙ্গদেহ-সদৃশ বাহু বীর সখার স্কন্ধদেশে বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অরিষ্টও ক্রুদ্ধ হইয়া খুর দ্বারা পৃথিবী বিলিখন এবং উৎক্ষিপ্ত পুচ্ছ দ্বারা মেঘমণ্ডল ভ্রামণ করিয়া, হরির দিকে ধাবমান হইল। সে অগ্রভাগে শৃঙ্গাগ্র আয়ত এবং রক্ত-লোচন বিস্ফারিত করিয়া অচ্যুতের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বজ্রের ন্যায় তীব্র-বেগে শীঘ্র সমাগত হইল। ১—১০। গজ-প্রতিদ্বন্দ্বী গজের ন্যায়, হরি তাহার দুই শৃঙ্গ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে পশ্চাৎদিকে অষ্টাদশ পদ দূরে বিক্ষেপ করিলেন। সে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া শীঘ্র পুনর্ব্বার উত্থান করিল। তাহার সর্ব্বগাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া [পড়িল এবং সে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। ভগবান্ সম্মুখপাতী বৃষভের শৃঙ্গদ্বয় ধারণপূর্ব্বক চরণ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ধরণীতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং আর্দ্র-বস্ত্রের ন্যায় তাহাকে নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। পরে শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা আঘাত করিলেন। অরিষ্ট পতিত হইয়া রক্ত-বমন এবং মধ্যে মধ্যে মূত্রত্যাগ করিতে লাগিল; তাহার পাদ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং তাহার চক্ষু ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এইরূপে কষ্ট-ভোগ করিয়া, পরে সে শমন-সদনে গমন করিল। এতদ্দর্শনে সুরগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া হরির স্তব করিলেন। গোপীগণের নয়না-নন্দ নন্দনন্দন কৃষ্ণ এইরূপে বৃষকে বধ করিয়া বলরামের সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন; গোপগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। রাজন্! অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে অরিষ্টকে সংহার করিলে পর, একদা ভগবান্ নারদ কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে অসুররাজ! দেবকীর অষ্টম-গর্ভে যে কন্যা হয়, সে যশোদার কন্যা; কৃষ্ণ এবং রাম রোহিণীর তনয়; দেবকী ও বসুদেব ভয় পাইয়া আপন মিত্র নন্দের নিকট উহাদিগের দুই জনকে রাখিয়া আসিয়াছেন। উহাদের উভয় ভ্রাতারই হস্তে তোমার চরগণ বিনষ্ট হইয়াছে।" এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ভোজপতির ইন্দ্রিয় সকল কোপে বিচলিত হইয়া উঠিল। সে বসুদেবকে সংহার করিবার নিমিত্ত শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিল; কিন্তু নারদ নিবারণ করাতে তাঁহাকে বধ না করিয়া লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা ভার্য্যার সহিত বন্ধন করিয়া রাখিল। দেবর্ষি প্রস্থান করিলে পর, কংস, কেশীকে সম্বোধন করিয়া আজ্ঞা করিল,—"তুমি—রাম ও কেশবকে সংহার কর।" ১১—২৩। ভোজরাজ কংস তাহার পর মুষ্টিক, চাণূর, শল ও তোশলাদি অমাত্য এবং হস্তিপকদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, "অহে বীর চাণূর! অহে বীর মুষ্টিক! আমি যাহা বলি, তাহা শুন। রাম-কৃষ্ণ নামে বসুদেবের দুই পুত্র, নন্দের ব্রজে বাস করিতেছে। দেবর্ষি নারদ বলিয়া গেলেন,—তাহাদের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে।" এই কথা শ্রবণে উক্ত দানবদ্বয় তখনই ব্রজে গমন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু অসুররাজ তাহাদিগকে নিবারণ

করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, “তোমাদের সেখানে যাইতে হইবে না; তাহাদের উভয় আতাকে এই স্থানে আনাইয়া মল্ল-ক্রীড়ায় তাহাদিগকে সংহার করিব। বিবিধ প্রকারে মঞ্চ ও মল্লরঙ্গ নির্ম্মাণ কর। পৌর ও জনপদ-বাসী সকল স্বৈর-যুদ্ধ দর্শন করুন। অয় মহামাত্র! তুমি রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড় হস্তীকে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা আমার দুই শত্রু বধ কর। চতুর্দ্দশীতে বিধিপূর্ব্বক ধনুর্যাগ আরব্ধ হউক এবং বরদ ভূতনাথের উদ্দেশে পশুহত্যা করা যাউক।” কার্য্যের সিদ্ধান্ত-বেত্তা কংস এই আজ্ঞা করিয়া, যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে আহ্বান করিল এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সাগ্রহে কহিল, ‘হে অক্রূর! তুমি আমার সুহৃদ্; সুহৃদের একটী কার্য্য কর। যদু এবং ভোজ-বংশের মধ্যে তোমার অপেক্ষা আদৃত ও হিততম সুহৃদ্ আমার আর কেহই নাই। হে সৌম্য! যেমন সর্ব্বশক্তিমান্ ইন্দ্র, বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য-সাধন করিয়াছিলেন, তেমনি আমি কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করিলাম। তুমি নন্দের ব্রজে যাও। সেইখানে বসুদেবের দুই পুত্র আছে। এই রথে করিয়া তাহাদিগের দুই জনকে এই স্থানে লইয়া আইস;—বিলম্ব করিও না। ২১—৩০। বিষ্ণু যাহাদিগের আশ্রয়, সেই সকল দেবতা তাহাদিগের দুই জনকে আমার নিশ্চিত মৃত্যুরূপে সৃষ্টি করিয়াছে। উপঢৌকনের সহিত নন্দাদি গোপদিগকে এবং তাহাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর। এই স্থানে আনীত হইলে, কালসম গজ দ্বারা তাহাদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিব। যদি তাহা হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে বজ্রসদৃশ-দেহযুক্ত মল্লগণ দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করাইব। তাহারা নষ্ট হইলে পর, তাহাদিগের দুঃখসন্তপ্ত বন্ধু বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হ-বংশীয়দিগকে সহজে সংহার করিতে পারিব। আমার পিতা বৃদ্ধ রাজ্যকামুক উগ্রসেন, তাঁহার ভ্রাতা দেবক এবং অন্যান্য যে সকল আমার বিদ্রোহী আছে, তাহাদিগকেও সংহার করিব। হে সুহৃদ্! তাহা হইলে এই পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইবে। জরাসন্ধ আমার গুরু; দ্বিবিদ আমার প্রিয় সখা। শম্বর, নরক এবং বাণ,—ইহাঁরাও আমারই সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছেন। আমি ইহাঁদিগের দ্বারা দেবপক্ষীয় রাজাদিগকে নিপাত করাইয়া সুখে পৃথিবী সম্ভোগ করিব। এই ত মন্ত্রণা জানিতে পারিলে; এক্ষণে ইহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত শীঘ্র বালক রাম-কৃষ্ণকে এখানে আনয়ন কর। ‘ধনুর্যজ্ঞ এবং যদুপুরীর শোভা দর্শন করিবে’ বলিয়া এই স্থানে তাহাদিগের উভয়কে লইয়া আইস।” অক্রূর কহিলেন, “রাজন্! বিচার করিয়া তুমি যাহা স্থির করিয়াছ,—ইহা ভালই হইয়াছে। এই উপায় দ্বারা তোমার মৃত্যু নিবারণ হইতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে কার্য্য সিদ্ধ হইবার যেরূপ সম্ভাবনা, অসিদ্ধ হইবারও সেইরূপ সম্ভাবনা। কারণ দৈবই ফল সাধন করিয়া থাকে। উচ্চ-অভিলাষ সকল দৈবকর্ত্তৃক প্রতিহত হইতেছে; তথাপি লোক তাদৃশ অভিলাষ করিয়া হর্ষ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যাহা হউক, তোমার আজ্ঞা পালন করিব।” শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! মন্ত্রিবর্গও অক্রূরকে এইরূপ আদেশপূর্ব্বক বিদায় দিয়া আপন আপন ভবনে প্রবেশ করিল; অক্রূরও স্বগৃহে প্রস্থিত হইলেন। ৩১—৪০।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

কেশী ও ব্যোম বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! এদিকে কেশী, কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মনের ন্যায় বেগশালী প্রকাণ্ড তুরঙ্গমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সকলের ত্রাস উৎপাদন এবং খুর দ্বারা পৃথিবী জর্জ্জরিত করিতে করিতে গোকুলে প্রবেশ করিল। মেঘ ও বিমান সকল ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। তাহার ভয়াবহ হ্রেষিত দ্বারা বিশ্ব ভীত হইয়া উঠিল। তাহাকে উক্তপ্রকার ভীমবেশে যুদ্ধের নিমিত্ত অগ্রসর হইতে দেখিয়া, ভগবান্ অগ্রে বহির্ভূত হইলেন এবং “নিকটে আইস” বলিয়া আহ্বান করিলেন। কেশীও তৎক্ষণাৎ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অনন্তর প্রচণ্ড-বেগশালী—অতএব দুরতিক্রম ও দুরত্যয় কেশী, মুখ দ্বারা যেন আকাশ পান করিতে করিতে, তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিল এবং অত্যন্ত কুপিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগের দুই পদ দ্বারা কমললোচনকে প্রহার করিল। কিন্তু অধোক্ষজ ভগবান্ কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে সেই প্রহার হইতে অন্তর হইলেন। সেই অসুর পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি পদাঘাত করিতে চেষ্টা করিলে, দুই হস্তে তাহার সেই দুই পদ ধারণ করিলেন এবং গরুড় যেমন সর্পকে নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ অবলীলাক্রমে তাহাকে শত ধনু অন্তরে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেশী চেতনালাভ করিয়া পুনর্ব্বার উত্থিত হইল এবং ক্রোধে মুখ-ব্যাদান করিয়া বেগে হরির প্রতি দৌড়িয়া আসিল। হরিও হাস্য করিয়া, বিলমধ্যে সর্পের ন্যায় তাহার মুখমধ্যে বাহু প্রবেশিত করিলেন। তাহাতে তাহার দন্তপঙ্‌ক্তি শ্রীকৃষ্ণের বাহুস্পর্শে, তপ্তলৌহ স্পর্শ করিয়াই যেন পতিত হইল। মহাত্মার বাহুও তাহার দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উপেক্ষিত জলোদর-রোগের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল, বর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণ-বাহু দ্বারা তাহার বায়ু রুদ্ধ হইল, গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল এবং নয়নদ্বয় উলটিয়া পড়িল। সে চারি চরণ বিক্ষেপ ও পুরীষ পরিত্যাগপূর্ব্বক হতপ্রাণ হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। রাজন্! কর্কটী ফল (কাঁকুড়) পক্ব হইলে যেমন অত্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া পড়ে, কেশীর দেহ সেইরূপ বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। মহাভুজ শ্রীকৃষ্ণ তাহার দেহ হইতে বাহু বাহির করিয়া লইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিস্ময়ের কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না; তিনি অনায়াসে শত্রু সংহার করিয়াছিলেন। দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১—৮। এই সময়ে ভাগবত-প্রধান দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইয়া অক্লিষ্ট-কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে নির্জ্জনে এই কথা কহিলেন,—“হে কৃষ্ণ! হে অপ্রমেয়াত্মন্! হে যোগেশ! হে জগদীশ! হে বাসুদেব! হে সর্ব্বাশ্রয়! হে সাত্বতগণের শ্রেষ্ঠ! হে প্রভো! কাষ্ঠের মধ্যে জ্যোতির ন্যায়, আপনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে সতত-সাক্ষী আত্মারূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, অথচ আপনি গূঢ়; কারণ, আপনি গুহাশয় (বুদ্ধিরও আশ্রয়) এবং সাক্ষী, সুতরাং দৃশ্য নহেন। আপনি মহাপুরুষ; এইজন্য পরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধি জনগণের জ্ঞেয় নহেন। প্রভো! আপনি সকলের ঈশ্বর; আপনি স্বতন্ত্র, সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর; পূর্ব্বে মায়া দ্বারা গুণগণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সকল গুণ দ্বারা আপনি বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। সেই আপনি রজোরূপী দৈত্য ও রাক্ষসদিগকে ধ্বংস এবং সাধুদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অহো! কি সৌভাগ্য! যাহার প্রচণ্ড হ্রেষারবে সন্ত্রস্ত হইয়া দেবতারা স্বর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অশ্বাকৃতি দৈত্যকে আপনি অবলীলাক্রমে

সংহার করিলেন। অবিলম্বে দেখিতে পাইব,—আপনি চাণূর মুষ্টিক, অন্যান্য শত্রুগণ, হস্তী এবং কংসকেও সংহার করিয়াছেন। হে জগৎপতে! তাহার পর শঙ্খ, যবন, মুর ও নরকের নিধন; পারিজাত-হরণ; বাসবের পরাজয়; বীর্য্য ও শুল্কাদি-উপায়ে বীর-কন্যাদিগের সহিত বিবাহ; দ্বারকায় নৃগ-নরপতির পাপমোচন; জাম্ববতীর সহিত স্যমন্তক মণি-গ্রহণ; মহাকাল-পুর হইতে আনিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার মৃতপুত্র দান; পৌণ্ড্রক-বধ; কাশীপুরী-দীপন এবং মহাযজ্ঞে দন্তবক্র ও শিশুপালের নিধন দর্শন করিব। আপনি দ্বারকায় বাস করিয়া যে সকল বিক্রম প্রকাশ করিবেন, সে সকলও দেখিতে পাইব। পৃথিবীতে কবিগণ সেই সকল বীর্য্যকাহিনী গান করিবেন। শেষে ভূভার হরণ নিমিত্ত কালরূপী আপনি, অর্জ্জুনের সারথি হইয়া যে অক্ষৌহিণী সেনা সকল সংহার করিবেন, তাহাও দর্শন করিব। হরি! কেবল জ্ঞানই আপনার প্রধান মূর্ত্তি; অতএব নিজ রূপের যথোচিত সমাবেশ দ্বারাই আপনার যাবতীয় অর্থ সম্পূর্ণরূপে লব্ধ হইয়াছে। আপনার বাঞ্ছা অব্যর্থ। আপনি নিজ তেজ দ্বারা নিত্য গুণ-প্রবাহ নিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আপনার চরণে শরণ লইলাম। আপনি ঈশ্বর ও স্বাধীন; নিজ মায়া দ্বারা অশেষ বিশেষ-কল্পনা নির্ম্মাণ করেন এবং ক্রীড়ার নিমিত্ত মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি—যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের ধুরন্ধর। আপনাকে নমস্কার করি।" ৯—২৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ভাগবত-প্রধান মুনির আনন্দ জন্মিয়াছিল। তিনি এইরূপে যদুপতিকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রজের সুখাবহ ভগবান্ গোবিন্দও যুদ্ধে কেশীকে বিনাশ করিয়া, প্রীতিপ্রাপ্ত পশুপালকদিগের সহিত পশুপালন করিতে লাগিলেন। একদা সেই সকল গোপাল, গিরির সানুদেশে পশুচারণ করিতে করিতে চৌর ও পশুপালের অনুকরণ করিয়া নিলায়ন ক্রীড়া আরম্ভ করিল। সেই খেলায় কেহ কেহ চৌর, কেহ বা পশুপাল, আর কতকগুলি বালক মেষ হইয়া অকুতোভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ময়পুত্র মহামায়াবী ব্যোম অসুর, পশুপালের রূপ ধারণপূর্ব্বক চৌর হইয়া মেষরূপধারী অনেককে হরণ করিতে লাগিল। সেই মহাসুর এইরূপে ক্রমে ক্রমে বালকদিগকে লইয়া গিয়া গিরিগুহায় স্থাপন করিল এবং প্রস্তর দ্বারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। ক্রীড়াস্থলে কেবল চারি বা পাঁচটী অবশিষ্ট রহিল। সাধুদিগের শরণদাতা শ্রীকৃষ্ণ তাহার সেই কর্ম্ম জানিতে পারিলেন। যেমন সে গোপদিগকে লইয়া যাইতেছিল,—অমনি সিংহ যেমন বৃককে আক্রমণ করে, তিনি তেমনি তাহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। সেই বলবান্ অসুর, গিরীশ-সদৃশ স্বকীয় প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়া আপনাকে মোচন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, সেইজন্য আত্মমোচনে সমর্থ হইল না। অচ্যুত, বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে ধারণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষে তাহাকে পশুর ন্যায় বিনাশ করিলেন। অনন্তর তিনি গুহার আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করত, গোপদিগকে কষ্টদায়ক স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লইলেন এবং অনুচর ও দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া, নিজ গোকুলে প্রবিষ্ট হইলেন। ২৪—৩৩।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

অক্রূরের গোষ্ঠাগমন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! দেবর্ষি নারদ, কংসবধাদি কার্য্য বিজ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা-গমনার্থ উদ্যত হইলেন;—এমন সময় মহামতি অক্রূর সেই রাত্রি মধুপুরীতে বাস করিয়া রথারোহণে নন্দের গোকুলে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি কমলনয়ন ভগবানে পরা-ভক্তি লাভ করিয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি, এমন কি পরম তপস্যা করিয়াছি, এমন কি যোগ্যপাত্রে দান করিয়াছি যে, অদ্য কেশবের দর্শন পাইব? বোধ করি, উত্তমঃশ্লোক সন্দর্শন আমার পক্ষে দুর্লভ; শূদ্রের ঔরসজাত ব্যক্তির পক্ষে যেমন বেদোচ্চারণ সম্ভবে না; বোধ করি, আমার ভাগ্যে সেইরূপ কৃষ্ণদর্শন ঘটিবে না। অথবা এরূপ মনে করিব না। যদিচ আমি অধম তথাপি আমার অচ্যুত-দর্শন ঘটিতে পারে; কাল-নদীতে বাহ্যমান ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোনও ব্যক্তি কখনও উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। অদ্য আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল, অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল; কারণ, অদ্য আমি ভগবানের যোগিধ্যেয় চরণকমলে নমস্কার করিব। কি আশ্চর্য্য! কংসও অদ্য আমার প্রতি অনুগ্রহ করিল! আমি এই কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভূতাবতার শ্রীহরির পাদপদ্ম দর্শন করিব। অম্বরীষ প্রভৃতি পূর্ব্বকালীন মহোদয়গণ ঐ পাদপদ্মের নখ-কান্তির সহায়ে দুস্তর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দেবদেব মহেশ্বর, ব্রহ্মাদি দেবগণ, লক্ষ্মীদেবী এবং মুনি ও ভক্তগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন; আর গোচারণের নিমিত্ত অনুচরগণের সহিত বন-বিচরণকালে উহা গোপিকাদিগের কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়াছে। মুকুন্দের বদন,—সুন্দর কপোল ও নাসিকায় শোভিত; হাস্য-সহকৃত দৃষ্টি তাহাতে অনুদিন বিরাজ করিতেছে। তাহা অরুণ-কমল-তুল্য লোচনে অলঙ্কৃত এবং কুটিল কুন্তলে আবৃত। আমি নিশ্চয়ই সেই বদন দর্শন করিব; কারণ, মৃগগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করিতেছে।" অনন্তর তিনি মনে মনে অন্য চিন্তা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ নিজ ইচ্ছায় পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্ত মানব-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অদ্য কি তাঁহার লাবণ্য-নিকেতন শরীর দেখিতে পাইব? তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার চক্ষু সার্থক হইবে। ১—১০। যিনি দৃষ্টিমাত্রে কার্য্য ও কারণের কর্ত্তা, তথাপি যাঁহার অহঙ্কার নাই; যিনি আপন তেজ দ্বারা তমোজন্য-ভেদ-হেতুক ভ্রম দূরীকরণ করিয়াছেন, কিন্তু সেই ভেদভ্রম দর্শন করিবার ইচ্ছায় প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা আপনাতে বিরচিত জীবগণের সহিত বৃন্দাবনের কেলি-কানন ও গোপী-দিগের গৃহে লীলাবশে কর্ম্ম করত অনন্তের ন্যায় অভিমুখ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; যাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও জন্মকথা, অখিল পাপ বিনাশ করে,—জগৎকে জীবিত, শোভিত ও পবিত্রিত করে; কিন্তু সেই সমুদায়ে বিরহিত হইয়া জগৎ, সাধুদিগের নিকট বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অলঙ্কৃত শবের ন্যায় শোচনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়; আর যিনি নিজের রচিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পালনকর্ত্তা দেবশ্রেষ্ঠদিগের সুখসাধন করিয়া থাকেন,—সেই ঈশ্বর সাত্বতবংশে অবতীর্ণ হইয়া যশোবিস্তারপূর্ব্বক ব্রজে বাস করিতেছেন; দেবগণ অশেষ মঙ্গলস্বরূপ তাঁহার সেই যশ গান করিয়া থাকেন। তিনি যে রূপ ধারণ করিয়াছেন, ত্রৈলোক্যের মধ্যে একমাত্র মনোহর দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তদ্দর্শনে অসীম আনন্দ লাভ করেন; তাহা কমলার অভিলাষের আস্পদ। সেই ভগবান্ হরি, মহৎ

ব্যক্তিদিগের গতি ও গুরু। অদ্য তাঁহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব; কেননা, অদ্য প্রভাত-সময়ে ভূরি ভূরি মঙ্গলচিহ্ন দর্শন করিয়াছি। সেই শ্রীমূর্ত্তিধারী হরি আমার নয়নগোচর হইবামাত্র রথ হইতে অবতরণ করিব এবং যোগিগণ সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত প্রধান-পুরুষ রাম-কৃষ্ণের যে চরণ কেবল বুদ্ধি দ্বারা ধারণ করিয়া থাকেন, সেই চরণে নিশ্চয়ই নমস্কার করিব। তাহার পর তাঁহাদিগের দুই জনের সহিত তাঁহাদিগের আত্মীয় গোপগণকে নমস্কার করিব। যে সকল মনুষ্য, কালসর্পের বেগে অতিশয় উদ্বেজিত হইয়া শরণ লইতে অভিলাষ করে, বিভুর করকমল তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া থাকে। আমি নারায়ণের পাদমূলে পতিত হইলে, তিনি কি সেই করকমল আমার মস্তকে দান করিবেন না? ঐ করকমলে পূজোপকরণ অর্পণ করিয়া ইন্দ্র ও বলি ত্রিজগতের ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কহ্লারগন্ধী ঐ করকমল রাস-ক্রীড়াকালে স্পর্শ দ্বারা ব্রজ-কামিনীদিগের শ্রমনাশ করিয়াছে। অতএব তাহা মুমুক্ষুদিগের সংসার-নিবারক, সকাম-দিগের উন্নতিপ্রদ এবং ভক্তের পক্ষে পরম সুখদায়ক। কংস আমাকে প্রেরণ করিয়াছে; অতএব কংসের দূত বলিয়া পদ্ম-নয়ন অচ্যুত আমাকে, "এ ব্যক্তি শত্রু" এরূপ মনে করিবেন না; কারণ, তিনি সর্ব্বদর্শী, অতএব আমার চিত্তের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে যেরূপ চেষ্টা, অন্তর্যামী অমল-নয়ন-যোগে তাহা দর্শন করিতেছেন। আমি যখন তাঁহার চরণমূলে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিব, তখন কি তিনি হাস্য করিয়া দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে আমাকে দর্শন করিবেন? যদি করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণমাত্রে আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হইবে,—আমি নিঃশঙ্কতাহেতুক সংবর্দ্ধিত আনন্দ সম্ভোগ করিব। ১১—১৯। আমি তাঁহার শ্রেষ্ঠ মিত্র ও জ্ঞাতি, তিনি ভিন্ন আমার অন্য দেবতা নাই; যদি তিনি আমাকে দুই বৃহৎ বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করেন, তাহা হইলে আমার আত্মা পবিত্রীকৃত হইবে,—কর্ম্মবন্ধন তৎক্ষণমাত্রে এই দেহ হইতে শিথিল হইয়া পড়িবে। আমি যখন তাঁহার অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইব, তখন যদি উরুশ্রবা আমাকে "অক্রূর" বলিয়া সম্ভাষণ করেন, তাহা হইলে আমার জন্ম সফল হইবে; যাহারা পুরুষোত্তমের নিকট আদর লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদিগের জন্মে ধিক্! নারায়ণের কেহ প্রিয়, অতিশয় মিত্র, কিংবা অপ্রিয়, দ্বেষ্য বা উপেক্ষ্য নাই; তথাপি, যেরূপ কল্পপাদপকুল, আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অভিলাষ প্রদান করে, সেইরূপ তিনি ভক্তদিগকে ভজনা করিয়া থাকেন। আমি অবনত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন করিলে, অগ্রজ বলরাম্ হাস্য ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক সেই অঞ্জলিপ্রদেশে ধারণ করিয়া আমাকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন এবং সমস্ত অভ্যর্থনার সামগ্রী দান করিয়া, কংস স্বীয় আত্মীয়দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন।" ২০—২৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্বফল্কতনয় পথিমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রথযানে গোকুলে উপস্থিত হইলেন; এদিকে দিবাকরও অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন। অখিল লোকপাল কিরীটে করিয়া যাঁহার নির্ম্মল চরণ-রেণু ধারণ করেন, অক্রূর গোষ্ঠে সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ্মযবাঙ্কুশাদি দ্বারা চিহ্নিত, পৃথিবীর অলঙ্কারভূত পাদচিহ্ন সকল দর্শন করিলেন। সেই সকল পাদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার যে আহ্লাদ হইল, তাহাতে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল, রোমাবলী স্তম্ভিত এবং নয়নযুগল অশ্রুজলে আকুল হইয়া উঠিল। তিনি "অহো! এই সকল—প্রভুর পাদরজ।" এই বলিয়া সেই সকলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। রাজন্! 'যে অক্রূরের হরিবিষয়ক প্রেমসম্বন্ধে কলোদ্বেগ নাই;—তিনি কেন যে, হরির চরণে লুণ্ঠিত হইলেন' তাহার উত্তর,—কংসের আজ্ঞা হইতে হরির [...] দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা অক্রূরের এই যে আচরণ বর্ণনা করিলা[...] দম্ভ ও শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক এইরূপ আচরণ করাই দেহীদি[...] পুরুষার্থ; অতএব তিনিও দেহী,—তিনি তাহা না করি[...] কেন? রাজন্! অক্রূর দেখিলেন, ব্রজমধ্যে যে স্থানে [...] দোহন করিতে হয়, রাম-কৃষ্ণ সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছে[...] তাঁহাদের পরিধানে নীল ও পীত বস্ত্র; চক্ষু, শরৎকালের প[...] ন্যায় সুশোভন। তাঁহারা কিশোর-বয়স্ক। তাঁহাদিগের বর্ণ[...] ও শ্যাম। তাঁহারা কমলার আবাস-নিলয়। তাঁহাদিগের [...] দীর্ঘ; তাঁহারা সুন্দরের শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগের বিক্রম বাল-হ[...] সদৃশ। তাঁহারা মহাত্মা;—ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নে চি[...] চরণ দ্বারা ব্রজভূমি অলঙ্কৃত করিতেছেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টি,—[...] ও হাস্যে মণ্ডিত এবং ক্রীড়া,—উদার ও মনোহারিণী। তাঁহা[...] গলে রত্নহার ও বনমালা শোভা পাইতেছে। তাঁহাদিগের [...] পবিত্র চন্দনে অনুলিপ্ত। তাঁহারা স্নান করিয়া নির্ম্মল বসন প[...] ধান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রধানপুরুষ, আদ্য, জগতের ক[...] এবং জগতের পতি; ভূভার হরণের নিমিত্ত মূর্ত্তিভেদে রাম-কে[...] রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজন্! কনক-মণ্ডিত মরকতম[...] রৌপ্যময় পর্ব্বতের ন্যায়, তাঁহারা নিজ নিজ প্রভায় দিগ্[...] আলোকিত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়[...] দর্শন করিয়া অক্রূর রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করিলেন এবং [...] বিহ্বল হইয়া রাম-কৃষ্ণের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ প্রণত হই[...] ২৪—৩৪। ভগবদ্দর্শন হেতু আনন্দ-সম্মোহে তাঁহার নয়ন[...] অত্যন্ত আকুলিত এবং গাত্র পুলকে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। [...] চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ আপনার পরিচয়-দানেও সমর্থ হইলেন [...] প্রণত-বৎসল ভগবান্,—'ইনি অক্রূর, এই নিমিত্ত আসিয়া[...] এবং তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, প্রীতি-সহকারে [...] চিহ্নিত হস্ত দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করি[...] মহমনা বলদেবও প্রণতকে আলিঙ্গন করিয়া হস্ত দ্বারা হস্ত ধ[...] পূর্ব্বক অনুজ-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসি[...] অনন্তর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট আসন [...] করিলেন এবং যথাবিধানে পদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া ম[...] অর্পণ করিলেন। বিভু, অতিথিকে গাভী নিবেদন করিয়া [...] তাঁহার শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত স্বয়ং সাদরে বীজন ক[...] লাগিলেন। তাহার পর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহুগুণ পবিত্র অন্ন [...] দিলেন। তিনি আহার করিলে পর, পরম-ধর্ম্মজ্ঞ রাম প্রীতি[...] মুখবাস এবং গন্ধমাল্য দ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহার পরম প্রীতি উৎ[...] করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীনন্দ, পূজিত অক্রূরকে জি[...] করিলেন, "হে দাশার্হ! দয়াশূন্য কংস জীবিত থাকিতে, প[...] ব্যাধকর্ত্তৃক পালিত মেষের ন্যায়, তোমরা কেমন করিয়া [...] ধারণ করিতেছ? কংস খল,—প্রাণ-পরিপোষণেই সচেষ্ট[...] ক্রন্দমানা স্বীয় ভগিনীর সন্তান সকল সংহার করিয়াছিল। [...] তাহার প্রজা। তাহার নিকট—তোমাদের জীবন মাত্র [...] অতএব তোমাদের কুশলাকুশল-চিন্তা আর কি করিব?" [...] নন্দকর্ত্তৃক এইরূপ সত্যবাক্যে সম্ভাষিত এবং জিজ্ঞাসিত হ[...] অক্রূরের পথশ্রম দূর হইল। ৩৫—৪৩।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

অক্রূরের মধুপুরী-যাত্রা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অক্রূর পথে আসিতে আসিতে যে সকল মনোরথ করিয়াছিলেন, রাম-কৃষ্ণের নিকট প্রধান সম্মান পাইয়া পর্য্যঙ্কের উপর সুখে উপবেশনপূর্ব্বক সে সমস্তই প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসন্ন হইলে অলভ্য কি থাকে? তথাপি রাজন্! যাঁহারা ভগবৎ-পরায়ণ, তাঁহারা কিছুই বাঞ্ছা করেন না। সে যাহা হউক, ভগবান্ দেবকী-নন্দন সায়ন্তন আহার করিয়া অক্রূরের নিকট পুনর্ব্বার আসিলেন এবং বন্ধুদিগের প্রতি কংস কিরূপ আচরণ করিতেছে ও কিরূপ করিতে অভিলাষী, তদ্বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন, "হে তাত! সুখে আগমন হইয়াছে ত? তোমার নিজের কুশল ত? সুহৃদ্, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ সুখে এবং সুস্থ-শরীরে আছেন ত? অথবা যখন আমাদিগের কুলের রোগ মাতুলনামা কংস বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন আর তোমাদিগের, তোমাদের জ্ঞাতিগণের এবং তাহার প্রজাগণের কুশল কি জিজ্ঞাসা করিব? আহা! আমাদিগের পিতা-মাতা নিরপরাধ; আমার জন্যই তাঁহারা অশেষ কষ্টে নিপীড়িত হইতেছেন; তাঁহাদিগের পুত্র মরিল এবং তাঁহারা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছেন। হে সৌম্য! ভাগ্যক্রমে অদ্য আমার জ্ঞাতিদর্শন ঘটিল। ইহা আমার বাঞ্ছিত। হে তাত! তোমার আগমনের কারণ উল্লেখ কর।" ১—৭। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! মধুবংশ-জাত অক্রূর ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সমস্ত বিষয়ই বর্ণন করিলেন। কংস যদুদিগের প্রতি যে শত্রুতা করিতেছে; বসুদেবকে যে বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল; তিনি যে আদেশ পাইয়াছেন; যেজন্য স্বয়ং দূত হইয়া প্রেরিত হইয়াছেন এবং 'বসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছে'—নারদ, কংসকে এই যে কহিয়া দিয়াছেন;—সমুদায় যথাযথ কীর্ত্তন করিলেন। শত্রুবীরনাশক শ্রীকৃষ্ণ ও রাম, অক্রূরের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং রাজা যাহা আদেশ করিয়াছেন, নন্দকে বিশেষ করিয়া তাহা জ্ঞাপন করিলেন। নন্দও গোপদিগকে আজ্ঞা করিলেন,—"যাবতীয় গোরস গ্রহণ কর,—বিবিধ উপঢৌকন লও,—শকট সকল যোজনা কর;—কল্য মধুপুরীতে গমন করিতে হইবে; রাজাকে সমুদায় রস দান করিব এবং সুবৃহৎ পর্ব্ব দর্শন করিব;—জনপদবাসী সকল গমন করিতেছে।" নন্দগোপ, রক্ষক দ্বারা গোকুলমধ্যে এইরূপ ঘোষণা করিবামাত্র কৃষ্ণৈকপ্রাণা গোপীগণ যখন শুনিল যে, রাম-কৃষ্ণকে মধুপুরীতে লইবার নিমিত্ত অক্রূর ব্রজে আগমন করিয়াছেন, তখন তাহাদের দুঃখের আর সীমা রহিল না; নিদারুণ মনোব্যথায় তাহারা বড়ই ব্যথিত হইল। সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যে হৃত্তাপ সঞ্জাত হইল, তজ্জন্য শ্বাসে কতকগুলি গোপীর মুখকান্তি ম্লান হইয়া পড়িল; কতকগুলির দুকূল, বলয় ও কেশগ্রন্থি খলিত হইল। শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে আর কতকগুলির যাবতীয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া পড়িল; অতএব মুক্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহারা স্ব স্ব দেহও জানিতে পারিল না। অপর কতকগুলি রমণী তাঁহার অনুরাগ ও হাস্য-সহ উচ্চারিত, হৃদয়স্পর্শী, চিত্রপদ-গ্রথিত বাক্য সকল স্মরণ করিয়া মোহিত হইল। গোবিন্দের সুললিত গতি ও চেষ্টা, স্নিগ্ধ হাস্য ও অবলোকন, শোকনাশন কর্ম্ম এবং প্রোদার চরিত সকল চিন্তা করিতে করিতে যখন মনে পড়িল যে, তাঁহার সহিত বিরহ ঘটিবে; তখন ভীত ও কাতর হইয়া, একত্রে মিলিয়া অচ্যুতচিত্তা গোপিকাগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। ৮—১৮। গোপিকারা কহিল,—"অহো বিধাতঃ তোমার কিছুমাত্রও দয়া নাই; তুমি দেহীদিগকে বন্ধুতা দ্বারা যুক্ত করিয়া, তাহাদের বাসনা চরিতার্থ না হইতে হইতেই অনর্থক তাহাদিগকে বিয়োজিত কর; তুমি অতি মূর্খ,—তোমার কার্য্য, বালকের কার্য্যের ন্যায়। মুকুন্দের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলে আবৃত সুন্দর কপোল ও নাসিকায় শোভিত এবং ঈষৎ হাস্যে অতি রমণীয়; তুমি সেই মুখ দেখাইয়া আবার নয়ন-পথের দূর করিতেছ; অতএব তোমার কার্য্য নিন্দনীয়। তুমি ক্রূর, আমাদিগকে যে চক্ষু দিয়াছিলে, যে চক্ষু দ্বারা আমরা মুরারির একস্থানে তোমার নিখিল সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতাম,—তুমি "অক্রূর" নাম ধরিয়া অজ্ঞের ন্যায় সেই চক্ষু হরণ করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণবিরহে আমরা আজি অন্ধ হইব। হে সখীগণ! শ্রীনন্দ-নন্দনের সৌহার্দ্দ অস্থির,—তিনি নূতন নূতন ভাল বাসিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা তাঁহারই কার্য্যে, তাঁহারই গূঢ় হাস্য দ্বারা বশীভূত হইয়া, গৃহ, স্বজন, পুত্র ও স্বামীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ তাঁহারই দাসী হইয়াছি;—তিনি কি আর আমাদিগকে চাহিয়া দেখিবেন না? না, সখি! তাহা হইবে না; আমরা তাঁহাকে নিবারণ করিব অদ্য নিশ্চয়ই মধুপুর-কামিনীদিগের সুপ্রভাত হইয়াছে,—অদ্য নিশ্চয়ই তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ সফল হইল; অদ্য তাহারা পুরপ্রবিষ্ট ব্রজপতির নয়নপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত কটাক্ষ-বর্ষণে মদ্য-সদৃশীভূত মুখ পান করিবে। সেই সকল কামিনীর মধুর-বাক্যে মুকুন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে এবং তাহাদিগের সলজ্জ হাস্য ও বিভ্রমে তিনি ভ্রান্ত হইবেন; সুতরাং যদিও তিনি পিত্রাদির অধীন ও ধীর, তথাপি আর কি আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিবেন? হায়! আমাদের উৎসব অপরে ভোগ করিবে? অদ্য নিশ্চয়ই মধুপুরীতে দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের নয়নের মহৎ উৎসব হইবে; কারণ, তাঁহারা অদ্য কমলার আনন্দোৎপাদক ও গুণের আস্পদ কেশবের মুখকমল নিরীক্ষণ করিবেন। অদ্য সেই মধুপুরের সকলেই ধন্য! আহা! মধুরিপু যখন নগরের পথ দিয়া যাইবেন, তখন তাঁহাকে যে দেখিবে, সেই আনন্দিত হইবে। অহো! এ অক্রূরই অতি নির্দয় ও নিষ্ঠুর। দুঃখিত জনকে আশ্বাস না দিয়া, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়কে নয়ন-পথের অন্তরে লইয়া যাইবে; অতএব ইহার "অক্রূর" নাম ভাল হয় নাই। পাষাণ-হৃদয় অক্রূর রথে আরোহণ করিয়াছে; দুর্ম্মদ গোপগণও ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শকটযানে গমন করিতে ব্যগ্র হইয়াছে; বৃদ্ধেরাও বারণ করিতেছেন না। দৈবও অদ্য আমাদিগের প্রতিকূলতা করিতেছেন; যদি দৈব প্রতিকূল না হইবেন, তাহা হইলে, হয়, ইহাঁদিগের মধ্যে এক জন মরিত; না হয়,—অকস্মাৎ বজ্রপাত হইত; না হয়,—অন্য কোন অনিষ্ট ঘটিত; কিন্তু তাহার কিছুই দেখিতেছি না। সুতরাং দৈব প্রতিকূল। চল,—সকলে মিলিয়া মাধবকে নিবারণ করি; কুলের বৃদ্ধ বান্ধবগণ আমাদিগের কি করিবেন? মুকুন্দের সঙ্গ নিমিষার্দ্ধের জন্যও আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না; দুর্দ্দৈব বশতঃ তাঁহা হইতে বিয়োজিত হইতে হইবে, ইহাতে আমাদের চিত্ত নিতান্ত দীন হইয়াছে। হে গোপীগণ! রাসসভায় যাঁহার সানুরাগ মনোহর আলাপ, লীলা-কটাক্ষ-বিক্ষেপ এবং আলিঙ্গন দ্বারা আমরা রাত্রি সকল, ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাঁহাকে ছাড়িয়া, আমরা কি করিয়া দুরন্ত বিরহ-দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইব? যিনি দিনশেষে খুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে ধূসরিত অলক ও মাল্য ধারণপূর্ব্বক গোপগণের সহিত বংশীবাদন করিতে করিতে, হাস্য-সহকৃত কটাক্ষ-বিক্ষেপ-সহকারে ব্রজে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের চিত্ত হরণ করেন, তিনি ব্যতীত

আমরা কি করিয়া জীবিত থাকিব?" ১৯—৩০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণাসক্তচিত্তা গোপিকাগণ, বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া এই সকল কথা কহিতে কহিতে লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক "গোবিন্দ!" "মাধব!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এদিকে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। স্ত্রীগণ এইরূপে রোদন করিতে থাকিলেও অক্রূর তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি-কার্য্য সমাপন করিয়া রথ চালনা করিলেন। নন্দাদি গোপগণ, গোরস-পূর্ণ অসংখ্য কলস উপঢৌকন লইয়া শকটযানে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গোপীগণ, দয়িত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিল এবং তাঁহার সপ্রেম নিরীক্ষণাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ হৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রত্যাদেশাকাঙ্ক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। গোপিকাদিগকে সেই প্রকারে দুঃখিত দেখিয়া যদুশ্রেষ্ঠ "আগমন করিব" এই সপ্রেম-বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। তাহাদের চিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল; তথাপি যতক্ষণ রথের কেতু ও ধূলি দৃষ্টিগোচর হইল, ততক্ষণ লিখিত চিত্রের ন্যায় তাহারা নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল। শেষে গোবিন্দের নিবর্ত্তনে নিরাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল এবং প্রিয়ের চরিত্র সকল গান করিতে করিতে শোকশান্তি করিয়া দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিল। রাজন্! ভগবান্ও, বলরাম এবং অক্রূরের সমভিব্যাহারে পবনবেগগামী রথারোহণে পাপনাশিনী যমুনার তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নান করিয়া মার্জ্জিত মণির ন্যায় নির্ম্মল জল পান করিলেন; পরে তিনি বৃক্ষদিগকে সম্ভাষণ করিয়া রামের সহিত রথে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অক্রূর তাঁহাদিগের দুই জনকে রথের উপর উপবেশন করাইয়া অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কালিন্দীর হ্রদে গমন করিলে, সেই জলে মগ্ন হইয়া সনাতন ব্রহ্ম জপ করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন,—রাম-কৃষ্ণ তথায় একত্রে বসিয়া আছেন। ৩১—৪১। "বসুদেবের দুই তনয় রথের উপর বসিয়া আছেন; তাঁহারা এখানে কেন? তাঁহারা কি রথের উপর নাই?"—এই বলিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং উত্থান করিয়া দর্শন করিলেন,—পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারা সেই স্থানেই উপবেশন করিয়া আছেন। "তবে আমি যে তাঁহাদিগকে জলের মধ্যে দেখিলাম, সেকি মিথ্যা?"—এই ভাবিয়া অক্রূর পুনর্ব্বার জলে মগ্ন হইলেন এবং পুনর্ব্বার দেখিলেন,—সেই স্থানে অনন্তদেব অবস্থিতি করিতেছেন। সিদ্ধ, উরগ ও অসুরগণ মস্তক নত করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন। অনন্ত দেবের সহস্র মস্তক; সহস্র ফণায় সহস্র কিরীট শোভা পাইতেছে। পরিধান নীল বসন; অঙ্গ মৃণালের ন্যায় শুভ্র; অতএব শিখর-সমূহ দ্বারা বিরাজমান কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়ে এক ঘনশ্যাম পীত-কৌষেয়-বস্ত্রধারী পুরুষ। তিনি চতুর্ভুজ ও শান্ত। তাঁহার নয়ন—কমল-পত্রের ন্যায় আরক্ত; বদন,—সুন্দর ও প্রসন্ন; দৃষ্টি,—মনোহর হাস্যে জড়িত; ভ্রূ সুন্দর; নাসিকা উন্নত; কর্ণ মনোহর; কপোল সুগঠন; অধর আরক্ত; বাহু মাংসল ও আয়ত; স্কন্ধদ্বয় উন্নত; বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠ কম্বুসদৃশ; নাভি নিম্ন; উদর বলিমণ্ডিত ও অশ্বত্থপত্র-সদৃশ; কটিতট ও শ্রোণি বিশাল; উরুদ্বয় করভের তুল্য; জানুযুগল সুন্দর এবং দুই জঙ্ঘা মনোহর,—তাঁহার পাদপদ্ম ঈষৎ উন্নত গুল্ফযুগল ও অরুণবর্ণ নখ-সমূহের কিরণে এবং নবদল-সদৃশ নবীন অঙ্গুলিসমূহে ও অঙ্গুষ্ঠে শোভা পাইতেছে। তিনি অত্যন্ত মহামূল্য মণিসমূহে খচিত কিরীট, কটক, অঙ্গদ, কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, হার, নূপুর ও কুণ্ডল ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। তাঁহার হস্তে কমল, শঙ্খ, চক্র ও গদা; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস ও দীপ্তিশালী কৌস্তুভ এবং গলায় বনমালা। নির্ম্মলচিত্ত সুনন্দ, নন্দ ও সনক প্রভৃতি পার্ষদ; ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি সুরেশ্বর; মরীচ্যাদি ব্রাহ্মণগণ এবং প্রহ্লাদ, নারদ ও ব[সু] প্রভৃতি ভাগবত-প্রধানেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাক্য দ্বারা তাঁহা[র] স্তব করিতেছেন; এবং শ্রী, পুষ্টি, বাণী, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, ঊর্জ্জা, বিদ্যা ও অবিদ্যা, শক্তি এবং মায়া তাঁহার সে[বা] করিতেছেন। হে ভরত-নন্দন! অক্রূর অনেকক্ষণ ধরিয়া এ[ই] অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন; তাঁহার অতীব প্রীতি হইল; গা[ত্র] পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ভাবে চিত্ত ও লোচ[ন] আর্দ্রীভূত হইল। তিনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া মনোযোগ[-] পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অল্পে অ[ল্পে] গদ্গদ বাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪২—৫৭।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অক্রূর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

অক্রূর কহিলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে প্রণাম করি[;] আপনি বালক নহেন, আদ্য পুরুষ; আপনি অখিল কারণে[র] কারণ, অব্যয়, নারায়ণ; আপনার নাভি হইতে যে প[দ্ম] উদ্ভূত হয়, তাহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া এই লো[ক] সৃষ্টি করিয়াছেন;—আপনাকে নমস্কার। পৃথিবী, জল, অ[গ্নি] বায়ু ও আকাশ; অহঙ্কারতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব; প্রকৃতি, ও পুরু[ষ] মন, ইন্দ্রিয়বর্গ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহ এবং সমুদায় দেবতা,—এই যে সকল জগতের কারণ, ইঁহারা আপনার অঙ্গ হই[তে] উদ্ভূত হইয়াছেন। প্রকৃতি প্রভৃতি এই সকল, প্রত্যক্ষাদি দ্বা[রা] দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব ইহারা জড়, সুতরাং আত্ম[-] আপনার স্বরূপ জানিতে পারে নাই। ব্রহ্মাও প্রকৃতির [গুণ] দ্বারা আচ্ছন্ন, অতএব গুণের পরবর্ত্তী আপনার স্বরূপ জানি[তে] সক্ষম হন নাই। যোগী সাধুগণ আপনাকে অধ্যাত্ম, অধিভূত অধিদৈবের সাক্ষী, মহাপুরুষ ও নিয়ন্তৃরূপে সাক্ষাৎ আরাধ[না] করিয়া থাকেন; কতকগুলি, বেদ বিদ্যা দ্বারা আপনার উপাস[না] করেন। কর্ম্ম-যোগিগণ নানা রূপ ও নানা নাম দিয়া নানা বি[ধ] যজ্ঞ দ্বারা আপনার যাগ করিয়া থাকেন। যে সকল জ্ঞা[নী] যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞ[ান] যজ্ঞ দ্বারা জ্ঞানরূপী আপনারই পূজা করেন। অন্যান্য যে স[কল] ব্যক্তির চিত্ত, বৈষ্ণব-শৈবাদি দীক্ষায় দীক্ষিত; তাঁহারা আ[প-] যে বিধি উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পঞ্চরাত্রাদি বিধান দ্বারা বহ[ু] ও একরূপ আপনারই উপাসনা করেন; আর কতক[গুলি] শিবোক্ত বিধানে নানা আচার্য্যভেদে শিবরূপী ভগবান্ আ[প-] নারই আরাধনা করিয়া থাকেন। হে সর্ব্ব-দেবময়! হে প্র[ভো!] যাঁহারা নানা দেবতায় ভক্ত, তাঁহাদিগের বুদ্ধি যদিও [অন্যে] আসক্ত, তথাপি সকলেই ঈশ্বর আপনারই পূজা করেন। প্র[ভো!] যেমন পর্ব্বতজাত নদী সকল, বর্ষার জলে পূর্ণ হইয়া সর্ব্ব[দিক্] হইতে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়; তেমনি সমুদায় গতি, অন্তে আ[প-] নাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কারণ, প্রকৃতি আপনার; [সত্ত্ব,] রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির গুণ এবং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত স্থাবর প্র[ভৃতি] প্রকৃতির কার্য্য সকল এই গুণগণের অন্তর্গত। ১—[…] আপনাকে নমস্কার; আপনি সর্ব্বাত্মা ও সাক্ষী, [সু-] আপনার দৃষ্টি কিছুতেই লিপ্ত নহে। আর আপনি [সকলের] বুদ্ধির সাক্ষী। প্রভো! দেব, মানব, তির্য্যক্ যাহাদের আ[…]

যাহারা দেহাদি-শরীরাভিমানী, তাহাদের মধ্যে আপনার এই অবিদ্যাকৃত গুণপ্রবাহ প্রবৃত্ত রহিয়াছে; অতএব তাহাদিগের হইতে আপনার অনেক প্রভেদ। ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার চরণ, সূর্য্য আপনার নয়ন, আকাশ আপনার নাভি, দিক্ সকল আপনার কর্ণ, স্বর্গ আপনার মস্তক, সুরেন্দ্রবর্গ আপনার বাহু, সমুদ্র সকল আপনার কুক্ষি, বায়ু আপনার প্রাণ ও বল, বৃক্ষ এবং ওষধিবর্গ আপনার কেশ, পর্ব্বতসমূহ আপনার অস্থি ও নখ, রাত্রি ও দিবা আপনার নিমেষ, প্রজাপতি আপনার মেঢ়্র, বৃষ্টি আপনার বীর্য্য। জলে জলচর এবং কেশরে মশকদিগের ন্যায়, বহুজীব-সঙ্কুল লোকপাল-সহ লোকসকল, অব্যয়াত্মা মনোময়-পুরুষ আপনাতে বিরচিত হইয়া বিচরণ করিতেছে। ১২—১৫। আপনার স্বরূপ ঐরূপ দুরবগাহ বলিয়াই সাধুগণ আপনার অবতার-কথামৃত সেবন করিয়া থাকেন। আপনি ক্রীড়ার নিমিত্ত এই পৃথিবীতে যে যে রূপ ধারণ করেন, লোকেরা সেই সকল দ্বারা শোক-বিসর্জ্জন করিয়া আনন্দে আপনার যশোগান করিয়া থাকেন। আপনি আদি-মৎস্য হইয়া প্রলয়-সাগরের জলে বিচরণ করিয়াছেন;—আপনাকে নমস্কার। আপনি হয়গ্রীব হইয়াছিলেন এবং মধু ও কৈটভকে সংহার করিয়াছিলেন;—আপনাকে নমস্কার। আপনি বৃহৎ কূর্ম্ম হইয়া মন্দর-পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন;—আপনাকে নমস্কার। আপনি বরাহমূর্ত্তি হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার করিতে বিহার করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার। হে সাধুজনভয়-হারিন্! আপনি অদ্ভুত নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন;—আপনাকে নমস্কার। আপনি বামন হইয়া ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন;—আপনাকে নমস্কার। আপনি ভৃগু-কুলের অধিপতি পরশুরাম হইয়া দর্পিত ক্ষত্রিয়-বন ছেদন করিয়াছিলেন;—আপনাকে নমস্কার। আপনি রঘুকুলের ধুরন্ধর হইয়া রাবণ বধ করিয়াছিলেন;—আপনাকে নমস্কার। আপনি সঙ্কর্ষণ;—আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সাত্বতগণের অধিপতি;—আপনাকে নমস্কার। আপনি দৈত্য-দানবগণের মোহনকারী শুদ্ধ বুদ্ধ;—আপনাকে নমস্কার। আপনি কল্কী হইয়া ম্লেচ্ছ-প্রায় রাজগণের বিনাশ করিয়া থাকেন;—আপনাকে নমস্কার। ১৬—২২। ভগবন্ এই সমস্ত লোক আপনার মায়ায় মোহিত; সেইজন্য ইহারা 'আমি' ও 'আমার' এই অসৎ আগ্রহ করিয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছে। প্রভো! মূঢ় আমিও স্বপ্নতুল্য দেহ, পুত্র, গৃহ, দারা, অর্থ ও স্বজন প্রভৃতিকে সত্য বোধ করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছি। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হওয়াতে আমি অনিত্য অনাত্ম ও দুঃখ সকলে বিপরীত-বুদ্ধি করিতেছি এবং আমি দ্বন্দ্বে ক্রীড়া করিতেছি; আত্মা ও প্রিয় আপনাকে জানিতে পারিতেছি না। যেমন অজ্ঞ-ব্যক্তি জলজাত তৃণাদিতে আচ্ছন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া মৃগতৃষ্ণার দিকে ধাবমান হয়, তেমনি আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া দেহাদির অভিমুখ হইয়া রহিয়াছি। আমার বুদ্ধি বিষয়-বাসনায় বিভ্রান্ত হইয়াছে; আমি কাম ও কর্ম্ম দ্বারা ক্ষুভিত এবং উন্মাদী হইয়া ইন্দ্রিয়গণে ইতস্ততঃ বাহ্যমান মন সংযত করিতে পারিতেছি না। এতাদৃশ পরবশ আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম। হে অন্তর্য্যামিন্! অসৎব্যক্তি আপনার চরণে শরণ পায় না; অতএব আমি বোধ করি, আমার প্রতি এ আপনার অনুগ্রহ। হে পদ্মনাভ! যখন পুরুষের সংসারের সমাপ্তি হইয়া আইসে, তখনই সাধুর সেবা দ্বারা আপনার প্রতি তাহার মতি হয়; কিন্তু আপনার কৃপা না হইলে সাধুসেবা অথবা আপনাতে মতি কখনই হয় না; সুতরাং মুক্তি [illegible] অসম্ভব। প্রভো! আপনি বিজ্ঞানময় ও যাবতীয় জ্ঞানের কারণ। আপনি পরিপূর্ণ এবং আপনার শক্তি অনন্ত; সুতরাং পুরুষের ঈশ্বর সকলের নিয়ন্তা;—আপনাকে নমস্কার। আপনি চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব; সর্ব্বভূতের আশ্রয় সঙ্কর্ষণ; আপনাকে নমস্কার। আপনি হৃষীকেশ; বুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম;—প্রভো! আমাকে পরিত্রাণ করুন। ২৩—৩০।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-প্রবেশ।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! অক্রূর স্তব করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ, নট-নাট্যের ন্যায়, জলের মধ্যে তাঁহাকে আপন শরীর প্রদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার সংহরণ করিলেন। তিনিও তাঁহাকে আর দেখিতে না পাইয়া জলের মধ্য হইতে উত্থান করিলেন এবং শীঘ্র আবশ্যক কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রথে প্রত্যাগত হইলেন। হৃষীকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অক্রূর! তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে,—যেন তুমি এই স্থানে ভূমিতে, আকাশে বা জলে কোন অদ্ভুত দর্শন করিয়া আসিলে।" অক্রূর কহিলেন, "ভগবন্! ভূতলে, নভঃস্থলে বা জলে যে কিছু অদ্ভুত আছে,—সকলই আপনাতে বিরাজিত; যখন আপনাকে বিশেষ করিয়া দর্শন করিয়াছি, তখন কোন্ অদ্ভুত না দর্শন করিয়াছি? হে পরমেশ্বর! আপনাতে সমস্ত অদ্ভুতই দেদীপ্যমান; আপনাকে যদি এখানে দর্শন না করি, তবে ভূমিতে, আকাশে অথবা জলে আর কি অদ্ভুত দেখিব?" ১—৫। মহারাজ! অক্রূর এই কথা কহিয়া রথ-চালনা করিয়া দিলেন এবং রাম ও শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া দিনশেষে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। রাজন্! পথে আসিবার সময় রাম-কৃষ্ণ যে যে গ্রামের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই গ্রামের লোকেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শনপূর্ব্বক আনন্দিত হইল; তাহাদের নয়ন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিবৃত্ত হইল না। নন্দাদি ব্রজবাসিগণ অগ্রে আগমন করিয়া নগরের উপবনে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ জগদীশ্বর তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিনীত অক্রূরের হস্ত স্বীয় হস্ত দ্বারা ধারণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন, "তাত! তুমি যান লইয়া অগ্রে নগরে ও নিজ গৃহে প্রবেশ কর। আমরা এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরে পুরী দর্শন করিব।" ৬—১০। অক্রূর কহিলেন, "প্রভো! আমি আপনাদিগকে না লইয়া পুরী প্রবেশ করিতে পারিব না। হে ভক্তবৎসল! আমি আপনার ভক্ত; আমাকে ত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না। আসুন,—গমন করা যাউক; হে অধোক্ষজ! হে সুহৃত্তম! জ্যেষ্ঠ, গোপালগণ এবং বন্ধুদিগের সহিত আমাদিগের ভবনে গিয়া আমাদিগকে সনাথ করুন। আমরা গৃহস্থ; পাদধূলি দ্বারা আমাদিগের গৃহ পবিত্র করুন। ঐ পদ-রজের প্রক্ষালন-জলে পিতৃগণ এবং অগ্নিগণের সহিত দেবগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, মহাত্মা বলি পবিত্র-কীর্ত্তি এবং অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভক্তদিগের গতি লাভ করিয়াছেন। আপনার পবিত্র পাদ-প্রক্ষালন-জলে ত্রিলোক পবিত্র হইয়াছে। মহাদেব ঐ জল স্বীয় শিরোদেশে ধারণ করেন; এবং সগরের সন্তানগণ ঐ জলের প্রভাবে স্বর্গে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পুণ্যশ্রবণ! হে পুণ্যকীর্ত্তন! হে

যদুশ্রেষ্ঠ! হে উত্তমঃশ্লোক! হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার করি।" ১১—১৬। শ্রীভগবান্ কহিলেন, "অক্রূর! আর্য্যের সমভিব্যাহারে তোমার গৃহে গমন করিব এবং যদুকুলের হিংসককে সংহার করিয়া সুহৃদ্গণের প্রিয় সাধন করিব।" ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া, অক্রূর কিঞ্চিৎ বিমনা হইলেন এবং পুরী প্রবেশপূর্ব্বক কংসকে কার্য্য নিবেদন করিয়া গৃহে যাত্রা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা-দর্শনেচ্ছায় গোপগণে পরিবৃত হইয়া বলরামের সহিত অপরাহ্নে মথুরা প্রবেশ করিলেন।—দেখিলেন,—উহার উচ্চ গোপুরদ্বার সকল স্ফটিকে নির্ম্মিত; তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ তোরণ সকল শোভা পাইতেছে, তোরণের কবাট সকল কনকনির্ম্মিত। কোষ্ঠ সমুদায়—তাম্র এবং পিত্তলে রচিত। ঐ পুরী, চতুর্দ্দিকে বিশাল পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; তাহাতে ঐ পুরী আক্রমণ করা দুঃসাধ্য। উদ্যান এবং রম্য উপবন উহার শোভা বিস্তার করিতেছে। সুবর্ণময় চতুষ্পথ, ধনিক-ভবন, গৃহোচিত উপবন, একরূপ ব্যবসায়ীদিগের মণ্ডলী এবং অন্যান্য গৃহ সকল উহাকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। বড়ভী, বেদী, গবাক্ষ-রন্ধ্র এবং কুট্টিম সকল,—বৈদূর্য্য, বজ্র, স্ফটিক, নীলকান্তমণি, বিদ্রুম, মুক্তা ও মরকত মণি দ্বারা খচিত। সেই সমস্ত কুট্টিমে ময়ূর ও পারাবত সকল শব্দ করিতেছে। রাজপথ, পণ্যবীথি, পথ ও চত্বর সকল অভিষিক্ত। উহাতে মাল্য, অঙ্কুর, লাজ ও তণ্ডুল প্রকীর্ণ রহিয়াছে। তত্রত্য সমস্ত সদন,—দধি ও চন্দন দ্বারা সিক্ত; কুসুম ও দীপের মালা দ্বারা সজ্জিত; পল্লবযুক্ত সবৃন্ত কদলী ও গুবাক-সহিত, ধ্বজ-সমন্বিত, পতাকা-সংযুক্ত পূর্ণ কলস-সমূহ তাহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। রাজন্! রাম ও কৃষ্ণ, বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া রাজমার্গ দ্বারা সেই পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পুরস্ত্রীগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইয়া প্রাসাদে আরোহণ করিল। কেহ কেহ বিপরীতভাবে বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া, কেহ কেহ কঙ্কণ ও বলয়াদির একখানি ভুলিয়া, কেহ কেহ দুই কর্ণের এক কর্ণে পত্র রচনা করিয়া, কেহ কেহ এক চরণে নূপুর পরিধান করিয়া আর কোন কোন রমণী দ্বিতীয় লোচনে অঞ্জন না দিয়া ধাবিত হইল। কেহ কেহ ভোজন করিতেছিল, অর্দ্ধাশন না হইলেও ভোজনপাত্র ফেলিয়া গমন করিল। কোন সখী কাহারও অঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিতেছিল, সে স্নান না করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে ছুটিয়া আসিল। কেহ কেহ নিদ্রা যাইতেছিল, শব্দ শ্রবণমাত্র উত্থিত হইয়াই গমন করিল। মাতৃগণ সন্তানদিগকে স্তনপান করাইতেছিলেন,—পরিত্যাগ করিয়া ধাবিত হইলেন। ১৭—২৬। রাজন্! মত্ত-গজেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী কমলাক্ষ হরি, প্রগল্ভ-লীলার সহিত হাস্য ও কটাক্ষ-বিক্ষেপ এবং লক্ষ্মীর আনন্দোৎপাদক নিজ শরীর দ্বারা নয়নের আনন্দ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের মন হরণ করিলেন। হে শত্রুদমন! তাঁহার কাহিনী বারংবার শ্রবণ করাতে সেই সমস্ত অবলার চিত্ত তাঁহারই প্রতি ধাবিত হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার কটাক্ষ ও উদার-হাস্য-সুধার অভিষেকে মান লাভ করিল এবং নেত্রমার্গ দ্বারা মনোমধ্যে প্রাপ্ত আনন্দমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া পুলকে পূরিত হইল। শ্রীভিপথে প্রমদাগণের মুখপদ্ম প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহারা, প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিয়া রাম-কেশবের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণও আনন্দিত হইয়া স্থানে স্থানে জলপাত্র-সমন্বিত অক্ষত, মাল্য, গন্ধ ও উপকরণ দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। পৌরস্ত্রীগণ কহিতে লাগিল,—"অহো! গোপীরা কি মহৎ তপস্যাই করিয়াছিল? সেইজন্যই তাহারা নরলোকের এই দুই মহোৎসবকে অনুক্ষণ দর্শন করে।" রাজন্! সেই পথ দিয়া একজন রঙ্গকার রজক আসিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকট উত্তম উত্তম ধৌত বস্ত্র সকল যাচ্ঞা করিলেন। কহিলেন, "অহে রজক! আমাদিগকে উপযুক্ত বসন প্রদান কর। দান করিলে নিশ্চয়ই তোমার অত্যন্ত মঙ্গল হইবে।" সেই রজক, রাজা কংসের ভৃত্য; এইজন্য অতি দর্পিত। পূর্ণব্রহ্ম যে তাহার নিকট বস্ত্র যাচ্ঞা করিলেন, তাহা সে জানিতে পারিল না; নিজ দর্পে সে অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিল এবং তিরস্কার করিয়া কহিল, "রে উদ্ধত! তোরা গিরি-কাননে ঘুরিয়া বেড়াস্, নিত্য এইরূপ বস্ত্রই পরিধান করিয়া থাকিস্ বটে; রাজার দ্রব্য যাচ্ঞা করিতেছিস্! শীঘ্র পলায়ন কর্। মূর্খ! যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এইরূপ প্রার্থনা করিস্ না। রাজার লোকেরা দর্পিত ব্যক্তিকে বন্ধন, নাশ এবং তাহার সম্পত্তি হরণ করিয়া থাকে।" ২৭—৩৬। রাজন্! সেই রজক এইরূপ তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, দেবকী-নন্দন কুপিত হইয়া হস্ত দ্বারা তাহার শরীর হইতে মস্তক পাতিত করিলেন। তাহার অনুজীবিগণ, কৌষেয়-বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকের পথ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অচ্যুত, বস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব, আপনারা যে বস্ত্র ভাল বাসেন, সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া, কতকগুলি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন; অবশিষ্টগুলি গোপদিগকে অর্পণ করিলেন। তাহার পর এক তন্তুবায় আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে আসিল এবং যেরূপে শোভা হয়, সেইরূপে বিবিধ বস্ত্রনির্ম্মিত ভূষণ দ্বারা তাঁহাদিগের দুই জনের বেশ রচনা করিয়া দিল। রাম-কৃষ্ণ নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিয়া, পর্ব্বদিবসে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ বাল-গজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া সেই তন্তুবায়কে আপনার সারূপ্য এবং ইহলোকে পরম লক্ষ্মী, বল, ঐশ্বর্য্য, স্মৃতি-শক্তি ও ইন্দ্রিয়-পটুতা প্রদান করিলেন। তাহার পর দুই জনে সুদামা নামক মালাকারের ভবনে উপস্থিত হইলেন। সুদামা, তাঁহাদিগের দুইজনকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া মস্তক দ্বারা ভূমিতে নমস্কার করিল এবং আসন আনিয়া দিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, পূজোপকরণ, মাল্য, তাম্বূল ও চন্দন দ্বারা তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের অনুচরগণের পূজা করিয়া কহিল, "প্রভো! আপনাদিগের আগমনে আমাদিগের জন্ম সার্থক এবং কুল পবিত্রীকৃত হইল। আর পিতৃগণ ও দেবগণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। আপনারা নিশ্চয়ই জগতের চরম কারণ; মঙ্গল ও উদ্ভবের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রভো! যিনি ভজনা করেন, যদিও আপনারা তাঁহাকেই ভজনা করিয়া থাকেন সত্য; তথাপি আপনাদিগের বিষম-দৃষ্টি নাই; কারণ, আপনারা জগতের আত্মা ও বন্ধু এবং সর্ব্বভূতেই সমান। আমি আপনাদের ভৃত্য; আজ্ঞা করুন,—আমি আপনাদের কি করিব? আপনাদের নিয়োগ লোকের পক্ষে পরম মঙ্গল।" ৩৭—৪৭। হে রাজেন্দ্র! সুদামা এই প্রকার নিবেদন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল এবং আনন্দ-সহকারে সুগন্ধি কুসুমে মালা সকল রচনা করিয়া প্রদান করিল। রাম-কৃষ্ণ, অনুচরগণের সহিত সেই মালায় সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া প্রণত প্রপন্ন সুদামাকে বিবিধ বর প্রদান করিলেন। সেই মালাকার, অখিলাত্মা ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি, তাঁহার ভক্তগণের সহিত সৌহার্দ এবং সর্ব্বভূতের প্রতি পরম দয়া প্রার্থনা করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সেই সমস্ত প্রার্থিত বরই প্রদান করিলেন এবং সে প্রার্থনা না করিলেও কহিলেন, "মালাকর! তোমার বংশে শ্রী সতত বৃদ্ধিশীলা থাকিবেন এবং তোমার বল,

আয়ু, যশ ও কান্তি সমুন্নত হইবে।" এইরূপ বর দিয়া তিনি অগ্রজের সহিত তথা হইতে বহির্গত হইলেন। ৪৮—৫২।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মল্লরঙ্গ-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অনন্তর সুখপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ রাজপথ দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন,—এক বরাননা যুবতী বিলেপন-পাত্র-হস্তে সেই পথ দিয়া যাইতেছে। সেই রমণী—তরুণী ও সুদর্শনা হইলেও কুব্জা। মাধব তাহাকে দেখিয়া হাস্য করত কহিলেন, "হে বরোরু! হে অঙ্গনে! তুমি কে? এই অনুলেপনই বা কাহার? আমাদিগের নিকট যথার্থ করিয়া বল। আমাদিগের দুই জনকে উত্তম অঙ্গ-বিলোপন দাও। তাহা হইলে অচিরে তোমার মঙ্গল হইবে। সৈরিন্ধ্রী কহিল, "হে সুন্দর! আমার নাম ত্রিবক্রা; আমি কংসের দাসী, অনুলেপন আমার কার্য্য। কার্য্যে নৈপুণ্য থাকাতে রাজা আমার যথেষ্ট আদর করেন এবং আমার প্রস্তুত অঙ্গলেপন বড় ভাল বাসেন। এই অঙ্গলেপন আপনারা দুই জন ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি পাইতে পারেন?" রাজন্! রূপ, কোমল মাধুর্য্য, হাস্য, আলাপ ও দৃষ্টি দ্বারা বশীভূত হইয়া কুব্জা তাঁহাদের উভয়কে গাঢ় অনুলেপন প্রদান করিল। সেই পীতাদি বর্ণ অঙ্গরাগে রঞ্জিত হইয়া তাঁহারা দুই ভ্রাতা পরম শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া দর্শনের ফল দেখাইয়া ত্রিবক্রা, চারুবদনা কুব্জাকে সরল করিতে মনঃস্থ করিলেন। অচ্যুত নিজ পাদদ্বয় দ্বারা তাহার দুই পদের অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিয়া এবং হস্তের দুই অঙ্গুলি উত্তোলনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা চিবুক ধারণ করিয়া, দেহ উত্তোলন করিলেন। তাঁহার শ্রীকরস্পর্শে তৎক্ষণমাত্রে কুব্জার শরীর সরল ও সমাঙ্গ এবং নিতম্ব ও পয়োধর বৃহৎ হওয়াতে সে এক উৎকৃষ্ট প্রমদা হইয়া উঠিল। তাহার পর, রাজন্! সেই রমণী,—রূপ, গুণ ও ঔদার্য্য-সম্পন্ন হওয়াতে মনোভবের বশীভূতা হইয়া পড়িল এবং সগর্ব্বে কেশবের উত্তরীয়-প্রান্ত আকর্ষণ করিয়া কহিল, "বীর! আইস,—গৃহে যাই; আমি এই স্থানে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার চিত্ত মন্থন করিয়াছ। আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" —১০। কামিনী এই কথা কহিলে, শ্রীকৃষ্ণ—দর্শনকারী রামের এবং অনুচরগণের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে কহিলেন, "হে সুভ্রু! আমি কার্য্য-সাধন করিয়া তোমার গৃহে তোমার মনঃপীড়া-নাশার্থ আগমন করিব। সুন্দরি! গৃহশূন্য প্রবাসী পুরুষদিগের তুমি পরম আশ্রয়।" শ্রীকৃষ্ণ মধুর-বাক্যে তাহাকে বিদায় করিয়া রাজমার্গে বণিক্‌পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বণিকেরা নানা উপহার, তাম্বুল, মালা ও গন্ধ দ্বারা অগ্রজের সহিত তাঁহার পূজা করিল। তদ্দর্শন-জাত মদনাবেগ হেতু স্ত্রীগণের বসন, কবরী ও বলয় খসিয়া পড়িল; তাহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া আপনাদিগকে জানিতে পারিল না। রাজন্! অনন্তর অচ্যুত, পৌরদিগকে ধনুর্যজ্ঞশালা জিজ্ঞাসা করিয়া, তথায় প্রবেশ করিলেন এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় অদ্ভুত ধনু দেখিতে পাইলেন। ঐ ধনু পরম-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন; বহুলোকে উহার রক্ষা ও পূজা করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ, রক্ষকগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সহসা ঐ ধনু গ্রহণ করিলেন এবং দর্শনকারী জনগণের সমক্ষে অবলীলাক্রমে বামকরে গ্রহণপূর্ব্বক নিমিষমধ্যে উহাতে জ্যা যোজনা করিলেন। অতঃপর মদ মত্ত করী যেরূপ ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করে, উরুক্রম সেইরূপ আকর্ষণ করিয়া মধ্যভাগে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। ধনু যখন ভগ্ন হইতে লাগিল, তখন তাহার শব্দ,—আকাশ, অন্তরীক্ষ ও দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিল। সেই ভয়াবহ শব্দে কংসের হৃদয় শিহরিত হইল। সে অতিশয় ভীত হইল; কিন্তু ঐ ধনুর রক্ষকগণ কুপিত হইয়া, অনুচরের সহিত তাঁহাকে ধারণ করিবার মানসে "ধারণ কর; বধ কর" বলিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল। রাম-কৃষ্ণ তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দুই খণ্ড ধনু লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অচিরে কংস-সৈন্য প্রেরণ করিল; কিন্তু রাম-কৃষ্ণ তাহাও বিনাশ করিলেন এবং পরে শালামুখ হইতে বহির্গত হইয়া নগরের সম্পত্তি নিরীক্ষণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের দুই জনের সেই অদ্ভুত বীর্য্য, তেজ, ধৃষ্টতা ও রূপ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে দুই শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে করিল। রামকৃষ্ণ স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতেছেন,—ইতিমধ্যে সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলেন। তাঁহারা গোপগণের সহিত, যে স্থানে শকট সকল স্থাপিত হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের যাত্রাকালে গোপীরা মধুপুরীর সৌভাগ্য-সম্বন্ধে যাহা যাহা কহিয়াছিল, মধুপুর-বাসিগণের সে সমুদায়ই ফলিল; কারণ, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার কৃপা-কটাক্ষ-লাভের নিমিত্ত ভজনা করিয়া থাকেন, সেই কমলা যাঁহার অনুদিন ভজনা করেন, অদ্য পৌরগণ সেই পুরুষ-ভূষণের গাত্রলক্ষ্মী দর্শন করিল। ১১—২৪। রাজন্! অনন্তর রাম-কৃষ্ণ পদপ্রক্ষালন করিয়া ক্ষীর-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলেন এবং কংস কি করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া, সুখে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। মহীপতে! দুর্ম্মতি কংস যখন শুনিল যে, রাম ও কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে সেই ধনু ভগ্ন এবং রক্ষকদিগের ও তাঁহার নিজের সেনা সংহার করিয়াছেন, তখন তাহার ভয়ের আর সীমা রহিল না। সেই রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না। জাগরণ ও স্বপ্ন—উভয় অবস্থাতেই সে মৃত্যুর সৌত্যকর বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিল। কংস দেখিতে পাইল,—যেন জলাদিতে তাহার প্রতিবিম্ব রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আপন মস্তক দেখিতে পাইল না। অঙ্গুলি প্রভৃতি চক্ষুর কোন অন্তর্দ্ধান-পদার্থ না থাকিলেও প্রত্যেক জ্যোতিঃপদার্থকে দুই দুই বোধ হইতে লাগিল। প্রতিবিম্বে ছিদ্রের প্রতীতি হইতে লাগিল। প্রাণশব্দ শুনিতে পাইল না। বৃক্ষগণে স্বর্ণবর্ণের প্রতীতি হইতে লাগিল। ধূলি কর্দ্দমাদিতে নিজ পদচিহ্ন দেখিতে পাইল না। স্বপ্নে প্রেতের সহিত আলিঙ্গন করিতে লাগিল, গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিল, যেন মৃণাল ভক্ষণ করিতে লাগিল,—এবং দেখিল একজন তৈলাক্ত-কলেবর দিগম্বর জবা পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া তাহার অভিমুখে গমন করিতেছে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায়, এই প্রকার নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া রাজা বারপুর নাই ভীত হইল; দারুণ দুর্ভাবনায় কিছুতেই নিদ্রা যাইতে পারিল না। ২৫—৩১। হে কুরুনন্দন! রজনী প্রভাত হইল,—দেখিতে দেখিতে দিবাকর জলমধ্য হইতে উদিত হইলেন। তখন কংস, মল্লক্রীড়া-মহোৎসব আরম্ভ করিতে আদেশ দিল। পুরুষেরা রঙ্গস্থানের পূজা করিয়া তূরী, ভেরী বাদন করিতে লাগিল; মঞ্চ সকল,—মালা, পতাকা, চৈল ও তোরণে অলঙ্কৃত হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পৌর ও জনপদ-বাসিগণ সেই সকল মঞ্চে যথাসুখে উপবিষ্ট হইলেন। রাজারা আসন গ্রহণ করিলেন এবং কংস, অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া রাজমঞ্চে মণ্ডলেশ্বরদিগের মধ্যভাগে ভাবিদ্ধ-অন্তঃকরণে উপবেশন করিল। অনন্তর বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইলে, যখন মল্লতাল তাহার উপরে স্ফুট হইতে লাগিল, তখন দর্পিত মল্লগণ

সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া উপাধ্যায়দিগের সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল,—এই সকলে মনোহর বাদ্যে হৃষ্ট হইয়া মল্লরঙ্গে আগমন করিল। নন্দাদি গোপগণ, ভোজরাজের আহ্বান পাইয়া, উপঢৌকন প্রদানপূর্ব্বক এক মঞ্চে উপবেশন করিলেন। ৩২—৩৮।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মল্লক্রীড়ার উদ্যোগ।

শুকদেব কহিলেন,—হে পরন্তপ! অনন্তর রাম-কৃষ্ণ,মল্লদুন্দুভির-শব্দ শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত মল্লরঙ্গে গমন করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বদিনেই এই বিচার করিয়াছিলেন যে, "আমরা ধনুর্ভঙ্গাদি দ্বারা আপনাদের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলাম, তথাপি দুরাত্মা কংস আমাদের পিতা-মাতাকে মুক্ত করিল না; আমাদিগকেও বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে; অতএব সে মাতুল হইলেও বধ্য। ইহার প্রাণবধে আমাদের দোষ নাই।" শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—হস্তিপক-চালিত কুবলয়াপীড় হস্তী তথায় অবস্থিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে ভগবান্ দৃঢ়বেশ রচনাপূর্ব্বক বক্র অলকজাল বন্ধন করিয়া নীরদ-গম্ভীর-বাক্যে হস্তিপককে কহিলেন, "অহে হস্তিপ! অহে হস্তিপ! আমাদিগের দুই জনকে পথ দেও,—শীঘ্র সরিয়া যাও; না হইলে হস্তীর সহিত তোমাকে এখনই যমসদনে প্রেরণ করিব।" হস্তিপক তিরস্কৃত হইয়া কুপিত হইল এবং কালান্তক-যমতুল্য হস্তীকে কুপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চালাইয়া দিল। গজরাজ অভিমুখে ধাবিত হইয়া শুণ্ড দ্বারা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিল। তিনি শুণ্ড হইতে বিগলিত হইয়া হস্তীকে পাদদেশে আঘাত করিয়া অদৃশ্য হইলেন। ক্রুদ্ধ হস্তী কেশবকে না দেখিয়া ঘ্রাণ দ্বারা তাঁহাকে বাহির করিয়া শুণ্ডাগ্রে ধারণ করিল; তিনিও সবলে নির্গত হইলেন। ১—৭। গরুড় যেমন ক্রীড়াচ্ছলে ভুজঙ্গকে আকর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি অতিবল হস্তীর পুচ্ছ ধরিয়া পঞ্চবিংশতি ধনু দূরে টানিয়া লইয়া গেলেন। হস্তী যেমন বাম ও দক্ষিণে ভ্রমণ করিতে লাগিল, অচ্যুত অমনি তাহাকে ভ্রমণ করাইয়া, গোবৎসের সহিত বালকের ন্যায়, তাহার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুচ্ছ ধরিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত কুবলয়াপীড় যেমন বাম-দিকে ফিরিল, তিনি তাহাকে দক্ষিণ দিকে এবং সে দক্ষিণ-দিকে যাইলে, বাম-দিকে ভ্রমণ করাইলেন; তাহাকে তাহার পর অভিমুখে আগমন করিয়া বারণকে হস্ত দ্বারা আঘাত করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত দৌড়িতে দৌড়িতে পদে পদে স্পৃষ্ট হইয়া তাহাকে পাতিত করিলেন। তিনি ক্রীড়াক্রমে দৌড়িতে দৌড়িতে ভূমিতে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন। তিনি পতিত হইয়াছেন,—মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হস্তী দুই দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিতে লাগিল; অনন্তর আপন বিক্রম ব্যর্থ হইতে দেখিয়া গজরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বেগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। সে দৌড়িয়া যেমন নিকটে উপস্থিত হইল, অমনি ভগবান্ মধুসূদন হস্ত দ্বারা তাহার শুণ্ড ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। হস্তী পাতিত হইলে, মৃগেন্দ্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে তাহাকে পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া দন্ত উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং হরি তদ্দ্বারা তাহাকে ও হস্তিপদিগকে বধ করিলেন। অনন্তর মৃত হস্তীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দন্তহস্তে রঙ্গে প্রবেশ করিলেন। স্কন্ধে দন্ত স্থাপিত; সর্ব্বাঙ্গ,—রুধির ও মদকণায় অঙ্কিত; বদনাম্বুজে ঘর্ম্ম-বিন্দু উদ্গত। তিনি পরম শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজন্! বলদেব ও জনার্দ্দন, কতিপয় গোপে পরিবৃত হইয়া দন্তরূপ উৎকৃষ্ট অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি অগ্রজের সহিত রঙ্গে প্রবেশ করিয়া, মল্লগণের পক্ষে বজ্র, মানবগণের মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, রমণীগণের মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণের স্বজন, দুরাত্মা মহীপালদিগের শাসনকর্ত্তা, তাঁহার আপন পিতা-মাতার শিশু, ভোজপতির মৃত্যু, অজ্ঞগণের জড়, যোগিগণের পরম তত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের পরম-দেবতারূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ১—১৭। মহারাজ! কুবলয়াপীড়কে নিহত হইতে দেখিয়া দুরাত্মা কংস রাম-কৃষ্ণকে জয় করা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করিল এবং মনে মনে অতিশয় ভয় পাইল। মহাভুজ ভ্রাতৃদ্বয়,—বিচিত্র বেশ, আভরণ, মাল্য ও বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রঙ্গে প্রবেশ করিয়া, উৎকৃষ্ট-বেশধারী দুই নটের ন্যায় প্রভা দ্বারা দর্শকদিগের মন বিচলিত করিতে লাগিলেন। রাজন্! সেই দুই পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া মঞ্চস্থিত নাগরিক এবং রাষ্ট্রিক জনগণের চক্ষু ও মুখ হর্ষবেগে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহারা চক্ষু দ্বারা তাঁহাদিগের মুখ পান করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের পিপাসা-নিবৃত্তি হইল না। তাঁহারা চক্ষু দ্বারা যেন পান, জিহ্বা দ্বারা যেন লেহন, দুই নাসারন্ধ্র দ্বারা যেন আঘ্রাণ এবং বাহুদ্বয় দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিয়া, যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেইরূপে পরস্পর কহিতে লাগিলেন। রাম-কেশবের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য ও ধৃষ্টতা, তখন তাঁহাদিগকে ঐ সকল স্মরণ করাইয়া দিল। ১৮—২২। তাঁহারা কহিতে লাগিলেন,—"ইহাঁরা দুই জন, সাক্ষাৎ হরির অংশে এই পৃথিবীতে বসুদেব-সদনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হন,—ইহাঁকেই গোকুলে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় এতকাল গুপ্তভাবে বাস করিয়া ইনি নন্দের গৃহেই বৃদ্ধি পাইয়াছেন। ইহাঁরই হস্তে পূতনা, চক্রবাত দানব, যমলার্জ্জুন, ধেনুক, কেশী, শঙ্খচূড় এবং তদ্বিধ অঘাসুরাদি বিনষ্ট হইয়াছে। ইনিই রাখালগণের সহিত গোদিগকে অগ্নিরূপী দানবের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন; ইনিই কালিয়-সর্প দমন করিয়াছিলেন, ইন্দ্রের গর্ব্ব ইহাঁ দ্বারাই খর্ব্বীকৃত হইয়াছে; ইনিই সপ্তাহকাল একহস্তে করিয়া গিরিরাজ ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইনিই বর্ষা, বাত ও বজ্র হইতে গোকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর মুখে হাস্য ও কটাক্ষ নিত্য প্রকাশিত; গোপীগণ ইহাঁরই ঈষৎশ্রান্ত মুখ দর্শন করিয়া আনন্দে বিবিধ সন্তাপ দূর করিয়া থাকে। যদুর বহুবিখ্যাত বংশ ইহাঁ কর্ত্তৃকই রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মী, যশ ও মহত্ত্ব লাভ করিবে। কমল-লোচন শ্রীমান্ বলদেব ইহাঁর অগ্রজ; ইনি প্রলম্বকে সংহার করিয়াছিলেন। বৎস ও বকাদিও ইহাঁরই হস্তে পাতিত হইয়াছে। ২৩—৩০। লোকেরা এইরূপ কহিতেছিলেন এবং বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিতেছিল,—এই সময় চাণূর, রাম-কৃষ্ণকে ডাকিয়া কহিল, "হে নন্দতনয়! হে রাম! তোমরা দুইজনে বীর্য্যবান্ বলিয়া সম্মত এবং বাহুযুদ্ধে দক্ষ; রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। প্রজাগণ,—কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা রাজার প্রিয় করিয়াই মঙ্গললাভ করে; ইহার অন্যথা হইলে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। আরও কথিত আছে যে, গোপালগণ নিত্য আনন্দিত মনে বনমধ্যে বাহুযুদ্ধে ক্রীড়া করিয়াই গোচারণ করিয়া বেড়ায়। অতএব আইস,—তোমরা এবং আমরাও রাজার প্রিয় [illegible] করি; তাহা হইলে প্রাণী সকল আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবে; কারণ, নরপতি সর্ব্বভূত-স্বরূপ।" [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]; সুতরাং [illegible] তিনি

উঁহার অভিনন্দন করিয়া, দেশ ও কালের সমুচিত বাক্য বলিলেন; "আমরা বনচর বটে, তথাপি এই ভোজপতিরই প্রজা। রাজার ইষ্ট সাধন করিব, অতএব এই আদেশ আমাদিগের পক্ষে অনুগ্রহ। কিন্তু আমরা বালক, অতএব আমাদের সমান-বলশালী বালকদিগের সহিত যেরূপ বাহুযুদ্ধ হয়, তদ্রূপ করিয়া ক্রীড়া করিতে চাহি। এরূপ হইলে মল্ল-সভাসদ্দিগকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে না।" চাণূর কহিল, "তুমি কিংবা বলদেব,—তোমরা কেহই বালকও নহ, কিশোরও নহ। তোমরা বলশালী ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ। যে হস্তী, সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত, তুমি অবলীলা-ক্রমে সেই হস্তীকে সংহার করিয়াছ। অতএব যাহারা বলী, তোমাদিগের সহিত তাহাদিগেরই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য; তাহাতে কোন ভাগে অধর্ম্ম নাই। হে বৃষ্ণিনন্দন! আইস,— তুমি আমার উপর বিক্রম প্রকাশ কর; আর মুষ্টিক, বলভদ্রের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক।" ৩২—৪০।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

কংস-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! এইরূপে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, চাণূরকে এবং রোহিণী-নন্দন, মুষ্টিককে ধারণ করিলেন। হস্তদ্বয় দ্বারা হস্তদ্বয় এবং উভয় পদ দ্বারা উভয় পদ বন্ধনপূর্ব্বক জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া উভয়ে পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। একজন নিজের দুই অরত্নি দ্বারা অন্য জনের দুই অরত্নি, দুই জানু দ্বারা দুই জানু, মস্তক দ্বারা মস্তক এবং বক্ষঃস্থল দ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিভ্রামণ, বাহুযুগল দ্বারা তাড়ন, অধঃক্ষেপ, উৎসর্পণ এবং অপ-সর্পণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে ঘুরাইতে লাগিলেন। উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন ও স্থাপন দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে অভিলাষ করিয়া উভয়েই স্ব স্ব দেহের অপকার করিলেন। রাজন্! ঐ যুদ্ধের একদিকে বল এবং অন্যদিকে অবল দর্শন করিয়া সমবেত মহিলাগণ দলবদ্ধ হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিলেন,—"এই সময় অতি বিষম! আহা! ইহা রাজ-সভাসদ্দিগের মহৎ অধর্ম্ম। বালকের সহিত বলবান্ মল্লের যুদ্ধ দেখিয়া কোথা রাজা তাহা নিবারণ করিবেন, তাহা না করিয়া নিজেই আবার অনুমোদন করিতেছেন। শৈলরাজ-পরিমিত এই দুই মল্লের সর্ব্বাঙ্গ বজ্রের ন্যায় সারবান্; আর এই দুই বালক সুকুমার-কলেবর,—এখনও যৌবনে পদার্পণ করেন নাই; ইঁহাদিগের পরস্পর যুদ্ধ কখনই সম্ভবে না। নিশ্চয়ই এই সমাজের ধর্ম্মব্যতিক্রম ঘটিবে; যেখানে অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সে স্থানে কখনও অবস্থিতি করিতে নাই। সভাস্থলে যিনি জানিয়া না বলেন, যিনি বিপরীত বলেন, কিংবা যিনি 'কিছুই জানি না,' বলেন,—তিনিও দোষী হন; অতএব সভ্যের দোষ আছে,—ইহা স্মরণ করিয়া প্রাজ্ঞ-ব্যক্তির এতাদৃশ সভায় প্রবেশ করা উচিত নহে। ১—১০। চাহিয়া দেখ,—শত্রুর চারিদিকে ভ্রমণ করাতে, শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল, জল দ্বারা পদ্মকোষের ন্যায়, শ্রমবারি দ্বারা পরিপ্লুত হইতেছে।" তখন অপরাপর সখী কহিল, "তোমরা ব্যাকুল হও কেন? তোমরা কি দেখিতেছ না,— রামের ঈষৎ তাম্র-লোচন-শোভিত মুখ, মুষ্টিকের প্রতি সক্রোধ হইয়া; হাস্যের আবেগে শোভিত হইয়াছে? ব্রজ-ভূমির পুণ্য আছে; কারণ, শিব ও লক্ষ্মী যাঁহার চরণ অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই পুরাণ-পুরুষ মনুষ্যচিহ্নে গুপ্ত হইয়া বনমাল্য মনোহর মালা ধারণপূর্ব্বক বেণুবাদন করিতে করিতে বলরামের সহিত গোচারণ করিয়া তথায় ভ্রমণ করেন। গোপীরা কি তপস্যা করিয়াছিল যে, এই ঈশ্বরের এই দুরাপ নবীন রূপ প্রতিদিন নেত্র দ্বারা পান করে? এই রূপ, লাবণ্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ; ইঁহার সমান বা অধিক নাই। আভরণাদি হইতেও ইঁহার উৎপত্তি হয় নাই। ইহা লক্ষ্মীর ও যশের নিশ্চিত নিলয়। ব্রজস্ত্রী সকল ধন্যা। তাহারা অশ্রুকণ্ঠী হইয়া দোহন, অবহনন, মন্থন, উপলেপন দোলায় আন্দোলন, বালকের রোদন, সেচন ও মার্জ্জন ইত্যাদি সর্ব্ব সময়েই ইঁহার পবিত্র কীর্ত্তি গান করিয়া থাকে,—তাহা-দিগের বুদ্ধি এই উরুক্রমেই অনুরক্ত; অতএব ইঁহাতে যে চিত্ত অর্পিত আছে, তদ্দ্বারাই তাহাদিগের সর্ব্বস্থিন লাভ হইয়াছে। বেণুবাদন করিতে, করিতে গোপগণের সহিত প্রাতঃকালে হরি ব্রজ হইতে বহির্গমন করেন এবং সায়ংকালে ব্রজে প্রবিষ্ট হন। তখন ইঁহার বেণুরব শ্রবণে শীঘ্র নির্গত হইয়া যে সকল অবলা, পথে ইঁহার সদয়-দৃষ্টি-সহিত মুখ নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগের অনেক পুণ্য।" ১১—১৬। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীগণ এইরূপ কহিতেছিল,—এই সময়ে যোগেশ্বরের ঈশ্বর হরি, শত্রুকে সংহার করিতে মনঃস্থ করিলেন। স্ত্রীদিগের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক রাম-কৃষ্ণের পিতা-মাতা পুত্রস্নেহ হেতু শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং পুত্রদ্বয়ের বল-বিক্রমের বিষয় না জানাতে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। চাণূর ও কেশব, বাহুযুদ্ধের বিশেষ বিধি অনুসারে যেরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, বলদেব এবং মুষ্টিকও ঠিক সেইরূপই প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের তীক্ষ্ণ-বজ্রপাত-সদৃশ কঠিন অঙ্গ প্রহারে ভগ্নাঙ্গ হইয়া চাণূর বারংবার কষ্ট পাইতে লাগিল। শ্যেনের ন্যায় বেগশালী চাণূর দুই কর মুষ্টীকৃত করিয়া লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক সক্রোধে ভগবানকে বক্ষঃপ্রদেশে আঘাত করিল; কিন্তু তিনি মাল্য দ্বারা আহত মাতঙ্গের ন্যায়, তাহার প্রহারে কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ, চাণূরকে দুই বাহু-প্রদেশে ধারণ-পূর্ব্বক বারংবার আমিত করিলেন; তাহাতে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিলে, তাহাকে বলপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে আছড়াইতে লাগি-লেন। সেই ভীষণ প্রহারে সে ব্রস্তকেশ, ব্রস্তবেশ ও ব্রস্তমালা হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় নিপতিত হইল। মুষ্টিকও অগ্রে ঐ প্রকারে আপন মুষ্টি দ্বারা বলভদ্রকে আঘাত করিয়াছিল এবং বলশালী বলভদ্র ও করতল দ্বারা তাহাকে সাতিশয় প্রহার করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রহারে মুষ্টিক কম্পিত হইতে লাগিল এবং ব্যথিত হইয়া মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় প্রাণ-শূন্য হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। রাজন্! মুষ্টিক প্রাণত্যাগ করিলে, কূটনামা দানব, বলভদ্রের সম্মুখীন হইল। প্রহারকর্ত্তার অগ্রগণ্য রাম অবজ্ঞা করিয়া বাম-মুষ্টি-প্রহারে অবলীলাক্রমে তাহাকে সংহার করিলেন। ঠিক ঐ সময়ে শল ও তোশল নামক দুইজন মল্ল, শ্রীকৃষ্ণের পদাগ্র দ্বারা মস্তকভাগে আহত ও দুইভাগে বিদীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ১৭—২৭। চাণূর, মুষ্টিক, শল ও তোশল নিহত হইল দেখিয়া অবশিষ্ট মল্লগণ প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিল। তৎকালে বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিতেছিল। তখন রাম-কেশব চরণে রত্ন-নূপুর ধারণ করিয়া বয়স্য গোপদিগকে আকর্ষণ করিলেন এবং তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্যাদি ও বিহার করিতে লাগিলেন। কংস ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি সমস্ত সাধুলোক রাম-কৃষ্ণের কর্ম্মে হৃষ্ট হইয়া "সাধু" "সাধু" বলিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান মল্লগণের কতক হত হইলে এবং কতক পলায়ন করিলে পর, ভোজরাজ কংস আপনার বাদ্যযন্ত্র সকল নিবারণ করিয়া কহিল, "বসুদেবের এই দুই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে নগর হইতে দূর করিয়া দাও; গোপগণের ধনসম্পত্তি হরণ করিয়া লও; দুর্ম্মতি নন্দকে বন্ধন কর;

অসত্তম দুর্মেধা বসুদেবকে শীঘ্র বধ কর; পরপক্ষপাতী আমার পিতা উগ্রসেনকেও অনুচরগণের সহিত সংহার কর।” ২৮—৩৩। কংস এইরূপ অহঙ্কার-বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলে, অব্যয় ভগবান্ অতিশয় কুপিত হইলেন এবং লঘুতা ধারণপূর্ব্বক সবলে লম্ফ দান করিয়া উচ্চ মঞ্চের উপর আরোহণ করিলেন। মনস্বী কংস আপন মৃত্যুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে মঞ্চমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সহসা আসন হইতে উত্থিত হইয়া অসি-চর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং শ্যেনের ন্যায় আকাশমণ্ডলে দক্ষিণে ও বামে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দুর্বিষহ-উগ্র-তেজঃশালী কেশব,—গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তাহার কেশ ধৃত হইবামাত্র তাহার কিরীট বিচলিত হইল। তাহাকে তাদৃশ অবস্থায় উচ্চমঞ্চ হইতে রঙ্গভূমির উপর নিক্ষেপ করিয়া, পদ্মনাভ, বিশ্বের আশ্রয়, স্বাধীন, ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং তাহার উপর নিপতিত হইলেন। অসুররাজ কংস তাঁহার পতনে নিষ্পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ যেমন হস্তীকে আকর্ষণ করে, কেশব তেমনি কংসকে দর্শনকারী জগতের সমক্ষে ভূমিতে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! তখন “হা হা” এই শব্দ সকল লোকের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া অতি তুমুল হইয়া উঠিল। চিত্ত উদ্বিগ্ন থাকাতে কংস,—পান, ভোজন, বিচরণ, নিদ্রা ও জাগরণ সকল সময়েই সর্ব্বদা চক্রায়ুধ নারায়ণকে সম্মুখে দর্শন করিত; এক্ষণে তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া তাঁহারই দুষ্প্রাপ্য রূপ প্রাপ্ত হইল। ৩৪—৩৯। রাজন্! কঙ্ক ও ন্যগ্রোধ প্রভৃতি কংসের অষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠের ঋণশোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অতিশয় ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। কিন্তু রোহিণীনন্দন, পরিঘ উত্তোলন করিয়া, সিংহ যেমন পশুদিগকে সংহার করে, তেমনি অতি বেগবান্ ও উদ্যমশীল সেই সকলকে নিহত করিলেন। আকাশে দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল; ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রীতমনে পুষ্প বর্ষণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন; অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। মহারাজ! কংসাদির বনিতাগণ আপন আপন স্বামীর মরণে দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে মস্তকে আঘাত করিতে করিতে সেই স্থানে আগমন করিল। নারী সকল, বীরশয্যায় শয়ান স্বামীদিগকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শোক করত ক্রন্দন করিতে করিতে বারংবার বিলাপ করিতে লাগিল;—“হা নাথ! হা প্রিয়! হা ধর্ম্মজ্ঞ! হা দয়ালো! হা অনাথ-বৎসল! তুমি হত হইয়া গৃহ ও পুত্রগণের সহিত আমাদিগকে বধ করিলে! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি স্বামী; তোমার বিরহে মথুরায় উৎসব ও মঙ্গল নিবৃত্তি পাইয়াছে,—এই নগরী আমাদিগের ন্যায় নিতান্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। হে স্বামিন্! তুমি নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের প্রতি ভয়ানক শত্রুতা করিয়াছিলে; সেইজন্য এই দশা প্রাপ্ত হইলে। প্রাণীর অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়া কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিতে পারে? ইনি সর্ব্বপ্রাণীরই সৃষ্টি ও লয়ের স্থান এবং রক্ষাকর্ত্তা; যিনি ইঁহাকে অবজ্ঞা করেন, তিনি কখনই সুখলাভ করিতে পারেন না।” ৪০—৪৮। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! লোকভাবন ভগবান্, রাজ-কামিনীদিগকে আশ্বাস দান করিয়া, তাহাদিগের দ্বারা মৃত ব্যক্তিগণের লৌকিক সংস্কারক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। অনন্তর বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ, মাতা ও পিতাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, মস্তক দ্বারা পদস্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন। বসুদেব ও দেবকী, দুই পুত্রকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন; অতএব তাঁহারা বন্দনা করিলে, শঙ্কা প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে না পারিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৪৯—৫১।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাম-কৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিলেন,—“জনক-জননীর সাংসারিক সুখানুভব হইবার পূর্ব্বেই ইঁহারা আমাদিগের দুই জনকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। আমি প্রসন্ন হইলে ইঁহাদের এরূপ জ্ঞানলাভ অসম্ভব নহে, বরং আমাকে পুত্র ভাবিয়া ইঁহারা যে প্রেমসুখ লাভ করিতেছেন, তাহাই দুর্লভ হইবে; অতএব আমার প্রতি ইঁহাদের ঈশ্বর-জ্ঞানে কার্য্য নাই”; এই অভিপ্রায়ে হরি স্বীয় জনমোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন। অনন্তর তিনি অগ্রজের সহিত পিতা-মাতার নিকটে গমন করিয়া বিনয়-নম্রবচনে আদরপূর্ব্বক “মাতঃ!” “পিতঃ!” এই কথা কহিয়া সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন,—“পিতঃ! আমারা আপনার পুত্র; আপনারা সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তথাপি আপনারা আমাদিগের প্রতি বাল্য, পৌগণ্ড ও কিশোর অবস্থা হইতে সুখানুভব করিতে পারেন নাই। আমাদিগেরই অদৃষ্ট মন্দ; আমরা আপনাদিগের নিকটে বাস করিতে পাই নাই। পিতৃ-গৃহস্থ, বালকেরা পিতা-মাতা কর্ত্তৃক লালিত হইয়া যে আনন্দ সম্ভোগ করে, আমাদিগের ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। সমুদয় অর্থ দেহেই উৎপন্ন হয়; এই দেহ যাঁহাদিগের দ্বারা পোষিত হইয়াছে, মনুষ্য শত বৎসর জীবিত থাকিয়াও সেই পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হন না। যিনি পিতা-মাতার সমর্থ পুত্র, তিনি যদি ধন বা দেহ দ্বারা তাঁহাদিগের জীবিকা সম্পাদন না করেন, লোকান্তরে যমদূতেরা তাঁহাকে তাঁহার নিজের মাংস আহার করায়। সমর্থ-ব্যক্তি, যদি বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা, শিশু সন্তান, ব্রাহ্মণ ও প্রপন্ন ব্যক্তিকে ভরণ না করে, তাহা হইলে সে জীবন্মৃত; সুতরাং আমাদিগের এত দিন নিরর্থক অতিবাহিত হইয়াছে; আমরা সমর্থ হইয়াও কংসের ভয়ে নিত্য ভীতচিত্ত হওয়াতে আপনাদিগের সেবা করিতে পারি নাই। অতএব হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমাদিগকে ক্ষমা করুন; আমরা পরাধীন, সুতরাং আপনাদিগের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই। দুরাশয় কংস হইতে আমরা অনেক কষ্ট পাইয়াছি।” ১—৯। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বসুদেব ও দেবকী,—মায়ামনুষ্য বিশ্বাত্মা হরির এই প্রকার বাক্যে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া, পরমানন্দে পুলকিত হইলেন। বাষ্পে কণ্ঠ [illegible] হইল। স্নেহপাশে আবদ্ধ এবং মোহিত হইয়া তাঁহা[illegible] অশ্রুধারায় তাঁহাদিগকে সেচন করিতে লাগিলেন;—কিছু কহিলেন না। ভগবান্ দেবকী-নন্দন, পিতা-মাতাকে এইরূপে আশ্বাস দান করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে যদুদিগের রাজ সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং কহিলেন,—“মহারাজ আমরা আপনার প্রজা; আমাদিগকে আজ্ঞা করুন। যযাতি শাপ আছে, এই হেতু যদুগণ রাজাসনে উপবেশন করি[illegible]বেন না। আমি ভৃত্য নিকটে থাকিতে, অন্য রাজাদিগের ক[illegible] দূরে থাকুক, দেবতারাও অবনত হইয়া আপনাকে পূজা প্রদা[ন] করিবেন।” হে ভরত-নন্দন! বিশ্বকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ও সম্ব[ন্ধী] যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দশার্হ ও কুকুরাদি, কংসের ভয়ে দূরদে[শে] গমন করিয়া দুঃসহ প্রবাস-ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন। তি[নি] তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা ও আদরপূর্ব্বক আনাইয়া ধন দ্বারা তাঁহা[দি]দিগের তুষ্টি সাধন করিলেন এবং নিজ নিজ গৃহে বাস করাইলেন শ্রীকৃষ্ণ ও রামের ভুজবল দ্বারা রক্ষিত হওয়াতে নিরুদ্বেগে সমুদা

মনোরথ সার্থক হইল। তাঁহারা রাম-কৃষ্ণ দ্বারা গতজ্বর হইলেন এবং অহরহঃ মুকুন্দের নিত্য প্রমুদিত, শ্রীসম্পন্ন, সদয় হাস্যে ও কটাক্ষে শোভিত বদন দর্শন করিয়া আনন্দে স্ব স্ব গৃহে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ১০—১৮। তথায় বৃদ্ধেরাও বারংবার নয়ন দ্বারা মুকুন্দের মুখপদ্ম-সুধা পান করিয়া যুবা এবং অতিশয় বল ও তেজঃ-শালী হইয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ভগবান্ দেবকী-নন্দন ও রাম, নন্দের নিকটে উপস্থিত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! আপনারা উভয়ে স্নেহপূর্ণ হইয়া আপন অপেক্ষাও আমাদিগকে অধিকতর পালন করিয়াছেন। নিজের দেহ অপেক্ষা পুত্রের উপর পিতা-মাতার অধিকতর প্রীতি হইয়াই থাকে। পোষণে অসমর্থ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শিশুদিগকে যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারাই পিতা-মাতা। পিতঃ! এক্ষণে আপনারা ব্রজে গমন করুন। আমরা আত্মীয়দিগের সুখবিধান করিয়া, স্নেহ-দুঃখিত জ্ঞাতি আপনাদিগকে দেখিতে যাইব।" ভগবান্ অচ্যুত ব্রজবাসীদিগের সহিত নন্দকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার এবং কাংস্যাদি পাত্র প্রভৃতি দ্বারা সাদরে পূজা করিলেন। নন্দ এই কথা শুনিয়া স্নেহে বিহ্বল হইলেন এবং রাম-কৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রু দ্বারা দুই নেত্র পূরণ করিয়া গোপগণের সহিত ব্রজে যাত্রা করিলেন। ১৯—২৫। রাজন্! অনন্তর বসুদেব,—পুরোহিত গর্গাচার্য্য এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা দুই পুত্রের যথাবিধি উপনয়ন-সংস্কার করাইলেন এবং সেই সকল ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে অলঙ্কৃত করিয়া, অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্বর্ণমালাবিভূষিতা, সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা, সবৎসা এবং ক্ষৌমবস্ত্রের মালা-ধারিণী গাভী সকল দক্ষিণা দিলেন। রাম-কৃষ্ণের জন্মনক্ষত্রে মহামতি মনে মনে যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন, দুরাত্মা কংস জানিতে পারিয়া অধর্ম্ম দ্বারা সেই সকল হরণ করিয়া লয়। এক্ষণে বসুদেব স্মরণ করিয়া রাজগোষ্ঠ হইতে তৎসমস্তই আনাইয়া বিপ্রসাৎ করিলেন। তাহার পর সুব্রত রাম-কৃষ্ণ যদুকুলের আচার্য্য গর্গ হইতে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিলেন। তাঁহারা জগদীশ্বর, সর্ব্ববিদ্যার প্রকৃষ্ট উৎপাদক; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহারা মানুষলীলা দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া উভয় ভ্রাতা অবশেষে অবন্তিপুর-নিবাসী কাশ্যগোত্রজ সান্দীপনি নামক মুনির নিকট গমন করিলেন। সকল ইন্দ্রিয় দমন করিয়া তাঁহারা গুরুর প্রতি যথাবৎ বৃত্তি ধারণ করিয়া রহিলেন। গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়; অনেকে তাহা তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা করিল। এইরূপে বশীভূত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহারা ভক্তিভাবে দেবের ন্যায় গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন। দ্বিজবর সান্দীপনি, তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ-ভক্তিযুক্ত সেবায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত অখিল বেদ শিক্ষা দিলেন। রাম-কৃষ্ণ তাঁহার নিকট মন্ত্র ও দেবতা-জ্ঞানের সহিত ধনুর্ব্বেদ, বিবিধ ধর্ম্ম, নীতিমার্গ, আম্বীক্ষিকী বিদ্যা এবং ষড়্‌বিধ রাজনীতিও শিক্ষা করিলেন। রাজন্! সর্ব্ববিদ্যার প্রবর্ত্তক সেই দুই দেবশ্রেষ্ঠ একবার শুনিবামাত্রই সমুদায় শিক্ষা করিলেন। এইরূপে সংযত হইয়া তাঁহারা চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে যাবতীয় কলা শিখিয়া লইলেন। ২৬—৩৪। রাজন্! এইরূপে সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়া তাঁহারা অবশেষে গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিতে আচার্য্যকে প্রলোভিত করিলেন। প্রভাসক্ষেত্রে মহাসাগরে নিমগ্ন সান্দীপনীর পুত্র মরিয়াছিল। এক্ষণে তিনি রাম-কৃষ্ণের সেই অদ্ভুত মহিমা এবং অতিমানুষী বুদ্ধি দর্শন করিয়া, পত্নীর পরামর্শে, সেই পুত্রকে দক্ষিণা-স্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। "তথাস্তু" বলিয়া মহারথ দুরন্ত-বিক্রম রাম-কৃষ্ণ রথে আরোহণ করিলেন এবং প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইয়া তীরে গমনপূর্ব্বক ক্ষণকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমুদ্র জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে পূজা আনিয়া দিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি যাঁহাকে এই স্থানে মহৎ তরঙ্গ দ্বারা গ্রাস করিয়াছ, আমার সেই গুরুপুত্রকে শীঘ্র প্রত্যর্পণ কর।" সমুদ্র কহিলেন, "দেব! আমি সেই বালককে হরণ করি নাই। পঞ্চজন নামা মহাসুর, শঙ্খরূপ ধারণ করিয়া আমার জলমধ্যে বাস করিতেছে। সে-ই নিশ্চয় বালককে হরণ করিয়াছে।" এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক প্রভু সত্বর জলে প্রবেশ করিয়া সেই পঞ্চজনকে সংহার করিলেন, কিন্তু তাহার উদরে বালককে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাহার অঙ্গ হইতে জাত শঙ্খ গ্রহণ করিয়া তিনি রথে প্রত্যাগমন করিলেন এবং হলধরের সমভিব্যাহারে সংযমনী নাম্নী যমের প্রিয়া পুরীতে গমন করিয়া শঙ্খ বাদন করিলেন। রাজন্! প্রজা-সংহারক যম সেই প্রচণ্ড শঙ্খশব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের মহতী পূজা করিলেন এবং অবনত হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণনিবাসী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "প্রভো! আপনারা দুই জন সাক্ষাৎ বিষ্ণু; লীলা নিমিত্ত মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি আপনাদিগের কোন্ কার্য্য সাধন করিব; আজ্ঞা করুন।" ৩৫—৪৪। ভগবান্ কহিলেন, "মহারাজ! আমার গুরুতনয় নিজের কর্ম্মনিবন্ধনই এই স্থানে আনীত হইয়াছেন; এক্ষণে আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহাকে আনয়ন করুন।" "তাহাই করিতেছি" বলিয়া যম, গুরুপুত্রকে আনিয়া দিল। রাম ও কৃষ্ণ সেই বালককে লইয়া গুরু-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দান করিয়া কহিলেন, "আর কি প্রার্থনা করেন?" গুরু কহিলেন, "বৎস! তোমরা দুই জনে গুরুদক্ষিণা সম্পূর্ণরূপে দান করিলে। যাঁহারা তোমাদিগের ন্যায় ব্যক্তি সকলের গুরু, তাঁহাদিগের কোন্ অভিলাষ অবশিষ্ট থাকে? হে বীরদ্বয়! গৃহে গমন কর; তোমাদিগের লোকপাবন যশ হউক।" রাজন্! গুরু এই কথা কহিলে, রাম-কেশব তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া বায়ুবেগ-বিশিষ্ট, মেঘবাণী রথে আরোহণ করিয়া নিজ পুরে প্রত্যাগত হইলেন। প্রজাগণ অনেক কাল রাম ও জনার্দ্দনকে দর্শন করে নাই; এক্ষণে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যেন বিনষ্ট ধন পুনর্লব্ধ হইল,—এইরূপ বোধ করিয়া সকলেই অতীব আনন্দিত হইল। ৪৫—৫০।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

উদ্ধবের ব্রজে আগমন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ উদ্ধব, বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের মান্য মন্ত্রী ছিলেন। শরণাগতের দুঃখহারী ভগবান্ কেশব, একদা একান্ত অনুরক্ত ভক্ত প্রিয়তম সেই উদ্ধবের হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, "হে সৌম্য উদ্ধব! শীঘ্র ব্রজে গমন করিয়া আমাদিগের পিতা-মাতার আনন্দ উৎপাদন কর এবং আমার বিরহে গোপীদিগের যে মনস্তাপ জন্মিয়াছে, আমার সংবাদ দ্বারা তাহা নাশ করিয়া আইস। গোপীদিগের মন আমাতেই অর্পিত; আমিই তাহাদিগের প্রাণ। আমার নিমিত্ত তাহারা পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং প্রিয়, প্রিয়তম আত্মা আমাকেই মন দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা আমার নিমিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ পরিত্যাগ করেন, আমি তাঁহাদিগকে

সুখী করিয়া থাকি। উদ্ধব! গোপীরা সকল পদার্থ অপেক্ষাই আমাকে অধিকতর ভালবাসে। আমি দূরস্থ হওয়াতে আমাকে স্মরণ করিয়া তাহারা বিরহজন্ত উৎকণ্ঠায় বিমোহিত হইতেছে। গোকুল হইতে মথুরা-যাত্রা করিবার সময় 'আমি শীঘ্র আসিব' বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছিলাম; সেই আশ্বাসে তাহারা আজিও কষ্টে-সৃষ্টে প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমার প্রতিই তাহাদিগের আত্মা; এইজন্ত বোধ হইতেছে,—তাহারা কথঞ্চিৎ অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছে; নতুবা স্ব স্ব দেহে তাহাদের আত্মা থাকিলে এতদিন বিরহানলে দগ্ধ হইয়া যাইত। ১—৬। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! উদ্ধব এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আদরে স্বামীর সংবাদ লইয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক নন্দের গোকুলে যাত্রা করিলেন। সূর্য্য অস্ত গমন করিতেছেন,—এমন সময়ে তিনি নন্দের ব্রজে উপনীত হইলেন। সেই সময় ধেনু সকল গোষ্ঠে প্রতিগমন করিতেছিল। তাহাদের খুরোদ্ধূত রেণু দ্বারা তাঁহার রথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ব্রজে পুষ্পবতী গাভীদিগের জন্ত মত্ত হইয়া বৃষগণ শব্দ করিতেছিল; উধোভারাক্রান্ত ধেনুগণ, বৎসদিগের নিকট বেগে ধাবমান হইতেছিল এবং শুভ্রবর্ণ গোবৎসগণ ইতস্ততঃ লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া ব্রজের শোভা সম্পাদন করিতেছিল। গোদোহনের এবং বেণুর শব্দে ব্রজের চতুর্দ্দিকেই এক প্রকার শব্দ উঠিয়াছিল। সুন্দররূপে অলঙ্কৃত গোপ ও গোপীগণ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের শুভ কার্য্য সকল গান করিতেছিল; তাহাদিগের দ্বারা ব্রজের শোভা হইয়াছিল। গোপগণের গৃহে অগ্নি, সূর্য্য, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা হইতেছিল; সেই সকল গৃহ এবং ধূপ ও দীপমালা দ্বারা ব্রজ দেখিতে মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রজের সমুদায় দিকেই কুসুমিত কানন। ঐ সকল কাননে বিহঙ্গ ও ভ্রমরগণ শব্দ করিতেছিল এবং হংস ও কারণ্ডবে সমাকীর্ণ পদ্মসমূহে উহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ৭—১৩। রাজন্! শ্রীনন্দ, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উদ্ধবকে সমাগত দেখিয়া সানন্দে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া বাসুদেব-বোধেই তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর উদ্ধব পরমান্ন আহার করিয়া শয্যায় সুখে শয়ন করিলেন এবং পদ-মর্দ্দনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রম দূর হইলে পর, নন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ! আমাদিগের সখা বসুদেব মুক্ত হইয়া সুহৃদ্গণের এবং পুত্রাদির সহিত কুশলে আছেন ত? যে পাপাত্মা কংস, সর্ব্বদা ধর্ম্মশীল সাধুদিগের এবং যদুদিগের দ্বেষ করিত, ভাগ্যক্রমে আপন পাপে অনুজগণের সহিত নিহত হইয়াছে। কৃষ্ণ কি আমাদিগকে, সুহৃদ্দিগকে, সখা সকলকে, গোপগণকে, তিনি নিজে যাহার নাথ সেই গোকুলকে,—বৃন্দাবনকে এবং পর্ব্বতকে এক একবার স্মরণ করেন? গোবিন্দ কি স্বজনদিগকে দর্শন করিতে একবার এখানে আসিবেন না? তাঁহার সুনাসা-শোভিত, কটাক্ষ-মণ্ডিত হাস্যবদন কবে দেখিতে পাইব? ১৪—১৯। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, দাবাগ্নি, বাত, বর্ষা,—সর্প এবং অন্যান্য দুরতিক্রম্য মৃত্যু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। উদ্ধব! কৃষ্ণের বিবিধ বিক্রম, লীলাপূর্ব্বক বক্রদৃষ্টি, হাস্য ও বাক্য স্মরণ করিয়া, আমাদিগের যাবতীয় কার্য্য শিথিল হইয়া আইসে। কেবল ক্রিয়া শিথিল হয়,—এমত নহে, মুকুন্দের পদচিহ্ন-ভূষিত নদী, গিরি, বন-প্রদেশ ও ক্রীড়াস্থান সকল দর্শন করিয়া আমাদিগের মন তন্ময় হইয়া উঠে। মহামুনি গর্গের গম্ভীর-বচনানুসারে মনে হয়,—শ্রীকৃষ্ণ ও রাম, দুই দেবশ্রেষ্ঠ; দেবগণের বৃহৎ কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কংস, অযুত হস্তীর বল ধারণ করিত; তাঁহারা দুই জনে সেই কংসকে, দুই মল্লকে এবং হস্তীকে, পশুরাজ যেমন পশুদিগকে বধ করে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে বধ করিয়াছেন। গজরাজ যেমন যষ্টি ভগ্ন করে, কৃষ্ণ তেমনি তালত্রয়-প্রমাণ মহাকঠিন ধনু, ভগ্ন করিয়াছেন এবং এই ব্রজে এক-হস্তে করিয়া সপ্তাহ গিরি ধারণ করিয়াছিলেন প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত্ত ও বক প্রভৃতি সুরাসুরজেতা দৈত্যগণও তাঁহার হস্তে সহজে নিহত হইয়াছে।" ২০—২৬। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! কৃষ্ণানুরক্তচিত্ত নন্দ এই সকল কথা পুনঃপুন স্মরণ করিয়া প্রেমগদ্গদ ও অশ্রুকণ্ঠ হইয়া নিস্তব্ধ অবস্থায় অবস্থিত হইলেন। পুত্রের বর্ণ্যমান চরিত্র-সমূহ শ্রবণ করিতে করিতে স্নেহনিবন্ধন যশোদার পয়োধর হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতে লাগিল। তিনি অনর্গল বাষ্প-বারি মোচন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও যশোদার সাতিশয় অনুরাগ দর্শন করিয়া, উদ্ধব আনন্দপূর্ব্বক নন্দকে কহিলেন, "হে মানদ! ইহলোকে আপনারা দুইজনই শ্লাঘ্যতম; কারণ, অখিলগুরু নারায়ণে আপনাদের এতাদৃশ মতি। রাম এবং কৃষ্ণ, এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। তাঁহারা উভয়েই ভূতসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদুপহিত বিবিধ ভেদ ও জীবের নিয়ন্তা; কারণ, তাঁহারা পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ অনাদি। মহাত্মন্! প্রাণবিয়োগ-কালে লোক যাঁহাতে ক্ষণমাত্র মন ও বুদ্ধি সমাবেশিত করিয়া, কর্ম্মবাসনা দাহ করিয়া স্বরূপ-সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি হইয়া, পরম-গতি লাভ করিয়া থাকেন; আপনারা স্ত্রী-পুরুষে—সেই অখিলের আত্মা ও কারণ, প্রয়োজনবশে মানবরূপে অবতীর্ণ নারায়ণে একান্ত ভক্তি করিলেন; অতএব আপনাদিগের আর কোন্ সুকার্য্য অবশিষ্ট আছে? ২৭—৩৩। সাত্বতগণের অধিপতি ভগবান্, অল্প-কালের মধ্যেই ব্রজে আগমন করিয়া পিতা-মাতার প্রিয়সাধন করিবেন। রঙ্গমধ্যে কংসকে সংহার করিয়া, যাবতীয় সাত্বতগণের সমক্ষে কৃষ্ণ আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা কহিয়া-ছিলেন, তাহা সত্য করিবেন। এক্ষণে আপনারা খিন্ন হইবেন না; শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্রই নিকটে দেখিতে পাইবেন। কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অগ্নি থাকে, তদ্রূপ তিনি ভূতগণের হৃদয়াভ্যন্তরে বসতি করিতেছেন। তাঁহার অভিমান নাই। তিনি সকলের প্রতিই সমান। তাঁহার কেহ অতিশয় প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, উত্তম নাই, অধম নাই, সমান নাই, পিতা নাই, মাতা নাই, ভার্য্যা নাই, পুত্রাদি নাই, আত্মীয় নাই, পর নাই, দেহ নাই, জন্ম নাই; তাঁহার কর্ম্মও নাই। তাঁহার জন্ম-কর্ম্মাদি নাই বটে; খেলার প্রয়োজনে তিনি সাধুদিগের পরিপালন করিবার জন্ত ইহলোকে দেব, মৎস্য প্রভৃতি যোনিতে আবির্ভূত হন। তিনি ক্রীড়ার অতীত, নির্গুণ; তথাপি ক্রীড়া করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভজনা এবং ঐ সকল গুণ দ্বারা সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করেন। যেমন চক্ষুর ভ্রান্তি জন্মিলে, তদ্দ্বারা পৃথিবীও ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়, তেমনি চিত্তকর্ত্তা থাকিতেও, সেই চিত্তে আত্মার অধ্যাস হওয়াতে, আত্মাই কর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত হন। এই ভগবান্ হরি কেশব, কেবল আপনাদিগেরই পুত্র নহেন; তিনি সকলেরই পুত্র, আত্মা, পিতা, মাতা ও ঈশ্বর। প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বাচনের উপযুক্ত হইতে পারে,—অচ্যুত ভিন্ন এমন দৃষ্ট, শ্রুত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থাবর, জঙ্গম, মহৎ বা অল্প কোন বস্তুই নাই। তিনিই পরমাত্ম-স্বরূপ। ৩৪—৪৩। রাজন্! কৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উদ্ধব, নন্দকে এই কথা কহিতে কহিতেই সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। নিশাবসানে গোপিকারা গাত্রোত্থান করিয়া, দীপ জ্বালিয়া, দেহল্যাদি মার্জ্জন করিল এবং দধি-মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের মুখে অরুণ বর্ণ কুঙ্কুম ছিল এবং কপোল-সমূহে কুণ্ডলের কিরণে দীপ্তি

পাইতেছিল। তাহাদিগের কাঞ্চী প্রভৃতির মণি সকল দীপের আভায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা কঙ্কণ-মালায় অলঙ্কৃত ভুজ দ্বারা মন্থন-রজ্জু আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদিগের নিতম্ব, স্তন ও হার দুলিতে লাগিল। তাহাতে তাহাদিগের পরম শোভা হইল। ব্রজাঙ্গনাগণ, কমল-লোচনকে গান করিতে আরম্ভ করিলে, গীতধ্বনি, দধিমন্থন-শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া গগনস্পর্শী হইল। ঐ ধ্বনিতে সকল দিকের অমঙ্গল নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর ভগবান্ সূর্য্য উদিত হইলে, গোপী সকল ব্রজের দ্বারে স্বর্ণ-নির্ম্মিত রথ দেখিয়া কহিল, "এ কাহার? কংসের প্রয়োজন-সাধক যে অক্রূর, কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণকে এস্থান হইতে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, তিনিই আবার আসিয়াছেন নাকি? তিনি কি আমাদিগের মাংসে পরলোকগত স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন?" গোপাঙ্গনাগণ এইরূপ কহিতেছে,—এমন সময়ে উদ্ধব আহ্নিক করিয়া আগমন করিলেন। ৪৩—৪৯।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

উদ্ধবের মথুরা-প্রস্থান।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণানুচর উদ্ধবের বাহুযুগল, আজানু-লম্বিত; নয়ন, নব-পদ্মতুল্য; পরিধান, পীত বসন; গলদেশে বনমালা; বদন-মণ্ডল, বিলাসশালী কমল-সন্নিভ এবং কুণ্ডলদ্বয় মার্জ্জিত। ব্রজ-কামিনীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং "এই সুদর্শন পুরুষ কে? কোথা হইতে আসিলেন? কাহার দূত? ইঁহার বেশ ভূষা অচ্যুতের ন্যায়;" এই কথা বলিয়া সকলে উৎসুক-চিত্তে উত্তমঃশ্লোকের পাদপদ্মের আশ্রয়ী সেই উদ্ধবের চারিদিক্ বেষ্টন করিল। তিনি রমাপতির সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন,—জানিতে পারিয়া, বিনয়ে অবনত হইয়া, তাহারা সলজ্জ হাস্য, কটাক্ষ ও সুমিষ্ট-বাক্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিল এবং তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, "জানিতে পারিয়াছি, তুমি যদুপতির সেবক; এই ব্রজেই আগমন করিয়াছ। পিতা-মাতারই অভীষ্ট-সাধন করিবার নিমিত্ত তোমার প্রভু তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; নতুবা এই ব্রজে সেই মহাপুরুষের অন্য কিছুই স্মরণীয় বস্তু দেখিতে পাই না। মুনিরাও বন্ধুর প্রতি স্নেহ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অন্যের সহিত যে মিত্রতা করা হয়, সে কেবল কার্য্যের নিমিত্ত; কার্য্য অনুসারে তাহার অনুকরণ করা হয় মাত্র; স্ত্রীগণের সহিত পুরুষের মিত্রতা, পুষ্পদিগের সহিত ভ্রমরের মিত্রতার ন্যায়। বেশ্যা—নির্দ্ধন ব্যক্তিকে, প্রজা সকল—অসমর্থ রাজাকে, কৃতবিদ্য ব্যক্তি—আচার্য্যকে এবং পুরোহিত—দত্ত-দক্ষিণ যজমানকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বিহঙ্গগণ, ফলহীন বৃক্ষ ছাড়িয়া যায়; অতিথি, ভোজন হইলেই, গৃহ হইতে বহির্গত হন; মৃগগণ, দগ্ধ অরণ্য পরিহার করিয়া থাকে এবং জারগণ, ভোগ হইলেই, অনুরক্তা কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যায়।" ১—৮। রাজন্! গোপীদিগের বাক্য, শরীর ও মানস, শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত ছিল; শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধব আগমন করিলে পর, তাহারা মাধবের কিশোর ও বাল্যাবস্থার কার্য্য সকল স্মরণ করিয়া নির্লজ্জ হইয়া পড়িল এবং লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রিয়ের কর্ম্ম সকল গান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল;—প্রিয়ের সমাগম চিন্তা করিতে করিতে কোন গোপী, মধুকরকে দেখিয়া, প্রিয় যেন তাহাকে দূত প্রেরণ করিয়াছেন,—এইরূপ কল্পনা করিয়া এই কথা কহিতে লাগিল,—"হে ধূর্ত্তের বন্ধু মধুকর! আমাদের চরণ স্পর্শ করিও না; দেখিতেছি,—তোমার শ্মশ্রুরাজিতে সপত্নীর কুচমণ্ডলে বিলুণ্ঠিত মালার কুঙ্কুম রহিয়াছে; মধুপতি সেই সকল মানিনীরই—যদুগণের সভায় উপহাসের আস্পদীভূত প্রসাদ বহন করুন। আমাদিগকে প্রসন্ন করিয়া কি হইবে? অহে ভৃঙ্গ! তুমি ত যদুপতির দূত? তবে তুমি এখন কেন? তোমার নিমিত্ত তিনি যদুদিগের সভায় উপহাসাস্পদ হইবেন। ছি! ছি! এ কি বলিবার কথা? তোমার ন্যায় দুর্ব্বোধ জন যেমন পুষ্প সকলকে পরিত্যাগ করে, তিনি তেমনি আমাদিগকে একবারমাত্র তাঁহার নিজ মোহিনী অধর-সুধা পান করাইয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। পদ্মা কেন তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন? অহো! বুঝিলাম,—উত্তমঃশ্লোকের মিথ্যা-কথায় তাঁহার চিত্ত হৃত হইয়াছে। ৯—১৩। হে ষট্পদ! আমরা যদুপতিকে অনেকবার অনুভব করিয়াছি, সুতরাং তিনি এক্ষণে পুরাতন; তবে তুমি তাঁহার গান আমাদিগের নিকট কেন বারংবার গাহিতেছ? আমরা তাঁহার দারা নহি। যাহারা সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সখী, তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার প্রসঙ্গ গান কর; তাহারা তাঁহার প্রিয়া,—তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগের হৃত্তাপ শান্ত হইয়াছে; তাহারা তোমাকে অভীষ্ট প্রদান করিবে। স্বর্গে, পৃথিবীতে, বা রসাতলে এমন কোন্ কামিনী আছে, যাহাকে তিনি না পান? তিনি অতীব কিতব; কপট-মনোহর-হাস্যে তাঁহার ভ্রূ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কমলা যাঁহার চরণরেণু সেবন করেন; তাঁহার নিকট আমরা কে? কিন্তু যিনি দুঃখীর প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন, 'উত্তমঃ-শ্লোক' শব্দ তাঁহার প্রতিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মস্তকে যে পদ তুলিয়া লইয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর;—ইহা কি তুমি মুকুন্দের নিকট শিক্ষা করিয়াছ? দৌত্য এবং চাটুবাদ দ্বারা প্রার্থনা করিতে তুমি বিলক্ষণ চতুর। তোমার সমস্ত আমি জানিতেছি। অহো! "কৃষ্ণের অপরাধ কি?"—একথা বলিও না। দেখ,—যাঁহার নিমিত্ত আমরা পুত্র, পতি এবং ইহ-পরলোক পরিত্যাগ করিয়াছি; তিনি এমনই অব্যবস্থিত-চিত্ত যে, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাতে আর বিশ্বাসের যোগ্য কি আছে? তিনি এমনই ক্রূর যে, রামাবতারে দাশরথি হইয়া ব্যাধের ন্যায় বানররাজ বালীকে সংহার করিয়াছিলেন, স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া শূর্পণখাকে বিরূপ করিয়াছিলেন এবং বামনাবতারে বলি ভোজন করিয়া, কাকবৎ বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন;—তাঁহার সখ্যে প্রয়োজন নাই। দেখ, তাঁহার চরিত-লীলারূপ যে কর্ণামৃত তাহার কণিকামাত্র পান করিয়া বীর-ব্যক্তিদিগের রাগাদি দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম সকল নিবৃত্তি পায়; অতএব যাঁহারা অকিঞ্চন তাঁহারাও হঠাৎ দুঃখময় গৃহ-পরিবার পরিত্যাগ করিয়া ভোগে বিরত হইয়াছেন এবং পক্ষিগণের ন্যায় কেবল প্রাণ মাত্র ধারণ করিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। সেই হরির কথা এরূপ সর্ব্বনাশিনী জানিয়াও কিছুতেই আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যেমন অবোধ কৃষ্ণসার-বধূ হরিণীগণ ব্যাধের গানে বিশ্বাস করিয়া ব্যথা পায়, তেমনি আমরাও কুটিলের কথায় শ্রদ্ধা করিয়া বার বার তাঁহার নখস্পর্শ জন্য তীক্ষ্ণ মদন-ব্যথা সহ্য করিয়াছি। অতএব অহে দূত! অন্য আলাপ কর। হে প্রিয়ের সখা! প্রিয় কি তোমায় পুনর্ব্বার প্রেরণ করিলেন? অহে! তুমি আমার পূজ্য; কি ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর। যাঁহার সাহচর্য্য পরিত্যাগ করা যায় না, তুমি আমাদিগকে এই স্থান হইতে তাঁহার নিকটে কেন লইয়া যাইবে?—হে সৌম্য! কমলা যে নিরন্তর বক্ষঃস্থলে থাকিয়া তাঁহার সহবাস করিতেছেন আর্য্যপুত্র এখন কি মধুপুরীতে রহিয়াছেন? হে সৌম্য! তিনি

পিতা, গৃহ, বন্ধু ও গোপদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন; এই কিঙ্করীদিগের কথা কি কখনও উচ্চারণ করেন? অহো! অগুরু-চন্দনের স্থায় সেই সুগন্ধি বাহু কবে তিনি আমাদিগের মস্তকে স্থাপন করিবেন?" ১৪—২১। শুকদেব কহিলেন, রাজন্! উদ্ধব এই প্রকার শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাভিলাষিণী, গোপিকাদিগকে প্রিয়ের সংবাদ দ্বারা সান্ত্বনা করত এই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"অহো! তোমরা লোকে পূজনীয়া; কারণ, ভগবান্ বাসুদেবে তোমাদের মন সমর্পিত রহিয়াছে। দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন এবং অন্যান্য বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি, সাধন করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকে তোমাদিগের, মুনিগণের দুর্লভ অত্যুৎকৃষ্ট ভক্তি প্রবাহিত হইয়াছে। ভাগ্যবলে তোমরা পুত্র, পতি, দেহ, স্বজন ও গৃহ সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামক পরম পুরুষকে বরণ করিয়াছ। তোমরা অধোক্ষজে পরম ভক্তি লাভ করিয়াছ। হে মহাভাগা সকল! তোমাদের বিরহ আমার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ করিল; সেই জন্যই আমি ভগবৎ-প্রেমমুখ দেখিতে পাইলাম। ২২—২৭। আমি প্রভুর গুপ্তকার্য্য সাধন করি, তোমাদের প্রিয়ের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। তাহাতে তোমরা সুখলাভ করিবে। দেখ, শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন,—'তোমাদিগের সহিত আমার কখনও বিয়োগ নাই; কারণ, আমি সকলের আত্মা। যেমন পৃথিবী, জল, তেজ ও আকাশ,—এই সকল মহাভূত যাবতীয় ভূতে অবস্থিত রহিয়াছে, তেমনি আমি মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও গুণগণের আশ্রয়। আমি ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণরূপ নিজ মায়ার প্রভাব-সহকারে আপনা দ্বারাই আপনাতে, আপনাকে সৃজন, পালন ও নাশ করিয়া থাকি। আত্মা জ্ঞানময়, সুতরাং ভিন্ন; অতএব গুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। তিনি শুদ্ধ; সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জাগরণ নামক মনোবৃত্তি দ্বারাই বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যেমন নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি অলীক-স্বপ্নই চিন্তা করে; তেমনি যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-সমূহ চিন্তা করিতে হয় এবং যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ লব্ধ হয় আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই মনকে দমন করা কর্ত্তব্য। যেমন নদী, সাগরে পতিত হয়, তেমনি বেদের এবং মনীষী ব্যক্তিদিগের অষ্টাঙ্গ যোগ, আত্মানাত্মবিবেক, সন্ন্যাস, স্বধর্ম, ইন্দ্রিয়-দমন ও সত্যের ফল অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত ঐ তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হয়। সর্ব্বের প্রিয় আমি যে তোমাদিগের দূরে বাস করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে;—কেবল তোমরা আমাকে ধ্যান করিয়া মনের নৈকট্য পাইবে। প্রিয়তম দূরে থাকিলে, স্ত্রীগণের চিত্ত তাঁহাতে যেমন আবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে, নিকটে ও চক্ষুর গোচরে থাকিলে সেরূপ হয় না। এই কারণে তোমরা অশেষ বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে মন আবিষ্ট করিয়া নিত্য আমাকে ধ্যান করিতে করিতে শীঘ্রই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। হে কল্যাণীগণ! আমি বৃন্দাবনে রাত্রিতে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, যে সকল রমণী, পতি প্রভৃতি গুরুজন কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া আমার সহিত রাস করিতে পায় নাই, তাহারা আমার বীর্য্য চিন্তা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ব্রজকামিনীগণ প্রিয়তমের এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইল এবং প্রিয়তম যে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে স্মরণ হওয়াতে, ব্রজাঙ্গনাগণ উদ্ধবকে কহিতে আরম্ভ করিল;—"হে সৌম্য! ভাগ্যক্রমে যদুদিগের দুঃখপ্রদ শত্রু কংস, অনুচরের সহিত নিহত হইয়াছে। অচ্যুত সর্ব্বার্থ লাভ করিয়া এখন কুশলে আছেন,—ইহাই পরম সুখের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি যে প্রীতি করিতেন, পুরকামিনীদিগের স্নিগ্ধ সলজ্জ হাস্য ও উদার কটাক্ষ-বিক্ষেপ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া, তাহাদিগের প্রতি কি সেই প্রীতি করিয়া থাকেন? তিনি রতির পারিপাট্য অবগত আছেন,—পুরকামিনীদিগের প্রিয়ও বটেন; তাহাদিগের বাক্য ও বিভ্রম দ্বারা পূজিত হইয়া কেনই বা তাহাদিগের প্রতি অনুরক্ত না হইবেন? হে সাধো! আমরা গ্রাম্য; পুরস্ত্রীদিগের সভায়, কথায় কথায় উপস্থিত হইলে, তিনি কি আমাদিগকে কখনও স্মরণ করেন? কুমুদ, কুন্দ ও চন্দ্রমা দ্বারা মনোরম বৃন্দাবন-মধ্যে তখন সেই যে সকল রাত্রিতে রাস-মণ্ডলীতে প্রিয়াদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন; বিহারকালে তাঁহার চরণে নূপুর বাজিয়াছিল,—এবং আমরা তাঁহার মনোহর কথা গান করিয়াছিলাম,—কখনও কি সেই সকল রাত্রির কথা তিনি স্মরণ করেন? ৩৪—৪৩। তাঁহার নিমিত্ত আমরা নিত্য শোক-সন্তপ্ত হইতেছি। ইন্দ্র যেমন অমৃত-বর্ষণ দ্বারা নিদাঘতপ্ত বনকে উজ্জীবিত করেন, শ্রীকৃষ্ণ কি তেমনি এখানে আসিয়া কর-স্পর্শনাদি দ্বারা আমাদিগের সন্তাপ দূর করিবেন?" অপর এক গোপী কহিল, "না সখি! শ্রীকৃষ্ণ রাজ্য পাইয়াছেন; শত্রু সংহার করিয়াছেন এবং রাজকন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া সমুদায় বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া সুখে আছেন, তেমন ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি আর এস্থানে কেন আসিবেন?" অন্য এক কামিনী এই পরমার্থ বচন বলিল,—"সখি! তোমরা বুঝিতেছ না,—শ্রীকৃষ্ণ ধীর ও শ্রীপতি; আপনা আপনিই সমস্ত কাম লাভ করিয়াছেন; অতএব তিনি পূর্ণ; বনবাসিনী আমরা আর তাঁহার কোন্ অভিলাষ পূরণ করিব? রাজকুমারী অথবা অন্যান্য কামিনীরাই বা কি করিবে? কামচারিণী পিঙ্গলাও কহিয়াছে,—'আশা পরিত্যাগ করাই পরম সুখ; আমরা তাহা জানি, কিন্তু আশা ত্যাগ করিতে পারি কৈ? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদিগের এমনই আশা যে, তাহা ত্যাগ করিবার নহে। যে উত্তমঃশ্লোকের নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও, লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্গ হইতে কখনও চ্যুত হন না, তাঁহার নির্জ্জন আলাপ কে ত্যাগ করিতে সাহসী হয়? প্রভো! এই সকল গাভী ও বেণুরব এবং এই সকল নদীপর্ব্বত ও বনপ্রদেশ, শ্রীকৃষ্ণ রামের সহিত সেবন করিয়াছিলেন। অহো! শ্রীনন্দ-নন্দনের শ্রীনিকেতন পদচিহ্ন দ্বারা এই সকল নদী, পর্ব্বত ও বনপ্রদেশ বার বার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে; সুতরাং বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইতেছি না। হে উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণের ললিত গতি, উদার হাস্য, লীলা ও অবলোকন এবং মধুর বাক্য, আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছে; অতএব কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব?—হে কৃষ্ণ! হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ! হে আর্ত্তিনাশক! হে গোবিন্দ! একবার আসিয়া দেখিয়া যাও;—গোকুল দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে; ইহাকে উদ্ধার কর।" ৪৫—৫২। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের সংবাদে গোপীদিগের বিরহজ্বর দূর হইল। শ্রীকৃষ্ণ, অধোক্ষজ এবং আত্মা—ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা উদ্ধবের পূজা করিল। উদ্ধব গোপীদিগের শোক নাশ করিয়া কয়েক মাস গোকুলে বাস করিলেন এবং কৃষ্ণলীলাকথা গান করিয়া গোকুল আনন্দিত করিতে লাগিলেন। উদ্ধব যতদিন নন্দের গোকুলে বাস করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়িণী কথাবার্ত্তায় ব্রজবাসীদিগের ততদিন ক্ষণ-তুল্য বোধ হইল। সেই হরিদাস,—নদী, বন, পর্ব্বত, দ্রোণী ও কুসুমিত বন দর্শন করিয়া ব্রজবাসীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করাইয়া আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। উদ্ধব, গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিনিবিষ্ট চিত্তের ইত্যাদিপ্রকার বৈক্লব্য-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিবার পূর্ব্বে এই গান করিয়াছিলেন,—"অবনী মধ্যে এই গোপ-বধূরাই যথার্থ দেহ-ধারণ করিয়াছেন; কারণ, ইহারা,—

অখিলাত্মা ভগবানে এবম্প্রকারে পরম প্রেমবতী হইয়া রহিয়াছেন। এই প্রেম, মামান্য নহে; সংসারভীরু মুনিগণ মুক্তি লাভ করিয়া ইহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। হরি-কথায় যাঁহার একান্ত অনুরাগ আছে, তাঁহার ব্রহ্মজন্মে প্রয়োজন কি? এই সকল কামিনী বনচরী, ব্যভিচার-দোষে দূষিতা; ইহারাই বা কোথায়? আর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে জাত এই পরম প্রেমই বা কোথায়। অহো! অজ্ঞ-ব্যক্তিও যদি ভজনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহাকে সাক্ষাৎ কল্যাণ দান করেন; না জানিয়া অমৃত ভক্ষণ করিলেও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। রাসোৎসবে ভগবানের ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হইয়া মঙ্গল লাভ করত ব্রজসুন্দরীরা যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য কামিনীদিগের কথা দূরে থাকুক, যিনি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছেন, সেই লক্ষ্মীও সে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন না এবং যে সকল স্বর্গকামিনীদিগের গন্ধ ও কান্তি পদ্মের ন্যায়, তাহারাও পায় নাই। এই যে সকল গোপী দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া,—বেদে যাহার অন্বেষণ করিতে হয়, সেই গোবিন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন, বৃন্দাবন-মধ্যে যে সকল গুল্ম, লতা এবং ওষধি ইহাঁদিগের চরণরেণু সেবন করিতেছে, আমি যেন সেই সকলের মধ্যে কোন একটী হই। লক্ষ্মী, শ্রীকৃষ্ণের যে চরণ-কমল সেবা করেন এবং ব্রহ্মাদি আপ্তকাম মুনিগণ হৃদয়ে যাঁহার অর্চ্চনা করেন, ইহাঁরা রাস-সভায় কুচমণ্ডলে সমর্পিত সেই ভগবৎ-চরণকমল আলিঙ্গন করিয়া সন্তাপ দূর করিয়াছিলেন। অতএব আমি নন্দব্রজস্থ অঙ্গনাদিগের চরণরেণু বারংবার বন্দনা করি; তাঁহাদের হরিকথা-গানে ত্রিভুবন পবিত্র হইয়াছে।" ১৩—৬৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! এইরূপে কতিপয় মাস বাস করিয়া, যদুনন্দন উদ্ধব অবশেষে গোপীগণ, যশোদা ও নন্দকে বলিয়া ও গোপীদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া, যাত্রা করিবার নিমিত্ত রথে আরোহণ করিলেন। তিনি নির্গত হন—এমন সময়ে নন্দাদি গোপগণ নানা উপায়ন হস্তে করিয়া উদ্ধবের নিকটে গমনপূর্ব্বক অনুরাগ-হেতু রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল যেন তাঁহার নাম-সমূহ কীর্ত্তন করে এবং অভিলাষ যেন তাঁহার প্রণামাদি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কর্ম্মবশে ভ্রমণ করিতে করিতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, মঙ্গলাচরণ এবং দানাদি দ্বারা যেন ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদিগের মতি থাকে।" রাজন্! গোপগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণভক্তি দ্বারা এইরূপে পূজিত হইয়া, উদ্ধব পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ-পালিতা মথুরায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া, ব্রজবাসীদিগের ঐকান্তিকী ভক্তির কথা নিবেদন-পূর্ব্বক তাহাদের প্রদত্ত উপায়ন-সমূহ বাসুদেব, বলভদ্র ও রাজসন্নিধানে সমর্পণ করিলেন। ৬৪—৬৯।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শন ভগবান্ জানিতে পারিয়া অভীষ্ট-সাধন করিবার নিমিত্ত, কামরুগ্না সৈরিন্ধ্রী কুব্জার ভবনে গমন করিলেন। সেই গৃহ,—মহামূল্য গৃহোপকরণে ও কামোদ্দীপক সামগ্রীতে পরিপূর্ণ; মুক্তাদাম, পতাকা, চন্দ্রাতপ, শয্যা ও আসনে সুশোভিত এবং সুগন্ধি ধূপ, দীপ, মালা ও গন্ধদ্রব্যে বিভূষিত ছিল। কুব্জা, অচ্যুতকে গৃহে আগমন করিতে দেখিয়া, ব্যস্ত-সমস্ত আসন হইতে উত্থিত হইল এবং সখীগণের সহিত যথাবিধি আসনাদি দানপূর্ব্বক তাঁহার ও উদ্ধবের পূজা করিল। হরিভক্ত উদ্ধব আসন পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন। লোকাচারের অনুবর্ত্তন করাই শ্রীকৃষ্ণের ব্রত ছিল; তিনি গিয়া শীঘ্র মহাধন শয্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। কুব্জা,—মজ্জন, আলেপন, দুকূল, ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, তাম্বূল, সুধা ও আসবাদি দ্বারা শরীরের বেশ-ভূষা করিয়া সলজ্জ লীলা-জন্য-হাস্য-সহকৃত বিভ্রম প্রকাশপূর্ব্বক কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে করিতে মাধবের নিকটে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ, নবসঙ্গম-জনিত লজ্জায় ঈষৎশঙ্কিতা সুন্দরী কান্তাকে আহ্বান করিয়া তাহার কঙ্কণ-ভূষিত দুই হস্ত ধারণপূর্ব্বক শয্যায় শায়িত করিলেন এবং ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুব্জার কেবল অনুলেপনরূপ লেশমাত্র পুণ্য ছিল। যাহা হউক, সে অনন্তের চরণ আঘ্রাণ করিয়া অনঙ্গ-তপ্ত কুচযুগল, বক্ষঃস্থল ও নয়নদ্বয়ের ব্যথা নাশ করিল এবং দুই স্তনের মধ্য-পতিত আনন্দ-মূর্ত্তি কান্তকে আলিঙ্গন করিয়া অতিদীর্ঘ সন্তাপ দূর করিতে সমর্থ হইল। ১—৭। অহো! সেই দুর্ভগা কুব্জা, অঙ্গরাগ-সমর্পণ দ্বারা কৈবল্যনাথ দুষ্প্রাপ্য ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া এই প্রার্থনা করিল,—"হে প্রিয়তম! এই স্থানে কতিপয় দিবস বাস কর,—আমার সহিত বিহার কর; হে কমলাক্ষ! তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।" সর্ব্বেশ্বর মাধব, সেই কুব্জাকে অভীষ্ট বর প্রদান এবং অলঙ্কারাদি দান দ্বারা তাহার সম্মান করিয়া, উদ্ধবের সমভিব্যাহারে স্বীয় সমৃদ্ধি-সম্পন্ন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। সর্ব্বেশ্বর দুরারাধ্য বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া যে ব্যক্তি বিষয়সুখ প্রার্থনা করে, সে নিতান্ত কুজ্ঞানী; কারণ, বিষয়সুখ তুচ্ছ বস্তু। রাজন্! এই ঘটনার পর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের প্রিয়-সাধনের নিমিত্ত তাঁহাকে হস্তিনা-পুরে প্রেরণ করিবার বাসনা মনঃস্থ করিয়া, রাম ও উদ্ধবের সমভিব্যাহারে তদীয় ভবনে গমন করিলেন। ৮—১২। অক্রূর দূর হইতেই সেই আত্ম-বান্ধব নরবর-শ্রেষ্ঠদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সানন্দে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও অভিনন্দন করিয়া রাম-কৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যথক্রমে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। রাজন্! অক্রূর তাঁহাদের পাদ-প্রক্ষালন জল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক দিব্য দিব্য পূজোপকরণ ও বস্ত্র এবং উত্তম গন্ধ, মাল্য ও ভূষণ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক ক্রোড়স্থিত পাদযুগল মার্জ্জন করিতে করিতে বিনয়াবনত ভাবে রাম-কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন;—"ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা কংস অনুচরগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে এবং ভাগ্যক্রমে আপনারা দুইজনে আপনাদিগের এই বংশকে কষ্ট হইতে উদ্ধার ও সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন। ১৩—১৭। আপনারা দুই জন প্রধান পুরুষ; জগতের কারণ ও জগন্ময়। আপনারা ভিন্ন অন্য কোনও কারণ বা কার্য্য নাই। ব্রহ্মন্! রজঃপ্রভৃতি স্বশক্তি দ্বারা আপনা হইতে সৃষ্ট এই বিশ্বে কারণস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট না হইয়াও আপনি অনুপ্রবিষ্টবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন এবং শ্রুত প্রত্যক্ষ গোচর যেরূপে হয়, আপনি সেইরূপে বহুপ্রকারে প্রতীয়-মান হইতেছেন। যেমন রূপান্তরাভিব্যক্তির স্থান চরাচর ভূতগণে পৃথিব্যাদি কারণ সকল নানারূপে প্রকাশ পায়, তেমনি আপনি নিরবচ্ছিন্ন আত্মা ও স্বতন্ত্র হইয়াও নিজে যে সকলের কারণ, সেই সকল ভূত-ভৌতিকাদি পদার্থে বহুধা প্রতীত হইতে-ছেন। রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণ আপনার নিজ শক্তি; আপনি এই সকল শক্তি দ্বারা সৃষ্টি, পালন ও নাশ করিতেছেন। কিন্তু আপনি এই সকল গুণ বা কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ নহেন; কারণ, আপনি জ্ঞানাত্মা; অতএব বন্ধের হেতু। অবিদ্যা কখনও আপনাতে

থাকিতে পারে না। বিচার করিয়া দেহাদি উপাধির বাস্তবত্ব সংস্থাপন করা যায় না; সুতরাং জীবাত্মারও জন্ম বা জন্মমূলক ভেদ হইতে পারে না, অতএব আপনি বন্ধ বা মোক্ষ, উভয় হইতেই মুক্ত। আমাদিগের অজ্ঞানই আপনার বন্ধ ও মোক্ষ কল্পনা করিয়া থাকে। ১৭—২২। জগতের মঙ্গলার্থ আপনি এই যে পুরাণ বেদপথ প্রকাশ করিয়াছেন; এই পথ যখন যখন অসৎ পাষণ্ডমার্গ দ্বারা বাধিত হয়, আপনি তখন তখনই সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিভো! এতাদৃশ আপনি অসুরগণের অংশ-সম্ভূত রাজাদিগের শত অক্ষৌহিণী বধ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্ত এক্ষণে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া, এই বংশের যশ বিস্তার করিতেছেন। হে ঈশ্বর! যাবতীয় বেদ, পিতৃ, ভূত, নর ও দেবগণ যাঁহার মূর্ত্তি এবং যাঁহার পদ-প্রক্ষালন-জল ত্রিজগৎ পবিত্র করে, সেই অধোক্ষজ জগদ্‌গুরু আপনি অদ্য আমাদিগের বসতি সকলে পদার্পণ করিলেন; অতএব এই সকল অদ্য পুণ্যতম হইল। আপনার আগমনে অদ্য আমরা কৃতার্থ হইলাম। আপনি ভক্তপ্রিয়, সুতরাং আপনার বাক্য সত্য; আপনি কৃতজ্ঞ, সুতরাং সুহৃদ্। আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। যে সকল সুহৃদ্ ব্যক্তি আপনাকে ভজনা করেন, আপনি চারি দিক্ হইতে তাঁহাদিগের অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে আপনার নিজকেও প্রদান করেন; অতএব কোন্ ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়া আপনার ভিন্ন অন্যের শরণাপন্ন হইবেন? যোগেশ্বর সুরেন্দ্রবর্গও আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন না; এতাদৃশ আপনি যে আমাদিগের প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেন, ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্য। আপনার যে মায়া,—পুত্র, কলত্র, ধন, স্বজন, গৃহ ও দেহাদিরূপ মোহ উৎপাদন করে, আপনি আমাদিগের সেই মায়া অবিলম্বে ছেদন করিয়া দিউন।" ২৩—২৭। রাজন্! তত্ত অক্রূর এইরূপ অর্চ্চনা ও স্তব করিলে পর, ভগবান্ হরি ঈষৎ হাস্য করিয়া বাক্য দ্বারা যেন মোহিত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে তাত! তুমি আমাদিগের গুরু, পিতৃব্য এবং সর্ব্বসময়ে শ্লাঘ্য বন্ধু। আমরা আপনাদিগের রক্ষ্য, পোষ্য ও অনুকম্পার পাত্র। যে সকল মনুষ্য মঙ্গল-কামনা করিয়া থাকেন, নিত্য তাঁহাদের তোমাদের ন্যায় পূজ্যতম মহাভাগ ব্যক্তিদিগের সেবা করা উচিত। দেবগণ স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর; সাধুরা সেরূপ নহেন। কিন্তু তাহা বলিয়া মনে করিও না যে, জলময় তীর্থ সকল—তীর্থ নহে এবং মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি দ্বারা বিনির্ম্মিত দেবতা সকল—দেবতা নহেন; নিশ্চয়ই ঐ সকল দেবতা ও তীর্থ; পরন্তু যদিও জলময় স্থান তীর্থ এবং মৃণ্ময় ও শিলাময় মূর্ত্তি সকল দেবতা; তথাপি সাধুদিগের এবং ঐ সকলের মধ্যে মহৎ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ, তীর্থ ও দেবতাদিগকে দীর্ঘকাল সেবা করিলে পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে; সাধুরা কিন্তু দর্শনমাত্রেই শুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকেন। আমাদিগের যত আত্মীয় আছেন, তুমি তাঁহাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি পাণ্ডবদিগের মঙ্গল সাধন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হস্তিনাপুরে গমন কর। তাঁহারা বালক; শুনিয়াছি,—পিতা স্বর্গারোহণ করাতে তাঁহারা মাতার সহিত সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন; রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে আপন নগরে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তথায় বাস করিতেছেন। অম্বিকার তনয় দীনবুদ্ধি রাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, অতএব কুসন্তানদিগেরই বশীভূত; বিশেষ বোধ হইতেছে,—তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি সমান ব্যবহার করেন না। এক্ষণে তথায় গিয়া জানিয়া আইস,—তাঁহাদিগের সংবাদ ভাল কি মন্দ। জানিয়া পরে যাহাতে আত্মীয়দিগের মঙ্গল হয়—করিব।" ভগবান্ ঈশ্বর হরি, অক্রূরকে এই আদেশ করিয়া পরে বলরাম ও উদ্ধবের সহিত স্বভবনে গমন করিলেন। ২৮—৩৬।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

অক্রূরের হস্তিনাপুরে গমন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অক্রূর, পৌরব-শ্রেষ্ঠদিগের কীর্ত্তিতে পরিব্যাপ্ত হস্তিনাপুরে গমন করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর ও কুন্তী, বাহ্লীক ও তাঁহার পুত্রগণ, ভারদ্বাজ, গৌতম, কর্ণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, পাণ্ডবগণ এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গান্দিনী-নন্দন, বন্ধুগণের সহিত যথাবিধি মিলিত হইলে পর, তাঁহারা তাঁহাকে সুহৃদ্‌গণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনিও তাঁহাদিগকে কুশল-প্রশ্ন করিয়া আপ্যায়িত হইলেন। মহারাজ! অক্রূর, দুর্ব্বুদ্ধি রাজার আচরণ জানিবার অভিপ্রায়ে কয়েক মাস হস্তিনায় বাস করিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন,—রাজার পুত্রগুলি অসৎ; তিনি খল কর্ণাদির ইচ্ছার নিয়ত অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। কুন্তী এবং বিদুর,—পাণ্ডবদিগের তেজ, শস্ত্রাদিনৈপুণ্য, বল, বীর্য্য, বিনয়াদি সদ্‌গুণ এবং তাঁহাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ যথাযথ বর্ণন করিলেন। আর দুর্ব্বৃত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদের ঐ সকল গুণগ্রাম সহ্য করিতে না পারিয়া বিষদান প্রভৃতি যে সকল অন্যায়-কর্ম্ম করিয়াছে এবং যাহা যাহা করিতে মনঃস্থ করিয়াছে, তৎসমুদায়ও তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। ১—৬। কুন্তী, সমাগত ভ্রাতা অক্রূরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জন্মনিদান মাতা-পিতাকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "হে সৌম্য! আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃপুত্র, কুলস্ত্রী ও সখী সকল আমাকে কি স্মরণ করেন? শরণ্য, ভক্তবৎসল, ভ্রাতৃপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং কমলাক্ষ রাম কি তাঁহাদিগের পিতৃষসার পুত্রদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন? বৃকগণের মধ্যে হরিণীর ন্যায়, আমি সপত্নীদিগের মধ্যে থাকিয়া শোক করিতেছি; কৃষ্ণ কি আমাকে এবং এই সকল পিতৃহীন বালককে বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিবেন। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বপালক! আমি প্রপন্ন; শিশু সন্তানদিগকে লইয়া নিরন্তর ক্লেশ-নিপীড়িত হইতেছি; গোবিন্দ আমাকে ত্রাণ করুন। ঈশ্বর! আপনার মোক্ষপ্রদ চরণ-কমল ভিন্ন মৃত্যুর ও সংসারের ভয়ে ভীত মনুষ্যদিগের অন্য শরণ দেখিতে পাই না। ধর্ম্মাত্মা, অপরিচ্ছিন্ন, জীবের সখা, অণিমাদি-গুণ-যুক্ত, জ্ঞানাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার; প্রভো! আমি আপনার শরণাগত।" ৭—১৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! তোমাদিগের প্রপিতামহী স্বজনদিগকে এবং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণপূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া এই প্রকারে রোদন করিতে লাগিলেন। সমদুঃখ-সুখ অক্রূর এবং মহাযশা বিদুর তাঁহার পুত্রগণের জন্মের কারণভূত ইন্দ্রাদির কথা কহিয়া কুন্তীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অক্রূর যাইবার সময় পুত্র-বৎসল বিষমাচারী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জ্ঞাতিগণের মধ্যে রাম-কৃষ্ণাদি বন্ধুগণ সুহৃদ্ভাবে যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সুহৃদ্‌গণের মধ্যে তাঁহাকে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অক্রূর কহিলেন, "হে বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন! আপনি, কুরুগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোক গমন করাতে এক্ষণে রাজাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। যদি আত্মীয়দিগের প্রতি সমান ব্যবহার

করিয়া সচ্চরিত্র দ্বারা প্রজাদিগের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ পৃথিবী পালন করেন, তাহা হইলে মঙ্গল ও কীর্ত্তি লাভ করিবেন; অন্যথা আচরণ করিলে লোকে নিন্দাভাজন হইয়া নরকগামী হইবেন। অতএব আপনি, আপনার পুত্র ও পাণ্ডবদিগের প্রতি সমান ব্যবহার করুন। ১৪—১৯। রাজন্। ইহলোকে কাহারও সহিত কাহারও চিরকাল সম্পূর্ণরূপে একত্র বাস ঘটে না। জায়া-পুত্রাদির কথা দূরে থাকুক, আপন দেহের সহিতই চিরকাল একত্র বাস হয় না। কিন্তু একাকীই উৎপন্ন হয়, একাকীই লয় পাইয়া থাকে এবং একাকীই সুকৃত-দুষ্কৃত ভোগ করে। জলবাসী মৎস্যাদির জলের ন্যায়, অপরে পোষ্য পুত্রাদি নাম ধরিয়া মূঢ় ব্যক্তির অধর্ম্ম-সঞ্চিত ধন হরণ করে। মূর্খ আপন-বোধে যে প্রাণ, অর্থ ও পুত্রাদিকে অধর্ম্ম করিয়া পোষণ করে, সে, ভোগে চরিতার্থ না হইতেই, তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাহারা পরিত্যাগ করিলে পর, স্বধর্ম্ম-বিমুখ স্বপ্রয়োজনানভিজ্ঞ নিজে অপূর্ণকাম হইয়া পাপ লইয়া অন্ধতমস নরকে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন্! হে প্রভো! এই লোককে স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথের ন্যায় দর্শন-পূর্ব্বক আপনা দ্বারা আপনাকে দমন করিয়া শান্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হউন।" ২০—২৫। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে অক্রূর! আপনার এই বাক্য মঙ্গলময়; মনুষ্য অমৃত পাইলে যেমন "না" বলে না, তেমনি আমি, "ইহা যথেষ্ট হইয়াছে; আর নহে।" এরূপ বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু সৌম্য! আমার হৃদয় পুত্রানুরাগহেতু বিষম হইয়া চঞ্চল হইয়াছে; আপনার বাক্য সত্য হইলেও, সুদাম-পর্ব্বত-সম্ভূতা বিদ্যুতের ন্যায় স্থির হইতে পারিতেছে না। যে ঈশ্বর, ভূমির ভারহরণের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—তিনি যে বিধান করিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি অন্যথা করিয়া, তাহা দূর করিতে পারেন? যিনি অচিন্ত্যমার্গা নিজ-মায়া দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সকল বিভাগ করিয়া দেন, সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। তাঁহার দুর্ব্বোধ ক্রীড়াই এই সংসারের কারণ; তাঁহা হইতেই ইহার গতি হইয়া থাকে।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! যদুনন্দন অক্রূর, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, সুহৃদ্গণের আজ্ঞা পাইয়া, পুনর্ব্বার যদুপুরীতে প্রত্যাগত হইলেন এবং পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সেই আচরণ রাম-কৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন। ২৬—৩৬।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৯॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

দুর্গ-নির্ম্মাণ।

শুকদেব কহিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কংসের দুই ভার্য্যা অস্তি ও প্রাপ্তি,—স্বামী হত হইলে দুঃখার্ত্ত হইয়া আপনাদিগের পিতৃগৃহে গমন করিলেন; এবং পিতা মগধরাজ জরাসন্ধকে আপনাদিগের বৈধব্যের সমস্ত কারণ কহিলেন। রাজা জরাসন্ধ সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে শোকার্ত্ত ও ক্রুদ্ধ হইল এবং পৃথিবীকে অ-যাদব করিবার নিমিত্ত সমধিক উদ্যোগ করিতে লাগিল। অনন্তর ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া চারিদিক্ হইতে যদুদিগের রাজধানী অবরোধ করিল। ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেল সাগরের ন্যায় সেই সেনা দ্বারা নিজ নগরীকে অবরুদ্ধ ও স্বজনদিগকে ব্যাকুল হইতে দেখিয়া, সেই দেশ ও কালের অনুযায়ী আপন অবতারের প্রয়োজন চিন্তা করিতে লাগিলেন;— "মগধরাজ,—অনুগত সমস্ত নরপতির এই যে পদাতি, অশ্ব, গজ ও রথ দ্বারা কয়েক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া আমার নগর আক্রমণ করিল; এইই পৃথিবীর সঞ্চিত ভার। আমি এই সেনাই সংহার করিব,—মগধরাজকে বধ করা হইবে না; এ পুনর্ব্বার সেনা সংগ্রহ করিতে পারিবে। পৃথিবীর ভার হরণ; সাধুদিগকে রক্ষা ও অসাধুদিগকে সংহার করিবার নিমিত্তই আমার অবতার হইয়াছে। সময়ক্রমে আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; ধর্ম্মের রক্ষা, অধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত আমি কখন অন্য দেহও ধারণ করিয়া থাকি।" ১—১০। গোবিন্দ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,—এমন সময়ে সারথি ও পরিচ্ছদের সহিত সূর্য্য-কিরণের ন্যায় কিরণশালী দুইখানি রথ,—বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা ও দিব্য পুরাণ অস্ত্র-শস্ত্র সহ আকাশ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইল। হৃষীকেশ সেই সকল দর্শন করিয়া সঙ্কর্ষণকে কহিলেন, "আর্য্য! দেখুন,—আপনি যাহাদিগের নাথ, সেই সকল যদুবংশীয়ের বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; আতঃ! এই আপনার রথ ও প্রিয় অস্ত্র-শস্ত্র সকল উপস্থিত হইয়াছে। রথে আরোহণ করিয়া শত্রুসৈন্য সংহার এবং বিপদ্ হইতে স্বজনকে উদ্ধার করুন। হে ঈশ্বর! সাধুদিগের মঙ্গল করিবার নিমিত্তই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী নামক ভূমির ভার এটিরে হরণ করুন।" এই বলিয়া দুই যদুনন্দন কবচ পরিধান করিলেন এবং উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া অল্পমাত্র সৈন্য সহ নগরী হইতে বহির্গত হইলেন। দারুক, শ্রীকৃষ্ণের সারথি। শ্রীহরি নির্গত হইয়া শঙ্খবাদন করিলেন। সেই শঙ্খশব্দ হইতে শত্রুসেনার হৃদয় শিহরিত হইল। মগধরাজ তাঁহাদিগের দুইজনকে দর্শন করিয়া কহিল, "রে পুরুষাধম কৃষ্ণ! তুই বালক; তোর্ সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না;—লজ্জা হয়। রে বন্ধুনাশন! তুই গুপ্ত হইয়া থাকিস্। রে রাম! তোর্ সহিত যুদ্ধ করিব না;— তুই যা। রাম! তোমার যদি ইচ্ছা হয়, যুদ্ধ কর;—ভীত হইও না।" হয়, আমার বাণ দ্বারা বিচ্ছিন্নদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন কর; না হয়, আমাকে সংহার করিয়া জয়ী হও।" ১১—১৮। ভগবান্ কহিলেন, বীরপুরুষেরা আত্মশ্লাঘা করেন না,—পৌরুষই প্রদর্শন করেন। রাজন্! তুমি মরিতে যাইতেছ, অতএব উন্মত্ত হইয়াছ; তোমার বাক্য গ্রাহ্য করি না।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বায়ু যেমন মেঘ দ্বারা দিবাকরকে এবং ধূলি দ্বারা অগ্নিকে আচ্ছাদন করেন, মগধরাজ জরাসন্ধ তেমনি অভিমুখীন হইয়া, স্বীয় প্রচণ্ড মহাবল স্রোত দ্বারা সৈন্য, রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথির সহিত মধুবংশ-সম্ভূত রাম-কৃষ্ণকে আবরণ করিল। রমণীগণ নগরীর অট্টালক, হর্ম্ম্য ও গোপুরে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দেখিতেছিল। হরি এবং রামের গরুড় ও তালধ্বজে চিহ্নিত দুইখানি রথ রণস্থলে দেখিতে না পাইয়া তাহারা শোকে তাপিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। শত্রুসৈন্যরূপ বিশাল জলধর হইতে যে অতি প্রচুর শরধারা বর্ষণ হইতেছিল, হরি তদ্দ্বারা আপন সৈন্যকে পীড়িত হইতে দেখিয়া অসুরচক্র-সদৃশ সুর-নিষেবিত ধনুঃশ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গধনু ধারণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা শাণিত বাণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিকদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। গজগণ ভিন্ন-কুম্ভ হইয়া পতিত হইল; অনেকানেক তুরঙ্গ, বাণ দ্বারা ছিন্ন-কন্ধর হইয়া ভূমিসাৎ হইল। রথসমূহ হতাশ্ব, হত-সারথি, হত-নায়ক ও ছিন্নধ্বজ হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং পদাতিক সকল ছিন্নবাহু, ছিন্নোরু ও ছিন্ন-কন্ধর হইয়া শয়ন করিল। ১৯—২৪। অপরিমেয়-তেজঃসম্পন্ন বলদেব যুদ্ধস্থলে মুষল দ্বারা দুর্ম্মদ শত্রুদিগকে সংহার করিয়া ছিন্নবাহু পদাতিক, হস্তী ও অশ্বগণের অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন, ভীরুজনের ভয়াবহ

এবং মনস্বীদিগের রোম-হর্ষকরী শত শত শোণিত নদী উৎপাদন করিলেন ঐ সকল রক্তনদী পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রবাহিত হইল। ভুজনিকর ঐ সকল নদীর সর্প; পুরুষদিগের শিরঃ-সমূহ, কচ্ছপ; নিহত মাতঙ্গগণ দ্বীপ; তুরঙ্গগণ গ্রাহ: কর ও উরু সকল মৎস্য; নরকেশ-সমূহ শৈবল, ধনু সকল তরঙ্গ; অস্ত্র-নিকর গুল্ম; চর্ম্ম সকল ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত এবং উত্তম উত্তম মহামণি ও আভরণ সকল উহার প্রস্তরখণ্ড ও শর্করা-স্বরূপ হইয়াছিল। অপরিমেয়-বলশালী বলদেব, মুষল দ্বারা শত শত দুর্ম্মদ শত্রু নিহত করিলেন এবং মগধরাজ-পালিত, সাগরের ন্যায় দুর্গম, ভয়ানক ও অগাধ সৈন্যক্ষয় করিয়া ফেলিলেন। বসুদেবের দুই পুত্র জগদীশ্বর; ঐ কার্য্য তাঁহাদিগের ক্রীড়ামাত্র। যে অনন্ত গুণ ভগবান্ আপন লীলা দ্বারা ত্রিভুবন সৃষ্টি, পালন ও নাশ করেন, শত্রুনিগ্রহ তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; তবে তিনি মনুষ্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বর্ণন করা গেল। ২৫—২৯। যাহা হউক, সিংহ যেমন অপর সিংহকে আক্রমণ করে, মহাবল রাম, জরাসন্ধকে সেইরূপ বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। তখন জরাসন্ধের রথ এবং সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল,—কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল। রাজা জরাসন্ধ অনেক শত্রু সংহার করিয়াছিল। তথাপি যখন বলদেব বারুণ ও মানুষ পাশ দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন গোবিন্দ কোন কার্য্য করিবার বাসনায় তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। রাজা জরাসন্ধ বীরসমাজে মান্য; এক্ষণে দুই লোক-নাথ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, লজ্জা বশত তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পথে রাজগণ,—ধর্ম্মোপদেশ-পর বাক্য এবং লৌকিক-নীতি-কথন দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিল, "নিজ কর্ম্মবন্ধ হেতুই আপনি যদুদিগের নিকট পরাভূত হইয়াছেন।" রাজন্! সমুদায় সৈন্য নিহত হইলে, ভগবান্ উপেক্ষা করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করাতে জরাসন্ধ দুর্ম্মনা হইয়া মগধদেশে প্রতিগত হইলেন। ৩০—৩৪। মুকুন্দও শত্রুসৈন্য-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া, বিজয় হৃষ্টচিত্ত মথুরবাসীদিগের সহিত নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অমৃত-দৃষ্টি দ্বারা তদীয় সৈন্যের মধ্যে কাহারও গাত্রে ক্ষতমাত্র রহিল না। দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিয়া 'সাধু' 'সাধু' বাক্যে তাঁহার কার্য্যের অনু-মোদন করিতে লাগিলেন এবং সূত, মাগধ ও বন্দী সকল তাঁহার বিজয়-গান করিতে আরম্ভ করিল। প্রভু, নগরী প্রবেশ করিলে অসংখ্য শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল। নগরীর পথসমূহ জলে সিক্ত এবং নানা পতাকা দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল। উহাতে সকল জনেই হৃষ্ট। উহার সর্ব্বত্রই বেদধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। আর উৎসবজন্য উহার চতুর্দ্দিকে তোরণ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুর-প্রবেশকালে মহিলাগণ প্রভুর উপর মালা, দধি অক্ষত ও দূর্ব্বাঙ্কুর ক্ষেপণ করিয়া, প্রীতিহেতু উৎফুল্ল নয়ন দ্বারা তাঁহাকে স্নেহের সহিত দর্শন করিতে লাগিল। রণভূমিতে যে অনন্ত ধনসম্পত্তি ও বীরভূষণ পতিত ছিল, প্রভু তৎসমুদয় আহরণ করিয়া যদুরাজকে অর্পণ করিলেন। ৩৫—৪০। রাজন্! পরাজয় হইলেও, মগধরাজ নিরুৎসাহ হয় নাই, সে অগণিত সৈন্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পালিত যদুদিগের সহিত ক্রমে ক্রমে সপ্তদশ বার যুদ্ধ করিল। যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের তেজে প্রতিবারেই সেই সমুদয় সৈন্য ধ্বংস করিয়া প্রতিবারেই জয়ী হইলেন। সৈন্য নিহত হইলে, রাজা প্রতিবারেই শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অবনতমুখে স্বনগরে প্রতিগমন করিল। অনন্তর অষ্টাদশ যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে,—এমন সময় কাল-যবন, নারদ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যুদ্ধস্থলে উপনীত হইল। সে পৃথিবীতে কাহাকেও সমকক্ষ পায় নাই; যদুগণ তাহার সমকক্ষ,—ইহা শ্রবণ করিয়া, তিন কোটি ম্লেচ্ছ লইয়া আগমনপূর্ব্বক মথুরা অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! দুই দিক্ হইতে যদুদিগের মহা-দুঃখ উপস্থিত হইল। মহাবল এই যবন আমাদিগকে অদ্য আক্রমণ করিল; মগধরাজও অদ্য, কল্য, না হয়—পরশ্ব আগমন করিবে। আমরা দুইজন এই যবনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যদি মহাবল জরাসন্ধ আগমন করে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমাদিগের বন্ধুগণকে সংহার করিবে অথবা বন্দী করিয়া তাহার নিজ নগরীতে লইয়া যাইবে। অতএব অদ্য বিপদগণের দুর্গম এক দুর্গ নির্ম্মাণ এবং তন্মধ্যে জ্ঞাতিদিগকে রক্ষা করিয়া যবনকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য।" ৪১—৪৮। ভগবান্ এই মন্ত্রণা করিয়া সমুদ্রের ভিতর দ্বাদশ-যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে এক আশ্চর্য্যময় নগর নির্ম্মাণ করিলেন। উহাতে বিশ্বকর্ম্মার বিজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বাস্তগৃহ-নির্ম্মাণের স্থান রাখিয়া, রাজমার্গ, উপমার্গ এবং অঙ্গন সকল উহাতে নির্ম্মিত হইল। যে সকল উদ্যানে দেবগণের তরু ও লতা ছিল, তাদৃশ অনেকানেক উদ্যান ও বিচিত্র উপবন দ্বারাও উহা অলঙ্কৃত হইল। স্বর্ণশৃঙ্গ-বিশিষ্ট স্বর্গস্পর্শী অট্টালক ও গোপুর; হেমকুম্ভ দ্বারা অলঙ্কৃত, রজত ও পীত লৌহ দ্বারা বিনির্ম্মিত অশ্বশালা ও অন্নশালা; যে সকল গৃহের শিখর রত্নময় ও তল মহামরকতময়, তাদৃশ স্বর্ণনির্ম্মিত গৃহ; বাস্তদেবতাদিগের গৃহ এবং বড়ভী দ্বারা উহাকে শোভিত করা হইল। চাতুর্ব্বর্ণ জনগণ উহাকে নিঃশেষরূপে ব্যাপ্ত করিল এবং উহাতে রাজ-ভবন সকল শোভা পাইতে লাগিল। রাজন্! হরির নিকট দেবরাজ,—দেবসভা এবং পারিজাত বৃক্ষ প্রেরণ করিলেন। বরুণ মনের ন্যায় বেগশালী, শ্বেতবর্ণ এককর্ণে মাত্র শ্যামবর্ণ অশ্ব সকল; নিধিপতি কুবের অষ্টবিধ নিধি এবং লোকপালগণ স্ব স্ব বিভূতি পাঠাইয়া দিলেন। রাজন্! ভগবান্ হরি আপনার অধিকার-সাধনের নিমিত্ত অন্যান্য সিদ্ধগণকে যে যে আধিপত্য দান করিয়াছিলেন, তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারাও সে সমুদায়ই প্রত্যর্পণ করিলেন। যাহাতে কাল-যবন ও অপরাপর লোকে জানিতে না পারে, এইরূপ যোগ-প্রভাবে ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণ, আত্মীয়দিগকে সেই নগরে লইয়া গেলেন এবং মথুরায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রামের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন, "তুমি এই স্থানে থাকিয়া প্রজাপালন কর, আমি যবনকে বিনষ্ট করিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া তিনি পুরদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। তৎকালে তাঁহার গলদেশে পদ্মের মালা ছিল; হস্তে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। ৪৯—৫৭।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়

মুচুকুন্দের স্তব।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! হরি উদিত নিশাকরের ন্যায় পু
হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি সুন্দরের শ্রেষ্ঠ ও শ্যামবর্ণ; পরি
ধান পীতবসন; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন এবং গলদেশে দীপ্তি
শালী কৌস্তভ সংলগ্ন। চতুর্ভুজ স্থূল ও দীর্ঘ। চক্ষু নবীন কোকন
সদৃশ রক্তবর্ণ। তিনি সর্ব্বদা আনন্দিত। তাঁহার সুগঠন কপোল
যুগল, শ্রীযাযু; হাস্য শুভ্র; মুখারবিন্দে মকর-কুণ্ডল স্ফূর্তি পা
তেছে। যবন ঐ রূপ দেখিয়া, মনে-মনে চিন্তা করিল,—"দেব
নারদ যেরূপ বলিয়াছিলেন, এই পুরুষের ঠিক সেই প্রকারই র

দেখিতেছি। ইনি শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত ও অতি সুন্দর। ইঁহার চতুর্ভুজ; চক্ষু পদ্মতুল্য এবং গলায় বনমালা। অতএব এই সকল চিহ্ন দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে,—ইনিই বাসুদেব,—অন্য কেহ নহেন। ইনি এখন নিরস্ত্র হইয়া পদব্রজে গমন করিতেছেন, সুতরাং আমিও নিরস্ত্র হইয়া ইঁহার সহিত সমর করি।" ১—৫। যবন এই নিশ্চয় করিয়া, বিমুখ হইয়া পলায়মান, যোগিগণেরও দুষ্প্রাপ শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। যেন হস্তগ্রস্ত হইলেন,—হরি পদে পদে আপনাকে এইরূপ প্রদর্শন করিয়া, যবনরাজকে অতিদূরবর্ত্তী গিরিকন্দরে লইয়া গেলেন। "তুমি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; পলায়ন করা তোমার উচিত হয় না" এই বলিয়া তিরস্কার করিতে করিতে যবন পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল; কিন্তু তাহার কর্ম্ম ক্ষয় হয় নাই, সেইজন্য সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল না। ভগবান্ উক্ত প্রকারে তিরস্কৃত হইয়াও গিরিকন্দরে প্রবিষ্ট হইলেন। যবনও তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক মনুষ্য শয়ন করিয়া রহিয়াছে। "নিশ্চয় এই আমাকে দূরে আনিয়া এই স্থানে সাধুর ন্যায় শয়ন করিয়া আছে।" মূঢ় এই ভাবিয়া অচ্যুত মনে করিয়া তাঁহাকেই পাদ দ্বারা প্রহার করিল। সেই পুরুষ অনেক কাল নিদ্রিত ছিলেন; অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পার্শ্বে সেই যবনকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, তখনই তাঁহারই দেহ হইতে অনল উৎপন্ন হইল; যবন তাহাতে দগ্ধ হইয়া তৎক্ষণমাত্রে ভস্মসাৎ হইল। পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই যে পুরুষ, যবনকে বধ করিলেন, তাঁহার নাম কি? তিনি কোন্ বংশীয়? কাহার পুত্র? তাঁহার প্রভাব কিরূপ ছিল? এবং কেনই বা গুহামধ্যে শয়ন করিয়া ছিলেন? —১২। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম মুচুকুন্দ। তিনি মান্ধাতার পুত্র। মুচুকুন্দ অতি মহাশয় ও ব্রাহ্মণের নিয়ত-হিতকারী ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিফল হইত না। ইন্দ্রাদি দেবগণ, অসুরদিগের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাদিগের রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করাতে, তিনি অনেক দিন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবগণ, কার্ত্তিকেয়কে স্বর্গের রক্ষক পাইয়া মুচুকুন্দকে কহেন,—"রাজন্! তুমি আমাদিগের পালনরূপ কষ্ট সহ্য করিতে বিরত হও। হে বীর! নরলোক এবং নিষ্কণ্টক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের রক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি যাবতীয় ভোগ বিসর্জ্জন দিয়াছ। তোমার পুত্র, মহিষী, জ্ঞাতি, অমাত্য, মন্ত্রী এবং আপনার তুল্য-কালীন প্রজাগণ, কাল কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া এখন আর জীবিত নাই। কাল,—বলবানদিগের শ্রেষ্ঠ, ভগবান্, ঈশ্বর ও অব্যয়; ক্রীড়া করত, পশুরাজ যেমন পশুদিগকে চালিত করেন, তিনি তেমনি প্রজাদিগকে চালন করিতেছেন। তোমার মঙ্গল হউক। মুক্তি ব্যতীত যাহা অভিলাষ হয়,—প্রার্থনা কর; এখনই দিতেছি। ভগবান্ অব্যয় নারায়ণই একমাত্র মুক্তির ঈশ্বর।" ১০—২০। দেবতাদিগের এই কথা শুনিয়া মহাযশা মুচুকুন্দ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন এবং গুহায় গমন করিয়া দেবদত্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। রাজন্! এইরূপে কাল-যবন ভস্মীভূত হইলে পর, সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান্, ধীমান্ মুচুকুন্দকে নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। ঐ মূর্ত্তি নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ; পরিধান পীত বসন; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস; দীপ্তিশালী কৌস্তুভ উহার শোভা বিস্তার করিতেছে। চতুর্ভুজ; গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা শোভমান। উহার মুখখানি সুন্দর ও প্রসন্ন; উহাতে মকর-কুণ্ডল দীপ্তি পাইতেছে। উহা মনুষ্যগণের দর্শনীয়। উহা হইতে অনুরাগ ও হাস্যের সহিত কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। বয়ঃক্রম নব্য এবং বিক্রম, মত্ত মৃগরাজের ন্যায় উদার। মহাবুদ্ধি রাজা মুচুকুন্দ ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তেজ দ্বারা অভিভূত ও ভীত হইলেন এবং অল্পে অল্পে তেজের অনতিক্রমণীয় সেই মনস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে—এই প্রচুর-কণ্টক-ব্যাপ্ত বনমধ্যস্থ গিরিগহ্বরে আগমন করিয়া পদ্মপলাশ-তুল্য পাদযুগল দ্বারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন? আপনি কি তেজস্বীদিগের তেজঃ, না,—ভগবান্ বিভাবসু? না,—সূর্য্য? না,—চন্দ্র? না,—মহেন্দ্র? না,—কোন লোকপাল? বোধ হয়, আপনি তিন দেবের মধ্যে শ্রীবিষ্ণু; কারণ, আপনি প্রদীপের ন্যায় প্রভা দ্বারা গুহায় অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার যথার্থ জন্ম, কর্ম্ম ও গোত্র শ্রবণ করিতে আমাদিগের অতি অভিলাষ হইতেছে; যদি অভিরুচি হয়,—বলুন। ২১—৩০। প্রভো! আমরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিখ্যাত ক্ষত্রিয়। আমি যুবনাশ্ব-নন্দন মান্ধাতার তনয়; নাম,—মুচুকুন্দ। অনেক দিন জাগরণ করাতে শ্রান্ত এবং নিদ্রায় হৃতেন্দ্রিয় হইয়া এই বিজন কাননে যথেচ্ছ শয়ন করিয়া ছিলাম; এই মাত্র কে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছে। নিশ্চয়ই সেই হতভাগ্য নিজ পাপেই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহার পরেই শ্রীমান্ অমিত্র-শাসন আপনি দর্শন দান করিলেন। আপনার দুর্বিষহ তেজে আমার তেজ নাশ পাওয়াতে, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না; হে মহাভাগ! আপনি দেহীদিগের মাননীয়।" ৩১—৩৫। ভূতভাবন ভগবান্ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্য করত মেঘ-গম্ভীর বাক্যে উত্তর করিলেন,—"রাজন্! আমার সহস্র সহস্র জন্ম, কর্ম্ম ও নাম আছে, ঐ সকলের অন্ত নাই বলিয়া আমি নিজেও গণনা করিতে পারি না। পার্থিব ধূলিকণা গণনা করিতে পারা যায়; তথাপি বহুজন্মেও কেহ কখনও আমার গুণ, কর্ম্ম, নাম, ও জন্ম গণনা করিতে পারে না। পরম ঋষিগণ আমার ত্রিকালসিদ্ধ জন্ম ও কর্ম্ম সকল যথাক্রমে বর্ণনা করিতে গিয়া অন্ত পান না। তথাপি মহারাজ! আমি আমার বর্ত্তমান জন্ম-কর্ম্ম সকল তোমাকে কহিতেছি,—শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা,—ধর্ম্মের রক্ষা ও পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণের সংহারের নিমিত্ত আমায় প্রার্থনা করাতে আমি যদুকুলে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি বসুদেবের পুত্র; এইজন্য লোকে আমাকে বাসুদেব বলিয়া থাকে। সাধুদিগের দ্বেষ্টা কালনেমি, কংস এবং প্রলম্বাদি অসুরগণ আমার হস্তে নিধন পাইয়াছে। এই যবনকেও নষ্ট করিলাম। তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিমিত্ত মাত্র। এ হেন আমি তোমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত গুহায় আসিয়াছি। আমি ভক্তবৎসল; তুমি পূর্ব্বে আমাকে অনেক প্রার্থনা করিয়াছিলে। হে রাজর্ষে! বর প্রার্থনা কর। আমি সর্ব্বকাম দান করি। আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কোনও ব্যক্তির আর শোক পাওয়া উচিত হয় না।" ৩৬—৪৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! এইকথা শুনিয়া মুচুকুন্দ পরম আনন্দিত হইলেন। বৃদ্ধ গর্গ বলিয়াছিলেন যে, "অষ্টাবিংশ যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন।" এক্ষণে সেই কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহাকে দেবদেব নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিয়া প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমুচুকুন্দ কহিলেন, "হে ঈশ্বর! এই লোক, স্ত্রী ও পুরুষ—এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার মায়ায় মোহিত; সুতরাং পরমার্থ-সুখস্বরূপ আপনাকে দেখিতে পায় না,—ভজনা করে না। পরস্পর পরস্পরের নিকট বঞ্চিত হইয়া সুখের নিমিত্ত দুঃখের উৎপত্তি-স্থান গৃহে আসক্ত হইয়া থাকে। হে বিভো! এই কর্ম্মভূমিতে কোনও প্রকারে দুর্লভ অবিকলাঙ্গ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া লোকের বিষয়-সুখেই বুদ্ধি হইয়া থাকে। পতঙ্গগণ যেমন রূপলোভে দীপাগ্নিতে পতিত হয়;

তাহারাও সেইরূপ গৃহ-রূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়া আপনার চরণ-কমল ভজনা করে না। আমি রাজা ছিলাম। রাজ্যসম্পত্তি-নিবন্ধন আমার গর্ব্ব জন্মিয়াছিল। আমি দেহকেই আত্মা বোধ করিতাম, সুতরাং দুরন্ত চিন্তা-সহকারে পুত্র, স্ত্রী, ভাণ্ডার ও ভূমি প্রভৃতিতেই আসক্ত ছিলাম; আর ঘট ও ভিত্তি প্রভৃতির তুল্য এই সকলে 'আমি নরদেব' এই অভিমান করিয়া, রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক দ্বারা বিরচিত সেনায় পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলাম;—তখন আপনাকে ভাবিয়া দেখি নাই। অতএব আমার এতকাল অনর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। ক্ষুধিত ভুজঙ্গ যেমন সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে মূষিককে আক্রমণ করে, সেইরূপ অপ্রমত্ত অন্তক আপনি, 'এই এই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকল সমাপন করিতে হইবে' এইরূপ চিন্তায় প্রমত্ত, বিষয়-বাসনায় ব্যাকুল ও প্রবৃদ্ধ-তৃষ্ণান্বিত ব্যক্তিকে হঠাৎ গ্রাস করেন। যে কলেবর পূর্ব্বে রাজা নামে গর্ব্বিত হইয়া সুবর্ণে খচিত রথে বা গজে ভ্রমণ করিত, সেই কলেবর এক্ষণে আপনার দুরত্যয় কালমূর্ত্তি হইতে বিষ্ঠা, কৃমি বা ভস্ম নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৪—৫০। হে ঈশ্বর! যে পুরুষ, দিগ্দিগন্তের নরপতিদিগকে জয় করিয়া সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সমতুল্য রাজগণের পূজনীয় হইয়া থাকেন, তিনিও ক্রীড়ামৃগের ন্যায় এক কামিনীর গৃহ হইতে আর এক কামিনীর গৃহে নীত হন। মিথুন-ধর্ম্মই ঐ সকল গৃহের সুখ। 'এক্ষণে ত্যাগ করিলাম, কিন্তু জন্মান্তরে যেন এইরূপ চক্রবর্ত্তীই হইতে পারি' এই বলিয়া মানব ভোগে নিবৃত্ত হয় এবং সেই ভোগেরই অপেক্ষায় তপস্যায় সাতিশয় নিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করে। এইরূপে তাহার তৃষ্ণা নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অতএব সে সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহক্রমে সংসারী মনুষ্যের সংসার শেষ হইয়া আইসে; তখন তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। যেমন সাধুসঙ্গ ঘটে, অমনি সাধুদিগের গতি, উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের ঈশ্বর আপনাতে তাঁহার ভক্তি জন্মে। হে ঈশ্বর! তপস্যার্থ বনপ্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়া বিবেকী চক্রবর্ত্তিগণ আপনার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, সেই রাজ্যানুরাগ হইতে যে আমার যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রংশ ঘটিয়াছে,—বোধ হয়, সে আপনারই অনুগ্রহে। প্রভো! আপনার চরণসেবাই নিরভিমান পুরুষগণের একমাত্র প্রার্থনা; আমি আপনার নিকট সেই বর যাচ্ঞা করি। হরে! আপনি মুক্তি দান করেন; কোন্ বিবেকী ব্যক্তি আপনাকে আরাধনা করিয়া, যাহাতে আত্মার বন্ধন ঘটে—এরূপ বর প্রার্থনা করিবেন? অতএব হে ঈশ্বর! রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের অনুবন্ধী যাবতীয় সকল পরিহার করিয়া, আমি—নিরঞ্জন, নির্গুণ, অদ্বয়, শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞানমাত্র পুরুষ আপনার চরণেই শরণ লইলাম। হে পরমাত্মন্! এই সংসারে আমি অনেক কাল কর্ম্মফল দ্বারা পীড়িত আছি,—দীর্ঘকাল সেই সকলের বাসনা দ্বারা উপতাপিত হইতেছি; তথাপি আমার ছয় রিপুর তৃষ্ণা দূর হয় নাই; সুতরাং কোনও প্রকারেই শান্তি না পাইয়া আপনার সত্য, ভয়শূন্য ও শোকহীন চরণ-কমল আশ্রয় করিয়াছি। হে ঈশ্বর! আমাকে পরিত্রাণ করুন; আপদ্ আমাকে বাধ করিয়াছে।" ৫১—৫৭। ভগবান্ কহিলেন, "হে সার্ব্বভৌম মহারাজ! তোমার বুদ্ধি নির্ম্মল ও মহতী; যেহেতু তোমাকে বর দ্বারা এত প্রলোভন দেখাইলাম, তথাপি তোমার বুদ্ধি অভিলাষে বিমোহিত হইল না। তোমাকে যে আমি বর দ্বারা প্রলোভিত করিলাম, নিশ্চয় জানিও, তোমাকে প্রমাদে ফেলিবার নিমিত্ত নহে; যাঁহারা একান্ত ভক্ত,—ভোগসুখ না পাইলেও, তাঁহাদিগের বুদ্ধি এখন সে সকলে আসক্ত হয় না। কিন্তু রাজন্! যাহারা ভক্ত নহে,—দেখা যায়, তাহাদিগের মন প্রাণায়ামাদি দ্বারা আমাতে অভিনিবিষ্ট হইয়াও কখন কখন বিষয়ের প্রতি অভিমুখ হইয়া থাকে। তুমি আমাতে মানস আবেশিত করিয়া যথেচ্ছ পৃথিবী পর্য্যটন কর। আমার প্রতি সর্ব্বদা তোমার এইরূপ নিশ্চলা ভক্তি হউক। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তুমি মৃগয়াদি দ্বারা সেই নানা জন্তু বধ করিয়াছ; অতএব আমাকে আশ্রয় করিয়া সমাহিত-মনে তপস্যা দ্বারা পাপ নাশ কর। রাজন্! পরজন্মে তুমি সর্ব্বভূতের সুহৃত্তম দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া কেবল আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" ৫৮—৬৩।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রুক্মিণীর দূত-প্রেরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ইক্ষাকু-নন্দন মুচুকুন্দ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক গুহামুখ হইতে বিনির্গত হইলেন। বহির্গত হইয়াই দেখিলেন,—পশু, লতা ও বনস্পতি সকল ক্ষুদ্র-প্রমাণ হইয়া পড়িয়াছে; অতএব 'কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে'—মনে করিয়া তিনি উত্তরদিকে গমন করিলেন এবং তপস্যায় শ্রদ্ধাযুক্ত, ধীর নিঃসঙ্গ ও নিঃসংশয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশপূর্ব্বক গন্ধমাদনে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় নর-নারায়ণের বাসস্থান বদরিকাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু ও শান্তভাবে তপস্যা দ্বারা হরির আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজন্! এদিকে যবন নিহত হইলে পর, ভগবান্ পুনর্ব্বার মথুরায় আগমন করিলেন এবং ম্লেচ্ছসেনা সংহার করিয়া তদীয় ধন দ্বারকায় লইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনুষ্য ও গোগণ, ধন লইয়া যাইতেছে,—এমন সময় জরাসন্ধ, ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়া পুনরায় আগমন করিল। রাজন্! রাম-কৃষ্ণ, শত্রুসৈন্যের বেগোদ্রেক দেখিয়া মানবলীলা অবলম্বনপূর্ব্বক বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা নির্ভয়; কিন্তু অতিশয় ভীতের ন্যায় হইয়া প্রচুর ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক পদ্মপলাশ-তুল্য পদদ্বয় দ্বারা বহুযোজন বিচরণ করিয়া চলিলেন। ১—৮। বলবান্ মগধরাজ সেই দুই ঈশ্বরের ইয়ত্তা জানিত না; তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রথ ও সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। রাম-কেশব অনেক দূর দৌড়িয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং বিশ্রামার্থ প্রবর্ষণ নামক উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ইন্দ্র ঐ পর্ব্বতে সর্ব্বদা বর্ষণ করিয়া থাকেন। রাজা জরাসন্ধ বিশেষ করিয়া দেখিল যে, রাম-কৃষ্ণ ঐ পর্ব্বতে লুকায়িত হইলেন। সে বহু চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতে তাঁহাদিগের অনুসন্ধান না পাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক পর্ব্বত দাহ করিতে লাগিল। তখন রাম-কৃষ্ণ সেই পর্ব্বতের দহ্যমান তট হইতে বেগে উল্লম্ফন করিয়া একাদশ যোজন নিম্ন ভূমিতে পতিত হইলেন এবং শত্রুর ও তাঁহার অনুচরগণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া, সমুদ্র-বেষ্টিত নিজ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মগধ-রাজ ভাবিল,—বলরাম এবং কেশব দগ্ধ হইয়াছেন, অতএব সে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মগধাভিমুখে প্রতিগমন করিল। হে ভারত! আনর্ত্ত দেশের অধিপতি রৈবত রাজা ব্রহ্মার আজ্ঞা পাইয়া বলরামকে স্বীয় দুহিতা রেবতী সম্প্রদান করেন,—পূর্ব্বে আমি তোমাকে এ কথা বলিয়াছি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ!

গরুড় যেরূপ দেবতাদিগকে দলন করিয়া সুধা হরণ করিয়াছিলেন, ভগবান্ গোবিন্দও সেইরূপ সর্ব্বলোকের সমক্ষে বলপূর্ব্বক চৈদ্যপক্ষীয় শাবাদি রাজাদিগকে জয় করিয়া, লক্ষ্মীর অংশ-সম্ভূতা ভীষ্মক-দুহিতা বৈদর্ভী রুক্মিণীকে বিবাহ করেন।" ১—১৭। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ রাক্ষস-বিধির অনুসারে ভীষ্মক-দুহিতা চারুবদনা রুক্মিণীকে বিবাহ করেন,—ইহা শ্রবণ করিলাম। কিন্তু তিনি যেরূপে জরাসন্ধ ও শাম্ব প্রভৃতিকে জয় করিয়া কন্যা হরণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণ-কথার মহৎ ফল। উহাতে শ্রবণের মহা সুখ উৎপাদিত হয়। উহা লোকের পাপনাশিনী এবং নিত্য নূতন;—শ্রবণ করিয়া কোন্ শ্রুতজ্ঞ ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবৃত্তি পায়? শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভীষ্মক নামে এক প্রধান রাজা বিদর্ভ-দেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও মনোজ্ঞ-বদনা এক দুহিতা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে রুক্মী জ্যেষ্ঠ; তৎপরে রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী। সাধ্বী রুক্মিণী ইহাদিগের ভগিনী। তিনি গৃহে সমাগত ব্যক্তিদিগের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বীর্য্য, গুণ ও শ্রীর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকেই আপনার উপযুক্ত পাত্র স্থির করেন। শ্রীকৃষ্ণও বুদ্ধি, লক্ষণ, ঔদার্য্য, রূপ, শীল ও গুণের আশ্রয়ভূতা সেই রুক্মিণীকে আপনার যোগ্যা পাত্রী ভাবিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে মনঃস্থ করেন। ১৮—২৪। রাজন্! বন্ধুগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগিনী সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণদ্বেষ্টা রুক্মী তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া চৈদ্যকে রুক্মিণীর বর স্থির করিল। অসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভতনয়া তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইলেন এবং চিন্তা করিয়া কোনও এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ সত্বর দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রতিহারী কর্ত্তৃক নীত হইয়া দেখিলেন,—আদ্যপুরুষ কনক আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরি সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া, সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে আপন আসনে উপবেশন করাইয়া, দেবতারা যেরূপ তাঁহার নিজের পূজা করেন, সেইরূপ তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অতঃপর ভোজনান্তে ব্রাহ্মণের শ্রান্তিদূর হইয়াছে জানিয়া, সাধুদিগের গতি শ্রীগোবিন্দ কর দ্বারা তাঁহার পাদমর্দ্দন করিতে করিতে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দ্বিজবর-শ্রেষ্ঠ! সর্ব্বদা তুষ্ট-মনে থাকিয়া আপনার বৃদ্ধ-সম্মত ধর্ম্ম ত সহজে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ব্রাহ্মণ যদি যে কোনও প্রকারে সন্তুষ্ট থাকিয়া, স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত না হইয়া, জীবন ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মই তাঁহার যাবতীয় অভিলাষ উৎপাদন করে। যিনি বারবার অসন্তুষ্ট, তিনি অমরেশত্ব লাভ করিয়াও উত্তম উত্তম লোক সকল লাভ করিতে পারেন না। আর যিনি সন্তুষ্ট, তিনি অকিঞ্চন হইয়াও সুখে কাল হরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা স্বলাভে সন্তুষ্ট, সাধু, ভূতগণের উৎকৃষ্টতম বন্ধু, অহঙ্কারশূন্য ও শান্ত,—সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে মস্তক অবনত করিয়া আমি বার বার, নমস্কার করি। ব্রহ্মন্! আপনারা সকলে কুশলে আছেন ত? যে রাজার রাজত্বে প্রজা সকল পালিত হইয়া সুখে বাস করে, সেই রাজা আমার প্রীতিপাত্র। আপনি যে কার্য্যের ইচ্ছায় যেস্থান হইতে সমুদ্র পার হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে সমুদায় আমাদিগকে বলুন। আমরা আপনার কি কার্য্য সাধন করিব?" লীলাবিগ্রহধারী পরমেশ্বর এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর; ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট সমুদায় উল্লেখ করিলেন। রুক্মিণী নির্জ্জনে লিখিয়া যে পত্রিকা দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ, মুদ্রা উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেই প্রেমলিপি দেখাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করত কহিলেন। ২৫—৩৬।

শ্রীরুক্মিণী কহিতেছেন,—"হে অচ্যুত! হে ভুবনের সুন্দর! আপনার যে সকল গুণ কর্ণকুহর দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া শ্রোতৃবর্গের অঙ্গতাপ হরণ করে, সেই সকল গুণ এবং আপনার যে রূপ দৃষ্টিশালী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টির যাবতীয় অর্থের লাভ স্বরূপ, সেই রূপ শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নির্লজ্জ হইয়া আপনাতে আসক্ত হইতেছে। হে মুকুন্দ! আপনি,—কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, বয়ঃক্রম, দ্রব্য-সম্পত্তি ও প্রভাবে আপনার নিজেরই তুল্য। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনা হইতে লোকে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে; বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, কোন্ কুলবতী গুণশ্রেষ্ঠা ধীমতী কামিনী আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষী না হন? বিভো! এই কারণে আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ এবং আত্মা সমর্পণ করিয়াছি; অতএব আপনি এই স্থানে আগমন করিয়া আমাকে পত্নী করুন। হে কমলাক্ষ! শৃগাল, সিংহের বলি অপহরণ না করে; চৈদ্য যেন শীঘ্র আসিয়া বীরের ভাগ স্পর্শ না করে। যদি পূর্ত্ত, ইষ্ট, দান, নিয়ম, ব্রত এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অর্চ্চনাদি দ্বারা ভগবান্ পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে দমঘোষতনয় প্রভৃতি অন্য কেহই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না;—তাহা হইলে গদাগ্রজ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন। হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন; অতএব আপনি অদ্য প্রথমতঃ গুপ্তভাবে আগমন করুন; পশ্চাৎ সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া, চৈদ্য ও মগধ-রাজের সেনাবল মন্থনপূর্ব্বক হঠাৎ বীর্য্যরূপ শুল্ক দিয়া, রাক্ষস-বিধানানুসারে আমাকে বিবাহ করুন। যদি বলেন,—'তুমি অন্তঃপুরের মধ্যে অবস্থিতি কর; তোমার বন্ধুদিগকে সংহার না করিয়া কি প্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব?' তাহার উপায় বলি,—বিবাহের পূর্ব্বদিনে আমাদের মহতী কুলদেব-যাত্রা হইয়া থাকে; ঐ যাত্রায় নববধূকে পুরের বহিঃস্থ অম্বিকার নিকট গমন করিতে হয়। হে কমললোচন! উমাপতির ন্যায় মহৎ ব্যক্তি সকল, আত্মার অজ্ঞান-নাশের নিমিত্ত যে আপনার চরণরজোরক্ষণ প্রার্থনা করেন, আমি যদি সেই আপনার প্রসাদ লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে ব্রত দ্বারা কৃশ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব; শতজন্মেও আপনার অনুগ্রহ হইতে পারিবে।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে যদুদেব! আমি এই প্রকার এই সকল সংবাদ আনিয়াছি; বিচার করিয়া এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়,—শীঘ্রই তাহা করুন।" ৩৭—৪৪।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

রুক্মিণী-হরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! রুক্মিণীর সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যদুনন্দন হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক সহাস্যে তাঁহাকে কহিলেন, "আমারও চিত্ত এইরূপ রুক্মিণীর প্রতি আসক্ত হওয়াতে আমি রাত্রিতে নিদ্রা লাভ করিতে পারি না। রুক্মী দ্বেষ করিয়া আমার বিবাহের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে,—আমি তাহা জানি। আমি যুদ্ধে ক্ষত্রিয়াধমদিগকে মন্থন করিয়া, কাষ্ঠ হইতে অগ্নি-শিখার ন্যায়, মৎপরায়ণা সেই অনিন্দিতাঙ্গীকে আনয়ন করিব।" হে ভারতনন্দন! পরস্ব রাত্রিতে রুক্মিণীর বিবাহ হইবে,—মধুসূদন ইহা জ্ঞাত হইয়া সারথিকে কহিলেন, "দারুক! শীঘ্র রথ-যোজনা কর।" দারুকও শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নামক চারি অশ্বে যোজিত রথ আনয়ন

করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ১—৫। শৌরি রথে আরোহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে আরোহণ করাইয়া, শীঘ্রগামী অশ্ব সকল দ্বারা একরাত্রে আনর্ত্তদেশ হইতে কুণ্ডিনে উপনীত হইলেন। এদিকে সেই কুণ্ডিনাধিপতি রাজা ভীষ্মক, পুত্র-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, শিশুপালকে কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত কর্ত্তব্য-কার্য্য সকল সম্পাদন করাইলেন। অনন্তর নগরের রাজপথ, ক্ষুদ্রপথ ও চত্বর সকল মার্জ্জিত ও সিক্ত হইল এবং নানাবর্ণের ধ্বজ, পতাকা ও তোরণ দ্বারা উহা সুন্দররূপে ভূষিত হইল। নগরের স্ত্রী-পুরুষগণ—মাল্য, চন্দন ও আভরণ ধারণ করিল এবং নির্ম্মল-বসনে সজ্জিত হইয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল। শ্রীসম্পন্ন গৃহ সকল, অগুরু দ্বারা ধূপিত হইল। রাজন্! ভীষ্মক, বিধিমত পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ ন্যায়ানুসারে মঙ্গলবাচন করিতে লাগিলেন। ৬—১০। সুদতী কন্যা উত্তমরূপে সুস্নাতা ও কৃত-কৌতুক-মঙ্গলা হইয়া নূতন বসন ও উত্তম উত্তম অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ সকল—সাম, ঋক্ ও যজুর্ম্মন্ত্রে কন্যার রক্ষা করিলেন এবং অথর্ব্ববেদ-বিদ্ পুরোহিত, গ্রহশান্তির নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন। বিধিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ রাজা ভীষ্মক, ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুড়-মিশ্রিত তিল ও ধেনু সকল দান করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ চেদিপতি রাজা দমঘোষও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সন্তানের অভ্যুদয়োচিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। পরে মদস্রাবী গজবৃন্দ, স্বর্ণমালী রথ এবং পদাতিক ও অশ্বসমূহে সঙ্কুল সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া কুণ্ডিন-নগরে আগমন করিলেন। ১১—১৫। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিলেন। চেদিপতির জন্য অন্য যে বাসভবন প্রস্তুত হইয়াছিল, বিদর্ভাধিপতি তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। সেই স্থানে শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রক প্রভৃতি চৈদ্যপক্ষীয় সহস্র সহস্র রাজা সমাগত হইলেন। 'শিশুপালের কন্যা লাভ হয়' রাম-কৃষ্ণ-দ্বেষী রাজগণের তাহাই একান্ত কামনা। সেই জন্য তাহারা পরামর্শ করে যে, "যদি কৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি, যদুদিগের সহিত আগমন করিয়া কন্যা হরণ করে, তাহা হইলে সকলে এক-পক্ষ হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিব।"—এই স্থির করিয়া সকলেই সমগ্র বল ও বাহন লইয়া তথায় আগমন করিল। ভগবান্ রাম,—বিপক্ষ-পক্ষের এইরূপ উদ্যম এবং কৃষ্ণ একাকী কন্যা হরণ করিতে গিয়াছেন,—এই সংবাদ শুনিয়া বিবাদের আশঙ্কায় ভ্রাতার রক্ষার্থ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে গজ, অশ্ব ও পদাতিক লইয়া কুণ্ডিনে যাত্রা করিলেন। ১৬—২১। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ভীষ্মক-দুহিতা হরির নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। সূর্য্যোদয় হইতে চলিল,—তথাপি সেই ব্রাহ্মণকে প্রত্যাগত হইতে না দেখিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"অহো! রজনী প্রভাত হইলে মন্দভাগিনী আমার বিবাহ; কিন্তু কমললোচন আগমন করিলেন না; ইহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যে ব্রাহ্মণ আমার সংবাদ লইয়া গিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তিনিও ফিরিয়া আসিলেন না। অনিন্দিতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কি আমাতে কিছু নিন্দার কারণ দর্শন করিয়াছেন? সেই জন্য কি আমার পাণি-গ্রহণবিষয়ে উদ্যোগী হইয়া আগমন করিতেছেন না? আমার ভাগ্য মন্দ; বিধাতা এবং মহেশ্বর আমার প্রতিকূল। গিরি-তনয়া, সতী রুদ্রাণী দেবী গৌরীও কি আমার প্রতি অনুকূল নহেন?" গোবিন্দ কর্ত্তৃক হৃতচিত্তা কামজা বালা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্রুকুলাকুল লোচনদ্বয় নিমীলন করিলেন। রাজন্! বধূ এইরূপে গোবিন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,—এই সময় তাঁহার মঙ্গল-সূচক বাম-ঊরু, বাম-বাহু ও বাম-নেত্র স্পন্দিত হইল। পরেই শ্রীকৃষ্ণাদিষ্ট সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, অন্তঃপুর-চারিণী দেবী রাজনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ২২—২৮। সতী, লজ্জাবতী, শুচিস্মিতা সেই রাজপুত্রী, তাঁহার বদন উৎফুল্ল এবং দেহের গতি অব্যগ্র দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে যদুনন্দনের উপস্থিতি নিবেদন করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে সত্য করিয়াছেন, তাহাও কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন,—ইহা, জ্ঞাত হইয়া, বিদর্ভ-নন্দিনীর মন আনন্দিত হইল; তিনি অন্য কোনও প্রিয়-বস্তু না দেখিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতে লাগিলেন; পরে তাঁহাকে প্রভূত ধনসম্পত্তি দান করিলেন। বিদর্ভরাজ যখন শুনিলেন যে, নিজ দুহিতার বিবাহদর্শনে সমুৎসুক হইয়া রাম-কৃষ্ণ আগমন করিয়া-ছেন; তখন তাঁহার আনন্দ হইল। তিনি পূজোপকরণ লইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে, তূর্য্যের শব্দের সহিত অগ্রসর হই-লেন এবং মধুপর্ক, নির্ম্মল বসন ও অভীষ্ট উপায়ন সকল দান করিয়া বিধানানুসারে পূজা করিলেন। মহামতি রাজা,—সৈন্য ও অনুচরগণের সহিত সমাগত সেই দুই যদুবীরের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া যথাবিধি আতিথ্য করিলেন। তিনি, এই-রূপে সমবেত রাজগণের মধ্যে বীর্য্য ও সম্পত্তি-অনুসারে সর্ব্ব অভীষ্ট বস্তু দ্বারা প্রত্যেকের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন,—শ্রবণ করিয়া বিদর্ভ-নগরবাসী লোক সকল উপস্থিত হইয়া নেত্ররূপ অঞ্জলি দ্বারা তাঁহার মুখপদ্ম পান করিতে লাগিল এবং কহিতে আরম্ভ করিল,—"রুক্মিণী ইঁহারই ভার্য্যা হইবার যোগ্যা; অন্য কামিনী, নহে। আর এই অনিন্দিতাত্মাই এই ভীষ্মক-দুহিতার যোগ্য পতি। আমাদিগের যে যৎকিঞ্চিৎ সুচরিত আছে, ত্রিলোক-কর্ত্তা অচ্যুত তদ্দ্বারা তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক বিদর্ভ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করুন।" ২৯—৩৫। প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পুরবাসিগণ এইরূপ কহিতে-ছেন,—ইতিমধ্যে কন্যা, সৈনিকগণে বেষ্টিতা হইয়া অন্তঃপুর হইতে অম্বিকার মন্দিরে যাত্রা করিলেন। রুক্মিণী,—বর্ম্মাচ্ছাদিত কলেবর উদ্যতাস্ত্র বীর রাজ-সৈনিকগণে রক্ষিতা এবং সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে মুকুন্দের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে মাতৃগণের সহিত যেমন ভবানীর পদপল্লব দর্শন করিবার নিমিত্ত পদসঞ্চারে নির্গত হইলেন, অমনি মৃদঙ্গ, শঙ্খ, তূরী ও ভেরী বাজিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র বারবনিতা বিবিধ উপহার ও পূজাসামগ্রী এবং সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও আভরণ লইয়া বধূকে বেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। গায়ক, বাদক, সূত, মাগধ এবং বন্দিগণ,—গান ও স্তব করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দিকে দলবদ্ধ হইয়া চলিল। রাজনন্দিনী, দেবগৃহে উপস্থিত হইয়া পাদ ও হস্তাম্বুজ প্রক্ষালন এবং আচমনপূর্ব্বক পবিত্র ও শান্ত হইয়া, অম্বিকার নিকটে প্রবেশ করিলেন। বিধিজ্ঞা বৃদ্ধা বিপ্র-পত্নীগণ সেই বালাকে ভব-সহিতা ভবানীর পূজা করাইলেন;—"হে অম্বিকে! আমি,—মঙ্গলস্বরূপা তোমাকে এবং তোমার গণেশাদি সন্তানদিগকে নমস্কার করি; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী হন,—তুমি ইহা অনুমোদন কর।" কুমারী একে একে জল, চন্দন, আতপ-তণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ ও দীপমালা প্রভৃতি বিবিধ পূজাসামগ্রী নিবেদন করিয়া পূজা করিলেন। সধবা বিপ্র-পত্নীরাও সেই সকল সামগ্রী এবং লবণ, অপূপ, তাম্বূল, কণ্ঠসূত্র, ফল ও ইক্ষু দ্বারা সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সকল স্ত্রী, রুক্মিণীকে নির্ম্মাল্য দান ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। বধূ তাঁহাদিগকে ও দেবীকে নম-

করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক মৌনব্রত পরিত্যাগ করিয়া, রত্ন-মুদ্রায় শোভিত হস্ত দ্বারা দাসীকে ধারণ করত অম্বিকার মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। ৩১—৫০। তিনি, দেবমায়ার ন্যায় বীর-ব্যক্তিদিগেরও মোহোৎপাদন করিতেন; তাঁহার কটিদেশ সুন্দর এবং বদন, কুণ্ডল-প্রভায় ভূষিত ছিল। তখনও রজোদর্শন হয় নাই। নিতম্বদেশে স্বর্ণকাঞ্চী অর্পিত ছিল। স্তন উদ্ভিন্ন হইতেছিল মাত্র এবং চক্ষু, কুন্তলের ভয়ে ভীত হইয়া চঞ্চল হইয়াছিল। তাঁহার হাস্য নির্ম্মল; দন্তরূপ মুকুল, বিম্বাধরের কান্তিতে রক্তবর্ণ হইয়াছিল। তিনি কলহংসের ন্যায় পদসঞ্চারে গমন করিতেছিলেন; পদ, শোভাযুক্ত শব্দায়মান নূপুরের আভায় শোভা পাইতেছিল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তদুদ্বোধিত কামে পীড়িত হইয়া, সমবেত যশস্বী বীরগণ মুগ্ধ হইলেন। অশ্ব, রথ ও গজে সমারূঢ় সেই সমস্ত রাজন্যবর্গ, তদীয় উদার-হাস্য ও সলজ্জাবলোকনে হৃতচিত্ত হওয়াতে, অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিয়া বিমূঢ়চিত্তে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল এবং রুক্মিণী যাত্রাচ্ছলে স্বীয় লাবণ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্পণ করিতেছেন—দেখিয়া ভূমিতলে পতিত হইতে আরম্ভ করিল। অলকজাল উত্তোলনপূর্ব্বক সলজ্জ কটাক্ষপাতে সমাগত নরপতিদিগকে এবং অচ্যুতকেও দর্শন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই রাজকন্যা রথে আরোহণ করিতেছিলেন—এমন সময় মাধব শ্রীকৃষ্ণ, দর্শনকারী শত্রুদিগের সমক্ষে তাঁহাকে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করাইলেন এবং ক্ষত্রিয়-চক্র পরাভব করিয়া হরণ করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি, শৃগালগণের মধ্য হইতে স্বীয় ভাগহারী সিংহের ন্যায়, বলরামকে অগ্রে করিয়া অল্পে অল্পে গমন করিতে লাগিলেন। জরাসন্ধ প্রভৃতি মানী শত্রুগণ আপনাদিগের সেই পরাভব ও যশঃক্ষয় সহ্য করিতে না পারিয়া আক্রোশ-সহকারে কহিল, "অহো! আমাদিগকে ধিক্; মৃগগণ সিংহদিগের বলি লইয়া যায়; আজি গোপগণ ধনুর্দ্ধারী হইয়া আমাদিগের যশ হরণ করিয়া লইল।" ৫১—৫৭।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

রুক্মিণী-বিবাহ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! রাজা সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকার কহিয়া, নিরতিশয় ক্রোধ-সহকারে কবচ পরিধানপূর্ব্বক বাহনোপরি আরূঢ় হইল এবং আপন আপন দলে বেষ্টিত হইয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক শত্রুর অনুসরণ করিল। তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া অনীকযূথপতি যাদবগণ স্ব স্ব ধনুষ্টঙ্কার করিয়া তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। অস্ত্র-পণ্ডিত রাজগণ অশ্বপৃষ্ঠে ও গজপৃষ্ঠে অধিষ্ঠান করিয়া, মেঘ সকল যেমন পর্ব্বতরাজির উপর বারিবর্ষণ করে, তেমনি যাদবদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। শরবর্ষণ দ্বারা স্বামীর সৈন্যদিগকে আচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া, সুমধ্যমা রুক্মিণীর নয়ন-যুগল বিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সলজ্জভাবে স্বামীর বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ভগবান্ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে বামলোচনে! ভয় করিও না; তোমার পক্ষীয় বল দ্বারা এই শত্রুবল এখনই নষ্ট হইবে।" গদ ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বীরগণ, শত্রুদিগের সেই পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, নারাচ দ্বারা অশ্ব, গজ ও রথ-সমূহের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন। রথ, অশ্ব ও গজ-পৃষ্ঠস্থ যোদ্ধাদিগের কুণ্ডল ও কিরীটে শোভিত, উষ্ণীষে বেষ্টিত মস্তক এবং অসি, গদা, ও ধনুঃ-সহ হস্ত, প্রকোষ্ঠ, ঊরু ও অঙ্ঘ্রি সকল, ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। আর অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও পদাতিকদিগের মস্তকও ভূমিতে নিপতিত হইল। ১—৮। জিগীষু যাদবগণ কর্ত্তৃক সৈন্য-সামন্ত নিহত হইতে থাকিলে, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। তাহারা,—হৃতদার ব্যক্তির ন্যায় কাতর, নষ্টপ্রভ, উৎসাহশূন্য, শুষ্কবদন শিশুপালের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "অহে, অহে রাজশার্দ্দূল! মনের এই উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর। রাজন্! দেহীদিগের ইষ্ট ও অনিষ্টের স্থিরতা দেখা যায় না। যেমন কাষ্ঠময়ী কামিনী কুহকের ইচ্ছানুগত নৃত্য করে, তেমনি দেহী ঈশ্বরের অধীন হইয়া সুখ-দুঃখের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। আমি (জরাসন্ধ) ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা সহ সপ্তদশ বার শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া শেষে একটী মাত্র যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছি। তথাপি আমি কখনও শোক বা হর্ষ করি না। রাজন্! কাল, দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জগৎ আক্রমণ করিয়াছে। এখনই বীরগণের ভূপতি আমরা সকলেই কৃষ্ণপালিত স্বল্পসৈন্য যাদবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলাম। এক্ষণে কাল, শত্রুদিগের অনুসরণ করিতেছে, অতএব তাহারা জয়ী হইল; আবার কাল যখন অনুকূল হইবে, তখন আমরাও জয়ী হইতে পারিব।" মিত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া শিশুপাল অনুচরদিগের সহিত স্বনগরী যাত্রা করিল। হতশেষ সেই সকল রাজাও নিজ নিজ পুরে ফিরিয়া গেল। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী বলবান্ রুক্মী, ভগিনীর রাক্ষস-বিবাহ সহ্য করিতে না পারিয়া, অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিল। ক্রুদ্ধস্বভাব মহাবাহু রুক্মী, নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কবচ পরিধান এবং ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক সমুদায় রাজগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিল, "কৃষ্ণকে সংহার এবং রুক্মিণীকে উদ্ধার না করিয়া কুণ্ডিনে প্রত্যাগমন করিব না; আমি এই সত্য করিতেছি।" ১—২০। এই বলিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া সারথিকে কহিল, "যে দিকে কৃষ্ণ, সেই দিকে অশ্বদিগকে চালন কর; তাহার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে। নিরতিশয় দুর্ম্মতি গোপাল, যে বীর্য্যমদ হেতু আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, অদ্য আমি নিশিত বাণ দ্বারা তাহার সেই বীর্য্যমদ হরণ করিয়া লইব।" মহারাজ! দুর্ম্মতি রুক্মী ঈশ্বরের প্রমাণ জানিত না; সুতরাং এইরূপ বিকত্থনা করিতে করিতে একমাত্র রথ লইয়া গোবিন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিল, "তিষ্ঠ", "তিষ্ঠ"। পরে ধনুক আকর্ষণ করিয়া তিন বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিল এবং কহিল, "রে যদুকুল-দূষণ! ক্ষণমাত্র অবস্থিতি কর্; কাক যেমন ঘৃত হরণ করে, তদ্রূপ তুই আমার ভগিনীকে হরণ করিয়া কোথায় যাইতেছিস্। তুই কেমন কূট-যোদ্ধা মায়াবী, অদ্য তাহা দেখিব; অদ্য তোর্ গর্ব্ব হরণ করিব। আমার বাণে নিহত হইয়া শয়ন করিবার পূর্ব্বেই আমার ভগিনীকে পরিত্যাগ কর্।" শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া, ধনুশ্ছেদনপূর্ব্বক ছয় বাণে রুক্মীকে, আট বাণে চারি অশ্বকে, তিন বাণে ধ্বজ এবং দুই বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রুক্মী অন্য ধনুঃ গ্রহণ করিয়া পঞ্চবাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিল। অচ্যুত সেই সকল বাণে আহত হইয়া শরসমূহ দ্বারা তাহার ধনুঃ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রুক্মী পুনর্ব্বার ধনু গ্রহণ করিল; অচ্যুত পুনর্ব্বার তাহা ছেদন করিলেন। রুক্মী,—পরিঘ, পট্টিশ, শূল, চর্ম্ম, অসি, শক্তি, তোমর ইত্যাদি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল, হরি সে সমুদায় ছেদন করিলেন। তীব্রক-রুক্মী অবশেষে রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া ভূমিতে পতিত হইল এবং হত্যা করিবার নিমিত্ত হস্তে খড়্গ লইয়া, পতঙ্গ যেরূপ অগ্নির দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটিয়া আসিল; বাণ দ্বারা তাহার খড়্গ ও

চর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ছেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণও তীক্ষ্ন খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। ভ্রাতৃবধের উদ্যোগ দেখিয়া রুক্মিণী ভয়ে বিহ্বল হইলেন এবং স্বামীর পদযুগলে পতিত হইয়া কহিলেন, "হে যোগেশ্বর! হে অপ্রমেয়াত্মন্! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে কল্যাণ! হে মহাভুজ! আমার ভ্রাতাকে বধ করিবেন না।" ২১—৩৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ত্রাস বশতঃ রুক্মিণীর অঙ্গ অত্যন্ত কম্পিত হইতেছিল,—শোকে মুখ শুষ্ক হইয়াছিল,—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছিল এবং বৈক্লব্য বশতঃ হেমমালা খসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি এই অবস্থায় পদদ্বয় গ্রহণ করাতে দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ নিবৃত্ত হইলেন এবং চৈল দ্বারা বদ্ধ করিয়া অপকারকারী রুক্মীর শ্মশ্রু ও কেশ, স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিয়া, মুণ্ডন করিয়া দিলেন। মাতঙ্গগণ যেমন নলিনী-বন দলন করে; এই সময়ে যদুবীরগণ তেমনি উদ্ধত শত্রুসৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া সেই স্থানে রুক্মীকে দেখিল। দয়ালু-স্বভাব ভগবান্ বলরাম,—পূর্ব্বোক্ত-দশাপ্রাপ্ত হতপ্রায় রুক্মীকে দর্শন করিয়া, তাহাকে বন্ধন হইতে মোচন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "কৃষ্ণ! তুমি এ অন্যায় করিয়াছ; বন্ধুর শ্মশ্রু-কেশ-মুণ্ডন, বৈরূপ্যকরণ এবং বধ আমাদিগের পক্ষে নিন্দনীয়। মাতঃ! তুমিও ভ্রাতার বৈরূপ্য চিন্তা করিয়া আমাদিগের দ্বেষ করিও না; পর, পরকে সুখ বা দুঃখ দান করিতে পারে না; কারণ, পুরুষ আপন কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে। কৃষ্ণ! বন্ধু, বধার্হ-দোষে দোষী হইলেও তাঁহাকে বধ করা বন্ধুর উচিত হয় না; তাঁহাকে ত্যাগ করাই বিধেয়। ভ্রাতঃ! যে আপন দোষেই হত হইয়াছে, তাহাকে কি পুনর্ব্বার বধ করা কর্ত্তব্য? হে ভীষ্মক-কন্যে! ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্মই এই। প্রজাপতি এই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধর্ম্মে ভ্রাতা, ভ্রাতাকে বিনষ্ট করে। ইহা অতি দারুণ ধর্ম্ম! অতএব ইহাতে আমাদের অপরাধ নাই। ৩৪—৪০। যাহারা ঐশ্বর্য্য-মদে অন্ধ, তাহারা রাজ্য, ভূমি, ধন, লক্ষ্মী, মান, তেজ বা অন্যান্য কারণে মানী ব্যক্তির তিরস্কার করিয়া থাকে। হে সতি! তোমার যে সকল ভ্রাতা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অনিষ্ট করিয়া থাকে,—তুমি অজ্ঞের ন্যায় তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতেছ; সুতরাং তোমার এই বুদ্ধি অভ্রান্ত নহে; কারণ, সেই তাহাদিগের অমঙ্গল। দেহাত্মবাদী মনুষ্যদিগের "ইনি মিত্র", "ইনি শত্রু"; "ইনি উদাসীন";—এইরূপ আত্মমোহ দেবমায়া দ্বারা রচিত। সকল দেহীরই একমাত্র বিশুদ্ধ আত্মা; মূঢ় ব্যক্তিগণ—জলে চন্দ্রের ন্যায় এবং ঘটাদিতে আকাশের ন্যায়, তাঁহাকে নানা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। আদ্যন্ত-বিশিষ্ট অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাত্মক দেহ, অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে রচিত হইয়া; দেহীকে সংসার-দশায় লইয়া যায়। যেমন সূর্য্য হইতে চক্ষু ও রূপের প্রকাশ হয়, সেইরূপ মায়া হইতে অধিভূতাদির প্রকাশ হইয়া থাকে, অতএব ঐ সকল অসৎ; সুতরাং উহাদিগের সহিত আত্মার সংযোগও নাই,—বিয়োগও নাই। জন্মাদি, দেহেরই বিকার,—কখন আত্মার নহে। যেমন চন্দ্রের নিজের জন্মাদি নাই, তাঁহার কলারই ঐ সকল আছে; আত্মার মরণ অমাবস্যার ন্যায়। যেমন নিদ্রিত-ব্যক্তি, অলীক-বিষয়ে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ অনুভব করে, সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তি সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হে শুচিস্মিতে! আত্মার বন্ধক ও মোহকারক অজ্ঞানকৃত শোক অন্তঃকরণ হইতে ত্যাগ করিয়া সুস্থ হও।" ৪১—৪৯। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ক্ষীণাঙ্গী রুক্মিণী, ভগবান্ রামের নিকট এইরূপ প্রবোধ পাইয়া বৈমনস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিদ্বারা মন স্থির করিলেন। শত্রুহস্তে রুক্মীর বল ও প্রতাপ নষ্ট হইল, কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিল; তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল না। সে এই অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়া বাস করিবার নিমিত্ত, ভোজকট নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিল এবং "দুর্ম্মতি কৃষ্ণকে বধ ও ভগিনীকে উদ্ধার, না করিয়া কুণ্ডিনে প্রবেশ করিব না"—রোষপূর্ব্বক এই কথা কহিয়াছিল বলিয়া সেই স্থানে বসতি করিতে লাগিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভূমিপতিদিগকে এই প্রকারে জয় করিয়া ভীষ্মক-নন্দিনীকে নগরে আনয়নপূর্ব্বক বিধিবৎ বিবাহ করিলেন। রাজন্! তখন যদুপতি শ্রীকৃষ্ণে অনন্য-ভাব-সম্পন্ন যদুপুর-বাসীদিগের গৃহে গৃহে মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল। নর-নারীগণ সুমার্জ্জিত মণি-কুণ্ডল ধারণপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া, বিচিত্র-বসনপরিধায়ী বধূবরকে দান করিবার নিমিত্ত উপকরণ-সামগ্রী আনিতে লাগিলেন। যদুদিগের সেই নগরী, উদ্যত ইন্দ্রধ্বজ, বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও রত্নতোরণ-সমূহে সুসজ্জিত হইল; লাজ, দূর্ব্বা, পুষ্প ও সর্ষপাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য, পূর্ণকুম্ভ, অগুরু, ধূপ ও দীপ সকল দ্বারা তাহার অত্যন্ত শোভা হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিত প্রিয় রাজাদিগের করিকুলের মদ-ক্ষরণ দ্বারা উহার সমুদায় রথ্যা সিক্ত হইতে লাগিল এবং প্রতি দ্বারে উত্থাপিত রম্ভা ও পূগ দ্বারা উহার শোভা হইল। উহাতে কুরু, সৃঞ্জয়, কেকয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তি-বংশীয়েরা, ঔৎসুক্য-হেতু চতুর্দ্দিকে ধাবিত বন্ধুগণের মধ্যে পরস্পর মিলিত হইয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। রুক্মিণী-হরণ-বার্ত্তা ইতস্ততঃ গীত হইতে লাগিল। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা ও রাজকন্যাগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাজন্! দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীর সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া পুরবাসিগণের মহা আমোদ হইল। ৫০—৬০।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

প্রদ্যুম্ন-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বাসুদেবাধিষ্ঠিত চিত্তের প্রভাব হেতু বাসুদেবের অংশ যে কামদেব পূর্ব্বে রুদ্রের ক্রোধে দগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি দেহপ্রাপ্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার সেই বাসুদেবকেই আশ্রয় করিলেন। তিনিই শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যে বিদর্ভ-নন্দিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্ননামে বিখ্যাত হইলেন। প্রদ্যুম্ন কোনও অংশে পিতা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কামরূপী শম্বর-দৈত্য প্রদ্যুম্নকে আপনার শত্রু জানিয়া, অনির্দশাহ বালক-কালেই হরণ করিয়া লইয়া, সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। এক বলবান্ মৎস্য ঐ বালককে গ্রাস করিল। সেই মৎস্যও অন্যান্য মৎস্যের সহিত মৎস্যজীবীদিগের দ্বারা মহৎ জালে বেষ্টিত হইয়া ধৃত হইল। মৎস্যজীবিগণ ঐ মৎস্য লইয়া শম্বরকে উপহার দিল। পাচকেরা মহানসে লইয়া গিয়া ছুরিকা দ্বারা অদ্ভুত মৎস্য কর্ত্তন করিল এবং উহার উদরে বালককে দেখিয়া মায়াবতীকে নিবেদন করিয়া দিল। মায়াবতীর মন শঙ্কিত হইলে, নারদ তাঁহাকে বালকের জন্ম, উৎপত্তি ও মৎস্যের উদরে প্রবেশ,—এই বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজন্! সেই মায়াবতী কামের পতিব্রতা পত্নী রতি, নিজস্বরূপে স্বদেহে স্বামীর দেহোৎপত্তি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শম্বর তাঁহাকে সূপ ও অন্নাদি-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনি শিশুকে কামদেব জানিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ করিতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন অদ্ভুত যৌবনে পদার্পণ করিলেন,—দর্শন-কারিণী নারীদিগের বিভ্রম উৎপাদন করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে

লাগিলেন। রতি সলজ্জ-ভাবে হাস্ত করিয়া উন্নত ভ্রূ দ্বারা সেই কমলদল-সদৃশ-আয়তলোচন, প্রলম্ব-বাহু, নরলোক-সুন্দর স্বামীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন তাঁহাকে কহিলেন, "মাতঃ! তোমার বুদ্ধি অন্যপ্রকার হইয়াছে; তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া কামিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছ।" ১—১১। রতি কহিলেন, "তুমি নারায়ণের পুত্র; শম্বর তোমাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে। আমি তোমার অধিকৃতা পত্নী। প্রভো! আমি রতি এবং তুমি কাম। এই শম্বর-অসুর অপ্রাপ্তবয়স্ক তোমাকে সমুদ্রে বিক্ষেপ করিয়াছিল। প্রভো! তাহার পর এক মৎস্য তোমাকে গ্রাস করে; ঐ মৎস্যের উদরে তোমাকে পাইয়াছি। সেই এই দুর্দ্ধর্ষ দুর্জ্জয়, মায়াশত-বেত্তা আপন শত্রুকে তুমি এক্ষণে মোহনাদি মায়া দ্বারা নাশ কর। পুত্র বিনষ্ট হওয়াতে তোমার মাতা, বিবৎসা গাভীর ন্যায় পুত্রস্নেহে আকুল, কাতর ও দুঃখিত হইয়া কুররী-সদৃশ শোক করিতেছেন।" মায়াবতী এইরূপ কহিয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে সর্ব্বমায়া-নাশিনী মহামায়া বিদ্যা দান করিলেন। প্রদ্যুম্ন, শম্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া অবিষহ্য তিরস্কার-বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। দুর্ব্বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া, পদাহত সর্পের ন্যায় শম্বরের নয়ন ক্রোধে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। সে গদাহস্তে বাহিরে আগমনপূর্ব্বক বল-সহকারে গদা ঘূর্ণন করিয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রক্ষেপ করিল; তাহাতে বজ্রনির্ঘাত-সদৃশ অতি কঠোর শব্দ উত্থিত হইল। গদা সম্মুখের দিকে আসিতেছিল; ভগবান্ প্রদ্যুম্ন গদা দ্বারা সেই গদা নিবারণ করিলেন এবং সক্রোধে উচ্চনাদ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর প্রতি আপনার গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই অসুরও ময়দানব-প্রদর্শিত আসুরী মায়া আশ্রয় করিয়া আকাশে অবস্থিতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-তনয়ের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। ১২—২১। মহারথ রুক্মিণী-নন্দন প্রস্তর-বর্ষণ দ্বারা পীড়িত হইয়া সর্ব্বমায়া-বিনাশিনী সত্ত্বগুণময়ী মহাবিদ্যা প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর সেই দৈত্য,—গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস-সম্বন্ধিনী শত শত মায়া প্রকাশ করিল; শ্রীকৃষ্ণ-তনয় তৎসমুদায়ই নাশ করিলেন। শেষে শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিয়া শম্বরের কিরীট-বিভূষিত, কুণ্ডল-মণ্ডিত, তাম্রবর্ণ-শ্মশ্রু-বিশিষ্ট মস্তক, তাহার দেহ হইতে বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দেবগণ তাঁহার উপর কুসুমরাশি বর্ষণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। এই ভাবে অম্বর-চারিণী ভার্য্যা তাঁহাকে দ্বারকানগরে লইয়া গেলেন। রাজন্! বিদ্যুতের সহিত মেঘের ন্যায়, পত্নীর সহিত প্রদ্যুম্ন, ললনা-শত-সঙ্কুল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বর্ণ, জলদের ন্যায় শ্যাম; পরিধান, পীত-কৌষেয়-বসন; বাহু, বিলম্বিত; নয়ন, তাম্রবর্ণ; হাস্য, সুন্দর; বদন, মনোহর এবং সুবেশ, নীলবর্ণ বক্র অলকরূপ অলিকুলে অলঙ্কৃত ছিল। স্ত্রী সকল তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া লজ্জিত হইল এবং স্থানে স্থানে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। ক্রমে ঈষৎ ঈষৎ বৈলক্ষণ্য দ্বারা, তাঁহাকে অবধারণ করিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইল এবং সেই অদ্ভুত স্ত্রীরত্ন দর্শনে আকর্ষিত হইয়া নিকটে আগমন করিতে লাগিল। ২২—২৯। অনন্তর মধুর-ভাষিণী অসিতাপাঙ্গী বিদর্ভ-নন্দিনী তথায় উপস্থিত হইয়া নষ্ট পুত্রকে স্মরণ করিলেন। স্নেহে তাঁহার পয়োধর হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল। তিনি কহিতে লাগিলেন,—"এই নরশ্রেষ্ঠ কে? এই কমল-লোচন কাহার পুত্র? কোন্ ভাগিনী ইহাকে জঠরে ধারণ করিয়াছেন? ইনি এই যে রমণী লাভ করিয়াছেন, ইনিই বা কে? আমারও যে পুত্রটী সূতিকাগৃহ হইতে হৃত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সে যদি কোথাও জীবিত থাকে, তাহা হইলে বয়ঃক্রমে ও রূপে ইঁহারই তুল্য হইয়াছে। ইনি কেমন করিয়া আকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর, হাস্য ও অবলোকন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ হইলেন? অথবা আমি যে শিশুকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, ইনিই কি তিনি? ইঁহাতে আমার অধিকতর প্রীতি হইতেছে এবং বামবাহু কাঁপিতেছে।" রাজন্! বিদর্ভ-নন্দিনী এইরূপ মীমাংসা করিতেছেন,—ইতিমধ্যে উত্তমঃশ্লোক দেবকী-নন্দন,—দেবকী ও বসুদেবের সহিত তথায় আগমন করিলেন। ভগবান্ জনার্দ্দন, যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়াও তূষ্ণীভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নারদ, শম্বর কর্তৃক হরণাদি সমস্ত বর্ণন করিলেন। ৩০—৩৬। সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কামিনীগণ, যমালয় হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির ন্যায় বহুবৎসর অনুদ্দিষ্ট প্রদ্যুম্নকে আদর করিতে লাগিলেন। দেবকী, বসুদেব, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, স্ত্রী সকল এবং রুক্মিণী সেই নবীন দম্পতীকে আলিঙ্গন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনুদ্দিষ্ট প্রদ্যুম্ন আগমন করিয়াছেন,—ইহা শ্রবণ করিয়া দ্বারকাবাসিগণ কহিতে লাগিল,—"ভাগ্যক্রমে বালক, মৃত-ব্যক্তির ন্যায় পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছেন।" প্রদ্যুম্নের রূপ শ্রীকৃষ্ণের সমান ছিল; সেইজন্য তাঁহার মাতারাও তাঁহাকে আত্মীয় ও ভর্ত্তা ভাবিয়া মনে মনে অনুরক্ত হইয়া যে, তাঁহাকে ভজনা করিতেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে; কারণ, যাঁহাকে স্মরণ করিলেই ক্ষোভ জন্মে, তিনি নয়ন-সমক্ষে বিরাজ করিতেছেন! আর তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব। অতএব অন্য নারীর কথায় আর কাজ কি? ৩৭—৪০।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

স্যমন্তক-হরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সত্রাজিৎ অপরাধ করিয়া অপরাধ-মার্জ্জনের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক-মণির সহিত স্বীয় তনয়া দান করেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! সত্রাজিৎ, শ্রীকৃষ্ণের কি অপরাধ করেন? তিনি স্যমন্তক কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? হরিকে কন্যাই বা কেন দান করেন? শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সূর্য্য, তাঁহার নিজ ভক্ত সত্রাজিতের পরম মিত্র ছিলেন। তিনিই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া সত্রাজিৎকে স্যমন্তক-মণি দান করেন। রাজন্! সত্রাজিৎ কণ্ঠে সেই মণি পরিধানপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া দ্বারকায় প্রবিষ্ট হইলেন। সেই মণি হইতে এইরূপ তেজ নির্গত হইতেছিল যে, তাঁহাকে সত্রাজিৎ বলিয়া কেহই জানিতে পারিল না। দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জনগণের দৃষ্টি নষ্ট হইল। ভগবান্ তখন পাশক্রীড়া করিতেছিলেন; তাহারা সূর্য্য শঙ্কা করিয়া তাঁহাকে গিয়া নিবেদন করিল,—"হে নারায়ণ! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর! হে দামোদর! হে অরবিন্দ-লোচন! হে গোবিন্দ! হে যদুনন্দন! আপনাকে নমস্কার! হে জগৎপতে! ভগবান্ তিগ্মরশ্মি দিবাকর, নিজ তেজে মনুষ্যগণের দৃষ্টি হরণ করিয়া আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এই আগমন করিতেছেন। অমর-শ্রেষ্ঠেরা ত্রিলোকীর মধ্যে আপনার পদবী অন্বেষণ করিয়াই থাকেন। প্রভো! আপনি যদুকুলে লুকাইয়া রহিয়াছেন—জানিতে পারিয়া অদ্য সূর্য্যদেব আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন।" ১—৮। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অজ্ঞদিগের বাক্য-শ্রবণে হাস্য

করিয়া পদ্মলোচন কহিলেন, "ইনি সূর্য্যদেব নহেন,—সত্রাজিৎ রাজা; স্যমন্তক-মণির কিরণে এরূপ দীপ্যমান হইয়াছেন।" সত্রাজিৎ স্বীয় শ্রীসম্পন্ন গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক বিপ্রগণ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করাইয়া দেবগৃহে মণি স্থাপন করিলেন। সেই মণি প্রতিদিন অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করিত এবং তাহা পূজিত হইয়া যেখানে থাকিত, সেই দেশে দুঃখের কারণ দুর্ভিক্ষ, অকাল-মৃত্যু, অমঙ্গল, সর্প, ব্যাধি, আধি, অশুভ ও মায়ী সকল থাকিতে পারিত না। দেবকী-নন্দন একদা সত্রাজিতের নিকট যদুরাজের নিমিত্ত ঐ মণি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্থকামুক সত্রাজিৎ যাচ্ঞাভঙ্গ গ্রাহ্য না করিয়া, যদুরাজকে মণি প্রদান করেন নাই। রাজন্! অনন্তর সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনজিৎ একদিন ঐ মহাপ্রভ মণি কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিয়া বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিলেন। তথায় এক কেশরী, অশ্বের সহিত প্রসেনকে বধ করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইল। জাম্ববান্, মণিতে অভিলাষী হইয়া ঐ কেশরীকে বধ করিলেন এবং বিলমধ্যে লইয়া গিয়া উহা সন্তানের ক্রীড়া-সামগ্রী করিয়া দিলেন। এদিকে ভ্রাতাকে না দেখিয়া সত্রাজিৎ তাপিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—"আমার ভ্রাতা গলদেশে মণি ধারণ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন; নিশ্চয়ই কৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিয়াছেন।" লোকেরাও এই কথা কাণাকাণি করিতে লাগিল। ৯—১৬। ভগবান্ তাহা শ্রবণ করিলেন এবং আপনাতে লিপ্ত কলঙ্ক মার্জ্জন করিবার নিমিত্ত, নাগরিকদিগের সহিত প্রসেনের পদবী অনুসরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অরণ্যে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহারা, কেশরী কর্ত্তৃক নিহত অশ্ব ও প্রসেনকে এবং তদনন্তর ভল্লুক কর্ত্তৃক বিনষ্ট সেই কেশরীকে দেখিতে পাইলেন। তথায় ভল্লুক-রাজের ভয়ানক বিলও তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। ভগবান্ বহির্দ্দেশে স্বীয় জনগণকে রক্ষা করিয়া, একাকী সেই নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। তথায় মণিকে বালকের ক্রীড়া-সামগ্রী করা হইয়াছে দেখিয়া, তিনি উহা গ্রহণ করিতে মনঃস্থ করিলেন এবং বালকের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই অপূর্ব্ব মনুষ্যকে দর্শন করিয়া ধাত্রী ভীতার ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শ্রবণ করিয়া বলিগণের শ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ ক্রোধে দৌড়িয়া আসিলেন এবং আত্মস্বামী ভগবানের অনুভাব জানা না থাকাতে, তাঁহাকে প্রাকৃত মনুষ্য বোধে কুপিত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই জয়াভিলাষী; মাংসের নিমিত্ত শ্যেনদ্বয়ের ন্যায়, অস্ত্র, প্রস্তর, বৃক্ষ ও বাহু দ্বারা দুই জনের অতি তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অষ্টাবিংশতি দিবস ব্যাপিয়া ঐপ্রকার ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। ঐ অষ্টাবিংশতি দিবসে উভয়েই উভয়কে অহর্নিশ অবিশ্রান্ত বজ্রনির্ঘাত-সদৃশ কঠিন মুষ্টিপ্রহার করিয়াছিলেন। ১৭—২৪। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টি-নিষ্পাতে জাম্ববানের অঙ্গের দৃঢ় বন্ধন সকল শিথিল হইয়া পড়িল এবং গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "আমি জানিলাম, আপনি পুরাণ-পুরুষ, অধীশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীবিষ্ণু। আপনি, সমুদায় ভূতের প্রাণ, ইন্দ্রিয়-বল, মনোবল ও দেহবল। যাহারা বিশ্ব সৃষ্টি করেন, আপনি তাঁহাদিগের স্রষ্টা। সৃষ্ট-পদার্থ সকলের মধ্যে যাহা উপাদান, তাহাও আপনি। সুতরাং আপনি পুরাণ-পুরুষ। যাঁহারা নাশ করেন, আপনি তাঁহাদিগের অধীশ্বর কাল এবং আত্মা সকলের পরমাত্মা। প্রভো! আপনারই ঈষৎ-উদ্দীপিত-রোষ-জন্য কটাক্ষপাতে মকর, কুম্ভীর ও তিমিঙ্গিল ক্ষুভিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাতে বারিনিধি আপনাকে পথ প্রদান করিলেন; আপনি সেতুবন্ধন করিয়া স্বীয় যশোবিতা দ্বারা লঙ্কাপুরী উজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। আপনারই বাণে ছিন্ন হইয়া রাক্ষস রাবণের মস্তক সকল ভূমিতে পতিত হইয়াছিল।" মহারাজ! ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এই প্রকারে বিজ্ঞান অবগত হইলে, ভগবান্ দেবকী-নন্দন কমলেক্ষণ অচ্যুত, মঙ্গলকর হস্ত দ্বারা ভক্তকে স্পর্শ করিয়া পরম কৃপাপূর্ব্বক মেঘগম্ভীর শব্দে কহিলেন, "হে ঋক্ষরাজ! মণির নিমিত্ত আমি এই স্থানে বিলমধ্যে আগমন করিলাম; এই মণি দ্বারা আমি আমার মিথ্যা কলঙ্ক ক্ষালন করিব।" এই কথা শুনিয়া জাম্ববান্ সন্তুষ্ট হইয়া পূজার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে মণির সহিত আপনার দুহিতা জাম্ববতীকে সমর্পণ করিলেন। এদিকে প্রজাগণ বিলপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে বহির্গত হইতে না দেখিয়া দ্বাদশ দিবস অপেক্ষা করিয়া রহিল; তথাপি তিনি বহির্গত না হওয়াতে তাহারা দুঃখিত হইয়া আপনাদিগের নগরে প্রত্যাগমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ বিল হইতে নির্গত হন নাই,—এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবী দেবকী ও রুক্মিণী এবং বসুদেব, সুহৃদ্ ও জ্ঞাতিগণ—সকলেই শোক করিতে লাগিলেন। দ্বারকা-বাসিগণ, সত্রাজিৎকে অভিশাপ করত দুঃখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গার পূজা করিতে লাগিলেন। ২৫—৩৫। তাঁহারা পূজা করিলে পর, দেবী যেমন তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, অমনি সেই আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই হরি, কার্য্যসাধন করিয়া পত্নীর সহিত উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগের আনন্দ উৎপাদন করিলেন। পুনরাগত মৃত-ব্যক্তির ন্যায়, গলদেশে মণিধারী সস্ত্রীক হৃষীকেশকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেরই মহা উৎসব জন্মিল। অনন্তর ভগবান্ সভার মধ্যে রাজাদিগের সমক্ষে সত্রাজিৎকে আহ্বান করিলেন এবং যেরূপে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমস্তই বর্ণন করিয়া তাঁহাকে মণি অর্পণ করিলেন। সত্রাজিৎ লজ্জিত হইয়া অবনত-মুখে রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক নিজ অপরাধে তপ্ত হইতে হইতে আপন ভবনে গমন করিলেন। তিনি সেই অপরাধই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং এবং বলবানের সহিত কলহ উপস্থিত হওয়াতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সত্রাজিৎ ভাবিতে লাগিলেন, "কি প্রকারে এই অপরাধ ক্ষালন করি? কিসেই বা অচ্যুত প্রসন্ন হইবেন? কি করিলে আমার মঙ্গল হইবে? কি করিলেই বা লোকে আমাকে অবিচারক, কৃপণ, মন্দবুদ্ধি, ধনলোলুপ বলিয়া অভিশাপ না করিবে? আমার তনয়া স্ত্রীরত্ন; আমি তাঁহাকে সেই স্ত্রীরত্ন এবং রত্নও দান করিব; এই উপযুক্ত উপায়; এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকারে সে অপরাধের শান্তি হইবে না।" মনোমধ্যে এই স্থির করিয়া সত্রাজিৎ আপনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় মঙ্গলস্বরূপা কন্যা ও মণি উপহার দিলেন। ভগবান্ যথাবিধানে সত্রাজিৎ-নন্দিনী সেই সত্যভামাকে বিবাহ করিলেন। সত্যভামা,—শীল, রূপ, ঔদার্য্য ও গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। রাজন্! ভগবান্, সত্রাজিৎকে কহিলেন, "আমরা মণি গ্রহণ করিব না। আপনি সূর্য্যের ভক্ত, আপনারই থাকুক; আমরা ইহার ফলভোগী হইব।" ৩৬—৪৫।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

স্যমন্তকোপাখ্যান।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবগণ যে, জতুগৃহ হইতে নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইয়াছেন,—গোবিন্দ তাহা অবগত ছিলেন; তথাপি পাণ্ডবেরা জননী কুন্তীর সহিত যেন সত্য-সত্যই জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন,—এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কুলের উচিত

ব্যবহার করিবার নিমিত্ত, ভ্রাতা বলরামের সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ কুরুপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও গান্ধারীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের সমান দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"হা কি কষ্ট!" রাজন্! এই অবসর পাইয়া অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা, শতধন্বকে কহিলেন, "কি হেতু মণি গ্রহণ করা হইতেছে না? যে সত্রাজিৎ আমাদিগের নিকটে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছে,—কিন্তু মণি দেয় নাই, সে কেন ভ্রাতার অনুগামী না হইবে?" তাঁহাদিগের দুই জনের এই প্রকারে বুদ্ধি বিপরীত হওয়াতে, ক্ষীণজীবী, পাপাচার, অনন্তর শতধন্বা লোভ-নিবন্ধন নিদ্রাবস্থাতেই সত্রাজিতের প্রাণ সংহার করিল। স্ত্রী সকল আর্ত্তনাদ ও অনাথার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। শতধন্বা, পশুহননান্তর সৌনিকের ন্যায় সত্রাজিৎকে সংহার করিয়া মণি লইয়া প্রস্থান করিল। সত্যভামা পিতাকে নিহত দেখিয়া "হা তাত!" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তৈলদ্রোণীমধ্যে পিতার মৃতদেহ সংস্থাপন করিয়া হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পিতার নিধন-বৃত্তান্ত জানাইলেন। যাদব সে ব্যাপার অবগত ছিলেন। হে রাজন্! রাম-কৃষ্ণ ঈশ্বর; তথাপি মনুষ্যগণের অনুগামী হইয়া, "আমাদিগের মহা কষ্ট উপস্থিত হইল।" বলিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১—৯। অনন্তর ভগবান্,—ভার্য্যা ও অগ্রজের সহিত হস্তিনা হইতে নগরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শতধন্বার বিনাশ ও মণিগ্রহণে উদ্যত হইলেন। সেই দুরাচার শ্রীকৃষ্ণের উদ্যম শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া প্রাণরক্ষা-মানসে কৃতবর্ম্মার সাহায্য প্রার্থনা করিল। কৃতবর্ম্মা কহিলেন, "রাম-কৃষ্ণ ঈশ্বর; আমি তাঁহাদিগকে অবহেলা করিতে পারিব না। যখন কংস তাঁহাদিগের দ্বেষ করাতে রাজলক্ষ্মী হইতে বিচ্যুত হইয়া নিহত হইয়াছে, যখন জরাসন্ধ সপ্তদশবার সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে; তখন তাঁহাদিগের অপ্রিয়-সাধন করিয়া অপরাধী হইলে কাহার মঙ্গল হইতে পারে?" শতধন্বা প্রত্যাখ্যাত হইয়া অক্রূরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহাতে অক্রূর কহিলেন, "ঈশ্বর-দ্বয়ের প্রভাব জানিয়া-শুনিয়াও, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহিত বিরোধ করিতে পারে? যিনি লীলাক্রমে এই বিশ্ব সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন; বিশ্বস্রষ্টৃগণ যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তদীয় চেষ্টা পর্য্যন্তও অবগত হইতে পারে না; যিনি সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, শিশু যেরূপ সহজে লীলাচ্ছলে ছত্রাক ধারণ করে, তেমনি একমাত্র হস্ত দ্বারা শৈল, উৎপাটনপূর্ব্বক ধারণ করিয়াছিলেন;—সেই ভগবান্ অদ্ভুতকর্ম্মা, অনন্ত, আদিভূত, কূটস্থ আত্মাকে নমস্কার,—নমস্কার।" ১০—১৯। রাজন্! শতধন্বা তাঁহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তাঁহাকেই স্যমন্তক সমর্পণ করিল এবং শতযোজনগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। রামজনার্দ্দনও গরুড়ধ্বজ-শোভিত রথে আরোহণ করিয়া মহাবেগে অশ্ব সকল দ্বারা গুরুদ্রোহীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। শতযোজন উত্তীর্ণ হইয়া শতধন্বার অশ্ব মিথিলার কোন উপবনে পতিত হইল। তখন সে অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সভয়-ভাবে পদ দ্বারা ধাবিত হইল এবং শিশুকে পদব্রজে পলায়ন করিতে দেখিয়া ভগবান্ স্বয়ংও পদচারী হইয়া, অনুগমনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া, তদীয় বস্ত্রমধ্যে মণি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মণি না পাইয়া অগ্রজের নিকট আসিয়া কহিলেন, "অকারণ শতধন্বাকে বধ করিলাম; তাহার নিকট মণি নাই।" বলরাম কহিলেন, "শতধন্বা নিশ্চয়ই সেই মণি অন্য ব্যক্তির নিকট রাখিয়াছে। তুমি সেই ব্যক্তিকে অন্বেষণ কর;—নগরে যাও; আমি প্রিয়তম বিদেহ-রাজের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে ইচ্ছা করি।" হে রাজন্! এই কথা বলিয়া যদুনন্দন মিথিলা প্রবেশ করিলেন। মৈথিল, অর্চ্চনীয় বলদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীত-মানসে সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অর্চ্চনা-সামগ্রী দ্বারা যথাবিধি আরাধনা করিলেন। বিভু সেই মিথিলায় কয়েক বৎসর সুখে অবস্থিতি করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছু কাল পরে ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধন মিথিলায় আগমন করেন এবং মহাত্মা জনক কর্ত্তৃক সংপূজিত ও সমাদৃত হইয়া রামের নিকটে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে প্রিয়ার প্রিয়কৃৎ বিভু কেশব দ্বারকাপুরে উপস্থিত হইয়া, শতধন্বার নিধন ও মণির অপ্রাপ্তি-বিষয় প্রেয়সী-সন্নিধানে বিজ্ঞাপন করিলেন এবং সুহৃজ্জন-সমভিব্যাহারে নিহত বন্ধুর সমুদায় পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। রাজন্! এদিকে শতধন্বার মণিহরণ-বিষয়-প্রযোজক অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা তাহার বিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণে দ্বারকা হইতে পলায়ন করিলেন। ১৮—২৯। অক্রূর দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে পর, তদ্দেশবাসিগণ সদাই শারীরিক, মানসিক, দৈবিক ও ভৌতিক নানাপ্রকার সন্তাপ ও অনিষ্ট ভোগ করিয়াছিল। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া কেহ কেহ অক্রূরের নগর-ত্যাগকেই সেই সমস্ত দুর্নিমিত্তের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথা যুক্তিমূলক বা সঙ্গত বোধ হয় না; কারণ, মুনিগণ যে হরিতে বাস করেন, সেই হরি যেখানে সন্নিহিত, সেখানে এতাদৃশ অনিষ্ট-সঙ্ঘটন সম্ভবিতে পারে না। একদা ইন্দ্র বর্ষণ না করাতে, কাশিরাজ তাঁহার আত্মজা গান্দিনীকে সমাগত শ্বফল্ক-হস্তে সম্প্রদান করেন; তাহাতে কাশীধামে বৃষ্টি হইয়াছিল। অক্রূর তৎসম্ভূত পুত্র; সুতরাং তাঁহারও সেইরূপ প্রভাব। তিনি যে যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই সেই স্থানে দেবতা বর্ষণ করেন এবং মারীভয় বা উপতাপনাদির আশঙ্কা থাকে না। বৃদ্ধদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া জনার্দ্দন ভাবিলেন,—"অক্রূরের অনুপস্থিতি ইহার কারণ নহে; মণির অপগমই ইহার কারণ।" অনন্তর তিনি অক্রূরকে আনাইলেন এবং যথাবিধি সপর্য্যাপূর্ব্বক নানা মনোহর কথা কহিয়া, তাঁহাকে সহাস্য-আস্যে বলিতে লাগিলেন,—"হে দানপতে! শতধন্বা নিশ্চয়ই যে তোমার নিকট সুশ্রীক স্যমন্তক-মণি রক্ষা করিয়াছে, আমি তাহা পূর্ব্ব হইতে অবগত আছি। সত্রাজিৎ নিঃসন্তান; অতএব তদীয় দৌহিত্রই মণির প্রকৃত উত্তরাধিকারী; কারণ, যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষকে শেষ ঋণ হইতে মুক্ত ও তাঁহাকে জলপিণ্ড প্রদান করে, শাস্ত্রানুসারে সেই দায়গ্রহণের যোগ্যপাত্র। কিন্তু সে মণি ধারণ করা অন্যের দুষ্কর; অতএব উহা তোমার নিকটেই থাকুক; তুমি সুব্রত। কিন্তু মণির বিষয়ে আমার অগ্রজও আমাকে বিশ্বাস করিতেছেন না; অতএব তুমি তাহা অন্ততঃ একবার আমাকে দেখাইয়া বন্ধুদিগের শান্তি বিধান কর। দেখিতেছি,—তোমার স্বর্ণবেদি-বিশিষ্ট যজ্ঞ সকল অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।" এই প্রকারে প্রবোধিত হইয়া শ্বফল্ক-পুত্র অক্রূর, বসনাবৃত সূর্য্য-প্রভাত স্যমন্তক-মণি ভগবৎকরে সমর্পণ করিলেন। বিভু, জ্ঞাতিদিগকে সেই মণি দেখাইয়া মণিহরণ রূপ আত্মকলঙ্ক ক্ষালনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অক্রূর-হস্তে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। যে ব্যক্তি, ভগবান্ ঈশ্বরের বীর্য্য-সমন্বিত, অনিষ্ট-নিবারক, মঙ্গল-জনক এই আখ্যান পাঠ, শ্রবণ বা স্মরণ করেন, তিনি দুষ্কীর্ত্তি ও দুরিতগ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৩০—৪২।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীকরণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! এক সময়ে শ্রীমান্ পুরুষোত্তম, সাত্যকি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বিখ্যাত পাণ্ডব-দিগকে দর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। প্রাণ প্রত্যাগত হইলে ইন্দ্রিয় সকল যেমন ক্রিয়াবান্ হয়, বীর পার্থগণ তেমনি মুক্তি-বিধাতা সেই অখিলেশ্বরকে আগমন করিতে দেখিয়া সকলে এককালে গাত্রোত্থান করিলেন। অচ্যুতকে আলিঙ্গন করাতে তাঁহার অঙ্গসংস্পর্শে বীরগণের পাপ হত হইল। তাঁহারা তদীয় অনুরাগ-চিহ্নিত সহাস্য আস্য সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। ভগবান্,—যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের চরণ-বন্দনা ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং যমজ নকুল-সহদেব কর্ত্তৃক সংপূজিত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পরমাসনে উপবেশন করিলে, অনিন্দিতা নব-পরিণীতা কৃষ্ণা সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সাত্যকি ও পার্থগণ কর্ত্তৃক সেইরূপে পূজিত ও বন্দিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অন্তেরাও বিশেষরূপে পূজিত হইয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলে, স্নেহে তাঁহার দুই চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি এই অবস্থায় যদুনন্দনকে আলিঙ্গন এবং তাঁহাকে নিজ বান্ধবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ সেই আপন পিতৃষসার এবং তাঁহার বধূর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ভক্তদিগের ক্লেশ দূর করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কুন্তী, প্রেম-বিহ্বলতায় রুদ্ধকণ্ঠী এবং সজল-নয়না হইয়া পূর্ব্বের বহুক্লেশ স্মরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি যখন তোমার জ্ঞাতি আমাদিগকে স্মরণ করিয়া আমার ভ্রাতা অক্রূরকে প্রেরণ করিয়াছিলে, তখনই আমাদিগের কুশল হইয়াছে এবং তখনই তোমার আমাদিগকে সনাথ করা হইয়াছে। তুমি বিশ্বের বন্ধু ও আত্মা, অতএব "আপন" ও "পর" তোমার এরূপ ভ্রান্তি নাই; তথাপি যাঁহারা নিরন্তর তোমাকে স্মরণ করেন, তুমি তাঁহাদিগের মানসিক ক্লেশ নষ্ট করিয়া থাক।" ১—১০। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে অধীশ্বর! জানি না, আমরা কি পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম যে, তুমি যোগীদিগেরও দুর্লভ হইয়া, বিষয়াসক্ত-চিত্ত আমাদিগকে দর্শন দিলে!" ভগবান্ এই প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে অভ্যর্থনা লাভ করিয়া বর্ষার কয়েক মাস ইন্দ্রপ্রস্থ-বাসীদিগের নয়না-নন্দ উৎপাদন করিয়া সুখে তথায় বাস করিলেন। ইতিমধ্যে এক সময়ে পরবীরহা অর্জ্জুন কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া দুই অক্ষয় তূণ ও গাণ্ডীব-ধনু গ্রহণপূর্ব্বক বর্ম্ম পরিধান করিয়া, সখা শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে বিহার করিবার মানসে বহুহিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল মহা-বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় শর দ্বারা ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ, রুরু, শরভ, গবয়, খড়্গী, হরিণ ও শশকদিগকে বধ করিতে লাগি-লেন। কিঙ্করেরা সেই সকল যজ্ঞীয় পশু রাজ-সমীপে লইয়া গেল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া যমুনা-তীরে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে মহারথ কৃষ্ণার্জ্জুন যমুনার নির্ম্মল জল স্পর্শ ও পান করিয়া, সুন্দরী কোন কামিনীকে ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাইলেন। অর্জ্জুন, সখা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ললনা-ললামভূতা সুন্দর-বর্ণা সুমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার পত্নী? কি ইচ্ছায় ভ্রমণ করিতেছ? সুন্দরি! বোধ হয়, তুমি অবিবাহিতা; পতি কামনা করিতেছ।" ১১—১৯। কালিন্দী কহিলেন, "আমি ভগবান্ সূর্য্যের কন্যা; বরেণ্য বরদ বিষ্ণুকে পতি কামনা করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। হে বীর! শ্রীপতি ব্যতিরেকে অন্য স্বামী আমার বাঞ্ছনীয় নহে; অনাথনাথ মুকুন্দ আমার প্রতি তুষ্ট হউন। আমি কালিন্দী নামে বিখ্যাতা। পিতা যমুনার জলমধ্যে আমাকে এক ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; যে পর্য্যন্ত অচ্যুত-দর্শন না ঘটে, সে পর্য্যন্ত আমি ঐ ভবনে বাস করিব।" বাসুদেব পূর্ব্ব হইতেই এই বৃত্তান্ত জানিতেন; একণে অর্জ্জুনের নিকট কন্যার সমস্ত কথা অবগত হইয়া সখার সহিত সেই কুমারীকে রথে স্থাপনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা বিচিত্র নগর রচনা করাইলেন। সেই নগরে আত্মীয়দিগের উপকার-বাসনায় অবস্থান করিয়া ভগবান্ অগ্নিকে খাণ্ডব-বন প্রদান করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের সারথ্যে বৃত হইয়াছিলেন। পাবক পরিতুষ্ট হইয়া ধনু, শ্বেতঅশ্ব, দুই অক্ষয় তূণ এবং অস্ত্রধারীদিগেরও অভেদ্য সুদৃঢ় বর্ম্ম অর্জ্জুনকে দান করেন। ময় দানব অগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া সখাকে অপূর্ব্ব সভা রচনা করিয়া দেন। সেই বিচিত্র সভা সন্দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের জলে স্থল এবং স্থলে জল ভ্রম হইয়া-ছিল। অনন্তর বর্ষার অপগমে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের এবং বন্ধুবর্গের আদেশ ও বচনক্রমে সাত্যকি-প্রমুখ সৈন্য-সমভিব্যাহারে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আত্মীয়দিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া পুণ্য ঋতুতে পুণ্য-নক্ষত্র-যুক্ত লগ্নে কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন। রাজন্! বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই অবন্তীরাজ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহাদিগের ভগিনী মিত্রবিন্দা স্বয়ংবর-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে বরমাল্য দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে নিবারণ করেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ, নরপতিগণের সমক্ষে পিতৃষসা রাজাধিদেবীর তনয়া মিত্রবিন্দাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিলেন। ২০—৩১। রাজন্! কোশল-দেশে নগ্নজিৎ নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তাঁহার সত্যা নামে একটী কান্তিমতী দুহিতা ছিল। পিতৃ-নামানুসারে তাঁহার আর একটী নাম নাগ্ন-জিতী। তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, সুদুর্দ্ধর, বীরগণের গন্ধ সহ্য করিতেও অসমর্থ এবং খল সপ্তগোবৃষ পরাস্ত করিতে না পারিলে, কেহই ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যদুপতি অনেক অক্ষৌহিণী সহ কোশলদেশে গমন করিলেন। কোশলপতি প্রীতমনে প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক আসন-প্রদান ও শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। নরেন্দ্রকন্যা সত্যা স্বীয় মনোমত বরকে সমাগত দেখিয়া, সেই রমাপতিকে পতি কামনা করিয়া কহিলেন,—"যদি আমি ব্রত ধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নিদেব আশীর্ব্বাদ করুন,—যেন ইনিই আমার পতি হন।" নারায়ণ অর্চ্চিত হইবে পর, রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে নারায়ণ জগৎপতে! আপনি আত্মানন্দে পূর্ণ; আমি ক্ষুদ্র,—আপনার কোন্ কার্য্য করিতে সমর্থ হইব? লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শিব ও লোকপালগণ যাঁহার চরণকমল-রেণু আত্ম-শিরে সংস্থাপন করেন, যিনি যোগ্যকালে আত্মকৃত সেতু উদ্ধার করিবার নিমিত্ত লীলা-দেহ ধারণ করিয়া থাকেন,—তিনি আমার প্রতি কিসে সন্তুষ্ট হইবেন?" শুকদেব বলিলেন,—"হে কুরুনন্দন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসন পরিগ্রহ করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে কোশল-রাজকে কহিলেন, 'হে রাজন্! ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মবর্ত্তী ক্ষত্রিয়ের যাচ্ঞাকে নিন্দা করিয়াছেন; তথাপি আপনার সহিত সৌহৃদ্যলাভের আশায় আপনার কন্যা প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু আমরা শুল্ক প্রদান করিব না।' ৩২—৪০। নৃপতি বলিলেন, 'হে নাথ! আপনি গুণের একমাত্র আধার এবং আপনার অঙ্গে লক্ষ্মী নিত্য বসতি করেন; অতএব প্রভো! আপনা হইতে কন্যার কোন্ বর অধিক প্রার্থিত?

কিন্তু হে যদুশ্রেষ্ঠ ! কন্যার যোগ্য-বর-প্রাপ্তির জন্য পুরুষদিগের বীর্য্য-পরীক্ষার্থ আমি পূর্ব্বে এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। হে বীর ! এই সপ্ত গোবৃষ দুর্দ্দান্ত ও অন্যের অদম্য ; ইহাদিগের কর্তৃক অনেক ক্ষত্রিয়-নন্দন ছিন্নগাত্র ও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন। হে যদুনন্দন ! হে শ্রীপতে ! যদি ইহারা আপনা কর্তৃকই পরাজিত হয়, তাহা হইলে আপনিই আমার কন্যার অভিমত বর হইবেন।” রাজন্ ! শৌরি এই কথা শুনিয়া, বর্ম্ম পরিধান করিলেন এবং আত্মশরীর সপ্তধা বিভক্ত করিয়া অবলীলাক্রমেই উহাদিগকে দমন করিলেন। বালক যেমন ক্রীড়া করিতে করিতে দারুময় গো সকলকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করে, ভগবান্ তেমনি উহাদিগকে অবলীলাক্রমে রজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক নিস্তেজ ও হতদর্প করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কোশলাধিপতি প্রীত হইয়া যদুপতিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসদৃশী ঐ কন্যার যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজ-পত্নীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে কন্যার প্রিয়পতি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে পুলকিত হইলেন। রাজভবনে উৎসবের সীমা রহিল না। ৪১—৪৮। শঙ্খ, ভেরী ও ঢক্কা সকল বাজিতে লাগিল। বস্ত্র-মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত নর-নারীগণ গান ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। রাজা,—পদককণ্ঠী, সুবেশা ত্রিসহস্র যুবতী পরিচারিকা, দশ সহস্র ধেনু, নব সহস্র হস্তী, নব লক্ষ রথ, নবকোটি অশ্ব এবং নব পদ্ম দাস, যৌতুক-স্বরূপ প্রদান করিয়া আনন্দিত হইলেন। বৃহতী সেনায় পরিবৃত দম্পতীকে রথারোহণ করাইয়া, কোশলপতি স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাদব ও গোবৃষদিগের নিকটে যে সকল নৃপতিগণের বীর্য্য ভগ্ন হইয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ক্রোধ-সহকারে পথিমধ্যে কন্যানয়নকারী শ্রীকৃষ্ণকে রোধ করিল। তাহারা শরক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শুভাকাঙ্ক্ষী গাণ্ডীবী, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুদিগকে বধ করে, তেমনি তাহাদিগকে সংহার করিলেন। দেবকী-নন্দন যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বৈবাহিক সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক সত্যা-সমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রবেশ করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ইহার পর ভগবান্,—পিতৃষসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা, সন্তর্দ্দন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক প্রদত্তা, কেকয়-দেশজা ভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং গরুড় যেমন একাকী সুধা হরণ করিয়াছিলেন, তেমনি মদ্ররাজ-কন্যা সুলক্ষণা লক্ষ্মণাকে স্বয়ংবর-স্থল হইতে একাকী হরণ করিয়া আনিলেন। রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণের এরূপ সহস্র সহস্র ভার্য্যা হইয়াছিল। তিনি, ভূমিনন্দন নরককে সংহার করিয়া, তাহার অন্তঃপুর হইতে চারুদর্শনা রমণীদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন। ৪৯—৫৮।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম-বর্ণন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্ ! ভৌম, ঐ রমণীদিগকে কেন বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ? সেই ভৌম কি কারণে ভগবান্ কর্তৃক হত হয় ?—আপনি শ্রীকৃষ্ণের এই বিক্রমের বিষয় বিশেষ বর্ণনা করুন। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্ ! ভৌম, ইন্দ্রজননী অদিতির দুই কুণ্ডল, এবং ইন্দ্রের ছত্র হরণ করিয়া তাঁহাকে অমরাদ্রি হইতে স্থানচ্যুত করাতে, ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া ভৌমের অত্যাচার বিজ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ভার্য্যা সত্যভামার সহিত প্রাগ্জ্যোতিষ-নগরে উপনীত হইলেন। সেই নগর,—গিরিদুর্গ ও শস্ত্রদুর্গ দ্বারা দৃঢ় ছিল এবং উহার চতুর্দ্দিকে জল, অগ্নি ও বায়ু থাকাতে উহা অতি দুর্গম। আর উহা মুর দৈত্যের দশসহস্র অতি প্রচণ্ড পাশ দ্বারা সর্ব্বদিকে সমাবৃত হইয়া রক্ষিত হইত। গদাধর,—গদাপ্রহারে গিরিদুর্গ, বাণপ্রয়োগ দ্বারা শস্ত্রদুর্গ, চক্র দ্বারা অগ্নি, জল ও বায়ুদুর্গ, খড়্গ দ্বারা মুর দৈত্যের পাশরাশি, শঙ্খনাদ দ্বারা মনস্বীদিগের সংবৃত হৃদয় এবং গুরুগদাক্ষেপ দ্বারা প্রাকার ভেদ করিলেন। পঞ্চমুণ্ড মুর-দৈত্য শয্যায় থাকিয়া, যুগান্ত কালীন বজ্রের ন্যায় পাঞ্চজন্য-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিল। সে প্রলয়-কালের সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিশূল উত্তোলনপূর্ব্বক, সর্প যেমন গরুড়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি পঞ্চ মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক ত্রিলোক-ভক্ষণ-মানসেই যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং শূল উত্তোলন ও বেগে গরুড়ের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া পঞ্চ মুখ দ্বারা শব্দ করিতে লাগিল। সেই শব্দ,—আকাশ-মণ্ডল, স্বর্গ ও দিক্ সকল পূরণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড আবরণ করিল। ১—৭। অনন্তর সেই শূল গরুড়ের প্রতি আসিতে লাগিল ; তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ শস্ত্রকৌশল প্রয়োগপূর্ব্বক দুই বাণ দ্বারা উহাকে ত্রিধা খণ্ডিত করিয়া দৈত্যের মুখে শর-তাড়না করিতে লাগিলেন। সেই দৈত্যও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিল। গদা আসিতে লাগিল ;—গদাগ্রজ যুদ্ধস্থলে নিজ গদাপ্রহারে ঐ গদা সহস্রভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। পরে দৈত্য, বাহু-উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন অজিত শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মুর,—ছিন্নগ্রীব ও প্রাণচ্যুত হইয়া, ইন্দ্রের তেজে ভগ্নশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, জলমধ্যে পতিত হইল। তাহার সপ্ত তনয়,—তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও অরুণ। ভৌমের আজ্ঞানুসারে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহারা পিতৃঘাতীকে বধ করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং পীঠনামা এক ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এককালে বাণ, খড়্গ, গদা, শক্তি, ঋষ্টি ও শূল বৃষ্টি করিতে লাগিল। অমোঘবীর্য্য ভগবান্ সেই অস্ত্রজাল স্বকীয় শরসমূহ দ্বারা তিল তিল করিয়া ছিন্ন করিলেন এবং ছিন্নশিরা, ছিন্নস্কন্ধ, ছিন্নভুজ, ছিন্নচরণ ও ছিন্নবর্ম্মা সেই মুর-তনয়দিগকে অধিনায়ক পীঠের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ধরাসুত নরক, অচ্যুতের চক্র ও বাণ দ্বারা স্বকীয় সেনাপতিদিগকে সেইরূপে নিরস্ত হইতে দেখিয়া, অত্যন্ত কুপিত হইল এবং সমুদ্র-সম্ভব মদস্রাবী হস্তীতে আরূঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। ৮—১৪। অনন্তর নরক, সূর্য্যের উপরিভাগে বিদ্যুৎসহিত মেঘের ন্যায়, সত্যভামার সমভিব্যাহারে গরুড়োপরি উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার প্রতি শতঘ্নী নিক্ষেপ করিল। যোদ্ধা সকলেও এককালে নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভগবান্ গদাগ্রজ তৎক্ষণাৎ বিচিত্র-পত্র-বিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা ভৌম-সৈন্যের অশ্ব ও হস্তী সকল হনন করিয়া কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহারও মস্তক, কাহারও কন্ধর, কাহারও বা দেহ ছেদন করিলেন। হে কুরু-ধুরন্ধর ! যোদ্ধাগণ যে সকল শরক্ষেপ করিয়াছিল, সেই সকল শর উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই হরি ভগ্ন সৈন্য বিনাশ করিয়া তিন তিনটী তীক্ষ্ণ-শর দ্বারা এক একটী করিয়া সেই সকল অস্ত্র-শস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গরুড়, শ্রীকৃষ্ণকে বহন করিতেছিলেন ; তিনিও দুই পক্ষ দ্বারা হস্তীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। গরুড়,—তুণ্ড পক্ষ ও নখ দ্বারা বধ করিতে আরম্ভ করিলে, মাতঙ্গগণ কাতর হইয়া নগরেই প্রবেশ করিল। নরক যুদ্ধস্থলে একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিল। গরুড়ের দ্বারা স্বকীয় সৈন্য বিদ্রাবিত হইল দেখিয়া নরক, গরুড়কে শক্তি প্রহার করিল। কিন্তু

যাঁহার অঙ্গে লাগিয়া বজ্রও প্রতিহত হইয়াছিল, সেই গরুড় ঐ শক্তি দ্বারা আহত হইয়া, মালাদ্বারা তাড়িত গজের ন্যায়, অটল রহিলেন। তখন ভৌম, শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে শূল গ্রহণ করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না; কারণ, শূলক্ষেপের পূর্ব্বেই হরি ক্ষুরধার চক্র দ্বারা গজারূঢ় নরকের শিরশ্ছেদন করিলেন। কুণ্ডল-মণ্ডিত মনোহর মস্তক পৃথিবীতে পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঋষিগণ ও দেবতা সকল হাহাকার করিয়া 'সাধু 'সাধু' বলিয়া মুকুন্দের উপর মাল্য বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর পৃথিবী,—বৈজয়ন্তী ও বনমালার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রতপ্ত কাঞ্চন ও রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল দুই কুণ্ডল, বরুণের ছত্র এবং অমরাদ্রি-স্থান সমর্পণ করিলেন। পরে কৃতাঞ্জলি ও প্রণতা হইয়া ভক্তিপ্রবণ অন্তঃকরণে দেবদেবেরও পূজনীয় বিশ্বেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। ১৫—২৪। পৃথিবী কহিলেন, "হে দেবদেব ঈশ্বর! হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর! হে ভক্তের ইচ্ছানিবন্ধন আকার-ধারিন্! হে অন্তর্যা-মিন্! আপনাকে নমস্কার করি। হে কমলনাভ! কমল-লোচন! কমল-মালিন্! কমলাঙ্কিত চরণ! আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো! হে পুরুষ! হে আদি-বীজ! হে পূর্ণবোধ! আপনাকে নমস্কার। আপনি বৃহৎ ও আপনার শক্তি অনন্ত; সুতরাং আপনি জন্মরহিত অথচ সকলের জনয়িতা; আপনি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সমুদায়ের পরমাত্মা;—আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি নির্লিপ্ত হইয়াও বিশ্ব-সৃষ্টি-মানসে উৎকট রজোগুণ, জগৎপালনার্থ সত্ত্বগুণ এবং জগৎসংহারার্থ,—আচ্ছন্ন না হইয়াও,—তমোগুণ ধারণ করেন। হে জগৎপতে! আপনি,—কাল, প্রকৃতি ও পর-পুরুষ। হে ভগবন্! আপনি অদ্বিতীয়। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা সকলের দ্বারা অখিল চরাচর বিঘটিত হয়,—আপনাতে লোকের এই ভ্রম হইয়া থাকে। হে শরণাগত-জনের আর্ত্তি-বিনাশন! সেই ভৌমের পুত্র এই ভগদত্ত ভীত হইয়া আপনার পাদপদ্মে শরণ লইল; ইহাকে পালন করুন, আপনার কলি-পাপনাশক হস্ত ইহার মস্তকে প্রদান করুন।" ২৫—৩১। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ এই প্রকারে নম্রা ভূমিকর্ত্তৃক বাক্য দ্বারা পূজিত হইয়া অভয়-প্রদানপূর্ব্বক যাবতীয়-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ভৌম-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজন্! ভৌম, রাজাদিগের নিকট হইতে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ষোড়শ সহস্র কন্যা আনয়ন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সেই অন্তঃপুরে দেখিতে পাইলেন। সেই সমস্ত রমণী তাঁহাকে প্রবিষ্ট দেখিয়াই মোহিত হইল এবং মনে মনে সেই নরবরকেই দৈব-প্রেরিত অভীষ্ট-পতি বলিয়া বরণ করিয়া, ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিল,—"হে বিধাতঃ! আপনি অনুমোদন করুন, যেন এই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের স্বামী হন।" বিধাতার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়া সকলে পৃথক্ পৃথক্ অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরযানে করিয়া সেই সকল কামিনীকে দ্বারকাপুরে প্রেরণ করিলেন; মহাকোষ, রথ, অশ্ব, অতুল ঐশ্বর্য্য ও বেগগামী ঐরাবত-কুলপ্রসূত চতুর্দন্ত শুক্লবর্ণ হস্তীও পাঠাইয়া দিলেন এবং চতুঃষষ্টি হস্তী পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। ৩১—৩৭। অনন্তর প্রিয়ার সহিত সুরেন্দ্র-ভবনে গমন করিয়া অদিতিকে কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক মহেন্দ্র ও ইন্দ্রাণী কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন আর ভার্য্যার অনুরোধে পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন ও গরুড়ের পৃষ্ঠে সংস্থাপনপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন; পরে স্বকীয় রাজ-ধানীতে উহা লইয়া আসিলেন। পারিজাত, সত্যভামার গৃহোদ্যানে স্থাপিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। স্বর্গ হইতে ভ্রমর সকল উহার গন্ধাসবে লোলুপ হইয়া লাম্পট্য-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্ত উহার অনুগামী হইতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ যত স্ত্রী, তত রূপ ধারণ করিয়া, এক মুহূর্ত্তেই নানা গৃহে সম্পূর্ণ হইয়াই এক সময়ে সেই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহাদিগের গৃহে তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সমান কোন গৃহই কুত্রাপি ছিল না। অচিন্তনীয়-কর্ম্মা আপন আনন্দে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গৃহে নিরন্তর অবস্থিতিপূর্ব্বক গার্হস্থ্য-ধর্ম্মাচারী ইতর ব্যক্তির ন্যায় কামে মগ্ন হইয়া ঐ সকল রামাদিগের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদিও যাঁহার অবস্থান জানিতে পারেন নাই, স্ত্রী সকল সেই রমাপতিকে পতি লাভ করিয়া সহর্ষ-চিত্তে অনুরাগের সহিত হাস্য, অবলোকন, নব-সঙ্গম ও জল্পনা-বিষয়ে লজ্জিত হইয়া অবিরত ভজনা করিতে লাগিল। রাজন্! তাহারা শতদাসীর কর্ত্রী হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন, আদর, উৎকৃষ্ট আসন, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বুল, পাদমর্দ্দন, বীজন, গন্ধ, মাল্য, কেশ-সংস্করণ, অভিষেক ও উপহার দ্বারা তাঁহার দাস্য-বিধান করিয়াছিল। ৩৯—৪৫।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! একদা শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম-নন্দিনীর শয্যায় সুখে উপবিষ্ট হইলে, তিনি সখীগণের সহিত ব্যজন দ্বারা জগদ্গুরু পতির সেবা করিতে লাগিলেন। যে ঈশ্বর লীলাক্রমে এই বিশ্ব সৃজন, পালন ও নাশ করেন, তিনি জন্ম-রহিত হইয়াও নিজকৃত মর্য্যাদা সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজন্! রুক্মিণীর গৃহ অতি প্রসিদ্ধ। অনেকানেক বিলম্বিত-মুক্তাদাম-শোভিত বিতান, মণিময় দীপ, অলিকুল-গুঞ্জিত পুষ্প ও মল্লিকাদামে তাহা অলঙ্কৃত। শুভ্র জ্যোৎস্না ও উদ্যানস্থ পারিজাত-পুষ্পের সৌরভ তাহার জালরন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিত এবং অগুরু-ধূপ দ্বারা গৃহ আমোদিত হইত। ভীষ্ম-নন্দিনী, সেই গৃহে পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেন-নিভ শুভ্র উত্তম শয্যায় সুখে উপবিষ্ট জগতের ঈশ্বর স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। দেবী, সখীর হস্ত হইতে রত্নদণ্ড-বিশিষ্ট ব্যজন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বীজনপূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অগ্র-হস্তে অঙ্গুরী, বলয় ও ব্যজন রহিল। তিনি দুই মণি-নূপুর বাদন করত সেই দুই নূপুর, বস্ত্রের মধ্যে আচ্ছাদিত স্তনযুগের কুঙ্কুমে রঞ্জিত হারের কান্তি এবং নিতম্বদেশে পরিহিত অমূল্য কাঞ্চী দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রূপ, মায়াবশে দেহধারী শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ; অলক-জাল, কুণ্ডল-যুগল ও পদকে অলঙ্কৃত কণ্ঠ দ্বারা সর্ব্বদিকেই পরিশোভিত তদীয় আননে সুধা উল্লসিত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন যাঁহার অন্য গতি ছিল না হরি, সেই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন,—"হে রাজপুত্রি! লোকপালদিগের ন্যায় বিভূতিশালী, মহানুভাব, ধনবান্, শ্রীমান্ এবং রূপ, ঔদার্য্য ও বল দ্বারা সমৃদ্ধ রাজগণ তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; মদনোন্মত্ত শিশুপাল তোমাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; তোমার ভ্রাতা এবং পিতাও তোমায় তাঁহাদিগকে দান করিয়াছিলেন; তথাপি তুমি তাহা-দিগকে ছাড়িয়া কেন আমার ন্যায় পাত্রকে বরণ করিয়াছিলে?

হে সুভ্রু! আমরা, রাজগণ হইতে ভয় পাইয়া সমুদ্রের শরণ লইয়াছি; বলবানদিগের সহিত বৈরতা করিয়াছি এবং যে কোন প্রকার রাজাসন পরিত্যাগ করিয়াছি। যে সকল পুরুষের আচার দুর্বোধ এবং যাঁহারা স্ত্রীর পরতন্ত্র নহেন, রমণীগণ তাঁহাদিগের পদবী অনুসরণ করিলে দুঃখ পাইয়া থাকে। আমরা নিষ্কিঞ্চন; নিষ্কিঞ্চনেরাই আমাদিগকে ভাল বাসেন। হে সুমধ্যমে! যাঁহাদিগের ধন, জন্ম, আকৃতি ও প্রভাব সমান, তাঁহাদিগেরই পরস্পর বিবাহ এবং বন্ধুতা ঘটিয়া থাকে; উত্তম ও অধমে কখন পরিণয় বা মিত্রতা হইতে পারে না। হে বিদর্ভ-নন্দিনি! তুমি দূরদর্শিনী নহ; আমি যাহা কহিলাম, তুমি তাহা না জানিয়া, গুণহীন আমাদিগকে বরণ করিয়াছ। ভিক্ষুকেরাই আমাদিগের বৃথা প্রশংসা করিয়া থাকে; যাহার সহিত মিলিত হইয়া তুমি ইহকালে ও পরকালে সুখলাভ করিতে পারিবে, এখনও তাদৃশ নিজের অনুরূপ কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে ভজনা কর। হে বামোরু! শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ ও দন্তবক্রাদি রাজা সকল এবং তোমার অগ্রজ রুক্মীও আমার দ্বেষ করিয়া থাকেন। হে ভদ্রে! আমি অসতের তেজ অপহরণ করিয়া থাকি; তাহারাও বীর্য্যমদে অন্ধ এবং দর্পিত হইয়াছিল, তাহাদিগের গর্ব্ব নাশ করিবার জন্য আমি তোমাকে আনয়ন করিয়াছি। আমরা দেহে এবং গৃহে উদাসীন; স্ত্রী, পুত্র বা ধন কামনা করি না; আত্মলাভেই পূর্ণ; অতএব দীপাদি জ্যোতির ন্যায় ক্রিয়ারহিত।" ১০—২০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্ রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও বিচ্ছেদ ছিল না; এই কারণে তিনি মনে করিতেন,—দেবকী-নন্দন কেবল তাঁহাকেই ভাল বাসেন। ভগবান্ তাঁহার দর্প হরণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। ত্রিলোকেশ-পতি প্রিয়ের এই অশ্রুতপূর্ব্ব অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে দেবী রুক্মিণীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি সাতিশয় চিন্তিত হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সুজাত নখের প্রভায় অরুণকান্তি পাদ দ্বারা ভূমি বিলিখন ও অঞ্জন-সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ অশ্রু দ্বারা স্তনদ্বয় সেক করিয়া অবনতমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দারুণ মনোবেদনায় তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল; নিরতিশয় দুঃখ, ভয় ও শোকহেতু বুদ্ধি নাশ পাইল; হস্তের বলয় শিথিল হইয়া আসিল এবং ব্যজন স্খলিত হইয়া পড়িল। চঞ্চল-চিত্তার দেহও জ্ঞানশূন্য হইয়া কেশপাশ বিকিরণ করিয়া, বাতাহত কদলীর ন্যায় পতিত হইল। ভীষ্মক-নন্দিনী উপহাসের গভীরতা বুঝিতেন না; শ্রীকৃষ্ণ, তাদৃশী সেই প্রিয়ার এই প্রেমবন্ধন প্রত্যক্ষ করিয়া সদয়-হৃদয়ে অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন। চতুর্ভুজ নীর পর্য্যঙ্ক হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্থাপন করিলেন এবং কেশপাশ বন্ধনপূর্ব্বক পদ্মহস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন। রাজন্! সান্ত্বনাভিজ্ঞ, সাধুদিগের গতি, প্রভু দেবকী-নন্দন কৃপাপূর্ব্বক অশ্রুবিকল নেত্রযুগল এবং শোকোপহত কুচদ্বয় মুছাইয়া অনন্য-পরায়ণা সতীকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করত সান্ত্বনা করিলেন। তিনি তাদৃশ গূঢ় পরিহাসের যোগ্য ছিলেন না; অতএব তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়াছিল। ২১—২৮। ভগবান্ কহিলেন, "হে বিদর্ভ-তনয়ে! আমার প্রতি রাগ করিও না; আমি জানি, তুমি আমা ভিন্ন অন্যকে জান না। সুন্দরি! তোমার কথা শুনিব এবং প্রেমকোপ প্রযুক্ত তোমার স্ফুরিত অধর, কটাক্ষ-সমন্বিত আরক্ত অপাঙ্গ এবং ভ্রূকুটি-প্রকটিত সুন্দর মুখ দেখিব বলিয়া, পরিহাস করিয়া এরূপ কহিয়াছিলাম। হে ভীরু! হে ভামিনি! গৃহস্থেরা যে গৃহধর্ম্মে প্রিয়ার সহিত হাস্য-পরিহাসে কাল যাপন করেন,—এই তাঁহাদিগের পরম লাভ।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বিদর্ভ-নন্দিনী, ভগবান্ হইতে এইরূপে সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং পরিহাসচ্ছলে ঐরূপ বলা হইয়াছিল—ইহা জানিতে পারিয়া, আশ্বস্ত হইলেন; সুতরাং প্রিয় ত্যাগ করিবেন বলিয়া যে ভয় হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ২৯—৩২। হে ভারত! দেবী, সলজ্জ-হাস্য-সহকৃত সুন্দর স্নিগ্ধ কটাক্ষ দ্বারা পুরুষ-শ্রেষ্ঠের ঐশ্বর্য্যযুক্ত মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে কমল-লোচন! আপনি যে বলিলেন, 'আমি ভগবান্ অসমান-বিগ্রহ এবং তুমি আমার সদৃশী নহ', এ কথা সত্যই বটে; কারণ, ব্রহ্মাদি তিনের অধীশ্বর, নিজ মহিমায় অভিরত আপনিই বা কোথায়, আর গুণ-প্রকৃতি অথচ মূঢ়দিগের পূজনীয়া আমিই বা কোথায়! হে বিশাল-বিক্রম! আপনি নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানঘন আত্মা; রাজাদিগের ভয় হইতেই যেন সমুদ্রের ভিতর শয়ন করিতেছেন,—এ কথাও সত্য বটে; যাহাদিগের ইন্দ্রিয় বহির্ম্মুখ, আপনি নিত্যই তাহাদিগের বিদ্বেষ করেন। রাজপদ গাঢ় অজ্ঞান; আপনার সেবকেরাই যখন এ পদ পরিত্যাগ করিয়াছে; তখন আপনার আর কথা কি? আপনার পাদপদ্মের মকরন্দসেবী মুনিগণেরই আচরণ দুর্ব্বোধ; নর-পশুরা উহা বুঝিতে অক্ষম। আর যাঁহারা আপনার অনুবর্ত্তন করেন, যখন তাঁহাদিগেরই চরিত অলৌকিক, হে ভূমন্! তখন ঈশ্বর আপনার চরিত যে অলৌকিক হইবে, তাহাতে আর কথা কি? যে ব্রহ্মাদি, অন্যের নিকট পূজা পাইয়া থাকেন, তাঁহারাও আপনার পূজোপহার আহরণ করেন; অতএব আপনি নিষ্কিঞ্চন নহেন; তবে একরূপ নিষ্কিঞ্চনই বটেন; কারণ, আপনা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। ধনমদান্ধ ব্যক্তিরা আপনাকে অন্তক বলিয়া জানিতে পারে না; আপনি যে বলি-ভোজদিগের শ্রেষ্ঠ, তাহারাও আপনাকে জানে না। সুবুদ্ধি জনেরা যাঁহাকে অভিলাষ করিয়া সমুদায় পরিত্যাগ করেন, আপনি সেই যাবতীয় পুরুষার্থ ও পরমাত্ম-স্বরূপ। হে বিভো! পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাদিগের সহিত সখ্যই আপনার যোগ্য বটে,—স্ত্রী-পুরুষ আমাদিগের সম্বন্ধ আপনার যোগ্য নহে; কারণ, আমরা সুখ-দুঃখে আকুল। ৩৩—৩৮। ত্যক্তদণ্ড মুনিগণই আপনার অনুভাব জানেন; 'আপনি জগতের আত্মা আর আপনি আত্মপ্রদ'—এই জানিয়াই ব্রহ্মাদিকে পরিত্যাগ করিয়াও আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি;—আপনার ভ্রূযুগের মধ্য হইতে যে কালের উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মঙ্গল নষ্ট হইয়াছে; অতএব অন্যের কথায় কাজ কি? হে গদাগ্রজ! সিংহ যেমন গর্জ্জনশব্দে পশুপাল দূরীকৃত করিয়া আহার গ্রহণ করে, আপনি তেমনি শার্ঙ্গ-নিনাদে রাজাদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া আপনার নিজের অংশ আমাকে হরণ করিয়াছিলেন; সেই আপনি যে, সেই সকল রাজার ভয়ে সমুদ্রের শরণ লইয়াছেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। হে পদ্মনয়ন! অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় প্রভৃতি রাজচূড়ামণিগণ তজ্জন্যাভিলাষে ঐকাধিপত্য রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার পদবী আশ্রয় করিবার নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিয়া কি কষ্ট পাইয়াছেন? আপনি গুণের আলয়; আপনার পাদপদ্মের সৌরভ লক্ষ্মীর সেব্য, সাধুগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত এবং জনগণের মোক্ষ; সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, যাহার প্রয়োজন-বিষয়ে পরিষ্কার দৃষ্টি আছে—এরূপ কোন্ কামিনী,—মরণশীল, নিরন্তর সমধিক ভয়ে ভীত অন্যকে আশ্রয় করিবে? আর আপনি জগতের অধীশ্বর ও আত্মা,—ইহ ও পরকালে অভিলাষ পূরণ করেন; আমি এতাদৃশ অনুরূপ আপনাকেই বরণ করিয়াছিলাম। আমি, দেব-তির্য্যগাদি নানা পথে ভ্রাম্যমাণ হইয়াও আপনার চরণ-পদ্মে শরণাপন্ন হইয়াছি। যিনি আপনাকে ভজনা করেন, আপনি তাঁহাকে আপনার করিয়া লন এবং আপনা হইতে সংসারের নাশ হয়। ৩৯—৪৩। হে অচ্যুত! হে শত্রুনাশন!

আপনার যে কথা, হর-বিরিঞ্চির সভায় সুন্দররূপে গীত হইয়া থাকে, সেই কথা যে হতভাগিনীর কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই,—তোমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্যক্তিগণের ও শ্রীগণের গৃহে গর্দ্দভ, গো, কুকুর, বিড়াল ও ভৃত্যের ন্যায় আচরণকারী অপকৃষ্ট রাজা সকল তাহারই পতি হউক। আপনার চরণারবিন্দের মকরন্দ আঘ্রাণ না করাতে যে স্ত্রী মূঢ় হইয়াছে, সে-ই "এই কান্ত" এই ভাবিয়া, উপরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশ দ্বারা আবৃত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বাতে পরিপূর্ণ জীবিত শবকে ভজনা করিয়া থাকে। আপনি আত্মাতেই নিরত,—আমার প্রতিও আপনার অত্যন্ত অধিক দৃষ্টি নাই; তথাপি, হে অম্বুজাক্ষ! আপনার চরণে যেন আমার রতি হয়। আপনি যে এই জগতের বৃদ্ধির নিমিত্ত উৎকৃষ্ট রজোগুণ ধারণ করিয়া আমার প্রতি কটাক্ষ করিবেন, তাহাই তখনি আমার প্রতি অনুকম্পা বলিয়া জানিব। হে মধুসূদন! আপনি যে বলিয়াছেন,—'অন্য অনুরূপ ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠকে বরণ কর', সে কথা অলীক নহে; কারণ, জগতে কোন কোন কামিনী স্বামি-সত্বেও অপর পুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে; দেখুন,—কাশিরাজের কন্যা অম্বা শাম্বরাজের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিল। পরিণীতা হইলেও পুংশ্চলীর মন নূতন নূতনে আসক্ত হইয়া থাকে। যিনি পণ্ডিত হইবেন, তিনি কখন অসতীকে বিবাহ করিবেন না; করিলে, ইহ এবং পর,—উভয় লোক হইতে চ্যুত হইতে হইবে।" ৪৪—৪৮। ভগবান্ কহিলেন, "হে সাধ্বি! হে রাজপুত্রি! এই সকল শুনিতে অভিলাষ করিয়াই আমি তোমাকে উপহাস করিয়াছিলাম। তুমি আমার উক্তির উপর যাহা বলিলে, তাহা সত্যই বটে। হে কামিনি! তুমি আমাতে নিতান্ত অনুরক্তা; মুক্তি ও নির্ব্বাণ সাধনের নিমিত্ত তুমি যে যে বর প্রার্থনা করিতেছ, সে সমুদায়ই সর্ব্বদা তোমার রহিয়াছে। হে নিষ্পাপে! তুমি পতিপ্রেমও পাতি-ব্রত্য-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে; কারণ, আমি বাক্য দ্বারা তোমার ক্রোধ জন্মাইলাম, তথাপি আমা হইতে তোমার মন দূরীভূত হইল না। আমি মোক্ষের অধীশ্বর; যে কামাত্মা কামিনীগণ, সকল তপস্যা ও ব্রতাচরণ দ্বারা দম্পতীর উপভোগ্য সুখের নিমিত্ত আমাকে ভজনা করে, নিশ্চয়ই তাহারা আমার মায়ায় মুগ্ধ। হে মানিনি! মুক্তি ও সম্পত্তি সকল, আমাতে অবস্থিত,—আমি যাবতীয় সম্পত্তির অধীশ্বর; যাহারা আমাকে লাভ করিয়া আমার নিকট সম্পত্তি প্রার্থনা করে; তাহারা মন্দভাগ্য; নিকৃষ্ট যোনিতেও সম্পত্তির উপভোগ হইতে পারে; আর ঐ সকল ব্যক্তির আত্মা বিষয়েই নিবিষ্ট; অতএব নিকৃষ্ট-যোনি-সঙ্গম উহা-দিগের শোভা-সাধন। অতএব হে গৃহেশ্বরি! তুমি যে বারং-বার আমার নিষ্কাম পরিচর্য্যা করিয়াছ, ইহা অতি মঙ্গলের বিষয়। অন্য ব্যক্তিরা এরূপ সেবা কখনই করিতে পারে না। বিশেষতঃ যাহারা দুষ্টবুদ্ধি, সুতরাং কেবল প্রাণ-পরিতোষণেই তৎপরা, সেই সমস্ত বঞ্চন-নিরতা কামিনীর পক্ষে ইহা অতি-শয় দুষ্কর। ৪৯—৫৪। হে মানিনি! আমি গৃহমধ্যে তোমার ন্যায় প্রণয়িনী গৃহিণী আর দেখি না। তুমি আমার প্রশংসাবাদ শ্রবণপূর্ব্বক বিবাহ-কালে অভ্যাগত রাজাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া অতি নির্জ্জনে আমার নিকট ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া-ছিলে। যুদ্ধে পরাজিত ভ্রাতার বিরূপকরণ এবং বিবাহ-তিথিতে দ্যূতসভায় তাঁহার বধ স্মরণপূর্ব্বক "পুনর্ব্বিচ্ছেদ মহাকষ্ট পাই-য়াও; পাছে আমাদিগের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে," এই ভয়ে তুমি তাহা সহ্য করিয়াছ,—কিছুই বল নাই, ইহাতেই তোমার আমাদিগকে বশীভূত করা হইয়াছে। তুমি আমাকে পাইবার নিমিত্ত মন্ত্রণা বিষয় উত্তমরূপে জ্ঞাপন করিয়া দূত প্রেরণ করিয়া-ছিলে এবং আমি বিলম্ব করাতে জগৎ শূন্য দেখিয়া, অন্যের অযোগ্য এই কলেবর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে; অতএব তোমার সে কার্য্য তোমাতেই থাকুক; আমি তাহার পরিশোধ করিতে পারিব না; তবে আমরা কেবল তোমার তুষ্টি-সাধন করিতে যত্ন করিব।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ দেবকী-নন্দন, সুরত-কর্ম্ম সদালাপ-সহকারে সুখভোগে রত হইয়া নরলোককে বিড়ম্বনাপূর্ব্বক রমার সহিত রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বিভু লোকগুরু হইয়াও গৃহীর ন্যায় অন্যান্য কামিনীর গৃহেও গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৫৫—৫৯।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

রুক্মি-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত মহিষীরা প্রত্যেকে দশ দশ করিয়া পুত্র, প্রসব করেন। ঐ সকল পুত্র আত্ম-সম্পত্তিতে পিতার সমান ছিলেন। ভগবান্ যে আত্মারাম, তাহা তদীয় বনিতারা জানিতেন না; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে স্ব স্ব গৃহে নিয়ত অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করিতেন,—"শ্রীকৃষ্ণ আমাকেই ভাল বাসেন।" পরিপূর্ণ—ভগবানের সুন্দর পদ্মকোষের ন্যায় বদন, দীর্ঘ বাহু ও নয়ন, প্রেমগদ্গদ হাস্য, রসপূর্ব্বক দৃষ্টি এবং মনোহর আলাপ দ্বারা সম্মোহিত হইয়া, তাঁহারা নিজ বিভ্রমে তাঁহার মন বশীভূত করিতে পারেন নাই। কামিনীগণ সংখ্যায় ষোড়শ সহস্র ছিলেন; তথাপি—গূঢ়হাস্যযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা সূচিত অভিপ্রায়-নিবন্ধন মনোহারী ভ্রমণ্ডল দ্বারা যে সকল সুরত-সম্বন্ধীয় মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে পটু কাম শর-সমূহ এবং অন্যান্য উপায় সকলের দ্বারাও তাঁহার ইন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ করিতে সক্ষম হন নাই। ব্রহ্মাদিও যাঁহার পদবী জানিতে পারেন না, ঐ সকল কামিনী সেই রমাপতিকে পতি পাইয়া নিরন্তর-বর্দ্ধিত আনন্দের সহিত অনুরাগপূর্ব্বক হাস্য, অবলোকন এবং নবসঙ্গমে ঔৎসুক্যাদি বিবিধ বিভ্রম সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকে শত দাসীর অধীশ্বরী ছিলেন; তথাপি আগমনমাত্রে উত্থান, আসন, উৎকৃষ্ট পূজাসামগ্রী, পাদ-প্রক্ষালন, তাম্বূল, পাদমর্দ্দন, বীজন, গন্ধ, মাল্য, কেশ-সংস্করণ, শয়ন, অভিষেক ও উপকরণ দ্বারা বিভুর দাস্য করিতেন। ১—৬। রাজন্! দশপুত্রা শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যে অষ্ট মহিষীর নাম করিয়াছি, তোমার নিকট তাঁহাদিগের পুত্র প্রদ্যুম্নাদিকে বর্ণন করি,—শ্রবণ কর। প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, বীর্য্যশালী চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু—এই দশ পুত্র রুক্মিণীর গর্ভে উৎপন্ন হয়। ইঁহারা কেহই পিতা হইতে ন্যূন ছিলেন না। ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু—এই দশটি সত্যভামার তনয়। জাম্ববতীর শাম্বাদি দশ পুত্র।—তাঁহাদিগের নাম শাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, দ্রবিণ, বসুমান্, ও ক্রতু। ইঁহারাও পিতার মনোমত ছিলেন। শ্রীমান্ বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু ও কুন্তি, ইঁহারা নগ্নজিৎ-কন্যার পুত্র। শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও কনিষ্ঠ সোমক—ইঁহারা কালিন্দীর তনয়। প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ ও অপরাজিত,—ইঁহারা মাদ্রীর পুত্র। বৃক, হর্ষ, অনিল,

পৃথ, বহ্বন্ন, অন্নাদ, মহাংশ, পাবন, বহ্নি ও ক্ষুধি; ইঁহারা মিত্রবিন্দার নন্দন। সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, আয়ু ও সত্য,—এই দশটী ভদ্রার পুত্র। রোহিণীর গর্ভে হরির দীপ্তীশালী তাম্রতপ্ত প্রভৃতি পুত্র জন্মে। রাজন্! ভোজকট নগরে রুক্মিতনয়া রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হন। মহারাজ! এই সকলের এবং অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণ-পুত্রদিগেরও কোটি কোটি পুত্র-পৌত্রাদি জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ-সন্তানদিগের ষোড়শ সহস্র মাতা ছিল। ৭—১৯। রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রুক্মী, শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত ছিদ্র অন্বেষণ করিতেন; তিনি কেন শত্রু-পুত্রকে কন্যাদান করেন? শত্রুতে শত্রুতে এই যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমাকে বলুন। যোগী ব্যক্তিরা,—ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্ত্তমান, অতীন্দ্রিয়, দূরস্থ ও ব্যবধানে স্থিত সমুদায় বিষয়ই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! যদিও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া রুক্মী মনোমধ্যে সর্ব্বদা শত্রুতা পোষণ করিয়া থাকিত, তথাপি ভগিনীর অভীষ্ট সাধন করিয়া ভাগিনেয়কে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল। সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গ স্বয়ংবর-স্থলে ঐ কন্যা কর্ত্তৃক বৃত হইয়া, একাকী যুদ্ধে সমবেত রাজগণকে পরাজয় করেন এবং উহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। রাজন্! কৃতবর্ম্মার বলবান্ পুত্র, রুক্মিণীর বিশাল-লোচন চারুমতী নাম্নে কন্যাকে বিবাহ করেন। হরির প্রতি রুক্মীর শত্রুতা বদ্ধ ছিল এবং তিনি জানিতেন যে, তাদৃশ বিবাহ ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে; তথাপি স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া ভগিনীর প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত দৌহিত্র অনিরুদ্ধকে রোচনা নাম্নী নিজ পৌত্রী সম্প্রদান করিয়াছিলেন। রাজন্! সেই উৎসব-উপলক্ষে রুক্মিণী, রাম, কেশব এবং প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ভোজকট নগরে গমন করিলেন। তথায় বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর কালিঙ্গ প্রভৃতি দর্পিত রাজগণ রুক্মীকে কহিলেন, "পাশ দ্বারা বলরামকে জয় করুন। রাজন্! এ পাশক্রীড়া জ্ঞাত নহে; এই ক্রীড়াটাও মহৎ ব্যসন বটে।" ২০—২৭ রুক্মী এই কথা শুনিয়া বলদেবকে আহ্বানপূর্ব্বক পাশক্রীড়া করিতে বসিলেন। রাম উহাতে শত, সহস্র ও দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পণ ধরিলেন। রুক্মী ক্রীড়ায় সে সমস্ত জয় করিয়া লইলেন। কালিঙ্গ দাঁত দেখাইয়া বলদেবকে উপহাস করিলেন। হলধর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। অনন্তর রুক্মী লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পণ ধরিলেন। বলরাম উহা জয় করিয়া লইলেন। কিন্তু রুক্মী ছল করিয়া কহিলেন, "আমি জয় করিয়াছি।" শ্রীমান্ রাম, পর্ব্বদিবসে সমুদ্রের ন্যায় ক্ষুভিত হইয়া, দশ কোটি মুদ্রা পণ ধরিলেন; কোপে তাঁহার বদন অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল। রাম ধর্ম্ম-পূর্ব্বক ঐ দশ কোটি মুদ্রাও জয় করিলেন; কিন্তু রুক্মী ছল করিয়া কহিলেন, "এই ক্রীড়ায় আমি জয়ী হইয়াছি,—পার্শ্ববর্ত্তীরা বলুন।" এই সময়ে আকাশবাণী হইল,—"বলই ধর্ম্ম-অনুসারে পণ জয় করিয়াছেন; ইঁহার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য, রুক্মী মিথ্যা কহিতেছেন।" বিদর্ভ-তনয়, কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই দৈববাণী অগ্রাহ্য করিলেন এবং সভামধ্যে বলদেবকে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা গোপাল, বনে পাল কর; পাশক্রীড়ায় সাধিত নহ; রাজারাই পাশ ও বাণ দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন,—তোমাদিগের ন্যায় লোকেরা নহে।" রুক্মী কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত এবং রাজগণ কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া, বলদেব ক্রুদ্ধ হইলেন ও পরিঘ উত্তোলন করিয়া মঙ্গল-সভায় রুক্মীকে সংহার করিলেন। যে কালিঙ্গরাজ দন্ত প্রকাশ করিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তাঁর দশন-পংক্তি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া, ক্রোধে তাঁহার দন্ত সকল উৎপাটিত করিলেন। অন্যান্য রাজারা, বলদেবের পরিঘাঘাতে পীড়িত এবং ভগ্নবাহু, ভগ্ন-উরু, ভগ্নশিরা ও রুধিরাক্ত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। রাজন্! শ্যালক রুক্মী, বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইলে পর, পাছে স্নেহভঙ্গ হয়,—এই ভয়ে হরি,—রুক্মিণী বা বলদেবকে ভাল-মন্দ কিছুই কহিলেন না। অনন্তর রামাদি এবং মধুসূদনের আশ্রিত যদুগণ যাবতীয় প্রয়োজন সাধন করিয়া, বর অনিরুদ্ধকে ভার্য্যার সহিত রথে আরোহণ করাইয়া, ভোজকট হইতে কুশস্থলী আগমন করিলেন। ২৮—৪০।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

বাণ কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধের বন্ধন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বাণ, মহাত্মা বলি-রাজার একশত পুত্রের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সহস্র বাহু। তিনি তাণ্ডব-সময়ে বাদ্য দ্বারা গিরিশের তুষ্টিসাধন করিতেন। ভগবান্ ভক্ত-বৎসল শরণ্য সর্ব্বভূতেশ্বর তাঁহাকে বর-প্রার্থনা করিতে কহিলে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার পুররক্ষক হইতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। এই বাণ বীর্য্য-গর্ব্বে সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া একদা সূর্য্যবর্ণ কিরীট দ্বারা ভগবান্ গিরিশের পদাম্বুজ স্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাদেব! আপনি, অপূর্ণকাম ব্যক্তিদিগের কামপূরক ও কল্পতরু; হে লোকগুরো! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমাকে সহস্র বাহু দিয়াছেন; সেই সকল আমার সাতিশয় ভারের কারণ হয়। আমি, আপনা ব্যতীত ত্রিলোকের মধ্যে আমার যোগ্য প্রতিযোদ্ধা দেখিতে পাই না। কণ্ডূতি-নিবন্ধন ভার-ভূত বাহু সকল দ্বারা পর্ব্বত-নিকর চূর্ণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দিগ্‌হস্তীদিগের নিকট গমন করি; কিন্তু তাহারাও ভয় পাইয়া পলায়ন করে।" ১—৭। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রে মূঢ়! যেদিন আমার সমান ব্যক্তির সহিত তোমার দর্পনাশক যুদ্ধ হইবে, সেই দিন তোমার ধ্বজ ভগ্ন হইবে।" রাজন্! এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কুবুদ্ধি বাণ হৃষ্ট হইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিল এবং নিজ-বীর্য্যনাশক গিরিশাদেশ প্রতীক্ষা করিয়া কালযাপন করিতে লাগিল। এই বাণ-রাজার ঊষা নামে এক কন্যা ছিল। চারুদর্শনা ঊষা, প্রদ্যুম্ন-নন্দন অনিরুদ্ধকে কখন দেখেন নাই,—কখন তাঁহার নামও শুনেন নাই। একদা সেই অনিরুদ্ধের সহিত স্বপ্নে তাঁহার বিহারসুখ লাভ হইল। ঊষা স্বপ্নাবস্থাতেই সেই অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া, "সখা! কোথায় রহিলে" বলিয়া সখীগণের মধ্যস্থলে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। রাজন্! কুম্ভাণ্ড নামে বাণের এক অমাত্য ছিল। চিত্রলেখা তাঁহার তনয়া। চিত্রলেখা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সখী ঊষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুভ্রু! তুমি কাহার অন্বেষণ কর? তোমার মনোরথ কি? হে রাজপুত্রি! অদ্যাপি ত তোমার বর দেখিতেছি না।" ঊষা কহিলেন, "সখি! আমি স্বপ্নে এক শ্যামবর্ণ পুরুষকে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার লোচন-যুগল কমল-সদৃশ, পরিধান পীত বসন এবং বাহু দীর্ঘ তিনি কামিনীগণের মনোমোহন। আমি তাঁহারই অন্বেষণ করি। তিনি আমাকে অধর-সুধা পান করাইয়া, আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া গমন করিয়াছেন।" ৮—১৫। চিত্রলেখা কহিলেন, "তোমার দুঃখ দূর করিব। যে পুরুষ তোমার মন হরণ করিয়াছেন, তিনি যদি ত্রিলোকের মধ্যে কোথাও থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমি আনিয়া দিব;—তুমি বলিয়া দেও।" এই বলিয়া চিত্রলেখা,—দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ,

চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও মনুষ্যদিগকে অবিকল চিত্রিত করিলেন। নরবর্গের মধ্যে বৃষ্ণিবংশ, বলবান্ আনকদুন্দুভি, রাম, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নের প্রতিকৃতি লিখিলেন। রাজপুত্রী প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। তাহার পর চিত্রগত অনিরুদ্ধকে নিরীক্ষণ করিয়া নৃপবালা লজ্জায় অবনত-মুখী হইয়া ঈষৎহাস্য-বদনে কহিলেন, "এই তিনি"। রাজন্। যোগিনী চিত্রলেখা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া আকাশপথে শ্রীকৃষ্ণ-পালিত দ্বারকায় গমন করিলেন। তথায় প্রদ্যুম্ন-তনয়, সুন্দর পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত ছিলেন। চিত্রলেখা তাঁহাকে শোণিত-পুরে লইয়া গিয়া সখীকে দেখাইলেন। সেই সুন্দর-শ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া উষার বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।" তিনি, পুরুষগণের দুষ্প্রেক্ষ্য নিজ গৃহে প্রদ্যুম্ন-নন্দনের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধ পরিচর্য্যার সহিত মহামূল্য বসন, মাল্য, চন্দন, ধূপ, দীপ ও আসনাদি এবং পান, ভোজন, ভক্ষ্য ও বিবিধ বাক্য দ্বারা পূজিত হইয়া অন্তঃপুর-মধ্যে গূঢ়ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। উষার স্নেহ নিরন্তরই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। সেই উষা-কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়বর্গ মোহিত হওয়াতে যদুনন্দন জানিতে পারিলেন না যে, কতদিন অতিবাহিত হইল। যদুবীর উষাকে সম্ভোগ করাতে সেই রাজ-কুমারীর অঙ্গসমূহ অতিশয় স্ফূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিল। সেই সকল চিহ্ন গোপন করিবার নহে। রক্ষকেরা তদ্দ্বারা তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া রাজসদনে গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিল,—"রাজন্! আমরা আপনার অবিবাহিতা দুহিতার কুলদূষণ আচরণ অনুমান করিতেছি। প্রভো। আমরা নিরন্তর উপস্থিত থাকিয়া সাবধানে তাঁহাকে গৃহে রক্ষা করি,—পুরুষে তাঁহাকে দেখিতেও পায় না; তথাপি কিরূপে অবিবাহিতাকে দুষ্ট করা হইল,—জানি না।" ১৬—২১। কন্যা দূষিত হইয়াছে,—শ্রবণ করিয়া রাজা বাণ সাতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং সত্বর কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—ভুবনের এক প্রধান সুন্দর শ্যামবর্ণ, পীতবাসা, পদ্মনয়ন, দীর্ঘবাহু কামতনয়, সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপা প্রিয়ার সহিত পাশক্রীড়া করিতেছেন; কুণ্ডল ও কুণ্ডলের প্রভায় এবং সহাস অবলোকনে তাঁহার বদনের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তিনি যে মল্লিকা-গ্রথিত মালা দুই বাহুতে ধারণ করিয়াছিলেন, প্রিয়ার অঙ্গ-সংস্পর্শ হেতু তাহাতে স্তনকুঙ্কুম রঞ্জিত ছিল। বাণ, দুহিতার সম্মুখে এতাদৃশ কাম-নন্দনকে উপবিষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মাধব, উদ্যতাস্ত্র অনেক সৈনিকগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই বাণ-রাজাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, লৌহ-নির্ম্মিত পরিঘ উত্তোলনপূর্ব্বক, দণ্ডধর অন্তকের ন্যায়, সংহার করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সমস্ত সৈন্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলে পর যেমন শূকর-যূথপতি কুক্কুরদিগকে সংহার করে, বীর অনিরুদ্ধ সেইরূপ তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হনন-কার্য্য আরব্ধ হইলে পর সকলে ভগ্নশিরা, ভগ্নোরু বা ভগ্নবাহু হইয়া ভবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বলবান্ বলিনন্দন কুপিত হইয়া, আপন সৈন্যের সংহারকারী সেই অনিরুদ্ধকে নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন। তিনি বদ্ধ হইয়াছেন,—শ্রবণ করিয়া, উষা নিরতিশয় শোক ও বিষাদে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং বাষ্প-পূরিত লোচনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ২৭—৩৩।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বাণ-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভ।

শুকদেব কহিলেন,—হে ভরত-নন্দন! অনিরুদ্ধের বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে না দেখিয়া, শোকে চারি বৎসর অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর নারদের মুখে তাঁহার বন্ধন ও বাণের সহিত যুদ্ধ-বিবরণ পাইয়া কৃষ্ণ-দৈবত বৃষ্ণিগণ শোণিতপুরে যাত্রা করিলেন। রাম-কৃষ্ণের অনুগামী প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপানন্দ ও ভদ্রাদি যদুশ্রেষ্ঠগণ, দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে চারিদিক্ হইতে বাণ-নগর বেষ্টন করিলেন এবং নগরোদ্যান, প্রাকার, অট্টালক এবং গোপুর সকল ভগ্ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া, তুল্য সৈন্য-সহ নির্গত হইলেন। বাণের নিমিত্ত ভগবান্ রুদ্র, নন্দিবৃষে আরোহণ করিয়াই পুত্র ও প্রমথগণ সঙ্গে লইয়া রাম-কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজন্। শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করে এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্ত্তিকেয়ে যে অতি তুমুল যুদ্ধ হইল, তাহা অতি অদ্ভুত;—শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সহিত বলরামের; শাম্বপুত্রের সহিত সাম্বের এবং বাণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১—৮। ব্রহ্মাদি সুরেশ্বর, মুনি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও যক্ষগণ বিমানারোহণে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, শার্ঙ্গ ধনু হইতে প্রক্ষিপ্ত তীক্ষাগ্র বাণ-সমূহ দ্বারা শঙ্করের অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহক, ডাকিনী, রাক্ষস, বেতাল, বিনায়ক, ভূতমাতা, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড ও ব্রহ্মরাক্ষসদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। পিনাকী পৃথক্ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর দিব্য অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিলেন। শার্ঙ্গধারী আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া আপন অস্ত্র-নিকর দ্বারা ঐ সকল নিরস্ত করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্রের প্রতি পর্ব্বতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি পর্জ্জন্যাস্ত্র এবং পাশুপতাস্ত্রের প্রতি নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা জৃম্ভিত গিরিশকে মোহিত করিয়া, যদুনন্দন খড়্গ, গদা ও বাণ দ্বারা বাণের সৈনিকদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রদ্যুম্নের বাণজালে ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বগাত্র হইতে রুধির-ধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল; তিনি ময়ূরযোগে পলায়ন করিলেন। ৯—১৫। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ, মুষলাঘাতে পীড়িত হইয়া রণস্থলে পতিত হইল। তাহাদিগের সেনা হতনায়ক হইয়া সর্ব্বদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। নিজ সৈন্য-সামন্তকে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া রথী বাণ, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং যুদ্ধে সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। রণদুর্ম্মদ বাণ, পঞ্চ শত ধনু একেবারে আকর্ষণ করিয়া প্রত্যেকে দুই দুই শর যোজনা করিলেন। ভগবান্ হরি সেই সকল বাণ ও ধনুক এককালে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সারথি, রথ ও অশ্ব সকল বিনাশ করিয়া শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। কোটরা নামে বাণের মাতা উলঙ্গ ও মুক্তকেশা হইয়া পুত্রের প্রাণরক্ষা করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন গদাগ্রজ শ্রীহরি, তাহাকে দর্শন করিবেন না বলিয়া মুখ ফিরাইলেন; এদিকে বাণ বিরথ ও ধনুহীন হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ভূতগণ বিদ্রাবিত হইলে পর, ত্রিশিরা ত্রিপাদ জ্বর যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিল। দেব নারায়ণও তাহাকে দেখিয়া শীত-জ্বর সৃষ্টি করিলেন। মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব,—দুই জ্বর পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। মাহেশ্বর-জ্বর যুদ্ধ করিতে করিতে, বৈষ্ণব-জ্বরের বলে পীড়িত হইয়া পড়িল এবং অন্যত্র অভয় না

পাইয়া, শরণ প্রার্থনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষীকেশের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। ১৩—২৪। জ্বর কহিল, "আপনি অনন্তশক্তি পরমেশ্বর; আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্বাত্মা, নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানমাত্র ও ব্রহ্মাদির ঈশ্বর। আপনি বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ। কর্ম্ম-রহিত, অতএব বেদবেদ্য যে ব্রহ্ম, সেও আপনি;—আপনাকে নমস্কার করি। কাল, দৈব, কর্ম্ম, জীব, স্বভাব, সূক্ষ্ম ভূতগণ, প্রাণ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, দেহ এবং দেহের বীজপ্ররোহ প্রবাহ—এই সকল আপনারই মায়া; কিন্তু আপনাতে ইহাদের সদ্ভাব নাই; আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি লীলাবশেই মৎস্য-কূর্ম্মাদি নানা অবতার স্বীকার করিয়া দেবগণ, সাধুগণ ও লোক-মর্য্যাদা সকল পালন এবং হিংসাপ্রবৃত্ত উন্মার্গগামী দৈত্যাদি সংহার করিয়া থাকেন; আপনার এই জন্ম পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্ত। আপনার শান্ত, অথচ উগ্র, অতি ভয়ানক দুঃসহ তেজে তপ্ত হইয়াছি; দেহী-সকল আশায় অনুবদ্ধ হইয়া যতদিন আপনার পাদমূল সেবা না করে, ততদিনই তাহাদিগের তাপ থাকে।" ভগবান্ কহিলেন, "ত্রিশিরা জ্বর! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম; আমার জ্বর হইতে তোমার যে ভয় হইয়াছে, তাহা অপনীত হউক। অদ্য হইতে যে ব্যক্তি আমাদের এই সংবাদ স্মরণ করিবে, তোমা হইতে তাহার ভয় থাকিবে না।" মাহেশ্বর-জ্বর এই কথা শুনিয়া অচ্যুতকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। ২৫—৩০। রাজন্! এদিকে বাণ, জনার্দ্দনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রথে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি সহস্র বাহুতে নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক পরম ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রধরের উপর উহা প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দৈত্যপতি বারংবার বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে পর, ভগবান্ ক্ষুরধার চক্র দ্বারা, মহাবৃক্ষের শাখা সকলের ন্যায় তাহার বাহু-সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাণের বাহুচ্ছেদ আরম্ভ হইলে, ভগবান্ মহাদেব, ভক্তের প্রতি দয়ানিবন্ধন নিকটে গিয়া চক্রধরকে কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"ব্রহ্মন্! তুমি বেদে গূঢ় পরম-জ্যোতি-রূপ পরব্রহ্ম; নির্ম্মলাত্মা সাধুগণ কেবল আকাশের ন্যায় তোমাকে দর্শন করেন। আকাশ তোমার নাভি; অগ্নি তোমার মুখ; জল তোমার শুক্র; স্বর্গ তোমার মস্তক; দিক্ সকল তোমার কর্ণ; পৃথিবী তোমার পদ; চন্দ্র তোমার মন; সূর্য্য তোমার চক্ষু; অহঙ্কার তোমার আত্মা; সমুদ্র তোমার উদর; ইন্দ্র তোমার বাহু-সমূহ; ওষধিবর্গ তোমার রোমরাজি; মেঘ সকল তোমার কেশপাশ; বিরিঞ্চ তোমার বুদ্ধি; প্রজাপতি তোমার মেঢ্র এবং ধর্ম্ম তোমার হৃদয়;—তুমি লোককল্পিত বিরাট-পুরুষ। হে অপ্রচ্যুত-স্বরূপ! ধর্ম্মের পালন ও সংসারের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি এই সকল অবতার গ্রহণ করিয়া থাক। আমরা সকলে তোমা কর্ত্তৃক পালিত হইয়া সপ্ত ভুবন পালন করিতেছি। ৩১—৩৭। তুমি স্বপ্রকাশ, শুদ্ধ, তুরীয় আদ্য-পুরুষ ও এক। তুমি কারণ ও কারণরহিত অদ্বিতীয় ঈশ্বর; তথাপি সর্ব্ববিষয় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আপন মায়াযোগে প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রতীয়মান হইয়া থাক। যেমন সূর্য্য নিজ ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াও ছায়া এবং রূপ সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন, হে ভূমন্! তেমনি আত্মা স্বপ্রকাশ তুমি, গুণগণে আচ্ছাদিত হইয়াও গুণ এবং গুণীদিগকে প্রকাশ কর। ভগবন্! তোমার মায়ায় মুগ্ধবুদ্ধি জীব সকল,—পুত্র, দারা ও গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইতেছে। এই দেবদত্ত নরলোক প্রাপ্ত হইয়াও যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, তোমার পাদপদ্মের আদর না করে, সে আত্মবঞ্চক; তাহার অবস্থা নিতান্ত শোচ্য। যে মর্ত্ত্যবাসী বিপরীত ইন্দ্রিয়ার্থের নিমিত্ত প্রিয় ঈশ্বর আত্মা তোমাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষপান করে। আমি, ব্রহ্মা এবং অমলচিত্ত মুনিগণ, কায়মনোবাক্যে প্রিয়তম আত্মা তোমার শরণাগত। হে দেব! জগতের স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ, প্রশান্ত,—সুতরাং কর্ম্মরহিত সুহৃদ্, আত্মা ও দৈব, জগতের আত্মার আধার-স্থান,—অতএব অনন্ত, এক আপনাকে সংসার-মুক্তির নিমিত্ত ভজনা করি। এই বাণ আমার অভীষ্ট, প্রিয় ও অনুবর্ত্তী। হে দেব! আমি ইহাকে অভয় দান করিয়াছি; দৈত্যরাজ বলির প্রতি তুমি যেমন অনুগ্রহ করিয়াছিলে, ইহার প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ কর।" ৩৮—৪৫। ভগবান্ কহিলেন, "হে ভগবন্! তুমি আমাকে যাহা কহিলে, আমি তোমার সেই অভীষ্ট সাধন করিব। তুমি যাহা কিছু করিয়াছ, তৎসমস্তই উত্তম; তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। এই অসুর আমার অবধ্য; এ বলির তনয়। আমি প্রহ্লাদকে বর দিয়াছি যে, 'তোমার বংশীয় কাহাকেও বধ করিব না।' ইহার দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমি ইহার বাহু সকল ছেদন করিয়াছি এবং ইহার যে বল পৃথিবীর অভিভারের নিমিত্ত হইয়াছিল, তাহাও ছেদন করিয়াছি। ইহার চারিটী মাত্র বাহু অবশিষ্ট রহিল। এই অসুর তোমার অজর ও অমর পার্ষদ হইবে; কোন ব্যক্তি হইতেই ইহার ভয় থাকিবে না।" বাণ এই কথা শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন এবং প্রদ্যুম্ন-তনয়কে বধূর সহিত রথে আরোহণ করাইয়া তথায় আনয়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত, সুন্দর-বাসা, সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত, সপত্নীক অনিরুদ্ধকে অগ্রে লইয়া, শঙ্করের অনুমোদন গ্রহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। এদিকে মনোরম ধ্বজ সকলের দ্বারা দ্বারকায় অলঙ্কার সম্পাদন এবং উহার মার্গ ও চত্বর সকল ভূষিত করা হইয়াছিল। ভগবান্ সেই শোভিত নগরে প্রবেশ করিলেন। পৌর ও বন্ধুবর্গ এবং দ্বিজাতিগণ,—শঙ্খ, ঢক্কা ও দুন্দুভি-নিনাদের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। রাজন্! যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শঙ্করের এই যুদ্ধ ও বিজয় স্মরণ করেন, তাঁহার কখনও পরাজয় হয় না। ৪৬—৫২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নৃগোপাখ্যান।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু ও গদাদি যদু-কুমারগণ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত উপবনে গমন করিয়াছিলেন, তথায় অনেকক্ষণ ক্রীড়া করিয়া তাঁহারা পিপাসিত হইলেন এবং জল অন্বেষণ করিতে করিতে কূপ-সমীপে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণী দর্শন করিলেন। পর্ব্বতের ন্যায় কৃকলাস দর্শন করিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা সদয় হইয়া উহার উদ্ধার-করণে যত্ন করিতে লাগিলেন। বালক সকল,—চর্ম্ম ও রজ্জুনির্ম্মিত পাশ দ্বারা কূপে পতিত সেই কৃকলাসকে বন্ধন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই উদ্ধার করিতে না পারিয়া সমুৎসুক-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে যাইয়া তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। কমল-লোচন বিশ্বভাবন ভগবান্ তথায় আসিয়া তাহাকে দর্শন-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বামহস্ত দ্বারা উত্তোলন করিলেন। উত্তমঃশ্লোকের কর দ্বারা সংস্পৃষ্ট হওয়াতে সে কৃকলাস-রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুবর্ণবর্ণ অদ্ভুত অলঙ্কার ও মাল্যে বিভূষিত তপ্তকাঞ্চন-

সদৃশ দেবমূর্ত্তি ধারণ করিল। মুকুন্দ উহার কারণ জানিয়াও লোকমধ্যে প্রচার করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহাভাগ! সুন্দর-রূপধারী আপনি কে? আপনাকে দেবোত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে। হে সুভদ্র! কি কর্ম্ম করিয়াই বা এরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? আপনি ইহার যোগ্য নহেন। যদি এস্থলে আমাদিগকে বলিবার হয়, তাহা হইলে ব্যক্ত করুন; আমরা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।" ১—৮। শুকদেব কহিলেন, মহীপতে! রাজা, আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, সূর্য্যসঙ্কাশ কিরীট দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক মাধবকে কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে প্রভো! আমি নৃগ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয়-রাজশ্রেষ্ঠ। দাতাগণের নামশ্রবণ সময়ে নিশ্চয়ই আপনি আমার নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। নাথ! আপনি সর্ব্বভূতের বুদ্ধির সাক্ষী, কাল আপনার দৃষ্টি নাশ করিতে সমর্থ নহে; আপনার অবিদিত কি আছে? তথাপি আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি বলিতেছি। পৃথিবীর যত ধূলিকণা, আকাশের যত নক্ষত্র এবং বর্ষার যত ধারা,—তত দুগ্ধবতী, তরুণী, শীল-রূপ-গুণবতী, কপিলা, সুবর্ণ-মণ্ডিত-শৃঙ্গী, ন্যায়পূর্ব্বক উপার্জ্জিতা, রৌপ্য-মণ্ডিত-খুরা, সবৎসা, বস্ত্রমাল্যালঙ্কৃতা গাভী,—গুণ-শীল-সম্পন্ন, বহুকুটুম্বী, সদাচার-সমন্বিত, তপস্যা-পরায়ণ, শ্রৌত-কর্ম্মান্বিত, বেদাধ্যয়ন দ্বারা উদার-স্বভাবশালী ও যুবা দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে দান করিয়াছিলাম। গো, হিরণ্য, আয়তন, অশ্ব, হস্তী, দাসীর সহিত কন্যা, তিল, রৌপ্য, শয্যা, বস্ত্র, রত্ন, পরিচ্ছদ ও রথ সকল দান করিতাম; যজ্ঞ করিতাম এবং কূপতড়াগাদি প্রস্তুত করিতাম। এইরূপে কালযাপন করি। ৯—১৫। একদা কোন এক দ্বিজশ্রেষ্ঠের গাভী আমার গোধনের মধ্যে মিলিত হইল। আমি না জানিয়া অন্য এক ব্রাহ্মণকে সেই গাভী দান করিলাম। সেই ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া যাইতেছেন,—এমন সময় ঐ গাভীর স্বামী দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, 'এ গাভী আমার।' প্রতিগ্রাহীও কহিলেন, 'আমার; রাজা নৃগ আমাকে দান করিয়াছেন।' এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণদ্বয় নিজ নিজ কার্য্য-সাধন করিবার উদ্দেশে আমাকে আসিয়া কহিলেন, 'আপনি দাতা ও প্রতিহর্ত্তা।' তাহা শ্রবণ করিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে, আমি দুই ব্রাহ্মণকেই অনুনয় করিয়া কহিলাম, 'উৎকৃষ্ট এক লক্ষ গাভী দান করিতেছি, আপনি এইটী প্রদান করুন। আমি কিঙ্কর, না জানিয়া দোষ করিয়াছি; আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আমি প্রতপ্ত নরকে পতিত হই; আপনারা আমাকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন।' আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'আমি রাজার দান গ্রহণ করিব না' বলিয়া গাভীর অধিকারী চলিয়া গেলেন; 'দশ লক্ষ গাভীও ইচ্ছা করি না' বলিয়া অপর ব্রাহ্মণও প্রস্থান করিলেন। এই সুযোগ পাইয়া যমদূতেরা আসিয়া আমাকে শমন-সদনে লইয়া গেল। হে দেবদেব জগন্নাথ! তথায় যম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজন্! আপনি অগ্রে অশুভ না শুভ ভোগ করিবেন? ধর্ম্মানুষ্ঠান ও দান করিয়া যে সমুজ্জ্বল লোক উপার্জ্জন করা হয়, তাহার ত অন্ত দেখিতেছি না।' আমি কহিলাম, 'দেব! আমি অগ্রে অশুভই ভোগ করিব।' তিনিও বলিলেন, 'তবে পতিত হউন।' প্রভো! তৎক্ষণমাত্রেই দেখিতে পাইলাম যে, আমি কৃকলাস হইয়া পতিত হইতেছি। ১৬—২৪। হে কেশব! আমি ব্রাহ্মণের হিতকারী, দাতা ও আপনার দাস; অদ্যাপি আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয় নাই। আপনাকে দর্শন করিতে আমার মনে বাসনা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, আপনি কিপ্রকারে আমার দৃষ্টিপথে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন। ইন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা আপনার সন্নিকটে উপস্থিত হইতে পারে না, সুতরাং যোগেশ্বরেরাও উপনিষদ্রূপ চক্ষু দ্বারা নির্ম্মল হৃদয়মধ্যে আপনাকে কেবল চিন্তা করিতে পারেন; অতএব আপনি পরমাত্মা। যাঁহাদিগের সংসার-মোচন হয়, আপনি তাঁহাদিগেরই দৃশ্য হইয়া থাকেন; আমি ভবদুঃখে অন্ধ,—তথাপি আপনি আমার প্রত্যক্ষ হইলেন। হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে গোবিন্দ! হে পুরুষোত্তম! হে নারায়ণ! হে হৃষীকেশ! হে পুণ্যশ্লোক! হে অচ্যুত! হে অব্যয়! হে কৃষ্ণ! আপনি অনুমতি করুন; আমি দেবলোকে গমন করি। বিভো! যে কোন স্থানেই থাকি, আমার চিত্ত যেন আপনার চরণ-পদ্মেই নিবিষ্ট থাকে। আপনা হইতে সমুদায়ের উদ্ভব হয়, অথচ আপনার বিকার নাই; কারণ, মায়া আপনার শক্তি। আর আপনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়; আনন্দ-স্বরূপ এবং ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের ফলদাতা;—আপনাকে নমস্কার।" ২৫—২৯। রাজা নৃগ এই বলিয়া নিজ শিখাগ্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় স্পর্শ ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অনুমতি-ক্রমে সকলের সমক্ষে বিমানোপরি আরোহণ করিলেন। ব্রহ্মণ্যদেব ধর্ম্মাত্মা দেবকী-নন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়-বর্গের শিক্ষা প্রদান করিয়া পরিজনদিগকে কহিলেন, "অহো! অণুমাত্র ব্রহ্মস্ব ভক্ষণ করিয়া অগ্নির ন্যায় তেজস্বীদিগেরও জীর্ণ করা দুরূহ। যে সকল রাজারা আপনাদিগকে ঈশ্বর বোধ করেন, তাঁহাদিগের কথা আর কি কহিব। আমি হলাহলকে বিষ জ্ঞান করি না; যেহেতু তাহার প্রতিক্রিয়া আছে। ব্রহ্মস্বকেই যথার্থ বিষ বলা হইয়াছে; কারণ পৃথিবীতে ইহার প্রতিবিধান নাই। বিষ ভোক্তাকে মাত্র নাশ করে। আর অগ্নি, জল দ্বারা শান্ত হয়; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ কাষ্ঠ হইতে যে অনল উৎপন্ন হয়, উহা মূলপর্য্যন্ত বংশ দাহ করে। যদি উপযুক্ত অনুমতি না পাইয়া ব্রহ্মস্ব ভোগ করা যায়, তাহা হইলে উহা তিন পুরুষ নাশ করিয়া থাকে। হঠাৎ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষ পর্য্যন্ত ক্ষয় পাইয়া থাকে। ৩০—৩৫। যাহারা ব্রহ্মস্বে স্পৃহা করে, তাহারা নরকে অভিলাষী হয়; অতএব অজ্ঞ রাজা সকল, রাজলক্ষ্মীর সহিত যে পতিত হইতেছে, তাহা তাহারা উত্তমরূপে দেখিতে পায় না। দয়াশীল, পরিবারী ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করিলে তিনি যখন ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার অশ্রুবিন্দু দ্বারা যত ধূলিকণা সিক্ত হয়, নিরঙ্কুশ ব্রহ্মস্বাপহারী রাজা ও রাজপরিবার সকল তত বৎসর কুম্ভীপাকে নরকে পক্ব হয়। যে, তাঁহার নিজের দত্তই হউক, আর অন্যের দত্তই হউক, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে, সে ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। আমাকে যেন ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করিতে না হয়, নরপতিগণ ব্রহ্মস্ব কামনা করিয়া অল্পায়ু, পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত এবং অতিশয় উদ্বেজিত হইয়া থাকে। হে বন্ধু-বান্ধবগণ! ব্রাহ্মণ যদি অপরাধ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অনিষ্ট করিবে না। তিনি বধ বা বহু শাপ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহাকে নিত্য নমস্কার করিবে। আমি যেমন চিরকাল সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করি, তেমনি তোমরাও করিবে। তিনি ইহার অন্যথা করিবেন, আমি তাঁহার দণ্ড করিব। না জানিয়া ব্রাহ্মণের ধন হরণ করিলেও নরকে পতিত হইতে হয়। এই জন্যই রাজা নৃগ, কৃকলাস হইয়া পতিত হইয়াছিলেন।" রাজন্! সর্ব্বলোকের পবিত্রকারী ভগবান্ মুকুন্দ দ্বারকাবাসী প্রজাদিগকে এইরূপ উপদেশ দান করিয়া নিজ মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩৬—৪৪।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বলদেবের যমুনাকর্ষণ।

শুকদেব কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ বলভদ্র বন্ধুদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক নন্দ-গোকুলে যাত্রা করিলেন। তথায় উৎকণ্ঠিত গোপ-গোপী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, তিনি পিতা-মাতাকে বন্দনা করিলেন। তাঁহারা আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "হে দাশার্হ! তুমি জগদীশ্বর অনুজের সহিত আমাদিগকে নিরন্তর পালন কর।" এই বলিয়া ক্রোড়ে করিয়া নেত্রবারি দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। হলধর, বৃদ্ধ গোপদিগকেও বন্দনা করিয়া বয়ঃকনিষ্ঠ গোপগণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিত হইলেন। বয়ঃক্রম, বন্ধুতা এবং আপনার সম্বন্ধ অনুসারে হাস্য ও হস্তগ্রহণাদি দ্বারা গোপালদিগের সহিত আলাপ করিয়া, বাদব সুখে উপবেশনপূর্ব্বক প্রেম-গদ্গদ বাক্যে উহাদিগের কায়িক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কমলাক্ষ শ্রীকৃষ্ণে যাহারা যাবতীয় বিষয় সমর্পণ করিয়াছিল, এই সেই গোপগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"রাম! আমাদিগের বন্ধু-বান্ধব সকল ত কুশলে আছেন? তোমরা দুই জনে স্ত্রী পুত্র পাইয়াছ; আমাদিগকে কি আর স্মরণ কর? ভাগ্যবলে কংস নিহত এবং বান্ধব সকল মুক্ত হইয়াছেন! ভাগ্যবলে তোমরা শত্রুবর্গ পরাজয় ও সংহার করিয়া দুর্গের আশ্রয় লইয়াছ।" ১—৮। গোপীগণ রাম-সন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "নাগরিক স্ত্রীজনের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ত সুখে আছেন? তিনি পিতা-মাতাকে ও বন্ধুদিগকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন? সেই মহাভুজ আমাদিগের সেবা কি কখনও মনে করেন? হে যদুনন্দন! হে প্রভো! আমরা উঁহার নিমিত্ত দুস্ত্যজ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি ও ভগিনীদিগকে ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি তিনি হঠাৎ মিত্রতা ছেদ করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, স্ত্রীগণ তাঁহার তাদৃশ বাক্যে কেনই বা বিশ্বাস না করিবে?" অপর এক গোপী কহিল, "নাগরিক স্ত্রীগণ চতুর; তাহারা কি করিয়া সেই অব্যবস্থিত-চিত্তে কৃতঘ্নের বাক্যে শ্রদ্ধা করে? অথবা তাঁহার কথা মনোহর; তাহারাও তাঁহার সুন্দর-হাস্য-সংস্কৃত কটাক্ষ-বিক্ষেপ দ্বারা চঞ্চলীকৃত ও মদনে পীড়িত হইয়া পড়ে; সুতরাং শ্রদ্ধা করিতেও পারে। অন্য গোপিকা কহিল, "হে গোপীগণ! তাঁহার কথায় আমাদিগের কি প্রয়োজন? অন্য কথা কহ। যদি আমাদিগের ব্যতিরেকে তাঁহার কাল অতিবাহিত হয়, তবে, আমরাও তাঁহা ব্যতিরেকে কাল অতিবাহিত করিতে পারিব।" ৯—১৪। এই কথা কহিয়া স্ত্রী সকল শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, আলাপ সুন্দর দৃষ্টি, গতি ও প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। নানাবিধ অনুনয়-বিষয়ে পণ্ডিত ভগবান্ রাম, শ্রীকৃষ্ণের মনোহর সংবাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। রোহিণী-নন্দন নিশাভাগে গোপীদিগের আসক্তি উৎপাদন করিয়া তথায় চৈত্র বৈশাখ দুই মাস বাসও করিলেন এবং স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের কিরণজালে সমুজ্জ্বল, এবং কুমুদ্বতীর গন্ধ বহবায়ু কর্ত্তৃক সেবিত যমুনার উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন। বারুণী-দেবী, বরুণের আজ্ঞাক্রমে বৃক্ষকোটর হইতে পতিত হইয়া সুগন্ধে সেই সমুদায় বন আমোদিত করিলেন। বলদেব সেই মধুধারার বায়ুগলিত গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক ললনাগণের সহিত তাহা পান করিলেন। হলধর মদ-বিহ্বল-লোচন ও উন্মত্ত হইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন; বনিতা সকল তাঁহার চরিত্র গান করিতে থাকিল। রাজন্! বলদেবের গলে বৈজয়ন্তী মালা, একটী কর্ণে কুণ্ডল; সহাস্য মুখকমল যেরূপ হিমনীকর-কণায় আপ্লুত। তিনি মদোন্মত্ত হইয়া স্বর্গরূপ জলক্রীড়া করিবার নিমিত্ত যমুনাকে আহ্বান করিলেন। যমুনা আসিলেন না। তাহাতে তিনি ভাবিলেন, "আমি মত্ত; এইজন্য আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া আসিল না।" বলদেব কুপিত হইলেন এবং হলাগ্র দ্বারা তরঙ্গিণীকে আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "পাপে! আমি আহ্বান করিলাম; তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আগমন করিলে না.—তুমি আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিলে; অতএব লাঙ্গলাগ্র দ্বারা তোমায় শত খণ্ড করিয়া ফেলিব।" ১৫—২৪। রাজন্! এইরূপে তিরস্কার করিলে পর, যমুনা,—ভীত, চকিত এবং পাদযুগলে পতিত হইয়া যদুনন্দনকে কহিলেন, হে রাম! হে মহাবাহো! আমি আপনার বিক্রম জ্ঞাত নহি। হে জগৎপতে! আপনার এক অংশ পৃথিবী ধারণ করিয়াছে। হে ভগবন্! আমি ভগবানের অপার মহিমা জানি না। হে বিশ্বাত্মন্! হে ভক্তবৎসল! আমি শরণাগতা; আমাকে পরিত্যাগ করুন।" ভগবান্ বলদেব যাচিত হইয়া, যমুনাকে পরিত্যাগ করিলেন; এবং মাতঙ্গীদিগের সহিত মাতঙ্গের ন্যায় স্ত্রী-দিগের সহিত জলে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি যথেচ্ছ বিহার করিয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন. লক্ষ্মী তাঁহাকে নীলবস্ত্র ও উত্তরীয়, মহামূল্য অলঙ্কার সকল এবং মঙ্গলময়ী মালা দান করিলেন। রামও নীল-বসন ও উত্তরীয় এবং কাঞ্চনময়ী মালা পরিধান করিয়া সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও চন্দনে লিপ্ত হইয়া, ইন্দ্রের হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজন্! অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়,, যমুনা বলদেবের আকর্ষণ-পথে গমন করিয়া যেন সেই অনন্তবীর্য্য অনন্তের বীর্য্য প্রকাশ করিয়াই দিতেছেন। এইরূপে ব্রজ-কামিনীগণের মাধুর্য্য-বিলাস দ্বারা বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া বলদেব তাহাদিগের সহিত রমণ করিলেন। সেই সমস্ত রজনী যেন এক রাত্রির ন্যায় গত হইল। ২৫—৩২।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজ-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! রাম নন্দব্রজে গমন করিলে, কিছু দিন পরে করূষ-দেশাধিপতি অজ্ঞানান্ধ পৌণ্ড্রক "আমি বাসুদেব" এই স্থির করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিল। অজ্ঞ-জনেরা 'আপনি ভগবান্ জগৎপতি বাসুদেব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন'—এই বলিয়া তোষামোদ করাতে করূষরাজ আপনাকে অচ্যুত মনে করিয়াছিল এবং ক্রীড়াকালে বালক-কর্ত্তৃক কল্পিত বালক-রাজার ন্যায়, সেই অজ্ঞ মন্দ-বুদ্ধি, দ্বারকায় অব্যক্ত-গতি নারায়ণের নিকট দূতও প্রেরণ করিয়াছিল। দূত দ্বারকায় আসিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইল, এবং সমুপবিষ্ট কমলপত্রাক্ষ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে রাজ-বাক্য নিবেদন করিয়া কহিল,—"আমিই একমাত্র বাসুদেব,—অন্য কেহ নহে; প্রাণীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি মিথ্যা 'বাসুদেব' নাম পরিত্যাগ কর। হে যাদব! তুমি মূঢ়তা বশতঃ আমার যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছ, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া শরণাগত হও; নতুবা আসিয়া

আমার সহিত যুদ্ধ কর।" ১—৬। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! উগ্রসেনাদি সভ্যেরা তখন অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের সেই আত্মশ্লাঘা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। ভগবান্ পরিহাস করিয়া, পরে সেই দূতকে কহিলেন, "রে মূঢ়! যে সকল লোকের সহায়ে তুমি আত্মশ্লাঘা করিতেছ, তাহাদিগের ও তোমার প্রতি আমার সুদর্শনাদি চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিব। তুমি যে মুখে বলিতেছ, সেই মুখ আচ্ছাদন করিয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিলে, কঙ্ক, গৃধ্র ও বট পক্ষী সকল তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে; সেই স্থানে কুকুরেরা তোমার শরণাগত হইবে।" দূত, এই সমস্ত তিরস্কারবাক্য স্বামীর নিকট লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণও রথে আরোহণ করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। মহারথ পৌণ্ড্রক পুরে অবস্থিতি করিতেছিল; শ্রীকৃষ্ণের সেই উদ্যোগ দেখিয়া সেও দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া শীঘ্র নগর হইতে বাহির হইল। রাজন্! তাহার মিত্র কাশিরাজ তিনি অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া তাহার সাহায্যে আগমন করিল। হরি দেখিলেন যে, পৌণ্ড্রক—শঙ্খ,শ্রেষ্ঠ খড়্গ,গদা, শার্ঙ্গ ধনু ও শ্রীবৎস-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়াছে; কৌস্তুভ ধারণ করিয়াছে; বনমালায় ভূষিত হইয়াছে; পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়াছে, এবং অমূল্য চূড়াভরণ ধারণ করিয়াছে। তাহার কর্ণে মকর-কুণ্ডল শোভমান। কৌষেয়-বসন পরিধান করিয়া সে কৃত্রিম গরুড়োপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে। রঙ্গ-প্রবিষ্ট নটের ন্যায় কৃত্রিম-বেশধারী সেই পৌণ্ড্রককে আত্মতুল্য দর্শন করিয়া, হরি অত্যন্ত হাস্য করিয়া উঠিলেন। ৭—১৫। শত্রুগণ,—শূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, খড়্গ, পট্টিশ ও বাণ-সমূহ দ্বারা হরিকে-প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। যুগান্ত-কালে অগ্নি যেমন প্রজা-দিগকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নিপীড়িত করিয়া থাকে; তেমনি শ্রীকৃষ্ণ—গদা,খড়্গ, চক্র ও বাণনিকর দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজের চতুরঙ্গিণী সেনার প্রত্যেককে পৃথক পৃথক্ পীড়িত করিতে লাগিলেন। রণভূমি চক্র দ্বারা খণ্ডীকৃত এবং রথ, অশ্ব, হস্তী, ও পদাতিকগণে ব্যাপ্ত হইয়া, সাহসিক বীর পুরুষদের আমোদ উৎপাদনপূর্ব্বক, যুগশেষ-সময়ে রুদ্রের অতি ভয়ানক ক্রীড়াভূমির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর শৌরি, পৌণ্ড্রককে কহিলেন, "অহে পৌণ্ড্রক! তুমি আমাকে দূত-বাক্য দ্বারা যে সকল অস্ত্র ত্যাগ করিতে কহিয়াছিলে, আমি তোমার প্রতি সেই সকল ত্যাগ করি,—তুমি অনর্থক আমার যে নাম ধারণ করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ করাই; আর যুদ্ধে ইচ্ছা না করি, তাহাহইলে আমি তোমার শরণাপন্ন হইব।" এই কথা বলিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত ভেদ করেন, তেমনি বাণজালে রথহীন করিয়া চক্র দ্বারা পৌণ্ড্রকের শিরশ্ছেদ করিলেন এবং সেইরূপ বাণ দ্বারা কাশিরাজেরও দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া, বায়ুচালিত পদ্ম-কিঞ্জল্কের ন্যায় কাশিপুর-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ১৬—২২। শ্রীহরি এইরূপে গর্ব্বিত পৌণ্ড্রককে তাহার সখার সহিত সংহার করিয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহার অমৃত-কথা গান করিতে লাগিলেন। রাজন্! পৌণ্ড্রক বিদ্বেষ বশতঃ সর্ব্বদাই ভগবান্কে ধ্যান করিত; সুতরাং তাহাতে তাহার অখিল-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল এবং সে সর্ব্বদাই হরির রূপ ধারণ করাতে মরণান্তে তন্ময় হইয়াছিল। এদিকে কাশীপুরীতে রাজভবন-দ্বারে পতিত সকুণ্ডল মুণ্ড দর্শন করিয়া লোকেরা "এ কি! কাহার মুণ্ড?" এই আন্দোলন করিতে লাগিল। পরে কাশীপতির মুণ্ড জানিতে পারিয়া রাজার মহিষী, পুত্র, বান্ধবগণ এবং প্রজা সকল "হা হত হইলাম। হা রাজন্! হা নাথ! হা নাথ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর রাজার পুত্র সুদক্ষিণ, পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "পিতৃহন্তাকে সংহার করিয়া পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইব।" এই অভিসন্ধি করিয়া সে উপাধ্যায়ের সহিত পরম সমাধিযোগে মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ২৩—২৭। ভগবান্ ভব প্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, "বর প্রার্থনা কর।" সে পিতৃহন্তার বধোপায়-রূপ অভীষ্ট-বর প্রার্থনা করিল। শঙ্কর কহিলেন "ব্রাহ্মণগণের সহিত অভিচার-বিধানানুসারে সম্পূর্ণরূপে ঋত্বিক্ দক্ষিণাগ্নির উপাসনা কর। তাহা হইলে প্রমথগণে পরিবৃত ঐ অগ্নি হিংসাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তোমার সঙ্কল্প সাধন করিবেন।" সুদক্ষিণ এই আজ্ঞা পাইয়া নিয়ম-ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিচার-কার্য্যের অনুষ্ঠান করত ঐরূপই করিল। অনন্তর অতি ভয়ানক অগ্নি মূর্ত্তিমান্ হইয়া কুণ্ড হইতে সমুত্থিত হইল। তাহার শিখা ও শ্মশ্রু, তপ্ত-তাম্রের ন্যায়; নয়ন-যুগল, অঙ্গার উদ্গার করিতেছিল এবং দংষ্ট্রা ও প্রচণ্ড ভ্রূকুটি-দণ্ড দ্বারা বদন দেখিতে অতি ভয়ানক হইয়াছিল। এই অগ্নি নিজ জিহ্বা দ্বারা দুই সৃক্কণী লেহন, তালপ্রমাণ পাদদ্বয় দ্বারা মেদিনী কম্পন এবং দিঙ্মণ্ডল দাহ করিয়া, প্রমথগণ-সমভিব্যাহারে উলঙ্গবেশে জ্বলিতে জ্বলিতে দ্বারকার অভিমুখে ধাবিত হইল। অভিচার-কার্য্যোৎপন্ন এই ভয়াবহ অগ্নিকে আগমন করিতে দেখিয়া, বন-দাহ-সময়ে পশুপালের ন্যায়, দ্বারকা-বাসিগণ ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ এই সময় সভা-মধ্যে পাশক্রীড়া করিতেছিলেন। শরণ্য প্রজা সকল, সভয়ে কাতর-কণ্ঠে ভগবান্কে ডাকিয়া বলিল,—"হে ত্রিলোকনাথ! নগর, অগ্নিতে দগ্ধ হয়; উদ্ধার করুন,—উদ্ধার করুন।" শ্রীকৃষ্ণ, প্রজাকুলের সেই আকুলতা শ্রবণ এবং আত্মীয়দিগের ভয় দর্শন করিয়া হাস্য-সহকারে কহিলেন, "ভয় করিও না; আমি তোমা-দিগের রক্ষাকর্ত্তা আছি।" সকলের অভ্যন্তর ও বাহ্য-সাক্ষী ভগবান্ ঐ কৃত্যাকে 'মাহেশ্বরী কৃত্যা' জানিতে পারিয়া, উহার প্রতি-ঘাতের নিমিত্ত পার্শ্বস্থ চক্রকে আজ্ঞা করিলেন।২৮—৩৮। মুকুন্দের অস্ত্র সেই কোটি-মার্ত্তণ্ড-সম-প্রভ সুদর্শন জাজ্বল্যমান হইয়া, প্রলয়-কালের অনলের ন্যায় প্রভা ধারণ-পূর্ব্বক নিজ তেজে আকাশ, দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষ প্রকাশপূর্ব্বক অগ্নিকে সাতিশয় নিপীড়িত করিল। রাজন্! কৃত্যাগ্নি,—প্রতিহত ও চক্রপাণির অস্ত্রতেজে ভগ্নমুখ হইয়া বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়া, সুদক্ষিণকে ঋত্বিক ও জনগণের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিষ্ণুর চক্রও অগ্নির পশ্চাৎ অট্টালিকা, সভামণ্ডপ ও আপণ-সমন্বিতা—গোপুর, অট্টালক ও কোষ্ঠ-সমূহে পরিব্যাপ্তা,—কোষশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালা ও অন্নশালায় পরিশোভিতা বারাণসীতে প্রবেশ করিল এবং সমুদায় বারাণসী দাহ করিয়া পুনর্ব্বার অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজন্! যে মনুষ্য মনোযোগী হইয়া উত্তমঃশ্লোকের এই বিক্রম-ব্যাপার শ্রবণ করে বা অপরের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ৩৯—৪৩।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিবিদ-বধ।

রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অদ্ভুতকর্ম্মা, অনন্ত, অপ্রমেয় রাম অত্র যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার সেই বিক্রম পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সুগ্রীবের মন্ত্রী ও মৈন্দের ভ্রাতা বীর্য্যবান্ দ্বিবিদ নামে এক বানর,

ভৌম নরকের সখা ছিল। ঐ বানর, সখার ঋণশোধ করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে অভিলাষী হইয়া অগ্নি-প্রয়োগে গোকুলের নগর, গ্রাম ও ঘোষাবাস সকল দাহ করিতে লাগিল। অযুত-নাগতুল্য-বলশালী সেই বানর কখন শৈল সকল উৎপাটন করিয়া প্রদেশ, বিশেষতঃ হরি যে প্রদেশে বাস করেন, সেই আনর্ত্ত-প্রদেশ চূর্ণ করিতে লাগিল; কখন বা সমুদ্রে অবগাহন করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা সমুদ্রের জল তুলিয়া বেলাকূলের দেশ সকল প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল। খল দ্বিবিদ, ঋষিশ্রেষ্ঠদিগের আশ্রম-বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া, বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আহবনীয় অগ্নি সকলকে দূষিত করিতে লাগিল। ভ্রমর যেমন অন্যান্য কীট-সমূহকে ধরিয়া স্বীয় গর্ত্তে আচ্ছাদন করিয়া রাখে; দর্পী বানর তেমনি নর-নারী সকলকে পর্ব্বতের দ্রোণীগুহায় নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। ১—৭। এইরূপে দেশ সকল উৎসাদন এবং কুলস্ত্রীদিগকে দূষিত করিতে করিতে, বানর একদা সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া রৈবতক-পর্ব্বতে গমন করিল এবং তথায় যদুপতি রামকে দেখিতে পাইল। দেখিল,—তাঁহার গলায় বনমালা এবং সকল অঙ্গই দেখিতে অতি সুন্দর। তিনি ললনাদিগের মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন এবং বারুণী পান করিয়া মদ-বিহ্বল-লোচন হইয়া গান করিতেছেন। শরীর দেখিলে বোধ হয় যেন একটী মত্ত হস্তী। দুষ্ট বানর শাখায় আরোহণপূর্ব্বক বৃক্ষ সকল কম্পন করিয়া আপনাকে প্রদর্শনপূর্ব্বক কিলকিলা শব্দ করিল। স্বভাব-চপলা হাস্যপ্রিয়া বলদেব-কামিনীগণ কপির সেই ধৃষ্টতা দর্শনে হাস্য করিয়া উঠিল। কপি, দর্শনকারী রামের সমক্ষে নিজ গুহ্যদেশ প্রদর্শন করিয়া ভ্রূক্ষেপ এবং মুখভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল মহিলাকে বারংবার অবজ্ঞা করিতে লাগিল। বীরশ্রেষ্ঠ রাম ক্রুদ্ধ হইয়া তৎপ্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই ধূর্ত্ত কপি, প্রস্তরখণ্ড বঞ্চনা করিয়া মদিরা-কলস গ্রহণপূর্ব্বক দূরে গমন করিল এবং হাস্যাদি দ্বারা বলদেবের কোপ জন্মাইয়া হাস্য করিতে লাগিল। দুষ্ট তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না;—মদিরা-কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিল, স্ত্রীদিগের বস্ত্র সকল আকর্ষণ করিয়া বিদারণ করিল এবং অন্যান্য নানা কদর্য্য-ব্যবহার দ্বারা বলদেবের সহিত বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৮—১৫। বলদেব সেই বানরের সেই দুর্ব্বিনীত-ব্যবহার দর্শন করিয়া কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং শত্রু-সংহারের নিমিত্ত মুষল ও হল গ্রহণ করিলেন। মহাবীর্য্য দ্বিবিদ হস্ত দ্বারা শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নিকটে আসিয়া সবলে বলদেবের মস্তকে আঘাত করিল। ভগবান্ বলরাম অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মস্তকে পতিত হইবার সময় ঐ বৃক্ষ ধারণ করিয়া মুষল দ্বারা বানরকে আঘাত করিলেন। বানর, মুষল দ্বারা মস্তকে আঘাত পাইয়া, প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া, গৈরিক-ধারায় পর্ব্বতের ন্যায় রুধির-ধারায় শোভা পাইতে লাগিল। পুনর্ব্বার সে দারুণ ক্রোধ-সহকারে বলপূর্ব্বক অন্য বৃক্ষ উৎপাটন ও পত্রশূন্য করিয়া তদ্দ্বারা প্রহার করিল। বলদেব ঐ বৃক্ষ শতধা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। বানর আর এক বৃক্ষ প্রহার করিল; বলরাম তাহাও শতধা ভগ্ন করিলেন বানর এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে বারবার ভগ্ন হইলে, বারবার সর্ব্বত্র হইতে বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া বন নির্ব্বৃক্ষ করিল। এবং অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া বলরামের উপর শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। মুষলাস্ত্রধারী রাম অবলীলাক্রমে সে সমুদায়ই চূর্ণ করিলেন। কপিরাজ, তালতুল্য দুই বাহু মুষ্টিকৃত করিয়া রোহিণী-নন্দনের নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। যাদবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মুষল ও লাঙ্গল পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার দুই কণ্ঠায় দুই মুষ্টি প্রহার করিলেন। সে রুধির বমন করিয়া পতিত হইল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সে পতিত হইলে, সমুদ্র-বক্ষে বাতাহত নৌকার ন্যায়, পর্ব্বত,—টঙ্ক ও বনস্পতিগণের সহিত কাঁপিয়া উঠিল। আকাশে দেবতাগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সিদ্ধ ও মুনীন্দ্রগণ জয়শব্দ, নমঃশব্দ ও সাধু; সাধু; করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজন্! ভগবান্ সঙ্কর্ষণ, জগতের উপদ্রবকারী দ্বিবিদকে এইরূপে সংহার করিয়া নিজ নগরে প্রবিষ্ট হইলেন; দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১৩—২৮।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বলদেব-বিজয়।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! এই সকল ঘটনার পর দুর্য্যোধনের দুহিতা লক্ষ্মণা স্বয়ংবরা হইলেন। জাম্ববতী-নন্দন যুদ্ধজয়ী সাম্ব, স্বয়ংবর-স্থল হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিলেন। কৌরবেরা কুপিত হইয়া কহিল, "এই বালক দুর্ব্বিনীত; আমাদিগের কন্যার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। এই দুর্ব্বিনীতকে বধ কর; যদুগণ কি করিবে? তাহারা আমাদিগের প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতেছে। তাহারা স্বয়ং রাজা নহে; আমাদিগের প্রসাদেই এ রাজ্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের নিগ্রহ করা হইয়াছে,—শ্রবণ করিয়া যদিই বৃষ্ণিগণ আগমন করে, তাহা হইলে প্রাণায়ামাদি দ্বারা দমিত ইন্দ্রিয়গণের ন্যায়, তাহারাও ভগ্নদর্প হইয়া, বালকের সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মও ইহাতে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম, সমভিব্যাহারী কর্ণ, শল্য, ভূরি, যজ্ঞকেতু ও দুর্য্যোধন সাম্বকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ধাবিত হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া, মহাবল সাম্ব মনোহর ধনু গ্রহণ করিয়া সিংহের ন্যায় একাকী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কুরুনন্দনেরা তাঁহাকে ধারণ করিতে সচেষ্ট হইয়া "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ," বলিয়া নিকটে আগমন করিল এবং ধনু গ্রহণপূর্ব্বক বাণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কর্ণ তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ১—৭। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই অচিন্ত্য-পুরুষের বালক যদুনন্দন সাম্ব অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, ক্ষুদ্র মৃগগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ সিংহের ন্যায় তাহা সহ করিলেন না। বীর সুন্দর শরাসন বিস্ফুরণ করিয়া কর্ণাদি ছয় রথীকে তাবৎসংখ্যক বাণ দ্বারা এককালে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর রথী সকলও তাঁহার সেই কর্ম্মের সম্মান করিলেন। মহারাজ! কুরুনন্দনেরাও কৃষ্ণ-তনয়কে বিরথ করিলেন;—চারিজনে চারি অশ্ব ও একজন সারথিকে বধ করিল; আর একজন শরাসন ছেদন করিয়া দিল। কৌরবেরা যুদ্ধস্থলে অতি কষ্টে সাম্বকে বিরথ ও বন্ধন করিল; এবং সেই কুমারকে ও নিজ কন্যাকে লইয়া জয়ী হইয়া আপনাদিগের নগরে প্রত্যাগত হইল। রাজন্! নারদের বাক্যে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৃষ্ণি-বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং উগ্রসেনের আজ্ঞা পাইয়া কুরুগণের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেন। রামের ইচ্ছা নহে যে, কুরু ও যদুবংশে বিবাদ ঘটে। অতএব তিনি যথোদ্যত সেই যদুশ্রেষ্ঠদিগকে সান্ত্বনা করিলেন এবং স্বয়ং গ্রহগণ-বেষ্টিত নিশানাথের ন্যায় কুলবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া তিনি সূর্য্যতুল্য কিরণশালী রথযোগে হস্তিনানগরী গমন করিলেন। ৮—১৫। রাম, হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া বাহ্য-উপবনে অবস্থিতিপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার

জন্ত উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধবও যথাবিধানে অম্বিকা-তনয়, ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্য্যোধনকে বন্দনা করিয়া বলিলেন, "রাম আগমন করিয়াছেন।" তাঁহারাও, শ্রেষ্ঠবন্ধু রাম আগমন করিয়াছেন শ্রবণপূর্ব্বক উদ্ধবের পূজা করিয়া, পরে হস্তে মঙ্গল্য দ্রব্য লইয়া সকলেই তদভিমুখে প্রস্থিত হইল এবং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহাকে গো ও অর্ঘ্য নিবেদন করিল। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বলদেবের প্রভাব অবগত ছিল, তাহারা মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। অনন্তর পরস্পর কুশল ও নিরাময় জিজ্ঞাসা করিয়া বন্ধুগণ কুশলে আছেন—ইহা শ্রবণ করিয়া, শেষে রাম ধীরভাবে বাক্য আরম্ভ করিলেন;—"রাজাধিরাজ প্রভু উগ্রসেন তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা সুস্থির-চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সেইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হও। তিনি বলিয়াছেন,—'তোমরা যে অনেকে অধর্ম্মপূর্ব্বক একজন ধার্ম্মিককে জয় করিয়া বন্ধন করিয়াছ, বন্ধুদিগের সহিত ঐক্য-সংরক্ষার্থ আমরা তাহা সহ্য করিলাম; অতএব এখনই সেই পুত্রকে আনয়ন করিয়া আমাদিগের নিকট সমর্পণ কর।' ১৬—২২। রাজন্! বলদেবের বাক্য তাঁহার শক্তির অনুরূপ; সুতরাং প্রভাব, উৎসাহ ও বলের উল্লেখ থাকাতে উহা সাতিশয় গর্ব্বিত। কুরুগণ তাহা শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া কহিল, "অহো! এ মহা আশ্চর্য্য। দুরত্যয় কাল-গতিক্রমে পাদুকা, মুকুট-সেবিত মস্তকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে! পৃথার বিবাহ দ্বারা ঐ সকল বৃষ্ণিগণের সহিত আমাদের কেবল যোনি-সম্বন্ধ মাত্র; সেইজন্যই ইহারা আমাদিগের সহিত একত্রে শয়ন-ভোজন করিতে পায়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ইহারা এত মূঢ় যে, আমাদিগের প্রদত্ত রাজাসন লাভ করিয়া এক্ষণে আমাদিগের সমান হইতে চাহে। এক্ষণে ইহারা আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চামর, ব্যজন, শঙ্খ, শুভ্র আতপত্র, কিরীট, আসন এবং শয্যা স্বতন্ত্ররূপে সম্ভোগ করিতেছে। অহো! যদুগণ আমাদিগের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য আমাদিগকেই আদেশ করিতেছে; অতএব ভুজঙ্গগণের অমৃতের ন্যায়, দাতার প্রতিকূল এই সকল চিহ্নে আর প্রয়োজন নাই ঐ সমস্ত চিহ্ন কাড়িয়া লওয়া হউক। ভীষ্ম-দ্রোণাদি কুরুগণ দান না করিলে, ইন্দ্রও কি কোন বস্তু গ্রহণ করিতে সাহসী হন? মেষ কি সিংহগ্রস্ত দ্রব্য লইতে পারে?" ২৩—২৮। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! জন্ম, বন্ধু ও শ্রী হেতু যাহাদিগের গর্ব্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই সকল অসভ্য কৌরব রামকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করাইয়া নগরে পুনঃপ্রবিষ্ট হইল। অচ্যুত, কুরুদিগের দুষ্টাচার দর্শন ও বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কুপিত হইলেন এবং তজ্জন্য দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া বারংবার হাস্য করিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই বটে, বিবিধ গর্ব্বে গর্ব্বিত অসাধু-ব্যক্তিরা শান্তি ইচ্ছা করে না; পশুদিগের প্রতি লগুড়ের ন্যায়, তাহাদিগের দণ্ডই তাহাদিগকে শান্ত করিয়া থাকে। অহো! ক্রুদ্ধ যদুগণকে এবং কুপিত শ্রীকৃষ্ণকে আমি অল্পে অল্পে সান্ত্বনা করিয়া ইহাদিগের শান্তি-কামনাপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়াছিলাম। ইহাদিগের বুদ্ধি মন্দ; ইহারা কলহে অভিরত এবং খল; কারণ, ইহারা গর্ব্বিত হইয়া, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, অনেক দুর্ব্বাক্য বলিল। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁহার আজ্ঞা বহন করেন,—বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধীশ্বর সেই উগ্রসেন কিছু নহে! যিনি সুধর্ম্মাকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং যিনি পারিজাত আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় উপবনে ভোগ করিতেছেন, তিনি অধিপতির আসনের যোগ্য নহেন! অখিলেশ্বরী সাক্ষাৎ কমলা যাঁহার পাদযুগল সেবা করেন, সেই লক্ষ্মীপতি, রাজ-পরিচ্ছদের যোগ্য নহেন বটে! লোকপালগণ-যোগিগণেরও তীর্থভূত যাঁহার পদপদ্ম-রজ মৌলিযুক্ত মস্তক দ্বারা ধারণ ও উপাসনা করেন এবং যাঁহার অংশের অংশ ব্রহ্মা, ভব, লক্ষ্মী এবং আমিও যাঁহার চরণ বহন করি, তাঁহার নৃপাসন কোথায়? নিশ্চয়ই বটে, যদুগণ, কুরুদিগের প্রদত্ত ভূখণ্ড সম্ভোগ করিতেছে। আমরা পাদুকাই বটি; কুরুরা নিজে মস্তকই বটে! অহো! মত্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায়, ঐশ্বর্য্য-মত্ত মানীদিগের বাক্য সকল অসম্বদ্ধ ও রূক্ষ; স্বয়ং দণ্ডকর্ত্তা হইয়া কোন্ ব্যক্তি সে সকল সহ্য করিতে পারেন?" "অদ্য পৃথিবী কৌরবশূন্যা করিব;" এই বলিয়া বলদেব, ত্রৈলোক্য ক্রোধে জগৎত্রয় যেন দাহ করিয়া হল-গ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং লাঙ্গলাগ্র দ্বারা হস্তিনাকে উৎপাটন করিয়া গঙ্গায় প্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৯—৪১। আকৃষ্যমাণ নগরকে গঙ্গায় পতিত ও জলযানের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া কৌরবগণ ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল এবং প্রাণরক্ষা-মানসায় কুটুম্বগণের সমভিব্যাহারে লক্ষণার সহিত শাম্বকে লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই প্রভুরই শরণাপন্ন হইয়া কহিল, "হে রাম! হে অখিলাধার! আমরা তোমার প্রভাব জ্ঞাত নহি। আমরা মূঢ় ও কুবুদ্ধি; হে অধীশ্বর! আমাদিগকে ক্ষমা করা উচিত হইতেছে। তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের একমাত্র কারণ। তোমার আশ্রয় নাই। তুমি ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই সকল লোক তোমার ক্রীড়ার সামগ্রীরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে সহস্র-মস্তক! তুমিই অনন্ত-লীলাবশে স্বীয় মস্তকে ভূমণ্ডল ধারণ করিতেছ। অন্তকালে যিনি আত্মাতে বিশ্ব-সংহারপূর্ব্বক একাকী পরিশিষ্ট থাকিয়া অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, তিনিও তুমি। তুমি স্থিতি ও পালনে তৎপর হইয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া আছ। শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তোমার কোপ হইয়া থাকে;—দ্বেষ বা মাৎসর্য্য হইতে নহে। হে সর্ব্বভূতাত্মন্! হে সর্ব্বশক্তিধর! হে অব্যয়! হে বিশ্বকর্ম্মন্! তোমাকে নমস্কার; আমরা তোমার চরণে শরণ লইলাম।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! যাহাদিগের নগর কম্পিত হইতেছিল, সেই বিপন্ন ও ভীতচিত্ত কুরুগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া ভগবান্ বলদেব তাহাদিগকে অভয়দান করিলেন। অনন্তর দুহিতৃ-বৎসল দুর্য্যোধন ষষ্টি-বৎসর-বয়স্ক দ্বাদশশত কুঞ্জর, অযুত অশ্ব, স্বর্ণনির্ম্মিত, সূর্য্য-কিরণ-বিশিষ্ট ষট্ সহস্র রথ এবং পদককণ্ঠ-যুক্তা সহস্র দাসী যৌতুকস্বরূপ দান করিল। ভগবান্ যদুশ্রেষ্ঠ সেই সকল গ্রহণপূর্ব্বক পুত্র ও বধূ সমভিব্যাহারে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া প্রয়াণ করিলেন। তাহার পর নিজ নগরীতে উপস্থিত হইয়া হলধর, অনুরক্তচেতা বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং কুরু সকল যে আচরণ করিয়াছিলেন, যদুশ্রেষ্ঠদিগের সভামধ্যে সে সমুদায় উল্লেখ করিলেন। রাজন্! এই নগর দক্ষিণ-ভাগে গঙ্গাভিমুখে উন্নত হইয়া অদ্যাপি রামের বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ৪২—৫৪।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮॥

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদবিভূতি-দর্শন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! নরক নিহত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ একাকী বহুমহিষী বিবাহ করিয়াছেন,—শ্রবণ করিয়া উহা দর্শন করিবার নিমিত্ত নারদের ইচ্ছা হইল। "অহো! ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। এক শ্রীকৃষ্ণ একশরীরে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে এককালে ষোড়শ সহস্র মহিলা বিবাহ করিয়াছেন;" এই

ভাবিয়া নারদ দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক-চিত্তে দ্বারকাতে আগমন করিলেন। দ্বারকায় পুষ্পিত উপবন ও আরামে পক্ষী ও অলিকুল শব্দ করিতেছিল এবং সরোবর সকল,—প্রস্ফুটিত ইন্দীবর, পদ্ম, কহ্লার, কুমুদ ও উৎপলে ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। হংস ও সারসবৃন্দ সেই সকল সরোবরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছিল। ঐ পুরী স্ফটিক ও রজত-নির্ম্মিত নব লক্ষ সুবর্ণ প্রাসাদে মহামরকত দ্বারা প্রকাশ পাইতেছিল এবং রত্নময় পর্য্যঙ্ক-সমূহে পূরিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। পরস্পর বিভক্ত রাজপথ, ক্ষুদ্রপথ, চত্বর, আপণ, সভাদি-শালা এবং দেবালয়-সমূহে ঐ নগরী মনোহর হইয়াছিল। উহার পথ, আপণ-বীথি ও দেহলী সকল সিক্ত ছিল; এবং উদ্যত ধ্বজ-পতাকা উহার রৌদ্র নিবারণ করিতেছিল। ১—৬। ঐ নগরীর মধ্যে হরির যে সকল অন্তঃপুর ছিল। তাহা শ্রীসম্পন্ন এবং সর্ব্ব-লোকপাল কর্ত্তৃক অর্চ্চিত। বিশ্বকর্ম্মা উহাতে বিশেষরূপ নিজ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর ষোড়শ সহস্র গৃহে উহার অলঙ্কার হইয়াছিল। নারদ সেই অন্তঃপুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কামিনীগণের গৃহ-সমূহের মধ্যে এক মহাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ গৃহ বিদ্রুমস্তম্ভ-সমূহে পরিব্যাপ্ত; উহাতে বৈদূর্য্য-নির্ম্মিত উত্তম উত্তম ফলক শোভমান। ইন্দ্রনীলময়ী ভিত্তি সকল; অবিহতপ্রভা ইন্দ্রনীলময়ী রচনা, বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত বিলম্বিত-মুক্তাদাম-শোভিত বিতান এবং উত্তম মণিমালা দ্বারা বিভূষিত দন্ত-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক সকল ঐ গৃহে সকল শোভা পাইতেছিল। সুবাসা পদ্মকণ্ঠী দাসী এবং কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী, সুন্দরবাসা ও মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত পুরুষগণ গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। বহুসংখ্যক রত্নপ্রদীপ উহার অন্ধকার নাশ করিয়া জ্বলিতেছিল। রাজন্! উহাতে প্রদত্ত অগুরুর ধূম-দর্শনে মেঘ বোধ করিয়া ময়ূরগণ উচ্চৈঃশব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচিত্র বড়ভী-সমূহে নৃত্য করিতেছিল। নারদ সেই গৃহে যদুপতিকে দর্শন করিলেন। গৃহিণী রুক্মিণী,—সমানগুণা, সমানরূপা, সমবয়স্কা ও সুবেশা সহস্র দাসীতে বেষ্টিত হইয়া, রত্নদণ্ড-বিশিষ্ট চামর দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ বীজন করিতেছিলেন। সর্ব্ব-ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নারদকে নিরীক্ষণ করিয়া রুক্মিণীর পর্য্যঙ্ক হইতে সহসা উত্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কিরীট-সেবিত মস্তক দ্বারা পাদযুগলে নমস্কার করিয়া আপন আসনে উপবেশন করাইলেন। তাঁহার চরণ-ধৌত গঙ্গা অশেষ-তীর্থময়ী, সুতরাং তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু; তথাপি তিনি নারদের পাদযুগ প্রক্ষালন করাইয়া, সেই জল স্বীয় মস্তকের সমুদায় অংশে প্রক্ষেপ করিলেন। তিনি যথার্থই সাধুদিগের পতি; "ব্রহ্মণ্যদেব," এই যে গুণকৃত নাম, ইহা তাঁহারই যোগ্য। পুরাণ-ঋষি নরসখ নারায়ণ, দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদকে পূজা করিয়া এবং বিধিপূর্ব্বক উচ্চারিত, পরিমিত, অমৃততুল্য মিষ্ট-বাক্য দ্বারা "ভাগ্যক্রমে আপনি আগমন করিলেন" ইত্যাদি প্রিয় সম্ভাষণ করিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, "প্রভো! আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে,—আমায় আজ্ঞা করুন। ৭—১৬। নারদ কহিলেন, "বিভো! হে অখিল-লোকনাথ! সকল লোকের সহিতই মিত্রতা, অথচ খল ব্যক্তিদিগের দণ্ড করা,—আপনাতে এই দুইই আশ্চর্য্য নহে। হে বিশালকীর্ত্তে! আমরা ভালরূপ জানি যে, জগতের ধারণ ও পালনের সহিত আপনার এই জন্ম মুক্তির নিমিত্ত। আপনার চরণ-যুগল, জনগণের অপবর্গ; অগাধ-বোধ ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহা হৃদয়ে কেবল চিন্তা করিতে পারেন। উহা, সংসার-কূপে পতিত ব্যক্তিদিগের উত্থানের পক্ষে প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ। অদ্য আমি সেই চরণ দর্শন করিলাম। তথাপি, যাহাতে উহা স্মরণ থাকে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা করুন। এইজন্যই উহা চিন্তা করিয়া বিচরণ করিতেছি।" মহারাজ! অনন্তর নারদ যোগমায়া জানিবার নিমিত্ত যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আর এক পত্নীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন "সে স্থানেও শ্রীকৃষ্ণ,—প্রিয়া ও উদ্ধবের সহিত পাশক্রীড়া করিতেছেন। লক্ষ্মীপতি যেন না জানিয়াই প্রত্যুত্থান ও আসন-প্রদানাদি দ্বারা পরম ভক্তিপূর্ব্বক নারদকে পূজা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন? আপনারা পূর্ণ; আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিগণ অপূর্ণ;—আমরা আপনাদিগের কোন্ অভীষ্ট সাধন করিতে পারি? হে ব্রহ্মন্! তথাপি আমাদিগকে আজ্ঞা করুন; আমাদিগের জন্ম সার্থক হউক।" নারদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্থানপূর্ব্বক কিছু না বলিয়া, অন্য গৃহে গমন করিলেন। সেখানেও দেখিলেন,—মুকুন্দ শিশুদিগকে লালন করিতেছেন। ১৭—২৩। অনন্তর অপর গৃহে দেখিলেন,—তিনি অবগাহন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এইরূপ কোথাও আহবনীয়াদি অগ্নিতে হোম এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা যাগ করিতেছেন। কোথায় ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট ভোজন করিতেছেন। কোথাও সন্ধ্যায় বসিয়া বাগ্যত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতেছেন। এক স্থানে অসি-চর্ম্ম লইয়া অসিপথে ভ্রমণ করিতেছেন; আর এক স্থানে অশ্বপৃষ্ঠে ও গজপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছেন। কোথাও পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান আছেন;—বন্দীগণ স্তব করিতেছে। কোথাও বা উদ্ধবাদি মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণায় নিবিষ্ট হইয়াছেন। কোথাও বারবনিতা প্রভৃতি অবলাগণে বেষ্টিত হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন; কোথাও বা সুন্দররূপে অলঙ্কৃত গাভী সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেছেন। কোন গৃহে ইতিহাস, পুরাণ ও মঙ্গলকথা সকল শ্রবণ এবং কোন এক প্রিয়ার সহিত পরিহাস-কথাচ্ছলে হাস্য করিতেছেন। কোথাও ধর্ম্ম, কোথাও বা অর্থ-কাম সেবন করিতেছেন। এক-স্থানে প্রকৃতির পর পুরুষ আত্ম-ধ্যানে নিবিষ্ট;—আর এক স্থানে অভিলাষ-পূরণ, ভোগপ্রদান ও পূজা দ্বারা গুরুগণের সেবায় নিরত; কতকগুলির সহিত কলহ, আর কতকগুলির সহিত সন্ধি করিতেছেন। কোন স্থানে রামের সহিত সাধুদিগের মঙ্গল-চিন্তায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন; কোথাও বা যথাকালে, যথাবিধানে পুত্র ও কন্যাগণের বিভবে তাঁহাদিগের সদৃশ পাত্রী ও পাত্রের সহিত বিবাহ সম্পাদন করিতেছেন; কোথাও কন্যা ও জামাতাদিগকে প্রেরণ, কোথাও বা আনয়ন,—এই দুয়েরই দ্বারা মহোৎসব আরম্ভ করাইতেছেন। যোগেশ্বরের পুত্র-পৌত্রাদির এ সমুদায় মহোৎসব দর্শন করিয়া সকলে বিস্মিত হইতেছে। কোথাও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা নিজ অংশভূত দেবতা সকলের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেছেন। কোথাও বা কূপ, আরাম ও দেবালয়াদি-প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন। কোথাও যদুশ্রেষ্ঠগণে বেষ্টিত হইয়া সিন্ধুদেশ-জাত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মৃগয়া এবং তাহাতে যজ্ঞীয় পশু সকল সংহার করিতেছেন। কোথাও বা অব্যক্ত-লিঙ্গ যোগেশ্বর বিশেষ বিশেষ ভাব সঙ্গোপ করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুর ও গৃহাদিতে শ্রীসকলের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। ২৪—৩৬। এইরূপে নারদ, মানুষী-রতি প্রাপ্ত কেশবের যোগমায়া দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "প্রভো! আপনার যোগমায়া সকল, যোগেশ্বরদিগেরও দুর্দ্দর্শ বটে; কিন্তু আপনার পদসেবা করি বলিয়া, ঐ সকল আমার মনোমধ্যে প্রতীত হইতেছে; অতএব আমি জানিতে পারিতেছি। দেব! যে সকল লোক আপনার যশ দ্বারা পরিপ্লুত,—আমাকে অনুমতি করুন, আমি তথায় গমন করি। আমি আপনার ভুবন-পাবনী লীলা সকল গান করিয়া ভ্রমণ করিতেছি।" ভগবান্ কহিলেন,

"ব্রহ্মন্! আমি,—ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমোদয়িতা। সকল লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এইরূপে অবস্থিতি করিতেছি। অতএব মুগ্ধ হইও না।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! নারদ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই সকল গৃহে গৃহস্থদিগের পবিত্রকারক ধর্ম্ম সকল আচরণ করিতে দর্শন করিলেন। অনন্তবীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার মহোদয় বারংবার দর্শন করিয়া তাঁহার পরম কৌতুক জন্মিল। তিনি অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত-চিত্তে ঋষিকে এই প্রকারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পূজা করিলে পর, তিনি প্রীত হইয়া তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। রাজন্! অখিল-মঙ্গলের নিমিত্ত যিনি শক্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই নারায়ণ মনুষ্য-পদবী অনু-করণপূর্ব্বক ষোড়শ সহস্র উৎকৃষ্ট কামিনীর গৃহে সলজ্জ সৌহৃদ, কটাক্ষ ও হাস্য সম্ভোগ করিয়া এইরূপে বিহার করিয়াছিলেন। বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হরি এই পৃথিবীতে যে অসাধারণ কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন, যিনি সেই সকল কর্ম্ম গান, শ্রবণ বা অনুমোদন করেন, মুক্তির দ্বার ভগবানে তাঁহার ভক্তি জন্মে। ৪০—৪৫।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে জরাসন্ধ-পীড়িত রাজগণ-প্রেরিত দূতের আগমন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! একদা উষাগমে কুক্কুটগণ শব্দ করিতেছে,—শ্রীহরি স্বীয় বাহু দ্বারা এতক্ষণ পত্নীগণের কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া শয়ান ছিলেন; মাধব-রমণীগণ এক্ষণে তাঁহার বিরহ-ভয়ে কাতর হইয়া কুক্কুটদিগকে অভিশাপ করিতে লাগিলেন। অলিকুল পারিজাত-পরিমলবাহী বায়ুর সঙ্গে গান করিতে লাগিল এবং পক্ষী সকল বিনিদ্র হইয়া বন্দীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রবোধিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ শব্দ অতি সুন্দর হইলেও, প্রিয়ের বাহুদ্বয়ের মধ্যগতা বিদর্ভ-নন্দিনী প্রভৃতি বনিতাগণ, আলিঙ্গনের বিশ্লেষ ঘটিল—এইজন্য মুহূর্ত্তমাত্রও উহা সহ্য করিলেন না। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বারি স্পর্শপূর্ব্বক আচমন করিয়া মাধব,—ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা লাভ করিলেন। অনন্তর যিনি উপাধিশূন্য, আত্ম-সংস্থিত, অব্যয় ও অখণ্ড; যিনি অজ্ঞান-নির্ম্মুক্ত বলিয়া সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ-স্বরূপ এবং এই জগতের উৎপত্তি ও নাশের হেতুভূত স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা যাঁহার সত্তা লক্ষিত হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ, সেই ব্রহ্মনামক সদানন্দময় আপনারই ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মল জলে স্নানপূর্ব্বক বসন ও উত্তরীয় পরিধান করিলেন এবং যথাবিধানে সন্ধ্যোপাসনাদি কার্য্য-কলাপ ও অগ্নিতে হোম করিয়া, বাগ্যত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। ১—৬। অনন্তর আদিত্যকে সমুদিত দেখিয়া উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তিনি নিজের অংশে দেবতা, ঋষি, পিতৃ, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিলেন; পরে অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণদিগকে—পট্টবস্ত্র, মৃগচর্ম্ম ও তিলের সহিত ত্রয়োদশা-ধিক চতুরশীতি-সহস্র সুবর্ণশৃঙ্গী, সংবৎসা, মৌক্তিক-মালিনী, পয়-স্বিনী, প্রথম-প্রসূতা, সবৎসা, সুন্দরবদনা, রৌপ্য-মণ্ডিত-খুরাগ্রা গাভী দান করিলেন। মাধব,—নিজ বিভূতি গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৃদ্ধ, গুরু ও যাবতীয় প্রাণীকে নমস্কার করিয়া কপিলা গাভী প্রভৃতি মঙ্গল-দ্রব্য সকল স্পর্শ করিলেন; নরলোকের বিভূষণ-স্বরূপ আপনাকে স্বীয় বসন, ভূষণ, দিব্য মাল্য ও চন্দন দ্বারা ভূষিত করি-লেন এবং ঘৃত, দর্পণ, গোবৃষ, দ্বিজ ও দেবতাদিগকে দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্ববর্ণের পুরবাসী ও অন্তঃপুরচারীদিগকে অভিলষিত সামগ্রী দেওয়াইলেন; পরে অভিলষিত সম্পাদন দ্বারা প্রজাবর্গকে তুষ্ট করিয়া স্বয়ং আনন্দিত হইলেন। অনন্তর অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে চন্দন ও তাম্বূল দান করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং মিত্র, আত্মীয় ও মহিষী সকলের সহিত মিলিত হইলেন। ৬—১৩। এই সময় সারথি,—সুগ্রীবাদি-অশ্ব-যুক্ত পরম অদ্ভুত রথ আনয়নপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইল। ভাস্কর যেমন উদয়াচলে আরোহণ করেন; ভগবান্ সেইরূপ স্বীয় হস্ত দ্বারা সারথির অঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকি ও উদ্ধবের সমভি-ব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন। অন্তঃপুর-কামিনীগণ সলজ্জ প্রেমদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। তিনি তজ্জন্য ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেন; পরে সেই সকল দৃষ্টি কর্ত্তৃক অতি কষ্টে পরিত্যক্ত হইয়া, হাস্য দ্বারা মন হরণ করিয়া নির্গত হইলেন। রাজন্! এইরূপে সর্ব্বগৃহ হইতে পৃথক্ পৃথক্ নির্গমনপূর্ব্বক একমাত্র হইয়া, সকল বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে সুধর্ম্মা নাম্নী সভায় প্রবেশ করিলেন। রাজন্! যাঁহারা ঐ সভায় প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগের ষড়্‌রিপু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। বিভু যদুশ্রেষ্ঠ সেই সভায় প্রবিষ্ট হইয়া, তারাগণ-বেষ্টিত তারা-নাথের ন্যায় নৃসিংহ যদুগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া নিজ কিরণে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশ করত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রাজন্! তথায় পরিহাসকেরা বিবিধ রস দ্বারা এবং নটাচার্য্য ও নর্ত্তকীগণ স্বীয় স্বীয় সমুদায় নৃত্য দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল। সূত, মাগধ ও বন্দী সকল মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খের শব্দের সহিত নৃত্য-গানে তাঁহাকে তুষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। তথায় উপবিষ্ট কতকগুলি কথন-চতুর ব্রাহ্মণ, বেদমন্ত্র সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বকালের পবিত্রযশা রাজা-দিগের কথাও কহিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪—২১। রাজন্! এমন সময়ে সেই স্থানে এক অপূর্ব্বদর্শন ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন। ভগবানের সন্নিকটে জ্ঞাপন করা হইলে পর, প্রতীহারী তাঁহাকে লইয়া প্রবেশ করিল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে পরেশ ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া রাজাদিগের জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বন্ধনজন্য দুঃখ নিবেদন করিলেন;—"জরাসন্ধের দিগ্বিজয়ে যে সকল রাজা তাঁহার নিকট নত হন নাই, দুর্ব্বৃত্ত মগধরাজ স্বীয় গিরিব্রজ নামক দুর্গমধ্যে তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের সংখ্যা দুই অযুত। রাজারা কহিয়াছেন, 'হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে প্রপন্নজনের ভয়ভঞ্জন! আমরা ভেদদর্শী; ভবভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম। জনগণ,—কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে সাতিশয় রত হইয়া আপনা কর্ত্তৃক কথিত আপনার অর্চ্চনরূপ নিজ কুশল কর্ম্মে অনবধান হইবামাত্র যে বলবান্ পুরুষ আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার জীবিতমায়া ছেদন করিয়া দেন; সেই কালস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। আপনি জগতের ঈশ্বর; সাধুদিগের রক্ষা এবং খল ব্যক্তিদিগের নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন; হে ঈশ্বর! অন্য কেহ কি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে কিংবা লোক আপন আপন কর্ম্ম ভোগ করিতেছে,—আমরা কিছু জানিতে পারিতেছি না। রাজসুখ দৈবাধীন-সাধ্য, সুতরাং তাহা স্বপ্নের ন্যায় হইয়াছে; আর নিরন্তর ভয়-সমন্বিত দেহ দ্বারা ভার বহন করিতেছি। নিষ্কাম ব্যক্তি সকল আপনা হইতে যে অন্তঃস্থিত সুখ পাইয়া থাকেন,—আপনার মায়া-বিমোহন সেই সুখ পরিত্যাগ করিয়াই আমরা অশেষ কষ্টে নিপীড়িত হইতেছি। আপনার চরণ-যুগল, প্রণত-

ভনের শোক হরণ করে। এই মগধরাজ একাকী অযুত-নাগের
বলধারী। সিংহ-সদৃশ বিক্রান্ত এই নিষ্ঠুর রাজা আমাদিগকে
মেষপালের ন্যায় স্বীয় ভবনে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আপনি
সেই মগধ-রাজরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে আমাদিগকে মোচন করুন।
হে উদ্যত-সুদর্শন-ধারিন্! জরাসন্ধ আপনার সহিত অষ্টাদশ বার
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, সপ্তদশ বার পরাজিত হইয়াছিল এবং
একবার মাত্র অনন্তবীর্য্য, নরলোকানুকারী আপনাকে জয়
করিয়া মহাদর্পে আপনার লোকদিগকে পীড়ন করিতেছে। হে
অজিত! এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।' এই প্রকারে
মগধরাজ কর্ত্তৃক সংরুদ্ধ রাজগণ আপনার দর্শনে অভিলাষী হইয়া
আপনার পাদমূলের আশ্রয় লইয়াছেন; দীনগণের মঙ্গল করুন।"
রাজদূত এইরূপ কহিতেছে,—এমন সময় পরমকান্তি, পিঙ্গলবর্ণ-
জটাভার-ধারী দেবর্ষি নারদ আদিত্যের ন্যায় উপস্থিত হইলেন।
সর্ব্বলোকেশ্বরের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক সভ্য-
গণ ও অনুচরবর্গের সহিত উত্থান করিয়া আনন্দে তাঁহাকে বন্দনা
করিলেন এবং যথাবিধানে পূজা করিয়া, মুনি আসন পরিগ্রহ
করিলে পর, শ্রদ্ধা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া মিষ্ট-বাক্যে কহি-
লেন—"এখন ত ত্রিলোকের কোন বিষয় হইতে ভয় নাই? আপনি
সর্ব্বলোক ভ্রমণ করিয়া থাকেন—এটা আমাদিগের পরম লাভ।
ঈশ্বর যাঁহাদিগের কর্ত্তা,—সেই এই সকল লোকের মধ্যে আপনার
অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—
পাণ্ডবেরা কি করিতেছেন?" নারদ কহিলেন, "হে বিভো! হে
ভূমন্! আপনি ব্রহ্ম, তথাপি মোহোৎপাদক এবং আচ্ছন্ন-
প্রকাশ অগ্নির ন্যায় নিজ শক্তি সকলের দ্বারা অন্তর্যামিরূপে
ভূতগণে বর্ত্তমান; আপনার মায়া আমি অনেকবার দর্শন
করিয়াছি, অতএব আপনার এই প্রকার প্রশ্ন আমার পক্ষে
আশ্চর্য্যের নহে। এই যে জগৎ বস্তুতঃ অবিদ্যমান হইয়াও
আপনার মায়া-নিবন্ধন বিদ্যমান বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে,—
আপনি নিজ মায়া দ্বারা ইহার সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতেছেন;
অতএব আপনার চেষ্টা কে জানিতে পারে? আপনাকে
কেবল নমস্কার করি; কারণ, আপনার স্বরূপ অচিন্ত্য। অনর্থ-
ব্যাপক শরীর-নিবন্ধন সংসারে প্রবৃত্ত এবং তজ্জন্য মুক্তি-বিষয়ে
অজ্ঞ জীবের সম্বন্ধে আপনি স্বীয় লীলাবতার-সমূহ দ্বারা জ্ঞানোৎ-
পাদক স্বীয় যশ প্রকাশ করিয়াছেন, আমি আপনার শরণাপন্ন
হইলাম। ভগবন্! আপনি ব্রহ্ম, কিন্তু নর-লোকের অনুকরণ
করিয়াছেন; অতএব আপনার পিতৃষসেয় এবং ভক্তের রাজ-
বার্ত্তা শ্রবণ করাই। ২২—৪০। রাজা পাণ্ডুনন্দন আপনার তুষ্টি-
কামনায় যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা আপনার যাগ করিবেন,
আপনি তাহা অনুমোদন করুন। সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে দেবাদি এবং
যশস্বী রাজারাও আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমাগত হই-
বেন। যখন চণ্ডালেরাও নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মময় আপনার নাম ও কর্ম্ম
শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং ধ্যান করিয়া পবিত্র হয়, তখন যাঁহারা আপ-
নাকে দর্শন ও স্পর্শ করেন, তাঁহাদিগের কথা আর কি কহিব? হে
ভুবন-মঙ্গল! আপনার যশ,—দিগ্মণ্ডলের স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে
বিস্তান-রূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং আপনার পাদোদক,—
মন্দাকিনী, গঙ্গা ও ভোগবতী নামে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল পবিত্র
করিতেছে।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! নারদ যে সকল কথা
কহিলেন, তাহাতে জরাসন্ধকে জয় করিবার কথা ছিল,
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয়েরা তাহা বুঝিতে না পারাতে, শ্রীকৃষ্ণ যেন
ইতিকর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারেন নাই,—এইরূপ ভাব ধারণ করিয়া
বাক্য-কৌশলে ভৃত্য উদ্ধবকে কহিলেন, "তুমি আমাদিগের বন্ধু
এবং মন্ত্রণাসাধ্য বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ; সুতরাং তুমি পরম চক্ষু স্বরূপ;
তোমার বাক্যে আমি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। অতএব এ বিষয়ে
যাহা কর্ত্তব্য বল; তাহাই করিব।" স্বামী সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও
অজ্ঞের ন্যায় এইরূপ মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে, উদ্ধব তাঁহার
আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ
করিলেন। ৪১—৪৭।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭০॥

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! উদ্ধব এই কথা শ্রবণ করিয়া
এবং দেবর্ষি, সভাগণ ও শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া
কহিলেন, "দেব! আপনার পিতৃষসেয় যখন রাজসূয় যজ্ঞ
করিবেন, তখন আপনি তাঁহার সাহায্য করুন। এই মাত্র
দেবর্ষি যাহা বলিলেন, আপনার তাহা করা কর্ত্তব্য এবং শরণ-
প্রার্থী রাজাদিগের রক্ষা করাও আপনার উচিত। বিভো!
যুধিষ্ঠির দিকৃচক্র জয় করিয়াই রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন।
অতএব আমার মতে দিগ্বিজয়-নিবন্ধন যে জরাসন্ধকে জয় করা
হইবে, তাহাতে দুইটী প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে; প্রথম,—রাজসূয়
যজ্ঞ; দ্বিতীয়,—শরণাগত-রক্ষা। হে গোবিন্দ! আমাদিগেরও
মহৎ উদ্দেশ্য, ইহা দ্বারাই সাধিত হইবে। রাজাদিগকে বন্ধন
হইতে মুক্ত করাতে আপনারও যশ হইবে। সেই রাজা অযুত-
নাগতুল্য বলবান্; সমবল ভীম ব্যতীত বলীদিগের মধ্যে অন্যেরও
দুর্ব্বিষহ। দ্বৈরথ যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করা আবশ্যক। নতুবা
শত শত অক্ষৌহিণী দ্বারা তাহাকে জয় করা যাইবে না। ব্রাহ্ম-
ণেরা যাচ্ঞা করিলে, সে কখনও প্রত্যাখ্যান করে না। বৃকোদর
ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক গমন করিয়া তাহাকে যুদ্ধার্থ প্রার্থনা
করিবেন এবং আপনার সম্মুখে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে বধ করিবেন,—
তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি রূপহীন কালাত্মা; বিশ্বের সৃষ্টি ও
সংহার-বিষয়ে যেমন ব্রহ্মা ও মহাদেব আপনার নিমিত্তমাত্র; সেই-
রূপ জরাসন্ধের বধ-বিষয়ে আপনিই কর্ত্তা,—ভীম কেবল নিমিত্ত।
যেমন গোপীগণ—শঙ্খচূড় হইতে, কুঞ্জরপতি—নক্র হইতে, জানকী
—দশানন হইতে এবং বসুদেব—কংস হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া
মোক্ষ-বিষয় গান করিয়াছিলেন; যেমন মুনিগণ ও আমরা আপ-
নার শরণপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই মোক্ষ গান করিতেছি;—সেইরূপ
সেই সমস্ত রুদ্ধ নরপতিগণ মুক্তি পাইলে তাহাদের পত্নীরা স্ব স্ব
পতির মোক্ষ-গান গৃহে গৃহে গাহিতে থাকিবে। কৃষ্ণ! জরা-
সন্ধের বধে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। রাজাদিগের পুণ্য-
বিপাক-হেতু এই যজ্ঞ আপনারও অভিমত হউক।" ১—১০।
শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! দেবর্ষি, শ্রীকৃষ্ণ এবং যদুগণ—সকলেই
উদ্ধবের এই প্রকার যুক্তি-সম্মত সর্ব্বতোভদ্র বাক্যের সমাদর করি-
লেন। অনন্তর ক্ষমতাশালী ভগবান্ দেবকী-নন্দন যাত্রা করিবার
নিমিত্ত গুরুজনকে বিজ্ঞাপন করিয়া দারুক-জৈত্রাদি ভৃত্যদিগকে
আদেশ করিলেন। শত্রুনাশন বলদেবের অনুজ্ঞা লইয়া, স্বীয়
মহিষীদিগকে পুত্রগণ ও পরিচ্ছদের সহিত অগ্রসর করিয়া দিয়া
সারথি কর্ত্তৃক আনীত স্বীয় বৃহৎ গরুড়ধ্বজ রথে আরূঢ় হইলেন।
রথী, গজারোহী, পদাতিক ও অশ্বারোহীদিগের দ্বারা বির-
চিত ভয়ানক সেনা তাঁহার সঙ্গে চলিল। মৃদঙ্গ, ভেরী, ঢক্কা,
শঙ্খ ও গোমুখ-সমূহের প্রচণ্ড শব্দে দিক্ সকল শব্দিত হইতে
লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। পতিব্রতা মহিষী-
গণ,—উৎকৃষ্ট বসন, আভরণ, চন্দন ও মাল্য ধারণপূর্ব্বক অসিচর্ম্ম-

ধারী নরগণ দ্বারা উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়া, সন্তানগণের সহিত নরযান, অশ্বযান ও কাঞ্চন-নির্ম্মিত শিবিকা-যোগে পতি গোবিন্দের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরিজন-নারী এবং বারনারীগণ উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া উশীরাদি তৃণ-নির্ম্মিত গৃহ এবং কম্বল ও বস্ত্রাদি গৃহসামগ্রী বলীবর্দ্দাদির পৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়া নর, উষ্ট্র, গো, মহিষ, গর্দ্দভ, অশ্বতরী, শকট ও হস্তিনী-যোগে সর্ব্বদিক্-ব্যাপিয়া গমন করিতে লাগিল। তুমুল-নির্ঘোষ-পূরিত সেই সৈন্য—বৃহৎ ধ্বজপট, ছত্র, চামর, উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র, কিরীট ও রথ দ্বারা দিবাভাগে সূর্য্যাংশু-পরিব্যাপ্ত হইয়া তিমিঙ্গিল ও তরঙ্গ-সমূহ দ্বারা ক্ষুভিত সাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর দেবর্ষি নারদ, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পূজিত এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-হেতু সুখিতেন্দ্রিয় হইয়া, তাঁহার উদ্যোগ শুনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিতে করিতে বিমানমার্গে প্রস্থান করিলেন। ।১১—১৮। ভগবান্ বাক্য দ্বারা রাজদূতকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, দূত! ভয় করিও না; তোমাদিগের মঙ্গল হউক; আমি জরাসন্ধকে বধ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।" এই কথা শুনিয়া দূত গমনপূর্ব্বক রাজাদিগকে যথাবৎ সমস্ত বিষয় নিবেদন করিল; তাঁহারাও মুক্তি-বিষয়ে নিতান্ত উৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। এবং হরি—আনর্ত্ত, সৌবীর, মরুদেশ ও কুরুক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া গিরি, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও আকরাদি উত্তীর্ণ হইলেন ও তাহার পর দৃষদ্বতী ও সরস্বতী উত্তীর্ণ হইয়া, পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশ অতিক্রম করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। নরগণের দুর্দ্দর্শ সেই শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া যুধিষ্ঠির আনন্দে উপাধ্যায় ও বন্ধুবর্গের সহিত পুরী হইতে নির্গত হইলেন। যেমন ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের গতি, তেমনি সেই পাণ্ডুনন্দন গীতবাদ্যাদি মঙ্গল-শব্দ এবং পুনঃপুনঃ বেদোচ্চারণ করিতে করিতে সমাদর-সহকারে হৃষীকেশের নিকট আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পাণ্ডবের হৃদয় স্নেহে আর্দ্রীভূত হইল; তিনি বহুকালের পর প্রিয়তমকে দেখিতে পাইয়া বারংবার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। রমার নির্দ্দোষ আশ্রয়ভূত রমেশ-শরীর আলিঙ্গন করিয়া নৃপতির অমঙ্গল দূর হইল, নয়ন-যুগল আনন্দ-জলে পরিপূর্ণ হইল; এবং শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি লোক ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন। ভীম সেই মাতুল-তনয়কে আলিঙ্গন করিয়া সহাস্য-বদনে প্রেমাশ্রু-ধারায় আকুল হইলেন। নকুল, সহদেব এবং অর্জ্জুনও আনন্দে সুহৃত্তম অচ্যুতকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু-ধারায় অভিষেক করিতে লাগিলেন। ১৯—২৭। শ্রীকৃষ্ণ—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত এবং নকুল-সহদেব কর্ত্তৃক আলিঙ্গনান্তর বন্দিত হইয়া এবং ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধদিগকে যথোপযুক্ত নমস্কার করিয়া, মান্য কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয় বংশীয়দিগকে সম্মান করিলেন। সূত, মাগধ, বন্দী ও উপাসকগণ এবং ব্রাহ্মণেরাও মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ, বীণা, পণব ও বেণুর সহিত নৃত্য, গান এবং কমললোচনকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। যাঁহাদিগের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিলে পবিত্রতা জন্মে, তাঁহাদিগের শিরোমণি ভগবান্ এইরূপে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও স্তূয়মান হইয়া সেই অলঙ্কৃত পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। করিগণের মদগন্ধবিশিষ্ট সলিল দ্বারা নগরের পথ সকল সিক্ত হইয়াছিল; এবং বিচিত্র ধ্বজ, কনক-তোরণ, পূর্ণ কুম্ভে নগর শোভা পাইতেছিল। বিশুদ্ধচিত্ত নর-নারীগণ,—নূতন দুকূল, নানাবিধ অলঙ্কার-মাল্য-চন্দনাদি ধারণ করিয়া তাহার সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ, কুরুরাজের বাসস্থান দর্শন করিলেন; দেখিলেন,—উহার প্রতিগৃহেই প্রদীপ্ত দীপশ্রেণী ও পূজোপহার আয়োজন করা রহিয়াছে; উহার বাতায়নস্থ জালমার্গ দ্বারা ধূপ-ধূম নির্গত হইতেছে এবং উহাতে পতাকা সকল শোভা পাইতেছে। উহার শিরোভাগে হেম-কলস-বিশিষ্ট রজতময়-শৃঙ্গ-সম্পন্ন অনেক গৃহ শোভমান রহিয়াছে। যুবতীগণ,—নয়নের পানপাত্র স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, ঔৎসুক্য বশতঃ শিথিলীকৃত কেশ ও নীবী বন্ধন করিতে করিতে তৎক্ষণমাত্র গৃহকর্ম্ম ও শয্যায় স্বামিগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজমার্গে তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই রাজমার্গে ভার্য্যাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গৃহোপরি অধিরূঢ় নারীগণ তাঁহার উপর পুষ্প-বর্ষণ-পূর্ব্বক মনে মনে আলিঙ্গন করিয়া, জাত-বিস্ময় দৃষ্টিক্ষেপ দ্বারাই তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিল। চন্দ্র-সহচরী তারকা-মালার ন্যায়, পথে মুকুন্দ-পত্নীদিকে দর্শন করিয়া স্ত্রীগণ কহিতে লাগিল,—"পুরুষশ্রেষ্ঠ,—উদার হাস্য, লীলা এবং অবলোকন দ্বারা এই যে সকল কামিনীর আনন্দ-বিস্তার করিতেছেন, ইঁহারা কি পুণ্যই করিয়াছিলেন।" ২৮—৩৫। অনন্তর শ্রেণী-মুখ্য পৌরজনেরা বিশেষ বিশেষ স্থানে মঙ্গল-দ্রব্য হস্তে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিল; মুকুন্দ, উৎফুল্ল-লোচন অন্তঃপুর-জন দ্বারা প্রীতি-হেতু বেষ্টিত হইয়া রাজমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। কুন্তী,—ভ্রাতৃতনয় ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং পুত্রবধূর সহিত পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা আদরপূর্ব্বক দেবদেবেশ মুকুন্দকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক প্রমোদে অভিভূত হইয়া, পূজার প্রকার-বিশেষ ভুলিয়া গেলেন। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ—পিতৃষ্বসাকে এবং গুরুপত্নী-দিগকে অভিবাদন করিলেন এবং স্বয়ং দ্রৌপদী এবং ভগিনীকর্ত্তৃক বন্দিত হইলেন। দ্রৌপদী, শ্বশ্রূর উপদেশক্রমে রুক্মিণী, সত্যা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, শৈব্যা ও নাগ্নজিতীকে এবং সমুদায় শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীকেই পূজা করিলেন; অন্যান্যও যে সকল স্ত্রী আসিয়াছিলেন,—বস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগেরও অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ, জনার্দ্দনকে এবং তাঁহার সেনা, অমাত্যবর্গ ও মহিষীদিগকে নিত্য নূতন নূতন সুখসম্ভোগে সুখী করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রাজার প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত সৈন্যের অর্জ্জুনের সহিত রথে আরোহণপূর্ব্বক বিহার করিয়া কয়েক মাস হস্তিনায় বাস করিলেন এবং ফাল্গুনির সমভিব্যাহারী হইয়া খাণ্ডব-বন-প্রদান দ্বারা অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিয়া, ময়কে মোচনপূর্ব্বক রাজাকে দিব্য-সভা রচনা করিয়া দিলেন। ৩৬—৪৫।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

জরাসন্ধ-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! একদা যুধিষ্ঠির,—মুনি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ভ্রাতা, আচার্য্য, কুলবৃদ্ধ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক ইঁহাদিগের শ্রবণ-গোচরেই শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে গোবিন্দ! যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা তোমার পবিত্র বিভূতি সকলের অর্চ্চনা করিতে মনঃস্থ করিতেছি; প্রভো! তুমি তাহা সম্পাদন কর। হে কমলনাভ! হে ঈশ্বর! যে পবিত্র ব্যক্তি সকল নিরন্তর তোমার পাদুকা-যুগের সন্নিকটে বিচরণ করেন,—ধ্যান করেন,—অথবা অমঙ্গল-নাশের নিমিত্ত শুচি হইয়া নামোচ্চারণ করেন, তাঁহারাই সংসারমুক্তি প্রাপ্ত হন; আর যদি মঙ্গল-কামনা করেন,

তাহা হইলে তাঁহারাই তাহা লাভ করিয়া থাকেন; নতুবা চক্রবর্ত্তীও তাহা লাভ করিতে পারে না। অতএব দেব! এই সকল লোক ভবদীয় চরণারবিন্দ-সেবার মহিমা দর্শন করুক। বিভো! কুরু ও সৃঞ্জয়দিগের মধ্যে যাঁহারা তোমাকে ভজনা করেন, আর যাঁহারা না করেন,—তাঁহাদিগের উভয়েরই মর্য্যাদা প্রদর্শন কর। তুমি উপাধিহীন, সকলের আত্মা, সুতরাং সমদর্শী এবং আত্মারাম; অতএব "নিজ" ও "পর"—তোমার এ জ্ঞান নাই; তথাপি যাঁহারা সেবা করেন, কল্পতরুর ন্যায় তুমি তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও;—যে ব্যক্তি তোমার যেমন সেবা করে, তুমি তাহাকে তদনুরূপ ফলদান করিয়া থাক,—কখনই তাহার বিপর্য্যয় হয় না।" ১—৬। ভগবান্ কহিলেন, 'হে রাজন্! হে শত্রু-কর্ষণ! আপনি যাহা সঙ্কল্প করিতেছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট; আপনার এই মঙ্গলদায়িনী কীর্ত্তি সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত হইবে। প্রভো! এই মহাযজ্ঞ ঋষিগণের, পিতৃগণের, দেবগণের, বন্ধু-গণের, যাবতীয় প্রাণিবর্গের এবং আমাদিগেরও অভীপ্সিত। সমুদায় নৃপতিকে জয় ও পৃথিবী বশীভূত করিয়া যাবতীয় সম্ভার সুসম্পাদন করত উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। রাজন্! আপনার এই সকল ভ্রাতা, লোকপালদিগের অংশে উৎপন্ন; ইহাঁদিগের দ্বারা সকল নরপতিই পরাস্ত হইবে। আর আমি, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সকলের অজেয়; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় আপনি আমাকে বশীভূত করিয়াছেন। পার্থিবের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও মৎপরায়ণ ব্যক্তিকে প্রভাব, যশ, লক্ষ্মী বা সৈন্যাদি সামগ্রী দ্বারা পরাজয় করিতে পারে না।' ৭—১১। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবানের উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রীতিহেতু রাজার বদন-কমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বিষ্ণুর তেজ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ভ্রাতাদিগকে দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করিলেন। সৃঞ্জয়গণের সহিত সহদেব দক্ষিণ-দিকে, মৎস্যদিগের সহিত নকুল পশ্চিম-দিকে, কেকয়দিগের সহিত অর্জ্জুন উত্তর-দিকে এবং মদ্রকদিগের সহিত ভীম পূর্ব্বদিকে প্রেরিত হইলেন। রাজন্! সেই সকল বীর চতুর্দ্দিক্ হইতে বলপূর্ব্বক রাজাদিগকে জয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রচুর ধন আনয়ন করিতে লাগিলেন। একমাত্র জরাসন্ধ ভিন্ন আর সকল রাজাই পরাস্ত হইয়াছেন, শুনিয়া রাজা চিন্তিত হইলে, আদি-পুরুষ হরি, উদ্ধবের কথিত উপায় প্রস্তাব করিলেন। রাজন্! অনন্তর ভীমসেন, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ,—এই তিন জন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া, জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণবেশী ক্ষত্রিয়েরা, গৃহস্থ সেই জরাসন্ধের গৃহে আতিথ্য-বেলায় গমন করিয়া, তাহার নিকট ব্রাহ্মণ-সেবা যাচ্ঞা করিয়া কহিলেন, "রাজন্! আমরা অতিথি; বহুদূর হইতে আগমন করিয়াছি; অতএব আমরা যাহা কামনা করি, তাহা দান করুন; আপনার মঙ্গল হউক। ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের দুঃসহ কিছুই নাই; অসজ্জনগণের অকার্য্য কিছুই নাই; দানশীল লোকদিগের অদেয় কিছুই নাই এবং সমদর্শিগণের কেহই পর নহে। সাধুদিগের যশ চিরস্থায়ী এবং কীর্ত্তনযোগ্য; যিনি স্বয়ং সমর্থ হইয়া অনিত্য শরীর দ্বারা সেই যশ অর্জ্জন না করেন, তিনি নিন্দনীয়,—তাঁহার জন্য শোক করিতে হয়। হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, মুদ্গল, শিবি, ব্যাধ, কপোত এবং অন্যান্য অনেকে অনিত্য শরীর দ্বারা নিত্য লোক লাভ করিয়াছেন।" ১২—২১। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! স্বর, আকৃতি ও জ্যাঘাত-চিহ্নিত প্রকোষ্ঠ দ্বারা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় এবং দৃষ্টপূর্ব্ব জানিয়া জরাসন্ধ চিন্তা করিতে লাগিল,—"ইহারা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন; দুস্ত্যজ আত্মা প্রার্থিত হইলেও অবশ্য ইহাঁদিগকে দান করিব। শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণবেশে বলিকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; তথাপি কি চারি দিকে বলির বিমল কীর্ত্তি ঘোষিত হয় না? দৈত্যরাজ, জানিতে পারিয়াও এবং শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ব্রাহ্মণরূপী শ্রীবিষ্ণুকে পৃথিবী দান করিয়া-ছিলেন। দেহ ক্ষণশীল; ক্ষত্রিয়ের দেহ, ব্রাহ্মণের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া বিপুল যশ লাভ করিতে যদি চেষ্টা না করে, তাহা হইলে তাহার জীবিত থাকার ফল কি?" উদারবুদ্ধি জরাসন্ধ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে কহিল, "হে বিপ্রগণ! আপনাদিগের অভিলষিত প্রার্থনা করুন; আমার মস্তক প্রার্থনা করিলে, আমি আপনাদিগকে তাহাও দান করিব।" ভগবান্ কহিলেন, 'রাজেন্দ্র! আমরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ প্রার্থনা করিয়া উপস্থিত হইয়াছি; অন্য কিছু কামনা করি না। যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমাদিগের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করুন। ইনি কুন্তীর নন্দন বৃকোদর। ইনি ইহাঁর ভ্রাতা অর্জ্জুন। আমাকে এই দুই জনের মাতুলপুত্র এবং আপনার শত্রু কৃষ্ণ বলিয়া জানিবেন।' মাগধ রাজা জরাসন্ধ এই আবেদন শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "রে মন্দ সকল! তবে তোমাদিগকে যুদ্ধ দান করি। কৃষ্ণ! তুমি ভীরু; যুদ্ধে তুমি অস্থির হইয়া পড়; তুমি নিজ পুরী মথুরা ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের শরণ লইয়াছ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না। এই অর্জ্জুনও বয়সে কনিষ্ঠ; ইহার বলও অধিক নহে, সেহেতু আমার তুল্য নহে। অতএব এ যোদ্ধা হইতে পারে না। ভীম বলে আমার সমতুল্য;—ইহারই সহিত যুদ্ধ করিব।" ২২—৩২। জরাসন্ধ রাজা এই কথা বলিয়া ভীমসেনকে মহতী গদা দান করিল এবং স্বয়ং আর একটী গদা লইয়া ভবন হইতে বহির্গত হইল। অনন্তর সেই দুই রণদুর্ম্মদ বীর মিলিত হইয়া, বজ্রসদৃশ দুই গদা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বাম ও দক্ষিণ-ভাবে বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই যুদ্ধ,—রঙ্গপ্রবিষ্ট দুই নটের যুদ্ধের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাজন্! অনন্তর বেগ-প্রক্ষিপ্ত দুই গদার বজ্রপাত সদৃশ চটচটাশব্দ, দুই হস্তীর দন্ত দ্বারা আঘাত-শব্দের ন্যায় শোভা পাইল। যেমন দুই অর্ক-শাখার সহিত যুদ্ধ-প্রবৃত্ত দীপ্তক্রোধ দুই হস্তীর শুণ্ডাবত-প্রক্ষিপ্ত, দুই শাখাই ভগ্ন হয়; তেমনি ভুজবেগ দ্বারা প্রক্ষিপ্ত গদা—পরস্পরের স্কন্ধ, কটি, হস্ত, উরু ও জত্রু প্রাপ্ত হইয়া চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। সেই দুই গদা এইরূপে প্রহত হইলে, দুই নরবীর ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় লৌহস্পর্শ মুষ্টি দ্বারা চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলি-লেন। দুই বারণের ন্যায়, প্রহারকারী তাঁহাদিগের দুই জনের তল-তাড়ন হইতে নির্ঘাত-বজ্রের ন্যায় কঠোর শব্দ হইল। রাজন্! তাঁহা-দিগের দুই জনেরই শিক্ষা, বল ও প্রভাব সমান ছিল, সুতরাং কাহারই বেগ ক্ষীণ হইল না; তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে যুদ্ধের কোন ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। হরি,—শত্রুর জন্ম, মৃত্যু এবং জীবিত জ্ঞাত ছিলেন; তিনি আপন তেজে পার্থকে আপ্যায়িত করিয়া জরা-রাক্ষসীর কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অমোঘ-দর্শন শ্রীকৃষ্ণ একটী শাখা বিদারণ করিয়া সঙ্কেতদ্বারা ভীমকে শত্রুর বধোপায় বলিয়া দিলেন। প্রহার-কারী দিগের শ্রেষ্ঠ মহাবলবান্ ভীম তাহা বুঝিতে পারিয়া দুই পদ ধারণ করিয়া শত্রুকে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। ৩৩—৪২। অনন্তর পদ দ্বারা এক পদ চাপিয়া দুই হস্তে অন্য পদ ধারণ করিয়া মহাগজ-বিদারিত শাখার ন্যায় গুহ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ দুই দিকে দুই খণ্ড পতিত হইল। তাহার প্রত্যেকটিতে এক একটী পাদ, উরু, মুষ্ক, কটি, স্তন, স্কন্ধ, বাহু, চক্ষুঃ, ভ্রূ ও কর্ণ রহিল। লোকে তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইল।

[মগধরাজ নিহত হইলে মহা হাহাকার উত্থিত হইল। অর্জ্জুন ও অচ্যুত, আলিঙ্গন করিয়া ভীমের পূজা করিলেন। ভূতভাবন অমোঘাত্মা প্রভু ভগবান্ সেই জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধদিগের সিংহাসনে অভিষেক করিয়া, বন্দীকৃত ক্ষত্রিয় সকলকে মোচন করিলেন। ৪৩—৪৬।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

রাজগণের মোচন।

শুকদেব কহিলেন—রাজন্! দুই অযুত অষ্ট শত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জরাসন্ধ কর্তৃক গিরিদ্রোণীতে রুদ্ধ ছিলেন। দীর্ঘকাল রুদ্ধ থাকাতে তাঁহারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট, শুষ্কবদন ও ক্ষুৎপীড়িত হইয়াছিলেন। বিশীর্ণ-দেহে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারা ঘনশ্যামকে দর্শন করিলেন। তাঁহার পরিধান পীত বসন; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন; চতুর্ভুজ; নয়ন-যুগল কমলের অভ্যন্তর-ভাগের ন্যায় অরুণবর্ণ; বদন সুন্দর ও প্রসন্ন; কর্ণে মকর-কুণ্ডল স্ফূর্ত্তিশালী এবং হস্তে পদ্ম। তিনি,—গদা, শঙ্খ ও চক্রচিহ্নে চিহ্নিত এবং কিরীট, হার, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গদ দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহার গ্রীবার সংযোগে উৎকৃষ্ট-কৌস্তুভমণি, প্রভা বিস্তার করিতেছে এবং বনমালা তাঁহার কণ্ঠে লম্বমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যে আহ্লাদ জন্মিল, রাজাদিগের তাহাতেই অবরোধ-জনিত ক্লেশ দূর হইয়া গেল,—তাঁহাদিগের পাপও নষ্ট হইল। তাঁহারা চক্ষুযুগল দ্বারা যেন পান, জিহ্বা দ্বারা যেন লেহন, দুই নাসারন্ধ্র দ্বারা যেন আঘ্রাণ ও বাহুযুগল দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিয়া মস্তকরাজি দ্বারা হরির দুই চরণে প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষীকেশের স্তব করিতে লাগিলেন। ১—৭। রাজগণ কহিলেন, "হে দেবদেবেশ! হে অব্যয়! আপনাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! আমরা শরণাগত; আমাদিগের নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে,—ঘোর সংসার হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন। নাথ! মধুসূদন! আমরা এই মগধ-রাজকে অণুমাত্রও] অসূয়া করি না; কারণ, বিভো! রাজাদিগের যে রাজ্যচ্যুতি, সে আপনার অনুগ্রহ। রাজা,—রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য-মদে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না; আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য সম্পত্তিকে নিত্য মনে করিয়া গর্ব্বিত হন। যেমন বালকেরা মৃগতৃষ্ণাকে জলাশয় মনে করে, তেমনি অবিবেকী ব্যক্তি সকল বৈকারিক-মায়াকে বস্তু জ্ঞান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে আমাদিগেরও বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়াছিল; পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতাম এবং অতি নির্দ্দয় ও দুর্দ্দমভাবে পরস্পরের প্রতি আচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। আপনি যে কালরূপে দণ্ডায়মান, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া আপন আপন প্রজা বধ করিয়াছি। হে শ্রীকৃষ্ণ! একদা আমরা সম্পত্তির গভীর-বেগশালী দুরন্ত বীর্য্যে চালিত হইয়াছিলাম; আজি আপনার কিঞ্চিন্মাত্র অনুগ্রহে নষ্টদর্প হইয়া আপনার চরণযুগল স্মরণ করিতেছি। আর আমাদের রাজ্যকামনা নাই। রাজ্য, মৃগতৃষ্ণার সদৃশ; রোগ সকলের জন্মভূমি এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ দ্বারা উহার নিত্য উপাসনা করিতে হয়। বিভো! পরকালেও কর্ম্মফল স্বর্গাদিও কামনা করি না। উহা কর্ণের রুচিজনক মাত্র। অতএব আমাদিগকে এমন উপায় আজ্ঞা করুন, যাহা দ্বারা যদিও আমরা এই স্থানে সংসারে প্রবর্ত্তিত থাকি, তথাপি যেন ভবদীয় চরণ-যুগল [স্মরণ করিতে বিরত না হই। শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, হরি, পরমাত্মা, প্রণত-জনের ক্লেশনাশক গোবিন্দকে বার বার নমস্কার করি।" ৮—১৬। শুকদেব কহিলেন,—বৎস! শরণ্য দয়ালু ভগবান্ মুকুন্দ রাজগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া মনোহর-বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হে রাজগণ! আপনারা যেমন অভিলাষ করিতেছেন, তেমনি আজ হইতে নিশ্চয়ই অখিলেশ্বর আত্মা আমাতে আপনাদিগের দৃঢ় ভক্তি জন্মিবে। হে নৃপতিগণ! আপনাদিগের সঙ্কল্প অতি উৎকৃষ্ট আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি দেখিতেছি,—সৌভাগ্য-মদের উন্নতিই মানবের উন্মত্ততার কারণ। কার্ত্তবীর্য্য নহুষ, বেণ, রাবণ, নরক এবং অন্যান্য দেব, দৈত্য ও রাজগণ ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে অন্ধ হইয়া স্ব স্ব স্থান হইতে পতিত হইয়াছেন এই দেহাদি উৎপাদ্য বস্তুর অন্ত আছে—ইহা জানিয়া, আপনারা আমার যাগ করিয়া সাবধানে ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিবেন। সন্ততি-বিস্তার, সুখ-দুঃখ, মঙ্গলামঙ্গল যেমন ঘটিবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া, আমাতে চিত্ত বিনিবিষ্ট করিয়া, বিচরণ করিবেন এবং দেহাদিতে উদাসীন, আত্মানন্দে নিরত ও ধৃতব্রত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আমাতে মন আবিষ্ট রাখিয়া চরমে পরম-ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।" ১৭—২২। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভুবনেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, রাজাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া, তাঁহাদিগের অভ্যঙ্গ ও স্নানাদি জন্য দাস-দাসী নিযুক্ত করিলেন। হে ভারত! তাঁহারা সুন্দররূপে স্নাত ও সম্যগ্রূপে অলঙ্কৃত হইলে, শ্রীহরির আদেশক্রমে সহদেব—রাজোচিত বস্ত্র, ভূষণ, মাল্য ও চন্দন এবং উৎকৃষ্ট অন্ন-ভোজন-দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। সেই সকল রাজা, মুকুন্দকর্তৃক ক্লেশ হইতে মোচিত এবং পূজিত হইয়া মার্জ্জিত কুণ্ডল ধারণপূর্ব্বক, মেঘমুক্ত গ্রহগণের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ মিষ্ট-বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, মণিকাঞ্চনভূষিত রাজাদিগকে রথ ও সদশ্ব সকলে আরোহণ করাইয়া নিজ নিজ দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা, সাতিশয় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এই প্রকারে কষ্ট হইতে মোচিত হইয়া সেই জগৎপতিকে এবং তাঁহার কার্য্য-সমূহকে চিন্তা করিতে করিতে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যে উপস্থিত হইয়া, পৌরজনগণের নিকট মহাপুরুষের কার্য্য নিবেদন করিলেন এবং ভগবান্ যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সেইরূপ ধর্ম্মের শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজন্! ভগবান্ কেশব এইরূপে ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়া সহদেবের পূজা স্বীকারপূর্ব্বক পৃথার দুই পুত্রের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। শত্রুবিজয়ী সেই বীরত্রয় ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া নিজ বন্ধুদিগকে আনন্দিত এবং শত্রুদিগকে দুঃখিত করিয়া শঙ্খবাদন করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ-বাসিগণ ঐ শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল,—মগধরাজ হত হইয়াছেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও পূর্ণমনোরথ হইলেন। অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন ও জনার্দ্দন, রাজাকে বন্দনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। ধর্ম্মরাজ, কেশবের সেই অনুকম্পার বর্ণন শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু-কণা মোচনপূর্ব্বক প্রেমে গদগদ হইলেন। গভীর আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ২৩—৩৫।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

শিশুপাল-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—বিভো! রাজা যুধিষ্ঠির এই প্রকারে জরাসন্ধের বধ এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রভাব শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে ক্ষণকাল পরে তাঁহাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! ত্রৈলোক্যের গুরু সনকাদি ঋষিগণ এবং সমুদায় লোক ও লোকপালগণ তোমার দুর্লভ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, মস্তকে করিয়া উহা বহন করেন। হে কমললোচন! হে ঈশ্বর! হে ভূমন্! সেই ভগবান্ তুমি,—দীন ও অভিমানী আমাদিগের আজ্ঞা পালন করিতেছ—ইহা অত্যন্ত বিড়ম্বনা। তুমি এক, অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা; সূর্য্যের তেজের ন্যায় তোমার মহিমার কোন কর্ম্ম দ্বারাই হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। হে মাধব! হে অজিত! অজ্ঞান পশুদিগের ন্যায় তোমার ভক্তগণের—শরীরাদিবিষয়ে 'আমার' ও 'আমি' এবং 'তোমার' ও 'তুমি' এরূপ ভেদবুদ্ধি নাই। অতএব তোমার কথা আর কি কহিব?" ১—৫। কুন্তীনন্দন এই কথা কহিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন-ক্রমে যজ্ঞোপযুক্ত সময়ে অভিযুক্ত বেদবাদী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগকে বরণ করিলেন। রাজন্! দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গোতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, জৈমিনি, সুমতি; ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, ভার্গব, রাম, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দ, বীরসেন, অকৃতব্রণ ও অন্যান্য ঋষি এবং দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপাদি, সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর, ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ, সমুদায় রাজগণ ও রাজপ্রকৃতিবর্গ যজ্ঞদর্শন-অভিলাষে তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণ, স্বর্ণলাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বেদ-অনুসারে রাজাকে দীক্ষিত করিলেন। পূর্ব্বকালে বরুণের যজ্ঞে যেরূপ কনক-নির্ম্মিত উপকরণ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছিল; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সেইরূপ হেমনির্ম্মিত উপকরণাদি প্রস্তুত হইল। ৬—১২। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, সগণ শঙ্কর, ব্রহ্মা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ সকল, মুনিগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পক্ষিগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ এবং সর্ব্বত্র হইতে যে সকল রাজা ও রাজ-পত্নীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিস্মিত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত রাজা পাণ্ডু-তনয়ের রাজসূয়-যজ্ঞকে সুসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিলেন। দেবতার ন্যায় দীপ্তিমান্ যাজক সকল, দেবতারা যেমন বরুণকে যাজন করিয়াছিলেন, তেমনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা বিধিবৎ যাজন করিলেন। পরে সোমাভিষব-দিনে পৃথিবীপতি সমাহিত হইয়া মহাভাগ যাজক ও সদস্যপতিদিগকে যথাবৎ পূজা করিলেন। রাজন্! সেই সভায় অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য বহুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং কোন্ মহাত্মা অগ্রে অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন, সদস্যগণ তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব কহিলেন, "যদুগণের অধিপতি ভগবান্ অচ্যুত অগ্র্য পূজা পাইবার যোগ্য; দেশ, কাল ও পাত্র-বিবেচনায় ইঁহার পূজা করিলেই সকল দেবতার পূজা হইবে। ইনি এই বিশ্বের আত্মা এবং যজ্ঞ সকলেরও আত্মা। ইনি অগ্নি, ইনিই আহুতি এবং ইনিই মন্ত্র সকল; ইনিই জ্ঞান ও যোগের চরমসীমা। কেশব,—এক এবং অদ্বিতীয়; এই জগতের আত্মাও ইনি। হে সভ্যগণ! এই আত্মাজন্য অজ আপনা দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। এইজন্য এই সমস্ত লোক ইঁহার অনুগ্রহ দ্বারা ইহলোকে বিবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মাদিরূপ মঙ্গল-সাধন করিতে পারে। অতএব মহৎ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ-পূজা দান করুন; এরূপ হইলে সর্ব্বভূতের আত্মার পূজা করা হইবে। যিনি দানের অনন্ত্য ইচ্ছা করেন, তাঁহার—সর্ব্বভূতের আত্মভূত, ভেদজ্ঞান-বিহীন, শান্ত ও পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে দান করা উচিত।" ১২—২৪ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবজ্ঞ সহদেব এই কথা কহিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সাধুশ্রেষ্ঠগণ বারংবার সাধুবাদ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া এবং সভাসদ্দিগের মত জানিয়া, প্রণয় ও আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং হৃষীকেশের পূজা করিলেন। তাঁহার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ভার্য্যা, অনুজ, অমাত্য ও কুটুম্বগণের সহিত আনন্দে লোকপাবন সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। পীতবর্ণ কৌশেয়-বস্ত্র এবং অমূল্য ভূষণ সকলের দ্বারা পূজা করিতে করিতে তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল; তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পারিলেন না। সমস্ত লোক, শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে পূজিত হইতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "জয়" "নমঃ" এই বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন; পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে আরম্ভ হইল। ১৭—২১। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনহেতু দমঘোষ-তনয়ের ক্রোধ জন্মিল; শ্রীহরির এই রূপ সম্মান তাহার সহ্য হইল না। সে স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইল এবং বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক সক্রোধে ও নির্ভয়-চিত্তে ভগবান্‌কে কটু-বাক্য সকল শ্রবণ করাইয়া এই কথা কহিল,—"কি দুরত্যয় কালের আধিপত্য উপস্থিত হইয়াছে! এ সময়ে জনশ্রুতিও সত্য হইয়া উঠে; নতুবা বালকের বাক্যে বৃদ্ধগণেরও বুদ্ধি বিচলিত হইবে কেন? হে সদস্যপতি সকল! আপনারা পাত্রজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ; "শ্রীকৃষ্ণ পূজার যোগ্য" এই বাল-সুলভ বাক্য গ্রাহ্য করিবেন না। তপস্যা, বিদ্যা, ব্রত ও জ্ঞান দ্বারা যাঁহাদিগের পাপ নষ্ট ও অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, লোকপালেরা যাঁহাদিগের পূজা করেন,—সেই সকল শ্রেষ্ঠ ঋষি সদস্যপতিদিগকে অতিক্রম করিয়া, কুলপাংসন গোপাল কিরূপে পূজাযোগ্য হইতে পারে? কাক কি পুরোডাশ পাইবার উপযুক্ত পাত্র? যে কৃষ্ণ,—বর্ণ, আশ্রম ও কুল হইতে ভ্রষ্ট; যে, সমস্ত ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত; যে স্বেচ্ছাচারী; যাহার কিছুমাত্র গুণ নাই;—সে কিরূপে পূজা প্রাপ্ত হয়? যযাতি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত, সাধুগণ কর্ত্তৃক ত্যক্ত এবং নিরন্তর বৃথাপানে নিরত ইহাদিগের কুল কি প্রকারে পূজার যোগ্য? ইহারা ব্রহ্মর্ষি-সেবিত দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্র-দুর্গ আশ্রয় করিয়া, দস্যুর ন্যায় প্রজাপীড়ন করিতেছে।" নষ্ট-মঙ্গল দমঘোষ-তনয় শিশুপাল ইত্যাদি নানা পরুষ বাক্য কহিল; কিন্তু সিংহ যেমন শৃগালরব গ্রাহ্য করে না, ভগবান্ তেমনি ঐ সকল শ্রবণ করিয়া কোন কথাই কহিলেন না। সভাসদ্গণ সেই অসহ্য ভগবন্নিন্দা শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক ক্রোধে চেদিরাজকে অভিশাপ করিতে করিতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ভগবানের বা ভগবৎপরজনের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সে স্থান হইতে বহির্গত না হয়, সে পুণ্য হইতে চ্যুত হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। ৩০—৪০। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন এবং মৎস্য, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক শিশুপালকে সংহার করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। হে ভারত! কিন্তু চেদিরাজ তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। সে শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষীয় রাজাদিগকে ভৎসনা করিয়া অসি-চর্ম্ম গ্রহণ করিল। তখনই ভগবান্ উত্থিত হইয়া স্বপক্ষীয়দিগকে নিবারণ করিলেন এবং শিশুপাল যেমন অগ্রসর হইতেছিল, অমনি ক্ষুরধার চক্র দ্বারা রোষপূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শিশুপাল হত হইলে মহান্ কোলাহল-শব্দ উত্থিত হইল। তাহার অনুবর্ত্তী রাজগণ

প্রাণরক্ষা-বাসনায় পলায়ন করিতে লাগিল। যেমন আকাশ হইতে চ্যুত হইয়া উল্কা পৃথিবীতে পতিত হয়, তেমনই চৈদ্যের দেহ হইতে জ্যোতি সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বলোকের সমক্ষে বাসুদেবে প্রবেশ করিল। ৪১—৪৫। তিন জন্মে যে বৈর চিন্তা করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা ক্রোধিত-চিত্তে চিন্তা করাতে শিশুপাল শ্রীহরির সরূপতা প্রাপ্ত হইল। রাজন্! ধ্যানই ধ্যেয়-বস্তুর সরূপতা-প্রাপ্তির কারণ। যাহা হউক, যুধিষ্ঠির,—সদস্য এবং ঋত্বিক্‌দিগকে যথেষ্ট দক্ষিণা দিলেন এবং যথাবিধি সকলকে পূজা করিয়া অবভৃথ-স্নান করিলেন। যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, রাজার যজ্ঞ সমাপন করাইয়া বন্ধুগণের প্রার্থনানুসারে কতিপয় মাস হস্তিনায় বাস করিলেন। রাজার ইচ্ছা না থাকিলেও, তাঁহাকে জানাইয়া অমাত্য ও ভার্য্যাদিগের সহিত নিজ নগরীতে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণের শাপহেতু বৈকুণ্ঠবাসীর বারংবার জন্ম হইয়াছিল; এই বহুবিস্তৃত উপাখ্যান আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ৪৬—৫০। রাজসূয়-যজ্ঞের অবসানে স্নান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কুরুকুলের রোগ, কলিরূপী, পাপ দুর্য্যোধন ব্যতীত, দেবতা, মনুষ্য ও খেচর—সকলেই রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যজ্ঞের এবং বাসুদেবের প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। পাণ্ডুপুত্রের সেই বর্দ্ধিত শ্রী, দুর্য্যোধন কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। যিনি শ্রীবিষ্ণুর এই শিশুপাল-বধাদি কার্য্য এবং রাজগণের মোচন কীর্ত্তন করিবেন, অথবা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের বিষয় আলোচনা করিবেন; তিনি সমুদায় পাপ হইতে প্রমুক্ত হইবেন। ৫১—৫৪।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! হে ভগবন্! অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-মহোদয় দর্শন করিবার নিমিত্ত যে সকল দেব, ঋষি ও রাজগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আনন্দিত হইলেন; কেবল রাজা দুর্য্যোধন বিমর্ষভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন—ইহার কারণ কি? শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! তোমার সেই মহাত্মা পিতামহের যজ্ঞে বান্ধবগণ প্রেমে বদ্ধ হইয়া পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভীম—মহানসের এবং দুর্য্যোধন—ধনের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। সহদেব—অভ্যর্থনাকার্য্য, নকুল—দ্রব্য-প্রস্তুত-করণ, অর্জ্জুন—সাধুগণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণ—সাধুদিগের পাদপ্রক্ষালন, দ্রুপদ-নন্দিনী—পরিবেশন এবং মহামনা কর্ণ দানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! যুযুধান, বিকর্ণ, হার্দ্দিক্য, বিদুর প্রভৃতি, ভূর্য্যাদি বাহ্লীক-পুত্রগণ ও সন্তর্দ্দন প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা তখন মহাযজ্ঞে নিযুক্ত হইয়া, রাজার প্রিয়সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১—৭। ঋত্বিক্, সদস্য ও বহুজ্ঞগণ এবং শ্রেষ্ঠতম বন্ধুগণ,—মিষ্টবাক্য, অলঙ্কারাদি ও দক্ষিণা দ্বারা সুন্দর রূপে পূজিত হইলেন। তাহার পর শিশুপাল, যদুপতির চরণে প্রবিষ্ট হইলে, রাজা অবভৃথ-স্নানার্থ গঙ্গায় গমন করিলেন। স্নানোৎসবে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, দুন্দুভী, ঢক্কা ও গোমুখ প্রভৃতি নানাবিধ বাদিত্র সকল বাজিতে আরম্ভ করিল; নর্ত্তকীগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং যূথে যূথে গায়কেরা গানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের সেই সকল বেণু, বীণা ও করতালাদি হইতে সমুত্থিত শব্দ গগনমার্গ স্পর্শ করিল। যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশল-বংশীয় নরপতিগণ, কনকমালা ধারণপূর্ব্বক যজমান যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে লইয়া বিবিধ-বর্ণের ধ্বজ-পতাকাগ্র বিশিষ্ট, গজেন্দ্র, রথ অশ্ব এবং সুন্দর-রূপে অলঙ্কৃত সৈন্য সকলের সহিত পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। সদস্য, ঋত্বিক্ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠেরাও মহান্ বেদধ্বনি করিয়া বহির্গমন করিলেন। দেবর্ষি, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। নর ও নারীগণ,—গন্ধ, মাল্য ও শ্রেষ্ঠ আভরণ-সমূহে ভূষিত হইয়া বিবিধ রস দ্বারা সেচন ও লেপন করত পরস্পর ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল; বারনারীগণ,—তৈল, গোরস, গন্ধোদক, হরিদ্রা এবং গাঢ় কুঙ্কুম দ্বারা পুরুষগণ কর্ত্তৃক লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে লিপ্ত করত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৮—১৫। এই সমস্ত দর্শন করিবার নিমিত্ত, যেমন দেবী সকল আকাশে শ্রেষ্ঠ-বিমানযোগে বহির্গত হইলেন, তেমনি রাজপত্নীগণ, প্রহরিবর্গে রক্ষিত হইয়া রথাদি-যানে বাহির হইতে লাগিলেন এবং পিসতুতো ভাই সকল তাঁহাদিগকে সেচন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, লজ্জা-সহকৃত হাস্যে তাঁহাদিগের মুখপদ্ম বিকসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা দৃতি সকলের দ্বারা দেবর ও সখীদিগকে সেচন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বস্ত্র সিক্ত হইল; গাত্র কুচ, উরু এবং মধ্যভাগ প্রকাশিত হইয়া পড়িল; ঔৎসুক্য-হেতু কবরী মুক্ত হইল এবং মালা স্খলিত হইয়া পড়িল। এই ভাবে বিবিধ মনোহর বিহার দ্বারা তাঁহারা কামীদিগের চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সেই রাজা, পত্নীদিগের সহিত সদশ্বযুক্ত রত্নমালী রথে আরোহণ করিয়া, ক্রিয়া-সমূহের সহিত সাক্ষাৎ যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই ঋত্বিকেরা,—পত্নী-সংযাজ এবং যজ্ঞান্ত-স্নান সম্বন্ধী কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিয়া, আচমন করাইয়া রাজাকে দ্রৌপদীর সহিত গঙ্গায় স্নান করাইলেন। দেব-দুন্দুভি ও নরদুন্দুভি বাজিতে আরম্ভ হইল এবং দেব, ঋষি, পিতৃ ও মনুষ্যেরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ১৬—২০। অনন্তর সেই স্থানে সমুদায় বর্ণের ও সমুদায় আশ্রমের লোক স্নান করিলেন। রাজন্! তথায় স্নান করিলে মহাপাতকীও তৎক্ষণমাত্রে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অনন্তর রাজা নূতন ক্ষৌমযুগল পরিধানপূর্ব্বক সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া আভরণ ও বস্ত্র দ্বারা ঋত্বিক্ ও সদস্যদিগকে পূজা করিলেন। নারায়ণ-পর রাজা নিরন্তর বন্ধু, জ্ঞাতি, রাজা, মিত্র, সুহৃদ্ এবং অন্যান্য সকলকেও পূজা করিতে লাগিলেন। সকল লোক দেবতার ন্যায় কান্তিশালী হইয়া এবং মণি-কুণ্ডল, মালা, উষ্ণীষ কঞ্চুক, দুকূল ও মহামূল্য হার পরিধান করিয়া পরম শোভা শোভান্বিত হইল। কামিনীগণের মুখকমলও কুণ্ডল যুগল দ্বারা শোভিত হইল। তাহারা কনক-মেখলা পরিধান করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাশীল ঋত্বিক্, ব্রহ্মবাদী সদস্য এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, রাজগণ, দেবর্ষি, পিতৃ, ভূত, অনুচর বর্গের সহিত লোকপালগণ ও অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পূজিত হইয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, আনন্দে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। যেমন মর্ত্ত ব্যক্তি সুধা পান করিয়া তৃপ্ত হয় না, তেমনি তাঁহারাও অমৃত রাজর্ষির রাজসূয়-মহোৎসবের প্রশংসা করিয়া তৃপ্ত হইলেন না। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির,—সুহৃদ্, সম্বন্ধী, বান্ধব এবং শ্রীকৃষ্ণকে কাতরভাবে প্রেমের সহিত বিদায় করিলেন। রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, রাজার প্রীতিরোৎপত্তি প্রসঙ্গে তথায় রহিয়া, স্বীয় সহচর সাম্বাদিকে দ্বারবতী প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং তথায় বাস করিতে লাগিলেন। রাজা ধর্ম্মতনয়, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে এই প্রকারে

দুস্তর মনোরথ-মহাসাগরে উত্তীর্ণ হইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ২১—৩০। রাজন্! একদা দুর্য্যোধন, সেই মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের লক্ষ্মী ও রাজসূয়ের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া পরিতপ্ত হইলেন। যে অন্তঃপুরে নরেন্দ্র, দৈত্যেন্দ্র ও সুরেন্দ্রদিগের নানাবিধ লক্ষ্মী, ময়কর্তৃক বিরচিত হইয়া শোভা পাইতেছিল; দ্রুপদ-রাজনন্দিনী যথায় পতির সহিত ঐ সকলের সেবা করিতেছিলেন; রাজা দুর্য্যোধন তাহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ অন্তঃপুরমধ্যে তখন শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ শোভা পাইতেছিলেন; শ্রোণীর গুরুত্ব-নিবন্ধন এবং চরণাভরণের শব্দ হইতেছিল বলিয়া তাঁহাদিগের শোভা হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যভাগ মনোহর; হার সকল কুচযুগলের কুঙ্কুমরাগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; শ্রীমন্মুখকমল,—চপল কুন্তল ও কুণ্ডলে শোভা পাইতেছিল। কোন সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির,—অনুজ, বন্ধুগণ ও নিজ চক্ষুঃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে পরিবৃত এবং পারমেষ্ঠ্য-শ্রীসম্পন্ন হইয়া ময়-বিরচিত সভায় সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় কনকময় আসনে উপবিষ্ট আছেন; বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিতেছে,—এমন সময়ে অভিমানী, রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিতে করিতে খড়্গহস্তে তথায় প্রবেশ করিলেন; ময়ের মায়ায় বিমোহিত হইয়া জলবোধে স্থলে বস্ত্রের প্রান্তভাগ সংবৃত করিলেন এবং স্থলভ্রমে জলে পতিত হইতে লাগিলেন। রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়া, যুধিষ্ঠির নিবারণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন-ক্রমে ভীম, স্ত্রী সকল এবং অন্যান্য নৃপতিগণও হাস্য করিলেন। দুর্য্যোধন লজ্জিত হইয়া ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে অধোমুখে নীরবে হস্তিনায় গমন করিলেন। তৎকালে সাধুদিগের সুমহান্ "হা হা" শব্দ উত্থিত হইল। তাহাতে যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ বিমনা হইলেন, কিন্তু ভগবান্ নীরবে রহিলেন। পৃথিবীর ভার হরণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল; দুর্য্যোধন তাঁহারই দৃষ্টিমাত্রে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। রাজন্! তুমি এই স্থলে রাজসূয়-মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনের যে দৌরাত্ম্যের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমার নিকট এই তাহা বর্ণন করিলাম। ৩১—৪০।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

শাল্বের সহিত যুদ্ধারম্ভ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! যে প্রকারে সৌভপতি শাল্ব নিহত হইয়াছিলেন, ক্রীড়া-নিবন্ধন নরশরীর-ধারী শ্রীকৃষ্ণের সেই আরও এক অদ্ভুত-কর্ম্ম শ্রবণ কর। রুক্মিণীর বিবাহে শিশুপালের সখা শাল্ব, সমাগত যদুগণ কর্তৃক জরাসন্ধের ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। তৎকালে শাল্ব, সকল রাজার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—"পৃথিবীকে অযাদবা করিব;—আমার পৌরুষ দর্শন করিও।" মূঢ় রাজা এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিদিন একমুষ্টি পাংশু আহারপূর্ব্বক দেব প্রভু পশুপতির আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সংবৎসরান্তে, ভগবান্ আশুতোষ উমাপতি, শরণাগত শাল্বকে কহিলেন, 'বর প্রার্থনা কর।' শাল্ব, দেবগণের, অসুর এবং যদুদিগের [illegible] যান প্রার্থনা করিল। গিরিশ "তাহাই হইবে" বলিয়া [illegible] লৌহময় [illegible] নির্ম্মাণ করিয়া শাল্বকে প্রদান করিলেন। শাল্ব সেই [illegible] [illegible] [illegible] এবং উদ্যান সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। তৎকর্তৃক গোপুর, দ্বার, প্রাসাদ, অট্টাল ও তোরণিকা সকল ভগ্ন হইল এবং বিমানাগ্র হইতে অস্ত্র, শিলা, বৃক্ষ, বজ্র, সর্প ও আসার-শিলা সকল পতিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল এবং ধূলিতে দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। ১—১১। রাজন্! পৃথিবী যেমন ত্রিপুর দ্বারা পীড়িত হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নগর শাল্ব দ্বারা এই প্রকারে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া সুখে থাকিতে পারিল না। স্বীয় প্রজা সকলকে পীড়িত হইতে দেখিয়া, "ভয় করিও না" বলিয়া মহারথ বীর ভগবান্ প্রদ্যুম্ন রথারোহণে ধাবিত হইলেন। সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অক্রূর, অনুজগণের সহিত হার্দ্দিক্য, ভানুবিন্দ, গদ, শুক ও সারণ এবং অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর যূথপতিদিগের যূথপতি সকলও বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকগণে রক্ষিত হইয়া যুদ্ধার্থ পুর হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর দেবতাদিগের সহিত যেমন অসুরগণের সংগ্রাম হইয়াছিল, তেমনি যদুদিগের সহিত শাল্ব-পক্ষীয়দিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজন্! সেই ভয়াবহ যুদ্ধের বিবরণ শ্রবণ করিলে লোমাঞ্চ হয়। সূর্য্য যেমন নিশাকালীন তমোরাশি দূর করেন, তেমনি রুক্মিণী-নন্দন সৌভপতির বিখ্যাত মায়াজাল, দিব্যাস্ত্র দ্বারা ক্ষণমাত্রে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। তিনি পঞ্চবিংশতি লৌহমুখ, স্বর্ণপুঙ্খ, সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা শাল্বের সেনানীকে বিদ্ধ করিলেন; শত বাণে শাল্বকে, এক এক বাণে ইহার সৈনিকদিগকে, দশ দশ বাণে সেনানায়কদিগকে এবং তিন তিন বাণে বাহন সকলকে আঘাত করিলেন। মহাত্মা প্রদ্যুম্নের সেই মহৎ অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিয়া শত্রু, মিত্র—উভয়-পক্ষীয় সৈনিকেরাই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। ময়কৃত মায়াময় সৌভ কখন বহুরূপ, কখন বা একরূপ, কখন দৃষ্ট, কখন বা অদৃষ্ট হইল; যাদবগণ উহাকে বুঝিতে পারিল না। শাল্বের যান কখন ভূমিতলে, কখন আকাশে, কখন জলে, কখন গিরিশিখরে, অলাত-চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। ১২—২২। শাল্ব, সৌভের ও সৈনিকগণের সহিত যেখানে যেখানে দৃষ্ট হইল, যদু-যূথপতিগণ সেই সেই স্থানেই শরজাল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট, আশীবিষ-তুল্য দুঃসহ, শত্রু-নিক্ষিপ্ত শর-সমূহ দ্বারা শাল্বের পুর ও সৈন্য নিপীড়িত হইতে লাগিল; সে মোহ প্রাপ্ত হইল। লোকবল জয় করিতে যদুদিগের ইচ্ছা ছিল; তাঁহারা শাল্বের সেনা-নায়কদিগের অস্ত্রজালে পীড়িত হইয়াও স্ব স্ব রণভূমি পরিত্যাগ করিলেন না। দ্যুমান্ নামে শাল্বের অমাত্য পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন কর্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই বলী নিকটে গিয়া কৃষ্ণলৌহ-নির্ম্মিত গদা দ্বারা প্রদ্যুম্নকে প্রহারপূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। দ্যুমানের গদা দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইলে, ধর্ম্মজ্ঞ সারথি দারুক-নন্দন অরিদম প্রদ্যুম্নকে রণক্ষেত্র হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ-তনয় মুহূর্ত্তমধ্যে চেতনা লাভ করিয়া সারথিকে কহিলেন, "অরে সূত! তুমি আমাকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিয়া কুকার্য্য করিয়াছ। ছি! ছি! আমি, বিকল-চিত্ত সারথি কর্তৃক রণ-বিচ্যুত হইয়া অবিহিত-কার্য্যকারী হইলাম। আমি ভিন্ন যদুকুলে জাত কেহ কখন রণ হইতে পলায়ন করিয়াছেন—শুনা যায় না। এক্ষণে রণ হইতে পলায়নপূর্ব্বক নিকটে উপস্থিত হইয়া পিতা রাম ও কেশবকে আমার এই অযোগ্য কার্য্য কিরূপে নিবেদন করিব? লোকেরা বলিবে যে, আমার ভ্রাতৃ-জায়ারা হাস্য করিয়া 'বীর! কি করিয়া যুদ্ধে শত্রু তোমার বীর্য্য নাশ করিয়াছিল?'—এই বলিয়া উপহাসপূর্ব্বক আমার ক্লীবতার কথা কহিবেন।" সারথি কহিল, "হে আয়ুষ্মন্! হে বিভো!

সারথি, বিপদ্গ্রস্ত রথীকে এবং রথী, বিপদ্গ্রস্ত সারথিকে রক্ষা করিবেন,—এই ধর্ম্ম অনুসারেই আমি এইরূপ করিয়াছি। আপনি শত্রুকর্ত্তৃক গদা দ্বারা আহত হইয়া পীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইলেন, এই কারণে আমি আপনাকে যুদ্ধস্থল হইতে অপসারিত করিয়াছি।" ২৩—৩৩।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

শাল্ব-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অনন্তর প্রদ্যুম্ন জল আচমনপূর্ব্বক কবচ পরিধান করিয়া ধনু লইয়া সারথিকে কহিলেন, "আমাকে বীর দ্যুমানের নিকট লইয়া যাও।" দ্যুমান্ প্রদ্যুম্নের সৈন্যকে দূরীকৃত করিতেছিল,—রুক্মিণী-নন্দন তাহাকে বাধা দিয়া হাসিয়া অষ্ট নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন; চারি নারাচ দ্বারা অশ্বকে ও আর এক নারাচে সারথিকে ভেদ করিলেন। তাহার পর তিনি দুই নারাচে ধনু ও কেতু এবং এক নারাচে দ্যুমানের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে গদ, সাত্যকি ও সাম্ব প্রভৃতি বীরগণ সৌভপতির সৈন্য সংহার করিতেছিলেন। সৌভ-সৈনিকেরা সকলেই ছিন্নমস্তক হইয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। রাজন্! এই প্রকারে পরস্পর-নাশকারী যদু ও শাল্ব পক্ষীয়দিগের তুমুল উৎকট যুদ্ধ, সপ্ত দিবারাত্রি সমভাবে হইতে লাগিল। ধর্ম্মতনয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। রাজসূয় সমাপন এবং শিশুপাল নিহত হইলে পর, তিনি অতি ভয়ানক দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কুরুবৃদ্ধ ও মুনিগণকে এবং কুন্তী ও তাঁহার পুত্রদিগকে জানাইয়া তিনি দ্বারকা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মনে মনে কহিতেও লাগিলেন, "আমি বলরামের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিতি করিতেছিলাম,—নিশ্চয়ই শিশুপাল-পক্ষীয় রাজারা আমার নগরীতে কোনরূপ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে।" ১—৬। অনন্তর তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় জনগণের পূর্ব্বোক্তপ্রকার নাশ দর্শনপূর্ব্বক রামকে নগর-রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন এবং সৌভ ও শাল্বরাজকে দেখিতে পাইয়া দারুককে কহিলেন, "সারথে! শীঘ্র শাল্বের নিকট আমার রথ লইয়া যাও; এই সৌভরাজ অত্যন্ত মায়াবী হইলেও উহাকে কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভ্রম করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।" দারুক এই কথা শুনিয়া উত্তমরূপে রথের উপর উপবেশনপূর্ব্বক রথ-চালনা করিলেন। স্বীয় এবং পর-পক্ষীয়—সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিল। তখন হতপ্রায় বলের অধিপতি শাল্ব যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-সারথিকে ভীষণ-রব-শালিনী শক্তি প্রহার করিল। সেই প্রচণ্ড শক্তি মহতী উল্কার ন্যায় দিগ্মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া আকাশপথে বেগে আগমন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বাণ দ্বারা তাহাকে শতধা ছিন্ন করিলেন। তিনি সেই শাল্বকেও ষোড়শবাণে বিদ্ধ করিয়া, সূর্য্য যেমন কিরণ-সমূহ দ্বারা আকাশ ভেদ করে, তেমনি শরজাল দ্বারা আকাশে ভ্রমণকারী সৌভ ভেদ করিয়া ফেলিলেন। শাল্ব কিন্তু শার্ঙ্গধারী শৌরির শার্ঙ্গ-সহিত বাম বাহু ভেদ করিল; শার্ঙ্গ হস্ত হইতে পতিত হইল। যে সকল প্রাণী সেই তুমুল সমর দেখিতেছিলেন, তাঁহারা মহা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সৌভরাজ উচ্চনাদ পরিত্যাগ করিয়া জনার্দ্দনকে কহিল,—"রে মূঢ়! আমাদিগের সমক্ষে তুই আমাদিগের সখা ও ভ্রাতার ভার্য্যা হরণ করিয়াছিলি, এবং আমাদিগের সখা অসাবধান থাকাতে তুই তাঁহাকে সভামধ্যে বধ করিয়াছিস্; যদি তুই আমার অগ্রে অবস্থিতি করিস্, তাহা হইলে তোকে অদ্য শাণিত শর দ্বারা শমনের নিকট প্রেরণ করিব। তোর মনে মনে বড়ই শ্লাঘা যে, তোকে কেহই পরাস্ত করিতে পারে না।" ৭—১৮। ভগবান্ কহিলেন, "রে মন্দ! তুই বৃথা শ্লাঘা করিতেছিস্; তোর সম্মুখভাগে যে, শমন দণ্ডায়মান, তাহা দেখিতেছিস্ না। বীরেরা পৌরুষ প্রদর্শন করেন,—বৃথা বাক্যব্যয় করেন না।" ভগবান্ এই বলিয়া সক্রোধে ভয়ানক বেগশালিনী গদা দ্বারা শাল্বকে প্রহার করিলেন। তাহাতে সে রুধির বমন করত কাঁপিতে লাগিল। গদার বেদনা কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি পাইলে, শাল্ব অন্তর্হিত হইল। অনন্তর মুহূর্ত-মধ্যেই এক পুরুষ আগমনপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা অচ্যুতকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "প্রভো! দেবী দেবকী আমাকে পাঠাইয়াছেন এবং কহিয়া দিয়াছেন,—"হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে পিতৃবৎসল! সৌনিকের পশুবন্ধনের ন্যায় শাল্ব তোমার পিতাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে।" মানুষী-প্রকৃতি-গত দয়াবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্নেহে বিবশ হইলেন এবং সামান্য জনের ন্যায় কহিলেন, "সুরাসুরের অজেয় অপ্রমত্ত রামকে জয় করিয়া ক্ষুদ্র শাল্ব আমার পিতাকে কিপ্রকারে লইয়া গিয়াছে!" গোবিন্দ এই কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় সৌভরাজ শাল্ব উপস্থিত হইয়া, বসুদেবের ন্যায় এক ব্যক্তিকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিল, "এই তোর জন্মদাতা পিতা,—যাহার নিমিত্ত এই পৃথিবীতে জীবিত রহিয়াছিস্ আমি তোর সমক্ষে ইহাকে বধ করিব; রে মূর্খ! যদি শক্তি থাকে, রক্ষা কর্।" মায়াবী এই কথা কহিয়া খড়্গ দ্বারা বসুদেবের মস্তক ছেদন করিল এবং গ্রহণ করিয়া আকাশ-সৌভে প্রবিষ্ট হইল। ১৯—২৭। শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্ তথাপি স্বজন-স্নেহ হেতু মুহূর্তমাত্র মানুষ-স্বভাবে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিত রহিলেন; মহানুভাব পরেই বুঝিতে পারিলেন যে উহা শাল্ব কর্ত্তৃক বিস্তৃত ময়-রচিত আসুরী মায়া। ক্ষণকাল মধ্যে অচ্যুত, স্বপ্নপ্রপঞ্চের ন্যায় আর তথায় দূত বা পিতা-কলেবর দেখিতে পাইলেন না এবং শত্রুকে সৌভের উপর অবস্থিতি করিয়া আকাশে বিচরণ করিতে দেখিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলেন। হে রাজর্ষে! পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান না করিয়া কতকগুলি ঋষি এই প্রকার কহিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহাদিগের নিজের বাক্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। অজ্ঞ-জনে যাহার উৎপত্তি হয়, সেই শোক ও মোহ, স্নেহ বা ভয় কোথায়; আর যাঁহার বিজ্ঞান ও জ্ঞান অখণ্ডিত, সেই দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়! আরও সাধুগণ যাঁহার পাদ-সেবায়-জন্য পরিবর্দ্ধিত আত্মবিদ্যা দ্বারা আদি আত্ম-বিপর্য্যয়গ্রহ নাশ করিয়া থাকেন,—নিজ এবং অনন্ত ঐশ্বর-পদ প্রাপ্ত হন, সেই সাধুদিগের গতি পরমেশ্বরের মোহ কোথায়? অতএব উক্ত মুনিগণের মত অতি অকিঞ্চিৎকর। শাল্ব বলপূর্ব্বক শস্ত্রসমূহ দ্বারা প্রহার করিতেছিল,—অমোঘ-বিক্রম শ্রীকৃষ্ণ বাণজালে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বর্ম্ম, ধনু এবং শিরোমণি ছেদন করিলেন; শত্রুর সৌভ-যানও গদা দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই যান, শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-নিক্ষিপ্ত গদা দ্বারা সহস্রধা চূর্ণীকৃত হইয়া জলে পতিত হইল। শাল্ব উহা পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইল এবং গদা উত্তোলন করিয়া বেগে অচ্যুতের প্রতি দৌড়িয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখের দিকে ধাবমান শাল্বের গদা-সহিত বাহু, ভল্ল দ্বারা ছেদন করিলেন এবং তাহার সংহারের নিমিত্ত প্রলয়-কালীন সূর্য্য-সদৃশ অদ্ভুত চক্র ধারণ করিয়া

সূর্য্য-সহিত উদয়-পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। যেরূপ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, হরি সেই চক্র দ্বারাই বহুতর মায়াশালী শাল্বের কিরীটযুক্ত সকুণ্ডল মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মানবগণ হাহাকার করিতে লাগিল। রাজন্! সেই পাপ বিনষ্ট এবং সৌভ গদা দ্বারা ভস্মীকৃত হইলে, দেবগণ স্বর্গে দুন্দুভি-ধ্বনি-সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; এমন সময় দন্তবক্র সখাদিগের ঋণশোধ করিবার নিমিত্ত ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবমান হইল। ২৮—৩৭।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৭॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বলদেবের তীর্থযাত্রায় সূত-বধ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! মহাবল দুর্ম্মতি দন্তবক্র,—পরলোকগত শিশুপাল, শাল্ব এবং পৌণ্ড্রকেরও পরোক্ষ-বন্ধুত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একাকী এই পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে সক্রোধে পাদচারণে ধাবমান হইল। তাহাকে সেই প্রকারে উদ্যত-গদাহস্তে আগমন করিতে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সত্বর রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া ভূমে পতিত হইলেন এবং যেমন বেলা, সিন্ধুকে রোধ করে, তেমনি তাহাকে রোধ করিলেন। দুর্ম্মদ কারূষ, গদা উদ্যত করিয়া মুকুন্দকে কহিল,—"ভাল! ভাল! অদ্য তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের মাতুলপুত্র এবং মিত্রঘাতী,—আমাকেও বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ; অতএব রে মন্দ! অদ্য তোকে বজ্রসদৃশী গদা দ্বারা সংহার করিব। রে অজ্ঞ! আমি মিত্রবৎসল, দেহস্থ ব্যাধির ন্যায় বন্ধুরূপী শত্রুকে সংহার করিয়া মিত্রদিগের ঋণ শোধ করিব।" যেমন অঙ্কুশ দ্বারা হস্তী পীড়িত হয়, দন্তবক্র তেমনি রূক্ষ বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পীড়িত করিয়া গদা-দ্বারা মস্তকে প্রহার করিল এবং সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। যদুশ্রেষ্ঠ যুদ্ধস্থলে গদা দ্বারা আহত হইয়াও মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইলেন না। তিনিও কৌমদকী গদা দ্বারা তাহার দুই স্তনের মধ্যদেশে প্রহার করিলেন। সেই প্রচণ্ড গদাঘাতে দন্তবক্রের হৃদয় ভগ্ন হইল; সে রুধির বমন করিতে লাগিল এবং কেশ, বাহু ও পাদ-বিস্তারপূর্ব্বক প্রাণশূন্য হইয়া পতিত হইল। ১—৯। রাজন্! যেমন শিশুপালের শরীর-জ্যোতি, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রবেশ করিয়াছিল, তদ্রূপ দন্তবক্রের দেহ হইতেও সূক্ষ্মতর জ্যোতি নির্গত হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইল। তাহার ভ্রাতা বিদূরথ ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত অসি-চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ধাবমান হইল। হে রাজেন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্র দ্বারা,—আগমনকারী সেই বিদূরথের কুণ্ডল ও কিরীট-শোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ,—সৌভ, শাল্ব এবং অনুজ-সহিত দন্তবক্র প্রভৃতি দুর্জ্জয় বীরগণকে বিনাশ করিয়া যদুশ্রেষ্ঠগণে বেষ্টিত হইয়া অলঙ্কৃত নগরীতে প্রবেশ করিলেন। দেবতা ও মনুষ্যগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, অপ্সর, পিতৃ, যক্ষ, কিন্নর ও চারণগণ তাঁহার চরিত্র গান করিতে লাগিলেন এবং দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যোগেশ্বরের ঈশ্বর ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে অজিতাত্মরূপে জয় করেন বলিয়া কোন কোন পশুবুদ্ধি লোক বলিয়া থাকে যে, তিনি জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন। ১০—১৬। রাজন্! একদা বলদেব শুনিলেন যে, কুরুদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের উদ্যম হইতেছে। শুনিয়া মধ্যস্থ হইবার মানসে তিনি তীর্থ-স্নানচ্ছলে প্রভাসে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তথায় স্নান করিয়া দেব, ঋষি, পিতৃ ও মানবদিগের তর্পণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রতিস্রোতা সরস্বতীতে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে তিনি পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিত-কূপ, সুদর্শন, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্র ও পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীতে গমন করিলেন এবং যমুনা ও গঙ্গার পরবর্ত্তী তীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া পরে নৈমিষারণ্যে উপনীত হইলেন। ঋষিগণ তথায় দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিলেন। বলরামকে সমাগত দেখিয়া, দীর্ঘব্যাপী যজ্ঞে প্রবৃত্ত মুনিগণ ন্যায়ানুসারে অভিনন্দন ও প্রণতি-পূর্ব্বক উত্থান করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। ১৭—২১। রাম সগণে পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক দেখিলেন, মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য রোম হর্ষণ উপবেশন করিয়া আছেন। তিনি জাতিতে সূত; উঠিয়া দাঁড়াইলেন না; প্রণাম এবং অঞ্জলিও করিলেন না; আর ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষাও উচ্চ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া মাধব ক্রুদ্ধ হইলেন;—"এ ব্যক্তি প্রতিলোম; এই সকল ধর্ম্মপাল ব্রাহ্মণের এবং আমাদিগের অপেক্ষাও উচ্চ আসনে কেন আসীন রহিয়াছে? এই দুর্ম্মতি বধের যোগ্য। ভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইয়া অনেক ইতিহাস, পুরাণ ও সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও এ ব্যক্তি দান্ত ও বিনীত হয় নাই; অনর্থক আপনাকে পণ্ডিত বোধ করিতেছে;—আত্মা জয় করিতে পারে নাই; অতএব নটের ন্যায়, ইহার সেই সমুদায় গুণের নিমিত্ত হয় নাই। যাহারা ধর্ম্মের চিহ্ন ধারণ করে, তাহারা অধিক পাতকী; এইরূপ ধর্ম্মধ্বংসী লোকদিগকে বধ করিবার নিমিত্তই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।" ভগবান্ সঙ্কর্ষণ অসৎকেও সংহার করিতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি প্রভু পূর্ব্বোক্ত কথা কহিয়া ভবিতব্যতা বশতঃ হস্তস্থিত কুশাগ্র দ্বারা সূতকে বধ করিলেন। মুনিগণ হাহারব করিয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত বিমনা হইয়া দেব সঙ্কর্ষণকে কহিলেন, "প্রভো! আপনি অধর্ম্ম করিলেন! হে যদুনন্দন! যতদিন যজ্ঞ-সমাপ্তি না হয়, ততদিনের জন্য আমরা ইঁহাকে ব্রহ্ম-আসন এবং শারীরিক ক্লেশশূন্য আয়ুও দান করিয়াছি। আপনি না জানিয়া ব্রহ্মবধের ন্যায় ইহাকে সংহার করিলেন। আপনি যোগেশ্বর,—বেদও আপনার নিয়ামক নহে; তথাপি হে লোকপাবন! যদি আপনি অন্য কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া স্বয়ংই এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাহা হইলেই ত লোকসংগ্রহার্থ তাহা আচরিত হইবে।" ২২—৩২। ভগবান্ কহিলেন, "আমি লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার মানসে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিব; মুখ্য-পক্ষে যত নিয়ম, আপনারা তাহা বিধান করুন। হে মুনিগণ! এই সূতের দীর্ঘ আয়ু, বল ও ইন্দ্রিয়-পটুতা এবং অন্যও যাহা প্রার্থনা করেন, বলুন। আমি যোগমায়া দ্বারা তদনুসারে তাহা সাধন করিব।" ঋষিগণ কহিলেন,—"হে রাম! যে প্রকারে আপনার অস্ত্র ও বীর্য্য, ইঁহার মৃত্যু এবং আমাদিগের বাক্যও সত্য হয়, আপনি সেই প্রকার করুন। আপনাকে আর অধিক কি বলিব?" ভগবান্ কহিলেন, বেদে এই উপদেশ আছে যে, আত্মা পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। অতএব ইঁহার পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদিগের বক্তা হইবেন এবং আয়ু, ইন্দ্রিয়-পটুতা ও বল প্রাপ্ত হইবেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ইহার পর আপনাদিগের কোন্ কার্য্য করি—বলুন। আর আমার অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহাও আপনারা চিন্তা করুন।" বলিয়া কহিলেন, "হে দেব! ইল্বলের পুত্র বল্বল নামে ঘোর এক দানব পর্ব্বে পর্ব্বে আসিয়া আমাদিগের যজ্ঞ দূষিত করে

হে যাদব! সেই পাপকে সংহার করুন, তাহা হইলেই আমাদিগের যথেষ্ট উপকার করা হইবে; সেই দানব,—পূয, শোণিত, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা ও মাংস বর্ষণ করিয়া যজ্ঞ বিঘ্ন করে। তাহাকে সংহার করিবার পর আপনি কাম-ক্রোধাদি-রহিত হইয়া ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিবেন এবং দ্বাদশ মাস কষ্ট আচরণপূর্ব্বক তীর্থস্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন।" ৩৩—৪০।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮ ॥

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

বলদেবের তীর্থ-যাত্রা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অনন্তর পর্ব্ব উপস্থিত হইলে, পাংশুবর্ষী প্রচণ্ড ভয়ানক বায়ু উঠিল এবং সর্ব্বদিকে পূতিগন্ধ বহির্গত হইতে লাগিল। তাহার পর যজ্ঞশালায় বল্বল অপবিত্র-দ্রব্যময় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং হঠাৎ শূল ধারণ করিয়া সকলের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। সে ভিন্ন-অঞ্জন-রাশির সদৃশ অতিকৃষ্ণবর্ণ; তাহার শিখা ও শ্মশ্রু তপ্ত-তাম্রের ন্যায়; ভ্রুকুটীযুক্ত মুখ দংষ্ট্রা দ্বারা দেখিতে অতি ভয়ানক; শরীর সুবৃহৎ। তাহাকে দেখিয়া রাম, শত্রুসৈন্য-বিদারণ মুষল এবং দৈত্য-দমন হল স্মরণ করিলেন। তখনই তাহারা উপস্থিত হইল। বলদেব ক্রোধ-সহকারে সেই ব্রাহ্মণ-বিরোধী গগনচর বল্বলকে হল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুষল দ্বারা প্রহার করিলেন। তাহার ললাট চূর্ণীকৃত হইল। সে রুধির বমন এবং আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, বজ্রাহত অরুণবর্ণ শৈলের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। তদ্দর্শনে সেই সকল মহাভাগ ঋষি, রামকে স্তব এবং অমোঘ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; দেবগণ যেমন বৃত্রহন্তা ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। অনন্তর তাঁহারা রামকে অম্লান-পঙ্কজা, লক্ষ্মীর আবাস-ভূমি বৈজয়ন্তী মালা, দিব্য বস্ত্র ও উত্তরীয় এবং দিব্য আভরণ সকল দান করিলেন। ১—৮। অনন্তর রাম তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা লইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত কৌশিকীতে আসিয়া স্নান করিলেন; পরে যেস্থান হইতে সরযূ বহির্গত হইয়াছেন, সেই সরোবরে গমন করিলেন। তিনি অনুলোম-ক্রমে সরযূ হইয়া প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় স্নান ও দেবাদির তর্পণ করিয়া পুলহাশ্রমে গমন করিলেন। পরে ক্রমান্বয়ে গোমতী, গণ্ডকী, বিপাশা ও শোণে স্নান করিয়া গয়ায় গিয়া পিতৃদিগের পূজা করিলেন। তদনন্তর গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় পরশুরামকে দেখিয়া ও প্রণাম করিয়া, সপ্তগোদাবরী, বেণু, পম্পা ও ভীমরথী হইয়া পরে স্কন্দকে দেখিয়া, রাম, গিরিশালয় শ্রীশৈলে গমন করিলেন। প্রভু দ্রাবিড়ে মহাপুণ্য বেঙ্কট পর্ব্বত দর্শন করিলেন। কামকোষ্ণী, কাঞ্চী পুরী, সরিদ্বরা কাবেরী, যথায় হরি সন্নিহিত—সেই মহাপুণ্য শ্রীরঙ্গ, হরিক্ষেত্র ঋষভ-পর্ব্বত ও দক্ষিণ মথুরা দেখিয়া, মহাপাতক-নাশন সমুদ্র-সেতু সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হলায়ুধ তথায় ব্রাহ্মণদিগকে দশ সহস্র ধেনু দান করিয়া, পরে কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী হইয়া মলয়ে গমন করিলেন। তথায় উপবিষ্ট অগস্ত্যকে নমস্কার ও অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও অনুজ্ঞা পাইয়া, দক্ষিণ-সমুদ্রে যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় কৃষ্ণা নাম্নী দুর্গা-দেবীকে দর্শন করিলেন; তাহার পর অনন্তর ফাল্গুনে আসিয়া উত্তম পঞ্চাপ্সর-সরোবরে স্নান করিয়া দশ সহস্র গো দান করিলেন; বিষ্ণু এ স্থানে নিয়ত সন্নিহিত। অনন্তর কেরল ও ত্রিগর্ত্ত দেশ এবং যেস্থানে মহাদেবের সান্নিধ্য রহিয়াছে, সেই গোকর্ণ নামক শিবক্ষেত্রে গমন করিয়া ভগবান্ বলদেব, তথায় আর্য্যা দ্বৈপায়নীকে দর্শনপূর্ব্বক শূর্পারকে গমন করিলেন। অনন্তর তাপী হইতে পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যায় স্নান করিয়া, দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাহিষ্মতী পুরীর সন্নিহিত নর্ম্মদায় গমন করিলেন। শেষে মনুতীর্থে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার প্রভাসে উপস্থিত হইলেন। ৯—২১। তথায় ব্রাহ্মণেরা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে সর্ব্বক্ষত্রিয়ের নিধনবার্ত্তা আন্দোলন করিতেছিলেন। বলদেব তাহা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, পৃথিবীর ভার হরণ করা হইয়াছে। তৎকালে ভীম ও দুর্য্যোধন যুদ্ধস্থলে গদা দ্বারা যুদ্ধ করিতেছিলেন; যদুনন্দন তাঁহাদিগের বিনাশ বারণ করিবার নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন এবং ইনি কি বলিবার নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইলেন,—ইহা ভাবিয়া সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন। এদিকে ভীম ও দুর্য্যোধন—উভয়ে গদা হস্তে ক্রুদ্ধ ও বিজয়ার্থী বিবিধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, রাম তাহা দেখিলেন। দেখিয়া কহিলেন,—"হে রাজন্! হে বৃকোদর! তোমাদিগের দুই জনের বল সমান, দুই জনই সমান বীর; আমি এক জনকে প্রাণের অধিক স্নেহ করি, অপর জনকে শিক্ষা দ্বারা অধিক জ্ঞান করি। অতএব এই যুদ্ধে সমবীর্য্য তোমাদিগের দুইজনের একজনেরও জয় বা পরাজয় লক্ষিত হইতেছে না; সুতরাং নিষ্ফল যুদ্ধে হইতে নিবৃত্ত হও।" রাজন্! দুইজন পরস্পরের সহিত শত্রুতাবন্ধন করিয়াছিলেন, পরস্পরের দুর্ব্বাক্য ও অপকার স্মরণ করিয়া তাঁহারা বলদেবের সেই সার্থকবাক্য উপেক্ষা করিলেন। তাহাতে রাম "অদৃষ্টই প্রবল" বলিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। তিনি তথায় জ্ঞাতি উগ্রসেনাদির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। মহারাজ! বলদেব পুনর্ব্বার নৈমিষে উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞ তাঁহার অঙ্গ এবং তখন তাঁহার সমুদায় ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে। মুনিরা তাঁহাকে আনন্দপূর্ব্বক সর্ব্ব যজ্ঞ করাইলেন। ভগবান্ রাম তাঁহাদিগকে যে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণ করিলেন, তদ্দ্বারা সেই মুনিগণ এই বিশ্বকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ব্বত্র অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারিলেন। রাম,—জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্গণে বেষ্টিত হইয়া নিজ-পত্নীর সহিত যজ্ঞান্ত-স্নান করিলেন এবং সুন্দর-বসন পরিধানপূর্ব্বক মালায় অলঙ্কৃত হইয়া, জ্যোৎস্নার সহিত চন্দ্রের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রাজন্! মায়ামনুষ্য, বলশীল, অপ্রমেয় অনন্ত বলদেবের এই প্রকার অনেক কর্ম্ম আছে। যিনি সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে অদ্ভুতকর্ম্মা অনন্ত বলরামের কর্ম্ম সকল স্মরণ করেন তিনি বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হন। ২২—৩৪।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীদাম নামক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান।

রাজা কহিলেন,—ভগবন্! প্রভো! মহাত্মা অনন্তবীর্য্য মুকুন্দের আর আর যে সকল বিক্রম আছে, আমরা তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মন্! উত্তমঃশ্লোকের কথা [illegible] শ্রবণ করিয়া, অভিলাষের বাণে বিদ্ধ হইয়াছেন এবং যিনি সারজ্ঞ,—এরূপ কোন্ ব্যক্তি বিরত হইবেন? যে বাক্য দ্বারা তাঁহার [illegible] সকল বর্ণিত হয়, তাহাই [illegible]; যে হস্ত দ্বারা

তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহাই প্রকৃত হস্ত; যে মন তাঁহাকে স্থাবর-জঙ্গমে বাস করিতে স্মরণ করে, তাহাই মন; যে কর্ণ তাঁহার পুণ্য-কথা শ্রবণ করে, তাহাই কর্ণ; যে মস্তক তাঁহার উভয় রূপকেই নমস্কার করে, তাহাই মস্তক; যে চক্ষু তাঁহার উভয় রূপই দর্শন করে, তাহাই প্রকৃত চক্ষু; আর যে সকল অঙ্গ সেই বিষ্ণুর এবং তদীয় জনগণের পাদোদক নিত্য ভজনা করে, সেই সকল অঙ্গই অঙ্গ।" সূত বলিলেন,—ভগবান্ সেই বেদব্যাস-তনয়, বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত নিমগ্ন করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৫। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! কোন এক বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়-সেব্য বিষয় সকলে বিরক্ত হইয়া প্রশান্তাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মবিত্তম ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত দ্রব্যে জীবন ধারণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতেন এবং একখণ্ড মলিন চীর-বসন পরিধান করিয়া থাকিতেন। তাঁহার ভার্য্যাও তদ্রূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্ব্বদা ক্ষুধায় কাতর হইতেন। ভর্ত্তা ভোগ সম্পাদন করিতে না পারায় পতিব্রতা সর্ব্বদা নিতান্ত দুঃখে কালযাপন করিতেন। একদা তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ম্লান-বদনে স্বামীকে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমি শুনিয়াছি,—লক্ষ্মীর পতি, ব্রাহ্মণের হিতকারী, শরণ্য, ভগবান্ যাদবশ্রেষ্ঠ ত আপনার সখা। হে মহাভাগ! তিনি সাধুদিগের পরমস্থান,—তাঁহার নিকট গমন করুন। আপনি কুটুম্বী, কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া তিনি আপনাকে যথেষ্ট ধন দিবেন। তিনি এক্ষণে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের রাজা হইয়া দ্বারকায় বাস করিতেছেন। যিনি তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করেন, জগদ্গুরু তাঁহাকে আত্মাও দান করিয়া থাকেন। তাঁহাকে ভজনা করিলে তিনি যে অভীষ্ট দান করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?" সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভার্য্যা কর্ত্তৃক এইরূপে মুহুর্মুহুঃ অনেক বার প্রার্থিত হইয়া ভাবিলেন, "আর কিছু হউক আর না হউক, পরম লাভ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিব।" ইহাই মনে মনে চিন্তা করিয়া তিনি গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং কহিলেন, "হে কল্যাণি! গৃহে কোন উপহার-সামগ্রী থাকে ত দাও; আমি লইয়া যাই।" তখন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণদিগের নিকট চতুর্ম্মুষ্টি চিপিটক যাচ্ঞা করিয়া চেলখণ্ডে বন্ধনপূর্ব্বক স্বামীকে উপায়ন দান করিলেন। সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ সেই চতুর্ম্মুষ্টি চিপিটক লইয়া, "কি করিয়া আমার শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শন ঘটিবে?" এই চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। ৬—১৫। সেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণগণের সহিত তিন গুল্ম ও তিন কক্ষ অতিক্রম করিলেন। পরে দ্বিজ,—বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়দিগের অগম্য গৃহ সকলের মধ্যে, হরির ষোড়শ সহস্র মহিষীর একতম গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; তাঁহার বোধ হইল যেন ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়ার পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান ছিলেন; দূর হইতে বিপ্রকে দর্শন করিয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক নিকটে আসিয়া আনন্দে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। প্রিয়সখা বিপ্রের অঙ্গ-সংস্পর্শ হেতু কমল-লোচনের আনন্দ জন্মিল। আনন্দে তাঁহার নয়ন-যুগল দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। রাজন্! অনন্তর অচ্যুত, বন্ধুকে পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সখার পূজা-সামগ্রী আহরণ করিলেন এবং তাঁহার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া লোকপাবন ভগবান্ সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। পরে দিব্য-গন্ধ-বিশিষ্ট চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম দ্বারা প্রিয়কে লিপ্ত করিলেন এবং সুগন্ধি ধূপ ও প্রদীপাবলি দ্বারা সাদরে মিত্রের পূজা করিয়া তাম্বুল ও গো দিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ মলিন ও জীর্ণ, কদর্য্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন; তাঁহার শরীর শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, সাক্ষাৎ দেবী সখীদিগের সমভিব্যাহারে ব্যজন দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রীতি-সহকারে অবধূতকে পূজা করিলেন দেখিয়া অন্তঃপুরজন আশ্চর্য্যান্বিত হইল;—"এই অবধূত, ভিক্ষুক, শ্রীহীন, লোকে নিন্দিত, অধম ব্যক্তি কি পুণ্যে এই লোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মানিত এবং পর্য্যঙ্কশায়িনী প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজের ন্যায় আলিঙ্গিত হইল!" ১৬—২৭। রাজন্! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ পরস্পর হস্ত ধারণপূর্ব্বক, আপনারা পূর্ব্বে যখন গুরুকুলে ছিলেন, তখনকার মনোহর গল্প সকল কহিতে লাগিলেন। ভগবান্ কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! হে ধর্ম্মজ্ঞ! দক্ষিণা দিয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তুমি সদৃশী ভার্য্যা বিবাহ করিয়াছ কি না? আমার জানাই আছে,—প্রায় তোমার মন গৃহে কাম দ্বারা বিদ্ধ হয় না; বিদ্বন্! তাই ধনে তোমার প্রীতি হয় না। কতকগুলিন লোকে কাম সকলের দ্বারা হতচেতন না হইয়া ঈশ্বর-মায়া-রচিত বাসনা সকল পরিত্যাগ করে এবং যেমন আমি,—যেরূপে লোকসংগ্রহ হয়, সেইরূপে কর্ম্ম করি; তেমনি কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন। ব্রহ্মন্! দ্বিজ যে গুরু-সমীপে বিজ্ঞেয় জ্ঞাত হইয়া অজ্ঞানের পারে গমন করেন, আমাদিগের দুইজনের সেই গুরুর কুলে বাস কি মনে আছে? সখে! ইহ-সংসারে যাঁহা হইতে জন্ম হয়, তিনি প্রথম গুরু; যাঁহাতে দ্বিজগণের সৎকর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তিনি দ্বিতীয় গুরু; আর সর্ব্ব-আশ্রমীর যিনি জ্ঞানগুরু, তিনি সাক্ষাৎ যেন আমি। ব্রহ্মন্! গুরুরূপী আমার উপদেশ-মাত্রে যাঁহারা সুখে ভবার্ণব পার হইয়া যান, এই পৃথিবীতে সমুদায় আশ্রমীদিগের মধ্যে নিশ্চয় তাঁহারাই প্রয়োজন-বোধবিষয়ে সুপণ্ডিত। আমি গুরুসেবা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই,—গৃহস্থ-ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম, বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অথবা যতিধর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ হই না। ব্রহ্মন্! যখন আমরা গুরুকুলে বাস করিতাম, তখন আমাদিগের সম্বন্ধে যে এক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে পড়ে? হে দ্বিজ! কদাচিৎ আমরা, 'কাষ্ঠ লইয়া আইস'—গুরুপত্নীর এই আজ্ঞা পাইয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিলাম, অকালে প্রচণ্ড সবাতবর্ষণ ও নিষ্ঠুর মেঘ, দারুণ গর্জ্জন হইতে লাগিল। ২৮—৩৬। সূর্য্য অস্ত গমন করিতেছেন, তৎক্ষণমাত্রে দশদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; নিম্নকূল জলময় হইল, কোন দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। জলমিশ্রিত সেই বনে আমরা মহা বাত ও জল দ্বারা বারংবার নিরতিশয় আহত হইতে লাগিলাম এবং দিক্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া, পরস্পর হস্ত-ধারণপূর্ব্বক কাতর হইয়া ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আচার্য্য গুরু সান্দীপনি, সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে আমাদিগের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং বনমধ্যে আমাদিগকে কাতর দেখিয়া কহিলেন, 'অহো! হে পুত্রগণ! আত্মাই প্রাণিগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ; তোমরা সেই আত্মাকে অনাদর করিয়া আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া, আমাদিগের নিমিত্ত দুঃখ ভোগ করিতেছ। বিশুদ্ধভাবে গুরুতে সর্ব্বার্থ-সাধক দেহ সমর্পণ করেন, যাঁহারা সৎশিষ্য হন, তাঁহারা এতাবৎ পরিমাণেই গুরুর প্রত্যুপকার করিতে পারেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদিগের উপর সন্তুষ্ট হইলাম; তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হউক; আমার নিকট অধীত বেদ সকলের সার যেন ইহ ও পরকালে দূর না হয়।' ব্রহ্মন্! গুরুকুলে বাসকালীন আমাদিগের পক্ষে এই প্রকার অনেক যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ আছে? গুরুর কৃপা হইলেই পুরুষ শান্তিপূর্ণ হয়।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে দেবদেব! হে জগদ্গুরো! তুমি সত্যকাম; আমরা তোমার সহিত একত্রিত হইয়া যখন গুরুকুলে বাস করিয়াছি, তখন আমাদিগের কি না সম্পন্ন

হইয়াছে? প্রভো! যাঁহার দেহ, বেদময় ব্রহ্ম এবং মঙ্গল-নিকরের উদ্ভবস্থান,—তাঁহার গুরুকুলে বাস কেবল অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয়।" ৩৭—৪৫।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮০॥

একাশীতিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের সমৃদ্ধি।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সর্ব্বপ্রাণীর মনোভিজ্ঞ সেই হরি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণের হিতকারী, সাধুদিগের গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ. প্রিয়কে প্রেম-দৃষ্টিতেই দর্শনপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন,—"ব্রহ্মন্! তুমি গৃহ হইতে আমার নিকট কি উপায়ন আনয়ন করিয়াছ? ভক্তগণ কর্ত্তৃক আনীত অণুমাত্র দ্রব্যও প্রেম হেতু আমি অধিক বিবেচনা করি। অভক্ত কর্ত্তৃক আনীত ভুরি দ্রব্যেও আমার সন্তোষ হয় না। পত্র, পুষ্প, ফল ও জল,—ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে যে যাহা দান করে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি।" রাজন্! দ্বিজ এই প্রকারে কথিত হইয়াও লজ্জা বশত শ্রীপতিকে চিপিটক-প্রস্থতি দান করিতে পারিলেন না; কেবল অধোমুখ হইয়া রহিলেন। সাক্ষাৎ সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণসাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণের আগমন-কারণ জানিয়া চিন্তা করিলেন,—"ইনি লক্ষ্মী কামনা করিয়া পূর্ব্বে আমার ভজনা করেন নাই। সখা কিন্তু পতিব্রতা পত্নীর প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছেন; অতএব ইহাঁকে দেবতাদিগের দুর্লভ সম্পত্তি দান করিতে হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিয়া, "এ কি?" এই বলিয়া দ্বিজের বসন হইতে চীরবদ্ধ চিপিটকগুলি স্বয়ং কাড়িয়া লইয়া কহিলেন, "আচ্ছা সখে। এই ত আমার সাতিশয় প্রীতি-সাধন উপঢৌকন আছে। সখে! এই সকল চিপিটকে বিশ্বাত্মা আমার তৃপ্তিসাধন হইল।" এই বলিয়া একবার একমুষ্টি আহার করিয়া, আহারার্থ দ্বিতীয় মুষ্টিগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন,—অমনি লক্ষ্মী তৎপরা হইয়া পরম-ব্রহ্মের হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন,—"বিশ্বাত্মন্! যেরূপে তোমার সন্তোষ জন্মে, সেইরূপে ইহ অথবা পরলোকে পুরুষের সর্ব্বসম্পত্তি-সমৃদ্ধির জন্য ইহাই যথেষ্ট।" ১—১১

যাহা হউক, বৎস! ব্রাহ্মণ, অচ্যুত-মন্দিরে সেই রাত্রে বাস করিলেন;—সুখে ভোজন-পান করিয়া আপনাকে যেন স্বর্গগত বোধ করিতে লাগিলেন এবং পরদিবস প্রাতে নিজ আলয়ে যাত্রা করিলেন। বিশ্বোৎপাদক শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে কতক পথ গমন করিয়া প্রণাম ও বিনয়োক্তি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ সখার নিকট ধন না পাইয়া আপন গৃহে যাইতে লাগিলেন। মহতের দর্শনে তাঁহার সুখবোধ হইল;—"অহো! আমি ব্রহ্মণ্যদেবের ব্রহ্মণ্যতা দর্শন করিলাম; তিনি বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীকে ধারণ করিতেছেন, তথাপি দরিদ্রতম আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। দরিদ্র, নীচ আমি কোথায়; আর কমলার আবাস-ভূমি শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? আমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, এইজন্যই তিনি আমাকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন; ভ্রাতৃগণের ন্যায় লক্ষ্মীসংযুক্ত পর্য্যঙ্কে বসাইলেন এবং চামরহস্তা মহিষী শ্রীও আমাকে বীজন করিতে লাগিলেন। আর যেমন বিপ্র, দেবতাকে অর্চ্চনা করেন, দেবদেব তেমনি পরমসেবা ও পাদমর্দ্দনাদি দ্বারা আমাকে পূজা করিলেন। তাঁহার চরণ-সেবা,—পুরুষের স্বর্গ ও মুক্তির, পৃথিবীতে ভুরি সম্পত্তির এবং সমুদায় সিদ্ধিরই মূল; তথাপি 'এ নির্দ্ধন; ধন পাইয়া অত্যন্ত মত্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করিবে না' নিশ্চয়ই এই ভাবিয়া পরম-দয়ালু আমাকে যথেষ্ট ধন দেন নাই।" ১২—২০। ব্রাহ্মণ এই প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে নিজ গৃহের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রান্তভাগ সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের সদৃশপ্রভা-সমন্বিত বিমান সকলে পরি-ব্যাপ্ত। উহারা বিচিত্র উদ্যান ও উপবন দ্বারা পরিবেষ্টিত; সেই সমস্ত উপবন-মধ্যে বৃক্ষশাখায় বিবিধ বিহঙ্গ সুখে গান করিতেছিল; নিম্নে সুন্দর সুন্দর সরোবর-সমূহে কুমুদ, কহ্লার, উৎপল, কমল প্রভৃতি নানাবিধ জলজ শোভা পাইতেছিল। সুন্দররূপে অলঙ্কৃত স্ত্রী ও পুরুষগণ উহাকে সেবা করিতেছিল। "এ কি? এ আবাস কাহার? কি প্রকারে সেই স্থান এই প্রকার হইল?" ব্রাহ্মণ মনে মনে ইত্যাদি প্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এমন সময় দেবপ্রভ নর ও নারীগণ সমধিক গীত-বাদিত্রের সহিত আনন্দে উপায়নাদি দান করিয়া তাঁহার সমাদর করিলেন। 'স্বামী আগমন করিয়াছেন' শ্রবণ করিয়া সতীর অনাদ্য জন্মিল। তিনি সাতিশয় আদর-সহকারে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় শীঘ্র আলয় হইতে বহির্গত হইলেন। পতিকে দেখিয়া প্রেমোৎ-কণ্ঠাহেতু পতিব্রতার নয়নযুগল আনন্দাশ্রু-কলায় আপ্লুত হইয়া পড়িল। তিনি চক্ষু নিমীলন করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার এবং মন দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পত্নী বিমানারূঢ়া দেবীর ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, এবং পদককণ্ঠী দাসীদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন দেখিয়া সেই দ্বিজ সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; পরে আনন্দিত হইয়া তাঁহার সহিত স্বয়ং মহেন্দ্র-ভবনের ন্যায় শতস্তম্ভ-সমন্বিত নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দুগ্ধফেন-নিভ শয্যা, রূপ্যপরিচ্ছদ-বিশিষ্ট গজদন্তময় পর্য্যঙ্ক, স্বর্ণদণ্ড চামর ও ব্যজন, কোমল আস্তরণে আচ্ছাদিত আসন, বিলম্বিত-মুক্তাদাম-সমন্বিত কান্তিশালী বিমান এবং ললনাদিগের রত্নসমূহের সহিত সংযুক্ত হইয়া, স্বচ্ছ স্ফটিক ও মহামরকতময় কুড্য সকলে শোভমান রত্নপ্রদীপ সকল শোভা পাইতেছিল।২১—৩১। স্বীয় গৃহে এইরূপ সর্ব্বসম্পত্তির সমৃদ্ধি সকল দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ অব্যগ্রভাবে আকস্মিকী নিজ সমৃদ্ধি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি নিতান্ত দুর্ভগ, নিরন্তর দরিদ্র; আমার সমৃদ্ধির কারণ, মহাবিভূতিশালী যদূত্তমের দর্শন ব্যতীত নিশ্চয়ই অন্য কিছুই হইতে পারে না। আমার সখা যদুদিগের শ্রেষ্ঠ ভূরিভোজ; ভূরি দান করিয়াও তিনি স্বয়ং উহাকে পর্জ্জন্যের ন্যায় দর্শনপূর্ব্বক সমক্ষে না বলিয়াই যাচককে অধিকতর দান করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজের যে দান, তাহা অধিক হইলেও কিঞ্চিৎ বলিয়া মনে করেন; আর সুহৃৎকৃত দান অতি তুচ্ছ হইলেও অনেক বলিয়া জ্ঞান করেন; এই কারণেই আমি যে চিপিটক-মুষ্টি লইয়া গিয়াছিলাম, মহাত্মা প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহাই গ্রহণ করেন। জন্মে জন্মে পুনর্ব্বার যেন আমার তাঁহারই সহিত সৌহার্দ্দ, সখ্য ও মৈত্রী হয় এবং যেন তাঁহারই দাস্য করিতে পাই। যেন সেই গুণালয় মহানুভাবের বিশেষরূপ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া,তদীয় ভক্তদিগের সহিত আমার জন্মে জন্মে অত্যুৎকৃষ্ট মিলন হয়। স্বয়ং বিবেকী ভগবান্ অজ, ধনীদিগের গর্ব্বজন্য নিপাত দর্শন করিয়া, অবিবেকী ভক্তকে বিবিধ সম্পত্তি, রাজ্য ও বিভূতি দান করেন না।" দ্বিজ শ্রীদাম বুদ্ধি দ্বারা এই প্রকার অবধারণ করিয়া, জনার্দ্দনে অতীব ভক্তিমান্ হইলেন এবং তথায় অল্পে অল্পে ত্যাগ অভ্যাস করত অতি আসক্ত না হইয়া, জায়ার সহিত বিষয় সকল ভোগ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই দেবদেব যজ্ঞপতি প্রভু হরির প্রভু ও দেব; তাঁহাদিগের অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। তখন সেই ভগবৎসখ ব্রাহ্মণ এই প্রকারে অজেয় অজিত ও স্ববিভূতি দ্বারা পরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার ধ্যান দ্বারা নিরাহঙ্কার হইলেন এবং অচিরে ব্রহ্মবেত্তাদিগের গতি সেই শুদ্ধ ধাম লাভ

করিলেন। রাজন্! যে মনুষ্য ব্রহ্মণ্যদেবের এই ব্রহ্মণ্যতা শ্রবণ করেন, তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ৩২—৪১।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

কুরুক্ষেত্র-যাত্রা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! রাম-কৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থিতি করিতেছেন,—ইতিমধ্যে একদা, কল্পক্ষয় কালে সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাসের ন্যায় গ্রহণ হইল। রাজন্! সর্ব্বদিক্ হইতে মনুষ্যেরা পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছিল, সুতরাং মঙ্গল-সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া স্যমন্ত-পঞ্চকে গমন করিল। শস্ত্রধারীদিগের শ্রেষ্ঠ রাম, পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া রাজাদিগের রুধির-স্রোতে তথায় মহাহ্রদ সকল করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ ঈশ্বর রাম কর্ম্মস্পৃষ্ট না হইয়াও, সামান্য ব্যক্তির পাপক্ষালনের ন্যায় লোকসংগ্রহের জন্য তথায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই মহতী তীর্থযাত্রায় ভারতবর্ষের সমুদায় প্রজা তথায় উপস্থিত হইল। হে ভারত! অক্রূর, বসুদেব এবং আহুকাদি বৃষ্ণিগণও নিজ পাপ দূর করিতে বাসনা করিয়া সেইক্ষেত্রে আগমন করিলেন। গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সহিত অনিরুদ্ধ এবং সেনানী কৃতবর্ম্মা দ্বারকার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। দিব্য-মাল্য-বস্ত্র-বর্ম্মশালী, কাঞ্চনমালী, মহাতেজা, সস্ত্রীক সেই সকল যাদবগণ,—পথিমধ্যে বিমান-সমান রথ, তরল-তরঙ্গতুল্য বেগবান্ অশ্ব, জলদ-সন্নিভ গর্জ্জনকারী মাতঙ্গ ও বিদ্যাধরকান্তি মনুষ্যাদিগের সহিত দেবগণের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।১—৮। সেই সময় মহাভাগ বৃষ্ণিগণ তথায় স্নান করিয়া সাতিশয় সমাহিত-চিত্তে উপবাস করিয়া রহিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র, মাল্য ও কাঞ্চনমালা-শালিনী ধেনু দান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুনর্ব্বার রামহ্রদ সকলে বিধানানুসারে স্নান করিয়া, "শ্রীকৃষ্ণে আমাদিগের ভক্তি হউক" এই বাসনা করিয়া দ্বিজাতিদিগকে স্বাদু অন্ন দান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদিগের দেবতা,—সেই সকল বৃষ্ণি তাঁহার অনুজ্ঞা পাইয়া আপনারাও ভোজনপূর্ব্বক স্নিগ্ধচ্ছায় পাদপ সকলের মূলদেশে যথেচ্ছ বাস করিতে লাগিলেন। রাজন্! সেই স্থানে মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কেকয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত্ত ও কেরল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ ও সম্বন্ধী রাজগণ, শত শত অন্যান্য আত্মপক্ষীয় রাজগণ এবং সুহৃদ্ নন্দাদি গোপ ও উৎকণ্ঠিত গোপীগণও উপস্থিত হইলেন। পরস্পর সন্দর্শন হইতে যে হর্ষ হইল, তাহার বেগে তাঁহাদিগের সুন্দর মুখকমল প্রকৃষ্টরূপে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগের নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহারা অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া সৌহৃদ্য জন্য লজ্জা বশতঃ স্ত্রীদিগের কটাক্ষদৃষ্টি নির্ম্মল হইল; তাঁহারা এইভাবে স্তন দ্বারা কুঙ্কুম-পঙ্ক-রঞ্জিত স্তন সকল পেষণ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন;—লোচন সকলে প্রণয়াশ্রু বহিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা বৃদ্ধদিগকে অভিবাদন করিয়া এবং কনিষ্ঠগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া স্বাগত ও কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক পরস্পর শ্রীকৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। কুন্তী,—ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ ও তাঁহাদিগের পুত্রগণকে, পিতা-মাতাকে, ভ্রাতৃপত্নীদিগকে এবং মুকুন্দকেও দর্শন করিয়া কথোপকথনে বিগত-শোক হইলেন। ১—১৭। কুন্তী বসুদেবকে কহিলেন, "আর্য্য ভ্রাতঃ! আমি আপনাকে অপূর্ণমনোরথ বোধ করি; কারণ, অতি সত্তম তোমরা আপৎকালেও আমার একবার বার্ত্তা লও না। যাহার দৈব প্রতিকূল, সে স্বজন হইলেও, সুহৃদ্, জ্ঞাতি এবং পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও মাতাও তাঁহাকে স্মরণও করেন না।" বসুদেব কহিলেন, "হে স্নেহপাত্রি ভগিনি! আমাদিগের দোষ দিও না; আমরা নর,—দেবের ক্রীড়ার বস্তু; লোক ঈশ্বরেরই বশে কার্য্য করে, অথবা কারিত হয়। আমরা কংস-কর্ত্তৃক নিরন্তর তাপিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিয়াছিলাম; ভগিনি! দৈবহেতু সংপ্রতিই এইস্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বোক্ত রাজা সকল,—বসুদেব ও উগ্রসেনাদি যদুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, অচ্যুত-সন্দর্শন জন্য পরমানন্দে পুলকিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রগণের সহিত গান্ধারী, সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপ, কুন্তিভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, নরশ্রেষ্ঠ নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শৈব্য, ধৃষ্টকেতু, কাশিরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্ম্মা, সপুত্র বাহ্লিকাদি এবং যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য নরপতিগণ, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিকেতন সস্ত্রীক দেহ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। ১৮—২৬। অনন্তর তাঁহারা কৃষ্ণ ও রামের নিকট হইতে উপযুক্ত পূজা লাভ করিয়া সানন্দে কৃষ্ণপরিজন যদুদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন,—"অহো! ভোজপতে! ইহলোকে মনুষ্যদিগের মধ্যে আপনারাই সার্থক জন্মলাভ করিয়াছেন; কারণ, আপনারা যোগীদিগেরও দুর্দর্শ শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহার শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক স্তুত কীর্ত্তি, পাদপ্রক্ষালন জল এবং বাক্যরূপ শাস্ত্র, এই বিশ্বকে সাতিশয় পবিত্র করিতেছে এবং কাল বশতঃ এই পৃথিবীর মাহাত্ম্য নষ্ট হইলেও যাঁহার পাদপদ্মোদ্ভূত শক্তির প্রভাবে পৃথিবী আমাদিগকে অভিলার্থ প্রদান করিতেছে; আপনারা সংসার-কারণ গৃহে বসতি করিলেও, সেই শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং আপনাদিগের সহিত দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন, বিবাহ ও দৈহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া স্বর্গ ও অপবর্গ দ্বারা আপনাদিগকে ভুক্তাভুক্ত করিয়াছেন।" ২৭—৩০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যদুগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া, শ্রীনন্দ দর্শন করিবার বাসনায়, গোপগণের সহিত শকটে অর্ঘ্যাদি লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চিরদর্শন-কাতর যদুগণ আনন্দিত হইয়া, প্রাণলাভে দেহ সকলের ন্যায় উত্থানপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কংসকৃত ক্লেশ সকল এবং গোকুলে পুত্রন্যাস স্মরণপূর্ব্বক বসুদেব আলিঙ্গন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত ও প্রেমে বিহ্বল হইলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন এবং অভিবাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও রামের কণ্ঠ প্রেমাশ্রুতে রুদ্ধ হইল,—তাঁহারা কিছুই কহিলেন না। মহাভাগা যশোদা সেই দুই পুত্রকে আপনার আসনে উপবেশন করাইয়া এবং বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বশোক পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর রোহিণী এবং দেবকী, ব্রজেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিয়া তৎকৃত মিত্রতা স্মরণপূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে একসঙ্গে কহিলেন,—"হে ব্রজেশ্বরি! কোন্ কামিনী তোমাদিগের দুই জনের মিত্রতা ভুলিতে পারিবে? ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও তাহার প্রতিক্রিয়া করা যাইতে পারে না। এই উভয় বালক পিতাকে দর্শন করেন নাই; পক্ষ্ম যেমন চক্ষুকে রক্ষা করে, সেইরূপ ইহারা স্বীয় পিতা-মাতা কর্ত্তৃক তোমাদিগের প্রতি ন্যস্ত হইয়া বিশিষ্টরূপে প্রীতি, অভ্যুদয়, পোষণ, পালনাদি প্রাপ্তিপূর্ব্বক রক্ষিত হইয়াছে; কোথাও ইহাদের ভয় হয় নাই। যেহেতু সাধুদিগের আত্মপর ভেদ নাই।" ৩১—৩৮

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! গোপীগণ বহুকালের পর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অভীষ্ট প্রাপ্তিপূর্ব্বক অনিমিষ-লোচনে দেখিতে উৎসুক হইল; কিন্তু তাহাদের সেই অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়াতে চক্ষুর্দ্বয়ের পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা বিধাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। অদ্য বহুদিনের পর দুরাপ শ্রীকৃষ্ণকে চক্ষু দ্বারা হৃদয়ে করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদীয় ভাবে গদ্গদ হইল। ভগবান্ তথাভূত তাহাদিগের সহিত নির্জ্জনে মিলিত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া, হাসিয়া এই কথা কহিলেন,—"হে সখী সকল! তোমরা কি আমাদিগকে স্মরণ কর? আমরা নিজ বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম। আমরা অকৃতজ্ঞ,—তোমাদিগের কি এরূপ অণুমাত্রও আশঙ্কা আছে? সেইজন্য কি তোমরা আমাদিগকে অবজ্ঞা কর? নিশ্চয়ই সেই ভগবান্ প্রাণীদিগকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিতেছেন। যেমন বায়ু,—মেঘরাজি এবং তৃণ, তুলা ও ধূলিকণা সকল সংযুক্ত করিয়া বিযুক্ত করে, তেমনি প্রাণিস্রষ্টাও প্রাণীদিগকে বিযুক্ত করিয়া থাকেন। আমাতে ভক্তি করিলে প্রাণিগণ মোক্ষ লাভ করিতে পারে। ভাগ্যবশে আমার প্রতি তোমাদিগের স্নেহ হইয়াছিল; উহা আমাকে লাভ করাইয়া থাকে। হে অঙ্গনাগণ! যেমন আকাশ, জল, পৃথিবী, বায়ু ও তেজ, ভৌতিক পদার্থ সকলের আদি, অন্ত, মধ্য এবং বাহ্য তেমনি আমিই সর্ব্বভূতের আদি, অন্ত, অন্তর ও বাহ্য। এই সকল ভূতও এই প্রকার; আত্মা আত্ম দ্বারা ভূত সকলে বিস্তৃত; পরে ঐ উভয়কে, পরম-পুরুষ-স্বরূপ আমাতে প্রকাশমান দর্শন কর।" শুকদেব কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপে স্বরূপশিক্ষা দ্বারা শিক্ষিত হইয়া গোপীগণ তাঁহার অনুধ্যান দ্বারা লিঙ্গশরীর-রূপ উপাধি ধ্বংস করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইল এবং কহিল, "হে পদ্মনাভ! যদিও আমরা গৃহসংসর্গিনী, তথাপি, অগাধ-বোধ যোগিগণ যাহা হৃদয়ে চিন্তা করেন এবং যাহা সংসার-কূপে পতিত ব্যক্তির উত্তরণ-সাধক অবলম্বন, তদীয় সেই চরণারবিন্দ যেন সর্ব্বদা আমাদিগের মনে উদিত থাকে।" ৩৯—৪৮।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের কথোপকথন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সকলের গুরু ও গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপীদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, যুধিষ্ঠির ও সমুদায় বন্ধুদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা এইরূপে লোকনাথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ও সুন্দররূপে পূজিত হইয়া সানন্দ-চিত্তে প্রত্যুত্তর দান করিতে লাগিলেন। তদীয় চরণ-কমল দর্শনে তাঁহাদিগের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা কহিলেন, "প্রভো! আপনার চরণাম্বুজ-রূপ আসব, দেহীদিগের দেহজননী অবিদ্যা নাশ করে। তাহা মহতের মন হইতে মুখ দ্বারা বিনিঃসৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা কখনও কর্ণপুটে করিয়া সেই আসব পান করেন, তাঁহাদিগের অমঙ্গল কোথায়? আমরা আপনাকেই নমস্কার করি। স্বীয় তেজ দ্বারা আপনাতে আপনার নিজেরই কৃত জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—তিন অবস্থা দূরীকৃত হইয়াছে; অতএব আপনি সর্ব্বানন্দ-ঘনস্বরূপ। আপনি অখণ্ড; কারণ, আপনার শক্তি কুণ্ঠিত নহে; কালবশে বিলুপ্ত বেদ সকলের রক্ষার নিমিত্ত আপনি যোগমায়া-যোগে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন; আপনি পরমহংসগণের গতি।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! লোকেরা এইরূপে উত্তমঃশ্লোকশিরোমণির স্তব করিতে থাকিলে, অন্ধক ও কৌরব-কামিনী সকল মিলিত হইয়া পরস্পর ত্রিলোক-গীত বিবিধ মুকুন্দকথা আলাপ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১—৫। প্রথমতঃ দ্রৌপদী কহিলেন, "হে বিদর্ভ-নন্দিনি! হে ভদ্রে! হে জাম্ববতি! হে সত্যে! হে সত্যভামে! হে কালিন্দি! হে মিত্রবিন্দে! হে রোহিণি! হে লক্ষণে! হে অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণ! স্বয়ং ভগবান্ নিজ মায়াযোগে লোকদিগের অনুকরণ করিয়া যেরূপে আপনাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করুন।" রুক্মিণী কহিলেন, "জরাসন্ধাদি রাজগণ, চৈদ্যপতি শিশুপালকে আমায় দেওয়াইবার জন্য ধনু উদ্যত করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজ চরণ, অজেয় যোদ্ধৃগণের মস্তকে স্থাপন করিয়া, শৃগালপালের মধ্য হইতে স্বীয় ভাগহারী মৃগেন্দ্রের ন্যায় আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। সেই শ্রীনিবাস আমার অর্চ্চনীয়।" সত্যভামা কহিলেন, "ভ্রাতা প্রসেনের বধ হেতু মদীয় পিতা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপযশ ক্ষালন করিবার নিমিত্ত ভল্লুক-রাজকে পরাস্ত করিয়া রত্ন আনিয়া দেন। তাহাতে আমার পিতা, সেই নিজ-কৃত অপরাধে ভীত হইয়া, যদিও আমি বাগ্দত্তা হইয়াছিলাম, তথাপি এই প্রভুর হস্তেই আমাকে দান করেন।" জাম্ববতী কহিলেন, "পিতা জাম্ববান্ ইহাঁকে তাঁহার নিজের নাথ ঈশ্বর সীতাপতি বলিয়া না জানিয়া সপ্তবিংশতি দিবস ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করেন। পরে পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়া পাদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক মণির সহিত আমাকে লইয়া পূজা-সামগ্রী-স্বরূপে ইহাঁকে প্রদান করেন; তাহাতেই আমি, ইহাঁর দাসী হইয়াছি।" ৬—১০। কালিন্দী কহিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শের অভিপ্রায়ে তপস্যা করিতেছিলাম,—জানিতে পারিয়া তিনি সখা অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে যাইয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি আমি তাঁহার গৃহ-মার্জ্জন-কারিণী দাসী হইয়াছি।" ভদ্রা কহিলেন, "শ্রীনিবাস স্বয়ং স্বয়ংবরস্থলে আসিয়া রাজাদিগকে, এবং অপকার-করণে প্রবৃত্ত আমার ভ্রাতাদিগকে জয় করিয়া, কুক্কুরযূথের মধ্যগত স্বীয় বলি-হারী সিংহের ন্যায়, আমাকে নিজ পুরে লইয়া গিয়াছিলেন। জন্মে জন্মে যেন আমি তাঁহার চরণ-সেবায় নিযুক্ত থাকি।" সত্যা কহিলেন, "আমার পিতা রাজাদিগের বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অতি বীর্য্যবান্ সাতটী বৃষভ পালন করিতেন। যেমন শিশু সকল, ছাগশাবক-সমূহকে বন্ধন করে, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি বীরগণের দুর্দ্দম-নাশক সেই বৃষ সকলকে লীলাক্রমে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে বীর্য্যরূপ শুল্ক দানপূর্ব্বক পথে রাজাদিগকে জয় করিয়া, চতুরঙ্গিণী সেনা ও দাসীগণের সহিত আমাকে লইয়া আসেন। আমি যেন চিরকালের জন্য তাঁহার দাসী হই।" মিত্রবিন্দা কহিলেন, "হে কৃষ্ণে! পিতা আমাকে শ্রীকৃষ্ণচিন্তা দেখিয়া স্বয়ংই সখীজন ও অক্ষৌহিণীর সহিত মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দান করেন। আমি বিবিধ কর্ম্ম বশতঃ সংসারে ভ্রমণ করিতেছি, অতএব জন্মে জন্মে যেন আমার ইহাঁর সেই পাদসংস্পর্শ হয়, তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে।" ১১—১৬। লক্ষণা কহিলেন, "হে রাজ্ঞি! নারদের মুখে বারংবার অচ্যুতের জন্ম-কর্ম্ম-বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমারও চিত্ত লোক-পালদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মুকুন্দে আসক্ত হইল। হে সাধ্বি! কমলা বিস্তর বিবেচনা করিয়া যাঁহাকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার দাসী হইবার জন্য আমি অতীব উৎসুক হইলাম। দুহিতৃ-বৎসল পিতা বৃহৎসেন আমার মত জানিতে পারিয়া

ভবিষয়ে উপায় করিলেন। রাজ্ঞি! যেমন আপনার স্বয়ংবরে অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইবার বাসনায় মৎস্য নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, আমার স্বয়ংবর-কালে ঠিক সেইরূপই হয়। তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এই মৎস্যটী স্তম্ভের মূলে রক্ষিত কলসের জলেই কেবল দেখা যাইত; সুতরাং নিম্নে দৃষ্টি করিয়া ঊর্দ্ধে লক্ষ্যভেদ করিতে হইয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সাধ্য ছিল না। এই কথা শুনিয়া সর্ব্বাস্ত্র-শস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ সহস্র সহস্র রাজা, উপাধ্যায়দিগের সহিত দিগ্‌দিগন্ত হইতে আমার পিতার নগরে আসিতে লাগিলেন। বীর্য্য ও বয়ঃক্রম-অনুসারে পিতা কর্ত্তৃক সুন্দররূপে পূজিত হইয়া সকলে আমাতে চিত্ত স্থাপন করিয়া, লক্ষ্যভেদ করিবার নিমিত্ত সভাস্থলে সশর ধনু গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ ধনু গ্রহণ করিয়া, তাহাতে জ্যারোপণ করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিলেন; অপর কতকগুলি প্রায় কোটি পর্য্যন্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সেই ধনু দ্বারাই আহত হইয়া পতিত হইলেন। এইরূপে মগধ, অম্বষ্ঠ ও চেদিপতি প্রভৃতি অন্যান্য বীর সকল এবং ভীম, দুর্য্যোধন ও কর্ণ শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া মৎস্যের অবস্থিতি জানিতে পারিলেন না। ১৭—২০। পরে অর্জ্জুন জলে মৎস্যের ছায়া দেখিয়া এবং মৎস্যের অবস্থিতিও জানিয়া সাবধানে বাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু ছেদন করিতে পারিলেন না,—কেবল স্পর্শ করিলেন। এইরূপে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ নিবৃত্ত এবং মানী সকল ভগ্নমান হইলে পর, ভগবান্ ধনু গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে জ্যারোপণ করিলেন এবং তাহাতে বাণ যোজনাপূর্ব্বক জলে একবার মাত্র মৎস্যকে দেখিয়া, অভিজিৎ মুহূর্ত্তে উহাকে বাণ দ্বারা ছেদন ও পাতিত করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল। পৃথিবীতেও জয়শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া দুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল। দেবতারা হর্ষে ব্যাকুলিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন আমি নূতন শ্রেষ্ঠ পট্টবস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া, স্বর্ণ দ্বারা উজ্জ্বলা রত্নমালা ধারণপূর্ব্বক মধুর নূপুর-ধ্বনি করিতে করিতে সেই সভায় প্রবেশ করিলাম। আমার কবরীতে মালা এবং বদনে লজ্জা-সহকৃত হাস্য শোভা পাইতেছিল। গণ্ডদ্বয় কুণ্ডল-কান্তি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। আমি মুখ উত্তোলন করিয়া স্নিগ্ধ হাস্যযুক্ত কটাক্ষ-বিলোকন দ্বারা চতুর্দ্দিকে অল্পে অল্পে রাজাদিগকে দর্শন করিতে করিতে মুরারির স্কন্ধে বরমাল্য অর্পণ করিলাম। আমার হৃদয় তাঁহাতেই অনুরক্ত ছিল। ২৪—২৯। তখনই মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিয়া উঠিল, নট-নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; এবং গায়কেরা গাহিতে লাগিল। হে যাজ্ঞসেনি! আমি এই প্রকারে ভগবান্ ঈশ্বরকে বরণ করিলে, রাজযূথপতি সকল কামে কাতর হইয়া স্পর্দ্ধা বশতঃ তাহা সহ্য করিল না। তখন চতুর্ভুজ আমাকে চতুরশ্ব-যুক্তসংযুক্ত রথে আরোহণ করাইয়া, বর্ম্মপরিধান-পূর্ব্বক শার্ঙ্গ তুলিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞি! দারুক, কাঞ্চন-পরিচ্ছদ-ভূষিত রথ চালিত করিলেন। মৃগগণের মধ্য দিয়া মৃগরাজের ন্যায়, হরি দর্শনকারী রাজাদিগের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সেই সকল রাজা তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। যেমন কুকুরগণ সিংহকে বাধা দিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ কেহ কেহ অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পথে বাধা দিবার নিমিত্ত ধনু সকল উত্তোলিত করিয়া, যুদ্ধার্থে সজ্জিত রহিল। তাঁহাদিগের কতক শার্ঙ্গ-চ্যুত বাণসমূহ দ্বারা ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ ও ছিন্ন-কন্ধর হইয়া যুদ্ধে পতিত হইল; আর কতক যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ৩০—৩৪। অনন্তর যদুপতি,—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে অভিষ্টুতা অলঙ্কৃতা নিজ নগরী কুশস্থলীতে সূর্য্যের অস্তাচল-প্রবেশের ন্যায় প্রবেশ করিলেন; উহাতে ধ্বজপট-শোভিত বিবিধপ্রকার তোরণ সকল রচিত হইয়াছিল। আমার পিতা মহামূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যা আসন ও পরিচ্ছদ-সমূহ দ্বারা সুহৃদ্, সম্বন্ধী ও বান্ধবদিগকে পূজা করিলেন। ভগবান্ সর্ব্ববিষয়ে পরিপূর্ণ হইলেও পিতা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে দাসী, সর্ব্বসম্পত্তি, সেনা, গজ ও অশ্ব নিচয়ের সহিত মহামূল্য অস্ত্র-শস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে আমরা সকলে সর্ব্বসঙ্গ হইতে নিবৃত্তি ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারা সেই আত্মারামের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হইয়াছি।" মহিষীগণ কহিলেন, "দশবদনের সহিত ভৌমকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, তাহার দিগ্বিজয়ে যে সকল রাজারা পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কন্যারা তৎকর্ত্তৃক বদ্ধ রহিয়াছে জানিয়া, ভগবান্ তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং স্বয়ং আপ্তকাম হইয়াও সংসার-বিমোচন পাদপদ্মের অভিলাষিণী সেই কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞি! আমরা সাম্রাজ্য, ইন্দ্রত্ব, ভোজ্য, বৈরাজ্য, ব্রহ্মপদ, মোক্ষ বা হরির পদ প্রার্থনা করি না; সেই গদাধারীরই লক্ষ্মীর কুচ-কুঙ্কুমের গন্ধবিশিষ্ট পাদরজঃ মস্তকে করিয়া বহন করিতে বাসনা করি। তিনি যখন নদী-পুলিনে গোচারণ করিতেন, তখন ব্রজাঙ্গনা ও গোপগণ যাহা বাঞ্ছা করিয়াছিল, তাঁহার সেই পাদস্পর্শই আমাদের একমাত্র অভিলষিত।" ৩৫—৪৩।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

বসুদেবের যজ্ঞ-মহোৎসব।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! পৃথা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং রাজাদিগের পত্নী ও শ্রীকৃষ্ণভক্তা গোপীগণ, হরি শ্রীকৃষ্ণে তদীয় মহিষীগণের প্রণয়-বন্ধনের কথা শ্রবণপূর্ব্বক অশ্রুপূরে আকুলাক্ষী হইয়া সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজন্! স্ত্রীগণ, স্ত্রীদিগের এবং রাজগণ রাজাদিগের প্রতি এইরূপ কহিতেছেন,—ইতিমধ্যে রাম-কৃষ্ণকে দর্শন করিবার বাসনায় দ্বৈপায়ন, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গোতম, রাম সশিষ্য ভগবান্ বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, ব্রহ্মপুত্রগণ, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য এবং বামদেবাদি ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বোপবিষ্ট রাজগণ, পাণ্ডবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও রাম, সেই সমস্ত বিশ্ব-বন্দিত ঋষিগণকে দর্শন করিয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। সকলে যথাবিধানে তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। রামের সহিত অচ্যুত তাঁহাদিগের সকলের স্বাগত-প্রশ্ন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ ও চন্দন দ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সুখে উপবিষ্ট হইলে ধর্ম্মগোপ্তা ভগবান্, তাঁহাদিগকে কহিতে আরম্ভ করিলেন; সেই মহতী সভা যতবাক্ হইয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিল। ১—৮। ভগবান্ কহিলেন, "অহো! অদ্য আমাদিগের জন্ম সফল হইল; অদ্য আমরা দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য যোগেশ্বরদিগকে দর্শন করিয়া জীবনের ফললাভ করিলাম। মনুষ্যদিগের তপস্যা অল্প; তাহারা প্রতিমাকে দেবতা-স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে; যোগেশ্বরদিগের দর্শন ও স্পর্শন, তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করা, নমস্কার করা এবং তাঁহাদিগের পাদ অর্চ্চনা করা, সেই মনুষ্যদিগের কি সম্ভাবিত হয়? জলময় স্থান হইলেই তীর্থ হয় না; মৃন্ময় ও শিলাময় বস্তু সকল দেবতা নহেন; হইলেও তাঁহারা অনেক কালে মনুষ্যকে

পবিত্র করেন; কিন্তু সাধুদিগকে দর্শন করিবামাত্র পবিত্রতা লাভ করা যায়। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু এবং বাক্য ও মন,—ভেদ-বুদ্ধিতে উপাসিত হইলে অজ্ঞান নাশ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র সাধু-সেবায় সমুদায় অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহার ত্রিধাতুক দেহে আত্মবুদ্ধি, ভার্য্যাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি, ভূবিকারে দেবতাবুদ্ধি এবং জলে তীর্থবুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধুদিগকে যে ব্যক্তি সেরূপ জ্ঞান করে না, সে ব্যক্তি গোতৃণবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ।" ১—১৩। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বিপ্রগণ, অকুণ্ঠ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার অসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভ্রমবুদ্ধি বশতঃ কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। তাঁহারা সেই ঈশ্বরের অনীশ্বর-ভাবযুক্ত বাক্য অনেকক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন,—"ইনি লোক-সংগ্রহার্থ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।" তখন সকলে হাস্য করিয়া জগদ্গুরুকে কহিলেন, "আমরা শ্রেষ্ঠতত্ত্ববিৎ ও বিশ্বস্রষ্টাদিগের অধীশ্বর হইয়াও যাঁহার মায়ায় বিমোহিত হইলাম, যিনি নর-চেষ্টিত দ্বারা গুপ্ত হইয়া অনীশ্বরের ন্যায় আচরণ করিতেছেন,—অহো! সেই ভগবানের চেষ্টিত কি অচিন্ত্য! প্রভো! ভৌম-বিকার ঘট-শরাবাদি দ্বারা বহু-নাম-রূপিণী ভূমির ন্যায় আপনি স্বয়ং একমাত্র ও অক্রিয় হইয়াও নানাপ্রকারে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন; কিন্তু স্বয়ং বদ্ধ নহেন। আপনি পরিপূর্ণ পরমেশ্বর; আপনার জন্মাদি চেষ্টিত—অনুকরণ মাত্র। স্বজনদিগকে রক্ষা এবং খলদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত আপনি কালে যথোপযুক্ত সময়ে শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক স্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষ ভগবান্; নিজ আচার দ্বারা বেদপথও পালন করিয়া থাকেন। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা যাহাতে কার্য্য, কারণ এবং তাহা হইতে পর সৎমাত্র ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই বেদাখ্য ব্রহ্ম আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়। ব্রহ্মন্! সেই হেতু আপনি শাস্ত্রযোনি। আপনার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি-স্থান ব্রাহ্মণকুলের পূজা করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনি ব্রহ্মণ্যগণের অগ্রগণ্য,—আপনি ব্রহ্মণ্যদেব। আপনি সকল মঙ্গলের আকর; এইজন্য অদ্য আপনার সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের জন্মের, বিদ্যার, তপস্যার ও দৃষ্টির সাফল্য হইল। স্বীয় যোগমায়া দ্বারা যাঁহার মহিমা আচ্ছন্ন; যাঁহার মেধা অকুণ্ঠিত; একত্বানাধিষ্ঠিত এই সকল রাজা ও যদুগণ যাঁহার মায়ারূপ যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া যাঁহাকে কালরূপী ঈশ্বর পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞাত নহেন, সেই পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। যেমন স্বপ্নদর্শী পুরুষ, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকলকে যথার্থরূপে দর্শন করিয়া আপনাকে মন দ্বারা নামমাত্রে প্রকাশিত-রূপ জানে,—তদ্ভিন্ন অন্য জানে না; ব্রহ্মন্! তেমনি এই লোক সকল মায়া দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্মৃতির নাশহেতু ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা নামমাত্র প্রকাশিতরূপে আপনাকে জানে, কিন্তু স্বরূপতঃ জানে না। অদ্য আমরা সেই আপনার পাপরাশি-ধ্বংসকারক গঙ্গাতীর্থের উৎপাদক এবং সুবিপক্ক যোগ-যোগীদিগের হৃদয়ে কৃত পাদপদ্ম দর্শন করিলাম; অতএব ভক্ত করিয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন। প্রবৃদ্ধ ভক্তি দ্বারা যাঁহাদিগের বাসনারূপ জীবকোষ নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার গতি লাভ করিয়াছে।" ১৪—২৬। শুকদেব কহিলেন,—হে রাজর্ষে! মুনিগণ এইরূপ কহিয়া শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা লইয়া, স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিতে মনঃস্থ করিলেন। তাঁহাদিগকে গমনোন্মুখ দেখিয়া মহাযশা বসুদেব নিকটে গমনপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা চরণ ধারণ করিয়া সুন্দররূপে বিনীতভাবে কহিলেন, "ঋষিগণ! সর্ব্বদেবাত্মক আপনাদিগকে নমস্কার। হে ঋষিগণ! আপনাদিগের শ্রবণ করা উচিত হইতেছে;—যে কর্ম্ম দ্বারা যেরূপে আমাদিগের কর্ম্ম ক্ষয় হইবে, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।" নারদ কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র মনে করিয়া যে, নিজ মঙ্গল আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সন্নিকর্ষই মনুষ্যদিগের অনাদরের কারণ। গঙ্গা-তীরবর্ত্তী লোক গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত অন্য জলে গমন করে। এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় দ্বারা, কিংবা কাল-সহকারে, অথবা স্বতঃ, পরতঃ বা গুণতঃ,—কোন প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতির বিনাশ নাই। লোকে যেমন সূর্য্যকে তাঁহার নিজেরই কার্য্য মেঘ, হিম ও রাহু দ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞান করে, সেইরূপ প্রাকৃত ব্যক্তি,—অব্যাহত-জ্ঞান সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে তাঁহার নিজেরই কার্য্য ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মের পরিপাক, গুণপ্রবাহ এবং প্রাণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন মনে করিয়া থাকে।" ২৭—৩৩। রাজন্! অনন্তর মুনিগণ, শ্রবণকারী সর্ব্ব রাজার ও রাম-কৃষ্ণের সমক্ষে বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে—ইহা সাধুগণ নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রদ্ধা-সহকারে যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনাই কর্ম্মবন্ধ-মোচনের উপায়। শাস্ত্র যাঁহাদিগের চক্ষু, সেই সকল পণ্ডিত এই যাগরূপ কর্ম্মকে চিত্তের উপশমের হেতু, মোক্ষের সুগম উপায়, আত্মার আনন্দবহ এবং ধর্ম্মরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরম-পুরুষের যাগ করিবে; গৃহস্থ দ্বিজাতির এই পথই মঙ্গলদায়ক। হে বসুদেব! জ্ঞানী ব্যক্তি,—যজ্ঞ ও দান দ্বারা ধনের ইচ্ছা, গৃহোচিত ভোগ সকল দ্বারা স্ত্রী-পুত্রের ইচ্ছা এবং কাল দ্বারা আপনার স্বর্গাদিলোকের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবেন। সমুদায় ধীর-ব্যক্তি বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক গ্রামে বাস করিয়া, পশ্চাৎ তপোবনে গমন করিয়াছেন। দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ—এই তিন প্রকার ঋণে ঋণী হইয়া দ্বিজ জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা তাহা হইতে উত্তীর্ণ না হইলে পতিত হইতে হয়। হে মহামতে! আপনি কিন্তু দুই ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন; এক্ষণে যজ্ঞ দ্বারা দেবতার-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া গৃহত্যাগী হউন। হে বসুদেব! নিশ্চয়ই আপনি পরম-ভক্তি দ্বারা জগৎ সকলের অধীশ্বর হরির প্রকৃষ্ট রূপে পূজা করিয়াছেন; নতুবা তিনি আপনাদিগের দুইজনের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন কেন?" ৩৪—৪১। শুকদেব কহিলেন,—মুনিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামনা বসুদেব মস্তকদ্বারা প্রণাম এবং প্রসাদন করিয়া সেই সকল ঋষিকেই ঋত্বিক্ কার্য্যে বরণ করিলেন। রাজন্! সেই সকল ঋষি ধর্ম্মপূর্ব্বক বৃত হইয়া, সেই ক্ষেত্রে উত্তমকল্পক যজ্ঞ সকলের দ্বারা এই ধার্ম্মিককে যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজন্! তাঁহার দীক্ষা আরম্ভ হইলে, যদুগণ ও রাজগণ স্নান করিয়া পদ্মের মালা ধারণ ও সুন্দর-বসন পরিধান করিলেন এবং সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মহিষী সকলও কণ্ঠে পদক ধারণ এবং সুন্দর বসন পরিধান করিয়া হস্তে পূজার সামগ্রী লইয়া সানন্দে দীক্ষাশালায় উপস্থিত হইলেন। মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, ঢক্কা ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাজিতে লাগিল; নট-নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; সূত-মাগধ সকল স্তব এবং সুকণ্ঠী গন্ধর্ব্বীগণ স্বামী-দিগের সহিত সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর ঋত্বিকেরা অষ্টাদশ পত্নীর সহিত বসুদেবকে অঞ্জন ও অভ্যঞ্জন দ্বারা, তাঁহা-দিগের সহিত সোমরাজের ন্যায় অভিষেক করিলেন। তিনি দুকূল, বলয়, হার, কুণ্ডল নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কারে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত সেই সমস্ত পত্নীর সহিত দীক্ষিত ও অজিনে আবৃত হইয়া বিশেষরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই যজ্ঞে সদস্যগণের সহিত

তাঁহার ঋত্বিক্‌গণ, পীত কৌশেয়-বস্ত্র পরিধান করিয়া, ইন্দ্রযজ্ঞের ঋত্বিক্‌দিগের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। এই সময় জীবগণের ঈশ্বর রাম ও কৃষ্ণ, বন্ধুদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া, নিজ স্ত্রী ও পুত্র এবং নিজ বিভূতি-সমূহের সহিত শোভিত হইলেন। তাঁহারা প্রতি যজ্ঞে অগ্নিহোত্রাদি-লক্ষণ প্রাকৃত, বৈকৃত—সর্ব্ব যজ্ঞ দ্বারা দ্রব্য, মন্ত্র ও ক্রিয়ায় ঈশ্বরের যজ্ঞ করিলেন। ৪২—৫১। অনন্তর বসুদেব যথাকালে বেদোক্ত বিধি-অনুসারে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া গো, ভূমি, কন্যা ও মহার্ঘ সকল দক্ষিণার সহিত দান করিলেন। সেই মহর্ষিগণ পত্নীসংযাজ ও অবভৃথ-বিষয়ে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া যজমানের সহিত রামহ্রদে স্নান করিলেন। বসুদেব, বন্দীদিগকে নানা অলঙ্কার, বস্ত্র এবং স্ত্রী সকল দান করিয়া সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক অন্ন দ্বারা কুক্কুর প্রভৃতি সমুদয় জীবের সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। পরে হস্তী, অশ্ব, রথাদি পরিচ্ছদ ও প্রীতি প্রদান দ্বারা স্ত্রীগণের সহিত বন্ধুদিগের; বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশী, কেকয় ও সৃঞ্জয়দিগের; সদস্য ও ঋত্বিক্‌দিগের; দেবতাদিগের এবং মনুষ্য, ভূত, পিতৃ ও চারণদিগের পূজা করিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা লইয়া যজ্ঞের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, পার্থগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, পৃথা, নকুল, সহদেব, নারদ, ভগবান্ ব্যাস এবং সুহৃদ্, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ,—ইহাঁরা বন্ধু যদুদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সৌহৃদ্য বশত অতি দুঃখিত-হৃদয়ে বিরহে কাতর হইয়া স্ব স্ব দেশের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অপরাপর জনেরাও চলিয়া গেলেন। কিন্তু বন্ধু-বৎসল শ্রীনন্দ,—শ্রীকৃষ্ণ, রাম ও উগ্রসেনাদি কর্ত্তৃক গোপালগণের সহিত মহতী পূজায় পূজিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ৫২—৫৯। বসুদেব শীঘ্র মনোরথ-মহাসাগর উত্তীর্ণ ও বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া আনন্দিত-মনে নন্দের কর-ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! ঈশ্বরকৃত স্নেহ নামক পাশ নিতান্ত দুস্ত্যজ; বীরগণ বল দ্বারা এবং যোগিগণ জ্ঞান দ্বারা তাহা ছেদন করিতে পারেন না। তোমরা সাধুতম,—আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ; তোমরা আমাদিগের প্রতি যে এই অনুপমা মৈত্রী স্থাপন করিয়াছ, ইহা কখনও বিফল হইবে না। ভ্রাতঃ! পূর্ব্বে অসমর্থতা প্রযুক্ত আমরা তোমাদের প্রিয়সাধন করিতে পারি নাই; এক্ষণেও সৌভাগ্য মদে অন্ধ-লোচন হইয়া সম্মুখবর্ত্তী সাধু তোমাদিগকে দেখিতেছি না। হে মানদ! যে রাজ্যলক্ষ্মী দ্বারা অন্ধ-দৃষ্টি হইয়া পুরুষ স্বজন ও বন্ধুদিগকে দর্শন করে না, মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তির যেন সেই রাজ্যশ্রী লাভ না হয়।" বসুদেব এইরূপে মিত্রতা স্মরণপূর্ব্বক আনন্দে শিথিল-চিত্ত হইয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। নন্দও বহুগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া স্বীয় সখায় ও রাম-কৃষ্ণের তুষ্টির নিমিত্ত প্রীতিপূর্ব্বক "আজ, কাল" করিয়াও তিনি তথায় তিনমাস অবস্থিতি করিলেন। তাহার পর, মহামূল্য আভরণ, পট্টবস্ত্র ও নানা অমূল্য পরিচ্ছদ প্রভৃতি কাম সকলে ব্রজ ও বান্ধবগণের সহিত পূর্য্যমাণ হইয়া এবং বসুদেব, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব ও বলাদি কর্ত্তৃক দত্ত পারিবর্হ গ্রহণপূর্ব্বক যদুগণ কর্ত্তৃক মহতী সেনা দ্বারা প্রস্থাপিত হইয়া গমন করিলেন। শ্রীনন্দ এবং গোপী ও গোপ সকল গোবিন্দের চরণপদ্মে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা পুনর্ব্বার আহরণ করিতে অসমর্থ হইয়া অতি কষ্টে মথুরা গমন করিলেন। রাজন্! বন্ধুগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ-দৈবত যদুগণ বর্ষা আসন্ন দেখিয়া পুনর্ব্বার দ্বারাবতী গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা উপনীত হইয়া লোকের নিকট তীর্থযাত্রায় সুহৃৎ-সন্দর্শন প্রভৃতি এবং বসুদেবের যজ্ঞ-মহোৎসব-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। ৬০—৭১।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

রাম-কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দেবকীর মৃতপুত্রানয়ন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বসুদেব, মুনিগণের মুখে রাম-কৃষ্ণের প্রভাব-বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। একদা উভয় ভ্রাতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পাদবন্দন করিলে পর, বসুদেব তাঁহাদিগকে প্রীতি-সহকারে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্ কৃষ্ণ! হে সনাতন সঙ্কর্ষণ! আমি তোমাদিগের দুই জনকে এই বিশ্বের সাক্ষাৎ কারণরূপ প্রধান-পুরুষ এবং তৎকারণরূপ ঈশ্বর বলিয়া জানি। যাহাতে, যাহা দ্বারা, যাহা হইতে, যাহার নিমিত্ত, যাহার প্রতি, যাহা যাহা, যথায় যে, প্রকারে হয়, তুমিই সে সমস্ত প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্। হে অধোক্ষজ! হে আত্মন্! জন্মহীন তুমি আত্মসৃষ্ট এই নানাবিধ বিশ্বে আত্মা দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞান-শক্তিরূপে ধারণ ও পালন করিতেছ। ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বিশ্বের কারণ সকলের যে সকল শক্তি, তৎসমুদায়ই ঐশ্বরিক; কারণ, তাহাদিগের পারতন্ত্র্য ও বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে; কিন্তু জানিবে,—ঈশ্বরের সত্তাতেই তাহাদিগের ব্যাপার হইয়া থাকে। তুমি চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের জ্যোতি, নক্ষত্রের প্রভা, বিদ্যুতের স্ফুরণ; তুমিই রাজাদিগের স্থৈর্য্য এবং ভূমির গন্ধ। তুমিই জলের তৃপ্তিজনকতা ও জীবনহেতুতা; তুমিই জল ও জলের রস। হে ঈশ্বর! তুমি বায়ুর ইন্দ্রিয়-বল, মনোবল এবং দেহবল। ১—৮। তুমি দিক্ সকলের অবকাশ ও দিক্ সকল; তুমি আকাশ ও উহার আশ্রয় শব্দতন্মাত্র; তুমি নাদ; তুমি ওঙ্কার; তুমি বর্ণ; যাহা হইতে পদার্থ সকলের নামকরণ হয়, তাহাও তুমি। তুমিই ইন্দ্রিয় সকলের ইন্দ্রিয়, দেবতা ও তাঁহাদিগের অধিষ্ঠান-শক্তি; তুমি বুদ্ধির অধ্যবসায়-শক্তি এবং সাধ্বী অনুসন্ধান-শক্তি; তুমি ভূতগণের তামস অহঙ্কার; ইন্দ্রিয় সকলের কারণ রাজস অহঙ্কার; দেবতাদিগের কারণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার এবং জীবগণের সংসার-কারণ প্রকৃতি। যেমন দ্রব্যের বিকার অনিত্য ঘট-কুণ্ডলাদির মধ্যে দ্রব্যমাত্র সত্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ এই সমস্ত নশ্বর ভাবের মধ্যে তুমিই একমাত্র অবিনশ্বর নিত্য পদার্থ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই নামে গুণত্রয় এবং তাহাদিগের যে সকল বৃত্তি অর্থাৎ মহদাদি পরিণাম, উহা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তোমাতে যোগমায়া দ্বারা কল্পিত হইয়াছে; অতএব এই সকল ভাব-বিকার তোমাতে কিছুই নাই। যখন এই সকল তোমাতে বিকল্পিত হয়, তখনই তুমি ইহাদের অনুগত হও; অন্য সময়ে তুমি নির্ব্বিকল্প। এই গুণপ্রবাহে অখিলাত্মার প্রপঞ্চ-হীনা গতি না বুঝিয়া দেহাভিমান-জন্য কৃত-কর্ম্ম সকলের দ্বারা জীব এই স্থানে সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। হে ঈশ্বর! যদৃচ্ছাক্রমে দুর্লভ মানবজন্ম ও ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি স্বার্থে প্রমত্ত হইয়া পড়ে,—তোমার মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহার বয়স গত হইয়া থাকে। তুমি এই সমুদয় জগৎকে দেহে এবং দেহের সম্বন্ধাদিতে "এই আমি" ও "ইহারা আমার" এইরূপ স্নেহ-পাশ দ্বারা বন্ধন কর। তোমরা দুই জনে আমার পুত্র নহ, তোমরা সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর; সত্য বল,—তোমরা ভূভার-ভূত ক্ষত্রিয়-দিগের নাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ কি না? অতএব হে আর্ত্তবন্ধো! এক্ষণে আমরা আপনাদের সংসার-ভয়াপ-হারক পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলাম। ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা দ্বারা যে মর্ত্ত্য-শরীরকে আত্মারূপে দর্শন করিয়াছি এবং পরদেহের

[illegible]াদিগকে যে পুত্রবোধ করিয়াছি, তাহা অতি অকিঞ্চিৎ-কর। তুমি [illegible] সূতিকাগার-মধ্যে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া [illegible],—'আমি অজ, ঈশ্বর; নিজ ধর্ম রক্ষা [illegible] নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।' গগণের ন্যায়, তুমি [illegible] ধারণ করিয়া ত্যাগ করিয়া থাক। হে [illegible] সর্ব্বগত! তোমার বিভূতিরূপা মায়া কে বুঝিতে [illegible]?" ১—২০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ যদু[illegible], পিতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিনয়ে সম্যক্‌রূপে [illegible] হইয়া স্নিগ্ধ-বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"পিতঃ! আমরা আপনাদিগের পুত্র; যে বাক্য দ্বারা আপনারা আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া তত্ত্বসমূহ সম্যক্‌রূপে নিরূপণ করিলেন, আপনাদিগের সেই এই বাক্য আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মান্য করিলাম। হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি, আপনারা, আর্য্য বলদেব, এই দ্বারকাবাসিগণ এবং সমস্ত চরাচর জগৎ,—এই সমস্তকে ব্রহ্মরূপে বিবেচনা করা উচিত। এক, স্বয়ংজ্যোতিঃ, নিত্য, অনন্ত ও নির্গুণ ব্রহ্ম, আত্মসৃষ্ট গুণ সকলের দ্বারা গুণকৃত ভূতসমূহে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী,—উপাধি-অনুসারে তাহাদিগের কর্ত্তৃক কৃত ঘটাদি পদার্থ সকলে আবির্ভাব, তিরোভাব, অল্পতা, বহুলতা ও বিবিধ-প্রকারতা লাভ করে; আত্মাও এইরূপ।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবানের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বসুদেবের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইল; তিনি প্রীতিমনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! রাম-কৃষ্ণ মৃত গুরুপুত্রকে আনিয়া দিয়াছেন,—এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া দেবী দেবকী বিস্মিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি, কংস কর্ত্তৃক বিনাশিত পুত্র সকলকে স্মরণ করিয়া দুঃখিতা ও বৈক্লব্য বশতঃ অশ্রু-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক রাম-কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে অপ্রমেয়াত্মন্ রাম! হে যোগেশ্বরের ঈশ্বর কৃষ্ণ! আমি জানিলাম,—তোমরা দুইজনে বিশ্বস্রষ্টাদিগের ঈশ্বর আদি-পুরুষ। হে আদ্য! তোমরা—কাল-বশে হীনবল, উৎশাস্ত্রবর্ত্তী, সুতরাং ভূমির ভারভূত রাজাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমরা পিতৃধাম হইতে গুরুকে গুরু-দক্ষিণা আনিয়া দিয়াছিলে, যোগে-শ্বরের ঈশ্বর তোমরা সেইরূপে আমার অভিলাষ পূর্ণ কর;—ভোজরাজ কর্ত্তৃক নিহত পুত্রদিগকে আনিয়া দাও। আমি তাহাদিগকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি।" ২১—৩৩। ঋষি কহিলেন,—হে ভারত! রাম-কৃষ্ণ, মাতা কর্ত্তৃক এইরূপে আজ্ঞপ্ত হইয়া যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক সুতলে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বের, বিশেষত আপনার আত্মদেবতা সেই দুই জনকে তথায় প্রবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদিগের দর্শন জন্য আহ্লাদে দৈত্যরাজ বলির চিত্ত অভিষিক্ত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সবংশে উত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং আনন্দে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ আসন আনিয়া দিলেন। অনন্তর সেই দুই মহাত্মা তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন: তখন দৈত্যরাজ তাঁহাদিগের পাদযুগল ধৌত করিয়া, সেই ধৌতজল সপরিজনে মস্তকে ধারণ করিলেন এবং মহাবিভূতি, মহামূল্য বস্ত্র ও আভরণ, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, বিত্ত ও আত্ম-সমর্পণ দ্বারা পূজা করিলেন। রাজন্! সেই বলি প্রেম-বিহ্বলচিত্তে ভগবানের চরণ-কমল হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; নয়ন-যুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গদগদ-বাক্যে কহি-লেন, "মহৎ অনন্তকে নমস্কার; বিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার; সাংখ্য ও যোগের বিস্তৃতি-কারণ পরমাত্মাকে নমস্কার। রাজন্! আপনাদিগের দুই পুরুষের দর্শন প্রাণীদিগের দুর্লভ এবং সুলভও বটে; যেহেতু রজস্তমঃ-প্রকৃতি আমাদিগের নিকট যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেন। আহা! দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথ, নায়ক,—ইহারা সকলেই, সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্বের ধাম শাস্ত্র-শরীরী আপনাতে শত্রুতা বন্ধন করিয়াছে; আমরাও তাহাদিগের তুল্য। কোন কোন দৈত্য, প্রচণ্ড বৈরভাবে এবং গোপীগণ, কামপ্রভাবে যেমন আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, শুদ্ধ-সত্ত্ব দেবতারাও তদ্রূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। হে যোগেশ্বরের ঈশ্বর! যোগের ঈশ্বরগণও যখন আপনার যোগমায়া-প্রভাব নিশ্চিত-রূপে জানিতে পারেন না, তখন আমরা কোথায়? অতএব আমাদিগের প্রতি সেইরূপে প্রসন্ন হউন। আপনাদিগের পদারবিন্দ, নিরপেক্ষ মুনিগণের পরম আশ্রয়; তদ্ব্যতীত গৃহাদি অন্য সমস্তই অন্ধকূপ। সেই অন্ধকূপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বিশ্বের রক্ষাকর্ত্তার পাদমূলে জীবিকাপ্রাপ্ত ও শান্ত হইয়া একাকী, অথবা সকলের সখা মহৎ ব্যক্তিদিগের সহিত বিচরণ করিব। হে সর্ব্বজীবের ঈশ্বর! আমাদিগকে শিক্ষা দিউন; হে প্রভো! আমাদিগকে নিষ্পাপ করুন; আপনার অনুশাসন আশ্রয় করিলে, পুরুষ বিধি-নিষেধের শাসন হইতে মুক্তি পায়।" ৩৪—৪৬। ভগবান্ কহিলেন, "পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে ঊর্ণার গর্ভে মরীচির ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবসদৃশ সেই ঋষিপুত্রেরা, ব্রহ্মাকে নিজ দুহিতার প্রতি উপগত হইতে দেখিয়া উপহাস করেন; সেই পাপকর্ম্ম হেতু তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্য-কশিপুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে তাঁহারা যোগমায়া কর্ত্তৃক নীত হইয়া দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজন্! তাঁহারাই কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। দেবী দেবকী তাঁহাদিগকে নিজপুত্র বোধ করিয়া শোক করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহারা তোমার নিকটে রহিয়াছেন। মাতার শোক দূর করিবার নিমিত্ত আমি এস্থান হইতে ইহাঁদিগকে লইয়া যাইব; তাহার পর ইহাঁরা শাপমুক্ত ও বিজ্বর হইয়া দেবলোকে গমন করিবেন। স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণি—এই ছয় ঋষিকুমার আমার প্রসাদে পুনর্ব্বার মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। এই বলিয়া কেশব তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং বলি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় মাতাকে পুত্র সকল সমর্পণ করিলেন। সেই সকল বালককে দেখিয়া পুত্রস্নেহ হে[illegible] দেবীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। তিনি আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক বারংবার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। যদ্দ্বারা সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, শ্রীবিষ্ণুর সে[illegible] মায়ায় মোহিত হইয়া, তিনি, পুত্রের স্পর্শহেতু যাহা হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতেছিল,—ঐ সকল পুত্রকে প্রীতমনে সেই স্ত[illegible] পান করাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পান করিয়া যা[illegible] অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অমৃত-দুগ্ধ পান করি[illegible] এবং নারায়ণের অঙ্গ-সংস্পর্শ হেতু তাঁহাদিগের আত্ম[illegible] জ্ঞান লাভ হইল। তাঁহারা গোবিন্দকে, দেবকীকে, পিতাকে এবং বলদেবকে নমস্কার করিয়া, দর্শনকারী সর্ব্বভূতের সমক্ষে আকাশ-পথে দেবলোকে আরূঢ় হইলেন। রাজন্! মৃত-পুত্রদিগের সেই আগমন ও নির্গমন দর্শনপূর্ব্বক দেবী দেবকী সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ-রচিত মায়া বলিয়া মানিলেন। ভারত! অনন্তবীর্য্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এতদ্ভূত অনেকানেক অদ্ভুত বীর্য্য-কার্য্য আছে। সূত কহিলেন,—পবিত্রকীর্ত্তি [illegible] তনয় কর্ত্তৃক বর্ণিত জগতের পাপনাশক এবং ভক্তদিগের সুখাবহ কর্ণালঙ্কার-স্বরূপ অমৃত-কীর্ত্তি মুরারির এই অদ্ভুত কা[illegible]

যিনি অনুক্ষণ নিঃশেষরূপে শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তিনি ভগবানে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া তাঁহার মঙ্গলময় ধামে গমন করিতে পারিবেন। ৪৭—৫১।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ভগবানের মিথিলা-যাত্রা।

রাজা কহিলেন,—ব্রহ্মন্! যিনি আমার পিতামহী ছিলেন, অর্জ্জুন যেরূপে রাম-কৃষ্ণের সেই ভগিনীকে বিবাহ করেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! প্রভু অর্জ্জুন তীর্থ-যাত্রার সময় পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভাসে গিয়া শ্রবণ করিলেন,—রাম তাঁহার নিজের মাতুল-পুত্রীকে, দুর্য্যোধনকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং ত্রিদণ্ডী যতির বেশ ধারণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। পৌরজন এবং বলদেবও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন তাঁহাদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া কন্যাপ্রাপ্তি বাসনায় এক বৎসর তথায় বাস করিলেন। ইত্যবসরে বলভদ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ষ্য-দ্রব্য আনিয়া দিলে, অর্জ্জুন আহার করিতেছিলেন; এমন সময়ে বীর-মনোহরা বরাননা সুভদ্রা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইলেন। অর্জ্জুন আনন্দে উৎফুল্ল-লোচন হইয়া তাঁহাতে রতি-বিচলিত মন স্থাপন করিলেন। সেই কন্যাও নারীকুলের হৃদয়ঙ্গম ধনঞ্জয়কে প্রার্থনা করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, লজ্জিত-ভাবে বক্রদৃষ্টি করিতে থাকিলেন এবং তাঁহাতে হৃদয় ও মন ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। তাঁহাকে অনুদিন চিন্তা করাতে বলবান্ কামে অর্জ্জুনের চিত্ত ঘুরিতে লাগিল; সুতরাং তিনি সুখলাভ করিতে না পারিয়া, সুভদ্রাকে হরণ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদা সুভদ্রা পিতা-মাতার ও শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি পাইয়া, দেব-দর্শনার্থ রথারোহণে দুর্গ হইতে নির্গত হইলে, অর্জ্জুন ধনু গ্রহণপূর্ব্বক রোধকারী বীর-সৈনিকদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া, শৃগালের মধ্য হইতে ভাগহারী সিংহের ন্যায় চীৎকারকারী স্বজনদিগের মধ্য হইতে তাঁহাকে হরণ করিলেন। রাম তাহা শ্রবণ করিয়া, পর্ব্বদিবসে মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুভিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও বন্ধুগণ পদধারণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। বলদেব আনন্দিত হইলেন এবং বর-বধূকে মহামূল্য গৃহ-সামগ্রী, হস্তী, রথ, অশ্ব এবং দাস দাসী-সকল উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। ১—১২। শুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! শ্রুতদেব নামে বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তি করাতে তাঁহার প্রয়োজন সকল পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি শান্ত, পণ্ডিত ও লোভশূন্য ছিলেন। বিদেহ-দেশের মধ্যবর্ত্তী মিথিলা তাঁহার বাসস্থান। চেষ্টা ব্যতীত যে ভোজ্য উপস্থিত হইত, বিপ্র শ্রুতদেব তদ্দ্বারা নিজ ক্রিয়া-সকল সম্পাদন করিতেন। যাহাতে শরীর-রক্ষাদি নির্ব্বাহ হয়, অহরহঃ দৈবাৎ তাহাই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত,—তাহার অধিক নহে; তিনি তাহাতেই তুষ্ট হইয়া যথোচিত ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিতেন। রাজন্! মৈথিল-বংশসম্ভূত বহুলাশ্ব তৎকালে ঐ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি নিরভিমান [illegible]। শ্রুতদেবের ন্যায় তিনিও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদিগের দুই জনের উপর প্রসন্ন হইয়া, প্রভু ভগবান্ দারুক কর্ত্তৃক আনীত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক মুনিগণের সহিত বিদেহ-দেশে যাত্রা করিলেন। নারদ, বামদেব, অত্রি, কৃষ্ণ, রাম, অসিত, অরুণি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয় ও চ্যবন প্রভৃতি মুনিগণ এবং আমিও গমন করিলাম। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ যে যে দেশ হইয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই দেশের পৌর ও জনপদ-বাসিগণ হস্তে অর্ঘ্য লইয়া, গ্রহগণের সহিত উদিত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে আসিতে লাগিল। হে নরপাল! আনর্ত্ত, ধন্ব, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্ণ,—এই সকল দেশের এবং অন্যান্য দেশেরও নর-নারীগণ উদার-হাস্যময় ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি-সমন্বিত তদীয় মুখপদ্ম নেত্র দ্বারা পান করিল। সেই ত্রিলোক-গুরুকে দর্শন করাতে যাহাদিগের অন্ধদৃষ্টি নষ্ট হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণ সেই ঐ সকল নর-নারীকে অভয় ও তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়া, দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক গীত দিগন্ত-ব্যাপ্ত অশুভনাশক নিজ যশ শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে বিদেহ-নগরে প্রবেশ করিলেন। ১৩—২১। রাজন্! তখন পৌর ও জানপদ-বর্গ অচ্যুতকে আগত শ্রবণ করিয়া, সানন্দে পূজা-সামগ্রী হস্তে লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হইল। সেই উত্তমঃশ্লোককে দর্শন করিয়া তাহাদিগের মুখ ও অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহারা তাঁহাকে এবং পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে শ্রবণ করিয়াছিল, সেই সকল ঋষিকে, মস্তক সকলে অঞ্জলি করিয়া প্রণাম করিল। অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত জগদ্গুরু উপস্থিত হইয়াছেন,—এই বোধ করিয়া মৈথিল-রাজ ও শ্রুতদেব, প্রভুর পাদযুগলে পতিত হইলেন এবং এককালেই অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, অতিথি হইবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণগণের সহিত যাদবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান্ তাহা স্বীকার করিয়া দুই জনের প্রিয়-সাধন করিবার নিমিত্ত তখন উভয় কর্ত্তৃক অলক্ষিত হইয়া উভয়ের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর বহুলাশ্ব,—শ্রান্ত ও দূর হইতে স্বগৃহে আগত তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ আসন সকল আনিয়া দিলেন। তাঁহারা তাহাতে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিলে পর, প্রবৃদ্ধ ভক্তি-হেতু তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ জন্মিল ও নয়ন অশ্রুজলে আবিল হইয়া উঠিল। তিনি নমস্কার করিয়া তাঁহাদিগের চরণ সকল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং সেই লোকপাবন জল কুটুম্বগণের সহিত মস্তকে ধারণ করিয়া গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, ভূষণ, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য ও গোবৃষ সকলের দ্বারা পূজা করিলেন। ২২—২৯। অনন্তর তাঁহারা অন্ন-জল ও তাম্বূলাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে, জনক-রাজ ভগবানের চরণ-কমল-যুগল স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-মনে মধুর-বাক্যে ধীরে ধীরে কহিলেন, 'বিভো! স্বপ্রকাশ আপনিই সর্ব্বজীবের চৈতন্যপ্রদাতা ও প্রকাশক; এই কারণে ভবদীয় পাদপদ্ম-স্মরণকারী আমাদিগকে দর্শন দিলেন। আপনি যে কহিয়া থাকেন,—যে 'একান্ত ভক্ত' অপেক্ষা অনন্ত লক্ষ্মী এবং ব্রহ্মাও আমার প্রিয় নহেন,—সেই নিজ বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত আপনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলেন। 'আপনি নিষ্কিঞ্চন শান্ত মুনি সকলেরও আত্মদ'—ইহা জানিয়া কোন্ ব্যক্তি আপনার চরণপদ্ম পরিত্যাগ করিতে পারে? আপনি এই পৃথিবীতে সংসারী মনুষ্যদিগের মধ্যে যদুর বংশে অবতীর্ণ হইয়া সংসার-শান্তির নিমিত্ত ত্রৈলোক্যের পাপ-নাশক যশ বিস্তার করিয়াছেন। আপনি অকুণ্ঠিত-মেধাবী, শান্ত, তপস্যারত ঋষি নারায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে ভূমন্! এক্ষণে দ্বিজগণের সমভিব্যাহারে কিছুদিন আমাদিগের গৃহে বাস করিয়া, পদধূলি দ্বারা নিমির এই বংশ পবিত্রিত করুন।' লোক-ভাবন ভগবান্ শ্রীহরি, রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া

যেহেতু অপরের অপেক্ষা-ব্যতীতই আপনি দীপ্তি পাইয়া থাকেন, সমস্ত পৃথিবী-পতিকে, প্রজার নিকট করগ্রাহী মণ্ডলাধিপতিগণ যেমন করদান করেন; যাঁহারা লোকের প্রদত্ত হব্য-কব্য ভোজন করেন, সেই অবিদ্যা-সমভিব্যাহারী ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণও তদ্রূপ আপনাকে পূজোপহার দিয়া থাকেন এবং আপনার ভয়েই আপনার নিযুক্তগণ স্ব স্ব অধিকার সম্পাদন করেন।২৮ হে নিত্যমুক্ত ! আপনি মায়ার দূরে বর্ত্তমান; কিন্তু যখন আপনার সেই মায়ার সহিত দর্শন-লেশ মাত্রে ক্রীড়া হয়, তখন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব-সমুদয়ের আবির্ভাব হয়;—আপনার এইরূপ মায়া-দর্শনে উৎপন্ন কর্ম্ম অথবা লিঙ্গশরীর দ্বারা সেই জীবগণ যুক্ত হয়। কর্ম্ম বা লিঙ্গশরীরের আবির্ভাব না হইলে জীব-সৃষ্টিতে এরূপ বৈষম্য হইত না; কেননা, আপনি পরম কারুণিক, আকাশের ন্যায় সকলের পক্ষে সমান, নির্লেপ এবং বাক্য ও মনের অগোচর; আপনার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই। ২৯। হে নিত্য! যদি জীবাত্মগণ বস্তুতই অনন্ত এবং সেই জীব-স্বরূপই নিত্য হন, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই সমান; অতএব শাস্ত্রশাসক-ভাব থাকিতে পারে না, সুতরাং আপনিও তাঁহাদের নিয়ন্তা হইতে পারেন না। কিন্তু এরূপ না হইলে আপনি নিয়ন্তা হইতে পারেন। কেননা, যাঁহা হইতে জীবের জন্ম, তিনিই জীবের অপরিত্যাজ্য কারণ এবং তিনিই জীবের নিয়ন্তা। তিনি যে কে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান; জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিদিগের অজ্ঞাত। তিনি যে অজ্ঞাত, এ বিষয়ে কারণান্তর এই যে, জ্ঞাত বস্তুমাত্রেই কোন না কোন দোষ থাকে, তিনি কিন্তু নির্দ্দোষ। ৩০। প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি বা পুরুষের অথবা উভয়ের জীবরূপে উৎপত্তি হয় না; কেননা, শ্রুতিতে প্রকৃতি ও পুরুষ অজ (জন্মরহিত) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং অন্য যুক্তিও আছে। তবে কি না, প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ-বিশেষেই প্রাণাদি-বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হয়। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত—জলবুদ্‌বুদ; অর্থাৎ কেবল জলেও বুদ্‌বুদের উৎপত্তি হয় না, কেবল বায়ু দ্বারাও হয় না; কিন্তু উভয়ের যোগেই বুদ্‌বুদের উৎপত্তি হয়। জীবের বাস্তবিক জন্ম হয় না বলিয়াই নানা প্রকার নাম এবং গুণের সহিত আপনাতে জীবের লয় হয়। হে পরম! কুসুম-রসগ্রাহী মধুমক্ষিকার সঞ্চিত মধু-রাশিতে কুসুম-রসের যেরূপ বিশেষতঃ উপলব্ধি হয় না, সুষুপ্তি এবং প্রলয়কালে আপনাতে জীবের যে লয় হয়, তাহাও তদ্রূপ এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে আপনাতে জীবের যে লয় হয়, তাহা সমুদ্রে নদী-মিলনের তুল্য। ৩১। আপনার মায়া-বিজৃম্ভিত সংসার-চক্রে এই সমুদয় জীবই ভ্রমণ করিতেছে—ইহা দেখিয়া বিবেকিগণ, সংসার-নিবর্ত্তক আপনারই অত্যন্ত অনুবৃত্তি করেন। আপনার অনুবৃত্তি করিলে, আর সংসার-ভয় থাকে না। যেহেতু আপনার সংবৎসরাত্মক ভ্রুকুটি, আপনার অভক্তবৃন্দেরই সতত ভীতি সম্পাদন করেন। ৩২। যে অতি চঞ্চল চিত্ততুরঙ্গ—বহিরিন্দ্রিয় এবং প্রাণজয় দ্বারাও বশীভূত হয় নাই; গুরুচরণ-শরণ ব্যতীত তাহাকে বশ করিতে যাইলে, উপায়-বিযুক্ত হইয়া সমুদ্রমধ্যে কর্ণধার-বিহীন-পোতস্থিত বণিক্‌বৃন্দের ন্যায় বহুবিধ-সঙ্কুল অবস্থায় সংসার-সমুদ্রে তাহাকে ভাসিতে হয়। ৩৩। জগৎ-যেকোন ব্যক্তির সর্ব্বান্তরাত্মা পরমাত্মা আপনি থাকিতে স্বজন, পুত্র, দেহ, পত্নী, ধন, গৃহ, পৃথিবী, প্রাণ এবং যানাদি তুচ্ছ-বস্তুতে কি প্রয়োজন? এই সত্য কথা না জানিয়া স্ত্রীসঙ্গ-সুখে প্রবৃত্ত পুরুষদিগকে [illegible] নশ্বর সারশূন্য এই সংসারের কেহই সুখী করিতে পারে না। [illegible] যাঁহাদিগের হৃদয়ে আপনার পদকমল সতত বর্ত্তমান, যাঁহাদিগের পাদোদক পাপরাশির বিনাশক, সেই তীর্থস্থান-রূপী [illegible] সত্তাপ্রধান গুরুগণের আশ্রমে সর্ব্বত্র উপস্থিত হন; কিন্তু পুরুষের বিবেকাদি অবস্থার বিনাশকারী গৃহে অবস্থিতি করেন। অধিক কি, নিত্যানন্দময় পরমাত্মরূপী আপনাতে যাঁহারা একবারও চিত্তার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাও আর সেই পাপগৃহে আসক্ত হন না। ৩৫। এই জগৎ 'সৎ' (ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন, অতএব ইহাও 'সৎ';—এইরূপ ব্যাপ্তি, তর্কবিরুদ্ধ; কেননা, ইহাতে ব্রহ্ম ও জগতের কার্য্য-কারণ-ভাব প্রসঙ্গে পরস্পরের ভেদসিদ্ধি হইয়া উঠে। যদি কেহ বলেন "এই ব্যাপ্তি দ্বারা অভেদসিদ্ধি আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু কার্য্য ও কারণে যে ভেদ থাকে না, ইহাই দেখাইতে চাহি।" তাহা হইলেও আমরা বলিতে পারি,—এই স্থলে ব্যভিচার আছে,—সুতরাং ব্যাপ্তি থাকিতে পারে না। পুত্র, পিতা হইতে উৎপন্ন হইলেও পিতৃভিন্ন;—এই স্থানেই ব্যভিচার হইতেছে। যদি কেহ বলেন,—'উৎপন্ন' শব্দে সেই উপাদান কারণ-প্রসূত অর্থাৎ উপাদান-কারণ হইতেই কার্য্যকে ভিন্ন বলা যায় না, তথাপি আমরা বলিতে পারি,—এস্থলেও বাধ আছে। মনে কর, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইল; সুতরাং সর্পের উপাদান 'সৎ' রজ্জু, তবে কি সর্পেও সত্যত্ব আছে? তাহা ত নহে। যদি কেহ বলেন, 'সেস্থলে সর্পের উপাদান কেবল রজ্জু নহে, কিন্তু অবিদ্যাযুক্ত রজ্জু, অতএব সর্পে সত্যত্ব থাকিবে কেন?' ইহাতে আমরা বলি,—বিশ্বের উপাদানও অবিদ্যাযুক্ত; সুতরাং ভ্রমসর্পের ন্যায় এই বিশ্বেও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে। তবে অন্ধ-পরম্পরা ক্রমে প্রচলিত ব্যবহার-নির্ব্বাহকভ্রম জগৎসম্বন্ধে মানি বটে। হে ভগবন্! আপনার বেদরূপ বাক্য,—শক্তি লক্ষণাপ্রভৃতি দ্বারা কর্ম্মমার্গে আসক্ত মূঢ়মতিগণের মোহোৎপাদন করিতেছেন। অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলও নিত্য নহে, যেখানে বেদে কর্ম্মফল নিত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেখানে লক্ষণা স্বীকার করিয়া সেই ফল প্রশস্ত এইরূপ বুঝিতে হইবে, তাহা না বুঝাই কর্ম্মফলাসক্ত ব্যক্তিদিগের মোহ। ৩৬। যেহেতু এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, প্রলয় হইলেও থাকিবে না, এই কারণে স্থির করা যায় যে মধ্য সময়ে অদ্বিতীয় আপনাতে যে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তাহাও স্বরূপতঃ মিথ্যা। এই জন্যই মৃত্তিকা স্বর্ণাদির বিকার ঘট কুণ্ডলাদির সহিত ইহার উপমা শ্রুতিতে প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ নাম মাত্রেই ঘট-কুণ্ডলাদির সত্তা,—নাম মাত্রেই জগতের সত্তা। মনোবিজৃম্ভিত অসত্য এই বিশ্বকে, যাহারা সত্য বোধ করে, তাহারা মূঢ়। ৩৭। যেহেতু জীব মায়া-প্রভাবে অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করত দেহ ইন্দ্রিয়াদিকে আত্মস্বরূপ বুঝিয়া দেহেন্দ্রিয়াদির সারূপ্য ভজনা করেন, ইহাতেই তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দ-রূপতা আবৃত থাকে এবং তিনি সংসারে ঘুরিতে থাকেন। এই নিত্য প্রাপ্ত সর্ব্বৈশ্বর্য্য! সর্প যেরূপ স্বদেহস্থিত কঞ্চুককেও আপনার উপযোগী বোধ করে না, সেইরূপ আপনিও আশ্রিত মায়াকেও আত্মগুণ বলিয়া অপেক্ষা করেন না। যেহেতু হে অপরিমিতৈশ্বর্য্য! অণিমাদি অষ্টবিভূতিময় ঐশ্বর্য্যের নিকটেও আপনি পূজিত। ৩৮। হে ভগবন্! সংযমিগণও যদি হৃদয়-স্থিত বাসনাকে দূর না করেন, তাহা হইলে, মণি কণ্ঠে থাকিলেও বিস্মৃত হইলে তাহা যেমন 'অপ্রাপ্তবৎ' থাকে, তদ্রূপ আপনি হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিলেও সেই কুযোগিগণের পক্ষে দুর্লভ হইয়া থাকেন। সেই ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবশ যোগাভ্যাসিগণের উভয়থাই দুঃখপ্রাপ্ত হইতে হয়; অর্থার্জ্জনাদি ক্লেশ এবং [illegible] প্রকাশাভাব-প্রযুক্ত ইহলোকে দুঃখ এবং আপনার প্রাপ্তি না হওয়ায় [illegible] পরলোকে নরকভোগ করিতে হয়। [illegible] হে [illegible] তিনি আপনাকে [illegible] পারিয়াছেন, তিনি আপনার [illegible] কর্ম্মের ফল

সুখ-দুঃখ-সম্বন্ধ জানেন না; দেহাভিমানীদিগের বিধি-নিষেধ-বাক্যেরও অনুবর্ত্তন করেন না। কেননা, সৎসম্প্রদায়ানুসারে আপনি মনুষ্যদিগের সতত কর্ণকুহরস্থ হইয়াও মুক্তি প্রদান করেন। অতএব তাঁহারাও বিধি-নিষেধের অতীত। ৪০। আপনি অনন্ত, অতএব ব্রহ্মাদি লোকপালগণও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হন নাই; এমন কি, আপনিও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। হে দেব! সপ্তাবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহও আকাশে ধূলিকণার ন্যায় আপনাতে যুগপৎ ভ্রমণ করিতেছে। আপনাতেই পরিসমাপ্ত শ্রুতিগণ, তন্ন তন্ন করিয়া তাৎপর্য্যক্রমে আপনার প্রতিপাদন করিতেছে।" ৪১। ভগবান্ কহিলেন, "এইরূপে ব্রহ্মপুত্রগণ আত্মানুশাসন শ্রবণে আত্মার গতি অবগত হইয়া সনন্দনকে পূজা করিতে লাগিলেন। ব্যোমবিহারী পূর্ব্বতন ঋষিগণ এইরূপে অশেষ শ্রুতি-পুরাণ-রহস্যের তাৎপর্য্য সমুদ্ধৃত করিয়াছিলেন। নারদ! তুমি শ্রদ্ধা-সহকারে মানবগণের সর্ব্বকামপ্রদ এই আত্মানুশাসন হৃদয়ে ধারণ করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন কর।" শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সেই নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী দেবর্ষি নারদ, গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রুত-অর্থ সকল হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক কৃতার্থভাবে কহিলেন, "যিনি সর্ব্বভূতের সংসার-পাশ মোচন করিবার নিমিত্ত অংশকলা ধারণ করিয়াছেন, সেই অমল-কীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।" দেবর্ষি আদ্য-ঋষি নারদ,—শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার মহাত্মা শিষ্যদিগকে প্রণাম করিয়া মদীয় পিতা দ্বৈপায়নের আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর পিতাকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া উপযুক্ত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক কৃষ্ণ-চরিত সমস্ত বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন। 'অনির্দ্দেশ্য নির্গুণ পরব্রহ্মে মন কিরূপে বিচরণ করিবে' আপনি যে, এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ বর্ণন করিলাম। যিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা; যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন; যিনি প্রকৃতি-পুরুষের উপাদান-কারণ; যিনি ভোগায়তন নির্ম্মাণ করিয়া শাসন করিতেছেন; জীবগণ যাঁহার চরণ-কমল লাভ করিয়া মায়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; সুপ্ত-ব্যক্তি যেমন অন্য কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াও অপরকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ যিনি সকলই দেখিতেছেন, সেই কৈবল্য-যোনি অভয়-বরদাতা হরিকে নিয়ত ধ্যান করি। ৪২—৫০।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

গিরিশ-মোক্ষণ।

রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ভোগাভিলাষ-বর্জ্জিত শিবের ভজনা করেন, প্রায় তাঁহারাই ধনী ও ভোগী; কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বভোগের আস্পদ লক্ষ্মীপতিকে ভজনা করেন, তাঁহারা সেরূপ নহেন। ইহার কারণ কি? এবিষয়ে আমাদিগের মহান্ সন্দেহ জন্মিয়াছে। বিরুদ্ধ-চরিত্র প্রভুদ্বয়ের ভজন-কারীদিগের এই বিরুদ্ধ গতি কেন হইয়া থাকে? শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! শিব নিরন্তর শক্তিযুক্ত, গুণ-সংবৃত ও ত্রিলিঙ্গ। অহঙ্কার তিন প্রকার;—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। এইজন্য মহাদেবকে ত্রিলিঙ্গ বলা যায়। তাঁহা হইতেই দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ভূত ও মন এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিকারোপাধি ভজনা করিলেই উপাধির অনুরূপ বিভূতি সকলের স্বরূপ লাভ করিতে পারা যায়। হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ, প্রকৃতির পর পুরুষ। তিনি সর্ব্বদর্শী ও সকলের সাক্ষী। তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশ্বমেধ শেষ হইলে পর তোমার পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির ভগবদ্ধর্ম শ্রবণ করিয়া অচ্যুতকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যিনি মানবগণের মুক্তির জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ঐ প্রভু ভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট তাহা বর্ণন করিয়াছিলেন। ১—৭। ভগবান্ কহিয়াছিলেন, "আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, অল্পে অল্পে তাঁহার ধন হরণ করিয়া লই; দুঃখের উপর দুঃখিত দেখিয়া, উহার স্বজনেরা আপনাপনিই উহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। তাহার পর সে যখন ধনচেষ্টা দ্বারা বিফলোদ্যম হওয়াতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া মৎপর ব্যক্তিদিগের সহিত মিত্রতা করে, তখনই আমি তাহার প্রতি মদীয় বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকি। ধীর-ব্যক্তি সেই পরমসূক্ষ্ম,জ্ঞানমাত্র, সৎ, অনন্ত ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে জ্ঞাত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই হেতু লোকে নিতান্ত দুরারাধ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বরদ দেবতার উপাসনা করে। অনন্তর তাহারা আশুতোষদিগের নিকট রাজশ্রী লাভ করিয়া উদ্ধত, মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া উঠে এবং পরিশেষে সেই দেবতাদিগকেই বিস্মৃত হয় ও অবজ্ঞা করে।" ৮—১১। শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি সকলেই শাপ ও প্রসাদের অধীশ্বর। তন্মধ্যে শঙ্কর এবং ব্রহ্মা সদাই শাপ ও প্রসাদ দান করিয়া থাকেন; কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ নহেন। পুরাবিদেরা এই বিষয়ে এই ইতিহাস কহিয়া থাকেন;—গিরিশ বৃকাসুরকে বর দিয়া যেরূপ সঙ্কটে পতিত হন, তাহা শ্রবণ কর। শকুনির পুত্র বৃক নামে দুর্ম্মতি অসুর পথে নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, তিন দেবের মধ্যে কোন্ দেব আশুতোষ?" নারদ কহিলেন, "দেব গিরিশের আরাধনা কর, শীঘ্র সিদ্ধ হইবে; তিনি অল্প গুণ-দোষে শীঘ্র তুষ্ট ও কুপিত হইয়া থাকেন। শঙ্কর দশানন ও বাণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য দানপূর্ব্বক অসীম সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন।" ১২—১৬। দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বৃকাসুর কেদার-তীর্থে গমন করিল এবং অগ্নিমুখে স্বীয় গাত্র-মাংস আহুতি দিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। সাতদিন এইরূপ আরাধনা করিয়াও দৈত্য শঙ্করের দর্শন পাইল না, তখন সে নির্ব্বেদ হেতু সুধিতি দ্বারা সেই কেদারতীর্থের জলে অভিষিক্তকেশ মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। অমনি পরম-কারুণিক সেই ধূর্জ্জটি, অনল হইতে অনলের ন্যায় উত্থিত হইয়া, দুই বাহু দ্বারা দৈত্যের দুই বাহু ধারণপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। তাঁহার স্পর্শহেতু বৃকাসুর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হে রাজন্! শিব তাহাকে কহিলেন, "নিবৃত্ত হও; নিবৃত্ত হও; তোমার যাহা অভিলাষ, আমি সেই বর তোমাকে দান করিব, আমি শরণাগত মনুষ্যদিগের প্রতি সদাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। অহো! তুমি অনর্থক আত্মাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইতেছ।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই পাপীয়ান্ অসুর মহাদেবের নিকট সর্ব্বভূতের ভয়াবহ এই বর প্রার্থনা করিল যে, "আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, সেই মরিবে।" ১৭—২১। হে ভারত! ভগবান্ রুদ্র তাহা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল দুর্ম্মনা হইয়া রহিলেন, পরে সর্পকে অমৃত দানের ন্যায় তাহাকে "তথাস্তু", বলিয়া ঐ বর দান করিলেন। অনন্তর সেই অসুর সেই বর পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শম্ভুর মস্তকে নিজ হস্ত দান করিতে উদ্যত হইল; শঙ্কর নিজ কর্ম্ম হইতে ভীত হইলেন এবং ভয়ে ত্রস্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর-দিক্ হইয়া স্বর্গ ও ভূমির সীমা সকলের অন্ত পর্য্যন্ত বেগে

ধাবিত হইলেন। অসুর তাঁহার অনুগমন করিল। এদিকে সুরেশ্বরগণ কিছুমাত্র প্রতিবিধান না দেখিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। যথায় ন্যস্তদণ্ড, শান্ত ভাবুকদিগের পরমা গতি সাক্ষাৎ নারায়ণ অবস্থিতি করিতেছেন এবং যথায় গমন করিলে জীব আর ফিরিয়া আসে না; আশুতোষ সেই বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলেন। দুঃখহারী ভগবান্ হরি হরকে তাদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত দর্শন করিয়া যোগমায়াযোগে বটুকবেশ ধারণ করিলেন এবং মেখলা, অজিন, কুশ, দণ্ড ও অক্ষ লইয়া তেজ দ্বারা যেন জ্বলিতে জ্বলিতে দানবের সম্মুখে আসিলেন। দানব সাতিশয় বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। ভগবান্ কহিলেন, "হে শকুনি-তনয়! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তুমি দূরপথ-ভ্রমণে শ্রান্ত হইয়াছ। এক্ষণে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর; পুরুষের আত্মাই সর্ব্ব অভিলাষ দোহন করে, অতএব তুমি তাহাকে কষ্ট দিও না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যদি তোমার কার্য্য আমরা শ্রবণ করিবার যোগ্য হই, তাহা হইলে বল; আমি তাহা পূর্ণ করিব।" ২২—৩০। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ভগবান্ কর্ত্তৃক অমৃত-বর্ষী বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, অসুরের শ্রান্তি দূর হইল; সে পূর্ব্বে যেরূপ করিয়াছে, তৎসমস্তই তাঁহার নিকট নিবেদন করিল। ভগবান্ কহিলেন, "যদি এইরূপ হয়; তাহা হইলে আমরা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করি না; দক্ষের শাপে পিশাচ-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, শঙ্কর পিশাচের রাজা হইয়াছেন। হে দানবেন্দ্র! তাঁহাকে জগদ্‌গুরু বলিয়া যদি তাঁহার বাক্যে তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে নিজমস্তকেই হস্তার্পণ করিয়াই পরীক্ষা কর না কেন? যদি শম্ভুর বাক্য কথঞ্চিৎ মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে, পরীক্ষার পর সেই অসত্যবাদীকে পরাস্ত করিও; তিনি এমন অনৃতবাক্য আর বলিবেন না।" ভগবানের এই প্রকার সুকোমল চিত্র বাক্যসমূহে হতবুদ্ধি ও বিমোহিত হইয়া, কুমতি অসুর নিজমস্তকে হস্তস্থাপন করিল; অমনি সে ছিন্নশিরা হইয়া, বজ্রাহতের ন্যায় তৎক্ষণাৎই পতিত হইল। স্বর্গে জয়-শব্দ, সাধু-শব্দ ও নমঃশব্দ উত্থিত হইল। পাপ বৃকাসুর নিহত হইলে পর দেব, ঋষি, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন; শিবও সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। পুরুষোত্তম মুক্ত গিরিশের নিকট আসিয়া কহিলেন, "অহো! দেব মহাদেব! এই পাপ অসুর নিজপাপেই নষ্ট হইয়াছে; হে ঈশ্বর! মহৎ ব্যক্তিদিগের অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তি মঙ্গললাভ করিতে পারে? আপনি জগদ্‌গুরু, যে দুর্ব্বৃত্ত আপনার নিকট অপরাধী, তাহার কথা আর কি কহিব?" রাজন্! যিনি অবাঙ্‌মনস-গোচর শক্তির সমুদ্র স্বরূপ সাক্ষাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বর হরির এই প্রকার শিবমোচন কথা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তিনি সংসার-পাশ ও শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন। ৩১—৪০।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণপুত্রদিগকে পুনর্জ্জীবিত-করণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! সরস্বতীর তীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিগণের মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হইল, "ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন অধীশ্বরের মধ্যে কোন্ শ্রেষ্ঠ মহান্? হে নৃপ! উহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে উহা অবগত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা ভৃগু তদনুসারে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন এবং সত্ত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে প্রণাম বা স্তব কিছুই করিলেন না; তাহাতে ভগবান্ কমলযোনি নিজ তেজ দ্বারা সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই প্রভু আত্মযোনি আত্মজের প্রতি উত্থিত ক্রোধকে, সলিল দ্বারা অগ্নি-নির্ব্বাণের ন্যায় আপনা দ্বারাই শান্ত করিলেন। ১—৪। অনন্তর ভৃগু তথা হইতে কৈলাসে গমন করিলেন। দেব মহেশ্বর আনন্দে উত্থান-পূর্ব্বক সেই ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ভৃগু তাঁহাকে উন্মার্গগামী বলিয়া তিরস্কার করিলেন; তাহাতে রুদ্র অতিশয় কুপিত হইলেন এবং আরক্ত-নয়নে, শূল উদ্যত করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। দেবী শঙ্করী পতির পাদদ্বয়ে পতিত হইয়া বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মতনয় ভৃগু বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, তথায় দেবদেব জনার্দ্দন লক্ষ্মীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ছিলেন। ভৃগু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। অনন্তর সাধুদিগের গতি ভগবান্ হরি লক্ষ্মীর সহিত উত্থিত হইয়া নিজ শয্যা হইতে শীঘ্র অবরোহণপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা মুনিকে নমস্কার করিলেন এবং মধুর বচনে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনার সুখে আগমন হইল ত? ক্ষণকাল এই আসনে উপবেশন করুন; আপনি আগমন করিয়াছেন, আমরা জানিতে পারি নাই; প্রভো! আমাদিগকে ক্ষমা করা উচিত হইতেছে; ভগবন্! তীর্থ সকলের পবিত্র-কারক পাদোদক দ্বারা সর্ব্ব লোকের সহিত আমাকে এবং আমার অনুগত লোকপালদিগকে পবিত্র করুন; হে ভগবন্! অদ্য আমি শোভার একমাত্র পাত্র হইলাম; আপনার পাদ-প্রহার-চিহ্ন আমার বক্ষঃস্থলে বিভূতিরূপে অবস্থিতি করিবে।" ৫—১১। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! বিষ্ণু এইরূপ কহিলে পর, ভৃগু তাঁহার গম্ভীর বাক্য দ্বারা তর্পিত ও সুখিত হইয়া মূকভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; ভক্তি হেতু তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; নয়ন-যুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। রাজন্! তিনি নিজ যজ্ঞস্থলে প্রত্যা-গমন করিয়া ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগের নিকট স্বীয় পরীক্ষার ফল অশেষ-প্রকারে বর্ণন করিলেন। মুনিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও সন্দেহ হইতে মুক্ত হইলেন। যাঁহা হইতে শান্তি ও ভয় প্রব-র্ত্তিত হইয়া থাকে, তাঁহারা সেই বিষ্ণুকে মহত্তম বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, "যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, যাঁহা হইতে জ্ঞান, চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্য, অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও আত্মার মলনাশক যশ লাভ করিতে পারা যায়; যিনি শান্ত, সমচেতা, ন্যস্তদণ্ড, অকিঞ্চন মুনি-গণের পরমা গতি; সত্ত্ব যাঁহার প্রিয়ামূর্ত্তি ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহার ইষ্টদেবতা; নিষ্কাম, শান্ত, নিপুণবুদ্ধি মহাত্মারা যাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকেন; সেই ভগবানের রাক্ষস, অসুর ও দেবতা, এই ত্রিবিধ আকৃতি গুণময়ী মায়া দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে; তিনি পুরুষার্থের হেতু।" শুকদেব কহিলেন,—সরস্বতীর তীরবাসী মুনিগণ মনুষ্য-দিগের সংসার-হরণের নিমিত্ত এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া পরম-পুরুষেরপাদপদ্ম-সেবা দ্বারা তদীয় গতি লাভ করিয়াছিলেন। সূত কহিলেন,—ব্রহ্মন্! মুকুন্দের মুখকমলের মধুযুক্ত অমৃত স্বরূপ, ভবভয়নাশক এবং বিশ্ব-পাবন পুরুষের প্রশস্ত যশ যে পথিক শ্রবণপুট দ্বারা বারংবার পান করেন, তাঁহাকে সংসারপথে ভ্রমণজন্য পরিশ্রম করিতে হয় না। ১২—২০। শুকদেব কহিলেন,—হে ভারত-কুলমণি! দ্বারকায় এক বিপ্র-পত্নীর কুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। সেই ব্রাহ্মণ সেই মৃত কুমার গ্রহণপূর্ব্বক রাজদ্বারে স্থাপন করিয়া কাতর ও দুঃখিত মনে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; "ব্রহ্মদ্বেষী, শঠবুদ্ধি, লুব্ধ, বিষয়-নিরত-চেতা ক্ষত্রিয়াধমের কর্ম্মদোষে আমার পুত্র মরিয়াছে।

হিংসা যাহার বিহার, যাহার চরিত্র দুষ্ট এবং যাহার ইন্দ্রিয় অজিত, প্রজা সকল সেই রাজাকে ভজনা করিলে দরিদ্র ও দুঃখিত হইয়া দারুণ কষ্টে নিপীড়িত হইয়া থাকে।" বিপ্রর্ষির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রও এইরূপ পঞ্চত্ব পাইলে, তিনি তাহাদিগকেও রাজদ্বারে প্রক্ষেপ করিয়া ঐ বাক্যই বলিলেন। এইরূপে নবম পুত্র মরিলে পর, অর্জ্জুন কেশবের নিকটে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! বৃথা কেন রোদন করিতেছেন? আপনার এই বাসস্থানে, কেবল ধনুর্দ্ধারণ করিতে পারে, এরূপ নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ও কেহ নাই যে, ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। এইবার আপনার যে পুত্র জন্মিবে, তাহারা যাহাতে ব্রাহ্মণ হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করে, আমি তাহাই করিব। যে রাজা জীবিত থাকিতে ব্রাহ্মণেরা ধন, পত্নী ও পুত্র-বিরহিত হইয়া শোক করেন, তাহারা প্রাণপোষক নট, ক্ষত্রিয়বেশে জীবিত থাকে। ভগবন্! আপনারা স্ত্রীপুরুষ দুই জনে দুঃখিত হইয়াছেন, আমি আপনাদিগের সন্তান রক্ষা করিব; প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিলে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" ২১—২৯। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "ধনুর্দ্ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ বলরাম, বাসুদেব ও প্রদ্যুম্ন এবং অপ্রতিরথ অনিরুদ্ধ, ইহাদের মধ্যে তুমি কে? ইহাঁরা যাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন না, তুমি মূর্খতা বশতঃ কেমন করিয়া সেই জগদীশ্বরের দুষ্কর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ? অতএব আমরা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস করি না।" অর্জ্জুন কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমি—বলদেব কৃষ্ণ বা কৃষ্ণনন্দন নহি, আমি অর্জ্জুন; যাহার ধনু গাণ্ডীব। ব্রহ্মন্! আমার বিক্রমে অবজ্ঞা করিবেন না, উহা ত্রিলোচনকে তুষ্ট করিয়াছিল। প্রভো! যুদ্ধে মৃত্যুকে জয় করিয়া আপনার পুত্রদিগকে আনিয়া দিব।" হে শত্রু-তাপন! ব্রাহ্মণ, ফাল্গুনি কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার বীর্য্য স্মরণ করিতে করিতে প্রীত-মনে নিজ গৃহে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে দ্বিজপত্নীর পুনর্ব্বার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে দ্বিজসত্তম কাতর হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! এই সময়ে মৃত্যু হইতে সন্তানকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।" সেই অর্জ্জুন পবিত্র জলে আচমন করিয়া মহেশ্বরকে নমস্কার করিলেন এবং দিব্য অস্ত্র সকল স্মরণ করিয়া জ্যাযুক্ত গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন। পৃথানন্দন বিবিধ অস্ত্র-যোজিত বাণসমূহ দ্বারা সূতিকাগারের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রদিকে রোধ করত বাণের পিঞ্জর করিলেন। ৩০—৩৭। অনন্তর বিপ্রপত্নীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া বারংবার ক্রন্দন করিল এবং তৎক্ষণমাত্রে সশরীরে আকাশপথে অদৃশ্য হইল। তাহার শরীরমাত্রও অবশিষ্ট রহিল না। তখন ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, "আমার মূঢ়তা দর্শন করুন; আমি যে ক্লীবের আত্মশ্লাঘায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার এই ফলজাত হইল। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রাম ও শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে পরিত্রাণ করিতে পারেন নাই, অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? মিথ্যাবাদী অর্জ্জুনকে ধিক্; যে দুর্ম্মতি মূর্খতা বশতঃ দৈবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুত্রকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করে, সেই আত্মশ্লাঘার ধনুককে ধিক্!" বিপ্র এইরূপে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, অর্জ্জুন বিদ্যাপ্রভাবে সংযমনী-পুরীতে যমের নিকট গমন করিলেন। তথায় ব্রাহ্মণপুত্রকে না দেখিয়া, পরে ইন্দ্রের পুরীতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি অগ্নির, নির্ঋতির, চন্দ্রের, বায়ুর ও বরুণের পুরীতে এবং রসাতলে, স্বর্গে ও অন্যান্য স্থানেও অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও ব্রাহ্মণ-পুত্রদিগকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হইল না দেখিয়া তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বারণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "তোমাকে দ্বিজের পুত্র সকল প্রদর্শন করিব; আপনি আপনাকে অবজ্ঞা করিও না; তোমার বিমলা কীর্ত্তি মনুষ্যলোকে স্থাপিত হইবে।" ৩৮—৪৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে দিব্যাশ্ব-যুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক পশ্চিম-দিকে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সমুদ্র-সহিত সপ্তদ্বীপ, সপ্ত পর্ব্বত এবং লোকালোক অতিক্রম করিয়া অতিমহৎ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তথায় শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক, এই অশ্ব সকল চলিতে সমর্থ হইল না। মহাযোগেশ্বর-গণের ঈশ্বর প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া সহস্র সূর্য্য তুল্য প্রভাবশালী নিজ চক্রকে সেই নিবিড়-তমোমধ্যে প্রয়োগ করিলেন। যেমন জ্যা দ্বারা প্রক্ষিপ্ত রামশর সৈন্যশ্রেণী বিদারিত করিয়া প্রবিষ্ট হয়, তেমনি মনের ন্যায় বেগশালী সুদর্শন প্রচুরতর তেজ দ্বারা প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ, নিবিড় অতি-ভয়ানক মহৎ-অন্ধকার বিদারণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রের পশ্চাৎবর্ত্তী পথ দিয়া, সেই অন্ধকারের পরবর্ত্তী, শ্রেষ্ঠ অনন্ত অপার জ্যোতিকে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া, অর্জ্জুন তাড়িত-নেত্র হইয়া উভয় নেত্র নিমীলন করিলেন। ৪৬—৫১। অনন্তর তাঁহারা আকাশপথ হইতে অবতরণ করিয়া মহোর্ম্মি-সঙ্কুল সলিলমধ্যে অতিবেগে প্রবেশ করিলেন, তথায় দেদীপ্যমান সহস্র মণিময় স্তম্ভে শোভিত এক ভবন দেখিতে পাইলেন। সেই ভবনে সহস্র মস্তকের ফণায় অবস্থিত মণিগণের প্রভায় প্রকাশমান, দ্বিসহস্র লোচন দ্বারা দেখিতে ভীষণ, স্ফটিক পর্ব্বতসন্নিভ, নীলকণ্ঠ, নীলজিহ্ব, দীর্ঘকায় অদ্ভুত অনন্তকে দর্শন করিলেন;—দেখিলেন, সেই অনন্তের দেহরূপ আসনে মহানুভব, বিভু পরমেষ্ঠিপতি পুরুষোত্তম উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার আভা নিবিড় নীরদের ন্যায়। বসন সুন্দর ও পীতবর্ণ; বদন প্রসন্ন; লোচন দীর্ঘ ও মনোহর; সহস্র সহস্র কুন্তল মহামণি-করখচিত কিরীট ও কুণ্ডলের আভায় সর্ব্বদিকে স্ফূর্ত্তি পাই-তেছে; অষ্টবাহু আজানুলম্বিত ও সুন্দর; গলে কৌস্তুভ-মণির সহিত বনমালা এবং বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন শোভমান। সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি নিজ পার্ষদগণ, মূর্ত্তিমান্ চক্র প্রভৃতি নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র এবং পুষ্টি, কীর্ত্তি, অজা, নিখিল সমৃদ্ধি ও শ্রীও পরমেষ্ঠিপতি সেই হরির সেবা করিতে করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সভয়ে সেই অনন্ত আত্মাকে নমস্কার করিলেন। ভূমা, পরমেষ্ঠিগণের অধিপতি, যোড় করে দণ্ডায়মান তাঁহাদিগের দুই জনকে হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "হে নারায়ণ! আমি তোমাদিগের দুই জনকে দর্শন করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণের পুত্রদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। ধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত ভূমণ্ডলে তোমরা আমার অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ; ধরণীর ভারভূত অসুরদিগকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার এই স্থানে আমার নিকট শীঘ্র আগমন কর। হে নর-নারায়ণ! তোমরা পূর্ণকাম হইলেও মর্য্যাদা-রক্ষা ও লোকের শিক্ষার নিমিত্ত তাদৃশ ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ।" ৫২—৫৯। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভগবান্ পরমেষ্ঠিকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া বিভুকে নমস্কার করিলেন এবং ব্রাহ্মণের পুত্র সকলকে লইয়া সাতিশয় আনন্দ-সহকারে আপনাদিগের আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় তাঁহারা ব্রাহ্মণকে সেইরূপ পুত্র সকল প্রদান করিলেন। পার্থ বিষ্ণুর ধাম দর্শনপূর্ব্বক সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "পুরুষের যে, কিছু পৌরুষ আছে, সকলই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে।"

শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে এই প্রকার অনেক বিক্রম প্রদর্শন করিয়া গ্রাম্য বিষয় সকল ভোগ করিয়াছিলেন এবং মহা মহা যজ্ঞ সকলও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রেষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া মেঘের ন্যায়, ব্রাহ্মণাদি প্রজাদিগের মধ্যে যথাকালে অখিল অভিলষিত বর্ষণ করিতেন। অধর্মিষ্ঠ রাজাদিগকে বধ করিয়া এবং অর্জ্জুনাদি দ্বারা বধ করাইয়া যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারা ধর্ম্মপথকে অনাবৃত রাখিয়াছিলেন। ৬০—৬৫।

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায়।

সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলা-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! দ্বারকা সর্ব্বসম্পত্তিতে সমৃদ্ধ ছিল। বৃষ্ণি ও যাদব-প্রবরগণ সেই মনোরম পুরীতে সুখে বাস করিতেন। বিদ্যুৎপ্রভা, নবযৌবনে কান্তিশালিনী, উৎকৃষ্টবেশা রমণীগণ তাহার পরিষ্কৃত পথমধ্যে সানন্দে কন্দুক-ক্রীড়া করিত; মদস্রাবী মাতঙ্গ, সুন্দররূপে অলঙ্কৃত যোদ্ধা, রথ ও অশ্বাদিকরে তাহার পথ সকল নিত্য ব্যাপ্ত হইয়া থাকিত। উহা উদ্যান ও উপবন-মালায় অলঙ্কৃত। চারিদিকে কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীতে উপবেশন করিয়া বিহঙ্গ ও ষট্পদকুল শব্দ করিত। শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেই পুরীতে সুখে বাস করিয়া ষোড়শসহস্র পত্নীর একমাত্র বল্লভ হইয়া ষোড়শসহস্র মূর্ত্তিতে তাঁহাদিগের গৃহ সকলে বিহার করিতেন। কখন তিনি প্রস্ফুটিত উৎপল, কহ্লার, কুমুদ ও পদ্মের রেণুপুঞ্জে বাসিত সরোবর-সমূহের স্বচ্ছ সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক অলিকুল-কূজন শ্রবণ করিতে করিতে সেই সমস্ত মহিলাগণের সহিত বিহার করিতেন। ১—৭। তটস্থ তরুশাখায় পক্ষী সকল গান করিত। গন্ধর্ব্বগণ মৃদঙ্গ, পণব ও ঢক্কা সকল বাদন এবং সূত, মাগধ ও বন্দী সকল তাঁহার গুণগান করিত। সেই সকল স্ত্রী হাসিতে হাসিতে রেচক দ্বারা অচ্যুতকে সেক করিতেন, তিনিও তাঁহাদিগকে সেক করিয়া, যক্ষীদিগের সহিত যক্ষরাজের ন্যায় ক্রীড়া করিতে থাকিতেন। সেক করিতে করিতে তাঁহাদিগের বসন স্খলিত হইত; সুতরাং কুচপ্রদেশ প্রকাশ হইয়া পড়িত এবং কবরী হইতে কুসুম সকল পতিত হইতে থাকিত; স্ব স্ব রেচক কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত তাঁহারা কান্তকে আলিঙ্গন করিতেন; তাহাতে কাম উদ্দীপিত হওয়াতে, তজ্জন্য লজ্জায় তাঁহাদিগের বদন দীপ্তি পাইত; তাঁহাদিগের শোভা শতগুণে বাড়িয়া উঠিত। শ্রীকৃষ্ণও সেক করিতে করিতে যুবতীগণ কর্ত্তৃক প্রতিষিচ্যমান হইয়া, করেণুগণে বেষ্টিত করিরাজের ন্যায়, ক্রীড়া করিতে থাকিতেন। ঐ সকল যুবতীর স্তনের পেষণে তাঁহার কুঙ্কুমমালা ছিন্ন হইত এবং ক্রীড়াতে যে অভিনিবেশ হইত, তদ্দ্বারা তাঁহার কুন্তল-সমূহের বন্ধন সকল কম্পিত হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার মহিষী,—সকল নট, নর্ত্তকী এবং গান-বাদ্যোপজীবীদিগকে ক্রীড়া-সমযোচিত অলঙ্কার ও বস্ত্র সকল দান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ,—গতি, আলাপ, হাস্য, পরিহাস, দৃষ্টি, ক্রীড়া ও আলিঙ্গন দ্বারা এইরূপে বিহার করিয়া স্ত্রীগণের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা কেবল মুকুন্দেই চিত্তস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ঐ সকল স্ত্রী কমল-লোচনকে চিন্তা করত উন্মত্তার ন্যায় কত প্রগল্ভ বাক্য সকল বলিতেন; আমি সেই সকল বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮—১৪। মহিষীগণ কহিতেন, "হে সখি কুররি! এক্ষণে রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত, আমরা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছি, মনে করিয়া তুমি বিলাপ করিতেছ? তোমার নিদ্রা নাই, শয়ন করিতেছ না। সখি! নলিন-লোচনের হাস্যরঞ্জিত উদার-লীলাবলোকন দ্বারা কি আমাদিগের ন্যায় তোমারও চিত্ত গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছে? আহা, চক্রবাকি! তুমি নিজকান্তের দর্শন না পাইয়া নিশাকালে লোচন-যুগল মুদ্রিত করিতেছ না; করুণা করিয়া রোদন করিতেছ। অথবা, তুমি কি দাসীভাব-প্রাপ্ত আমাদিগের ন্যায় অচ্যুতের চরণ-সেবিত মালা কবরীতে ধারণ করিবার নিমিত্ত রোদন করিতেছ? অহে জলনিধে! তুমি সর্ব্বদা শব্দ করিতেছ; তোমার নিদ্রালাভ হইতেছে না, এইজন্যই জাগ্রত রহিয়াছ; অথবা মুকুন্দ নিজ চিহ্ন হরণ করাতে, আমাদের ন্যায় তুমিও দুস্ত্যজ দশা প্রাপ্ত হইয়াছ? চন্দ্র! তুমি কোন বলবান্ রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্ষীণ হইয়াছ, সেইজন্যই নিজ কিরণজাল দ্বারা অন্ধকার নাশ করিতে পারিতেছ না? অহে শশধর! মুকুন্দের বাক্য সকল বিস্মৃত হইয়াই কি তুমি স্তব্ধবাক্য হইয়াছ? আমরা তোমাকে সেইরূপ দেখিতেছি। হে মলয়ানিল! আমরা তোমার কি অপ্রিয়াচরণ করিয়াছিলাম যে, তুমি গোবিন্দের কটাক্ষ দ্বারা ভগ্নীকৃত আমাদিগের হৃদয়ে কন্দর্পকে প্রেরণ করিতেছ? হে মেঘ! নিশ্চয় তুমি যাদবেন্দ্রের প্রিয়; এইজন্য প্রেমে বদ্ধ হইয়া আমাদিগের ন্যায় তুমি শ্রীবৎস-চিহ্নধারীকে চিন্তা করিতেছ এবং আমাদিগের ন্যায় সরল-হৃদয়ে তুমি তাঁহার প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠা বশতঃ বাষ্পধারা বিসর্জ্জন করিতেছ। ১৫—২০। হে কোকিল! তুমি এই মৃতসঞ্জীবন স্বর দ্বারা প্রিয়ংবদ শ্রীকৃষ্ণের সুললিত বাক্যের ন্যায় শব্দ-বিন্যাস করিতেছ। হে রমণীয়কণ্ঠ! আমাকে বল, অদ্য আমি তোমার কি প্রিয়-সাধন করিব? হে ভূধর! তোমার বুদ্ধি অতি মহতী; এইজন্য তুমি কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতেছ। তোমার সাড় নাই;—সংজ্ঞা নাই;—মুখে কথা নাই। অথবা অহো! তুমি কি আমাদিগের ন্যায় বসুদেব-নন্দনের পাদপদ্ম হৃদয় দ্বারা বহন করিতে অভিলাষ করিতেছ? হে সিন্ধুপত্নী নদী সকল! তোমাদের গভীর-প্রদেশ সকল শুষ্ক হইয়াছে; কমলশোভা শূন্য হইয়াছে; তোমরা অতি কৃশ হইয়াছ; এই দারুণ নিদাঘে প্রিয় সমুদ্র তোমাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে না। আহা! আমরা যেমন অভীষ্ট স্বামী মধুপতির প্রণয়াবলোকন না পাইয়া শুষ্কহৃদয় ও সাতিশয় কৃশ হইয়া থাকি, তেমনি এক্ষণে তোমরাও কৃশ হইয়াছ। হংস! সুখে আগমন হইল ত? উপবেশন কর, দুগ্ধ পান কর, অহে! শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বল। বোধ করিতেছি, তুমি দূত; শ্রীকৃষ্ণ ত সুখে আছেন? আমাদিগকে পূর্ব্বে যে কথা কহিয়াছিলেন, অস্থির-সৌহৃদ কি তাহা একবারও স্মরণ করিয়া থাকেন? আমরা তাঁহাকে কেমন করিয়া ভজনা করিব? হে ক্ষুদ্রের দূত! একা লক্ষ্মীই কি তাঁহাকে ভজনা করেন? সেই কামদেবকে এই স্থানে ডাকিয়া আন; আমাদিগের মধ্যে লক্ষ্মীই কি একনিষ্ঠা?" ২১—২৪। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে এই প্রকারে আসক্তিকরণ দ্বারা তদীয় মহিষীগণ বৈষ্ণবী গতি লাভ করিয়াছিলেন। যিনি যে কোন ব্যক্তিদিগের দ্বারা যে কোন প্রকারে গীত হইয়া শ্রুতমাত্রেই কামিনীদিগের মন হরণ করেন, তাঁহাকে যে সকল মহিলা সাক্ষাৎ দর্শন করে, তাহাদিগের মন যে অপহৃত হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যাঁহারা স্বামি-বুদ্ধিতে চরণসেবাদি দ্বারা প্রেম-সহকারে জগদ্গুরুকে অর্চনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তপস্যা আর কি বর্ণনা করিব? সাধুদিগের গতি শ্রীকৃষ্ণ—বেদোক্ত ধর্ম্ম এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সকলের পথ

বারংবার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গৃহস্থাশ্রমীদিগের পরম-ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট ও শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষী ছিলেন। স্ত্রীরত্ন-ভূত সেই সকলের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি যে আট জন, তাঁহাদিগের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। রাজন্! তাঁহাদিগের পুত্রগণকেও আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়াছি। অমোঘরতি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের যতগুলিন ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেতে দশ দশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ২৫—৩১। উদ্দামবীর্য্য সেই সমস্ত পুত্রদিগের মধ্যে অষ্টাদশ জন উদারযশা মহারথী ছিলেন; আমার নিকট তাঁহাদিগের নাম সকল শ্রবণ কর;—প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান্, ভানু, শাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, ভানুবৃন্দ, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবর্হি, বরূথ, কবি, ন্যগ্রোধ। হে রাজেন্দ্র! পিতার সমকক্ষ, রুক্মিণী-নন্দন ও প্রদ্যুম্ন ধুরিপুর এই সকল পুত্রদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। সেই মহারথ রুক্মীর দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পত্নীর গর্ভে তাঁহা হইতে অযুত নাগের বল-সমন্বিত অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ দৌহিত্র হইয়াও রুক্মীর পৌত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহা হইতে বজ্র উৎপন্ন হন, মৌষল-যুদ্ধের পর একমাত্র বজ্রই অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁহা হইতে প্রতিবাহু উদ্ভূত হন; সুবাহু তাঁহার তনয়, সুবাহু হইতে উপসেন উৎপন্ন হন, তাঁহার পুত্র ভদ্রসেন। এই কুলে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধনহীন, বহুপ্রজাহীন, অল্পায়ু, অল্পবীর্য্য বা ব্রাহ্মণের অহিতচারী হন নাই। ৩২—৩৯। যদুবংশ-প্রসূত বিখ্যাতযশা পুরুষদিগের সংখ্যা শতবর্ষেও বলিয়া শেষ করা যায় না; শুনিয়াছি, সেই অসংখ্য অপরিমিত কুমারদিগের অধ্যাপনার নিমিত্ত তিনকোটি একশত অষ্টাশীতি জন যদুকুলের আচার্য্য ছিলেন। মহাত্মা যাদবদিগের সংখ্যা কে করিতে পারিবে? যে কুলে আহুক সর্ব্বদা অযুত লক্ষ, অযুত যাদবগণের সহিত অবস্থিতি করিতেন। যে সকল সুদারুণ দৈত্য দেবাসুরের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা মনুষ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া প্রজা পীড়ন করিত; তাহাদিগকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত হরি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবতারা যদুর কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। রাজন্! তাঁহাদিগের একশত এক কুল ছিল। ভগবান্ হরি, প্রভুত্ব-বিষয়ে তাঁহাদিগের প্রমাণ স্বরূপ হইয়াছিলেন। যাদবেরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। ৪০—৪৫। শ্রীকৃষ্ণচেতা যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান ও ভোজনাদিবিষয়ে আপনাদিগের অস্তিত্বই অবগত ছিলেন না। মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের যে কীর্ত্তিরূপ তীর্থ যদুকুলে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার নিজের পাদশৌচ রূপ গঙ্গাতীর্থকে ধর্ব্বিত করিয়াছিল, ইহা বিচিত্র নহে; শ্রীকৃষ্ণের শত্রু এবং মিত্রেরাও যে, তাঁহার সারূপ্য লাভ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাঁহার নিমিত্ত অন্যের প্রযত্ন, সেই অপ্রাপ্য এবং পূর্ণা লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণেরই হইয়াছিলেন, ইহাও বিচিত্র নহে; কারণ, তাঁহার নাম শ্রুত ও উচ্চারিত হইলেই অমঙ্গল নাশ করে। তিনি সমস্ত ঋষিকুলে গোত্রধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণের এই ভূভার-হরণ-কর্ম্ম আশ্চর্য্যের নহে; কালচক্র তাঁহার অস্ত্র। যিনি জীবগণের আশ্রয়; দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইটী যাঁহার কেবল অপবাদ; যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবক; নিজ বাহু সকলের দ্বারা অধর্ম্মকে সংহার করেন; যিনি স্থাবর ও জঙ্গমের সংসারদুঃখ হরণ করেন, সুমন্দহাস্য-শোভিত শ্রীমুখ দ্বারা ব্রজপুর-কামিনীগণের কাম বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাঁহার জয় হউক। যিনি পরমেশ্বরের চরণ-যুগলের অনুবৃত্তি ইচ্ছা করিবেন, তিনি স্বকীয় ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত দেহধারী ইঁহার সেই সেই দেহের বিশেষতঃ যদূত্তম মূর্ত্তির অনুরূপ অনুকারক কর্ম্মনাশক কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিবেন। রাজারাও যাঁহার নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, সেই অনুবৃত্তি দ্বারা সংবর্দ্ধিত, মুকুন্দকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তা দ্বারা মনুষ্য তাঁহার সালোক্য লাভ করে এবং দুরন্ত কৃতান্তকে জয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। ৪৬—৫০।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

দশম স্কন্ধ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

মৌষল-যুদ্ধের উপক্রম।

শুকদেব কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ,—রাম ও যদুগণে পরিবৃত হইয়া, হিংসা-পর্য্যবসান কলহ উৎপাদনপূর্ব্বক দৈত্যবধ দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। বৈরিগণ কপটদ্যূত, অবজ্ঞা ও দ্রৌপদীর কেশ-গ্রহণাদি দ্বারা অনেক বার যে পাণ্ডুপুত্রদিগকে কোপিত করিয়াছিল, ভগবান্ তাহাদিগকে নিমিত্ত করিয়া, উভয় পক্ষে সংসৃষ্ট রাজাদিগকে নাশ করত ভূভার হরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে পাণ্ডব ও যাদবগণের দ্বারা ভূমণ্ডলের ভার-স্বরূপ রাজগণ ও তাঁহাদিগের সৈন্যনিচয় নাশ করিয়া, অপ্রমেয় ভগবান্ চিন্তা করিলেন, "দেখিতেছি, ভূমণ্ডলের ভার ঘাটিয়াও যেন যায় নাই; কারণ, অসহনীয় যাদবকুল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই কুল আমার আশ্রয়ে রহিয়াছে এবং মাতঙ্গ-তুরঙ্গাদি-বিভবে উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে; অতএব অন্য কেহ কোনও রূপে ইহার পরিভব করিতে সক্ষম হইবে না। বেণুবনের মধ্যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া যেমন তাহাকে সমূলে ধ্বংস করে, আমি সেইরূপ যদুকুলের মধ্যে কলহ উৎপাদনপূর্ব্বক ইহাকে ধ্বংস করিয়া, শান্তি ও বৈকুণ্ঠ লাভ করি।" হে রাজন্! সত্যসঙ্কল্প বিভু এই প্রকার স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগের শাপচ্ছলে নিজ বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। যাহা লোক-সমূহকে লাবণ্য-হীন করিয়াছিল, সেই স্বীয় মূর্ত্তি দ্বারা মনুষ্যগণের নয়ন; বাক্য দ্বারা সেই সমস্ত বাক্য-স্মরণকারীদিগের হৃদয় এবং নানা স্থানে অঙ্কিত পদচিহ্ন সকলের দ্বারা, সেই সমুদায় পদচিহ্ন-দর্শনকারীদিগের স্থানান্তরে গমনাদি ক্রিয়া নিরোধ; আর "ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই অক্লেশে অজ্ঞান মুক্ত হইতে পারিবে" এই অভিপ্রায়ে পৃথিবীতে কবিগণের সুন্দররূপে বর্ণনীয় কীর্ত্তি-কলাপ বিস্তার করিয়া ঈশ্বর স্বীয় ধামে গমন করিয়াছিলেন। রাজা কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, বদান্য, বৃদ্ধগণের নিত্যসেবক শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তাপরায়ণ যাদবগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ কিরূপে হইয়াছিল? হে দ্বিজবর! সেই শাপ কিরূপ? কি কারণেই বা প্রদত্ত হয়? আর একাত্মা যাদবগণের ভেদ কিরূপে হইল? এই সমুদায় বিবরণ আমার নিকট বর্ণন করুন। ১—৯। শুকদেব কহিলেন, পূর্ণকাম উদারকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সুন্দর বস্তুর আধার-স্বরূপ ভুবন-মোহন রূপ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে সুমঙ্গলময় কর্ম্ম সকল আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার কর্ত্তব্য অবশিষ্ট ছিল। এইজন্য হরি গৃহ আশ্রয়পূর্ব্বক ক্রীড়া

করিয়া কুল সংহার করিতে মনঃস্থ করিলেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই পুণ্যপ্রাপক, অতি সুখকর ও কলিকলুষ-নাশক। বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ সেই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজন্! সেই সময়ে বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং নারদাদি মুনি সকল শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকার নিকটবর্ত্তী পিণ্ডারক নামক তীর্থে গমন করিলেন। যদুবংশের দুর্বিনীত কুমারগণ তথায় ক্রীড়া করিতে করিতে জাম্ববতী-নন্দন সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং চরণ ধারণপূর্ব্বক বিনীতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল, "হে অমোঘ-দর্শন বিপ্রগণ! এই কৃষ্ণলোচনা গর্ভবতী, পুত্র-কামনা করিতেছেন; ইঁহার প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী; সাক্ষাৎ আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইঁহার লজ্জা হইতেছে; এইজন্য আমাদিগের দ্বারা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইনি পুত্র না কন্যা প্রসব করিবেন?"। ১০—১৫। হে নরপতে! মুনিগণ এইরূপে প্রতারিত হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "রে মন্দগণ! এ তোদের কুলনাশন 'মুষল' প্রসব করিবে।" এই কথা শ্রবণে তাহারা অতিশয় ভীত হইল এবং সহসা সাম্বের কৃত্রিম উদর মোচন করিয়া তাহাতে সত্যই লৌহময় মুষল দেখিতে পাইল। তখন সকলে, "মন্দভাগ্য আমরা কি করিলাম! লোকেরা আমাদিগকে কি বলিবে?" এই চিন্তায় বিহ্বল হইয়া মুষল গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রস্থান করিল এবং ম্লানমুখে সভাস্থ সমুদায় যাদবের নিকট সেই মুষল স্থাপন করিয়া রাজাকে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিল। হে রাজন্! অব্যর্থ ব্রহ্মশাপ শ্রবণ এবং মুষল দেখিয়া দ্বারকাবাসী সকলেই বিস্ময়ে ও ভয়ে অতীব ব্যাকুল হইল। যদুরাজ আহুক সেই মুষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন এবং ইহার অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশটুকু ফেলিয়া দিলেন। কোনও মৎস্য সেই চূর্ণাবশেষ লৌহখণ্ড গ্রাস করিল; এদিকে চূর্ণ সমুদয় তরঙ্গ-নিকর দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হওয়াতে বেলায় সংলগ্ন হইয়া এরকায় পরিণত হইল। জালিকগণ অন্যান্য মৎস্যগণের সহিত সেই মৎস্যকেও সাগরে জাল দ্বারা ধৃত করিল। অনন্তর এক লুব্ধক তাহার উদরগত লৌহে দুইটী শল্য প্রস্তুত করিল। সর্ব্ববিষয়াভিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সক্ষম হইয়াও সেই ব্রহ্মশাপকে অন্যথা করিতে অভিলাষ করিলেন না; প্রত্যুত কালরূপী হইয়া তিনি তাহা অনুমোদন করিলেন। ১৬—২৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারদের ভাগবত-ধর্ম্ম-কথন।

শুকদেব কহিলেন,—হে কুরুকুল-তিলক! দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে উৎসুক হইয়া গোবিন্দের বাহুপালিত দ্বারকায় নিয়তই অবস্থিতি করিতেন। রাজন্! ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন কোন্ নর ব্যক্তি অমরশ্রেষ্ঠদিগেরও উপাস্য গোবিন্দ-পাদ-পদ্ম ভজনা না করিবে? একদা দেবর্ষি নারদ, দ্বারকাপুরে পূজিত হইয়া সুখে আসীন হইলে, বসুদেব অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "পুত্রদিগের পক্ষে পিতা-মাতার আগমনের ন্যায়, ক্ষুদ্র-ব্যক্তিদিগের নিকটে মহাত্মাদিগের আগমনের ন্যায়, ভগবৎ-স্বরূপ আপনার আগমন সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্ত। দেবচরিত ভূতগণের পক্ষে দুঃখের এবং সুখের নিমিত্তও হয়; কিন্তু ভবাদৃশ অচ্যুতাত্মা সাধুদিগের চরিত কেবল সুখেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা যেরূপ দেবতাদিগকে উপাসনা করেন, কর্ম্মসহায় দেবতারাও ছায়ার ন্যায়, তাঁহাদিগকে সেইরূপই ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধুরা দীনবৎসল, তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে লোকের মঙ্গল-বিধান করেন। ব্রহ্মন্! তথাপি যাহা যাহা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিলে মানব সমস্ত ভয় হইতে মুক্তিলাভ করে, আমি আপনাকে সেই ভগবদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি নিশ্চয়ই দেবমায়ায় মোহিত হইয়া, পৃথিবীতে মুক্তিপ্রদ সেই পুরাণ-পুরুষকে পুত্রলাভের জন্য পূজা করিয়াছি; মোক্ষলাভের অভিপ্রায়ে নহে। হে সুব্রত! আপনাদিগকে নিমিত্ত করিয়া, আমি যাহাতে বিবিধ-ব্যসন-স্থান সর্ব্বত্র ভয়সমন্বিত সংসার হইতে অনায়াসে সাক্ষাৎ মুক্তি পাইতে পারি; তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করুন।" ১—৯। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! ধীমান্ বসুদেব এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি আনন্দিত হইলেন এবং হরির গুণনিকর দ্বারা হরিস্মৃতি পাইয়া তখনই তাঁহাকে কহিলেন, "হে যাদবশ্রেষ্ঠ! তুমি যে সর্ব্বশোধক ভাগবত-ধর্ম্ম সকল জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা তোমার উত্তম উদ্যোগ। ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রুত, পঠিত, চিন্তিত, আদৃত বা অনুমোদিত হইলে, হে বসুদেব! তদ্দ্বারা বিশ্বদ্রোহীও তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইতে পারে। তুমি অদ্য আমাকে পরম-কল্যাণময় পুণ্যশ্রবণ, পুণ্যকীর্ত্তন, দেব নারায়ণকে স্মরণ করাইয়া দিলে। এই বিষয়ে ঋষভের পুত্রগণ ও মহাত্মা বিদেহ-রাজের কথোপকথন-বিষয়ক একপ্রাচীন ইতিহাস বর্ণিত আছে;—স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত নামে যে পুত্র, তাঁহার পুত্র অগ্নীধ্র; অগ্নীধ্রপুত্র নাভি; নাভির পুত্র ঋষভ নামে প্রসিদ্ধ। লোকে বলিয়া থাকে, তিনি মোক্ষধর্ম্ম উপদেশ দিবার জন্য বাসুদেবের অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার একশত ব্রহ্মবিদ্যা-পারগামী পুত্র উদ্ভূত হন। নারায়ণ-পরায়ণ ভরত তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; যাঁহার নামে এই অদ্ভুত বর্ষ 'ভারত' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি ভুক্তভোগা এই পৃথিবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তিন জন্ম তপস্যা দ্বারা হরিকে অর্চ্চনা করিয়া তদীয় পদবী লাভ করিয়াছেন। ঋষভের পূর্ব্বোক্ত পুত্রগণের অন্তর্গত নব জন এই ভারতবর্ষের অন্তর্গত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি নব স্থানের রাজা এবং একাশীতি জন কর্ম্মতন্ত্র-প্রণেতা ব্রাহ্মণ হন। ১০—১৯। কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন;—এই নব জন পরমার্থ-নিরূপক, আত্মবিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রমী, দিগম্বর, আত্মবিদ্যা-বিচক্ষণ মহাভাগ মুনি হইয়াছিলেন। সেই মুনিগণ আত্ম-নির্ব্বিশেষে সদসৎস্বরূপ বিশ্বকে ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন। তাঁহাদিগের অভীষ্ট গতি অনিবার্য্য ছিল; তাঁহারা মুক্ত অবস্থায় দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও নাগ-লোক সকল এবং মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গোসমূহের ভুবন সকলে ইচ্ছামত ভ্রমণ ও বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা ভারতবর্ষে ঋষিগণ মহাত্মা নিমির যজ্ঞ করিতেছিলেন; তথায় তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! সেই সূর্য্যসন্নিভ মহাভাগবত মুনিদিগকে অবলোকন করিয়া যজমান, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিদেহ তাঁহাদিগকে নারায়ণ-পরায়ণ জানিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে পর, তাঁহাদিগকে যথোচিত পূজা করিয়া পরিতুষ্ট রাজা, স্ব স্ব প্রভায় প্রকাশমান ব্রহ্মপুত্র-সদৃশ সেই নবজন মুনিকে, বিনয়াবনতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বোধ হইতেছে, আপনারা, সাক্ষাৎ ভগবান্ মধুসূদনের পার্ষদ; বিষ্ণুভক্ত জীবগণ লোকদিগকে পবিত্র করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। এই মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও, প্রাণিগণের দুর্লভ; সেই দেহেও আবার বোধ করি, অচ্যুতপ্রিয়

ব্যক্তিগণের দর্শন পাওয়া সুকঠিন। অতএব হে নিষ্পাপ মহাত্মাগণ! আপনাদিগকে আত্যন্তিক কুশল জিজ্ঞাসা করি; এই সংসারমধ্যে অর্দ্ধক্ষণের জন্ত হইলেও, সাধুসঙ্গ মনুষ্যগণের পক্ষে নিধিস্বরূপ। হরি যে ধর্ম্ম দ্বারা প্রীত হইয়া শরণাগত ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করেন, সেই ভাগবত-ধর্ম্ম যদি আমাদিগের শ্রবণযোগ্য হয়, তাহা হইলে আপনারা কীর্ত্তন করুন।" ২০—৩১। নারদ কহিলেন, "হে বসুদেব! নিমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই সকল মহত্তম মুনিগণ প্রতি-সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রীতি-সহকারে সদস্য, ঋত্বিক্ ও রাজাকে কহিলেন। কবি কহিলেন, 'বিবেচনা করি, এই সংসারে অচ্যুতের চরণ-কমল-সেবনই সর্ব্বতোভাবে অকুতোভয়; অসৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বশতঃ নিরন্তর উদ্বিগ্নচিত্ত জনগণের উহা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ভগবান্ অজ্ঞ-পুরুষদিগেরও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অতি সহজে যে সমস্ত উপায় নিজমুখে উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই সকলকে ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! এই সমস্ত অবলম্বন করিলে বিঘ্ন হয় না এবং এই সকল ধর্ম্মে নেত্র মুদ্রিত করিয়া ধাবমান হইলেও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না; শরীর, বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার কর্ত্তৃক অনুগত স্বভাব বশতঃ জীব যে সকল কর্ম্ম করে, সে সমুদায়ই পরমেশ্বর নারায়ণকে সমর্পণ করিবে। তাঁহার মায়া হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্তির পক্ষে তদীয় মায়াবলেই স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না; তাহা হইতে, 'দেহই আত্মা,' এইরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সেই দ্বিতীয় অভিনিবেশ হইতে ভয় উৎপন্ন হয়; সুতরাং পণ্ডিত গুরুকে ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়া ঐকান্তিক ভক্তি-সহকারে সেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ভজনা করিবেন। দ্বৈতপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ অসৎ হইলেও ধ্যাতা পুরুষের মনই স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায়, তাহার প্রকাশক হয়; অতএব যাহা কর্ম্ম সকলকে সঙ্কল্প ও বিকল্পযুক্ত করে, সেই মনকে দমন করা কর্ত্তব্য, তাহার পর আর ভয় থাকিবে না। চক্রপাণির সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম্মবিবরণ লোকমধ্যে গীত হইয়া থাকে এবং ঐ সকল জন্ম-কর্ম্ম-ঘটিত নাম শ্রবণপূর্ব্বক তাহা নির্লজ্জ ভাবে গান করিয়া নিস্পৃহ-হৃদয়ে বিচরণ করিবে। এই প্রকার করিলে নিজের প্রিয় হরির নাম কীর্ত্তন দ্বারা জাতপ্রেম ও দ্রবহৃদয় হইয়া অবশ উন্মত্তের ন্যায়, উচ্চ হাস্য করেন, কখন রোদন করেন, চীৎকার করেন, গান করেন এবং কখন বা নৃত্য করিয়া থাকেন। তিনি আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিশ্চক্র, ভূতগণ, দিক্ সকল, বৃক্ষাদি, নদী ও সমুদ্র; এমন কি, ভূতমাত্রকেই হরির শরীর-বোধে প্রণাম করেন। যেমন ভোক্তা ব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই সুখ, উদর-পূরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তেমনি সেবকের,—ভক্তি, প্রেমাস্পদ-ভগবদ্রূপ-স্ফুরণ এবং অন্যত্র বিরাগ, এই তিন এককালেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজন্! যে সকল ভগবদ্ভক্ত, অনুবৃত্তিপূর্ব্বক হরির চরণ সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এইরূপ ভক্তি, বিরক্তি ও ভগবৎ-স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হয়; তাহার পর তাঁহারা সাক্ষাৎ পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।' ৩২—৪৩। রাজা নিমি কহিলেন,—'এক্ষণে মনুষ্য-মধ্যে কাহাকে ভাগবত বলা যায়? তাঁহার ধর্ম্ম, স্বভাব, আচরণ ও উক্তি এবং যে সকল চিহ্ন দ্বারা ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন, তাহা বর্ণন করুন।' হবি কহিলেন, 'যিনি স্বীয় ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে এবং ভগবদাত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রতা, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা এবং দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম। যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে প্রতিমাতেই হরি-পূজা করেন, তাঁহার ভক্তগণে বা অন্য কোন বস্তুতেই পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত। বাসুদেবে মন নিবিষ্ট থাকাতে, যিনি ইন্দ্রিয়-সমূহ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া, এই বিশ্বকে এক বিষ্ণুরই মায়া বলিয়া দর্শনপূর্ব্বক দ্বেষও করেন না, আনন্দিতও হন না, তিনিই উত্তম ভাগবত। হরি-স্মৃতি বশতঃ যিনি (১) শরীর, (২) প্রাণ, (৩) মন, (৪) বুদ্ধি ও (৫) ইন্দ্রিয়ের, যথাক্রমে, সংসার-ধর্ম্ম—(১) জন্ম-মৃত্যু, (২) ক্ষুধা, (৩) ভয়, (৪) তৃষ্ণা ও (৫) শ্রম দ্বারা মুগ্ধ হন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত। যাঁহার চিত্তে বাসনা নাই এবং বাসুদেব যাঁহার একমাত্র অবলম্বন, তিনিই ভাগবত-শ্রেষ্ঠ। জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতি-নিবন্ধন যাঁহার এই দেহে অহংভাব না জন্মে, তিনিই হরির প্রিয়। ধন ও দেহবিষয়ে যাঁহার "নিজ" ও "পর" এরূপ ভেদ জ্ঞান নাই; এবং যিনি সর্ব্বভূতেই সমদর্শী ও শান্ত, তিনিই ভাগবতের মধ্যে উত্তম। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে ভগবৎ-পদারবিন্দকে অনুদিন ধ্যান ও অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হন না, সেই হরিচরণকে সারাৎসার ভাবিয়া যিনি বিশ্ব-সাম্রাজ্য-লাভের নিমিত্তও লবার্দ্ধ বা নিমেষার্দ্ধের নিমিত্ত তাহা হইতে বিচলিত না হন, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। যেমন চন্দ্রমা উদিত হইলে তপন তাপ-প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তেমনি ভগবানের উরু-বিক্রমশালী পদযুগলের অঙ্গুলি সকলের নখমণির স্নিগ্ধ কান্তি দ্বারা সেবকদিগের হৃদয়তাপ নিরস্ত হইলে পর, আর তাহাতে সে তাপ সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারে না। অবশেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে পাপরাশি নষ্ট হইয়া থাকে, সেই হরি প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া যাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজ করেন, তিনিই ভাগবত-প্রধান।' ৪৪—৫৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

নিমির প্রশ্নে মুনিগণের উত্তর-দান।

"রাজা নিমি কহিলেন,—'পরম-পুরুষ পরমেশ্বর বিষ্ণুর মায়া মায়াবীদিগেরও মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই মায়ার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি। হে ভগবান্ সকল! আমাদিগকে উহা বলিতে আজ্ঞা হউক। আমরা মর্ত্ত্য, সংসারতাপ দ্বারা অতীব সন্তপ্ত; সেই তাপের ঔষধ হরি-কথা-সুধাময় ভবদীয় বাক্য সেবন করিয়া আশা মিটিতেছে না।' অন্তরীক্ষ কহিলেন, 'হে মহাবাহো! ভূতাত্মা আদ্য-পুরুষ, স্বীয় অংশ জীবগণের বিষয়-ভোগ ও মুক্তির জন্য এই সকল মহাভূত দ্বারা, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট প্রাণীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য তিনি পঞ্চ মহাভূত দ্বারা সৃষ্ট ভূত সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশপূর্ব্বক মনের দ্বারা এক ও ইন্দ্রিয়-নিকর-রূপ দশ প্রকারে আপনাকে বিভাগ করিয়া বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকেন। সেই প্রভু আত্ম-পরিচালিত গুণগণ দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করত এই সৃষ্ট শরীরকে আত্মা বোধ করিয়া ইহাতে আসক্ত হন। দেহী ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বাসনা-ঘটিত কর্ম্ম করাতে দুঃখময় কর্ম্মফল লইয়া এই সংসারে বিচরণ করেন। পুরুষ প্রভূত অমঙ্গলের আস্পদ কর্ম্মগতি সকল লাভ করিয়া অবশভাবে প্রলয়কাল অবধি জন্ম-মৃত্যু ভোগ করিয়া থাকেন। মহাভূতগণের নাশ নিকটবর্ত্তী হইলে, অনাদি অনন্ত কাল, স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক কার্য্যকে কারণের দিকে ধাবিত করে। ১—৮। পৃথিবীতে শতবর্ষ ধরিয়া অতি ভয়াবহ অনাবৃষ্টি হইবে; তৎকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড নিরতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া উত্তপ্ত কিরণ দ্বারা তিন লোককে অতীব তাপিত করিবেন; অনন্তের মুখজাত অনল ঊর্দ্ধশিখ হইয়া উঠিবেন এবং বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দগ্ধ

করিতে করিতে পাতালতল হইতে সর্ব্বদিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকি-
বেন ; সংবর্ত্তক নামে মেঘগণ করিকর-প্রমাণ ধারা-নিকর দ্বারা শত
বৎসর ধরিয়া বর্ষণ করিবে ; ব্রহ্মাণ্ডাদি স্থূল-দেহ বিরাট্ জলে লীন
হইয়া যাইবে। রাজন্! তাহার পর বৈরাজ-পুরুষ বিরাট্কে
পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্ধনশূন্য অগ্নির ন্যায়, সূক্ষ্ম কারণে প্রবিষ্ট হই-
বেন। পৃথিবী, বায়ু দ্বারা হৃতগন্ধ হইয়া জলে পরিণত হইবে;
সেই জল হৃতরস হইয়া জ্যোতীরূপ ধারণ করিবে, জ্যোতি অন্ধ-
কার প্রভাবে হৃতরূপ হইয়া বায়ুতে, বায়ু স্বীয় কারণীভূত আকাশ
দ্বারা স্পর্শগুণ-বর্জ্জিত হইয়া আকাশে এবং আকাশ কালরূপী ঈশ্বর
দ্বারা হৃতগুণ হইয়া তামস-অহঙ্কারে লীন হইবে। নরনাথ।
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি রাজসিক-অহঙ্কারে, বৈকারিক দেবগণের সহিত মন,
সাত্ত্বিক অহংতত্ত্বে এবং অহংতত্ত্ব নিজ গুণগণের সহিত মহত্তত্ত্বে
প্রবিষ্ট হইবে। মহত্তত্ত্বও প্রকৃতিতে লীন হইবে। আমরা এক্ষণে
ভগবানের এই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিণী ত্রিগুণা মায়া বর্ণন করি-
লাম ; আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ কর ?'১—১৬। রাজা নিমি
কহিলেন, 'মহর্ষে ! যাঁহারা অন্তঃকরণ বশ করিতে সক্ষম হন নাই,
স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের পক্ষে দুস্তর এই ঐশ্বরী মায়া যেরূপে
অনায়াসে পার হইতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া তাহা বর্ণন করুন।'
প্রবুদ্ধ কহিলেন, 'মানবগণ স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া দুঃখনাশ ও
সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহাদের বিপরীত
ফল দেখা যায়। দেখ, নিত্য পীড়াপ্রদ আত্ম-মৃত্যুহেতু অর্থ এবং
গৃহ, পুত্র, বন্ধু ও পশু প্রভৃতি সকলই চঞ্চল ; অতএব অনর্থকর
অর্থাদি লাভ করিয়াও কি প্রীতিলাভ হয় ? লোক এইরূপ
কর্ম্ম-নির্ম্মিত, সুতরাং সাতিশয় নশ্বর, ইহা জানিবে এবং ইহাও
জানিবে যে, মণ্ডলাধিপতি রাজাদিগের যেরূপ সমানে সমানে
স্পর্দ্ধা, প্রধানের প্রতি ঈর্ষা এবং ধ্বংস-শঙ্কা হইতে ভয় হয়, সেই-
রূপ সমুদয় লোকেরই সমানে সমানে স্পর্দ্ধা, শ্রেষ্ঠে ঈর্ষা
এবং ধ্বংস-নিবন্ধন ভীতি বর্ত্তমান আছে। সুমঙ্গল-জিজ্ঞাসু
ব্যক্তির শব্দব্রহ্মের পারগামী ও পরব্রহ্মে নিমগ্ন, উপশমাবলম্বী
গুরুর শরণ লওয়া আবশ্যক। আত্মপ্রদ হরি যে সকল ধর্ম্ম
দ্বারা তুষ্ট হন, গুরুকেই আত্মা এবং দেবতা-জ্ঞান করিয়া
অকপটে সেবা দ্বারা সেই ভাগবত-ধর্ম্মসমুদায় তথায় শিক্ষা
করিবে। প্রথমতঃ সর্ব্ববিষয় হইতে মনের সঙ্গহীনতা; সাধু-
দিগের সহিত সঙ্গ ; যথোচিত রূপে সর্ব্বভূতে দয়া, মিত্রতা ও
বিনয় ; শৌচ ; স্বধর্ম্মাচরণ ; ক্ষমা ; বৃথা বাক্য না বলা ; স্বাধ্যায় ;
সরলতা ; ব্রহ্মচর্য্য ; অহিংসা ; সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে সমতা ; সর্ব্বত্র
আত্ম-দৃষ্টি ; ঈশ্বর-দৃষ্টি ; নির্জ্জন-বাস ; গৃহাদির প্রতি অভিমান-
শূন্যতা ; পবিত্র চীরপরিধান ; সর্ব্ববিষয়েই সন্তোষ ; ভাগবত-
শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ; অন্য শাস্ত্রে অনিন্দা ; মন, বাক্য ও কর্ম্মের সংযম ;
সত্য, শম ও দম ; অদ্ভুতকর্ম্মা হরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণগণের কীর্ত্তন,
শ্রবণ ও ধ্যান ; তাঁহার উদ্দেশে সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যোগ,
দান, তপস্যা, জপ, আত্ম-প্রিয় সদাচার ; আর স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও
প্রাণকে পরমেশ্বরে নিবেদন, তৎসমস্তই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।১৭—২৮
এই প্রকার, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের আত্মা ও নাথ, সেই সকল মানবের
সহিত মিত্রতা ; স্থাবর জঙ্গম উভয়ের এবং মনুষ্যগণের, বিশেষতঃ
সাধুদিগের, তন্মধ্যেও ভগবদ্ভক্তগণের পূজা ; পরস্পরের মধ্যে
পবিত্রতা-জনক ভগবানের যশঃকীর্ত্তন ; পরস্পরে অনুরাগ ; পর-
স্পরে তুষ্টি ও পরস্পরে আত্মার সকল দুঃখনিবৃত্তি যাহাতে হয়,
তাহা শিক্ষা করিবে। কলুষরাশি-বিনাশক হরিকে পরস্পরে স্মরণ
করিয়া ও স্মরণ করাইয়া সাধন-ভক্তি-সম্ভূত প্রেমভক্তি দ্বারা পুল-
কাঞ্চিত-দেহ হইবে। হরি-প্রাণতা হেতু কখনও রোদন করিবে;
কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন গীত, কখন বা আনন্দ প্রকাশ করিবে ;

কখনও অলৌকিক বাক্য প্রয়োগ করিবে ; কখনও হরির অভিন
করিবে ; এই প্রকারে পরমকে প্রাপ্ত হওয়াতে সুখিত হইয়া তূষ্ণী
ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবে। এইরূপে ভাগবত-ধর্ম্ম সমুদা
শিক্ষা করিতে করিতে তদুৎপন্ন ভক্তি-সহকারে নারায়ণ-পর হই
দুস্তর মায়া বলপূর্ব্বক অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে।' রাজা নি
কহিলেন, 'হে ঋষিগণ! আপনারা ব্রহ্মবিদ্‌দিগের শ্রেষ্ঠ, অতএ
নারায়ণাভিধ পরমাত্মা পরব্রহ্মে কিরূপে নিষ্ঠা হয়, আমাদে
উপদেশ করুন।' ২৯—৩৪। পিপ্পলায়ন কহিলেন, 'যিনি এ
বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এবং স্বয়ং কারণ-বর্জ্জিত
যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি-দশায় এবং বাহ্যে সমাধিপ্রভৃতিতে
সদ্রূপে বর্ত্তমান ; আর দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন যাঁহার দ্বা
উজ্জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ; নরনাথ
তাঁহাকেই পরম তত্ত্ব জানিবে। যেমন স্ফুলিঙ্গ সকল অগ্নিকে
প্রকাশিত বা দগ্ধ করিতে পারে না, তেমনি মন, বাক্য, চক্ষু
বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল ইহাঁকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না
যিনি ভিন্ন নিষেধের সমাপ্তি নাই, বাক্য তাঁহাকে অর্থোক্তরূপ
তারতম্য করিয়া ব্যক্ত করে ; সাক্ষাৎ ব্যক্ত করিতে পারে না
কার্য্য ও কারণ সমুদায় সেই ব্রহ্মরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে
কারণ, বিবিধ শক্তিশালী ব্রহ্ম এই উভয়েরই কারণ। সৃষ্টি
পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম, প্রধানরূপে উক্ত হন। তিনি সত্ত্ব, রজঃ
তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক, পরে ক্রিয়াশক্তি হেতু তিনিই সূত্র এব
জ্ঞানশক্তি হেতু মহৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে
"আমি" এই জীবোপাধিক অহঙ্কার বলা যায়। শেষে তিনি
দেবতা, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সুখাদিরূপে প্রদর্শিত হন ; সে
উরুশক্তি ব্রহ্মই কার্য্য, কারণ ও তদুভয়েরও কারণ। পরমাত্মা
জন্ম নাই ; মৃত্যু নাই ; বৃদ্ধি ও ক্ষয় নাই ; কারণ, তিনি জন্ম
বিনাশ-শালী বস্তু সকলের বিশেষ বিশেষ অবস্থার সাক্ষী এব
সর্ব্বত্র নিরন্তর অবিনাশী জ্ঞান-মাত্র ; যেমন প্রাণ ইন্দ্রিয় বশ
দ্বারা, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান বিবিধরূপে বিকল্পিত হয় ; যেমন প্রা
বিশেষ বিশেষ রূপে অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ সক
জীবের অনুসরণ করে ; সেইরূপ সুষুপ্তি-দশায় ইন্দ্রিয়গণ ও অহংতত্ত
বিলীন হইলে বিকার হেতু লিঙ্গশরীরের আশ্রয়াভাবে আত্মা কূট
অবিকারী থাকেন এবং সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইলে অনুস্মৃতি হয়
তাহার পর যখন পদ্মনাভেরই শ্রীচরণের অভিলাষ-জনিত
মহতী ভক্তিদ্বারা পুরুষ গুণকর্ম্ম-সম্ভূত চিত্তমল সকল নাশ করিবেন
তখন নির্ম্মল চক্ষুর নিকট সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় সেই চিত্ত বিশু
হইয়া সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্ব লাভ হইবে।' ৩৫—৪০। রাজা নিমি
কহিলেন, 'যে কর্ম্মযোগ দ্বারা পুরুষ সংস্কৃত হইয়া ইহলোকে
সত্বর কর্ম্ম সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবৃত্তি-সম্ভূত পরম জ্ঞান প্রা
হন, আপনি আমাদিগকে তাহাই বলুন। আমি পূর্ব্বে পিত
ইক্ষ্বাকুর সমক্ষে ব্রহ্মপুত্র সনকাদিকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাস
করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারাই বা কেন কোন উত্তর করেন নাই
তাহার কারণ বলুন।' আবির্হোত্র কহিলেন, 'কর্ম্ম, অকর্ম্ম, আ
বিকর্ম্ম, এ সমস্ত বেদবাক্য, পুরুষবাক্য নহে ; বেদও ঈশ্বর-স্বরূ
বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। যেমন বালক
দিগকে নানাবিধ প্রবৃত্তি দিয়া ঔষধ প্রদান করা হয়, তেম
পরোক্ষবাদ এই বেদ, কর্ম্ম হইতে মুক্তির নিমিত্ত কর্ম্ম সক
উপদেশ করে। কিন্তু যে অজিতেন্দ্রিয়, অজ্ঞ-ব্যক্তি স্ব
বেদোক্ত কার্য্য না করে, সে বিহিত কর্ম্মের অকরণরূপ অধর্ম্ম বশত
পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণরূপ মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়া থাকে। পুরু
নিঃসঙ্গ হইয়া ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক বেদোক্ত কার্য্য করিয়াই নৈষ্কর্ম্ম
সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, ফলশ্রুতি কেবল প্রলোভনার্থ। যি

জীবাত্মার অহঙ্কার-বন্ধন ছেদন করিতে অভিলাষী, তিনি বৈদিক-বিধির সহিত একত্রিত তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা দেব কেশবের পূজা করিবেন। আচার্য্যের অনুগ্রহলাভ করিয়া তৎপ্রদর্শিত অর্চ্চনা-প্রণালী অনুসারে নিজের অভিমত মূর্ত্তি দ্বারা মহাপুরুষকে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য।৪১—৪৮। পবিত্রভাবে প্রতিমার সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা দেহকে শোধন করিয়া হরিকে অর্চ্চনা করিতে হয়। প্রতিমাদিতে বা হৃদয়ে প্রথমতঃ পুষ্পাদি, মৃত্তিকা, আত্মা ও প্রতিমাকে অর্চ্চিত করিয়া যথালব্ধ উপচার দ্বারা, পরে পাদ্যাদি পাত্র বিরচনপূর্ব্বক সমাহিতভাবে হৃদয়ে যাঁহাকে পূজা করা হইয়াছে, তাঁহাকে মূর্ত্তিতে বিশোধন করতঃ হৃদয়াদি-ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। অঙ্গ-উপাঙ্গ-সমেত সপরিবার সেই মূর্ত্তিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়, গন্ধ, মাল্য, আতপ তণ্ডুল, মালা, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা নিজ নিজ মন্ত্র-সহকারে পূজা করিবেন। বিধিবৎ সাঙ্গ পূজা এবং স্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া হরিকে নমস্কার করিবেন। আপনাকে তন্ময় চিন্তা করিয়া হরি-মূর্ত্তি পূজা করিবেন এবং নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণপূর্ব্বক পূজিত মূর্ত্তিকে নিজ স্থানে রাখিয়া পূজা সমাপন করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অনুসারে অগ্নি, সূর্য্য, জলাদি, অতিথি বা স্বীয় হৃদয়ে আত্মভাবে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তিনি শীঘ্র মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।' ৪৯—৫৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নারায়ণের অবতার-বর্ণন।

রাজা কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীনরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে যে জন্মে ইহলোকে যে যে কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন, করিতেছেন বা করিবেন, আপনারা আমাদিগকে তৎসমস্ত বলুন।' দ্রবিড় কহিলেন, 'যে ব্যক্তি অনন্তের অনন্ত গুণ সকল গণনা করিতে ইচ্ছা করে, সে অতি অদূরদর্শী। বরং বহুকালে কোন রূপে পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু অখিল-শক্তির আধার ভগবানের গুণ-কর্ম্ম গণনা করা যায় না। আত্মসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড দেহ নির্ম্মাণ করিয়া, যখন নিজ অংশ দ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, আদিদেব নারায়ণ তখন "পুরুষ" সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এই ত্রিভুবন-সংস্থান তাঁহার শরীর। তাঁহার ইন্দ্রিয়-নিকর দ্বারা দেহধারীদিগের উভয়বিধ ইন্দ্রিয় সকল; তাঁহার নিজ স্বরূপ-ভূতসত্ত্ব হইতে জ্ঞান এবং তাঁহার প্রাণ হইতে দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উদ্ভূত হইয়াছে। তিনি সত্ত্বাদি দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কার্য্যের আদি কর্ত্তা। আদিতে যদীয় রজোগুণ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি-কার্য্যে ব্রহ্মা; সত্ত্ব দ্বারা পালন কার্য্যে যজ্ঞপতি-দ্বিজধর্ম্মহেতু বিষ্ণু এবং তম দ্বারা সংহার-কার্য্যে রুদ্র সম্ভূত; যাঁহা হইতে এই প্রজাবর্গের সর্ব্বদা এই রূপ স্থিতি, সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে; তিনিই আদ্য-পুরুষ। ১—৫। দক্ষকন্যা ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তির গর্ভে প্রশান্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কর্ম্মত্যাগ ধর্ম্ম-উপদেশ ও আচরণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও প্রধান ঋষিগণ তাঁহাদিগের চরণ সেবা করিতেছেন। তদীয় উৎকট তপশ্চরণে শঙ্কিত হইয়া দেবেন্দ্র ভাবিলেন, 'ইনি তপোবলে আমার ধাম গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।' এই আশঙ্কা করিয়া তিনি সপরিবারে মদনকে সেই ঋষি-সন্নিধানে প্রেরণ করেন। কন্দর্প তাঁহার প্রভাব না জানিয়া বদরী নামক আশ্রমে গমনপূর্ব্বক অপ্সরোগণ, বসন্ত, সুমন্দ সমীরণ ও রমণী-কটাক্ষরূপ-শর-নিকর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। গর্ব্ব-রহিত আদিদেব, ইন্দ্রের অপরাধ জানিয়াও শাপভয়ে কম্পিত-কলেবর কামদেব প্রভৃতিকে গর্ব্বশূন্যভাবে সহাস্যে কহিলেন, 'হে মহাভাগ মদন! হে সমীরণ! হে দেবকামিনীগণ! ভয় করিও না; আমাদিগের আতিথ্য-সংকার গ্রহণ কর; এই আশ্রম শূন্য করিয়া যাইও না।' হে, রাজন্! অভয়প্রদ নারায়ণ এইরূপ কহিলে দেবতারা লজ্জাভরে নতশির হইয়া সেই দয়ালুকে কহিলেন, 'বিভো! আপনি মায়ার পরবর্ত্তী, সুতরাং নির্ব্বিকার। আত্মারাম ব্যক্তি সকল আপনার চরণ-কমলে প্রণত; আপনার পক্ষে এরূপ কার্য্য বিচিত্র নহে। যাঁহারা আপনাকে সেবা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে দেবতা-কৃত অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা দেবধাম—স্বর্গ অতিক্রম করিয়া আপনার পরম-পদে গমন করিতেছেন; অন্যের সে সকল বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। আর যিনি দেবতা-দিগকে নিজ নিজ ভাগ বলি প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহার বিঘ্ন করেন না। কিন্তু আপনি যাঁহাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, নিশ্চয়ই তাঁহারা বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করেন। কেহ কেহ অপার জলধিরূপ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সমীরণ, রসাস্বাদ ও ইন্দ্রিয়বিশেষ-ভোগ-রূপ অধীনতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিফল ক্রোধের বশবর্ত্তী গোষ্পদে মগ্ন হয় এবং দুশ্চর তপস্যা বৃথা পরিত্যাগ করিয়া থাকে।' ৬—১১। সেই দেবতারা এইরূপ বলিতে থাকিলে, বিভু নারায়ণ তাঁহাদিগের দর্পশান্তির নিমিত্ত সুন্দররূপে শুশ্রূষাতৎপরা অদ্ভুত-দর্শনা স্ত্রী সকল প্রদর্শন করিলেন। সেই সকল দেবানুচর, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় রমণীদিগকে দর্শনপূর্ব্বক তদীয় রূপ এবং ঔদার্য্য দ্বারা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া তাহাদিগের পরিমল গন্ধে মুগ্ধ হইলেন। তখন দেবদেবেশ্বর সেই প্রণত দেবতাদিগকে সহাস্যে কহিলেন, 'ইহাদিগের মধ্যে তোমাদিগের স্বরূপা একজনকে স্বর্গ-ভূষণ-রূপে বরণ কর।' "যে আজ্ঞা," এই বলিয়া নারায়ণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নমস্কার করত সুরবন্দী সকল অপ্সরঃ-প্রধান উর্ব্বশীকে অগ্রে করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া সভাতে শ্রোতা দেবগণের সমক্ষে ইন্দ্রকে নারায়ণের প্রভাব-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে ত্রস্ত হইলেন। ১২—১৬। হংসস্বরূপী দত্তাত্রেয়, সনকাদি কুমার, আমাদিগের পিতা ভগবান্ ঋষভ—ইঁহারা বিষ্ণু, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অংশে অবতীর্ণ হইয়া যোগ উপদেশ করিয়াছেন; মধুরিপু হয়গ্রীবাবতারে বেদ সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন; মৎস্যাবতারে মনু, ইলা ও ওষধি সমুদায়কে বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন; বরাহাবতারে জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিবার সময় হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেন; কূর্ম্মাবতারে অমৃত-মন্থন-কালে পৃষ্ঠে করিয়া পর্ব্বত ধারণ এবং কুম্ভীরের মুখ হইতে বিপদ্‌গ্রস্ত কাতর গজরাজকে মোচন করেন; নৃসিংহাবতারে গোষ্পদে নিপতিত, ভক্তিকারক বালিখিল্য ঋষিদিগকে রক্ষা করেন, বৃত্রের বধহেতু ব্রহ্মহত্যারূপ পাতকে মগ্ন ইন্দ্রকে উদ্ধার করেন; অসুরগৃহে নিরুদ্ধ অনাথ দেবমহিলাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন এবং সাধুদিগের অভয়ের নিমিত্ত অসুরপতি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন; সকল মন্বন্তরে দেবতাদিগের উপকারার্থ দেবাসুর-সমরে অংশ সকলের দ্বারা দৈত্যপতিদিগকে বিনাশ করিয়া ভুবন পালন করেন; বামন হইয়া যাচ্ঞাচ্ছলে বলির নিকট হইতে

এই, পৃথিবী হরণ করিয়া অদিতি-তনয়দিগকে প্রদান করেন; হৈহয়-বংশ ধ্বংস করিতে অবতীর্ণ ভার্গবাগ্নি পরশুরাম এক-বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন; অচিরেই রামাবতারে সাগর-বন্ধন ও লঙ্কাস্থিত দশ-কন্ধরকে সংহার করিবেন; সেই লোক-মলনাশক কীর্ত্তিশালী সীতাপতি শ্রীযুক্ত হউন। অজ শ্রীহরি পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্ত যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাদিগেরও দুষ্কর কর্ম্ম সকল করিবেন; যজ্ঞে অনধিকারী যজ্ঞকারী দৈত্যদিগকে অহিংসাবাদ দ্বারা বিমুগ্ধ করিবেন; শেষে কলিতে শূদ্র রাজাদিগকে বধ করিবেন। হে মহাবাহো! ভূরি-যশাঃ নারায়ণের এইরূপ ভূরি ভূরি জন্ম ও কর্ম্ম বর্ণিত হইল।' ১৭—২৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

জায়ন্তের উপাখ্যান।

"রাজা নিমি কহিলেন, 'হে আত্মবিত্তম ঋষিগণ! প্রায় অনেকে ভগবান্ হরিকে ভজনা করেন না; সেই সকল অজিতচেতা, সুতরাং অনিবৃত্ত-কাম ব্যক্তির গতি কি হইবে?' চমস কহিলেন, 'গুণ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ও পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম সেই আদি-পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সাক্ষাৎ আপন আপন উৎপত্তি-ক্ষেত্র পুরুষ ঈশ্বরকে ভজনা না করেন, অথবা অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকেন। হরিকথা, হরিকীর্ত্তন কতকগুলি ব্যক্তির দূরবর্ত্তী; ইহারা, আর স্ত্রীগণ ও শূদ্রাদি; ভবাদৃশ ব্যক্তির অনুকম্পার পাত্র। জন্ম এবং উপ-নয়ন ও অধ্যয়নাদি দ্বারা হরির পাদ-সান্নিধ্য লাভ করিয়াও, ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদের অর্থবাদে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। কর্ম্মে অপণ্ডিত, বিনীত, মূর্খ, অথচ পণ্ডিতাভিমানী সেই মূঢ় ব্যক্তিরা যে মিষ্ট-বাক্য দ্বারা মুগ্ধ হয়, তজ্জন্যই আপাত-মধুর বাক্য সকল কহিয়া থাকে। রজোগুণ থাকাতে ভীষণ অভিসন্ধি-সম্পন্ন, কামুক, ভুজঙ্গবৎ ক্রোধী, দাম্ভিক, অভিমানী ঐ পাপিষ্ঠেরা হরিভক্ত সাধুদিগকে উপহাস করে। ১—৭। রমণী-সেবক ঐ সকল ব্যক্তি মৈথুন-সুখপ্রধান গৃহে বসতি করিয়া পরস্পর মঙ্গলের কথা কহিতে থাকে। দক্ষিণা, অন্নদান বা দক্ষিণা-বিধান না করিয়া যাগ করে এবং বিশেষ অবগত না হইয়া মাত্র জীবিকার জন্য পশুহিংসা করিয়া থাকে। খলগণ,—সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, বিদ্যা, দান. রূপ, বল ও কর্ম্মনিবন্ধন-সম্ভূত মদে অন্ধবুদ্ধি হইয়া অচ্যুতপ্রিয় সাধুদিগকে ও ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে। মূর্খেরা সমুদায় দেহীতে, আকাশের ন্যায় নিরন্তর অবস্থিত অভীষ্ট দেব-বর্ণিত ঈশ্বর আত্মাকে শ্রবণ করে না; কারণ, তাহারা মনোরথ-কল্পিত বিষয় লইয়া কথোপ-কথন করিয়া থাকে। জগতে স্ত্রীসঙ্গ এবং আমিষ ও মদ্য-সেবা প্রাণিমাত্রেরই ইচ্ছাধীন; সুতরাং এতৎসমুদায়ে বিধি নাই। বিবাহে স্ত্রীসংসর্গ, যজ্ঞে পশুহত্যা এবং সুরাগ্রাহ সংস্থক কার্য্যেই মদ্যসেবা বিহিত বলিয়া ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু এই সকল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেই পরম মঙ্গল। যে ধর্ম্ম হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান, পরেই নির্ব্বাণরূপ পরম শান্তি উৎপন্ন হয়, সেই ধর্ম্মই ধনের একমাত্র ফল। দেহাদি-সাধনার্থ এরূপ ধনে ধনী হইলেও দুরন্তবীর্য্য মৃত্যুকে দর্শন করিতে হয় না। কর্ম্মবিশেষে সুরার ঘ্রাণ আহাররূপে বিহিত হইয়াছে এইরূপ দেবোদ্দেশে যে পশুবধ, তাহাই বিহিত; কিন্তু হি[ংসা] নহে; সুতরাং যথেষ্ট ভক্ষণে অনুমতি নাই। এইরূপ সন্তা[নের] নিমিত্তই স্ত্রীসঙ্গম বিহিত হইয়াছে; কিন্তু রতির নিমিত্ত নহে। অতএব মনোরথ-বাদীরা ইহাকে বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম বলিয়া [...] করে না। ৮—১৩। এই বিষয়ে যে সকল অজ্ঞ গর্ব্বিত মনী[...] মানী অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্কভাবে পশুহিংসা করে, সেই স[...] পশু পরকালে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহ[ারা] অভিচারাদি দ্বারা পরের শরীরস্থিত আত্মা ঈশ্বর হরির দ্বেষ ক[রে] তাহারা পুত্রাদি-সহ এই দেহে স্নেহবদ্ধ হইয়া অধঃপতিত হ[য়]। যাহারা মূঢ়তা অতিক্রম করিয়াছে, অথচ ত্রিবর্গ প্রধান ও দেহাদি নিত্য বলিয়া বোধ করে, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় ন[া] তাহারা নিজেই সৎ আত্মাকে অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ ক[রিয়া] থাকে। ইহারা অশান্ত, আত্মঘাতী এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান ব[লিয়া] বিবেচনা করে; কালে ইহাদিগের মনোরথ বিফল হয়, ত[...] অকৃতকার্য্য হইয়া দুঃখ পায়। বাসুদেব-পরাঙ্মুখ এই স[...] ব্যক্তি ইচ্ছা না করিলেও, আত্মমায়া বিরচিত গৃহ, পুত্র, সু[হৃৎ] ও স্ত্রী ত্যাগ করিয়া নরকে নিপতিত হয়।' নিমি রাজা কহিলে[ন], 'সেই ভগবান্ কোন্ কালে, কিরূপ আকার ধারণ করিয়া কী[...] বর্ণশালী হইয়া কি নামে এবং কি প্রকার বিধিতে মনুষ্য[গণ] কর্ত্তৃক পূজিত হন? এ স্থলে তাহা অনুগ্রহ করিয়া [...] করুণ। ১৪—১৯। করভাজন-কহিলেন, 'রাজন্! সত্য, ত্রে[তা], দ্বাপর ও কলি,—এই চারি যুগে নারায়ণ নানা বর্ণ, নানা ন[াম ও] নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া, নানাবিধিতেই পূজিত হ[ইয়া] থাকেন। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটিল, বল্কলবাসা [...] কৃষ্ণাজিনের উপবীত, অক্ষ, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী। তখন শ[ান্ত], বৈরহীন, সুহৃদ্, সমদর্শী মনুষ্য সকল চিন্তা, শম ও দম [দ্বারা] দেবকে অর্চ্চনা করেন। এই কালে ভগবান্ হংস, সু[পর্ণ], বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত ও পরমাত্মা এই সমস্ত নামে গীত হইয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে ইনি রক্ত[বর্ণ], চতুর্ভুজ, ত্রিমেখল, পিঙ্গলকেশ, বেদময় এবং স্রুকস্রুব [...] চিহ্নে চিহ্নিত। তখন ধর্ম্মিষ্ঠ, ব্রহ্মবাদী মনুষ্যেরা সর্ব্বদে[...] ময় সেই দেব হরিকে বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম-সমুদায় দ্বারা [...] করেন। এই যুগে ভগবান্ বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিপুত্র, সর্ব্বদে[ব], উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায়,—এই সকল ন[ামে] কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ২০—২৬। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম[বর্ণ], পীতবাসা স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্র—শঙ্খ-চক্রাদিধারী এবং শ্রীবৎস [প্রভৃতি] চিহ্ন সকলে চিহ্নিত। তৎকালে মানবগণ ঈশ্বরকে জানি[তে] অভিলাষ করিয়া, মহারাজ-চিহ্নে চিহ্নিত পুরুষকে বেদ ও [তন্ত্র] অনুসারে পূজা করেন। "বাসুদেব আপনাকে নমস্কার; সঙ্কর্ষণ[,] নমস্কার; আপনি ভগবান্ প্রদ্যুম্ন; অনিরুদ্ধ; আপনাকে নমস্কা[র]; আপনি নারায়ণ, ঋষি, পুরুষ, মহাত্মা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপী স[র্ব্ব]ভূতাত্মা, আপনাকে নমস্কার;" হে মহীপতে! দ্বাপরে লোকে এই বলিয়া জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। কলিতেও না[না] তন্ত্রবিধান দ্বারা যে প্রকারে শ্রীহরি পূজিত হইয়া থাকেন, ত[াহা] শ্রবণ কর। বিবেকী ব্যক্তিরা তখন কৃষ্ণবর্ণ, অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র[ও] পার্ষদ সহিত কৃষ্ণকে সংকীর্ত্তন-বহুল অর্চ্চনা দ্বারা অর্চ্চনা ক[রিয়া] থাকেন। 'হে মহাপুরুষ! সর্ব্বদা ধ্যেয়, পরিভব-নাশক, মনো[রথ]-পূরক, তীর্থের আস্পদীভূত শিব-বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক স্তুত, শরণ্য ভৃ[ত্য]-পীড়ানাশক, প্রণত-জনের রক্ষাসাধন, ভবসাগর-তরণি আপ[নার] চরণারবিন্দ বন্দনা করি। হে মহাপুরুষ! আপনি অতি ধর্ম্মি[ষ্ঠ]; কারণ, পিতার বচনমাত্রে আপনি দুস্ত্যজ সুরবাঞ্ছিত রাজ্য[...]

পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, তথায় প্রিয়তমার অভিলষিত মায়ামৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন; আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। ২৭—৩৪।' হে রাজন্! কলিযুগজাত মানবগণ এইরূপ যুগানুরূপ নাম ও মূর্ত্তি দ্বারা সর্ব্বমঙ্গলেশ্বর মুক্তিদাতা হরির পূজা করিয়া থাকেন। গুণজ্ঞ, সারভাগী, শ্রেষ্ঠ লোকেরা কলির সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিয়া থাকেন; কেননা, কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারা এই যুগে সকল পুরুষার্থ লব্ধ হইয়া থাকে। ইহসংসারে ভ্রমণশীল মনুষ্যদিগের ইহা অপেক্ষা পরম লাভ আর নাই। কারণ, ইহা হইতে পরম শান্তি লাভ হয় এবং ইহা হইতেই সংসার-বন্ধন মোচন হয়। রাজন্! সত্যাদি-যুগের মনুষ্য সকল কলিতে জন্ম ইচ্ছা করেন। মহারাজ! কলিতে কোন কোন স্থানে প্রজাগণ নারায়ণ-পরায়ণ হইবে; যথায় তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী কাবেরী, মহাপুণ্যা প্রতীচী ও মহানদী প্রবাহিত, সেই দ্রাবিড়দেশে অনেকে হরিভক্ত হইবে। হে লোকনাথ! যে সকল মানব ঐ সকল নদীর জলপান করেন, তাহারা প্রায় ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হন এবং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধি লাভ করে। রাজন্! যিনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে শরণাগত-পালক মুকুন্দের চরণে শরণ লইয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী নহেন। নিজ-পাদমূল-সেবী অন্যভাবরহিত প্রিয় ভক্ত যদি প্রমাদ বশতঃ কখন নিষিদ্ধ কর্ম্মে পতিত হন, তাহা হইলে পরেশ হরি, তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সে সমুদায় পাপ বিনাশ করেন।' ৩৫—৪২। নারদ কহিলেন, "সেই মিথিল-রাজ এইরূপ ভাগবত-ধর্ম্ম সকল শ্রবণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া, উপাধ্যায়ের সহিত, জয়ন্তী-পুত্র ঋষিদিগকে পূজা করিলেন। অনন্তর সর্ব্বলোকের সমক্ষে সিদ্ধগণ অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ধর্ম্ম সমুদায় অনুষ্ঠান করিয়া পরমা গতি লাভ করিলেন। হে মহাভাগ! আপনিও শ্রদ্ধাযুক্ত এবং নিঃসঙ্গ হইয়া এই সমস্ত শুভ ভাগবত-ধর্ম্ম আশ্রয় করুন; তাহা হইলে পরম-পদ লাভ করিতে পারিবেন। আপনাদিগের স্ত্রীপুরুষের যশে জগৎ পরিপূর্ণ; কারণ, ভগবান্ ঈশ্বর হরি আপনাদিগের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্র-স্নেহসম্পন্ন আপনাদিগের আত্মা তদীয় দর্শন, আলিঙ্গন, স্পর্শন এবং একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজন দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে। যখন শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্বাদি নৃপতিগণ বৈর বশতঃ ভোজন এবং উপবেশন-কালে গতি, বিলাস ও বিলোকনাদি-যোগে তাঁহার আকৃতি ধ্যান করিয়া তদীয় গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল; তখন যাঁহাদিগের মন তাঁহাতে নিরন্তর অনুরক্ত তাঁহাদিগের কথা আর কি বলিব? সর্ব্বাত্মা, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বলিয়া মনে করিবেন না; মায়ামনুষ্য ভাবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য গূঢ় রহিয়াছে; তিনি অব্যয় পুরুষ; পৃথিবীর ভারভূত অসুরাবতার রাজাদিগকে নাশ এবং সাধুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ। তাঁহার যশ লোকের মুক্তির নিমিত্ত সংসারে বিকীর্ণ হইতেছে।" শুকদেব কহিলেন,—মহাভাগ বসুদেব এবং মহাভাগা দেবকী ইহা শ্রবণ করত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আত্মার মোহ দূর করিলেন। যে ব্যক্তি সমাধি-সম্পন্ন হইয়া এই পবিত্র ইতিহাস সাদরে ধারণ করেন, তিনি সংসারে মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ৪৩—৫২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথনারম্ভ।

শুকদেব কহিলেন,—একদা ব্রহ্মা,—স্বীয় পুত্রগণ, দেবগণ ও প্রজেশ্বরগণে পরিবৃত হইয়া; সর্ব্বমঙ্গলময় শঙ্কর ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া; মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্র; আদিত্যগণ; বসুগণ; অশ্বিযুগল; অঙ্গিরস; রুদ্রগণ; বিশ্বেদেবগণ; সাধ্যগণ; গন্ধর্ব্বগণ; অপ্সরোগণ; নাগগণ; সিদ্ধ, চারণ ও গুহ্যকগণ; ঋষিগণ; পিতৃগণ এবং বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ; সকলে শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় আগমন করিলেন। যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেহ দ্বারা লোকের মনোরম হইয়া লোকমধ্যে সর্ব্বলোকের পাপনাশক যশঃ বিস্তার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদির তাহাই দর্শন করিবার ইচ্ছা। তাঁহারা সমৃদ্ধিপূর্ণ বিরাজমান নগরীতে অদ্ভুত-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্ত-নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং স্বর্গোদ্যান-স্থিত মাল্যদাম দ্বারা যদুবরকে আবৃত করিয়া মনোরম পদ ও অর্থসম্পন্ন বাক্য দ্বারা জগদীশ্বরকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৫। দেবগণ কহিলেন, "নাথ! কর্ম্মময় দৃঢ় পাশ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া ঋষিগণ হৃদয়মধ্যে যাহা চিন্তা করেন, আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বচন দ্বারা আপনার সেই চরণ-কমলে প্রণাম করি। হে অজিত! আপনি মায়াগুণে অবস্থিতি করিয়া ত্রিগুণা মায়া দ্বারা আপনাতে এই অবিচিন্তনীয় প্রপঞ্চ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন; অথচ এই সকল কর্ম্মের সহিত আপনার কিছুমাত্র সংলিপ্তি নাই; কারণ, আপনি রাগাদি-দোষশূন্য; আপনি আচরণরহিত আত্মসুখে নিরত। হে পূজ্য! হে শ্রেষ্ঠ! আপনার যশঃশ্রবণে পরিপুষ্টা, উত্তম শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুগণের যে প্রকার শুদ্ধি হয়, বিদ্যা, শ্রুত, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম দ্বারা আসক্তগণ সেরূপ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। হে ঈশ্বর! মুনিগণ মুক্তির জন্য প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে আপনার যে চরণ বহন করিয়া থাকেন; ভক্তেরা সদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার ইচ্ছায় যাঁহাকে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করেন এবং ধীর ব্যক্তিরা স্বর্গলোভ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠজন্য যাঁহাকে ত্রিকাল অর্চ্চনা করেন; সংযতহস্ত যাজ্ঞিকেরা হবিঃ গ্রহণপূর্ব্বক বেদোক্ত বিধি অনুসারে যাঁহাকে চিন্তা করেন; আত্মমায়া-জিজ্ঞাসু যোগিগণ অধ্যাত্মযোগে যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন; আর পরম ভাগবতেরা যাঁহাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করেন; সেই চরণ-কমল আমাদিগের বিষয়-বাসনা নির্ম্মূল করুন। ৬—১১। বিভু হে! ভগবতী লক্ষ্মী সপত্নীর ন্যায় এই পর্য্যুষিতা বনমালার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; তথাপি যে আপনি "অতি সুসম্পাদিত হইয়াছে" ভাবিয়া এই বনমালা দ্বারা সম্পাদিত পূজা গ্রহণ করেন, সেই আপনার আমাদিগের বিষয়-বাসনা-সমূহের নাশের নিমিত্ত ধূমকেতু হউক। হে ভূমন্! হে ভগবন্! আপনার যে পাদপদ্ম বলি রাজাকে বঞ্চনের সময় বিক্রমযুক্ত কেতুস্বরূপ হইয়াছিল, ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা যাহার পতাকা স্বরূপ; যাহা সুর ও অসুর সৈন্যগণের অভয় ও ভয়প্রদ; এবং সাধুদিগের স্বর্গ ও অসাধু ব্যক্তিদিগের অধোগমনের নিমিত্ত স্বরূপ; তাহা আমরা ভজন করিতেছি; আমাদিগকে পাপ হইতে বিশুদ্ধ করুন। আপনি প্রকৃতি-পুরুষের পরবর্ত্তী কালরূপী; পরস্পর পীড়মান ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল শরীরীই নাসিকা-বিদ্ধ রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় আপনার বশে অবস্থিতি করিতেছেন, আপনার সেই চরণ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। আপনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ; আপনি প্রকৃতি, পুরুষ ও মহত্তত্ত্বের নিয়ন্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আপনিই ত্রিনাভি-সম্পন্ন, সকলের বিনাশে প্রবৃত্ত, গভীর বেগশালী কাল, অতএব আপনি উত্তম পুরুষ। যে অমোঘ-বীর্য্য পুরুষ আপনা হইতে শক্তি লাভ করিয়া গর্ভের ন্যায়, মায়ার সহিত মহত্তত্ত্ব ধারণ করেন, সেই পুরুষই সেই মায়ার অনুসারী হইয়া বাহ্য-আবরণ-সমন্বিত হৈম অণ্ডকোষ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আপনি স্থাবর-জঙ্গমের অধীশ্বর; কারণ, হে হৃষীকেশ! মায়াপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা উপনীত বিষয় সকল ভোগ করিয়াও আপনি লিপ্ত নহেন; কিন্তু আপনি ভিন্ন আর সকলেই স্বয়ং অসৎস্বরূপ বিষয় হইতে ভীত হইয়া থাকে। ১২—১৭। ষোড়শ সহস্র পত্নীগণ মন্দহাস্য-বিলসিত, কটাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা ভাবপ্রকাশ সুরতমন্ত্রসূচক মনোহর ভ্রূভঙ্গী এবং চতুর মনোমোহন কামকলা দ্বারা আপনার মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। অতএব আপনার কথারূপ অমৃত-জল-বাহিনী এবং পাদ-প্রক্ষালন-জল-নদী ত্রিলোকের কলুষরাশি দূর করিতে সমর্থ;— স্ব স্ব আশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বেদবিহিত তীর্থ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা, আর পাদজাত তীর্থ অঙ্গসঙ্গ দ্বারা; সেই উভয় তীর্থেরই সেবা করিয়া থাকেন।" ১৮—২০। শুকদেব কহিলেন,—শঙ্কর ও ব্রহ্মা দেবগণের সমভিব্যাহারে হরির এইরূপ স্তব ও নমস্কার করিয়া অম্বর আশ্রয় করিলেন ও কহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, "হে অশেষাত্মন্! হে প্রভো! পূর্ব্বে আমরা ভূভার-হরণের জন্য আপনাকে জানাইয়াছিলাম; এক্ষণে তৎসমুদায়ই সম্পাদিত হইয়াছে। আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ সাধুগণে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন; সকল লোকপাপহারিণী কীর্ত্তিও সকল দিকে বিস্তার করিয়াছেন; সর্ব্বোত্তম রূপ ধারণ করত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য উদ্দাম-বিক্রম কার্য্য সকল করিয়াছেন। হে ঈশ্বর! আপনার সেই সকল চরিত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া কলিতে সাধু মানবগণ সহসা অজ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। হে পুরুষোত্তম! হে বিভো! এক শত পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইল, আপনি যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে অখিলাশ্রয়! এখন আর আপনার কোন দেবকার্য্য অবশিষ্ট নাই; এই বংশও নষ্টপ্রায় হইয়াছে, অতএব যদি উচিত বোধ করেন, স্বীয় পরম ধামে গমন করিয়া বৈকুণ্ঠের কিঙ্কর লোকপাল আমাদিগকে লোক-সহ পরিত্রাণ করুন।" ২১—২৭। ভগবান্ কহিলেন, "হে দেবেশ! আপনি যাহা বলিলেন, আমিও ইহা স্থির করিয়াছি; আপনাদিগের সকল কার্য্য করিয়াছি; ভূভার হরণ করিয়াছি। শৌর্য্য-বীর্য্য-শ্রী দ্বারা উদ্ধত প্রসিদ্ধ যাদবকুল লোকগ্রাসে উদ্যত; বেলা যেমন সাগরকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, আমিও তদ্রূপ ইহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যদি দর্পিত যাদবগণের বংশ ধ্বংস না করিয়া যাই, তাহা হইলে ইহা উদ্বেল হইয়া এই লোক নষ্ট করিবে। এক্ষণে ব্রহ্মশাপে বংশনাশ উপস্থিত; হে নিষ্পাপ ব্রহ্মন্! ইহার অবসানে তোমার ভবনে গমন করিব।" ২৮—৩১। শুকদেব কহিলেন,—দেব স্বয়ম্ভু লোকনাথের এইরূপ কথা শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেবগণের সহিত নিজ ধামে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই দ্বারকাপুরীতে মহা উৎপাত সকল সমুত্থিত হইল। তদ্দর্শনে ভগবান্ সমাগত বৃদ্ধ যাদবদিগকে কহিলেন, "আর্য্যগণ! এই নগরীতে সকলদিকে মহা উৎপাত সকল উত্থিত হইতেছে; আমাদিগের বংশের উপর ব্রাহ্মণগণের দুরপনেয় শাপও রহিয়াছে। জীবন ইচ্ছা করিলে আমাদিগের এস্থানে বাস করা অনুচিত, অদ্যই পরম-পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করা যাউক; বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে; দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত শশধর যে তীর্থে স্নান করিয়া আশু পাপমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কলাবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; আমরাও সেই প্রভাসে স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবতাদিগের তর্পণপূর্ব্বক নানাগুণ-সম্পন্ন দ্রব্য দ্বারা উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাই এবং সেই সকল সৎপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিয়া, পোত দ্বারা যেমন সাগর পার হওয়া যায়, তদ্রূপ বিবিধ দান দ্বারা পাপ সকল উত্তীর্ণ হইব।" ৩২—৩৫। শুকদেব কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! যদুগণ ভগবানের আদেশে তীর্থগমনে উৎসুক হইলেন এবং যান-সকল যোজনা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তদ্দর্শনে ভগবানের বাক্য শ্রবণ এবং ভয়ানক উৎপাত সকল নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অনুগত উদ্ধব নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে অবস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের চরণ-যুগলে মস্তক দ্বারা প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে দেবদেবেশ! হে যোগেশ! হে পুণ্যশ্রবণ! হে পুণ্যকীর্ত্তন! নিশ্চয়ই তুমি এই বংশ ধ্বংস করিয়া লোক পরিত্যাগ করিবে; কারণ, ঈশ্বর তুমি সমর্থ হইয়াও বিপ্রশাপ খণ্ডন করিলে না। হে কেশব! হে নাথ! আমি ক্ষণার্দ্ধের জন্যও তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই না; আমাকেও নিজ ধামে লইয়া চল। হে কৃষ্ণ! মানবগণের পরম-মঙ্গলস্বরূপ, কর্ণের অমৃততুল্য তোমার লীলাচরিত আস্বাদন করিয়া লোকেরা অন্য কামনা পরিত্যাগ করে; আমরা ভক্ত হইয়া শয়ন, উপবেশন, বিচরণ, স্থিতি, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনাদিতে প্রিয়, আত্মা তোমাকে কিরূপে ত্যাগ করিয়া থাকিব? ৩৬—৪৫। তোমার উপভুক্ত মালা, চন্দন, বসন, ভূষণে চর্চ্চিত হইয়া উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়া জয় করি। নগ্ন, ঊর্দ্ধরেতা, শ্রমণ, শান্ত, শুদ্ধ সন্ন্যাসী ঋষিগণ তোমার ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকেন; হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু সংসারমধ্যে কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিলেও তোমার ভক্তগণের সহিত তোমার সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া তোমার মানবানুকরণ গতি, হাস্য, পরিহাস, কর্ম্ম ও বচনাবলী স্মরণ করিয়া ও স্মরণ করাইয়া দুস্তর অন্ধকার হইতে উদ্ধার লাভ করিব।" শুকদেব কহিলেন,—হে নরনাথ! ভগবান্ দেবকী-নন্দন এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া একাগ্রচিত্ত প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবের প্রতি কহিতে লাগিলেন। ৪৬—৫০।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টগুরুর বিষয় বর্ণন।

ভগবান্ কহিলেন, "হে মহাভাগ! তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহা সত্য; আমি তাহাই করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ব্রহ্মা, ভব ও লোকপাল সকলে আমার স্বর্গাভিগমন প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি যেজন্য প্রার্থনাক্রমে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই সকল দেবকার্য্য আমি অশেষ প্রকারে নিষ্পাদন করিয়াছি। বংশ, শাপদগ্ধ হওয়ায় পরস্পর কলহ করত নাশ পাইবে। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে দগ্ধ হওয়ায় সমুদ্রও এই নগরীকে গ্রাস করিবে। হে সাধো! আমি যেমন এই লোক পরিত্যাগ করিব, অমনি ইহার মঙ্গল নাশ পাইবে এবং কলি শীঘ্রই ইহাকে আক্রমণ করিবে। আমি ভূতল পরিত্যাগ করিলে, তুমি এস্থানে বাস করিবে না। হে ভদ্র! কলিযুগে লোকের প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট হইবে। তুমি স্বজন ও বন্ধুগণের স্নেহ এবং সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিয়া, সমদর্শী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন কর। ১—৬। যাহা মন, বাক্য, চক্ষুযুগল ও শ্রবণাদি দ্বারা গৃহীত হইতেছে, সেই জগৎকে মনোময়, মায়াময় ও

নশ্বর বলিয়া জ্ঞান কর। বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষের ভেদবিষয়ক ভ্রমই গুণ-দোষ-হেতু। গুণ-দোষ-বুদ্ধি পুরুষের কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, এই ত্রয় হয়। অতএব যুক্তেন্দ্রিয় এবং যুক্তচিত্ত হইয়া এই জগৎকে আত্মবিতত এবং আত্মাকে অধীশ্বর-বিতত দর্শন করিবে। আমি—অধীশ্বর জ্ঞান-বিজ্ঞানযুক্ত, আত্মানুভব সন্তুষ্ট, শরীরী সকলের আত্মস্বরূপ হইলে বিঘ্ন দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। যিনি গুণ-দোষাতীত, তিনি বালকের ন্যায় "দোষ" এই বোধ করিয়াও নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হন না; "গুণ" এই বোধ করিয়াও বিহিতকার্য্যে আসক্ত হন না। এইরূপ ব্যক্তি সর্ব্বভূতের সুহৃদ্, শান্ত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিশ্চয়-সম্পন্ন হইয়া বিশ্বকে আমার স্বরূপে দর্শন করেন; তাঁহাকে আর বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না।" ৭—১২। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! মহাভাগবত উদ্ধব ভগবানের এইরূপ আদেশ পাইয়া তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় প্রণাম করত অচ্যুতকে কহিলেন;—হে যজ্ঞেশ্বর! হে যোগ-বিচক্ষণগণের নিক্ষেপ-স্বরূপ! হে যোগাত্মন্! হে যোগের উৎপত্তি স্থান! মোক্ষের জন্য সন্ন্যাস-রূপ কর্ম্ম ত্যাগ আমাকে উপদেশ দিয়াছ। হে ভূমন্! যাহাদিগের মন বিষয়ে আসক্ত, কামনা পরিত্যাগ তাহাদিগের দুষ্কর; বিশেষতঃ তুমি সর্ব্বাত্মা, যাহারা তোমাতে ভক্তিহীন, তাহাদিগের বিশেষ দুষ্কর; এই আমার ধারণা। আমি মূঢ়বুদ্ধি; কারণ, তোমার মায়া দ্বারা বিরচিত পুত্রাদি-সহিত দেহে "আমি" ও "আমার" এই ভাবিয়া তাহাতে আমি আসক্ত। অতএব তোমা কর্ত্তৃক কথিত ঐ উপদেশ যাহাতে শীঘ্র সাধন করিতে পারি, ভগবন্! ভৃত্যকে তাহা অল্পে অল্পে শিক্ষা দাও। হে ঈশ্বর! তুমি স্বপ্রকাশ সত্য আত্মা; তোমা ভিন্ন আত্মোপদেশ শিক্ষা দিতে পারেন, দেবতাদিগের মধ্যেও এরূপ অন্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। ব্রহ্মাদি সকল শরীরী মাত্রই তোমার মায়া দ্বারা মোহিত, ইহাঁরা বিষয়কে প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেন। অতএব দুঃখ-নিকর দ্বারা অভিতপ্ত; সুতরাং আমি নির্ব্বিণ্ণবুদ্ধি, তুমি আনন্দিত, অনন্তপার, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর, অবিনাশি-বৈকুণ্ঠবাসী, নরসখা-নারায়ণ, তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।" ১৩—১৮। ভগবান্ কহিলেন, "ভূমণ্ডলে লোকতত্ত্ব-বিচারক মানবগণ প্রায় আত্মা দ্বারাই আত্মাকে বিষয়-বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। আত্মাই পশু-আত্মার গুরু; বিশেষতঃ পুরুষের গুরু; কারণ, এই আত্মাই প্রত্যক্ষ ও অনুভব দ্বারা মুক্তিফল লাভ করেন। সাংখ্য যোগ-বিশারদ পণ্ডিতগণ আমাকে সর্ব্বশক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত পুরুষরূপেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ্য দর্শন করিয়া থাকেন। একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ, বহুপাদ ও অপাদ প্রভৃতি পূর্ব্ব-সৃষ্ট শরীর অনেক আছে, তন্মধ্যে পুরুষ-শরীরই আমার প্রিয়। আমি অজ্ঞেয় হইলেও অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা এই শরীরে নিগূঢ় গুণ ও চিহ্ন দ্বারা অনুমান বলে আমাকে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। এবিষয়ে অমিততেজা যদু ও অবধূতের কথোপকথন-ঘটিত এক ইতিহাস বর্ণিত হইয়া থাকে। ১৩—২৪। ধর্ম্মবিৎ যদু নির্ভয়ে বিচরণশীল কোন এক পণ্ডিত যুবা অবধূতকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—'হে ব্রহ্মন্! হে অবধূত! যাহা প্রাপ্ত হইয়া তুমি বিদ্বান্ হইয়াও অতি বালকের ন্যায় লোক-ভ্রমণ করিতেছ, অকর্ত্তী তোমার এই নির্ম্মল বুদ্ধি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? প্রায় মনুষ্যেরা আয়ু, যশ ও মঙ্গল-কামনাহেতুই ধর্ম্মে, অর্থকামে ও আত্মবিচারে চেষ্টিত হইয়া থাকে; কিন্তু তুমি সমর্থ, পণ্ডিত; নিপুণ, সৌভাগ্যশালী ও মিতভাষী হইয়াও জড়, উন্মত্ত এবং পিশাচের ন্যায় নিশ্চেষ্ট; নিস্পৃহ। লোক সকল কামলোভ-রূপ দাবানল দ্বারা দগ্ধ হইতেছে; কিন্তু তুমি অগ্নিযুক্ত হইয়াও গঙ্গাজল-স্থিত হস্তীর ন্যায় তাপিত হইতেছ না। হে ব্রহ্মন্! তুমি কলত্র-রহিত ও বিষয়ভোগ-বর্জ্জিত; তোমার আত্মানন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমাকে বল।' ২৫—৩০। ভগবান্ কহিলেন; "সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের হিতকাঙ্ক্ষী সুমেধা যদু কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত ও পূজিত হইয়া বিনয়নম্র রাজাকে কহিলেন, 'হে রাজন্! আমি আপনি বুঝিয়া অনেককে গুরু করিয়াছি; 'উপ-দেশ করিব' বলিয়া তাঁহারা আমাকে উপদেশ করেন না; তাঁহা-দিগের হইতেই বুদ্ধি লাভ করিয়া মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছি। তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, গজ, মধুহা, হরিণ, মীন, পিঙ্গলা, কুরর, বালক, কুমারী, শরকার, সর্প, ঊর্ণনাভ ও প্রজাপতি পতঙ্গ। রাজন্! আমি এই চতুর্ব্বিংশতি গুরু অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের আচরণ দ্বারা আমার নিজের গ্রাহ্য অগ্রাহ্য শিক্ষা করিয়াছি। হে নহুষ-নন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহা হইতে যেরূপে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পীড়াকর ভূতগণ দৈবের বশবর্ত্তী ইহা জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিত-ব্যক্তি পদবী হইতে বিচলিত হইবেন না, পৃথিবী হইতে এই নিয়ম শিক্ষা করিবেন। ৩১—৩৮। সাধু-ব্যক্তি পর্ব্বতের নিকটেই নিরন্তর পরোপকার জন্য সমুদায় চেষ্টা এবং পরের জন্যই একান্ত উৎপত্তি শিক্ষা করিবেন; এইরূপ বৃক্ষের নিকট আত্মার পরাধীনত্ব শিক্ষা করিবেন। মুনি, জ্ঞান বিনষ্ট না হয়, এইজন্য কেবল প্রাণবৃত্তি দ্বারাই তুষ্ট থাকিবেন; বাক্য ও মনকে বিক্ষিপ্ত করিবেন না। যোগী সর্ব্বত্র নানাধর্ম্ম-শীল বিষয় সকল সেবা করিয়াও গুণ এবং দোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখিয়া বায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিবেন। আত্মদর্শী যোগী সংসারে পার্থিব দেহ সকলে প্রবিষ্ট এবং সেই সকলের গুণাশ্রয়ী হইয়াও গন্ধসমূহের সহিত বায়ুর ন্যায়, গুণগণে বস্তুতঃ অসংসৃষ্ট থাকিবেন। মুনি, দেহের অন্তর্গত হইয়াও, ব্রহ্ম-স্বরূপতা বোধ করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাদি সমুদায় দেহে সম্বন্ধ থাকায় ব্যাপক বিস্তৃত আত্মার, আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা ভাবনা করিবেন। আকাশ যেমন বায়ুচালিত-মেঘাদিসম্বদ্ধ হয় না; তেমনি পুরুষ তেজ, জল ও পৃথিবীময় কালসৃষ্ট গুণ সকলের সহিত স্পৃষ্ট হন না। রাজন্! যোগী, জলের ন্যায় নির্ম্মল, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুর ও তীর্থভূত হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা দ্রষ্টা প্রভৃতিকে পবিত্রিত করেন। ৩৯—৪৪। তেজস্বী, দীপ্ত, দুর্দ্ধর্ষ, পরিগ্রহশূন্য সংযতাত্মা মুনি অগ্নির ন্যায় সর্ব্ব-ভোজী হইয়াও মলগ্রহণ করেন না। অগ্নির ন্যায় কখন প্রচ্ছন্ন, কখনও বা ব্যক্ত হইয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের উপাসিত হইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ অশুভ দহনপূর্ব্বক দাতাদিগের নিকট হইতে সর্ব্বত্র ভোজন করিয়া থাকেন। অগ্নি যেমন দারুসংশ্লিষ্ট হন, আত্মা তেমনি স্বীয় মায়াসৃষ্ট সদসৎস্বরূপ এই বিশ্বে প্রবেশ করিয়াও তদাত্মভাবে প্রবর্ত্তিত হন। জন্ম অবধি শ্মশান পর্য্যন্ত যে সকল অবস্থা, তাহা দেহের; আত্মার নহে; যেমন অব্যক্ত-গতি কাল, চন্দ্রের কলা সকলেরই বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া থাকে, কিন্তু চন্দ্রমার তাহাতে কিছুই হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; যেমন শিখা-সমূহেরই উৎপত্তিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে, অগ্নির নহে; সেইরূপ জলপ্রবাহের ন্যায় বেগসম্পন্ন কাল প্রাণীদিগেরই নিত্য উৎপত্তি ও নাশ করিতেছে দেখা যায়, আত্মার নহে। যেমন সূর্য্য কর-নিকর দ্বারা জলরাশি আকর্ষণ করিয়া যথাকালে পরিত্যাগ করেন, তেমনি যোগী ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া যথাকালে অর্থীদিগকে তাহা প্রদান করিবেন; অথচ স্বয়ং তাহার

সাভাসাতে আসক্ত হইবেন না। যেমন একমাত্র সূর্য্য জল-পাত্ররূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হন, সেইরূপ স্বরূপে অবস্থিত আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ভিন্নভাবে লক্ষিত হন। কাহার প্রতি অতি স্নেহ বা অত্যাসক্তি করিবেন না; করিলে দীনবুদ্ধি কপোতের ন্যায় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ৪৫—৫২। কোন এক কপোত অরণ্য মধ্যে বৃক্ষকুলায় নির্ম্মাণ করিয়া ভার্য্যা কপোতীর সহিত কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিল। গৃহস্থ কপোত, কপোতী-স্নেহে বদ্ধচিত্ত হইয়া দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টি, অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ ও বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধি বন্ধন করিয়া থাকিত এবং সেই বনস্থলীতে একত্রিত হইয়া নিঃশঙ্কভাবে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, কথোপকথন, ক্রীড়া ও ভোজনাদি করিত। রাজন্! তুষ্টিদায়িনী, অনুকম্পিতা সেই কপোতী যাহা বাসনা করিত, অজিতেন্দ্রিয় কপোত কষ্ট করিয়াও সেই সেই অভিলষিত বিষয় সম্পাদন করিত। সময় উপস্থিত হইলে, কপোতী প্রথম গর্ভধারণ করিয়া নিজ স্বামীর সম্মুখে নীড়মধ্যে কয়েকটী অণ্ড প্রসব করিল। নারায়ণের দুর্বিভাব্য শক্তি-সমূহের দ্বারা বিরচিতাবয়ব, কোমল-অঙ্গ ও লোম-বিশিষ্ট কয়েকটী পক্ষী সেই সকল অণ্ড হইতে উদ্ভূত হইল। সন্তানগণের কূজিত শ্রবণপূর্ব্বক মধুর-ভাষিত দ্বারা প্রীত হইয়া পুত্রবৎসল স্ত্রী-পুরুষ তাহাদিগকে পালন করিতে লাগিল। পিতা-মাতা মহা আনন্দিত; তাহাদিগের সুখস্পর্শ পক্ষ, কূজন, মুখভঙ্গী এবং প্রত্যুদ্গম হইতে আমোদ পাইতে লাগিল। তাহারা হরির মায়ায় পরস্পর স্নেহে বদ্ধহৃদয়, দীন-বুদ্ধি এবং বিমোহিত হইয়া শিশু সন্তানদিগকে পালন করিতে লাগিল। ৫৩—৬১। একদা পিতামাতা তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত বহির্গমন করিয়া আহারান্বেষণ করত অনেকক্ষণ সেই কাননে বিচরণ করিল। ইত্যবসরে কোন এক ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই কপোত-শাবকদিগকে তাহাদিগের কুলায়-সমীপে বিচরণ করিতে দেখিয়া জাল বিস্তারপূর্ব্বক ধারণ করিল। সন্তান-পোষণে সমুৎসুক কপোত-কপোতী আহার লইয়া নিজ নীড়ে ফিরিয়া আসিল। কপোতী নিজ বালক সন্তানদিগকে জালবদ্ধ দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে চীৎকার করিতে করিতে রোরুদ্যমান শাবক-কুলের অনুসরণ করিতে লাগিল। বিভুর মায়ায় বারংবার স্নেহপাশে বদ্ধ, কাতর-হৃদয় সেই কপোতী শিশুদিগকে বদ্ধ দেখিয়া স্মৃতিভ্রংশ বশতঃ নিজে সেই জালে বদ্ধ হইল। আপনা হইতেও প্রিয়তর আত্মজদিগকে এবং আত্মসদৃশী ভার্য্যাকে জালবদ্ধ দেখিয়া কপোত অতিদুঃখিত ভাবে বিলাপ করিতে লাগিল,—'অহো, আমি অতি অল্পপুণ্য ও দুর্ম্মতি; আমার দুর্গতি দেখ। গৃহস্থাশ্রমে তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইতে না হইতেই আমার ত্রিবর্গ-সাধন গৃহ নষ্ট হইল। ৬২—৬৮। আমার অনুরূপা, অনুকূলা, পতিদেবতা ভার্য্যা যখন আমাকে শূন্য গৃহে পরিত্যাগ করিয়া সাধু-পুত্রগণের সহিত স্বর্গে গমন করিতেছে; তখন আমি দীন, হতদার, হতপুত্র, কাতর ও দুঃখজীবী হইয়া কিজন্য শূন্যগৃহে জীবন ধারণপূর্ব্বক বাস করিব?' দীন ও দুঃখিত কপোত সেই দারাপুত্রদিগকে জালে আবৃত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়াও সেই জালে পতিত হইল। ক্রূর ব্যাধ গৃহমেধী সেই কপোত, কপোতী ও কপোত-শাবকদিগকে লাভ করিয়া চরিতার্থভাবে গৃহে প্রতিগমন করিল। যে ব্যক্তি এইরূপ কুটুম্বী, অশান্ত-হৃদয় ও গৃহমেধী হইয়া অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ কুটুম্ব পোষণ করে, সে ঐ কপোত-কপোতীর ন্যায় এইরূপ দুঃখিত হইয়া দেহাদির সহিত অবসন্ন হয়। মোক্ষের উন্মুক্ত দ্বার মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি পক্ষীর ন্যায় গৃহে আসক্ত হয়, শাস্ত্রে সেই মূঢ় 'আরূঢ়-চ্যুত' বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।' ৬৯—৭৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

পিঙ্গলার উপাখ্যান।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—রাজন্! স্বর্গে ও নরকে—উভয় স্থানে প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়-জনিত সুখদুঃখ সমান; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা অভিলাষ করিবেন না। খাদ্যদ্রব্য সুরস হউক, বিরস হউক, অধিকই হউক, অল্পই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলে উদাসীন হইয়া অজগরের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিবে। যদি গ্রাস উপস্থাপিত না হয়, তাহা হইলে "দৈবই উপস্থাপক" এইরূপ ভাবিয়া ধৈর্য্য আশ্রয়পূর্ব্বক অজগরের ন্যায় নিরাহার ও নিরুদ্যম হইয়া বহুদিন শয়ন করিয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়বল, মনোবল ও দেহবল প্রাপ্ত হইয়া অকর্ম্মকারী শরীর ধারণপূর্ব্বক নিদ্রাশূন্য হইয়া ও স্বার্থে দৃষ্টি রাখিয়া অজগরের ন্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে; ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন হইলেও কোন চেষ্টা করিবে না। মুনি স্তিমিত-প্রবাহ সাগরের ন্যায়, প্রশান্ত, গম্ভীর, দুরবগাহ, অনতিক্রমণীয়, অনন্তপার ও অক্ষোভ্য হইবেন। সিন্ধু যেমন বর্ষাকালীন নদী সকলের জল প্রাপ্ত হইয়াও বেলা অতিক্রম করে না এবং গ্রীষ্মকালে নদী সকল শুষ্ক হইলেও নিজে শুষ্ক হন না, তদ্রূপ নারায়ণ-পরায়ণ যোগী কাম সকল যথেষ্টরূপে লাভ করিয়া বা ঐ সকলে বর্জ্জিত হইয়া আনন্দে মত্ত বা দুঃখে ম্লান হইবেন না। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়া-রূপিণী স্ত্রীকে দর্শন করিয়া তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত হইয়া, অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় অন্ধ-নরকে পতিত হইয়া থাকে। মায়া-কল্পিত রমণী স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্রাদি দ্রব্যসমূহে উপভোগ-বুদ্ধিতে প্রলোভিত-চিত্ত হইয়া মূর্খ নষ্টজ্ঞান পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয়। ১—৮। যাহাতে দেহ থাকিতে পারে, গৃহ সকল পীড়ন না করিয়া, তাবৎমাত্র গ্রাস অল্প অল্প করিয়া ভোজন করিবেন, মুনি এইরূপে ভ্রমরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ষট্‌পদ যেমন সকল পুষ্প হইতে সার গ্রহণ করে, পণ্ডিত মনুষ্য তেমনি স্বল্প বা বৃহৎ, সকল শাস্ত্র হইতেই সার সংগ্রহ করিবেন। ভিক্ষিত দ্রব্য সায়ংকাল বা পরদিনের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না; হস্তমাত্র বা উদরমাত্র পাত্র করিবেন; মক্ষিকার ন্যায় সংগ্রাহক হইবেন না। ভিক্ষুক, সন্ধ্যা বা পরদিনের নিমিত্ত সংগ্রহ করিলে মক্ষিকার ন্যায় ঐ সংগৃহীত দ্রব্যের সহিত নষ্ট হইবেন। ভিক্ষুক দারময়ী যুবতীকেও পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না; স্পর্শ করিলে, করিণী অঙ্গসঙ্গ বশতঃ করীর ন্যায় গর্ত্তে পতিতও হইতে হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনও নিজের মৃত্যুরূপিণী রমণীকে গ্রহণ করিবেন না; করিলে যেমন অন্য হস্তিগণের দ্বারা হস্তী সকল নিহত হয়, সেইরূপ তাঁহাকে অধিক বলশালিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে হয়। যেমন মধুহা মক্ষিকা-সঞ্চিত মধু জানিতে পারে এবং হরণ করে, সেইরূপ অন্য অর্থবেত্তা কৃপণগণের দুঃখ-সঞ্চিত দান-ভোগবর্জ্জিত ধন অপহরণ করে। মধুহা যেমন সঞ্চয়কারী মক্ষিকাদিগের অগ্রে মধু আস্বাদন করে, সেইরূপ যতি নিতান্ত দুঃখে উপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা গৃহের মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থদিগের অগ্রেই ভোগ করিয়া থাকেন। বনচর যতি কখনও গ্রাম্য গীত শ্রবণ করিবেন না; ব্যাধ-গীত-মোহিত বদ্ধ মৃগের নিকটে ইহা শিক্ষা করিবেন। ১—১৭। হরিণী-জনক ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীদিগের

গ্রাম্য গীত, বাদিত্র ও নৃত্য উপভোগ করিয়া, তাহাদিগের বশতাপন্ন ও ক্রীড়াপুতুল হইয়াছিলেন। অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি প্রমাথিনী জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদনে বিমোহিত হইয়া বড়িশ দ্বারা মীনের ন্যায় মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা রসনা ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয়কেই শীঘ্র জয় করিতে পারেন; নিরাহার ব্যক্তির উহা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে; পুরুষ অন্য ইন্দ্রিয় জয় করিলেও যে পর্য্যন্ত রসনা জয় না করেন, সে পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না; রসনা জয় করিলে সকল ইন্দ্রিয়ই জয় করা হইল। হে নৃপনন্দন! পুরাকালে বিদেহ-নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করিত। তাহা হইতে আমি কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছি, শ্রবণ করুন। সেই বারাঙ্গনা একদা সঙ্কেতস্থানে নাগরকে লইয়া আসিবার অভিলাষে উৎকৃষ্ট বেশভূষা করিয়া যথাকালে বহির্দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই অর্থাভিলাষিণী পথেতে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া, তাহাদিগকে ধনসম্পন্ন শুল্কপ্রদ নাগর বোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা নিকটে আসিয়া চলিয়া যাইলে পর, সঙ্কেতোপজীবিনী সেই বেশ্যা মনে করিতে লাগিল, 'অন্য কোনও ধনী ব্যক্তি আমার সমীপে আসিয়া অনেক দিতে পারে।' এইরূপ দুরাশায় নিদ্রাশূন্য হইয়া সে দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল; কিয়ৎক্ষণ পরে ভিতরে প্রবেশ করিল; কিন্তু আবার বহির্গত হইল, এইরূপ করিতে করিতে নিশীথ উপস্থিত। ধনাশায় তাহার বদন শুষ্ক এবং অন্তঃকরণ দুঃখিত হইল। এই অবস্থায় তাহার ধনচিন্তা জন্য সুখাবহ পরম নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। অন্তঃকরণ নির্ব্বিণ্ণ হইলে, সে যাহা বলিল, তাহা আমি যথাবৎ বলিতেছি শ্রবণ কর; বৈরাগ্য পুরুষের আশপাশে খড়্গ; হে রাজন্! যাহার বৈরাগ্য নাই, দেহবন্ধন ছেদনে তাহার আর উপায়ান্তর নাই। ১৮—২৯। পিঙ্গলা কহিল,—'আহা! আমি কি বিবেকশূন্যা ও অজিতচিত্তা! আমার মোহের পরিসর দর্শন কর। আমি অতি মন্দবুদ্ধি; কেননা, আমি অতি তুচ্ছ কান্তের নিকট হইতে কাম্যবস্তু কামনা করিতেছি। আমি অন্তরে রমমাণ নিত্যরাগ ও ধনপ্রদ এই নিত্য সংপদার্থের উপাসনা ত্যাগ করিয়া মূর্খের ন্যায় অকামদ, দুঃখপ্রদ, ভয়, শোক ও পীড়াদায়ক অতি তুচ্ছ পুরুষকে ভজনা করিয়াছিলাম! সাঙ্কেত-বৃত্তি অতি নিন্দনীয়া বৃত্তি; আহা! তাহা দ্বারা আমি অনর্থক আত্মাকে এতকাল পরিতাপিত করিয়াছি। আমি—লম্পট, অর্থলুব্ধ, অনুশোচনীয় পুরুষের নিকট হইতে তৎকর্তৃক ক্রীত দেহ দ্বারা ধন ও রতি ইচ্ছা করিয়াছি। অস্থি দ্বারা যাহার বংশ বংশ ও স্থূণা নির্ম্মিত হইয়াছে; যাহা ত্বক্, রোম ও নখ দ্বারা আবৃত ও যাহার নবদ্বার ক্ষরিত হইতেছে; এই বিষ্ঠামূত্র-পরিপূর্ণ গৃহ, আমা ভিন্ন আর কোন্ কামিনী সেবা করে? এই বিদেহ-নগরে নিশ্চয় একা আমিই মূঢ়বুদ্ধি; কেননা, আমি এই আত্মপ্রদ অচ্যুত ভিন্ন অন্যের নিকট কাম ইচ্ছা করিতেছি। ইনি শরীরীদিগের সুহৃদ্, প্রিয়তম, নাথ ও আত্মা; আমি আপনা দ্বারা ইঁহাকে ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় ইঁহার সহিত বিহার করিব। উৎপত্তিবিনাশশালী বিষয় সকল, বিষয়প্রদ নর, বা কাল-কবলিত দেবতা; তাঁহারা পত্নীর কতটুকু প্রিয়সাধন করিয়াছেন? আমি দুরাশা-সম্পন্না; আমার যে এই সুখাবহ নির্ব্বেদ উদিত হইল, ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই কোন কর্ম্ম বশতঃ ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ৩০—৩৭। আমি যদি মন্দভাগ্যা হইতাম, তাহা হইলে আমার বৈরাগ্যের হেতুভূত এত ক্লেশ হইত না; যে বৈরাগ্য দ্বারা গৃহাদি বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার কৃত উপকার মস্তকে লইয়া, গ্রাম্যসংসৃষ্ট দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া, সেই অধীশ্বরের শরণ লই। সন্তোষ-সহকারে শ্রদ্ধা করিয়া এবং যাহা পাইব, তাহাতেই জীবন ধারণ করিয়া আমি এই রমণ আত্মার সহিত বিহার করিব। আমার আত্মা সংসার-কূপে নিপতিত; বিষয় সকল ইহার দৃষ্টি হরণ করিয়াছে এবং কালসর্প ইহাকে গ্রাস করিয়াছে; অন্য কে ইহাকে উদ্ধার করিতে পারে? যখন জগৎকে কালসর্প-কবলিত নিরীক্ষণ করিবে এবং সেই হেতু অপ্রমত্ত ঐহিক ও আমুষ্মিক সমুদায় ভোগ হইতে বিরক্ত হইবে; তখন নিজেই নিজের রক্ষা করিতে পারিবে।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'পিঙ্গলা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, নাগর-লাভের জন্য দুরাশা পরিত্যাগ করিল এবং শান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। আশাই পরম দুঃখ; নিরাশই পরম সুখ, কেননা, কান্তের আশা পরিত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল।' ৩৮—৪৪।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

অবধূত-বাক্য।

"ব্রাহ্মণ কহিলেন,—'মনুষ্যদিগের যে যে বস্তু প্রিয়তম, সেই সেই বস্তুর সহিত আসক্তিই দুঃখের নিমিত্ত; অতএব যে অকিঞ্চন ব্যক্তি তাহা জানিয়াছেন, তিনিই অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারিয়াছেন। আমিষ-সম্পন্ন কুরর-পক্ষীকে আমিষহীন অন্যান্য কুররেরা বধ করে। সেই আমিষ ত্যাগ করিয়া সে সুখী হইয়া থাকে। আমার মান, অপমান নাই; পুত্রবান্ ও গৃহীদিগের ন্যায় কোন চিন্তাও নাই; আমি আপনাআপনিই ক্রীড়া করিয়া এবং আপনাতেই আসক্ত হইয়া বালকের ন্যায় এই সংসারে ভ্রমণ করি। অজ্ঞ উদ্যম-রহিত বালক এবং যিনি প্রকৃতির পরবর্ত্তী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; এই উভয় ব্যক্তিই চিন্তাশূন্য ও পরমানন্দময়। কোনও সময়ে কতকগুলি ব্যক্তি কোনও এক কুমারীকে বরণ করিবার নিমিত্ত তাহার গৃহে উপস্থিত হয়; তৎকালে তাহার বন্ধুজন স্থানবিশেষে গমন করিয়াছিল, সেই জন্য কুমারী নিজেই তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। হে মহীপতে! কুমারী তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত নির্জ্জনে শালিধান্য কুটিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কুমারীর প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সকলের অতি শব্দ হইতে লাগিল। ১—৬। সে তাহাকে লজ্জাজনক বোধ করত এক এক করিয়া শঙ্খ সকল ভগ্ন করিল, দুই দুই গাছি করিয়া এক এক হস্তে অবশিষ্ট রাখিল। তথাপি অবঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শঙ্খ-দ্বয়ের শব্দ হইতে লাগিল। তাহা হইতেও একগাছি ভগ্ন করিল; একগাছি হইতে আর শব্দ হইল না। হে অরিন্দম! লোকতত্ত্ব জানিবার অভিলাষে এই সকল লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সেই কুমারী হইতে এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছি;—বহুজনের একত্রবাস; বা দুইজনের একত্র-বাসও কলহের কারণ হইয়া থাকে; অতএব কুমারী-কঙ্কণের ন্যায় একাকীই বাস করিবে। জিতাসন ও জিতশ্বাস হইয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগ দ্বারা মনকে এক বিষয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। এই মন যাহাতে স্থান লাভ করিয়া অল্পে অল্পে কর্ম্ম বাসনা পরিত্যাগ করে এবং উপশমাত্মক সত্ত্বগুণ দ্বারা রজস্তমঃ নাশ করিয়া গুণ ও গুণকার্য্য-রহিত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, ইঁহাকে তাহাতে সংযুক্ত করিয়া

রাখিবে। যেমন বাণে নিবিষ্টচিত্ত বাণ-নির্ম্মাতা ব্যক্তি পার্শ্বে গমনকারী রাজাকে জানিতে পারে না, সেইরূপ চিত্তকে অবরুদ্ধ করিলে, তখন বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবেন না; সর্পের ন্যায় মুনি একচারী, গৃহহীন, সাবধান, গুহাশায়ী, আচার দ্বারা অলক্ষ্য, অসহায় ও অল্পভাষী হইবেন। ৭—১৪। নশ্বর-দেহ মনুষ্যের গৃহারম্ভই দুঃখের কারণ ও নিস্ফল; সর্প পরকৃত-গৃহে বাস করিয়া সুখী হইয়া থাকে। দেব নারায়ণ পূর্ব্বসৃষ্ট এই জগৎ কল্পান্ত-সময়ে কালশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া আত্মাধার ও অখিলাশ্রয়রূপে এক ও অদ্বিতীয় হইয়া থাকেন। আত্মশক্তি কাল-প্রভাবে শক্তি সকল এবং সত্ত্বাদিক্রমে স্ব স্ব কারণে লীন হইলে পর, কৃষ্ণ পুরুষের ঈশ্বর আদি-পুরুষ, ব্রহ্মাদি ও অন্যান্য মুক্ত জীবগণের প্রাপ্য হইয়া অবস্থিতি করেন; কারণ, তিনি নিরুপাধিক, নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ ও আনন্দ-সন্দোহ; অতএব মোক্ষ শব্দের প্রতিপাদ্য। হে শত্রুদমন! নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুভব-রূপ কাল দ্বারা, ত্রিগুণাত্মিকা নিজ মায়াকে ক্ষোভিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রথমে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। অহঙ্কার দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি-কারিণী, অতএব বিশ্বতোমুখী ও ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াকেই সূত্রাত্মা বলা যায়, ইহাতেই এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত রহিয়াছে এবং ইহা দ্বারা পুরুষ সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন উর্ণনাভ মুখ দ্বারা হৃদয় হইতে উর্ণা বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে; তদ্রূপ মহেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। ১৫—২১। দেহী,—স্নেহ, দ্বেষ, বা ভয় হেতু যাহাতে যাহাতে সমগ্র মন ধারণ করে, মরণান্তে তাহারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়; রাজন্! কীট পেশস্কারকে ধ্যান করিতে করিতে তৎকর্ত্তৃক ভিত্তির মধ্যে প্রবেশিত হইয়া, পূর্ব্ব রূপ পরিত্যাগ না করিয়াই, তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। এই সকল গুরু হইতে আমি এইরূপ বুদ্ধি শিক্ষা করিয়াছি। হে প্রভো! স্বীয় শরীর হইতে যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। শরীর আমার গুরু; কারণ, নিরন্তর মনঃপীড়া যাহার শেষ ফল, সেই উৎপত্তি-বিনাশ ইহার ধর্ম্ম; আর, আমি ইহা দ্বারা যথাযথ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকি; অতএব ইহা আমার বিবেকের কারণ; তথাপি ইহাকে পরকীয় স্থির করায় সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি। পুরুষ যে দেহের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গ বিস্তার করিয়া কষ্টে ধন সঞ্চয়পূর্ব্বক পোষণ করে, বৃক্ষধর্ম্মা সেই দেহ এই পুরুষের কর্ম্মরূপ দেহান্তর-বীজ উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন অনেক সপত্নী গৃহস্বামীকে শীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ রসনা ইহাকে একদিকে আকর্ষণ করে; তৃষ্ণা অন্য দিকে; শিশ্ন অন্য দিকে; ত্বক্, উদর, কর্ণ, আর নাসিকা, চপল চক্ষু এবং কর্ম্মশক্তি অন্যান্য দিকে আকর্ষণ করে। ২২—২৭। দেব নারায়ণ আত্মশক্তি মায়া দ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী ও দন্দশূক প্রভৃতি বিবিধ শরীর সৃষ্টি করিয়া, ঐ ঐ সকলে সন্তুষ্ট-চিত্ত না হওয়াতে, ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ-শরীর সৃষ্টি করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। এই সংসারে বহু জন্মের পর অনিত্য হইলেও পুরুষার্থ-সাধন মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, ইহা পতিত না হইতে হইতেই ধীর ব্যক্তি শীঘ্র মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন; বিষয়ভোগ সকল জন্মেই হইয়া থাকে। এইরূপে বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞান দীপ-প্রভাবে অহঙ্কার ও সঙ্গ পরিত্যাগ করত আত্মনিষ্ঠ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি। নিশ্চয়ই এক গুরুর নিকট হইতে সুস্থির সুপুষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; কেননা, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁহাকে নির্ণয় করিতেছেন।' ভগবান্ কহিলেন, অগাধবুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন এবং রাজা কর্ত্তৃক বন্দিত, সুপূজিত এবং তজ্জন্য আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক যথাগত গমন করিলেন; আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্বজাত সেই যদু, অবধূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসঙ্গ-বিনির্ম্মুক্ত ও সমদর্শী হইয়াছিলেন।' ২৮—৩৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

ভগবানের প্রতি উদ্ধবের প্রশ্ন।

ভগবান্ কহিলেন,—'আমি যে সমস্ত নিজ নিজ ধর্ম্ম কহিয়াছি, মদাশ্রিত ব্যক্তি তাহাতে সাবধান হইয়া মন হইতে বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ণ, আশ্রম ও কুলানুরূপ আচার করিবে। বিষয়াসক্ত দেহী সকল বিষয়কে যথার্থ বোধ করিয়া যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তৎসমুদায়েরই বিপরীত ফল ফলে; শুদ্ধচিত্ত হইয়া, ইহা দর্শন করিবে। সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থায় বিষয়-দর্শন বা চিন্তাকারীর মনোরথ, যেমন নানাত্মক বলিয়া অর্থশূন্য, সেইরূপ বিষয় সকলে ইন্দ্রিয়-জনিত আত্মবুদ্ধিও নানাত্ব বশতঃ অর্থশূন্য মৎপরায়ণ হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মই করিবে; কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে; আত্মবিচারে সম্পূর্ণ-রূপে প্রবৃত্ত হইয়া, নিবৃত্তি-কর্ম্মবিধানেও আস্থাবান্ হইবে না। কিন্তু মৎপরায়ণ হইতে সংযম সকল নিত্যসেবা করিবে; নিয়ম সকল কখন কখন সেবা করিবে, আর যিনি আমাকে বিশেষরূপে জানেন, আমার স্বরূপ সেই শান্ত-গুরুর আরাধনা করিবে। ১—৫। অভিমান, মাৎসর্য্য, আলস্য ও মমতা ত্যাগ করিবে; গুরুতে দৃঢ়রূপে সৌহার্দ-বন্ধন করিয়া থাকিবে, ব্যগ্র হইবে না; তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিবে এবং অসূয়া ও অনর্থক আলাপ পরিহার করিবে। স্বীয় প্রয়োজনকে সর্ব্বত্রই সমান দেখিয়া স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে উদাসীন হইয়া, কেবল গুরুর উপাসনা করিবে। যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য ও প্রকাশ্য কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন পদার্থ, সেইরূপ দর্শক ও স্বপ্রকাশ আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক্। ধ্বংস, জন্ম, সূক্ষ্মত্ব ও নানাত্ব অগ্নির গুণ নহে; অগ্নি কাষ্ঠের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তদীয় গুণ সকল অবলম্বন করিয়া থাকে; এইরূপ আত্মাও দেহের গুণসমূহ ধারণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের গুণগ্রাম দ্বারা স্থূল দেহ বিরচিত; জীবের সংসার ইহাদিগেরই অধ্যাস-বলে উৎপাদিত; আত্মজ্ঞান দ্বারা তাহা ছিন্ন হয়; অতএব কার্য্য-কারণ-সমূহে অবস্থিত, নিষ্কল, পরম আত্মাকে বিচার দ্বারা সম্যক্‌রূপে জানিয়া যথাক্রমে এই দেহাদিতে যথার্থ-বুদ্ধি ত্যাগ করিবে। ৬—১১। আচার্য্য নিম্নস্থ কাষ্ঠ; শিষ্য উপরিস্থ কাষ্ঠ; উপদেশ মধ্যস্থিত মন্থনকাষ্ঠ; আর, বিদ্যা উহাদিগের সংঘট্টোদ্ভূত সুখাবহ অনল। অতি-নিপুণ শিষ্যকর্ত্তৃক লব্ধ সেই অতি-বিশুদ্ধ বুদ্ধি গুণসম্ভূত মায়াকে নিবর্তিত করিয়া দেয় এবং এই বিশ্ব-সম্ভব গুণ সকলকে দাহ করিয়া, নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায়, আপনিও নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। যদি কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখ-দুঃখভোগী এই সকল জীবাত্মার নানাত্ব স্বীকার কর; যদি স্বর্গাদি-লোক, কাল, কর্ম্মবোধক শাস্ত্র ও আত্মার নিত্যতা মনে কর, যদি সমুদায় ভোগ্য-পদার্থের যথাবৎ স্থিতিকে ধারারূপে নিত্য বলিয়া স্বীকার কর এবং যদি মনে কর যে, 'তত্তৎ আকৃতির ভেদেতে করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং অনিত্য বলিয়া নাম পায়; তাহা হইলেও দেহসংযোগ ও কালের অবয়বহেতু সমস্ত শরীরীর বারংবার জন্মাদি অবস্থা প্রবৃত্ত হইতে

পারে। আর, সে পক্ষেও কর্ম্ম সকলের কর্তা এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তার পরাধীনতা লক্ষিত হইতেছে; অস্বাধীনকে কোন্ পুরুষার্থ-সাধন উদ্দেশে উপাসনা করিবে? পণ্ডিত দেহীগণেরও কিঞ্চিৎ সুখ নাই; এইরূপ মূঢ়দিগেরও কোথাও দুঃখ নাই; অতএব অহঙ্কার কেবল নিরর্থক। যদি সুখ-দুঃখ-প্রাপ্তি ও নাশ জানে, তথাপি তাহারা মৃত্যুপ্রভাব-প্রতি-বন্ধক যোগ অবগত হইতে পারে না। যখন বধ্যস্থানে নীয়মান বধ্যের ন্যায়, নিকটে অতুচ্ছিদ মৃত্যু অবস্থিতি করিতেছে, তখন কোন্ পুরুষার্থ বা কাম ইহাকে সুখী করিতে পারে? দৃষ্ট সুখভোগের ন্যায়, শ্রুত স্বর্গ ও স্পর্দ্ধা, অসূয়া নাশ ও অপক্ষয় দ্বারা দূষিত এবং বিঘ্নবহুল সুখ থাকাতে ইহা কৃষির ন্যায় নিষ্ফল। ১২—২১। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্ম বিঘ্নশূন্য হইলে, তদ্দ্বারা উপার্জ্জিত স্থান যে প্রকারে পাওয়া যায়, তাহা শ্রবণ কর,—যাজ্ঞিক ইহ-লোকে যজ্ঞ সকলের দ্বারা, দেবগণের যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন; তথায় দেবতার ন্যায়, নিজ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত দিব্য ভোগ সকল ভোগ করিয়া থাকেন। মনোহর বেশ ধারণপূর্ব্বক নিজ পুণ্য দ্বারা সর্ব্বভোগ-সম্পন্ন শুভ্র বিমানে আরোহণ করিয়া রমণীদিগের মধ্যে বিহার করিতে করিতে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া থাকেন। দেবতাদিগের ক্রীড়াস্থান সকলে কিঙ্কিণীজাল-জড়িত কামগামী যানযোগে স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সুখিত হইয়া আপনার অবশ্যম্ভাবী পতন জানিতে পারেন না। যতকাল পুণ্য-সমাপ্তি না হয়, ততকাল তিনি স্বর্গে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; পুণ্যক্ষয় হইলে পর, কাল-প্রেরিত হইয়া, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অধঃপতিত হইয়া থাকেন। ২২—২৭। যদি বা অসৎ ব্যক্তিদিগের সঙ্গ বশতঃ জীব অধর্ম্ম-নিরত, অজিতেন্দ্রিয়, নীচাশয়, লুব্ধ, স্ত্রৈণ এবং ভূতগণের হিংসক হইয়া অবিধিপূর্ব্বক পশুবধ করত প্রেত-ভূতগণের যাগ করেন, তাহা হইলে ত অবশ হইয়া বিবিধ নরকে গমনপূর্ব্বক ভয়ানক অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হন। কর্ম্ম সকলের উত্তরকাল দুঃখপ্রদ; দেহ দ্বারা সেই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারাই আবার শরীর লাভ করে; অতএব মর্ত্ত্যধর্ম্মিগণের সে সকলে সুখ কি? লোক এবং কল্পজীবী লোকপালগণের আমা হইতে ভয় আছে; দ্বিপরার্দ্ধ সংবৎসর যাঁহার পরমায়ু, সেই ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয়। গুণ সকল দ্বারাও ইন্দ্রিয়বর্গ সৃষ্ট হইয়া থাকে; এই জীব ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল সমস্ত ভোগ করিয়া থাকে। যতদিন গুণগণের বৈষম্য থাকে, ততদিন আত্মার নানাত্ব, ততকাল পরাধীনতা; যতদিন ইঁহার পরাধীনতা, ততদিন ঈশ্বর হইতে ভীতি। যাঁহারা ভোগ এবং কর্ম্ম সেবন করেন, তাঁহারা শোকগ্রস্ত হইয়া বিমূঢ় হইয়া থাকেন। মায়া-ক্ষোভ হইলে আমাকে কাল, আত্মা, আগম, লোক, স্বভাব বা ধর্ম্ম, এইরূপ বিবিধরূপে বর্ণন করিয়া থাকে।” ২৮—৩৪। উদ্ধব কহিলেন, “বিভো! গুণগণের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে, দেহী দেহ-জাত কর্ম্ম ও সুখাদিতে কিরূপে বদ্ধ না হইয়া থাকিবে? আর সম্বন্ধ না থাকিলে বা, গুণগণ দ্বারা বদ্ধ হয় কেন? বদ্ধ আর মুক্ত ব্যক্তি কিরূপ ব্যবহার করেন, কিরূপ বিহার করেন? কি কি লক্ষণ দ্বারা উভয়কে জানা যায়? কিরূপে ভোজন করেন? কোথায় শয়ন করিবেন? কি পরিত্যাগ করেন? কোথায় উপবেশন করেন? কিরূপে গমন করেন? হে প্রশ্নবেত্তৃশ্রেষ্ঠ! এই আমার প্রশ্ন; তবে কি একই আত্মা নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত; এই আমার ভ্রম, উত্তর করিয়া তাহা দূর কর।” ৩৫—৩৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

বদ্ধ-মুক্তাদির লক্ষণ।

ভগবান্ কহিলেন,—“আমার সত্ত্বাদি গুণরূপ উপাধি বশতঃ আত্মা বদ্ধ ও মুক্ত হইয়া থাকেন; বস্তুতঃ তিনি তাহা নহেন, গুণ মায়ামূলক বলিয়া বাস্তবিক বন্ধ মোক্ষ নাই; আমি এইরূপ নির্ণয় করিয়াছি। শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ এবং দেহোৎপত্তি মায়া দ্বারা হইয়া থাকে; স্বপ্নের ন্যায় সংসারও বুদ্ধিকার্য্য এবং অ-বাস্তব। হে উদ্ধব! নিশ্চয় জানিও, শরীরীদিগের বন্ধ-মোক্ষকর বিদ্যা ও অবিদ্যা—আমার দুই আদ্যা শক্তি; আমার মায়া দ্বারা বিরচিত। হে মহামতে! আমার অংশস্বরূপ অদ্বিতীয়, এই অনাদি জীবেরই অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ এবং বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে। হে তাত! ইহার পর এক আশ্রয়ে অব-স্থিত, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মসম্পন্ন বদ্ধ ও মুক্তির বৈলক্ষণ্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ১—৫। ইঁহারা উভয়ে সুন্দর-পক্ষ-বিশিষ্ট; সদৃশ সখা; যদৃচ্ছাক্রমে বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইঁহা-দিগের একটী পিপ্পলার ভক্ষণ করেন; অন্যটী নিরাহার হইলেও বল দ্বারা শ্রেষ্ঠতর। যিনি পিপ্পল আহার করেন না, সেই বিদ্বান্, আত্মাকে ও আত্ম-ভিন্নকে জ্ঞাত আছেন; যিনি পিপ্পল ভক্ষণ করেন, তিনি সেরূপ নহেন। যিনি অবিদ্যার সহিত সংযুক্ত, তিনি নিত্যবদ্ধ; যিনি বিদ্যাময়, তিনি নিত্যমুক্ত। স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায়, বিদ্বান্ দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন; মূঢ়বুদ্ধি অপর ব্যক্তি স্বপ্নদর্শীর ন্যায়, দেহস্থ না হইয়াও দেহস্থ। যিনি নির্ব্বিকার, বিদ্বান্, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় এবং গুণগণ দ্বারা গুণগণ গ্রহণ করিলেও, তিনি ‘আমি গ্রহণ করিতেছি,’ এরূপ মনে করিবেন না। অপণ্ডিত ব্যক্তি গুণজনিত কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম করত এই দৈবাধীন শরীরে বাস করিয়া ‘আমি কর্ত্তা’ ভাবিয়া তাহাতে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপে বিরক্ত হইয়া শয়ন, উপবেশন, পর্য্যটন, মজ্জন, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রব-ণাদি বিশেষ বিশেষ বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ করাইয়া, ঐ রূপে বদ্ধ হন না; প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিয়াও আকাশ, সূর্য্য ও অনিলের ন্যায় নিঃসঙ্গ হইয়া বৈরাগ্যযোগ দ্বারা তীক্ষ্ণী-কৃতা নিপুণবুদ্ধি-সংবর্দ্ধিনী দৃষ্টি দ্বারা সংশয় ছেদন করেন এবং স্বপ্ন হইতে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায় দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আচরণ সকল সঙ্কল্পশূন্য হয়, তিনি দেহস্থ হইয়াও তাহার গুণগণ হইতে মুক্ত। ৬—১৪। যাঁহার দেহ হিংসকগণ কর্ত্তৃক হিংসিত, বা কোথাও যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদৃচ্ছাক্রমে কিঞ্চিৎ পূজিত হয়, তাহাতে পণ্ডিত বিকারযুক্ত হন না। সমদর্শী গুণদোষ-বর্জ্জিত মুনি প্রিয়কারী, অপ্রিয়কারী, প্রিয়বাদী কিংবা অপ্রিয়-বাদীকে স্তব বা নিন্দা করিবেন না; মুনি ভাল মন্দ করিবেন না, বলিবেন না বা চিন্তা করিবেন না; আত্মারাম হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় পর্য্যটন করিবেন। শব্দ-ব্রহ্মের পারগামী হইয়াও যদি পরব্রহ্মে ধ্যানাদি যোগ না করে, তাহা হইলে অ-ধেনু গোর প্রতিপালকের ন্যায় পরিশ্রমই তাহার শ্রমফল। হে উদ্ধব! যাহার দুঃখের পর দুঃখ নির্দ্দিষ্ট, সে অপ্রজনন-সমর্থা গাভী, অসতী স্ত্রী; পরাধীন দেহ; অসৎ পুত্র; অপাত্রসাৎকৃত ধন ও মদ্বিরহিত বাক্য, রক্ষা করে। অহহ! যাহাতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসস্বরূপ মদীয় পাবন কর্ম্ম, বা লীলাবতারেই, অভীপ্সিত জন্ম-চরিত না থাকে, সে বাক্য নিষ্ফল; পণ্ডিত তাহা ধারণ করিবেন না। এইরূপ ... আমার ভ্রম ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধচিত্ত

সর্ব্বত্র আমার প্রতি সমর্পণপূর্ব্বক উপরত হইবে। যদি ব্রহ্মে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ হইয়া আমাতে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ কর। হে উদ্ধব! পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার লোক-পাবনী, সুমঙ্গল কথা শ্রবণ, গান ও স্মরণ, এবং বারংবার আমার জন্ম ও কর্ম্মের অভিনয় করত আমার জন্য ধর্ম্মার্থকাম সকল আচরণ করিয়া আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তিনি সৎসঙ্গ বশতঃ প্রাপ্ত আমার প্রতি ভক্তি দ্বারা আমাকে ধ্যান করেন, তিনি সাধুগণ-প্রদর্শিত মদীয় পদ নিশ্চয়ই সুখে লাভ করিতে পারেন।" ১৫—২৫। উদ্ধব কহিলেন, "হে উত্তমঃশ্লোক! হে প্রভো! কিরূপ সাধু তোমার উত্তম বলিয়া সম্মত? সাধুগণের আদৃত কিরূপ ভক্তিই বা তোমাতে যোগ করা যায়? হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে লোকাধ্যক্ষ! হে জগৎপ্রভো! আমি প্রণত, অনুরক্ত ও বিপন্ন, আমাকে ইহা বল। তুমি আকাশ-সদৃশ সঙ্গহীন, প্রকৃতির অতীত পুরুষ, পরম ব্রহ্ম; হে ভগবন্! স্বেচ্ছাক্রমে পরিমেয় দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ।" ভগবান্ কহিলেন, "উদ্ধব! যিনি সকল শরীরীর প্রতি কৃপালু, অহিংস্রক ও ক্ষমাশীল; সত্য যাঁহার বল; যিনি নির্দ্দোষ, সমদর্শী ও সর্ব্বোপকারী; যাঁহার চিত্ত কামসমূহ দ্বারা অনভিভূত; যিনি জিতেন্দ্রিয়; যিনি কোমলচিত্ত, সদাচার, সঙ্গহীন, নিরীহ, মিতভোজী, জিতচিত্ত, স্বধর্ম্ম-নিরত, মদেকাবলম্বী ও চিন্তাশীল; যিনি সাবধান, নির্ব্বিকার-চিত্ত, ধৈর্য্যশালী, ষড়্গুণ-বিজয়ী, মানবিষয়ে অপ্রত্যাশী, মানপ্রদ, পরকে বুঝাইতে দক্ষ, অপ্রতারক, কারুণিক ও সম্যক্ জ্ঞানী; তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ। আর, যিনি গুণ দোষ সকল জ্ঞাত হইয়া বেদরূপে আমার আদিষ্ট স্বীয় কর্ম্মনিচয় পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আরাধনা করেন, তিনিও সাধুশ্রেষ্ঠ। ২৬—৩২। আমি যাহা যতটুকু ও যেরূপ, ইহা পুনঃপুনঃ জানিয়া যাঁহারা একান্ত মনে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ। হে উদ্ধব! আমার প্রতিমাদি চিহ্ন দর্শন, আমার ভক্ত দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি ও মনোহর গুণকর্ম্মের কীর্ত্তন; মৎ কথাশ্রবণে শ্রদ্ধা; আমার চিন্তা; আমাতে সমুদায় লব্ধ বস্তুর সমর্পণ; দাস্যভাবে আত্ম-নিবেদন; মদীয় জন্মকর্ম্ম-কীর্ত্তন, মদীয় পর্ব্ব সমুদায়ের অনুমোদন; গীত, বাদিত্র এবং সম্প্রদায় দ্বারা গৃহে উৎসব; সকল বার্ষিক পর্ব্বে যাত্রা ও পুষ্পোপহার প্রভৃতি প্রদান; বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা; মদীয় ব্রত-ধারণ; আমার প্রতিমা-স্থাপনে শ্রদ্ধা; উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াস্থান, পুর ও মন্দির কর্ম্মে স্বতঃ বা দলে মিলিত হইয়া উদ্যম; সংমার্জ্জন, উপলেপন, সেক ও মণ্ডলাবর্ত্তন দ্বারা দাসের ন্যায় অকপটভাবে আমার গৃহসেবা; অভিমান ত্যাগ; অদাম্ভিকত্ব এবং আচরিত ধর্ম্মকর্ম্মের কীর্ত্তন না করা; এই সকল ভক্তির লক্ষণ। ৩৩—৪০। ভক্তির আরও লক্ষণ বলি; আমাকে নিবেদিত দীপালোক নৈবেদ্য গ্রহণ করিবে না; লোকে যাহা যাহা অতিশয় অভিলষিত এবং যাহা নিজের প্রিয়, আমার উদ্দেশে তাহা তাহা নিবেদিত হইলে অসীম ফলজনক হইবে। হে ভদ্র! সূর্য্য, অগ্নি, বিপ্র, গাভী, বৈষ্ণব, হৃদয়, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদায় প্রাণী, আমার পূজার আধার। অহে! বেদবিদ্যা দ্বারা সূর্য্যে, ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্য দ্বারা ব্রাহ্মণে, তৃণাদি দ্বারা গোসমূহে, মিত্রের ন্যায় সম্মাননা দ্বারা বৈষ্ণবে ধ্যান, দ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণদৃষ্টি দ্বারা বায়ুতে, জল প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা জলে এবং গোপনীয় মন্ত্রন্যাস দ্বারা পৃথিবীতে আমার অর্চ্চনা করিবে। নানাবিধ ভোগ দ্বারা আত্মাতে আত্মারূপী আমার পূজা করিবে; আমি সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ; সমত্ব দ্বারা আমার যাগ করিবে। সমাধিযোগে আমার শঙ্খ-চক্র গদাপদ্ম-যুক্ত, চতুর্ভুজ, শান্ত রূপ ধ্যান করিয়া এইরূপে এই সমস্ত আধারে পূজা করিবে। যিনি সমাহিত হইয়া ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা এইরূপে আমার যাগ করিবেন, তিনি আমাতে উত্তম ভক্তিমান্ হইবেন। সাধুসেবা দ্বারা আমা সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। হে উদ্ধব! সৎসঙ্গলব্ধ ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার-তরণের আর অন্য উত্তম উপায় নাই; কারণ আমি সাধুদিগের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। হে যদুনন্দন! তুমি পরম গুহ্য কাহিনী শ্রবণ করিতেছ; ইহার পর তোমাকে আরও অত্যন্ত নিগূঢ় বিষয় বলিব; তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃদ্ ও সখা।" ৪১—৪৯।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

সাধুসঙ্গ-মহিমা ও কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ম্মত্যাগের বিধি।

ভগবান্ কহিলেন, "সখে! সর্ব্বসঙ্গ-নিবর্ত্তক সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে; যোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রত, দেবার্চ্চনা, গোপনীয় মন্ত্র, তীর্থ-পর্য্যটন, নিয়ম এবং যম সকল আমাকে তাদৃশ বশ করিতে পারে না। দৈত্য, রাক্ষস, পক্ষী, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর এবং বিশেষ বিশেষ যুগে মনুষ্য লোকের মধ্যে রজস্তমঃ-প্রকৃতি বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজগণ; বৃত্র ও প্রহ্লাদাদি এবং বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ; সুগ্রীব, হনুমান্ জাম্ববান্, গজ, গৃধ্র জটায়ু, তুলাধার, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজ-গোপিকাগণ ও যজ্ঞপত্নী সকল; অনেকেই সৎসঙ্গ হেতু আমার পদ লাভ করিয়াছে; তাহারা শ্রুতিপাঠ করে নাই, মহত্তম ব্যক্তিদিগের উপাসনা করে নাই, ব্রতাচরণ করে নাই, তপস্যাও করে নাই; কেবল সুসঙ্গরূপ মদীয় সঙ্গবশতঃ আমাকে লাভ করিয়াছে। ১—৭। গোপীগণ, গোগণ, যমলার্জ্জুনাদি নগগণ, মৃগগণ, কালিয়াদি নাগগণ এবং অন্যান্য অনেক মূঢ়বুদ্ধিগণ, কেবল প্রীতি দ্বারাই কৃতার্থ হইয়া স্বচ্ছন্দে আমাকে লাভ করিয়াছে। যত্ন থাকিলেও যোগ, জ্ঞান, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাস দ্বারা আমাকে পাইতে পারে না। অক্রূর, রামের সহিত আমাকে মথুরা লইয়া গেলে পর, দৃঢ়তর প্রেমবশে আমাতে অনুরক্ত-হৃদয়, আমার বিয়োগ-নিবন্ধন তীব্র-মনোব্যথা-সম্পন্ন গোপীগণ অন্য কিছু সুখের হেতু বলিয়া মনে করে নাই। তাহারা বৃন্দাবনে গোচারণকারী প্রিয়তম আমার সহিত সেই সেই রাত্রি সকল ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহন করিয়াছিল। অহে! আমার বিরহে আবার সেই সকল রাত্রিই তাহাদিগের পক্ষে কল্পসদৃশ হইয়াছিল। যেমন মুনিরা সমাধি-সময়ে নাম ও রূপ অবগত থাকেন না; আসক্তি-নিবন্ধন আমাতে চিত্ত বদ্ধ করাতে, তাহারাও সেইরূপ নিকটস্থ ও দূরস্থ নিজ দেহকে জানিতে পারে নাই। কিন্তু যেমন সমুদ্র-সলিল নদী সকলে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে তাহাদিগের কেবল আমার প্রতি ইচ্ছা ছিল; তাহারা স্বরূপ জানিত না; তথাপি এইরূপ সহস্র সহস্র অবলা সাধুসঙ্গহেতু, জার-রমণ বুদ্ধিতেও পরমব্রহ্ম-স্বরূপেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব হে উদ্ধব! শ্রুতি, স্মৃতি, নিবৃত্তি, এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল শরীরীর আত্মারূপ একমাত্র আমারই একাগ্র ভক্তিতে শরণ লইয়া আমা দ্বারাই অকুতোভয় হও।" ৮—১৫।

উদ্ধব কহিলেন, "হে যোগেশ্বরের ঈশ্বর! যে সংশয় দ্বারা আমার মন নিতান্ত ভ্রান্ত হইতেছে; আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার আত্মই সেই সন্দেহ এখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।" ভগবান্ কহিলেন, "চক্র-সমুদায়ের মধ্যে যাঁহার প্রকাশ, সেই স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর নাদ-সম্পন্ন প্রাণের সহিত গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক সূক্ষ্ম মনোময় রূপ প্রাপ্ত হইয়া মাত্রা, স্বর ও বর্ণ,—এইরূপে অতি স্থূল হইয়া থাকেন। যেমন আকাশে উষ্মারূপ অনল, কাষ্ঠে সবলে মন্থন-প্রযুক্ত বায়ু-সহায়ে, অণুরূপে উৎপন্ন হইয়া ঘৃতযোগে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই বাক্য আমার প্রকাশ। এইরূপ বচন, কর্ম্ম, গতি, বিসর্জ্জন, ঘ্রাণ, রসন, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, সঙ্কল্প, বিজ্ঞান, অভিমান, সূত্র ও সত্ত্বরজস্তমোগুণের বিকার আমার প্রকাশ। এই পরমেশ্বর আদিতে অব্যক্ত একমাত্র ছিলেন; বীজ যেমন ক্ষেত্র পাইয়া, শক্তি সকল বিভক্ত হওয়াতে, তিনি তেমনি যেন বহুরূপে প্রতীয়মান হন; কারণ তিনি ত্রিগুণের আশ্রয় পদ্মযোনি। অনন্ত বিশ্ব সূত্রবিস্তারে বস্ত্রের ন্যায় উহাঁতে ওত-প্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ১৬—২১। উনি এই অনাদি, প্রবৃত্তি-স্বভাব সংসারতরু; ভোগ ও মুক্তিরূপ দুইটী পুষ্প-ফল প্রসব করে; পুণ্য ও পাপ ইহার দুইটী বীজ; অপরিমিত বাসনা ইহার মূল; তিন গুণ ইহার কাণ্ড; পঞ্চভূত ইহার স্কন্ধ, ইহার ফলে শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চরস; একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা, জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটী সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী ইহাতে কুলায় প্রস্তুত করিয়াছে; বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহার তিনখানি বল্কল; সুখ-দুঃখ দুইটী পরিপক্ব ফল; এই বৃক্ষ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। গৃহস্থ কামীরা ইহার দুঃখরূপ ফলটী বন-বাসী যোগীরা সুখরূপ ফলটী ভক্ষণ করেন; যিনি পূজ্য গুরুর সহায়ে একফে মায়াময় বলিয়া বহুরূপ জানেন, তিনি তত্ত্বার্থবেত্তা অতএব তুমি এই প্রকার একান্ত ভক্তি সহকারে গুরূপাসনা-সম্ভূত ভক্তিযোগে তীক্ষ্ণীকৃত বিদ্যা-কুঠার দ্বারা সাবধানপূর্ব্বক জীবোপাধি লিঙ্গ শরীর ছেদনপূর্ব্বক পরমাত্মাতে লীন হইয়া পরে অস্ত্র পরিত্যাগ কর।" ২২—২৪।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হংসের ইতিহাস।

ভগবান্ কহিলেন, "সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই সমস্ত গুণ বুদ্ধির, আত্মার নহে; সত্ত্ব দ্বারা অন্য দুই গুণ এবং সত্ত্বকেও সত্ত্ব দ্বারাই ধ্বংস করিবে। প্রবৃদ্ধ সত্ত্ব হইতে পুরুষের মদ্ভক্তিরূপ ধর্ম্ম হইবে; সাত্ত্বিক পদার্থ-সমূহের সেবা দ্বারা সত্ত্ববৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইবে। সত্ত্ব-বৃদ্ধিজাত সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম দ্বারা রজস্তমঃ বিনষ্ট হইবে। উভয় নিহত হইলে, তন্মূলক অধর্ম্ম সত্বর নষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্র, জল, জন, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার; এই দশটী গুণবৃদ্ধির কারণ। এই সকলের মধ্যে বৃদ্ধেরা, যে কয়েকটীর প্রশংসা করেন; সেই গুলিই সাত্ত্বিক; যে গুলির নিন্দা করেন, সেই গুলি তামস; এবং যাহার নিন্দাও করেন না, প্রশংসাও করেন না, তাহা রাজস। সত্ত্ববৃদ্ধির নিমিত্ত পুরুষ সাত্ত্বিক শাস্ত্রাদিরই সেবন করিবেন। তাহা হইতে ধর্ম্ম; স্মৃতি ও গুণ-নাশ পর্য্যন্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বেণুঘর্ষণজাত অনল সেই অরণ্য দগ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হয়; এইরূপ গুণসমষ্টিসম্ভূত দেহও নিজ কারণ দগ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে।" ১—৭। উদ্ধব কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! মনুষ্যেরা অনেকেই বিষয় সকলকে আপদের স্থান বলিয়া মনে করে; তথাপি কেন কুকুর, গর্দ্দভ ও ছাগের ন্যায় তাহারা সেই সকল বিষয় উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়?" ভগবান্ কহিলেন, "অবিবেকী ব্যক্তির হৃদয়ে যে 'আমি' এই মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সত্ত্বপ্রধান মন দুঃখাত্মক রজোগুণে সম্বদ্ধ হয়। রজোযুক্ত মন হইতে সঙ্কল্প বিকল্প উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে বিষয়-চিন্তা-জনিত দুঃসহ কাম সকল প্রবৃত্ত হয়। রজোগুণে বিমোহিত, কামের বশীভূত, অজিতেন্দ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি উত্তর-কালকে দুঃখজনক বুঝিয়াও কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে। রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা মূঢ়বুদ্ধি হইলেও বিদ্বান্ ব্যক্তি দোষ দেখিয়া নিরালস্যভাবে চিত্তবৃত্তি-রোধ করায় তাহাতে সক্ত হয় না। সাবধান ও অনলসভাবে যথাকালে জিতশ্বাস এবং জিতাসন হইয়া আমাতে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক অল্পে অল্পে সমাধি করিবে। 'মনকে সকল বিষয় হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া সাক্ষাৎ আমাতে যথাবৎ নিবেশিত করিবে।' ঈদৃশ যোগ মদীয় শিষ্য সনকাদির উপদিষ্ট।" ৮—১৪। উদ্ধব কহিলেন, "হে কেশব! তুমি যে সময়ে যেরূপে এই যোগ সনকাদি ঋষিগণের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলে, আমি সেই কাল ও সেইরূপ জানিতে অভিলাষী।" ভগবান্ কহিলেন, "হিরণ্যগর্ভের মানস-পুত্র সনকাদি ঋষিগণ একদা পিতাকে যোগসম্বন্ধে দুর্জ্ঞেয় পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। যোগিগণ কহিলেন, 'প্রভো! চিত্ত সকল বিষয়ে এবং বিষয় মনে সংক্রান্ত হয়; বিষয়-সমূহকে অতিক্রম করিতে অভিলাষী মুমুক্ষু পরস্পরের বিশ্লেষ-সাধন কিরূপে করিবে?' ভগবান্ কহিলেন, 'ভূতভাবন স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কর্ম্মবিক্ষিপ্ত বুদ্ধিপ্রযুক্ত চিন্তা করিয়াও প্রশ্নের বীজ জানিতে পারিলেন না। সেই দেব প্রশ্নের পার গমনে অভিলাষী হইয়া আমাকে ধ্যান করিলেন; আমি তখন হংসরূপে তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?' হে উদ্ধব! তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনিগণ আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তখন তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। ১৫—২০। হংস কহিলেন, 'হে বিপ্রগণ! তোমাদিগের এই প্রশ্ন যদি আত্মার সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে যখন পরমাত্ম-স্বরূপ সৎপদার্থের নানাত্ব নাই, তখন তাদৃশ প্রশ্নই অসম্ভব। আমিই বা কাহাকে আশ্রয় করিয়া উত্তর দিই? আর যদি পঞ্চভূত-সমষ্টি সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে, পঞ্চাত্মক সমুদায় ভূত যখন বস্তুতঃ অভিন্ন, তখন "আপনি কে?" তোমাদিগের এই প্রশ্ন অনর্থক বাক্যারম্ভ মাত্র। মন, বাক্য, দৃষ্টি, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারাও যাহা যাহা গৃহীত হইয়া থাকে, সকলই আমি; আমা হইতে অন্য নাই, তত্ত্ববিচার দ্বারা ইহা অবগত হও। হে পুত্রগণ! সত্যই চিত্ত গুণগণে এবং গুণগণ চিত্তে সংক্রান্ত হইয়া থাকে, গুণগণ ও চিত্ত, উভয় মদাত্মক জীবের উপাধি। পুনঃ পুনঃ গুণগণ সেবন করিলে চিত্ত গুণগণে প্রবিষ্ট হয়; বাসনারূপে চিত্তে উদ্ভূত গুণগণও এই প্রকার মৎস্বরূপ হইয়া এই উভয়কে ত্যাগ করিবে। জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রয় বুদ্ধির বৃত্তি; এবং গুণসম্ভূত সাক্ষী বলিয়া, জীব কিন্তু তাহা হইতে বিভিন্নরূপে নির্দ্ধারিত বুদ্ধি-বন্ধনই আত্মার বৃত্তি সংক্রা-মক; অতএব তুরীয়স্বরূপ আমাতে অবস্থিত হইয়া এই বুদ্ধিবন্ধন পরিত্যাগ করিবে; তখন গুণগণ ও চিত্তের পরস্পর বিশ্লেষ হইবে। অহঙ্কারকৃত বন্ধন আত্মার অনর্থের মূল জানিয়া নির্ব্বিণ্ণ হইয়া তুরীয় স্বরূপ আমাতে অবস্থিতি করত অহংজ্ঞান ত্যাগ করিবে। ২১—২৯। যত দিন যুক্তি দ্বারা পুরুষের নানাত্ববুদ্ধি নিবৃত্ত না

যে, ততদিন স্বপ্নে জাগরণের ন্যায় সম্যক্ দর্শন না হওয়ায় তিনি জাগিয়াও নিদ্রা যান, আত্মা হইতে বিভিন্ন বস্তু নাই বলিয়া, দেহাদি পদার্থ-সমূহের তৎকৃত ভেদ, গতি এবং কারণ সকল স্বপ্ন-দর্শনকারীর ন্যায় ইঁহার পক্ষেও অলীক। যিনি জাগরণকালে বহির্ভাগে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর বিষয় সকল ভোগ করেন এবং স্বপ্নাবস্থায় হৃদয়ে তদনুরূপ বিষয় সকল ভোগ করেন; আর যিনি সুষুপ্তি-সময়ে সমুদায় বিষয়ভোগশূন্য হন; তিনি এক; স্মৃতিসম্বন্ধ থাকাতে, তিনি অবস্থাত্রয়দর্শী ইন্দ্রিয়েশ্বর। মনের এই তিন অবস্থা আমার মায়াগুণ দ্বারা আমাতে বিরচিত হইয়াছে, এইরূপ বিচার করত এই আত্মরূপ অর্থ নিশ্চয় করিয়া তোমরা অনুমান ও সদুক্তিযোগে শাণিত জ্ঞানখড়্গ দ্বারা নিখিল সংশয়ের আশ্রয় অহঙ্কার ছেদনপূর্ব্বক হৃদয়ে অবস্থিত আমাকে ভজনা কর। মন দ্বারা প্রকাশিত, দৃষ্ট, নশ্বর, অলাত-চক্রের ন্যায় অতি অস্থির, এই বিশ্বকে বিভ্রমস্বরূপ দেখিবে; এক বিজ্ঞান বহুরূপে প্রতিভাত হয়; অতএব গুণপরিণাম-সম্ভূত ত্রিবিধ বিকল্পই মায়াস্বপ্ন। দৃশ্য বিশ্ব হইতে দৃষ্টি প্রতিনিবর্ত্তন করিয়া তৃষ্ণানিবর্ত্তন ও চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ সুখানুভবে নিরত হইবে। যদি কখনও ইহা দৃষ্ট হয়, তথাপি বস্তু নহে, বুঝিয়া পূর্ব্বেই ত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আর ভ্রমের কারণ হইতে পারে না; শরীরপাত পর্য্যন্ত স্মৃতি থাকিবে। ৩০—৩৫। যাহা দ্বারা স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, সেই নশ্বর দেহ উপবিষ্ট থাকুক, উত্থিতই হউক, দৈববশে স্থানভ্রষ্টই হউক, আর দৈববশে স্থানে প্রতিনিবৃত্তই হউক; যেমন মদিরামদে অন্ধ ব্যক্তি পরিহিত বস্ত্রও দেখিতে পায় না, সেইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তি তাহাকেও দর্শন করেন না। শরীরও দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় কারণ প্রারব্ধ অদৃষ্ট স্থিতি পর্য্যন্ত প্রাণ-ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন হইয়া জীবিত থাকে; যিনি সমাধিযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব পরমার্থ বস্তু জানিতে পারিয়াছেন, তিনি স্বপ্নতুল্য, সপ্রপঞ্চ উহাকে পুনরায় ভজনা করেন না। হে বিপ্রগণ! সাংখ্যযোগের রহস্য বিষয় এই, আমি তোমাদিগকে কহিলাম; আমাকে বিষ্ণু বলিয়া জানিও। তোমাদিগকে ধর্ম্ম বলিবার জন্য আগমন করিয়াছি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি যোগ, জ্ঞান, ধর্ম্মপ্রমাণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, তেজ, শ্রী, কীর্ত্তি ও দমের পরম গতি। সমতা ও অসঙ্গাদি নিত্য গুণ সকল নির্গুণ, নিরপেক্ষ, সুহৃদ্, প্রিয়, আত্মাস্বরূপ আমাকে নিত্য ভজনা করে।' আমা দ্বারা এইরূপ ছিন্ন-সন্দেহ হইয়া সনকাদি মুনিগণ পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া আমার বিবিধ স্তব করিয়াছিলেন। আমি সেই সকল পরম ঋষি কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পূজিত ও স্তুত হইয়া ব্রহ্মার সমক্ষে নিজধামে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম।" ৩৬—৪২।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাধন সহিত ধ্যানযোগ বর্ণন।

উদ্ধব কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদীরা মুক্তির নানা সাধন নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; তাহাদিগের মধ্যে কি একটী সাধন প্রধান? না সকলেই স্ব স্ব প্রধান? হে স্বামিন্! তুমি অনপেক্ষিত ভক্তিযোগ কহিয়াছ; ইহা দ্বারা মন সকল সঙ্গ দূর করিয়া তোমাতে প্রবিষ্ট হয়।" ভগবান্ কহিলেন,—"যাহাতে মদীয় ধর্ম্ম সকল উক্ত হইয়াছে, সেই বেদবাক্য সকল কাল-সহকারে প্রলয় সময়ে নষ্ট হইয়াছিল; আদিতে আমি ইহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম; যদ্দ্বারা আমাতে চিত্ত আবিষ্ট হয়, সেই ধর্ম্ম ইহাতে অধিষ্ঠিত। সেই ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে কহিয়াছিলেন; তাঁহা হইতে ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মর্ষি গ্রহণ করেন। সেই সকল পিতার নিকটে তাঁহাদিগের পুত্র দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস ও কিম্পুরুষাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ-সম্ভূত বলিয়া তাহাদিগের বাসনা বিবিধ। ঐ সমুদায় দ্বারা ভূত ও ভূতপতিগণ পরস্পর বিভিন্ন হন; প্রকৃতি অনুসারে সকলের বিবিধবাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতির এইরূপ নানাত্ব প্রযুক্ত মনুষ্য সকলের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন হয়; পরম্পরাগত উপদেশ দ্বারা কাহারও কাহারও বুদ্ধি ভেদ হয়, অপর কতকগুলি পাষণ্ডবুদ্ধি আছে। ১—৮। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার মায়া দ্বারা মোহিত-বুদ্ধি পুরুষেরা কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে নানা প্রকার শ্রেয়ঃসাধন নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কেহ ধর্ম্মকে; কেহ যশ, কাম, সত্য, দম ও শমকে; অপর কতকগুলি ঐশ্বর্য্য, দান ও ভোজনকে; কেহ কেহ বা যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত; নিয়ম ও সংযম সকলকে পুরুষার্থ কহিয়া থাকে। ইহাদিগের কর্ম্মবিরচিত লোক সকল নিশ্চয়ই উৎপত্তি-বিনাশশালী; পরিণাম-বিরস; মোহ-পর্য্যবসায়ী; ক্ষুদ্র, মন্দ, ও শোকাকুল। হে সভ্য! যিনি আমাতে আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন এবং সকল বিষয়েই নিরপেক্ষ আত্মস্বরূপ আমা দ্বারা তাঁহার যে সুখ হয়, বিষয়াসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণের সে সুখ কোথায়? যিনি অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমদর্শী ও আমা দ্বারা চিত্ত সন্তুষ্ট, তাঁহার সমুদায় দিক্ সুখময়। যিনি আমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ, ঐন্দ্রপদ, চক্রবর্ত্তিপদ, পাতালাদির আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, বা মোক্ষ, অন্য কিছুই অভিলাষ করেন না। ৯—১৪। ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী এবং নিজের আত্মাও ভবাদৃশ ভক্তের ন্যায় আমার প্রিয়তম নহে। আমি পদধূলি দ্বারা পবিত্র করিব, এই উদ্দেশে অপেক্ষাশূন্য শান্ত, বৈরহীন, সম-দর্শী মুনিগণের নিত্য অনুগমন করিয়া থাকি। নিষ্কিঞ্চন, আমাতে অনুরক্তচিত্ত, শান্ত, নিরভিমান, নিখিল জীব-বৎসল, কাম কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট-চিত্ত মদীয় ভক্তেরা যে সুখ ভোগ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, অন্যে তাহা জানিতে অক্ষম; কারণ যাঁহারা কিছুরই অপেক্ষা করেন না, তাঁহারাই উহা প্রাপ্ত হন। আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্তও বিষয় সকলে আকৃষ্ট হইয়াও ক্ষমতাশালী ভক্তিপ্রভাবে প্রায় বিষয়-সমূহে অভিভূত হন না। হে উদ্ধব! যেমন অত্যন্ত সমৃদ্ধ-শিখ অগ্নি কাষ্ঠসমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি যাবতীয় পাপ দগ্ধ করিয়া থাকে। হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির মত—যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং দান দ্বারা আমাকে লাভ করা যায় না। ১৫—২০। সাধুদিগের প্রিয় আত্মা, আমাকে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভক্তি দ্বারা লাভ করিতে পারে। আমার প্রতি ভক্তি চণ্ডালদিগকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। সত্য-দয়া-সমন্বিত ধর্ম্ম, বা তপোযুক্ত বিদ্যা মদীয়-ভক্তিশূন্য আত্মাকে নিশ্চয়ই সম্যক্‌রূপে পবিত্র করিতে অসমর্থ। রোমাঞ্চ মনের আর্দ্রভাব ও আনন্দাশ্রুকণা ভিন্ন কিরূপে ভক্তি জানা যায়? ভক্তি বিনা চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হইবে? যাঁহার বাক্য গদ্গদ ও হৃদয় দ্রবীভূত হয়; যিনি পুনঃপুনঃ ক্রন্দন করেন; কখনও হাস্য করেন; লজ্জাহীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন; নৃত্য করেন; এতাদৃশ মদীয় ভক্ত ত্রিলোক-পাবন। যেমন স্বর্ণ অনলতাপিত হইয়া মলা ত্যাগ, এবং পুনর্ব্বার নিজরূপ লাভ করিয়া থাকে; সেইরূপ আত্মা মদ্ভক্তিযোগে কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করিয়া মৎস্বরূপতা লাভ করে। অঞ্জন-সম্পৃক্ত চক্ষুর ন্যায়, আত্মা মদীয় পুণ্যকথা শ্রবণ ও কথন দ্বারা যেরূপ নির্ম্মল হইতে থাকিবে, সেইরূপ সূক্ষ্ম বস্তু

দর্শন করিবে, যিনি বিষয়-নিকর চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত বিষয় সকলে আসক্ত হয়, যিনি আমাকে চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত আমাতেই নিঃশেষ বিলীন হয়। অতএব স্বপ্নও মনোরথের ন্যায় অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মদ্ভক্তিপূর্ণ মনকে আমাতে সমাধান কর। ধীর ব্যক্তি স্ত্রীগণের এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া ভয়শূন্য নির্জ্জন প্রদেশে উপবেশন পূর্ব্বক নিরলসভাবে আমাকে চিন্তা করিবেন। রমণীসঙ্গ এবং রমণীসঙ্গীদিগের সঙ্গ হইতে যেরূপ ক্লেশ হইয়া থাকে, অন্যের সঙ্গ হইতে সেরূপ ক্লেশ হয় না।" ২১—৩০। উদ্ধব কহিলেন, "হে কমল-লোচন! মুমুক্ষু ব্যক্তি যেরূপে তোমাকে ধ্যান করিবে, তাহা আমাকে বল।" ভগবান্ কহিলেন,—"অনত্যুচ্চ আসনে সরল শরীরে যথাসুখে উপবেশনপূর্ব্বক হস্তদ্বয় উত্তানভাবে ক্রোড়ে উপর্য্যুপরি রাখিয়া স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগ মাত্র দর্শন করিবে, পরে জিতেন্দ্রিয় হইয়া পূরক, কুম্ভক ও রেচক, দ্বারা প্রাণবায়ুর পথ শোধন করিবে; ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রাণায়াম আকর্ষণ করিয়া বিপরীতক্রমেও অল্পে অল্পে অভ্যাস করিবে। অবিচ্ছিন্ন, ঘণ্টানাদ-সদৃশ, হৃদয়ে অবস্থিত, মৃণালসূত্র তুল্য ওঁকারকে প্রাণবায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে লইয়া তথায় উহার মস্তকে বিন্দু সংযোগ করিবে। এইরূপ ওঁকার-সংযুক্ত প্রাণায়াম ত্রিসন্ধ্যা দশবার করিয়া অভ্যাস করিবে; তাহা হইলে এক মাসের মধ্যেই প্রাণবায়ু জয় করিতে পারিবে। যাহার নাল ঊর্দ্ধ এবং মুখ অধোবর্ত্তী, সেই অন্তঃস্থ হৃৎপদ্মকে ঊর্দ্ধমুখ, বিকসিত, অষ্টদল ও কর্ণিকা-সহিত চিন্তা করিয়া কর্ণিকাতে উত্তরোত্তর সূর্য্য, চন্দ্র ও অনল ভাবনা করিবে। ৩১—৩৬ অগ্নির মধ্যে আমার বক্ষ্যমাণ রূপ ধ্যান করিবে; ইহাই মঙ্গল-জনক ধ্যান। অনুরূপাবয়ব-সম্পন্ন প্রশান্ত; সুমুখ, দীর্ঘ-মনোহর-চতুর্ব্বাহু; অতিরম্য সুন্দরগ্রীবা; সুন্দর-কপোল ও মনোহর সহাস্য বদন। কর্ণ যুগলে মকর-কুণ্ডল; পরিধানে হেমবর্ণ বসন; ঘনশ্যাম বর্ণ; শ্রীবৎস ও শ্রীচিহ্ন যুক্ত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালায় অলঙ্কৃত। নূপুর দ্বারা চরণযুগল বিলসিত। কৌস্তুভ-প্রভাশোভিত কান্তিশালী কিরীট, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গদে বিভূষিত। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনোহর প্রসন্নতা বশতঃ মুখ ও নয়ন অতি শোভাসম্পন্ন। সকল অঙ্গে মন ধারণা করিয়া এই সুকুমার রূপ ধ্যান করিবে। ধীর ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বুদ্ধি-সারথির সাহায্যে ঐ মনকে সর্ব্বতোভাবে আমাতে নিবিষ্ট করিবে। সর্ব্বব্যাপক ঐ মনকে আকর্ষণ করিয়া এক প্রদেশে ধারণ করিবে; অন্যান্য অঙ্গ চিন্তা করিবে না; সুন্দরহাস্য-সমন্বিত মুখ ভাবনা করিবে। চিত্ত তথায় স্থান প্রাপ্ত হইলে পর আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বকারণ-স্বরূপ আকাশে ধারণ করিবে;—তাহাও পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে অবলম্বনপূর্ব্বক 'ধ্যাতা' ও 'ধ্যেয়'—এই পার্থক্যও মনে করিবে না। চিত্ত এইপ্রকারে স্থিত হইলে পর, যেমন, জ্যোতি জ্যোতিতে সংযুক্ত দেখে, সেইরূপ আত্মাতে আমাকে, এবং এবং সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ আমাতে আত্মাকে দর্শন করিবে। এইরূপ সুতীব্র ধ্যান দ্বারা নিবিষ্টচিত্ত যোগীর দ্রব্য, জ্ঞান, ও ক্রিয়াভ্রম সত্বর নিরাস প্রাপ্ত হয়। ৩৭—৪৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধি কথন।

ভগবান্ কহিলেন, "জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিত-প্রাণ, আমাতে ধৃত-চিত্ত যোগীর নিকট যাবতীয় সিদ্ধি উপস্থিত হয়।" উদ্ধব কহিলেন, "হে অচ্যুত! কোন্ ধারণায় কিরূপে কোন্ সিদ্ধি হয়, যোগীদিগের কতই বা সিদ্ধি আছে, বল; তুমি যোগীদিগের সিদ্ধিদাতা।" ভগবান্ কহিলেন, "যোগপারগ ঋষিগণ সিদ্ধিকে অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আটটী আমার আশ্রিত; অবশিষ্ট দশটী সত্ত্ব-গুণকার্য্য দেহের সিদ্ধি তিন প্রকার;—অণিমা, মহিমা ও লঘিমা; প্রাপ্তি নামে যে সিদ্ধি, তাহা সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়-বর্গের ও তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত সম্বন্ধ। শ্রুত ও দৃষ্ট, সমুদায়ে যে ভোগ-দর্শন-সামর্থ্য, তাহা প্রাকাম্য নামে সিদ্ধি; শক্তি সকলের প্রেরণ ঈশিতা নামে সিদ্ধি; বিবিধ বিষয়-ভোগে অনাসক্তি বশিতা নামে সিদ্ধি; এবং যদ্দ্বারা অভিলষিত সকল বিষয়ের সীমা প্রাপ্তি হয়; ইহাই অষ্টমী (কামাবসায়িতা) সিদ্ধি। হে সৌম্য! এই অষ্ট সিদ্ধি আমার স্বাভাবিক সিদ্ধি বলিয়া নির্দ্ধারিত। ১—৫। এই দেহে ক্ষুৎ-পিপাসাদি-রাহিত্য; দূর হইতে শ্রবণ ও দর্শন; মনোবেগে দেহের গতি; অভিলষিত-রূপ লাভ; পরের শরীরে প্রবেশকরণ; স্বেচ্ছামৃত্যু; দেবতারূপে অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়াভোগ; সঙ্কল্পিত বিষয় প্রাপ্তি এবং অপ্রতিহত আজ্ঞা; এই দশটী গুণজন্য সিদ্ধি। ত্রিকালজ্ঞতা, দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, পরচিত্ত জ্ঞান; অগ্নি, সূর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতি স্তম্ভিত করিয়া রাখা এবং উহাদিগের দ্বারা পরাজিত না হওয়া; যোগধারণার এই কয় সিদ্ধি উদ্দেশে কথিত হইয়াছে। যে ধারণা দ্বারা যেরূপ সিদ্ধি হইবে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। যিনি সূক্ষ্মভূতাত্মক আমাতে সূক্ষ্মভূতাকারচিত্ত ধারণা করেন, সেই সূক্ষ্মভূতের উপাসক আমার অণিমা-সিদ্ধি লাভ করেন। মহত্তত্ত্বাত্মক আমাতে মহত্তত্ত্বাত্মক মন ধারণ করিয়া মহিমা লাভ করেন এবং আকাশাদি-স্বরূপ আমাতে মন ধারণা করিয়া সেই সেই ভূতগণের ভিন্ন ভিন্ন মহিমা প্রাপ্ত হন। ৬—১১। ভূতসকলের পরমাণুস্বরূপ আমাতে চিত্ত ধারণা করিয়া যোগী কালসূক্ষ্মাত্মক লঘিমা লাভ করেন। বৈকারিক অহংতত্ত্বাত্মক আমাতে একাগ্র চিত্ত নিবেশ করিয়া, আমাতে নিহিতচিত্ত ব্যক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সকল ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি-সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। সূত্রভূত মহান্ আত্মাস্বরূপ আমাতে যিনি মন ধারণ করিবেন, তিনি অব্যক্তজন্মা আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাকাম্য-সিদ্ধি লাভ করেন। ত্রিগুণা মায়ার অধীশ্বর স্বষ্টিকর্ত্তা বিশ্বস্বরূপ আমাতে মন ধারণ করিলে, জীব ও তদীয় উপাধি সকলের প্রেরণারূপা ঈশিতা-সিদ্ধি লাভ করিবেন। ভগবান্ শব্দে শব্দিত তুরীয় নারায়ণস্বরূপ আমাতে মন ধারণা করিয়া মদ্ধর্ম্ম-সম্পন্ন যোগী বশিতা-সিদ্ধি লাভ করিবেন। নির্গুণ ব্রহ্ম আমাতে বিশদ মন ধারণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতে সমুদায় অভিলাষ সমাপ্ত হইয়া থাকে। ১২—১৭। মানব,—সত্ত্বাত্মক, ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপাধিপতি-স্বরূপ আমাতে চিত্ত ধারণ করিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু-বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধরূপতা লাভ করেন। আকাশাত্মা সমষ্টিরূপী আমাকে মন দ্বারা শব্দ ভাবনা করিয়া এই জীব বিবিধ প্রাণীর সেই আকাশে অভিব্যক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া থাকে। চক্ষুকে সূর্য্যে, এবং সূর্য্যকে চক্ষুতে যোজনাপূর্ব্বক, সেই উভয় সম্বন্ধ মধ্যে মনে মনে আমাকে চিন্তা করিয়া দূর হইতে বিশ্বকে

নি করে ; মন ও শরীর, ঐ দুয়ের অনুগামী বায়ু দ্বারা আমাতে স্বরূপে সমাবেশিত করিয়া যে ধারণা করা হয়, তাহার ভাবে, মন যে স্থানে যায়, দেহও সেই স্থানে গমন করে। কে উপাদান কারণ করিয়া যে যে রূপ-ধারণে ইচ্ছা করেন, গী মনের সেই সেই অভিলষিত রূপ ধারণ করিতে পারেন, রূপ আমার যোগবল তাঁহার আশ্রয়। সিদ্ধ ব্যক্তি পরের রীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে আত্মা চিন্তা রিবেন; তাহা হইলে নিজ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ বায়ু রূপে ভ্রমরের ন্যায় তাহাতে প্রবিষ্ট হইবেন। ১৮—২৩। র্ষ্ণি দ্বারা গুহ্যদেশ চাপিয়া প্রাণোপাধিক আত্মাকে হৃদয়, কঃস্থল, কণ্ঠ ও মস্তকে লইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বার দিয়া ব্রহ্মে লইয়া রীর ত্যাগ করিতে পারিবেন। দেবতাদিগের ক্রীড়াভূমিতে হার করিতে ইচ্ছুক হইলে, মদীয়-মূর্ত্তি রূপ শুদ্ধ সত্ত্ব চিন্তা রিবে; তাহা হইলে সত্ত্ব গুণের অংশস্বরূপ সুরকামিনীগণ মানে করিয়া উপস্থিত হইবে। মৎপরায়ণ পুরুষ চিত্তে যখন রূপে যাহা সঙ্কল্প করিবেন, সত্যসঙ্কল্প আমাতে মন যোজনা রিলে, সেইরূপে তাহা লাভ করিতে পারিবেন। যে পুরুষ র্বনিয়ন্তা স্বাধীন আমার স্বভাব আমার আজ্ঞার ন্যায় তাঁহার জ্ঞা কোথাও প্রতিহত হয় না। আমার ভক্তিতে শুদ্ধচিত্ত রণাজ্ঞ যোগীদিগের ত্রিকাল বস্তুবিষয়ক যে বুদ্ধি, তাহাই ম-মৃত্যুর আশ্রয় ও পরচিত্তাদিতে অভিজ্ঞ। যেমন জল যাদো-ণের অভিঘাতক নহে, সেইরূপ মদীয় যোগ দ্বারা অপ্রান্তচিত্ত গীর দেহ অগ্ন্যাদি দ্বারা ব্যাহত হয় না। যিনি শ্রীবৎস, অস্ত্র, ভূষণ, ধ্বজ, ছত্র ব্যজন সহিত মদীয় অবতার সকল ধ্যান করেন, নি কখন পরাজিত হন না। ২৪—৩০। মদুপাসক এইরূপ াগধারণা দ্বারা যোগীর নিকট পূর্ব্বকথিত অশেষ সিদ্ধি উপস্থিত য়। জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, জিতপ্রাণ, জিত-চিত্ত, আমাতে যোজিত-দয় যোগীর কোন সিদ্ধিই দুর্লভা নহে। এই সকল সিদ্ধি ত্তম যোগাচারী মৎপরায়ণ যোগীর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়াছেন; যহেতু ইহারা কালক্ষেপের কারণ। ইহলোকে জন্ম, ওষধি, পস্যা ও মন্ত্র দ্বারা যে সকল সিদ্ধি হয়, যোগী যোগ দ্বারা সমস্তই প্রাপ্ত হন; যোগের গতি অন্য উপায় সকলের য়ঃ লাভ করিবেন। আমি সমুদায় সিদ্ধি, মোক্ষ, মোক্ষ-াধন, জ্ঞান, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রহ্মবাদীদিগের কারণ; ামি পালনকর্ত্তা ও প্রভু। আমি আবরণশূন্য সর্ব্বদেহীর ব্যাপক, ন্তর্যামী আত্মা; যেমন ভূত সকল ভূতগণের অন্তর ও বাহ্যে বস্থিত, সেইরূপ আমিও সকলের বহিরন্তরস্থ।" ৩১—৩৩।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

মহা বিভূতি-কথন।

উদ্ধব কহিলেন, "তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম; অনাদি, অনন্ত, াধীন; অতএব সকল পদার্থেরই পালন, জীবন, নাশ ও উৎপত্তি তোমা হইতে হইয়া থাকে। তুমি উচ্চ নীচ ভূতমধ্যে অকৃতপুণ্য লোকের দুর্জ্ঞেয়। ভগবন্! ব্রাহ্মণেরা তোমাকে যথার্থরূপে উপাসনা করেন। অতএব পরম ঋষিগণ যে যে প্রণালীতে ভক্তিসহকারে তোমার উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা আমাকে বল। হে ভূতভাবন! তুমি প্রাণিগণের অন্তর্যামী; ব্যক্তভাবে প্রাণীদিগের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাক; তুমি দেখিতেছ, তোমাকর্ত্তৃক মোহিত প্রাণিগণ তোমাকে দেখিতে পায় না। হে মহাবিভূতিসম্পন্ন! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এবং দিক্ সকলে তোমার কোন্ বিশেষ শক্তি দ্বারা সংযোজিত যে সকল বিভূতি আছে, আমাকে তৎসমস্ত বল; আমি তীর্থের উৎপত্তিক্ষেত্র তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করি।" ১—৫। ভগবান্ কহিলেন, "হে প্রশ্নবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ! কুরুক্ষেত্রে জ্ঞাতিদিগের সহিত সমর করিতে প্রবৃত্ত অর্জ্জুন আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। "আমি হন্তা" ও "ইনি হত" এইরূপ লৌকিক-বুদ্ধি বশতঃ রাজ্যের নিমিত্ত জ্ঞাতিবধকে অধর্ম্ম ও নিন্দিত জানিয়া, তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! তখন আমি যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে পর, তিনি রণস্থলে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আজি তুমি আমাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ। হে উদ্ধব! আমি এই সকল ভূতের আত্মা, সুহৃদ্ ও ঈশ্বর। আমি সর্ব্বভূত এবং আমি তাহাদিগের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের হেতু। আমি গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ও বর্ত্মসকলের গতি; আমি বশীকারীদিগের বশীকর্ত্তা; আমি গুণগণের প্রকৃতি এবং গুণ বিশিষ্টের স্বাভাবিক গুণ। আমি গুণিগণেরও প্রথম কারণ; এবং আমি সকল মহত্তের মহত্তত্ত্ব। আমি সমুদায় সূক্ষ্মের মধ্যে জীব; এবং দুর্জ্জয়দিগের মধ্যে মন। আমি বেদাধ্যাপক হিরণ্যগর্ভ, এবং মন্ত্রগণের মধ্যে অবয়বত্রয়-সম্পন্ন ওঁকার। আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার; ছন্দোগণের মধ্যে গায়ত্রী। ৬—১২। আমি দেবতা সকলের মধ্যে ইন্দ্র; বসুগণের মধ্যে অগ্নি; অদিতি-তনয়গণের মধ্যে বিষ্ণু এবং রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু; রাজর্ষিদিগের মধ্যে মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ এবং ধেনু সকলের মধ্যে কামধেনু। আমি সিদ্ধেশ্বরগণের মধ্যে কপিল; পক্ষীদিগের মধ্যে গরুড়; প্রজাপতিদিগের মধ্যে দক্ষ; এবং পিতৃদিগের মধ্যে অর্য্যমা। হে উদ্ধব! আমাকে দৈত্যাদিগের মধ্যে অসুররাজ প্রহ্লাদ; নক্ষত্র এবং ওষধিগণের মধ্যে চন্দ্র; যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের; গজরাজদিগের মধ্যে ঐরাবত; জলজন্তুগণের প্রভু বরুণ; প্রতাপশালী ও দীপ্তিশালীদিগের মধ্যে সূর্য্য; এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া জানিবে। আমি অশ্ব সকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা; ধাতু সকলের মধ্যে কাঞ্চন; দণ্ডকারীদিগের মধ্যে যম; সর্পগণের মধ্যে বাসুকি; নাগেন্দ্রদিগের মধ্যে অনন্ত; এবং শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রীদিগের মধ্যে সিংহ। হে অনঘ! আমাকে আশ্রম সকলের মধ্যে চতুর্থ আশ্রম; এবং বর্ণ সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। আমি স্রোতস্বিনীগণের মধ্যে গঙ্গা; স্থিরোদক জলাশয়-নিকরের মধ্যে সমুদ্র; অস্ত্র সকলের মধ্যে শরাসন; এবং ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে ত্রিপুর-নাশন। আমাকে অধিষ্ঠান সকলের মধ্যে সুমেরু; দুর্গম সকলের মধ্যে হিমালয়; বনস্পতিদিগের মধ্যে অশ্বত্থ, এবং ওষধিগণের মধ্যে যব বলিয়া জানিবে। আমি পুরোহিতদিগের মধ্যে বশিষ্ঠ; বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সকল সেনাপতিমধ্যে কার্ত্তিকেয়; এবং অগ্রগণ্যদিগের মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা। ১৩—২২। আমি যজ্ঞ-সমূহের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ এবং সকল ব্রতের মধ্যে অহিংসা। আমাকে শোধকদিগের মধ্যে শোধক বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বাক্য ও আত্মা; যোগ সকলের মধ্যে সমাধি; জয়েচ্ছুদিগের নীতি; কৌশল সকলের আন্বীক্ষিকী এবং খ্যাতিবাদীদিগের বিকল্প বলিয়া জ্ঞান করিবে। আমি স্ত্রীদিগের মধ্যে শতরূপা মনুপত্নী; পুরুষদিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু; মুনিগণের মধ্যে নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে সনৎকুমার। আমি ধর্ম্মসকলের মধ্যে প্রাণীদিগের প্রতি অভয়দান; অভয়স্থান সকলের মধ্যে

অন্তর্নিষ্ঠা, গুহ্য সকলের মধ্যে প্রিয়ভাষণ ও মৌন; এবং মিথুনদিগের মধ্যে প্রজাপতি। আমাকে অপ্রমত্তদিগের মধ্যে সংবৎসর, ঋতু সকলের মধ্যে বসন্ত; মাস সকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং নক্ষত্র সকলের মধ্যে অভিজিৎ বলিয়া জানিবে। আমি যুগগণের মধ্যে সত্যযুগ; ধীর ব্যক্তিগণের মধ্যে দেবল ও অসিত; ব্যাস সকলের মধ্যে দ্বৈপায়ন; পণ্ডিতদিগের মধ্যে আত্মবান্ শুক্র; আমি ভগবান্‌দিগের মধ্যে বাসুদেব; ভাগবতদিগের মধ্যে উদ্ধব; বানরদিগের মধ্যে হনুমান্; এবং বিদ্যাধরদিগের মধ্যে সুদর্শন। আমি মণিগণের মধ্যে পদ্মরাগ; এবং সুন্দর সকলের মধ্যে পদ্মকোষ। দর্ভজাতির মধ্যে কুশ; এবং ঘৃত সকলের মধ্যে গব্য ঘৃত। ২৪—৩৭। আমাকে ব্যবসায়ীদিগের ধনাদিসম্পত্তি; ধূর্ত্তদিগের ছলগ্রহণ; ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের ক্ষমা; এবং সত্ত্বশালীদিগের সত্ত্ব বলিয়া জ্ঞান করিবে। আমি বলশালীদিগের ইন্দ্রিয়বল ও দেহবল; ভাগবতদিগের ভক্তিকৃত কর্ম্ম; ভাগবতদিগের পূজ্য নব মূর্ত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদি-মূর্ত্তি। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের মধ্যে বিশ্বাবসু এবং পূর্ব্বচিত্তি। আমি ভূধরদিগের স্থৈর্য্য; পৃথিবীর অবিকৃত গন্ধমাত্র; আমি জলের মধুর রস; তেজস্বীদিগের বিভাবসু; সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাগণের প্রভা এবং আকাশের মধ্যে পরমাত্মক শব্দ। আমি ব্রহ্মণ্যগণের মধ্যে বলি; বীরগণের মধ্যে অর্জ্জুন; প্রাণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়। আমি গমন, বাক্য, উৎসর্গ, গ্রহণ, আনন্দ; এবং স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ, আমি সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়। আমাকেই পৃথিবী; বায়ু; আকাশ; জল; তেজ; মহত্তত্ত্ব; জীব; প্রকৃতি; সত্ত্ব; রজঃ; তমঃ এবং ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। আমি এই সকলের পরিগণন; জ্ঞান ও ফল। ঈশ্বর ও জীবগুণ; গুণ ও গুণী; সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্ব স্বরূপ গুণ। আমা বিনা কোথাও কোনও পদার্থ নাই। ৩০—৩৮। কালে আমিই পরমাণুগণের গণনা করিয়া থাকি; কিন্তু আমার বিভূতি সকলের সেরূপ গণনা করা হয় না; আমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকি। যাহাতে যাহাতে প্রভাব, সম্পত্তি, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য, ভাগ্য, বল, তিতিক্ষা, ও বিজ্ঞান আছে, সেই আমার বিভূতি। তোমাকে এই সকল বিভূতি সংক্ষেপে বলিলাম। এই সকল কেবল মনের বিকার এবং বাক্যমাত্রে কথিত হইয়া থাকে। অতএব বাক্য সংযত কর; মন সংযত কর; প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল সংযত কর; এবং আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংযত কর;—সংসারপথে প্রবর্ত্তিত হইতে হইবে না। যে যতি মন দ্বারা বাক্য ও মনকে সম্পূর্ণরূপ সংযত না করিয়াছেন, আমঘটস্থ বারির ন্যায় তাঁহার ব্রত, তপস্যা ও দান বিগলিত হইয়া যায়। অতএব মৎপরায়ণ ব্যক্তি বাক্য, মন ও প্রাণ সংযত করিবেন; তাহার পর মদ্ভক্তিযুক্ত বিদ্যা দ্বারা কৃতার্থ হইবেন।" ৩৯—৪৪।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-কথন।

উদ্ধব কহিলেন, "হে প্রভো! বর্ণাশ্রমাচারী ও বর্ণাশ্রম-বিহীন যে ধর্ম্ম দ্বারা তোমাকে লাভ করিতে পারে; পূর্ব্বে তুমি তাহা বলিয়াছ। হে কমল-লোচন! সেই স্বধর্ম্ম যেরূপে অনুষ্ঠিত হইলে তোমার প্রতি মনুষ্যগণের ভক্তি হয়; তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। হে মহাবাহো! হে প্রভো! হে মাধব! পূর্ব্বে তুমি হংসরূপে ব্রহ্মাকে পরম-সুখ-রূপ যে ধর্ম্ম কহিয়াছিলে, হে শত্রুমর্দ্দন! এক্ষণে দীর্ঘকাল অতীত হওয়াতে পৃথিবীতে প্রায়ই তাহা আর প্রচলিত নাই। হে অচ্যুত! পৃথিবীতে ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষিতা অন্য নাই; যেখানে বেদবিদ্যা সকল মূর্ত্তিমতী হইয়া অবস্থিত, সেই ব্রহ্ম-সভাতেও নাই। হে মধুসূদন! হে দেব! কর্ত্তা, রক্ষিতা ও বক্তা তুমি মহীতল পরিত্যাগ করিলে, কোন্ ব্যক্তি বিনষ্ট ধর্ম্ম কহিবেন? অতএব, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! হে প্রভো! তোমার প্রতি ভক্তিরূপ ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের মধ্যেও যাহার যেরূপ করা কর্ত্তব্য,—আমার নিকট সেইরূপই বর্ণন কর।" ১—৭।

শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! নিজ ভৃত্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ভগবান্ হরি প্রীত হইলেন এবং মর্ত্ত্যদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ কহিলেন, "হে উদ্ধব! তোমার এই প্রশ্ন ধর্ম্মসঙ্গত; কেননা, ইহা বর্ণাশ্রমাচারী মানবগণের মুক্তি-সাধন; ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট শ্রবণ কর। আদিতে সত্যযুগে মনুষ্যগণের একমাত্র বর্ণ ছিল, তাহার নাম হংস। ঐ যুগে মনুষ্যগণ জন্মমাত্রই কৃতকৃত্য হইত; সেই জন্য উহাকে কৃতযুগ বলা যায়। অগ্রে ওঁকারই বেদ ছিল; এবং বৃষরূপধারী আমি ধর্ম্ম ছিলাম; অতএব তপোনিষ্ঠ পাপশূন্য মনুষ্যগণ বিশুদ্ধ আমার উপাসনা করিতেন। হে মহাভাগ! ত্রেতার প্রারম্ভে আমার হৃদয় হইতে প্রাণকে নিমিত্ত করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম প্রাদুর্ভূত হয়; হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা দ্বারা তাহা হইতে আমি ত্রিবৃৎ যজ্ঞস্বরূপ হই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ বৈরাজ পুরুষের মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন হয়; স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানই তাহাদিগের সূচক। গৃহস্থাশ্রম আমার জঘন; ব্রহ্মচর্য্য আমার হৃদয়; এবং বানপ্রস্থ আমার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন হয়; সন্ন্যাস আমার মস্তকে অবস্থিত। মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রম সকলের প্রকৃতি জন্মস্থান-অনুসারে হইয়াছিল; উচ্চ-স্থানজাত উচ্চ এবং নীচ স্থানজাত নীচ হইয়াছিল। ৮—১৫। শম, দম, আলোচনা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, আমাতে ভক্তি, দয়া ও সত্য; এই সকল ব্রাহ্মণের প্রকৃতি। প্রভাব, বল, ধৈর্য্য, বীরতা, তিতিক্ষা, ঔদার্য্য, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণের হিতকারিতা ও ঐশ্বর্য্য; এই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি। আস্তিকতা, দাননিষ্ঠা, দম্ভহীনতা, ব্রাহ্মণসেবা ও অর্থের যতই বৃদ্ধি হউক, তাহাতে সন্তুষ্ট না হওয়া, এই সকল বৈশ্যের প্রকৃতি। অকপট-ভাবে ব্রাহ্মণ, গো ও দেবতাদিগের সেবা করা, এবং তদ্দারা উপার্জ্জিত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকা; এই সকল শূদ্রের প্রকৃতি। অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, অমূলক কলহ, কাম, ক্রোধ ও লোভ; শ্বপচ চণ্ডালাদি অন্ত্যাবসায়ীদিগের প্রকৃতি। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, কাম-ক্রোধ-লোভ-ত্যাগ এবং প্রাণিগণের হিতকর প্রিয়সাধনে চেষ্টা সকল বর্ণের ধর্ম্ম। ১৬—২১। দ্বিজ গর্ভাধানাদি সংস্কারক্রমানুসারে উপনয়ন নামক দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া দান্তভাবে গুরুকুলে বাস করিবেন এবং আচার্য্য কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বেদ অধ্যয়ন এবং তাহার অর্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি—মেখলা, অজিন, দণ্ড, জপমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু এবং কুশ ধারণ করিবেন;—জটিল হইবেন;—বস্ত্র ও দন্ত মার্জ্জিত করিবেন না; এবং তাঁহার আসন রঞ্জিত হইবে না। তিনি—স্নান, ভোজন, হোম, জপ ও মলমূত্র-ত্যাগ সময়ে মৌনী হইবেন। নখ এবং কক্ষ ও উপস্থ-রোম ছেদন করিবেন না। ব্রহ্মব্রতাচারী কখনও রেতঃপাত করিবেন না; স্বয়ং স্খলিত হইলে, জলে স্নান করিয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। শুচি ও সমাহিতভাবে দ্বিসন্ধ্যা মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক জপ করিয়া অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য,

গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবেন। আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবেন; কখনও অবহেলা করিবেন না; মনুষ্যবোধে তাঁহার অসূয়া করিবেন না; কেননা, গুরু সর্ব্বদেবময়।' ভিক্ষা দ্বারা যাহা পাইবেন; কিংবা অন্যও যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন, তাহা সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে আনিয়া গুরুকে নিবেদন করিবেন। তিনি যাহা ভোজন করিতে অনুমতি করিবেন, সংযত হইয়া তাহা ভোজন করিবেন। নীচের ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে অনতিদূরে অবস্থান করত আচার্য্যশুশ্রূষা-পরায়ণ হইয়া গমন, শয়ন ও উপবেশন দ্বারা সেবা করিবেন। যত দিন বিদ্যা সমাপ্ত না হয়, তত দিন অস্খলিত ব্রত ধারণপূর্ব্বক এই প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া, ভোগ-বিরহিত ভাবে গুরুকুলে বাস করিবেন। ২২—৩০। যদি ইনি বেদ সকলের বসতিস্থান ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে বৃহৎ ব্রত ধারণপূর্ব্বক অধিক অধ্যয়নের জন্য তেজঃসম্পন্ন ও নিষ্পাপ হইয়া ভিন্ন-বুদ্ধি ত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিতে, গুরুতে, আত্মাতে ও সকল প্রাণীতে পরমেশ্বররূপী আমার উপাসনা করিবেন। অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীদিগের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও পরিহাসাদি ত্যাগ করিবেন; স্ত্রী-পুরুষে সঙ্গত প্রাণিগণকে দর্শন করিবেন না। শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, আমার অর্চ্চনা, তীর্থসেবা, জপ, অস্পৃশ্য, অভক্ষ্য ও অনালপ্য বর্জ্জন এবং সকল প্রাণীতে আমার চিন্তা; এবং চিত্ত, বাক্য ও শরীর সংযম; হে কুলনন্দন! এই সকল শৌচাদি নিয়ম সমুদায় আশ্রমেই বিহিত। এইরূপ ব্রতধারী, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ব্রাহ্মণ নিষ্কাম হইলে কঠোর তপস্যা দ্বারা দগ্ধ-কর্ম্মাশয় হইয়া আমার ভক্ত হইয়া থাকেন। যদি দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বেদার্থ যথোচিত বিচার করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া স্নান করিবেন। মৎপরায়ণ দ্বিজবর ব্রহ্মচারী যদি সকাম হন, তবে গৃহস্থ হইবেন; যদি নিষ্কাম হন, তবে বানপ্রস্থাশ্রম করিবেন; যদি শুদ্ধচিত্ত হন, তবে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন; অথবা এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন; অন্যথা করিবেন না অর্থাৎ আশ্রমশূন্য হইয়া থাকিবেন না। গৃহার্থী ব্যক্তি সবর্ণা, অনিন্দিতা বয়ঃকনিষ্ঠা ভার্য্যাকে বিবাহ করিবেন; কামহেতু যাহাকে বিবাহ করিবেন, তাহাকে সবর্ণার পরে যথাক্রমে বিবাহ করা কর্ত্তব্য।* যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, এই তিনটী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম। প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, ও যাজন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ৩১—৪০। প্রতিগ্রহকে, তপস্যা তেজ ও যশের নাশক বোধ করিলে, অন্য দুই বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন; ঐ দুইয়ের দোষ দেখিয়া অধিকারী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ক্ষেত্রপতিত ধান্যাদি-কণিকা সকলের দ্বারাই বা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ব্রাহ্মণের এই শরীর ক্ষুদ্র কামনার জন্য উদ্দিষ্ট নহে; ইহা ইহকালে কষ্টকর তপস্যার এবং পরকালে অসীম সুখের নিমিত্ত। শিলবৃত্তি ও উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা পরিতুষ্টচিত্ত হইয়া নিষ্কাম মহৎধর্ম্ম সেবনপূর্ব্বক আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিবেন এবং অনতি-আসক্তভাবে গৃহে থাকিয়াই মোক্ষে অধিকারী হইবেন। যাঁহারা কষ্টভোগী মৎপর ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করেন, সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিকে নৌকার ন্যায় আমি তাঁহাদিগকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। ধীর রাজা পিতার ন্যায় সকল প্রজাকে এবং যেমন গজপতি, গজদিগকে উদ্ধার করে, আত্মা দ্বারা আত্মাকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবেন। এইরূপ নরপতি ইহলোকে সকল অশুভ দূরীকরণপূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভ রথ দ্বারা গমন করিয়া ইন্দ্রের সহিত আমোদ-প্রমোদ করেন। ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য বশতঃ অবসন্ন হইলে বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য দ্বারাই আপদ্ উত্তীর্ণ হইবেন; তাহাতেও আপদ্‌শান্তি না হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারাই উত্তীর্ণ হইবেন; তথাপি কখন শ্ব-বৃত্তি অর্থাৎ নীচসেবা করিবেন না। ৪১—৪৮। আপদ্-কালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি এবং মৃগয়া দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন; কিংবা বিপ্ররূপে আচরণ করিবেন, তথাপি কখন শ্ব-বৃত্তি দ্বারা জীবিত থাকিবেন না। বৈশ্য বিপন্ন হইলে শূদ্রবৃত্তি এবং শূদ্র কারুদিগের কটবয়ন ক্রিয়া অবলম্বন করিবেন। আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলে, কেহ নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষ করিবেন না। গৃহস্থ ব্যক্তি যথাশক্তি বেদাধ্যয়ন, স্বধা, স্বাহা, বলি ও অন্নাদি দ্বারা প্রত্যহ মৎস্বরূপ দেব, ঋষি, পিতৃ ও ভূতগণের উপাসনা করিবেন। বিনা উদ্যোগে লব্ধ অথবা নিজ-বৃত্তি-উপার্জ্জিত ধন দ্বারা, পোষ্যদিগকে পীড়ন না করিয়া, ন্যায়ানুসারে যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিবেন। কুটুম্বগণে আসক্ত হইবেন না; কুটুম্বী হইয়াও ঈশ্বরনিষ্ঠা ভুলিবেন না; পণ্ডিত ব্যক্তি দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অদৃষ্টকেও ক্ষণভঙ্গুর দেখিবেন। পুত্র, জায়া, স্বজন ও বন্ধুগণের সহযোগ; পান-শালাতে বহু-সম্মিলনের সদৃশ; 'স্বপ্ন যেমন নিদ্রার অনুগামী, সেইরূপ ইহারাও দেহানুবর্ত্তী' যোগী এইরূপ বিবেচনা করিয়া উদাসীনের ন্যায় মমতাহীন ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া গৃহে বসতি করত গৃহে আসক্ত হইবেন না। ভক্তিমান্ হইয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা আমারই যাগ করত গৃহাশ্রমেই থাকিবেন; অথবা বানপ্রস্থ হইবেন; বা পুত্রবান্ হইলে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। যাহার বুদ্ধি গৃহে আসক্ত এবং যে পুত্র ও ধনচেষ্টায় কাতর; স্ত্রৈণ ও কৃপণ-বুদ্ধি; সেই মূঢ় "আমার" ও "আমি" এই ভাবনা করিয়া বদ্ধ হয়। "অহো! আমার মাতা পিতা বৃদ্ধ! পত্নী শিশু সন্তান সকল লইয়া রহিয়াছে। দীন পুত্রকন্যাগুলি, আমি বিনা অনাথ হইয়া জীবিত থাকিবে কিরূপে?' এইরূপ গৃহবাসনায় আক্ষিপ্ত-চিত্ত মূঢ়বুদ্ধি গৃহস্থ অতৃপ্ত ভাবে তাহাদিগকে চিন্তা করিতে করিতে অতি তামসী যোনি লাভ করে।" ৪৯—৫৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

যতি-ধর্ম্ম-নির্ণয়।

ভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব! বনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইলে, পুত্রগণের উপর পত্নীর ভার দিয়া অথবা তাঁহার সহিতই, শান্তচিত্তে আয়ুর তৃতীয় ভাগ বনেই বাস করিবেন; বিশুদ্ধ বন্য কন্দ, মূল ও ফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন এবং বল্কল, বস্ত্র, তৃণ, পর্ণ বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিবেন। তিনি—কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু ও মলা অপগত করিবেন না; দন্ত ধাবন করিবেন না। ত্রিসন্ধ্যা জলে স্নান করিবেন এবং স্থণ্ডিলে শয়ন করিবেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিতাপে তপ্ত হইবেন; বর্ষাকালে জলধারা সহ্য করিবেন; শীতকালে জলে গলদেশ পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া থাকিবেন; এইরূপ আচরণ করিয়া তপস্যা করিবেন। অগ্নিপক্ব, কিংবা কালপক্ব ফলাদি ভোজন করিবেন। উলূখল বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কুট্টিত করিবেন; অথবা দন্তকেই উলূখল-স্থানীয় করিবেন। নিজের জীবনোপযোগী সকল দ্রব্য নিজেই আহরণ করিবেন। দেশ, কাল ও শক্তি

---

* কামতঃ ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণ-কন্যা-বিবাহে অধিকার, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যা-বিবাহে অধিকার, বৈশ্যের বৈশ্য-শূদ্র দ্বিবর্ণে অধিকার, শূদ্রের কেবল শূদ্রাবিবাহে অধিকার ছিল। এক্ষণ তাহা নিষিদ্ধ।

বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া কালান্তরে আহৃত দ্রব্য কালান্তরে গ্রহণ করিবেন না। যজ্ঞ চরু-পুরোডাশাদি দ্বারা কাল-বিহিত অগ্ন্যাদি পিতৃদেবোদ্দেশে নিবেদন করিবেন; বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বেদবিহিত পশু দ্বারা আমার যাগ করিবেন না। বেদবাদিগণ মুনির পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস ও চাতুর্মাস্য যজ্ঞ সকল উপদেশ দিয়াছেন। ১—৮। ধমনিব্যাপ্ত-শুষ্ক-মাংস মুনি এইরূপে অনুষ্ঠিত তপস্যা দ্বারা তপোময় আমার উপাসনা করিয়া ঋষিলোক হইতে আমাকে লাভ করেন। যিনি দুঃখকৃত মোক্ষফল-জনক এই মহৎ তপস্যা অল্পকামনা-পূরণের জন্য প্রয়োগ করেন, তাঁহার অপেক্ষা আর মূর্খ কে? যখন ইনি জরা বশতঃ কম্পান্বিত হইয়া নিয়ম-পালনে অক্ষম হইবেন, তখন আপনাতে অগ্নি সমারোপণ করিয়া আমাতে মনঃসংযোজনপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ করিবেন। যখন ধর্ম্মের ফল,লোক সকল পরিণামে দুঃখজনক বলিয়া তাহাতে বিরক্ত হইবে, তখন অগ্নি পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইবে। উপদেশক্রমে আমার পূজা করিয়া সর্ব্বস্ব ঋত্বিক্‌কে দানপূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নিনিধান করিবেন এবং নিরপেক্ষ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। "ইনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন,"এই ভাবিয়া পত্নী প্রভৃতি দেবতা সকল সন্ন্যাস অবলম্বনে উদ্যুক্ত ব্রাহ্মণের বিঘ্ন করেন। মুনি যদি বস্ত্র পরিধান করিতে অভিলাষী হন; যতটুকু দ্বারা কৌপীন আচ্ছাদিত হইতে পারে, ততটুকু বস্ত্র পরিধান করিবেন; আপদ্ উপস্থিত না হইলে, দণ্ড ও পাত্র ভিন্ন, পরিত্যক্ত অন্য কিছু ধারণ করিবেন না। দৃষ্টিপূত পদন্যাস করিবেন; বস্ত্রপূত জল পান করিবেন; সত্যপূত বাক্য বলিবেন; মনঃপূত আচরণ করিবেন। ৯—১৬। মৌন; চেষ্টাহীনতা ও প্রাণায়াম—যথাক্রমে বাক্য, শরীর এবং মনের দণ্ড। হে উদ্ধব! যাঁহার এই সকল দণ্ড নাই, তিনি কেবল বেণুযষ্টি-সমূহ দ্বারা যতি হইতে পারেন না। চারি বর্ণের মধ্যে নিন্দনীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনভিপ্রেত-পূর্ব্ব সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিবেন; তদ্দ্বারা যাহা লব্ধ হইবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন। গ্রামের বহির্ভাগস্থ জলাশয়ে গমন করিবেন; তথায় মৌনভাবে স্নান করিয়া আহৃত পবিত্র সমস্ত দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট ভোজন করিবেন। নিঃসঙ্গ, সংযতেন্দ্রিয়, আত্মারাম, আত্মনিরত, ধীর ও সমদর্শী হইয়া একাকী এই পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। নির্জ্জন-নির্ভয়-স্থানবাসী, আমার প্রতি ভক্তি বশতঃ নির্ম্মলচিত্ত মুনি আত্মাকে আমার সহিত অভিন্ন-রূপে চিন্তা করিবেন। জ্ঞান-নিষ্ঠা দ্বারা আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ বিচার করিবেন। ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্যই বন্ধন; আর ইহাদিগের দমনই মোক্ষ। সেই হেতু মুনি আমার প্রতি ভক্তিদ্বারা ষড়্‌-ইন্দ্রিয় জয় করিবেন এবং ক্ষুদ্র কামনা সকল হইতে বিরক্ত হইয়া আত্মাতে মহৎ সুখ লাভ করিয়া বিচরণ করিতে থাকিবেন। ভিক্ষার জন্য নগর,গ্রাম, ব্রজ ও সার্থ সকলে প্রবেশ করিয়া পবিত্রদেশ-গিরিনদী-কানন-মালিনী ও আশ্রম-শালিনী পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন; বান-প্রস্থদিগের আশ্রম-মণ্ডলে পুনঃপুনঃ ভিক্ষা করিবেন; শিলবৃত্তি দ্বারা লব্ধ অন্ন ভোজনে শুদ্ধসত্ত্ব ও বিগত-মোহ হইয়া মুক্ত হইবেন। ১৭—২৫। এই দৃশ্যমান মিষ্টান্নাদিকে বস্তুরূপে দর্শন করিবেন না; কারণ ইহা নাশ পাইবে; অতএব ইহলোকে ও পরলোকে চিত্ত নিবেশ করিয়া তন্নিমিত্তক কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। চিত্ত, বাক্য ও প্রাণ দ্বারা আত্মাতে বিরচিত এই জগৎকে; অহঙ্কারাস্পদ শরীরকে; এবং তজ্জন্য সমুদায় সুখকে "মায়া" এই বিবেচনাপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবেন এবং আর তাহাকে চিন্তা করিবেন না। মুমুক্ষু হইয়া যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, কিংবা মুক্তিবিষয়ে নিরপেক্ষ মদীয় ভক্ত হন, তিনি চিহ্ন সহিত আশ্রম সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিধি-সমূহের অনধীনভাবে আচরণ করিবেন। বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিবেন; নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। পণ্ডিত হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় কথা কহিবেন; বেদনিষ্ঠ হইয়াও নিয়মশূন্য ভাবে গোচর্য্যা আচরণ করিবেন। কর্ম্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করিবেন না; শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্যও করিবেন না এবং কেবল তর্ক-পরায়ণও হইবেন না; প্রয়োজন-শূন্য বিবাদে কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। ধীর ব্যক্তি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হইবেন না, এবং লোককেও উদ্বিগ্ন করিবেন না। দুর্ব্বাক্য সকল সহ্য করিবেন, কাহাকেও অবহেলা করিবেন না; দেহকে উদ্দেশ করিয়া পশুজাতির ন্যায় শত্রুতাচরণ করিবেন না। যেমন এক চন্দ্র নানা জলপাত্রে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ একমাত্র পর আত্মা ভূতগণে ও নিজ দেহে অবস্থিত রহিয়াছেন; সমুদায় ভূত একাত্মক। ২৬—৩২। ঐ জ্ঞানী সময়ে সময়ে কখনও খাদ্য না পাইলে বিষণ্ণ হইবেন না; পাইলেও হৃষ্ট হইবেন না; উভয়েই দৈবাধীন। আহারের নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন; কারণ প্রাণ-ধারণ কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য; তিনি প্রাণ থাকিলেই তত্ত্ববিচার করিবেন; তত্ত্বজ্ঞ হইয়া মুক্ত হইবেন। মুনি যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অন্ন, শ্রেষ্ঠ হউক, অপকৃষ্ট হউক, ভোজন করিবেন; এইরূপে বস্ত্র এবং এইরূপে শয্যাও যেমন যেমন পাইবেন, ব্যবহার করিবেন। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি বিধিবিধানক্রমে শৌচ, আচমন, স্নান বা অন্যান্য নিয়ম সকলও আচরণ করিবেন না; আমি ঈশ্বর যেমন কার্য্যসকল লীলাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করি, সেইরূপ তিনিও লীলাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই; যাহাও ছিল, সেও জ্ঞান দ্বারা হত হইয়াছে। যতদিন দেহের অন্ত না হয়, তত দিন কখন কখনও প্রতীতি হয়; তাহার পরে আমার সহিত মিলিত হন। যে পণ্ডিত দুঃখ-পরিণামী কাম সকলে নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছেন, তাঁহার মদীয় ধর্ম্ম জ্ঞাত না থাকিলে, তিনি কোন মুনিকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধালু ও অসূয়াশূন্য হইয়া যত দিন ব্রহ্ম না জানিতে পারেন, তত দিন, আমার স্বরূপ দেখিয়া ভক্তি ও আদরপূর্ব্বক গুরুর সেবা করিবেন। যিনি অজিতেন্দ্রিয়; প্রচণ্ড ইন্দ্রিয় যাঁহার সারথি এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য নাই; অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন; এতাদৃশ ধর্ম্মবিঘাতী ব্যক্তি দেবগণকে, আত্মাকে এবং আত্মস্থ আমাকে বঞ্চনা করে এবং অসম্পূর্ণ-মনোরথ হইয়া ইহ ও পরলোক হইতে চ্যুত হয়। ৩৩—৪১। ভিক্ষুকের ধর্ম্ম শম ও অহিংসা; বানপ্রস্থের ধর্ম্ম তপশ্চরণ; গৃহীর ধর্ম্ম ভূত ও রাক্ষসদিগকে বলি প্রদান করা; দ্বিজের ধর্ম্ম আচার্য্যের সেবা করা। ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ভূতগণের প্রতি সৌহার্দ্দ এবং ঋতুকালে স্ত্রীগমন; গৃহস্থের ধর্ম্ম;—আমার উপাসনা সকলের ধর্ম্ম। যিনি সকল ভূতে আমাকে ভাবনা করিয়া অন্যকে ভজনা না করেন, স্বধর্ম্মানুসারে নিত্য আমাকে ভজনা করেন, তিনি মদ্বিষয়িণী দৃঢ়ভক্তি লাভ করেন। হে উদ্ধব! অবিনাশিনি ভক্তি দ্বারা তিনি সর্ব্বলোক-মহেশ্বর সকলের উৎপত্তি-নাশ-প্রবর্ত্তক কারণরূপী বৈকুণ্ঠবাসী আমাকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকার স্বধর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হওয়াতে আমার গতি জানিতে পারেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ও বিরক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। বর্ণাশ্রমাচার-বিশিষ্ট লোকদিগের ইহাই আচার, লক্ষণ ও ধর্ম্ম; ইহাই মদ্ভক্তি-সম্পন্ন পরম মুক্তির সাধন। হে সাধো! নিজধর্ম্ম-সংযুক্ত মদ্ভক্ত যে প্রকারে পরমেশ্বর-আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা ব্যক্ত করিলাম।" ৪২—৪৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

মঙ্গল সকলের ভেদ-নির্ণয়।

ভগবান্ কহিলেন, "যে ব্যক্তি অনুভব-পর্য্যন্ত শাস্ত্র-সম্পন্ন, অতএব আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত; অতএব কেবল পরোক্ষ-জ্ঞান-শালী নহেন, তিনি এই দ্বৈত বস্তু সমুদায়কে ও তন্নিবৃত্তি-সাধনকে মায়ামাত্র জানিয়া জ্ঞানকে ও জ্ঞান-সাধনকে আমাতে সমর্পণ করিবেন। আমিই জ্ঞানীর অভিমত অপেক্ষিত স্বার্থ; ফল; হেতু; অভ্যুদয় ও মুক্তি; আমি ব্যতীত তাঁহাদিগের আর প্রিয় পদার্থ কিছুই নাই। জ্ঞানবিজ্ঞান-সংযুক্ত ব্যক্তি সকল আমার শ্রেষ্ঠ পদ জানিয়াছেন; যেহেতু জ্ঞানী জ্ঞান দ্বারা আমাকে ধারণ করেন; অতএব ইনি আমার প্রিয়তম। জ্ঞানের লেশ দ্বারা যে শুদ্ধি (উৎপন্ন হয়,) তাদৃশ শুদ্ধি, তপস্যা, তীর্থ-সেবা, জপ, দান এবং অন্যান্য পবিত্র পদার্থ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে হয় না। অতএব উদ্ধব! যতদূর জ্ঞান থাকে, নিজ আত্মাকে ততদূর জানিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া ভক্তিভাবে আমাকে ভজনা কর। মুনিগণ, সর্ব্বযজ্ঞপতি আত্মা-আমাকে জ্ঞানবিজ্ঞান-ময় যজ্ঞ দ্বারা আত্মযাগ করিয়া সিদ্ধিস্বরূপে আমাকেই লাভ করিয়াছেন। হে উদ্ধব! আধ্যাত্মিকাদি যে তিন প্রকার বিকার তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মায়া; কারণ তাহা মধ্যে উপস্থিত হইতেছে, আদি-অন্তে থাকিতেছে না। অতএব যখন ইহার এই জন্মাদি সকল রহিয়াছে, তখন ইহা তোমার কিছুই নহে, বস্তুতঃ অসৎ পদার্থের আদি-অন্তে যাহা থাকে, তাহাই মধ্যে অবস্থিত। ১—৭। "উদ্ধব কহিলেন, হে বিশ্বমূর্ত্তে! বিশুদ্ধ জ্ঞান যেরূপে নিশ্চিত, বৈরাগ্য-বিজ্ঞান-সংযুক্ত ও পুরাণ হয়, তাহা বল। ব্রহ্মাদি মহৎব্যক্তিগণের অন্বেষণীয় তোমার প্রতি ভক্তিযোগ বল। হে ঈশ্বর! ঘোর সংসারমার্গে তাপত্রয়-ব্যথিত ব্যক্তির পক্ষে চতুর্দ্দিকে অমৃতবর্ষী ভবদীয় চরণ-যুগলরূপ আতপত্র ভিন্ন রক্ষকান্তর দেখি না। সংসারকূপে নিপতিত, কালসর্প-দষ্ট, ক্ষুদ্রসুখে অতীব তৃষ্ণা-সম্পন্ন এই ব্যক্তিকে অনুগ্রহপূর্ব্বক উদ্ধার কর। হে মহানুভাব! মোক্ষবোধক বাক্য-সুধা সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন কর।" ভগবান্ কহিলেন, "রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে, আমাদিগের সকলের সম্মুখে ইহা এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধ শেষ হইলে পর, তিনি বন্ধুমরণে কাতর হইয়া বহুধর্ম-শ্রবণপূর্ব্বক পশ্চাৎ মোক্ষধর্ম সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভীষ্মের মুখ হইতে শ্রুত;—জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা বর্দ্ধিত সেই সকল ধর্ম্ম আমি তোমাকে বলিব। যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্বভূতে প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই নয়; একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত ও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়; সর্ব্বসমেত এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় এবং যাহা দ্বারা এ সমুদায়ে এক আত্মতত্ত্ব অনুভব করা যায়; সেই জ্ঞানই নিশ্চয় মদ্বিষয়ক জ্ঞান। ৮—১৪। যে জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বে সকলকে একের সহিত অনুগত দেখিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যখন সেরূপ না দেখিবেন, তখন ইহাই বিজ্ঞান সাবয়ব পদার্থ সকলের স্থিতি, উৎপত্তি ও নাশ দর্শন করিবে। যাহা আদি, অন্ত ও মধ্যে কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে অনুগত হয়, তাহাকে পুনরায় তথায় লইয়া যাইবে; যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই সৎ। বেদ; প্রত্যক্ষ; মহাজন-প্রসিদ্ধি; আর অনুমান; এই চারিটী প্রমাণ। এই সমস্ত প্রমাণের রহিত বোধ হওয়াতে, তিনি বিকল্প হইতে বিরত হন। কর্ম্ম সকল বিকারী, এই বলিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকের অদৃষ্ট সুখকেও দৃষ্টসুখের ন্যায় দুঃখস্বরূপ ও ক্ষণভঙ্গুর দেখিবেন। হে অনঘ! তুমি অতি প্রিয়পাত্র; পূর্ব্বেই তোমাকে ভক্তিযোগ বলিয়াছি; পুনরায় আমার ভক্তির পরম কারণ সেই ভক্তিযোগ আমি তোমাকে বলিতেছি। ১৫—১৯। আমার অমৃত-কথায় শ্রদ্ধা; আমার অনুকীর্ত্তন; আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা; স্তুতিবচন দ্বারা আমার স্তবকরণ; আমার পরিচর্য্যায় আদর; সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আমার বন্দন; আমার ভক্তদিগের অতিশয় পূজা; সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ব বোধ করা; আমার নিমিত্ত লৌকিক কার্য্য; বাক্য দ্বারা আমার গুণকথন; আমাতে মন সমর্পণ; সর্ব্বকাম পরিত্যাগ; আমার নিমিত্ত অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, এবং আমার বিধি ও যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা। হে উদ্ধব! এইরূপ ধর্ম্ম সকলের দ্বারা আত্ম-নিবেদক মনুষ্যদিগের আমাতে ভক্তি জন্মে; অন্য কোন অর্থ ইহঁার অবশিষ্ট থাকে না। যখন শান্ত ও সত্ত্বগুণ দ্বারা পরিপূর্ণ মন আত্মাতে অর্পিত হয়, তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। যখন চিত্ত উহার বিকল্পে সংসৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা পরিধাবিত হয়, তখন অধিকতর রজঃ এবং অসন্নিষ্ঠ হইয়া থাকে—জানিবে। তাহা হইতে অধর্ম্মাদির বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। যাহা আমাতে ভক্তি উৎপাদন করে, তাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে। ঐকাত্ম্য-দর্শন—জ্ঞান; গুণগণে সঙ্গহীনতা—বৈরাগ্য এবং অণিমাদি—ঐশ্বর্য্য।" ২০—২৭। উদ্ধব কহিলেন, "হে শত্রুকর্ষণ! যম কত প্রকার? নিয়মই বা কি কি? হে কৃষ্ণ! শম, দম, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষাই বা কাহাকে বলে? দান কি? তপস্যা কি? শৌর্য্য কি? সত্য ও ঋত কাহাকে কহে? ত্যাগ কি? ইষ্ট ধন কিরূপ? যজ্ঞ কি? দক্ষিণা কি? হে শ্রীমন্! পুরুষের বল কি? হে কেশব! দয়া কি? লাভ কি? উৎকৃষ্টা বিদ্যা, লজ্জা ও শ্রী কি? সুখ কি? দুঃখই বা কি? পণ্ডিত কে? মূর্খ কে? পথ কি? উৎপথই বা কি? স্বর্গ কি? নরকই বা কি? বন্ধু কে? গৃহই বা কি? কে ধনী? কেই বা দরিদ্র? কৃপণ কে? প্রভু কে? হে সাধুপতে! আমার এই সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা কর এবং ইহাদের বিপরীত অর্থ সকল আমার নিকট ব্যক্ত কর।" ২৮—৩২। ভগবান্ কহিলেন, "অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, অসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, স্বধর্ম্মে স্থিরবিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও অভয়;—আর বাহ্য শৌচ, আন্তরিক শৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, ধর্ম্মে আদর, আতিথ্য, আমার পূজা, তীর্থভ্রমণ, পরের নিমিত্ত চেষ্টা করা, সন্তোষ এবং আচার্য্যের সেবা করা;—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গাব-লম্বীদিগের এই দ্বাদশটী করিয়া যম ও নিয়ম নামে প্রসিদ্ধ। তাত! এই সকল নিয়ম পালিত হইয়া ইচ্ছা অনুসারে পুরুষদিগকে ফলদান করিয়া থাকে। আমাতে বুদ্ধি-নিষ্ঠা—শম; ইন্দ্রিয়-সংযম—দম; দুঃখ-সহন—তিতিক্ষা; জিহ্বা ও উপস্থ-জয়—ধৈর্য্য; দণ্ড-পরিত্যাগ—পরম দান। কাম-বিসর্জ্জনই তপস্যা; স্বভাব-বিজয়—বীরতা; সমদর্শন—সত্য; পণ্ডিতগণের কীর্ত্তিত সত্য-বাক্য ও সত্যকর্ম্মে অনাসক্তি—শৌচ। সন্ন্যাস,—ত্যাগ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৩৩—৩৮। ধর্ম্ম, মনুষ্যদিগের ইষ্টধন; পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ; জ্ঞানোপদেশ—দক্ষিণা; প্রাণায়াম—উৎকৃষ্ট বল; আমার ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণ—ভাগ্য; আমার প্রতি ভক্তি—উত্তম লাভ; আত্মাতে অভেদ-জ্ঞান—বিদ্যা; অকর্ম্মে হেয়তাদর্শন—লজ্জা; অপেক্ষা-হীন-তাদি গুণনিকর—শ্রী; সুখ-দুঃখের অতিক্রম—সুখ; বিষয়-ভোগ-বাসনা—দুঃখ; বন্ধ-মোক্ষাভিজ্ঞ—পণ্ডিত; দেহাদিতে অহংজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি—মূর্খ। যদ্দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পথ বলিয়া বিদিত। চিত্তের বিক্ষেপ—উৎপথ; সত্ত্বগুণের উদ্রেক—স্বর্গ; তমোগুণের উদ্রেক—নরক। সখে! গুরু-বন্ধু; আমিই

সেই গুরু। মনুষ্যদেহ গৃহ; গুণাঢ্যই আঢ্য। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই শোচ্য; যাঁহার চিত্ত বিষয়-সমূহে অনাসক্ত, তিনিই ঈশ্বর; গুণগণে যাঁহার আসক্তি, তিনি অনীশ্বর। হে উদ্ধব! তোমার এই সকল প্রশ্ন সমুদায় উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিলাম। গুণ ও দোষের লক্ষণ আর বাহুল্য-সহকারে কি বর্ণন করিব? গুণ-দোষ-দর্শন—দোষ এবং উভয়-দর্শন-পরিত্যাগ—গুণ।" ৩৯—৪৫।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগ নিরূপণ।

উদ্ধব কহিলেন, "হে কমল-লোচন! বিধি ও নিষেধ—এই উভয়ই তোমার আজ্ঞারূপ বেদ এবং সেই বেদও বিধেয় ও নিষেধ্য কর্ম্মের গুণ-দোষ অপেক্ষা করেন। বর্ণ ও আশ্রম সকলের ভেদ; প্রতিলোমানুলোমজ জাতি, দ্রব্য, দেশ, বয়ঃক্রম ও কাল; আর স্বর্গ ও নরক,—গুণ-দোষ অপেক্ষা করে। গুণ-দোষ-ভেদে দৃষ্টি ভিন্ন তোমার বিধি-নিষেধরূপ বাক্য কিরূপে সম্ভবে? মানবদিগের মুক্তি কিরূপে হয়? হে ঈশ্বর! অনুপলব্ধ অর্থে, এবং সাধ্যে ও সাধনেও তোমার বাক্যরূপ বেদ,—পিতৃগণ, দেবতা ও মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ চক্ষু। গুণ-দোষভেদে দৃষ্টি তোমার আজ্ঞা হইতে হইয়াছে; নিজে নহে; আবার ভেদের অপবাদও তোমার আজ্ঞা হইতে; অতএব আমার ভ্রম হইতেছে।" ১—৫। ভগবান্ কহিলেন, "মনুষ্যগণের মঙ্গল-সাধনেচ্ছায় আমি তিন প্রকার যোগ কহিয়াছি;—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ; এতদ্ভিন্ন কল্যাণ-সাধনের আর অন্য উপায় কুত্রাপি নাই।' দুঃখ বোধ করিয়া সংসারে কর্ম্ম সকলের ফল-সমূহে বিরক্ত; অতএব কর্ম্ম পরিত্যাগকারীদিগের জ্ঞানযোগ এবং সেই সকলে দুঃখ-বুদ্ধি-শূন্য; সেই হেতু উহাদিগের ফল সকলে অবিরক্তদিগের কর্ম্মযোগ সিদ্ধিদায়ক। আর কোন ভাগ্যোদয়ক্রমে যে পুরুষের মদীয় কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; যিনি কর্ম্মফলে অবিরক্ত ও অনতি-আসক্ত;—তাঁহার ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ। যতদিন কর্ম্মফলে বিরক্ত না হইবে, অথবা মদীয় কথা-শ্রবণাদিতে যতদিন শ্রদ্ধা না জন্মিবে, ততদিন কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবে। হে উদ্ধব! ফলাভিলাষ না করিয়া যজ্ঞ সমুদয় দ্বারা যাগকারী স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তি যদি অন্য আচরণ না করেন, তাহা হইলে স্বর্গেও যান না; নরকেও যান না; কিন্তু স্বধর্ম্মস্থ, নিষিদ্ধত্যাগী এবং পবিত্র হইয়া এই দেহেই অবস্থিতি করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান, অথবা কোনও ভাগ্যোদয় ক্রমে আমাতে ভক্তি লাভ করেন। নারকীদিগের ন্যায় স্বর্গবাসীরাও জ্ঞান এবং ভক্তির সাধন এই শরীর অভিলাষ করেন; উভয়ই ঐ উভয় সাধন করিতে অপারগ। ৬—১২। বিচক্ষণ মানব নারকী গতির ন্যায় স্বর্গগতিও কামনা করিবেন না; এই শরীর কামনা করিবেন না; দেহে আসক্তি হেতু স্বার্থবিষয়ে অবধান-শূন্য হইয়া থাকেন। ইহা জানিয়া এবং এই শরীরকে অর্থের সিদ্ধিপ্রদ হইলেও, নশ্বর জানিয়া সাবধান হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি মুক্তির জন্য যত্ন করিবেন। যাহাতে কুলায় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, নিজের আশ্রয় সেই বনস্পতিকে যমের ন্যায় দয়াশূন্য মনুষ্যগণ ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অনাসক্ত পক্ষী উহাকে ত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করে। দিবা ও রাত্রি সকল, আয়ুঃক্ষয় করিতেছে—ইহা বুঝিয়া ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া, আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে জানিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে সুখী হন। সর্ব্বফলের মূল, সুদুর্লভ, অথচ সুলভ, পটুতর, গুরুরূপ-কর্ণধার-বিশিষ্ট, মৎস্বরূপ অনুকূল বায়ুচালিত মানবশরীর-রূপ তরণী পাইয়া যে পুরুষ ভবসিন্ধু পার না হন, তিনি আত্মঘাতী। ১৩—১৭। যোগী যখন আরব্ধ-কর্ম্ম সকলে নির্ব্বিণ্ণ ও বিরক্ত হইবেন, তখন ইন্দ্রিয়-সংযমন-পূর্ব্বক আত্ম-বিষয়িণী বৃত্তি বিস্তার দ্বারা মনকে অবিচলিত ভাবে ধারণ করিবেন। ধারণা করিবার সময় মন যদি শীঘ্র ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া চঞ্চল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অনলস ভাবে কিছু কিছু বাসনা-পূরণ দ্বারা আত্মবশে আনিবেন; মনের গতি উপেক্ষা করিবেন না। প্রাণ-জয় ও ইন্দ্রিয়-জয়পূর্ব্বক সত্ত্বনাশিনী বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মবশে আনয়ন করিবেন। যেমন অশ্ব-ধাবক, দমনীয় অশ্বের হৃদয়জ্ঞতা বারংবার অপেক্ষা করে; সেইরূপ অনুবৃত্তি-মার্গ দ্বারা এইরূপ মনের যে সংগ্রহ, তাহাকেই পরম যোগ বলা যায়; তত্ত্ববিবেক দ্বারা অনুলোম এবং প্রতিলোমক্রমে সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি ও নাশ চিন্তা করিবেন; যতদিন নিশ্চল না হয়। নির্ব্বিণ্ণ; অতএব সংসারে বিরক্ত; সেই হেতু গুরূপদিষ্ট আত্মার আলোচক পুরুষের চিত্ত চিন্তিত গুরূপদেশের পুনঃপুনঃ চিন্তা দ্বারা দেহাদি অভিমান পরিত্যাগ করে। চিত্ত,—পরমাত্মাকে যমাদি যোগপথ-সমূহ, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, মদীয় অর্চ্চনা ও ধ্যানাদি দ্বারা চিন্তা করিবে,—অন্য উপায় দ্বারা নহে। যোগী যদি প্রমাদ বশতঃ গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস ও নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবেন; অন্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিবেন না। নিজ নিজ অধিকার-নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সঙ্গ সকল ত্যাগ করাইবার ইচ্ছায়, এই গুণ-দোষবিধান দ্বারা, উৎপত্তি অশুদ্ধক কর্ম্ম সকলের সঙ্কোচ করা হইয়াছে। ১৮—২৬। আমার কথাতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; তিনি যদি জানিয়া-শুনিয়াও দুঃখাত্মক কামনা সকল পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে দৃঢ়নিশ্চয় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সেই সকল কামনা উপভোগ করিয়াও দুঃখজনকত্ব-রূপে তৎসমুদায়কে নিন্দা করিবেন এবং প্রীতমনে আমার ভজনায় প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব যিনি সর্ব্বকর্ম্মে বিরক্ত হইয়াছেন; পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা যে মুনি নিরন্তর আমার ভজনা করেন,—তাঁহার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকাতে তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা নষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বাত্মভূত আমি সাক্ষাৎকৃত হইলে, ইহাঁর হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমুদায় সংশয় নষ্ট হইয়া যায় এবং সমস্ত কর্ম্ম নাশ পায়। ২৭—৩০। অতএব সংসারে জ্ঞান ও বৈরাগ্য,—মদ্ভক্ত মদাত্মক, যোগীর আর কি মঙ্গল-সাধন করিবে। যাহা কর্ম্মকাণ্ড ও তপস্যা দ্বারা; যাহা জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা; যাহা যোগ ও দান দ্বারা এবং যাহা অন্যান্য মঙ্গল-অনুষ্ঠান দ্বারাও সিদ্ধ হয়,—মদীয় ভক্ত মদীয় ভক্তিযোগ দ্বারা তৎসমস্তই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছা করিলে স্বর্গ, মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ ও প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন। ভক্তি বশতঃ আমাতে প্রীতিযুক্ত, অতএব ধীমান্ সাধু সকল,—আমি আত্যন্তিক কৈবল্য দান করিলেও, কিছুই অভিলাষ করেন না। কামনা-ত্যাগই মহৎ উৎকৃষ্ট ফল ও ফলের সাধন কহিয়াছেন; অতএব কামনাশূন্য প্রার্থনাহীন ব্যক্তিরই আমার প্রতি ভক্তি জন্মিবে। প্রকৃতির পরম পারপ্রাপ্ত, আমার একান্ত-ভক্ত ও সমচিত্ত সাধু-ব্যক্তিদিগের বিধি-নিষেধোৎপন্ন পুণ্য-পাপাদি সম্ভব হয় না। সেইরূপ আমাকে লাভ করিবার যে সকল উপায় আমি উপদেশ করিয়াছি, যাঁহারা তৎসমস্ত উপায়-মার্গ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কাল-মায়াদি-রহিত আমার লোক প্রাপ্ত হন এবং পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন।" ৩১—৩৭।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

দ্রব্যাদির গুণদোষ-বিস্তার কথন।

ভগবান্ কহিলেন, "যে সকল ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ভক্তি-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক এই সকল উপায় পরিত্যাগ করিয়া চপল ইন্দ্রিয়-নিকর দ্বারা ক্ষুদ্র কামনা-সমূহ সেবন করে, তাহারা এই সংসারে নানা যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাকেই গুণ বলা হইয়াছে; বিপর্য্যয় দোষ হইবে;—উভয় পক্ষেই এই নির্ণয়। হে উদ্ধব! 'যোগ্য, কিঁ অযোগ্য?' এইরূপ সংশয় দ্বারা দ্রব্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিবার জন্য ধর্ম্মের নিমিত্ত, ব্যবহারের নিমিত্ত এবং প্রাণরক্ষার নিমিত্ত একবিধ বস্তু সকলেও শুদ্ধি-অশুদ্ধি; গুণ-দোষ এবং মঙ্গল-অমঙ্গল বিধান করা হয়,—ধর্ম্মস্বরূপ ভারবাহী লোকদিগের এই আচার আমি, মন্বাদি গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ; এই পাঁচটী মহাভূত,—ব্রহ্মা হইতে সামান্য স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণিমাত্রেরই শরীরের ধাতু বা আরম্ভক।১—৫। হে উদ্ধব! এই সমস্ত প্রাণীর স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত একবিধ শরীর-নিকরেও বেদ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপ সকল কল্পিত হইয়া থাকে। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! কর্ম্ম সকল সঙ্কোচ করিবার জন্য আমি দেশ-কালাদি ভাব-সমুদায়ের গুণ-দোষ বিধান করি। দেশ সকলের মধ্যে কৃষ্ণসার-হীন এবং বিপ্রভক্ত-শূন্য দেশ অপবিত্র। কৃষ্ণসার দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইলেও, সৎপাত্র-বিহীন কীকট, অপরিষ্কৃত ও ঊষর দেশ অপবিত্র। দ্রব্য-সঙ্গতি বশতঃ অথবা স্বভাবতঃ কর্ম্মযোগ্য কাল গুণবান্। যাহাতে কর্ম্ম নিবৃত্তি পায় এবং যাহা কর্ম্মের অযোগ্য বলিয়া বিদিত, সেই কাল অশুদ্ধ। দ্রব্য, বাক্য-সংস্কার, কাল, মহত্ত্ব, অল্পত্ব, শক্তি, অশক্তি, বুদ্ধি বা সমৃদ্ধি দ্বারা দ্রব্যের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি হয়। এই সকল দ্রব্যাদি,—আত্মা সম্বন্ধে দেশ ও অবস্থা অনুসারে যথাবৎ পাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। ধান্য, কাষ্ঠ, অস্থি, তন্তু রস, তৈজস, চর্ম্ম এবং মৃণ্ময় পদার্থ সকলের কাল, বায়ু, অগ্নি মৃত্তিকা ও জল এক মিলিত হইয়া বা প্রত্যেকে শোধক। অশুচি বস্তু দ্বারা লিপ্ত বস্তু, যাহা যাহা দ্বারা গন্ধ লেপবর্জ্জিত হয় এবং পুনর্ব্বার স্বরূপতা লাভ করে, তাহার সেই তাবন্মাত্র শৌচ বিবেচিত হইয়া থাকে। ৬—১৩। স্নান, দান, তপস্যা, অবস্থা, শক্তি, সংস্কার, কর্ম্ম এবং আমার স্মরণ দ্বারা আত্মার শৌচ হইয়া থাকে। দ্বিজ এইরূপে শুদ্ধ হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন। বিশেষ জ্ঞান—মন্ত্রের শুদ্ধি; আমাতে অর্পণ—কর্ম্মের শুদ্ধি; দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্ম—এই ছয়টীর শুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম হয়; ইহাদের অশুদ্ধিতেই অধর্ম্ম হইয়া থাকে। বিধিবলে দোষও কখন গুণ এবং গুণও দোষ হয়। এইরূপে গুণদোষের নিয়ামক শাস্ত্রই ঐ উভয় ভেদের বাধক। একবিধ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান পতিত ব্যক্তিদিগের পাতক নহে; পূর্ব্বস্বীকৃত অসঙ্গগুণ; ভূমিতে শয়ান ব্যক্তি আর কোথায় অধঃপতিত হইবে? অতএব যাহা যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা তাহা হইতেই মুক্ত হইবে; এই ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের শোক-মোহ-ভয়নাশক পরম মঙ্গলের হেতু। গুণ বিবেচনা করাতে, তাহা হইতে পুরুষের বিষয়াসক্তি জন্মিবে; আসক্তি হইতে সেই সকলের কামনা জন্মিবে। কামনা হইতেই মনুষ্যগণের কলহ; কলহ হইতে দুর্ব্বিষহ ক্রোধ; অবিবেক উহার অনুবর্ত্তী। অবিবেক, পুরুষের অবিনাশী চৈতন্যকে শীঘ্র গ্রাস করে। হে সাধো! জীব চৈতন্যহীন হইলে অসৎসদৃশ হয়; তাহার পর মূর্চ্ছিত-তুল্য ও মৃততুল্য ইহার পুরুষার্থ হানি হয়। যে ব্যক্তি বিষ[য়] সকলে অভিনিবেশ বশতঃ আপনাকে এবং পরমাত্মাকে জা[নে] না, সে বৃক্ষ-জীবনের ন্যায় বৃথা জীবন ধারণ এবং ভস্ত্রা[র] ন্যায় বৃথা নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে। ১৪—২২। ফলশ্রুতি মনুষ্যগণের পরম-পুরুষার্থপর নহে;—রুচি উৎপাদন করা ইহা[র] উদ্দেশ্য; ঔষধে রুচি-উৎপাদনের ন্যায় মোক্ষ-কথন-উদ্দেশে[ই] ঐরূপ কথিত হইয়াছে। অভিলষিত বস্তু, প্রাণ ও স্বজন,—নিজে[র] অনর্থের কারণীভূত এই সকলে স্বভাবতই মর্ত্ত্যদিগের মন আসক্ত অতএব পরম সুখ জানিতে পারে না। সুতরাং 'বেদ যাহ[া] বুঝাইবে, তাহাই মোক্ষ' এইরূপ দৃঢ়-বিশ্বাসান্বিত হইয়া যাহার[া] দেবাদি-যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে, পরে বৃক্ষাদি-যোনিতে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তাহাদিগকে বেদ স্বয়ং কি করিয়া আবার এ[ই] সমস্ত কামেতেই প্রবর্ত্তিত করিবে? বেদের এইপ্রকার অভিপ্রায় না জানিয়া কুবুদ্ধি ব্যক্তিরা, কুসুমিত ফলশ্রুতি বিধান করিয়া থাকে; বেদজ্ঞেরা তাহা করেন না। কামী, কৃপণ ব্যক্তিগণ লুব্ধ হইয়া পুষ্পকেই ফল বোধ করে, অগ্নিসাধ্য কর্ম্মে অভিনিবেশ দ্বারা বিবেক হীন হয়; ধূমমার্গ তাহাদিগের শেষে রহিয়াছে, তাহারা নিজ লোক অবগত নহে। অহে! কর্ম্মই তাহাদিগের শাস্ত্র; সুতরাং প্রাণই সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। এই জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন এবং স্বরূপ,—তাঁহারা সেই অন্তর্যামী-আমাকে জানে না; যেমন অন্ধকার দ্বারা আবৃত-দৃষ্টি ব্যক্তি নিকটস্থ পদার্থকেও দেখিতে পায় না। বিষয়াত্মক সেই সকল ব্যক্তি আমার এই অস্ফুট মত জানিতে না পারিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকে; তাহাদিগের মধ্যে যাহারা হিংস্র, তাহারা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু ইহা বিধি নহে,—পরিসংখ্যা মাত্র। সেই হিংসাপটু লোকেরা যজ্ঞে বলিরূপে দত্ত পশু সকলের দ্বারা নিজ সুখাভিলাষে দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতিদিগের যাগ করে। স্বপ্নতুল্য অসৎ, কর্ণপ্রিয় পর-লোককে 'অখিল মঙ্গলময়' কল্পনা করিয়া, বণিকের ন্যায় অর্থ সকল পরিত্যাগ করে। ২৩—৩১। রজঃ-সত্ত্ব-তমোনিষ্ঠেরা রজঃ সত্ত্ব-তমঃসেবী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা করে,—আমার যথাবৎ পূজা করে না; 'ইহলোকে দেবতাদিগের যাগ করিয়া, স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বিহার করিব—হৃদয়ে সেইরূপ কল্পনাই পোষণ করিয়া থাকে। ঐ ভোগাবসানে পুনরায় ইহলোকে মহাকুলোদ্ভব মহাগৃহস্থ হয়। উক্তরূপ কুসুমিত বাক্য দ্বারা বিচালিতমনা, অভিমানী, অতিলুব্ধ মনুষ্যদিগের আমার কথাও ভাল লাগে না। ত্রিকাণ্ডময় এই সমস্ত বেদ—ব্রহ্মাত্মপর; মন্ত্র সকল পরোক্ষবাদক পরোক্ষই আমার প্রিয় শব্দব্রহ্ম,—নিতান্ত দুর্ব্বোধ, প্রাণময়, ইন্দ্রিয়ময় ও মনোময় এবং সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত-পার, গম্ভীর ও দুরবগাহ। ভূমা অনন্তশক্তি ব্রহ্ম, আমাকর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া মৃণাল সকলে ঊর্ণার ন্যায়, প্রাণিগণে নাদরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন ঊর্ণনাভ হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা ঊর্ণা বমন করে, সেইরূপ প্রাণরূপে বেদমূর্ত্তি, স্বয়ং অমৃতময় প্রাণোপাধি হিরণ্যগর্ভরূপ ভগবান্ নাদরূপ-উপাদান-সম্পন্ন হইয়া, স্পর্শাদি-বর্ণ-সঙ্কল্পকারী চিত্ত দ্বারা হৃদয়াকাশ হইতে অনন্তপার বৃহতী সৃজন ও সংহার করেন। ঐ বৃহতীর পথ অনেক; উহা বক্ষঃ; ও কণ্ঠাদি-সম্বন্ধ দ্বারা ব্যঞ্জিত স্পর্শবর্ণ, স্বরবর্ণ, উষ্মবর্ণ ও অন্তস্থ বর্ণ দ্বারা ভূষিতা; বিবিধ ভাষা দ্বারা বিস্তৃতা; উত্তরোত্তর চারিচারি অক্ষরে পরিবর্দ্ধিত ছন্দঃ সকলের দ্বারা চিহ্নিতা। সেই বেদ-রাশি-মধ্যে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অতিচ্ছন্দ, অত্যষ্টি, অতিজগতী এবং অতিবিরাট্ ইত্যাদি ছন্দ সকল বিদ্যমান আছে। তাহাতে কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশ করে এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে আশ্রয় করিয়া তর্ক-বিতর্ক

করে,—ইহার তাৎপর্য্য ইহলোকে আমা ভিন্ন কেহই জানে না। তাহাতে যজ্ঞরূপে আমাকে বিধান করে; এবং দেবতারূপে আমাকে প্রকাশ করে; এবং আমাকেই বাদীর তর্কিত অর্থরূপে কথিত করিয়া, প্রতিবাদীর কথিত তর্কান্তর-দ্বারা নিরস্ত করিয়া থাকে। বেদ, পরমাত্মস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া, 'ভেদ সকল মায়ামাত্র'—এই প্রতিপাদন করেন; পরে নিষেধ করিয়া প্রসন্ন হন। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য।" ৩২—৪৩।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

তত্ত্বসম্বন্ধে নানামতের বিরোধ-ভঞ্জন।

উদ্ধব কহিলেন, "হে দেবেশ! হে প্রভো! ঋষিগণ কত প্রকার তত্ত্ব সংখ্যা করিয়াছেন,—তুমি তাহা বল। আমি শুনিয়াছি যে, তুমি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বসংখ্যা নির্ণয় করিয়াছ; কিন্তু অন্যেরা কেহ ষড়্বিংশতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ নয়, কেহ সাত, কেহ কেহ ছয়; অপরেরা চারি, কেহ একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ বা ষোড়শ এবং এক সম্প্রদায় ত্রয়োদশ বলিয়া থাকেন। হে নিত্যমূর্ত্তে! ঋষিরা যে অভিপ্রায়ে পৃথক্ পৃথক্ সংখ্যা সকলের এতাবত্ত্ব কীর্ত্তন করেন, তাহা আমাদিগকে বলা তোমার উচিত হইতেছে।" ১—৩। ভগবান্ কহিলেন, "ব্রাহ্মণেরা যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযুক্ত নহে; যেহেতুক সমুদায় তত্ত্বই অন্তর্ভূত হইয়া আছে। আর আমার মায়াকে স্বীকার করিয়া সংখ্যাকারীদিগের দুর্ঘট কি? 'তুমি যেরূপ বলিলে, ইহা এরূপ নহে; আমি যেরূপ বলিতেছি, উহা সেইরূপ।'—কারণ লইয়া এইরূপ বিবাদ-পরায়ণদিগের পক্ষে আমার সত্ত্বাদি শক্তি সকল দুরত্যয়। যে সকলের ক্ষোভ হইতে বাদীদিগের বিবাদাস্পদ বিকল্প উৎপন্ন হইয়াছিল; শম-দম প্রাপ্ত হইলে বিকল্প লয় প্রাপ্ত হয়, তাহার পরেই বাদ নিরস্ত হইয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পরস্পরে অনুপ্রবেশ বশতঃ বক্তার যেরূপ উদ্দেশ্য, তদনুসারে তত্ত্ব সকলের কার্য্য-কারণভাবে গণনা করা হয়। কারণতত্ত্বে বা কার্য্যতত্ত্বে অন্যান্য সকল তত্ত্বকে প্রবিষ্ট দেখা যায়; অতএব এই সমস্তের কার্য্য-কারণতা এবং ন্যূনাধিক্য-ইচ্ছাবাদীদিগের মধ্যে যে অভিপ্রায়ে যাঁহার বদন-চালন হয়, যুক্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা সে সমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকি। ৪—১০। অনাদি-অবিদ্যা-সম্পন্ন পুরুষের স্বতঃ আত্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব; তত্ত্বজ্ঞ অন্য ব্যক্তিকে তাঁহার জ্ঞানদাতা হইতে হইবে। এ বিষয়ে পুরুষ ও ঈশ্বরের অণুমাত্রও বৈলক্ষণ্য নাই; অতএব তাঁহাদিগের উভয়ের ভেদকল্পনার অর্থ নাই—জ্ঞান প্রকৃতিরই গুণ; গুণগণের সমতাই প্রকৃতি। স্থিতি, সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণীভূত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ সকল প্রকৃতির,—আত্মার নহে। ইহ-সংসারে জ্ঞান—সত্ত্ব; কর্ম্ম—রজঃ এবং অজ্ঞান—তমঃ বলিয়া অভিহিত। গুণগণের ক্ষোভ,—কাল; আর স্বভাব—মহত্তত্ত্ব। পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল এবং পৃথিবী,—এই নয় তত্ত্ব আমা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, নাসিকা ও রসনা,—এই সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্য, হস্ত, উপস্থ, পায়ু ও পাদ,—এই সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন উভয়াত্মক। অহে! শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ—অর্থজাতীয়; গতি, উক্তি, মলত্যাগ ও শিল্প—কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের ফল। প্রকৃতি, এই বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে কার্য্য-কারণরূপিণী হইয়া সত্ত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধারণ করিয়া থাকেন। পুরুষ, অপরিণামী,—দ্রষ্টা। মহৎ প্রভৃতি কারণ-তত্ত্ব সকল বিকৃত হইতে প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের দৃষ্টিবশে লব্ধবীর্য্য এবং মিশ্রিত হইবার পর প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকে। ১১—১৮। "সাতটীই কারণ-তত্ত্ব" এই মতে আকাশাদি পঞ্চ, জীব এবং ঐ উভয়ের আশ্রয় পরমাত্মা,—এইগুলি তত্ত্ব। দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ, এই সকল হইতে সম্ভূত। "ছয়টী তত্ত্ব" এই মতেও পঞ্চভূত; আর পরমপুরুষ। ঈশ্বর নিজ-সম্ভূত ঐ সকলের সহিত যুক্ত হইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তত্ত্ব-চতুষ্টয়-বাদিগণের মতেও তেজ, জল, অন্ন ও আত্মা,—এই চারি তত্ত্ব। এই চারি তত্ত্ব হইতেই অন্যান্য সমস্ত তত্ত্বের উৎপত্তি বলিয়া তৎসমুদায়কে ইহারা ইহাদিগেরই অন্তর্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন। সপ্তদশ-গণনাতে পঞ্চ ভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন ও আত্মা। সেইরূপ ষোড়শ-গণনাতে আত্মাকেই মন বলা হয়। ত্রয়োদশ-পক্ষে পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন এবং দ্বিবিধ আত্মা। ঋষিরা তত্ত্ব-সমুদয়ের এইরূপ বিবিধ গণনা করিয়াছেন; যুক্তিযুক্ততা বশতঃ, সকলই ন্যায্য। পণ্ডিতদিগের উক্তি কিছুই অযুক্ত বা অশোভন নহে।" উদ্ধব কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি ও পুরুষ যদি স্বভাবতঃ ভিন্ন, তবে পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতীতি হয় না কেন? আত্মা প্রকৃতিতে, প্রকৃতিও আত্মাতে দৃষ্ট হন। হে নলিননেত্র! হে সর্ব্বজ্ঞ! আমার হৃদিস্থিত এইরূপ সংশয়কে যুক্তি-প্রবীণ বচন দ্বারা ছেদন করা তোমার উচিত হইতেছে। জীবগণের জ্ঞান নিশ্চয়ই তোমা হইতে হয় এবং তোমার মায়াশক্তির জন্যই অপায় হইয়া থাকে; অতএব তুমি, স্বীয় মায়ার গতি বিদিত আছ,—অপর জানে না।" ১৯—২৮। ভগবান্ কহিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! প্রকৃতি এবং পুরুষ,—ইহা অত্যন্ত ভিন্ন; গুণ-ক্ষোভ-সম্ভূত বলিয়া এই সৃষ্টি, বিকার-সম্পন্ন। অহো! গুণময়ী মদীয়া মায়া বিবিধ প্রকার; গুণগণ দ্বারা বিবিধ ভেদ ও ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে। সৃষ্টি বিবিধ বিকার-সম্পন্ন হইলেও ত্রিবিধ;—অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব। চক্ষু, রূপ এবং চক্ষুর্গোলক প্রবিষ্ট সূর্য্যের অংশ পরস্পর-সাপেক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে; আকাশে যে স্বয়ং সূর্য্যদেব, তিনি স্বয়ং প্রকাশ পান। এই সকলের কারণ, অতএব এক এবং অভিন্ন,—সেই হেতু ইহাদিগের হইতে ভিন্ন এই আত্মা স্বতঃ প্রকাশ দ্বারা অখিল-প্রকাশকেরও প্রকাশক; সুতরাং তাঁহার প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ। চক্ষুর ন্যায় ত্বক্, স্পর্শ ও বায়ু, শ্রবণ, শব্দ ও দিক্; জিহ্বা, রস ও বরুণ; নাসিকা, গন্ধ ও অশ্বিনীকুমার, চিত্ত, চেতয়িতব্য ও বাসুদেব এবং মন, মন্তব্য ও চন্দ্র ইত্যাদি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। গুণ-ক্ষোভক পরমেশ্বরকে নিমিত্ত করিয়া প্রকৃতি-মূলক মহত্তত্ত্ব হইতে যে বিকার অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বৈকারিক, তামস ও ইন্দ্রিয়,—এই ত্রিবিধ এবং তাহা মোহময় বিকারের হেতু। "আছেন" "নাই" এইরূপ ভেদঘটিত বিবাদও আত্ম-অজ্ঞান-মূলক। ভেদ নিরর্থক হইলেও, স্বীয় গতিস্বরূপ আমা হইতে যাহাদিগের মন পরাঙ্মুখ, মানবগণের তাহা কোন প্রকারে নিবৃত্ত হইবে না।" ২৯—৩৪। উদ্ধব কহিলেন, "প্রভো! যাহাদিগের মন তোমা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা নিজকৃত কর্ম্মনিচয়ের দ্বারা যেরূপে উচ্চ ও নীচ শরীর সকল গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিয়া থাকে, হে গোবিন্দ! তাহা আমাকে বল। যাহাদিগের আত্মা নিকৃষ্ট, তাহারা উহা বুঝিতে পারে না। নিশ্চয়ই ইহলোকে প্রায় বিজ্ঞ নাই; কারণ, সকলেই মায়া-মোহিত।" ভগবান্ কহিলেন, "মানবগণের কর্ম্মময় মন,—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত এই

লোক হইতে অন্য লোকে, পরে তথা হইতে অন্যত্রও গমন করে; আত্মা তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। কর্ম্মাধীন মন,—দৃষ্ট বা বেদোক্ত বিষয় সমূহ চিন্তা করিতে করিতে পরে আবির্ভূত ও বিলীন হইয়া যায়; তাহার পর স্মৃতি নষ্ট হয়। বিষয় সকলে অভিনিবেশ বশতঃ কোনও কারণে মন যে পূর্ব্বশরীরকে স্মরণ করে না, সেই অত্যন্ত বিস্মরণই প্রাণীর মৃত্যু। হে বদান্য! অভেদ-ক্রমে দেহকে যে আত্মস্বরূপে স্বীকার করা হয়, তাহাই পুরুষের জন্ম। ইহা ঠিক স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায়। এইরূপে এ, স্বপ্ন এবং মনোরথকে পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া দেখে না; বর্ত্তমান স্বপ্নাদিতে পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাকে, যেন 'এইমাত্র জন্মিল'—এইরূপ দর্শন করিয়া থাকে। যেমন জীব স্বপ্নে বহুজীব দেখিয়া বহুরূপ হয়, তদ্রূপ মনের যে সৃষ্টি, তদ্দারা এই প্রকারত্রয় আত্মাতে অসৎরূপেই প্রকাশ পায়; আত্মা বাহিক ও আভ্যন্তরিক ভেদের হেতু। নহে। অলক্ষ্যবেগ কাল মহাকালে ভূতগণ নিত্যই জন্মিতেছে এবং বিনষ্ট হইতেছে; কালের সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অবিবেকী ব্যক্তিরা তাহা দেখিতে পায় না। যেমন কাল-সহকারে পরিণাম দ্বারা তেজের, প্রবাহ-ত্যাগ দ্বারা স্রোতের এবং পক্বতা দ্বারা বৃক্ষফলের অবস্থাবিশেষ কৃত হইয়াছে, সেইরূপ কাল মহাকাল সকলে, ভূতের বয়স ও অবস্থাদি কৃত হইয়া থাকে। ৩৫—৪৪। তথাপি যেমন তেজের,—'সেই এই প্রদীপ' এবং স্রোতের—'সেই এই জল'; সেইরূপ শরীরী সকলের —'সেই এই শরীরী'—অবিবেকীদিগের এইরূপ বৃথা বাক্য-প্রয়োগ ও প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। অজ এবং অমর হইয়াও যে, জীব নিজের কর্ম্ম দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন, কি মরেন,—তাহা নহে; কিন্তু ভ্রান্তি দ্বারা জন্মিয়া থাকেন ও নাশ পান। যেমন মহাভূতরূপ অগ্নি কল্পান্ত অবস্থিত হইয়াও কাষ্ঠের সংযোগ ও বিয়োগ মাত্রে জন্ম মৃত্যু-প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মা অজ ও অমর হইয়াও ভ্রান্তি বশতঃ জাত ও মৃতের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। জঠরে প্রবেশ, জঠরমধ্যে বৃদ্ধি, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবন, মধ্যবয়স, জরা ও মৃত্যু,—শরীরের এই নয় অবস্থা। স্বাভাবিক অবিবেক হেতু জীব অঙ্গের এই সকল মনোরথময়ী উচ্চ-নীচ-অবস্থা গ্রহণ করেন; কচিৎ কেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। পিতা ও পুত্রের দ্বারা নিজের ধ্বংস এবং উৎপত্তি অনুমান করা যায় না; যখন এ প্রকার হইল, তখন উৎপত্তি-বিনাশশালী দেহ সকলের দ্রষ্টা, উভয়-লক্ষণ-সম্পন্ন নহেন। যিনি বীজ এবং বিপাক হইতে ওষধির উৎপত্তি ও ধ্বংস জানিয়াছেন, তিনি ওষধির ভিন্নতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এইরূপ দেহের দ্রষ্টা, বিভিন্ন। অবিবেকী পুরুষ প্রকৃতি হইতে আত্মাকে তত্ত্বতঃ পৃথক্ বিচার না করিয়া দেহাভিমান দ্বারা বিমূঢ় হইয়া সংসার প্রাপ্ত হয়। ৪৫—৫১। সত্ত্ব-সংসর্গ হেতু ঋষি ও দেব; রজঃসঙ্গে অসুর ও নর এবং তমঃসঙ্গে ভূত ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে কর্ম্ম দ্বারা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যেমন মনুষ্য নর্ত্তক ও গায়কদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের অনুকরণ করে; এইরূপ অনীহ জীব, বুদ্ধির গুণ সকল দর্শন করিয়া অনুকরণ করিতে বাধ্য হয়। যেমন জল কম্পিত হইলে তীরস্থিত বৃক্ষ সকলও যেন কম্পিত বলিয়া বোধ হয়; যেমন নয়ন ঘূর্ণ্যমান হইলে যেন পৃথিবীকেও ভ্রমিত দেখায়; হে দাশার্হ! যেমন কামনাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তির বিষয়চিন্তন এবং স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকল অলীক,—সেইরূপ আত্মার জন্ম-মৃত্যু এই পুরুষ বিষয়-নিকর চিন্তা করিতেছে; অতএব বিষয় সকল বর্ত্তমান না থাকিলেও, স্বপ্নে অর্থপ্রাপ্তির ন্যায় ইহার পক্ষে সংসার বিরাম হয় না; অতএব উদ্ধব! অসৎ ইন্দ্রিয়-নিকর দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিও না; দেখ, বিকল্পসম্বন্ধীয় ভ্রম, আত্ম-অজ্ঞান বশতই অবভাসিত হইতেছে। অসাধু জনগণের তিরস্কৃত, অবমানিত, অসূয়িত তাড়িত, বন্ধন করিয়া রক্ষিত, ভূতি সকল হইতে ভ্রংশিত, কিংবা অজ্ঞ-জন কর্ত্তৃক নিষ্ঠীবন দ্বারা ব্যাপ্তীকৃত, অথবা মূত্র দ্বারা আর্দ্রীকৃত,—এইরূপ নানাবিধ কষ্টে পতিত হইয়াও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি পরমেশ্বরে নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবেন।" উদ্ধব কহিলেন, "হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তোমার এইরূপ উপদেশ অতি দুর্জ্ঞেয়। আমি যাহাতে সহজে এইগুলি বুঝিতে পারি, তদ্রূপ পুনর্ব্বার উপদেশ কর। হে বিশ্বাত্মন্! তোমার ধর্ম্মাবলম্বী, তোমার চরণাশ্রিত, শান্ত-চিত্ত সাধুগণ ব্যতিরেকে অসৎ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আত্মার এই প্রকার অবমাননাকে পণ্ডিতদিগেরও সুদুঃসহ মনে করিতেছি।" ৫২—৬১।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

তিরস্কার-সহ করিবার উপায়-কথন।

শুকদেব কহিলেন,—শ্রবণীয়-বীর্য্য, সেই দাশার্হশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, ভাগবত-প্রধান উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, ভৃত্য-বাক্যে আদর প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে বৃহস্পতি-শিষ্য! দুর্জ্জন কর্ত্তৃক উচ্চারিত দুরুক্তি সকলের দ্বারা ক্ষুভিত মনকে শান্ত করিতে সমর্থ, এরূপ সাধু-লোক ইহলোকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অসাধুদিগের কটুবাক্যরূপ শরনিকর মর্ম্মস্পর্শী হইয়া যেরূপ কষ্ট দেয়, মর্ম্মগামী বাণসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইলেও পুরুষের সেরূপ কষ্ট হয় না। হে উদ্ধব! এ বিষয়ে একটী মহৎ ইতিহাস কথিত আছে, আমি তাহা বলিব; যথোচিত মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর। কোনও এক ভিক্ষুক দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক নিজের কর্ম্ম সকলের বিপাক স্মরণ করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ১—৫। পুরাকালে মালব-দেশে কোন এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি কৃপণাগ্রগণ্য ছিলেন; বাণিজ্যাদি বৃত্তি দ্বারা বিপুল ধনসঞ্চয় হইয়াছিল। তিনি কামী, অতি-লোভী এবং কোপনস্বভাব ছিলেন। তিনি জ্ঞাতি এবং অতিথি-দিগকে বাক্যমাত্রেও অর্চ্চিত করিতেন না; কর্ম্মকামহীন আবাসে তাঁহার আত্মাও যথাসময়ে ভোগসমূহ দ্বারা তর্পিত হইতেন না। পুত্র ও বান্ধবগণ দুঃশীল;—কদর্য্যের অনিষ্ট-চিন্তা করিত; স্ত্রী, কন্যা এবং ভৃত্যগণ বিষণ্ণ হইয়া অভি-লাষিত আচরণ করিত না। এইরূপ যক্ষ-ধন উভয় লোক ভ্রষ্ট, ধর্ম্ম-কাম-বিহীন সেই ব্রাহ্মণের উপর পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবতারাও ক্রুদ্ধ হইলেন। হে উদ্ধব! আত্মীয় পোষ্য-বর্গেরও কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনাদর দ্বারা পুণ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট সেই ব্রাহ্মণের বহুপরিশ্রম ও আয়াস-লব্ধ সমস্ত অর্থ নিধন পাইল। হে উদ্ধব! জ্ঞাতিগণ সেই ব্রহ্মবন্ধুর কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিল; দস্যুরা কিঞ্চিৎ; মনুষ্য, রাজা, দৈব এবং কাল হইতে কিঞ্চিৎ ক্ষরিত হইল। এইরূপে সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে, সেই ধর্ম্ম-কাম-বর্জ্জিত বিপ্র, স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুর্লঙ্ঘ্য চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ধনক্ষয়ে সন্তপ্ত এবং বাষ্পকণ্ঠ হইয়া খেদ করত অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মহৎ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। ৬—১৩। তিনি কহিতে লাগিলেন,—'অহো! কি কষ্ট! আমি অনর্থক আত্মাকে অনুতাপ-গ্রস্ত করিয়াছি। আমার অর্থ, না—ধর্ম্মের নিমিত্ত, না—কামনার নিমিত্ত হইল। এতদিন আমি কেবল বৃথা

অর্থের নিমিত্তই এত কষ্ট স্বীকার করিলাম। কদর্য্যদিগের ধন ইহলোকে আত্মার উপতাপের নিমিত্ত,—মরিলে নরক ভোগের নিমিত্ত; কখনই প্রায় কোন সুখের নিমিত্ত হয় না। কুষ্ঠ যেমন বাঞ্ছিতরূপ বিনষ্ট করে, লোভ স্বল্প হইলেও তাহা সেইরূপ যশস্বীদিগের যশ এবং গুণিগণের গুণ সকল নাশ করে। অর্থের উপার্জ্জনে এবং উপার্জ্জিত অর্থের উৎকর্ষে, রক্ষণে, ব্যয়ে, নাশে ও উপভোগে, মনুষ্যদিগের আয়াস, ত্রাস, চিন্তা ও ভ্রম জন্মিয়া থাকে। চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, শঠতা, কাম, ক্রোধ, গর্ব্ব, মোহ, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা এবং ব্যসনবর্গ,—ইহারা মনুষ্যদিগের অনর্থমূলক বলিয়া বিবেচিত। অতএব মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি, অর্থনামক অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন। সামান্য অর্থের জন্য ভ্রাতৃগণ, স্ত্রী, পিতা, মাতা ও বন্ধুগণের সহিত বিচ্ছেদ হয় এবং একপ্রাণ ও সাতিশয় প্রিয় ব্যক্তিরাও শত্রু হইয়া উঠে। সামান্য অর্থের জন্য ইহারা ক্ষুভিত, ও জ্বলিতক্রোধ হইয়া হঠাৎ সৌহার্দ্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর স্পর্দ্ধা করত শীঘ্র পরস্পরকে ত্যাগ ও নাশ করিয়া থাকে। ১৪—২১। সুরবাঞ্ছিত মনুষ্য-জন্ম, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে অনাদরপূর্ব্বক যে আপনার হিতসাধন না করে, সে অশুভা গতি লাভ করে। স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বার স্বরূপ ইহলোক লাভ করিয়া কোন্ মর্ত্ত্য পুরুষ, অনর্থ-নিলয় ধনে আসক্ত হইবে? ধন থাকিতেও যে ব্যক্তি বিভাগ-যোগ্য দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত এবং জ্ঞাতি ও বন্ধুগণকে; আর আপনাকেও প্রাপ্য বিভাগ করিয়া না দিয়া যক্ষবৃত্তি অবলম্বন করে, সে অধঃপতিত হইয়া থাকে। বিবেকীরা যদ্দ্বারা মুক্ত হন, অনর্থক অর্থচেষ্টা দ্বারা প্রমত্ত ব্যক্তির সেই ধন, বয়ঃক্রম ও বল অপগত হয়। বৃদ্ধ আর কি সাধন করিবে? জানিয়াও, মনুষ্য কিহেতু বিফল অর্থ-চেষ্টায় বার বার ক্লেশ পায়? নিশ্চয়ই এই লোক কাহারও মায়া দ্বারা অতীব মোহিত। মৃত্যু-কবলিত-প্রায় লোকের ধনেতে কি হয়? ধনদাতৃগণেই বা কি? কাম সকলে অথবা কাম-প্রদাতৃগণেই বা কি? জন্মপ্রদ কর্ম্ম সকলেতেই বা কি? নিশ্চয়ই, সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে এইরূপ দশা পাওয়াইয়াছেন এবং আত্মার ভেলক স্বরূপ নির্ব্বেদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। অতএব যদি থাকে, তাহা হইলে বয়সের অবশেষ-ভাগের মধ্যে আত্মাতেই সন্তুষ্ট এবং নিখিল ধর্ম্মাদি-সাধনে অপ্রমত্ত হইয়া আপনার শরীর শুষ্ক করিব। সেই ত্রিলোকনাথ দেবগণ আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। খট্টাঙ্গ মুহূর্ত্তের মধ্যেই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন।' ২২—৩০।

ভগবান্ কহিলেন, "মালবদেশীয় দ্বিজসত্তম মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া হৃদয়গ্রন্থি সকল ছেদন করিলেন এবং শান্ত ও ভিক্ষুক মুনিব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মা, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ জয় করিয়া, এই ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আসক্তিশূন্য এবং অলক্ষিত হইয়া ভিক্ষার জন্য নগর ও গ্রাম সকলে প্রবেশ করিতেন; অসজ্জনেরা সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক অবধূতকে বিবিধ তিরস্কার-বাক্য দ্বারা তিরস্কার করিত। কতকগুলা ত্রিবেণু; কতকগুলা কমণ্ডলু ও ভোজনপাত্র; কতকগুলা পীঠ ও অক্ষসূত্র; কেহ কেহ কন্থা ও চীরখণ্ড সকল লইয়া যায়,—দেখাইয়া প্রত্যর্পণ করিয়া আবার মুনির নিকট হইতে গ্রহণ করে। নদীতীরে ভিক্ষা-লব্ধ অন্ন ভোজন করিতে বসিলে, কেহ কেহ তাহা কাড়িয়া লয়; অন্যান্য পাপিষ্ঠেরা গাত্রে মূত্র পরিত্যাগ এবং মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। বাক্য সংযত করিয়া থাকিলে, তাঁহাকে কথা বলাইতে যত্ন করে; যদি কথা না কহেন, তাহা হইলে তাড়না করে। অপরেরা 'এ চোর' এই বলিয়া নানাবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে তর্জ্জন করিতে থাকে। কেহ কেহ 'বধ কর, বধ কর' এই বলিয়া তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে। কতকগুলা ব্যক্তি 'শঠ; ধর্ম্ম-চিহ্ন-সমুদয় ধারণ করিতেছে। ধনহীন এবং স্বজন-বর্জ্জিত হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে" বলিয়া তাঁহার নিন্দা করে। ৩১—৩৭। 'অহো! এ অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং পর্ব্বতরাজের ন্যায় ধৈর্য্যশালী; দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বকের ন্যায় অভীষ্ট-সাধন করিতেছে,—এই বলিয়া কতকগুলা ইহাকে উপহাস করিতে লাগিল,—তাঁহার উপর অধোবায়ু পরিত্যাগ করিল; কেহ কেহ ক্রীড়নক পক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে বদ্ধ ও রুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি যতই আত্মভোগ্য দৈবপ্রাপ্ত এইরূপ ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক দুঃখভোগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার জ্ঞান ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ৩৮—৪১। তিনি, ধর্ম্মনাশক নরাধম জনগণ কর্ত্তৃক অধঃকৃত হইয়া সাত্ত্বিক ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়াছিলেন;—'কি জন, কি দেবতা, কি আত্মা, কি গ্রহ, কি কর্ম্ম, কি কাল—কিছুই আমার দুঃখের কারণ নহেন; মনই একমাত্র দুঃখের কারণ। মন দ্বারাই সংসারচক্র পরিবর্ত্তিত হয়। বলবান্ মনই গুণবৃত্তি সকল সৃষ্টি করে; সেই সকল হইতে পরস্পর-বিভিন্ন সাত্ত্বিক, তামস এবং রাজস কর্ম্ম সমুদয়; তৎসমস্ত হইতে অনুরূপা গতি সকল সৃষ্টি হইয়া থাকে। আত্মা নিরীহ; ইহা মনঃসঙ্গী জীবের নিরীক্ষিতা, বিদ্যাশক্তি-প্রধান, অতএব চেষ্টাসাধন চিত্ত দ্বারা উচ্চ চেষ্টা করেন। কিন্তু ইনি আবার ইহাঁর নিজের সংসার-প্রকাশক মনকে আত্মস্বরূপে স্বীকার করিয়া গুণসঙ্গ বশতঃ কামসমূহ সেবন করিয়া নিবদ্ধ হইয়া থাকেন। দান, স্বধর্ম্ম, নিয়ম, যম, বেদাধ্যয়ন, কর্ম্মসমূহ এবং সদ্‌ব্রতনিচয়,—সকলেরই চরম ফল মনঃসংযম; মনের দমনই পরম যোগ। যাঁহার মন দান্ত হইয়া শান্ত হইয়াছে, তাঁহার দানাদিতে কি প্রয়োজন? যাহার মন দান্ত না হইয়া আলস্যাদি দ্বারা বিলীন হইতেছে, তাহার দানাদি দ্বারা আর কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অন্যান্য দেবগণ মনেরই বশীভূত; মন অন্যের বশতা স্বীকার করে না। মনোরূপ দেব, বলী হইতেও অধিকতর বলিষ্ঠ; অতএব যোগীদিগেরও ভয়ঙ্কর; যিনি তাঁহাকে বশে আনিতে পারিবেন, তিনিই দেবদেব। সেই মর্ম্মপীড়া-দায়ক শত্রু এবং তাহার বেগ দুঃসহ। কতকগুলি বিমূঢ় ব্যক্তি তাহাকে জয় না করিয়া মর্ত্ত্যদিগেরই সহিত অনর্থক কলহে প্রবৃত্ত হয়; কতকগুলিকে মিত্র, কতকগুলিকে উদাসীন, কতকগুলিকে বা শত্রু করিয়া তুলে। ৪২—৪৮। মনোমাত্র-কল্পিত এই শরীরকে অবলম্বন করিয়া "আমি ও আমার" এইরূপ মতবুদ্ধি মনুষ্যেরা "এ আমি, এ অন্য" এই ভ্রমে দুস্তর সংসারে ভ্রমণ করে। যদি মনুষ্যই সুখ ও দুঃখের কারণ হয়; তাহা হইলেও আত্মার তাহাতে কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব নাই,—কেবল ভৌতিক দেহেরই তাহাতে কর্ত্তৃত্ব সম্ভব; অতএব সুখ-দুঃখ উপলক্ষে কাহারও প্রতি অনুরাগ বা কোপ করা উচিত নহে। কারণ, স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া তজ্জন্য বেদনা উপস্থিত হইলে, কাহার প্রতি ক্রোধ করা যাইতে পারে? যদি দেবতাদিগকেই দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলেও সে পক্ষে আত্মার কি?—বিক্রিয়মাণ দেহাধিষ্ঠাতৃ-দেবতাতেই তাহা সম্ভব, তবে নিজের এক অঙ্গ দ্বারা অন্য অঙ্গ আহত হইলে কোন্ পুরুষ তত্তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতার প্রতি কুপিত হইয়া থাকে? আত্মা যদি সুখ ও দুঃখের হেতু হন, তাহা হইলে অন্য হইতে কি হইল? নিজেরই স্বভাব; আত্মা হইতে নিশ্চয়ই

অন্ত নাই; যদি থাকে, তাহা হইলে সে মিথ্যা; অতএব কি হেতু কোপ করিবে? সুতরাং সুখ-দুঃখের প্রতি কোপ কেন না কর? গ্রহগণকেই যদি সুখ ও দুঃখের কারণ বল, তাহা হইলেও আত্মার কি? তিনি জন্মেন না; উৎপত্তিশীল দেহেরই সুখ-দুঃখ সম্ভব; দৈবজ্ঞগণ গ্রহসমূহ দ্বারা গ্রহপীড়া কহিয়া থাকেন, অতএব পুরুষ কাহার উপর ক্রোধ করিবেন? তিনি উহা হইতে ভিন্ন। ৪৯—৫৩। যদি কর্ম্মই সুখ ও দুঃখের কারণ হয়; তাহাতেই বা আত্মার কি? কারণ জড়তা ও অজড়তা উভয় একের হইলেই কর্ম্ম সম্ভাবিত হয়; শরীর জড়,—আর এই পুরুষ শুদ্ধ জ্ঞানময়; অতএব সুখ ও দুঃখের মূল কর্ম্মই নাই। কাহার উপর কুপিত হইবে? কালই যদি সুখ ও দুঃখের কারণ হন, সে পক্ষেও আত্মার কি? যেহেতু কাল আত্মার অংশ হইলেও যেমন অগ্নি হইতে অগ্নির অংশ শিখাদির তাপ কিংবা হিম হইতে হিমের অংশ করকাদির শৈত্য হয় না, তদ্রূপ আত্মার সুখ-দুঃখাদি সম্ভাবনা; অতএব কাহার উপর কোপ করিবে? সংসারপ্রকাশকারী অহঙ্কার হইতে যেরূপ ভীতি জন্মে, তাহার পর প্রবুদ্ধ হইলে আর তদ্রূপ হয় না। সেইরূপ আত্মার অন্যত্র হইতে কাহারও দ্বারা, কোথাও কোন প্রকারে সুখ-দুঃখাদি সম্ভবে না। অতএব আমি প্রাচীনতম মহর্ষিগণের সেবিত এই পরমাত্মানিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া মুকুন্দের চরণসেবা দ্বারাই দুস্তর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইব।' ভগবান্ কহিলেন,—'সেই নষ্টধন, গতশ্রম, বৈরাগ্যযুক্ত মুনি, অসাধু-জনেরা এইরূপে তিরস্কার করিলেও, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। তিনি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে ঐ গাথা কহিয়াছিলেন। পুরুষের সুখ-দুঃখ-দাতা অপর নাই; মিত্র, উদাসীন, রিপু এবং সমুদায় সংসারই অজ্ঞানবশে মনের বিভ্রমমাত্র ও কল্পিত। অতএব হে বৎস! আমাতে আসক্ত বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্বরূপে মনকে নিয়মনপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবে। যিনি ভিক্ষুগীত এই ব্রহ্মনিষ্ঠা মনোযোগপূর্ব্বক ধারণ করিবেন; শ্রবণ করিবেন ও শ্রবণ করাইবেন; তিনি সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব দ্বারা অভিভূত হইবেন না। ৫৪—৫৯।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সাংখ্যযোগ-কথন।

ভগবান্ কহিলেন,—'হে উদ্ধব! কপিলাদি প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিশ্চিত সাংখ্যযোগ এক্ষণে তোমাকে বলিব। তাহা জানিয়া পুরুষ তৎক্ষণমাত্রে ভেদ-নিবন্ধন সুখ-দুঃখাদি হইতে মুক্ত হন। পূর্ব্বে প্রলয়কালে এই দৃশ্য সমুদায় পদার্থ বিকল্পশূন্য এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন; তাহার পর যুগারম্ভে যখন লোক সকল, বিবেক-নিপুণ ছিল; তখনও ভেদজ্ঞান না থাকাতে সেইরূপ একই ছিলেন। সেই একমাত্র, অভিন্ন, সত্যরূপ ব্রহ্ম,—বাক্যের ও মনের অগোচর ভাবে মায়া ও প্রকাশ এই দ্বিবিধ রূপ হন। সেই দুই অংশের একতর প্রকৃতি; তিনি উভয়াত্মিকা। অন্যতর এক পদার্থ জ্ঞান; তাহাকে পুরুষ বলা যায়। আমি ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে, আমার অদৃষ্ট দ্বারা প্রকৃতির তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই সকল গুণ অভিব্যক্ত হইল। সেই সকল হইতে ক্রিয়াশক্তি জন্মিল; তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তি-সংযুক্ত জ্ঞানশক্তি; তাহা বিকারপ্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে অহঙ্কার জন্মিল; সেই অহঙ্কারই ভ্রম উৎপাদন করে। ১—৭। অহঙ্কার তিন প্রকার;—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও মনের কারণ; চিন্ময় ও অচিন্ময়। তন্মাত্র সকলের কারণীভূত তামস অহঙ্কার হইতে মহাভূত-রূপ পদার্থ উৎপন্ন হইল। তৈজস হইতে ইন্দ্রিয় সকল এবং বৈকৃত হইতে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিন, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্রক এবং চন্দ্র এই একাদশ দেবতা জন্মিলেন। আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পদার্থ সকলে একত্রিত হইয়া এবং কার্য্য করিয়া আমার উত্তম বিশ্রামস্থান অণ্ড সৃজন করিল। জল মধ্যে অবস্থিত সেই অণ্ডে আমি উৎপন্ন হইলাম। আমার নাভিতে বিশ্বনামক পদ্ম এবং তাহাতে আত্মযোনি উদ্ভূত হইলেন। সেই বিশ্বাত্মা তপস্যা-প্রভাবে আমার অনুগ্রহে রজঃ দ্বারা লোকপাল-সহিত লোক সকল—এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোক সৃষ্টি করিলেন। স্বর্লোক—দেবতাদিগের আবাসস্থান; ভুবর্লোক—ভূতগণের; ভূর্লোক—মর্ত্ত্যদিগের এই তিন লোকের পরবর্ত্তী মহর্লোকাদি, সিদ্ধগণের আবাস-স্থান হইল। প্রভু, পৃথিবীর অধোভাগে অসুর ও নাগগণের নিবাস-স্থান সৃষ্টি করিলেন। ত্রিগুণাত্মক কর্ম্ম সকলের গতি, ত্রিলোক-মধ্যেই হইয়া থাকে। যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের নির্ম্মল গতি মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক। ভক্তিযোগের গতি বৈকুণ্ঠ। আমি কালরূপী ধাতা; আমা হইতেই কর্ম্ম-সহিত এই জগৎ এই গুণপ্রবাহে উঠিতেছে, আবার মগ্ন হইতেছে। অণু, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল, যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে,—সকলই প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ের দ্বারা সংযুক্ত। যে পদার্থ যাহার কারণ এবং লয়স্থান, সেই তাহার মধ্যাবস্থা, অতএব উহাই সৎ, বিকার কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত;—বলয় প্রভৃতি তৈজস পদার্থ এবং ঘট শরাবাদি পার্থিব পদার্থ,—উহার দৃষ্টান্ত। যদি কোন বস্তুর উপাদান-কারণের অন্য উপাদান-কারণ থাকে, তাহা হইলে সেই প্রথম উপাদান কারণই প্রকৃত পক্ষে সত্য। তবে যখন যেটা যাহার উপাদান স্বরূপহয়, তখন সেইটাই তাহার অপেক্ষা সত্য বলিয়া বেদে উক্ত আছে। ৮—১৮। এই কার্য্যের উপাদান—প্রকৃতি; অধিষ্ঠাতা পরম পুরুষ; আর অভিব্যঞ্জক—কাল; ব্রহ্মরূপী আমিই এই ত্রিমূর্ত্তি। ঈশ্বরের যতদিন দৃষ্টি থাকে, ততদিন স্থিতি; সেই স্থিতির অবসান পর্য্যন্ত জীবের ভোগের জন্য সৃষ্টি, পিতৃ-পুত্রাদিরূপে ধারাবাহিকরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমা দ্বারা পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড,—লোকের বিবিধ সৃষ্টি ও প্রলয়ের রচনাভূমি হইয়াও, ভুবন সকলের সহিত পঞ্চত্বরূপ বিভাগের উপযুক্ত হয়। শরীর, অন্নে; অন্ন, অঙ্কুরে; অঙ্কুর, ভূমিতে; ভূমি গন্ধে; গন্ধ, জলে; জল, নিজের গুণ রসে; রস, জ্যোতিতে; জ্যোতি, রূপে; রূপ, বায়ুতে এবং বায়ু, স্পর্শে লয় পায়। হে সৌম্য! তাহাও আকাশে; আকাশ, শব্দতন্মাত্রে; ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব প্রবর্ত্তক দেবতাগণে; প্রবর্ত্তক দেবতা সকল নিয়ন্তা মনে; এবং মন বৈকারিক অহঙ্কারে বিলীন হইয়া থাকে। শব্দ, ভূতগণের কারণ, তামস অহঙ্কারে; সমর্থ অহঙ্কার মহত্তে, সেই মহৎ নিজের কারণীভূত গুণ সকলে, ঐ সকল গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি অব্যয় কালে বিলীন হয়। কাল, জ্ঞানময় মহাপুরুষে এবং মহাপুরুষ, অজ আত্মা আমাতে বিলীন হইয়া থাকে। আত্মা,—বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় দ্বারা স্থিতি-ভূমি ও সীমারূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন; এইজন্য তিনি নিরুপাধিক এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থিত। যিনি এইরূপ দর্শন করেন, সূর্য্যোদয় হইলে আকাশ হইতে অন্ধকার যেমন বিদূরিত হয়, সেইরূপ তাঁহার মন হইতে ভেদ-জন্য ভ্রম দূরীকৃত হইয়া বিনষ্ট হয়। পরাবর-দর্শী আমি প্রতিলোম ও অনুলোমক্রমে এই সন্দেহ-গ্রন্থিচ্ছেদক সাংখ্য বিধি বর্ণন করিলাম।' ১১—২১।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সত্ত্বাদি গুণের বৃত্তি-নিরূপণ।

ভগবান্ কহিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাদি গুণ সকলের মধ্যে যে গুণ দ্বারা পুরুষ যে প্রকার হন, তাহা আমি বলিতেছি,—তুমি অবহিত-মনে শ্রবণ কর। শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, স্বধর্ম-বর্ত্তিতা, সত্য, দয়া, পূর্ব্বাপর-স্মৃতি, যথালব্ধ বস্তু দ্বারা সন্তোষ, দান, বৈরাগ্য, আস্তিকতা, অনুচিত কর্ম্মে লজ্জা, সরলতা, বিনয় ও আত্মরতি ইত্যাদি সমুদায় সত্ত্বগুণের বৃত্তি। অভিলাষ, চেষ্টা, দর্প, লাভ হইলেও অসন্তোষ, গর্ব্ব, ধনাদি-কামনায় দেবতাদির নিকট প্রার্থনা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়ভোগ, মদ প্রযুক্ত যুদ্ধাদিতে অভিনিবেশ, স্তুতি-প্রিয়তা, উপহাস, প্রভাব-প্রকটন ও বলোদ্যম এই সকল রজো গুণের বৃত্তি। আর অসহিষ্ণুতা, ব্যয়-পরাঙ্মুখতা, অশাস্ত্রীয় কথন, হিংসা, যাচ্ঞা, ধর্ম্মধ্বজিতা, শ্রম, কলহ, অনুশোচন, ভয়, দুঃখ, দীনতা, তন্দ্রা, আশা, ভয় ও উদ্যম-রাহিত্য,—এই সমুদায় তমো-গুণের বৃত্তি বর্ণিত হইল। এক্ষণে তাহাদের মিশ্রভাবের বৃত্তি-সমুদায় বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ কর। উদ্ধব! "আমি" ও "আমার" এই বুদ্ধি, উহা সত্ত্বাদি গুণ-সংসৃষ্টির কার্য্য। এই বুদ্ধিপূর্ব্বক মন, দ্রব্য ও ইন্দ্রিয়-বর্গের দ্বারা যাবতীয় ব্যবহার ও সন্নিপাতের বৃত্তি। পুরুষ যখন ধর্ম্মে, অর্থে ও কামে অভিরত হন, উহাই সন্নিপাতের কার্য্য;—শ্রদ্ধা, আসক্তি ও ধন উৎপাদন করিয়া থাকে। ১—৬। যখন পুরুষের কাম্য-ধর্ম্মে নিষ্ঠা হয়; যখন পুরুষ গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়া থাকেন এবং পরে যখন নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন,—উহা গুণ-সংসৃষ্টি-কার্য্য। শমাদি দ্বারা পুরুষ সত্ত্বযুক্ত; কামাদি দ্বারা রজোযুক্ত, আর ক্রোধাদি দ্বারা তমোযুক্ত হইয়া থাকে; যখন নিরপেক্ষ হইয়া নিজ কর্ম্ম সকলের দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে অর্চ্চনা করিবেন, তখন পুরুষই হউন, বা স্ত্রীই হউন, তাঁহাকে সত্ত্বস্বভাব বলা যাইতে পারে। যখন নিজের কুশল কামনা করিয়া স্বীয় কর্ম্ম সকলের দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবেন, তখন তিনি রজঃপ্রকৃতি; আর যখন হিংসা কামনা করিয়া স্বীয় কর্ম্ম সকলের দ্বারা আমার ভজনা করিবেন, তখন তিনি তামস। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই সকল গুণ জীবেরই,—আমার নহে; কেননা, এই সকল চিত্তে সমুৎপন্ন হয়;—যে সমুদায়ের দ্বারা ভূতগণের মধ্যে লিপ্ত হইয়া সংসার-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়েন। ৭—১১। প্রকাশক, স্বচ্ছ ও শান্ত সত্ত্বগুণ যখন রজঃ ও তমোগুণকে জয় করে, পুরুষ তখন সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন। যখন সঙ্গ হেতু,—ভেদ হেতু, প্রবৃত্তিস্বভাব রজোগুণ, তমঃ ও সত্ত্বগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ-দুঃখ, কর্ম্ম, যশ ও শ্রীলাভ করেন। যখন বিবেক-সংহারক, আবরণাত্মক, ও আলস্যাত্মক তমোগুণ,—রজঃ ও সত্ত্বগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ;—শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আশার সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকেন। যখন মন প্রশান্ত হইবে এবং ইন্দ্রিয় সকলের নিবৃত্তি, দেহের ভয়-শূন্যতা, মনের অসক্তহীনতা জন্মিবে, তখন মদীয় উপলব্ধি-স্থান সত্ত্বগুণের আবির্ভাব বুঝিবে। যখন ক্রিয়াবশে বিকৃত হওয়াতে পুরুষের চিত্ত চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে,—বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলের অনিবৃত্তি জন্মিবে,—কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের [illegible] বিকার উপস্থিত হইবে,—মন ভ্রান্ত হইবে, তখন ঐ সকল চিহ্নে রজঃ উৎকট হইয়াছে—বুঝিতে হইবে। চিত্ত, চিত্তবৃত্তি হইবার সময় [illegible] পরিণাম গ্রহণ করিতে অপারগ হইয়া লয় প্রাপ্ত হইবে, সঙ্কল্পাত্মক মনও বিলীন হইবে,—অজ্ঞান ও বিষাদ জন্মিবে; তদ্বারা তমোগুণের আবির্ভাব জানিবে। ১২—১৮। উদ্ধব! সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে সুর দেবতাদিগের, রজঃ বর্দ্ধিত হইলে অসুরগণের এবং তমঃ বৃদ্ধি পাইলে রাক্ষসদিগের বল পরিবর্দ্ধিত হয়। সত্ত্ব হইতে জাগ্রৎ জাগরণ; আর রজঃ হইতে স্বপ্ন এবং তমঃ হইতে সুষুপ্তি বুঝিবে। তুরীয় অবস্থা তিন গুণের উপর বিস্তৃত। লোকেরা সত্ত্ব দ্বারা ক্রমশঃ উপরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন,—তমঃ দ্বারা ক্রমশঃ নিম্ন-গতিতে স্থাবর পর্য্যন্ত অবতরণ করেন,—রজঃ দ্বারা মনুষ্য-লোক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা সত্ত্বে প্রলীন হন, তাঁহারা স্বর্গে,—যাঁহাদের রজোগুণে লয় হয়, তাঁহারা নরলোকে,—যাঁহাদিগের তমোগুণে লয় হয়, তাঁহারা নরকে গমন করেন। যাঁহারা নির্গুণ, তাঁহারা আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন। আমার প্রীতির উদ্দেশে কৃত বা কেবল দানভাবে কৃত যে নিজ কর্ম্ম, তাহাই সাত্ত্বিক; ফল-কামনায় কৃত রাজস; হিংসাদির উদ্দেশে কৃত তামস। দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, সাত্ত্বিক; যাহা দেহাদি-বিষয়ক, তাহা রাজস; প্রাকৃত জ্ঞান, তামস এবং মদ্বিষয়ক জ্ঞান, নির্গুণ। অরণ্যবাস, সাত্ত্বিক; গ্রামবাস, রাজস; দ্যূতাদিস্থলে বাস, তামস এবং আমাতে বাস, নির্গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সঙ্গহীন কর্ত্তা, সাত্ত্বিক; অনুরাগ-যুক্ত, রাজস; অনুসন্ধান-শূন্য, তামস এবং আমিই যাঁহার একমাত্র শরণ, তিনিই নির্গুণ। আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিক; কর্ম্মে শ্রদ্ধা, রাজস; অধর্ম্মে শ্রদ্ধা, তামস এবং আমার সেবাতে শ্রদ্ধা, নির্গুণ—হিতজনক, শুদ্ধ। অনায়াস-লব্ধ ভক্ষ্য-ভোজ্য, সাত্ত্বিক; ইন্দ্রিয়গণের প্রিয়তম ভক্ষ্য, রাজস; দুঃখদায়ক ও অশুচি ভক্ষ্য, তামস। আত্মা হইতে উত্থিত সুখ, সাত্ত্বিক; বিষয় হইতে উত্থিত সুখ, রাজস; মোহ ও দীনতা হইতে উত্থিত সুখাভাস, তামস এবং মদ্বিষয়ক সুখ, নির্গুণ। দ্রব্য, দেশ, ফল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি ও নিষ্ঠা—সকলই ত্রিগুণাত্মক। পুরুষ ও প্রকৃতিতে অবস্থিত—দৃষ্ট, শ্রুত কিংবা বুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত সকল পদার্থ গুণময়। ১৯—৩০। পুরুষের এই সকল সংসার-গুণও কর্ম্ম-জন্য। হে সৌম্য! যে জীব মনোজন্য এই সমস্ত গুণ জয় করিয়াছেন, তিনি পরে ভক্তিযোগ দ্বারা মৎপরায়ণ হইয়া মোক্ষ পাইবার যোগ্য হইয়া থাকেন। অতএব যাহাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই শরীর লাভ করিয়া, বিচক্ষণ ব্যক্তি সকল, গুণসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে সেবা করুন। বিদ্বান্ মুনি,—সঙ্গ ও প্রমাদ পরিত্যাগ, আর ইন্দ্রিয় জয় করিয়া আমাকে ভজনা করিবেন এবং সত্ত্বগুণ-সেবন দ্বারা রজস্তমঃ জয় করিবেন। শান্তবুদ্ধি বিদ্বান্ ব্যক্তি, উপশমাত্মক সত্ত্ব দ্বারাই আবার সত্ত্বকে জয় করিবেন। জীব, গুণগণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া লিঙ্গদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। লিঙ্গশরীর ও অন্তঃকরণ-সম্ভূত গুণগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়া, জীবকে বিষয়-ভোগ বা বিষয়-চিন্তা করিতে হইবে না। আমি ব্রহ্ম; আমিই তাহাকে পরিপূর্ণ করি।" ৩১—৩৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ঐল-গীত-বর্ণন।

ভগবান্ কহিলেন, 'জীব, আমার স্বরূপাবগতির সাধনভূত এই নরদেহ লাভ করিয়া ভক্তিরূপ মদীয় ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাতে অবস্থিত, পরমানন্দ আত্মস্বরূপ আমাকে লাভ করিয়া থাকেন।

জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা গুণময় জীবোপাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুরুষ, অবস্তু-স্বরূপে পরিদৃশ্যমান মায়ামাত্র গুণ সকলে বর্ত্তমান হইয়াও গুণবস্তু সকলের সহিত সংযুক্ত হন না। শিশ্ন ও উদরের তৃপ্তিপ্রদ অসৎপদার্থ সকলের কখনও সাহচর্য্য করিবে না। যে ব্যক্তি তাহার একটীরও অনুগমন করে, সে অন্ধের অনুগামী অন্ধের ন্যায়, ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়। রাজ-চক্রবর্ত্তী, বিপুল-কীর্ত্তি পুরূরবা, উর্ব্বশীর বিরহহেতু মোহে পতিত হইয়া তাহার পুনঃপ্রাপ্তি-জন্য শোকাবসানে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা কহিয়াছিলেন। সেই উর্ব্বশী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমনোন্মুখী হইলে, রাজা কাতর হইয়া তাহার উদ্দেশে শোক করিতে করিতে 'হে জায়ে! হে ঘোরে! থাক' এই বলিয়া উলঙ্গ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন। অতৃপ্ত-চিত্তে তুচ্ছ কাম-সেবা করত বহু বৎসর, রাত্রি সকলের আরম্ভ ও অবসান বুঝিতে পারেন নাই, উর্ব্বশী তাঁহার চৈতন্য হরণ করিয়াছিল। ১—৬। পুরূরবা কহিয়াছিলেন,—'অহো! কামবিমূঢ়-চিত্ত আমার কি মোহ-বিস্তার! উর্ব্বশীকৃত কণ্ঠ-আলিঙ্গনে আমার পরমায়ুর যে অংশ অতিবাহিত হইল, তাহা আমি স্মরণও করি নাই। কি আক্ষেপের বিষয়! আমি ইহাঁ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া, সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন জানিতে পারি নাই; বৎসর-সমূহের দিন সকলকেও অতীত হইতে অনুভব করি নাই! অহো! আমার কি আত্মভ্রম! আমি, রাজগণের শিরোমণি চক্রবর্ত্তী হইয়া আপনাকে রমণীদিগের ক্রীড়ামৃগ করিয়াছি! রাজ্যাদি-পরিচ্ছদ-সহিত নিজের চক্রবর্ত্তিত্ব, তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া নগ্নবেশে উন্মত্ত-সদৃশ ক্রন্দন করিতে করিতে, গমন-পরায়ণা রমণীর অনুসরণ করিয়াছিলাম! যে ব্যক্তি পাদ-তাড়িত গর্দ্দভের ন্যায় গমন-পরায়ণা স্ত্রীর অনুগমন করে, তাহার প্রভাব, তেজ ও বল কোথায়? স্ত্রীগণ যাহার মন হরণ করিয়াছে, তাহার—বিদ্যায় কি? তপস্যায় কি? সন্ন্যাসে কি? শাস্ত্রজ্ঞানে কি? একান্ত সেবায় কি? বাক্য-সংযমে কি? যে আমি, চক্রবর্ত্তি-পদ প্রাপ্ত হইয়া গো এবং গর্দ্দভের ন্যায়, স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছি,—নিজ-প্রয়োজন-বিষয়ে অজ্ঞ, মূর্খ, পণ্ডিতাভিমানী আমাকে ধিক্! অনেক বৎসর ব্যাপিয়া উর্ব্বশীর অধর-সুধা পান করিয়াও আমার তৃপ্তি হয় নাই,—প্রত্যুত আহুতি-সমূহ দ্বারা অনলের ন্যায়, মনোমধ্যে বার বার বৃদ্ধি পাইয়া উঠিয়াছে! আত্মারাম, অধোক্ষজ, ভগবান্, ঈশ্বর ভিন্ন কুলটাপ-হৃত-চিত্ত মাদৃশ ব্যক্তিকে মোচন করিতে আর কেহই পারেন না। আমি,—অজিতেন্দ্রিয়, দুর্ম্মতি; উর্ব্বশী কর্ত্তৃক যথার্থ-বচন দ্বারা বোধিত হইলেও আমার মনোগত মোহ দূর হয় নাই। উর্ব্বশীই বা আমার কি অপরাধ করিয়াছে? আমারই রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে। দ্রষ্টার স্বরূপ বুঝিতে পারি নাই!—আমি অজিতে-ন্দ্রিয়। ৭—১৭। এই মলিন, দৌর্গন্ধ্যাত্মক, অশুচি দেহ কোথা; আর কুসুমের ন্যায় সৌগন্ধ্যাদি গুণ সকল কোথা। অবিদ্যা হেতু ঐরূপ দেহে ঐ সকল গুণের আরোপ করা হইয়াছে। দেহ কি পিতা-মাতার? না—ভার্য্যার? না—স্বামীর? না—অগ্নির? না—কুক্কুর ও গৃধ্রের? না—নিজের? না—বন্ধুগণের? যিনি এইরূপ অবধারণ না করেন, তিনিই 'অহো! রমণীর মুখ কি সুন্দর! উহাতে নাসিকাটীর কি সুগঠন! উহার হাস্য কি মনোহর!' এই ভাবিয়া নশ্বর তুচ্ছতম অপবিত্র দেহে বিশেষ আসক্ত হন। ত্বক্, মাংস, শোণিত, স্নায়ু, মেদ, মজ্জা ও অস্থির সমষ্টিতে যাহারা বিহার করে,—বিষ্ঠা, মূত্র ও পূয় বিহারকারী কৃমি সকলের হইতে তাহা-দিগের প্রভেদ কি? বিবেকী ব্যক্তি, এইরূপ জানিয়া, স্ত্রী ও স্ত্রৈণ সকলে আসক্ত হন না। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ-হেতুই মন ক্ষুব্ধ হয়,—অন্য কারণে হয় না; দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত কখনই মনঃক্ষোভ জন্মে না। অতএব যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম করেন, তাঁহাদিগের মন স্থির হইয়া শান্ত হয়। সেই জন্য ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা স্ত্রী ও স্ত্রৈণগণের সহিত সংসর্গ করিবে না। ষড়্বর্গ, পণ্ডিতদিগেরও অবিশ্বসনীয়। অতএব মাদৃশ ব্যক্তিদিগের কথা কি?' ১৮—২৪। ভগবান্ কহিলেন, "নরদেব-শিরোমণি ঐল এই কথা বলিয়া, উর্ব্বশীলোক ত্যাগ করিয়া আপনাতে আত্মারূপে আমাকে অবগত হইলেন এবং জ্ঞান দ্বারা মোহ নাশ করিয়া উপরতি লাভ করিলেন। সেই হেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কুৎসিত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে আসক্ত হইবেন। সাধুরাই হিতোপ-দেশ সকলের দ্বারা তাঁহার মনের আসক্তি ছেদন করিয়া দেন। যাঁহারা,—নিরপেক্ষ মচ্চিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, অহঙ্কার-বর্জ্জিত, দ্বন্দ্ব-রহিত এবং পরিগ্রহ-শূন্য, তাঁহারাই সাধু। হে মহাভাগ! তাঁহারা নিত্য হিতজনিকা মদীয় কথা সকল আলোচনা করিয়া থাকেন; ঐ সকল কথা শ্রোতাদিগের কলুষ নাশ করে। যাঁহারা আদরপূর্ব্বক সেই সকল কথা শ্রবণ করেন, গান করেন এবং অনুমোদন করেন, তাঁহারা মৎপর ও আমাতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদীয় ভক্তি প্রাপ্ত হন। যে সাধু,—অনন্ত-গুণ, আনন্দানুভবাত্মক-মদ্ভক্তি-সম্পন্ন, তাঁহার আর কি অবশিষ্ট আছে? যেমন ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয় করিলে লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না; তেমনি সাধুগণের সেবা করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যেমন, যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের নৌকা পরম আশ্রয়, সেইরূপ ঘোর ভব-সাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জন-শীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধু সকল পরম অবলম্বন। যেমন অন্ন, প্রাণিগণের প্রাণ; যেমন আমি, কাতর জনগণের শরণ; যেমন ধর্ম্ম, পরকালে মানবগণের ধন,—সেইরূপ সাধুগণ, সংসার-পতনভীত পুরুষের পরিত্রাতা। সাধু সকল অশেষ চক্ষু প্রদান করেন,—সূর্য্য উদিত হইয়া বাহ্য চক্ষু দান করিয়া থাকেন। সাধুগণ,—দেবতা ও বান্ধব এবং সাধুগণ,—আত্মা আমি। উদ্ধব! তাহার পর পুরূরবা এইরূপে উর্ব্বশীলোকে নিস্পৃহ হইয়া সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং আত্মারাম হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন।" ২৫—৩৫।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ক্রিয়াযোগ-বর্ণন।

উদ্ধব কহিলেন, "হে সাত্বতপতি প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! ভক্তেরা তোমাকে যে ভজনা করেন, তুমি সেই ত্বদীয় আরাধনারূপ ক্রিয়াযোগ আমাকে উপদেশ কর। নারদ, ভগবান্ ব্যাস এবং অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ ইহাকে মনুষ্যগণের মুক্তিসাধন বলিয়া বারংবার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তোমার মুখকমল হইতে নিঃসৃত এই বাক্য ভগবান্ ব্রহ্মা, ভৃগু প্রভৃতি স্বীয় তনয়গণকে এবং ভগবান্ ভব, দেবীকে কহিয়াছিলেন। হে মানদ! ইহা সর্ব্ববর্ণের ও আশ্রমের,—শূদ্র ও স্ত্রীগণের পরম মঙ্গল বলিয়া অবধারিত। হে কমলপলাশ-লোচন! বিশ্বেশ্বরের ঈশ্বর! আমি ভক্ত ও অনুরক্ত; আমাকে কর্ম্মবন্ধে মুক্তি-সাধন বল।" ১—৫। ভগবান্ কহিলেন, "হে উদ্ধব! অনন্ত অপার কর্ম্মকাণ্ডের অন্ত নাই। অতএব আনুপূর্ব্বিক ক্রমে যথা সংক্ষেপে বর্ণন করিব। আমার তিন প্রকার পূজা;—বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র। তিনের মধ্যে যে বিধি অভিমত হয়,

দ্বারাই আমার পূজা করিবে। যখন নিজের অধিকার-মত দ্বিজত্ব লাভ করিয়া পুরুষ ভক্তিপূর্ব্বক যেরূপে আমাকে অর্চ্চনা করিবেন, আমার নিকট তাহা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ কর। দ্বিজ অকপটভাবে প্রতিমাতে, বালুকাময়ী বেদিতে, অগ্নিতে, অথবা সূর্য্যে, জলে ও হৃদয়ে, নিজ গুরু স্বরূপ আমাকে দ্রব্য দ্বারা ভজনা করিবেন। দন্ত ধৌত করিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত অগ্রে স্নান করিবেন ;—বৈদিক ও তান্ত্রিক—উভয় মন্ত্রেই মৃত্তিকা-গ্রহণাদি দ্বারা স্নান করা হইয়া থাকে। যাঁহার পরমেশ্বর-বিষয়েই সঙ্কল্প, তিনি বেদবিহিত সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম সকলের সহিত কর্ম্মপাবনী মদীয় পূজা করিবেন। ৬—১১ শৈলময়ী, দারুময়ী, লৌহময়ী, লেপ্যময়ী, লেখ্যময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণিময়ী,—এই আমার অষ্টবিধ প্রতিমা। তাহা আবার দ্বিবিধ ;—চলা ও অচলা। এই দ্বিবিধ প্রতিমা ভগবানের মন্দির। হে উদ্ধব! অচলা প্রতিমা পূজা করিতে হইলে তাহাতে বিসর্জ্জন ও আবাহন নাই। চলাতে থাকিতেও পারে,—না থাকিতেও পারে। বালুকাময়ীতে দুইই থাকিবে। মৃন্ময়ী ও লেখ্যময়ী ব্যতীত অপর প্রতিমার স্নান করান কর্ত্তব্য ; অন্যের পরিমার্জ্জন বিধেয়। নিষ্কাম ভক্তেরা প্রতিমাদিতে উত্তম-দ্রব্য-সমুদায়ের দ্বারা,—মনে মনে চিন্তা দ্বারাই আমার পূজা করিবেন। উদ্ধব! প্রতিমাতে এইরূপ স্নপন ও অলঙ্করণ প্রিয়তম ; আর বালুকা-বেদিতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র সকলের দ্বারা অঙ্গ-দেবতা ও প্রধান-দেবতাগণের স্থাপন,—অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত হোমীয় দ্রব্য,—সূর্য্যে নমস্কার ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চন এবং জলে জলাদি দ্বারা পূজন আমার অতিশয় প্রিয়। ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত জলও আমার প্রিয়তম ; অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত ভূরি দ্রব্যও আমার তুষ্টি-বিধান করিতে পারে না ; গন্ধ, ধূপ, পুষ্প, দীপ ও অন্নাদির কথা কি ? পবিত্র হইয়া অগ্রে পূজাসাধন দ্রব্য সকল আহরণপূর্ব্বক কুশ দ্বারা আসন বিরচন করিবে, পরে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অর্চ্চনা করিবে ; স্থিরা প্রতিমাতে পূজা করিতে হইলে, প্রতিমার সম্মুখীন হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক আরাধনা করিবে। ১২—১৯। পরে যথোপদেশ ন্যাস সকল সম্পাদন করিয়া স্বীয় শরীরাদি সংশোধনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রের ন্যাস-সহকারে আমার পূজা করিবে এবং প্রোক্ষণার্থ উদক-পূর্ণ কুম্ভ যথাবৎ সংস্কার-সাধন করিবে। সেই জল দ্বারা দেবপূজা-স্থান, দ্রব্য সকল এবং আপনাকে প্রোক্ষণ করিয়া, জল ও তাবৎ সমস্ত দ্রব্য দ্বারা পাত্রত্রয়ের সংস্কার করিবে। পূজক,—তিন পাত্রকে হৃদয়মন্ত্র, শিরোমন্ত্র, শিখামন্ত্র ও গায়ত্রী দ্বারা মন্ত্রপূত করিবে। সিদ্ধেরা ওঁকারের পর যাহা ধ্যান করিয়া থাকেন ; বায়ু ও অগ্নি দ্বারা শোধিত দেহে হৃৎপদ্মে অবস্থিত, আমার সেই শ্রেষ্ঠা, সূক্ষ্মা, নারায়ণ-মূর্ত্তির ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবে। নিজের সহিত একীভূত করিয়া চিন্তিতা সেই মূর্ত্তি দ্বারা শরীর ব্যাপ্ত হইলে পর, অগ্রে তাহাতেই মানস-উপচার দ্বারা পূজা করত তন্ময় হইয়া প্রতিমা-তে আবাহন ও স্থাপন-মুদ্রা দ্বারা স্থাপন করিয়া অঙ্গন্যাসপূর্ব্বক আমার পূজা করিবে। ধর্ম্মাদি ও নব শক্তি দ্বারা আমার আসন এবং তন্মধ্যে কর্ণিকা ও কেশর সমুদায়ের দ্বারা উজ্জ্বল অষ্টদল পদ্ম কল্পনা করিয়া বেদ ও তন্ত্র দ্বারা ভোগ ও মুক্তি-সিদ্ধির জন্য আমাকে পাদ্য, আচমনীয় ও অর্ঘ্যাদি উপচার সকল নিবেদন করিবে। পরে সুদর্শন, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, গদা, খড়্গ, বাণ, ধনুঃ, হল, মুষল, কৌস্তুভ, মালা ও শ্রীবৎসের অর্চ্চনা করিবে। ২০—২৭। নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ, গরুড়, দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিশ্বক্সেন, গুরুগণ এবং দেবগণ,—এই সমস্ত মহাত্মগণের যথাস্থানে প্রোক্ষণাদিপূর্ব্বক পূজা করিবে। ক্ষমতা থাকিলে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরু-বাসিত জল দ্বারা স্নাপিত করিবে। স্বর্ণ, ঘর্ম্ম, মন্ত্র, মহাপুরুষ-বিদ্যা পুরুষসূক্ত, সাম ও নীরাজন প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। বসন, উপবীত, অলঙ্কার, পত্রাবলী, মাল্য, চন্দন ও লেপন দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে ; আমার ভক্ত হইলে প্রেমের সহিত যথোচিত-ভাবে অলঙ্কৃত করিবেন। পূজক,—আমাকে পাদ্য, আচমনীয়, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ ইত্যাদি উপহার-নিচয় শ্রদ্ধা-সহকারে নিবেদন করিবেন। সাধ্যপক্ষে গুড়, পায়স, ঘৃত, শষ্কুলী, পিষ্টক, মোদক, সংযাব, দধি ও ব্যঞ্জনের নৈবেদ্য কল্পনা করিবে। একাদশীদিনে অভিষেচন, উদ্বর্ত্তন, আদর্শ-দান, দন্তধাবন, পঞ্চামৃত দ্বারা স্নপন, অন্নাদি দান, গীত ও বাদ্য করিবে ;—ক্ষমতা থাকিলে প্রত্যহই করিবে। স্ব স্ব অধিকারভুক্ত বেদোক্ত-কর্ম্ম-জ্ঞাপক সূত্র অনুসারে মেখলা, কুণ্ড ও বেদি দ্বারা কুণ্ড বিরচিত হইলে পর, তাহার চারি-দিকে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা দীপিত করিয়া একত্র মেলন করিবে। ২৮—৩৬। পরে চারি পার্শ্বে কুশ বিস্তার করিয়া ব্যাহৃতি দ্বারা যথাবিধি সমিৎপ্রক্ষেপাদি-রূপ অন্বাধান কর্ম্ম করিবে ; তৎপরে অগ্নির উত্তরদিকে হোমোপযোগী দ্রব্য সকল রাখিয়া, প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া, অগ্নিতে আমাকে বক্ষ্যমাণরূপে ভাবনা করিবে ;—তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভ ; চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দ্বারা শোভমান ; প্রশান্ত ; পদ্ম-কিঞ্জল্কের ন্যায় পীত-বসন-পরিধায়ী ; স্ফূর্ত্তিশীল কিরীট, কটক, কটিসূত্র ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গদ অলঙ্কারে দেহ অলঙ্কৃত ; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস ; শোভমান-কৌস্তুভ-ধারী ; বনমালী। এইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করিবে এবং ঘৃত দ্বারা সংসিক্ত শুষ্ক সমিধ প্রক্ষেপপূর্ব্বক আর নামক দুই ভাগ ও তন্নিমিত্তক আহুতি সকল প্রদান করিয়া, প্রতি মন্ত্রে আহুতি গ্রহণ করত মূলমন্ত্র এবং পুরুষসূক্ত দ্বারা ঘৃতসিক্ত হবনীয় দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে। পণ্ডিত, ন্যায়ানুসারে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র দ্বারা ধর্ম্মাদির উদ্দেশে স্বিষ্টিকৃত হোম করত, অনন্তর অগ্নিমধ্যস্থ ভগবানকে অর্চ্চনা, পরে নমস্কার করিয়া, পার্ষদদিগকে বলি প্রদান করিবে। নারায়ণা-ত্মক ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর আচমনীয়প্রদান করিয়া নির্ম্মাল্য নৈবেদ্যভাগ বিশ্বক্সেনকে দিবে ; পরে স্বয়ং আহার করিবে। পশ্চাৎ সুগন্ধ-বিশিষ্ট তাম্বূলাদি নিবেদন করিয়া, তাহার পরেও অর্চ্চনা করিবেন। মদ্বিষয়ক গান, আমার নাম-কর্ম্মাদি কীর্ত্তন, নৃত্য, আমার কর্ম্ম-সমুদায়ের অভিনয়-করণ, আমার কথা শ্রবণ ও শ্রাবণ করিয়া ক্ষণকাল অব্যগ্রভাবে থাকিবে। বৃহৎ ক্ষুদ্র পৌরাণ ও প্রাকৃত স্তব-স্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া, "ভগবন্! প্রসন্ন হউন" বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। দক্ষিণ ও বামবাহু দ্বারা ক্রমান্বয়ে আমার দক্ষিণ ও বাম পাদ মস্তকে লইয়া, "হে ঈশ্বর! আমি শরণাগত,—মৃত্যু ও মৃত্যুসমুদ্র হইতে ভীত ; আমাকে পরি-ত্রাণ করুন" এই বলিয়া নমস্কার করিবে। ৩৭—৪৬। এইরূপ প্রার্থনা করত আমার প্রদত্ত নির্ম্মাল্য আদরপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া, যদি বিসর্জ্জনীয় হয়, তাহা হইলে প্রতিমাতে যে জ্যোতিঃ স্থাপন করা হইয়াছিল ; সেই জ্যোতিকে আমার হৃৎপদ্ম-জ্যোতিতে বিলীন করিবে। প্রতিমাদির মধ্যে যখন যাহাতে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে তাহাতে পূজা করিবে। আমি সকলের আত্মা ; সর্ব্বভূতে এবং আত্মাতেও অবস্থিত। পুরুষ এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ দ্বারা পূজা করিয়া আমার নিকট অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। আমার প্রতিমা স্থাপিত করিয়া দৃঢ় মন্দির প্রস্তুত করাইবে। ধারাবাহিক পূজাদির জন্য, মহাপর্ব্বদিবসে অথবা প্রত্যহ যাত্রা ও উৎসব-সমন্বিত রমণীয় পুষ্পোদ্যান এবং ক্ষেত্র, আপণ, নগর ও গ্রাম সকল দান করিয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে। প্রতিষ্ঠা দ্বারা চক্রবর্ত্তিপদ,

মন্দির-নির্মাণ দ্বারা ত্রিলোক; পূজাদি দ্বারা ব্রহ্মলোক এবং এই তিনের দ্বারা আমার সহিত সমতা লাভ করিবে। নিষ্কাম ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়; যিনি এইরূপ পূজা করেন, তিনি ভক্তিযোগ লাভ করেন। যে ব্যক্তি নিজের দত্ত বা অন্যের দত্ত দেববৃত্তি বা ব্রাহ্মণবৃত্তি হরণ করে, সে অযুত বৎসর বিষ্ঠাভোজী ক্রিমি হইয়া কালযাপন করিয়া থাকে। পরকালে সাক্ষাৎ এই দুষ্কর্ম-কর্তার যে ফল, সহকারী এবং অনুমোদকেরও সেই ফল; কারণ, ইহারা সেই পাপ-কর্ম্মের অংশী। আর অধিক কর্ম্ম করিলে ফলও অধিক হইয়া থাকে।" ৪৭—২৭।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পরমার্থ-নির্ণয়।

ভগবান্ কহিলেন,—"অন্য লোকের শান্ত স্বভাবের বা সদসৎ কর্ম্মের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না; কারণ, এই বিশ্বকে প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মক দেখাই সাধুলোকের কর্ম্ম। যে ব্যক্তি পরের স্বভাব ও কর্ম্ম সকলের নিন্দা বা প্রশংসা করে, সে অনর্থক-অভিনিবেশ বশতঃ সত্বর নিজ প্রয়োজন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। রাজস অহঙ্কারের কার্য্য—ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রাবশে অভিভূত হইলে, দেহস্থ জীব স্বপ্নরূপ মায়া, অথবা চেতনা-শূন্য হইয়া সুষুপ্তিরূপ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ দ্বৈত-বিষয়ে অভিনিবেশ-কারী পুরুষ বিক্ষেপ ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বৈত বস্তু নহে; তাহার মধ্যে ভালই কি আর মন্দই কি, যাহা বাক্য দ্বারা কথিত এবং মন দ্বারা চিন্তিত, তাহা অলীক। প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি ও ভ্রম, অবস্তু হইয়াও বস্তু জ্ঞান করায়; এইরূপ দেহাদি পদার্থ সকলও মরণপর্য্যন্ত ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। এই প্রভু ঈশ্বর আত্মাই এই বিশ্বরূপে সৃষ্ট হন ও স্রষ্টৃরূপেও সৃষ্টি করেন,—পালিত হন ও পালন করেন,—লীন হন ও লয় করেন; অতএব সৃষ্ট্যাদি-ব্যতীত আত্মা হইতে অন্য পদার্থ নিরূপিত হয় না। আত্মাতে এই যে আধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবরূপ ত্রিবিধ প্রতীতি, ইহা অমূলক বলিয়া নিরূপিত। এই ত্রিবিধ-গুণময়কে মায়াকৃত বলিয়া জান। মৎকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ঠা যিনি জানিয়াছেন, তিনি নিন্দাও করেন না, স্তুতিও করেন না; সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র সমভাবে সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, নিয়ম এবং নিজের অনুভব দ্বারা আত্মভিন্ন পদার্থকে আদ্যন্তশালী ও অসৎ জানিয়া সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিবে।" ১—৯। উদ্ধব কহিলেন, "হে ঈশ্বর। এই দৃশ্যমান সংসার,—চেতন দ্রষ্টাস্বরূপ আত্মার অথবা অচেতন দৃশ্যরূপ দেহেরও নহে; তবে ইহা কাহার? আত্মা—অব্যয়, নির্গুণ, বিশুদ্ধ, জ্যোতিঃস্বরূপ, আবরণ-শূন্য ও অগ্নিতুল্য; আর, দেহ অচেতন—কাষ্ঠ-সদৃশ। তবে এই সংসার কাহার, তাহা নিশ্চয়ই করিয়া বল।" ভগবান্ কহিলেন, "হে উদ্ধব! যতদিন শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত আত্মার সম্পর্ক থাকে, ততদিন সংসার বস্তু না হইলেও, অবিবেকীর চক্ষে বস্তুবৎ স্ফূর্ত্তি পায়। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অনর্থ-প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ বস্তু না থাকিলেও বিষয়ধ্যান-পরায়ণ এই আত্মার সংসার-নিবৃত্তি হয় না। যেরূপ স্বপ্ন, নিদ্রিত ব্যক্তির পক্ষে বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করে; আবার সেই স্বপ্নই জাগ্রৎ ব্যক্তির মোহ জন্মাতে পারে না। শোক, হর্ষ, ভয় ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি সকলই

অহঙ্কার দৃষ্ট আত্মার নহে। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনঃসং
অভিমানশালী আত্মাই অন্তঃস্থ জীব; অতএব গুণ-কর্ম্ম মূর্ত্তি
সুতরাং তিনিই "প্রকৃতি," "মহান্" ইত্যাদি বিবিধরূপে কীর্ত্তি
হইয়া কালবশে সংসার প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। মুনি,—
এই অমূলক, তথাপি বহুরূপে প্রকাশিত এই মন, বাক্য; প্রা
দেহ ও কর্ম্মকে গুরূপাসনা-জনিত শাণিত জ্ঞান-অসি দ্বারা ছেদ
করিয়া, বিতৃষ্ণভাবে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করেন।" ১০—১৭। 'এ
বিশ্বের আদিতে ও অন্তে যে কারণ ও প্রকাশক বস্তু ছিল,
থাকিবে, মধ্যেও কেবল তাহাই'—বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, উপদে
ও তর্ক দ্বারা এই প্রকার যে বিবেক উৎপন্ন হয়, তাহাই জ্ঞান
যেমন যে সুবর্ণ, সমুদায় সুবর্ণ-নির্ম্মিত দ্রব্যের পূর্ব্বে ছিল এব
পরেও থাকিবে; তাহাই সুন্দররূপে গঠিত ও নানা নামে ব্যবহৃ
হইলেও তৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে; সেইরূপ আমিও এই বিশ্বে
হেতুভূত,—পূর্ব্বে ও পরে সমভাবে অবস্থিত। অহে! অবস্থা-ত্র
সম্পন্ন মন, গুণত্রয় এবং কারণ, কার্য্য ও কর্ত্তা, যে শুদ্ধ নির্গু
ব্রহ্মের সহিত অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই সত্য।
কার্য্য ও প্রকাশ্য, পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না; তাহা মধ্যে
নাই;—কেবল নাম মাত্র। কারণ, যাহা যাহা অন্যের দ্বারা জা
ও প্রকাশিত, তাহা তাহাই হইবে—আমার এই ধারণা। এ
যে বিকার-সমূহ, ইহা পূর্ব্বে ছিল না; ব্রহ্মকর্ত্তৃক রজোগুণ দ্বা
ইহা সৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্ম স্বতঃ-সিদ্ধ এ
প্রকাশক; অতএব ব্রহ্মই ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র, মন ও পঞ্চভূত ইত্যা
নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ব্রহ্ম সকল উপায় দ্বারা এ
গুরুকে নিশ্চিত করিয়া দেহের প্রতি আত্মবুদ্ধি দূর করিবে
এইরূপে স্পষ্টভাবে আত্মসন্দেহ ছেদনপূর্ব্বক আত্মানন্দে সন্ত
হইয়া সকল কামুকের সঙ্গ ত্যাগ করিবে। ১৮—২৩। পার্থি
শরীর, আত্মা নহে; ইন্দ্রিয়বর্গ, দেবতা, প্রাণ, বায়ু, জল, অ
মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, আত্মা নহে; কারণ, অন্নমাত্র আকা
পৃথিবী, শব্দাদি বিষয় এবং প্রকৃতিও আত্মা নহে; কারণ, জ
যাহার পক্ষে আমার স্বরূপ সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, গুণাশ্র
ইন্দ্রিয়-সমুদায় সমাহিত হওয়াতে তাঁহার কি গুণ হয়? চঞ্চ
হওয়াতেই বা কি দোষ ঘটে? জলদজাল আগমন বা গমন করা
রবির কি হয়? যেমন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর গু
গণের সহিত, কিংবা আগত ও বিগত ঋতু গুণ-সমূহের সহি
আসক্ত হয় না, তেমনি অহঙ্কারাতীত অক্ষর আত্মা সংসারে
হেতুভূত সত্ব, রজঃ এবং তমোমলের সহিত যুক্ত হন না। তথা
যাবৎ মদীয় দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা মনঃকষায় রাগ নিরস্ত না হ
তাবৎ মায়ারচিত গুণগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে
মনুষ্যদিগের রোগ সম্যক্‌রূপে চিকিৎসিত না হইলে পুনঃপু
উদিত হইয়া বিশেষ পীড়া দেয়, সেইরূপ অপক্ক-কষায় কর্ম্ম ও ম
সর্ব্ববিষয়ে আসক্ত কুযোগীকে বিদ্ধ করে। যে সকল কুযো
দেব-প্রেরিত নরাকার বিঘ্ন সকলের দ্বারা স্বীয় পথ হইতে স্খ
হন, তাঁহারা জন্মান্তরে প্রাক্তন অভ্যাস-বলে যোগই প্রাপ্ত হ
থাকেন,—কর্ম্ম-বিস্তার লাভ করিতে পারেন না। বিদ্বান্
অজ্ঞ এই জীব কোনও সংস্কার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মৃত্যু পর্য
কর্ম্ম করে এবং কৃত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি শরীরে অব
হইয়াও আত্মানন্দ-সম্ভোগ দ্বারা বিতৃষ্ণ হইয়া তাহাতে আ
হন না। ২৪—৩০। যাহার বুদ্ধি আত্মাতে অবহিত,—
অবস্থিতই থাকুক—উপবিষ্টই থাকুক, গমনই করুক—শয়নই ক
মূত্র পরিত্যাগ করুক—অন্ন ভোজনই করুক, স্বভাব-সিদ্ধ
স্পর্শনাদি অন্য কোনও কর্ম্ম করুক,—তাঁহাকে জানিতে পারে
পণ্ডিত, যদিও বহির্মুখ ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় দেখিতে

তথাপি অনুমান দ্বারা বাধিত হওয়াতে, আত্মা ব্যতিরেকে বস্তুস্বরূপ বোধ করেন না; যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রৎ হইয়া, বিলীয়মান স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুকে বস্তুজ্ঞান করেন না। অহো। পূর্ব্বে গুণ-কর্ম্ম সকলের দ্বারা বিবিধ-রূপ আত্মাতে অভেদস্বরূপে গৃহীত দেহ-ইন্দ্রিয়াদিরূপ অজ্ঞান-কার্য্য আবার জ্ঞান হইলে নিবৃত্ত হয়; আত্মা গৃহীতও হন না, ত্যক্তও হন না। যেমন সূর্য্যের উদয়, মনুষ্য-দর্শনাচ্ছাদক অন্ধকারই দূর করে, কিন্তু পদার্থ সৃষ্টি করে না, এইরূপ সাধ্বী, নিপুণা, আত্মবিদ্যা, পুরুষ-বুদ্ধির অন্ধকার নাশ করিয়া থাকে। এই আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ, অজ, অপ্রমেয় এবং সমুদায় অনুভূতি স্বরূপ, অতএব মহা অনুভূতি এবং এক, অদ্বিতীয়, বচনাগোচর; কারণ, বাক্য ও প্রাণ ইহাঁ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। অভিন্ন আত্মাতে বিকল্পই মনের ভ্রম; কারণ, নিজ আত্মা ভিন্ন ইহার অবলম্বন নাই। নামরূপ দ্বারা উপলক্ষিত, পঞ্চভূতাত্মক দ্বৈত,—বাধিত নহে। এই বিষয়ে পণ্ডিত-মানিগণের এই প্রতীতি যে, 'দ্বৈত কেবল নাম মাত্র',—বেদান্তে যাহা কথিত আছে, ইহা অর্থবাদ। তত্ত্ববেত্তাদিগের এরূপ প্রতীতি হয় না; কারণ, অর্থ বাস্তবিক নাই। ৩১—৩৭। যোগ-প্রবৃত্ত অপক্বযোগ যোগীর শরীর, অভ্যন্তর হইতেই উত্থিত উপদ্রব সকলের দ্বারা বিঘ্নসঙ্কুল হয়; সে বিষয়ের এই প্রতীকার, কহিতেছি,—কতকগুলি উপসর্গকে যোগ-ধারণা দ্বারা, কতকগুলিকে ধারণা-সমন্বিত আসন দ্বারা এবং কতকগুলিকে তপস্যা, মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা বিদগ্ধ করিবে। কতকগুলি অমঙ্গলপ্রদ উপদ্রবকে আমার চিন্তা ও নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা, কতকগুলিকে বা যোগেশ্বরদিগের অনুবৃত্তি দ্বারা অল্পে অল্পে ধ্বংস করিবে। কতকগুলি পণ্ডিত নানাবিধ উপায় দ্বারা এই শরীরকে জরা-রোগাদি-রহিত, এবং যৌবনে অবস্থাপিত করিয়া, পরে সিদ্ধির নিমিত্ত যোগ করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার আদর করেন না; কারণ, বনস্পতির ফলের ন্যায়, দেহের নাশ অবশ্যম্ভাবী। নিত্য যোগাচরণ করিতে করিতে যোগীর দেহ যদি জরা-রোগাদি-রহিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে মৎপরায়ণ বুদ্ধিমান্ যোগী, ঐ যোগসিদ্ধির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যোগ পরিত্যাগ করিবেন না। যে যোগী আমার শরণ লইয়া, এইরূপ যোগানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে বিঘ্ন সকলের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না; তিনি নিস্পৃহ হইয়া কেবল সুখানুভব করেন।" ৩৮—৪৪।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমন।

উদ্ধব কহিলেন, "হে অচ্যুত। যাঁহার চিত্ত বশ হয় নাই, বোধ হয়, তাঁহার পক্ষে এরূপ যোগাচরণ নিতান্ত দুষ্কর; অতএব পুরুষ যাহাতে অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারিবে, তাহাই আমাকে উপদেশ কর। হে পুণ্ডরীকাক্ষ। প্রায়ই মনোনিবেশনে উদ্যত যোগিগণ, ধ্যেয়-বস্তুতে নিরন্তর মনোযোগ না হওয়ায় চিত্ত-নিগ্রহে কাতর হইয়া বিষাদ ভোগ করিয়া থাকে। হে কমল-নয়ন। হে বিশ্বেশ্বর। এই হেতু, যাঁহারা সারাসার-বিচারে চতুর, তাঁহারা তোমার সমস্ত আনন্দ-পরিপূরক চরণ-কমল পূজা করেন। ইহাঁরা তোমার মায়া-বিহত নহেন; অতএব যোগ করিতেছেন বলিয়া গর্ব্বিত হন না। হে অচ্যুত। হে অশেষবন্ধো। অনন্য-শরণ ভৃত্যেরা যে, একান্ত তোমার বশীভূত হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের সুন্দর কিরীটাগ্রভাগ তোমার চরণে বিলুণ্ঠিত; তথাপি তুমি নিজে বানরগণের সহিত সখ্য করিয়াছিলে। হে জগতের চেতন-প্রদাতা ঈশ্বর। হে আশ্রিতদিগের সর্ব্বার্থপ্রদ! হে প্রিয়তম। তুমি নিজ লোকের প্রতি যে ব্যবহার কর, তাহা জানিলে, বল, কোন্ ব্যক্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? কেহই বা ঐশ্বর্য্য এবং সংসার বিস্মৃতির নিমিত্ত অন্য কোনও দেবতাকে পূজা করিবেন? আমরা তোমার পদধূলি-সেবী, আমাদিগের কিসেরই বা অভাব? হে ঈশ্বর। তুমি বাহিরে গুরুরূপে এবং অভ্যন্তরে অন্তর্যামি-রূপে শরীরীদিগের বিষয়-বাসনা দূর করিয়া স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাক, অতএব যাঁহাদিগের ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ু, সেই ব্রহ্মবেত্তারাও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না; তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিলে, তাঁহাদিগের আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।" ১—৬। শুকদেব কহিলেন,—যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—নিজ শক্তি সকলের দ্বারা মূর্ত্তিত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং জগৎ যাঁহার ক্রীড়নক; সেই ঈশ্বরের ঈশ্বর, অতি অনুরক্ত উদ্ধবের এইরূপ জিজ্ঞাসায় প্রেম-মনোহর হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে উদ্ধব। মনুষ্য শ্রদ্ধা-সহকারে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া দুর্জ্জয় সংসার জয় করে, সেই সুখময় মদীয় ধর্ম্ম সকল তোমাকে কহিব। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে, আমার ধর্ম্মে আত্মা ও মনের আসক্তি হইবে। এই প্রকারে আমাকে স্মরণপূর্ব্বক আমার নিমিত্ত নিরুদ্বেগ হইয়া সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। মদ্ভক্ত সাধুগণের আশ্রিত পবিত্র দেশ সকল এবং সুরাসুর-নর-নিকরের মধ্যে যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহাদিগের কর্ম্ম সকল অবলম্বন করিবে। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আমার উদ্দেশে নৃত্য-গীত প্রভৃতি মহারাজ-বিভূতি সকলের দ্বারা পর্ব্ব, যাত্রা ও মহোৎসব সকল করাইবে। নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া, আকাশের ন্যায় পূর্ণ আত্মাস্বরূপ আমাকেই সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে দর্শন করিবে। হে অতিপ্রাজ্ঞ। এইরূপে কেবল জ্ঞানদৃষ্টি আশ্রয়পূর্ব্বক যিনি সকল ভূতকে আমার স্বরূপ বোধ করিয়া অর্চ্চনা করেন এবং ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল; ব্রহ্মস্বাপহারী ও যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন; তিনি সূর্য্য ও স্ফুলিঙ্গ; অক্রূর ও ক্রূর এই সকলের প্রতি যাঁহার সমদৃষ্টি, তিনি পণ্ডিত সম্মত। ৭—১৪। যে পুরুষ নিত্য মনুষ্য সকলে আহিত আমার স্বরূপ ভাবনা করেন, নিশ্চয় তাঁহার স্পর্দ্ধা, অসূয়া, তিরস্কার ও অহঙ্কার শীঘ্র নাশ পাইয়া থাকে। হাস্যকারী বন্ধু; 'আমি উত্তম, সে নীচ' দেহের প্রতি এই দৃষ্টি এবং এই দৃষ্টিমূলক লজ্জা ত্যাগ করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো এবং গর্দ্দভ পর্য্যন্তকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। যতদিন সর্ব্বভূতে আমার স্বরূপ-জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বাক্য, মন ও শরীরের বৃত্তি দ্বারা এইরূপে উপাসনা করিবে। সর্ব্বত্র ঈশ্বর-স্বরূপ দর্শনে উৎপন্ন-বিদ্যা-প্রভাবে তাঁহার পক্ষে সমুদায় ব্রহ্মময় হইবে। অতএব সর্ব্বদিকেই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া সংশয় হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং ক্রিয়া মাত্র হইতে উপরত হইয়া থাকেন। সমুদায় ভূতে আমার অস্তিতা চিন্তা করিয়া মন, বাক্য ও দেহবৃত্তি দ্বারা যে আচরণ, আমি ইহাকেই সকল কল্পের মধ্যে সমীচীন অভিমত মানি। হে উদ্ধব! নিষ্কাম মদীয় ধর্ম্মের উপক্রম হইলে, অণুমাত্রও ধ্বংস হয় না; কারণ, নির্গুণ বলিয়া আমি এই ধর্ম্মকে সমীচীন স্থির করিয়াছি। ভয়াদি-আমাদের ন্যায় ব্যর্থ লৌকিক-আয়াস সকলও যদি ফলকামনা ব্যতীত আমাতে অর্পিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মই হইয়া থাকে। অসত্য নশ্বর মানবদেহ দ্বারা এই জন্মেই সত্য ও অবিনাশী আমাকে লাভ করিয়া থাকে; ইহাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি এবং পণ্ডিতদিগের চতুরতা।

সংক্ষেপ ও বিস্তারপূর্ব্বক দেবগণেরও দুর্গম এই ব্রহ্মবাদ সমগ্ররূপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। বিস্পষ্ট-যুক্তি-সম্পন্ন জ্ঞান তোমাকে বারংবার কহিলাম; ইহা জ্ঞাত হইয়া সংশয় হইতে পুরুষ সন্দেহচ্যুত ও মুক্ত হইবেন। ১৫—২৪। তোমার এই যে সনাতন, বেদেও গুপ্ত, পরম প্রশ্নের উত্তর হইল; যিনি এই প্রশ্নেরও অনুসন্ধান করেন, তিনি নিত্য, সত্য, গুহ্য, পরম-ব্রহ্ম অবগত হন। যিনি ইহা সুস্পষ্টরূপে আমার ভক্তদিগকে বিতরণ করেন, আমি সেই জ্ঞানোপদেশককে আপনি আত্মদান করি। যিনি প্রত্যহ পবিত্র ও পরম শুচি হইয়া ইহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন, তিনি জ্ঞানদীপ দ্বারা আমাকে অবলোকন করিয়া শুদ্ধ হইবেন। যে মনুষ্য স্থিরচিত্তে শ্রদ্ধা-সহকারে নিত্য ইহা শ্রবণ করিবেন, তিনি আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হইবেন না। সখে উদ্ধব! তুমি এই ব্রহ্মরাজ্য সম্যক্ প্রকারে অবগত হইলে; ইহাতে তোমার সমস্ত মোহ অপনীত হইলও মনোভাব শোকও বিগত হইল। তুমি ইহা দাম্ভিক, নাস্তিক ও শঠকে, কিংবা শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুককে, অভক্তকে এবং দুর্ব্বিনীতকে দান করিও না। যাহাদের এই সমস্ত দোষ নাই তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের হিতাভিপ্রিয় পবিত্র সাধুকে, দান করিবে; শ্রদ্ধালু শূদ্র এবং স্ত্রীলোককেও অর্পণ করিবে। ইহা জ্ঞাত হইলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কোন বিষয় আর জ্ঞাতব্য থাকে না; অমৃত পান করিলে আর কি পেয় অবশিষ্ট থাকে? জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বার্ত্তা ও দণ্ডধারণ-বিষয়ে মনুষ্যের যে চতুর্ব্বিধ অর্থ লাভ হয়, তোমার সম্বন্ধে সে সমুদায়ই আমি। মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে আত্মা সমর্পণ করিয়া আমার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, নিশ্চয় তখন অমৃতত্ত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত এক হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।" ২৫—৩৪। শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! যোগমার্গের এইরূপ উপদেশ এবং উত্তমঃশ্লোকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই উদ্ধবের নয়ন-যুগল অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া পড়িল। তিনি ভগবানের স্তব করিবার মানসে অঞ্জলি বন্ধন করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর প্রণয়-ক্ষুভিত মনকে ধৈর্য্য-সহকারে প্রতিরোধ করিয়া কৃতার্থম্মন্য-ভাবে মস্তক দ্বারা যদুপ্রবীরের পাদপদ্ম স্পর্শপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, "হে অজ! হে আদ্য! আমি যে মোহময় অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়াছিলাম, তোমার সন্নিধান বশতঃ তাহা দূরীকৃত হইয়াছে; সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী ব্যক্তির পক্ষে শীত ও অন্ধকার-ভয় কি প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে? তথাপি তুমি অনুগ্রহ করিয়া ভৃত্য আমাকে বিজ্ঞান-প্রদীপ প্রদান করিয়াছ; যিনি তোমার কৃত উপকার জানিয়াছেন, এরূপ কোন্ ব্যক্তি তোমার পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্যের শরণ লইবেন? তুমি সৃষ্টি-বৃদ্ধির জন্য স্বীয় মায়া দ্বারা দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও সাত্বতগণের প্রতি আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ বিস্তার করিয়া দিয়াছিলে, তাহা তুমিই আবার আত্মজ্ঞান-রূপ শাণিত শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিলে। হে মহাযোগিন্! তোমাকে নমস্কার করি; শরণাগত দাস উদ্ধবকে শিক্ষা দেও, যাহাতে তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলা রতি জন্মে।" ৩৫—৪০। ভগবান্ কহিলেন, "হে উদ্ধব! আমার আজ্ঞায় বদরিকাশ্রমে গমন কর; সেই স্থানে আমার পাদতীর্থ-জলে স্নান ও স্পর্শন দ্বারা পবিত্র হইবে এবং অলকানন্দা দর্শন ও বিবিধ বল্কল সকল পরিধান করিয়া অশেষ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এইরূপ হইয়া তুমি বল্কল পরিধান করিয়া থাকিবে; বন্য ফল-মূলাদি ভোজন করিবে; সুখ স্পৃহা রাখিবে না; শীতোষ্ণপ্রভৃতি দ্বন্দ্ব সকল সহ করিবে; সুশীল, সংযতেন্দ্রিয়, শান্ত ও সমাহিত হইয়া যুক্তিযোগে জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৎপর হও। আমি তোমাকে যাহ বিস্তৃতরূপে শিক্ষা দিলাম, নির্জ্জনে তাহা চিন্তা করিবে; বাক্য ও মন আমাতে নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে; এই প্রকারে আমার ধর্ম্মে নিরত হইবে। তাহার পর ত্রিগুণাত্মিকা গতি অতিক্রম করিয়া পরম-গতিস্বরূপ আমাকে লাভ করিবে।" শুকদেব কহিলেন,—যাঁহাকে স্মরণ করিলে সংসার-পাশ বিচ্ছিন্ন হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উপদেশ পাইয়া উদ্ধব তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার চরণ-যুগলে মস্তক রাখিয়া, সুখ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেও, প্রস্থান-সময়ে আর্দ্রচিত্ত হইয়া নয়নজল সেক করিতে লাগিলেন। যাঁহার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করা যায় না, তাঁহার বিয়োগ প্রযুক্ত কাতর হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ বিহ্বলভাবে কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বামিপ্রদত্ত পাদুকা-যুগল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক বারংবার নমস্কার করিয়া অতি কষ্টে প্রস্থান করিলেন। মহাভাগবত উদ্ধব তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে নিবেশিত করিয়া, জগতের প্রধান গুরু যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন এবং তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক হরির স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। যোগেশ্বরেরা যাঁহার চরণসেবা করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভক্তের প্রতি কথিত, আনন্দ-সমুদ্রের সহিত একীকৃত এই জ্ঞানসুধা যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বল্প করিয়াও পান করেন, তিনি মুক্ত হন; তাঁহার সংসর্গে জগৎও মুক্ত হইয়া থাকে। যিনি সংসার ও জরা রোগাদি ভয় নাশ করিবার জন্য, যেমন্ ভ্রমর পুষ্প হইতে মধু উত্থাপন করে, সেইরূপ সাগর হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানময় শ্রেষ্ঠ বেদসার-সুধা উদ্ধার করিয়া ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন; সেই নিগমকর্ত্তা কৃষ্ণ নামক আদ্য পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি। ৪১—৪৯।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

যদুকুল-ধ্বংস।

রাজা কহিলেন,—মহাভাগবত উদ্ধব বনে গমন করিলে, ভূতভাবন ভগবান্ দ্বারকাতে কি করিলেন? আপনার বংশ ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত হইলে, যাদবশ্রেষ্ঠ, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রিয়তম শরীর কিরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। যাঁহাতে দৃষ্টি পড়িলে অবলাগণ তাহা আর ফিরাইয়া আনিতে পারিত না; যদীয় বিবরণ শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া সাধুদিগের চিত্তে সংলগ্ন হয় ও তাহা হইতে বিচলিত হয় না; যাঁহার শোভা কীর্ত্তিত হইতে থাকিলে কবি-বাক্যের উল্লাস উৎপাদন করে ও তদ্বারা কবিদিগের কীর্ত্তি-বিস্তার হয় এবং যাঁহাকে অর্জ্জুনের রথস্থিত দর্শন করিয়া সংগ্রাম-নিহত যোদ্ধৃগণ তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ সেই মূর্ত্তি কিরূপে পরিত্যাগ করিলেন? ঋষি কহিলেন,—স্বর্গ, পৃথিবী এবং গগন-মণ্ডলে সমুত্থিত মহা উৎপাত সকল দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, সুধর্ম্মা সভামধ্যে আসীন যদুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে যাদবগণ! দ্বারকায় যমের কেতুস্বরূপ এই সকল ভয়ানক মহা উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল; অতএব এখানে আমাদিগের মুহূর্ত্তকালও অবস্থিতি করা উচিত নহে। ১—৫। স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ এখান হইতে শঙ্খোদ্ধারে গমন করুক। আমরা প্রভাসে যাইব, পূণ্যতোয়া সরস্বতী তথায় পশ্চিম-বাহিনী। সেই নদীতে স্নান করত পবিত্র-ভাবে উপবাস করিয়া সুসমাহিত-চিত্তে অভিষেক, লেপন ও অর্চ্চন দ্বারা দেবতা সকলের পূজা করিব। আমরা স্বস্ত্যয়ন করিয়া

গো, ভূমি, সুবর্ণ, বসন, শয্যা, অশ্ব, রথ ও গৃহ দ্বারা মহাভাগ ব্রাহ্মণ সকলের অর্চ্চনা করিব। এইরূপ বিধি,—অমঙ্গলনাশক এবং মঙ্গলের উত্তম নিকেতন। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গোগণের পূজা, প্রাণীদিগের উত্তম জন্মের কারণ।" মধুসূদনের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সকল বৃদ্ধগণ "তাহাই হউক" বলিয়া নৌকাযোগে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রথযোগে প্রভাসে যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে যাদবগণ পরম ভক্তি-সহকারে সকল মঙ্গল-কার্য্যের সহিত যদুদেবের আজ্ঞা পালন করিলেন। ৬—১০। অনন্তর দৈব-প্রভাবে মতি-ভ্রংশ হওয়ায় সেই স্থানে বুদ্ধিলোপী সুরস মৈরেয়-পেয় পান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-মায়া-বিমোহিত, মহাপানে অতীব মত্ত, হত-চেতন বীরগণের মধ্যে মহা কলহ উৎপন্ন হইল। তাহার পর সকলে বিষম রোষে বধোদ্যত হইয়া শরাসন, অসি, ভল্ল, গদা, তোমর ও ঋষ্টি সকলের দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই দুর্ম্মদ বীরগণ, ইতস্ততঃ চঞ্চল-পতাকাশালী রথ ও গজাদির সহিত; গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, মহিষ ও মনুষ্যাদিগের সহিত এবং অশ্বতর-নিকরের সহিত পরস্পর সঙ্গত হইয়া, যেমন কানন-মধ্যে হস্তিগণ দন্ত সকলের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, সেইরূপ শরনিকর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে জাত-মৎসর হইয়া প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব; অক্রূর ও ভোজ; অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি; সুভদ্র ও সংগ্রাম-জিৎ; দারুণ ও গদ; আর সুমিত্র ও সুরথ, দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন নিশঠ, উল্মুক, সহস্রজিৎ ও ভানু প্রভৃতি সকলেই মুকুন্দ-বিমোহিত এবং মদ দ্বারা অন্ধীকৃত হইয়া পরস্পরকে সাতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন। ১১—১৭। দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত, মধু, অর্ব্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জ্জন, কুকুর ও কুন্তিবংশীয় সকলেই পরস্পর সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। বিমোহিত হইয়া পুত্রগণ, পিতৃগণের সহিত; ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃদিগের সহিত; ভাগিনেয়, মাতুলদিগের সহিত; ভ্রাতুষ্পুত্র, পিতৃব্যদিগের সহিত; মিত্রগণ, মিত্রদিগের সহিত এবং সুহৃদ্‌গণ, সুহৃদ্‌দিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন এবং জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে শরসমূহ শেষ হইল, কার্ম্মুক সকল ভগ্ন হইয়া গেল এবং অস্ত্রাস্ত্র শস্ত্রনিকর ক্ষয় পাইল; তখন মুষ্টিবদ্ধ এরকা তৃণ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। মুষ্টি দ্বারা ধৃত হইয়া সেই সকল তৃণ বজ্রতুল্য পরিঘ হইল। শ্রীকৃষ্ণ নিবারণ করিলেও তদ্দ্বারা শত্রুগণকে ও তাঁহাকেও প্রহার করিতে লাগিলেন। রাজন্! তাঁহারা মোহিত হইয়া তাঁহাকে এবং বলভদ্রকে প্রতিপক্ষ বোধ করিয়া, বধ করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। হে কুরুনন্দন! তাঁহারা দুই জনেও সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এরকা-মুষ্টিরূপ লৌহদণ্ড উত্তোলন-পূর্ব্বক যুদ্ধে বিচরণ করিয়া বধ করিতে লাগিলেন। যেমন বেণু-জাত অগ্নি, বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ স্পর্দ্ধাজাত ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণের মায়া-মোহিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যাদবগণকে সংহার করিল। এইরূপে নিজের সমুদায় বংশ নাশ পাইল। তখন কেশব অবশিষ্ট থাকিয়া মনে করিলেন, "হাঁ পৃথিবীর ভার অবতারিত হইল।" ১৮—২৫। রাম, সমুদ্রতীরে পরম-পুরুষের চিন্তনরূপ যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাতে আত্মা যোজনা করিয়া মানুষ-লোক পরিত্যাগ করিলেন। রামের নির্য্যাণ দর্শন করিয়া ভগবান্ দেবকী-নন্দন শোকে তূষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং চতুর্ভুজ ধারণপূর্ব্বক বিধূম-পাবক-সদৃশ নীয় অঙ্গের প্রভা দ্বারা দিক্ সকল আলোকিত করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন। তাঁহার রূপ,—শ্রীবৎস-চিহ্নিত; মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ; তপ্তকাঞ্চন-প্রভ; কৌষেয় বস্ত্রযুগল দ্বারা বেষ্টিত; সুবদন; সুন্দর; সহাস্য-নয়ন-কমল-বিশিষ্ট; সুনীল চিকুরজালে অলঙ্কৃত; কমল-নয়ন-সুন্দর; মকর-কুণ্ডল-শোভিত; কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, কিরীট, কটক, অঙ্গদ, হার, নূপুর, মুদ্রা ও কৌস্তুভ দ্বারা বিভূষিত; গলে বনমালা, মূর্ত্তিমান্ স্বীয় অস্ত্র সকলের দ্বারা বেষ্টিত। স্বীয় দক্ষিণ উরুতে কোকনদ-সদৃশ রক্তবর্ণ বাম-পদ রাখিয়া উপবেশন করিলেন। জরা নামে এক ব্যাধ, যে মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড দ্বারা বাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; তৎকালে সে তথায় আগমন করিল এবং তদীয় চরণ মৃগ-মুখাকৃতি দেখিয়া মৃগভ্রমে তাহা বিদ্ধ করিল। ২৬—৩৩। কিন্তু পরক্ষণেই সেই পুরুষকে চতুর্ভুজ দর্শন করিয়া সভয়ে মধুর-শত্রুর চরণ-যুগলে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া পতিত হইল;—"হে মধু-সূদন! আমি মহাপাপী; না জানিয়া এই কর্ম্ম করিয়াছি। হে উত্তমঃ-শ্লোক! হে নিষ্পাপ! আমাকে ক্ষমা করা উচিত হইতেছে। যাঁহার স্মরণে মনুষ্যগণের অজ্ঞানান্ধকার নাশ হয়; হে প্রভো! আমি সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ আপনার অমঙ্গল করিয়াছি। অতএব হে বৈকুণ্ঠ! পাপচারী লুব্ধককে সত্বর সংহার করুন, যাহাতে আমি আর এরূপ সাধুদিগের গতি অতিক্রম না করি। যাঁহার স্বাধীন-মায়া-কৌশল,—বিরিঞ্চি ও রুদ্রাদি এবং অন্যান্য বেদ-দ্রষ্টৃগণও জানেন না, সেই আপনাকে আমরা কি বর্ণনা করিব? রুদ্রাদিগের দৃষ্টি তোমার মায়াবৃত এবং আমরা যথার্থ নীচজাতি।" ভগবান্ কহিলেন, "হে জরে! তুমি ভয় করিও না; উত্থান কর। ইহা আমার মায়াকৃত; অতএব তুমি আমার আজ্ঞায় সুকৃতি-দিগের গতি স্বর্গে গমন কর।" ইচ্ছা-শরীরী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই ব্যাধ তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিল এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিমানযোগে স্বর্গে গমন করিল। মহারাজ! দারুক, শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তুলসীর গন্ধ-সম্পন্ন বায়ু আঘ্রাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিলেন। ৩৪—৪১। সেই স্বামী সেই স্থানে দীপ্ত-দ্যুতি-সম্পন্ন অস্ত্র সকলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অশ্বত্থের মূলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন দেখিয়া স্নেহাতিষিক্ত-চিত্ত হইয়া রথ হইতে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণ-নয়নে পাদ-যুগলে পতিত হইলেন এবং কহিলেন, প্রভো! আপনার পাদপদ্ম না দেখিয়া আমার দৃষ্টি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অতএব যেমন তারা-পতি অস্তগমন করিলে পর, রাত্রিতে দিক্ সকল স্থির করিতে পারা যায় না, সেইরূপ আমি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; শান্তিও পাইতেছি না।" হে রাজেন্দ্র! সারথি এই বলিতেছেন, ইতিমধ্যে গরুড়-চিহ্নিত রথ দেখিতে দেখিতে অশ্ব ও ধ্বজের সহিত আকাশে উত্থিত হইল এবং বিষ্ণুর দিব্য অস্ত্র সকল সেই রথের অনুগমন করিল। তাহাতে সূতের চিত্ত সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলে, জনার্দ্দন তাঁহাকে কহিলেন, "সূত! দ্বারকায় গমন কর; জ্ঞাতিগণের পরস্পর নিধন, সঙ্কর্ষণের তিরোভাব এবং আমার অবস্থা বন্ধুদিগকে বল। আর তোমরা বন্ধুদিগের সহিত দ্বারকায় থাকিও না, আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা যদুপুরী সাগরে প্লাবিত হইবে। সকলে স্ব স্ব পরিগ্রহ এবং আমার পিতা-মাতার সহিত অর্জ্জুন-রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিবে। তুমি আমার ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ এবং উপেক্ষাকারী হইয়া জগৎকে মায়া-বিরচিত জানিয়া শমতা অবলম্বন কর।" ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া দারুক তাঁহাকে বারংবার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিল এবং তাঁহার পদযুগল মস্তকে স্থাপন করিয়া দুর্ম্মনা হইয়া দ্বারকা নগরীতে যাত্রা করিল। ৪২—৫০।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধামে গমন।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মা, ভবানী-ভব, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ; মুনিগণ; প্রজাপতিগণ; পিতৃগণ; সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, চারণ, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরোগণ এবং ব্রাহ্মণগণ ভগবানের তিরোধান দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া অতীব উৎসুক-চিত্তে শৌরির আবির্ভাব ও কর্ম্ম সকল গান ও বর্ণন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন এবং বিমান-রাজি দ্বারা আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া পরম ভক্তি-সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রভু ভগবান্, পিতামহকে আপনার বিভূতি দেবতা সকলকে দর্শনপূর্ব্বক আত্মাতে আত্ম-যোজনা করিয়া কমল-নয়ন যুগল মুদ্রিত করিলেন এবং আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা নিজ দেহকে দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবিষ্ট হইলেন। স্বর্গে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ভূমণ্ডল হইতে সত্য, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী তাঁহার অনুগমন করিলেন। অবিজ্ঞেয়-গতি শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমন-কালে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ দেখিলেন; কেহ কেহ দেখিতে পাইলেন না,—বিস্মিত হইলেন। যেমন মনুষ্যগণ আকাশে মেঘ-মণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া গতিশীল ক্ষণপ্রভার গতি জানিতে পারে না, সেইরূপ দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের গতি জানিতে পারিলেন না। ১—৯। তখন ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি, হরির যোগগতি চিন্তা করিলেন এবং বিস্মিত-ভাবে উঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। রাজন্! নটের ন্যায়, পরমেশ্বরের দেহ-ধারণকে এবং যাদবাদি শরীরীদিগের মধ্যে জন্ম, মৃত্যু ও কার্য্যকে মায়া-বিড়ম্বিত জানিবে। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি ও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং ইহাকে বিকৃত ও অন্তে সংহার করিয়া শান্তভাবে অবস্থিতি করেন। যিনি যম্যলোকে নীত গুরু-পুত্রকে মানব শরীরেই আনয়ন করিয়াছিলেন; তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দগ্ধ হইলেও যে শরণাগত-রক্ষক তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অন্তকান্তক মহাদেবকে জয় করিয়াছিলেন; যিনি ব্যাধকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন,—এই ঈশ্বর কি আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না? তথাপি অশেষ-শক্তিধারী, ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ ভগবান্, "মর্ত্য শরীরে প্রয়োজন কি?" আত্মনিষ্ঠ সাধুদিগকে উৎকৃষ্ট গতি দেখাইয়া এই স্থানে শরীরকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। যে মনুষ্য প্রাতঃকালে উত্থান-পূর্ব্বক প্রযত হইয়া ভক্তি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের এই গতির বিষয় কীর্ত্তন করিবেন, তিনি উহাই প্রাপ্ত হইবেন; উহা হইতে উত্তম আর কিছুই নাই। রাজন্! এদিকে কৃষ্ণ-বিরহিত দারুক দ্বারকায় আসিয়া বসুদেব এবং উগ্রসেনের চরণ-যুগলে পতিত হইয়া নয়নবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন এবং বৃষ্ণিদিগের সাকল্যে নাশের কথা কহিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন-হৃদয় ও মূর্চ্ছিত হইলেন। যেখানে জ্ঞাতিগণ প্রাণহীন হইয়া শয়ন করিয়া আছেন; কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে বিহ্বল হইয়া গণ্ডস্থলে আঘাত করিতে করিতে তাঁহারা সেই স্থানে গমন করিলেন। ১০—১৭। দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব, পুত্র কৃষ্ণ-রামকে না দেখিয়া শোকে কাতর হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং ভগবদ্বিরহে কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বৎস! স্ত্রী সকল, স্বামীদিগকে আলিঙ্গন করিয়া চিতায় আরোহণ করিলেন। রামের পত্নীগণ তাঁহার দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন। বসুদেবের পত্নী সকল তাঁহার শরীরকে এবং হরির পুত্রবধূ সকল, প্রদ্যুম্নপ্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণাত্মিকা কৃষ্ণ-পত্নীগণ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর অর্জ্জুন যথার্থ-বাক্য-সমন্বিত কৃষ্ণগীতি দ্বারা আপনাকে সান্ত্বনা করিলেন। অর্জ্জুন,—নিহত, নষ্টবংশ বন্ধু সকলকে যথাক্রমে পিণ্ড-জলাদি প্রদান করাইলেন। মহারাজ! সমুদ্র, ভগবানের শ্রীসম্পন্ন আলয়-ব্যতীত হরি-পরিত্যক্তা দ্বারাবতীকে তৎক্ষণাৎ প্লাবিত করিল। ভগবানের স্মরণ করিলে, অশেষ অশুভ নাশ পায়; সর্ব্বমঙ্গলের আলয় মধুসূদন সর্ব্বদা উহার সন্নিহিত। ধনঞ্জয়,—হতাবশিষ্ট স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিয়া তথায় বজ্রকে অভিষেক করিলেন। রাজন্! তোমার পিতামহগণ অর্জ্জুনের মুখে সুহৃদ্বধ শ্রবণপূর্ব্বক তোমাকে বংশধর করিয়া সকলে মহাপ্রস্থান-যাত্রা করিলেন। যে ব্যক্তি দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের এই জন্ম ও কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিবেন ও শ্রবণ করাইবেন, তিনি পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। ভগবান্ হরির এইরূপ পরম-মঙ্গলময় মনোহর অবতার-কথা, বীর্য্য ও বাল্য-চরিত সকল কীর্ত্তন করিলে মনুষ্যগণ, শ্রীকৃষ্ণে পরমভক্তি লাভ করিবেন। ১৮—২৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

একাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশ স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—এই বৃহদ্রথ বংশে রিপুঞ্জয় বা পুরঞ্জয় নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। তদীয় মন্ত্রী শুনক তাঁহাকে সংহার করিয়া প্রদ্যোত নামক আপনার আত্মজকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপন করিবে। প্রদ্যোতের পুত্র পালক; তাঁহার পুত্র বিশাখ; তাঁহা হইতে রাজক; রাজক হইতে নন্দিবর্দ্ধন জন্মিবেন। প্রদ্যোত-বংশীয় এই পঞ্চ রাজা একশত অষ্টত্রিংশৎ বৎসর ধরিত্রী শাসন করিবেন। তৎপরে শিশুনাগ রাজা হইবেন। তাঁহার পুত্র কাকবর্ণ; তাঁহার আত্মজ ক্ষেমধর্ম্মা; তাঁহার তনয় ক্ষেত্রজ্ঞ; তাঁহার পুত্র বিধিসার। অজাতশত্রু, বিধিসারের পুত্র হইবেন। অজাতশত্রুর তনয় দর্ভক; দর্ভকের আত্মজ অজয় নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। অজয়ের তনয় নন্দিবর্দ্ধন; তাঁহার তনয় মহানন্দি। হে কুরুসত্তম! এই দশ শৈশুনাগ রাজা কলিকালে তিনশত ষষ্টি বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন। রাজন্! মহানন্দির পুত্র শূদ্রাগর্ভ-জাত, বলসম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের হন্তা নন্দ নামে এক রাজা জন্মিবেন। তাঁহার নামান্তর, মহাপদ্ম। তাহার পর শূদ্রপ্রায় অধার্ম্মিক রাজগণ জন্মিবেন। ১—৮। নন্দ-রাজার শাসন অনুল্লঙ্ঘনীয়। এই মহাপদ্ম ভূপতি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় একচ্ছত্রা পৃথিবী পালন করিবেন। তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবেন। সেই পুত্রগণ শত বৎসর পৃথিবীপতি হইবে; চাণক্য নামে কোনও ব্রাহ্মণ,—অস্মদ্ভক্ত বিপক্ষ

নন্দরাজ ও তাঁহার আট পুত্রকে বিনাশ করিবেন। তাঁহাদিগের অভাবে মৌর্য্যেরা কলিযুগে পৃথিবী পালন করিবেন। চাণক্য কর্তৃক চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার; তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন; তাঁহার পুত্র সুযশা; সুযশার পুত্র সঙ্গত; তাঁহার পুত্র শালিশুক; তাঁহার পুত্র সোমশর্ম্মা। শতধন্বা তাঁহার তনয়; বৃহদ্রথ তাঁহার পুত্র হইবেন। তাঁহার পুত্র দশরথ। হে কুরুদ্বহ! মৌর্য্যবংশীয় এই দশ রাজা কলিতে একশত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন। তাহার পর বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র আপন প্রভুকে বধ করিয়া শুঙ্গ-বংশীয়দিগের মধ্যে প্রথম রাজা হইবেন। পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র; তাঁহার সুজ্যেষ্ঠ নামে পুত্র হইবে। সুজ্যেষ্ঠের তিন পুত্র;—বসুমিত্র, ভদ্রক ও পুলিন্দ। পুলিন্দের পুত্র উদ্‌ঘোষ; তাঁহা হইতে বজ্রমিত্র; বজ্রমিত্র হইতে ভাগবত এবং ভাগবত হইতে দেবভূতি জন্মিবেন। এই দশ শুঙ্গ-বংশীয় নৃপতি একশত দ্বাদশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন। রাজন্! তাহার পর এই পৃথিবী স্বল্পগুণশালী কণ্বদিগের হস্তগত হইবে। ১—১৭। শুঙ্গ-বংশীয় কামী দেবভূতিকে বিনাশ করিয়া, তাঁহার মন্ত্রী কণ্ব নিজে রাজ্যশাসন করিবেন। কণ্বের পুত্র মহামতি বসুদেব; তৎপুত্র ভূমিত্র; তাঁহা হইতে নারায়ণ নামে পুত্র হইবেন। নারায়ণের পুত্র সুশর্ম্মা। ইঁহারা তিনশত পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন। সুশর্ম্মার প্রাণবধ করিয়া তদীয় ভৃত্য বলি নামক অসত্তম শূদ্র কিছুকাল পৃথিবী পালন করিবেন। তদ্‌ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হইবেন। তাঁহার পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ; তাঁহার পুত্র পৌর্ণমাস; তাঁহার তনয় লম্বোদর। তাঁহা হইতে রাজা চিবিলিক এবং চিবিলিক হইতে মেঘস্বাতি উৎপন্ন হইবেন। তাঁহার পুত্র দৃঢ়মান্। তাঁহার পুত্র; অনিষ্টকর্ম্মা; তৎপুত্র হালেয়; তাঁহার তনয় তল। সেই তলের পুত্র পুরীষভেরু। তাঁহা হইতে সুনন্দন; তৎপুত্র চকোর; তাঁহার পুত্র বটক; তাঁহার পুত্র অরাতিজয়ী শিবস্বাতি; তাঁহার পুত্র গোমতী। গোমতী হইতে পুরীমান্ জন্মিবেন। তাঁহার পুত্র মেদ; তৎপুত্র শিরা; তাঁহার তনয় শিরস্কন্দ ও তাঁহার আত্মজ যজ্ঞশ্রী। সেই যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়; তাঁহার পুত্র ভাব্য; তৎপুত্র লোমধি। হে কুরুনন্দন! এই ত্রিংশৎ নরপতি চারিশত ষট্‌পঞ্চাশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। তাহার পর অভৃথা নগরীতে সপ্ত আভীর; দশ গর্দ্দভী এবং ষোড়শ কঙ্ক, অতিলোলুপ রাজা হইবেন। তাহার পর আট জন যবন; চতুর্দ্দশ তুরুষ্ক; দশ গুরুণ্ড এবং একাদশ মৌল রাজা হইবেন। ১৮—২৮। মৌল-ব্যতিরিক্ত আভীরাদি রাজা এক সহস্র নবনবতি বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন। একাদশ মৌল তিনশত বৎসর রাজ্যভোগ করিবেন। তাঁহাদের পরলোকান্তে কিলকিলা নগরীতে পশ্চাদ্বর্ণিত রাজগণ রাজত্ব করিবেন। প্রথম ভূতনন্দ ও দ্বিতীয় বঙ্গিরি। তাহার পর ভ্রাতা শিশুনন্দি ও পুত্র যশোনন্দি প্রবীরক। ইঁহারা ষড়ধিক একশত বৎসর ভূমি ভোগ করিবেন। সেই ভূতনন্দ প্রভৃতি পাঁচজন রাজার ত্রয়োদশ পুত্র জন্মিবেন; সেই সমস্ত পুত্র বাহ্লিক নামে বিখ্যাত হইবেন। তাহার পর পুষ্পমিত্র ক্ষত্রিয়। ইঁহার পুত্র দুর্মিত্র। অনন্তর সেই বাহ্লিক বংশ হইতে সপ্ত অন্ধ্র ও সাত কোশল এই চতুর্দ্দশ রাজা ও বিদূরপতি বৈদূরপতি নৈষধাধিপ হইয়া একই কালেই রাজা হইবেন। বিশ্বস্ফূর্জ্জি মাগধদিগের রাজা; ইনি পূর্ব্বোক্ত পুরঞ্জয়ের ন্যায় পুরঞ্জয় হইবেন। তিনি নীচ পুলিন্দ, যদু ও মদ্রক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে ম্লেচ্ছ করিবেন। বলবান্ মনস্বী বিশ্বস্ফূর্জ্জি ক্ষত্রিয়দিগকে দূরীকৃত করিয়া দিয়া পদ্মাবতী নগরীতে অধিকাংশই ত্রিবর্ণ-ব্যতিরিক্ত প্রজা রাখিবেন। তিনি গঙ্গাদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত পালিতা পৃথিবী ভোগ করিবেন। সুরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্ব্বুদ ও মালবদেশীয় বিপ্রগণ ও রাজগণ সংস্কার-বিহীন শূদ্রপ্রায় হইবেন। বেদাচারশূন্য বা শূদ্র, সংস্কারশূন্য ম্লেচ্ছেরা সিন্ধুতীর, চন্দ্রভাগা, কৌন্তি ও কাশ্মীর-মণ্ডল পালন করিবে। রাজন্! এই সকল ম্লেচ্ছপ্রায় রাজা এককালেই রাজ্য শাসন করিবেন। ইঁহারা অধার্ম্মিক; মিথ্যাপরায়ণ; অল্পদাতা; তীব্রকোপন; স্ত্রী-বালক-গো-দ্বিজবধে শঙ্কা-রহিত; পরদারে ও পরধনে অভিলাষী। ইঁহাদিগের হর্ষ ও বিমর্ষই অধিক,—বল অল্প। ইঁহারা সংস্কারহীন; ক্রিয়াশূন্য। ইঁহারা রজঃ ও তমোগুণে আবৃত। এই রাজরূপী ম্লেচ্ছগণ প্রজাদিগকে পীড়ন করিবে। ইঁহাদিগের অধীনস্থ প্রজাসমূহ চরিত্র ও আচারে ইঁহাদিগের মতন হইবে। সেই প্রজাসমূহ পরস্পর রাজগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। ২৯—৪১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কলি-ধর্ম্ম-কথা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! তদনন্তর বলবান্ কালবশে ধর্ম্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি নষ্ট হইতে থাকিবে। কলিতে ধনই মানব-সমূহের জন্ম, আচার ও গুণ প্রভৃতির নির্দ্ধারণ এবং বলই ধর্ম্ম ও ন্যায়-নিরূপণের মূলীভূত হেতু হইবে। দাম্পত্যে কুলগোত্র-বিচার থাকিবে না। তাহাতে কেবল মনোরথ, ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে ছলনা, স্ত্রী ও পুরুষে রতি এবং ব্রাহ্মণত্ব-সম্বন্ধে যজ্ঞসূত্রই শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক হইবে। দণ্ড ও অজিনাদি ধারণই আশ্রম-জ্ঞান এবং এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রম গ্রহণ সম্বন্ধে কারণ হইবে। অর্থ-হীনতায় পরাজয় হইবে। বহু-কথনই পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইবে। ধনহীনতা, অসাধুতার লক্ষণ; গর্ব্বই সাধুতার চিহ্ন, স্বীকার করাই কেবল বিবাহের হেতু; এবং স্নানমাত্র, দেহ শৌচ সম্বন্ধে অঙ্গ-পরিষ্কারের কারণ হইবে। দূরবর্ত্তী জলাশয়ই তীর্থ, কেশধারণ লাবণ্য এবং উদরভরিতা পুরুষার্থ হইবে। বাচালতাই, সত্যতা-প্রতিপাদক হইবে। কুটুম্বভরণ, দক্ষতা দেখাইবার জন্য এবং ধর্ম্মকার্য্য, যশোলাভের নিমিত্ত হইবে। পৃথিবী এইরূপ দুষ্ট-প্রজাকীর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রদিগের মধ্যে যিনি বলবান্, তিনিই রাজা হইবেন। ১—৭। লুব্ধ, নির্দ্দয়, দস্যুর ন্যায় আচরণকারী রাজার স্ত্রী ও ধনহরণ করিবে, সুতরাং প্রজা-সমূহকে গিরি কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদিগকে শাক, মূল, আমিষ, মধু ফল, পুষ্প, অস্থি দ্বারা প্রাণধারণ করিতে হইবে এবং অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া অনেকেরই নাশ হইবে। শীত বাত, রৌদ্র, বর্ষা ও হিমে; পরস্পর বিবাদে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ব্যাধিসমূহে এবং চিন্তাদহনে সকলকে সাতিশয় প্রপীড়িত হইতে হইবে। মনুষ্যদিগের পরমায়ু, পঞ্চাশৎ বৎসর মাত্র। তখ শরীরীর শরীর সকল, ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইবে; মনুষ্যদিগে মধ্যে বর্ণাশ্রমশালীদিগের বেদপথ নাশ পাইবে; ধর্ম্ম, পাষণ্ড-বহু হইবে; রাজগণ, দস্যুতুল্য হইবে; মনুষ্যগণের ব্যবহার,— চৌর্য্য, মিথ্যা ও বৃথা-হিংসা প্রভৃতি বিবিধপ্রকার হইবে; ব সকল, শূদ্র-সমান হইবে; ধেনু সকল, ছাগসম হইবে; আশ্র সকল, গৃহের ন্যায় হইবে; বিবাহ-সম্বন্ধে সম্বন্ধীরাই আত্ম-ব হইবে; ওষধি সকল ওষধিক্ষীণ হইবে; মেঘসমূহ বিদ্যুদ্ভূমি

হইবে এবং গৃহ সকল শূন্য হইবে। এই প্রকারে কলি প্রায় যখন শেষ হইবে এবং লোকসমূহ গর্দ্দভের মত আচরণ করিতে আরম্ভ করিবে; তখন ধর্ম্মের উদ্ধারার্থ ভগবান্ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইবেন,—অখিলাত্মা, চরাচরগুরু, ঈশ্বর বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিবেন। সাধুদিগের ধর্ম্ম পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত সম্ভল গ্রামে মহাত্মা বিপ্রপ্রধান বিষ্ণুযশার ভবনে কল্কি প্রাদুর্ভূত হইবেন। ৮—১৮। অষ্ট-ঐশ্বর্য্য-গুণশালী, অসাধু-শাসন, অতুলনীয়-প্রভ জগৎপতি, শীঘ্রগামী দেবদত্ত তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন এবং রাজচিহ্ন-ধারী কোটি কোটি দস্যুদিগকে খড়্গাঘাতে বিনাশ করিবেন। এইরূপে দস্যুদল নিহত হইলে পর, বাসুদেবের অঙ্গরাগ-গন্ধদ্রব্যে বিপুল-সুরভীভূত অনিল-স্পর্শে পুর-জনপদ-বাসি-সমূহের মন সকল পবিত্র হইবে। সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেব তাহাদের হৃদয়স্থ হইলে, তাহারা বহুসন্ততি লাভ করিবে। ধর্ম্মরাজ ভগবান্ কল্কি অবতীর্ণ হইলে সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। তখন সকল প্রজা সাত্ত্বিক হইবে। যখন সোম, সূর্য্য এবং বৃহস্পতি পুষ্যানক্ষত্রে কর্কট রাশিতে সম্মিলিত হইবেন, তখনই সত্যযুগের আরম্ভ। চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশীয় ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজাদিগের বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। তোমার জন্ম অবধি নন্দের অভিষেককাল পর্য্যন্ত এই একসহস্র একশত পঞ্চদশ বৎসর। গগন-মণ্ডলের উদয়কালে সপ্তর্ষিগণের * মধ্যে যে দুই ঋষিকে প্রথমে উঠিতে দেখা যায়, সেই দুই ঋষির মধ্যে আবার নিশাকালে অশ্বিনীপ্রভৃতির মধ্যে যে নক্ষত্রকে সমদেশে অবস্থিত দেখ, ঋষিগণ মনুষ্যদিগের পরিমাণে একশত বৎসর সেই নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। তোমার সময়ে এখন সেই ঋষিরা মঘানক্ষত্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের দেহ যখন স্বর্গে গিয়াছেন, তখনই কলি-যুগারম্ভ হইয়াছে। ইহাতে লোক পাপরত হইয়া থাকে। যতক্ষণ রমাপতি চরণ-কমলদ্বয়ে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া ছিলেন, ততক্ষণ কলি পৃথিবীতে বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। ১৯—৩০। যখন সপ্ত-দেবর্ষি মঘা-আশ্রয় করেন, তখনই দ্বাদশ-শত-বর্ষাত্মক কলি প্রবেশ করেন। যখন মহর্ষিগণ মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়াতে গমন করিবেন, তখন নন্দ-রাজ্যকাল অবধি কলির বিক্রম বাড়িতে থাকিবে। যেদিনে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনে তখনই কলিযুগ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ব-পণ্ডিতেরা ইহা বলিয়া থাকেন। দিব্য সহস্র বৎসর পরিমাণ চতুর্থ যুগ কলি অতীত হইলে, পুনর্ব্বার সত্যযুগ আসিবে। তখন মনুষ্যদিগের মন আত্ম-প্রকাশ হইবে। এই সকল ক্ষত্রিয় মানব-বংশের ভূমণ্ডলে বর্ত্তমান-কালে যেমন সংখ্যাত হইল, সেইরূপ যুগে যুগে পৃথিবীতে বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণদিগের সেই সেই অবস্থাও সেইরূপ সংখ্যাত হয়। এক্ষণে মহাপুরুষ-দিগের নামই জ্ঞাপক এবং ইহাঁরা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত; ইহাঁদিগের কেবল কীর্ত্তিই পৃথিবীতে অবশিষ্ট রহিয়াছে। হে রাজন্! শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকু-বংশজাত মরু মহাযোগ-বলে বলীয়ান্ হইয়া কলাপগ্রামে অবস্থিতি করিবেন। ইহাঁরা উভয়ে বাসুদেব কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ বর্ণাশ্রম-সমন্বিত ধর্ম্ম বিস্তার করিবেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি; এই প্রকার ক্রমবিধানে প্রাণিগণে প্রবর্ত্তিত হয়। রাজন্! আমি যে চতুর্ব্বর্গ-বংশীয়দিগের কথা বলিলাম, তাঁহারা এবং আর আর নরপতিগণ পৃথিবীতে মমতা বন্ধন করিয়া শেষে ইহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি রাজা,—অন্তে তাঁহাকে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম নাম লইতে হইবে। এই দেহের জন্য যিনি প্রাণি-হিংসক, তিনি স্বার্থ জানেন না। প্রাণিহিংসা হইতেই নরক লাভ হয়। "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা ভোগ করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা ভোগ করিতেছি;—আমার সেই পূর্ব্ব-ভুক্ত বস্তু কি উপায়ে আমার পুত্রের, পৌত্রের বা বংশজাতের হইবে!" রাজগণ এইরূপে পৃথিবীতে মমতা বন্ধন করেন। অন্ন-জলময় দেহকে আত্মস্বরূপ এবং পৃথিবীকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়া অজ্ঞলোক অবশেষে উভয়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়াছে। রাজন্! যে যে নরপতি বিক্রমের সহিত পৃথিবী ভোগ করেন, কালে তাঁহারা কেবল কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছেন। ৩১—৪৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

যুগধর্ম্ম-বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন,—এই পৃথিবী, নিজ শরীরোপরি-অবস্থিত রাজগণকে জয়লোলুপ দেখিয়া, এই বলিয়া হাস্য করেন,—"অহো! যমরাজের ক্রীড়াপুত্তলি রাজারা আমাকে জয় করিতে চাহেন। যে সকল রাজা ও পণ্ডিত, ফেনতুল্য দেহে সবিশেষ বিশ্বাস স্থাপন করেন না; তাঁহাদিগের এই কামনা ব্যর্থ হইবে। তাঁহাদের আশা এই,—"প্রথমে কামাদি রিপু জয় করিয়া রাজমন্ত্রী-দিগকে বশে আনিব; তৎপরে অমাত্য, পুরবাসী, আত্মীয় হস্তী, পরে শত্রুসমূহকে জয় করিব; এইরূপে সাগরাম্বরা পৃথিবী জয় করিব।" তাঁহারা নিকটস্থ শমনকে দেখিতে পান না। অনেকেই সবিক্রমে সসাগরা-আমায় জয় করিয়া সাগরে প্রবেশ করেন; কিন্তু আত্মজয়ের পক্ষে ইহা কিছুই নহে; মুক্তিই আত্মজয়ের ফল। মনু ও তাঁহার পুত্রগণও আমাকে ত্যাগ করিয়া পরম স্থানেই গমন করিয়াছেন। মূঢ়বুদ্ধি লোকেরা সেই আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে অভিলাষী! আমার জন্য মমতা দ্বারা রাজ্যে, বদ্ধচিত্ত অসাধু পিতা-পুত্রে এবং ভ্রাতায়-ভ্রাতায় বিরোধ ঘটে। আমারই জন্য সেই সকল মূঢ় রাজগণ এই পৃথিবী 'আমার, তোমার নহে' এই কথা কহিয়া পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিয়া নাশ করে ও নষ্টও হইয়া থাকে। ১—৮। পৃথু, পুরূরবা, গাধি, ভরত, নহুষ, অর্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্টাঙ্গ, ধুন্ধুহা, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্য্যাতি, শান্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ এবং হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, লোকের তাপাবহ রাবণ, নমুচি, শম্বর, হিরণ্যাক্ষ, তারক ও অন্যান্য অনেক যে সকল রাজা ও দৈত্য আমার অধিপতি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, বীর এবং সর্ব্বজেতা ছিলেন; তথাপি কিন্তু! যে সকল মর্ত্ত্যধর্ম্মী আমাতে সাতিশয় মমতা বন্ধন করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, দুর্জ্জয় কালের অধীন প্রভাবে থাকি তাঁহাদিগের নাম, কথামাত্রে বাকি আছে; সুতরাং তাঁহারা বিফল-মনো-রথ হইয়াছেন।" হে রাজন্! পরলোক-প্রাপ্ত ত্রিলোক-বশকারী মহৎ ব্যক্তিদিগের এই সকল কথা কথিত হইল। ইহা বিজ্ঞান ও

---

* আকাশ-মণ্ডলের উত্তরভাগে প্রায় ধ্রুব নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে পূর্ব্বাগ্র-শকটাকার যে সাতটি প্রধান নক্ষত্র একত্র দৃষ্ট হয়, তাহাই সপ্তর্ষি-মণ্ডল। ইহাতে কিঞ্চিদ্বক্র-রেখায় অগ্রবর্ত্তী স্থানে যে নক্ষত্রটী, তাহা মরীচি (১); তাহার পর আর্দ্রবৃত্ত-কন্থাকারে যে একটী বড় ও ছোট নক্ষত্র, তাহা অরুন্ধতী-বশিষ্ঠ (২); তৎপরে ঈষদ্বক্র-রেখার মূলস্থানীয় অঙ্গিরা (৩); তৎপরে তাহার দক্ষিণে চতুরস্র চারিটী তারা অত্রি (৪); উত্তরদিকে পুলস্ত্য (৫); পুলস্ত্যের পশ্চিমে পুলহ (৬); এবং তাহার উত্তরে ক্রতু (৭)।

বৈরাগ্য-প্রতিপাদক বাগ্‌বিলাসমাত্র ; পরমার্থ-কথা নহে। শ্রীকৃষ্ণে বিমল-ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহার অমঙ্গল-হারক গুণানুবাদ বারংবার কীর্ত্তন করা এবং নিত্য বারংবার উহা শ্রবণ করাই পারমার্থিক কথা। ১—১৫। রাজা কহিলেন,—ভগবন্! লোকেরা কলির বর্দ্ধিত কলুষরাশি কি উপায়ে নাশ করিবে, আমাকে যথার্থ-রূপে তাহা বলুন। যুগ ও যুগধর্ম্ম সকল; সংহার-কাল ও স্থিতি-কালের পরিমাণ এবং ঈশ্বররূপী কালের ও মহাত্মা বিষ্ণুর গতি বলুন। শুকদেব কহিলেন,—সত্যযুগে সত্য, দয়া, তপস্যা ও অভয়-দান,—এই সম্পূর্ণ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সত্যযুগে লোকেরা প্রায় সন্তুষ্ট, দয়াবান্, মৈত্রীসম্পন্ন, শান্ত, দান্ত, ক্ষমাবান্, আত্মারাম, সমদর্শী ও আত্মাভ্যাস-যুক্ত হয়। ত্রেতায় ধর্ম্মের এক পদ স্খলিত হয় এবং এই কালে লোকে মিথ্যা, হিংসা ও কলহে রত হয়। তখন লোকের ক্রিয়া-কলাপে ও তপ-জপে আসক্তি হয়। সেই সময়ে হিংসা ও লাম্পট্যের পরিমাণ কম হয়;—ত্রিবর্গ-রত, বেদপারগ ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। দ্বাপরে অধর্ম্মের পাদ—মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ দ্বারা ধর্ম্মের পাদ —তপস্যা, সত্য, দয়া ও অভয়-দানের মধ্যে অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। তখন ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ অধিক। ইহঁারা তপোনিষ্ঠা-মহৎ-চরিত্র স্বাধ্যায় অধ্যয়নে রত, ধনাঢ্য, পরিবারী ও আনন্দিত হন। কলিতে ধর্ম্মের পাদ-সমূহের মধ্যে একটী বাকি থাকে। অধর্ম্ম-হেতু বৃদ্ধি পাওয়াতে তদ্দ্বারা ক্ষীণীকৃত হইয়া অবশেষে ঐ পাদটিও নষ্ট হইয়া যায়। ১৬—২৪। তখন শূদ্র ও কৈবর্ত্তাদি অধিক। ইহারা লুব্ধ, দুরাচার, দয়াহীন, অনর্থক বিবাদকারী, হতভাগ্য ও সাতিশয়-স্পৃহাশীল হয়। পুরুষ,—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত কাল-প্রেরিত হইয়া আত্মাতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সমূহ সত্ত্বগুণে অধিকতর-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে সত্যযুগ বুঝিবে। ইহাতেই জ্ঞানে ও তপস্যায় রুচি হয়। কাম্যকর্ম্ম-সমূহে দেহীদিগের ভক্তি থাকিলে, রজোবৃত্তি-প্রধান ত্রেতাযুগ জানিবে। যেকালে লোভ, অসন্তোষ, অভিমান, দম্ভ, মাৎসর্য্য এবং কাম্য-কর্ম্ম সকলেও ভক্তি থাকে, সেইকাল রজস্তমঃ-প্রধান দ্বাপর। যখন ছল, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্য দেখিবে, তখনই বুঝিবে,—তমঃপ্রধান কলি। তাহার প্রভাবে, মানুষের নীচ-দৃষ্টি, অল্প ভাগ্য, অধিক আহার, কাম ও ধনহীনতা জন্মে এবং স্ত্রী সকল অসতী হয়। নগর সকল দস্যু-দলে পরিপূর্ণ এবং পাষণ্ডগণে কলঙ্কিত হয়। রাজারা, প্রজাদিগের শোণিত শোষণ করেন। ব্রাহ্মণেরা শিশ্ন ও উদর চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত থাকে। ব্রহ্মচারীর শৌচ থাকিবে না; পরিবারী সকল ভিক্ষুক হইবে। তপস্বী সকল, গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসী সকল লুব্ধাশয় হইবে। রমণীগণ খর্ব্বাকার হইবে,—অধিক ভোজন করিবে,—বহুপুত্র প্রসব করিবে,—কটু কথা কহিবে,—চৌর্য্য-ছল-যথেষ্ট-সাহসবতী হইবে;—লজ্জা থাকিবে না। ২৫—৩৪। নীচাশয় প্রবঞ্চক বণিক্-সমূহ ক্রয়-বিক্রয় করিবে; লোকেরা বিপদে না পড়িলেও নিন্দিত জীবিকাকে উত্তম বলিয়া মানিবে। স্বামী সর্ব্বোত্তম হইয়া নির্ধন হইলে, ভৃত্যেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। প্রভু বিপদাপন্ন, কুলক্রম-নিরত ভৃত্যকে এবং দুগ্ধহীনা গাভীকে ত্যাগ করিবে। কলিতে মনুষ্যের স্ত্রৈণ্য ও দীনতা বাড়িবে এবং তাহাদিগের সৌহার্দ্দ, সুরত-মূলক হইবে। যাহা কিছু সবই স্ত্রী ও তদ্‌ভ্রাতা বা তদ্ভগিনীর সহিত। শূদ্রেরা তপোবেশধারী হইয়া প্রতিগ্রাহী হইবে। ধর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উত্তম-ব্যক্তির আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-কথা বলিতে থাকিবে। রাজন্! কলিতে অন্নহীন প্রজাদিগের মন নিয়ত উদ্বিগ্ন থাকিবে। তাহারা দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইবে; সকলে অনাবৃষ্টির ভয়ে কাতর হইবে। তাহাদিগের বস্ত্র-অন্ন-পান-শয্যা-ব্যবহার স্নান ভূষণহীন হইয়া তাহারা পিশাচাকার ধারণ করিবে। বিংশতি কপর্দ্দক মাত্র অর্থের জন্য বিবাদ করিয়া সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয় প্রাণ এবং আত্মীয়দিগকেও নাশ করিবে। মানুষ নীচপ্রবৃত্তি এবং শিশ্ন ও উদর-পরায়ণ হইয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পুত্র এবং সৎকুলজাতা পত্নীকেও ভরণ করিবে না। রাজন্! ত্রিলোক-নাথেরা যাঁহার চরণ-কমলে প্রণত,—কলিতে অধিক মনুষ্য, পাষণ্ড কর্ত্তৃক বিকল-চিত্ত হইয়া জগৎ সকলের পরম-গুরু সেই ভগবান্ অচ্যুতের পূজা করিবে না। মৃতপ্রায়, আর্ত্ত, পতিত, স্খলিত বা বিবশ হইয়া যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র কর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধ হইতে মুক্তি পাইয়া পুরুষ উত্তম গতি লাভ করে, কলিতে মনুষ্যেরা তাঁহার পূজা করিবে না। ৩৫—৪৪। যখন ভগবান্ পুরুষোত্তম, চিত্তে অধিষ্ঠিত হন, তখন পুরুষদিগের কলিকৃত এবং দ্রব্য, দেশ ও আত্মা হইতে সম্ভূত সমুদায় দোষ দূরীকৃত হয়। হৃদিস্থিত ভগবান্, শ্রুত, কীর্ত্তিত, চিন্তিত, পূজিত বা আদৃত হইলে, মনুষ্যদিগের দশ সহস্র বৎসরের অশুভ নাশ করিয়া থাকেন। যেমন অগ্নি, ধাতুজাত সুবর্ণের দুর্ব্বর্ণ দূর করে, তেমনি চিত্তস্থিত বিষ্ণু, যোগীদিগের অশুভ বাসনা দূর করিয়া থাকেন। অনন্তর ভগবান্ হৃদিস্থিত হইলে অন্তরাত্মা যেরূপ শুদ্ধি লাভ করেন,—দেবতার উপাসনা, তপস্যা, বায়ু-সংযম, মিত্রতা, তীর্থস্নান, ব্রত, দান ও জপদ্বারা সেরূপ অত্যন্ত শুদ্ধি পাইয়া থাকে না। অতএব রাজন্! কায়মনোবাক্যে হরিকে হৃদয়ে ধারণ কর। ম্রিয়মাণ ব্যক্তি তাহাতে মন ধারণ করিলে, পরম গতিলাভ করিয়া থাকে। হে রাজন্! ম্রিয়মাণ ব্যক্তি-সমূহ,—সকলের আত্মা, সকলের কারণ ভগবান্ হরির ধ্যান করিলে, হরি তাঁহাদিগকে নিজ-স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। কলি, দোষের আকর হইলেও তাহার এক মহৎ গুণ এই যে, মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ-মাত্রে মুক্তবন্ধন হইয়া শ্রেষ্ঠ-পুরুষকে লাভ করিবে। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান-করণ, ত্রেতায় যজ্ঞ সকলের দ্বারা পূজা করণ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা এবং কলিতে নামোচ্চারণ হইতে ঐ মুক্তি হইয়া থাকে। ৪৫—৫২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

পরমার্থ-নির্ণয়।

শুকদেব কহিলেন,—মহারাজ! তোমার জিজ্ঞাসানুসারে পরমাণু আদি করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত কাল এবং যুগের পরিমাণও তোমাকে কহিয়াছি। অনন্তর কল্প ও লয় বিষয় শ্রবণ কর। চারিসহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন। রাজন্! যাহাতে চতুর্দ্দশ মনু ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, তাহাই কল্প। তৎপরে প্রলয়। তাহার পরিমাণ, চারি সহস্র যুগ। যাহাতে এই ত্রিলোক প্রলয়ে লীন হয়, তাহাই ব্রহ্মার রাত্রি। ইহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। ইহাতে বিশ্বকর্ত্তা আত্মযোনি, বিশ্বকে আপনাতে সংহৃত করিয়া অনন্ত-আসনে নিদ্রা যান। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ বৎসর অতীত হইলে, সপ্ত প্রকৃতি লয় হইবার উপযুক্ত হয়। রাজন্! এ-ই প্রাকৃতিক প্রলয়। ইহাতে বিনাশের কারণ উপস্থিত হওয়াতে মহদাদির কার্য্যভূত ব্রহ্মাণ্ড লয় পায়। রাজন্! পৃথিবীতে শত বৎসর মেঘে বর্ষণ হয় না। তখন কালের উপদ্রবগ্রস্ত প্রজারা অন্নহীন পৃথিবীতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইয়া থাকে। প্রলয়-কালীন সূর্য্য—সামুদ্রিক, দৈহিক ও ভৌম;—সমুদায় রস বিকট কিরণ-জাল দ্বারা পান করেন;

কিছু ত্যাগ করেন না। তাহার পর সঙ্কর্ষণের বদনোত্থিত প্রলয়-কালীন অগ্নি বায়ুবেগে পৃথিবীর শূন্য বিবর সকল দগ্ধ করে। ব্রহ্মাণ্ড উপরি ও নিম্নভাগে চারিদিকে সূর্য্য ও অগ্নির জ্বালাসমূহ দ্বারা দগ্ধ হইতে থাকিয়া, দগ্ধ গোময়-পিণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১—১০। পরে প্রলয়-কালের ভীষণতম বাত্যা এক শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল প্রবাহিত হয়; তখন আকাশ ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ধূম্র হয়। হে রাজন্! তাহার পর নানাবর্ণের বহুবিধ জলদ একশত বৎসর বর্ষণ এবং ঘোরনাদে গর্জ্জন করিতে থাকে। পরে ব্রহ্মাণ্ড-গহ্বরে প্রবিষ্ট বিশ্ব, একার্ণবীভূত সাগরজলে ডুবিয়া যায়। জল দ্বারা প্লাবিত হইলে পর জলে পৃথিবীর গুণ গন্ধ লয় পায়। গন্ধ লয় পাইলে পৃথিবী প্রলয়ের যোগ্য হন। পরে তেজে জলের রস বিলুপ্ত হয়; উহা রসহীন হইয়া লয় পাইয়া থাকে। অনন্তর বায়ুতে তেজের রূপ বিলীন হয়; তখন ঐ রূপ-রহিত হইয়া তেজ, বায়ুতে লয় পাইয়া থাকে। আকাশে বায়ুর গুণ বিলীন হয়; রাজন্! ঐ বায়ু আকাশে প্রবিষ্ট হয়; তাহার পর তামস অহঙ্কারে আকাশের গুণ শব্দ লয় পায়। আকাশ তৎপশ্চাৎ বিলীন হইয়া থাকে। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তৈজস অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়-বর্গকে এবং বৈকারিক অহঙ্কার, বৃত্তি-সমূহ সহ দেবতাদিগকে গ্রাস করে। মহত্তত্ত্ব কর্তৃক অহঙ্কার এবং সত্ত্বাদি গুণগণ কর্তৃক উহা গ্রস্ত হয়। রাজন্! প্রকৃতি, কাল কর্তৃক প্রেরিত গুণ সকলকে গ্রাস করে। কালের অবয়ব দিবারাত্রি সকলের দ্বারা তাঁহার পরিণামাদি গুণগণ নাই; তিনি অনাদি, অনন্ত, অস্তিত্বের বিকার সকল হইতে রহিত, সর্ব্বদাই একরূপ এবং অপক্ষয়শূন্য; যেহেতু কারণ। যাঁহাতে বাক্য নাই; মন নাই; সত্ত্ব নাই; তমঃ নাই; রজঃ নাই; এই সকল মহত্তত্ত্বাদি নাই; প্রাণ নাই; বুদ্ধি নাই; ইন্দ্রিয় দেবতা সকল নাই; লোকরূপ রচনা-বিশেষ নাই; স্বপ্ন নাই; জাগরণ নাই; সুষুপ্তি নাই; আকাশ নাই; জল নাই; পৃথিবী নাই; বায়ু নাই; অগ্নি নাই; সূর্য্য নাই;—যেন ঘোর নিদ্রিত,—যেন শূন্য, অপ্রতর্ক্য উহাই মূলীভূত পদ বলিয়া অভিহিত। ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়। ইহাতেই পুরুষ ও প্রকৃতির শক্তি সকল কালকর্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া বিলীন হইয়া থাকে। ১১—২২। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও পদার্থের আশ্রয়জ্ঞান তদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহার আদ্যন্ত আছে, তাহা দৃশ্য এবং কারণ হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া বস্তু নহে। দীপ, চক্ষু ও রূপ তেজ হইতে স্বতন্ত্র নহে। এই প্রকার বুদ্ধি, আকাশ ও তন্মাত্র সকল অত্যন্ত ভিন্ন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই কয় অবস্থা, বুদ্ধিরই উক্ত হইয়া থাকে। রাজন্! প্রত্যগাত্মাতে এই নানাবিধতা মায়ামাত্র। যেমন মেঘ সকল আকাশে থাকে এবং নাও থাকে; তেমনি অবয়বের সৃষ্টি বিনাশ হেতু বিশ্ব সকল আত্মাতে। হে রাজন্! সত্য, সংসারে সমুদায় অবয়বীর কারণ। যেহেতু অবয়বী ব্যতিরেকেও অবয়বের প্রতীতি হইয়া থাকে; যেমন বস্ত্রে তন্তুসমূহের। কার্য্য-কারণরূপে পরস্পর-সাপেক্ষ যাহাই জানা যায়, তাহাই ভ্রম; যাহার কিছু আদ্যন্ত আছে, সে সমস্তই অমূলক। প্রকাশ পাইলেও, প্রত্যগাত্মার প্রকাশ ভিন্ন কিছুমাত্র পৃথক্ নিরূপিত হয় না; যদিও কোনটী প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেও আত্মাসদৃশ,—আত্মার সহিত একই হইবে। সত্যের নানাত্ব নাই। অজ্ঞ-লোক যদি নানাত্ব মনে করে,—তবে তাহা কেবল ঘটাকাশ, গৃহাকাশের মত; ঘট-সরোবরস্থ জলে সূর্য্যের ন্যায় এবং বাহ্য বায়ুর ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র। যেমন স্বর্ণ ব্যবহারানুসারে মনুষ্যকর্তৃক বিশেষ বিশেষ গঠনে বিবিধপ্রকার প্রতীত হয়, তেমনি অধোক্ষজ ভগবান্‌ জনগণ কর্তৃক লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার এই প্রকার বিবিধ প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকেন। যেমন সূর্য্যজাত এবং সূর্য্য-প্রকাশিত মেঘ, সূর্য্যের আবরক হয়; সেইরূপ ব্রহ্মের কার্য্যজাত, ব্রহ্ম কর্তৃকই প্রকাশিত অহঙ্কার ব্রহ্মের অংশীভূত জীবাত্মার পক্ষে স্বরূপ-প্রকাশের আবরক হইয়া থাকে। যখন সূর্য্যসম্ভূত মেঘ সরিয়া যায়, তখন চক্ষু, স্বরূপ সূর্য্যকে দেখিতে পায়। এইরূপ যখন আত্মার উপাধিভূত অহঙ্কার ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নাশ পায়, জীব তখনই আত্মাকে স্মরণ করিতে পারেন। ২৩—৩৩। যখন এই প্রকারে বিবেক-অস্ত্র-সাহায্যে মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক অচ্যুতকে অনুভব করা যায়, রাজন্! তখন তাহাই, আত্যন্তিক প্রলয় নামে অভিহিত। হে অরিন্দম! কতকগুলি সূক্ষ্ম-বেত্তা পণ্ডিত বলেন যে, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতের নিত্য নিত্য সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে। কালের স্রোতোবেগ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র আকৃষ্যমাণ ভূতমাত্রের অবস্থা-বিশেষ,—দেহের জন্ম ও নাশের হেতু। এই কাল,—অনাদি ও অনন্ত। ইঁহার জন্যই অবস্থা সকল আকাশে জ্যোতিষ্কগণের গতির ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় না। নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, ও আত্যন্তিক প্রলয় বর্ণন করিলাম। কালের গতি এইরূপই। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অখিল ভূত ভূত জগৎশ্রেষ্ঠ নারায়ণের এই সকল লীলা-কাহিনী তোমাকে সংক্ষেপে কহিলাম। স্বয়ং ব্রহ্মাও ইহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে অক্ষম। যে পুরুষ নানাদুঃখ-রূপ দাব-দহনে দগ্ধ হইয়া সুদুস্তর সংসার-সাগর পার হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথা-রসসেবা করা একমাত্র উপায়। পূর্ব্বে অব্যয় ঋষি নারায়ণ, নারদকে এই পুরাণ-সংহিতা কহিয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহার নিকট ইহা শ্রবণ করেন। সেই ভগবান্ বেদব্যাসই প্রীত হইয়া সেই ভাগবতী সংহিতা আমাকে কহিয়াছিলেন। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! নৈমিষ-ক্ষেত্রে দীর্ঘব্যাপী যজ্ঞে সূত, শৌনকাদি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, এই সেই সংহিতা ঋষিদিগের নিকট প্রকাশ করিবেন। ৩৪—৪৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

সংক্ষেপে পরব্রহ্মোপদেশ।

শুকদেব কহিলেন,—যাঁহার অনুগ্রহে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ হইতে রুদ্র উদ্ভূত হইয়াছেন; সেই ভগবান্ হরির স্বরূপ এক্ষণে বিশেষরূপ বর্ণন করিতেছি। রাজন্! "মরিব" এই অবিবেকী ভয় তুমি পরিত্যাগ কর। দেহ পূর্ব্বে ছিল না; অদ্য জন্মিল, অতএব নষ্ট হইবে। দেহাদি-ব্যতিরিক্ত তুমি সেরূপ নহ; তুমি তাহার মত বিনষ্ট হইবে না। তুমি বীজাঙ্কুরের ন্যায় পুত্র-পৌত্রাদি রূপী হইয়াও বর্তমান থাকিবে না; কাষ্ঠ যেমন অগ্নি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ তুমি দেহ হইতে ভিন্ন। জীব স্বপ্নে আপনি আপনার শিরশ্ছেদ এবং জাগ্রদবস্থায় দেহাদির পঞ্চত্ব দেখিয়া থাকে; সেই হেতু দেহব্যতিরিক্ত আত্মা অজ ও অমর। ঘট ভাঙ্গিলেও ঘট-মধ্যস্থ আকাশ পূর্ব্ববৎ আকাশই থাকে। দেহ নষ্ট হইলে জীব আবার ব্রহ্মে লীন হন। মন,—সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ, দেহ ও কর্ম্ম সকলকে সৃষ্টি করে। মায়া সেই মনকে সৃজন করে। তাহা হইতে জীবের সংসার। যতক্ষণ তৈল, তৈলাধার, বাতি অগ্নি,—পরস্পরের সংযোগ থাকে, ততক্ষণ তাহা প্রদীপ বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ দেহাদির সংযোগে জীবের জন্ম। জীব, গুণত্রয়ে জন্মে ও নাশ পাইয়া থাকে। জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা জন্মেন না; তিনি

সূক্ষ্ম-স্থূল-দেহ-ব্যতিরিক্ত,—তিনি আকাশের ন্যায় দেহাদির আধার, নির্বিকার এবং অন্তহীন ও উপমাহীন। হে প্রভো! তুমি অনুভব-সম্মতা বুদ্ধি দ্বারা বাসুদেবের চিন্তাপূর্ব্বক আপনিই আত্মহ আত্মার বিচার কর। বিপ্রবাক্যে আদিষ্ট হইয়াও তক্ষক তোমাকে দগ্ধ করিবে না; মৃত্যুর কারণ সকলও তোমাকে দগ্ধ করিবে না। তুমি মৃত্যুরও ঈশ্বর হইবে। "আমি, পরম-পদ ব্রহ্ম এবং পরম-পদ ব্রহ্ম, আমি" এইরূপ চিন্তা করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে আত্মা যোজনা কর; দেখিতে পাইবে,—লেহনকারী বিষমুখ তক্ষক, দেহাদি বিশ্ব, আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বৎস! তুমি যে আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তোমাকে তাহা বলিলাম; আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়? ১—১৩।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বেদ-শাখা-প্রণয়ন।

সূত কহিলেন,—সেই বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ, ভগবদ্দর্শী সমজ্ঞানী ব্যাসনন্দন শুকদেব কর্ত্তৃক কথিত এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাদমূলে মস্তক স্থাপন করিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন,—প্রভো! কৃতার্থ হইলাম,—অনুগৃহীত হইলাম। আপনি করুণ-চিত্তে আমাকে অনাদি অসীম সাক্ষাৎ হরির কথা শ্রবণ করাইলেন। সংসার-তাপে প্রতপ্ত জীবদিগের প্রতি যে আপনাদিগের অনুগ্রহ, তাহা আর বিচিত্র কি? যাহাতে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের কাহিনী কীর্ত্তিত, সেই এই পুরাণ-সংহিতা আমরা আপনার নিকট শুনিলাম। ভগবন্! আমি তক্ষকাদি মৃত্যুর কারণ হইতে আর ভয় করি না। আমি আপনাকর্ত্তৃক কথিত অভয় ব্রহ্মে প্রবেশ-লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মন্! আজ্ঞা করুন, শ্রীকৃষ্ণে আমি বাক্য সংযম করি,—মুক্তি-কামনায় সকল বাসনার আশ্রয় সেই শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করি। বিজ্ঞান-নিষ্ঠায় আমার অজ্ঞান এবং তজ্জনিত সংস্কার দূরীকৃত হইয়াছে। আপনিই মঙ্গলরূপ ভগবানের পরম পদ দিয়াছেন। ১—৭। সূত কহিলেন,—ভগবান্ ব্যাসনন্দন, রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন এবং পরম পূজালাভ করিয়া ভিক্ষুকদিগের সহিত প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজর্ষি পরীক্ষিৎও বুদ্ধি দ্বারা মনকে প্রত্যেক আকাশেই যোজনা করিয়া, অবাত-কম্পিত বৃক্ষের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া, পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে পরম-ধামে গমন করিলেন। জাহ্নবীতীরে পূর্ব্বাগ্র-কুশে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া মহাযোগী রাজা নিঃসংশয় ও নিঃসন্দেহ হইয়া, পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। হে দ্বিজগণ! ক্রুদ্ধ বিপ্রতনয় কর্ত্তৃক প্রেরিত তক্ষক রাজাকে নাশ করিবার নিমিত্ত যাইতে যাইতে পথে কশ্যপকে দেখিতে পাইল। তখন কামরূপী তক্ষক, বিষহারী সেই কশ্যপকে অর্থদানে নিরস্ত করিয়া, ব্রাহ্মণরূপে লুকাইয়া রাজাকে দংশন করিল। রাজর্ষির ব্রহ্মগত শরীর, দর্শনকারী সকলের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ সর্পাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া গেল। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ,—সকল স্থানে মহা হাহাকার রব উঠিল। দেবতা, অসুর ও নরাদি সকলে বিস্মিত হইলেন। দেব-দুন্দুভির বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ গান করিতে আরম্ভ করিল। দেবতা সকল ধন্যবাদ করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৮—১৫। নিজপিতা তক্ষক কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া জনমেজয় ক্রোধে অধীর হইলেন এবং দ্বিজগণের সহিত যথাবিধানে যজ্ঞে সর্প সকলকে আহুতি দান করিলেন। সর্পযজ্ঞে জ্বলন্ত অনলে অহিকুল দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তক্ষক ভয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। রাজা পরীক্ষিৎপুত্র তথায় তক্ষককে না দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, "সর্পাধম তক্ষককে কেন দগ্ধ করা হইতেছে না?" ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, "হে রাজেন্দ্র! সে ইন্দ্রের শরণাগত হইয়াছে; ইন্দ্র তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। ইন্দ্র সর্পকে রুদ্ধ করিয়াছেন, সেইজন্য সে অগ্নিতে পতিত হইতেছে না।" অকপট-চিত্ত জনমেজয় ইহা শ্রবণ করিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে কেন অগ্নিতে পাতন করিতেছেন না?" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ "হে তক্ষক! মরুদ্গণ সহিত ইন্দ্রের সহিত এই অগ্নিতে পতিত হও," এই বলিয়া ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে যজ্ঞে আহুতি দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উক্ত এই প্রকার পরুষ-বাক্য দ্বারা ইন্দ্রের বুদ্ধি বিচলিত হইল। তিনি বিমান ও তক্ষকের সহিত নিজস্থান হইতে বিচলিত হইলেন। তক্ষকের সহিত তিনি বিমান-যোগে আকাশ হইতে পতিত হইতেছেন দেখিয়া অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি সেই রাজাকে কহিলেন, "হে নৃপ! তুমি এই সর্পরাজকে বধ করিতে পার না। ইনি অমৃত পান করিয়াছেন। এই ইন্দ্রও অজর অমর। নিজের কর্ম্মবলে মানবগণের জীবন, মরণ ও পরলোক হইয়া থাকে। রাজন্! সুখদাতা বা দুঃখদাতা অন্য কেহই নাই। রাজন্! জীব যে সর্প, চৌর, অগ্নি, জল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং রোগাদি দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সে কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে। রাজন্! এই যজ্ঞ সমাপন কর। ইহার ফল হিংসা। নির্দ্দোষ সর্প সকল দগ্ধ হইয়াছে। লোক সকল পূর্ব্বকর্ম্ম-ফল ভোগ করে।" ১৬—২১। সূত কহিলেন,—এই কথা শুনিয়া সেই রাজা ধনঞ্জয়—মহর্ষির বাক্যের সম্মান রাখিয়া সর্প-যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং বৃহস্পতিকে পূজা করিলেন। ইহাই সেই বিষ্ণুর অপ্রতর্ক্যা মহামায়া। ইহাতেই এই বিষ্ণুরই আত্মভূত জীবসমূহ গুণবৃত্তি সকলের দ্বারা ভূতগণে মুগ্ধ হইয়া থাকে। আত্মবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আত্মতত্ত্ব বিচারিত হইলে, তাঁহাতে দম্ভরূপা মায়া অকুতোভয়ে থাকিতে পারে না। তাঁহাতে সেই মায়ার আশ্রয় নানা বিবাদও নাই; সঙ্কল্প-বিকল্প মনের বৃত্তি নাই এবং তাঁহাতে স্রষ্টা ও সৃজ্য—উভয়েই সাধ্যফল, অথবা এই তিনটী সংযুক্ত জীবও নাই, ইহাই আত্মস্বরূপ। মুনি অহঙ্কারাদি-শূন্য হইয়া ইহাতেই ক্রীড়মান হন। যাঁহারা যোগী, তাঁহারা "ইহা নহে" "ইহা নহে" এইরূপ অন্য বস্তু পরিত্যাগে সক্ষম হইয়া, দেহাদিতে অহংজ্ঞান ত্যাগ করিয়া, অন্যের বন্ধু না হইয়া সমাধি-যোগে হৃদয়স্থ আত্মস্বরূপে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁহাকেই বিষ্ণুর পরম স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন। যাঁহাদিগের দেহ-গেহ-জনিত "আমি" "আমার"—দুর্ভাব নাই, তাঁহারা বিষ্ণুর এই পরম স্বরূপ জানেন। পরের পরুষ-বাক্য সহ্য করিবে, কাহাকেও অপমানিত করিবে না, এই মানব-দেহ অবলম্বন করিয়া কাহারও সহিত কলহ করিবে না। যে অকুণ্ঠিত-মেধাবী ভগবান্ ব্যাসদেবের চরণ-কমল ধ্যান করিয়াও আমি এই সংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছি; তাঁহাকেই নমস্কার করি। শৌনক কহিলেন,—হে সৌম্য! বেদাচার্য্য মহাত্মা পৈলাদি ব্যাস-শিষ্যগণ, বেদ সকলকে কয় ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগকে বল। ২৮—৩৬। সূত কহিলেন,—ব্রহ্মন্! সমাধি-সম্পন্ন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-রোধ করিলে আমরা তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি। ব্রহ্মন্! যোগিগণ ইহারই উপাসনা-বলে

আত্মার অধিভূত, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক মল-রাশি প্রক্ষালিত করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই শব্দ হইতে ত্রিমাত্রা-বিশিষ্ট ওঁকার উত্থিত হইল। ইহাই স্বতই প্রকাশমান,—ভগবান্ পরমাত্মা ব্রহ্মার বোধক। পিধানাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি রোধ হইলে যে অপ্রতিহত জ্ঞান, এই স্ফোটস্বরূপ অব্যক্ত ওঁকার শ্রবণ করেন, তিনি পরমাত্মা। যাহা দ্বারা বাক্য অভিব্যক্ত হয় এবং হৃদয়াকাশে আত্মা হইতে যাহা প্রকাশ হয়, তাহা স্ফোটরূপ ওঁকার। ইনি স্বপ্রকাশ পরমাত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের বাচক; ইহা সকল মন্ত্র, উপনিষদ্ ও বেদের নিত্য বীজ। হে ভৃগুনন্দন! ইহার অকার, উকার, মকার,—তিন বর্ণ হইয়াছিল। সেই বর্ণত্রয় সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ, নাম, অর্থ ও বৃত্তি প্রভৃতি ধারণ করিল। সেই সকল হইতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অন্তস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব ও দীর্ঘাদিরূপ অক্ষর সৃষ্টি হইল। পরে ব্রহ্মা চাতুর্হোত্র-কার্য্য-সাধনোদ্দেশে ঐ ব্যাহৃতি ওঙ্কারের সহিত চারি মুখে চারি বেদ সৃষ্টি করিলেন এবং বেদোচ্চারণপটু পুত্র মহর্ষিদিগকে সেই সকল বেদ পড়াইলেন। সেই ধর্ম্মোপদেষ্টারা আবার আপন আপন পুত্রদিগকে তাহা উপদেশ করিলেন। ৩৭—৪৫। তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য-মণ্ডলী ঐ সকল বেদ পরম্পরাক্রমে চতুর্যুগে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বাপরের আদিতে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ঐ বেদ বিভক্ত হয়। ঋষিগণ, প্রাণীদিগকে কালক্রমে অল্পায়ু, মেধাহীন ও মন্দমতি দর্শন করিয়া হৃদয়স্থিত অচ্যুতের আদেশানুসারে বেদসকলকে বিভাগ করিলেন। হে ব্রহ্মন্! মহাভাগ! এই অবকাশে ব্রহ্মাদি লোকপাল, ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করাতে লোক-ভাবন ভগবান্ সত্ত্বের অংশ দ্বারা পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। যেমন মণিখনি হইতে লোক নানা মণির উদ্ধার করে, সেইরূপ বেদব্যাস,—ঋক্, অথর্ব্ব, যজুঃ ও সাম সকলের মন্ত্র উদ্ধার করিয়া তদ্দ্বারা চারি সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ব্রহ্মন্! মহামতি ব্যাসদেব চারি শিষ্যকে আহ্বান করিয়া প্রত্যেককে এক একটী সংহিতা প্রদান করিলেন। বহ্বৃচ নামে আদ্যা সংহিতা পৈল পাইলেন। নিগদ নামক যজুঃসমূহ বৈশম্পায়নকে, সাম সকলের ছন্দোগ-সংহিতা জৈমিনিকে এবং নিজ শিষ্য সুমন্তকে আঙ্গিরসী অথর্ব্ব-সংহিতা উপদেশ করিলেন। পৈল-মুনি নিজ সংহিতা ইন্দ্রপ্রমতি এবং বাস্কলকে কহিলেন; হে ভার্গব! সেই বাস্কলও আপন সংহিতাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্য বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর এবং অগ্নিমিত্রকে উপদেশ করিলেন। ইন্দ্রপ্রমতি, পণ্ডিত মাণ্ডূকেয় ঋষিকে নিজ সংহিতা অধ্যাপন করিলেন। মাণ্ডূকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র-সৌভর্য্যাদিও সেই সংহিতার উপদেশ পাইলেন। ৪৬—৫৬। মাণ্ডূকেয়ের পুত্র শাকল্য নিজ সংহিতা পাঁচ ভাগে বিভাগ করিয়া বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য এবং শিশিরকে পড়াইলেন। শাকল্যের শিষ্য জাতূকর্ণ মুনি নিরুক্তের সহিত নিজ সংহিতাকে বলাক, পৈল, জাবাল এবং বিরজদিগকে দিলেন। বাস্কলের পুত্র উক্ত সমুদায় শাখা হইতে বালিখিল্য নামে সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। বালায়নি, ভজ্য এবং কাশার নামে কয় দৈত্য উহা অধ্যয়ন করিল। এই সকল বহ্বৃচ সংহিতা, এই সকল ব্রহ্মর্ষি ধারণ করেন। বেদের এই সকল বিভাগ শ্রবণ করিলে, পুরুষ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। বৈশম্পায়নের শিষ্য-সমূহের নাম অধ্বর্য্যু ও চরক। তাঁহারা গুরুর আদরণীয় ব্রহ্মহত্যা-পাপনাশক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া চরক নামে অভিহিত হন। সেই বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছিলেন, "অহো ভগবন্! এই সকল অসার শিষ্যের ব্রতাচরণ দ্বারা কি ফল হইবে? আমি সুদুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানে আপনার পাপক্ষয় করিব।" এইরূপ কথা শ্রবণে গুরুও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যাও, তোমাতে আর প্রয়োজন নাই। তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছ, আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা শীঘ্র পরিত্যাগ কর এবং চলিয়া যাও। দেবরাতের পুত্র সেই যাজ্ঞবল্ক্যও যজুঃ সকল বমন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিরাও সেই সকল যজুঃ দর্শন করিলেন। তাঁহারা লুব্ধ হইয়া তিত্তিরিরূপে যজুঃ সকল গ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে মনোরম তৈত্তিরীয় শাখা উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মন্! তাহার পর যে গুরুতে বেদ নাই, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার অন্বেষণ করিতে অভিলাষ করিয়া সম্যক্‌রূপে ঈশ্বর সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৭—৬৬। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "হে ভগবন্! হে আদিত্য! আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি একাকী হইয়াও আত্মরূপে ও কালরূপে আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ ভূতগণের নিকেতন-স্থান সমগ্র জগতের অন্তঃস্থলে এবং বহির্দ্দেশে আকাশের ন্যায় উপাধি দ্বারা অনাবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছ। আর ক্ষণ, লব ও নিমিষরূপ অবয়বগণে বৎসর-সমূহের দ্বারা জল গ্রহণ ও বর্ষণ করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। হে দেবশ্রেষ্ঠ! হে সবিতঃ! তুমি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা বেদবিধি দ্বারা স্তাবক ভক্ত-মণ্ডলীর অখিল দুষ্কৃতির, দুঃখের ও এই উভয়ের বীজ বিনাশ করিয়া থাক। হে তপন! তোমার এই তাপপ্রস্থ মণ্ডলীকে ধ্যান করি। এই জগতে স্বয়ং অন্তর্যামী তুমি স্বকীয় আশ্রয়—স্থাবর ও জঙ্গম-নিকরের মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণসমূহের এবং জড়দিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। এই সকল লোককে অন্ধকার নামক করালমুখ অজগর কর্ত্তৃক গিলিত, সেই হেতু মৃতের মত বিচেতন দেখিয়া পরম করুণ-হৃদয়ে অনুকম্পাদৃষ্টি দ্বারাই উত্থাপনপূর্ব্বক প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্বধর্ম্ম নামক আত্মাবস্থান-রূপ মঙ্গলে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। রাজার ন্যায় অসাধুদিগের ভয়-সঞ্চার করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছ। যে যে দিকে যাইতেছ, সেই সেই দিকের দিক্‌পাল সকল, পদ্ম-কোরকযুক্ত অঞ্জলি দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিতেছেন। ভগবন্! আমি তোমার নিকট এমন যজুঃ সকলের প্রার্থনা করি, যাহা অপরে জানে না। এইজন্য ত্রিভুবনের গুরুগণ কর্ত্তৃক পূজিত ভবদীয় পদারবিন্দ-যুগল ভজনা করি।" ৬৭—৭২। সূত কহিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ স্তব করিলে পর, সেই ভগবান্ সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া ঘোটকরূপ ধারণপূর্ব্বক অনন্যাবিজ্ঞাত যজুঃ সকল, মুনিকে প্রদান করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সেই সকল যজুঃ দ্বারা পঞ্চদশ শাখা করিলেন। কণ্ব ও মধ্যন্দিনাদি ঋষিগণ সেই অশ্বের 'বাজস্' অর্থাৎ কেশর হইতে নিঃসৃত শাখা সকল গ্রহণ করিলেন। বাজস্ হইতে নিঃসৃত বলিয়া তাঁহাদিগের নাম বাজসনী হইল। সামগ জৈমিনি-মুনির পুত্রের নাম সুমন্ত। সুমন্তর পুত্র সুত্বান্। জৈমিনি সেই পুত্র ও পৌত্রকে আপন সংহিতা পড়াইলেন। হে দ্বিজ! সেই জৈমিনির অতিমেধাবী শিষ্য সুকর্ম্মা, সামবেদ-তরুর নাম সকলের সহস্র সংহিতা বিভক্ত করিলেন। কোশলদেশ-জাত হিরণ্যনাভ এবং পৌষ্যঞ্জি নামে সুকর্ম্মার দুই শিষ্য এবং বেদবিত্তম আবন্ত্যও ঐ সংহিতা গ্রহণ করেন। পৌষ্যঞ্জি, আবন্ত্য এবং হিরণ্যনাভের উত্তর দেশীয় পঞ্চশত সামপারগ শিষ্য ছিলেন; তাঁহারা ঔদীচ্য নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে প্রাচ্যও বলা যায়। লোগাক্ষি, মাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ এবং কুক্ষি,—পৌষ্যঞ্জির এই কয় শিষ্য শত শত সংহিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্য, কৃত নিজ শিষ্যদিগকে

চতুর্ব্বিংশতি-সংহিতা উপদেশ করিয়াছিলেন। অন্য অন্য যে সকল শাখা, সে সকল আত্মজ্ঞানী আবন্ত্য স্বীয় শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন।৭৩—৮০।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

পুরাণ-লক্ষণ বর্ণন।

সূত কহিলেন,—অথর্ব্ববিদ্ সুমন্ত, শিষ্য কবন্ধকে নিজ সংহিতা অধ্যাপন করাইয়াছিলেন। তিনিও পথ্য এবং বেদ-দর্শকে শিক্ষা দেন। শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ এবং পিপ্পলায়নি এই সকল বেদদর্শের শিষ্য। ব্রহ্মন্! পরে পথ্যের শিষ্যদিগের কথা শ্রবণ করুন;—অথর্ব্ববিৎ কুমুদ, শুনক ও জাজলি। শুনকের শিষ্য বভ্রু এবং সৈন্ধবায়ন, দুই সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সাবর্ণ্য প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক জন সৈন্ধবায়নের শিষ্য। নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ ও আঙ্গিরসাদি,—ইঁহারা অথর্ব্ব বেদের আচার্য্য। মুনে! অতঃপর পৌরাণিকদিগের নাম শ্রবণ করুন;—ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন এবং হারীত—এই ছয় পৌরাণিক ব্যাসের শিষ্য আমার পিতার মুখ হইতে এক এক পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমি ইঁহাদিগের ছয় জনেরই শিষ্য, সুতরাং সমুদায় পুরাণ-সংহিতাই অধ্যয়ন করিয়াছি। কশ্যপ, সাবর্ণি, রামের শিষ্য অকৃতব্রণ এবং আমি,—আমরা ব্যাসের শিষ্যের নিকটে চারি মূল সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছি। ব্রহ্মন্! বেদের শাখা অনুসারে ব্রহ্মর্ষিগণ পুরাণের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। বুদ্ধি-সহকারে তাহা শ্রবণ করুন। সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু এবং অপাশ্রয়,—এই দশটী; পুরাণের এই সকল লক্ষণ। কোন কোন পুরাণবিদ্ পুরাণকে দশলক্ষণ-যুক্ত কহিয়া থাকেন। ব্রহ্মন্! অধিক ও অল্প ব্যবস্থানুসারে কেহ কেহ লক্ষণকে পঞ্চবিধও কহিয়া থাকেন। প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্ষোভ হইতে মহৎ; মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার হইতে প্রাণীদিগের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সমূহের, স্থূল পদার্থ সকলের এবং তত্তৎ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের উৎপত্তি হয়; ইহাকে "সর্গ" কহে। জীবের পূর্ব্বকর্ম্মের বাসনা-জাত, পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত, এই সকল যে বীজ হইতে বীজের ন্যায় চরাচররূপ প্রবাহার হইয়া থাকে, ইহাকে "বিসর্গ" বলা যায়। ইহ সংসারে চর প্রাণি-সমূহের চর এবং অচর প্রাণী সকল বাসনা হেতু এবং মনুষ্যদিগের স্বভাব, কাম বা প্রেরণা জন্য যে জীবিকা হইয়াছে তাহা "বৃত্তি" নামে কথিত। ১—১৩। যুগে যুগে পশু, পক্ষী, মনুষ্য, ঋষি ও দেবগণের মধ্যে ভগবানের যে বেদবিদ্বেষি-ঘাতিনী ইচ্ছা, ইহাকেই বিশ্বের "রক্ষা" বলা যায়। মনু, দেবতা সকল, মনুর পুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণ এবং হরির অংশাবতার সকল যাহাতে নিজ নিজ অধিকারে বর্ত্তমান থাকে, তাহাই "মন্বন্তর" নামে প্রসিদ্ধ। ইহা এই প্রকারে বহুবিধ। ব্রহ্মের নিকট হইতে যাঁহাদিগের উৎপত্তি, সেই সকল রাজাদিগের ত্রৈকালিক বংশকে "বংশ" কহে। ঐ সকল রাজার এবং উহাদিগের বংশধরগণের চরিত্রকে "বংশানুচরিত" বলে। এই বিশ্বের স্বভাব হেতু বা ঈশ্বরের মায়া বশত যে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য এবং আত্যন্তিক—এই চারিপ্রকার লয়; পণ্ডিতদিগের মতে ইহাই "সংস্থা"। অজ্ঞানহেতু কর্ম্মকারী জীব এই বিশ্বের সৃষ্টি-আদির হেতু, ইঁহাকেই "হেতু" বলা যায়। ইনিই অনুশায়ী এবং কাহার কাহার মতে অব্যাকৃত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই ত্রয় অবস্থায় যাঁহারা জীবরূপে বর্ত্তমান থাকেন; সেই মায়াময় সকল সাক্ষী স্বরূপে যাহার সম্বন্ধ এবং সমাধি প্রভৃতিতে যাহার সম্বন্ধাভাব, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহাকেই "অপাশ্রয়" বলা যায়। যেমন ঘটাদি পদার্থ সকলে মৃত্তিকাদি দ্রব্য এবং রূপ ও নামেতে সত্তামাত্র, তেমনি যিনি দেহের গর্ভাধান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় অবস্থাতে যুক্ত এবং অযুক্তও আছেন, তিনি ঐ অপাশ্রয়। যখন চিত্ত নিজে অথবা যোগ দ্বারা বৃত্তিত্রয় পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হয়, তখন আত্মাকে জানিতে পারে এবং অবিদ্যা নিরস্ত হওয়াতে তখন চেষ্টা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। পুরাবিদ্ মুনিগণ এই সকল লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য ছোট বড় পুরাণ সকলের সংখ্যা অষ্টাদশ গণনা করিয়াছেন;—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড,—এই অষ্টাদশ। ব্রহ্মন্! ব্যাস-ঋষির শিষ্যের শিষ্য এবং প্রশিষ্যদিগের শাখা-করণ এই সম্যক্‌রূপে কহিলাম; ইহা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১৪—২৫।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

নারায়ণের স্তব।

শৌনক কহিলেন,—হে সাধো সূত! চিরজীবী হও। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! অপার সংসারে ভ্রমণকারী মনুষ্যদিগের তুমি পথ-প্রদর্শক। লোকে বলে,—"মৃকণ্ডুর পুত্র ঋষি মার্কণ্ডেয় চিরজীবী" কথিত আছে,—কল্পের শেষে অবশিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তৎকালে সমুদায় জগতেরই ত নাশ হইয়াছিল। তবে ইহা কিরূপে হইল? তিনি আমাদিগের বংশে এই কল্পেই উৎপন্ন; তিনি ভৃগু-সন্তান-দিগের শ্রেষ্ঠ; একণে ত প্রাণীদিগের কোনও প্রলয় হয় নাই। তবে প্রলয়ে অবশিষ্ট ছিলেন, এ কথা সঙ্গত হইল কিরূপে? আবার তিনি একাকী একমাত্র জলধি-জলে পর্য্যটন করিতে করিতে বটপত্রে শয়ান এক অদ্ভুত বালক পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। এই আমাদিগের মহৎ সন্দেহ। সেইজন্য জানিতে আমাদিগের কৌতূহল হইয়াছে। তুমি আমাদিগের সন্দেহ দূর কর। তুমি মহাযোগী এবং পুরাণে তোমার ব্যুৎপত্তি আছে। ১—৫। সূত কহিলেন,—মহর্ষে! আপনি এই যে প্রশ্ন করিলেন, ইহা দ্বারা লোকের ভ্রান্তি নাশ হয়। ইহাতে নারায়ণের কলি-কলুষ-নাশিনী নানা কথা আছে। গর্ভাধানাদি ক্রমে পিতার নিকট হইতে দ্বিজাতি-সংস্কার লাভপূর্ব্বক বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়া মার্কণ্ডেয়, ধর্ম্ম-সহকারে তপস্যায় ও বেদপাঠে নিযুক্ত হইলেন। তিনি মহা ব্রতাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি শান্ত হইলেন,—জটাধারী হইলেন,—বল্কল পরিধান করিলেন,—কমণ্ডলু, দণ্ড, উপবীত, মেখলা, কৃষ্ণসার-চর্ম্ম, অক্ষসূত্র এবং কুশ ধারণ করিলেন,—ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি, সূর্য্য, গুরু, ব্রাহ্মণ ও আত্মাতে সন্ধ্যাদ্বয়ে হরির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি বাগ্‌যত হইয়া প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে ভিক্ষাদ্রব্য আহরণ করিয়া গুরুকরে অর্পণ করিতে লাগিলেন। গুরু অনুমতি করিলে, তিনি আহার করেন; নতুবা উপবাসেই কাল কাটান। এই প্রকারে তপস্যায় ও বেদপাঠে নিযুক্ত হইয়া, তিনি অযুত অযুত বৎসর হৃষীকেশের পূজা করিয়া দুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিলেন। ব্রহ্মা, শিব, ভৃগু, দক্ষ, অন্যান্য ব্রহ্মপুত্র-সমূহ এবং নরগণ, পিতৃ ও ভূত-সমূহ তদর্শনে অতিশয়

বিস্মিত হইলেন। ৬—১২। মার্কণ্ডেয়,—তপঃ ও বেদাধ্যায়নযোগে এই প্রকার মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, রাগ-ক্লেশাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া পরমাত্মা পরম-পুরুষকে চিন্তা করিলেন। মহাযোগে চিত্তকে এইরূপে অধিষ্ঠিত করিয়া যোগীর ছয় মন্বন্তর-পরিমিত কাল কাটিয়া গেল। ব্রহ্মন্! ইন্দ্র এই বিষয় শ্রবণ করিয়া সপ্তম মন্বন্তরে তাঁহার তপস্থায় ভয় পাইলেন এবং উহাতে নানা ব্যাঘাত দিতে লাগিলেন। তিনি মুনির তপোভ্রংশের জন্য গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মদন, বসন্ত, মলয়ানিল, লোভ ও মদকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রভো! তাহারাও হিমাদ্রির উত্তরভাগে মুনির আশ্রমে গমন করিল। তথায় স্রোতস্বতী পুষ্পভদ্রা এবং চিত্রা নামে শিলা বিরাজিত। মুনির আশ্রম-স্থান পবিত্র। তাহা, বিশুদ্ধ বৃক্ষ-বল্লরীতে সমাকীর্ণ,—পবিত্র বিহঙ্গ-নিকরে সমাকুল,—পবিত্র পরিষ্কার জলাশয়-সমন্বিত। সেখানে মদমত্ত ষট্পদগণ গুন্ গুন্ করিতেছে,—মত্ত কোকিলকুল ঝঙ্কার দিতেছে,—মত্তময়ূর নটবেশে গর্ব্বিত হইয়াছে। চারিদিকেই মত্তবিহঙ্গগণ বিরাজিত। অনিল তথায় প্রবেশপূর্ব্বক হিমকণা সকল গ্রহণ করিয়া এবং কুসুম-সমূহকে আলিঙ্গন দিয়া, কামকে জাগরিত করিয়া বহিতে লাগিল। ১৩—২০। তথায় বসন্ত দেখা দিলেন,—রজনী সমাগমে শশাঙ্ক উদিত হইলেন,—বৃক্ষ-লতা-সমূহ কুসুম-স্তবক ধারণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। স্বর্গীয় কামিনী-কুলের দলপতি রতিপতি দেখা দিলেন। সমুদায় যন্ত্র-বাদন ও গান করিতে করিতে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। দেবরাজের দাসসমূহ দেখিলেন,—মুনি অগ্নিতে হোম-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, চক্ষু চাহিয়া, মূর্ত্তিমান্ দুর্দ্দমনীয় অনলের ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে স্ত্রীগণ নৃত্য করিয়া, গায়কেরা গান গাহিয়া, সুন্দর মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদি যন্ত্র সকল বাজাইতে লাগিলেন। কাম স্বীয় শরাসনে শর যোজনা করিলেন। তখন বসন্ত, মদ, লোভ—এই সকল ইন্দ্রের ভৃত্য, মুনিকে সবিশেষ বিচলিত করিতে চেষ্টা করিলেন। পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী অপ্সরা কন্দুকক্রীড়া করিতেছিল। কুচযুগল-ভারে তাহার কটিমণ্ডল দোদুল্যমান হইয়াছিল। তাহার কেশকলাপ হইতে মালা স্খলিত হইতেছিল। কন্দুকানুবর্ত্তী চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছিল। পবন, তাহার কটিবন্ধন স্খলিত করিয়া সূক্ষ্ম বাস অপহরণ করিলেন। কামও বুঝিলেন, মুনি তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছেন। ইহা মনে করিয়াই তিনি শরসন্ধান করিলেন। বলহীন ব্যক্তির উদ্যমের ন্যায় সকলই কিন্তু ব্যর্থ হইল। হে মুনে! তাঁহারা এই প্রকারে মুনির অপকার করিতে গিয়া তাঁহার তেজে দগ্ধ হইলেন। যেমন বালক সকল, নিদ্রোত্থিত সর্প দেখিয়া পলায়ন করে, তাঁহারাও তদ্রূপ মুনিকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মন্! ইন্দ্রের অনুচরবর্গ এইরূপে আক্রমণ করিলেও মুনি অহঙ্কার-বিকার-গ্রস্ত হইলেন না;—মহৎ ব্যক্তি সকলের ইহা বিচিত্র নহে। ইন্দ্র, অনুচরগণের সহিত মদনকে প্রভাহীন অবলোকন করিয়া এবং মহর্ষির তেজের কথা শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ২১—৩১। তপস্যা এবং বিদ্যাধ্যয়নপূর্ব্বক চিত্তকে এইরূপে সংযত করিয়া রাখিলে, মুনিকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নর-নারায়ণ হরি প্রকাশিত হইলেন। তাঁহারা দুই জন শুক্ল ও কৃষ্ণ। তাঁহাদিগের লোচন, অভিনব-কমল-সদৃশ। চতুর্ভুজ;—বস্ত্র, রুরুচর্ম্ম ও বল্কল; হস্তে কুশ। তাঁহারা ত্রিবৃৎ-যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হস্তে কমণ্ডলু, বংশের দণ্ড, পদ্ম, অক্ষমালা; তাঁহারা দর্ভমুষ্টিধারী। দীপ্তিশালী বিদ্যুদ্দামের ন্যায় পিঙ্গল-প্রভা বশতঃ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ তপস্যাস্বরূপ;—সন্তাপ। দেববর কর্ত্তৃক পূজিত ভগবানের অবতার সেই দুই নর-নারায়ণ ঋষিকে দেখিয়াই মুনি উত্থিত হইয়া সমাদরে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়, আত্মা ও চিত্ত আনন্দে পুলকিত হইল;—রোমরাজি কণ্টকিত হইয়া উঠিল,—নয়ন আনন্দ-নীরে পরিপূর্ণ হইল। এই-রূপ অবস্থায় তিনি তাঁহাদিগের উভয়কে দেখিতে পাইলেন না। মুনি গাত্রোত্থান করিয়া বদ্ধাঞ্জলি-পুটে, বিনম্র-বচনে, ঔৎসুক্য-সহ-কারে যেন আলিঙ্গনই করিয়া গদ্গদ-কণ্ঠে দুই ঈশ্বরকে কহিলেন,—"নমস্কার, নমস্কার।" তিনি তাঁহাদিগের দুইজনকে আসন দান করিয়া, পাদধৌত করিয়া দিয়া, অর্ঘ্য, চন্দন, ধূপ ও মালা দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। অনুগ্রহাভিমুখীন হইয়া সেই বহুপূজনীয় দুইজন আসনে সুখে উপবেশন করিলে পর, মুনি পুনর্ব্বার পদে প্রণাম করিয়া, এই কথা কহিলেন। ৩২—৩৯। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, "বিভো! আপনাকে কিরূপ বর্ণনা করিব? ইহা প্রসিদ্ধ আছে, ভূত-সমূহের, ব্রহ্মার, শিবের এবং আমার নিজেরও প্রাণ, আপনা-কর্ত্তৃক-প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতেই বাগাদি-প্রবৃত্তি হয়, যদিও কাহারই পার্থক্য নাই, তথাপি কাষ্ঠযন্ত্রের স্বরূপ আপনাকর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত বাক্যাদি দ্বারা যাঁহারা আপনাকে ভজনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের আত্মার বন্ধু হইয়া থাকেন। হে ভগবন্! আপনার এই দুই মূর্ত্তি ত্রৈলোক্যের মঙ্গল-জনক, সন্তাপ-নিবর্ত্তক এবং মুক্তির কারণ। আপনি এই জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য মৎস্যাদি নানা দেহ ধারণ করেন। আপনিই ঊর্ণনাভের ন্যায় সমুদায় সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার সংহৃত করেন। আপনি সেই পালনকর্ত্তা;—স্থাবর-জঙ্গম-সমূহের ঈশ্বর;—আপনার চরণ ভজনা করি। যিনি ঐ পদাশ্রয় করেন; কর্ম্ম, গুণ, কাল, পাপ এবং পূর্ব্বকথিত তাপাদি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। বেদ যাঁহাদিগের অন্তরে রহিয়াছে, সেই সকল মুনি ঐ পদপ্রাপ্তির জন্য উহাকে বারংবার স্তব, নমস্কার ও পূজা করিয়া থাকেন। হে ঈশ্বর! মনুষ্যের সর্ব্বত্রই ভয় বিদ্যমান; মুক্তিপ্রদ আপনার পদ প্রাপ্তি ভিন্ন তাহার উপায় নাই। ব্রহ্মার অবস্থিতি দ্বিপরার্দ্ধকাল;—সেই ব্রহ্মাও কালস্বরূপ আপনাকে সাতিশয় ভয় করেন। তাঁহার সৃষ্ট প্রাণিগণের কথা কি! আত্মার আবরক, নিষ্ফল, অনিত্য, অকিঞ্চিৎকর আত্মার ভাসমান দেহাদি পরিত্যাগ করিয়া সত্য-জ্ঞানস্বরূপ, জীবনিয়ন্তা আপনার এই পরম পাদমূলই ভজনা করি। মনুষ্য ইহা ভজনা করিলেই সমুদায় অভীপ্সিত লাভ করেন। হে ঈশ্বর! হে আত্মবন্ধু! আপনার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু। আপনি মায়াময়;—লীলাময়;—আপনার সত্ত্বময়ী লীলাই মনুষ্যগণের মুক্তিসাধন করিয়া থাকে; অপর রজস্তমোগুণ হইতে দুঃখ, মোহ এবং ভয় উৎপন্ন হয়। ভগবন্! পণ্ডিতেরা আপনার এবং আপনার ভক্তবৃন্দের নারায়ণ নামক রূপ পূজা করেন। ভক্তেরা সত্ত্বকেই-পুরুষ-স্বরূপ মানেন, অন্যকে নহে। সত্ত্ব হইতে লোক অভয় এবং আত্মসুখ পাইয়া থাকে। সেই অন্তর্যামী, ভূমা, বিশ্বরূপী বিশ্ব গুরু, পরমদেব, নরোত্তম ঋষি, শুক্লরূপ নারায়ণ, যতবাক্, বেদের নিয়ন্তা, ভগবানকে নমস্কার করি। বুদ্ধি আপনার মায়াভিভূত এজন্য কপট ইন্দ্রিয়মার্গ সকলে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া পুরুষ আপনাকে জানিতে পারে না। যে পূর্ব্বে জানিত না, সেই আবার যদি অখিল-গুরু আপনা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বেদ জানিতে পারে, তাহা হইলে সাক্ষাৎ আপনাকে জানিতে সক্ষম হয়। আপনার জ্ঞান দেহাদি-সঞ্জাত দ্বারা তত সাংখ্যাদি সমুদায় রাদ্ধের যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, আপনার স্বভাব সেই সকলেরই অনুরূপ; এইজন্যই ব্রহ্মা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আপনাকে

জানিতে পারেন না; এতাদৃশ আপনি বেদে প্রকাশিত হন, ঐ প্রকাশ আপনার গূঢ় স্বরূপকে জানাইয়া দেয়; আমি, এবম্ভূত আপনাকে নমস্কার করি।" ৪৫—৪৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয়ের ভগবন্মায়া-দর্শন।

সূত কহিলেন,—ধীমান্ মার্কণ্ডেয় যখন এইপ্রকার স্তব করিলেন, তখন নর-সহচর নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া ভৃগুশ্রেষ্ঠকে বলিলেন, "হে ব্রহ্মর্ষিবর! তুমি,—তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, নিয়ম, আমাতে অচলা ভক্তি ও মনের একাগ্রতা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছ। তোমার সুমহৎ ব্রতাচরণ দেখিয়া আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক;—বাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর। তোমাকে বর দান করিব।" ঋষি বলিলেন, "হে দেবদেবেশ্বর! হে আর্ত্তের ক্লেশহারক! হে অচ্যুত! আপনি পরম পথ দেখাইলেন। আমি যখন আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের দর্শন পাইলাম, তখন বরে আর প্রয়োজন কি? যোগপক্ব মন দ্বারা যাঁহার শ্রীমৎ চরণ-কমল-দর্শন লাভ করিয়া প্রাকৃত জনেরাও ব্রহ্মাদি হন, সেই আপনি আমার সম্মুখে। হে কমললোচন! হে পুণ্যশ্লোকের শিখামণে! তথাপি আপনার মায়া দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে; তদ্দ্বারাই লোক ও লোকপালগণ বস্তুতে ভেদ দর্শন করিয়া থাকেন।" ১—৬। সূত কহিলেন,—মুনে! ঋষি এইরূপ কহিলে এবং ভগবানের সম্যক্ পূজা করিলে, ভগবান্ ঈশ্বর "তাহাই হইবে" হাস্য-সহকৃত-মুখে এই কথা কহিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থিত হইলেন। সেই ঋষি সেই চিন্তা করিতে করিতে আপনার আশ্রমেই থাকিয়া অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ ও আত্মা প্রভৃতি সর্ব্বত্রে শ্রীহরির চিন্তা করিলেন এবং মনোময় দ্রব্য সকলের দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। কখন প্রেমভাবে বিগলিত হইয়া পূজাও ভুলিয়া যান। হে ব্রহ্মন্! হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! সেই মুনি একদা সন্ধ্যাকালে পুষ্পভদ্রা-তটে বসিয়া আছেন—এমন সময় ভীম প্রভঞ্জন উত্থিত হইল। সেই বাত্যা ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। তাহার পরেই ভয়ানক জলদ-জাল দেখা দিল এবং বিদ্যুতের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চরবে গর্জ্জন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে অক্ষের ন্যায় স্থূল বৃষ্টিধারা-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। ৭—১৩। পরক্ষণেই প্রচণ্ড-মকরপূর্ণ, মহাভয়ের আকর, আবর্ত্ত-সমাকুল, গভীর-শব্দায়মান চতুর্দ্দিকস্থ চতুঃসমুদ্র বায়ুবেগ-জাত তরঙ্গ সকলের দ্বারা পৃথিবী গ্রাস করিতে লাগিল। মুনি আপনার সহিত চতুর্ব্বিধ জীবকে ভিতরে ও বাহিরে আকাশাবরক জল, প্রবল বায়ু এবং বিদ্যুতের দ্বারা বিশেষরূপে ক্লিষ্ট ও পৃথিবীকে জলময় দর্শন করিয়া ব্যাকুলিত-মনে ভয়-ব্যাকুলিত হইলেন। তরঙ্গাঘাতে ভীষণ বায়ু দ্বারা ঘূর্ণিত জলরাশি মহাসমুদ্র তাঁহার সমক্ষে এইরূপ দৃষ্ট হইল,—ধারাবর্ষী মেঘ-সমূহে ক্রমে ক্রমে পূরিত হইয়া দ্বীপ, বর্ষ ও পর্ব্বত সকলের সহিত পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিল। পৃথিবী, আকাশ স্বর্গ, তারাগণ ও দিগ্দলের সহিত ত্রৈলোক্য জলে নিমগ্ন হইল। কেবল সেই মহামুনি একাকী অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি জটা সকল ছড়াইয়া জড় ও অন্ধের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল মকর ও তিমিঙ্গিলগণের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত; তরঙ্গ ও বায়ু-তাড়িত; তিমিরে আক্রান্ত এবং অপার অন্ধকারে পতিত হইয়া পরিভ্রমণ করত যদি,—দিক্ সকল, আকাশ ও পৃথিবী জানিতে সমর্থ হইতেন না। নিজে কখন মহাসাগরে মগ্ন, কখন তরঙ্গ সকলের দ্বারা তাড়িত, কখন ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত পরস্পর বিবাদকারী মকর-কুম্ভীরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন;—কখন দুঃখ, কখন সুখ, কখন ভয় এবং কখন বা ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া পঞ্চত্ব পান। বিষ্ণুর মায়া দ্বারা আত্মা আচ্ছন্ন হইয়া সেই সাগরে ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের শত সহস্র অযুত বৎসর গত হইল। সেই দ্বিজ একদা ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সাগরের মধ্যে পৃথিবীর উন্নতভাগে ফল-পুষ্প দ্বারা শোভিত ক্ষুদ্র বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—সেই বৃক্ষের ঈশান-দিকের শাখায় পর্ণপুটে এক শিশু শয়ান রহিয়াছেন; কিন্তু প্রভা দ্বারা অন্ধকার নাশ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ, মহামরকতের ন্যায় শ্যাম; বদন-কমল, শ্রীসম্পন্ন; গ্রীবা, কম্বুসদৃশ; বক্ষঃস্থল, বিস্তৃত; নাসিকা, সুন্দর; ভ্রূ, সুন্দর। নিশ্বাস দ্বারা কম্পমান অলকজাল দ্বারা তাঁহার শোভা হইয়াছে। দুইখানি কর্ণ, অভ্যন্তরে কম্বুর ন্যায় বলয় দ্বারা শোভমান; তাহাতে দাড়িম-পুষ্প সংলগ্ন রহিয়াছে। হাস্য শুভ্র, কিন্তু বিদ্রুমতুল্য অধরের দ্বারা ঈষৎ অরুণীকৃত। অপাঙ্গদ্বয় পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ। অবলোকন মনোহর। অশ্বত্থপত্র-সদৃশ উদরে গভীর নাভি, নিশ্বাসবশে কম্পমান বলি সকলের দ্বারা চঞ্চল। হে বিপ্রেন্দ্র! বালক, মনোহর অঙ্গুলি-বিশিষ্ট পাণি-যুগলের দ্বারা চরণাম্বুজ আকর্ষণ করিয়া মুখে প্রদান করিয়া চুষিতে ছিলেন। মুনি সেই বালককে দর্শনপূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাঁহার দর্শনে যে আনন্দ জন্মিল, তদ্দ্বারা তাঁহার পরিশ্রম বিদূরিত হইল,—হৃৎপদ্ম ও লোচনপদ্ম বিকসিত হইয়া উঠিল,—লোমাঞ্চ হইল; তথাপি জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ১৪—২৭। অমনি সেই ভৃগুসন্তান, শিশুর নিশ্বাস-যোগে মশকের ন্যায় তাঁহার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায়ও দেখিতে পাইলেন,—প্রলয়ের পূর্ব্বের ন্যায় এই বিশ্ব সমুদায় বিস্তৃত রহিয়াছে। দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুগ্ধ হইলেন। আকাশ, অন্তরীক্ষ, তারাগণ, পর্ব্বত-নিকর, সাগর-সমুদয়, দ্বীপ-সমূহ, বর্ষনিকর, দিক্‌চয়, দেবতা ও অসুর সকল, বন-সমস্ত, দেশ-সমস্ত, নদীবর্গ, নগর-নিচয়, আকর-সমূহ, ব্রজ-সমূহ, আশ্রম, বর্ণ, তত্তদ্বৃত্তি সকল, মহাভূত-নিকর, ভৌতিক-পদার্থ সমূহ, খেট সমূহ, যুগ কল্পাদি নানা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাক্রান্ত কাল এবং যাহা কিছু লোক-যাত্রার হেতুভূত অন্য দ্রব্য; তৎসমস্তই দেখিলেন। সমুদয় বিশ্বই সত্য-পদার্থের ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে—দেখিলেন। এই ঋষি তথায় হিমালয়, সেই পুষ্পভদ্রা নদী এবং যেখানে নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের সেই আশ্রম-স্থানও দর্শন করিলেন। সেই ঋষি বিশ্বকে দর্শন করিতেছেন এমন সময় শিশুর শ্বাস দিয়া বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয়-সাগরে পতিত হইলেন। সেই পৃথিবীর উচ্চ প্রদেশে সংজাত বটবৃক্ষকে, তাহার পত্রপুটে শয়ান বালককে সংশ্লিষ্ট দেখিয়া এবং প্রেমহেতু শুভ-হাস্য-যুক্ত অপাঙ্গ-দৃষ্টি দ্বারা সেই শিশু-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, নয়ন-যুগল দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত সেই অধোক্ষজ বালককে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত নিকটে যাইলেন, অমনি যোগের অধীশ্বর, শরীরধারী সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ দুর্দ্দৈব-বিরচিত কর্ম্মের ন্যায় ঋষির নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মন্! তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বট, জল এবং লোক-প্রলয় ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইল; ঋষি পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ২৮—৩৪।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয়কে শিবের বরদান ।

সূত কহিলেন,—মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই বিশ্বকে নারায়ণের মায়া-রচিত মনে করিয়া এবং যোগমায়ার প্রভাব বুঝিয়া সেই বিষ্ণুরই শরণাগত হইলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে হরে! আপনার আর্ত্ত-জনের অভয়প্রদ পাদমূলের শরণ লইলাম। আপনার যে জ্ঞানবৎ প্রকাশমানা মায়ায় পণ্ডিতগণও মোহিত হন, তাঁহার প্রভাব কি বর্ণন করিব?" সূত কহিলেন,—তিনি এইরূপে সংযতচিত্ত হইয়া কাল কাটাইতে ছিলেন, ইতিমধ্যে ভগবান্ রুদ্র রুদ্রাণীর সহিত সানুচর বৃষভারোহণে আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। উমা, সেই ঋষিকে দেখিয়া মহাদেবকে কহিলেন, "ভগবন্ দেখুন,—যেমন ঝটিকার অবসানে সমুদ্র-জল স্থির,—মৎস্যাদি সমুদয় নিশ্চল; এই ঋষিও সেইরূপ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়া রহিয়াছেন;—ইঁহার তপস্যার ফল দান করুন,—আপনি সাক্ষাৎ ফলদাতা।" ভগবান্ কহিলেন, "এই ব্রহ্মর্ষি, অব্যয় পুরুষ ভগবানের ভক্তি লাভ করিয়াছেন। ইনি কোনও ফল, এমন কি মুক্তিও চাহেন না। তথাপি ভবানি! এই সাধুর সহিত কথোপকথন করিব; এই সাধুসঙ্গই মনুষ্য-দিগের পরম লাভ।" ১—৭। সূত কহিলেন,—সর্ব্ববিদ্যা-নিয়ামক, সর্ব্বদেহীর ঈশ্বর, সাধুদিগের গতি সেই ভগবান্ এই কথা বলিয়া সেই ঋষির নিকট যাইলেন। ঋষির অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল রুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি জগতের আত্মা সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ ও ভগবতীর সমাগম, আত্মা ও বিশ্বকে জানিতে পারিলেন না। ভগবান্ ঈশ্বর গিরিশ তাহা জানিয়া, বায়ু যেমন ছিদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; তেমনি যোগমায়া-যোগে তাঁহার হৃদয়াকাশে প্রবেশ করিলেন। বিদ্যুৎবৎ পিঙ্গল-জটাধারী; ত্রিনেত্র; দশ-ভুজ; উন্নত; উদয়োন্মুখ সূর্য্যসদৃশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসা, শূলী; শরাসন-বাণ-খড়্গ-চর্ম্ম-অক্ষমালা-ডমরু-কপাল-পরশু ধারণকারী শিবকে শরীরের মধ্যে ও হৃদয়-মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত দেখিয়া, মুনি, "এ কি! কোথা হইতে ইহা হইল?" এই ভাবিয়া সমাধি হইতে ক্ষান্ত হইলেন। তিনি আঁখি চাহিয়া দেখি-লেন,—ত্রৈলোক্যগুরু,—রুদ্রগণ ও উমার সহিত আগমন করিয়া-ছেন। অমনি মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন। তদনন্তর তিনি স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, চন্দন, মালা, ধূপ ও দীপ দ্বারা অনুচরগণের ও উমার সহিত তাঁহার পূজা করিলেন এবং কহিলেন, "আপনি আত্মাকে অনুভব করেন, তাহাতেই সমুদয় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে। জগৎ আপনা হইতে সুখলাভ করিয়া থাকে। বিভো! ঈশান! আমরা আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? নির্গুণ, শান্ত, সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা, অতএব প্রভু,—আবার রজঃসেবী, তমঃসেবী ঘোর;—আপনাকে নমস্কার।" ৮—১৭। সূত কহিলেন,—মার্কণ্ডেয়, সাধুদিগের গতি সেই ভগবান্ মহাদেবের এইরূপে স্তব করিলে, মহাদেব সাতিশয় তুষ্ট ও প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, "আমার নিকট যথেপ্সিত বর গ্রহণ কর। আমরা তিন, বরদাতাদিগের অধীশ্বর,—আমাদিগের দর্শন বিফল হয় না; মনুষ্য আমাদিগের নিকট মুক্তি লাভ করে। যে সকল ব্রাহ্মণ,—সদাচার-সম্পন্ন, গর্ব্বশূন্য, নিষ্কাম, ভূতগণের প্রতি দয়ালু, আমাদিগের একান্ত ভক্ত, শত্রুতাহীন ও সমদর্শী,—সমুদয় লোক ও লোকপালগণ তাঁহাদিগের বন্দনা, ভজনা ও উপাসনা করিয়া থাকে। কেবল ইহারাই নহে, আমি, ভগবান্ ব্রহ্মা এবং স্বয়ং ঈশ্বর হরি, আমরাও করিয়া থাকি। তাঁহারা আমাতে, হরিতে ও ব্রহ্মাতে এবং আত্মাতে ও অন্যান্য জনেও কিছুমাত্রও ভেদ দর্শন করেন না। এবম্ভূত তোমাদিগকে আমরা অর্চ্চনা করি। জলময় নদী-নদাদি তীর্থ নহে; শিলাময় শালগ্রামাদি দেবতা নহে,—হইলেও তাঁহারা বহুকালে পবিত্র করিয়া থাকেন; কিন্তু তোমাদের দর্শন মাত্রেই পবিত্রতা লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করি; তাঁহারা চিত্তৈকাগ্রতা, আলোচনা, অধ্যয়ন ও বাক্যাদি-সংযম দ্বারা আমাদিগের বেদময় রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনাদিগের নামাদি শ্রবণ বা আপনাদিগকে দর্শন করিলে মহাপাতকী অন্ত্যজগণও শুদ্ধ হয়; সম্ভাষণাদি দ্বারা যে কি ফল ফলে, তাহা আর কি বলিব?" ১৮—২৫। সূত কহিলেন, চন্দ্রশেখরের এই ধর্ম্ম-রহস্য-যুক্ত, অমৃতের আধার বাক্য কর্ণপুটে পান করিয়া ঋষির পিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না; বিষ্ণুর মায়া অনেক দিন ধরিয়া তাঁহাকে ভ্রমণ করাইতেছিল এবং কষ্ট দিতেছিল;—শিবের বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা তাঁহার সমুদায় ক্লেশ দূর হইলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, "অহো ঈশ্বর! জগদীশ্বরেরা,—তাঁহারা নিজে যাহা-দিগকে শাসন করিবেন, তাঁহাদিগের স্তব করিয়া থাকেন, এই যে লীলা, শরীরীরা ইহা বুঝিতে পারে না; অথবা লোক-দিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্তই ধর্ম্মের বক্তারা প্রায় নিজ ধর্ম্ম আচরণ, অনুমোদন এবং ক্রিয়মাণ ধর্ম্মের স্তব ও প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই সকল নমনাদিতে আপনার নিজের মায়ার আচরণ সকল বর্ত্তমান দেখিতেছি। যেমন ভান ভানকারী ব্যক্তির, তেমনই মায়াবী ভগবান্ আপনার প্রভাবকে এই সকল ব্যাপার, খর্ব্বিত করিতে পারে না। আপনি মন দ্বারা এই বিশ্ব সৃজনপূর্ব্বক আত্মারূপে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ন্যায় কার্য্যকারী গুণগণ দ্বারা কর্ত্তার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন; ত্রিগুণ, গুণনিয়ন্তা, একমাত্র, অদ্বিতীয়, গুরু, ব্রহ্মমূর্ত্তি সেই ভগবান্—আপনাকে নমস্কার। হে ভূমন্! আপনার দর্শনই বর অতএব অন্য আর কি বর প্রার্থনা করিব? আপনার দর্শনে পুরুষের বাসনা ও চরিতার্থ সফল হইয়া থাকে। তথাপি পূর্ণবাসনা-বর্ষী আপনার নিকট এক বর প্রার্থনা করি;—"অচ্যুতে, আপনাতে এবং আপনার ভক্ত ব্যক্তিগণে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে।" ২৬—৩৪। সূত কহিলেন, মুনিকর্ত্তৃক এই প্রকারে পূজিত এবং বেদবাক্য দ্বারা এই-রূপে স্তুত হইয়া দেবী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাকে বলিলেন, "হে মহর্ষে! হে ব্রহ্মন্! অধোক্ষজ পুরুষে তোমার ভক্তি আছে, এই সমুদায় তোমার হইবে; আরও কল্প-শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজস্বী তোমার কীর্ত্তি, পুণ্য, অজরতা, অমরতা, ত্রৈকালিক জ্ঞান ও বিরাগ-সহিত জ্ঞান হউক। তুমি পুরাণে আচার্য্য হও।" সূত কহিলেন,—সেই ত্রিলোকের ঈশ্বর, মুনিকে এই প্রকার বরদান করিয়া, তাঁহার কার্য্য এবং ইতিপূর্ব্বে যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দেবীকে কহিতে কহিতে প্রস্থান করিলেন। সেই মুনিও মহাযোগের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া ভাগবতের মধ্যে প্রধান হইলেন। সাক্ষাৎ হরিতে ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করিয়া তিনি এখনও বিচরণ করিতেছেন। ধীমান্ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুভূত ভগবানের অদ্ভুত মায়া-বৈভব এই আপনার নিকট বর্ণন করিলাম যাহারা মনুষ্যদিগের সৃষ্টি ও প্রলয়-স্বরূপা ভগবন্মায়া না জানেন তাঁহারা বলেন, "মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুভূত এই মায়া বহুকাল ব্যাপিয়া পুনঃপুনঃ প্রবর্ত্তিত"; যাঁহারা জানেন, তাঁহারা কি মনে করেন,—"ইহা আকস্মিক"। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! যিনি চক্রপাণি প্রভাব দ্বারা পরিবর্দ্ধিত এই প্রকার এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন করান, তাঁহাদিগের কর্ম্ম, চিত্ত-বন্ধন ও সংসার হয় না। ৩৫—৪২

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয়ের অমৃত-প্রাপ্তি-বর্ণন।

শৌনক কহিলেন,—হে ভগবদ্ভক্ত সূত! তুমি সমুদায় তন্ত্র-সিদ্ধান্তের তত্ত্বজ্ঞ ও বহু-বিজ্ঞ। এক্ষণে তোমাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি। শ্রীপতি নারায়ণ কেবল চৈতন্য-ঘনমাত্র; কিন্তু তান্ত্রিক উপাসকেরা উপাসনা-কালে তাঁহার হস্ত-পদাদি অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্র ও কৌস্তুভাদি আভরণ সকল যে যে তত্ত্বে কল্পনা করেন, তাহা আমার নিকট বল। ক্রিয়াযোগ জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; অতএব যে ক্রিয়া-নিপুণতা দ্বারা মনুষ্যেরা মুক্তিলাভ করে, তাহাও বর্ণন কর। ১—৩। সূত কহিলেন,—ব্রহ্মাদি আচার্য্য কর্তৃক বেদ ও তন্ত্রে বিষ্ণুর যে বিভূতি কথিত হইয়াছে, শুকদেবকে প্রণাম করিয়া, তাহা বর্ণন করি। প্রথমতঃ প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র,—এই নব তত্ত্ব এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শ বিকার দ্বারা বিরাটমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই চেতনাধিষ্ঠিত বিরাট্-মূর্ত্তিতে ভুবনত্রয় দৃষ্ট হইল। ইহাই বিরাট্-পুরুষের রূপ। পৃথিবী ইহাঁর পাদদ্বয়, স্বর্গলোক ইহাঁর মস্তক, আকাশ ইহাঁর নাভি, সূর্য্য ইহাঁর চক্ষু, বায়ু ইহাঁর নাসা, ও দিক্ ইহাঁর কর্ণ। প্রজাপতি ইহাঁর মেঢ়্র, কাল ইহাঁর অপান-বায়ু, লোকপাল ইহাঁর বাহু, চন্দ্র ইহাঁর মন, যম ইহাঁর ভ্রূ। লজ্জা ও লোভ ইহাঁর অধর-ওষ্ঠ, জ্যোৎস্না ইহাঁর দন্ত, ভ্রম ইহাঁর হাস্য, বৃক্ষ সকল ইহাঁর রোম ও মেঘ ইহাঁর কেশ। এই ভূর্লোকস্থ মানব-দেহ যেরূপ নিজের সপ্ত-বিতস্তি-পরিমাণে পরিমিত, সেইরূপ এই বিরাট-পুরুষও স্বীয় সপ্ত-বিতস্তি-পরিমিত অবয়ব-সংস্থানে পরিমিত। ইনি কৌস্তুভচ্ছলে বিশুদ্ধ জীবচৈতন্য এবং উহার ব্যাপিনী প্রভিভা-রূপ সাক্ষাৎ শ্রীবৎস হৃদয়ে ধারণ করেন। ৪—১০। বন-মালারূপিণী নানাগুণময়ী স্বীয় মায়াকে ধারণ করেন এবং ছন্দোময় পীতবাস ও ব্রহ্মসূত্র রূপ ত্রিমাত্র প্রণব ধারণ করেন। মকর-কুণ্ডলরূপ সাংখ্যযোগ ও শিরোভূষণরূপ সর্ব্বলোক-নমস্কৃত ব্রহ্মপদ ধারণ করিয়া থাকেন। প্রধান অনন্ত নামক আসন, যাহাতে উপবেশন করিয়া আছেন; সেই আসনভূত পদ্ম, জ্ঞানাদি-যুক্ত সত্ত্বগুণ। তেজঃ, মনোবল ও বলযুক্ত প্রাণতত্ত্ব-রূপ গদা, জলতত্ত্ব-রূপ শঙ্খ, তেজস্তত্ত্ব-রূপ সুদর্শন, শরীরস্থ আকাশরূপ আকাশতত্ত্ব অসি, তমোময় চর্ম্ম, কালরূপ শার্ঙ্গধনু এবং কর্ম্মময় তূণীর ধারণ করিয়া আছেন। ইন্দ্রিয়গণ ইহাঁর শর, ক্রিয়াশক্তি-যুক্ত মন ইহাঁর রথ, পঞ্চতন্মাত্র ইহাঁর রূপ। মুদ্রা দ্বারা ইনি বরদ-অভয়দানাদি রূপ সকল ধারণ করেন। সূর্য্যমণ্ডল এই দেবের পূজার ভূমি, দীক্ষাই আত্মার সংস্কার; ভগবানের পরিচর্য্যাই আপনার পাপক্ষয় জানিবে। হে দ্বিজ! ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণ ইহাঁর হস্তস্থ লীলা কমল এবং ধর্ম্ম ও যশ ইহাঁর চামর ও ব্যজন। বৈকুণ্ঠ-ধাম ছত্র; অকুতোভয় ইহাঁর কৈবল্য-ধাম; বেদত্রয় ইহাঁর গরুড়রূপ বাহন; স্বয়ং পুরুষই ইহাঁর যজ্ঞরূপ। সাক্ষাৎ শ্রী, এই আত্মারূপ নারায়ণের অনপায়িনী শ্রী। পঞ্চরাত্রাদি আগমই ইহাঁর পার্ষদাধিপতি বিশ্বক্সেন; ইহাঁর দ্বারস্থ নন্দাদি, অণিমাদি অষ্টগুণ। ১৫—২০। হে ব্রহ্মন্! বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি পুরুষমূর্ত্তি ইহাঁর চারি মূর্ত্তিব্যূহ। ভগবন্! সেই নারায়ণ,—অর্থ পদার্থ মন, সংস্কার ও জ্ঞানোপাধিক জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই সকল বৃত্তি দ্বারা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয় চিহ্নিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বমূর্ত্তির ভগবান্ ঈশ্বর হরি,—অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, শস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা উপলক্ষিত ঐ ব্যূহমূর্ত্তি-চতুষ্টয় ধারণ করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই ভগবান্ বিষ্ণু বেদরাশির কারণ, সর্ব্বদ্রষ্টা ও স্বীয় মহিমাতে পরিপূর্ণ। ইনি স্বীয় মায়া দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করেন বলিয়া ব্রহ্মাদি নামে ব্যক্ত হন; কিন্তু ভক্তজন কর্তৃক অনাবৃত জ্ঞানরূপে আত্মাতে লক্ষ হন। "হে কৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখ! হে বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ! তুমি, পৃথিবীর বিঘ্নকারক ক্ষত্রিয়বংশ নাশ করিয়াছ। হে অক্ষুণ্ণপ্রভ! হে গোবিন্দ! গোপ-বনিতারা ও নারদাদি ঋষিরা তোমার নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র গান করেন; তোমার নাম-শ্রবণেই মঙ্গল হয়; এই ভক্তদিগকে রক্ষা কর" যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সমাহিতচিত্ত হইয়া এই মহাপুরুষ-লক্ষণ বার্ত্তা জপ করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। ২১—২৬। শৌনক কহিলেন,—বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করাতে ভগবান্ শুকদেব যাহা কহিয়াছিলেন, মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্যের যে নানা মূর্ত্তিব্যূহ সপ্ত সংখ্যায় উদিত হয়, অধীশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত সূর্য্যাত্মা হরির সেই সকল মূর্ত্তিব্যূহের নাম ও কর্ম্ম আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। সূত কহিলেন,—সর্ব্বদেহীর আত্মা বিষ্ণুর অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন লোক-পরতন্ত্র এই সূর্য্য লোকেতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। জগদাত্মা আদি-কর্ত্তা নারায়ণ সূর্য্য একমাত্র হইয়াও লোকদিগের সমুদায় বেদোক্ত ক্রিয়ার মূলরূপে ঋষিগণ কর্তৃক উপাধি বশতঃ বহুরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই নারায়ণ সূর্য্য,—মায়া দ্বারা কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য, মন্ত্র, দ্রব্য ও ফলরূপে কীর্ত্তিত হয়। কালরূপ-ধারী ভগবান্ আদিত্য, লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ গণের সহিত বিচরণ করিয়া বেড়ান। সূর্য্য, অপ্সরা, রাক্ষস, বাসুকি, যক্ষ, পুলস্ত্য, তুম্বুরু—এইসাত গণ, চৈত্র-মাসে বিচরণ করেন। ২৭—৩৩। অর্য্যমা, পুলহ, যক্ষ, রাক্ষস, নারদ, গন্ধর্ব্ব ও নাগ—ইহাঁরা বৈশাখ-মাসে পর্য্যটন করেন। সূর্য্য, অত্রি, রাক্ষস, তক্ষক, মেনকা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ—ইহাঁরা জ্যৈষ্ঠ-মাসে বিচরণ করেন। বশিষ্ঠ, সূর্য্য, রম্ভা, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষ—ইহাঁরা আষাঢ়-মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, অঙ্গিরা, প্রম্লোচা ও রাক্ষস—ইহাঁরা শ্রাবণ-মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভৃগু, অনুম্লোচা ও নাগ—ইহাঁরা ভাদ্র-মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঘৃতাচী ও গৌতম—ইহাঁরা মাঘ-মাসে বিচরণ করেন। যক্ষ, রাক্ষস, ভরদ্বাজ, সূর্য্য, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও নাগ—ইহাঁরা ফাল্গুন-মাসে বিচরণ করিয়া থাকেন। সূর্য্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নাগ, উর্ব্বশী ও কশ্যপ—ইহাঁরা অগ্রহায়ণ-মাসে ভ্রমণ করেন। সূর্য্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঋষি, নাগ ও পূর্ব্বচিত্তি—ইহাঁরা পৌষ-মাসে পর্য্যটন করেন। বিশ্বকর্ম্মা, যমদগ্নি, নাগ, রাক্ষস, তিলোত্তমা, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব—ইহাঁরা আশ্বিন-মাসে ভ্রমণ করেন। আদিত্য, নাগ, গন্ধর্ব্ব, রম্ভা, যক্ষ, বিশ্বামিত্র ও রাক্ষস—ইহাঁরা কার্ত্তিক-মাসে বিচরণ করেন। ৩৪—৪৪। ভগবান্ বিষ্ণু আদিত্যের এই সকল বিভূতি যিনি প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় স্মরণ করেন, দিনে দিনে তাঁহার পাপ নষ্ট হইয়া যায়। সূর্য্যদেব এইরূপে গন্ধর্ব্বাদির সহিত দ্বাদশ মাসে এই লোকের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করত লোকদিগকে ইহ-পরলোকে শুভ-বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ঋষিরা,—সাম, ঋক্, যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা ইহাঁর স্তব করেন, গন্ধর্ব্বেরা ইহাঁর গুণ গান করেন। ইহাঁর অগ্রে অপ্সরোগণ নৃত্য করেন। নাগগণ ইহাঁর রথে দৃঢ় বন্ধন করেন, যক্ষোগণ ইহাঁর রথ-যোজনা করেন এবং বলশালী রাক্ষসেরা ইহাঁর রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকেন। ষষ্টিসহস্র নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষি বালিখিল্য ঋষিগণ অভিমুখ হইয়া ইহাঁর

রথের অগ্রে অগ্রে স্তব করিতে করিতে গমন করেন। অনাদি অনন্ত ভগবান্ হরি ঈশ্বর এইরূপে ক্রমে ক্রমে স্বীয় আত্মাকে বিভাগ করিয়া লোক সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। ৪৫—৫০।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথমস্কন্ধাবধি সমুদায় অর্থের একত্র-কথন।

সূত কহিলেন,—মহৎ ধর্ম্মকে, বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে এবং ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম্ম সকল কহিতে আরম্ভ করি। পুরুষদিগের শ্রবণযোগ্য যে সমস্ত বিষয় আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বিপ্রগণ! ভগবান্ বিষ্ণুর সেই অদ্ভুত চরিত্র আমি আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। ভগবান্ হৃষীকেশ ভক্তপতি নারায়ণ সর্ব্বপাপ-হরণশীল হরির স্বরূপও আমি আপনাদিগের নিকট কহিলাম। জগতের উৎপত্তি, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, গুহ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন তদীয় আখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিযোগ এবং তদাশ্রয় বৈরাগ্যও বর্ণন করিয়াছি। পরীক্ষিৎ রাজার উপাখ্যান, নারদের উপাখ্যান এবং ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের সহিত রাজা পরীক্ষিতের সংবাদও কীর্ত্তন করিয়াছি। ১—৫। রাজা পরীক্ষিতের যোগ দ্বারা প্রাণত্যাগ এবং ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ, অবতারানুগীত ও প্রধান হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি পূর্ব্বে কহিয়াছি। বিদুরোদ্ধব প্রভৃতির কথোপকথন, বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদ, পুরাণ-সংহিতার প্রশ্নোত্তর ও মহাপুরুষ-সংস্থান ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার পর প্রাকৃতিক সর্গ, মহদাদি সপ্ত সর্গ, বিকার-সর্গ; পরে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট্-পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছি। স্থূল-সূক্ষ্ম কালের গতি, নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষবধ বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল সৃষ্টি, স্বায়ম্ভুব-মনুর সৃষ্টি, শতরূপা ও আদ্যা প্রকৃতি বর্ণন করিয়াছি। কর্দ্দম-প্রজাপতির ধর্ম্মপত্নীগণের সন্তান-বর্ণন, ভগবান্ কপিল মহামুনির অবতার ও তাঁহার সহিত দেবহূতির কথোপকথন নবব্রহ্ম-সমুৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ, ধ্রুব-চরিত এবং প্রাচীনবর্হি ও পৃথুর চরিত্র কথিত হইয়াছে। ৬—১৪। নারদ-সংবাদ, প্রিয়ব্রত-চরিত, নাভি রাজার চরিত ও ভরত-চরিত বর্ণন করিয়াছি। দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বর্ষ ও নদ্যাদির বর্ণন, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান এবং পাতাল-নরকের স্থান-বর্ণন, দক্ষের জন্ম ও প্রচেতাগণ হইতে দক্ষকন্যাদিগের সন্তানোৎপত্তি এবং তাঁহাদিগের হইতে দেব, অসুর, নর, তির্য্যক্, নগ ও খগাদির উৎপত্তি-বর্ণন, বৃত্রাসুরের জন্ম-বিনাশ, দিতির পুত্রগণের বর্ণন, দৈত্য রাজার চরিত ও প্রহ্লাদের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। মন্বন্তর, গজেন্দ্র-বিমোক্ষণ, বিষ্ণুর হয়গ্রীবাদি-মন্বন্তরের অবতার সকল এবং জগদ্বিধাতার মৎস্য, কূর্ম্ম, নরসিংহ ও বামনাদি অবতার এবং দেবতাদিগের অমৃত-লাভের জন্য ক্ষীরোদসমুদ্র-মন্থন, দেবাসুরগণের মহাযুদ্ধ, রাজবংশ-কীর্ত্তন, ইক্ষ্বাকুর জন্ম ও বংশকথন, সুদ্যুম্নরাজার বংশ কথন, ইলোপাখ্যান, তারোপাখ্যান, সূর্য্যবংশ, শশাদাদি ও নৃগাদির বংশবিস্তার-কথন এবং শর্য্যাতি, ধীমান্ ককুৎস্থ, খট্টাঙ্গ, সৌরভি, সগর, রামচন্দ্র প্রভৃতির পাপনাশক চরিত-বর্ণন, নিমির অঙ্গ-পরিত্যাগ, জনকদিগের উৎপত্তি, পরশুরামের নিঃক্ষত্রীকরণ বর্ণন করিয়াছি। ঐল সোমবংশ যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্ত, ভরত, শান্তনু ও তাঁহার পুত্রের চরিত এবং যযাতির জ্যেষ্ঠ-পুত্র যদুর বংশানুকীর্ত্তন, যদুবংশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাখ্য জগদীশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বসুদেব-গৃহে জন্ম ও গোকুলে বৃদ্ধি কীর্ত্তন করিয়াছি। ১৫—২৭। সেই অসুরঘাতী কৃষ্ণের অশেষ কর্ম্ম;—শিশুকালে পূতনার প্রাণ-সহিত স্তন্যপান এবং শকটোচ্চাটন; আর তৃণাবর্ত্ত ও বক-বৎসের নিধন কথিত হইয়াছে। বিধাতা-কর্ত্তৃক অঘাসুরবধ, ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক বৎসপাল-চৌর্য্য, ভ্রাতার সহিত ধেনুক ও প্রলম্বের নিধন, দাবাগ্নি হইতে গোকুলের পরিত্রাণ, কালিয়-দমন, নন্দমোক্ষণ, কন্যাগণের ব্রতচর্য্যা, যজ্ঞপত্নী-সন্তোষ ও বিপ্রানুতাপ বর্ণন করিয়াছি। গোবর্দ্ধনোদ্ধার, ইন্দ্র এবং সুরভির যজ্ঞ ও অভিষেক, রাত্রি সকলে স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া, দুর্ব্বৃত্ত শঙ্খচূড়-অরিষ্ট-কেশিনিধন অক্রূরাগমন, রামকৃষ্ণ-প্রস্থান, ব্রজস্ত্রী-বিলাপ, মথুরাদর্শন, গজ, মুষ্টিক, চাণূর ও কংসাদির বধ, সান্দীপনি-গুরুর মৃত পুত্রের পুনরানয়ন। ২৮—৩৫। হে দ্বিজগণ! মথুরায় বাসকালে হরি,—রাম ও উদ্ধবের সহিত যদু-বংশীয়দিগের যে প্রিয় করিয়াছিলেন, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বহুবার আনীত সৈন্য সকলের বধ, যবনরাজ-বধ, কুশস্থলীতে বাস-করণ ও স্বর্গের সুধর্ম্মা পুরী হইতে পারিজাত-হরণ বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধে প্রমত্ত শত্রুগণ হইতে রুক্মিণী-হরণ, যুদ্ধে হরের পরাজয়, বাণ-ভুজচ্ছেদ, প্রাগ্জ্যোতিষ-পতিকে হনন করিয়া তাঁহার কন্যাহরণ, চৈদ্য, পৌণ্ড্রক, শাল্ব ও দুর্ম্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর ও পঞ্চজনাদির মাহাত্ম্য ও নিধন, বারাণসী-দাহন, পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া ভূমিভারাবতারণ, বিপ্রশাপচ্ছলে স্বীয় কুলের সংহার, বাসুদেবের অদ্ভুত উদ্ধবসংবাদ—যাহাতে আত্মজ্ঞান-কথন, কর্ম্ম-নির্ণয় বর্ণিত আছে এবং যোগ-প্রভাবে মর্ত্ত্যলীলা-পরিত্যাগ বর্ণন করিয়াছি। যুগলক্ষণ, কলিতে মনুষ্যদিগের উপপ্লব, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, ধীমান্ রাজা পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদশাখা-প্রণয়ন, মার্কণ্ডেয়-সৎকথা, মহাপুরুষ-বিন্যাস ও জগদাত্মা সূর্য্যের দেহ-ব্যূহ কীর্ত্তন করিয়াছি। ৩৬—৪৫। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে সমুদায় এই আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম, এস্থলে ঈশ্বরের লীলাবতার ও কর্ম্মাদি সমুদায় কীর্ত্তিন করিয়াছি। পতিত, স্খলিত, পীড়িত এবং ক্ষুধায় বিনাশ পাইয়াও যদি কেহ উচ্চৈঃস্বরে "হরয়ে নমঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রভাব-শ্রবণ এবং নাম-কর্ম্মাদি কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অনন্ত তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া, তমোমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় ও মেঘ-মধ্যে অতিবাতের ন্যায়, অশেষ বিঘ্ন বিনাশ করিয়া থাকেন। যে কথাতে ভগবান্ অধোক্ষজের প্রসঙ্গ নাই, সে সকল কথা অসৎ ও মিথ্যা; আর যাহাতে ভগবদ্গুণগণের প্রসঙ্গ আছে, তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল এবং পুণ্যজনক। যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশোগান বিস্তৃত হয়, তাহাই রমণীয় ও বার বার নূতন,—তাহাই মহোৎসব,—তাহাই মনুষ্যদিগের শোকার্ণব-শোষক। চিত্রপদ দ্বারা বিন্যস্ত যে সকল বাক্য হরির জগতের পবিত্রতা-জনক যশোবিস্তার না করে, তাহা কাকতুল্য নরের রতিস্থান,—জ্ঞানিগণ তাহা সেবন করেন না। যেস্থানে অচ্যুত, সেই স্থানেই নির্ম্মলাশয় সাধুরা বদ্ধ না হইলেও, যে বাক্যের প্রতিশ্লোকে অনন্তের যশোঙ্কিত নাম সকল থাকে, সেই বাক্যের প্রয়োগই বাক্য-প্রয়োগ; কারণ, সাধুরা শ্রবণ, গান ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৪৬—৫২। নৈষ্কর্ম্ম্য এবং তৎপ্রকাশক সম্যক্ নির্ম্মল জ্ঞানও অচ্যুত-ভক্তি-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না; নিরন্তর অসৎ জ্ঞানের কথা কি বলিব? সর্ব্বোত্তম কর্ম্মও

র অর্পিত না হইলে দুঃখাত্মক। বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও াদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, সে কেবল যশোযুক্ত কীর্ত্তির ত্তমাত্র। আর গুণানুবাদ-শ্রবণ ও আদর-করণাদি দ্বারা ং-চরণ-কমল অবিস্মৃত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দের অবিস্মৃতি, তাহা অশুভক্ষয় এবং কল্যাণ, সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্ম-ক্ত ও বৈরাগ্যজ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞান বিস্তার করে। আপনারা ;করণে স্থাপন করিয়া অখিলের আত্মভূত, সর্ব্বোপাস্য যাঁহার অন্য দেবতা নাই, সেই ঈশ্বর নারায়ণ-দেবকে ন্তর ভজনা করিয়া থাকেন, সেইজন্য আপনারা অতিশ্রেষ্ঠ দ্বিজ মহাভাগ। আমারও আপনাদিগের দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব স্মৃতিপথে ঢ় হইল,—যাহা পূর্ব্বে আমি রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশে ষগণের সভায় ঋষির মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। —৫৭। হে বিপ্রগণ! সর্ব্বাশুভ-বিনাশকারী মাহাত্ম্য এই মি আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি এক প্রহর ল বা ক্ষণকাল অনন্যমনা হইয়া ইহা শ্রবণ করান, আর যে ক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইহার এক শ্লোক বা অর্দ্ধশ্লোক, কি পাদ পাদার্দ্ধ মাত্রও শ্রবণ করেন, তাঁহার আত্মা পবিত্র হইয়া থাকে। দশীতে বা একাদশীতে ইহা শ্রবণ করিলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। পবাস করিয়া যত্ন-সহকারে পাঠ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি াভ করিতে পারা যায়। পুষ্কর-তীর্থে, মথুরায় বা দ্বারকায় পবাস করিয়া সযত্নে এই সংহিতা পাঠ করিলে ভয় হইতে ক্ত হইয়া থাকেন। যিনি এই সংহিতা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার নকট শ্রবণ করিয়া দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃ, মনুষ্য ও রাজারা তাঁহার কামনা পূর্ণ করেন। ব্রাহ্মণ ইহা অধ্যয়ন করিলে ঋক্, জুঃ ও সাম-পাঠের ফল প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজগণ! মধুকুল্যা, পয়ঃকুল্যা, ঘৃতকুল্যার যে ফল, যত্নবান্ হইয়া এই পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করিলেও সেই ফল এবং ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত সে পরম পদ, তাহাও লাভ করিয়া থাকে। ৫৮—৬৪। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান; ক্ষত্রিয় অধ্যয়ন করিলে সাগরাম্বরা পৃথিবী; বৈশ্য নিধি-পতিত্ব লাভ করেন; এবং শূদ্র পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। কলিকলুষ-নাশক অখিলেশ্বর হরির নাম অন্য শাস্ত্রে প্রতিপদে উচ্চারিত হয় নাই, কিন্তু এই পুরাণ-সংহিতাতে প্রতিকথা-প্রসঙ্গে প্রতিপদে অশেষমূর্ত্তি ভগ-বানের নাম বিশেষরূপ পঠিত হইয়াছে। স্বর্গপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শঙ্করাদি দেবতা কর্ত্তৃক যাঁহার স্তোত্র সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হয় না, সেই অজ, অনন্ত, অচ্যুত, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক-শক্তিশালী নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। উক্তিক্ত নবশক্তি দ্বারা স্বীয় আত্মাতেই উপরচিত স্থাবর-জঙ্গম যাঁহার আলয়, যিনি উপলব্ধিমাত্র-স্বরূপ সনাতন, সেই ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করি। স্বীয় সুখে যাঁহার চিত্ত পূর্ণ, সেই হেতু অন্য বস্তুতে যাঁহার রতি নাই, ভগবান্ নারায়ণের মনোহর লীলা যাঁহার ধৈর্য্য আকৃষ্ট করিয়াছে, যিনি তদীয় এই পরমার্থ-প্রকাশক পুরাণ-সংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিল-পাপনাশক ব্যাসপুত্র ভগবান্ শুকদেবকে প্রণাম করি। ৬৫—৬৯।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুরাণ সকলের শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশ।

সূত কহিলেন,—ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুৎ ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ দিব্য স্তুতি সকলের দ্বারা যাঁহার স্তব করেন; সামবেদীরা,—অঙ্গ, পদ, ক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদ দ্বারা যাঁহার স্বরূপ গান করিয়া থাকেন; ধ্যানাবস্থায় তদ্গতচিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরা-সুরগণ যাঁহার অন্ত পান না,—সেই দেবতাকে প্রণাম করি। পৃষ্ঠদেশে ভ্রাম্যমাণ গুরুতর মন্দর-পর্ব্বতের পাষাণাগ্রে কণ্ডূয়নহেতু যিনি নিদ্রাভিভূত; সমুদ্র-মন্থন অবধি অদ্যাপি যাহার সংস্কার বশতঃ স্রোতোরূপে সমুদ্র-জলের বেগে যাতায়াত নিবৃত্ত হইতেছে না কূর্ম্মাকৃতি ভগবানের দীর্ঘ নিশ্বাসবায়ু তোমাদিগকে পালন করুক। ১।২। পুরাণ-সংখ্যা কহিতেছি, এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের বাচ্য ও প্রয়োজন, ইহার দান, দানের মাহাত্ম্য এবং পাঠাদির মাহাত্ম্য এক্ষণে শ্রবণ করুন। ব্রহ্মপুরাণে দশ সহস্র, পদ্মপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র, বিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র, শিবপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, শ্রীভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, নারদ-পুরাণে পঞ্চবিংশতি সহস্র, মার্কণ্ডেয়-পুরাণে নয় সহস্র, অগ্নি-পুরাণে চতুঃশতা-ধিক পঞ্চদশ সহস্র, ভবিষ্য-পুরাণে পঞ্চশতাধিক চতুর্দ্দশ সহস্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে অষ্টাদশ সহস্র, লিঙ্গপুরাণে একা-দশ সহস্র, বরাহ-পুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, স্কন্দপুরাণে একাধিক শতাধিক একাশীতি সহস্র, বামন-পুরাণে দশ সহস্র, কূর্ম্মপুরাণে সপ্তদশ সহস্র, মৎস্য-পুরাণে চতুর্দ্দশ সহস্র, গরুড়-পুরাণে একোনবিংশতি সহস্র এবং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক;* এইরূপ উক্ত পুরাণ-সমুদায়ে চারি লক্ষ শ্লোক নিরূপিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে শ্রীভাগবতের অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক কথিত হয়। ৩—৯। পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ নাভি-কমলে অবস্থিত ভব-ভীত ব্রহ্মাকে দয়া করিয়া এই ভাগবত প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার আদিতে, মধ্যে ও অবসানে বৈরাগ্য-বর্ণন সহিত হরিলীলা-কথামৃতের বিস্তার থাকাতে ইহা দেবতাদিগেরও আনন্দকর। সর্ব্ব-বেদান্তসার যে আত্মৈকত্ব-স্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তু, তন্নিষ্ঠ কৈবল্যই ইহার প্রয়োজন। ভাদ্র-মাসের পূর্ণিমাতে স্বর্ণ-সিংহাসনারূঢ় এই ভাগবত যে ব্যক্তি দান করেন, তিনি পরম-গতি লাভ করিয়া থাকেন। যতকাল অমৃতসাগর এই ভাগবত শ্রুত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত সাধু-সমাজে অন্যান্য পুরাণ সমাদৃত হইয়া থাকে। ১০—১৪। এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব-বেদান্তের সার; যে ব্যক্তি ইহার রসামৃতে তৃপ্ত, তাঁহার আর কখনও অন্যত্র প্রীতি হয় না। নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু, ভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব,—পুরাণের মধ্যে তেমনি এই ভাগবত শ্রেষ্ঠ। এই নির্ম্মল ভাগবত-পুরাণ বৈষ্ণবদিগের অতিপ্রিয়। ইহাতে পরমহংস-প্রাপ্য নির্ম্মল অদ্বিতীয় পরজ্ঞান গীত আছে এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির সহিত সর্ব্ব-কর্ম্মোপরম

---

* পুরাণের নাম ও শ্লোক-সংখ্যা-কীর্ত্তন, সকল পুরাণে সমান নহে। শিবপুরাণ-স্থলে কোন স্থানে বায়ুপুরাণও উক্ত হয়, অথচ এই দুই পুরাণেরই প্রামাণ্য আছে। এই সমস্ত পুরাণ-বিরোধ কল্পভেদ স্বীকার করিয়া পরিহরণীয়। অন্যান্য দুষ্পরিহার্য্য বিরোধ-সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা।

আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ভক্তির সহিত শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করিলে লোক মুক্তি লাভ করে। পূর্ব্বকালে যিনি এই অতুল জ্ঞান-প্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদ-মুনিকে ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে এবং যোগীন্দ্র শুকদেবকে, আর বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে কৃপা করিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সেই শুদ্ধ, নির্ম্মল, শোকরহিত, অমৃত, পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি। যিনি কৃপা করিয়া ইহা মুমুক্ষু ব্রহ্মার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি। আর যিনি সর্পদষ্ট বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে সংসার-তাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র-মুনি শুকদেবকেও নমস্কার করি। ১৫—২১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত॥ ১২॥

শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ।